অধ্যা-১-৫৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচনা

পরসাহিত্য-পরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্দ্দশ বর্ষ

(১৩৪২ শ্রাবণ হইতে ১৩৪৩ শ্রাবণ)

—:০:—

সঙ্ঘপতি

মহামহোপদেশক

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সসঙ্ঘ-সম্পাদক

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—:০:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-যন্ত্রে
মহামহোপদেশক শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯—৪৫০

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী P29500

চতুর্দ্দশবর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(১ম—২৪শ সংখ্যা)

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
নববর্ষ	
নগর-সংকীর্ত্তন (বিজ্ঞাপন)	
মৃত্যুকালে হরিনাম-গ্রহণ	
গৃহস্থার্থ ও মঠস্বার্থ	
বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদের ২৮শে জুলাই বোম্বে হইতে কলিকাতা শুভবিজয় ও হরিকথা এবং ৩১শে শ্রীধামমায়াপুর যাত্রা, সেণ্ট্রাল-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর চেয়ারম্যান মাননীয় সার সাদিলাল পি-সি)	
চরম ('ব্যাড্‌ভাল্' ৩১।৭।৩৪—লণ্ডন ক্যাক্সটন-হলে শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা)	১।১৩
প্রচার-প্রসঙ্গ (বরাহনগরে)	১।১৪
পরলোকে শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১।১৫
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব)	১।১৬
শ্রীগৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তনোৎসব	২।১৭
পরলোক (২) [পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩।৪৮সংখ্যার পর]	২।২০
বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদের ৩১শে জুলাই হইতে ৩রা আগষ্ট শ্রীধামমায়াপুর, কৃষ্ণনগর ও হাসখেড়ে ভ্রমণ, ৩রা আগষ্ট একায়নমঠে বার্ষিক মহোৎসব সম্পাদন, এবং ৪ঠা আগষ্ট গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাগমন; লণ্ডনে গৌড়ীয়-মঠের প্রচার-বার্ত্তা; অন্যান্য সংবাদ; স্বধামগত শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ প্রভুর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ)	
প্রচার-প্রসঙ্গ (বোম্বাই, চাকা, মুড়িগ্রাম, ধুবড়ী, পুরী, কটক, পাটনা, মেদিনীপুর, রেঙ্গুন এলাহাবাদ, রাজসাহী, ফরিদপুর, হুগলী, ময়ূরভঞ্জ, আসাম, ও দিল্লীতে)	
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা	
উৎসবের শুভারম্ভ	
সাময়িক প্রসঙ্গ (২৪শে শ্রাবণ বুধবাসর হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ, উৎসবকালে শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা, শ্রীমদ্ভাগবতের মুদ্রণসমাপ্তি, জন্মাষ্টমীতে 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশে'র বিশেষ সংখ্যা, ২৯শে শ্রাবণ হইতে পরপর তিন রবিবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, রেডিও-যোগে জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী ও শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব বিষয়ক বক্তৃতা, বিভিন্নস্থান হইতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন, 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'র গোস্বামিগণের অপ্রকাশিত গ্রন্থ ও বৈষ্ণবধর্ম্মের ঐতিহাসিক প্রাচীনতা এবং কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে আলোচনা, ঢাকার কোন কাগজের প্রত্ন-তাত্ত্বিক রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরের প্রবন্ধ-সমালোচনায় ব্যর্থপ্রয়াস, ১২ই ও ১৩ই জুনের হায়'নিষ্টে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর লিখিতকর্ত্তৃক প্রবন্ধ, ঢাকার জনৈক শিক্ষিত-ব্যক্তির শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের অমঙ্গলকর উদ্দেশ্যোপলব্ধি, ময়মনসিংহে জনৈক ব্যক্তির শ্রীল প্রভুপাদ-সম্বন্ধে একটি আবরণাবৃত পুস্তিকা ও প্রশ্ন-পত্র স্থাপন এবং উহা মঠ-সেবকগণ-কর্ত্তৃক উদ্ঘাটন, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ত্রিপুরা ষ্টেটের দেওয়ান সাহেবের নিকট প্রেরিত পত্র)	৩।৩৩
শ্রীবাঘগৌড়ীয়মঠে বিরহ-সভা (স্বধামগত শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ প্রভুর আদর্শ-সেবাময় জীবন-আলোচনা)	৩।৩৮
শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা (স্থান—কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১ম হইতে ১৬শ দিবস)	৩।৪৭,

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

৪।১৯; ৫।৩৫, ৭০; ৬।৮১; ৭।২৭; ৮।১১৩; ৯।১২৯; ১০।১৪৫; ১২।১৭৭; ১৩।১৯৩; ১৪।২০৯; ১৫।২২৫; ১৬।২৪১, ১৭।২৪৭; ১৮।২৭৩

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসবের প্রাত্যহিক সংবাদ (প্রথম ও দ্বিতীয়-দিবস) ৩।৫৩

প্রলোকে সাধু দেবপ্রসাদ ৩।৪৮

জন্মাষ্টমী (জন্মাষ্টমী-বাসরে গৌড়ীয় সম্পাদকের রেডিও-যোগে প্রচারিত বক্তৃতা) ৪।৫৬

নবোৎসব ৪।৬১

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা (মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে "সংসার ও ভক্তি" বিষয়ে গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা)

মুদ্রাকর-প্রমাদ (ঠৈঃ তাঃ ও চৈঃ চঃ তাম্রগুপ্ত কোষ্ঠবিচার এবং গৌড়ীয় ১৪।৩।৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ৪।৮৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা (কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র মহোদয়ের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-সম্পাদকের 'বিরাগ ও ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা)

স্বামীর সমাধি (একটিত্ব পত্রদ্বয়)

বন মহারাজের আশ্রম-শিষ্যদ্বয় সহ আগমন (বিজ্ঞাপন)

নবোৎসব (শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদকের ২৬।৮।৩৫ তারিখে রেডিও-যোগে প্রচারিত-বক্তৃতা)

সাময়িক প্রসঙ্গ (বর্ত্তমানবর্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব-কালে প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা একটি প্রধান অবদান এবং গৌড়ীয়-সম্পাদকের রেডিও-যোগে হরিকথা প্রচারও একটি বৈশিষ্ট্য; শ্রীপাদ বন মহারাজের আশ্রম শিষ্যদ্বয় সহ যোগে অবতরণের সংবাদ; স্নেহ সুহৃৎজনের পত্র (১); লণ্ডন-প্রসঙ্গ; ১৯৩৪ সালে স্থাপিত "দি লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশন্-সোসাইটী"র দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পুস্তিকার সারমর্ম্ম সার; বিজয়া-দশমী হইতে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে ঝাণ্ডুরণ্ডলে কার্ত্তিকব্রত-পালন-সংবাদ)

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

Public Reception (৮ই সেপ্টেম্বর জনসাধারণ কর্ত্তৃক শ্রীপাদ বন মহারাজের সম্বর্দ্ধনার বিজ্ঞাপন) ৩।৯৬

স্বর্জ্জনিদ্বে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ৭।১০২; ৮।১১৯

হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীপাদ বন মহারাজের অভ্যর্থনা, শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে বন মহারাজ

সম্বর্দ্ধনা-সভা (শ্রীপাদ বন মহারাজের পাশ্চাত্য-দেশ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে)

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সমাপ্তি ও ব্যাসপূজা ডেস্ এইচ, ই, ভন্ কোয়েথের শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে তারক ও পারকব্রহ্ম নামশ্রবণের সৌভাগ্য, উৎসব-সমাপ্তিদিবসে ভক্তৈকরক্ষক গৌরহরি প্রভুপাদের অত্যাশ্চর্য্যভাবে ভক্তবিঘ্ন-বিনাশন-লীলা, গৌড়ীয়-সম্পাদকের "বিরাগ ও ভক্তি"-সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং সভাপতি কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয়ের কএকটি অতিসুন্দর কথা, 'হিতবাদী' পত্রিকার 'নবদ্বীপ' শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা, কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের প্রবর্ত্তনের ভিত্তিস্থাপন, শ্রীরাধাকুণ্ডতটে ঊর্জ্জব্রত পালন ও শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-কথামৃত-বিতরণ)

শ্রীপাদ বন মহারাজের লণ্ডন হইতে ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনে কলিকাতা-নগরবাসীর সাদর সম্বর্দ্ধনা (ইংরাজী)

শ্রীরাধাষ্টমী (গৌড়ীয়-সম্পাদকের ৫।৯।৩৫ তারিখে শ্রীরাধাষ্টমীর অধিবাস-বাসরে রেডিও-যোগে বক্তৃতা)

সাময়িক প্রসঙ্গ ('ভারতবর্ষ' পত্রে প্রকাশিত "শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ" এবং 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণ—সারথী ও শিক্ষাগুরু" প্রবন্ধদ্বয়ের শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমা-

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

সোচনা ও উক্ত 'প্রবাসী'-সম্পাদকের শ্রীপাদ বন মহারাজ সম্বন্ধে অভিমতের প্রতিবাদ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ শ্রীল প্রভুপাদের ২০।১০৫ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীধামযাত্রা ও ২৩।১০৫ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ; শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বোম্বে হইতে কলিকাতা আগমন) ৯।১৪৩

শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকব্রত ৯।১৪৩

শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব (বিজ্ঞাপন) ১০।কোড়পত্র

সাময়িক প্রসঙ্গ (বিষ্ণুযাগ প্রভৃতির উপাসকগণের শারদীয়োৎসবের সহিত বিশুদ্ধযাগ স্বরূপশক্তির উপাসক গৌড়ীয়ের শারদোৎসবের বিচার-বৈশিষ্ট্য)

সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের মথুরা-যাত্রা

শ্রীপাদ বনমহারাজের সঙ্কল্প (কাশীস্থ ডাইস্-কল্যাণ কেনারেল-সহ সাক্ষাৎ এবং পরলোকগত ডাক্তার দেবপ্রসাদের গৃহে, ঘৃতপূর্ণ বোম্বের সন্তোষকুমার বসুর গৃহে, রাজা বাহাদুর এ, টি, বোষের গৃহে, কাশিমবাজারের মহারাজ ও কুমার এইচ, কে মিত্রের গৃহে গমন, ১৮।১০৫ স্বামীজীর রেডিওযোগে বক্তৃতা ; ১৯।১০৫ পুলিস কমিশনার মিঃ গর্ডনের সহিত সাক্ষাৎ, ২০।১০৫ বার্জিলিঙে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাখাসংযোজন, ২১শে বর্দ্ধমান রাজকুমারের সভাপতিত্বে সার্ব্বজনীন সম্বর্দ্ধনালাভ ও রজেশ্বরসহ সাক্ষাৎ, ২৩শে কলিকাতা-প্রত্যাবর্ত্তন ও হুগলী গমন, ২৪শে কটকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা-লাভ, ২৫শে আলিপুরে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ-সহ সাক্ষাৎ ও হুগলী গমন,, ২৬শে সন্তোষের রাজাবাহাদুর-সহ সাক্ষাৎ এবং ৩০শে আগরতলা যাত্রা) ১০।১৫৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য (শারদীয়া পূজাবকাশোপলক্ষে গৌড়ীয়ের সপ্তাহকাল অপ্রকাশ) ১০।১৬০

শ্রীব্রজধামানন্দ-সুখদকুঞ্জ ১১।১৬১

শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভা ১১।১৬০

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ (প্রভুপাদের।১৯।

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

হইতে ৭ই অক্টোবর নবা দিল্লীতে অবস্থান ও হরিকথা, গৌড়ীয়সম্পাদকের "প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ" বক্তৃতা, ৬।১০।৩৫ শ্রীমদ্ বন মহারাজের কলিকাতা হইতে দিল্লী উপস্থিতি ও ৮।১০।৩৫ বোম্বেযাত্রা, প্রভুপাদের ৮।১০।৩৫ রাধাকুণ্ডযাত্রা ও কার্ত্তিকব্রতারম্ভ—১ম দিবস) ১১।১৬৫

ঐ (২য় দিবস প্রাতে স্তুতি, অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা) ২৯।৩০৭ ; ৩০।৩৫৩, ৩৫৬

শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব (বিজ্ঞাপন) ১১।১৬৮

শ্রীরাধাকুণ্ডে মহামহোৎসব (বিজ্ঞাপন) ১১।১৬৮

স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের মহাত্মতা (লণ্ডনে প্রদত্ত শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রির) ১১।১৬৯

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের উপদেশ ১১।১৭০ ; ১৫।২৫০ ; ১৬।২৬৮ ; ১৭।২৬০

স্বাধীন-ত্রিপুরেশ্বর-প্রাসাদে স্বামী বন (১।১০।৩৫ —৩।১০।৩৫ আগরতলায়, ৪।১০।৩৫ রাত্রে গৌড়ীয়মঠে, ৫।১০।৩৫ অপরাহ্ণে দিল্লীযাত্রা, ৮।১০।৩৫তথা হইতে বোম্বে, ১০।১০।৩৫ বোম্বে হইতে লণ্ডনযাত্রা,২২।১০।৩৫ লণ্ডনে উপস্থিতি ও ৭।১১।৩৫ 'হিন্দুদর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা)

শ্রীরাধাকুণ্ডে অন্নকূট-মহোৎসব (বিজ্ঞাপন)

এত ঘরদ কেন ?

সমালোচনা (শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানী মহাশয়ের "শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মিণ-প্রসঙ্গ" গ্রন্থের সমালোচনা)

শ্রীপাদ বনমহারাজের লণ্ডনে উপস্থিতির তার অহৈতুকীর গলদ কোথায় ? (প্রাকৃতসহজিয়ার স্রোত গুরুপারম্পর্য্যবোধে সামর্থ্যাভাব)

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীরাধাকুণ্ডের সংবাদ—শ্রীব্রজধানন্দসুখদকুঞ্জ ও শ্রীকুঞ্জবিহারীমঠে উৎসব, ১১।১০।৩৫ বহুলাষ্টমীতিথিতে প্রভুপাদের সপার্ষদে কুণ্ডস্নানলীলা ; এই দিবস রাধাকুণ্ডের প্রাকট্য ও অরিষ্টাসুরবধলীলা ; বহরমপুরের জনৈক বিচারভ্রান্ত ব্যক্তির ভ্রান্তি-

নিয়মন ; ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে ঊর্জব্রত; কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঊর্জব্রত, প্রত্নবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ, "পিএইচ-ডি" লিখিত সন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-বিবরণ)

চয়ন—("অমৃত বাজার পত্রিকা" ১১।১০।৩৫ সংখ্যা হইতে Hindu Home in London : Maharaja of Tippera's Donation ; "হ্যাড্‌ডাল্ড" ১৩।১০।৩৫ সংখ্যা হইতে Tripura Ruler's Gift : First Hindu Temple in London)

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্ (শ্রীপাদ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ মহোদয়-কৃত অনুবাদ-সহিত)

সিদ্ধদেহ

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীরাধাকুণ্ডের সংবাদ—শেষ-শয্যাতে শ্রীগৌড়বিহারীমঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন, শ্রাদ্ধবাসর, দিল্লীমঠের উৎসব —১লা হইতে ১০ই নবেম্বর, ২৮।১০।৩৫ শ্রীব্রজবান্ধবসুধাকুণ্ডের তাবসেবা-প্রকাশ ও অন্নকূট মহোৎসব ইত্যাদি শ্রীগৌড়ীয়-মঠে অন্নকূট-মহোৎসব, লণ্ডন-বার্তা—লর্ড-হার্ডিঞ্জ লেপ্লহার্ষ্টের পত্র, স্যার ফিলিপ্-লাম্বনের গৃহে 'হিন্দুদর্শন' বিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের লণ্ডন-মঠ দর্শনে আগমন, স্যার হিউস্ হ্যাক্‌হাউসনের আলাপাদি, শ্রীধাম মায়াপুরে বিশিষ্ট দর্শক ও শ্রীযোগপীঠমঠে বিরহোৎসব)

হের্ আর্থার্ হর্জ সুহৃৎসের দ্বিতীয় পত্র

নির্যাণ (২৩।৮।৩৫—শ্রীপাদ জীবনকৃষ্ণ দাস-অধিকারী)

সূচেতা

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব (১১।৯।৩৫ রেডিও-যোগে প্রচারিত—গৌঃ সঃ লিখিত)

চয়ন ("ফরওয়ার্ড" ৯।৮।৩৫ ও 'হ্যাড্‌ডাল্ড' ১০।৮।৩৫ সংখ্যা হইতে London Gaudiya Mission : Nepalese Minister's interest in Gaudiya Mission ; উক্ত 'ফরওয়ার্ড' ও 'হ্যাড্‌ডাল্ড' ১৯।৩৫ ও ১০।৮।৩৫ সংখ্যা হইতে লণ্ডনে যেবাস্‌থ মহারাজ বাহাদুরের অভ্যর্থনাসভায় বন-মহারাজের 'প্রকৃত হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন ; এতদ্ব্যতীত 'হ্যাড্‌ডাল্ড' ৩১।৮।৩৫, 'ফরওয়ার্ড' ১৯।৩৫, 'দৈনিক বসুমতী' বাং ১৭।৯।৩২, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাং ২২।৯।৩২, 'ষ্টেট্‌সম্যান' ৯।৯।৩৫, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ৮।৯।৩৫, 'হ্যাড্‌-ডাল্ড' ৯।৯।৩৫, 'ফরওয়ার্ড' ৮।৯।৩৫, 'দি ইক্‌নিং নিউজ অব্ ইণ্ডিয়া', বোম্বে ৪।৯।৩৫, 'দি বোম্বে ক্রনিক্‌ল্' ৫।৯।৩৫, 'দি বোম্বে সেণ্টিনেল' ৫।৯।৩৫, 'দি বোম্বে ক্রনিক্‌ল্' ৯।৯।৩৫, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ৯।৯।৩৫, 'ষ্টেট্‌সম্যান্' ৯।৯।৩৫, 'হ্যাড্‌ডাল্ড্' ৯।৯।৩৫, 'ফরওয়ার্ড্' ৮।৯।৩৫, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ৮।৯।৩৫ 'ফরওয়ার্ড' ৯।৯।৩৫, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাং ২১।৯।৩২, ২২।৯।৩২ ও ২৪।৯।৩২ এবং 'দৈনিক বসুমতী' বাং ২১।৯।৩২ সংখ্যায় লণ্ডন হইতে শ্রীপাদ বন মহারাজের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনও সর্ব্বত্র সাদর সম্বর্দ্ধনা-লাভের সংবাদ; 'অমৃত-বাজার পত্রিকা ২৪।৯।৩৫ ও 'হ্যাড্‌ডাল্ড্', ২৮।৯।৩৫ সংখ্যায় স্বামী বনের দার্জ্জিলিং গমন, তথায় অভ্যর্থনা লাভ, বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর সহ সাক্ষাৎকার, দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়-মঠের উদ্বোধনাদি। 'কেশরী' ৫।১০।৩৫ ও ৬।১০।৩৫ ; 'অমৃতবাজার' ও 'হ্যাড্‌ডাল্ড্' ('গৌড়ীয়' ১৪শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ; 'নেশন্যালকল' দিল্লী ; 'টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া', বোম্বে ১৪।১০।৩৫ ; 'ইণ্ডিয়ান নেশান', পাটনা ১৬।১০।৩৫ 'হিন্দু', মাদ্রাজ

১৬।১০।৩৫ ,'কীর্ত্তার', এলাহাবাদ ১৭।১০।৩৫ প্রভৃতি পত্রে স্বামীজীর শ্রীযুক্ত সুহৃৎসঙ্গে মহোদয়-সহ ত্রিপুরারাজ্যে গমন ; ১১।৭।৩৫ তারিখের 'অমৃতবাজার' ও 'যাড্‌ভান্স' পত্রে স্বামীজীর লণ্ডন ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতা ; ২।৮।৩৫ এর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় "লণ্ডন গৌড়ীয়-মিসন-সোসাইটি"র "চেয়ারম্যান" ও "সাইস্ চেয়ারম্যান" ও এড্‌ওয়ার্ড হেনিসম্ রস মহোদয়ের সংবাদ ; শেষশায়ীতে শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মিঃ ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জী সমীপে প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন) ১৫।২৩০

বিক্রী ও উপজীবিকা ১৫।২৩৫

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীরাধাকুণ্ডের সংবাদ,—প্রভুপাদের ব্রজের বিভিন্নস্থানে গমন ও হরিকথা কীর্ত্তন, ৪।১১।৩৫ শ্রীযুতবিহারীমঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, শ্রীভগবানসুহৃৎকুঞ্জে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব, দিল্লীযাত্রা, ১৩।১১।৩৫ গয়াযাত্রা ও ১৩।১১।৩৫ গয়া—গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, ১৪ই নবেম্বর কলিকাতা প্রত্যা-বর্ত্তন ; শ্রীরাসোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রদর্শনী ; পরলোকে শ্রীসত্যদাস) ১৫।২৩৮

চাঁদ ("অমৃতবাজার-পত্রিকা" ১২।১১।৩৫—Chand Kazi's Samadhi : Moslems not to hold meeting : Restraint order issued ; 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" ৯।১১।৩৫, —Gaudiya Mission : Project for Hindu Temple in London.)

সংসার ও ভক্তি (কাশিমবাজারের মহারাজের সভাপতিত্বে ১৭।৮।৩৫ গৌঃ সঃ প্রদত্ত বক্তৃতা) ১৬।২৪৯ ; ২১।৩২১

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীরাধাকুণ্ডে হরিকথা, ৪।১১।৩৫ শ্রীযুতবিহারীমঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, ৬।১১।৩৫ শ্রীভগবানসুহৃৎকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তাবসেবা ও পুষ্পসমাধিপ্রতিষ্ঠা, ৭।১১।৩৫ শেষশায়ী হইয়া দিল্লী গমন, ১০।১১।৩৫ দিল্লীর সাধারণ মহোৎসব, ১১।১১।৩৫ গয়ার উপ-স্থিতি, ১৩।১১।৩৫ গয়াধামে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, ১৪।১১।৩৫ কলিকাতা-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন, ১৬।১১।৩৫ কৃষ্ণনগর যাত্রা ; শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের পাটনায় এবং শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু ও শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের তরতপুর রোডে প্রচার ; শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীপরমগুরু-দেবের অপ্রকট মহোৎসব, লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারকের বক্তৃতা— তর ফিলিপ সাসুনের গৃহে স্বামী বনের 'হিন্দু-দর্শন' বিষয়ক বক্তৃতা)

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতি (বিজ্ঞাপন)

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র (মঠবাসী ও মঠাশ্রিত-গৃহব্রতভক্তগণ-প্রতি সেবাবিষয়ক উপদেশ)

প্রচার-প্রসঙ্গ (ব্রহ্মদেশে, কম্বুরে, পাটনায়, শিলিগুড়ীতে, আন্ধ্রপ্রদেশে, তরতপুর-রাজ্যে ও মাক্তরায়) ১৭।২৬৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে ডাঃ সচ্চিদা-নন্দ দাসের ডক্টরেট্ উপাধি-প্রাপ্তি সংবাদ ; মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে হরিকথা শ্রবণেচ্ছু সজ্জনত্রয় ; লক্ষ্ণৌ সহরের "বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক-সমিতি"র প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত ভক্তিবান্ধব মহোদয়ের স্বরাচিত্রযোগে বক্তৃতা ; শ্রীযুক্ত ভক্তিবিলাস মহোদয়ের হরিকথা কীর্ত্তন ; কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পূর্ব্ব গভর্ণমেণ্ট এগ্রিকাল্‌চারাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, দিল্লীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীযুক্ত কে, এন্ দীক্ষিত ; শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীল পরমহংস বাবাজী মহা-রাজের অপ্রকট-তিথিপূজা ; শেষশায়ী-

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীগৌড়বিহারীমঠে বার্ষিক মহোৎসব; ইংলণ্ডে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারসম্বন্ধীয় কার্য্য-সম্বন্ধে লণ্ডনের বিভিন্ন সংবাদ-পত্র :—ডেলি-মেল, ইভিনিংস্ট্যাণ্ডার্ড,টাইম্‌স্ ইত্যাদি, 'টাই-ম্‌স্' পত্রে 'লণ্ডনে হিন্দুমন্দির' ও লর্ড রেট্‌-ল্যাণ্ডের বক্তৃতার মর্ম্ম; "মহানাটক বীণা" শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ—২৪।১১।০৫ খ্রীঃ হইতে কলিকাতা আগমন; শ্রীধাম-মায়াপুরে মার্শাণ-শিক্ষণ; বেষাশ্রয় —শ্রীপাদ ভক্তিবিহারী দাস বাবাজী; সাম্বত শ্রাদ্ধ; শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভা)	১৫
শ্রীল প্রভুপাদের পত্র (কেনোপনিষদ্‌লিখিত দৃষ্টান্তোল্লেখে রূপানুগগণের নিজশক্তি-প্রতি আস্থা-স্থাপনের পরিবর্ত্তে আকরস্থানে মহিমারোপ-বিচার প্রদর্শন)	১৬
বিবিধ প্রসঙ্গ (২।১২।০৫ প্রভুপাদের কটক-যাত্রা; খুলনায় প্রচার; ২৯।১১।০৫ হইতে ১।১২।০৫ শ্রীযুক্ত যোগেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীশশাঙ্কশেখর সিংহ, ব্রহ্মদেশের শিক্ষা-মন্ত্রী ডাঃ বাজো'র ম্যানিটোন্ট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তিকমলল শর্ম্মা, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি হরিকথা-শ্রবণেচ্ছুগণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা; ডাঃ দাসের "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাস" প্রবন্ধের লণ্ডনে মুদ্রণারম্ভ; নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংসমঠ-সেবায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জে, এন্, রায়—কূপ-নির্ম্মাণ)	১৭
চয়ন ("অমৃতবাজার পত্রিকা" ২৪।১১।০৫—"Temple of Vishnu To be built in London: Tipperah Maharaj's gift", "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্" ২৫।১১।০৫—"Hindu Temple in London : Gaudiya Mission", মাসিকপত্র "প্রবাসী" অগ্রহায়ণ (১৩১২) সংখ্যা—"লণ্ডনে হিন্দু-মন্দির নির্ম্মাণ")	১৮

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
'ভারতবর্ষ' ও ভক্তিপথ (শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদক লিখিত ভূমিকা-সহ)	১৯
শ্রীমায়াপুর-দর্শনে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার (বিজ্ঞাপন)	২০
বিবিধ প্রসঙ্গ (পাটনা-গৌড়ীয়মঠের স্থান-পরিবর্ত্তন, প্রয়াগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নব-শিক্ষা প্রদর্শনী; শ্রীল প্রভুপাদ—২।১২।০৫ কলিকাতা হইতে কটক, ৪।১২।০৫ কটকমঠে হরিকথা, ৫।১২।০৫ পুরীযাত্রা, ১৪।১২।০৫ গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন)	২১
শ্রেষ্ঠাধ্য শ্রীল ভগবদ্ভক্তিরঞ্জনের পঞ্চম বার্ষিকী স্মৃতি-সভা:	২২
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-চরিত	২৩
শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকাশ-সমাপ্তি-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তির তাৎপর্য্য (শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, রাস-পূর্ণিমা ১৪।১০৫)	২৪
"বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ (শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সারস্বত-শ্রবণ-সদন, ১৩।১০৫)	২৫
বিবিধ প্রসঙ্গ ('শ্রীগৌড়ীয়ে'র সম্পাদকসঙ্ঘপতি ও শ্রীপাদ ভারতী-মহারাজের জয়পুর ষ্টেট্‌, কোশীকলাঁপ, এলাহাবাদ, কাশী প্রভৃতি স্থানে হরিকথা-প্রচার, শ্রীপাদ ভক্তি-সারঙ্গ প্রভুর ৭।১২।০৫ কলিকাতায় কমি-শনার বাহাদুর-সহ সাক্ষাৎ; শ্রীল প্রভু-পাদের ১৫।১২।০৫ কলিকাতা হইতে মায়া-পুর-যাত্রা ও ২০।১২।০৫ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন; লণ্ডন হইতে শ্রীপাদ বন মহা-রাজের প্রত্যাবর্ত্তন)	২৬
কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্বধামগত ভগবদ্ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পঞ্চম বার্ষিকী স্মৃতি-সভা (সভাপতি—স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ, সভাপতি মহা-	২৭

প্রবন্ধ-পরিচয় — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

রাজ মাল্লিকা রাধারাণীর অভিভাষণ ও শ্রীপাদ বনমহারাজের বক্তৃতা

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ—১১।১১।৩৫-১১।১২।৩৫ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সংবাদ :—গৃহস্থ-ভক্তের প্রচারাবশ্যকতা, মন্ত্রণী System প্রভৃতি সম্বন্ধে চরিকথা ; শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার বাহাদুর ; পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ—২৭।১১।৩৫ কলিকাতা হইতে পাটনা যাত্রা ; শ্রীপাদ বন মহারাজের চাংতাগমন—৪।১২।৩৫ লণ্ডন হইতে যাত্রা, ২০।১২।৩৫ বোম্বে ও ২২।১২।৩৫ প্রাতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন) ২১।৩৫২

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী (১৯ খানি) ২২।০৪১

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ—১৮।১২।৩৫ হইতে ৩০।১২।৩৫—শ্রীমদ্ভির-দর্শন, সাধ্য-সাধন তত্ত্ব, সূত্রভাষ্য, পঞ্চতন্ত্রী, পাশ্চাত্যের বিচার-ধারা, ডাঃ হেনরীদাস, পণ্ডিতাধ্যাপক মিঃ ডাণ্ডার ঠৈক প্রভৃতির নিকট চরিকথা, ২৭।১২।৩৫ কলিকাতা হইতে পাটনা ও ৩০।১২।৩৫ পাটনা হইতে এলাহাবাদ যাত্রা, প্রয়াগ-প্রসঙ্গ, প্রয়াগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংবিজ্ঞা-প্রদর্শনী, কলিকাতা-মনোহর-পুকুরে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা, শ্রীপাদ গিরি মহারাজের ২৯।১২।৩৫ লক্ষ্ণৌ-যাত্রা, শ্রীপাদ বন মহারাজের ২৮।১২।৩৫ শ্রীধামমায়াপুর যাত্রা, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের ঢাকা ও শ্রীপাদ ভক্তি-সারঙ্গ কদুর এলাহাবাদ যাত্রা) ২২।০৪৭

ভ্রম-সংশোধন (১৯।২০।৩১১ ও ৩১৩ পৃঃ) ২২।০৪২

শ্রীল প্রভুপাদের চরিকথা (অধ্যাপক শ্রীনিত্যি-কান্ত সান্যাল এম্-এ লিখিত ; স্থান কটক, শ্রীনক্ষিরানবমঠ) ২৩।০৪৮

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী (৭।১।৩৬ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন উপলক্ষে আহূতা সভায় সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ) ২৩।০৮৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ—৩০।১২।৩৫ পাটনা হইতে প্রয়াগ, ৭।১।৩৬ প্রয়াগ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন, ৯।১।৩৬ প্রাতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন, মিসেস্ নোরা মরেল-সমীপে হরিকথা, ১১ই জানুয়ারী মায়াপুর-যাত্রা, লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-নির্মাণে অভিজাত-সম্প্রদায়ের সহানুভূতি, ঢাকাদহ-শ্রীপাটে বার্ষিক মহোৎসব ; 'গৌড়ীয়মঠ' ও 'তোতাদ্রি-

প্রবন্ধ-পরিচয়

মঠে'র বিচারবৈশিষ্ট্য)

গর্ভস্থ জীবের হরি-স্তুতি

শ্রীপত্রিকা-পঞ্চক (শ্রীভক্তিপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত মূল সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদ) ২৪।০৭১

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা (শ্রোতা—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বেহট্ মুন্সাইয়া ; সময় ৫।৯।৩৫ প্রাতঃ, স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা) ২৪।০৭৪

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা (শ্রীরাধাকুণ্ড-পরিক্রমার পর ; পরিক্রমার নবম-দিবস) ২৪।০৭৭

প্রচার-প্রসঙ্গ (বিহার-প্রদেশে, কম্বুরে, মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে,—ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি ও মহীশূরের পণ্ডিতদ্বয়ের শ্রীচৈতন্যাবতার এবং প্রমেয়-রত্নাবলী-লিখিত মধ্বাচার্য স্বীকার ; অন্ধ্র-প্রদেশে, কুরুক্ষেত্রে ও পাটনায়) ২৪।০৮০

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচনোপলক্ষে বিশ্বী-ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ, "হার-মণিষ্ট" সম্বন্ধে মিউইয়র্কের বায়লজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের অভিমত, শ্রীধামে শ্রীল প্রভু-পাদ—১১।১।৩৬ কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-যাত্রা ; শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের ঢাকা যাত্রা, শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বেঙ্গুনে উপস্থিতি, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব) ২৪।০৮২

চয়ন ('লীডার', এলাহাবাদ ৮।১।৩৬—Theistic Exhibition at Magh Mela ; "দি ট্রাইব্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া", বোম্বে ৪।১২।৩৫ ও 'হ্যাণ্ড্‌লাল্' কলিকাতা ৬।১২।৩৫—শ্রীগৌড়ীয়মঠের লণ্ডনে বিষ্ণু-মন্দির-স্থাপনের চেষ্টা) ২৪।০৮৪

চতুর্দশ বর্ষার্দ্ধের পুনরাবৃত্তি ২৪।০৮৫

ভ্রম-সংশোধন ('গৌড়ীয়' ১৯।২০।৩৬৮ পৃঃ ২য় স্তম্ভে ২৮শ পংক্তি দ্রষ্টব্য) ২৪।০৮৮

পরলোকে ভারত-সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ (২০।১।৩৬) ২৫।০৮৯

কলিকাতা-মহানগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরাট্ নগর-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা (বিজ্ঞাপন) ২৫।০৯০

সম্রাটের পরলোকগমনোপলক্ষে প্রেস বন্ধ ২৫।০৯০

বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট্ অষ্টম এড্‌ওয়ার্ড ২৫।০৯১

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ২৫।০৯১

চয়ন ("লীডার", ২৩।১।৩৬ হইতে—Theistic Exhibition : A Magh Mela Attraction ; "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান", ১৭।১।৩৬ হইতে—Dr. S. Das : Interesting Thesis to be published) ২৫।০৯২

বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের সভার প্রস্তাব ২৫।০৯২

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

চতুর্দ্দশবর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

[১৩শ—১৪তম সংখ্যা]

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
'বড় আমি' ও 'ভাল আমি' (শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক লিখিত)	২৬।৩৯০
শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ (তৃতীয় দিবস—১০ই অক্টোবর, ১৯৩৪)	১৬।৩৯২
ভক্তভাব	২৬।৪০০
বিবিধ প্রসঙ্গ (ব্যাস-পূজা ; মায়াপুরে প্রভুপাদের হরিকথা—১২ই—২৪শে জানুয়ারী ; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব ; শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠের উৎসব-সমাপ্তি ; 'পরমার্থী' পত্রের নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্র ; গৌড়ীয়মঠের নগর-সংকীর্ত্তন)	২৬।৪০৩
শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় নিমন্ত্রণ-পত্র	২৬।৪০৭
দাদশ-শ্রাদ্ধ (শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠমোহন দাসাধিকারীর জননীর ও শ্রীসুবর্ণন মিশ্রের)	২৬।৪০৮
ওঁ তৎসৎ (শ্রীল প্রভুপাদ)	২৭।৪০৯
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা (পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ সংখ্যার পর)	২৭।৪১১, ৩২।৬১১
শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজা'র গৌড়ীয়-ভাষ্য	২৭।৪১৩
শ্রীব্যাসপূজায় প্রণতি-প্রার্থনা	২৭।৪১৫
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের আদর্শ সেবা:	২৭।৪২০
বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীমায়াপুরে প্রভুপাদের হরিকথা ; ত্রৈমী একাদশী, বরাহ দ্বাদশী ও নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী ; বন মহারাজ—শ্রীবাসাঙ্গন হইতে অভিনন্দন ; বর্দ্ধমানের মহারাজা, স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির চীফ্ সেক্রেটারী রায় বাহাদুর, বঙ্গের গভর্ণর স্যর জন এণ্ডারসন্, প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ জে ড্রাস সি-আই-ই আই-সি-এস্, লণ্ডন ওরিয়ন্টাল লীগের ম্যানিজ্যাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এরিক রাইস্ ও-বি-ই, "বেঙ্গল ম্যাডার" গ্রন্থের লেখক বেঙ্গল ক্রাফিস্ ইণ্ডাষ্ট্রিস্ ব্রাঞ্চের ডি-এফ্-সি, ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্ষ্ট্রাক্সন্ ডাঃ হর্ট্রিউ এ কেন্‌কিন্‌স ডি-এস্-সি আই-ই-এস্, মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর,	২৭।৪২৫
কাশিমবাজারের মহারাজ, সম্ভোষের মহারাজ, মহারাজ কুমার পি এন ঠাকুর, স্যর কুমার হরিশঙ্কর পাল, মিঃ ওয়ার্ড্‌স্ওয়ার্থ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ত্রিপুরেশ্বর সহ রাজধানীর সাক্ষাৎকার ও হরিকথা-আলোচনা)	২৭।৪২৯
নগরে প্রথম হিন্দু-মন্দির শ্রীবন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করিয়া প্রেরণের জন্য স্থপতিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞদিগকে অনুরোধ)	২৭।৪২৪
শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিসপ্ততিতমা আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে তদীয় গৌর-বাণী-নিত্যজনত্বের বৈশিষ্ট্যশ্রী-চরণার্চ্চন	২৮।৪২৫
শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার নিমন্ত্রণ-পত্র	২৮।৪৩০
'অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার' ও 'বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম'	২৯।৪৪১
শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব (ব্যাসপূজার প্রথম দিবস, প্রভুপাদের উপদেশের মর্ম্ম, ব্যাসপূজার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিবস ; ব্যাসপূজার পঞ্চম দিবস—সাধারণ সভা ও মহামহোৎসব, ব্যাসপূজার সাধারণ সভায় সভাপতি প্রভুপাদের প্রভাষিতাবলী)	২৯।৪৪৩
শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা, গৌর-জন্মোৎসব ও নবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভা (বিজ্ঞাপন)	২৯।৪৫৬
শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা (জয়গোপাল ভক্তিশাস্ত্রীকে শ্রীযোগপীঠের রক্ষকপদে নিযুক্তির বিজ্ঞাপন)	২৯।৪৫৬
পরলোকে নবীনচন্দ্র বড়দলই	২৯।৪৫৬
শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা	৩০।৪৫৭
শ্রীব্যাসপূজার অভিনন্দন-পত্রাবলী	৩০।৪৬৩
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামিপ্রভুচরণানাং দ্বিসপ্ততিতম-পূর্ত্তাবির্ভাব-বাসরে আমলাযোড়া' প্রপন্নাশ্রম-মঠে পঠিতং "প্রণতিজ্ঞাপনম্"	৩০।৪৬৫
শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে প্রণতার্চ্চি-প্রসূনাঞ্জলিরিয়ম্	৩০।৪৬৯
শ্রীব্যাসপূজায় আর্য্যাধি-দেবতাদের প্রণতিপ্রসূনাঞ্জলি (ইংরাজী—বঙ্গানুবাদ-সহ)	৩০।৪৬৮

প্রবন্ধ-পরিচয় • সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

শ্রীব্যাসপূজার সাধারণ সভায় পঠিত বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত টেলিগ্রাম ৩০।৬৬১

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ৩০।৪৭০

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব ৩১।৪৭১

"কোহহি" ? ৩১।৪৭৮

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ ৩১।৪৮১

শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় টীকা ও বিবৃত-গ্রন্থ ৩১।৪৮৭

ভ্রম-সংশোধন ৩১।৪৮৮, ৩৮।৫৫২, ৩৮।৬০০

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার বিচত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী ৩২।৪৮৯

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ (শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভায়) ৩২।৪৯৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ ; সহযোগ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ; শ্রীধাম-মায়াপুরে কলিকাতা-মিউজিয়ামের চ্যাম্পিয়ান্ট্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ই, এম্, রামচন্দ্রন্ ও নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এস্, এম্ আবার এন্-এ, আই-সি-এস্ বাহাদুর ; নবগৃহ-প্রবেশ ; রেঙ্গুনে গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়) ৩২।৫০২

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার ৩৩।৫০৫

কলিকাতায় ভক্তিবিজয়-ভবনে প্রভুপাদ ৩৩।৫০৭

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩৩।৫০৮

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আসাম সফরভাগে শুভবিজয়োপলক্ষে স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের প্রতি অভিনন্দন-পত্র ৩৩।৫১১

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত সজ্জনগণের নাম ৩৩।৫১৩

শ্রীধামপ্রচারিণীসভায় প্রদত্ত শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রাবলী (৩৪৯ গৌরাব্দ) ৩৩।৫১৫, ৩৪।৫৪৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (শুভসময় দত্ত আই-সি-এস্, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, হেমেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির নিকট গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের হরিকথা ; যাদবেন্দ্র পাণ্ডী কর্ত্তৃক প্রভুপাদের স্তুতি ; প্রভুপাদের কটক-যাত্রা ; লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে গৌরাবির্ভাব-মহোৎসব) ৩৩।৫১৯

সাহিত্যিকতা ৩৪।৫২১

উৎকলে শতাধিক্যব্যাপী ভক্তিবিনোদ-বাণী-কীর্ত্তনোৎসব ৩৪।৫২৯

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

কটকে শ্রীল প্রভুপাদ ৩৪।৫৩১

প্রচার-প্রসঙ্গ (মধুরভঞ্জ, কটক, পাটনা, ছাপরা ও চাকায়) ৩৪।৫৩৫

চটক পর্ব্বত ৩৪।৫৩৭

পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদ ৩৪।৫৪১

কটক-প্রসঙ্গ (পূর্ব্বানুবৃত্ত—৩৪শ সংখ্যার পর) ৩৪।৫৪৫

সিন্ধবকুল-মঠ ৩৪।৫৪৬

নবপ্রকাশিত গ্রন্থ-চতুষ্টয় ('সংক্ষিপ্ত অর্চ্চন-পদ্ধতি', 'শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ১ম খণ্ড', 'ভারতবর্ষ' ও ভক্তিপথ, 'নবদ্বীপ-পত্রিকা') ৩৪।৫৪৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীনিবাস পাণিগ্রাহীর পুত্র ও অধ্যাপক নিখিলকান্ত সান্যালের পুত্রের সাবত্ত-স্মৃতি-বিধানে উপনয়ন-সংস্কার ; পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, কৃষ্ণদাস অধিকারী ও যামিনীভূষণ সরকারের জননীর সাবত্ত-শ্রাদ্ধ) ৩৫।৫৫২

সাময়িক প্রসঙ্গ ('প্রেমঃ' পত্রে প্রকাশিত প্রভুপাদ-লিখিত 'শ্রীমদ্ভাগবত'-শীর্ষক প্রবন্ধ ; বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে গৌড়ীয় মঠের প্রচারকেন্দ্র স্থাপনোদ্দেশ্যে সজ্জনগণের প্রেরিত আবেদন-পত্রের মর্ম্ম ও এতদ্বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ; হরিভক্তিবিলাসের "বরং স্বপাকভুগন্যং" শ্লোকের তাৎপর্য্য ; 'বণিক্' পত্রে প্রকাশিত "অন্তর্দৃষ্টি ও কর্ম্মদৃষ্টি" প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ; বালিয়াটির জমিদারগণের বাঘবগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-নাটমন্দির-নির্ম্মাণ-বিষয়ে সেবানুকূল্য ; সিন্ধবকুল মঠে মায়াবাদী ও কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের চিত্রপটাদি) ৩৬।৫৫৩

পুরী-প্রসঙ্গ (৩রা এপ্রিল, ১৯০৬—শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে জনৈক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর নিকট প্রভুপাদের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র" শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গ ; ৫ই এপ্রিল —পাণ্ডুস্থ গরু ওয়াই জগন্নাথমের নিকট প্রভুপাদের শ্রীনাম-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা ; ৬ই এপ্রিল—শ্রীমন্দিরে পণ্ডিতের স্থানে প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন ; প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক ভাগবতীয় শ্লোক ব্যাখ্যা ; রায় বেরিলীর জমিদার রাজকুমার রণজয় সিংহ ও পুরীর উদয়নাথ পট্টনায়কের হরিকথা শ্রবণ ; প্রভুপাদের উপদেশ) ৩৬।৫৫৫

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
সমালোচনা 'বঙ্গিক' পত্রে প্রকাশিত "অদৃষ্টি ও কর্মদৃষ্টি" সম্বন্ধে)	৩৮।৫৬২
প্রচার-প্রসঙ্গ (বিষ্ণুপুর, 'ঠিকুল' গ্রাম ও বিভিন্ন স্থান, দার্জিলিং, শিলিগুড়ী, জলপাইগুড়ি, বেতিয়ানগঞ্জ, নাগেশ্বরী, টেপা, পাঁচকুড়া, সিঙ্গুলিয়া)	৩৯।৫৬৮
বিবিধ প্রসঙ্গ (বালিগঞ্জে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ; গৌড়ীয় মঠে অধ্যাপক কাশীর জোয়াস্ ও প্যারিসের মিঃ অলিভিয়ার দ্যাকরী)	৩৯।৫৬৮
অপরাধী	৩৭।৫৩৩
পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ (চটকপর্বতে অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর নিকট)	৩৭।৫৭১
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নবনির্মীয়মাণ শ্রীমন্দির	৩৭।৫৭৬
পুরী-প্রসঙ্গ (শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক মহাশয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্তন ; জগন্নাথ ভক্ত ব্যারণ ভন্ কোয়েল ও হের্ আর্থার্ ফর্জ মহোদয়-দ্বয়ের শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে সমনপূর্বক শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-দর্শন ; প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ)	৩৭।৫৭৭
বিবিধ প্রসঙ্গ (ভিজাগাপত্তনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার—জেপুর মহারাজের সৌজন্য, বিভিন্ন মঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব ; শ্রীরামনবমী উৎসব ; আলোকমালা ; শ্রীক্ষেত্রপাল শিব-মন্দির)	৩৭।৫৭৮
প্রচার-প্রসঙ্গ (মেদিনীপুর জেলায় ভদ্রকালী গ্রাম)	৩৭।৫৮১
চয়ন ("অমৃতবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত—London Hindu Temple—Maharaja Hathua's promise of help)	৩৭।৫৮৩
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে পঞ্চাহব্যাপী উৎসব)	৩৭।৫৮৪
বাস্তব বস্তু	৩৮।৫৮৪
সাময়িক প্রসঙ্গ (পরলোকে অধ্যাপক বিঠ্ঠলাচার্য্য ; 'প্রবাসী'র 'সাহিত্য ও পৌত্তলিকতা' এবং 'ভক্তমত ও মানবযোগ' প্রবন্ধের সমালোচনা ; ময়মনসিংহের বঙ্গ নরনারীর (ওরফে অনাথবন্ধু গোস্বামীর) দুষ্কার্য্য ও রাজদণ্ড ; 'ভারতবর্ষে'র 'শ্রীগৌরাঙ্গ ও লীলাকীর্তন' প্রবন্ধের সমালোচনা)	৩৮।৫৮৭

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা (৩রা মাঘ, ১৩৪২—শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে 'বন্দে গুরুনীশভক্তান্' শ্লোকান্তর্গত 'ভক্তকীং' বিষয়ে আলোচনা)	৩৮।৫৯০
শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীরাম ও পরশুরাম, বৈকুণ্ঠলোক ও মায়িক লোক, শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা, ইষ্টজগৎ ও পরজগতের কার্য্য-সমূহের পার্থক্য, ভগবদ্ভক্ত ও কৃষ্ণ-ভক্তি সন্ধানের আবশ্যকতা বর্ণন ; অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, রাধানাথ মহান্তি, গৌরশ্যাম মহান্তি, সূর্য্য-নারায়ণ পাণ্ডা, মদনমোহন পট্টনায়ক, চন্দুমান্ দুগিয়া, পদ্মরাম তাপুরিয়া, লোকনাথ মিশ্র, পুরীর তাইস চেয়ারম্যান হরিহরণ মহান্তি প্রমুখ পঞ্চজনগণের নিকট প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্তন)	৩৮।৫৯৫
বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীনৃসিংহক্ষেত্রে মহোৎসব, বিশাখা-পত্তনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার)	৩৮।৬০০
সাময়িক প্রসঙ্গ (ভারতীয় সুরাপণার ও আধুনিক সাহিত্যিকগণ ; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে অনধিকার-চর্চ্চা ; লণ্ডনে অন্ধগণের জন্য পুস্তকাগার এবং সমাজ-চরমবাদ বা সাম্যবাদ ; কালীঘাটে ব্রাহ্মণ-যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টা ; মাদ্রাজের পঞ্চরাচার্য্য ; মেদিনীপুরের সংবাদপত্রে 'বৈষ্ণবাচার' মতের সমালোচনা)	১৪।৩৯।৬০১
পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ (শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে শক্তিত্রয়)	৩৯।৬০৭
শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্নচটকপর্ব্বত-দশকম্ (গৌরদাস কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ)	৩৯।৬১০
প্রচার-প্রসঙ্গ (জামেদপুর, ধানাপুর, পাটনা, বাবুহি, জঙ্গলপুর, নাগপুর, বোম্বে সহর, মেদিনীপুর জেলার লছিমাসপুর গ্রাম, বালুগোবিন্দপুর, মকরামপুর, সাপুর, বালিসীতাগ্রাম, বড়সাহড়া, শীতলদা, রৈদান, সবং, সিংপুর, কলকাই, ভদ্রকালী, কেশিয়াড়ী, রোহিণী, নাইকুণ্ডিগ্রাম, কল্যাণপুর, শীতলপুর, কোলাঘাট, জোৎঘনশ্যাম গ্রাম, মাড়তলা, মহনাগড়, চোংয়াচক, পরমানন্দপুর, নারদাদীঘী, রায়চক)	১৪।৩৯।৬১৩

'ববির প্রবন্ধ (আলোকনাথে প্রভুপাদ, পুরী-প্রবন্ধ, ভক্তি-জ্যোতিঃ প্রভুর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন) ৩২।৬১৬
আত্মাভাবন্ধ কি 'পুরুষোত্তম' ? ৪০।৬১৭
সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান—'বঙ্গবাসী'-পত্রিকায় 'শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান মায়াপুর-নবদ্বীপ' শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা ; 'কায়স্থ পত্রিকা'য় প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান" প্রবন্ধের সমালোচনা ; সমসাময়িক ধর্ম্মসাহিত্যে গৌড়ীয়ের প্রভাব ; মহেন্দ্রনাথ বসুর শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্বন্ধে 'বসুমতী'তে ভ্রমাত্মক অনুকরণ ; "ভক্তির পথে" পুস্তকের সমালোচনা আনুষঙ্গিক অপরাধ ; ভাগবতধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম ; সকলের সুখ ও শান্তির জন্য জীবনদানের ; আবিলিনিয়ার সম্রাটের পাশ্চাত্যশিক্ষার শিক্ষা) ৪০।৬১১
অমলানাথ-প্রসঙ্গ (৪ঠা মে, ১৯০৬—অমলানাথে প্রভুপাদের অভ্যর্থনা ; শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে হরিকথা ;; ৪ঠা মে প্রভুপাদসঙ্গের অনুগমনে মঠবাসিগণের উপবাস, নামসংকীর্ত্তন ও হরিকথা-শ্রবণ ; অমলানাথের মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য) ৪০।৬২৭
নূতন উড়িষ্যার গভর্ণর মাননীয় ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় ৪০।৬২৯
বিবিধ প্রসঙ্গ (পুরুষোত্তমমঠে রামানন্দ-বিরহোৎসব সহ-গৌড়ীয়মঠের স্থান-পরিবর্ত্তন ও অমলানাথোদ্যে নৃসিংহাবির্ভাব-মহোৎসব) ৪০।৬৩০
প্রচার-প্রসঙ্গ (রোহিণী, যশোহর, খুলনা ও ২৪ পরগণা) ৪০।৬৩১
চন্দন ("অমৃতবাজার পত্রিকা" ১১।৪।০৬—"Sj R. M. Roy Chowdhury : Dacca Zemindar's Gift to Gaudiya Math") ৪০।৬৩২
সাময়িক প্রসঙ্গ (কোন্ ধর্ম্মের মহাসভা ?—বোম্বাইএ ধর্ম্মের (?) পার্লামেণ্টের সভাপতির অভিভাষণের সমালোচনা ; 'ধর্ম্ম কি মানুষের সৃষ্টি ?'—'প্রবাসী' পত্রের প্রবন্ধের সমালোচনা ; কলিকাতা-সাহিত্য-সম্মেলন ; ভোট-প্রথা ও মিঃ মর্লীর ; প্রকৃত স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতা ; "নবীনার নবতর পন্থা"—'ভারতবর্ষ' পত্রের প্রবন্ধের সমালোচনা ; কর্ত্তাভজা-সহজিয়াদি-মতও কি 'বৈষ্ণব-সাধন-ভজন' ?—বৈশাখ মাসের (১৩১৩) 'মাসিকবসুমতী' পত্রিকায় লিখিত মন্তব্যের সমালোচনা) ৪১।৬৩৩
শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ) 'প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ' ও "অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য" শ্লোকের ব্যাখ্যা) ৪১।৬৩৯
বিবিধ-প্রসঙ্গ (বালিয়াটি-শ্রীশ্যাম-গৌরাঙ্গমঠে মহোৎসব ; রায় বাহাদুর মদনগোপাল সাহানা ; কলুষে ও পুণ্যে প্রচার) ৪১।৬৪৮
সাময়িক প্রসঙ্গ (বাঙ্গলী মহাবাণী, স্নানযাত্রা, পণ্ডিত শ্রীদয়াধর ও শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথি, বালিয়াটিতে গৌড়ীয়াচার্য্যের শুভবিজয়-সম্ভাবনা, চাকায় গৌড়ীয়াচার্য্যের পদার্পণের তারিখ, 'রাজপুর হইতে আলারপুর', পৃথিবী-পর্য্যটন-ব্যপদেশে শুদ্ধসহিষ্ণু প্রচার, নরবলি, শ্রীচৈতন্যদেব ও রাজযোগ, "অনৎসাঙ্গরম্বিকতা না পরদুঃখকাতরতা ?"—'দৈনিক বসুমতী'তে বলাই শর্ম্মা কর্ত্তৃক ঠাকুর বৃন্দাবনকে কটাক্ষপাত, বিশ্বশান্তির প্রকৃত উপায় ও স্বরূপ, মনবিজ্ঞান ও অশরিজ্ঞান) ৪২।৬৪৯
পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ (শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর নিকট হরিকথা) ৪২।৬৫৭
শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ (২২শে এপ্রিল—হরিকথা-কীর্ত্তন ; ২৩শে এপ্রিল—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে ভক্তবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদ নিরসন ; ২৪শে এপ্রিল হইতে ৬ই মে পর্য্যন্ত হরিকথা-কীর্ত্তন-বিবরণ ; ৭ই মে অনৈক ত্রিপাঠী-সহ রঘুনাথ মিশ্রের শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন-লাভ ও আচার্য্যের গুণকীর্ত্তন ; ১০ই মে—ময়মনসিংহের মহিমচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল্‌এর নিকট জগন্নাথদেব ও প্রোথিত-কৈতব ভাগবতধর্ম্ম-সম্বন্ধে এবং অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-দ্বয়ের নিকট 'মৃতঃ ভ্রাতা নিত্যং', 'কন্যাপুত্রার্থ-করণাৎ' শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা ; ১৩ই মে—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্-এ, এল্-এম্-এস্ মহোদয়ের নিকট প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ত

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

অপ্রাকৃত-তত্ত্ব সম্বন্ধে হরিকথা ; ১৫ই মে—চট্টনৈক খৃষ্টান বন্ধুসহ আগত পুরী-জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, পি, শর্মা আই-সি-এস্ মহোদয়ের "ভগবান্ দাকার কি নিরাকার ? শ্রীবিগ্রহ-পূজার পদ্ধতি কেন হইল" ? প্রভৃতি পরিপ্রশ্নের সদুত্তর প্রদান) ৪২।৬৫৯

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে কর্পোরেশন স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকবর্গ) ৪২।৬৬৪

স্বধামে ব্রহ্মচারী অধীরচন্দ্র ৪২।৬৬৪

ভক্তিবিনোদ-বাণী ও আশ্রয় ৪৩।৬৬৫

সাময়িক প্রসঙ্গ (কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ ও ভাগবত-প্রদর্শনী ; 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'র সংবাদদাতার বিচার ও ধারণানুসারে লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সমালোচনা ; ভগবান নির্ব্বিশেষবস্তুরই গুপ্তচর—'The Theosophist' পত্রে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'Bengal Vaishnavism' সম্বন্ধে লিখিত মতের সমালোচনা ; প্রত্যেক মতই কি পথ ?—"প্রবাসী" পত্রে 'প্রবাসী'-সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'যত মত তত পথ'—এই মতবাদের পাশ্চাত্য-প্রশস্তির সমালোচনা ; 'আর্য্যগৌরব'-পত্রে 'গৌড়ীয়ে'র বিচারের প্রতিধ্বনি ; অজ্ঞের নিকট সকলই অদ্ভুত !—'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ডাঃ সারদাকুমার রায়ের "অদ্ভুত ধর্ম্মপ্রচার" উক্তির সমালোচনা) ৪৩।৬৭০

প্রতিবাদ (ডাঃ সারদাকুমার রায় কর্ত্তৃক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত সিদ্ধস্বরূপ বিদ্যাবাচস্পতির প্রচারে আরোপিত মতের বিরুদ্ধে কিশোরগঞ্জ ও তৎপার্শ্বস্থিত স্থানের অধিবাসিগণের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রেরিত) ৪৩।৬৭৫

বিবিধ-প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ ; ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস —সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারীজীর ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে ভার্গবপরিবারস্থ ; শ্রীমায়াপুরে বিশিষ্ট দর্শকত্রয়—নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমন্মথকুমার দাসগুপ্ত এম্-বি-ই, রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং এডুকেশন ও লণ্ট বিভাগের ডেপুটী কমিশনার রায় বাহাদুর তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ; মেদিনীপুরে প্রচার) ৪৩।৬৭৮

ঐ ('অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৫।৪।৩৬—Gaudiya Mission ; Pandit explains its significance to Governor) ৪৩।৬৮০

সাময়িক প্রসঙ্গ (বালিয়াটী গদাই-গৌরাঙ্গমঠে ; উনবিংশ শতাব্দীতে ভক্তিপ্রচারক—'উদ্বোধন'-পত্রে অধ্যাপক বিদ্যানবিহারী মজুমদার এম্-এ, পি-আর-এস্ লিখিত "শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনার তিনটি ধারা"—প্রবন্ধের সমালোচনা ; "তেত্রিশকোটি মানবের তেত্রিশকোটি দেবতা ?"—বলাই শর্ম্মা-লিখিত মতের সমালোচনা) ৪৪।৬৮১

চাকায় শ্রীল প্রভুপাদ ৪৭।৬৮৬

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি (প্রভুপাদের শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে শুভবিজয়োপলক্ষে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের সেবকবৃন্দ-প্রদত্ত) ৪৭।৬৮৯

অভিনন্দন-পত্র (বালিয়াটির সজ্জনবৃন্দের) ৪৭।৬৯০

আত্মনিবেদন (শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী) ৪৭।৬৯২

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (ঢাকা কাপড়িয়াপট্টী-নিবাসী ভক্তবৃন্দ) ৪৪।৬৯৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রভুপাদের ঢাকা-যাত্রা, বালিয়াটী গদাই-গৌরাঙ্গমঠে প্রভুপাদ) ৪৪।৬৯৭

প্রচার-প্রসঙ্গ (মেদিনীপুরে, বোয়ালিয়ায়, ২৪ পরগণায়, পাবনায়, বালেশ্বরে ; কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগোপলক্ষে সপার্ষদ-প্রদর্শনী) ৪৪।৬৯৪

সাময়িক-প্রসঙ্গ (ইহাই কি সম্পাদকতা বা নিরপেক্ষতা ?—ডাঃ সারদাকুমার রায়ের 'দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রেরিত পত্রের প্রতিবাদে প্রেরিত বিভিন্ন চারিটি প্রতিবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত না হওয়ায় সমালোচনা ; মনোধর্ম্মের সহিত ভাগবত-ধর্ম্মের 'মিট্ মাট্' নাই—'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কিশোরগঞ্জের সংবাদের মধ্যে পত্রিকার সংবাদদাতার প্রকাশিত টিপ্পনীর সমালোচনা ; লণ্ডনে ধর্ম্মসভা ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌড়ীয়মঠের আর্থিক-পণ্ডিত ; শ্রীচৈতন্যের অযৌক্তিক অনুকরণে 'ন্যাশখিয়লিস্'—মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশিত ভূঁইফোঁড় মতবাদের সমালোচনা ; বিবাহ-প্রাক্কালি-বাসরে লীলা-কীর্ত্তন ; শ্রীচৈতন্যে প্রাকৃতিকতার

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

অচেতনতা নাই—কটকের পণ্ডানারায়ণ দাস কর্তৃক আলোচিত শ্রীচৈতন্যদেব 'ভাক্তা' ছিলেন—মঠের সমালোচনা ; "যত মত তত পথ" মতের অযৌক্তিকতা গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে কি বলিব) ৪৫।৬১৭

বালিয়াটীতে শ্রীল প্রভুপাদ (প্রভুপাদের অভিভাবক প্রভুপাদ কর্তৃক শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশ) ৪৪।৭০১

বিবিধ প্রসঙ্গ পুরীতে প্রভুপাদের কথিতকথা ; গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য-সমীপে ভাগবত সন্ন্যাসী ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিঃ হেল্ আর্থার্ ডর্জ্জ সুহৃৎসের বক্তৃতা ; ঢাকা বার-লাইব্রেরীতে শ্রীধর মহারাজ ও সুহৃৎসের বক্তৃতা ; গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ ; শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর নির্য্যাণ) ৪৫।৭১০

সাময়িক প্রসঙ্গ (ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব—গোরুমে ও পুরীতে ; কুরুক্ষেত্র-ব্যাসগৌড়ীয়মঠে ভাগবত-প্রদর্শনী ; শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান-সম্বন্ধে "হরমনী" ; ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ও চরণদাস বাবাজী ; বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থান —স্যর এন্, এন্, সরকারের শিবনাম শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে বক্তৃতার সমালোচনা ; "বসুমতীর লেখক ও যত মত তত পথ"—'বসুমতী' পত্রিকার 'গীতার গার্হী-স্থ্য'-শীর্ষক সমালোচনা-প্রবন্ধ-লেখক ও 'ভারতবর্ষ' পত্রের কোন প্রবন্ধে 'যত মত তত পথ' মতবাদ-সমর্থক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতের সমালোচনা ; পরমেশ্বর সুখেরই বেন কেন ?—গার্হীর নিকট কোন এক ব্যক্তির প্রশ্ন ও তাহার উত্তর সম্বন্ধে সমা-লোচনা ; দেহদর্শন-বাদ ও তৎপ্রতিযোগিমতবাদীর যৌক্তিক ঈশ্বরবিশ্বাস—প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ; অকৈত ঈশ্বর পরমেশ্বর নহে) ৪৩।৭১৩

ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব (স্মরণমঙ্গলাষ্টকম্) ৪৩।৭১০

শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রভুষ্টকম্ (পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরহরি ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ-লিখিত) ৪৩।৭২৪

ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বার্ষিকতিথি-পূজার "কৃপা-বাক্য" (শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সেবকবৃন্দ) ৪৩।৭২৫

বিবিধ প্রসঙ্গ (ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে মিঃ সুহৃৎসের বক্তৃতা ;

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

অধ্যাপক ভট্টর ঘোষ—বক্তার পরিচয় প্রদান ; অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান ; ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব) ৪৩।৭২৬

মুদ্রাকর-প্রমাদ ৪৩।৭২৮, ৪৪।৭৪৪, ৪৫।৭৬০

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীগৌরজন্মস্থান ও 'বৃহদ্ভক্ত'—শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন-কৃত 'বৃহদ্ভক্ত' পুস্তকে শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে প্রকাশিত অভিমত-সম্বন্ধে সমালোচনা ; 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে কাল্পনিক কথা ; কোন কোন অহিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত স্বনামধন্য ব্যক্তিও মায়াপুরকে 'ক'-বাবা বিকৃত করেন না ; স্থানীয় অনুসন্ধানকারি-ব্যক্তিগণের অযাচিত সাক্ষ্য—'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চরণ চৌধুরী, 'নবদ্বীপ-মহিমা' নামক পুস্তকে নবদ্বীপ-নিবাসী কাস্তিচন্দ্র রাঢ়ী, 'বৈষ্ণবাচার-দর্পণে' নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন, 'কায়স্থ-কৌস্তুভে' রাজেন্দ্রনাথ মিত্র এবং 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থের 'পরিচয়' মধ্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে প্রকাশিত অভিমত ; "যত মত তত পথ" মতবাদ অযৌক্তিক, অশ্রৌত বা অবৈদিক কেন ?—"উদ্বোধন" পত্রে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের "যত মত তত পথ" মতবাদের খণ্ডন-চেষ্টা-সম্বন্ধে সমালোচনা) ৪৭।৭২৭

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ (২৩।৪।৩৬—শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ) ৪৭।৭৩৩

পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ (১৮ই মে—প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব-কথা ও 'ভক্তিলতা' সম্বন্ধে হরিকথা-কীর্ত্তন ; ১৭ই মে—অন্যান্য হরিকথা-কীর্ত্তনের পর পুরুষোত্তম-শ্রীধাম-বিচারে ভগবদ্ভজনের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা প্রদর্শন, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় প্রচারক সহ ময়মন্-সিংহের মহিমচন্দ্র রায়ের পুরীস্থিত ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন ; ২০শে মে—পাটনায় ব্রজেশ্বরী প্রসাদ মহোদয়ের উৎসবে যোগদান, অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর অনেক বন্ধুর নিকট "মাসৌ শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে হরিকথা, শ্রীযুক্ত রহমান খুঁটিয়া ও ময়মনসিংহে

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

—পুরুষোত্তম-মঠে প্রভুপাদের উপদেশ) ৪৮।৭৪৭

আলোচনা ('মাসিক বসুমতী'তে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক লিখিত 'হিন্দুধর্ম্মের কএকটি বিশেষত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং উক্ত লেখক কর্তৃক 'দৈনিক বসুমতী'তে লিখিত 'গীতার সাম্যবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রকাশিত মন্তব্যের সমালোচনা) ৪৮।৭৪২

দার্জ্জিলিঙে শ্রীল প্রভুপাদ (নৃপেন্দ্রনারায়ণ-হলে ছায়াচিত্রে গৌরাঙ্গলীলা, মিঃ সুহৃৎসেনের বক্তৃতা, ভক্ত বিজয়প্রসাদ সিংহের সভাপতিত্ব ও অভিভাষণ) ৪৮।৭৪৪

প্রচার-প্রসঙ্গ (পাবনা, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, কলিকাতা ও পুরীতে) ৪৮।৭৪৬

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ—২৪শে জুন শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ, ধুবড়ী হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র দাস বি-এ, বি-টি এবং বৈদ্যবাটী হাস ও অনন্তলাল আগরওয়ালা নামক দুইজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদদর্শন ও শ্রীমুখের প্রবচন-কীর্ত্তন ; কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে বার্ষিক মহোৎসব, শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ ; অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার ; শ্রীপুরুষোত্তমমঠের রথযাত্রা-মার্জ্জন ও রথযাত্রা-মহোৎসব ; কুরুক্ষেত্রে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী (তারের সংবাদ) ; শ্রীশ্রীপুরন্দরবিহারী গৌর-হরির নবমন্দির-প্রবেশোৎসব ; পরলোকে স্বধামগত পরমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী) ৪৮।৭৪৮

দার্জ্জিলিং-প্রসঙ্গ (৩রা ও ৪ঠা জুলাই দার্জ্জিলিঙে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ৫ই ও ৬ই জুলাই নৃপেন্দ্র-নারায়ণ-হলে শ্রীনামভজন-শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা ; ৫ই জুলাই অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা) ৪৮।৭৫০

চয়ন ("উৎকলদীপিকা" ৭।৪।৩৬ ও ৮।৪।৩৬ সংখ্যার "পুরীতে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর" শীর্ষক দুইটি সংবাদ ; 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৩।৪।৩৬ সংখ্যার "Hindu Temple in London : Sympathy Assured : Swami Bon's Interest in noble

বর্জ্জন ও বরণ ৪৮।৭৪৫

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ (২৩।৪।৩৬

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

cause" 'সকাল'-পত্র—পূণা ৮।৫।১৮, 'জ্ঞানপ্রকাশ'-পত্র—পূণা ৮।৫।১৮ ও ৯।৫।১৮ এবং 'কেশরী'-পত্র—পূণা ২২।৫।১৮ তারিখের সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের আলেখাদহ শ্রীপাদ নেমি মহারাজের প্রচার-বার্ত্তা; 'অমৃতবাজার পত্রিকা'—৯।৮।৩৬ সংখ্যায় "Vishnu Temple in London : Activities of Gaudiya Mission" এবং "Solar Eclipse Fair, Kurukshetra"শীর্ষক দুইটি সংবাদের বিষয় জ্ঞাপন) ৪৮।৭৬০

দ্বিতীয় বর্ষগুচ্ছের প্রবন্ধ-সূচী	৪৯।৭৬১
ব্যাঙ্গালোরে শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিবিক্রম-প্রসঙ্গ	৪৯।৭৬৩ক
ব্যাঙ্গালোর-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা	৪৯।৭৬৩গ
ঐ নিমন্ত্রণ-পত্র	৪৯।৭৬৩খ
লণ্ডনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসবোপলক্ষে ব্যাকিংহাম প্যালেস্ রোডে ডাঃ বাসের বক্তৃতা	৪৯।৭৬৩ ঘ
ডাঃ সবিধানন্দ-দাস-সম্বন্ধে তার অতুল	৪৯।৭৬৩ ঘ
স্বপ্নে চাকায় ইঞ্জিনীয়ার অশ্বিনীবাবু	৪৯।৭৬৩ ঙ
বিবিধ প্রসঙ্গ (বঙ্গড়ায় শ্রীল প্রভুপাদ, সেবাকীর্ত্তি—সম্পাদক রায় বনোমোহন মিত্রোপী বাহাদুরের চাকা মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সিংহাসনের ব্যয়ভার বহনাঙ্গীকার, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বাণী-প্রচার)	৪৯।৭৬৩ চ—ঝ

গৌড়ীয়ের বিষয়-সূচী

১৪শ বর্ষ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ	১।১, ২০।৩০১
লণ্ডন-ক্যাক্সটন হলে শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা ১। অতিরিক্ত-পত্র	
২। পরলোকগত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌরকাঙ্গনাকটাক্ষ-বৈভব	১।১৫
৩। শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ প্রভু (চাতুর্ম্মাস্য-কালে)	৩।৩১
৪। হেয় আর্থ ই অর্জ্জ সুলৎসে ও হেয় বারণ এইচ, ই, জন্ কোয়েথ	৩।১০
৫। বিশ্ব-সম্বরবিজয়ী পরশ্রীল স্বাধীন-ত্রিপুরেশ্বর 'বর্ম্মণ্যদেব' তত্ত্ব শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম বাহিদুর-বাহাদুর	১১।১৭১
৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ	২০।৩০১
৮। শ্রোতাবা শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন	২০।৩১৫
৯। পরলোকগত রায়ত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ২৪। অতিরিক্ত-পত্র	
মহারাজা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বনিয়াদ কৃষ্ণনগর, চৌধুরীপাড়া (নদীয়া)	২১।৪২১
১১। শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মাণাবস্থায় শ্রীমন্দিরের দৃশ্য	৩৭।৫৭৫
মহারাজ কেপুথাধিপতি মাননীয় সাহিত্যসম্রাট্ উৎকল-বিক্রমাদিত্য শ্রীবিক্রমদেব বর্ম্মণ কে-সিট্, হরিজনাশ্রম মহারাজ বাহাদুর—যাত্রাজ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-প্রবাতা	৪০।৮২৯
১৩। প্রভুপাদের বিষষ্টিবর্ষ আবির্ভাব-তিথি-পূজা-উপলক্ষে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী শ্রীসবিধানন্দ দাসাধিকারী মহাশয়ের সেবা-চেষ্টায় লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর চেয়ারম্যান তত্ত্ব সাধিদাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে লণ্ডনে মহতী সভার অধিবেশন ; তত্ত্ব ক্রালিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড, তত্ত্ব অতুল চ্যাটার্জ্জী, প্রিন্সেস্ সোফিয়াদলিপ সিং, সর্দ্দার বাহাদুর ও সর্দ্দারণী মোহন সিং প্রমুখ বহু শ্রোতৃ-সমাগম	৪০।৮৩০
১৪। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৪০।৮৩৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

১৪শ বর্ষ } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪২; ৩রা আগষ্ট, ১৯৩৫ { ১ম সংখ্যা।

নববর্ষ

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই পথ-ত্রয়ের মধ্যে কর্ম্ম-পথে কর্ম্মীর ফল-লাভ-চেষ্টা, জ্ঞানপথে তথাকথিত নৈষ্কর্ম্মবাদীর ত্যাগোজ্জ্বলতার অন্তরিকা এবং ভক্তি-পথে কর্ম্মাগ্রহিতা ও জ্ঞানাগ্রহিতা বর্জ্জন-পূর্ব্বক ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। এই আত্মনিয়োগ-বৃত্তিটি কর্ম্ম-জ্ঞান-পদ্বয়ের প্রলোভনের অন্যতম চেষ্টা বা অন্যাভিলাষিতা নহে। আবার কর্ম্ম-জ্ঞানাবরণ-মুক্ত হইয়াও অনেক সময় শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত ভক্তিবৃত্তি ব্যাপ্ত হয়। সর্ব্বরসাস্বাদসাৎকারী পরম চমৎকারিতা-পূর্ণ মধুর রসের পথিকের নানাপ্রকার আশঙ্কা বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। আবার শুদ্ধাশুদ্ধভেদে শ্রদ্ধা ও রতির তারতম্য অনেক সময় আমাদের ভক্তিপথে নানাপ্রকার প্রাপঞ্চিক অশুদ্ধভাবরূপ কণ্টক আরোপণ করে।

বিগত ত্রয়োদশ বর্ষকালে শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের সেবা করিয়া 'গৌড়ীয়' অদ্য চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিশুদ্ধ উপদেশ যাঁহাদের

রুচিকর, অথবা তাঁহাতে রুচি উৎপাদনের জন্য যাঁহাদের যত্ন, তাঁহাদের সেবা করিবার জন্যই 'গৌড়ীয়' সর্ব্বদা ব্যস্ত। বিগত বর্ষে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত সুনির্ম্মল পথে অগ্রসর হইয়া 'গৌড়ীয়' গৌড়ীয়গণের সুষ্ঠু সেবা বিধান করিয়াছেন।

বিগত বর্ষে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিসন সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারত-সচিব সেই সভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া সভার কএকটি অধিবেশনে শ্রীগৌরসুন্দরের বৈশিষ্ট্য, মহিমা ও প্রচার্য্য বিষয়ের আলোচনা করিবার অবকাশ দিয়াছেন। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণরগণ, গভর্ণরপত্নী, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণরগণ, ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ মাণিক্যবাহাদুর ও দ্বারবঙ্গাধীশ মহারাজাধিরাজ-বাহাদুর-প্রমুখ অনেকেই ঐ সভার সহকারী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিসন-সমিতির সভানায়কপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে গৌড়ীয়মঠে আগমন-পূর্ব্বক অনুষ্ঠাতৃগণকে সমুৎসাহিত করিয়াছেন। লণ্ডনে তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যর সাদিলাল সভানায়কপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্যর ডেনিসন্ রস্ সহকারী সভানায়ক-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী সম্বন্ধে কুতর্ক উত্থাপন করিয়া মৎসর-সম্প্রদায় এতাবৎকাল বাহাদুরী লইতেছিলেন। নির্ম্মৎসরগণের বিচারের পরম শুদ্ধতা জানাইবার জন্য বৃটিশ-মিউজিয়াম এড্‌মিরাল্‌টিতে রক্ষিত মানচিত্রের আলোকচিত্র-দ্বারা রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষণা-প্রিয় জনগণকে দেখাইয়াছেন যে, শ্রীধাম-মায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কালের নবদ্বীপ নগর। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভা-গমনকালেও এই সকল বিষয় তাঁহাকে সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন মৎসর আসুকরণিকদলের বৃথা বাগাড়ম্বরের ও কপটতাপূর্ণ চেষ্টার অকর্ম্মণ্যতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

চতুর্ব্বিংশতি প্রকার অসাধারণ-ভেদে চতুর্ভুজ-বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তির অন্যতম শ্রীঅধোক্ষজ-মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া শ্রীযোগপীঠের সুষ্ঠু নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। ৪৩ বৎসর যাবৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিষ্কপট সেবা ও ১৩ বৎসরকাল-ব্যাপী অধোক্ষজ-সেবার প্রচার-প্রণালী শ্রীঅধোক্ষজ দেবকে বুদ্ধিমন্ত ও ভাগ্যবন্ত জনগণের কেবল হৃদয়াকাশে নহে, পরন্তু সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিকট প্রকটিত, সেবা ও লভ্য করিয়াছেন। কুতার্কিকগণের 'পাষণ্ডি-হিন্দু'দের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ ও সনাতন ধর্ম্মের আরাধ্য নিত্য অধোক্ষজ বিগ্রহ আর স্বমূর্ত্তিকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারেন নাই।

বিগতবর্ষে শ্রীমাথুরমণ্ডলে কতিপয় ভক্তের পর্য্যটন ও মথুরা নগরীতে ঊর্জ্জব্রত সাধন এবং শ্রীব্রজধামপ্রচারিণী সভার উদ্বোধন হইয়াছে।

শ্রীরাধাকুণ্ডে ব্রজশ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ও শ্রীকৃষ্ণ-বিহারী মঠের আনুষ্ঠানিক কার্য্য প্রবর্ত্তমান হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের পরম প্রিয়বর শ্রীগদাধর পণ্ডিতের টোটা-প্রবাসস্থলীর সন্নিকটে স্থায়িভাবে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের আবির্ভাব ভক্তগণের পরমাদরের বস্তু হইয়াছে। যে চটকপর্ব্বতে শ্রীগৌরসুন্দরের পরম ভুবন-পাবন পাদপদ্ম ও অপার্থিব বিরহোৎ-কণ্ঠা পূর্ণভাবে উদিত হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই স্থায়ী স্মৃতি শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটক-পর্ব্বতে প্রকটা লাভ করিয়াছে।

মধ্য য়ুরোপে বার্লিন-নগরীতে গৌড়ীয়মঠ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সভাপতি মহো-দয়গণের কেহই একাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমনের সুযোগ পান নাই; কিন্তু এই বর্ষে তাহা

সংঘটিত হইয়াছে। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এবং তাঁহার শাসন-পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রী দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশের একমাত্র গৌরবস্থল শ্রীধাম-মায়াপুর পরিদর্শন করিয়াছেন।

নিত্য শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয় পুণ্যশ্লোক শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোভীষ্ট পূর্ত্তিকারী শ্রীযুত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় শ্রীঅধোক্ষজদেবের অভূতপূর্ব্ব গগনভেদী শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যের দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন এবং শুদ্ধভক্তগণের প্রিয়বর বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছেন। তাঁহার সেই সেবা-প্রচেষ্টা একদিকে যেরূপ ভগবদ্ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে, অপরদিকে জুগুপ্সারতির বিষয়-বিগ্রহগণের ঈর্ষানল প্রজ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে উত্তরোত্তর নিরুৎসাহ করিতেছে।

শ্রীমান্ ভক্তিবিবেক ভারতী বাগ্মিবরের প্রচেষ্টায় শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের প্রশস্ত ভূমিসংগ্রহ ও শ্রীমন্দিরাদি কার্য্যের প্রারম্ভ জগতের পরম উল্লাসকর অনুষ্ঠানরূপে সর্ব্বসজ্জন-হৃদয়ে নিত্য-মঙ্গলের প্রাভাতিক আলোক প্রদান করিতেছে।

[বিগত বর্ষে শ্রীরামনবমী তিথিতে ময়মনসিংহ-শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদবল্লভ'জিউ শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত হইয়াছেন।]

শ্রীগৌরসুন্দরের অধোক্ষজ-বিচারের প্রচারারম্ভ-স্থলী শ্রীগয়াধামে এবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাকট্য সমগ্র জগতের শুভদিনের নির্ণয় করিয়াছে।

বোম্বাই-নগরীতে শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রাকট্য তদ্দেশবাসিগণের ভক্তিবৃত্তি জাগ্রত করিতেছে।

[শ্রীশ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ-বিরচিতা সৎক্রিয়াসারদীপিকা-সহ 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' গ্রন্থের দ্বিতীয়সংস্করণ বঙ্গভাষানুবাদ-সমলঙ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন।]

আর সর্ব্বাপেক্ষা শুভসংবাদ এই যে, কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত দুষ্টমতনিরাসকারী গৌড়ীয়ভাষ্য-সহ শ্রীমদ্ভাগবতের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী ভাগবত-পারায়ণ-উদ্‌যাপনব্রত এবার প্রৌষ্ঠপথীতে সম্পাদন করা হইতেছে।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক উদীয়মান যুবক শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী প্রত্নতত্ত্ববিশারদ বিগত দুই বৎসরের অধিককালব্যাপী পরিশ্রমের সহিত অধীত বিদ্যার যোগে তত্তদ্‌বিষয়ের আধাক্ষিকগণের বক্তব্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক একটি গবেষণাপূর্ণ ১২০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন উহা পাশ্চাত্য পরীক্ষক মনীষিগণের দ্বারা আদৃত হওয়ায় বিগত ১৮ই জুলাই উক্ত অধ্যয়নকারী "ডক্টর অব্ ফিলসফি" উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বঙ্গের নিদাঘকালীন রাজধানীতেও গৌড়ীয়-মঠের একটি শাখা অচিরেই প্রকটিত হইবেন,—ইহা ভাবি-বর্ষের উল্লেখ-যোগ্য অনুষ্ঠান।

লণ্ডনে স্থায়ি-মঠ স্থাপন ও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাকট্যবিধানে অনেকেই যত্ন করিতেছেন।

শ্রীমান্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহোদয় শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের শোভা-বিস্তার-কার্য্যে স্বীয় উদয়ন প্রদর্শন করিতেছেন।

ভাবি-বর্ষে চতুর্দ্দশ-ভুবনৈকপূজ্য শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমার কথা অসংখ্য মুখে সুগীত হইতে শুনিলে আমরা পরমানন্দিত হইব।

আগামী ১১ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণে ৪। ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

মৃত্যুকালে হরিনাম-গ্রহণ

সমাহরণসংস্কারলব্ধী ব্যক্তিমাত্রেই মৃত্যুকালে বা তাহার অব্যবহিত পূর্বে হরিনাম গ্রহণের অশেষ ফলের প্রতি লৌকিক ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটিও অনেকে অবগত আছেন.—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

(গীঃ ৮।৬)

হে অর্জুন, মানব মৃত্যুকালে যেরূপভাবের স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন, তিনি সেইভাব-ভাবিত হইয়াই লাভ করিয়া থাকেন।

অতএব মরণকালে যে কোন ভাবেই হউক, একবার হরিনাম গ্রহণ বা তৎসঙ্কীর্তন করিবার আকাঙ্ক্ষা অনেকেই পোষণ করিয়া থাকেন। এমন কি, যাঁহারা সারাজীবন বিষয়াসক্ত বা দুরাচারে রত থাকেন, তাঁহারাও ভাবিয়া রাখেন যে, শেষের দিনে কোনরূপে গীতার একটি শ্লোক, কিংবা কাহারও মুখে হরিনাম শ্রবণ, অথবা নিজেই হরিনাম কীর্তন করিয়া সমস্ত জীবনের পাপরাশিকে ধ্বংস করিবেন এবং ঐরূপ চরমাবস্থার দ্বারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিবেন।

বস্তুতঃ ইহাও নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তিরই প্রকারবিশেষ। যদিও ইহাতে 'পুনঃ পুনঃ পাপ করিব ও পুনঃ পুনঃ হরিনামাক্ষর উচ্চারণের দ্বারা পাপের বিনাশ করাইব', —ঠিক এইরূপ বাহ্য আদর্শ নাই, তথাপি 'এখন খুব পাপ করিয়া যাই, বিষয়ভোগ বা অন্যায় কার্য করিয়া যাই, ঐ সকল পাপ ও দুষ্কৃত বিনাশের জন্য ভবিষ্যতে হরিনামরূপ অস্ত্রই ত' রহিয়াছে',—এইরূপ মনোভাবের সহিত হরিনাম-বলে বর্তমানে পাপ-প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষাই দৃষ্ট হয়। অতএব এইরূপ ব্যক্তি অন্তিমকালে হরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন না বা হরিনাম শ্রবণাদির অভিনয় করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না।

অন্তিমকালে একবারমাত্রও ভগবানের নাম-গ্রহণ বা শ্রবণে সিদ্ধিলাভ হয়,—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, যদি অপরাধের অভাব থাকে, তবেই অপরাধনাশের জন্য আর আবৃত্তির অপেক্ষা করে না। কিন্তু অপরাধ থাকিলে অন্তিমকালে একবারমাত্র হরিনাম শ্রবণ বা হরিনাম গ্রহণের অভিনয় করিলে তদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভের ১৫৯ সংখ্যায় বলিয়াছেন,—তত্রোপরাধাভাবাৎ তৎকার্যার্থং ন তদাবৃত্ত্যপেক্ষা। যথাজামিলস্য, ন তথা কৃত-ভগবন্নামশ্রবণাদিজন্যাপি যমদূতানাম্। যথা (ভাঃ ৬।২।৩৯)—

অথাপি যে দূতপতের বিষ্ণোরয়-দর্শনে।
অবিস্তব্যা বয়সেন যেনাস্যা যে প্রকীর্তিতে॥
"পুত্রেণ যদসেন মহতো পুণোন" ইতি টীকা চ।

অপরাধের অভাব-হেতুই অপরাধ নাশের জন্য আর হরিনাম-আবৃত্তির অপেক্ষা করে না অর্থাৎ একবার মাত্র হরিনামের উচ্চারণেই জীবের সিদ্ধিলাভ হয়, অজামিলের যেরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালে ভগবানের নাম শ্রবণাদি করিয়াও যমদূতগণের তাহা হয় নাই। তাই অজামিল বলিয়াছেন,—আমি দুশ্চরিত্র হইলেও অন্ত যাঁহাদ্বারা আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, সেই উত্তম ভাগবতগণের (বিষ্ণুদূতগণের) দর্শন-বিষয়ে পূর্ব মহাসুকৃতি নিশ্চয়ই কারণরূপে বর্তমান আছে।

ব্যতিরেকেণাহ (ভাঃ ৬।২।৩১)—

অক্রিয়মাণস্য নাশুচের্যবলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৬০ সংখ্যা)

অজামিল বিপরীতক্রমে বলিতেছেন,—যদি আমার পূর্ব সুকৃতি বর্তমান না থাকিত, তাহা হইলে নীচজাতি ও দেহাদি আসক্তিযুক্ত এই যমপাশমুখ দুরাচারের জিহ্বা কখনও হরিনাম-গ্রহণে সমর্থ হইত না।

যাহার পূর্ব সুকৃতি নাই, সেইরূপ ব্যক্তির কখনও অন্তিমে ভগবৎস্মৃতির উদয় হইতে পারে না। 'সারাজীবন পাপ করিব এবং মৃত্যুসময়ে হরিনাম-গ্রহণের ছলনা করিয়া অতি সহজে সিদ্ধি লাভ করিয়া যাইব',—এরূপ বিচার অজামিলের বিকৃত অনুকরণ ও তাঁহার চরণে অপরাধহেতুই উদিত হয়। আমরা অজামিলের যে পাপময় সাময়িক জীবনটি দেখিতে পাই, তৎপূর্বে অজামিলের যে

বহু সুকৃতিপূর্ণ জীবন ছিল, তাহার আলোচনা করি না। তাঁহার পুণ্যসুকৃতি সঞ্চিত ছিল বলিয়াই সাময়িক ও আগন্তুক পরবর্ত্তী পাপজীবনের পাপরাশিসমূহ একবার-মাত্র নামাভাসেই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—'আমরাও বর্ত্তমানে হরিনাম করিয়া যাইব, হয়ত' আমাদেরও পূর্ব্বজীবনের কোন সুকৃতি আমাদের অজ্ঞাতসারে সুপ্তাবস্থায় থাকিতে পারে। সেই সুকৃতিই মৃত্যুকালে আমাদিগকে হরিনাম স্মরণ করাইয়া দিবে।' প্রথম কথা এই যে, সেইরূপ সুকৃতি আছে, কি নাই, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়তঃ যখনই ঐরূপ কার্য্য স্বাভাবিক আকস্মিক না হইয়া কৃত্রিম ও আনুকরণিক হইয়াছে, তখনই অজামিলাদি বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধের উদয় করাইয়াছে এবং নামবলে পাপ-প্রবৃত্তির স্পৃহাও হৃদয়ে গুপ্ত রহিয়াছে। সেরূপ অপরাধ-স্থলে অন্তিমে নারায়ণ-স্মৃতি বা নিরপরাধে ভগবন্নাম অর্থাৎ নামাভাসাদির উদয় হইবে না। সম্বন্ধজ্ঞানরহিত হইয়া অপরাধযুক্ত নামের গ্রহণই 'নামাভাস'। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুও ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"তদেবং যঃ সকৃদ্ভজনাদিনৈব ফলোদয় উক্তস্তদ্বৃষণাবদেব, যদি প্রাচীনোঽর্ব্বাচীনো বাপরাধো ন স্যাৎ। ০ ০ তত্র চ তস্যৈব সম্বন্ধিনি ভগবন্নামগ্রহণাদিকং স্যাদেব, যত্র পূর্ব্বত্র বাত্র বা জন্মনি সিদ্ধেন ভগবদারাধনাদিনা তদানীং স্বীয়-প্রভাবং প্রকটয়তানন্তরমেব ভগবৎসাক্ষাৎকারো ভবতি।" (ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৯ সংখ্যা)

তাৎপর্য্য—অতএব **একবার মাত্র ভজনেই যে সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন বা নূতন যে কোন অপরাধের অভাবস্থলেই সম্ভব হয়। ০ ০ যাঁহার পূর্ব্ব বা বর্ত্তমান জন্মের সিদ্ধ ভগবদুপাসনাদি মৃত্যুকালে স্বীয়প্রভাবপ্রকাশ-দ্বারা মরণের অনন্তরই ভগবৎসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষেরই মৃত্যুকালে শ্রীগীতোক্ত (৮।৬) ভগবৎস্মৃতির উদয় হইয়া থাকে।**

ভরতরাজা মৃগশরীর পরিত্যাগ করিবার সময় হরিনাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় যে দেহ লাভ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল। ভরত মৃগশিশুর প্রতি পরার্দ্ধিতা প্রদর্শন করিতে করিতে মৃগেতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে মৃগের চিন্তা লইয়াই দেহ ত্যাগ করায় মৃগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (ভাঃ ৫।৮।২৭)। কিন্তু তিনি **মৃগজন্মেও পূর্ব্বজন্মজাত ভগবদ্ আরাধনার অনুষ্ঠান-প্রভাবে তাঁহার হরি-বিমুখতাকে স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ অনুতাপ** করিয়াছিলেন,—

"অহো কষ্টং ভ্রষ্টোঽহমাত্মবতামনুপথাদ্যদবিমুক্তসঙ্গস্য বিবিক্তপুণ্যারণ্যশরণতাদ্যবস্তু আত্মনি সর্ব্বেষামাত্মনাং ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণ-মনন-সঙ্কীর্ত্তনারাধনানুস্মরণাভি-যোগেনাযুরপকল্পয়তো কালেন সমাবেশিতঃ সমাধিতঃ কার্ৎস্ন্যেন মনস্যুত পুনর্মমাবুধস্যারাদ্গণয়তমসু হ্যপ্রমাদ।"—(ভাঃ ৫।৮।২৯)

হায়, কি কষ্ট! আমি সাধুজনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। কারণ, আমি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পুণ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলাম এবং সকলজীবের আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন, আরাধন ও অনুস্মরণাদি ভক্তাঙ্গে অভিনিবেশদ্বারা যাবজ্জীবনের সঙ্কল্পতা সম্পাদন-পূর্ব্বক বহুদিন অতিবাহিত করিয়া চিত্তকে তাঁহাতেই সমাপ্তরূপে স্থাপিত ও স্থগিত করিয়াছিলাম। কিন্তু পুনরায় সেই মনই মৃগশাবকে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় তাঁহা হইতে অতি দূরে নিঃসৃত হইয়া পড়িয়াছি।

এই মৃগশরীর পরিত্যাগ-কালে তিনি হরিনাম গ্রহণ করিয়াও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দেহেই তিনি 'জড়ভরত'-নামে খ্যাত হন। কিন্তু তাঁহার এই দেহ—পারমহংস্যদেহ এবং এই দেহেই তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"যত্তু শ্রীভরতস্য মৃগশরীরং ত্যক্তবতো নামানি গৃহীত্বাপি শরীরান্তরপ্রাপ্তিরুক্তাপি সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রাপ্তিরেব, তাদৃশানাং হি সমাবির্ভাবাৎ। তস্যো মরণ-সময়ে সকৃদ্ভজনস্যানন্তরমেব কৃতার্থত্বপ্রাপণে বাধিকারো ন স্যাৎ অতএবাহ (ভাঃ ২।১।৬),—

"কল্পয়তঃ পরঃ পুংসাম্ভে নারায়ণ-স্মৃতিঃ।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৬১ সং)

তাৎপর্য্য—শ্রীভরতের মৃগশরীর পরিত্যাগ-কালে হরিনাম গ্রহণ করিয়াও পুনরায় যে জন্মপ্রাপ্তি হইয়াছিল, সে-স্থলেও তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিই ঘটিয়াছিল। যেহেতু সেইরূপ পুণ্যবানের চিত্তে ভগবান্ সর্ব্বদা আবির্ভূত রহিয়াছেন অতএব **মরণকালে একবারমাত্র ভজনেই যে মৃত্যুর পরেই কৃতার্থতা উৎপাদন করে,—এবিষয়ে কোন ব্যতিক্রম হয় না।** অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—অন্তিমকালে যে নারায়ণের স্মরণ হইয়া থাকে, ইহাই পুরুষগণের জন্মের পরম লাভস্বরূপ।

অন্তিমকালে শ্রীহরির স্মরণই মুখ্য বিষয়। হয়ত এমনও দেখা যাইতে পারে যে, কোন কোন মহাপুরুষের অন্তকালে কণ্ঠরোধবশতঃ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বাগিন্দ্রিয় লোপ ও বাক্‌শক্তি নিরোধ হইয়া গিয়াছে; সেরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, সেইরূপ মহাপুরুষ অন্তিমে হরিনাম কীর্ত্তন বা স্মরণ করিতে না পারায় অধোগতি লাভ করিয়াছেন। যদি সেরূপ ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সেবা-স্মৃতি অন্তরে বিরাজিত থাকে, তাহা হইলে অন্তিমে নারায়ণ-স্মৃতিরই উদয় হইবে। বাহ্যচক্ষে অপর লোকে তাঁহাকে অন্যরূপ দেখিলেও তিনি নারায়ণ-স্মৃতিতেই উন্নীত থাকেন। আর হয়ত' কাহারও মরণের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত বাগিন্দ্রিয় আছে, তাঁহাকে হরিনামও স্মরণ করান' হইতেছে, অথচ সেব্যক্তি অপরাধী বা তাহার কোন সেবা-সুকৃতি নাই, তাঁহার কর্ণে হরিনাম-কীর্ত্তন প্রবিষ্ট হইতেছে না অর্থাৎ নামাক্ষর মাত্র তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেও সঙ্কেতাদি নামাভাসের দ্বারা তাঁহার নারায়ণ-স্মৃতির উদয় হইতেছে না, সেরূপ স্থলে মরণের সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান জন্মের নিত্য ভগবদ্-পাদপদ্মাদি মৃত্যুকালে স্বীয় প্রভাব প্রকাশের দ্বারা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভগবৎসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে, তাঁহাদেরই পক্ষে অন্তে নারায়ণ-স্মৃতি সম্ভব।

কেবল যে বাহ্যে 'ভগবানের ভক্ত' বলিয়া লোকে প্রচারিত বা বিখ্যাত থাকিলেই অন্তিমকালে তাঁহার সুবিধা হইয়াছে জানিতে হইবে, তাহা নহে। ঐরূপ ব্যক্তির যদি প্রকৃত গুরুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ থাকে, অথচ বাহ্যে তিনি ভগবানের একনিষ্ঠ পূজকও হন, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে ঐ ব্যক্তির নীচযোনিই লাভ হইবে। শ্রীল ভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভের ১৫৩ সংখ্যায় শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শতধনু-নামক রাজার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শতধনু সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর পূজায় তৎপর থাকিলেও তিনি বেদ ও বৈষ্ণব নিন্দকের প্রতি অল্পকাল সম্ভাষণ অর্থাৎ আদর করিয়াছিলেন, এইজন্য সেই অপরাধে তাঁহার মৃত্যুর পর কুক্কুরাদি যোনি লাভ হইয়াছিল,—

"এবং বহুতেবাপরাধাস্তদ্ভক্তত্বাপি দৃশ্যন্তে। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শতধনুর্নামো রাজো ভগবদারাধনতৎপরস্যাপি বেদবৈষ্ণবনিন্দকান্নসম্ভাষণেনৈব কুক্কুরাদিযোনিপ্রাপ্তিরুক্তা।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভু আরও জানাইয়াছেন,—

"**সিদ্ধানামাবৃত্তিস্তু প্রতিপদমেব সুখবিশেষোদয়ার্থা। অসিদ্ধানামাবৃত্তিনিয়মঃ ফলপর্য্যাপ্তি-পর্য্যন্তঃ।** তদন্তরায়েষ্বপরাধাদিস্থিতিবিতর্কাৎ। যতঃ কোটিষ্বপি মন্ত্রস্য ভগবদ্বিষ্টাচার্য্যকর্ত্তৃকত্বস্মরণাভিনিবেশে ভক্তি-শৈথিল্যাৎ স্বতন্ত্রাদিকৃতযানিষ্বমিত্যেবমাদীনি **মহৎসঙ্গাদি-লক্ষণ-ভক্ত্যাপি নিবর্ত্তয়িতুং দুষ্করাণি চেত্তর্হি তত্তাপরাধস্যৈব কার্য্যাণি তান্যেব চ প্রাচীনস্য তস্য লিঙ্গানি।** অতএব কুটিলান্বয়নামকমপি নামোপচারাদিকং নামীকরোতি ভগবান্ যথা সূত্যপত্যে দুর্য্যোধনস্য। আধুনিকানাঞ্চ **শ্রুতশাস্ত্রাম্নায়পাপরাধদোষেণ শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তাদিষু চান্তরায়াদয়াদাবপি অতি বহিস্তদর্চ্চনাদ্যারম্ভ-কৌটিল্যম্।** অতএবাকুটিলমূঢ়ানাং তদ্ভজনাভাসাদিনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্। কুটিলানান্তু ভক্ত্যনুবৃত্তিরপি ন ভবতীতি স্থানে শ্রীপরাশর বাক্যে দৃশ্যতে,—

"ন হ্যপূতাত্মনাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্। ভক্তি-র্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥" ইতি

এতদপেক্ষয়োক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে—

"সত্যং শতেন বিপ্রাণাং সহস্রেণ তথা তপঃ। বিমায়ুক্তেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তির্নিরর্থিকা॥" ইতি।

অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণ যে হরিনামের আবৃত্তি করেন, তাহা প্রতিপদেই অপ্রাকৃত সুখবিশেষ উদয়ের জন্য। আর অসিদ্ধ ব্যক্তিগণের যে হরিনাম আবৃত্তির নিয়ম, তাহা ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। ফলপ্রাপ্তির অন্তরায় ঘটিলে সেস্থলে আবৃত্তিকারীর অপরাধ আছে—এইরূপ বিতর্ক বা সংশয়

উপদিষ্ট হয়। যেহেতু কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, ভগবানে নিষ্ঠার চ্যুতিকারক কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অতিনিবেশ, ভজনশৈথিল্য, সেবাকার্য্যাদির জন্য অহঙ্কারিত্ব প্রভৃতি দোষগুলি যদি মহৎ অর্থাৎ মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সাধুর সঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণময়ী ভক্তির দ্বারাও নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয় অর্থাৎ বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে ঐসকল দোষ অপরাধেরই কার্য্য এবং পূর্ব্ব অপরাধের সূচক বা কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এতএব দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণের দূতরূপে প্রেরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দুর্য্যোধন-প্রদত্ত নানা বিলাসোপচারযুক্ত পূজা গ্রহণ করেন নাই, তদ্রূপ কুটিলচিত্ত জনগণের পূজার বিবিধ উপচারাদি অতি উত্তম হইলেও ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন না। শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধ-দোষে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর-সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি প্রযত্ন, তাহা সমস্তই কুটিলতা-মাত্র। অতএব বাহ্যদৃষ্টিতে মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তিগণ ভক্ত্যাভাসাদির দ্বারা কৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু কপট ব্যক্তিগণ বাহ্যে হরিসেবার নানা চেষ্টা দেখাইলেও তাঁহাদের আদৌ ভক্তির অনুবর্ত্তনই হয় না, ইহা স্কন্দপুরাণে পরাশর-বাক্যে দৃষ্ট হয়,—"এজগতে মূঢ় কুটিলচিত্ত পাপী জনগণেরই শ্রীগোবিন্দের প্রতি ভক্তি বা তাঁহার কীর্ত্তন ও স্মরণ-চেষ্টা হয় না।" বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরেও এইরূপ কথিত হইয়াছে,—"শতবিঘ্নের দ্বারা সন্ত্রস্ত, সহস্র বিঘ্নের দ্বারা তাড়না এবং অযুত অযুত অসংখ্য বিঘ্নের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের প্রতি লোকের ভক্তি বাধা প্রাপ্ত হয়।"

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে বা বিভিন্ন মনোধর্ম্মিগণের মধ্যে হরিসেবা ও হরিনাম-গ্রহণের আড়ম্বর কপট অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নাই, বরং অপরাধই পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, সেইরূপ কপট ব্যক্তিগণ যে হরিনামের (?) আবৃত্তি বা হরিসেবার (?) অভিনয় করে, তদ্দ্বারা তাহাদের অন্তে হরিস্মৃতি-লাভ সম্ভব নহে। ইহারা বৈষ্ণব-নিন্দা বা বৈষ্ণব-নিন্দকের সহিত সম্ভাষণাদি-দোষে ভগবদারাধনাৎপর শতজন্ম লাভ অপেক্ষাও অধোগতি অর্থাৎ কুক্কুরাদি-যোনি হইতেও নিকৃষ্ট যোনি লাভ করিবে।

এস্থলে আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, সাধারণ প্রারব্ধ কর্ম্ম দুর্ব্বলতাবশতঃ ভগবদ্ভক্তির বিঘ্ন উৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের প্রবল অপরাধই বিঘ্নজনক হয়। যেমন ইন্দ্রদ্যুম্নাদি তাহার উদাহরণ—

"অত্রৈকং চিন্ত্যং—ভগবদ্ভক্ত্যুন্মুখকং সামান্যমারব্ধকর্ম্ম ন তদ্বিঘাতমর্হতি দুর্ব্বলত্বাৎ। ততঃ প্রাচীনাপরাধাত্মকমেব প্রবলতাত ইন্দ্রদ্যুম্নাদীনামিবেতি।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৭ সংখ্যা)

কেহ কেহ বলেন,—ভক্তগণের সম্বন্ধে কখনও কখনও যে বিঘ্ন দেখা যায়, তাহার বিচার অন্যরূপ। ভগবদ্বিরহে ভক্তগণের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্যই ভগবানের ইচ্ছানুসারে সেইরূপ ভক্তগণের সম্বন্ধে সামান্য আরব্ধ কর্ম্মই প্রবল বিঘ্নজনক হয়। যেরূপ যুগলমিলনপ্রাপ্তে ভরতের হইয়াছিল। এইরূপ অভিপ্রায়েই শ্রীনারদের পূর্ব্ব জন্মে ভগবদ্বিরহে স্মৃতি প্রকাশসত্ত্বেও কামাদি চিত্তমলের অস্তিত্ব উক্ত হইয়াছে। (ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৮ সংখ্যা) যথা—

"যস্যাস্মিন্ জন্মনি ভগান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্।"

(ভাঃ ১।৬।১২)

ভগবান্ শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন,—হে ব্রহ্মন্, তুমি ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ নহ; যেহেতু যাঁহাদের যোগ নিষ্পন্ন এবং কামাদি চিত্তমল দগ্ধ হয় নাই, তাঁহারা আমাকে দর্শন করিতে পারেন না।

গৃহস্বার্থ ও মঠস্বার্থ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'তত্ত্ব বিবেক' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"নিঃস্বার্থপরতা আকাশ-কুসুমের ন্যায় একটি নিরর্থক বাক্যবিশেষ। নিঃস্বার্থ-পরতার প্রয়োজন এই যে, ইহাদ্বারা অক্লেশে নিজসুখ সাধিত হয়। 'নিঃস্বার্থ' শব্দ শুনিয়া অন্য স্বার্থপ্রিয় লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয়-সাধন সহজ হইয়া

উহাদের মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রীপুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি এই সকল ভাবে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই পালা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ-লাভের জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। সমস্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই স্বার্থ। ভগবৎপ্রীতিও—স্বার্থ। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ; যেহেতু 'স্বভাব'-শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই স্বভাব, নিঃস্বার্থ অত্যন্ত অস্বাভাবিক।"

উক্ত বিচার অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, স্বার্থই যখন আমাদের নিত্যস্বভাব, তখন আমরা হয় নিজের দেহ ও দেহসম্পর্কিত বস্তুসমূহের যথা স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, গৃহ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর ক্ষণভঙ্গুর স্বার্থের অনুসন্ধান করিব, না হয় পরম নিত্যবস্তু বা তৎসম্পর্কিত বস্তু ও ব্যাপারসমূহের যথা অধোক্ষজ ভগবান্ ও তদনুগত সেবক-সঙ্ঘের স্বার্থের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিব।

যাঁহারা হরিকীর্ত্তনকারী ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুর সঙ্গ লাভ করেন নাই বা তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণের স্বার্থসাধনব্রতে দীক্ষিত হন নাই, তাঁহারা স্ব-স্ব দেহদেহাদির স্বার্থকেই বহুমানন করেন। যেখানে ভগবান্ বাস করেন, যেখানে ভগবানের সেবার অনুশীলন হয়, যথায় ভাগবতসেবকগণ নিরন্তর হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করেন ও অপরকে নানাপ্রকার সেবার সুযোগ দিয়া থাকেন, যেখানে হরি-কীর্ত্তনকারিগণের সঙ্ঘারাম, সেই ভগবদ্গৃহ বা মঠাদির সর্ব্বপ্রকার স্বার্থের জন্য একমাত্র পরমসৌভাগ্যবন্ত দীক্ষিত ব্যক্তিগণের অকৃত্রিম ও অপ্রতিহতা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

সদ্গুরুর পাদপদ্মের নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও যদি আমাদের গৃহস্বার্থই মুখ্য এবং মঠস্বার্থ গৌণ বা লোক দেখাইবার মত ব্যাপারবিশেষই হয়, তাহা হইলে আমরা মঙ্গলের পথে এখনও প্রবিষ্ট হই নাই জানিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থগণই মঠের স্বার্থ দেখিবেন, আমরা গৃহস্থ, গৃহের স্বার্থ দেখাই আমাদের কার্য্য, সময় সময় গৌণভাবে মঠের জন্য কিছু সেবা (?) করিয়া দেওয়া কিম্বা কোন অস্বাভিলাষ চরিতার্থ বা প্রতিষ্ঠাদি লাভের জন্য মঠের সেবার অভিনয় করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু আন্তরিক চেষ্টা দেখাইলে আমাদের ও গৃহস্থ-পরিজনের স্বার্থের বিশেষ ক্ষতি হয়। এইরূপ বিচার তাঁহাদেরই হৃদয়ে প্রবল—যাঁহারা কেবল শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াছেন, বস্তুতঃ গুরুপাদপদ্মের নিকট উপনীত হন নাই এবং তাঁহার চিত্তবৃত্তির অনুসরণের পথ হইতে বহু দূরে বিক্ষিপ্ত আছেন।

আমরা গৃহী হই, আর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীই হই, মঠ-স্বার্থই আমাদের ধ্যান, ধারণা, প্রবাহবৃত্তি ও যথাসর্ব্বস্ব না হইলে কিছুতেই আমাদিগকে মায়ার সংসার পরিত্যাগ করিবে না এবং কৃষ্ণপাদপদ্মেও আমাদের প্রীতি হইবে না। যিনি যতটা অকৃত্রিম মঠস্বার্থপর, তিনিই ততটা হরি-গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতিবিশিষ্ট। যাঁহার মঠস্বার্থপরতা নাই, অথচ তাঁহার গুরুভক্তি বা কৃষ্ণভক্তি আছে,—ইহা বলিতে যাওয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র।

'সন্ন্যাসী', 'ব্রহ্মচারী' ও 'বানপ্রস্থ', এমন কি, 'মঠবাসী' নাম ধারণ করিয়াও বা মঠের বিবিধ কার্য্যে বিপুল আড়ম্বর-পূর্ণ চেষ্টা ও তৎপরতা দেখাইয়াও আমরা আন্তরিকভাবে মঠস্বার্থকে গৌণ ও দেহ-দেহ-স্বার্থকেই মুখ্য করিয়া ফেলিতে পারি, অথবা লোক-দৃষ্টিতে মঠ-স্বার্থপরতার অভিনয়কে বাহন করিয়া স্বীয় অপস্বার্থ পূরণ করিয়া লইতে পারি। অতএব উরূপ 'ভাবের ঘরে চুরি' থাকিলে আমাদের মঙ্গলের পথ চিরকদ্ধই থাকিল। 'মঠস্বার্থ' বলিতে ইহাই বুঝায় যে, সমস্ত অস্বাভিলাষ হইতে মুক্ত হইয়া বা মুক্ত হইবার আন্তরিক চেষ্টা করিয়া একান্ত পরমাগতিমূলা প্রবৃত্তির সহিত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি-সাধন। সাংসারিক কার্য্য হইতে বিরামলাভের পর একবার করিয়া মঠে হাজিরা দিয়া গেলাম, অথবা মনে করিলাম,—"আমি মঠের একজন নিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি, ইহাই ত' যথেষ্ট, কিংবা আমি নিজের গৃহে থাকিয়া সদাচারাদি পালন করিতেছি, তাহাতেই ত' মঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে, অথবা আমি মাসিক কিছু চাঁদা প্রদান করিতেছি, না হয়, কিছু কিছু কার্য্য করিয়া দিতেছি, ইহাতেই ত' মঠের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে" প্রভৃতি আচার ও বিচারগুলি প্রকৃত মঠস্বার্থ ব্যক্তির আদর্শ নহে। গৃহব্রত ব্যক্তি যেরূপ সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া চিরবাসযোগ্য নির্ম্মিয়া দিয়া অত্যন্ত আসক্তি ও স্বাভাবিক রুচির সহিত গৃহের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ অনুক্ষণ

অনুসন্ধান করে, তদপেক্ষাও অধিকতর স্বাভাবিক আসক্তি ও রুচি লইয়া মঠের স্বার্থানুসন্ধানই মঠের সত্য সত্য সেবা। মঠের জন্য 'আহা' না জন্মিলে, স্বাভাবিক মমতা না জন্মিলে এবং তাহাই প্রধানরূপে সমগ্র জীবন ঐ আন্তরিকতাকে আত্মসাৎ না করিলে কেবল মঠসেবার বাহ্য অভিনয় গুরু-বৈষ্ণবকে ফাঁকি দিবার বা কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার চেষ্টার ন্যায় আত্মবঞ্চনা মাত্র।

অকপট ও একান্ত পূর্ণ মঠস্বার্থপর ব্যক্তিকেই আমরা 'মুক্ত' বলিব, আর গৃহস্বার্থপর ব্যক্তিকেই 'বদ্ধ' বলিব। খুব বেশী সৌভাগ্য না থাকিলে জীবের এই মঠস্বার্থৈকপরতা জীবনের ব্রত হইতে পারে না। যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব ও ভগবান্‌কে ফাঁকি দিয়া চালাকি করিয়া 'ভগবানের সেবক'-নাম আদায় করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট গুরুকীর্ত্তন-সন্ন্যাসীর মঠের সেবকগণ হয় ত' মঠসেবার কিছু আনুকূল্য চাহিলে তাঁহারা অনেক সময় বলিয়া থাকেন,—"আমাদের গৃহেই গৌরাঙ্গের সেবা, নারায়ণের সেবা প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমরা তোমাদিগকে ভিক্ষা দিব কেন?" যদিও তাঁহারা কোন কোন সময়ে কিছু কিছু দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া মঠসেবকগণকে বিদায় দেন, তাঁহাদের সেই দান (?) মঠ-স্বার্থের চতুঃসীমানার মধ্যেও প্রবেশ করে না; তাঁহারা কেবল চক্ষুলজ্জায় বা হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য মঠসেবকগণকে কিছু প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দান পূর্ব্বক গৃহের স্বার্থে অতিনিবিষ্ট হইতে পারিলেই যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। নরকভীরু ব্যক্তিগণেরই গৃহস্বার্থের প্রতি আকর্ষণ এবং বৈকুণ্ঠাভিলাষিগণেরই মঠের স্বার্থের প্রতি স্বাভাবিক অকৃত্রিম রুচি হয়।

আমরা অর্চ্চনকারী গৃহস্থের অভিনয় করিয়া যদি আমাদের গৃহদেবতার সেবার নামে মঠের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মনোহভীষ্ট-সেবাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলি, তাহা হইলে গৃহে অর্চ্চনের অভিনয় করিবার নামে আমাদের কার্য্যতঃ গৃহসেবা বা গৃহস্বার্থপোষণই হইয়া যায়, মঠস্বার্থ অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবসেবা-স্বার্থ বহু দূরে পড়িয়া থাকে। আমরা গৃহেই বদ্ধ হইয়া পড়ি, মুক্ত বৈকুণ্ঠপথের পথিক হইতে পারি না। গৃহস্থের অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু গৃহে অর্চ্চনের আড়ম্বর বাড়াইয়া গৃহভোগের প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তি বা গৃহস্বার্থপরতা প্রবল করিয়া ফেলিলে অনর্থ-মুক্তির উপায় ও উদ্দেশ্যস্বরূপ মঠস্বার্থপরতার শৈথিল্য আসিয়া যায়। গৃহস্থ অর্চ্চন পরিত্যাগ করিবেন না, কিম্বা গৃহস্থের সন্তান-সন্ততিগণ অর্চ্চনবিমুখ হইয়া সদাচারহীন হইবেন না; কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই মনে রাখিতে হইবে ও প্রতি কার্য্যের মধ্যে কার্য্যতঃ ইহাই অনুশীলন করিতে হইবে যে, মঠস্বার্থের আনুকূল্য করিবার জন্যই তাঁহাদের অর্চ্চনাদি কার্য্য। যে অর্চ্চন, যে ভজন, যে হরিনাম-গ্রহণ ও যে-সকল তৎপরতা গৃহস্বার্থপরতাকে সঙ্কুচিত করিয়া মঠস্বার্থপরতায় অধিকতর উৎসাহী করিয়া না তুলিবে, সেরূপ অর্চ্চন, ভজন, তৎপরতা বা হরিনাম-গ্রহণাদির অভিনয়ে নিশ্চয়ই অপরাধ প্রবেশ করিয়াছে।

গৃহস্থই হই, আর সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীই হই, শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের কীর্ত্তনরতী, শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত বৈষ্ণবগণের হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-নিকেতন শ্রীমঠে অকৃত্রিম আপনবুদ্ধিই আমাদের পরম মঙ্গলের সেতু। মঠে আপনার বুদ্ধি স্বাভাবিক না হইলে বলিয়া কহিয়া, মারিয়া ধরিয়া কাহাকেও তৎপ্রতি প্রেম শিক্ষা দেওয়া যায় না; কেন না, প্রেমজিনিষটি—স্বাভাবিক, স্বার্থও—স্বাভাবিক। স্বার্থকে প্রয়োচনা-দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যায় না, স্বার্থ স্বয়ং প্রকাশিত ও বিকশিত হয়।

পরলোকগত শ্রীপাদ সমরসুহৃৎ প্রভুর সেবা অনেকের নিকট অপরিজ্ঞাত এবং তিনি নিজেও তাঁহার প্রকটকালে আপনাকে এরূপভাবে প্রদর্শন করিতেন যে, যেন তিনি একজন নগণ্য মঠসেবকও হইতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবা-কার্য্যের মধ্যে মঠ-স্বার্থপরতার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ দেখা যাইত যে, তাহা দেখিয়া আমাদের জীবনে এখন ধিক্কার আসিয়াছে। তিনি তাঁহার গৃহের বিষয়-সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ একদিনের জন্যও দেখেন নাই; কিম্বা সম্পত্তির আয়ের এক কপর্দ্দকও বৃদ্ধি হউক, এরূপ চেষ্টা করেন নাই, অথচ সেই ব্যক্তিই মঠের চাঁদা ও ভিক্ষা বৃদ্ধির জন্য কিরূপ আন্তরিক চেষ্টাই না দেখাইয়াছেন। কেহ তাঁহাকে আদেশ না করিলেও বা কোনরূপে প্রয়োচনা না দিলেও তিনি যেন পাকা-গৃহকর্ত্তার ন্যায় মঠের বিভিন্ন দ্রব্যাদি যেচ্ছায় গুছাইয়া রাখিতেন, মঠের একটা না একটা স্বার্থের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত দেখা যাইত, অথচ একদিনও তিনি সে

সকল সেবা-কার্য্য মুখাক্ষরেও লোককে জানাইয়া করেন নাই। আমরা কেহ কেহ মঠের প্রচারের আনুকূল্যে কিছু অর্থাদি দানাদ্বারা বা সাময়িক পত্রিকাদি করিয়া পারমার্থিক-সংবাদপত্রের স্তম্ভে, অথবা ধর্ম্মপ্রচারিণী সভায়, কিংবা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রশংসাসূচক বাক্যের মধ্যে আমাদের কথার উল্লেখ দেখিতে না পাইলে "মঠের সেবা করিয়া কোন লাভ নাই, মঠ নিরপেক্ষ বিচারক নহেন, আমাদের গুণ গান করেন না, সুতরাং কোথায় বাঁধিয়া মুখের স্বার্থই দেখিব, আর মঠের স্বার্থে সমস্ত, অর্থ ও জীবন নষ্ট করিব না"—এইরূপ দুঃসঙ্কল্প করিয়া থাকি। কিন্তু যে মহাত্মার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি 'ভক্তশ্রী'র সেবা-কার্য্যে কত প্রকারে যে অর্থ দিয়াছেন, মুটে-মজুরের ন্যায় নিরন্তর কত যে খাটিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁহার প্রশংসা দেখিবার জন্য, এমন কি, মাসিকের তালিকার মধ্যে তাঁহার নামটি উঠাইবার জন্য তিনি মুখাক্ষরেও কোন কথা বলেন নাই, অথচ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি,—মঠের স্বার্থ দেখিবার চেষ্টা ক্রমশঃই তাঁহার বাড়িয়া যাইতেছিল।

অনেক সময় আমরা কেহ কেহ মঠের নানা গুরুতার, কার্য্যের জটিলতা, কিংবা নানালোকের নানাপ্রকার গঞ্জনা ও কানাকানি শুনিয়া মঠের সংস্রব পরিত্যাগ করাকেই সমীচীন মনে করি; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে অকৃত্রিম মঠ-স্বার্থপরতা থাকিলে আমরা জীবনে-মরণে মঠসেবা ছাড়িয়া অন্য কোন অবস্থানে অবস্থিত হইবার স্বপ্নকেও ক্লেশকর মনে করিব। মঠ ছাড়া আমার আর একটি অবস্থান আছে, আমার গৃহ আছে, আমার আশ্রয়-স্থান আছে, আমার দ্বিতীয় অবলম্বন আছে, এরূপ বুদ্ধির আভাসও বহির্ম্মুখতা হইতেই উদিত হয়। মঠসেবাপরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও ঐরূপ দুর্বুদ্ধির উদয় হইতে পারে না।

বাহিরের সাধারণ লোক অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হন নাই, তাঁহারা গৃহস্বার্থ না দেখিয়া মঠস্বার্থ দেখিবার আদর্শকে নৈতিক অত্যাচার বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিংবা হয় ত' ঐজাতীয় বহির্ম্মুখ লোক বলিতে পারেন,—"স্বাবলম্বনবৃত্তি, আত্মনির্ভরতা, পরাবিদ্যা প্রভৃতির অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠের পিণ্ড বৃদ্ধি করিবার বা পিণ্ড রক্ষন করিবার 'আড্ডা'স্বরূপ মঠাদির প্রতি আসক্তি-দ্বারা কি শুভফল হইবে?" যাঁহারা হরিসেবার স্বরূপ বুঝেন নাই, যাঁহারা গ্রাম্য পশুর ন্যায় ভোগ ও ত্যাগবৃত্তি-বিশিষ্ট, মায়াদেবীর দণ্ডটই যাঁহাদের প্রাপ্য বস্তু, সেইরূপ ব্যক্তিগণের ন্যায় বুদ্ধি ও বিচার দণ্ডকমণ্ডলুধারণে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের চরিত্রে কিছুতেই প্রত্যাশিত হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পীঠস্বরূপ তাঁহারই কীর্ত্তনস্থলী, সংসঙ্গের দুর্গস্বরূপ মঠের সেবা যদি 'বাস্তব সত্য' বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া তাঁহারই স্বার্থের জন্য আমাদিগকে চিরব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী—সকলেরই গুরুসেবা।

প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়,—যাঁহারা মঠস্বার্থপর নহেন, মঠের সহিত যাঁহাদের সংযোগ দৃঢ় হয় নাই বা নাই, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিতও তাঁহাদের সংযোগ নাই; শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিত্তবৃত্তি কোন্ দিকে চলিয়াছে, তাঁহার সিদ্ধান্ত কি, তাঁহার প্রকৃত আচার-প্রচার কি, তাঁহার মনোঽভীষ্টই কি, তাঁহার আদর্শ কি, মঠস্বার্থে উদাসীন ব্যক্তি তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন না। সেইরূপ ব্যক্তি যেন বাহিরের লোকের মত, পরের মত, চোরের মত—সময় সময় মঠে বেড়াইতে আসেন বা গৃহের কোন স্বার্থ-সাধনো-দ্দেশে সময় সময় মঠে আসিয়া চকিত-দর্শন দেন এবং মঠস্বার্থপর গুরু-বৈষ্ণব-বৃন্দের ক্রিয়া-কলাপের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অপরাধী হইয়া পড়েন ও সামান্য পূর্ব্বসুকৃতি-টুকুও একেবারে হারাইয়া ফেলেন। মঠস্বার্থপর ব্যক্তিগণ অনেক সময় গৃহস্বার্থপরব্যক্তিগণকে সেরূপ আদর অভ্যর্থনা করিয়া বরণ করিতে পারেন না বলিয়া গৃহস্বার্থপরব্যক্তিগণ ক্ষুব্ধিত ও হতপ্রভ হইয়া পড়েন। অন্য কথায় বলিতে গেলে মঠস্বার্থপর না হইতে পারিলে কোনদিনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুপ্রসন্নতা লাভ করিতে পারিব না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুপ্রসন্নতা লাভ না হইলে আমাদের মঙ্গলোদয়ও হইবে না।

মঠস্বার্থপরতা যাহার যতটা কম, তাহার ততবড় অনর্থের ছিদ্রে মায়াদেবী নানাপ্রকার তাণ্ডব রচনা করিবে। কখনও হয় ত' হৃদয়দৌর্ব্বল্য আনিয়া অসৎ-সঙ্গে আসক্তি ও সদাচারভ্রষ্ট করাইবে, কখনও হয় ত' অধিকতর কপট করিয়া তুলিয়া গুরু-বৈষ্ণবের চ'কে ধূলি

নিক্ষেপ করিবার সুবিধা শিক্ষা দিবে, কখনও হয় ত' পঞ্চাধিতী ভক্তি ও পাঁচমিশালি ধর্ম্মের সুবিধাবাদে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিবে এবং ক্রমে ক্রমে নারকী গৃহব্রত, না হয় 'পাষণ্ড'-ত্যাগিব্যক্তিগণেরই অন্যতম করিয়া তুলিবে।

যাহারা মঠস্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বতন্ত্র স্বার্থ অধিক পোষণের জন্য ভীকার অভিনয়, ত্যাগের অভিনয় বা সেবার অভিনয় করিয়া থাকে, তাহারা অচিরেই পতিত হইয়া স্ব স্ব লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথক্‌ভাবে অপরাধের তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করে।

মঠের কোন-না-কোন-প্রকার সুযোগ লইয়া নিজের দেহ-পোষণের সুবিধা করিয়া লইব,—এরূপ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিই গৃহস্বার্থপর। এরূপ ব্যক্তি অন্যাভিলাষী,—হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাভিলাষী নহেন। জগতে ঐরূপ অপস্বার্থপর প্রবৃত্তি দেখা যাইবা-মাত্রই সাধকের সতর্ক হওয়া উচিত, তজ্জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের চরণে প্রতিনিয়ত অকপট আর্ত্তির সহিত বিজ্ঞপ্তি করিয়া নিজের মঙ্গল যাহা করা কর্ত্তব্য। মঠসর্ব্বস্বতা—মঠস্বার্থপরতাই আমাদের প্রকৃত পারমার্থিক জীবন, আর গৃহসর্ব্বস্বতা বা গৃহস্বার্থপরতার দিকে একটি-মাত্র পদবিক্ষেপও মৃত্যুর দিকে অভিযান।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২৮শে জুলাই রবিবার প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ বি-এন্-আর বোম্বে মেলে বোম্বে হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। প্রভুপাদের সঙ্গে আসিয়াছেন—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাব্যকৌমুদি ও শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী। ষ্টেশনাদি গত ২৬শে জুলাই সন্ধ্যার আচার্য্য-পাদপদ্ম বক্ষে ধারণের সৌভাগ্য বরণ করিয়া তৃতীয় দিবসে প্রাতঃ ৬টার ১০মিনিট পূর্ব্বেই হাওড়ায় পৌঁছায়। ষ্টেশনে পূর্ব্ব হইতেই মঃ মঃ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ভক্তিবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীভক্তিসুহৃদ্ ভক্তিসৌরভ, উপদেশক শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ ভক্তিবিনোদ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদি-সহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভুপাদপদ্ম দর্শনপথে আসিবামাত্রই ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে গগনমর্ত্য মুখরিত করিতে থাকেন এবং প্রভুপাদ ষ্টেশন হইতে অবতরণ করিলে দণ্ডবৎপ্রণাম ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া মোটরযান-যোগে মঠে লইয়া আসেন। মঠের ভক্তবৃন্দ একে একে আসিয়া প্রভুপাদপদ্ম বন্দন ও প্রভুমুখে কৃষ্ণকথা-শ্রবণে কৃতকৃতার্থ হন। রাত্রিতে শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী ভক্তিবিভব মহোদয় আসিয়া প্রভুপাদপদ্ম বন্দনা করেন।

২৯শে জুলাই প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে প্রায় সর্ব্বক্ষণই প্রভুপাদ সেবা-সেবক, ভক্তি-অভক্তি, শ্রীধাম-বাসের যোগ্যতা প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। প্রাতে প্রভুপাদ শ্রীপাদ দুর্য্যোধনী মহারাজের পত্রোল্লিখিত সেবা-সেবক-বিচারোল্লেখে সেব্যের একত্ব এবং সেবকের বহুত্ব বিষয়ে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগৌড়ীয়ের ৪৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কৃপা কি বঞ্চনা' প্রবন্ধ আলোচনা-মুখে 'ন্যস্তেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত', 'কথঞ্চাৎ পরিণামিস্বাদাবিরিঞ্চ্যাবস্থলম্। বিনশ্চিৎ নশ্বরং পশ্যেদুষ্টনষ্টবৎ' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলেন—যে স্বজন আমাদিগকে হরিসেবা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে, তাহারা গুরুরূপে প্রহ্লাদের কথিত স্বজনাখ্য বন্ধু; তাহাদের মোহে পড়িয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা লইবার দুর্বুদ্ধি আসিয়া জীবনে ঘোরতর বিপদ্ হইতে বঞ্চিত করে। আমাদের গুরুদেব কোন ব্যক্তি তাঁহার কাছে গেলে 'সন্দেশ এনে দিব, রসগোল্লা এনে দিব' এই প্রকার কথা বলিয়া তাঁহার রুচি পরীক্ষা করিতেন। পারত্রিক সুখ-সুবিধার লোভে সাধু-গুরুকৃপা হইতে বঞ্চিত হওয়া কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? শ্রীযুক্ত (henhussy) হইলে গুরুদেবের অন্তঃপুরিকা দ্বারা বুঝা যায় না। যে শ্রীধামের একটি বেণুকণার মূল্য ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে সংগৃহীত হয় না, সেই ধামে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া ধামবাসের

ভলনায় ইন্দ্রিয়তর্পণ তখনও 'ধামবাস' নহে সেবাবুদ্ধি-রহিত নৈতিক চরিত্রের কোন মূল্য নাই; এতৎপ্রসঙ্গে আগপুরের জনৈকব্যক্তির অপ্রাকৃত নীতির সহিত প্রাকৃত-নীতিকে সমান করিতে গিয়া শেষে সনাতনধর্ম-পরিত্রাণের ইচ্ছায় বিদগ্ধিবরণের সহা আখ্যায়িকাটি কীর্তন করেন। গুরুবর্গ আমাদের মনের যেরূপ পরিতৃপ্তির বস্তুর যোগান-দার নহেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ প্রভুর সেবার প্রশংসা করিয়া বলেন, তাঁহার সেবার তুলনা নাই, তিনি সম্পূর্ণ ভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতির জন্য শ্রীবাসের সেবা করিয়াছেন। শ্রীবাসে বসিয়া নীয় স্ত্রীপুত্রাদির বিষয়-ভোগ-সুখের চিন্তার সময় কাটাইবার বিচার তাঁহার নাই। শ্রীবাসের সেবায় ঔজ্জ্বল্য কিসে সাধিত হয়, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ কিসে প্রীত হন, ইহাই তাঁহার চিন্তা। শ্রীযুক্ত বিনয়-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সেবা-বিচারেরও প্রচুর প্রশংসা করেন। ধামভোগকে 'ধাম-সেবা' বলা যায় না, ইহা বলিয়া প্রভুপাদ সাবধার আমাদিগকে ধামাপরাধ হইতে সাবধান করেন।

গত ৩০শে জুলাই সন্ধ্যায় রাজর্ষি রাওসাহেব শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নারায়ণ রায় প্রাক্ এম্-এ বেদান্তভূষণ ভুবনমঙ্গল ও শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ মহোদয়দ্বয় প্রভুপাদের নিকট আড়াই ঘণ্টাকাল অতিশ্রদ্ধাভাবে পরিপ্রশ্নমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। "শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাসলীলা ও বস্ত্রহরণাদি-লীলা অপ্রাকৃত উহা প্রাকৃত চিন্তা-স্রোতের অধিগম্য বিষয় নহে; জড়জগতের শব্দ-স্পর্শ, নাম-নামীর বিচারে যেরূপ ভেদ বর্তমান, অপ্রাকৃত রাজ্যের বিচারে তাদৃশ ভেদ-দর্শন নাই; 'কামাদীনাং' শ্লোকের বিচার-পারঙ্গত হইয়া যখন জীব বুদ্ধিমান্ হন, তখন সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সন্দীক্ষিত হইয়া অধোক্ষজের বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করেন; অধোক্ষজ-বাণী—বৈকুণ্ঠনাথ তখন জীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের উপর তাঁহার স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম বিস্তার করিয়া জীব-হৃদয়ে রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা-রহস্যের উদ্ঘাটন-যোগ্যতা প্রদান করেন, তখনই অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়; যেখানে নায়কের বহুত্ব, সেখানে রাবণশিশুপালাদির বিচারবাহুল্য, অপ্রাকৃতরাজ্যে নায়ক একমাত্র স্বরাট্লীলা-পুরুষোত্তম, আর সকলেই তাঁহার নায়িকা—ভোগ্যা; কৃষ্ণের নিত্যলীলায় বিচিত্রতা আছে, তাহা বিলাসমূলক বা একগতের ন্যায় ক্রমশীল নহে—তাহাতে একগতের কোন অপূর্ণতা, হেয়তা বা অনুপাদেয়তা কল্পনা করিতে হইবে না, ভক্তভোগ বা ভক্তত্যাগবিচার রাসাদিলীলায় অপ্রাকৃতত্ব-ধারণায় সম্পূর্ণ অসক্ত, 'যাতীত্য ভাবনাবর্ত্ম,' 'অনন্যা-রাধিতঃ', 'অনন্য নীয়তে' প্রভৃতি বিষয় বিচার্য্য হইলে অপ্রাকৃত রসের ধারণা হইবে; 'রস' শব্দ হইতে রাস, 'লীলা' বলিতে কোন জাগতিক ক্রিয়া নহে; অখিলরসামৃত-মূর্তি কৃষ্ণ—নিখিল রসের একমাত্র বিষয় তিনি" প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্তন করিয়া প্রভুপাদ রসের বিষয়-আশ্রয়াদি দুর্ব্বিগাহ রসতত্ত্ব-বিচার অবতারণা করিয়া স্থায়িভাব রতির সহিত সামগ্রীর সম্মেলনে রসোৎপত্তি; অক্ষিমন্থ্য-বৈরবাদি নায়কের অক্ষিনম্র-প্রতিযোগিতায় অদ্বিতীয়নায়ক কৃষ্ণের লীলা-রসের পুষ্টি ও পরম চমৎকারিতা, বৃন্দাবন, পরাস্থৌলি ও রাধাকুণ্ডতটস্থ-রাসের বৈশিষ্ট্য-তারতম্য; কৃষ্ণের অরিষ্টাসুর-বধলীলার রহস্য; প্রকটলীলা ও অপ্রকট-লীলার তাৎপর্য্য; সেই লীলা-বোধের যোগ্যতা কিরূপ; 'গৌড়ীয়ে'—আমাদের সমস্ত গ্রন্থেই রাসাদিলীলা-কথাই লিখিত হইতেছে, কিন্তু তাহা উপলব্ধির যোগ্যতা আবশ্যক; কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-শোভা নিরীক্ষণ সামান্য কথা নহে; ভাগবত-সমীপে ভাগবতাধ্যয়ন আবশ্যক, শুদ্ধসম্বোজ্জ্বল হৃদয়েই রস আস্বাদিত হন; অদ্বৈতবাদী নির্গুণকল্পতরুর ডাঁশাফল আস্বাদনের চেষ্টা করেন, তাঁহারা রসের সন্ধান পান না, শ্রীশুকই বেদবৃক্ষের প্রপক্ক রসময় ফল আস্বাদন করেন, তাঁহার উচ্ছিষ্ট জ্ঞানকাঠিন্য-দুষ্ট মৃত্যুরহিত অমৃতস্রবই একমাত্র পানযোগ্য, 'তত্রস্যাবৃত-তৃষ্ণস্য নাত্রস্য তাদ্রতিঃ ক্বচিৎ'; 'অদ্ভুতহার তত্ত্বানাং' প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্ট করিয়াই সমস্ত রস-রহস্য ব্যক্ত আছে, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই তৎসমুদয় প্রাহ্য" ইত্যাদি বহু বিষয় কীর্তন করেন। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বাবুও এই সকল কথা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং অনেক নূতন নূতন বিষয় শ্রবণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে থাকেন। প্রাজ্ঞ মহোদয় পুনঃ পুনঃ এই সকল কথা শ্রবণের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। আমরা সময়-মত এই সকল কথা বিস্তারিত-ভাবে গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।'

প্রভুপাদ প্রাজ্ঞ মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—আপনি বোধ হয় জানেন, আমাদের ভাগবত

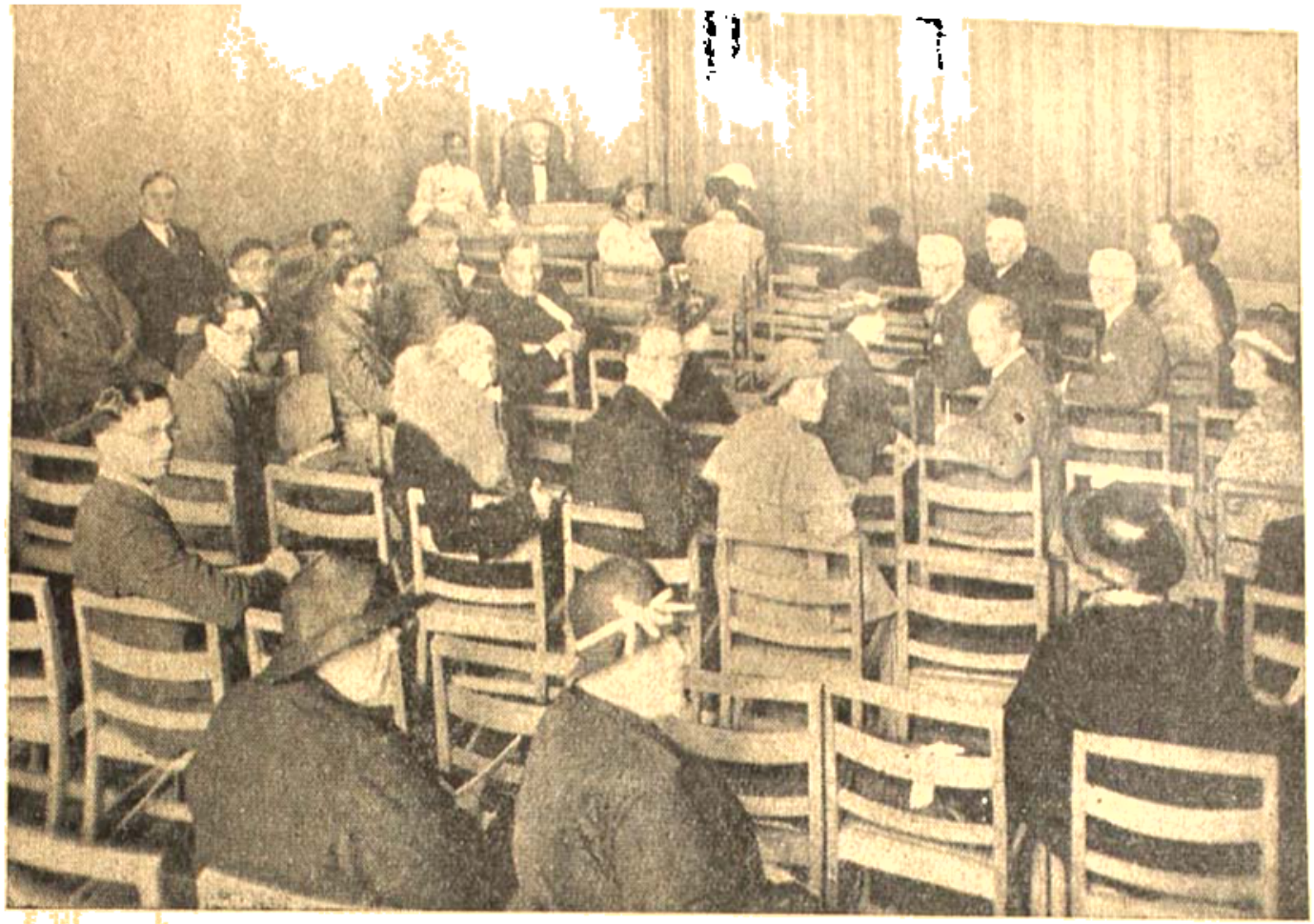

লণ্ডন-ক্যাক্সটন হলে শ্রীপাদ যন মহারাজের বক্তৃতা

ভাষণটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা একদিন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করি। এই সকল কথা যাঁরা খাতা করিয়া যদি কেহ লিখিয়া রাখেন, তবে অনেকেই অনেক নূতন নূতন কথা জানিতে পারিবেন।

বোম্বে অবস্থানকালে গত ১৭ই জুলাই প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দ-সমীপে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম তিনটি শ্লোকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ধর্ম, অর্থ ও কাম-বস্তুত্রয়ের যথাক্রমে অভিধেয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধতত্ত্ব পারমার্থিক লক্ষ্য প্রদর্শন করেন।

শ্রীযুক্ত গণেশ বিষ্ণু মুলকাবি নামক জনৈক গৌড়-সারস্বত-ব্রাহ্মণ ও বিঠলদিক্যাল সোসাইটীর সেক্রেটারী মিঃ কিনওয়ালার নিকটও প্রভুপাদ অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ৩১শে জুলাই বুধবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকায় কাটিহার প্যাসেঞ্জারে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিয়াছেন। তথায় ভক্তবৃন্দকে হরিকথা উপদেশ ও শ্রীধামের সেবা-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রভুপাদ আগামীকলাই কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কবিরত্ন ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীপ্রমুখ প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন। ১লা আগষ্ট প্রাতে শ্রীপাদ পাণ্ডারীমোহন ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদজীও কলিকাতা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে যাত্রা করেন।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-সোসাইটীর চেয়ারম্যান

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার স্থানে মাননীয় স্যর সাদিলাল সি-সি লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-সোসাইটীর 'চেয়ারম্যান' পদে বৃত হইয়াছেন। স্যর সাদিলাল ভারতের কৃতী সন্তান। ভগবদ্ভক্তিতেই নিখিল মঙ্গল অবস্থিত, সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীই গৌড়ীয়মিশনের একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়; তাঁহার সেবা-সঙ্কল্প-বরণে সুযোগ প্রদর্শন করিয়া স্যর সাদিলাল আজ অশেষরূপে বিভূষিত হইলেন। আমরা তাঁহার এই সদ্বিচারকে সর্ব্বতোভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

চয়ন

লণ্ডন ক্যাক্সটন হলে শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা

[৩১শে জুলাই, ১৯৩৫ বুধবারের 'হ্যাড্‌ডাস্ফ' পত্র হইতে উদ্ধৃত]

LONDON GAUDIYA MISSION SOCIETY

Swami B. H. Bon of the Gaudiya Mission delivered a highly philosophical lecture on "The Philosophical Background of Hinduism" at the Caxton Hall, Westminster, S. W. I. on Thursday, the 18th July, 1935. The Right Hon. Lord Lamington, G. C. M. G., G. C. I. E. presiding said that the Swami represented a high Mission of India, the county of great spirituality, and that convinced of the sincerity and noble purpose of the Mission, he has associated himself with the London Gaudiya Society as its Vice-President. In spite of his very busy time the same afternoon in the House of Lords with reference to the India Bill, Lord Lamington said that he found it a great pleasure to slip away from the House to listen to the illuminating lecture of Swami Bon. The Swami spoke at length on the basic principles of Hindu Philosophy, and the lecture was followed by a lively discussion. The gathering was a scholastic one.

Photo: General View of the audience before whom Swami B. H. Bon of the Gaudiya Mission spoke on the "Philosophical Background of Hinduism" with the Right Hon. Lord Lamington in the chair. The Chairman and the speaker are seen at the lecture-table.

(মর্ম্মানুবাদ)

লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশনের সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ গত ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনিষ্টারস্থ বিখ্যাত ক্যাক্সটন হলে 'বিশ্বধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি' সম্বন্ধে একটি উচ্চ দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন। মাননীয় লর্ড ল্যামিংটন জি-সি-এম-জি, সি-সি-আই-ই মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া বলেন—স্বামীজী এতদ্দেশে সুমহান্ পারমার্থিক ক্ষেত্র ভারতের এক আদর্শ ধর্ম্মপ্রচার-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি-রূপে উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামীজীর প্রতিষ্ঠানের অকৃত্রিম ও সুমহান্ উদ্দেশ্য-বিষয়ে সুচিন্তিত হইয়াই তিনি (লর্ড ল্যামিংটন বাহাদুর) লণ্ডনগৌড়ীয়মিশন-সোসাইটীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট (সহকারী সভাপতি) রূপে উক্ত মিশনে সাধারণভাবে যোগদান করিয়াছেন। ঐদিবস অপরাহ্ণে পার্লিয়ামেণ্টের হাউস্ অব্ লর্ডস্ সভায় "ইণ্ডিয়া-বিষ" সম্পর্কিত কার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত ব্যস্ততা-বশতঃ সভাপতি-পদের তিনি (লর্ড ল্যামিংটন বাহাদুর) স্বামী বনের এই অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা শ্রবণের উদ্দেশ্যে উক্ত সভা হইতে কোনরূপে সরিয়া পড়িয়া অতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। স্বামীজী বিশ্বধর্ম্মের মৌলিকতত্ত্বসম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়ে শ্রোতৃবর্গ স্বামীজীর সহিত দীর্ঘ ও আগ্রহপূর্ণ আলোচনা করেন। বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আলোকচিত্র-বিবরণ :—যে সময় শ্রোতৃমণ্ডলী লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশনের স্বামী ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মাননীয় লর্ড ল্যামিংটন বাহাদুরের সভাপতিত্বে "বিশ্বধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের একটি সাধারণ দৃশ্য। বক্তৃতা-টেবিলের নিকট সভাপতি ও বক্তার দৃশ্য। (আলোকচিত্র স্থানাভাবে বর্জ্জিত)

প্রচার-প্রসঙ্গ

বরাহনগরে—গত ২১শে জুলাই রবিবার হইতে দিবসত্রয় ঢাকীর স্বনামধন্য ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসী পরলোকগত রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম্-এ, বি-এল ভক্তিভূষণ মহোদয়ের বরাহনগরের 'মল্লীহাউস্' ভবনে তাঁহার সুযোগ্য কর্ম্মানুরাগী পুত্র রায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র-নাথ রায় চৌধুরী ও জামাতা রায় শ্রীযুক্ত অনোমোহন রায় চৌধুরী এম্-এ, বি-এল মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষের অভিমতানুসারে মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তাঁহার পাঠের বিষয় ছিল—শ্রীব্যাসের অন্ত-শাস্ত্র-প্রণয়নাদিসত্ত্বেও চিত্তপ্রসাদাভাব, শ্রীনারদকর্ত্তৃক অজ্ঞাতিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদি-নির্ম্মুক্ত ভক্তিকথাকীর্ত্তনই একমাত্র সাধ্য-সাধনস্বীকরণই তৎকারণরূপে নির্দ্দেশ এবং তৎ প্রসঙ্গে স্বীয় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণনমুখে নারদের কৃষ্ণানুশীলন-মাহাত্ম্য বর্ণন, নারদোপদেশে শ্রীব্যাসের ভক্তিযোগ-সমাধিতে পূর্ণপুরুষ ভগবৎস্বরূপ ও অপাশ্রিতভাবে বিশ্ববিমোহিনী তদ্বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-দর্শন, অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগই যে অনর্থনিবৃত্তির একমাত্র উপায়, তদ্বিষয়ে অন্যভিজ্ঞ লোকের বহুদেশের বহু শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন, মহদ্ভক্ত-সমাশ্রয়ে ভাগবত-শ্রবণেই কৃষ্ণাভিনিবেশফলে দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত শোকমোহ-ভয়াদির অপগতি প্রভৃতি। উক্ত প্রসঙ্গক্রমে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষাদি ভগবদ্ ভক্তগণের মাহাত্ম্যও আলোচিত হয়। উনীনরসেনীর নৃপতি মুবরাজের পরলোকপ্রাপ্তিতে তদীয় আত্মীয়-স্বজনের শোক ও বয়ঃক্রমের বালকসেনে তৎশোকাপনোদনের উপদেশ প্রভৃতি বর্ণন-মুখে আত্মা-নাত্মবিবেকের বিষয়ও আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভা-গবত-প্রচারিত অবিমিশ্রা ভক্তিকথাই যে জীবমাত্রের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে তাহাই একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়, তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া বলা হয়। প্রতিদিনই পাঠের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হইয়াছিল। বরাহনগরের কতিপয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। বিষয়ের উপস্থিত সজ্জন-গণের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বহুভীর্থ, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশান্তরোর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশাচুমোপাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, অধিবাস শ্রীমহেন্দ্রনাথ

সিংহ, শ্রীঅমরেন্দ্র দে, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নাম উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বাবু ও মনোমোহন বাবুর অভিমানশূন্য মৃদু-শান্ত-স্বভাব, বিনয়, সৌজন্য, কৃষ্ণকথা-শ্রবণে আগ্রহ প্রভৃতি বহুগুণ বিশেষ প্রশংসার্হ। বীরেন্দ্র বাবু তাঁহার পিতা ভক্তিভূষণ মহোদয়ের, বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত ঘনিষ্ঠতা, ৪২৪ চৈতন্যাব্দে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার সভ্যশ্রেণীর সর্ব্বনিম্নক্রমে 'ভক্তিভূষণ' উপাধি লাভ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা, 'শ্রীসরস্বতী-জয়শ্রী' গ্রন্থে 'ভক্তিভূষণ' মহাশয়ের উল্লেখ প্রভৃতি প্রবন্ধে বিশেষ প্রীত হন এবং সাগ্রহে একখানি 'সরস্বতী-জয়শ্রী' গ্রন্থ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের কলহারিকুঞ্জেরও সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। বীরেন্দ্রবাবুর মাতৃদেবীর গত রথযাত্রাদিবসে পুরীধামেই পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে, কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। বীরেন্দ্র বাবু জগন্নাথের মহাপ্রসাদদ্বারা মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধকার্য্য-সম্পাদনার্থ আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের শেষ দিন পুরী-এক্সপ্রেসে পুরী যাত্রা করেন। আমরা জগদ্বন্ধুচরণে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে অনুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হউক।

পরলোকে শ্রীশরচ্চন্দ্র

গত ৮ই শ্রাবণ, (২৪শে জুলাই, ১৯২৪) বুধবার কলিকাতা, ১০-বি, জগন্নাথ সেন ষ্ট্রীট নিবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌরকারুণ্যকটাক্ষভৈষজ মহোদয় তাঁহার বিদগ্ধতিহত্তর বয়সে শ্রীভগবৎসাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

পরমোকগত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌরকারুণ্যকটাক্ষভৈষজ

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাল্য পরিচয়ে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এবং জাহাজ লাইনের ঠীমারসমূহের একজন বিখ্যাত ষ্টিভেডোর (Stevedore) বলিয়া পরিচিত থাকিলেও আমাদের নিকট তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারক, বাস্তবসত্যানুসন্ধিৎসু একজন প্রবীণ ভক্ত বলিয়াই পরিচিত। তিনি তাঁহার শেষজীবনে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং প্রায় বাদশবর্ষ-কাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবা করিয়াছেন। তিনি আমাদের পরমেষ্ঠি-গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান-নির্দ্দেশে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের লীলাস্থলাদিসহ আমাদিগকে পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহমায়াগৌড়ীয়ার-পারম্পর্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিতেন। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রায়ই শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া মঠের সেবকগণকে তাঁহার কলিকাতাস্থ গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত এবং গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তন-প্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয়ে তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল। তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া ৪৪১ গৌরাব্দে (১৩৩০ বঙ্গাব্দ ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে) শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী-সভা তাঁহাকে "গৌরকারুণ্যকটাক্ষভৈষজ" এই পারমার্থিক উপাধিতে ভূষিত করেন।

আমরা আশা করি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ষীয়সী পুত্রবধূও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত তাঁহাদের পরলোকগত

শিক্ষাদেবের অনুসৃত পারমার্থিক পথকে অবিচ্ছেদে রাখিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ-লাভে আন্তরিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সজ্জন-সমাজে আদরণীয় হইবেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিফোন নং ৪১১৫ (বড়বাজার)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার

১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৪ শ্রীধর, ৬ঠা শ্রাবণ (১৩৪২)

২০শে জুলাই (১৯৩৫)

বিদুষসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৫শে শ্রাবণ ১০ই আগষ্ট শনিবার হইতে ২৮শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে অধিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে মহোৎসব-পঞ্জী সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল (এম্, এ)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ

উৎসব-পঞ্জী

শনিবার	২৫শে শ্রাবণ ১০ই আগষ্ট	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা, একাদশীর উপবাস।
রবিবার	২৬শে	শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু এবং শ্রীমদ্ গৌরীদাস পণ্ডিতের অভিধান, শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব।
বুধবার	৪ঠা ভাদ্র ২১শে	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপবাস।
বৃহস্পতিবার	৫ই ২২শে ,,	শ্রীনন্দোৎসব।
শনিবার	৭ই ২৪শে ,,	শ্রীঅজা একাদশীর উপবাস।
মঙ্গলবার	১৭ই ,, ৩রা সেপ্টেম্বর	শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতা দেবীর আবির্ভাব।
বৃহস্পতিবার	১৯শে ,, ৫ই ,,	শ্রীললিতা-সপ্তমী।
শুক্রবার	২০শে ,, ৬ই	শ্রীরাধাষ্টমী।
সোমবার	২৩শে ,, ৯ই	শ্রীপার্শ্বৈকাদশীর উপবাস।
মঙ্গলবার	২৪শে ,, ১০ই ,,	শ্রীবামন-দ্বাদশী-ব্রত, বিজয়াদ্বাদশী-ব্রত ও উপবাস।
বুধবার	২৫শে ,, ১১ই ,,	শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের প্রকটোৎসব (সাধারণ মহোৎসব)
		শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অভিধান।
বৃহস্পতিবার	২৮শে ১২ই ,,	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব (সমাপ্তি)

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

উষঃকালে	মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়কীর্ত্তন।
প্রাতে	ষাদশাদিত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।
পূর্ব্বাহ্নে	নগরকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে	ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্নে	হরিকথালোচনা ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায়	সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা।
প্রদোষে	কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

☞ দৈবাদুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪২ : ১০ই আগষ্ট, ১৯৩৫ { ২য় সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তনোৎসব

অদ্য শ্রীগুরুদেবের স্নুশুনযাত্রা হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইল। প্রতি বৎসর বিচিত্র কর্ম্মকোলাহলমুখর কলিকাতা-নগরীতে এই উৎসব কেনই বা অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহা দ্বারা জগদ্বাসীর কি উপকার সাধিত হয়, তাহা আমরা কয়জন ব্যক্তি অনুভব করিয়াছি, বলিতে পারি না। ইহা অনুভব না করিবার কারণ, আমরা অনেক সময়ই শ্রেয়ের প্রতি উদাসীন, প্রেয়ই আমাদের চিত্ত-বিত্ত হরণ করিতেছে।

অনেকে উৎসবের বিকৃত ও আনুকরণিক আধুনিক আদর্শ ও চিত্রগুলি দেখিয়া উৎসবাদিকে আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার-বিশেষ মনে করিয়া থাকেন। যেমন 'ভক্তি' ও 'সেবা' প্রভৃতি শব্দের অপব্যবহার ও বিকৃত অনুকরণ-ফলে পার্থিব বস্তুতে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ 'উৎসব'-শব্দটিকেও পার্থিব ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া উহাকে ভোগের অন্যতম ব্যাপারে ও আদর্শে পরিণত করিবার দুর্বুদ্ধি জগতে বহুল-প্রচারিত দেখা যায়। পার্থিব ব্যাপারের সহিত 'ভক্তি', 'সেবা' বা 'উৎসব' শব্দের যে প্রয়োগ হইতেই পারে না,—ইহা অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, বরং ঐসকল সত্যকথা বলিলে তাহা অপ্রিয় সত্য হইয়া দাঁড়ায়। 'দেশ-ভক্তি' 'রাষ্ট্রভক্তি', 'পিতৃভক্তি' কিংবা 'জন-সেবা', 'সমাজ-সেবা' প্রভৃতি পঙ্কাদিতা ভক্তি (?) বা সেবা-শব্দে 'ভক্তি' ও 'সেবা'-শব্দ প্রয়োগের ন্যায় 'দুর্গোৎসব,' 'বারোয়ারী উৎসব' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে 'উৎসব' শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও এবং তাহা সামান্যভাবে কখনও কখনও 'নৈমিত্তিকশব্দ' বলিয়া ধরা করিলেও তাহা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল অর্থাৎ আত্মার অহৈতুকী হরিসেবা-বৃত্তির উদ্বোধনকারী নহে।

তথাকথিত বৈষ্ণবের আবড়ায় উৎসবের নাম শুনিলেই অনেকে পিত্তবৃদ্ধিকারক চীৎকার ও অত্যধিক পিত্ত-নিবারক মন্দপুষের ভূরিভোজনোৎসবই স্মরণ করিয়া

থাকেন। এই ভারতীয় উৎসবে উচ্চ-শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাধারণের নিকট হইতে অর্থাদি ভিক্ষা করিয়া মহোৎসবাদির নামে চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়াদির দ্বারা সাময়িক ধর্ম্মোন্মত্ততা ও তাহার উত্তরফলস্বরূপ কামাদি রিপুর তাড়নায় সমাজের ও তাহাদের ব্যক্তিগত অহিত সাধন করিয়া থাকে। জগতে ভেজাল জিনিষের বহুল প্রচার থাকায় খাঁটি জিনিষকেও ভেজাল জিনিষের অন্তর্গত মনে করা কিছু অস্বাভাবিক নহে। তবে ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে যে, ভেজালের বহুল প্রচার ও সাধারণ লোকের নিকট 'খাঁটি'র সন্ধানের অসদ্ভাব এবং প্রকৃত 'খাঁটি'র অত্যন্ত দুর্লভ আছে বলিয়া খাঁটির অস্তিত্ব একেবারেই স্বীকার্য্য নহে। বস্তুতঃ ইহাই যুক্তিযুক্ত যে, অদ্বিতীয় খাঁটি আছে বলিয়াই তাহার আনুকরণিক সংস্করণ-স্বরূপ ভেজালের এত প্রচার আছে। তবে যাঁহাদের কপাল খারাপ, তাঁহারা অনেক সময় এইটুকু বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে, অনেকেই আপনাকে 'অদ্বিতীয় খাঁটি' বলিয়া প্রচার করিলেও সকলকেই 'অদ্বিতীয় খাঁটি' বলিয়া প্রোজামিল ঘোষণার তথাকথিত সমন্বয়বাদ বা অদ্বিতীয় খাঁটির অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস,—ইহার কোনটিই যুক্তিসহ বা সত্যসিদ্ধান্ত-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

সাধারণ বিচারেও কর্ম্মজড়গণের বিধানে ভাদ্রমাস 'অশুভ' বলিয়া বিবেচিত হয়। ভাদ্রমাসে বিবাহাদি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান নাই, ভাদ্রমাসে প্রকৃতিদেবীও বারি-বর্ষণচ্ছলে নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে, কখনও বা অত্যধিক তাপ সকলের শরীরে জ্বালা উৎপাদন করে, ক্ষুদ্র-স্বভাব সর্পাদি হিংস্রজন্তুর দংশনে অনেককে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়, ভেকের কোলাহল কর্ণে কর্কশ বোধ হয়, এই সময় বন্যা, ভূমিকম্প ও নানাপ্রকার ব্যাধির বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। ভাদ্রমাসে এই সকল পার্থিব অসুবিধা ও ভোগের ব্যাঘাতজনক উৎপাত থাকিলেও এবং কর্ম্মজড়-গণের নিকট এই মাস অশুভকাল বলিয়া বিবেচিত হইলেও এই আগন্তুক অসুবিধা, অশুভজনকত্বাদই ভাগবত-কীর্ত্তনোৎসবের প্রকৃষ্ট সময়। এই সময় শ্রীহরির শয়নকাল বলিয়া কর্ম্মজড়গণ উচ্চ কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, উচ্চ হরিকীর্ত্তনে শ্রীহরির নিদ্রাভঙ্গ হইলে আহার্য্যদ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া যাইবে, দেশে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইবে, লোকের ব্যাঘাত হইবে। কিন্তু এই বিষ্ণু-শয়ন-কালেই সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের মূলাশ্রয়ী শ্রীবলদেবের আবির্ভাব—এই সময়েই সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব —এই ভাদ্রমাসেই অযোনিজ-শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্য সম্ভাবনার শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব—এই সময়ই গ্রন্থ-ভাগবতের ন্যায় ভক্তভাগবতের অর্থাৎ আশ্রয়তত্ত্বের আকরস্বরূপ শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব—এই সময়ই শ্রীরাধারাণীর কায়-ব্যূহ-স্বরূপা অষ্টসখীর প্রধানা শ্রীললিতাদেবীর আবির্ভাব—এই সময়ই আত্মসমর্পণের আদর্শ বলি মহারাজের আরাধ্য-দেব শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব এবং বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধ-ভক্তিস্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।

শ্রীহরির শয়নকালে তাঁহার সেবায় সর্ব্বদা তৎপর থাকার পরিবর্ত্তে আমরাও যেন সেবাযন্ত্রের অনুকরণ করিয়া নিজেরা ঘুমাইয়া না পড়ি অর্থাৎ হরিসেবায় অলস না হই, এইজন্য এই সময় ভারতবর্ষে উচ্চকীর্ত্তনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিবৎসর এই সময় সেই ভাগবত-সেবা-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কর্ম্মকোলাহল-দুঃখতার মধ্যেও যে আত্মার প্রফুল্লিতার, তাহা জানিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই উচ্চ হরিকীর্ত্তন। ইহা কলিকাতা-মহানগরীর পক্ষে যে কি শ্রেষ্ঠ অবদান, তাহা মর্ম্মজ্ঞ ব্যতীত অপরে উপলব্ধি করিতে পারেন না। সকল জীবের দ্বারে দ্বারে এই সময় হরিসেবার জাগরণী বাণী গীত হইয়া থাকে। যে হরিকথার নিকট ইন্দ্রাধিপতা অতি তুচ্ছ, অধিক কি, ব্রহ্মানন্দ-সুখ পর্য্যন্ত নগণ্য, সেই হরিকথার শ্রবণ এই সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ কলিকাতা-মহানগরীতে বিস্তার করিয়া থাকেন। এই সময় অভিমর্ত্ত্য আচার্য্য-পাদপদ্মের বাণী ও তাঁহার শ্রীচরণ-কমলের গীত ঐকতান হরিগুণগান শ্রবণ করিবার যে সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হয়, তাহার সহিত জগতের কোন বস্তুরই তুলনা হইতে পারে না। যাঁহারা আত্যন্তিক কল্যাণ চাহেন, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন, নতুবা অজ্ঞাভিলাষিগণের নিকট আত্মার অবশ্যপ্রয়োজনীয় পার্থিব নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য্য, পাপ ও পুণ্য বিষয়-ভোগ, অথবা বিষয়-ত্যাগই বহুমানিত হইবে। এইরূপ বুদ্ধিদ্বারা ব্যক্তিগণের পরম মঙ্গলের

অতই শ্রীগৌড়ীয়মঠে এই সময় হরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এবৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের একটি বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ত্রয়োদশ-বর্ষকাল সেবার ফলে যাদশস্থ শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকাশ-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকাশ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা-তিথিতে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই ভাগবত-শাস্ত্র সমাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ও মৎস্যপুরাণে প্রৌষ্ঠপদী-তিথিতে অর্থাৎ ভাদ্র-পূর্ণিমায় স্বর্ণ-সিংহাসন-মধ্যে স্থাপন-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-দানের মহা-ফল বর্ণিত হইয়াছে,—

প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্।
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্॥

(ভাঃ ১২।১৩।১৩)

অর্থাৎ ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতিথিতে যে ব্যক্তি স্বর্ণ-সিংহাসনে শ্রীমদ্ভাগবতকে স্থাপন করিয়া তাহা দান করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করিয়া থাকেন।

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ধি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ (ভাঃ ১২।১৩।১৪)

অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তের সার, যিনি ইহার অমৃতরসে পরিতৃপ্ত, তাঁহার আর কখনও অন্যস্থানে রতি হয় না।

কলিকালের অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে দিব্যালোক প্রদানের জন্যই এই সনাতন পুরাণসূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের উদয় হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, মহাভারতের তাৎপর্য্যস্বরূপ এবং গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ; ইহা শ্রীকৃষ্ণের যুগলরূপ শাব্দিক-অবতার, অপার সংসার-সাগরোত্তরণের সেতু-স্বরূপ; ইহার দ্বাদশটি স্কন্ধ পূর্ণ-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশটি অঙ্গস্বরূপ, ইহারা সকলেই পূর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ—শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ—উরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ—নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ—বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ—বাহুযুগল, নবম স্কন্ধ—কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ—প্রভুর মুখপদ্ম, একাদশ স্কন্ধ—ললাটদেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ—মস্তকস্বরূপ।

এক সময় দেবর্ষি নারদ কলিকালে সকল স্থানেই ধর্ম্মের বিকৃতাবস্থা ও অসারতা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

কৃতকর্ম্মাচরণাৎ সারঃ সর্ব্বতো নির্গতোঽধুনা।
পদার্থাঃ সংস্থিতা ভূমৌ বীজহীনাস্তথা যথা॥
বিপ্রৈর্ভাগবতী বার্ত্তা গেহে গেহে জনে জনে।
কথিতা ধনলোভেন কথাসারস্ততো গতঃ॥
অন্যাপ্রবৃত্তিকর্ম্মাণো নাস্তিকা দাম্ভিকা জনাঃ।
তেঽপি তিষ্ঠন্তি তীর্থেষু তীর্থসারস্ততো গতঃ॥
কামক্রোধমহালোভতৃষ্ণাব্যাকুলচেতসঃ।
তেঽপি তিষ্ঠন্তি তপসি তপঃসারস্ততো গতঃ॥
মনসশ্চাঞ্চল্যদোষাদ্ধি পাষণ্ডসংপ্লবাৎ।
স্নানস্যাদনবাচ্চৈব ধ্যানযোগফলং গতম্॥
পণ্ডিতাস্তু কলত্রেণ রমন্তে গৃহিণা ইব।
পুত্রোৎপাদনদক্ষাস্তে পাদক্ষা মুক্তিসাধনে॥
ন হি বৈষ্ণবতা ক্বাপি সম্প্রদায়-পুরঃসরম্।
এবং প্রলয়তঃ প্রাপ্তো বস্তুসারঃ স্থলে স্থলে॥

(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৬০ অঃ)

অধুনা (কলিকালে) কুকর্ম্মের আচরণ-হেতু বস্তুসমূহ বীজহীন ফুলের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সারহীন হইয়া পৃথিবীতে রহিয়াছে। বিপ্রগণ ধনলোভে গৃহে-গৃহে, জনে-জনে ভাগবতী কথা কীর্ত্তন করিলেও সেই কথা শ্রবণ করিয়া কাহারও মঙ্গল হইতেছে না। কারণ, ধন-বিনিময়ে হরি-কথা-কীর্ত্তনের অভিনয় করায় হরিকথার সার অন্তর্হিত হইয়াছে, বাহ্য আকার মাত্র পুষ্ট হইতেছে। তীর্থ-সমূহে অতিশয় উগ্র আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মিগণ, নাস্তিকগণ, দাম্ভিকগণ বাস করায় তীর্থসার গত হইয়াছে অর্থাৎ তীর্থগণ যে নিষ্কিঞ্চন-সাধুসঙ্গ এবং সাধুসঙ্গে শুদ্ধ ভগবদ্ভজন, তাহা আর নাই। কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, অনর্থকুলে ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তিগণও তপস্যায় অবস্থিত হওয়ায় তপস্যার সার বিগত হইয়াছে। মনকে নিগ্রহ না করিয়া লোভ, বস্তু, পাষণ্ড-জনের সংসর্গ এবং সৎসঙ্গের অনভ্যাস-হেতু বাহ্যে ধ্যানস্থ হইয়াও লোকসমূহ ধ্যানযোগের ফল প্রাপ্ত হইতেছে না। পণ্ডিতাভিমানিগণ গৃহিণীর ন্যায় স্ত্রীর সহিত বাস করিতেছে, তাহারা পুত্রোৎপাদনে দক্ষ ও মুক্তিসাধনে অনিপুণ হইয়া পড়িয়াছে। কোথাও সৎসম্প্রদায়ানুসারিণী বৈষ্ণবতা নাই; এইরূপভাবে স্থলে স্থলে বস্তুসার বিনষ্ট হইয়াছে।

কলিজীবের এই সকল স্বাভাবিক দোষ একমাত্র গুরু-মুখ-নির্গত শ্রীমদ্ভাগবত-ধ্বনি-প্রচারে তিরোহিত হইতে পারে।

প্রলয়ং হি গমিষ্যন্তি শ্রীমদ্ভাগবতস্মরণে।
কলিদোষ ইমে সর্বে বিনশ্যন্ত্যাশু তা ইব ॥
(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৬৩ অঃ)

যেরূপ সিংহের নাদ শুনিয়া বৃকগণ পলায়ন করে, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ধ্বনি জগতে প্রচারিত হইলে ঐসকল কলিদোষ-সমূহও তিরোহিত হইবে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতগণই শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করিতে পারেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম ও মোক্ষের কপটতা-রহিত আচারময় জীবনই ভাগবতজীবন। সেই আচারপূর্ণ কীর্তন-প্রচারই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচার। শ্রীগৌড়ীয়মঠ তদনুগতো এই ভাগবতপ্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভাগবত-প্রচার-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের অর্ধশত উৎসব নিত্য সাধিত হইতেছে। সত্যানুসন্ধিৎসু মাত্রেরই এই উৎসবের সেবায় যোগদানে বাস্তবসত্যোপলব্ধির সেতু হইবে।

পরলোক

(২)

"নরক"

অনেকেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, "নরক" বা "স্বর্গ" নামক কোন নির্দিষ্ট স্থান বা দেশ-বিশেষের অস্তিত্ব আছে কি না, অথবা পৃথিবীতে যে সকল যাতনা এবং সুখৈশ্বর্য-ভোগের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলিই নরক ও স্বর্গ?

আধুনিক জড়বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে অনেকে নরক ও স্বর্গকে বর্তমান লোকের প্রতি "সেকেলে" শাস্ত্রকারগণের প্রদর্শিত "ভুজুং ভয়" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা মনে করেন, বিগত শতাব্দীতে নরক বা স্বর্গের গল্পগুলি অচল মুদ্রা মাত্র। আধুনিক যুগেই যে কেবল এই জাতীয় চিত্তবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে; পূর্বযুগের চার্বাকাদি দার্শনিকগণও 'নরক' ও 'স্বর্গের' অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। নরকের অস্তিত্বকে ধামাচাপা না দিলে স্বচ্ছন্দ ও অপ্রতিহত ভোগ ও নানাপ্রকার লাম্পট্যে কোমর বাঁধিয়া নামা যায় না। রাজাতঙ্কর বা যাচিঞ্চারী ব্যক্তিগণ রাজার বিচারালয় বা রাজদণ্ডসমূহকে যে পরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিবার ইচ্ছা করিবে, ইহাতে যুক্তিবিরুদ্ধও কিছুই নাই। বর্তমানবের নির্জীব বিবেক পাপের প্রতি সময় সময় যে অতি ক্ষীণ ঘৃণ্যতা প্রকাশ করে, সেই বিবেক-বুদ্ধিটুকুকে নির্যাতিত ও সম্পূর্ণ চেতনশক্তি-রহিত করিয়া দিতে হইলে নরকের অস্তিত্ব অস্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শাস্ত্র নরকাদির ভয় দেখাইয়া অত্যন্ত ভগবদ্বহির্মুখ ও পাপ-কার্যে রুচিবিশিষ্ট ভোগী ব্যক্তিগণকে যে শাসন করিয়াছেন, সেই শাসন অমান্য করিতে হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োগ লইয়া নরকাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করাই ভোগী শাস্ত্রবিদ্রোহিগণের একমাত্র অস্ত্র। নাস্তিকতা ও জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি আস্থা এবং ভোগ-পিপাসার উদ্দামপ্রবৃত্তি যতই প্রবল হইবে, ততই ঐ সামান্য শাস্ত্র-শাসনটুকুর প্রতিও মানুষ বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে অর্থাৎ নরকাদির অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবে।

ভগবদ্ভক্তের কিন্তু 'নরক' বা 'স্বর্গ' লইয়া গবেষণা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। নরক বা স্বর্গের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার নহে। কারণ, অহৈতুক ভগবদ্ভক্ত নরকাদির ভয়ে ভীত হইয়া ভগবদ্ভজনে রুচি-বিশিষ্ট কিম্বা স্বর্গের লোভে লুব্ধ হইয়াও ধর্ম যাজন করিতে বাধিত হন না। নরক-ভয়ে ভীত ও স্বর্গ-সুখে লুব্ধ হইয়া মানবজাতির হৃদয়ে যে-সকল ধর্ম-যাজনের স্পৃহা উদিত হয়, তাহাকে 'শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম' বলা যাইতে পারে না; তাহা 'লৌকিক ধর্ম' মাত্র। ভগবদ্ভক্ত পাপ বা পুণ্য এই কোন বস্তুকেই চাহেন না, বা তাহাতে প্রবৃত্ত হন না। পাপ-ফলে নরকভোগ ও পুণ্য-ফলে স্বর্গ লাভ হয়। যাঁহারা পাপী অথচ কথঞ্চিৎ পরিমাণে পাপফলেও ভীত, তাঁহারাই নরকভয়ে ভীত হইয়া পুণ্য-জনক কর্মে প্রবোচিত হন। অনেক সময় নরকভয়ে ভীত হইয়া অজ্ঞাতিলাষী ব্যক্তিগণ হৈতুকী ভক্তি-যাজনে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ ব্যক্তিগণের যদি

অহৈতুক শুদ্ধভক্তের সঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার শ্রীমুখে একান্ত ভগবদ্ভক্তির বার্ত্তা-শ্রবণ ও তদনুশীলন করিবার উত্তরোত্তর অকপট স্পৃহা ও সচেষ্টা বৃদ্ধি হয়, তবেই তাঁহাদের হৃদয় হইতে নরকভয়-জন্য ভগবদ্ভক্তি-যাজনের হেতুমূলা স্পৃহা বিদূরিত হইতে পারে এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণের সহিত ভগবদ্ভক্তি-যাজনই যে নির্ম্মল আত্মার ধর্ম্ম, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐসকল ব্যক্তির যে প্রাথমিক নরকভয় ও তাহা হইতে পাপ-জীবন পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ-ভক্তিজীবনে প্রবেশের অভিলাষ ও চেষ্টা, তাহাকে শুভজনক বলা যাইতে পারে। কিন্তু, নরকভয় যদি কেবল পাপ-সঙ্গ-মাত্র পরিত্যাগ করাইয়া লৌকিক পুণ্যপথে প্রলোভিত করে, তাহা হইলে সেইরূপ পুণ্য-কামনা মন্দের ভাল মাত্র; তাহা কোন আত্যন্তিক বা নিত্যমঙ্গলজনক ব্যাপার নহে। নরক ও স্বর্গ উভয়ই কর্ম্মের নাগরদোলার নিম্ন ও ঊর্দ্ধ অবস্থান মাত্র। নরকের কঠোর দণ্ড কখনও দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিকে দুঃখের অগাধ-জলে নিমজ্জিত করে, আর স্বর্গের সুকোমল হস্ত ঐ ব্যক্তিকে কিছু সময়ের জন্য সেই যাতনা হইতে হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ দেয়। কিন্তু, স্বর্গসুখের পশ্চাতেই আবার নরক-যোগ্য-দণ্ড-প্রদানের নির্ম্মম হস্ত অপেক্ষা করিতে থাকে। স্বর্গ-সুখ যেন নরকযাতনারই অগ্রদূত।

চার্ব্বাক্ তাঁহার প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের দ্বারা নরকলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও এই জগতের প্রত্যক্ষ দুঃখরূপ নরককে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—

"কণ্টকাদি-জন্যং দুঃখমেব নরকম্" (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাক্-দর্শন, ১২)

তাৎপর্য্য—কণ্টকাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখই নরক।

নরকের কোন বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে কি না, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"শ্রীরাজোবাচ—নরকানাং ভগবন্ কিং দেশবিশেষা অথবা যাবদ্ভিলোক্যা অধোবিষয়তয়া ইতি।"

(ভাঃ ৫।২৬।৪)

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভগবন্, নরকসকল এই পৃথিবীর কোন স্থান-বিশেষে, অথবা ত্রিলোকের বহির্ভাগে কিম্বা অন্তরালে অবস্থিত?" তদুত্তরে শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীশুক উবাচ—অন্তরাল এব সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদ্যুদিতে দক্ষিণস্যামনন্তরাদ্ ভূমেরুপরিষ্টাচ্চ কল্পাদ্ যত্রাগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং যোগানাং পরমেণ সমাধিনা সত্যা এষাশিষ আশাসানা নিবসন্তি। যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্বপুরুষৈর্জন্তুষু পরেতেষু যথাকর্ম্মাবদ্যং দোষমেবানুসমীক্ষতস্তদবদ্ধ্যাসনঃ সমনো ধর্ম্ম রাজস্তি।" (ভাঃ ৫।২৬।৫-৬)

শ্রীশুকদেব (শুকদেব) করিলেন,—নরকসমূহ—ত্রিলোকীর অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে ভূতলের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরকসমূহের অবস্থান। ঐদিকে অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ পরম সমাধি-যোগে ভগবানের ধ্যান এবং স্ব-স্ব-যোগ্যলোকের ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া বাস করিতেছেন।

ঐস্থানে পিতৃরাজ ঐশ্বর্য্যশালী রবিপুত্র যম সশরীরে পরমেশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া মৃত্যুর পর (তাঁহার দূতগণের দ্বারা) তাঁহার অধিকার-মধ্যে আনীত প্রাণিগণের স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে দোষাদোষের বিচার-পূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করিতেছেন।

বিভিন্ন নরকের বিভিন্ন সংস্থান ও তাহাদের নাম ও সেই সকল নরকে পাপিষ্ঠব্যক্তিকে যে যে যাতনা প্রদান করা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহারও বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়:—

"তত্র বৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি। অথ তাংস্তু রাজন্ নামরূপলক্ষণতোঽনুক্রমিষ্যামঃ। তামিস্রোঽন্ধতামিস্রো রৌরবো মহারৌরবঃ কুম্ভীপাকঃ কালসূত্রমসিপত্রবনং সূকরমুখমন্ধকূপঃ কৃমিভোজনঃ সন্দংশস্তপ্তসূর্ম্মির্বজ্রকণ্টকশাল্মলী বৈতরণী পূয়োদঃ প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃপানমিতি। কিঞ্চ ক্ষারকর্দ্দমো রক্ষোগণভোজনঃ শূলপ্রোতো দন্দশূকোঽবটনিরোধনঃ পর্য্যাবর্ত্তনঃ সূচীমুখমিত্যষ্টাবিংশতির্নরকা বিবিধবাস্তনাভূময়ঃ।" (ভাঃ ৫।২৬।৭)

সেই-স্থানে কেহ কেহ নরকের সংখ্যা একবিংশতি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ, আমি নাম, রূপ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া আপনার নিকট সেই সকল

নরকের কথা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন,—'তামিস্র', 'অন্ধতামিস্র', 'রৌরব', 'মহারৌরব', 'কুম্ভীপাক', 'কালসূত্র', 'অসিপত্রবন', 'সূকরমুখ', 'অন্ধকূপ', 'কৃমিভোজন', 'সন্দংশ', 'তপ্তসূর্মি', 'বজ্রকণ্টকশাল্মলী', 'বৈতরণী', 'পূয়োদ', 'প্রাণরোধ', 'বিশসন', 'লালাভক্ষ', 'সারমেয়াদন', 'অবীচি' ও 'অয়পান',—এই একবিংশতি নরক। এতদ্ভিন্ন 'ক্ষারকর্দম', 'রক্ষোগণভোজন', 'শূলপ্রোত', 'দন্দশূক', 'অবটনিরোধন', 'পর্যাবর্তন' এবং 'সূচিমুখ' নামে আরও সাতটি নরক আছে। সর্ব্বসাকুল্যে এই অষ্টাবিংশতি নরক—নানাবিধ যন্ত্রণার স্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে জানাইয়াছেন,—

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে।
যা যাতনা বৈ নরকাস্তা ইহাপ্যনুভবিতাঃ॥

(ভাঃ ৩।৩০।২৯)

হে মাতঃ, এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ—তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই কহিয়া থাকেন। নরকে যে সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এইজগতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত বাক্যের দ্বারা কপিলদেব জানাইয়াছেন যে, নরক ও স্বর্গের যেরূপ নির্দ্দিষ্ট লোক বা স্থান আছে, তদ্রূপ এই পৃথিবীতেও নানা যাতনা ও ভোগসুখের মধ্যে সেইসকল নরক ও স্বর্গলোকের ক্লেশাদির চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা মাতৃকুক্ষিতেই নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, কেহ বা মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণকালে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়া আজন্ম উপদংশ, গলিতকুষ্ঠ বা নানা ক্লেশকর ব্যাধিতে পীড়িত হয়, কেহ বা জ্ঞান লাভ করিয়া মানসিক তাপে চিরকাল তপ্ত থাকে, কেহ বা অত্যন্ত দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া খাদ্যাদির অভাবে শিশুকালেই ক্লেশ পাইতে থাকে, কেহ বা পেত ও কোয়েটার ভূমিকম্পে, কেহ বা হিংস্রজন্তুর মুখ-বিবরে, কেহ বা জলপ্লাবনে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, এরোপ্লেন ও ট্রেন, মোটরযানাদির সংঘর্ষে নানা প্রকারে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে।

কর্ম্মফলবাধ্যজীব মাতৃকুক্ষিতেই নরক ভোগ করে। মাতৃগর্ভে কিরূপে নরক-ক্লেশ ভোগ হয়, তৎসম্বন্ধে দেবহূতি-নন্দন কপিল দেবহূতিকে এবং শচীনন্দন গৌরহরি শচী-মাতাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে (ম ১১।২৩—২৫০) বর্ণিত আছে,—

মাতুর্জঠরপানাদ্যৈরেধমানতনুস্ততঃ।
শেতে বিণ্মূত্রয়োর্গর্ত্তে স জন্তুর্জন্তুসম্ভবে॥
কৃমিভিঃ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্য্যাৎ প্রতিক্ষণম্।
মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ॥
কটূষ্ণতীক্ষ্ণলবণ-ক্ষারাম্লাদিভিরুল্বণৈঃ।
মাতৃভুক্তৈরুপস্পৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ॥
উল্বেন সংবৃতস্তস্মিন্নাস্তে কুণ্ডল্যধোমুখঃ।
আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ।
অকল্পঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে॥
তত্র লব্ধস্মৃতির্দৈবাৎ কর্ম্ম জন্মশতোদ্ভবম্।
স্মরন্ দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং কথং নাথ বিধাস্যতে॥
আরভ্য সপ্তমাদ্‌মাসাদ্বাধতে বোধোঽপি বেপিতঃ।
নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব লোষ্টরঃ॥

(ভাঃ ৩।৩১।৪-১০)

সেই জীব মাতৃভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং তাহার অনভিপ্রেত হইলেও তাহাকে প্রাণিগণের উৎপত্তিস্থান বলমূত্রগর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। সেই গর্ত্তমধ্যে তত্রস্থ ক্ষুধার্ত্ত কৃমিসকল সুকুমার দেহখানি পাইয়া ঐ জীবের সর্ব্বাঙ্গ নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে; তাহাতে সে নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। গর্ভধারিণী দুঃসহ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ, অম্লাদি যেসকল রস ভক্ষণ করেন, সেই সকলের দহিত গর্ভস্থ জীবের দেহ সংযুক্ত হওয়াতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মে। সে ভিতরে জরায়ু-দ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ী-দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষিদেশে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করে। সুতরাং পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গর্ভ-মধ্যেই বাস করিয়া থাকে। ঐ গর্ভ-মধ্যে ঐ জীবের দৈবক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃতকর্ম্মের স্মৃতি উদিত হয়। তখন ঐ জীব শত শত জন্মের পাপকর্ম্ম-সমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। এইরূপে জীব যখন সপ্তমমাসে পদার্পণ করে, তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু প্রসব-কারণ বায়ুদ্বারা

পরিচালিত হইয়া সমানোদক-জন্মা বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় একস্থানে স্থির হইয়া অবস্থিত হয় না।

জন্মের পূর্বে বদ্ধজীবের মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে যেরূপ নরক ভোগ করিতে হয়, ত্রিগুণাধিষ্ঠান ও জড়বিষয়ে আসক্ত হইয়া এই জগৎ হইতে চলিয়া যাইবার কালেও সেইরূপ যাতনা ভোগ করিতে করিতে নরক গমন করিতে হয়। ভক্তাপরাধ জীব কিরূপে নরকে প্রেরিত হয়, তাহার চিত্রও শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান করিয়াছেন,—

এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ম্রিয়তে কৃপণঃ স্বার্থে যাতনামুল্বণাসকৃৎ॥
যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি॥
যাতনা-দেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধ্বা গলে বলাৎ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ডাং রাজভটা যথা॥
ওরোনিভিন্নহৃদয়স্তর্জনৈর্জাতবেপথুঃ।
পথি যদ্ভির্ভক্ষ্যমাণ আর্তোঽধং স্বমনুস্মরন্॥
ক্ষুত্তৃট্পরীতোঽর্কদবানলানিলৈঃ
সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে।
কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কশয়া চ তাড়িত-
শ্চলত্যশক্তোঽপি নিরাস্তসৌহৃদঃ॥
তত্র তত্র পতন্ প্রাজো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ।
পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা যমসাদনম্॥
যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ।
ত্রিভির্মুহূর্তৈর্যাত্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ॥
আদীপনং স্বগাত্রাণাং বেষ্টয়িত্বোন্মুকাদিভিঃ।
আত্মমাংসাদনং ক্বাপি স্বকৃত্বং পরতোঽপি বা॥
জীবতশ্চাত্মনোঽন্যেষাং যকৃদ্ধৃদয়াদনে।
দর্শনস্পর্শনত্রাসৈর্দশভিস্তানুবৈশসম্॥
কৃন্তনক্বথনপ্লোষৈর্দন্দশূকৈর্বিলোপনম্।
পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনং কূপগর্ত্তয়োঃ॥
বাত্যাদিভিরুদ্ধতাগ্নি-রৌরবাভ্রাদ্ধ যাতনাঃ।
ভুঙ্‌ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃ সঙ্গেন নির্মিতাঃ॥

(ভাঃ ৩।৩০।১৮-২৮)

কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ এই অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়স্বজনের নিমিত্ত ছঃখ সম্বরণ করিয়া অধীর হয়। অবশেষে সে নষ্ট-বুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

তাহার মৃত্যু-সময়ে সন্নিধানের জন্য যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ত্রস্ত-হৃদয় হয় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে।

অনন্তর ঐ যমদূতদ্বয় ঐ পুরুষকে মূল দেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষেরা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে।

যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথি-মধ্যে কুক্কুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতেরা তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতপ্ত বালুকা পরিপূর্ণ; তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা পানীয় জল নাই; ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতেরা তাহার পৃষ্ঠ-দেশে কশাঘাত করিতে থাকে, সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়।

ভ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পতিত ও বারম্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; আবার চেতনতঃ লাভ করিয়া পাপ-বহুল অন্ধকারময় পথদ্বারা যমসদনে নীত হয়।

যে পথে যমগৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ নিরানব্বই সহস্র যোজন। যমদূতেরা কোন কোন ব্যক্তিকে বা দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সুতরাং সেই পাপী ব্যক্তি যখন যমসদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়—কোথাও অনন্ত অজগর দ্বারা গাত্র বেষ্টিত করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথাও বা আপন মাংস আপনিই ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুক্কুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ নাড়ী-সকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব

করিতেছে, কাহাকেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্বত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—এই সকল যাতনা সে ভোগ করিয়া থাকে।

অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যতপ্রকার নরক-যন্ত্রণা পরলোকের পাপ-সংসর্গ-জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ মৃত পূর্ব্বকৃত ব্যক্তি পুরুষই হউক আর নারীই হউক, সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ, ২৬শ অধ্যায়ের বিদ্যাবাগীশানুসারে লিখিত

ক্রমিক সংখ্যা	পাপের পরিচয়	উৎপাদনকারী নরকের নাম	সেই নরক ও তাহার দণ্ডের পরিচয়
১	গমন, পান্থী, পরস্ত্রী-অপহরণ	তাপ্রিস্ত্র	যমদূতগণ কালপাশে বদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাপ্রিস্ত্র নরকে নিক্ষেপ করে। এইস্থান ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এখানে ছোলা ও পানীয় অভাবে এবং ক্ষুধা, তাড়না ও তর্জ্জনাদি-প্রাপ্তির সর্ব্বদা চিন্তাগ্রস্ত থাকিতে হয়।
২	বৈধস্বামীকে বঞ্চিত করিয়া অপরের কান্তাদি সম্ভোগ		ঘোর যুদ্ধকে পাতিত করিবার পূর্ব্বে যেরূপ তাহার মুখ বেদন করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ ব্যক্তি নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যমদূতগণ পাপীকে নানারূপ যন্ত্রণা প্রদান করে। এখানে প্রাণীর বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়।
৩	দেহ ও অর্থাদিতে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া অন্য প্রাণীর হিংসা-দ্বারা নিজের ও নিজ কুটুম্বের ভরণ পোষণ—"চারি বর্ণাশ্রমী যদি ঠক নাহি ভবে। পরকর্ম্ম করিবেক কৌতুক পড়ি' মনে॥"— চৈঃ ভাঃ মধ্যম		পুরুষ যেসকল প্রাণীকে পীড়ন করিয়াছিল, পুরুষের মৃত্যুর পর সেই সকল হিংসিত প্রাণী ইহ (সর্প হইতেও অধম ক্রূরস্বভাব-বিশিষ্ট তাপ্রমুখ-নামক প্রাণিবিশেষ) হইয়া তাহাকে প্রপীড়ন করে।
৪	ঐরূপ নিজের ও কুটুম্বভরণার্থ অধিকতর প্রাণিহিংসা		দ্রব্যাহ-নামক কতকগুলি পরমাণে ঘোরতর পাপাসক্ত নরকস্থ যাতনাকে মহারৌরব নরকে রৌরব নরক হইতেও অধিকতর পীড়া প্রদান করিয়া থাকে।
৫	নিজ প্রাণ-পুষ্টির জন্য পশু ও পক্ষীর হত্যাপূর্ব্বক পাক	কুম্ভীপাক	যমদূতগণের দ্বারা কুম্ভীপাক-নরকে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহারা ঐ পাপীকে এখানে তপ্ততৈলে পাক করিয়া থাকে।
৬	ব্রহ্মহত্যা	কালসূত্র	ঐ নরকের পরিধি দশসহস্র যোজন এবং এই স্থান তাম্রময় ভূমি। নিম্নদেশ হইতে অগ্নি ও ঊর্দ্ধদেশ হইতে সূর্য্যের প্রখরতাপে তাম্র অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। পাপী ঐ স্থানে কখনও শয়ন, কখনও উপবেশন, কখনও দণ্ডায়মান, কখনও বা ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে। পশুদেহে যতসংখ্যক রোম আছে, পাপীকে ততসহস্র বৎসর ঐরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়।
৭	পাষণ্ডতা বা বেদবিরুদ্ধ মার্গাবলম্বন	অসিপত্রবন	যমদূতগণ ঐ ব্যক্তিকে অসিপত্রবন নরকে নিক্ষেপ করিয়া বেত্রাঘাত করিতে থাকে। প্রহার-যন্ত্রণায় ঐ ব্যক্তি নরকের উত্তরতঃ বাহির হইতে থাকিলে উভয় পার্শ্বের অসিবৃক্ষ তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে থাকে। তখন সে 'হায় হায়, প্রাণ যায় প্রাণ যায়' বলিতে বলিতে বিষম যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইতে থাকে।
৮	অবশ্যপোষ্য ব্যক্তিকে অন্নদান কিম্বা অবশ্যপোষ্য ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রীয়কর্ম্ম-বিধান	শূকরমুখ	যমদূতগণ ঐ নরকে পতিত ব্যক্তির অবয়বসকল ইক্ষুযন্ত্রের ন্যায় বিশ্লেষণ করিতে থাকে, তখন সে আর্ত্তস্বরে ঘোর রোদন করিতে করিতে এই সময়ে নির্দ্দোষ ব্যক্তি যেমন রক্ষিত হইলে মোহপ্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইয়া কখনও কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

ক্রমিক সংখ্যা	পাপের পরিচয়	তৎপাপফলভোগ নরকের নাম	সেই নরক ও তাহার দণ্ডের পরিচয়
	বিবেকী হইয়াও যমদূতাদি বিবেকহীন জীবগণকে পীড়ন	অবটজল	ঐ পাপী পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, মশক, যূক (উকুন), যমদূত (যাম-পোতা ও অফিসারাদি যে সমস্ত জীবকে পূর্ব্বে হিংসা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তখন চতুর্দ্দিক হইতে পীড়ন করিতে থাকে, ইহাতে তাহার বিশ্রামের একেবারে বন্ধ হয়, সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কোথাও বিশ্রাম-স্থান পায় না। তীব্র বেদনা ভিন্নাদাদি কুমিরূপ কোনিতে পরিণমন করিয়া খাইতে থাকে, সেও সেইরূপ অন্ধকারে পড়িয়া ভাই পাইতে থাকে।
	অন্যায়ভাবে অন্যের অর্থ অতিথি-সেবাদুষ্কৃতিকে না দিয়া নিজে ভোজন কিংবা পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান না করা	ঐ কৃমিভোজন	ঐ যমদূতগণ ঐ ব্যক্তিকে নরকে লক্ষযোজন বিস্তৃত কৃমিমূত্রের মধ্যে ফেলিয়া কৃমি ভক্ষণ করে এবং তথাকার কৃমিরাও তাহাকে ভক্ষণ করে। এইরূপে যে সমস্ত লোক অপরকে তাহা না দিয়া সমস্ত বস্তুটীই নিজে ভোগ করে অথবা যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ না করে, তাহারা ঐ পাপক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অতি প্রাচীনের থাকিয়া ঘোর যন্ত্রণাকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করায়।
১১	প্রার্থনামত উপস্থিত না হইলেও ব্রাহ্মণ কিংবা অন্য ব্যক্তির বিবাহাদিতে চৌর্য্যবৃত্তি বা বলপ্রয়োগদ্বারা অপহরণ	সন্দংশ	যমদূতগণ ঐ ব্যক্তিকে সন্দংশ-নরকে নিক্ষেপ করিয়া লৌহময় অগ্নিতপ্ত ও দাঁড়াশীদ্বারা তাহার ত্বক ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়।
১২	পুরুষের অবর্ত্তমানে স্ত্রীতে, কিংবা স্ত্রীর অবর্ত্তমানে পুরুষে অভিগমন	তপ্তমূর্ত্তি	যমদূতগণ ঐ পুরুষ বা স্ত্রীকে তপ্তমূর্ত্তি-নরকে লইয়া গিয়া কদর্য্যভাবে করে এবং পুরুষকে তপ্তলৌহময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি ও স্ত্রীকে তদ্রূপ পুরুষ-মূর্ত্তি দ্বারা আলিঙ্গন করায়।
১৩	পথাদিতে অগ্নিপ্রদান	বজ্রকণ্টকশাল্মলী	ঐ নরকে এক শাল্মলীবৃক্ষ আছে, উহার কণ্টক বজ্রতুল্য, যমদূতগণ ঐ পাপীকে উহার উপর ফেলাইয়া টানিতে থাকে।
১৪	সংক্রমণজাত হইয়াও রাজস বা রাজপুরুষগণের অনিষ্টেচ্ছু-ভোগ	বৈতরণীনদী	বৈতরণী নদী নরকের পরিখাস্বরূপ, ইহাতে যেরূপ হিংস্র জলজন্তু আছে, তাহারা ঐ পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে, তথাপি ঐ পাপীর দেহনাশ বা প্রাণ বহির্গত হয় না। সে বাকি বিষ্ঠা, মূত্র, পূয, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, স্নেহ, মাংস, বসা-বাহিনী নদীতে পড়িয়া ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে।
১৫	পূয়া বা বেদনা ভোগা হইয়া সেই আহার ও বিনয় পরিত্যাগ ও লজ্জা-বিহীন পশুর ন্যায় ব্যবহার	পূয়োদ	পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্ম ও লালাপূর্ণ নরকে পতিত হইয়া সেই সকল অতি ঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ।
১৬	বিশ্বিতস্থান যাচ্ঞা করিলে ব্রাহ্মণাদির দূরে ও পর্ব্বতাদিতে গমন করায় ঘরিদর্শন ও পলায়ন।	প্রাণিবিয়োগ	এখানে মৃত্যুর পর যমদূতগণ পাপী ব্যক্তিগণকে ধরিয়া যাতনায় বিদ্ধ করিতে থাকে।
১৭	ধান্যাদি বিনষ্ট করাইয়া ও সেই ধান্যে পশুবধ	বৈশস	এখানে যমদূতগণ পাপীকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া বধ করে।
১৮	ধান্যাদি বিনষ্ট করিয়া অর্থাদিতে বঞ্চনাদ্বারা তাহার গুরু পাপ করান	লালাভক্ষ	এই নরকে যমদূতগণ পাপীকে গুরুতরীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গুরু পাপ করায়।
১৯	বলাদ্বৃত্তি, পরদারে অগ্নিপ্রদান, বিষ-প্রয়োগ, হিংসা বা যমদূতগণ কর্ত্তৃক প্রাণবধাদি বা ঘণিতকর্ম্মের প্রতি হিংসা		এখানে নানাপ্রকার বিশ্বরূপ যমদূতগণ তুলুর তাহাদের বজ্রতুল্য দন্তের দ্বারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত সেই সকল পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে।

ক্রমিক সংখ্যা	পাপের পরিচয়	উৎপাদনকারী নরকের নাম	সেই নরক ও তাহার দণ্ডের পরিচয়
	মাতা-পিতার বধে, ভ্রূণ-বিনষ্টকালে-সময়কালে বিষাদানে	অবীচিমৎ	এই নরকে কোন অবলম্বন-স্থান নাই, অন্তর-পৃষ্ঠতল জলের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ জলে বীচি অর্থাৎ তরঙ্গ নাই। যমদূতগণ পাপীকে পঞ্চযোজন উচ্চ পর্বতশিখর হইতে অধঃশিরা করিয়া এখানে নিক্ষেপ করে। ইহাতে পতিত হইয়া পাপীদের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া বিদীর্ণ হইতে থাকে, কিন্তু একেবারে মৃত্যু হয় না। যমদূতগণ পুনরায় তাহাদিগকে ঐরূপ উচ্চ প্রদেশে উঠাইয়া তথা হইতে ঐ নরকে নিক্ষেপ করে।
	ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর ধনাপহার, অন্যের হইতে বা প্রদত্তোপনেয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের লোভনাশ		যমদূতগণ পাপীর বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে এবং মুখে অত্যন্ত উত্তাপ-সংযোগে দগ্ধীভূত কৃষ্ণবর্ণ লৌহ লেপন করে।
১২	"আমি বড়" এইরূপ অহঙ্কার পূর্বক প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অমান্য বা অবমাননা	কালসূত্র	যমদূতগণ এই নরকে পাপীকে অধোমুখ করিয়া নিক্ষেপ করে এবং নানা যাতনা প্রদান করিতে থাকে।
১৩	ঈর্ষা ও অসূয়াদি প্রভৃতি হেতো-পুরায় স্ত্রী ও দুর্বল ব্যক্তি ও বধ	রৌরবাপরোজন	হিংসিত পশু জন্মান্তরে রাক্ষস হইয়া সুতীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা পূর্ব ঘাতকদিগকে বধ করে এবং তাহাদের রক্ত পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।
১৪	গৌরবকার্য ব্যাকুল হইয়া গ্রাম বা অন্যান্য আশ্রয়প্রদেশকারী বিশ্বাসীর পশুকে নানাবিধ বিশ্বাসোপায় দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া পুন যা পুত্রাদিতে বিষ্ণুরূপে ও শৌড়াদ্যস্ত্রের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া তোলা হয়।		এই নরকে পাপীর দেহ পুলাদিতে ফেলিয়া তাহাদিগকে ক্ষুধিপাসায় পীড়িত করা হয় এবং চারিদিক্ হইতে কঙ্ক ও বক প্রভৃতি তীক্ষ্ণ-চঞ্চু পক্ষীসকল আসিয়া আহত পীড়ন করিতে থাকে।
১৫	ক্রোধপরবশ হইয়া প্রাণিবধকে পীড়ন	রুরুপুক	এই নরকে রুরুমুখ ও সরমুখ রুরুপুকগণ (দর্শগণ) পাপীকে মূষিকের ন্যায় ধরিয়া গ্রাস করিতে থাকে।
১৬	প্রাণিবধকে অন্ধকূপে, খোলা বা ভূগর্ভে বা তদ্রূপিতে বন্ধ করিয়া পীড়ন	অবটনিরোধন	এখানে পাপিগণকে অন্ধকূপাদিতে বিবিধপ্রকার বহ্নি ও ধূমের দ্বারা শ্বাসরোধজনিত যন্ত্রণা ভোগ করে।
১৭	মূলপত্তি হইয়া অতিথি-অভ্যাগত দেখিলে তৎপ্রতি ক্রোধ-প্রকাশ ও পাপদৃষ্টির বৃষ্টি নিক্ষেপ	পর্যাবর্তন	এখানে যন্ত্রের ন্যায় কঠিন চঞ্চুবিশিষ্ট গৃধ্র, কাক ও বকাদি পক্ষী পাপীর চক্ষুর উপর সহসা বলপূর্বক উৎপাটন করে।
১৮	ধনমদে মত্ত হইয়া 'আমি শ্রেষ্ঠ'—এইরূপ অহঙ্কারে বন্ধুদ্বেষ, ধনলোলুপের আশায় ভঙ্গদের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন, ধনমত্ত ভাবনা, পিশাচের ন্যায় অর্থরক্ষা, অর্থোপার্জন, বর্জন ও ব্যয়াদি বিষয়ে চিন্ত-নিবেশ		এখানে যমদূতগণ ঐ ধনলিপ্সু পাপীর সর্বাঙ্গে তপ্তলবণের ন্যায় ক্ষার দ্রব্য ঘর্ষণ করে।

শ্রীগুরুদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ঐ সকল নরকের নাম ও দণ্ডের বিষয় বর্ণন করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, ব্যতীত ঐরূপ আরও অসংখ্য নরক আছে। যেসমস্ত অধার্মিকের কথা তথায় উল্লেখ করা হইয়াছে, কিংবা যাহা হয় নাই, তাহাদের সকলেই পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল নরকে প্রবেশ করে, আর যাঁহারা ধার্মিক, তাঁহারা স্বর্গাদি পুণ্যময় লোকে গমন করেন। পাপ ও পুণ্য উভয়ই নশ্বর বলিয়া পাপ বা পুণ্য ক্ষয় হইতে না হইতেই পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিবার জন্য জীব এই পৃথিবীতেই আসিয়া পড়ে। (ভাঃ ৫।২৬।৩৭)

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের ৩৪শ অধ্যায় ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের ৪৮শ অধ্যায় এবং ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ প্রকৃতিখণ্ডের ২৭ ও ২৮শ অধ্যায়ে বিভিন্ন নরকের বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থেও নরকের নাম ও বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে ৮৬টি নরককুণ্ডের নাম ও পাপভেদে তথায় প্রবেশের তালিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। কৌতূহলী পাঠকগণ তাহা তথা হইতে দেখিয়া লইতে পারেন। আমরা এখানে তাহার দুই একটি নামকরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

	পাপ ও অপরাধের নাম	তৎফলে প্রাপ্য নরককুণ্ড
১	হরিমন্দিরে অবস্থিত গোধনকারী ও পরধন-চিন্তায় ধ্যানকারী ব্যক্তিকে দেখিয়া হাস্য	অন্ধকূপ
২	বিপ্রের যজ্ঞভোজন ও হরির অনিবেদ্য ভোজন	কৃমিকূপ
৩	আত্মস্তুতিতে পরনিন্দা বাক্যোচ্চারণ	কাককূপ
৪	ব্রাহ্মণকর্তৃক পূজের যজন ও তাহার শ্রাদ্ধ ভোজন	পূয়কূপ
৫	উপপাতাদি-বিষয়ে সদাসক্তাত্মা	লোহকূপ
৬	বিপ্রভোজনের জন্য ক্রীয়মাণা	রক্তকূপ

পরলোক-বর্ণনে নরকের যে সকল চিত্র উপরে প্রদত্ত হইল, তাহা একান্ত ভগবদ্ভক্তগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার নহে। তবে অজ্ঞাভিলাষী ব্যক্তিগণ যাহাতে পাপ ও পুণ্য এবং তৎপ্রাপ্য নরক ও স্বর্গ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া পাপপুণ্যাতীত শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ও ধর্ম হরিভজনে নিযুক্ত হন এবং প্রত্যেক বস্তু ও ব্যাপারকে হরিসেবার অনুকূল করিতে পারেন, তজ্জন্যই ঐ সকল বিষয় বর্ণিত হইল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

গত ৩১শে শ্রাবণ বুধবার শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ১৭ নং আশুতোষ লেনে রুক্মিণীদেবী শ্রীবৃন্দাকুটীরে শুভবিজয় করেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থ ঐ দিবস শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ মহানন্দ ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ভক্তিকুশল, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিসুহৃদ, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রমুখ শুদ্ধভক্ত শ্রীবৃন্দাকুটীরে আগমন করেন। ১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে সুবর্ণবিহার ও শ্রীমানবসুধনকুঞ্জ হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করেন এবং তথায় ভক্তবৃন্দ-সমীপে শ্রীধাম-সেবা-সম্বন্ধে অজস্রধারে হরিকথামৃত বর্ষণ করিয়া পরদিন আগষ্ট শনিবার শ্রীবৃন্দাকুটীর হইয়া হাঁসখালী বা হংসক্ষেত্র গোবিন্দপুরস্থ একায়নমঠে শুভবিজয়-পূর্ব্বক তথাকার বার্ষিক উৎসব সম্পাদন করেন।

মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গান্ধীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতন ভক্তিবৈভব প্রমুখ ভক্তবৃন্দ হংসক্ষেত্রে প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভার্থ স্থানীয় সাব্‌ইন্‌স্পেক্টর, এস্‌-ডি-ও, বন্ডলা স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি কতিপয় ভদ্রলোক এবং ধনী নির্ধন শিক্ষিতাশিক্ষিত-নির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীএকায়ন মঠে আসিয়া প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ

ভক্তবিলাস ভক্তিসুধ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে প্রাতে শ্রীতপনমিশ্রের সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-নির্ণয়-কথা এবং সন্ধ্যায় জীবগতি-বর্ণন-মুখে কৃষ্ণই যে একমাত্র সত্যবস্তু, তাহা কীর্ত্তন করেন। প্রাতে শ্রীভক্তিসুধ এবং রাত্রে শ্রীগোবিন্দ দাস বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদ রাত্রি ১ ঘটিকা হইতে ছই ঘণ্টাকাল "আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু কৃষ্ণপাদপদ্ম, তাঁহাকে কেন পাওয়া যাইতেছে না, কি উপায়েই বা পাওয়া যাইবে, তিনি কিরূপ বস্তু, কিভাবে তাঁহার সেবা করিতে হয়" ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করেন। পরদিবস (৪ঠা আগষ্ট) প্রাতঃকালেও প্রভুপাদ ১ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া বেলা ৯টার সময় হাঁসখালী হইতে রওনা হইয়া কৃষ্ণনগর শ্রীগুরুকুটীরে আগমন করেন এবং তথা হইতে বেলা ১২টার ট্রেণে যাত্রা করিয়া প্রায় ৪টিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে পদার্পণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গত ৩রা জুলাই বুধবার শ্রীগুরুকুটীরে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই মৌলভী সৈয়দ হোসেন নামে জনৈক মুসলমান সজ্জন প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া আসেন। বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচার-বার্ত্তা অবগত হইয়া এবং প্রভুপাদের মূলনাম-ঘোষণার বিষয়কালে জনৈক মুসলমান-কথিত আচার্য্য-প্রশস্তি পাঠ করিয়া তিনি অনেক দিন হইতেই প্রভুপাদের দর্শনলাভার্থ উৎসুক ছিলেন। তিনি প্রায়ই কৃষ্ণনগর ভাগবতপ্রেসে এবং এই দিবসও একঘণ্টা পূর্ব্বে প্রভুপাদের সন্ধান লইয়াছেন। মৌলভী সাহেব এক্ষণে প্রভুপাদের দর্শন প্রাপ্তিতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া কিছু ভগবৎকথা শ্রবণার্থী হইলে প্রভুপাদ তাঁহার নিকট "স্থূল-দেহ, সূক্ষ্মদেহ ও আত্মার যথাগত পার্থক্য উল্লেখপূর্ব্বক ইহজগতের চিন্তাস্রোতের পরজগতের স্বরূপোপলব্ধির সম্পূর্ণ সামর্থ্যাভাব, পার্থিব চিন্তা হইতে উদিত সাকার ও নিরাকার ধারণা উভয়ই ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে ভ্রান্তি-উৎপাদক, 'আনন্দময়' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র বিকল্পার্থে পূর্ণ নাস্তিকতারই প্রকার-ভেদ প্রভৃতি বিচার বর্ণন-প্রসঙ্গে 'অধোক্ষজ' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া 'অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগ-মধোক্ষজে' শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন, অতঃপর কর্ম্মফলবাদ, স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরে কর্ম্মভোগ, সূক্ষ্মাত্মার কর্ম্মকাণ্ডের ও কর্ম্মফলের অনবস্থিতি, তর্কের তত্ত্ববিচারে স্থান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার নিত্যাবস্থিতি প্রভৃতি বর্ণন করিয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রারম্ভিক কার্য্য শরণাগতির কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপ্রসঙ্গে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকটিরও আলোচনা হয়। মৌলভী সাহেব এই সকল কথা শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

শ্রীযুক্ত রবিরঞ্জন দাস নামক জনৈক ব্যক্তিও ঐ দিবস প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। পরদিবস অর্থাৎ ১লা আগষ্ট প্রাতে শ্রীযুক্ত রাধগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে আগমন করেন। প্রভুপাদ তাঁহার নিকট দীর্ঘকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।২২।৩৯) মহারাজ পৃথুপ্রতি মহর্ষি সনৎকুমারোক্ত "যৎপাদপঙ্কজপলাশ-বিলাসভক্ত্যা" প্রভৃতি শ্লোক উল্লেখ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বতোভাবে ভগবচ্চরণাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন।

২রা আগষ্ট শুক্রবার প্রাতে বোম্বে হইতে শ্রীনবোল কিশোর ব্যাণ্ডেল (Mr. Nawal Kishore Baindail) নামক এক পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবক কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। ইঁহার আদি-নিবাস-স্থল মথুরাসহরের নিকটবর্ত্তী মহাবন। ইঁহারা সনাঢ্য ব্রাহ্মণ। পিতা কার্য্যোপলক্ষে করাচীতে বাস করায় করাচীতেই পালিত পালিত। হিন্দীভাষা মাতৃভাষা হইলেও মিঃ ব্যাণ্ডেল ইংরাজীতেই কথাবার্ত্তা বলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বোম্বে অবস্থান-কালে ইনি তাঁহার নিকট হরিকথা-শ্রবণে আকৃষ্ট হন।

৩রা আগষ্ট শনিবার অন্ধ্রদেশের গুন্তুর শ্রীযুক্ত ভরাই জগন্নাথম্ ভক্তিতিলক ও তাঁহার বন্ধু নেল্লোর-নিবাসী ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত বিশ্বাসম্ বেঙ্কট সুব্বাইয়া রেভিনিউ ইন্‌স্পেক্টর (Mr. Viswasam Venkata Subbaiya—Santanu-thalapad, Ongole Taluk, Guntur) মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের দর্শনার্থী হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা ঐ দিবসই আটার ট্রেণে শ্রীধাম মায়াপুর রওনা হন এবং গত ৬ঠা আগষ্ট প্রভুপাদের সহিত পুনরায় গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভক্তিতিলক মহোদয়

এই দিবসই সন্ধ্যার গাড়ীতে মেদে তাঁহার কার্য্যস্থলে যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত বেঙ্কট সুব্বাইয়া কএকদিন প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ এবং ৭ই আগষ্ট তারিখে তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ দিব্যজ্ঞানানুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়া ৯ই আগষ্ট তারিখে ওসোল তালুকে যাত্রা করেন। তাঁহার নিকট শ্রীল প্রভুপাদ কএকদিবস প্রাতে ও সন্ধ্যায় ইংরাজী ভাষায় সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করেন। উহা যথাসময়ে আমাদের 'হারমনিষ্ট' নামক ইংরাজী পাক্ষিকপত্রে প্রকাশিত হইবে। 'গৌড়ীয়' পত্রেও আমরা ক্রমশঃ উহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিব।

ভক্তিবিলাস মহোদয় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙ্গালাভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' গ্রন্থের তেলেগুভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা অন্ধ্রদেশে বিশেষ আদরের বস্তু হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত গীতার 'রসিকরঞ্জন' বঙ্গানুবাদ পাঠ ও তেলেগুভাষায় উহার অনুবাদ করিতেছেন। গীতার কএকটি শ্লোকের তাৎপর্য্য-বিষয়ে তাঁহার সহিত শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রায়ই ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়।

৪ঠা আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ এক অপূর্ব্ব-ভাবে বিভাবিত হইয়া মঠাশ্রিত ভক্তগণ-সমীপে বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধানদী প্রবাহিত করেন। ষড়দহ হইতে আগত শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবুর ভক্তভক্তিসিদ্ধান্তে প্রীতির কথা শ্রবণ করিয়া প্রভুপাদ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তৎকালে শ্রীযুক্ত শচীকুমার দাসাধিকারী মহাশয় বলেন, ইঁহার সহিত আমারও অনেকসময় ভগবৎকথা আলাপ হইয়াছে। এই প্রকার দুই একটি কথার পর শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে থাকেন—"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন। সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ।', 'প্রীতিস্তদ্বসতি-স্থলে,' 'তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী কালং নয়েদখিলং' ইহাই মহাজনোপদেশ। মথুরা—জ্ঞানের ভূমিকা, তথায়ই কৃষ্ণজ্ঞানের আবির্ভাব, সেই মথুরাবাসের বিচার ছাড়িয়া —ঐশ্বর্য্যবাসের পরিবর্ত্তে অন্তরঙ্গে বাসের বিচার বহুমানন করিয়া হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় নিজের বা অপর কাহারও মঙ্গলদায়ক হয় না। মূলের association (সঙ্গ) হইতে 'dissuaded' (নিরস্ত) হইয়া 'নাম' শ্রবণ করিতে গেলে বা ভাগবত-পাঠাদি করিতে গেলে অপরাধেরই আবাহন করিয়া বসিতে হইবে। যাঁহার 'নয়নে মথুরা, শ্রবণে মথুরা, বদনে মথুরা, হৃদয়ে মথুরা—মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা' বিচার প্রবল হইয়াছে, কৃষ্ণজ্ঞান তাঁহারই হৃদয়ে উদিত হইয়া সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধান করেন।" ইত্যাদি কথা-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ', 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি', 'তস্য দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ', 'শুদ্ধবিদ্যা হত মায়ার বৈভব', 'পরবাসনিনী নারী,' 'অতো হৃষীকমুৎসৃজ্য', 'আত্মন্যেব যদৃচ্ছয়া', 'সতাং প্রসঙ্গাৎ,' 'তবকথামৃতং' প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করিতে করিতে অনেক সারগর্ভ কথা বলেন। "So-called seeming Kinsmen (তথাকথিত-স্বজনপ্রতিনিগণ) আমাদিগকে সংসারে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করে। তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ। সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ।' অনাত্মবিষয়াসক্ত স্বজন-প্রতিমের মোহে পড়িয়া নিত্যমঙ্গল-প্রতি ঔদাসীন্য কখনও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। 'পাঁচের অল্প সঙ্গে'ও জীবন ধন্য হইয়া যায়।" এইরূপ আরও অনেক মঙ্গলজনক কথা হয়।

৫ই আগষ্ট বেলা প্রায় ১০ ঘটিকায় সপার্ষদ কর্ম্মস্থান জমিয়ার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীনাথ সিংহ তাঁহার পুত্র কুমার রায় অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ এবং পৌত্র ও দৌহিত্রাদি-সহ পুষ্পফলাদি উপায়নহস্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দন ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। রায় বাহাদুর প্রভুপাদের নিকট করযোড়ে তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা-মুখে অনেক দৈন্যোক্তি জ্ঞাপন করেন।

লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা

(বিমানডাক-যোগে প্রাপ্ত)

লণ্ডন গৌড়ীয়-মিসনের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ সেণ্ট্রাল হিন্দু সোসাইটীর আহ্বানে একটি সভায় 'হিন্দুধর্ম্ম' ('Hinduism') সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। উহাতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অত্যুন্নত বিচার-বৈশিষ্ট্য-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ

বিশেষ মুগ্ধ হন। স্বামীজী ঐ সভায় একটি প্রার্থনা-গীতি গান করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

স্বামীজী কেন্সিংটন স্থিত হোটেলে পোরবন্দরের মহারাজের (H. H the Maharaja of Porebandar) সহিত দেখা করেন। মাননীয় মহারাজ বাহাদুর স্বামীজীর নিকট ভারত ও য়ুরোপে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা-শ্রবণে বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করেন।

দেবস্ এর মহারাজের (H. H the Maharaja of Devas II) লণ্ডনস্থ প্রাসাদে স্বামীজীর অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়। মাননীয় মহারাজ বাহাদুর য়ুরোপে বিশেষতঃ ইংলণ্ডের ন্যায় তত্ত্বসর্ব্বস্ববাদপূর্ণ স্থানে স্বামীজীর প্রচার-কার্য্যে আশাতীত সাফল্যের কথা-শ্রবণে বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মহারাজ বাহাদুর ভারত হইতে যে সকল হিন্দু লণ্ডনে যান, তাঁহাদের জন্য তথায় একটি ধর্ম্মের স্থানের অত্যাবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভব করেন।

মিঃ জি, জি, বিরলা বাহাদুর স্বামীজীকে তাঁহার অবস্থিতি-স্থান এক্সহেনর হাউসে আমন্ত্রণ করিয়া কএকদিন পূর্ব্বে স্বামীজীর সেক্রেটারি হিন্দুসোসাইটীর আহূতা সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করেন এবং বলেন, গৌড়ীয়মঠের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, মঠের প্রচার্য্য বিষয় অতি উন্নত ও আদর্শস্থানীয়। তিনি ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের কএকজন স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের নিকট ইংলণ্ডে ও অন্য য়ুরোপে মঠের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি (মিঃ বিরলা) একবার আমেরিকায় গিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তথায় অন্যান্য মিশনের কতিপয় স্বামীর এবং তাঁহাদের পূর্ব্বে অদেশগত কতিপয় বিপথগামী স্বামীর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বড়ই নিকৃষ্ট ধারণা লইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইয়াছে। তিনি ইহাতে সম্পূর্ণভাবে একমত হন যে, যিনি অন্ততঃপক্ষে নৈতিক চরিত্রটিও ঠিক রাখিতে পারিবেন না, এরূপ কোন লোক যেন ভারত হইতে পাশ্চাত্যে ধর্ম্মের কথা বলিতে না আসেন।

দেশের একটি লোকের মোহের জন্য সমস্ত দেশেরই দুর্নাম রটে। মিঃ বিরলা ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, গৌড়ীয়মঠ যদি পাশ্চাত্যে আর কিছুই না করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা যে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীর সর্ব্বোচ্চ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তপেক্ষা সম্ভ্রান্ত সমাজের সম্মুখে ভারতের ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা সগৌরবে সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহা সকলকেই অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। ইংলণ্ড ও য়ুরোপের সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট নরনারীগণ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়-মিশন যেরূপ সম্মানের সহিত সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন, ভারতের অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই অদ্যাপি সেরূপ হন নাই।

এম্পায়ার পার্লামেণ্টারী কন্‌ফারেন্স্‌এর ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ বি, কে, বসু লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তথায় অবস্থান করেন এবং ভগবৎকথা-শ্রবণ ও ভগবদ্ভক্তবৃন্দের প্রসাদ-গ্রহণান্তে বিদায় গ্রহণ করেন। তদ্ভিন্ন সন্ধ্যায় সার্ গণেন এবং লেডি রয় তাঁহাদের দুই কন্যা-সহ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ দর্শনার্থ আগমন করেন এবং সার রয় মিশনের প্রচারকার্য্যাদি সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীত হন ও তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যের কেন্দ্র-দর্শনার্থী হইয়া তিনি বুদূর ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে আগমন করিয়াছিলেন।

ভারতের ষ্টেট্ কাউন্সিলের মেম্বর সেক্রেটারী সর্দ্দার বাহাদুর মোহন সিং ও তদীয় পত্নীর সম্বর্দ্ধনার্থ লণ্ডনের Savoy Hotel-এ বাসন্তা ক্লাবের যে একটি সম্বর্দ্ধনা-সমিতি হয়, স্বামী বন তাহাতে নিমন্ত্রিত হন। বহু সম্ভ্রান্ত লোক উক্ত সমিতিতে যোগদান করেন। ক্লাবের প্রতিনিধি স্বামী বনকে একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত গান করিয়া সভার কার্য্যকে মহিমান্বিত করিতে অনুরোধ করেন। স্বামীজী তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'শরণাগতি' ও 'কল্যাণকল্পতরু'-গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ ও ১২শ স্কন্ধের মুদ্রণ-সমাপ্তি-সংবাদ পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। উক্ত স্কন্ধদ্বয়ের সূচীর কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। যাহাতে আগামী জন্মাষ্টমীর মধ্যেই উহা সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে।

দিবারাত্র সর্ব্বক্ষণই জলের সুবিধা পাইবার জন্য কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি নলকূপ নির্ম্মিত হইতেছে। গত ৮ই আগষ্ট হইতে উক্ত কূপের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে অদ্য হইতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্নানমহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

গত ৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ১০টা ২০ মিনিটে লণ্ডনের তারের সংবাদে প্রকাশ, ঐ দিবসই ডাঃ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ প্রত্নবিদ্যাবিশারদের Appendicitis (অন্ত্রোপান্ত-প্রদাহ) এর অস্ত্রোপচার লণ্ডনের অভিজ্ঞ চিকিৎসক-কর্ত্তৃক কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি ক্রমশঃই সুস্থ হইতেছেন। আমরা ভগবচ্চরণে প্রতিনিয়ত তাঁহার নিরাময় প্রার্থনা করিতেছি।

সাম্বত শ্রাদ্ধ

গত ১৭ই শ্রাবণ, ২রা আগষ্ট শুক্রবার শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত স্বধামগত ভক্তবর শ্রীপাদ সত্যব্রতদত্ত দাসাধিকারী প্রভুর প্রয়াণের একাদশ দিবসে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ঢাকা ঐশ্বাণীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর পৌরোহিত্যে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী মহাপ্রসাদ দ্বারা সাম্বতশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে মঠের সেবকগণ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও সমাগত সহাধিক ব্যক্তিকে এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বোম্বাইয়ে—৮ই জুলাই অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের সভাপতিত্বে বোম্বের সুবৃহৎ বিদ্যা হলে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উহাতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় 'ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দিয়াছেন।

ঢাকায়—ঢাকা-দিগ্বাজারনিবাসী স্বধামগত ভক্তবর শ্রীপাদ সত্যব্রতদত্ত দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে তাঁহার অপ্রকটের পরদিবস হইতে প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় অতি সরল ও হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। সমস্তসুহৃৎ প্রভুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ-বন্ধু ও আত্মীয়ের সহিত এই ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। স্থানীয় আরও বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই পাঠ-শ্রবণে যোগদান করিয়া থাকেন। একমাস পর্য্যন্ত এইরূপ পাঠ চলিবে। প্রত্যহ সহকারে সাধুমুখে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ফলে জীবমাত্রেরই পরমপুরুষ কৃষ্ণপাদপদ্মে শোকমোহসন্তাপহা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ মহোপদেশক শ্রীহরগ্রীব ব্রহ্মচারী ও শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজীর সহিত রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম ও আসামের ধুবড়ী প্রভৃতি স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া সম্প্রতি রংপুর সহরে আসিয়াছেন।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ রথযাত্রার পর পুরী হইতে কটকে আসেন, তথায় শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বার্ষিক উৎসবে যোগদান ও সহরের নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া সম্বলপুর সহরে গমন করেন, তথায় দিবসাষ্টক হরিকথা প্রচার করিয়া পাটনায় গমন করেন, তথায়ও দিবসত্রয় প্রচারকার্য্য করিয়া স্বামীজী সতকড়ি (২।৮।৩৫) কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজও রথযাত্রার পর পুরী হইতে কটকে আসেন এবং তথায় প্রচার-কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খড়্গপুর অঞ্চলে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ বোম্বে গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুও তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া গত ১ই আগষ্ট শুক্রবার প্রাতে বি এন আর বোম্বে মেলে কলিকাতা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত বোম্বে হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীনেত্রানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকেশবজী আসিয়াছেন।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও মাধব মহারাজ কয়েকজন মঠসেবক-সহ ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত রেঙ্গুনকে কেন্দ্র করিয়া রেঙ্গুন শহরের নিকটবর্ত্তী এবং দূরবর্ত্তী বহুস্থানে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্রহ্মদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি স্থায়িপ্রচার-কেন্দ্র দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

শ্রীপাদ নেমি মহারাজ বোম্বে হইতে এলাহাবাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক তথায় কয়েকদিন প্রচার-কার্য্য করিয়া বিন্ধ্যাপুরে গমন করেন, তথা হইতে কাণপুরে উপস্থিত হইয়া সম্প্রতি তথায় প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীপাদ অরণ্যমহারাজ রাজসাহী জেলার নওগাঁ, দুবলহাটী প্রভৃতি এবং দিনাজপুরের অন্তর্গত হিলি প্রভৃতি স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া সম্প্রতি রাজসাহী সহরে আগমন করেন, তথা হইতে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রাজবাড়ী প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া গতকল্য (২৮।৭৪) কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ সাগর মহারাজ মেদিনীপুরের অন্তর্গত জোতখনশ্যাম, গোপীবল্লভপুর, পলাশপাই, বাসুয়া, সোনাখালী, তাজপুর এবং হুগলী জেলার বেগমপুর, রাজবলহাট প্রভৃতি স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া গত ৫ই আগষ্ট সোমবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ বারিশদা প্রভৃতি স্থানে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ আসাম প্রদেশে সপ্তসোপান-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া আসামের নানাস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী বিস্তার করিতেছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ উপদেশক শ্রীঅনাদিরূপ ব্রহ্মচারী-সহ গত ৩রা আগষ্ট প্রাতে দিল্লী হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। শ্রীগুরু-বর্গের ইচ্ছানুসারে স্বামীজী ৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীধাম-মায়াপুর এবং ব্রহ্মচারীজী ৫ই আগষ্ট সোমবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমরর্ষি যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ যোগাসন মহারাজ কটক ও পুরী অঞ্চলে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া দিল্লী সহরের বিভিন্নস্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

আগামী কল্য [২৬শে শ্রাবণ (১৩৮২), ১১ই আগষ্ট (১৯৭৫) রবিবার] অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, বরমাবাটী ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ব্রাবোর্ণ রোড, আপার চিৎপুর রোড, বুলারাম বাবু ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট ভ্রমণপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সজ্জনসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

আগামী ১৮ই আগষ্ট, ১লা ভাদ্র রবিবার এবং ২৫শে আগষ্ট, ৮ই ভাদ্র রবিবারও অপরাহ্ণ ৩ টার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে।

উৎসবের শুভারম্ভ

অদ্য শ্রীহরিবাসর হইতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-মুখে উৎসবের শুভারম্ভ হইল। তদনুরূপ শুভব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলে যথারীতি শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়। শ্রীমন্দিরে বসিয়া শ্রীপাদ অরুণোপাল ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত, পারায়ণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-সদন নাট্য-মন্দিরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা হইবে। আমরা প্রাত্যহিক উৎসবের বার্ষিক সংবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৪২ ; ১৭ই আগষ্ট, ১৯৩৫ { ৫ম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৪শে শ্রাবণ শনিবার একাদশী তিথি ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিককালব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। মধুর রসের রাগাত্মিক সেবকসম্প্রদায় সম্ভোগময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডে 'মধুমাধবোল্লাস'-নামক হিন্দোলায় আরোহণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদন করিয়া থাকেন। হিন্দোলাকুঞ্জের অষ্টদলস্থ সখীগণের মধ্যে সমাসীন শ্রীরাধাগোবিন্দকে বৃন্দাদেবী দোলা-নিরূঢ় অন্যান্য অপ্রাকৃত গায়িকা সখীগণের সহিত দোলাইয়া থাকেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে 'আনন্দ-রসাম্বুধি' নামের অন্তিকোণে রত্নময় হিন্দোলকুটীর দোলা দাইতেছে, তাহার আকৃতি অষ্টদল পদ্মের ন্যায়। পূর্ব ও পশ্চিমদিক্ হইতে দুইটি বকুলবৃক্ষের শাখা পরস্পর মিলিত হইয়া উদ্ধদেশে বক্রগতিতে চন্দ্রাতপের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। সেই শাখায় মূলদেশেই কঠিন পট্টসূত্রের দ্বারা আবদ্ধ দোলা দুলিতেছে। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের সপ্তম সর্গের এই সকল বর্ণনা অবলম্বন করিয়া রূপানুগ অকৃত্রিম ভজন-পরায়ণ সুকৃতিমান মধুরোরস-রসিকগণই উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের হিন্দোলা-লীলায় পরার্দ্ধ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরই সম্ভোগ, আর সেবক-সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভোগ করাইয়া অর্থাৎ সেবার সেবা করিয়াই সুখ। সেবকত্বের সম্ভোগ বলিয়া কোন ব্যাপার নাই, বরং একাদশী-তিথিতে উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিয়া সেব্যের সেবাসুখবিধানই তাঁহাদের কৃত্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবর্ত্তকের উৎসবের বৈশিষ্ট্য এই যে, গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাসার-সমূহ অনর্গল কীর্ত্তন করিতেছেন। তের বৎসরকাল যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যে ১২শ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইতেছিলেন, এই বৎসর সেই ভাগবত-পারায়ণব্রত শ্রৌতপন্থাতে অর্থাৎ আর

মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে সম্পূর্ণ হইবে। আমরা জানিতে পারিলাম,—এই উৎসবের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-বিগ্রহ প্রত্যবতার শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ-১২শ স্কন্ধের সূচীপত্রাদিও প্রকাশিত হইবেন। শ্রীমদ্ভাগবতই গৌড়ীয়-গণের একমাত্র প্রাণধন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত ও প্রচারিত শিক্ষার রত্নমঞ্জুষা। গোস্বামিগণ, শ্রীরূপানুগ আচার্যগণ, ভজন-পরায়ণগণ—সকলেই এই শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র সম্বল করিয়াছেন।

———

আরও শুনিতে পাইলাম যে, প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশে'র সম্পাদক-সঙ্ঘের পরমোৎসাহময়ী চেষ্টায় নদীয়া-প্রকাশের একটি বিশেষ সংখ্যা জন্মাষ্টমীতে প্রকাশিত হইবেন। এই সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী এবং অনেক বিশিষ্ট ভক্ত ও পণ্ডিতের প্রবন্ধ-সমূহ শোভিত হইবে। আমরা শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-দিবসে প্রকাশমান নদীয়াপ্রকাশের এই বিশেষ সংখ্যার আবির্ভাবের 'গর্ভস্থিতি' করিতেছি এবং সজ্জন ও সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে এই অমূল্য সংখ্যার অনুধান-গ্রহণের জন্য সমুৎসুক হইতে বলিতেছি।

———

গত ২৬শে শ্রাবণ রবিবার হইতে পর পর তিন রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে নগর সঙ্কীর্তন বাহির হইতেছে। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর এই নগর-সঙ্কীর্তনের প্রবর্তন করিয়া হরিবিমুখ ও নানা ইতরকার্যে ব্যস্ত, এমন কি বিধর্মী ও বিদ্বেষি-ব্যক্তিগণেরও হৃদয় জয় ও সুকৃতি উৎপাদন করিবার অদ্ভুতপূর্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। মানব দূরে থাকুক, পশু-পক্ষিগণও উচ্চ হরিকীর্তনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জন করিতে পারেন। কলিকাতা-মহানগরীর ন্যায় বহির্মুখ-কল-কোলাহলময় ও শুষ্ক হরিকীর্তনের একান্ত ভক্তিকে প্রপীড়িত, ত্রিতাপের নানা বৈচিত্র্যে জর্জরিত ও ক্লিষ্ট সহস্র সহস্র নর-নারীর দ্বারে এবং প্রত্যেক রাজপথে হরিসঙ্কীর্তন প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে সকল ব্যক্তির কর্ণে গোলোকের সঙ্কীর্তনসুধা ঢালিয়া দিতেছেন। জগতে একমাত্র গৌরজন ব্যতীত এত বড় লোক-কল্যাণকামী কে আছেন—যিনি এইরূপ পরদুঃখে দুঃখী হইয়া নিজমঙ্গল-লাভে উদাসীন ও অনিচ্ছুক প্রত্যেক জীবের দ্বারে শেষের দিনের পাথেয়টি অযাচিত-ভাবে বিতরণ করিতে পারেন। তাই কলির অর্থাৎ ঘৃত, পান, স্ত্রী, সুরা, অক্ষক্রীড়া ও নানা বিষয়-বিসম্বাদের স্থান কলিকাতা-মহানগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ বৈকুণ্ঠ-অবতারস্বরূপ। কলিকোলাহলের যে উত্তাল-তরঙ্গায়িত শ্রাবণ ও পূর্ণিমার পণ্যবস্তুলিকাকে বহির্মুখতার অতলগর্ভে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া এক গৌড়ীয়মঠ ব্যতীত কেহবা অকৃত্রিম পরম-মঙ্গলের নিষ্কপট বাণী লোকের দ্বারে দ্বারে শ্রবণ করাইবার জন্য প্রতি বৎসর এত উদ্যম, এত প্রচেষ্টা ও এত উদ্যান্ত-পরিশ্রমের কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?

———

রেডিও-যোগে আগামী ২১শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৭-৭।৪০—'শ্রীজন্মাষ্টমী', ২৮শে আগষ্ট অপরাহ্ণ ৩-৩।৪০—'শ্রীনন্দোৎসব', ৪ই সেপ্টেম্বর ঐ ২।-২।৩০—'শ্রীরাধাষ্টমী' এবং ১১ই সেপ্টেম্বর ঐ ২।-২।৪০ 'শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব' সম্বন্ধে বক্তৃতা সর্বত্র বিস্তার করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবণ-সদনেও শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর অনুসরণে কএকটি বিশেষ সভার অধিবেশন ও তথায় বক্তৃতাদি হইবে।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পরিব্রাজকাচার্য প্রচারকগণ, ব্রহ্মচারিগণ, ভক্তগণ এবং সজ্জনগণ শ্রীমঠসেবার জন্য আগমন করিতেছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ইতঃপূর্বেই শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজও পুরা-গৌড়ীয়মঠ হইতে পাটনা মঠ হইয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২৩শে শ্রাবণ কবিদপুর রাজবাড়ী হইতে, শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজ গত ২৪শে শ্রাবণ রাত্রে বড়গপুর হইতে, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মহোপদেশক শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি সহ গত ২৮শে শ্রাবণ রংপুর হইতে, শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিমেধি মহারাজ গত ৩০শে শ্রাবণ কাশপুর হইতে,

শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ ওঁ বিষ্ণু শ্রবণ মধুরভক্ত হইতে এবং আচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু কটক হইতে অন্য প্রান্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

গত ১ই জুলাই ও ৮ই আগষ্ট (১৯০৪) তারিখের কলিকাতা-সংস্করণ 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় গৌড়ীয়গোস্বামিগণের কএকটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের ঐতিহাসিক প্রাচীনতা-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনার বিষয় দৃষ্ট হইল। ঐতিহাসিক কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য সাধারণ সাহিত্যিক সমাজে যে এক প্রকার অনুসন্ধিৎসা দেখা যায়, সাধারণের নিকট তাহার আপেক্ষিক উপকারিতা ও কোন কোন সময় তাহার প্রবল উপকারিতাও আছে। আধ্যক্ষিক ও বিষয়ি-সম্প্রদায় ঐ সকল গ্রন্থের যে সমালোচনা বা বৈষ্ণবধর্ম্মের যে আলোচনাদি করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা অনেক সময় হিতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। কেননা, একান্ত পরমার্থ-আশ্রয় তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য বা জীবনের ব্রত নহে। বহির্ম্মুখ জীবন-যাপন, ভোগ বা ত্যাগই তাঁহাদের জীবনের ব্রত এবং সেইরূপভাবে পরিচালিত জীবনের মধ্যে একটুকু বিচিত্রতার রস উপভোগ বা জড় প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই পারমার্থিক আলোচনার আগন্তুক বেষ গ্রহণ করা হয় এবং উহাকে অধিকতর আধ্যক্ষিকতার পথে পরিচালিত করিয়া ও পরমার্থকে ভোগ্য জড় বিষয়ের তৌলদণ্ডে মাপিতে গিয়া এত বিকৃত করিয়া ফেলা হয় যে, জাগতিক প্রতিষ্ঠাশালী ও তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নায়কগণের ঐ সকল নজির দেখিয়া জগতের ভাবী আশা-ভরসার স্থল সুকুমারমতি ও কোমলশ্রদ্ধ-সম্প্রদায় অনেক কিছু বিকৃত শিক্ষাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। এজন্য আমরা পরম-মুক্ত গৌরজন ব্যতীত অপরের নিকট গৌড়ীয়-গ্রন্থ বা বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনা শুনিয়া আত্যন্তিক উপকার লাভ করিতে পারি না। "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"—মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপের এই বাণী যিনি বিস্মৃতমাত্রও লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহাকে সেই অপরাধের ফলও নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদীয়মান সেবক শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তাধিকারী এম্-এ, বি-এল্‌চ-ছি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে সন্দর্ভ লিখিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট্' উপাধি পাইয়াছেন, তাহার আদর আমরা এই মুহূর্ত্তে করি,—যেহেতু ইহা কেবল আধ্যক্ষিকগণের প্রীতিজনক মাত্র হয় নাই, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে গৌরজনের শিক্ষা ও উপদেশের দ্বারা যথাযথ নিয়মিত হইয়াছে।

কএকদিন পূর্ব্বে 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু কে, তাহা লইয়া নানাপ্রকার আলোচনা এবং বাদানুবাদ, তথা মতান্তরের ফলে মনান্তরেরও যেন আভাস দৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে আলোচনা আছে। আমাদের মনে হয়, এই সকল বিষয় আধ্যক্ষিকতার বিচারের দ্বারা পরিষ্কার করা যায় না, এজন্য অকৃত্রিম-ভাবে আচার্য্যগণের শরণাগত হওয়াই কর্ত্তব্য।

কএকদিন পূর্ব্বে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বক্তৃতা দিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখিলে যেপ্রকার আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সেইরূপ আতঙ্কে প্রপীড়িত কুনাটাপরায়ণ কলিকাতাবাসী কোন এক স্বল্প-শিক্ষিত ব্যক্তি বোধ হয়, অপরের দ্বারা এক ইংরাজী পত্র লেখাইয়া ঢাকার কোন একটি কাগজে প্রকাশ করিয়া রমাপ্রসাদ বাবুর ন্যায় প্রবীণ ও শিক্ষিত ব্যক্তির পূর্ব্ব প্রবন্ধের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রমা প্রসাদ বাবু বৃটীশ-মিউজিয়ম এজ্‌রিয়ালটিতে রক্ষিত যে মানচিত্রদ্বয় লণ্ডন হইতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ যে গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত ছিল, তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কুনাটাকারিগণ যতই চেষ্টা করুন না কেন, ভাগীরথীর পূর্ব্বপারের শ্রীধাম মায়াপুরকে কিছুতেই অন্যরূপ প্রমাণিত করিতে পারিবেন না।

গত ১২ই জুন তারিখের 'হায়দ্রাবাদ' পত্রে অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিখিলকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় "Discourse about God, the Word is God" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ঢাকা জগন্নাথ

অনেকের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভক্তি রঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল মহাশয় সেই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া পুনঃ পুনঃ উহার প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচিত বহু ব্যক্তিকে ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। আমরাও ঐ ক্রমিক প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পাঠ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক আছি।

বগলে জুন তারিখের ডায়রীতে "The correct angle of vision," "Our students and teachers" নামক প্রবন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর লিখিত "The seeming face" প্রবন্ধ অতীব সুন্দর ও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ-বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

— —

তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতই হউক, আর অশিক্ষিতই হউক, বাস্তবসত্য যে কাল পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে আত্ম-প্রকাশ না করে, সে-কাল পর্য্যন্ত কাহারও পরম মঙ্গল হয় এবং ভক্ত ও ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধিও দূরীভূত হয় না। বিশেষতঃ এই অভক্তসর্ব্বস্ববাদের যুগে প্রচ্ছন্ন ভগবদ্-বিদ্বেষ অপেক্ষা স্পষ্ট ভক্তবিদ্বেষের সাক্ষ্যই অধিক পাওয়া যায়। সে-দিন কোন একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বলিতেছিলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের মধ্যে জগতের প্রতি এত বড় উপকারের বাস্তব আদর্শ মূর্ত্তায়িত হইয়াছে, যাহা তিনি পূর্ব্বে আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-গণ যখন হরিকথা-শ্রবণের জন্য তাঁহার গৃহে তাঁহাকে আহ্বান করিতে যাইতেন, তখন তিনি মাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বপোষিত দুষ্টভাবগুলিকে অনেক-সময় গোপনে লুকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু এখন তিনি সেই অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন এবং তাঁহার পরিচিত বন্ধুগণের গৃহে গৃহে গমন করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে সকলকে আসিবার জন্য ঐকান্তিক অনুরোধ করিতেছেন। সত্য চিরদিনই জয়ী হইয়া থাকে।

গত চৈত্রমাসের শেষভাগে শ্রীল প্রভুপাদ যখন ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য ময়মনসিংহে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, সেই সময় কোন এক ব্যক্তি একখানি পুস্তকের সহিত একটী প্রশ্নপত্র একটি আবরণের দ্বারা আবৃত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং উহা গ্রহণ না করিয়া আমাদিগকে উহার মর্ম্ম অবধারণের আদেশ দিয়াছিলেন। উক্ত আবরণ উন্মোচন করিয়া যে একখানি গীতি-পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে মানবে ঈশ্বরত্বারোপের পৃষ্টি-গন্ধের সংমিশ্রণ লক্ষিত হইয়াছিল। কোন একটি গানের আখরের মধ্যে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ ছিল। যাহা হউক, সেই অদ্বৈষ্ণবতপূর্ণ পুস্তিকার সমালোচনা-দ্বারা গৌড়ীয়ের স্তম্ভকে কলঙ্কিত করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না।

উক্ত পুস্তিকার সঙ্গে যে কএকটি প্রশ্ন সংযুক্ত ছিল, তৎসম্বন্ধে কএকটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে আমরা মনে করি। প্রশ্নগুলি এই—"বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে অনুভূতি-বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা কি ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাঁহারা কেহই পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে পরম অনুভূতি প্রাপ্ত হন নাই? আর যদি একটি মাত্র সম্প্রদায়ের আচার্য্য ঠিক ঠিক পরতত্ত্বানুসন্ধান লাভ করিয়াছেন বলা যায়, তাহা হইলে তিনি বা তাঁহারাই যে ঠিক, তাহারই বা অকাট্য প্রমাণ কি? যেহেতু অন্যান্য সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রত্যেকের মতকেই অভ্রান্ত মনে করেন।"

এই জাতীয় প্রশ্ন কিছু নূতন নহে। তথাকথিত সমন্বয়বাদী এবং যাহারা ভাগবত-সম্প্রদায়ের শুদ্ধ গুরু-পরম্পরা হইতে বিচ্ছিন্ন, সেইরূপ প্রত্যেক প্রকার নাস্তিক ও অদ্বৈত-মতাবলম্বীর হৃদয়কে ঐরূপ প্রশ্নের সমস্যা বিভ্রান্ত করিয়াছে। সেই সমস্যায় বিভ্রান্ত হইয়াই কেহ কেহ তথাকথিত সমন্বয়বাদী, কেহ বা নানাপ্রকার মনোধর্ম্মাবলম্বী উদ্ভূমুণ পাষণ্ড-মতের পূজক হইয়া পড়িয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে মূল বিষয়ে কোন-প্রকার বিচার-বৈষম্য বা অনুভূতি-বৈষম্য নাই। যেখানে অধোক্ষজ বিষ্ণুতত্ত্বই পরতত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন, সেখানে সেই অধোক্ষজ বিষ্ণুতত্ত্বের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদ নাই, তবে রসানুভূতিতে তারতম্য মাত্র আছে। এই রস-বিচিত্রতার অনুভূতি অধোক্ষজ-তত্ত্বের ঔদার্য্য ও বাহুল্যই

প্রকাশ করিতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনার মতকে অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করেন,—এই যুক্তির ছলনা মেধাবিগণ মনোধর্মপূর্ণ পাষণ্ড-মতগুলিও যদি নিজদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করেন, বা সরলান্তঃকরণেও (?) বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে সেগুলি কিছুতেই অভ্রান্ত-মত হইয়া যাইবে না, কিম্বা সকল মতই সমান,—এইরূপ স্বকপোল-কল্পিত সিদ্ধান্তও শাস্ত্র সম্মত বলিয়া গৃহীত হইবে না। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে বাক্য প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বাধ্যতায় সাত্বত-সম্প্রদায় অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

———

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে ইত্যাদি।
• • •
ব্যক্তিকৃতানি বিভ্রতে ভূতানাং পতয়স্তথা।
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যতে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥
(ভাঃ ১১।১৪।৩-৭)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধভক্তিরূপ ধৈবধর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। তাহা তালপ্রভাবে প্রলয়কালে অদৃশ্য হওয়ায় আমি সৃষ্টিপ্রারম্ভে বিশ্বরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তাহা স্বপুত্র মনু প্রভৃতিকে বলেন। ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ—সকলেই সেই বেদসংজ্ঞিতাবাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকল ও ভূতপতিসকল সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণোদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন। সেই প্রকৃতি-ভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ-দ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হইয়াছে। হে উদ্ধব, যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যানি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ডমতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।

———

শ্রীগুরু, শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ বা সাক্ষাৎ পুরাণ তাঁহাদের স্ব-স্ব মতের সিদ্ধান্তকে যখন অভ্রান্ত বলিয়াছেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষী কংস বা বেদ-ভাগবত-বিদ্বেষী নাস্তিক-সম্প্রদায়ও যখন তাঁহাদের মতকে অভ্রান্ত বলেন, তখন কাহার মত প্রকৃত 'অভ্রান্ত' বলিয়া গ্রহণ করিব,—এই সমস্যা প্রায়ই নাস্তিক ও অবৈধ-প্রকৃতির ব্যক্তিগণেরই হৃদয় আলোড়ন করে। বস্তুতঃ সকল লোক-শিক্ষকগণের পরম শিক্ষক-লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীমদ্-ভাগবতকে প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন, সেই ভাগবত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ও তাহার অনুকূল বিচার-সমূহই অভ্রান্ত ও আদরণীয়।

———

শ্রীধামে বাস করিয়া যদি ভজনোন্নতির পরিবর্ত্তে ভজন-কারিগণের ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-প্রভৃতি বৃদ্ধি হয় বা শ্রীধাম-বাসের পরিবর্ত্তে শ্রীধাম-ভোগস্পৃহাই প্রবলতর হইতে থাকে, তাহা হইলে "মন্নিকেতন্তু নির্ভয়ং"—এই ভগবদ্-বাক্যানুসারে নির্ভয়-বাস না হইয়া গ্রামবাস, গ্রাম্যজন ও গ্রাম্যবার্ত্তা প্রভৃতিরই ভোগ হইয়া থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ যে দশবিধ নামাপরাধের কথা শ্রীধাম-পরিক্রমা-গ্রন্থের ভূমিকায় জানাইয়াছেন, তাহা আমাদের ভুলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। দশবিধ নামাপরাধ থাকিলে যেরূপ নামাক্ষর মাত্র উচ্চারণের দ্বারা শ্রীনামের আবৃত্তি হয় না, তাহাকে 'নামভজন'ও বলা যায় না, তদ্রূপ শ্রীধামাপরাধের সহিত ধামবাসের ছলনা-দ্বারাও শ্রীধাম-ভোগের চেষ্টা এবং তৎফলস্বরূপ সংসারাসক্তি, বৈষ্ণবে ভোগবুদ্ধি ও নানাপ্রকার অপরাধই হইয়া থাকে। মিউনিসিপালিটির সহর ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে ধাম-বাসের ছলনা যেমন এক শ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার দুর্নীতিকতা ও অপরাধের আবাহন করিয়াছে, তৎপ্রতিযোগি-ভাবগ্রস্ত হইয়া শ্রীধামবাসের নামে গ্রাম-ভোগ-স্পৃহা যেন আমাদের প্রাণচিন্তাস্রোতের আবাহন না করে।

———

সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন ডি, লিট্ মহাশয় ত্রিপুরা-রাজষ্টেটের শ্রদ্ধাস্পদ ও মাননীয় দেওয়ান সাহেবের নিকট গত ২৬।৩।৩৫ তারিখে কলিকাতা হইতে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন,

তাহাতে ডক্টর সেনের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত আচার্য্য-গুণ-গ্রাহিতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ডক্টর সেন শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচার্য্যবর্য্য ও বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার উক্ত পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

(He) is doing what only a prophet can do. The whole country has given response to his call and the people of the country-side by hundreds and thousands are to-day carrying his flag. The holy site of Mayapur has, all on a sudden, risen to the splendour of a city with its noble array of temples and other edifices by the touch, as it were, of a magician's wand. Inspite of all opposition and hostilities, Divine Help is to-day manifest in the far-reaching activities of the New order that he has founded. One of the secrets of his success lies in the fact that with the unerring foresight of a true seer he has appealed to the masses and not to the Westernised classes. There is now that unmistakable sign of a great revival amongst the people, which far more than all contentions, political agitations and struggles, forebodes a glorious future for India, on her own line which is religious. I am only an humble admirer of the members of the Gouriya Matha and my opinion in the religious sphere carries little weight. But if you attach any value to it, you may use it any way you like. His Highness, the Maharaja Manikya Bahadur was pleased to visit Sree Mayapur and was, I presume, highly impressed with what he saw there.

তাৎপর্য্যানুবাদ—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই কার্য্যই করিতেছেন—যাহা একমাত্র ভগবৎপ্রত্যাদিষ্ট লোক-শিক্ষক মহাপুরুষই করিতে পারেন। সমস্ত দেশ তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন এবং পল্লীগ্রাম-সমূহের সন্নিহিত ভূভাগ হইতে শত শত ও সহস্র সহস্র ব্যক্তি বর্ত্তমানে তাঁহার পতাকা বহন করিতেছেন। মায়াপুরের পবিত্র প্রদেশটি উন্নত মন্দির-শ্রেণী এবং অন্যান্য অট্টালিকা-সমূহের সহিত নগরের শোভায় শোভিত হইয়া যেন যাদুকরের মোহনদণ্ডের স্পর্শে অকস্মাৎ উদিত হইয়াছে। সমস্ত বাধা ও বিরোধি-সম্প্রদায়ের শত্রুতা সত্ত্বেও শ্রীমদ্ সিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর যে গৌড়-সম্প্রদায়কে নবভাবে পুনঃসংস্থাপিত করিয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ের সুদূরব্যাপিনী তৎপরতার মধ্যে আজ ভগবৎসাক্ষাৎ প্রোজ্জ্বল-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। তাঁহার সাফল্যের অন্যতম রহস্য এই যে, তিনি প্রকৃত দর্শকের অভ্রান্ত পরিণাম-দর্শিতার সহিত জনসাধারণকে সত্যের বাণীতে আহ্বান করিয়াছেন। কেবল পাশ্চাত্য-ভাব-ভাবিত শ্রেণীকেই তিনি আহ্বান করেন নাই। বর্ত্তমানে লোকের মধ্যে একটি মহান্ জাগরণের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে, —যে জাগরণের বাণী সর্ব্ববিধ বিবাদ, বিসম্বাদ ও অন্য-সেবাপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রাম হইতে অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত ভারতের এক গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। ভারতের সেই ধর্ম্মময় গৌরবই তাহার বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব। আমি গৌড়ীয়মঠের সভ্যগণের একজন অতি সামান্য গুণগ্রাহী মাত্র এবং ধর্ম্মরাজ্যে আমার মতামতের মূল্য অতি সামান্য। কিন্তু যদি আপনি ইহাতে কোন মূল্য সংযুক্ত করেন, তাহা হইলে আপনি এই গুণগ্রাহিতাকে যেরূপভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। শ্রীল মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর মায়াপুরের শোভা দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন এবং আমি অনুমান করি, তিনি সেখানে যে-সকল ব্যাপার দেখিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বিরহ-সভা

গত ১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট রবিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সাপ্তাহিক সভায় একটি বিশেষ অধিবেশনে স্বধামগত শ্রীপাদ পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী প্রভুর হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার কথা আলোচিত হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীমঠের ভজনশীল সদস্যবৃন্দ সমস্বরে তর্কশীর্ষক কীর্ত্তন করেন। বিশেষ সভা আহূত হওয়ায় ঢাকা শাঙ্খিনগর-নিবাসী বারদিয়ার অধিবাসী শ্রীযুক্ত অরুণ-কান্ত নাগ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ঢাকা নবাবপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিকমল বসাক মহাশয়ের সমর্থনে মনমনসিংহ

আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্-এ, বি-এল ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় এসভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন।

(চারুবাবুর বামে) ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব সাধু মহারাজ, ময়মনসিংহ রামায়ণগান্ধ হইতে আগত শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস অধিকারী মহাশয় 'বিরহ-স্মৃতি' উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ঐ কবিতাটী সভায় বিতরিত হইয়াছিল।

তৎপরে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ', 'গৌড়ীয়', 'স্বাতন্ত্র্যশাসন' প্রভৃতি পারমার্থিক ও সাধারণ সংবাদ-পত্রে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ প্রভুর অপ্রকটের যে-সকল সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া 'গৌড়ীয়' হইতে নির্য্যাণ-সংবাদের কিয়দংশ পাঠ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত ও সজ্জন শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ প্রভুর অপ্রকট-বার্ত্তায় ব্যথিত হইয়া যে-সকল পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন।

সাধারণের পক্ষ হইতে ঢাকার সহকারী গভর্ণমেণ্ট-প্লীডার সজ্জনবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ প্রভুর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু তাঁহাকে (জ্ঞানবাবুকে) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সভ্যপদে বরণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রথম গমন করিয়াছিলেন। তখন তিনি শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদের ঐ কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি শাক্ত; বৈষ্ণব-মঠের সভ্য হইবার কোনও প্রয়োজনীয়তাই তাঁহার নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ তাহাতে বিন্দু মাত্রও অসহিষ্ণু না হইয়া হাসিতে হাসিতে বলেন যে, ভগবদিচ্ছা হইলে জ্ঞানবাবুর ঐ মত অচিরেই পরিবর্ত্তিত হইবে। শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু আবার জ্ঞানবাবুর গৃহে আসিবেন, বলিয়া যান। সত্য সত্যই জ্ঞানবাবু বলেন—শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদের কৃপায় আমি এখন শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি এবং তিনি যে কত বড় শুদ্ধ সাধু ছিলেন, তাহাও অনুভব করিতে পারিতেছি। তাঁহার নির্য্যাণের পূর্ব্ব দিবস আমি তাঁহাদের গৃহে গিয়া দেখিয়াছিলাম যে, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন ও তাঁহারই ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশিত ছিল, তাহাতে অসুস্থতার কোন লক্ষণ ছিল না।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ মহাশয় বলেন যে, শ্রীপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ প্রভুর (যাঁহার সাধারণ নাম প্রসন্নমোহন রায়) পিতা ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সহিত তাঁহার (অরুণবাবুর) বহুকালের পরিচয়; কিন্তু শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ যে ইঁহাদেরই ঘরের ছেলে, তাহা তিনি তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই। সুপ্রসন্ন বাবুকে তিনি তাঁহার দেশ ও মাতা-পিতার পরিচয় বহুদিন জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার উত্তর পান নাই। তিনি সর্ব্বদা যেরূপ বৈরাগ্যে বিভূষিত থাকিতেন, তাহাতে কেহই তাঁহাকে এত বড় ঘরের ছেলে বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না, সকলেই তাঁহাকে মঠের সেবকই জানিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ নাস্তিনগরে অরুণবাবুদের গৃহে অবস্থানকালে শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অরুণবাবুদের গৃহে অযাচিতভাবে দীনহৃচিত্তে অতি নীচ সেবা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; কারণ হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাই ছিল তাঁহার ব্রত, তাহাতে কোনপ্রকার জাগতিক অভিমানের গন্ধও তিনি কোনদিনই আসিতে দেন নাই। এতৎপ্রসঙ্গে অরুণবাবু আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল মহাশয় বলেন যে, শ্রীপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ প্রভুর কৃপায়ই তিনি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার গৃহে শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ প্রভু এক সময় গমন করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের কথা কিছু বলিতে চাহেন। সেই সময়

তাঁহার চিত্ত শোকাকুল ছিল। তিনি ঐরূপ এক বালকের বাক্যে কথা শুনিয়া নিজের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন নাই এবং তজ্জন্য বিরক্ত হইয়া সচ্চিদানন্দকে সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র যাইতে বলেন। কিন্তু সচ্চিদানন্দ ঐরূপভাবে অনাদৃত হইয়াও বিন্দুমাত্র বিরক্তিভাব প্রকাশ না করিয়া প্রপতিবাবুকে হরিকথা শুনাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সুপতিবাবু বলেন যে, সচ্চিদানন্দের সেই অকৃত্রিম তৃণাদপি সুনীচ ভাব ও সহিষ্ণুতাগুণের দ্বারা তিনি বিজিত না হইলে আজ তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে কিছুতেই হরিকথা শুনান' যাইত না। সুপতি বাবু আরও বলিয়াছেন যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোক পড়িয়াছেন, তন্মধ্যে দুইটি শ্লোক জীবনভাবে সচ্চিদানন্দের আদর্শে দেখিয়া শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন—একটি "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা" শ্লোক, আর একটি—"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে" শ্লোক। পূর্ব্বে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাইনবোর্ডের সহিত তাঁহার বাহ্য সম্বন্ধ ছিল অর্থাৎ ঐ মঠ যে এরূপ শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর স্থান, সেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা যেরূপ তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দের সেবাও যে এরূপ সুন্দর, তাহাও তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানত্রয় ওঁ বিষ্ণুপাদপরম পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সচ্চিদানন্দ একটি গুপ্ত মহামণি। সচ্চিদানন্দ তাঁহার একজন শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকামী বন্ধু ছিলেন। সুপতি বাবু বলেন যে, তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন, কিন্তু তাঁহারা যে দান ও প্রতিদান করিয়া থাকেন, তাহা অন্তিমকালে কার্য্যকরী হয় না, কিন্তু তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ প্রভু অন্তিমের দিনের পাথেয় দিয়া গিয়াছেন—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের দ্বারে আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। সুপতি বাবু আরও বলেন যে, সচ্চিদানন্দ প্রভুর পদাঙ্কানুসরণ (ভৈরবিবিভূষিত সজ্জনবর সুপতি বাবুর নিজের উক্তি) করিয়া তাঁহার আদর্শে যেদিন তিনি তাঁহার নিজ-জীবন পরিচালিত করিতে পারিবেন, সেইদিনই তাঁহার পক্ষে সচ্চিদানন্দের অকপট স্মৃতিপূজা হইবে।

ইহার পর উপদেশক শ্রীযুৎ নিত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিদ্যারত্ন বি-এ মহাশয় বলেন যে, অনেকে সুকোমলমতি বালক-বালিকাদিগকে উন্নত ব্যক্তিগণের জীবন-চরিত পাঠের পরামর্শ দিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-লব্ধ এক একজন উজ্জ্বল রত্নের আদর্শ-পারমার্থিক জীবনের মধ্যে আমরা যে-সকল উপাদেয় অধ্যয়ন করিতে পারি, তাহার তুলনা নাই। সুকোমলমতি বালক-বালিকাগণও যদি এই সকল অত্যুজ্জ্বল আদর্শ অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহারাও জগতের সাধারণ মহাপুরুষগণের স্তর হইতে অনেক উচ্চ মহাপুরুষগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবে।

অতঃপর আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু বলেন যে, অনেকে বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন,—শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ প্রভু বাহ্যতঃ এই জগৎ হইতে চলিয়া গেলেও তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, লৌকিক নিয়মানুসারে তাঁহাকে শ্রীহীন করা হয় নাই; কারণ, 'শ্রী'-শব্দের অর্থ—শোভা, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-শোভা তাঁহার প্রকট ও অপ্রকট উভয় অবস্থাতেই সর্ব্বদা বিরাজিত। তাঁহার সেই হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার আদর্শ অনুসরণ করিতে পারিলেই সত্য সত্য আমরা আত্মমঙ্গল —পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিব।

অতঃপর শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তাঁহার সহিত সচ্চিদানন্দ প্রভুর প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ লৌকিক শিক্ষক ও ছাত্র-সম্বন্ধে প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, সেরূপ ধনী ও বিলাসি-গৃহের সন্তানকে তিনি যখন বহু বৎসর পরে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে উপদেশ-প্রার্থিরূপে দেখিতে পান, তখন কিরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং ক্রমে সচ্চিদানন্দের গুরু-পাদাশ্রয়ের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া মঠের কঠোর নিয়মসমূহ তাঁহার পক্ষে পালন করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহিত করিলেও হরিভজনে সচ্চিদানন্দের প্রবল সঙ্কল্প লক্ষ্য করিয়া যেরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন,—তাহা বর্ণন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সচ্চিদানন্দ তাঁহাকে প্রভুপাদসমীপে প্রেরণের জন্য গৌড়ীয়-সম্পাদককে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলে তিনি আচার্য্যাত্মজ প্রভুর নিকট তাঁহার পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। নিজের সহধর্ম্মিণীর অসুস্থতার ছলনা করিয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা গমন করেন

এবং সেই সময় অনেক দিন ধরিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ ও অন্যান্য ভক্তগণের নিকট হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ করিয়া লন।

আচার্য্যের কৃপা লাভ করিয়া চাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে প্রবল বহির্মুখতার নানাপ্রকার বৈচিত্র্যের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। নানাপ্রকার উপহাস, লোকগঞ্জনা এবং বহির্মুখতার বহুরূপী আক্রমণকে তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবলে অগ্রাহ্য করিয়া সেবার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। দেশাত্ম-বোধ, দেহাত্মবোধ বা সমাজাত্মবোধের পরিবর্ত্তে তাঁহার আশ্রমে মঠাত্মবোধ এবং মঠবাসিগণকে স্বজাতিবোধের দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অপ্রকটের কএকমাস পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দীর্ঘকালব্যাপী টাইফয়েড্ জ্বরে ভুগিতেছিল, কিন্তু সেই সময় তিনি একদিনও মঠসেবা বন্ধ করেন নাই। এমন কি, তাঁহার পুত্রের যে এই প্রকার কঠিন ব্যারাম, তাহা ঘুণাক্ষরেও তিনি মঠবাসিগণের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহার কোন বিশিষ্ট বন্ধু তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদির ভবিষ্যতের অধিকতর সংস্থানের জন্য জীবনবীমা করিবার পরামর্শ প্রদান করিলে তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, ঐরূপ আবেশের বন্দোবস্তের প্রতি মনোনিবেশ করিলে 'কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা'—এই বিশ্বাস হ্রাস হইবে; যদি জীবনবীমা করিতে হয়, তবে মঠের হরিসেবায় আনুকূল্যের জন্যই তাহা করা কর্ত্তব্য। সদ্গুরুদেব যদিও জাগতিক পাণ্ডিত্য অধিক অর্জ্জন করেন নাই, তথাপি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় তিনি যে দিব্যজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পরমার্থ-রাজ্যের অনেক উন্নত কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক আরও বলেন, জগতের অনেকেরই ত' মৃত্যু হয়, কিন্তু লোক-দৃষ্টিতে মরণের অভিনয়ে অমৃতের বার্ত্তা এ জগতে কয়জনে ঘোষণা করিয়া দিয়া যাইতে পারে? আজ তিনি এই জগৎ হইতে চলিয়া গিয়া আপনাকে অধিকতর প্রকাশিত করিয়াছেন, চাকার আবরণ-মোচনের সহায়তা করিয়াছেন। তিনি কোন বিশেষ সমাজ বা কুলে ভগবদিচ্ছায় আগমন করিলেও তাঁহাকে সেরূপ জাতীয়ত্বের গণ্ডিতে আবদ্ধ করিলে বিচারে ভ্রম প্রবেশ করিবে। অজ্ঞ লোকের নিকট সাধারণ পুষ্প ও সাধারণ জল বিষ্ণুপাদপদ্মে নিবেদিত পুষ্প বা নির্ম্মাল্য ও চরণোদকের সহিত সমান বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ সম্পূর্ণ পৃথক্। আমরা এখানে বীরপূজা, নায়কপূজা কিংবা প্রতীক উপাসনার ন্যায় পুতুল-পূজা করিতে সমবেত হই নাই, আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-বৃত্তির পূজা, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবকের সেবাপ্রাণতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে সমবেত হইয়াছি। ইহা শোক-সভা নহে, আমরা কোন পাপীর আত্মার কল্যাণকামনার জন্যও এখানে উপস্থিত হই নাই। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবকের বিরহ-স্মৃতি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবারই উদ্দীপক। যিনি আত্মার কল্যাণের পথে চলিয়াছিলেন, তাঁহার সেই আদর্শ সাধারণের কল্যাণকর,—ইহা আলোচনার জন্যই এই সভার অনুষ্ঠান।

ইহার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে এই বিরহ-সভার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া সদ্গুরু-সুহৃদ্গণের পার্ষিব ভ্রাতা-পিতা ও সহধর্ম্মিণীকে পুত্রের বা সহধর্ম্মীর আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীবাসবাসী শ্রীমুকুন্দ যেরূপ পুত্র শ্রীরঘুনন্দনের চরিতকথা দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

"রঘুনন্দন আমার পিতা হয়।
আমি তাঁর পুত্র, এই আমার নিশ্চয়।
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে।"

(চৈঃ ভঃ ম ১৫।১১৫-১১৬)

সেইরূপ বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক সদ্গুরুসুহৃদ্গণে সাধারণ পুত্র-বুদ্ধি ও শোক-মোহ পরিত্যাগ করিলেই তাহা পরম মঙ্গল-জনক ও পরমোন্নতি প্রদ বিষয় হইবে। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যেরূপ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রত্যেক পতিবিরহকাতরা সাধ্বীস্ত্রীর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ধ্রুবদেব পিতা হইয়াও পুত্রগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

ভবন্ত ন তাং স্বজনো ন স তাং
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা তাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স তাৎ
ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্।

(ভাঃ ৪।৯।১৮)

উপস্থিত মৃত্যুর হাত হইতে যাঁহারা উদ্ধার করিতে পারেন না, তাঁহারা গুরু, পিতা, মাতা, স্বজন, দেবতা বা পতি-পত্নীবাচ্য নহেন। সত্যসুহৃৎ প্রভু এই জগৎ হইতে চলিয়া গিয়া, কি প্রকারে অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় অর্থাৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই যে জীবনের একমাত্র ব্রত, তাহা জানাইয়া দিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহার অনুচরবর্গ পুত্রগণ সেইরূপ পিতার আদর্শ, সহধর্ম্মিণী সেইরূপ পতির আদর্শ এবং স্বজনগণ সেইরূপ আত্মীয়ের আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবন ধন্য করুন,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা ও অনুরোধ।

অতঃপর হরিসঙ্কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সুপ্রসন্ন বাবুর পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা আত্মীয়-স্বজনবর্গও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

উপক্রমণিকা

[:—২৯শে শ্রাবণ বুধবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব-দিবস। স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

(প্রথম দিবস)

"যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।
"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমস্ত স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

যে বস্তু আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাঁহার সান্নিধ্য-প্রাপ্তি ও তাঁর সেবায় নিযুক্ত হওয়া এখান হ'তে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় (ঐহিক) শক্তি তৎকার্য্যে (তৎপ্রাপ্তিচেষ্টায়) নিযুক্ত ক'রলেও আমরা সফল-মনোরথ হ'ব না। কারণ, আমরা সীমা-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রজীব, অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করতে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচনা ক'রতে গেলেও সেই অলোকজ বস্তুর কথা অকপটজনগম্য হয় না। তা' ছাড়া আমরা রোগ শোকাদির দ্বারা প্রপীড়িত, পরাপেক্ষা যুক্ত। ইহজগতে অন্য কেহ নাই, যিনি আমাদের এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার ক'রতে পারেন। একমাত্র শ্রীহরির পরমপ্রিয় নিজজন ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেউ দিতে

এক সময় শ্রীদাস গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—যাঁর প্রসিদ্ধ কৃপার দ্বারা নামের শ্রেষ্ঠতা, মন্ত্র, সচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পাদপদ্ম, শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রেষ্ঠপুরী শ্রীমথুরামণ্ডল, শ্রীবৃন্দারণ্য, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, কৃষ্ণক্রীড়াস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ড, এবং শ্রীরাধিকামাধবের অনুগ্রহ পেয়েছি, সেই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে নমস্কার করি।

যেহেতু আমি দেখ্‌ছি, "যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ" —সুর ও অসুরগণ যে দেবতার সন্ধান পান না, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত চিত্তে যাঁকে দর্শন করেন, বেদ সকল সামগানে যাঁর আরাধনা করেন, ব্রহ্ম-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দিব্য স্তবে যাঁর স্তুতি করেন, ক্ষুদ্র জীব আমার পক্ষে কি তাঁর অনুসন্ধান সম্ভব? কিন্তু শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় তাঁর প্রাপ্তি সম্ভাবনা হ'য়েছে। যে জিনিষটির কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়, তাঁর সম্বন্ধে নাম, মন্ত্র প্রভৃতি এতগুলি ব্যাপার যাঁর কৃপায় পাচ্ছি, তাঁর উপায় কি? তাতে আমরা জানি—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেম্নঃ পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

চৈতন্যদেব যে বিষয়ের মীমাংসা ক'রেছেন, তা'র বিরোধী বিচার জগতে থাকতে পারে না। জগতের

অন্যান্য মতবাদে নানা বিরুদ্ধমান চিন্তাস্রোতের মধ্যে আবদ্ধ। চেতনের ভাব উন্মেষিত হ'লে যে বিষয় উদ্ভাসিত হয়, তা' আমরা শ্রীচৈতন্যের কৃপায় পেয়েছি।

চৈতন্যদেব কোন্ কথা ভাগবত হ'তে সংগ্রহ ক'রেছেন? "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ।" "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্"—শাস্ত্রে যত রকম নিয়োগ আছে, সকল ব্যাপারের একমাত্র শেষকথা—ভগবানের আরাধনা। ভগবান্ পূর্ণবস্তু। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, যে কাল পর্য্যন্ত আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার—'কর্ত্তাহম্' অভিমান প্রবল থাকে, ততদিন পূর্ণের দিকে অভিধান ক'রতে পারি না। আমরা ভ্রান্ত হ'য়ে নানা রূপ কল্পনা করি এবং তত্তদ্রূপে আকৃষ্ট হওয়ায় অপূর্ণতারই ফল লাভ হয়। সুতরাং এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায়। তিনি কোন লৌকিক বাদ-প্রতিবাদ করেন নাই, পরমার্থ ব্যতীত অন্য কথায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, জীবের পরম মঙ্গলের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন নাই। তিনি বলেন—"আমের ছয় মন মোর মন বৃন্দাবন।"—তিনি বলেন, সকল আরাধনার একমাত্র আরাধ্য বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন। তা' মথুরেশ দ্বারকেশ বিচারে মাত্র আবদ্ধ নয়। তিনি ব্রজবাসীর উপাস্য—যাঁরা ব্রজে যেতে পেরেছেন, তাঁদেরই উপাস্য। তাঁদের সেবা 'নেতি নেতি' বিচারে—স্বানুভবানন্দ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নয়। কুত্রাপি প্রতিষ্ঠিত কোন অনিত্য বিচারই গ্রহণীয় নহে। ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আরাধ্য। যিনি সকল অবতারাবলীর মূল আশ্রয় অর্থাৎ বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি বৈভবাবতারসমূহ যাঁর অংশ-কলা, ইঁহাদের সকলের ভগবত্তা যাঁ' হ'তে, সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। বৃন্দাবনে তাঁ'র লীলায় পরম চমৎকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশ হ'য়েছে। যাঁ'রা সাধারণ কাব্যামোদী বা দর্শনামোদী, তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টায় আবদ্ধ না থেকে বৃন্দাবনে গোপীনাথের ক্রীড়াগুলি আমাদের আলোচ্য হ'ক। অগ্রজ বলদেব, শ্রীমাতাদি সখাগণের সেবা-বিচার যাঁ'র প্রতি বিহিত, রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদির সেবাগ্রহাতিশয্য যাঁর জন্য, গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-বাদুনৈকত্ত-কলম প্রভৃতিরও সেব্য যিনি, সেই নন্দনন্দনের ক্রীড়াগুলিই আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হ'ক।

যৎকিঞ্চিৎ-তৃণ-গুল্ম-কীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দরহিতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্দ্বুঃপ্রকটিতং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদ্যৈরপি সম্পূজ্যে তরিঃ সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে॥

কৃষ্ণের লীলার অনুকূল মুকুন্দরহিত বস্তুসকল আমাদের পরমপূজ্য হ'ক, প্রাকৃত তৃণ-গুল্ম-বিচারের ভেদত্ব আমাদিগকে গ্রাস না করুক, বহির্জ্জগতের বস্তুদর্শনের দ্রষ্টা হিসাবে তাহাদের ভোগকর্ত্তা আমি,—এই প্রকার যে সকল চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ গ্রাস ক'রেছে, অহঙ্কার-বিমূঢ় ক'রে যে দুর্ভেদ্যে আবদ্ধ রেখেছে, তা' হ'তে পরিত্রাণ নিজচেষ্টায় হয় না। কারণ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

ভগবান্ ও মায়া স্বতন্ত্র। ভগবান্ বাস্তব সত্য। মায়া নশ্বর-ধর্ম্মী। মায়ারচিত জগতের নশ্বর ধর্ম্ম বদ্ধজীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়।

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিৎ নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

লৌকিক দর্শনে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন দ্বারা জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে সেই সংগৃহীত জ্ঞানের উপর যে প্রত্যক্ষানুমান ও শব্দের বিচার করি, সে সবই আমাদের অমঙ্গলের হেতু। কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম বজায় রেখে যে বেদানুশীলন, তা' অপরা বিদ্যার অন্তর্গত।

যে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাপরা চেতি॥

পরা ব্যতীত যে বিদ্যা, তা' ভোগ্য বিদ্যা—অপরা বিদ্যা। তা'তে বিমূঢ় হ'য়ে যে অমঙ্গল বরণ করি, তা' থেকে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। বিরিঞ্চি-লোক পর্য্যন্ত অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। বিপশ্চিৎ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে, এটা নশ্বর। বর্ত্তমান দৃশ্য জগতের—চতুর্দ্দশ ভুবনান্তর্গত মানবের চেষ্টাধীন যে সকল ব্যাপার, তা' প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে প্রতারিত করে—বিনশ্বর-গর্ত্তে ফেলে দেয়,—"ভেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ" বিচার অনুধাবন ক'রলে জানা যায় যে আপাত দর্শন অনেকস্থলে বস্তুর প্রকৃত দর্শনে ব্যাঘাত করে।

ভগবানের অনুগ্রহ না হ'লে প্রকৃত দর্শন হয় না।

সুতরাং আমাদের বিচার করা আবশ্যক—আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়াক্ষেত্র—শ্রীধাম বৃন্দাবন। সেই নিত্যবস্তু কৃপা ক'রে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'লেই আমাদের মঙ্গল। সেখানে সেবা বিশ্ব এক, আর তাঁর পাঁচ প্রকার আশ্রয়জাতীয় সেবক। ইহজগতে সেবাবিমুখ হ'য়ে নিজে সেবাভাবে বিরাজমান হেতু কর্ত্তা-প্রতিষ্ঠা, কিন্তু তা'র মূল্য অল্পকণস্থায়ী। কর্ত্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয় পরিচালনার নানা বোধযুক্ত অবস্থা এসে আমাদের সর্ব্ব-নাশ করে। তাঁ'দের করুণায় আমাদের সকলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ঘটে, তাঁদের করুণার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। পঞ্চপ্রকার সেবকের সর্ব্বক্ষণ অখিল-রসামৃতমূর্ত্তির নয়নরঞ্জনকারী সেবা ব্যতীত ইতর চেষ্টা নাই। পরমহংসগণের ব্যতীত তাঁর সেবা আর কেউই বুঝেন না। এমন কি, স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব, যিনি সকল ব্যূহ, অবতার, অন্তর্যামী প্রকৃতির একমাত্র মালিক—মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত চতুর্ব্যূহতত্ত্ব, কারণ-গর্ভক্ষীর-বারিতে অবস্থিত পুরুষাবতারত্রয় এবং মৎস্যাদি বৈভব অবতার-সমূহ যাঁর অংশ, সেই বলদেব প্রভুরও সেবা—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। যাঁর ভগবত্তা হ'তে অন্যের ভগবত্তা প্রকাশিত হয়, সেই মূল পদার্থ স্বয়ং ভগবান্ই আমাদের একমাত্র আরাধ্য হউন।

ভগবানের পঞ্চপ্রকার সেবকগণের মধ্যে "ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"—ব্রজবধূগণ যে সেবা ক'রেছেন, তা'ই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, তাঁদের মত সেবা আর কেউ করেন নাই। যেমন উদ্ধব ব'লেছেন,—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।

শ্রুতিগণ বিশেষরূপে যাঁকে অনুসন্ধান করেন, সেই যে মুকুন্দ-পদবী, পরম দুস্ত্যজস্বার্থও যিনি সেবা, তাঁকে সেবা করবার জন্য গোপীজন স্বজন পরিত্যাগ ক'রতেও প্রস্তুত হ'য়েছিলেন। আমরা স্বজন পরিত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত নই—ব্রজে যাবার জন্য ব্যস্ত হই না। 'স্বজন' বলি যাদের, তারা [তাৎকালিক স্বজন। [স্বজনাখ্য ব্যক্তি-গণকেও গোপীগণ পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, তাঁ'রা আর্য্য-পথ (সভ্যসমাজে যে পথ গৃহীত হয়), তা' পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রে মুকুন্দপদবী গ্রহণ ক'রেছিলেন। ব্রজের গুল্ম-লতা-ওষধি-সমূহের মধ্যে অবস্থান ক'রলে গোপীপদরেণু লাভ ঘটে। বৃন্দাবনের তৃণগুল্মাদি চিন্ময়; সে সব আত্মজগতের কথা, অনাত্মজগতের কথা নয়; তা'দিগকে জড়ের বিচার-দ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে নেওয়া উচিত নয়। বৃন্দাবনের চিন্ময় ব্যাপারে ইহজগতের ব্যাপারের সাদৃশ্য থাকলেও উহা তা' নয়। ইহজগতের ভোক্তৃ-ভোগ্যাভিমানে যে জগদ্দর্শন হ'চ্ছে, তা'তে বৃন্দাবনের চিন্ময় বস্তুগুলিকে দর্শন করতে গেলে প্রাকৃত সহজিয়ার ধর্ম্ম হ'বে, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম হ'বে না।

"ব্রহ্মা কাচিদ্বপানলা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"—ব্রজ-বধূগণ যেরূপে কৃষ্ণসেবা ক'রেছেন,—তটস্থ হ'য়ে বিচার ক'রলে জানা যায়, সেইটিই সর্ব্বোত্তম। এটার প্রমাণ কি? না, শ্রীমদ্ভাগবতই অমল প্রমাণ। 'প্রমাণ' হ'লে অনেক কথা বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র ব'লে থাকেন; কিন্তু অপরা বিদ্যার অনুশীলনকারীর বিচার মলযুক্ত ব'লে তা' গ্রহণীয় নয়। এটা হ'চ্ছে পিপাসাতুরের নিকট দূরস্থিত জলাশয় ভ্রম—মরীচিকার জল-ভ্রান্তি। অর্থই নিত্য প্রার্থনীয়, অনর্থ তাৎকালিক, নানা ভ্রান্তি-উৎপাদক। বাস্তববস্তুই গ্রাহ্য, অবাস্তব গ্রহণীয় নয়। অনেকের বিচারে নির্ব্বিশেষবাদই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেটি সহজ—অশুদ্ধ; কিন্তু ভাগবত অমল প্রমাণ, ইহাতে অন্তর্নিহিত স্বার্থপরতা-মূলে আবরণের মৃদুলা ও মুহুলা রূপ জাল-জুয়াচুরী কৈতব নাই। পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠা-দ্বারা যাঁ'রা বেদের সংহিতা-ব্রাহ্মণ-উপনিষদাদির ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা অপস্বার্থপরতায় দীক্ষিত ব'লে তাঁদের প্রমাণ কৈতবযুক্ত; সুতরাং তাঁদের কথা গ্রাহ্য নয়।

ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" আমাদের আলোচ্য হউক। ভাগবতেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা হ'য়েছে—ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রয়োজন নাই, ভাগবতেই সব আছে, তাতেই সব পাব। "শুশ্রূষুভিঃ" ব'লে একটি বিশেষ ব'লেছেন; শুশ্রূষু অর্থাৎ সেবাধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তি। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া",—[ঘোড়ায়] সেবা ক'রলে

'সবিস্', কুকুরের সেবা ক'রলে 'ভালী', লোহার কাজ ক'রলে 'লোহার' বা 'কামার', স্বর্ণের কাজ ক'রলে স্বর্ণকার হ'ব, আর ভগবানের সেবা ক'রলে 'ভক্ত' হওয়া যাবে। জগতে যে-সকল কথা নিয়ে মনুষ্যজাতি ব্যস্ত, সেই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন পদার্থ-প্রয়োগাভিলাষী হ'য়ে 'ভাগবত'কে পণ্ডজ্ঞান না ক'রে ভাগবত হ'য়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু 'ভাগবত' হ'য়ে গেছি—ভাগবত প'ড়ে ফেলেছি মনে ক'রলে সর্ব্বনাশ। অনন্তকোটি জীবনেও ভাগবত পড়া হয় না। এটা পুতুল খেলা নয়—অভিনয় মাত্র নয়। ভগবৎসাহিত্য—বাস্তব-সত্যের সাহিত্য লাভ ক'রতে হ'বে—তাঁর সেবায় নিযুক্ত হ'তে হ'বে। আমি ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রবণকারী, আস্বাদন-কারী, চিন্তাকারী প্রভৃতি দুর্বুদ্ধি হ'লে সীমাবিশিষ্ট পদার্থের আলোচনা হ'য়ে যায়; ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হন। মায়াচিত ব্যাপারকে ভক্তি ব'লে কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র যোগাধিকার বা অন্যাভিলাষিতার বাস ক'রলে অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ হয় না। যতক্ষণ মুক্তে সেবো মনে করি, ততক্ষণ ভাগবতের কাছে যেতে পারি না। বৈয়াকরণ নিজবিচারোত্থ অনুস্বার-বিসর্গ-ওড়া ভাষাজ্ঞান—শব্দ-শব্দীতে ভেদবুদ্ধি নিয়ে ভাগবত পড়া হ'বে না। যাঁরা ২৪ ঘণ্টা ভগবৎসেবা কচ্ছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়তে হবে—"যাহ ভাগবত পঢ় বৈষ্ণবের স্থানে।" তাঁদের কাছে জানতে হ'বে ভাগবত কি জিনিষ, কোন্ কোন্ অক্ষরাত্মক হ'য়ে কোন্ কোন্ শাস্ত্রে ভাগবতের বিচার আছে; কোন্‌গুলি ভাগবতের কথা নয়, তা'ও বুঝা যা'বে।

এই ভাগবত কাহার প্রিয়, কি বস্তু, ইহাতে কিরূপ জ্ঞানপ্রসর হয়, জ্ঞানবিরাগভক্তিযুক্ত নৈষ্কর্ম্ম বিচার ইহাতে আছে কি না এবং ভক্তিসহকারে শ্রবণ-পঠন-বিচারণ-ফলে বিশেষ মুক্তি লাভ হয় কি না প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের সেবেই এই শ্লোকটী বুঝা হয়—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।

মদ্ভক্তি-দ্বারা বিমুক্তি বা বিশেষ মুক্তি হ'বে না। সেইজন্য 'ভক্ত্যা' অর্থাৎ ভক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক—এই কথা ব'লেছেন। কৃষ্ণ, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" একথা যে অর্জ্জুনকেই ব'লেছেন, তা'র পরে আর সেটার কোন ভুলা থাকবে না, তা' নয়। সেবাবৃত্তি সহকারে শ্রবণ ক'রতে হ'বে। অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্য-মিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" সেবোন্মুখ জিহ্বার অর্থাৎ ভক্তিমানের জিহ্বায় ও ওষ্ঠে স্বয়ং প্রকাশিত হ'বেন। স্বয়ংরূপ স্বয়ং প্রকাশ বস্তু এমন নন, যে অন্য কাহারও দ্বারা পরিচিত হ'বেন।

বেদান্তভাষ্যকার ব'লেছেন—"অনন্তকল্যাণগুণৈক-বারিধিবিবুদ্ধিজ্ঞানস্বরূপো ভগবৎপ্রিয়ঃ।

উহা রজঃসত্ত্বাদি গুণের কথা নয়। গুণাতীত, 'নির্গুণ' শব্দে যাঁকে ব'লেছে। তাহা এই গুণকে থামিয়ে দেওয়া নয়—অসদ্‌গুণ-নিরাসমাত্র নয়। হরির ক্রিয়াকে জ্ঞানকোটা ক্রিয়ার অন্তর্গত মনে ক'রলে 'অধোক্ষজ' বলা হ'চ্ছে না। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, বা অপরোক্ষ বিচারের অতীত অধোক্ষজের কথা। 'হরি' শব্দে মনুষ্যের ভাই, পিতা, চোর ইত্যাদি কোথোক শব্দ লক্ষ্য ক'রলে হবে না। 'নির্গুণ হরি' ব'ললে সিংহকে বুঝতে হ'বে না,—হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ। নৃসিংহ, মৎস্যাদিকে 'হরি' বলাই সঙ্গত। তাঁদিকে 'হরি' ব'ললে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের মল দূর হয়।

"প্রেমা পুমর্থো মহান্"

পুরুষের অর্থ—'প্রেমা'। মায়িকজগতের চিন্তাস্রোত বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা নিয়ে যাঁরা ব্যস্ত অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানপন্থী সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ বিচারমাত্র পরমপুরুষার্থ নহে। পরম-পুরুষার্থ—বাস্তব, তাহা নশ্বর অবাস্তব ছায়াবাজী নয়। জড়জগতের বাৎসল্য-প্রেম, বাৎসল্য-প্রেম ইত্যাদি চিন্তা-স্রোতে আবদ্ধ থাকা 'প্রেম' শব্দের লক্ষীভূত বস্তু নয়, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবদ্‌বস্তুর প্রীতি আকর্ষণ করাই 'প্রেম'।

"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।"

ভাগবত শ্রবণ ক'রে নিজে পাঠ করতে হবে। অন্যকে পাঠ করবে, আমি শুনে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করবো, তা' নয়। স্মরণাগ্রহে পরিপাক করতে হবে, অবিস্মৃতির বিচার করা দরকার। শুধু বিচার নয়, তৎসহকারে ভক্তি লাভ হ'লে বিমুক্তি হবে। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি বিমুক্তি নয়।

মুক্তিঃ প্রস্তরবাম্ পাদমুচে মহামুনিঃ।
গোতমং তং বিজানীথ যথাবিত্থ তথৈব সঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত অমল প্রমাণ। ইহাতে মলযুক্ত কথা প্রবেশ ক'রে পুরাণ হ'য়েছে তা' নয়। ইহা বিষ্ণুভক্তের প্রিয়, জগতে অন্য কোন বস্তু তাঁদের প্রিয় নয়, বিষ্ণু-পাদপদ্মই একমাত্র প্রিয়। নিত্যত্বের যাঁরা ভিক্ষুক, চেতনের, পূর্ণত্বের বিচারকারী যাঁরা, তাঁরা বৈষ্ণব। তাঁরা শ্রীমদ্ ভাগবতকে একমাত্র প্রমাণ ব'লে অবলম্বন ক'রেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে বেদশাস্ত্র আলোচনা করতে হবে। ঈশ-কেন-কঠাদি শ্রুতিসকল, ব্রাহ্মণ-সংহিতাদি, শিক্ষাকল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গ আলোচনা করা যাবে—যদি ভগবান স্বরূপপথে আসেন, নচেৎ অপরা বিদ্যা হ'য়ে যাবে।

"যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে"

পরম মলযুক্তজাতির চিন্তাস্রোতের জ্ঞান দ্বারা ভাগবত বিহিত হন না। তাহাতে অমল জ্ঞানের কথা আছে। অন্য পুঁথিতে সেরূপ "পরং জ্ঞানের" কথা নাই। যাতে নৈষ্কর্ম্মবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে। "বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেৎ" যাঁরা দেখছেন, তাদের নৈষ্কর্ম্ম হচ্ছে না। জ্ঞানবিরাগভক্তি

সহিতই নৈষ্কর্ম্য। ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছু করব না। ভক্তিতে যদি নির্ব্বিশেষবাদিতা এসে যায় তাহলে চিৎসাধিতা হল না। অন্যাভিলাষী যে ভক্তি করেন, তার কথা ভাগবতে বলেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা সুদূরস্থ ব্যক্তির যে সেবোন্মুখতা, তাহাই ভক্তি। অমুক ব্যক্তি বড় ভক্ত, কিন্তু জড়বিলাসী—এরূপ কথা সোনার পাথরবাটীর মত। জড়বিলাসযুক্ত ভাগবত পাঠ হলে তা'বিনিময়ে বিলাসযুক্ত পাঠ করাই ভাল।

মুখের ভাগবত পাঠ ও দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট জড় বিলাসীর ভাগবত পাঠ সম্পূর্ণ উল্টো কথা। এ প্রসঙ্গে "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" শ্লোকটি আলোচ্য। এক এক গ্রাস গ্রহণ করলে যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি অনুপাতে হ'তে থাকে, সেইরূপ ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্য একত্রে উদিত হয়। যিনি হরিতে আসক্ত, তিনি হরিতর পদার্থে বিরাগযুক্ত, কিন্তু কোন বিষয় প্রাপঞ্চিক বিচারে ছেড়ে যেন না। যেকাল পর্য্যন্ত না জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি উদিত হবে, ততদিন কর্ম্মপ্রবৃত্তি যাবে না। ভগবদ্বিতর বস্তুর সেবাকে 'ভক্তি' বলে না। দেবভক্তি, অধ্যাপক ভক্তি, বস্তুপদার্থের প্রতি ভক্তি—অন্য রকম কথা। ভজনীয় বস্তুর প্রতি ভক্তি হওয়া চাই, যাতে নিত্যত্ব আছে, আনন্দ আছে, খণ্ডিত নয়। যে পরিমাণে ভক্তি হবে, সেই পরিমাণে জ্ঞান বৈরাগ্য স্বতই উদিত হবে।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রার্থী কপটতাযুক্ত। শ্রীমদ্ ভাগবত চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তিসাধীর পাঠ্য নহে। তাহা পঞ্চমবর্গের নৈষ্কর্ম্য-দর্শনে লোলুপ ব্যক্তির পাঠ্য। আমরা ভাগবতালোচনায় অবকাশ দিচ্ছি কোথায়? ভক্তির দ্বারা তা'র আলোচনা হবে। নচেৎ ভোগীর অনুভূতিতে আমাদের বিপন্ন করবে। উপসংহারে বলতে চাই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করলে সেই বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায়, ব্রহ্মা-রুদ্রেন্দ্রাদিও যে বস্তুর অন্ত পান না। আর তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, যাদৃশ-রসে তাঁর সেবা হবে থাকে। তাঁর অবতারগণ পূর্ণরসের সেবা ন'ন। যিনি তাঁর সেবা করেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসবের প্রাত্যহিক সংবাদ

গত ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪২ ; ১০ই আগষ্ট, ১৯৩৫ শনিবার একাদশী হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসবের শুভারম্ভ ঘোষণা করিয়াছেন। পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-মুখে অধিবাস মহোৎসব সম্পাদন করেন।

প্রথম দিবস—১০ই আগষ্ট শনিবার। মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরবিনোদানন্দগৌড়ীয় জয়ধ্বনি-মুখে শ্রীমন্দিরে শ্রীপাদ জগদ্গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায় হইতে ১৩শ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ এবং শ্রীভাগবত শ্রবণ-সদন নাট্যমন্দিরে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীনারদ গোস্বামীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন-মুখে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ খড়্গপুর হইতে এবং শ্রীপাদ মহানন্দ ভক্ত্যালোক ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। অদ্য দপ্তর হইতে শ্রীপাদ বন মহারাজ তারযোগে জানান,—তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের জন্য Mr Schultz ও Beron Queth নামক দুইজন জার্ম্মাণ যুবকসহ আগামী ২৪শে আগষ্ট জেনোয়া হইতে ভিক্টোরিয়া জাহাজে রওনা হইয়া আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বে অবতরণ করিবেন, তথা হইতে রেলপথে ৭ই সেপ্টেম্বর নাগাদ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিবেন। আগামী নবেম্বর মাসে য়ুরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতা নির্দ্ধারিত আছে। সুতরাং তাঁহাকে বোধ হয় আবার শীঘ্রই লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ডাঃ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি-বিশারদ ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন।

অদ্য হইতে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর ঝুলনোৎসব আরম্ভ হয়; শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব সজ্জার দর্শনার্থ দলে দলে অসংখ্য দর্শকের সমাবেশ হইতে থাকে। সন্ধ্যার শুভসূচক নহবৎ বাদ্য আরম্ভ হয়। চতুর্দ্দিক হরিকোলাহলে মুখরিত।

দ্বিতীয় দিবস—১১ই আগষ্ট রবিবার। প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধ ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন এবং শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ১ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায় হইতে শ্রীসূত-শৌনক-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আগন্তুক অভ্যাগতের নশ্বরতা ও অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর উত্তরোত্তর শ্রীবিবর্দ্ধনের জীবন্ত উদ্দীপনা-প্রদানের জন্য পূর্ব্বাহ্নেই টেলিফোন-যোগে একটি নিরানন্দের সংবাদ পাওয়া গেল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (কেটি) এম্-এ, বি-এল্, এল্-এল্-ডি মহোদয় গত কল্য (১০ই আগষ্ট শনিবার) রাত্রিশেষে (প্রায় ৩ ঘটিকায়) মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। সংবাদ

প্রাপ্তি-মাত্রই মঠাধ্যক্ষ মহামহোপদেশক আচার্যোত্তম শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, ম: ম: শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ম: ম: শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীপ্রমুখ মঠের বহু ভক্ত সার দেবপ্রসাদের গৃহে তাঁহার পারত্রিক মঙ্গলের জন্য বিহিত কীর্ত্তনমুখে অধিক রাত্রে যোগদান করেন। তাঁহার গৃহে অবস্থান-কাল হইতে শ্মশান যাত্রা পর্য্যন্ত প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্তভাবে মহানন্দ কীর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রচুর ধন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদ শ্রীধাম মায়াপুরে প্রেরিত হয়। তজ্জন্য 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় তাঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে এক দিনের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের গৌরোহিত্যে মঠে শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী তাঁহার পরলোকগত পিতা পূর্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ মহাপ্রসাদ দ্বারা সম্পন্ন করেন।

অপরাহ্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং মঠের বারান্দায় উপস্থিত থাকিয়া শোভাযাত্রার শুভযাত্রা করাইয়া লেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া শ্রীপাদ আচার্য্যোত্তম প্রভু, অনন্তবাসুদেব প্রভু, অপ্রাকৃত প্রভু, ভারতী মহারাজ, শ্রৌতী মহারাজ, অরণ্য মহারাজ, সাগর মহারাজ প্রভৃতি সেবকগণের অনুগমনে উক্তমুখ শ্রীমঠ হইতে যাত্রা করিয়া বাগবাজার, অপার চিৎপুর, শোভাবাজার, নিমতলা, বরমাহাটা, ষ্ট্রাইকীচ, হ্যারিসন রোড, অপার চিৎপুর, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রতি বর্ষের ন্যায় এবারও যাইবার সময় শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দিরে এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে কমিশনার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে কীর্ত্তন হয়। শোভাযাত্রা মঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বারাণসী ঘোষ হইতে সেণ্ট্রাল এভিনিউএ আসিয়া পৌঁছিলে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বৃষ্টিকালেও ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তনোৎসাহ নিবৃত্ত হয় নাই। যেহেতু মেঘাচ্ছন্ন দিনকে তাঁহারা দুর্দ্দিন জ্ঞান করেন না, পরন্তু হরিকীর্ত্তন-বিরতিকেই দুর্দ্দিন বলিয়া জ্ঞান করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কৃষ্ণকীর্ত্তন নিবৃত্ত হইবার নহে। আমাদিগের কৃষ্ণকীর্ত্তনে রুচি-পরীক্ষার্থই কৃষ্ণ ঐরূপ বিঘ্নাদির অবতারণা করেন। ভক্ত ঐ সকল সাময়িক বিঘ্নদর্শনে কৃষ্ণসেবা নিরস্ত হন না। তাঁহারা কৃষ্ণের কৃপা ও বঞ্চনা-রহস্য অবগত আছেন।

নটবেষকগণ ব্যতীত ধর্ম্মিষ্ঠারী, বিদিরপুর, ওলাইচণ্ডী প্রভৃতি কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে হিন্দুস্থানী, উৎকল-বাসী ও বাঙ্গালী অন্যান্য কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিচিত্রবর্ণের পতাকাসমূহ শোভাযাত্রার এক অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল।

এই দিবস সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ রাসবিহারী এভিনিউ হইতে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত বাহাদুর (অবসর-প্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার বেঙ্গলপুলিশ) ও রায় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মিত্র বাহাদুর (ইঞ্জিনিয়ার) এবং ল্যান্সডাউন রোড হইতে রায় শ্রীযুক্ত পরমবিষ্ণুনারায়ণ রায় প্রাক্ত এম্-এ বেদান্ত ভূষণ ভুবনমঙ্গল নবোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে কিছু হরিকথা-প্রবণাভিলাষী হইয়া আসেন। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট হরিকথা বলেন। "অনন্তে বা বিনষ্টে বা তর্কাচ্ছাস্ত্রবলাবলে। অবিচিন্ত্যমহিশ্চর্য্যা হরিরেব হি বিদ্বদ্বরেণ", "নন্দ, সুদুর্ল্লভমিদং বহুজন্মবাদে" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যা-মুখে প্রভুপাদ বলেন,—"পঞ্চাদি জন্মে কৃষ্ণানুসন্ধানের কোন প্রয়োজনীয়তাই বিচার্য্য হয় না, দেবাদি জন্মেও অন্যান্য ভোগ-সুখোন্মত্ত থাকায় সুবিধা খুঁজিবার আবশ্যক না হওয়ায় শ্রবণাদির কোন প্রয়োজন বোধ হয় না। মনুষ্য জীবনে নানা দুঃখ-ক্লেশে প্রপীড়িত থাকিতে হওয়ায় সুবিধা অন্বেষণের প্রয়োজন হয়। সুবিধা খুঁজিতে গিয়া ভাগ্য ভাল ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হইলে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই শ্রেয়: বলিয়া বিচার্য্য হয়। হরিজনের বিচারেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। 'রাস' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কৃষ্ণের নবতাদি অবতারের রাসের সহিত কৃষ্ণরাসের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে হইবে।" শ্রীরূপগোস্বামীর 'বেণুগীতস্তবে' প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং "Hints on the study of Sreemad Bhagabatam (শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের সঙ্কেত) বলিয়া গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সকলশাস্ত্রশিরোমণি অমল প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতকে পদস্খলনে পরিণত করিবার দুরভিসন্ধিতে ভাগবতের নানা-প্রকার অপব্যাখ্যা হইতেছে। আগামী বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য।" প্রভৃতি কথা-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব-বর্ণন-মুখে ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণ ও চতুঃশ্লোকী আলোচনা করেন।

পরলোকে স্যর দেবপ্রসাদ

গত ১০ই আগষ্ট শনিবার রাত্রিশেষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের এক জন পৃষ্ঠপোষক ও বান্ধব, ভারতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ডাক্তার স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ব্রহ্মবর্চ্চস (ডুরিয়র, কেটি, সি-আই-ই, এম্-এ, ডি-এল, এল্-এল্-ডি) মহোদয় তাঁহার কলিকাতা হরিসভার ভবনে প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াণে আজ গৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ বিশেষ ব্যথিত। তিনি কিছুদিন হইতে দুষ্টকালোচিত রক্তচাপাধিক্য-রোগে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই তাঁহার রোগমুক্তির জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিলেও ভগবদিচ্ছা বলবত্তরা, ভগবান্ তাঁহাকে লোকান্তরে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার ইহজগতের সঙ্গ হইতে চিরবিচ্যুত করিয়াছেন। স্যর দেবপ্রসাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, মঠাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ এবং নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি প্রভুপাদের শ্রীমুখে অজস্রপূর্ব্ব গৌড়সিদ্ধান্ত-শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করিতেন। জগতে তাঁহার বিদ্যার গৌরব যেভাবেই প্রকাশিত থাকুক না কেন, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীতে শ্রদ্ধাই আমরা তাঁহার প্রকৃত বিদ্যাবত্তার পরিচয় বলিয়া জানি। গত ১২ ই শ্রাবণ (১৩৩৮), ২৮শে জুলাই (১৯৩১) রবিবার অপরাহ্ণে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলের বিদগ্ধমণ্ডলিসমন্বিত বিরাট্ সভায় 'গৌড়ীয়-সম্পাদক বেদান্ত 'গৌড়ীয়গৌরব' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন, তখন এই স্যর সর্ব্বাধিকারী সেই সভার সভাপতিরূপে বৃত হইয়া তাঁহার অভিভাষণে উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছিলেন—"আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বারা গৌড়ীয়-সাহিত্য-দর্শনের দ্বার উদ্ঘাটিত হ'ল। ● ● বিদেশে নাম-প্রচারের আয়োজনের সূচনার কথা—যাঁরা গৌড়ীয়মঠের বক্তা ব'লছেন, তা' আরও বিপুল-ভাবে হওয়া আবশ্যক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শিল্পের সাহায্যে দেশ-কাল-পাত্রকে মহাপ্রভুর নাম-প্রচারের সেবায় নিয়োগ কর্‌বার আদর্শ-প্রদর্শন ক'রেছিলেন। সেই নাম-প্রচার-কার্য্য বাণ্ডীয় পোত, এরোপ্লেন প্রভৃতির সাহায্যেও হওয়া আবশ্যক। ● ● গৌড়ীয়ের লুপ্ত গৌরব যদি পুনরায় ফিরিয়ে আন্‌তে হয়, তা'হ'লে এরূপ ভাবেই প্রচার এবং এ অপেক্ষা আরও অধিক প্রচারের আয়োজন হওয়া আবশ্যক। ● ● ● গৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা গৌড়ীয়-গৌরব বিশেষভাবে প্রসারিত হ'চ্ছে ও হ'বে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লুপ্ত বৈষ্ণবগ্রন্থের উদ্ধার ক'রেছেন, আরও বৈষ্ণবগ্রন্থ লুপ্ত আছে, সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা ● ● ● উহাদেরও উদ্ধার হওয়া আবশ্যক। ● ● ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে বৈষ্ণব জগতের যা' ক'রে গিয়েছেন, বৈষ্ণব জগতে আজও তা'র উপলব্ধি হয় নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যুগধর্ম্মই জাগিয়ে দিয়েছেন, তিনি এ সম্বন্ধে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে যে ব্যবস্থা ক'রেছেন, তা' যথেষ্ট।" ● ●

সর্ব্বাধিকারী মহোদয় মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া বা মঠের বহু সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া এবং মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারকার্য্যে সবিশেষোৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। তিনি কএকবার তাঁহার গৃহে শ্রীল প্রভুপাদের পদধূলি পাইয়া ও তাঁহার শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের পাশ্চাত্যে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের জন্য প্রচারক-প্রেরণের সঙ্কল্প শ্রবণে তিনি এত অধিক উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য। পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর নিকট তিনি একাধিকবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয়ের সারবত্তা ও সর্ব্বোত্তমতা-সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা-সূচক পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছেন।

এই মহাত্মা শ্রীধাম মায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থলী জ্ঞানে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভুর নাম-ধাম-প্রচারে তাঁহার উল্লাস ও উৎসাহ-দর্শনে গত ৪৪৭ গৌরাব্দে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে সন্তুষ্টচিত্তে গৌরাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ "ব্রহ্মবর্চ্চস" এই পারমার্থিক উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন। জাগতিক বিদ্যাসৌরব-প্রকাশক সমস্ত উপাধি অপেক্ষা তিনি এই পারমার্থিক উপাধিকেই পরমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরমার্থানুরাগ, শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকে অত্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস এবং গৌড়ীয়গৌরব শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে উৎসাহ-স্বরূপে অঞ্জলিবেষ্টনই আমাদের আজ তাঁহার স্মৃতিতর্পণ'। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যাশীর্ব্বাদভাজন হইয়া তাঁহাদের মনোহভীষ্ট সেবাতেই তাঁহার আত্মার উল্লাস বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা। তাঁহার দুই উপযুক্ত পুত্র, তিন কন্যা, সাধ্বী সহধর্ম্মিণী এবং পৌত্রপৌত্রী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ আজ তাঁহার বিরহে বড়ই কাতর হইয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারাও স্যর দেবপ্রসাদের অভীপ্সিত শ্রীচৈতন্যচরণানুগতো পরমার্থ-জীবন যাপন করিয়া দেব-প্রসাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখুন।

দেবপ্রসাদের পুত্র কর্ত্তৃক তাঁহাদের পিতার অন্ত্যেষ্টক্রিয়া শুদ্ধভক্তগণের মুখ-নিঃসৃত কীর্ত্তন-মুখে সম্পাদনের বিচার সত্য সত্যই প্রশংসার্হ হইয়াছে। রবিবার প্রাতে সর্ব্বাধি-কারী মহোদয়ের লোকান্তর-গমনের সংবাদ-প্রাপ্তি-মাত্র শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় তদীয় সেবকবৃন্দ হরিসেনে উপ-স্থিত হইয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তন আরম্ভ করেন এবং শ্মশানে চিতারোহণ পর্য্যন্ত তাঁহারা অবিশ্রান্তভাবে হরিকীর্ত্তন করিয়া স্যর দেবপ্রসাদের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করেন। মৃতের প্রতি জাগতিক লোকের শোচনা প্রদর্শন বা সমবেদনা জ্ঞাপনেরই অন্যতম সংস্করণরূপে গৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তন নহে, আত্মার-নিত্যমঙ্গল-কামনায় হরিস্মরণ-মুখেই গৌড়ীয়ের সহানুভূতি-প্রদর্শন। আমরা শুনিয়া আনন্দলাভ করিলাম যে, গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্ত-মুখোচ্চারিত কীর্ত্তন ব্যতীত অপর কোন তাড়াটিয়ার কীর্ত্তন স্যার দেবপ্রসাদের পুত্রগণ অনুমোদন করেন নাই।

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৭ই ভাদ্র, ১৩৪২ ; ২৪শে আগষ্ট, ১৯৩৫ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

তাং—১০শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ; স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

(দ্বিতীয় দিবস)

আবদ্ধদীলাময়বিগ্রহায় হেয়োডদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

আমরা গতকল্য শ্রীমদ্ভাগবতের কথা ব'লতে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম। তা'তে ৪টী বিষয় আলোচিত হ'য়েছিল। একটী—ধর্ম-অর্থ-কাম—ভোগের এই ত্রিবিধ ফল এবং মুক্তি বা মোক্ষ—বন্ধন হ'তে মুক্তি—অশান্তির হাত হ'তে পরিত্রাণ-লাভরূপ ত্যাগের ফল—চতুর্বর্গ প্রার্থনা ; আর একটী কথা পঞ্চম পুরুষার্থ 'প্রেমা'। চতুর্বর্গের প্রার্থনায় যা'রা মত্ত, তা'রা ভাগবত প'ড়ে ফল পান না। 'প্রেমা' অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতিলাভই যা'দের প্রয়োজনীয় বিষয়, তা'রাই ভাগবত-পাঠের ফল পান। 'প্রেমা' সর্বশ্রেষ্ঠ বড় জিনিষ ব'লে [illegible] হ'লে ভাগবত পড়ার আবশ্যক হয়।

আমরা পাঁচ প্রকার ভক্তির অঙ্গ প্রধান ব'লে মহাপ্রভুর মুখে শ্রবণ ক'রেছি :—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥"

ঐগুলিই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। এই পাঁচের অল্পসঙ্গ হ'তেই তখনীয় বস্তুর অনুশীলন ক'রতে পারি। পাঁচের অল্পসঙ্গ-প্রভাবে ভগবদ্বস্তুর লাভ ঘটে। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে ভাগবত-শ্রবণ ব'লে একটী কথা প'ড়েছে। এখন এই শুনে লোকের বেশী কি লাভ হবে, কি প্রয়োজন সিদ্ধ হ'বে—এসমস্ত পূর্ব্বপক্ষের আলোচনা হওয়া আবশ্যক—বিষয়টী ভাল ক'রে জানা দরকার।

অতি পূর্ব্বকালে জীবের হৃদয়ে উপাসনার বিচার ছিল, তা'রা উপাস্যবস্তু-নির্ণয়ের প্রয়োজন বুঝ্‌তো। কিন্তু কালে

দেখা যায়, সকলের উপাস্য, আরাধ্য এবং উপাসনা বা আরাধনা এক নয়; তাঁদের অনেকগুলি গন্তব্য স্থান, প্রাপ্য বস্তুও রকম রকম। এজন্য বহু দেবতার উপাসনা প্রচলিত হ'ল। অতি প্রাচীনকালে 'হংস' ব'লে একটি মাত্র জাতি ছিলেন। তাঁরা এই জগতে বাস ক'রে ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের উপাসনা, সূত্রের পূজা ক'রতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরাই 'পরমহংস' অর্থাৎ পরমার্থপথের পথিক ব'লে আখ্যায়িত হ'তেন। পূর্বে বৈষ্ণবগণের নাম ছিল পরমহংস। ভাগবত-সম্প্রদায়ের অতি পূর্বকালের কথা আলোচনা ক'রলে আমরা এই 'হংস' ও 'পরমহংসের' কথা জান্‌তে পারি। এঁদের পদ্ধতি ছিল—একায়নপদ্ধতি। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ সেই প্রাগ্‌বৈদিকযুগেরও আলোচ্য বিষয় ছিল ব'লে শ্রীমদ্ভাগবতকে পারমহংস্য বা পারমহংসী সংহিতা, সাত্বত সংহিতা প্রভৃতি বলা হয়। 'সংহিতা' অর্থে সঙ্কলিত গ্রন্থ, পরমহংসগণের আলোচ্যবিষয় সংগৃহীত হ'য়েছে যাতে। একায়নীদিগের মধ্যে পাঁচ জনের কাছ থেকে যে জ্ঞান সংগ্রহ হ'ত, তা'কে 'পঞ্চরাত্র' বলা হয়। পুরুষ, হয়শীর্ষ, নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থ।

ভগবানের উপাসক 'ভাগবত' ব'লে প্রসিদ্ধ। যে সময়ে শ্রীব্যাস সরস্বতীতীরে শ্রীশুকদেবকে ভাগবত অধ্যয়ন করান নি, সে-সময়ের কথা ব'লছি। সে-সময়ও 'পারমহংসী সংহিতা', 'সাত্বত সংহিতা' প্রভৃতি কথা আমরা ব্যাসের লেখনী হ'তে পাই। বেদের অর্থ পুরুষার্থ বেদব্যাস পুরাণ রচনা করেন। পুরাণে প্রাচীন কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতকেও ব্যাসরচিত পুরাণবিশেষ বলা হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত একায়নপদ্ধতির একমাত্র গ্রন্থ, ইহাকে পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থও বলা হয়।

একায়ন-শুক্ল ও বহ্বৃচ-শাখাগুলি—এই দুই প্রকার বেদের শুক্ল-শাখা। চ্যবনগোত্রীয় ঋষিগণ বহ্বৃচ-শাখাবলম্বী, অচ্যুত-গোত্রীয়গণই একায়নপন্থী। বহ্বৃচশাখা একায়ন শুক্ল হইতে স্বতন্ত্র। একায়ন পদ্ধতিতেই পূর্ণ সময়য় বিচার ও একপথের বিচার। সত্যযুগে যে কথা ভাগবত ব'লেছেন, সেই কথার বিচার ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে এলে বেদবিভাগ ও বর্ণবিভাগাদি আরম্ভ হয়। একপাদ-ধর্মকল্পে বেদ বিভক্ত হইয়া ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি সংহিতা, উপনিষদ্ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বৃত্তবিচারে বর্ণবিভাগ হ'য়েছিল। ত্রেতার পূর্বে বর্ণবিভাগ ছিল না, সকলেই এক হংসজাতির অন্তর্গত ছিলেন।

নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যাঁরা পরমার্থপথে অগ্রসর হ'তেন, তাঁরাই পরমহংস। বৈষ্ণববিদ্বেষী মত ক্রমশঃ প্রবল হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ঋক্-সামাদি বেদবিভাগ ও হংসজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ আরম্ভ হয়।

আদি প্রারম্ভিক কথা বল্‌ছি। হংসজাতি কাশ্যপহ্রদের (কাস্পিয়ান সি) নিকট এশিয়া নামক স্থানে বাস ক'রে 'আর্য' ব'লে অভিহিত হন। অন্যান্যদেবের উপাসনার প্রত্যক্ষবিচারে অবস্থিত হ'য়ে বিষ্ণুর উপাসনাকে তাঁহারা মনে করেন। বিষ্ণু হ'তে সমস্ত ঈশ্বর-জ্ঞান ক'রে ঋক্, সাম, যজু প্রভৃতি সংহিতাগ্র গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উল্লেখ এবং উহার উপাসনাকাণ্ডে ঐসকল দেবতার স্তবাদি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের বিবরণ শ্রবণ কর্‌বেন যাঁ'রা, তাঁ'দের এসমস্ত কথার দরকার আছে, নতুবা শ্রীমদ্ভাগবতে নবাকাঙ্ক্ষিত মধ্যযুগীয় প্রবন্ধমাত্র প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। একায়নপদ্ধতিরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র বেদ। উপনিষদে একায়ন, মহাভারত, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। ভাগবতের প্রাক্ ইতিহাস অর্থাৎ প্রাগ্‌বৈদিকযুগের ইতিহাস আলোচনা ক'রলে জানা যায় যে, ঋগ্‌বেদের পূর্বেও মানব-জাতি সত্য উপাসক ছিলেন, তাঁরা একায়নপথাবলম্বী হ'য়ে সহজ বিষ্ণুভক্তি বা বৈষ্ণবতার বিচারেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ত্রেতার প্রারম্ভে স্থানে স্থানে একায়ন বিচার হওয়ায় বেদবিভাগ ও বেদাঙ্গাদির প্রচার হয়। পূর্বে 'একায়ন', 'পঞ্চরাত্র', 'সাত্বত' প্রভৃতি শব্দ ছিল। একায়নের কথা এখন ন্যূনাধিক বর্ত্তমান ইতিহাসে বিলুপ্ত। উহা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হ'লে জানা যায় যে, প্রাগ্‌বৈদিকযুগে বিষ্ণুভক্তির কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না, ত্রেতারম্ভ হইতেই অন্যান্য কথা বিস্তারলাভ ক'রেছে। আমাদের এদেশে কিছুকাল পূর্বে যে কেবল বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বাস কর্‌তেন, তা' নয়। সাত্বতব্রাহ্মণেরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুভক্তির কথাই প্রবল ছিল। তাঁদের বংশধর এখন 'সাত্বতী' কথা থেকে তাঁর অপভ্রংশ 'শাত্বত-শতী' বা শাত্বতী ব'লে আপনাদিগকে পরিচয় প্রদান করেন। কান্যকুব্জ হ'তে পঞ্চব্রাহ্মণ আস্‌বার পূর্বে বঙ্গে, সাত্বত বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ বাস কর্‌তেন। প্রত্যক্ষ ঋক্-

বিচারপর বৌদ্ধরাজগণের প্রবল পরাক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ন্যূনাধিক স্তম্ভীভূত হয়। নানাযোনি অভিক্রম ক'রেও ভগবৎকৃপায় সেই পুরাতন বৈষধর্ম্ম পুনরায় প্রচুর পরিমাণে আলোচনা হ'চ্ছে।

'পুরাণ' ব'লে যাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করেন, তাঁরা প্রাগ্-বৈদিকযুগের সারজ্ঞ-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কি আলোচনা ক'রতেন, তা'র আলোচনা করুন্। পুরাণ বা পঞ্চরাত্রান্তর্গত অকৃত্রিম বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবত নাসিকাকুঞ্চনের বস্তু ন'ন। শ্রীনারায়ণ ঋষি নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, ব্যাস আবার শুকদেবকে এই ভাগবতী কথা বলেন। ব্যাসের সমাধিপ্রাপ্ত আসনে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম বৈঠক ব'সেছিল। শ্রীশুক সেখানে ভাগবতের আলোচনা ক'রেছিলেন। সেই সময় হ'তেই 'ভাগবত' শব্দের প্রয়োগ, তৎপূর্ব্বে পরমহংস, সাত্বতগণের আলোচ্য পারমহংসী, সাত্বতসংহিতা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আমরা ইতিহাস আলোচনার সময় পাই।

সাতটি কল্পে ব্রহ্মার সাতটি জন্ম হ'য়েছিল। আমাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় তা' বিশেষরূপে বর্ণিত আছে,—মহাভারতেই একথা আছে। বর্ত্তমানে যে শ্রীমদ্-ভাগবতগ্রন্থ প্রচারিত আছে, তা'তে প্রাগ্বৈদিকযুগের উপাসনা-প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। বৈদিকযুগের অর্থাৎ সত্যযুগের পরবর্ত্তীসময়ে ঋক্, সাম, যজুঃ—এই বেদত্রয়ীতে যে সমস্ত বিচার-প্রণালীর কথা আছে, তা' আমার সূক্ষ্মভাবে সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদাদিতে আছে, তা'তে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথাই বলা হ'য়েছে। তবে ক্রমশঃ মানবের উপাসনার চিন্তাস্রোত যেরূপ, তা'তে যজ্ঞবরাহাদি অবতার-ক্রমে বুদ্ধ ও কল্কির আবির্ভাব। বুদ্ধের সময় থেকে বেদবিরোধী বিচার প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে, কল্কির সময় তা' থাকবে, বৌদ্ধিগের রাজার পরে একটি (বুদ্ধ) হ'য়েছেন, আর একটি (কল্কি) হ'বেন। ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তের বশবর্ত্তী হ'য়ে বিষ্ণুর এই সকল অবতার-প্রাকট্য। এঁরা নিত্য বৈকুণ্ঠে আছেন। কিছুকালের জন্য আমাদের প্রতি কৃপালু হ'য়ে তাঁ'দের এদেশে আসা বা জীবহৃদয়ে অবতরণই—অবতার। কিন্তু তাঁদের অপ্রকটলীলা-ভূমিকা পার্থিব প্রাকৃত জগৎ-ভূমিকা নহে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে কোন প্রকার অবস্তুতা আরোপিত হ'তে পারে না। যাবতীয় অবস্তুতা ঐহিক সৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ। হিরণ্যকশিপু নিত্য বৈকুণ্ঠে নাই। তবে তা'র ভাব সেখানে নিত্য থেকে বিষ্ণুকর্ত্তৃক নীলাপোষণ জন্য তা'র ভাববিগ্রহ পরিজ্ঞাত হ'তে হয়। হিরণ্যকশিপু এদেশের অচিৎ পার্থিব ত্রিগুণান্তর্গত পদার্থবিশেষ, সেদেশে লীলা-পুষ্টি জন্য তত্তচ্চিন্ময়ভাবনায় বর্ত্তমান; তথায় জড়াধিষ্ঠান নাই। প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা ব'লে দুটি কথার বিচার আছে। প্রকটলীলায় জড়জগতে বৈকুণ্ঠাবতার-সমূহের প্রাকট্য হ'লেও অপ্রকট বৈকুণ্ঠে তাঁরাও পূর্ব্বভাবে আছেন। এটা অচিজ্জগৎ, উহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূমিকায় পার্থক্য-বিজড়িত হ'য়ে এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। সেখানে কোন অনুপাদেয় অবস্তুবিরোধি-ধর্ম্ম নাই। সব ভাবই তথায় আছে, কিন্তু তাতে বৈচিত্র্যদর্শনের প্রকটের ন্যায় প্রেমের অভাব নাই, প্রত্যেক কার্য্যই বিষ্ণুর প্রীতিজনক; অচেতন, অপূর্ণ ও আনন্দবাধাময় নহে। বিরোধ, অভাব, অনুপাদেয়, ক্লেশ, পরিচ্ছিন্নের অবস্তুতা আপেক্ষিকতা ব'লে কোন কথা বৈকুণ্ঠরাজ্যে নাই। এই দুষ্প্রাপ্য বৈকুণ্ঠ-কথা বলার ও শ্রবণের জন্যই গৌড়ীয়মঠের শ্রবণ-সদন-নির্ম্মাণের প্রয়োজন হ'য়েছে। স্থানে স্থানে শ্রবণ সদন নির্ম্মাণ করা হ'চ্ছে, যা'তে ক'রে ভাগবতের কথা লোকের কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়ে অন্য কথায় বৃথা শ্রদ্ধা যেন যায়। কেউ বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্ববারগণের আলোচ্য পুঁথি, উহা স্বাধ্যায়-নিরতবিচারপর ব্রাহ্মণদিগের বিচার্য্য গ্রন্থ নয়। অনেকসময় আবার শুনি, কেউ কেউ মহাপ্রভুকে 'শচী-পিসির ছেলে'—এই পর্য্যন্ত সম্মান দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন, পুরাণের কথা বাজেকথা, আষাঢ়ে গল্প, পুরাণো কথা, ও কথা শুনে কি হ'বে। কেউ বলেন, ভাগবত বোপদেব-রচিত। যদি তা' হয়, তা'হ'লে যে বোপদেব ভাগবত রচনা ক'রেছেন, তাঁর কত বড় হওয়া উচিত, তা' একবার ভাগবতখানি বিচার ক'রে দেখলে হয়। ভাগবতবিরোধি-সম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ভাগবতকে যে ব্যাসের রচিত গ্রন্থ নয় ব'লে দোষারোপ করা হয়, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা তদুর্দ্ধ শতাব্দীর গ্রন্থ-বিশেষ ব'লে আধুনিকতা প্রমাণ ক'রে গর্হণযোগ্য করা হয়, তা'র মূল কারণ অনুসন্ধান শ্রবণ-সদনেই বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয় হওয়া দরকার। অন্যান্য জিহ্বাগ্রন্থবের নানা বিতণ্ডা, ভেকজিহ্বায় কোলাহল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হওয়া উচিত। সেজন্য অনেক সময় মনে করি, শ্রবণ-সদনে কিছু ভাগবত আলোচনা হোক্—বর্ত্তমানে যা'র মনোবৃত্তিক

উপস্থিত হ'য়েছে, তা'র প্রচুর পরিমাণে আলোচনাই আমাদের প্রধান দোষ। ভাগবতকে যেন পণ্ডশ্রম করা না হয়। সাংসারিক প্রয়োজন-সমাধানের উপায়রূপে সময় কাটাবার অঙ্গরূপ জ্ঞানে বা অর্থ বিনিময়ে ভাগবতশ্রবণের বিচার হ'লে তাতে ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি বা আশানুরূপ ফল হবে না। শুদ্ধ নারদভক্ত-শ্রবণকীর্ত্তনের মত বৃহত্ত্ব লক্ষ্য ক'রব, যত আলোচনা বাড়বে, যত বড় বড় টাউনহল, বড় বড় অট্টালিকা শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাগবতপ্রবচন-সদন হ'বে, ততই লোকের মঙ্গল হবে, সকলে হরিকথা আলোচনা ক'রবে, সমস্ত কলিযুগময় হ'য়ে যাবে—সেদিনই বিশ্ব পূর্ণ-সুন্দর হবে। মুক্তি যদি তাহারা বাঞ্ছিন, পরমার্থ-শিক্ষাসদনই ভাগবতমঠ। শিক্ষাশিরোমণি পরমার্থানুশীলন রাষ্ট্রীয় মঠের আর কোন কাজই নাই। ভক্তিমঠে ভগবৎ-সেবানুষ্ঠানবিনিমুক্তদেরই বাস করুন, সেবাবিমুখ বা সেবা-বিরোধীর এখানে প্রয়োজন নাই, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মি-জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তগণ এখানে যাদের সঙ্কুচিত বুঝতে না। ভক্তিমঠে পঞ্চরাত্রবিধিতে মন্ত্রদ্বারা বিবিধ উপচারে ঠাকুরের অর্চ্চন হয়, ভোগ হয়, ভগবদ্ভোগ্য বস্তু তাঁতে সমর্পিত হইলে তদুপযুক্ত বিচারে প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কাল্পনৈষ্কিকগণের আলোচ্য ভাগবতবিচার অনুসরণ ক'রে বৈদিক পণ্ডিতাভিমানিগণের বর্ত্তমান বিচার থেকে অবসর পাওয়া দরকার। ভগবানের কথাদ্বারাই সব সুবিধা হবে। এক ভাগবত মাত্র বজায় রেখে আর সমস্ত চিন্তা বাদ দিলেও চলবে। "কিংবাদনৈঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ণ-পঞ্চরূপে সমস্ত বিদ্বদ্ভগবান অবতারণা ক'রে তা'র সম্পূর্ণ অকর্ণণ্যতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন।

মানুষের ভাগ্য এত খারাপ হ'য়েছে যে, তা'রা 'বিদ্যা-সুন্দর' পাঠের স্থানে বা যাত্রবনিতাদিগের নর্ত্তনকীর্ত্তনস্থানে ভাগবত পাঠ লাগিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার গ্রহণ ক'রছে, যেন ভাগবতও তাঁদের ন্যায় অনর্থদ্বিকারিজনগণের ঐকান্তিক কর্ণরসায়নের বস্তু। মানুষের ভগবানের সেবাবিচার এতটা ক'মে গিয়েছে যে, শতকরা ৯৯.৯৯…পর্য্যন্ত বলিলেও ভ্রম হবে না। ভাগবতের কথাই যেন অনর্থ উৎপাদনের বা অনাদরের বস্তু (negligible)। কোথায় অন্য সব কথা বাদ দিয়ে শতকরা শতভাগই ভাগবতের কথা—নিত্যমঙ্গলের কথা প্রবল হবে, তা' না হ'য়ে উল্টো বিচার হ'য়ে উঠেছে। জীবের যাবতীয় সঙ্কীর্ণ বিচার থেকে যাক্। ভাগবতের কথা আলোচনা না ক'রলেই আমরা অন্যান্য বিষয়ে মন দিব, বিশ্ব ব'লে—সংসার ব'লে ব্যাপারগুলি উপস্থিত হ'বে। যাঁরা জন্ম-জন্ম ধ'রে ভগবৎ-প্রসঙ্গবিমুখ হ'য়ে সংসারে চাষ করা—অশান্তি ভোগ ক'রছেন, তাঁরা কি এখনও শান্তিলাভ করার জন্য চেষ্টা ক'রবেন না? প্রবৃত্তিমার্গে নানাপ্রবৃত্তি-দ্বারা চালিত হ'য়ে পদে পদে অশান্তি ভোগ ক'রতে হয়, একমাত্র ভগবৎ-কথাশ্রবণেই পরমা শান্তি লাভ হ'তে পারে, মনুষ্যজাতির একথা কি এখনও বিচার্য্য হবে না?

শ্রীব্যাস তাঁর পুত্র শুকদেবকে ভাগবত পড়িয়েছিলেন, যে শুকদেব সংসারে প্রবিষ্ট হন নাই। কত উদারতা সহ তাঁকে ভাগবতের কথা বলতে পেরেছিলেন—দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট না থাকায় বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ ক'রতে হয় নাই, এমন একটি শ্রোতা শুকদেব। ব্যাস শুকদেবকে বলবার পূর্ব্বে নারদ থেকে, নারদ আবার নারায়ণঋষি থেকে এই ভাগবত শুনেছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মদেবর্ষিবাদরায়ণ' ক্রমে অমৃতস্তরণারম্ভে যে কথা আছে, সেই একই কথা। শ্রীভগবানের নিজ উক্তি হইতে আমরা জানতে পারি,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ॥
কিং দেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ॥
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথা প্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥"

(ভাঃ ১১।১৪।৩৭-৭)

এই উক্তির কথাই কালপ্রভাবে প্রলয়ে বিনষ্ট হ'য়ে ছিল। ভগবৎকৃপাই আদিকবি বিরিঞ্চির নিকট বেদনামে পরিচিত ভাগবতধর্ম্ম সৃষ্টি-প্রারম্ভে কথিত হ'য়েছিল। তাঁহাদিগের হইতে—পিতৃগণ হইতে দেবদানব-গুহ্যকগণ মনুষ্য, সিদ্ধগন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্নর, কিম্পুরুষ-নাগগণ, রাক্ষসগণ, কিম্পুরুষগণ লাভ ক'রে স্ব-স্ব রজঃসত্ত্বতমোগুণজাত প্রকৃতিবিচারে বিচিত্র বিচারপূর্ণ বাক্যসকল ব'লেছেন।

বিভিন্ন প্রকৃতির অধিষ্ঠানক্রমে ভূতপতিগণের মধ্যে বিভিন্ন বেষবিচারে বিভিন্নতা এসেছে।

প্রথমে ভাগবতের কথাগুলি শ্রীশুক তাঁর ছাত্রজীবনে শয্যাগ্রাস ঘটে আলোচনা করেন। ব্যাস তাঁর অকৃতদার কুমারধর্ম্মী পুত্র শুকদেবকেই ভাগবত ক'রেছিলেন। তিনি আর সংসারে প্রবিষ্ট না হ'য়ে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায় বিবিধ শ্রোতা পেয়ে তাঁদের সেই কথা ব'ললেন। যিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হ'য়ে রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্ত ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হ'য়ে পরমার্থের জন্য পার্থিব শরীরত্যাগের ব্রত প্রদর্শন ক'রেছিলেন, এমন একজন ব্যক্তিকে শ্রীশুক ভাগবতকথা ব'লবার শ্রোতৃরূপে পেলেন। শ্রীব্যাস শুকদেবকে অত্যন্ত সাহসের সহিত—সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে "সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ শোচেয়ু স্ত্রীষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ" প্রভৃতি তীব্র কথা ব'লতে পেরেছিলেন। আবার শুকদেবও মহারাজ পরীক্ষিৎকে পরম সাহসে সেই কথা ব'লতে পেরেছেন। পরীক্ষিৎ তাঁর অধ্যাপক শুকের নিকট যা' শুনেছিলেন, তা' মজঃফরনগর জেলার অন্তর্গত শুকরতাল তুঘারহেড়ি বা তোপা নামকস্থানে। এখানেই ভাগবতের দ্বিতীয় বৈঠক হয়। তৃতীয় বৈঠক—নৈমিষারণ্যে। শৌনকাদি ঋষিগণ সূতগোস্বামীর নিকট ভাগবত-কথা শুনেছিলেন। সূত চারণশ্রেণীর লোক। পূর্ব্ব-ইতিহাস গান ক'রে বলার জন্য তাঁরা শিক্ষিত হ'তেন। আজকাল ঘটকেরা যেমন পূর্ব্বপুরুষের কথা বলেন, সেই প্রকার সূত শুকপরীক্ষিৎ সংবাদ ঘাটহারার ঋষির কাছে শুকস্থানে শ্রুতবাক্যসকল অভিনয়ের মত গান ক'রেছিলেন। ঋষিগণ কলি সমাগত দেখে দশদিগ্ব্যাপী এক যজ্ঞ আরম্ভ ক'রেছিলেন। ভগবদ্বিজ্ঞাসু শ্রীসূত সেস্থানে উপস্থিত হ'লে ঋষিরা তাঁকে ভাগবতবক্তৃরূপে বরণ ক'রেছিলেন। শ্রীসূত শ্রীশুকমুখে যে কথা শুনেছিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই আঠার হাজার শ্লোকের পাঠনকার্য্য আরম্ভ ক'রে দিলেন।

"শুশ্রূষন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।"

এদিকে কর্ম্মকাণ্ডীয়েরা বেদত্রয়ীর মধুপুষ্পিতবাক্যে আস্থর হ'য়ে বেদের আবশ্যায়ন, সাংখ্যায়নাদি শাখা নির্ণয় ক'রে তাই নিয়ে ব্যস্ত হ'লেন; সব চেয়ে বুদ্ধিমান্ ভাগ্যবান্ যাঁরা, তাঁরা সুপ্রাচীন একায়ন পদ্ধতি আশ্রয় ক'রলেন।

ভাগবত-সম্প্রদায়ের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। এক সনৎ-কুমার হ'তে আর এক ব্রহ্মনারদাদি অন্য গুরু-পারম্পর্য্যের কথা আপনারা শুনেছেন। ধরা যাক্ গঠিত শ্রীমূর্ত্তি—পরম ঐশ্বর্য্যময়ী মহালক্ষ্মী-পূজার বিধান থেকে যে অর্চ্চনপথ,—ঈশ্বরভাব যাঁর অনুগত, সেই পদ্ধতি সনৎকুমার হ'তে এসে পৌঁছেছে।

ভাগবতের বা বৈষ্ণবের আগের কথায় হংস পরমহংস সংজ্ঞা। ব্রহ্মার যখন জাতির বিভাগ হ'ল, তখন চাতুর্ব্ব ও অচ্যুতগোত্রীয়ের একটা পার্থক্য ছিল। যেমন আমরা ভাগবতে দেখ্‌তে পাই—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সদ্বীপৈকগুরুঃ।
অত্যন্ত ব্রাহ্মকুলাদব্রহ্মচ্যুতগোত্রতঃ।"

অচ্যুতগোত্র ভাগবত পরমহংসকুল, আর চাতুর্ব্বগোত্র ঋষিকুল। এঁরা উভয়েই পরম সম্মানিত। এঁদের উভয়েরই মধ্যে পরতত্ত্বের আলোচনা ছিল। যাঁদের পরতত্ত্বের কথা আলোচনা আছে, তাঁদের বাজনা দিতে হ'ত না, তাঁরা বিনাযুদ্ধে মঠমন্দিরে বাস করতেন। আলাদা ক'রে বিত্তসংগ্রহের প্রয়োজন হ'ত না। পৃথিবীতে সকলেরই কর্ত্তব্য স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ ও ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের সেবা করা। পৃথুমহারাজের সময়ে এই বিভাগ ছিল। তিনি সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। ঋষিবংশের কোন দম্ভ নাই। কিন্তু তাই ব'লে ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মণো-চিত আচারে প্রবৃত্ত হ'লে বড়ই কলঙ্কের কথা। পৃথুর সময় তা' ছিল না। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ বৈদিক আচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শ্রৌতগৃহ্যসূত্রানুসারে চল্‌তেন। আর অচ্যুত-গোত্রীয় বৈষ্ণবগণের পরমার্থানুশীলনই প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব কেউই ফৌজদারী বা দেওয়ানী কোন আদালতই করতেন না। ইহা আমরা ভাগবতে পাই। ভাগবতালোচনা ঋষিবংশের মধ্যেও ছিল। যখন সংহিতা বলা হ'য়েছে, তখন সংগৃহীত হ'য়ে, সর্ব্বত্র না হ'লেও, স্থানে স্থানে ইহার আলোচনা নিশ্চয়ই ছিল। কেন না আজও তিনিষটী রয়েছে। ভাগবতকে কেউ বলেন—উহা পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থ, পুরাণ নহে; কেউ আবার নেবীভাগবতকেই প্রাচীন ব'লে দাবী করছেন। ভাগবতের পক্ষের লোক ব'লে যাঁ'র পরিচয় দেন, তাঁরা আবার ভাগবতকে পদাশ্রয় ক'রে ফেল্‌তে চান। শ্রোতার রুচির অনুকূলে বিন্যস্ত হ'য়ে

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কখনও ভাগবতের সেবক হ'তে পারেন না।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা যাঁরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা হ'তে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত, ভাগবত তাঁদেরই আরাধ্য, তাঁরাই ভাগবতের আরাধনা জানেন। ভাগবতকে অর্থ-উপার্জন, পুণ্যসংগ্রহ বা দুঃখনিবৃত্তির লাওয়ারিশী মাল পর্য্যবসিত করা ভাগবতের সেবা নয়।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন জগতের দুঃখ জানলেন, তাঁর পরম প্রিয় সনাতন, রূপ, জীবগোস্বামিপাদ যখন জগতের দুঃখে দুঃখিত হ'লেন, তখন তাঁরা ভাগবতকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করতে রাজী ছিলেন। ভাগবতকে তালিকাদি, মাৎ, শ্রীধর, জাহরী, ভর্তৃহরি প্রভৃতি লিখিত বা অন্যান্য কাব্য বা পুরাণ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তভাবে, অথবা তাঁর (ভাগবতের) আলোচনাকে কালাপাহাড়ীয় ব্যবস্থাবিশেষে নিন্দিত হ'তে দিলেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের মধুরকোমল কান্তপদাবলীর আদর করলেন। জয়দেব মহাকবি অষ্টপদী গীতগোবিন্দ উৎকলদেশে বেশ প্রচার আছে, দক্ষিণদেশে কম, পশ্চিমে নাই ব'লেও হয়, বাঙ্গালাদেশে বহুল প্রচারিত। জয়দেব ভাগবতের কথা—কৃষ্ণের বৈঠকের কথা যাতে লিখিত আছে, তা' অবলম্বন ক'রে পরিশিষ্ট কথা বর্ণন ক'রেছেন। অনেকে জয়দেবের কথা বুঝতে না পেরে তাঁকে আদর করতে পারেন নি।

দক্ষিণদেশের কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীর হ'তে মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত' ব'লে গ্রন্থখানি পরমোপাদেয় গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে আনেন। এদেশে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দরায়ের জগন্নাথবল্লভনাটকাদি ছিল।

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দসনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥"
(চৈঃ চঃ ম ২।৭৭)

এই পাঁচ শ্রেণীর গ্রন্থ ও গীতি গৌরসুন্দরের পরম প্রীতি বিধান ক'রেছেন। এই ত' ভাগবতসম্প্রদায়ের অবস্থা। সাধারণ লোকে অর্থোপার্জ্জন, পুণ্যসঞ্চয়াদির জন্য ভাগবত পড়ে, ভাগবতপাঠকে মার্কণ্ডের সপ্তশতী পাঠেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করে।

আপনারা বোধ হয় কুলীনগ্রামীয় মালাধর বসু—গুণরাজ খানের নাম শুনে থাকবেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের কথাগুলি বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে পাঁচালী আকারে গ্রথিত ক'রেছেন। গ্রন্থখানির নাম "শ্রীকৃষ্ণবিজয়।" সেই গ্রন্থে উজ্জ্বলভাবে লিখিত আছে—

"নন্দনন্দনকৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"

মহাপ্রভু এই কথায় পরম প্রীতিলাভ ক'রে ব'লেছিলেন, "এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥"

হরিলীলা-নিগরিণী, মুক্তাফল প্রভৃতি ভাগবতের প্রাচীন টীকা আছে, শ্রীধরের বিজলিখিত টীকা আছে, মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি ৮।১০ জন ভাগবতের টীকা লিখেছেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের বীররাঘবাদি আরও দু'জন ভাগবতের ব্যাখ্যা ক'রেছেন। কেবল কেবলাদ্বৈতবাদীরা কেহই ভাগবতের টীকা লেখেন নাই। তাঁরা কেবল কপটতার দ্বারা ব'লে বেড়ান ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদের কথা আছে। কিন্তু আমরা ত' ভাগবতের কোথাও কেবলাদ্বৈতবাদ দেখি না। ভাগবত থেকে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করে, এরূপ ধরণের কোন ব্যক্তি ভাগবতের কথা লিখবে বা জানবে, ইহা কখনই সম্ভব নয়। মধুসূদন সরস্বতী নাকি একজন ভাগবতের পক্ষের লোক ব'লে অনেকে বলেন, কিন্তু তা' নয়; তিনি অদ্বৈতবাদী। অদ্বয়কপুতনাও কৃষ্ণের পক্ষের লোক ব'লে পরিচয় দিয়েছিল। কৃষ্ণ বাল্যলীলায় অঘবকাদি ১৮টি অসুর নিধন করেন এবং দ্বারকায় বাসকালে জরাসন্ধাদি আর ১৮টি অসুর ধ্বংস ক'রেছিলেন। অসুর-গণের কৃষ্ণকে ধ্বংস করাই প্রধান চেষ্টা, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেন। গীতা যদিও বৈষ্ণবদেরই পূজ্য গ্রন্থ, কিন্তু উহাকে পকারিতা আবহার লোক তাঁদের প্রধান পূজ্য বস্তু ব'লে নানা টীকা টিপ্পনী রচনা ক'রে বৈষ্ণবধর্ম্মের সরল বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ ক'রছে। ভাগবতকেও ঐ রকম আপনার ক'রতে গিয়ে তারা বিরুদ্ধ কথা প্রচার ক'রেছে।

যখন জগতে এই রকম ধরণের অন্যায় বিচার প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল, এমন সময় চৈতন্যদেব মনুষ্যের কল্যাণের জন্য কৃষ্ণপাদপদ্ম কি বস্তু, তাহা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের এমনই পোড়াকপাল যে, সেই কৃষ্ণকথায় রুচি নাই। যেদিন শ্রীচৈতন্যভাগবত চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে

এদেশের অবস্থার কথা যেন স্পষ্ট করে ব'লেছেন—লোকে কেবল গঙ্গাস্নানের সময় এক আধবার হরিনাম উচ্চারণ ক'রত, ব্যবহারস্থলে মত্ত থাকত, পণ্ডিতেরা বাদবিতণ্ডা নিয়ে প্রমত্ত থাকতেন, ব্রাহ্মণেরা মরণের সময় 'গঙ্গা-নারায়ণ ব্রহ্ম' উচ্চারণ ক'রতেন অর্থাৎ অন্তে নির্বিশেষ-গতি ছাড়া আর কিছু নাই, এই তাঁদের ধারণা, ভুলেও মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'রতেন না। ভাগবতের কথাকে লোকচক্ষু হ'তে আবৃত করবার জন্য এইসব কথা প্রবলভাবে চ'লেছিল। চেতনের বিলাসকে জড়বিলাসে পরিণত ক'রে যাঁরা ভাগবতের সঙ্গে আত্মীয়তা দেখাতে যান, ভাগবত উপহার দিতে যান, তাঁরা যাতে ঐপ্রকার গুপ্তচেষ্টা হ'তে নিবৃত্ত হন, ভাগবতকে কলঙ্কিত ক'রতে প্রবৃত্ত না হন, এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের নিকট থেকে ভাগবতকে রক্ষা ক'রেছেন। শেক্সপীয়ার, কালিদাস প্রভৃতি জড়কবির পার্থিব জড়রসের কাব্যসাম্যে ভাগবত নিয়ে খেলা করা, তাঁকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করবার দুর্বুদ্ধি অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য। কতকগুলি লোক আবার চৈতন্যদেবের অনুগত ব'লে পরিচয় দিয়েও ভাগবতের উদ্দেশ্য নষ্ট, কলঙ্কিত, কলুষিত করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছেন, তাঁ'দের নিকট হ'তে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সর্ব্বক্ষণ করা, উজ্জ্বল ও পুষ্ট করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'য়ে প'ড়েছে। পাঠের অনুসঙ্গ হ'তেই যাতে জীব শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করতে পারেন, এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত বিশ্রম্ভভাব-পোষণকারী অনেক গ্রন্থ আছেন, শ্রীরূপ সনাতন-ভাগবতামৃত, শ্রীসনাতন বৃহদ্ ভাগবতামৃত, শ্রীজীব সন্দর্ভ ছয়টি শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীবলদেবও দশমের টীকা ক'রেছেন। এইগুলি পরবর্ত্তিসময়ে গৌরানুগত সম্প্রদায়ে আলোচিত হচ্ছে। শ্রীবল্লভের সুবোধিনী, পুরুষোত্তম মহারাজের টীকা এবং ঐ সম্প্রদায়ের আরও ২।৩টি ভাগবতটীকা আছে। এঁরা অবশ্য চৈতন্যের অনুগত নন। চৈতন্যের অনুগত যাঁ'রা, তাঁ'রা একভাবে ব্যাখ্যা ক'রেছেন, আর চৈতন্যের কথা শ্রবণ করেন নাই যাঁ'রা, যেমন বাদিরাজ প্রভৃতি তাঁদের ব্যাখ্যাধারা অন্যপ্রকার। যা' হো'ক সকলেরই একমাত্র ভাগবতগ্রন্থই আলোচ্য। হেমসিংহ-সমর্পিত আসনে শ্রীমদ্ভাগবত সংরক্ষণপূর্ব্বক শ্রৌঢ়-পদ্ধতিতে শ্রীমদ্ভাগবত-বিতরণের মাহাত্ম্যও শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

শ্রীজীব গ্রন্থ রচনা ক'রে এদেশে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ এদেশে সেই গ্রন্থ প্রচারে প্রচুর যত্ন ক'রেছেন। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিগণ কর্ম্মজড়স্মার্তের বিরুদ্ধাচারকে বৈষ্ণবাচার ব'লে চালাচ্ছেন ও কলুষিত করবার অনেক যত্ন ক'রছেন। বাঙ্গালাদেশে প্রাকৃতসহজিয়ার প্রবল দৌরাত্ম্য চ'লেছে, ভাগবতবিরোধী কথা চৈতন্যদেবের অনুগত পরিচয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। লোককে সোনাযোর করার জন্য ভাগবতবিরোধী উল্টা কথা চালান' কতদূর অবিচার, কিরূপ দৌরাত্ম্য, তা' ভাষাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সেজন্য আমরা ব'লছি—ভারতে, কেবল ভারত নয়, সমগ্র জগতে ভাগবতের কথা প্রচারিত হ'ক, অন্য সব কথা থেমে যাক্। ভাগবতের কথাই চৈতন্য-দেবের কথা, ভাগবত থেকে শ্রীচৈতন্যের কথায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। চৈতন্যদেবের কথা সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হ'লে লোকের নিত্যমঙ্গল লাভ হ'বে, অনন্তকালসঞ্চিত—জন্ম-জন্মান্তরের সকল অনর্থ—সকল অসুবিধা দূর হ'বে। এই শ্রীচৈতন্যবাণী—শ্রীমদ্ভাগবত-কথাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয়।

আমি এখন সংক্ষেপে আমার আলোচ্য বিষয়গুলি বলি:—পাঠের অনুসঙ্গেই চরমোদ্দেশ্য। একদিকে ভজনীয় বা সেবাবস্তু ভাগবত, অপর দিকে ভাগবতের পাঠক ও শ্রোতাভাগবত সেবক এবং মধ্যবর্ত্তিস্থানে ভক্তি বা ভাগবতকথা-শ্রবণাদি সেবা। ভাগবতকথার সুষ্ঠুভাবে আলোচনা আবশ্যক। অমনস্কালের কথা গতকল্য বলা হ'য়েছে। অমনস্কালে ভাগবতকথা আলোচ্য হয় না। শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম দাসগণের ভাগবতের কথা ব্যতীত অন্য কথা নাই, তাঁদের কাছেই ভাগবত আলোচ্য। আজ শ্রীচৈতন্যের অনুগত দাস পরিচয়ে কি অন্যায় কার্য্যই না চ'লছে। ওরা জগতের কোন মঙ্গলই ক'রতে পারে না। গোপীবসনহর রাসলীলার নায়কের কথা কিভাবে বুদ্ধিমান্ নায়কাভিমানিগণের দ্বারাও কলঙ্কিত হ'চ্ছে—তাঁরা উহার সমালোচনা-দ্বারা প্রকৃত কথা গোপন ক'রে কিরূপ অন্যায় ক'রছেন, মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নাশ ক'রে লোককে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন, তা ব'লে শেষ করা যায় না।

আমাদের বন্ধুবান্ধব আজ ভগবৎকথা ভুলে গিয়ে চলতে রসক বা ঐতিহাসিক নায়করূপে কল্পনা ক'রে, নানা অপ্রাকৃত কথা আলোচনা ও অবর্ণনীয় চিত্র অঙ্কিত ক'রে নিজেরা ত' খারাপ হ'চ্ছেনই, পরন্তু কত লোকের কপাল-খারাপ ক'চ্ছেন। অর্জুনের চতুর্ভাব প্রভৃতি, যা মহাপ্রভু তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ সঙ্গে পরমপ্রীতির সঙ্গে আলোচনা ক'রেছেন, তা'র নানাপ্রকার অর্থ ক'রে হাটে ঘাটে যেখানে সেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু ক'রে ফেলেছে। কি দুর্দৈবের কথা! অতি উচ্চস্তরীয় লোকের আলোচ্য বিষয়গুলি উচ্চ-যোগ্যতা লাভ করবার পূর্ব্বেই সাধারণে আলোচনা করা অত্যন্ত অন্যায়। মূর্খ বা পণ্ডিতাভিমানী কারও পক্ষে এ সব কথা শোভা পায় না। তাঁরা এ সব আলোচনা করবার ধৃষ্টতা ক'রতে গিয়ে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের সর্ব্বনাশ ঘটাবেন। যে কথা মহদ্ব্যক্তিরই প্রয়োজনীয়, মানুষ কি তা শুনবে? যাতে আপাত আনন্দ —ইন্দ্রিয়তর্পণ উপস্থিত হয়, তাই শুনবার জন্য ব্যস্ত। নির্ব্বুদ্ধীর কথা শুনাই মানুষ প্রয়োজন ব'লে মনে ক'রে নিয়েছে। হরিকথা শুনবার লোক পাওয়া যাবে না। ভক্তির সহিত বিরোধকারী অভক্ত, মহাজ্ঞানী, পরমহংসাভিমানী "বহ্বারম্ভ" ও মায়াবাদী যাঁরা, তাঁরাই ভক্ত বা পণ্ডিতাটা ইঁদের মধ্যে আছে ব'লে লোক ইঁদিকে লোকের অমঙ্গল করেন। যাঁ'দের কপাল খারাপ, তাঁরা তাঁ'দের কবলে গিয়ে পড়েন। যারা ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করে না, তাঁরা অন্বয়ক-পাষণ্ডী উদ্ভূত, এদের সঙ্গ ক'রে কোন দিনই মানুষের মঙ্গল হ'বে না। অপ্রাকৃত পঞ্চরাত্রিত সেবকধারার চিত্তবৃত্তির প্রতি লোক এলেই মানুষের মঙ্গল। তাঁরা পরমমুক্তপুরুষ। আজ তাঁদেরই কথার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। শ্রুতিনিঃসৃত ভগবদ্বর্ণনাময় কথাই মানুষের গ্রহণে যত্ন হো'ক।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।"

শ্রীকপিলদেব ব'লেছেন,—নিখিলের সাধুবিদের সঙ্গলোভে সঙ্গকারিজনগণ আমার প্রবলবিক্রমের পরম প্রয়োজনীয় কথা আনেন। যাঁ'রা তাঁ'দের বাক্যে শ্রদ্ধাবন্ত, তাঁরাই ভগবৎস্বরূপ ও তাঁর লীলা উপলব্ধি ক'রতে সমর্থ। ভগবৎকথা নির্ম্মল হৃদয়ে রসপূর্ণ ক'রে আনন্দবর্দ্ধন করেন। ভগবদ্ভক্তকথিত হরিকথামৃতদ্বারা জীবের অনর্থ বিনষ্ট হ'লে ইতর কথা ও তাবাদিতে শ্রদ্ধাহীন হ'লে পর হরিনাম-রূপগুণাদিতে বিমলতর বিশ্বাস জাত হয়। তৎপ্রভাবেই ভাবভক্তির নিদর্শন স্বাধিভাবরতিতে ভাবের প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রীসহযোগে রসোদয়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে।

জন্মাষ্টমী*

এদেশের মানুষ, স্বর্গের দেবতা, এমন কি, ভগবানের সব অবতারের জন্ম ও আবির্ভাব-তিথির পরিচয় দিতে ব'লে সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'দের নাম উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু 'জন্মাষ্টমী' বা 'জয়ন্তী' বল্লেই কৃষ্ণের জন্মতিথি ব'লে বুঝতে পারা যায়। 'জন্মাষ্টমী' বা 'জয়ন্তী' কৃষ্ণের জন্মতিথি ছাড়া আর কোন তিথিকেই বুঝায় না। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ হ'লে তা'কে 'জয়ন্তী' বলে। এই তিথির সেবায় সংসার-জয় ও পুণ্য লাভ হয় ব'লে পণ্ডিতেরা জন্মাষ্টমীকে 'জয়ন্তী' তিথি বলেন।

অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষস্য রৌহিণী-ঋক্ষসংযুতা।
তদেব প্রৌষ্ঠপদে মাসি জয়ন্তী নাম সা স্মৃতা॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৫)

জয়ং পুণ্যাক্ষ কুরুতে জয়ন্তাং তেন তাং বিদুঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৬৬)

আজকাল সাধারণ সাহিত্যে মানুষের জন্ম-তিথির সঙ্গেও 'জয়ন্তী'পদের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। উহা কৃষ্ণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জন্ম-তিথিরই অনুকরণ মাত্র।

পরমেশ্বরকে আমরা 'অজ'—জন্মরহিত ব'লেই জানি। নারায়ণের মাতা-পিতা বা জন্ম নাই; কিন্তু কৃষ্ণ এমন বস্তু যে, তিনি জন্মরহিত পরব্রহ্ম হ'য়েও নিজের ইচ্ছায় নিত্যজন্মলীলা প্রকাশ করেন। গীতাতেও (৪।৬) আমরা শুনতে পাই,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

---

* ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় ভাদ্র ১৩৪২, ২২শে আগষ্ট ১৯৩৫, জন্মাষ্টমী-বাসরে গৌড়ীয়-সম্পাদকের রেডিওযোগে প্রচারিত বক্তৃতা

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বল্‌ছেন,—আমার জন্মের সঙ্গে অন্যান্য সকলের জন্মের বিশেষ ভেদ আছে। আমি সকল প্রাণীর ঈশ্বর, জন্মরহিত ও ক্ষয়রহিত, আমি নিজের ইচ্ছায় জগতে আসি, আর জীব আমার মায়ার বাধ্য হ'য়ে জগতে জন্মগ্রহণ করে; আমি—মায়াধীশ, তা'রা—মায়াধীন।

জন্মরহিত বস্তুর জন্ম, কালাতীত বস্তুর কালের মধ্যে আবির্ভাব, দেশাতীত বস্তুর কোন দেশে উদয়—এটা বড়ই অভিনব ও বিস্ময়ের কথা। কিন্তু এর সামঞ্জস্য একমাত্র কৃষ্ণেই হ'তে পারে। মানবের, দেবতার বা যে-কোন প্রাণীর যা' চিন্তার অতীত, সেই অচিন্ত্য ব্যাপারও সর্বশক্তিমানে সম্ভব হ'তে পারে, এটা সর্বশক্তিমানের অচিন্ত্যশক্তি। 'ভগবানের শক্তি-সামর্থ্য অতটুকু, এর বেশী নয়, মানুষের পক্ষে যখন এগুলি অসম্ভব, সর্বশক্তিমানের পক্ষেও তখন ঐগুলি অসম্ভব'—এরূপ গণ্ডী সর্বশক্তিমানের উপর এনে ফেল্‌লে তাঁ'র সর্বশক্তিমত্তা অর্থাৎ তিনি যে ভগবান্, তা' অস্বীকার করা হ'লো। উহা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। তাই গীতায় (৪।৯) কৃষ্ণ অর্জুনকে ব'লেছেন,—

জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

হে অর্জুন, আমার জন্ম ও কর্মকে যে ব্যক্তি দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ব'লে জানেন, আমি যে আমার অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা জন্মলীলা প্রকাশ করি, তিনি ইহা বুঝ্‌তে পারেন, তাঁ'র আর দেহত্যাগ ক'রে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

কি সুন্দর কথা। কৃষ্ণের জন্মের অপ্রাকৃতত্ব জান্‌তে পার্‌লে জীব জন্মরহিত হ'য়ে যায়। স্বতন্ত্র-লীলাময় কৃষ্ণকে জন্মরহিত কর্‌বার কোন আবশ্যকতা নাই। কেন না, তাঁ'র জন্ম কর্মফলভোগের জন্য নয়। তিনি যেমন অনাদি ও নিত্য, তাঁ'র জন্ম-লীলাও তেমনি অনাদি ও নিত্য। তিনি সমস্ত কালের নিয়ামক হ'য়েও কোন ঐতিহাসিককালের মধ্যে জগতে আসেন বটে, কিন্তু তিনি কালের অধীন হন না, কাল, মহাকাল তাঁ'রই নিত্য অধীন। তিনি যখন এদেশে আসেন, তখন তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'র নিত্যধামও এদেশে আবির্ভূত হন; কাজেই এদেশের কোন ছাপাও তাঁ'কে স্পর্শ কর্‌তে পারে না। সাধারণ লোক মনে করে, কৃষ্ণ এই জড় দেশেই এসেছেন, বহুকালেই জন্মেছেন, কিন্তু মানব তাদের সঙ্কীর্ণ প্রতিভা ও ক্ষণভঙ্গুর মনীষা-দ্বারা পরব্রহ্মের কথা মেপে নিতে পারে না; তাই জগতের বড় বড় লোক এমন কি, স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-চরিত্র বুঝ্‌তে ভুল ক'রে থাকেন। তাঁরা পুনরায় কৃষ্ণের শরণাগত হ'লে নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি উপলব্ধি কর্‌তে পারেন।

অগ্নিমন্থন কর্‌বার কাঠ বা চকমকি পাথরে সব সময়ই গুপ্তভাবে আগুন থাক্‌লেও সেই কাঠ ও পাথরকে মন্থন ও আঘাত কর্‌লে তাতে যেমন অগ্নির প্রকাশ হয়, তেম্‌নি কৃষ্ণও কোন একটা কারণ উপলক্ষ্য ক'রে কোন বিশেষ সময়ে যেচ্ছায় জন্মলীলা প্রকাশ করেন। পৃথিবীতে যে-সকল প্রেমিকভক্ত এজগতে তাঁ'র দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হন, তাঁ'দের জন্য স্বয়ং ভগবান্ এজগতে এসে উপস্থিত হন। প্রহ্লাদের ও বহুলাশ্ব প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তগণকে দর্শন-দান, বসুদেবাদি প্রিয়জনের প্রতি কৃপা বিতরণ—এসকলই কৃষ্ণজন্মের প্রধান কারণ।

কৃষ্ণ—পূর্ণপুরুষ। গীতায় যে সাধুদের পরিত্রাণ, অসাধু-গণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে ভগবানের অবতারের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়, সে-কথা পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণের জন্য নয়। কৃষ্ণের অংশের অংশ যে-সকল অবতার আছেন, যেমন অনিরুদ্ধ বিষ্ণু, রাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন প্রভৃতি, তাঁ'রাই এজগৎ পালন বা এজগতের ভার-হরণ-কার্য্য কর্‌তে পারেন। অধিক কি, সময় সময় বিষ্ণুর শক্তিতে আবিষ্ট অনেক জীবও এইসকল কার্য্য কর্‌তে পারেন। চোর, ডাকাত ধর্‌বার জন্য বা কোন প্রবেশের শান্তিরক্ষার জন্য যেমন সম্রাট্‌কে স্বয়ং কার্য্য কর্‌তে হয় না, তাঁ'র যে-কোন একটি কর্মচারী—পুলিস, কনেষ্টবল, দফাদার বা চৌকিদার —এঁ'রাই সে কাজ ক'রে থাকেন, তেমনি পৃথিবীর অশান্তি দূর কর্‌বার জন্য পৃথিবীতে স্বয়ং কৃষ্ণকে আস্‌বার দরকার পড়ে না। তিনি কেবল তাঁ'র প্রেমিক ভক্তগণের প্রেমে বশীভূত হ'য়ে জগতে তাঁ'র প্রেমময়ী লীলা কৃপা ক'রে প্রকাশের জন্য—বহির্লোককে সেই প্রেম-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট কর্‌বার জন্য—প্রেমিক ভক্তগণকে আনন্দদানের জন্য স্বয়ং হ'য়েও জন্মলীলা আবিষ্কার করেন।

সার্ব্বভৌম সম্রাট্ যখন দিগ্বিজয়ে যান, তখন যেমন তাঁ'র অধীনস্থ সামন্তরাজগণও তাঁ'র অনুগমন করেন, তেমনি যখন পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণ জগতে আসেন, তখন তাঁ'র সঙ্গে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, মৎস্য, কূর্ম, রাম,

নৃসিংহ, বরাহ, বামন প্রভৃতি অংশ-অবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার সকলেই জগতে আসেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় ও তা'র পরে বৃন্দাবনে সেইসকল অবতারের অনেক লীলা দেখতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনে ব্রহ্মাকে যে অযুত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখান হ'য়েছিল, তা' নারায়ণেরই লীলা। মথুরায় শ্রীবাসুদেব গরুড়ধ্বজ ধারণ করলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ হ'য়েছিলেন। বামন আদিত্য এসে প্রণাম করলে শ্রীকৃষ্ণ বপুদ্বয় প্রকাশ ক'রেছিলেন। কৃষ্ণলীলায় অসুর-বধাদি যে-সকল কার্য্য হ'য়েছিল, তা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের কার্য্য নয়, পূর্ণ কৃষ্ণের মধ্যে যে-সকল অংশ-অবতার ছিলেন, তাঁ'রাই সেই কার্য্য ক'রেছেন। * এই সিদ্ধান্তটি বুঝতে পারলে আমরা গীতার কথাটিও বুঝতে পারব। গীতায় যে কৃষ্ণ ব'লেছিলেন,—তিনি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আসেন, সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশাংশ অবতারগণের কথা ব'লেছেন। যেমন কোন মহা অগ্নিকুণ্ড থেকে শত শত বিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আবার তাতে প্রবেশ ক'রে, তেমনি পূর্ণ কৃষ্ণের অংশরূপ অন্যান্য অবতারগণও পুনরায় কৃষ্ণের সহিতই এক হ'য়ে থাকেন। একটা প্রদীপ ও অগ্নিপুঞ্জ—এদের মধ্যে যে-কোন একটাই কোন গ্রাম বা নগর পুড়িয়ে দিতে পারে সত্য, কিন্তু অগ্নিপুঞ্জ হ'তে যেরূপ শীতের কষ্ট দূর হয় ও সুখ বোধ হয়, সেইরূপ বিষ্ণুর অবতারসমূহের দ্বারা জগতের ভারহরণ-কার্য্য হ'লেও কৃষ্ণ ছাড়া অন্যের দ্বারা পরম প্রেমিক ভক্তগণের প্রেমানন্দ বৃদ্ধি হয় না।

কোন ছোট ছেলে যদি আজকে ভোরের বেলা পূর্ব্বদিক হ'তে সূর্য্যকে উঠ্‌তে দেখে বলে যে, ১৯৩৪ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে বেলা ৬টার সময় পূর্ব্বদিক্ থেকে সূর্য্যের জন্ম হ'লো, তা'হলে যেমন প্রবীণ ব্যক্তিগণ সেই ছোট ছেলেকে বুঝিয়ে দেন যে, ২১শে আগষ্টই সূর্য্যের প্রথম আবির্ভাব হয় নাই, অনাদিকাল থেকে প্রত্যহ ভোরের বেলায় এরূপ সূর্য্যের জন্ম ও সন্ধ্যায় তাঁ'র প্রয়াণ চলে আসছে। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও কোন একটা ঐতিহাসিক কালের মধ্যে অর্থাৎ প্রতি অষ্টাবিংশচতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে এই জগতে আবির্ভাব এবং একটা নির্দ্দিষ্ট কালে এজগতে অপ্রাকৃতলীলা আবিষ্কার করেন।

যদি কোন বালক একটী গবাক্ষের মধ্য দিয়ে ঘোড়দৌড় দেখতে বসে, আর তা'র গবাক্ষের সম্মুখ দিয়ে একটা ঘোড়া দৌড়ে চলে যায়, তখন হয় ত' বালক মনে ক'রতে পারে যে, সেই ঘোড়াটা তখনই লাফাতে বা দৌড়াতে আরম্ভ ক'রল, বস্তুতঃ ঘোড়া যেমন গবাক্ষের সাম্‌নে আস্‌বার পূর্ব্ব-থেকেই দৌড়াচ্ছে এবং গবাক্ষ অতিক্রম ক'রেও দৌড়াতেই থাক্‌বে, তদ্রূপ পরমার্থসম্বন্ধে যাঁ'রা শিশু অর্থাৎ অজ্ঞ, তাঁ'রা মনে করে,—তাঁ'দের সম্পূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে যখন ভগবানের লীলা এসে উপস্থিত হয় বা তাঁ'দের দৃষ্টির অন্তরাল যখন চ'লে যায়, তখনই বুঝি ভগবানের লীলার আরম্ভ বা উপসংহার হ'লো। বস্তুতঃ তা' নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যধাম গোলোকে যে নিত্যলীলা করেন, সেই নিত্যলীলাই তিনি এজগতের প্রেমিক ভক্তগণের জন্য এ জগতে অবতীর্ণ করান। মানুষের জন্ম ও মৃত্যু আছে, জীবের দেহের বিনাশ আছে, কিন্তু ভগবানের জন্ম-মৃত্যু নাই, ভগবানের দেহ এবং দেহী দুটো আলাদা নয়, তাঁ'র বিনাশও নাই।

ভগবানের গুণ সম্পূর্ণভাবে বলা যায় না ব'লে যেমন তাঁ'কে 'অনাম' বলা হয়, তাঁ'র রূপ প্রাকৃত নয় ব'লে যেমন তাঁ'কে 'অরূপ' বলা হয়, তেমনি জীবের ন্যায় তাঁ'র জন্ম নয় ব'লে তাঁ'কে 'অজ' বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হ'লেও এই জগতের জীব যেরূপভাবে পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে উৎপন্ন ও জাত হয়, কৃষ্ণ সেরূপভাবে জন্মেন নি। 'বসুদেব'-শব্দের অর্থ—বিশুদ্ধসত্ত্ব—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতম্"। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃত মনে আবিষ্ট হ'য়েছিলেন। পূর্ব্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে দেবকী দেবীও সেইরূপ বসুদেবের প্রাণ হ'তে সমাহিত জগন্মঙ্গল শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ ক'রেছিলেন। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি মহাভাগবতগণেরও হৃদয়ে প্রথমে ভগবান্ প্রকাশিত হ'য়ে পরে তাঁ'দের দৃষ্টিগোচর হ'য়েছিলেন। হিরণ্যকশিপুর সভার একটা স্তম্ভ হ'তে নৃসিংহদেব এবং ব্রহ্মার নাসিকা হ'তে বরাহদেব প্রকাশিত হ'য়েছিলেন, তাই ব'লে ঐ সভাস্তম্ভকে বা ব্রহ্মার নাসিকাকে বিষ্ণুর মাতাপিতা বলা যায় না।

* অতএব বিষ্ণু তত্ত্ব কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুধামে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে। (চৈঃ চঃ আদি ৪।১০)

আবার শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিতের রক্ষার জন্য উত্তরার গর্ভে প্রবেশ ক'রেছিলেন ব'লে উত্তরাকেও কৃষ্ণের মা বলা হয় না। গর্ভে প্রবেশ না ক'রেও শ্রীকৃষ্ণ নন্দযশোদার আত্মজ (পুত্র) ব'লে প্রসিদ্ধ হ'য়েছেন। প্রাকৃত শিশু ভূমিষ্ঠ হ'য়েই মাতৃ-কুক্ষি হ'তে তৃ'মিই হয়; কিন্তু কৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হ'লেন তখন তাঁর পরিধানে ছিল—পীতবসন, মাথায়—মুকুট, তাঁর গায়ে ছিল—কিরীট-কুণ্ডল প্রভৃতি নানাপ্রকার অলঙ্কার; আর মাতাপিতা বালকরূপকে দেখ্‌লেন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।

প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ের গ্রহনক্ষত্র হ'তে যে গণনা ক'রেছেন, তা'তে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কাল পাঁচহাজার বছরের কিছু পূর্ব্বে স্থির করা যায়। বর্ত্তমান কলিযুগের আরম্ভে ও গত দ্বাপরযুগের শেষভাগে অর্থাৎ এই কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মের তৃতীয় পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে বসুদেব ও দেবকী অংশে জীব-বিশেষে আবিষ্ট হ'য়ে সুতপা ও পৃশ্নিরূপে তপস্যা ক'রেছিলেন। দ্বিতীয়জন্মে সুতপা ও পৃশ্নি কশ্যপ ও অদিতিনামে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিষ্ণু উপেন্দ্র ও বামন নামে বিখ্যাত হন। তৃতীয় জন্মে তাঁরা বসুদেব ও দেবকীরূপে প্রকাশিত হন। এঁরা সাধকজীব নন—নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। বসুদেব ও দেবকীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত বাৎসল্যরস ছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে তাঁর পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য চতুর্ভুজরূপ দেখিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য মাতা-পিতা ব্রজরাজ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোদা বসুদেব-দেবকীর ন্যায় অংশে জীববিশেষে আবিষ্ট হ'য়ে দ্রোণধরারূপে জন্ম গ্রহণ ক'রেছিলেন। নন্দযশোদার বাৎসল্যপ্রেমে ঐশ্বর্য্যের গন্ধই ছিল না, তাই দেবকী-বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের যে উদার বাল্য-লীলা আস্বাদন করতে পারেন নাই, যশোদা ও নন্দ সেই লীলা পূর্ণভাবে আস্বাদন ক'রেছিলেন।

উগ্রসেন যাদবদিগের রাজা ছিলেন। কংস ছিলেন উগ্রসেনের পুত্র। কংসের ভগিনী—দেবকী। কংস অতি দুরাচার ছিল। সে নিজের পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত ক'রে নিজেই রাজা অধিকার ক'রেছিল।

বসুদেব মথুরায় দেবকীকে বিবাহ ক'রে যখন রথে ক'রে গৃহে চল্‌ছিলেন, তখন কংস ভগ্নীর মনস্তুষ্টির জন্য সেই রথের সারথী হ'য়েছিলেন। এমন সময় এক দৈববাণী হ'লো যে, দেবকীর অষ্টমগর্ভের পুত্র কংসকে বধ করবে। কলপ্রকাশের পূর্ব্বেই মূল উৎপাটিত করবার জন্য কংস দেবকীকে বধ করতে উদ্যত হ'লো। বসুদেব তখন কংসকে বহুভাবে সান্ত্বনা ক'রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লেন যে, তাঁর যতগুলি সন্তান হবে তিনি স্বয়ং সকলগুলিকে কংসের হাতে সমর্পণ করবেন। এতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হ'লো বটে, কিন্তু কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করলেন এবং একে একে তাঁদের প্রথম ছয়টি সন্তান বধ করলেন। বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণী তখন মথুরার অদূরে ঘোষ-পল্লী গোকুলে বসুদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু নন্দ-গোপের গৃহে বাস ক'রছিলেন। দেবকীর সপ্তমগর্ভ প্রকাশিত হ'লে যোগমায়া সেই গর্ভ আকর্ষণ ক'রে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করলেন। এই রোহিণীর পুত্রই বলদেব। গর্ভ-আকর্ষণে আবির্ভাব হ'য়েছিল ব'লে তাঁর এক নাম হ'লো—'সঙ্কর্ষণ'। গোকুলবাসিগণের আনন্দ দান ক'রেছিলেন ব'লে আর এক নাম হ'লো—'রাম'। আর তিনি কৃষ্ণের সেবায় হৃদয়ে বলপ্রদান করেন ব'লে তাঁর এক নাম—'বলদেব'। এদিকে দেবকীর সপ্তম-গর্ভ রোহিণীতে সংস্থাপিত হওয়ার পর পুরবাসিগণ মনে করলেন,—দেবকীর সেই গর্ভ নষ্ট হ'য়ে গেল।

দেবকী অষ্টমগর্ভে স্বয়ং ভগবান্‌কে ধারণ ক'রেছিলেন ব'লে সেই ছটায় দেবকীর কারা-গৃহ আলোকিত হ'লো। এ দিকে কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভস্থ হরিকে সকলকার্য্যে শত্রুভাবে চিন্তা করতে করতে জগৎকে তন্ময় দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি মুনিগণ, দেবতাগণ—সকলেই দেবকীর নিকট এসে গর্ভস্তুতি আরম্ভ করলেন। এদিকে ভাদ্রমাসে, কৃষ্ণাষ্টমী-তিথিতে, বুধবারে, রোহিণী-নক্ষত্রে সমস্ত দিক্ যখন সুপ্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল, দেবতা ও মুনিগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগ্‌লেন, সেই অন্ধকারময় নিশা-কালে কারাগারে সূতিকা-গৃহে দেবকীর শয্যায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হ'লেন। বসুদেব দেখ্‌লেন,—এক অদ্ভুত বালক, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতবস্ত্র, মস্তকে বৈদূর্য্যমণি-শোভিত মুকুট এবং সমস্ত অঙ্গ নানা অলঙ্কারে সুশোভিত। বালকের বর্ণ নিবিড় জলধরের

গায়, চক্ষু দু'টী পদ্মপলাশের মত, বসুদেব আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে মনে মনে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণগণকে ধনরাজ্যের দানী দান করলেন এবং কৃষ্ণকে স্তব করতে করতে তাঁর সেই চতুর্ভুজরূপের পরিবর্ত্তে দ্বিভুজ পুত্ররূপ প্রকাশ করতে বললেন। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবকে তাঁদের পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ ক'রে দিয়ে তাঁকে নিয়ে অবিলম্বে নন্দ-গোকুলে যাওয়ার জন্য বললেন। যে রাত্রিতে দেবকীর নিকট বাসুদেব আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, সেই রাত্রিতে নন্দ-গোকুলে যশোদার গৃহেও যোগমায়া আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে কংসের নিযুক্ত প্রহরীগণ ও নাগরিক-গণ সকলেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হ'য়ে প'ড়েছিলেন। বসুদেব নিকটে আসবামাত্রই কারাগৃহের সমস্ত কপাট আপনিই খুলে গেল। এদিকে মেঘ মন্দ মন্দ গর্জ্জন ক'রে অল্প অল্প বর্ষণ করছিল; তাই অনন্তনাগ ছাতার মত ফণা বিস্তার ক'রে বাসুদেবকে বৃষ্টি হ'তে রক্ষা ক'রে সঙ্গে সঙ্গে চললেন। সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে পথ প্রদান ক'রেছিল, যমুনাও সেইরূপ বসুদেবকে পথ প্রদান করলেন। বসুদেব নন্দ-গোকুলে এসে গোপগণকে যোগনিদ্রার প্রভাবে নিদ্রিত দেখলেন এবং শিশুরূপী কৃষ্ণকে যশোদার শয্যায় স্থাপন ক'রে যোগমায়াকে গ্রহণ ক'রে কংস-কারাগারে ফিরে আসলেন। সেই কন্যাকে দেবকীর শয্যায় রেখে পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে কারাগারে থাকলেন। কংস-পুরীর সকল দ্বারও তখন পূর্ব্বের ন্যায় আবদ্ধ হ'য়ে গেল। এদিকে দেবকীর শয্যা হ'তে সেই যোগমায়া সময় বুঝে কান্না আরম্ভ করবামাত্রই প্রহরীগণ সব জেগে গেল এবং কংসকে দেবকীর প্রসব-বার্ত্তা জ্ঞাপন করল। দেবকীর আঠম গর্ভের সন্তান হ'য়েছে শুনেই কংস তীব্রবেগে দেবকীর সূতিকাগৃহে এসে উপস্থিত হলো। দেবকীর অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও কংস তন্ত্রীর হাত হ'তে কন্যাটিকে নিয়ে পাথরের উপর খুব জোরে আঘাত করল। কন্যাটী কংসের হস্তচ্যুত হ'য়ে শূন্যে চ'লে গিয়ে অষ্টভুজা মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রলেন এবং কংসকে বললেন যে, কংসের ঘাতক নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থানে জন্মগ্রহণ ক'রেছে; সুতরাং তাঁকে বা অন্য শিশুকে বধ ক'রে কংসের কোন লাভই হ'বে না। দেবীর ঐ কথা শুনে কংস দেবকী ও বসুদেবকে মুক্ত ক'রে দিল এবং মন্ত্রীগণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যেখানে যত দশ দিনের কম বা তা'র চেয়ে বেশী বয়সের শিশু আছে, সবগুলিকে মেরে ফেলবার আজ্ঞা প্রচার করল।

হিরণ্যকশিপু যেমন তা'র নানাপ্রকার রাজনৈতিক বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে—কঠোর তপস্যা-প্রভাবে ব্রহ্মার নিকট হ'তে বরলাভ ক'রে—নিজের ছেলের উপর নানাপ্রকার উৎপীড়ন ক'রেও কোথায় তা'র মৃত্যু লুকিয়ে রয়েছে বুঝতে পারে নাই, কংসও সেইরূপ তা'র মৃত্যুর পক্ষে সম্ভব যত প্রকার শত্রু আছে, সেগুলিকে উৎপাটিত করবার চেষ্টা ক'রেও তা'র প্রকৃত বিনাশক অক্ষতভাবে কোথায় র'য়েছেন তা ধারণাই করতে পারে নাই।

কৃষ্ণের জন্ম-লীলা হ'তে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে। প্রেমিকভক্ত যখন কৃষ্ণের সেবা করতে প্রস্তুত হন, তখন তাঁকে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি ও উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। কৃষ্ণের আবির্ভাবের সম্ভাবনা হ'লেই হিংসা ও পাষণ্ডতার বিনাশ হ'বে। আশঙ্কা ক'রে হিংসার প্রতীক কংস গর্ভাবস্থাতেই অর্থাৎ ঈষৎ ভগবদ্বহির্মুখতার সময়েই জীবের ভগবদ্ভক্তিকে বিনাশ করবার চেষ্টা করে। যদি তা'তেও কা'রো উদ্ধতা বিনষ্ট না হয়, তখন নাস্তিকতারূপী কংস তা'র মন্ত্রীগণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ভক্তির সহায়ক যেখানে যত বস্তু আছে, সকলকেই বিনাশ করতে প্রস্তুত হয়। নাস্তিকতারূপী কংস ভগবদ্ভক্তকে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে আপনাকে চিরজীবী রাখবার ইচ্ছা করে; কিন্তু তা'র সমস্ত চেষ্টাই তা'র অজ্ঞাতসারে ব্যর্থ হ'য়ে যায়। কৃষ্ণের আবির্ভাব জাগতিক দৈহিক স্বাধীনতা বা অধীনতার উপর নির্ভর করে না। নাস্তিকতারূপ কংস আপনাকে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র মনে ক'রে ভগবদ্ভক্ত দেবকী ও বসুদেবকে নাস্তিকতার কারাগারের কয়েদী করবার চেষ্টা ক'রেছিল; কিন্তু জাগতিক স্বাধীনতারূপ ভোগপিপাসা ও নাস্তিকতাকে বর্জ্জিত ক'রে তাঁদের বিনাশের জন্য জাগতিক দৃষ্টিতে পরাধীন ভক্তের নিকটই ভগবানের আবির্ভাব হ'লো। ভগ-বান্‌কে কেউ নাস্তিকতার কারাগারের আসামী করতে পারে না। তিনি ভক্তের গৃহেই লালিত-পালিত হন; এজন্য শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী দেবকীর নিকট ভগবানের আবির্ভাব হওয়া মাত্রই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বসুদেব বালকৃষ্ণকে নন্দ-গোকুলে নিয়ে রাখলেন। যখন প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃত পারিপার্শ্বিকতা

নৈরাশ্যের মহানিশার অন্ধকারে আবৃত, যখন বিষ-প্রবাহরূপ বর্ষার ঘনঘটায় চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত,যখন নাস্তিকতার নানাপ্রকার উৎপীড়ন, তখনও একান্ত প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়। জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণের জন্ম না হ'লে জীবের জীবনই বৃথা। কৃষ্ণের জন্ম-লীলা নিত্য, তাই প্রতি বৎসর ভক্তগণ শ্রীহরির শয়নকালে কৃষ্ণকে তাঁ'দের শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান-ভূমিকা হৃদয়-মধুরার নাস্তিকতার বহুরূপ উৎপীড়নের মধ্যেও আবির্ভূত দেখতে পান। প্রতি বৎসর কেন, একান্ত ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের জন্ম-লীলা প্রতি-মুহূর্ত্তে সংঘটিত হ'য়ে থাকে। আমাদের এই কথাগুলিকে কেউ যেন রূপক বা কবির কল্পনা মনে না করেন। কৃষ্ণের জন্ম-জিনিষটা রূপক নয়, তথাকথিত ধর্ম্মাত্মিকতাও নয়, বা জাগতিক ঐতিহাসিকতার অধীনও কোন ব্যাপার নয়, ইহা পরমপাবনী ভুবনমঙ্গলময়ী অপ্রাকৃতা নিত্যলীলা। ইহার সেবা কর্ত্তে হয়, তাই জন্মাষ্টমীতে অহোরাত্র উপবাস ক'রে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। ৮ বৎসরের শিশু হ'তে অতি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলকেই উপবাসব্রত পালন কর্ত্তে হ'বে—সকলকেই সাধুমুখে কৃষ্ণের জন্মলীলা শুন্তে হ'বে। শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীআচার্য্যদেবের আদেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ ক'রে জন্মাষ্টমীব্রত পালন করা হয়। কেন না, শ্রীচৈতন্যের উদার-লীলায় প্রবেশ হ'লে শ্রীকৃষ্ণের মধুর-লীলা বুঝ্‌তে পারা যায়।

নন্দোৎসব

নন্দনন্দন আবির্ভূত হইলে নারদাদি ভক্তগণ গায়ক-রূপে নন্দ-ভবনে আগমনপূর্ব্বক নন্দ মহারাজকে অভিবাদন করিয়া এইরূপ গান করিয়াছিলেন,—

দিষ্ট্যা প্রবৃদ্ধমবুধলক্ষ্মতি-গোষ্ঠনৈরতিপূর্ণম্।
গায়নানপি বহিষান্ ব্রজনাথ তোষয় তূর্ণম্॥
সুন্দরস্মিতসুন্দরোঽয়মি নন্দরাজ তবাত্মজ।
দেহি গোষ্ঠজনায় বাহিতমুৎসবোচিতবাদ্যম্॥
তাবকাম্বুজবীক্ষণক্ষপনশ্বিষদ্বিরচিতম্।
যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্তম্॥
(স্তবমালা—শ্রীস্তাবলী)

হে ব্রজরাজ নন্দ, ব্রাহ্মণগণ অলঙ্কার ও গোধন-সমূহের দ্বারা পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন। সম্প্রতি বহুল গায়কগণকেও শীঘ্র সন্তুষ্ট করুন। হে নন্দ মহারাজ, আপনার অতি সুন্দর এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অতএব সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে উৎসবোচিত দ্রব্যসম্ভার দান করিয়া মনোরথ পূর্ণ করুন। আপনার পুত্র-দর্শনে আমাদের হৃদয় অতীব আনন্দিত হইয়াছে। অতএব চিত্ত আর কিছুই প্রার্থনা করে না, কিন্তু কোন যাচককেও যাহা কখনও লাভ করে নাই, সেই ধন আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন অর্থাৎ আপনার জীবাত্ম শ্রীকৃষ্ণের সেবা দান করুন।

নন্দের প্রতি দেবর্ষি নারদের এই বাক্যই নন্দোৎসবের মূল মন্ত্র বলিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার গীতাবলীর মধ্যে গান করিয়াছেন। যিনি নন্দকেও নন্দিত করিতে পারেন, সেই নন্দকুলচন্দ্রমার চরণনখ-সৌন্দর্য্য যাঁহারা একবার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত নন্দনন্দনের সেবা-ধন ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করে না; তাঁহারা নন্দের অনুগত হইয়া নন্দকুমারের সেই সেবাই যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহাদের নন্দোৎসবে যোগদান। রঘুপতি উপাধ্যায় বলিয়াছিলেন,—

প্রকৃতিপরে স্মৃতিবিহিতে তাত্ত্বমসি-মন্ত্রে তব-তীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

তব-তীত ব্যক্তিসকল কেহ প্রকৃতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাতাত্ত্বমসিকে ভজনা করেন, করুন; (আমি কিন্তু এই স্থানে) শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি,—যাঁহার অলিন্দে (দ্বারাঙ্গনে) পরমব্রহ্ম ক্রীড়া খেলা করেন।

মহারাজ নন্দের হৃদয় পুত্রের কোনপ্রকার ঐশ্বর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয় নাই, কেবল স্বাভাবিক শুদ্ধপ্রেমই নন্দের হৃদয়কে এরূপ উৎসবময় করিয়া রাখিয়াছে। এই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাময়ী সহজপ্রীতি জীবের চেতনের বৃত্তিকে উৎসর্গিত করিলে জীবের নন্দোৎসবের প্রকৃত সেবা হইতে পারে।

নিজমহিম-মধুরী-নন্দবসতিরোচনম্
বদনবিধুমাধুরী-রচিতপিতৃলোচনম্।
শ্রুতিনিপুণদ্বিজবর-ব্রতবিহিতজাতকম্
তনুজলদ-স্নিগ্ধ-স্বজনগণচাতকম্॥
সুবহুবিধদানকৃজনকৃতকৌতুকম্
নিখিলপশুপাবলীদমুপজন্ত-যৌতুকম্।
জনিসময়মণ্ডিতীকৃতপুরন্ধ্রীতিম্
রজনিরসগোরসক্ষপণজনতোষিতম্।
বহুদধিপয়িলীকৃতবিলসন্নজনম্
প্রমদভরলোলিত-প্রকটনটনন্দনম্।
জনকপরিতোষিতস্থখবিলসন্নবম্
ব্রজজনিতপত্রজাদিভবভরবন্ধবম্।

(স্তবমালা—নন্দোৎসব)

নন্দনন্দন নিজের মাধুর্য্য-মহিমা দ্বারা ব্রজধাম উজ্জ্বল করিয়াছেন, মুখচন্দ্রিমার মাধুর্য্যের দ্বারা মাতা-পিতার নন্দোৎসব বর্দ্ধন করিতেছেন, বেদনিপুণ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার ব্রতবিহিত জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-রূপ নবমেঘের দ্বারা চাতকরূপ আত্মীয়গণকে তৃপ্ত করিতেছেন, তাঁহার জন্মোৎসবে মহারাজ নন্দ ব্রাহ্মণদিগকে নানাভাবে ধন-রত্নাদি দান করিয়াছেন এবং গোপ-গোপীগণ বিবিধ যৌতুক প্রদান করিয়াছেন, নন্দনন্দন জন্মগ্রহণ করিলে গোপ-গোপীগণ নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া নন্দালয়ে গমন করিয়াছিলেন; নন্দসুতকে দর্শন করিয়া গোপগণ আনন্দে তৈল, হরিদ্রা, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি সেচন করিয়াছিলেন, নন্দকুমারের জন্মোৎসবে নন্দের প্রাঙ্গণ দধি-দুগ্ধে পঙ্কময় হইয়াছিল এবং ঐ প্রাঙ্গণে গোপগণ মহানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দের আনন্দ দেখিয়া সমস্ত ব্রজবাসীর হৃদয়ে মহানন্দ হইয়াছিল। নন্দ-নন্দনের জন্মের পর লক্ষ্মী ব্রজধামে আবির্ভূত হইয়া ব্রজের শুক্ল-পক্ষবাসিকে সুশোভিত করিয়াছিলেন।

চেতন-বৃত্তির মধ্যে এই নন্দোৎসব অনুক্ষণ জাগরিত থাকিলেই জগতের শোক, ভয়, মোহ কিম্বা ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষাদি বাহা প্রভৃতি অনিত্য উৎসবের প্রহেলিকা বা অসমাক্ আনন্দাভাস-সমূহ আমাদের হৃদয়কে তপ্ত করিতে পারে না। নন্দোৎসবই যাবতীয় উৎসবের মূল কারণস্বরূপ। নন্দোৎসব হইতে চ্যুত হইলেই দেহ-গেহাদির অনিত্য উৎসবের নামে নানাপ্রকার বহির্ম্মুখ নিরানন্দ আমাদিগকে গ্রাস করে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নন্দ-নন্দনের নাম কীর্ত্তন করিয়া এই নন্দোৎসব-ব্রত সকলকে যাজন করিতে বলিয়াছেন,—

যশোমতী নন্দন, ব্রজবর নাগর,
গোকুলরঞ্জন কান।
গোপী-পরাণধন, মদনমনোহর,
কালীয়দমন বিধান॥
অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা।
বিপিন পুরন্দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন সুধাসা॥
ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন,
নন্দ-গোধন রাখ ওয়ালা।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর,
সুন্দর নন্দগোপাল॥
যামুন-তটচর, গোপীবসন হর,
রাসরসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,
ভকতিবিনোদ-আশ্রয়॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

গত ৩২শে শ্রাবণ, ১৭ই আগষ্ট শনিবার অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসবোপলক্ষে শ্রীমঠের সারস্বত-ভবন সদনে কাশিম-বাজারের মহারাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে যে বিষয়মণ্ডলি-মণ্ডিত বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ "সংসার ও ভক্তি" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভামণ্ডপের বেদীর উপর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও অভ্যর্থিত সভাপতি মহোদয় আসন পরিগ্রহ করিলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ যথাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ ও মহারাজ বাহাদুরের গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান করেন।

মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুবিদ্যানন্দার মহানন্দ একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। সভাপতির আহ্বানে বক্তা এক ঘণ্টার অধিক কাল "সংসার ও ভক্তি"-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় কৃষ্ণসংসারে আসক্তি ও অভিনিবেশই ভক্তি, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত্যপূর্ণ কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণময় শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন-মুখরিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সংসারের সেবা পরিত্যাগ করাই অভক্তি—ইহা শ্রৌত-বাণী ও যুক্তি-দ্বারা প্রতিপাদন করেন। মায়ার সংসারের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ নাই, মায়ার সংসার কৃষ্ণের সংসারেরই ছেয়, বিকৃত ও খণ্ড অনিত্য প্রতিফলন। শ্রীবার্ষভানবীর অনুগতো তাঁহার কিঙ্করীগণের যে কৃষ্ণসংসার বা অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা, তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মানুগবর—শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে লাভ করাই প্রত্যেক জীবের আকাঙ্ক্ষার চরম বিষয়। 'গৌড়ীয়ে'র সংখ্যান্তরে ঐ বক্তৃতা অবলম্বনে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

সভাপতি মহারাজের অভিভাষণ

সভাপতি মহারাজবাহাদুর উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলী ও জনমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলেন,—

"সমবেত সজ্জনমণ্ডলি! আপনারা আজকে এই বৈষ্ণব সভায় আমার মত বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অপারগ ব্যক্তিকে যে গুরুকার্য্যের ভার দিয়েছেন, এটা আমার পক্ষে যে কতদূর স্পর্দ্ধার কথা ব'লে মনে হচ্ছে তা' ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে পারি না। আমার প্রতি আপনাদের এই করুণার আহ্বানকে আমি উপেক্ষা কর্‌তে পারি নাই; কারণ, মনে করে'ছি—এই সভায় আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষগণের সংস্পর্শে এসে হরিকথা ও হরিনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ ক'রে ধন্য হ'ব। তাই আমি আমাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য জেনেও এই গুরুভার গ্রহণে অস্বীকার কর্‌তে পারি নাই।

গৌড়ীয়মঠের কথা নূতন ক'রে বল্‌বার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বাগ্রে এই মঠের প্রাণ, এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা, যাঁর প্রেরণায় শত শত ভক্ত, সাধক নামপ্রচারের যাঁরা বেশ বিদেশে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, সেই পরম তাপস পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন কর্‌ছি। তিনি তাঁর আদর্শ দিয়ে, তাঁর বাণীদ্বারা জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে তাঁর শত শত শিষ্য সাধকের দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে মহাবাণী প্রচারে প্রযুক্ত হ'য়েছেন, তাঁর ভার যে কতখানি—বাহিরে যে কতখানি, তা' তিনিই উপলব্ধি কর্‌তে পারেন, আমার মত ব্যক্তির তা' বুঝবার শক্তি নাই। এই বাণী ভারতের বাহিরেও সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশে য়ুরোপে নিয়ে ঘরে ঘরে নাম-প্রচারের যে প্রচেষ্টা হচ্ছে, তা'তে মনে হয়, সেই মহাপুরুষের নাম-কীর্ত্তন—তাঁর বাণীকীর্ত্তন জগৎসমক্ষে একটা চির-বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত কর্‌বে। যাঁ'র প্রবল প্রচেষ্টায়, প্রেরণায় ও কৃপায় দুর্গত সংসার-তপ্ত জীবের ঘরে ঘরে শত শত প্রচারক ভগবানের নাম কীর্ত্তন ক'রে ভক্তির উৎস খুলে' দিচ্ছেন, সেই মহাপুরুষের কাছে যে কত উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, তা' আমরা কি ক'রে ধারণা কর্‌ব? শ্রীচৈতন্যদেব জগতের জীবের নানাবিধ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও নাম-মাহাত্ম্য প্রচার ক'রে জগতে যে শান্তির সন্ধান প্রদান ক'রেছেন, যে চাপল্য-ধর্ম্মের বাণী ঘোষণা ক'রেছেন, সেই গুরু ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে প্রবল উৎসাহ প্রদান ও পুনরায় জগতে প্রচার কর্‌বার সামর্থ্য ও যোগ্যতা আমার মনে হয় গৌড়ীয়-মঠের আচার্য্য মহারাজ ছাড়া আর কা'রো নাই। এতে একমাত্র তাঁরই যোগ্যতা আছে। বর্ত্তমানে তাঁ'র প্রেরণায় যে ভাবে প্রচার হচ্ছে, আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রচার আরও বহুলভাবে দেখ্‌তে পা'ব।

আপনারা মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করেছেন। তাঁ'র বক্তব্য বিষয়ে বলার স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে সামান্য বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ব। মানুষ সংসারে যখন প্রবিষ্ট হয়, তখন চারিদিক হ'তে নানাপ্রকার শত্রুর আক্রমণে তা'কে অন্ধ ক'রে ফেলে, তা'র বিতাড়িত বিচারশক্তি লোপ পায়। সেই অন্ধ মানব দিশেহারা হ'য়ে চারিদিকে শত্রু এবং ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় তা'র অস্তিত্ব, কর্ত্তব্য ও লক্ষ্য ভুলে যায়; কি ভাবে

অগ্রসর হ'লে জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পারিবে, বুঝতে পারে না—মঙ্গলের পথ খুঁজে নিতে পারে না; কিন্তু এমন যদি কোন মহাপুরুষের নামকীর্ত্তন-প্রচারের ধ্বনি সৌভাগ্যক্রমে তা'র কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তা' হ'লে সে অনায়াসে রক্ষা পেতে পারে।

মানুষ কি চায়? এক কথায় চায়—সুখ, চায়—শান্তি। কিন্তু কি ক'রে সেই সুখ ও শান্তিলাভ হ'বে? বিপুল অর্থের দ্বারা কি সুখলাভ হয়? সংসারের ভোগের দ্বারা কি শান্তি পাওয়া যায়? নানা ভোগের বস্তু লাভ ক'রেও সুখ হয় না। আমরা যতক্ষণ ত্যাগের মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে না পারি, ততদিন সাধনায় অগ্রসর হ'তে পারব না। নিজের উপর সম্পূর্ণ অধিকার না হ'লে শান্তি আসতে পারে না। দেহ ও মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকারী হ'লে শান্তি আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হ'বে। এই অধিকারী হ'তে হ'লে ইন্দ্রিয় জয় করতে হ'বে। সাধনার পথের অন্তরায়-সমূহ দূর করা দরকার; তা'তেই শান্তিলাভ হয়। তারজন্যই শাস্ত্রকারগণ ভজনের নানা পন্থার কথা ব'লেছেন। কিন্তু ভজনের নানাপ্রকার দুরূহ পন্থা অবলম্বন দুর্গত জীবের পক্ষে কতদূর কঠিন, ইহা মহাপ্রভু উপলব্ধি ক'রে সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধন নামগান—নামকীর্ত্তনের কথা প্রচার করলেন।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ব'লেছেন,—আমরা সংসারের মধ্যে সদ্‌গুরুর আনুগত্যে জীবন যাপন করলে ভগবৎকরুণা পেতে পারি। আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্ম-পত্নীকে একারণেই 'সহধর্ম্মিণী' বলা হ'য়েছে; সুতরাং সংসারে থেকেও ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদনের দ্বারা আমরা মঙ্গল লাভ করতে পারি। এই ব'লেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আপনারা আমাকে আজ নাম-কীর্ত্তন-শ্রবণের যে সুযোগ দিয়েছেন, আজ আমি এই সারগর্ভ বক্তৃতা শুনে' যে জ্ঞান লাভ ক'রেছি, তজ্জন্য আপনাদিগকে আবার আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে যাঁর প্রচার, পূর্ব্বেই ব'লেছি, দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর সেই প্রচার-কার্য্য মহাপ্রভুর ইচ্ছায় জগতে আরও বিস্তৃত হো'ক—এই প্রার্থনা করি। এই প্রচারের নেতার উপদেশানুসারে মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে যা'তে বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাব-ধারা দেশ-বিদেশ উপলব্ধি করতে পারে—শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার মূল মন্ত্র জানতে পারে,—ইহাই তাঁদের চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি। উপসংহারে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ও মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের প্রাণ ও মূল পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরণে আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করছি।"

সভাপতি মহারাজ বাহাদুরের অভিভাষণের পর বিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণতি এবং সভাপতি মহারাজের গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও উপস্থিত জনমণ্ডলীকেও ধন্যবাদ দেন। ভক্তিসারঙ্গ প্রভু বলেন যে, সভাপতি মহারাজ বাহাদুর তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেব স্বনামধন্য স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুরের কেবল পার্থিব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন নাই, পিতার সরলতা ও মহাপ্রভুর কথা প্রচারে প্রীতি এবং অন্যান্য সদ্‌গুণেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। সভাপতি মহারাজ বাহাদুরের উক্তি-সমূহ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সকল সদ্‌গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ যে ভক্তি, সেই ভক্তিবিষয়েও মহারাজ বাহাদুর যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় উপসংহারে একটি কীর্ত্তন করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ১০ পৃষ্ঠার গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্বিতীয় স্তম্ভের ৩য় পংক্তিতে লিখিত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২৩২ পৃষ্ঠার অমৃতপ্রবাহভাষ্যের ১২শ ও ১৩শ পংক্তিতে লিখিত—"মেঘ নয়। নবঘনাধিপতি মঙ্গল উচ্চ" না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে "নবঘন মেঘ নগাধিপতি মঙ্গল উচ্চ" হইবে। যাহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে উক্ত গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থের পাঠ এইরূপে সংশোধন করিয়া লইবেন।

গৌড়ীয় ১৩শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৫৩ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় স্তম্ভের ১৮শ পংক্তিতে লিখিত "ইতর কথা ও ভাবাদিতে শ্রীহীন ইহার পর" না হইয়া "ইতর কথা ও ভাবাদিতে শ্রদ্ধাহীন হ'বার পর" হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৪২; ৩১শে আগষ্ট, ১৯৩৫ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

তৃতীয় দিবস

[৩১শে শ্রাবণ, শুক্রবার; স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা]

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

প্রথমে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকনিরূপণে ব'লেছি যে, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাধর্ম্মে যাঁ'দের প্রয়োজন, তাঁ'দের ভাগবতপাঠে অধিকার নাই এবং তদালোচনায় তাঁ'রা বেশী সুখলাভ করেন না। চতুর্ব্বর্গের সাধন-প্রয়াস—উপাধিনাশ মাত্র। কিন্তু পঞ্চমবর্গের কথা আত্মার নিত্যধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ভাগবতের মহিমা নানাস্থানে কথিত হ'লেও ইহা কতকগুলি ব্যক্তির রুচিপ্রদ হয় না। এমন কি, ভাগবতের পাঠক এবং আলোচনাকারীদের মনস্তুষ্টির জন্য বিপরীত পথের পথিকগণও অনেকসময় ভাগবতের নাম করেন। কিন্তু তাঁ'দের ক্রিয়াকলাপে অনেক সময় তাহা সম্যক্ আদর প্রমাণিত হয় না। ভাগবতকে পুরাণ পঞ্চরাত্রান্তর্গত ব'লে অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু আগম ও নিগম একত্রে মিলিত আকারে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ত্তমান। আমরা ভাগবত আলোচনার প্রথমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে 'সাত্বতী শ্রুতি' ব'লে একটি কথা পাচ্ছি। নারায়ণঋষি যখন নারদকে ভাগবত উপদেশ ক'রেছেন, তখন উহাকে 'বেদসাত্বত' ব'লেছেন। যেমন শ্রৌতপদ্ধতি অবলম্বন ক'রে বহু দেবতার স্তবকারী সাধারণ শাস্ত্রকেও বেদ ব'লেছে, সেইরূপ সাত্বতগণ ভাগবতকে বেদের সর্ব্বোত্তম অংশ ব'লে বিচার ক'রে থাকেন। প্রয়োজনতত্ত্ব-নিরূপণে 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' শ্লোকে 'নিগম' শব্দ ব্যবহার ক'রেছে। তা' ছাড়া উপনিষদের অনেক মন্ত্র ভাগবতে যথাযথ প্রকটিত দেখতে পাওয়া যায়। ভাগবতের স্থানে স্থানে শ্রুতিবাক্য ন্যূনাধিক লিখিত হ'য়েছে—শ্রুতিকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। যথা—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"

গীতার বিশেষ অর্থ ভাগবতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—ইহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ, বেদার্থপরিবৃংহিত এবং বেদমাতা গায়ত্রীর ব্যাখ্যা অবলম্বনে রচিত হ'য়েছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে ভগবন্তার কথা প্রচুরভাবে বলা হ'য়েছে এবং কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারগুলির বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে লিখিত আছে। যেমন স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে চারিটি অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে, গরুড়পুরাণে এবং আরও কতিপয় পুরাণে ভাগবতের প্রাধান্য লিখিত হ'য়েছে। সুধোপরি ভাগবতের অনুগ-সম্প্রদায় ইঁহাকে প্রমাণশিরোমণি ব'লে থাকেন।

এই ভাগবত-ব্যাপারটী কি, এর এত প্রশংসা আছে কেন, আর এর প্রতি এত দৌড়াদৌড়ি বা হয় কেন, এ বিষয়-গুলি অবগত হওয়া দরকার। এটি কতকগুলি ব্যক্তির জীবিকার অবলম্বনে পরিণত হ'য়েছে, পক্ষান্তরে পারমার্থিকের আদর্শ যাঁ'রা, তাঁ'দেরও ইহা পরম সেব্য। ব্যবহারিক সংসারে যাঁ'রা বাস করেন, বর্ণ ও আশ্রমচতুষ্টয় সকলেরই এই গ্রন্থ আরাধ্য। এমন কি নিত্য ভাগবতে আছে, যা' সকল শ্রেণীরই আরাধ্য। কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা আছে—যেমন ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতিগণের ধর্ম্মের বিষয় পৃথক্‌ভাবে লিখিত আছে। বর্ণবিচারে বিভিন্ন বর্ণাদির লক্ষণ এবং তত্ত্বলক্ষণের দ্বারা বর্ণনিরূপণের বিধান আছে। ভাগবতে দর্শনের কথা, জ্ঞানিগণের সকল শ্রেণীর কথাই আছে; সুতরাং ইহা সকলেরই পাঠ্য ও পরমপ্রয়োজনীয়। পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, সংসারাসক্ত ও সংসারনির্ম্মুক্ত—সকলেরই আলোচ্য। ইহা ভগবদ্ভক্তির বস্তু।

যাবতীয় ভগবানের ঐশ্বর্য্য অঙ্গ ব'লে কথিত হ'য়েছে, কিন্তু এটি বিরাট্‌রূপের কল্পনার ন্যায় নহে। বাস্তব শ্রীবিগ্রহ-রূপে ভগবান্ এতে অবস্থিত আছেন। এটা বিশেষরূপে আলোচনা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে চেতন অচেতন সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তিনি অচেতন-দ্বারা আবৃত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হন না। অর্থাৎ অচেতনমিশ্র ভাব নিয়ে তাঁ'কে দেখা যায় না। আবার আমরা যখন সমন-জ্ঞানে অভিনিবিষ্ট থাকি, তখন ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিমধ্যে অনেক মলিনতা লক্ষ্য করি। এটা নিজ নিজ দর্শনেন্দ্রিয়ের অপটুতা মাত্র। করণের ভেদধর্ম্ম এক বস্তুকে বিভিন্নভাবে দর্শন করি। যেমন—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বণাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥
তদ্ধাম বিশ্বং তপসা জ্বলন্তং সত্যং পরং ধীমহি যস্য সৃষ্টয়ে।
সত্যে ত্রিষূর্ব্বীকৃত্য যদাত্মনীদং মায়া স্বয়ং তদ্বিলয়েঽনুশেতে॥

যখন রামের সহিত কৃষ্ণ কংসসভায় প্রবেশ ক'রেছেন, তখন তাঁ'কে বিভিন্ন রসের আস্বাদনকারিব্যক্তি বিভিন্ন-ভাবে দর্শন কর্‌ছেন। কিন্তু অমলজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিগণ ওরূপ-ভাবে দর্শন করেন না। সাধারণ স্ত্রীগণ অর্থাৎ গোপীর অনুগত নহেন যাঁ'রা, তাঁ'রা যে দর্শন করেন, সেটা কতকটা কামনেত্রে দর্শন হ'চ্ছে। নিজেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা-সংশ্লিষ্ট-দর্শনে মলিনতা আছে। অনর্থমণ্ডিত অবস্থায় পূর্ণপ্রকাশ বস্তুর দর্শন হয় না। যাঁ'রা ব্যবহারজন জানেন, তাঁ'রা পার্থক্য বুঝ্‌তে পারেন। ব্যক্তিবিশেষ ও পরমমুক্ত পুরুষের দর্শনে পার্থক্য আছে।

অনেকসময় একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হয় কেন? একথার উত্তর হ'চ্ছে—মলিনতার পরিমাণ অনুসারে। অনর্থ যুক্তা অবস্থা ও অনর্থাপগমের দর্শন পৃথক্। জনবস্তু হ'তে যদি গুণযোগ্য বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয়, তা' হ'লে 'Differentia' ব'লে একটা বস্তু লক্ষিত হয়। ২৪ বৎসরের যুবার কাব্য-অধ্যয়ন ও শিশুর কাব্য-অধ্যয়নে অল্প সাধারণ ব্যক্তির ভেদদর্শন হয় না; সে উভয়কে এক মনে করে, কিন্তু অভিজ্ঞব্যক্তি সেটা বুঝ্‌তে পারেন। অনেক সময় পার্থক্য-বোধের অভাব-হেতু আমরা বস্তুনির্ণয়ে ভ্রান্ত হই। এসকল বিচার সম্বন্ধ-পর্য্যায়ের আলোচনা-কালে বিশেষভাবে বলা হ'বে। বিভিন্নস্তরের সকল ব্যক্তিই ইহা আলোচনার বিষয়। তার্কিক, মূর্খ, তর্কজ্ঞানরহিত—সকলেই সকলাবস্থায় আলোচনা কর্‌লে সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'দের নিজ নিজ কর্ত্তব্য নিরূপিত হ'তে পারে, কোন প্রকার সংশয়-সম্ভব থাকে না। ভগবদ্দর্শনে সর্ব্বসংশয় দূর হয়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥"

পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু।

তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারণ প্রভৃতিই ভগবদনুশীলন। বহির্জ্জগতের বস্তুদর্শনের কালে সঙ্গে সঙ্গে যদি ভগবদ্দর্শনের স্মৃতি উদিত হয়, তা'হ'লে সেই বস্তু-বিচারে আমাদের ভোগ বা ত্যাগ করার প্রবৃত্তি পরিচালনকালে সেই বস্তুর সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ আছে, আলোচিত হ'য়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি যখন বাজনা বাজিয়ে বিবাহ ক'রতে যাচ্ছে, তখন যদি কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রুক্মিণীবিবাহ বা বৃন্দাবনীয় কথা তাঁর হৃদয়ে স্থান পায়, তা'হ'লে তাঁর ভোগের ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য মনোবর্ত্তনের অতিকিংকরত্ব এবং দু'য়ের মধ্যে একটা পার্থক্য বুঝতে পারেন। কোন ব্যক্তির শ্রীপঞ্চমীতে লাভে ঘড়ি নিয়ে পাঠশালায় যাবার সময় যদি কৃষ্ণের দাক্ষীপনি-মুনিগৃহে গমনবিচার এসে যায় অথবা অর্জ্জুন কিম্বা উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপদেশ-কথা যদি তাঁর স্মৃতিপথে উদিত হয়—কৃষ্ণের সংসারে বাস, কৃষ্ণকথালোচনায় নিযুক্ত থাকেন, অন্ততঃ গৌরসুন্দরের কৃত্যগুলির সঙ্গে নিজকার্য্যগুলি মিলিয়ে নেন, তা'হ'লে সকল অসুবিধার হাত থেকে তাঁহার পরিত্রাণ হয়।

ভাগবত হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রমাণ-দ্বারা শক্তিবিশিষ্ট হ'বার পরে আমরা প্রজ্ঞাবিশিষ্ট হ'তে পারি। প্রকৃষ্টরূপে যেগে নেওয়া যা'তে, তা'ই প্রমাণ। ভাগবত নিত্যলীলাময় ভগবানের চরিত্রবর্ণনের প্রমাণ। ভাগবতের দ্বারা কি কার্য্য হয়? ইনি সমগ্র মানবজাতির ভীষণতম ব্যাধির সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঔষধ ও চিকিৎসক—উভয়ই। যে ভয়ানক ব্যাধি বিজ্ঞ মার্শনিকগণ মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে—বেদান্তসূত্রের নির্ব্বিশেষ-পর ব্যাখ্যা—ইংরাজী ভাষায় যা'কে Impersonalism বলে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ব্যাধি। ভগবত্তাকে নির্ব্বিশেষরূপে স্থাপন ক'রে নিজের জড়বিশেষের আস্ফালনে ব্যস্ত হওয়া প্রধান ব্যাধি। যেমন হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতির হ'য়েছিল। এই ব্যাধি চিন্তাশীল প্রাণিজগতের চরম মঙ্গলের প্রতি বাধাপ্রদর্শন জন্য সর্ব্বাপেক্ষা Cogent Engine। ভাগবতধর্ম্মটিকে ধ্বংস করার জন্য কিভাবেই না প্রয়াস ক'রেছে! বর্ত্তমান সময়ে ঈশবৈমুখ্যভাব—কা'রও আনুগত্য ক'রব না, ইহাই আমাদের স্বভাব হ'য়ে পড়েছে। ভাগবত কখনই বুঝতে পারা যাবে না যদি বলা যায়—এতে নির্ব্বিশেষ-বিচার আছে। এই চরম ব্যাধির হস্ত হ'তে পরিত্রাণ পাবার জন্য বৈষ্ণবানুগত্যে অনুক্ষণ ভাগবত পড়া দরকার। যেমন নামাপরাধকারীর পক্ষে অনুক্ষণ নামগ্রহণই নামাপরাধ-বিনাশের উপায়।

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

অপরাধের চরমসীমাই হ'চ্ছে—ভগবত্তাকে নির্ব্বিশেষ-বিচারে স্থাপন করা। মাপতে মাপতে Tabularasa পর্য্যন্ত পৌঁছায় অর্থাৎ জড়ের সব মলিনতা—খণ্ডজ্ঞানের সব অভিজ্ঞতা হ'তে মুক্ত হ'য়ে ত্রিপুটিবিনাশের অবস্থায় হ'চ্ছে সেই ভীষণ ব্যাধি। সেই ব্যাধি হ'তে মুক্ত হ'তে হ'লে ভাগবতের নিকট ভাগবত আলোচনা করতে হ'বে, ভাগবত-বিরোধীর নিকট নয়। যে সকল ব্যক্তি ভাগবতসেবা করেন, প্রত্যেক কার্য্যই যাঁদের ভগবৎসেবা, যাঁরা চেতনধর্ম্মে যেগে নেওয়া ধর্ম্মকে নিযুক্ত ক'রেছেন, অচিৎপিণ্ড-ধর্ম্মে আবদ্ধ নন, এমন পূর্ণচেতনবিগ্রহ বৈষ্ণবগণ—পূর্ণপ্রজ্ঞের অধীন ভাগবতগণ, অচেতনের মলিনতা হ'তে যাঁরা জ্ঞান সংগ্রহ করেন না, তাঁরাই ভাগবত সুষ্ঠুভাবে উপদেশ ক'রতে পারেন। যদি ভাগবতের মধ্যে আষাঢ়ে গল্প—Archæological research or chroniclers'—ঐতিহাসিকগণের কোন্ কোন্ অংশ আছে, বিচার হ'লে ভাগবত অধ্যয়ন হ'ল না। গৌরসুন্দর যে প্রণালীতে ভাগবত আলোচনা ক'রতে ব'লেছেন, তদনুসারে আলোচনা না হ'লে আগাছা রেখে মূল গাছ উৎপাটন ক'রে দেওয়া হ'বে। তজ্জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেন শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিচার হ'তে বিচ্ছিন্ন না হই। ভাগবতে এইরূপ প্রচুর কথা আছে:—

"নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥"

রাত্রিকাল নিদ্রায়, প্রাতঃকাল বয়োধর্ম্মবশে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা কিরূপ অসুবিধা করায় তা' সকলেই জানেন। কামুকতা-লাভের জন্য বানরের gland দ্বারা rejuvinated হ'বার চেষ্টা, মকরধ্বজ খেয়ে শরীর ভাল রাখার ব্যবস্থা, 'কলপ' ব্যবহার-দ্বারা কৃষ্ণকেশ সংরক্ষণ, ভগ্নদন্তের পুনঃস্থাপনে বয়োধর্ম্ম রক্ষা, কার্য্যোপযোগী দর্শনের অভাব-হেতু পরচক্ষুদ্বারা প্রয়োজন নির্ব্বাহ ক'রে স্বাস্থ্যসংগ্রহের চেষ্টা করি। কিন্তু "আধিভৌ ন্যূনতারাজ্ঞ চাবতে পরমার্থতঃ"। অত্যধিক সাধন ক'রতে গেলে বিমুক্ত হওয়ার

যোগাতাই বেশী হয়। গীতা ব'লেছেন, যাঁরা আত্মকর্ম করেন, তাঁরা তামসিক, নিজের গালে নিজে চড় মারবার চেষ্টা ক'রছেন, তাঁদেরও সুবিধা হয় না। আর যাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যাপার থেকেও তফাৎ থাকতে চান প্রতিষ্ঠার জন্য, তা'তেও অনিত্যতা আছে। সমস্ত দিবাই অর্থের চেষ্টায় কাটছে, কিন্তু অধিক অর্থ থাকলে কি ক'রে লোক-রঞ্জন ক'রব, প্রয়োজন হ'লে তাঁদের কাছে আবার ভিক্ষা পাওয়া যাবে, এসব চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি। অন্যের কুটুম্ব চর্ভিক্ষে মারা যাক্, কিন্তু আমার কুটুম্বের কিছু সেবা ক'রে প্রতিষ্ঠা পাবো। কৃষ্ণচেষ্টাব্যতীত অন্য চেষ্টা উচিত হ'লে অসুবিধা হবে। অতএব যেখানে যত চেষ্টা আছে, তা' পরিত্যাগ ক'রে পরমপ্রয়োজনের জন্য যত্ন করা দরকার। তা'কে যদি দিয়ে যতরকম ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র বা সাত্ত্বিক-শাস্ত্রকে Standard মনে করি, সমস্ত বাদ দিয়ে রজস্তমো-বিধানে কাজ চলুক, তা' হ'লে রাজসিক তামসিক ব্যাপারে য়ুরোপ আমেরিকার যে দুর্দশা এসেছে, সেইটা আমাদেরও আক্রমণ ক'রবে। রজস্তমোগুণতাড়িত হ'য়ে সত্ত্বগুণকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তির ফল ভগবান্ পদে পদে দেখিয়ে দেন। যখন আমরা মৎস্যধর্ম নিয়ে বঁড়শীতে টোপ গাই, বঁড়শীর angle-এ চারড়া বিঁধিয়ে নিয়ে মৎস্যভোজীরা আমাদের মাংস খায়, তখন বুঝতে পারি যে আমাদের বিনাশের জন্যই তাঁরা এত দয়া ক'রেছিল। ভাগবত ১১শ স্কন্ধ আলোচনা ক'রলে জানা যায়, রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে বিনাশ ক'রে সত্ত্বের দ্বারা রজের প্রবৃত্তিকে ধ্বংস ক'রতে হ'বে এবং বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মিশ্রসত্ত্বকেও নিরাস ক'রতে হ'বে। রজোগুণের কার্য্য কি? আমি—বাহাদুর, Red cross societyর member, দেশবিদেশের—flood relief করাই ত আমাদের ধর্ম্ম। ওতে কি হয়? না, আমি অন্যের যে উপকার ক'রেছি তদ্বিনিময়ে তাঁরা আমার কামুকতার ইন্ধন সরবরাহ করুক্। সত্ত্বগুণের দ্বারা ঐ প্রবৃত্তিটা থামিয়ে দিতে হ'বে। যদি রাজসিকগণ বলেন—বিদ্যুতকিতে দেশ আলোকময় গেল, তা'হ'লে তাঁদের তমোগুণটাই বৃদ্ধি হ'য়ে যা'বে। ভাগবত যে উপকার ক'রেছেন, তাঁর কার্য্য তাঁরা আলোচনা করেন না।

ভাগবত কি বিষয় আলোচনা ক'রেছেন? কৃষ্ণের, রৌহিণেয় রামের, কাশরথি রামের, পরশুরামের, বামনের, বরাহদেবের, নৃসিংহদেবের, কূর্মদেবের, মৎস্যদেবের, লক্ষ্মী-নারায়ণ, ব্রহ্ম, পরমাত্মার ব্যাপকতা ও শক্তির বিষয় আলো-চনা ক'রেছেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ-ব্যাধি নিরাস ক'রে সবিশেষধর্ম্মের পূর্ণতা স্থাপিত হ'য়েছে। এই ডাক্তারখানায় —যেখানে সকল ঔষধের ভাণ্ডার, চৈতন্য ও তদনুগগণের দ্বারা অকাতরে ঔষধ বিতরিত হ'চ্ছে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য এই দেশের যেমন ক'রে হো'ক ভাগবত এদেশ হ'তে চ'লে যায়, তজ্জন্য উঠে প'ড়ে লাগাই প্রধান কর্ত্তব্য হ'য়ে পড়েছে। ভাগবতের ছিদ্র অন্বেষণ ক'রে কর্ণপ্রবৃত্তিকে বর্দ্ধন করা হ'চ্ছে। কিন্তু নশ্বরতা বিষদর্শনের জন্য জেনে—

"কর্ণনাদ পরিণামিবাধাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

—শ্লোকের আলোচনারহিত হইলেই আমাদের ফল-ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। ভাগবত (৪।২২।৩৯) আর একটি কথা ব'লেছেন—

"হংসাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ণামৃতং প্রথিতপুণ্যশ্রবসি সদ্ভঃ।
কস্তং বিরমতরো যতরোঽপি কৃচ্ছ্র-
শ্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥"

একমাত্র শরণা বাসুদেবের পাদপদ্মাম্বুবিলাসগত-লীলারূপ ভগবদ্ভক্তিধারাপ্লবরূপে সাধুগণ বদ্ধজীবগণের কর্ণামৃতস্বরূপা যেরূপ উদ্গিরণ করেন, পূর্ব্বলক্ষিতকর্ণবীজ-দূরীকরণ-কার্য্য-শূন্যবিচার-রত সংযমনপটু যতিগণের অনুষ্ঠান দ্বারা সেরূপ সিদ্ধ হয় না। অতএব সেই বাসুদেবের সেবা করাই বিহিত।

বাসুদেবের কথা সকলেই জানেন। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং 'বসুদেব' শব্দিতং"। যে বাসুদেব বিশুদ্ধসত্ত্ব, অন্যের ন্যায় রজোগুণে যাঁর সৃষ্টি হয় নাই, তমোগুণে যাঁর বিনাশ হ'বে না, সেই অধোক্ষজতত্ত্বকে আমি ভজন করি। 'অরণ' শব্দে শরণ। একমাত্র বাসুদেবের শরণ নিতে হ'বে। রজোগুণ যা জড়সত্ত্ব সংরক্ষণ ক'রতে হ'বে না, কিন্তু যে সত্ত্ব কালের দ্বারা বিনষ্ট হ'বে না, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে বাসুদেবের জন্ম। তিনি পুরুষোত্তম স্বয়ং, ত্রিগুণকে বিতাড়িত ক'রেছেন, তাঁর শরণ নিতে হ'বে। 'বিরমতি' মানে;vacant—সব ছেড়ে দিয়ে Tabularasa অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ক'রে দাও—এরূপ বুদ্ধি নাই যাঁদের, তাঁরা ভজন ক'রছেন। 'নিরুদ্ধ-

স্রোতোগণাঃ'—স্রোতসকল নিরুদ্ধ করার চেষ্টা—ইন্দ্রিয়বেগ সংযত করার চেষ্টায় যাঁ'রা আছেন, তাঁ'রা সুবিধা পান না। অত্যন্ত অসংযত ব্যক্তিও ভগবৎসেবা ক'রলে সুবিধা হ'য়ে যায়।

"যৎপাদপঙ্কজ.....নস্তঃ" অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্মের অনুশিলকদের কাছে স্মরণ ক'রতে ক'রতে ভক্তগণ পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবাসনার হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসে ছেদন করেন। 'পলাশ' অনুলি, তাতে যে বিচিত্রতা অর্থাৎ বিলাসের যে সেবা-পারিপাট্য। যেমন বল্লালজী রাঘবেন্দ্রের সীতা-বিমুক্তিকালে যে পারিপাট্য ক'রেছিলেন। ইহা ভগবানের বিলাস, ভক্তের পক্ষে সেবা। মানুষ কর্ম্মাশ্রয়ে প্রথিত হ'য়ে যাচ্ছে—আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ ক'রব—এ রকম দুর্ব্বুদ্ধি করছে—যেমন খ্রীষ্টধর্ম্মে Virtue & piety সংগ্রহ করার নামই ধর্ম্ম। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

পুণ্য যে সুখের ধাম তা'র না লইও নাম,
পাপ-পুণ্য—দুই পরিহর।

মুণ্ডকও বলেন—

তত্রা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।

পালিটগণ পুণ্যসংগ্রহে ব্যস্ত। Altruistic Propaganda-কারীর কার্য্যই হচ্ছে—তা'রা যা তৎকল্প বস্তুবর্গ যে-সব অন্যায় কার্য্য ক'রেছে, তাকে whitewash করার চেষ্টা। উহা নিম্নস্তরীয় ব্যক্তির জন্য। কর্ম্মাশ্রয়—ধর্ম্মাদিতে বাস-চেষ্টা, তা'তে মানুষ কিছু পারিপাট্য ক'রতে পারে, কিন্তু সেটা টেঁকে না। দুই আশা তরঙ্গ যাঁরা ত্যাগ করেন, যাঁরা নির্ব্বিশেষজ্ঞানী বা gnostic—Impersonal aspect of Godheadকে লক্ষ্য করেন। সেই বিষম ব্যাধির চিকিৎসক হ'চ্ছেন ভাগবত। ভাগবত বাসুদেবের ভজনার্থ উপদেশ দিয়েছেন,উহা Phytographic, zoo-morphic or anthropomorphic demonstration নয়। আমরা সময়ান্তরে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ক'রবো। তা'হ'লে ভবরোগি-সম্প্রদায়ের বিষম রোগ নির্ব্বিশেষপর বেদান্তবিচারের নামে রজস্তমঃপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি করা বা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের নামে দরিদ্রকে নারায়ণ ব'লে ধারণা হ'য়ে জন্মান্তরে প্রসাদো বা সেবা নেবার চেষ্টা—এর মূল্য কাণাকড়ির চেয়েও কম ব'লে বোধ হ'বে। এই কথাটা বিভিন্নবেশে বহুমানিত হ'চ্ছে ভাগবত আলোচনার অভাবে। তা'রা ব'লছে—ধর্ম্মকে দোজা কথায় altruism বলা যায় অর্থাৎ সঙ্ঘের পরিচয়ে তাহার অংশীদার—রজস্তমোগুণ-চালিত হ'য়ে সংসারে বাস করা। পূর্ব্বেও কিছু ছিল না, পরে থাকবে না, জড়মিশ্রণে চেতন হ'য়েছে, redistributed হ'য়ে যা'বে ইত্যাদি বিচার রোগজাতীয়। ধর্ম্মজগতে যত রোগ হ'য়েছে, এ সকলেরই চিকিৎসাপ্রণালী ভাগবতে আছে। ভাগবত সব রোগ বিনাশ ক'রে রোগের মূল আকর পর্য্যন্ত উপ্‌ড়ে ফেলেন—Antitheistic চিন্তা-স্রোতকে খুৎকারে উড়িয়ে দেবেন যদি মানুষের শ্রবণের কাণ হয়। যদি empericismএর কাণ হয়, তবে বহির্জগতের চিন্তাস্রোত আমাদিগকে আক্রমণ করবে। সেটা dismantle করবার ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবত ক'রেছেন।

কতকগুলি লোক বলেন,—"ভাগবতে দুর্নৈতিক-কথা-পূর্ণ কৃষ্ণলীলা আলোচিত হ'য়েছে, সুতরাং ভাগবতের বিচার-প্রণালী ব্যভিচারকে পুষ্টিসাধন ক'রবার জন্য !! কিন্তু আমরা বলি,—এটা allegory বা history নয়। এতে কি কি সমতা ও বৈষম্য আছে, সেটা বুঝ্‌বার জন্য খানিকটা সময় দিতে হ'বে।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।"

—এই বিচার গ্রহণ ক'রলে ভাগবত কি, সেটা আমরা জান্‌তে পারবো। চতুঃসর্গপ্রয়াসী চিন্তাস্রোত, নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধনপ্রয়াসী—এগুলিকে বলা হ'চ্ছে, যদি বাস্তবসুখ চাও, বাস্তবসুখের একমাত্র কর্ত্তা কৃষ্ণকে ছেড়ে সুখ পাবে কোথায় ?

চতুর্থ দিবস

[সোমবার ১২শে আগষ্ট]

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচারানুমোদিত ভাগবতের যে ব্যাখ্যা, তাই আমাদের অবলম্বনীয়। যে কৃষ্ণচৈতন্যদেব পূর্ব্বে যাকে কোন দিন জীবকে দান করেন নাই, সেই স্বভক্তিশোভা রূপা-পরবশ হ'য়ে জীবগণের সুপ্রাপ্য ক'রেছেন, সেই সাক্ষাৎ শ্রীহরি কৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদের হৃদয়ে সেই সকল ভক্তির কথা—যাহা ভাগবতের মধ্যে উল্লিখিত আছে, বিস্তার করুন।

আমরা তৃতীয় দিবস যে ভাগবতের কথা ব'লেছিলাম, তা'র মধ্যে বলা হ'য়েছে যে, ভগবদ্বস্তু কখনই নির্ব্বিশেষ শব্দবাচ্য হ'তে তদ্ভাবভূত হ'তে পারেন না, তিনি অধোক্ষজ-বস্তু, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান তাঁ'কে স্পর্শ ক'রতে পারে না। ভোগী বা ত্যাগীর নিকট প্রতিভাত বস্তুগুলি ভোগ্য পদার্থ—সেবকজাতীয়। নিত্য সেব্যজাতীয়, পূজ্য না হওয়ায় সেইসকল বস্তুদ্বারা তাঁ'র তৃপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। আমরা যা' ভোগ্যবিচারে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে গ্রহণ করি, তা' কখনই সেব্য হ'তে পারে না। এজন্য ভগবদ্বস্তুকে 'অধোক্ষজ'-শব্দে উদ্দেশ করা হ'য়েছে অর্থাৎ যেবস্তু আপনাকে জৈবজ্ঞানের—বদ্ধজীবের জ্ঞানের সীমা অতিক্রম ক'রে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত রাখতে পারেন, তিনিই অধোক্ষজ। তিনি আরোহ, অধিরোহপন্থীদের প্রাপ্য বস্তু নহেন। তিনি যখন স্বেচ্ছাক্রমে অবতরণ করেন, তখনই আমাদের দৃগ্‌গোচর হন। এজন্য শ্রুতি বলেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে
তনুং স্বাম্॥"

ভগবানের তনু কেহ এই চক্ষুদ্বারা দর্শনে সমর্থ হন না। এইপ্রকার চক্ষুদ্বারা সীমাবিশিষ্ট বস্তু দেখা যায়। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু বিধায় তাঁ'কে দেখা যায় না। এই কর্ণদ্বারা তাঁ'র কথা শোনা যায় না, এই নাসাদ্বারা তাঁ'র নির্ম্মাল্যের আঘ্রাণ লওয়া যায় না, এই জিহ্বাদ্বারা তাঁ'র উচ্ছিষ্ট আস্বাদন ক'রতে পারা যায় না, এই মনে তাঁ'র চিন্তা হয় না। তিনি যদি তাঁ'কে সর্ব্বকাল সর্ব্বতোভাবে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তিপরিচালন-যোগ্য ভূমিকা হ'তে পৃথক্ না রাখ্‌তেন, তবে যাহা ভোগ্যবস্তুরই অন্তর্ভুক্ত হ'তেন। তা'হ'লে তিনি পূজ্য, আমাদিগকে তাঁ'র আশ্রয় নিতে হ'বে—এরূপ কথা মনো-মধ্যে উদিত হ'ত না। এজন্য আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি অধোক্ষজ, অর্থাৎ বদ্ধজীবের জ্ঞান-ভূমিকার ব্যাপারবিশেষ নন। এখানে কথা হ'তে পারে—'অপরোক্ষ'-শব্দেও ত' তাঁ'কে বুঝা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নয় যা', তাই অপরোক্ষ। তাঁ'তে একত্বের সমাধান আছে, কিন্তু বহুত্ব নাই। যেখানে বিচিত্রতার বহুত্ব আমাদের চিন্তাস্রোতকে রোধ করে—সীমাবিশিষ্ট পদার্থ আমাদের আলোচ্য হয়—দ্রষ্টৃসূত্রে সেই বস্তুকে ভোগ করি—তাঁ'কে দৃশ্যমাত্র জ্ঞান করি, শ্রীমূর্ত্তির নিকট এসে এই পোড়া চোখ দিয়ে তাঁ'কে দেখ্‌তে প্রয়াস করি, সেখানে আমাদের অক্ষজজ্ঞানপ্রয়াস ব্যর্থ হ'য়ে যায়। সেজন্য অধোক্ষজবস্তুই শ্রৌতা। ভগবদ্-বস্তু সাক্ষী, কেবল, চেতা, নির্গুণ। তিনি দয়াপূর্ব্বক যদি আমাদিগকে দর্শন করেন, আমরাও যদি তাঁ'র সেবার উপযোগী হ'য়ে যেতে পারি, তবেই তাঁ'র দর্শন সম্ভব হ'তে পারে। শ্রীবিগ্রহকে যদি ভোগ্যজ্ঞান করি, পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, অপরাধক্ষালনের জন্য, ভবরোগের ঔষধ জ্ঞান ক'রে দর্শন ক'রতে যাই, তবে তিনি আমাদের মলিনচিত্ত দেখে দুঃখিত হ'য়ে দর্শন না ক'রতেও পারেন। সেজন্য চিত্তের মলিনতাকে পরিমার্জ্জিত ক'রে গেলেই ভাল হয়। চিত্তের মলিনতা পরিমার্জ্জিত কি ক'রে হয়? চৈতন্যদেবের ভাগবতের আদৃত তত্ত্ব থেকে একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে দেখ্‌তে পাই,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

তিনি উপদেশক জগদ্গুরুসূত্রে মলিনত্বদয় আমাদের মঙ্গলের জন্য ব'লেছেন—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। কীর্ত্তন অর্থে—তাঁ'র বর্ণনে জীবের বৈকুণ্ঠবস্তুর শ্রবণাধিকার হয়। যদি বৈকুণ্ঠবস্তু কীর্ত্তিত হন, তবেই শ্রবণ

ক'রতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা এমনই সেবাবিমুখ-বুদ্ধিতে বাস করি যে, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি না হ'লে কীর্ত্তন শুনতে প্রস্তুত নই। এজন্য ভৌগোলিকগণের মঙ্গলার্থে কৃষ্ণকথা কর্ণরসায়ন হ'বে ব'লে রীতিমুখে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। যা'রা রীতি ব্যতীত সাধারণ সাহিত্য শুনতে বিমুখ, তা'দের জন্য বিভিন্ন Decoration দিয়ে (যেমন চিনির দ্বারা তিক্ত বস্তুকে আবৃত ক'রে দেওয়া হয়, সেইভাবে) হরিকথা কীর্ত্তন করি। যদি তা'রা আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রাখে—কৃষ্ণ-কথা শুনবো না, শুনলে আমাদের ভোগবুদ্ধি ব্রসিত হ'বে, হরিকথা বাদে আর যা কিছু শুনতে উৎকর্ণ আছি, প্রভু-সজ্ঞায় সজ্জিত হ'য়ে লোকের নিকট ভোগের দাবী করার কথা শুনতে প্রস্তুত আছি, তা'দের মঙ্গলার্থেই হরি-কীর্ত্তন। যেমন পক্ক পড় না খেতে চাইলে বইল মুন মেখে দেওয়া হয়, সেরূপ হরিকথা সহ কিছু রোচমানা প্রবৃত্তির ভাব সংযুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। তা'হ'লে গান-শোনা-প্রবৃত্তি থেকে কিছু রাইকানুর গান শুনতে পারি। প্রবণকে আকর্ষণ ক'রবার জন্য কীর্ত্তন।

কেউ কেউ বলতে পারেন, কৃষ্ণ একটি ঐতিহাসিক নায়ক, তাঁর কথা শুনে কি হ'বে, তা' ছেড়ে নেপোলিয়ানের বীরত্বের কথা শুনবো। সেরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মে অবস্থিত থাকলে যাবতীয় মলিনতা দূর করবার জন্য কৃষ্ণ-কীর্ত্তন আবশ্যক হয়। যেমন গানে হরিণের ও সাপের চিত্ত-বৃত্তি স্তব্ধ হয়,সেইপ্রকার গীত-যোগে হরিকথা কীর্ত্তিত হ'লে কাব্য-রসাস্বাদিগণেরও চিত্ত হরিকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হয়।

সম্যক্ কীর্ত্তন ব'লতে নীরস, বিরস, রসরহিত পথের পথিক যা'রা, তা'দের বিচার-প্রণালীকে বাদ দেওয়া। এমন কি, বেদের শিরোভাগ উপনিষদে যে বিরাগ-কথা আছে, বিরাগ উপস্থিত হ'লেই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে (অহরহর্ব বিরজ্যেত, অহরহর্ব প্রব্রজেৎ), তাহারও মূলা সংকীর্ত্তনের নিকট তুচ্ছ। অন্ধের সীমাবিশিষ্ট কথা আমাদের আদরের বিষয়। তদ্বিপরীত ভাবটি বিরাগ, উহা বিলাসরহিত। অন্ধে-ন্দ্রিয়-বিলাসের স্তব্ধতাই বিরাগ। আমাদের আনন্দবর্দ্ধন হ'বে মেনে আমরা বিলাসে ধাবমান হই, কিন্তু বিলাসের পরবর্ত্তি-ফল ক্লেশের ভূমিকা ব'লে যখন আমরা বুঝতে পারি, তখন বিলাসকে স্তব্ধ বা সংযত ক'রে থাকি, উহাই বিরাগ।

প্রেয়ের বিচার করলে অন্তর্বিলাস—প্রেয়ের প্রতি আমাদের যে রোচমানা প্রবৃত্তি, তা' হ'তে নিবৃত্ত হ'তে হয় কিন্তু মৎসরধর্ম্মের বশীভূত হ'য়ে ভোগরূপ টোপ গেলে আনন্দ হ'বে মনে ক'রে বঁড়শিবিদ্ধ হ'য়ে যাই। ইন্দ্রিয়ের বিলাস করতে গেলেই অসুবিধা পেলে তখন বিরাগ-শাস্ত্র আলোচনা করি—উপনিষদ্, দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা ক'রে যুক্তি-লাভের বিচার-বিশিষ্ট হই—আপাত-প্রেয়ঃ কাব্যরসাস্বাদ হ'তে বিরত হ'য়ে একটা অবস্থা পা'ব মনে করি। উপনিষদ্ পাঠ করলে অন্তর্বিলাস ত্যাগ ক'রে অন্তর্বিরাগের উৎকর্ষ অর্থে চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়। তখন মনে করি—ত্যাগটা বড় জিনিষ, ভোগ ক্লেশপ্রদ, ত্যাগই দরকার, সেইটিই আমাদের বেশী উপযোগী। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ত্যাগের বাসনা বেশী হ'লে আত্মহত্যা হ'য়ে যায়। তাই ভাগবত বলেন—

"ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ"

উহা অত্যন্ত বিলাস বা বিরাগ নয়। অতি আসক্তি বা অতি বৈরাগ্য অপ্রয়োজনীয়। আবার বিরাগ অপ্রয়োজনীয় ব'লে কি আসক্ত হ'য়ে যাব? এর একটি সুষ্ঠুবিচার ব'লেছেন—কৃষ্ণসাধনায় ভক্তি করতে হ'বে; সেই ভক্তির প্রথম সোপান—নাম-সংকীর্ত্তন। 'কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তন' বলতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বললেন—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। সকলে মিলে যে কীর্ত্তন, উহাই সংকীর্ত্তন—'বহূনামিলিতানাং যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্।' কেউ যদি বলে, নির্জ্জনে ব'সে ধ্যান করবো, কিন্তু তা'তে বহু বিরুদ্ধমত বর্ত্তমান। মনের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার আছে, কোন্‌টা গ্রহণ ক'রব জানি না। যখন আমরা ধ্যান ক'রবার জন্য কপাট বন্ধ ক'রে বসি, তখন অন্যান্য প্রবৃত্তিসকল আমাদিগকে টেনে নেয়—পূর্ব্ব-সঞ্চিত আবর্জ্জনার কথা প্রবলভাবে জাগ্রত ক'রে আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যেমন এই স্থানটি (প্রবণসদনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) 'সদন' শব্দবাচ্য, ইহা একটি গিরি-গহ্বর বা ভোগের আগার নয়। এখানে আমরা বহু লোক একত্র হ'য়ে কীর্ত্তন ক'রতে পারি। বহু লোকের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি, তা'তে যে অভাব আছে,সেটা পূর্ণ হ'তে পারে—সংকীর্ত্তনে। যখন সকলে এক তাৎপর্য্যপর হ'য়ে প্রপূজ্য বস্তুর কীর্ত্তন-মুখে শব্দ উচ্চারণ করি, তখন প্রত্যেকেরই দুর্ভাগভাব এই যে, কা'কে ডাকছি, কিজন্য ডাকছি এবং এর ফল কি? আমাদিতে পরের সাহায্য পাই না। যদির না হ'লে—

ধরিকথা শুনবার কাণ থাকলে আমরা জানতে পারি—সম্যক্ কীর্ত্তন হয়ত্তার। উহা হৈতুকীকথা, গ্রাম্যকথা আলোচনা নহে।

কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। তাঁর কীর্ত্তনই সম্যক্-কীর্ত্তন। নৃসিংহলীলার কীর্ত্তন ক'রলে—ভক্তবৎসল, ভক্তবিঘ্নবিনাশন ভগবানের কথা, বৎসললীলার কীর্ত্তন ক'রলে বল—দুষ্টতা লাভ ক'রতে পারি; কিন্তু তা'তে ভক্তবৎসল ভগবানের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না—ভক্তবৎসলের সমগ্র কৃপালাভে মনের ত্রুটী থাকে। যদি জানতে চাই, নৃসিংহদেব কা'র অবতার? কেউ বলতে পারেন—নির্ব্বিশেষব্রহ্মের অবতার, তা' নয়। ভাগবত ব'লেছেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

এইটিই ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। এঁরা কৃষ্ণেরই অবতার—তাঁর অংশকলা হ'তে পারে। কিন্তু এঁদের দ্বারা সকল রসের সমাধান হয় না। গীতায় ভগবান্ ব'লেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—সকল ভাবেই ভগবানের উপাসনা ক'রতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে নিজ নিজ রুচিদ্বারা ঐ বস্তুরই উপাসনা করেন। শান্তরসের রসিকগণ অবতার-বিশেষের উপাসনা করেন। দাস্যরসে মারুতি-প্রমুখেরা রামচন্দ্রের উপাসনা করেন। সখ্যরসে অর্জ্জুন, বাৎসল্যরসে বসুদেব-দেবকী কৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনা করেন। উপাস্যবস্তুর যতরকম আকার হ'য়েছে, সেসকল স্বরূপের আকার থেকে কিছু পার্থক্য লাভ ক'রেছে। কিন্তু তা'তে পূর্ণতমত্বের অভাব আছে। এইজন্যই ভাগবত ব'লেছেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" অর্জ্জুনের কৃষ্ণসারিধ্য গৌরবসখ্যযুক্ত। তদপেক্ষা শ্রীদামসুদামাদির বিশ্রম্ভসখ্যের পরিচয় পেয়ে থাকি। তাঁরা, কাস্তাগণ, পিতৃমাতৃবর্গ, চিত্রকপত্রক প্রভৃতি দাসবৃন্দ, তাঁর বিনোদন, রঞ্জন, পাচনবাড় যেপ্রকার সেবা করেন, সেই সকল সেবার্থে যে কীর্ত্তন আছে, সব একত্রিত হ'লে সম্যক্ কীর্ত্তন হয়। পঞ্চরসরসিক একত্র হ'লে সম্যক্ কীর্ত্তন হয়। কেননা টিকিটের শেষগতি পর্য্যন্ত না গেলে তা' হ'তে ঘুরের কথা জানতে পারা যায় না।

ইহজগতেও আমরা পঞ্চরসের রসিক হ'য়ে বাস ক'রছি, রসকে generate (রসোৎপত্তি) ক'রছি, কিন্তু তা'তে কৃষ্ণ নাই। কৃষ্ণে যে পূর্ণরস আছে, যদি তার কিছুক হই—রসগ্রহণের ভাণ্ডার অল্প রিক্তিযে পূর্ণ না করি—সম্পূর্ণ রিক্ত রাখি, তবে কৃষ্ণরস পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি ক'রতে পারবো। চৈতন্যদেব ব'লেছেন, চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হ'লে সাংসারিক বিপৎ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি-কৃষ্ণ-লীলা-শ্রবণ-দ্বারাই সম্যক্ কীর্ত্তন হ'বে, অন্য অবতারের কথা শুনলে হ'বে না। লক্ষ্মীনারায়ণের কীর্ত্তন অপেক্ষা—রামের কীর্ত্তন অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্ত্তন, মথুরেশ অপেক্ষা—ব্রজেন্দ্রনন্দনের কীর্ত্তনই সর্ব্বতোভাবে রসযুক্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তন হ'লেই পূর্ণতমতার বাকী থাকে না, যত অভাব আছে, সকল অভাব থেকেই অবসর প্রাপ্তি হয়। দশমস্কন্ধে—কৃষ্ণসংকীর্ত্তন পূর্ণমাত্রায় আছে। তা'হ'লে দশমটি লিখলেই হ'ত, অন্যান্য স্কন্ধের কি প্রয়োজন? তারতম্য-নির্দ্দেশের জন্য মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-রাম-রাম-রাম—সকল অবতারেরই কথা বর্ণিত হ'য়েছে। রোহিণীর রামের রাস-পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। কিন্তু কৃষ্ণের কথা পূর্ণভাবে বর্ণিত হ'য়েছে।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

রসবিচারে কৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ দেখান হ'য়েছে। কাব্য-শাস্ত্র আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বর্ণিত হ'য়েছিল। তা'তে 'উরুক্রম'—'শুরুক্রম' বা 'ত্রিবিক্রম' পদে কৃষ্ণকেই উদ্দেশ করা হ'য়েছে। সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিরাজ্যে যাঁর পাদপদ্ম পূজিত—"ক্ষেপো নিদধে পদম্ সব্যমস্ত পাংশুলে তস্মিন্নোঃ সমরং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" তিনি কাঠের মূর্ত্তির ন্যায় অচেতনের মত ব'সে না থেকে তিনটি পা ফেলেছিলেন। 'নিদধে'—নিটের পদ। লীলায় তিনি উরুক্রম। এই উরুক্রমকে কেউ নির্ব্বিশেষ ক'রতে পারে না।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

[ব্রহ্মানন্দ-সুখরত মুনিগণ গ্রন্থাদিরহিত হইয়াও অমিত-বিক্রম শ্রীহরির কলাতিসন্ধান-রহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। কেন না শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।]

সেই উরুক্রমের চরণ-প্রাপ্তির উপায় কি ? তৎপ্রসঙ্গে প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন—

যস্তিন্ যতো ভগবতো ভবতো নু নাথ
যিথোঽভিপদ্যেত কৃতশ্চিদনুষ্টিতাদ্ধ।
অদ্ধা বদামুপরমেম যথা বচাংসি
নঃ সংশয়ঃ পরমদুরবগাহবর্ত্মা ॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

কপাল-কোড়া 'উরুগায় বদ্ধাঃ' জীব আমরা, উরুগায় শক্ত দড়ি দিয়ে আষ্টে পিষ্টে মায়িকরাজ্যে আমাদিগকে যারা বেঁধে রেখেছে। এ থেকে ছুটি কিরূপে হ'বে, তদুত্তরে ব'লেছেন—নৈষাং মতিস্তাবৎ ইত্যাদি। এখানে একটি ভাল কথা ব'লেছেন—"নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ"। যাঁরা জগতে কিছু আছে মনে ক'রে বৌচাচ্ছেন, তাঁদের কথা নয়—নিষ্কিঞ্চনগণের কথা। তাঁরা ইহজগতের কিছু দান ক'রতে আসেন না, সেই জগতের জিনিষ, যা' ইহজগতে নাই, তাই দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাঁদের পায়ের ধূলিতে যে মানুষ প্রস্তুত হ'বে, তা পাবার জন্য যাঁদের আকাঙ্ক্ষা, তাঁরা উরুক্রমাঙ্ঘ্রি-সপর্য্যাধিকার পাবেন। উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি, যাঁর কথা গৌরসুন্দর চৌষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা ক'রলেন, সেই উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি যে-কালপর্য্যন্ত স্পর্শ ক'রবার না যোগ্যতা হয়, ততদিন অনর্থের শান্তি হ'বে না—Impersonalism যাবে না। চেতনময় সবিশেষ পাদপদ্ম, যে পা দিয়ে চ'লে বেড়ান, সেই পায়ের আকুল-স্পর্শযোগ্যতা না হ'লে তাপত্রয়ের উন্মূলন হ'বে না। বদ্ধজীব আমরা যে মুক্তির জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা-বিশিষ্ট হই, সেটা "মোক্ষং বিকৃঙ্ক্ষি-ণাঽত্ব"—উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি লাভই প্রকৃত মোক্ষ। ভাগ্যহীন জীব সেই পাদপদ্ম পরিত্যাগ ক'রে নরকের পথে—জড়-বিলাসের পথে অগ্রসর হ'চ্ছে, চেতনময় কৃষ্ণবিলাসে যোগ-দানের যে বৃত্তি, সেইটিই উরুক্রমাঙ্ঘ্রি-লাভ। যে পাদপদ্ম ত্রিজগদ্ব্যাপ্ত, সেই চরণ ব্রজজনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

আমার হৃদয় বন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি।
তা'তে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।

বাস্তববস্তুর বিচার পরিত্যাগ ক'রে যখনই অবাস্তব দর্শন হ'চ্ছে, তখনই ভোগ-বিলাসিতা বৃদ্ধি হ'চ্ছে—প্রভুত্ব করার যন্ত্র হ'চ্ছে, সেবাভাব গ্রহণ ক'রে তাঁকে সেবক বিচার ক'রে ব'সছি। 'তিনি আমাদের সেবক, আমাদের ভক্ত'—এ দুর্বুদ্ধি হ'লে অসুবিধা, তাঁর ভক্ত হ'লে সকল সুবিধা। তিনি ব'লছেন—তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয় আমার পাদপদ্মে দাও। তোমার ইন্দ্রিয়দ্বারা আমাকে সুখ আস্বাদন করাও, তা' হ'লে তোমাকেও আনন্দের আস্বাদন করা'ব। আর যাঁরা কথা বেধা'বেন, Impersonal (নির্ব্বিশেষ) হ'বেন, তাঁর শিরশ্ছেদ, হস্তপদাদি খণ্ড খণ্ড ক'রে অস্তিত্ব ধ্বংস ক'রে দেবেন—চোখ গেলে দেবেন, হাত পা কেটে ফেলবেন, তাঁরাই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শত্রু। তাঁ'দের পরিণাম—"সিন্ধা ব্রহ্মমুখে যথা দৈত্যাশ্চ হারণা হতাঃ"। তা' থেকে আরও অধিক শত্রু—যাঁরা বিচার ক'রছেন, নাভিদেশ হ'তে মস্তক পর্য্যন্ত সেবার জন্য থাকুক আর নীচের অঙ্গগুলি অসুরসেবার জন্য থাকুক। তাঁরা 'বর্ণাশ্রমাচারবত্তা' বিচারে রাধা-গোবিন্দের লীলাকে আক্রমণ ক'রছেন। তাঁদের এই নির্ব্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা দূর হ'লে ভক্তিসদাচার জান্‌বেন—কপটতাত্যাগের কথা জান্‌তে পারবেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গেলে বহু-মতবাদের লোক তাঁকে আক্রমণ ক'রেছিল। শ্রীসম্প্রদায়, বৈষ্ণবনামধারী মধ্ব-সম্প্রদায় কত না বাগাড়ম্বর ক'রে অপরাধ ক'রেছিলেন।

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনধিপান্।
কৃপয়িত্বা বিমুচ্যোত্তান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥

[বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধ মতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রতুল্য দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপা-চক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।]

পরমকরুণাময় চৈতন্যদেব রাধাগোবিন্দের কথা দক্ষিণ-দেশে দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আজকাল তাঁরা "যে

ভিন্নিয়ে সে ভিন্নিয়ে।" আবার প্রচারের আবশ্যক। সেগুলি পুনরুজ্জীবিত করা দরকার। চৈতন্যদেব কি ব'লেছিলেন, তা'রা একেবারে ভুলে গিয়েছে। তা'রা বলে, আমরা খুব যুক্তিবাদী—rational বুদ্ধিমান্, বাঙ্গালীদের মত emotional নই। কিন্তু রাধাগোবিন্দের কথা তাদের মধ্যে একেবারে নাই। রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করার সময় অনেক লোকে বাধা দিয়েছিল। তা'রা বলে, চতুর্ভুজ বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে এ মূর্ত্তি কেন? কিন্তু আজ ছ'তিন বৎসর হ'ল সেখানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি পূজিত হ'চ্ছেন। যেখানে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে রাধাগোবিন্দের কথা আলোচনা ক'রেছিলেন, সেখানেই রাধাগোবিন্দ হ'য়েছেন। মাদ্রাজের লোক পার্থসারথীর কথা নিয়ে ব্যস্ত, রাধাগোবিন্দের কথা জানে না। উত্তর-ভারতে মহাপ্রভুর পার্ষদ-ষড়্‌গোস্বামি-প্রকটিত সেবা-সৌষ্ঠবদর্শনের যোগ্যতা তা'দের হচ্ছে না, ইহা তা'দের বড়ই দুর্ভাগ্য। মুন্সারাও নামক জনৈক মধ্বসম্প্রদায়ী ভাগবতের অনুবাদ ক'রেছেন। কিন্তু তা' অসম্পূর্ণ। চৈতন্যদেবের কথা যাঁ'দের শুনা হয় নাই, চৈতন্যদেবের অনুগ্রহ যাঁদের নিকট পূর্ণমাত্রায় পৌঁছায় নি, তাঁ'রা ভাগবতের আলোচনাই বুঝবেন না। যা'রা এ পথের পথিক নয়, তাঁদের দ্বারা ভাগবতের অনুবাদ হয় না।

ভাগ্যহীন পশ্চিমদেশীয় লোকগণও নানা প্রশ্ন করে; গতকল্য বম্বেতে একজন পণ্ডিতও প্রশ্ন ক'রেছিলেন, ভাগবতে যখন রাধার নাম নাই, তখন গৌরসুন্দর ঐ নাম কোথায় পেলেন? কিন্তু আমরা বলি—কা'র জন্য থাকবে, যুক্তিকর লোকের জন্য থাকবে? মহাপ্রভু 'গোপী' 'গোপী' জপ ক'রেছিলেন। সব নাম পাবে কেন হ'লে।

কা'র নাম আছে? ললিতা, বিশাখা, শ্যামলতা প্রভৃতি কারো নাম নাই ব'লে তাঁ'রা কি কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় পূর্ণাধিকার লাভ করেন নাই? চন্দ্রার নামও ত' নাই? কা'র জন্য থাকবে? আমাদের মত নিন্দোষের জন্য? নাম নিয়েই বা তাঁ'রা কি ক'রছে? সাধারণের পাঠের জন্য ব্যাসভগবান ঐ নাম গোপন ক'রেছেন। যাদের যোগ্যতা হ'বে, তাঁ'রা ধর্ম্ম ক'রলে দেখ্‌তে পাবেন।

তা'হ'লে আমরা আলোচনা ক'রলাম—ভাগবতের অধোক্ষজ আর উরুক্রমের কথা। উহাতে নির্ব্বিশেষবাদ নিরস্ত হ'য়েছে। তিনি অচেতন নন। জড়জগতের জীবগণকে চৈতন্য দান ক'রবার জন্য আশ্রয়ের ভাবগ্রহণ ক'রে শ্রীচৈতন্যদেব এসে চৈতন্যকথা ব'লে গিয়েছেন এজন্য তাঁর নাম 'চৈতন্য'। আশ্রয়ের আনুগত্য ব্যতীত, গুরু-পাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত সহজ কোন সুবিধা হয় না।

গৌরসুন্দর-রচিত "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং"-শ্লোকে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি—একথা বলা হ'য়েছে, এই নাম-কীর্ত্তনের অন্তরালেই রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর কীর্ত্তন। কপটতা পূর্ব্বক নামকীর্ত্তন ত্যাগ ক'রে রূপাদি কীর্ত্তন ক'রলে চিত্তদর্পণ মলিনই থাকবে। তা'হ'লে ভাগবত পড়াশোনা হ'বে না। চৈতন্যদেবের আনুগত্যে শুনতে হবে। তা হ'লেই ভাগবত লাভ করতে পারব। আজকে ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য সম্বন্ধে অধিক বলার সুযোগ হয় নাই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা

সভাপতি—কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহোদয়

গত ৮ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট, রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুসজ্জিত সারস্বত-ভবন-সদনে মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় 'গৌড়ীয়-' সম্পাদক 'বিরাগ ও ভক্তি' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে মাননীয় সভাপতি মহোদয় তাঁহার নিম্নলিখিত তৈত্তপূর্ণ অভিভাষণটি পাঠ করেন। সভাপতির অভিভাষণের পর তাঁহার মানসিক্ ভাবাবলী বর্ণন করিয়া, বিশেষতঃ তাঁহার শারীরিক-অসুস্থতা-সত্ত্বেও সভাকার্য্য সম্পাদনের জন্য উল্লেখ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বনমালিদাস অধিকারী বি-এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ও উপস্থিত সজ্জনগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

রায় বাহাদুর অনুকূল চন্দ্র মিত্র, রায় বাহাদুর তারক চন্দ্র বসু, দেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ, পি-আর-এস্, রায় বাহাদুর অশ্বিনীকুমার বসু, রায় বাহাদুর বরদাকান্ত রায়, সতীন্দ্রনাথ গুহ (অবসরপ্রাপ্ত জজ), নলিনীমোহন বসু

(অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ), মিঃ এ, কে, সরকার ; অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল, ডাঃ অমল দাকরা, ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন, মিঃ অরেন্দ্রী প্রসাদ (এ্যাডভোকেট, পাটনা হাইকোর্ট), প্রবোধ নারায়ণ ব্যানার্জি এম্-এ, বি-এল্ ; জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী (পাবলিক প্রসিকিউটর, ঢাকা), শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী (উকিল), হরেকৃষ্ণ মাইতী, নবনমোহন দাস (সলিসিটর), মিঃ জে এন্ বসু (বারবঙ্গ মহারাজের ফাইন্যান্সিয়াল এজেন্ট), রায় বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ (প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট), মাধবদাস বিশ্বাস, কবিরাজ অনাথনাথ রায় প্রমুখ শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিতে সভা-গৃহ পরিপূরিত হইয়াছিল।

সভাপতির অভিভাষণ

পরমভক্তিভাজন আচার্য্য মহারাজ, ঋত্বিগণ এবং সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ !

আমার মত হীন অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতির আসনে বরণ করিয়া শুধু আপনাদের মহত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার জন্য আমি ভক্তিপূর্ণ আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—"কাকেরে গরুড় করে, ঐছে দয়াময়।" মহাপ্রভু আমাদিগকে যান যান করিয়া হরিকীর্ত্তন শুনাইতেন। শুনিয়াছি ঠাকুর হরিদাস বালকগণের হাতে "মণ্ডা" প্রদান করিয়া তাহাদিগকে হরির নাম লওয়াইতেন। গৌড়ীয়মঠের পরম পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবমণ্ডলী আমার ন্যায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে যান দান করিয়া আজ সেই আদর্শই পুনঃ প্রকাশ করিলেন। জাগতিক ধন, মান, কুল, বিদ্যার গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া ভগবানের কথা শ্রবণ করিবার সময় আমাদের বিরল। আমাদের সকল কার্য্যের সময় আছে, কিন্তু সাধুগণের নিকট হরিকথা শুনিবার সময় নাই। গৌড়ীয়মঠের পতিতপাবন আচার্য্যের কৃপা ঐরূপ ব্যক্তিগণের উপরও সঞ্চারিত হইয়াছে। তাই আচার্য্যদেব এক অপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়া, অযোগ্যকে উচ্চ আসন প্রদান করিয়া আমাদিগকেও হরিকথা শুনিতে বাধ্য করিয়াছেন।

অদ্যকার সুধীসভা "বিরাগ ও ভক্তি" সম্বন্ধে যেসকল কথা গৌড়ীয়মঠের পরমপূজ্য আচার্য্যের কথিত শাস্ত্রোপদেশরূপে আমাদিগকে শুনাইলেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার মত যোগ্যতা আমার আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কারণ, ভগবানের ভক্তি লাভ করিয়া যাঁহারা বিরাগী হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত বিরাগ ও ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন। বক্তার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভগবানে ভক্তি ব্যতীত যত বড় বৈরাগ্যই হউক না কেন, তাহা অসার বটে। সেইরূপ ভক্তিহীন বৈরাগ্যও একপ্রকার বিষয়ভোগ। মানুষ ভগবানের সেবা করিতে করিতে যে এক অপূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থাই হইল প্রকৃত বৈরাগ্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমান যুগে সমগ্র মানবজাতির নিকট হরিকথা-শ্রবণের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক মঙ্গলকামি ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠের নিকট চিরঋণী থাকিবেন। আমাদের ভারতবর্ষ 'ধর্ম্মক্ষেত্র' বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে যত প্রকার আন্দোলনই সাময়িক ও নৈমিত্তিক প্রয়োজনের অতিথি হইয়া আসুক না কেন, সেই সকল আন্দোলন ন্যূনাধিক বিদেশীয় ও বিজাতীয় আদর্শে গঠিত। কিন্তু ভারতের নিজস্ব যে সনাতন ধর্ম্মের প্রচার, যাহা অতি সরল ও সহজভাবে শ্রীচৈতন্যদেব বাংলা ও ভারতের দ্বারে দ্বারে ভিখারীর বেশে বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই সনাতন ধর্ম্মের স্বাভাবিক স্বরূপ—প্রেমময় রূপ গৌড়ীয়মঠের পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পুনরায় অধিকতর ব্যাপকভাবে সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্মুখে বিস্তার করিতেছেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকযুগে বিজ্ঞানের অবদানগুলি গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীচৈতন্যের সেই ভুবনপাবনী বাণী-প্রচারের বাহন হইয়াছে। অসরবিদ্বে বিশ্বের সমস্ত জড়-বিজ্ঞানকে লইয়া জাগতিক অভ্যুদয়ের চেষ্টায় যে সংঘর্ষ ও সংগ্রামের যুগ ও তৎসঙ্গে ভাবী ধ্বংসের প্রত্যক্ষ লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইতেছে, সেই যুগে গৌড়ীয়মঠ জড়বিজ্ঞানকে সমগ্র বিশ্বে অমৃতবাণী প্রবাহিত করিবার যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছেন। তাই বলিতে পারা যায়, গৌড়ীয়মঠ মরণের যুগে অমৃতের দূত।

গৌড়ীয়মঠের ভক্তি ও বিরাগের বাণী আজ আধুনিক জড়বিলাসের দুর্গপ্রধান দুর্গ ভেদ করিয়া সেখানেও বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে। মহাপ্রভু পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার যে বাণীপ্রচারের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেব পরমভক্তিভাজন পরমহংস

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরই সর্বপ্রথম সেই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। সংগ্রামের যুগে প্রেমের বাণী, জড়বিলাসের যুগে ভক্তিযুক্ত বিরাগের বাণী, ভোগময় কর্মের যুগে প্রেমময়ী সেবার বাণী গৌড়ীয়মঠের অধিষ্ঠাতার অবদান।

অনেকের মনে সন্দেহ জাগিতে পারে, এই যে বাংলার বুকে প্রতি বৎসর বন্যা ও ছর্ভিক্ষ প্রভৃতির প্রকোপ, এই যে ভারতের দুর্গত নরনারীর আর্তনাদ, এই সকল কার্যে গৌড়ীয়মঠ কতটুকু প্রচেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহারা একটু বুদ্ধিমান, তাঁহারাই ইহার প্রকৃষ্ট উত্তর হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিবেন। পার্থিব দুর্গত বা আর্তের সাহায্য বা সেবা প্রত্যেক সংসারী ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরই করা কর্তব্য। উহার প্রাণিগণের অন্যান্য পৎস্পর সহানুভূতির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা, কাক, বানর, কুকুর এই সকল প্রাণী তাহাদের জাতিভাইকে অপরের আক্রমণ হইতে প্রাণ দিয়াও রক্ষা করে অথচ তাহাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, ভোগ-চেষ্টা এবং ঈশ্বরবিমুখতা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের যে ধর্ম বিরাগযুক্ত ভক্তি, ভগবানের সেবা, যাহা প্রস্ফুটিত চেতনের স্বাভাবিক ও নিত্য ধর্ম, সেই ভগবদ্ভক্তির কথা জগতে কয়জন নিষ্কপটভাবে প্রচার করিয়া থাকেন? এজন্যই আমাদের সামরিক সহায়তার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান আছে এবং আরও হউক এবং আমরা প্রত্যেক সংসারী ও বিলাসী ব্যক্তি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অসৎকর্ম হইতে সৎকর্মে নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত হই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ জীবজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচার করিয়া যে অভিনব ও অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র জীবজগতের নিত্য উপকার হইবে। ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য। গৌড়ীয়-মঠের বাণী-প্রচারের কার্যে আমাদের সকলেরই স্ব-স্ব-যোগ্যতা সমর্পণ করা কর্তব্য।

উপসংহারে আমি পুনরায় গৌড়ীয়মঠের নিয়ামক মহা-পুরুষপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের চরণে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করিতেছি। উপস্থিত জনসাধারণ আজ আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

কাজির সমাধি

ভক্ত চাঁদকাজি (মৌলানা সিরাজুদ্দীন) মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাপাত্র। তাঁহার বাড়ী শ্রীধাম-মায়াপুরের অন্তর্গত বামনপুকুর গ্রামে। তাঁহার ঐ আলয় ও সমাধি বর্তমানে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সম্পত্তি। কোন কোন ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া সমাধি-সম্বন্ধের নামে অপসম্প্রদায়ের অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার প্রতিবাদস্বরূপে এটর্ণির যে-সকল পত্র গিয়াছে, তন্মধ্যে দুই খানি নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

(১)

[UNDER CERTIFICATE OF POSTING]

Kazi Syed Ahammed
Kazi Bari
P. O. Bamanpookoor
District Nuddea.

Dear Sir,

We are instructed by our clients Srila Siddhanta Saraswati, Pandit Kunja Behari Vidyabhusan, Ananta Basudeb Brahmachari and Paramananda Vidyaratna all of Mayapur in the District of Nuddea to address you as follows :—

Our clients' notice has recently been drawn to a circular in Bengali and a photograph of the Samadhi of the late Revered Chand Kazi under the signature of yourself and various other persons including one Notobar Datta of No. 7, Durga Charan Pithuri Lane, Calcutta, containing an appeal to the members of the public for a donation of a sum of Rs. 5000/- which is alleged in the said circular to be necessary for the preservation of the Samadhi of Chand Kazi, for construction of a rest house for pilgrims visiting the said Samadhi and for a tubewell and that contribution should be sent either to you or to the said Notobar Datta.

We are instructed that our said clients are the sole and absolute owners of the said Samadhi together with the house belonging to the late Chand

Kazi known as Kazi Bari and the parcels of land and gardens appertaining to the said house and the said Samadhi the same having been purchased by them so far back as in the month of Sravan 1319 B. S, from the owner of the said properties and that the said properties including the said Samadhi are in possession of our clients since the date of the said purchase.

We further understand that you are fully aware that our clients are the owners of the said Samadhi and the properties mentioned above and that you are now in occupation of the house known as Kazi Bari as a monthly tenant under our said clients. Our clients maintain that the said circular is couched in such language as to mislead the members of the public into believing that if financial help is rendered by them you as a descendant of the late Chand Kazi will be able to take necessary steps for the repairs of the said Samadhi which according to you is in such a state that every trace of it will be lost and it will cease to exist unless steps are immediately taken for its preservation. We are further instructed to point out to you that the representations made by you firstly as to the condition of the Samadhi and secondly as to your right to execute any repairs to the said Samadhi are not true as you are perfectly aware that nobody has any right to the Samadhi except our clients who are the sole and absolute owners thereof. We are further instructed to state that you are also aware that even if any member of the public send any donation in the belief that the representation made by you in the said circular are true, you will not be in a position to utilise the moneys so received by you for the purposes alleged in the said circular in view of the fact that our clients are the owners of the said Samadhi and all land adjoining the same.

Our clients further note that you have not taken the trouble to mention in the said circular that our clients who are all devout Vaishnavas and the Head and responsible members respectively of the Sri Chaitanya Math at Mayapur which is very near to the said Samadhi are the owners of the said Samadhi they having purchased the same solely for the purpose of preserving the same and perpetuating the memory of the late Revered Chand Kazi.

Our clients further state that the representations made by you in the said circular are wholly misleading and incorrect as our clients' Math is very near to the said Samadhi and every facility is given by them to persons desiring to visit the same.

Our clients take very serious notice of the above circular which they maintain is not only a deliberate attempt to mislead the public but is calculated to do harm to our clients and we are hereby instructed to call upon you, which we hereby do, forthwith to withdraw the said circular and make it known to the members of the public that our clients are the sole and absolute owners of the said Samadhi and that neither you nor the other signatories who have very generously lent their names to the said appeal have any right to do anything with regard to the said Samadhi as our clients do not propose to allow either you, or the other signatories of the said circular or anybody else to do anything with regard to the said Samadhi or in or upon the land adjoining the same which belong to our clients.

Our clients' notice has also been drawn to an article at page 4 in the Dainik Basumati dated 14th Sravan 1342 B. S. which is alleged to be written on information received from you. It is stated in the said article that the authorities of the Gaudiya Math had instituted a criminal case against you as you cut a jack fruit tree at the time when you were taking steps for the preservation of the Samadhi of Chand Kazi, that it was the duty of every Vaishnava not to stand in the way of the preservation of the Samadhi of the late Chand Kazi and that they being Vaishnavas should withdraw the said criminal case without delay. It is further alleged in the said article that you are the shebait of the said Samadhi and that you have taken steps for its preservation with public subscription. Our clients state that the said article which is alleged to be based on statements made by you is highly defamatory to our clients who are devout Vaishnavas and who are held in very high esteem by the Vaishnavas not

only in Bengal but throughout India and also in England and the continent in as much as it is calculated to mislead the members of the public and particularly the followers of the Vaishnava religion into believing that they had done something which as true Vaishnavas they should not have done namely the prosecution of a descendant of the late Chand Kazi for his cutting a jack fruit tree which is alleged to have been cut at the time when steps were being taken by him for the alleged preservation of the said Samadhi. Our clients state that the statements which the editor of the said newspaper alleges to have been made by you are absolutely false, that such statements if they were made by you were made solely for the purpose of defaming our clients and putting pressure on them to withdraw a criminal case which is now pending against you for theft. Our clients therefore call upon you forthwith to write to the said newspaper contradicting that the article in question was based on statements made by you if the same were not made by you and to send us a copy of your said letter or to tender to our clients an unconditional apology in writing for having made the said false statements if the same were made by you and to publish the said letter in the said newspaper. We are instructed to give you notice, which we hereby do, that if the above requisitions are not complied with within a week from date hereof steps will be taken against you and the other signatories to the said circular without further reference.

Yours faithfully,
Sd/. Mitra & Mukherjee,
Solicitors
10, Hastings Street, Calcutta.

অর্দ্ধমাত্রুবাদক

['সার্টিফিকেট্ অব্ পোষ্টিং' দ্বারা প্রেরিত]

কাজি সৈয়দ আহম্মদ,

কাজিবাড়ী, পোঃ—বামনপুকুর, জিলা—নদীয়া।

মহাশয়, নদীয়া জেলার অন্তর্গত যাবাপুরস্থ শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী, পণ্ডিত শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী এবং পণ্ডিত শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন—এই মহোদয়গণের দ্বারা উপদিষ্ট আমি আপনাকে জানাইতেছি,—

পরলোকগত পরমভক্তপ্রবর চাঁদকাজির সমাধি-রক্ষা ও তথায় আগত ব্যক্তিগণের বিশ্রাম-গৃহ ও নলকূপ-নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া উক্ত সমাধির একটি আলোকচিত্র সহ আপনার ও অপর কতকগুলি ব্যক্তির স্বাক্ষর কলিকাতা নবং দুর্গাচরণ পিত্তুরি লেনস্থ নটবর মন্ত্রের স্বাক্ষরযুক্ত একখানা বাঙ্গালা ইস্তাহার আমাদের মক্কেলগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ঐ বিজ্ঞাপনে উক্ত কার্য্যের জন্য সজ্জনসাধারণের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং যে অর্থাদি যেন আপনার নিকট অথবা নটবর মন্ত্রের নিকট প্রেরিত হয়, ইহা জানান হইয়াছে।

আমাদের উক্ত মক্কেলগণ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারাই চাঁদ-কাজির সমাধি ও তাঁহার বাড়ী—যাহা 'কাজিবাড়ী'-নামে প্রসিদ্ধ এবং তৎসংলগ্ন জমি ও বাগান প্রভৃতি স্থানের একচ্ছত্র মালিক। কারণ, তাঁহারা উহা গত বাঙ্গালা ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাস হইতে পূর্ব্ব মালিকগণের নিকট হইতে ক্রমশঃ যথারীতি ক্রয় করিয়াছেন এবং ক্রয় করার পর হইতে উক্ত সম্পত্তিসমূহ ও তদন্তর্গত উক্ত সমাধি আমাদের উক্ত মক্কেলগণের দখলে আছে।

আমরা আরও জানিলাম যে, আমাদের মক্কেলগণ যে উক্ত সমাধি ও সম্পত্তির মালিক, তাহা আপনারা উত্তমরূপে অবগত আছেন এবং আপনি বর্ত্তমানে কাজিবাড়ী-নামক যে বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন, তাহাতেও আমাদের উক্ত মক্কেলগণের মাসিক ভাড়াটিয়া-রূপেই থাকিতে পারিতেছেন।

আমাদের মক্কেলগণ মনে করেন যে, আপনাদের উক্ত ইস্তাহার এরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা জনসাধারণ ভ্রমপথে চালিত হইয়া এইরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, যদি জনসাধারণ আপনাদিগকে অর্থ-সাহায্য করেন, তাহা হইলে আপনি পরলোকগত চাঁদকাজির অভিপ্রায়ানুযায়ী উক্ত সমাধির সংস্কারের আবশ্যক উপায়সমূহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। আপনাদের বিজ্ঞাপনের ভাষা অনুসারে জনসাধারণ ভ্রমপথে চালিত হইয়া আরও মনে করিতে পারেন যে, উক্ত সমাধির এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, যদি অবিলম্বে তাহার রক্ষার জন্য কোন উপায় অবলম্বন

করা না হয়, তাহা হইলে সমাধির প্রত্যেকটি চিহ্নই লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং সমাধির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবে।

আমরা আপনাদিগকে প্রদর্শন করিবার জন্য আরও উপদিষ্ট হইয়াছি যে, আপনারা প্রথমতঃ সর্বসাধারণের নিকট সমাধির অবস্থা যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়তঃ উক্ত সমাধির সংস্কারে আপনাদের অধিকার আছে বলিয়া যেরূপভাবে জানাইয়াছেন, তাহা উভয়ই অসত্য। ইহা আপনারা সম্পূর্ণভাবেই অবগত আছেন যে, আমাদের মক্কেল—যাঁহারা উক্ত সমাধির একমাত্র ও একচ্ছত্র মালিক, তদ্ব্যতীত অপর কাহারও উক্ত সমাধির প্রতি কোন অধিকার নাই।

আমরা আরও জানাইতে উপদিষ্ট হইয়াছি যে, আপনারাও ইহা জানেন যে, যদি জনসাধারণের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি আপনাদের কথা সত্য বলিয়া মনে করিয়া আপনাদের নিকট কোন টাকা পাঠান, তাহা আপনাদের বিজ্ঞাপিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার আপনাদের কোন অধিকার নাই। কারণ, আমাদের মক্কেলগণই উক্ত সমাধি ও তৎসংলগ্ন জমি প্রভৃতির অধিতীয় মালিক।

আমাদের মক্কেলগণ সকলেই একনিষ্ঠ বৈষ্ণব এবং যথাক্রমে শ্রীমায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের অধিনায়ক ও ধার্মিকবন্ধু বিশিষ্ট সভ্য; চাঁদকাজির সমাধির অতি সন্নিকটেই শ্রীচৈতন্যমঠ অবস্থিত এবং উক্ত সমাধিরক্ষা ও পরলোকগত পরমভক্তিভাজন চাঁদকাজি মহাশয়ের স্মৃতি-সংরক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহারা উক্ত সমাধি ক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মক্কেলগণই উক্ত সমাধির মালিক। এই কথা আপনারা আপনাদের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করিবার সৌজন্য প্রদর্শন করেন নাই।

আমাদের মক্কেলগণ আরও বলেন যে, আপনাদের ইতাহারে প্রচারিত কথা লোককে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি-পথে চালিত করিবার যোগ্য এবং অসত্য-পূর্ণ। যেহেতু আমাদের মক্কেলগণের মঠ উক্ত সমাধির অতি সন্নিকটে অবস্থিত এবং যাঁহারা উক্ত সমাধিদর্শনে ইচ্ছুক, আমাদের মক্কেলগণ সর্বদাই তাঁহাদিগকে সমপ্রকার সুবিধা ও সুযোগ দিয়া থাকেন।

আমাদের মক্কেলগণ আপনাদের প্রচারিত উক্ত বিজ্ঞাপনের প্রতি গুরুতর দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, ঐ ইস্তাহার কেবল যে জনসাধারণকে ভ্রমপথে চালিত করিবার দুরভিসন্ধিমূলে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু আমাদের মক্কেলগণের অনিষ্টসাধনের উদ্দেশ্যও তাহাতে নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আমরা এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে জানাইতে উপদিষ্ট হইয়াছি যে, আপনারা অবিলম্বে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার-পূর্বক সর্বসাধারণকে অবগত করান যে, আমাদের মক্কেলগণই উক্ত সমাধির একমাত্র ও একচ্ছত্র মালিক এবং আপনি বা যাঁহারা বিজ্ঞাপনে উদারতা প্রদর্শন-পূর্বক স্বাক্ষরকারি-রূপে তাঁহাদের নাম প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা বা অপর কাহারও উক্ত সমাধির কোন কার্যে অথবা তৎ-সংলগ্ন জমির উপর কোন কার্যে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কারণ, আমাদের মক্কেলগণ তাঁহাদের কাহাকেও সেই অধিকার প্রদান করেন নাই।

বাঙ্গালা ১৩৩২ সালের ১৪ই শ্রাবণের 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ আমাদের মক্কেলগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তথায় প্রকাশ যে, উক্ত প্রবন্ধ আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, গৌড়ীয়মঠের কর্তৃপক্ষগণ আপনাকে একটি কাঁঠালগাছ কাটিবার অভিযোগে ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত করিয়াছেন। আপনি চাঁদকাজির সমাধিরক্ষা-কল্পে যে-কালে ব্যবস্থা করিতেছিলেন, সেইকালে ঐরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। আরও উক্ত হইয়াছে যে, পরলোকগত চাঁদকাজির সমাধি-সংরক্ষণের পথে কোন বৈষ্ণবেরই প্রতিকূলাচরণ করা উচিত নহে এবং গৌড়ীয়-মঠের কর্তৃপক্ষগণ যেহেতু বৈষ্ণব, তাঁহাদের উচিত যে, তাঁহারা অবিলম্বে ঐ ফৌজদারী অভিযোগটি আদালত হইতে প্রত্যাহার করেন। ঐ প্রবন্ধে আরও প্রকাশ যে, আপনিই উক্ত সমাধির সেবাইত এবং আপনি সর্বসাধারণের সাহায্যে সেই সমাধি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

আমাদের মক্কেলগণ একনিষ্ঠ বৈষ্ণব এবং তাঁহারা কেবল বঙ্গে নহে, সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ইংলণ্ডে ও য়ুরোপে বিশেষ সম্মানিত। আপনার কথার উপর লিখিত ঐ প্রবন্ধ তাঁহাদের বিশেষ মানহানিকর

হইয়াছে। যেহেতু তাহারা জনসাধারণ, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুগামিগণ ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাসে চালিত হইয়া বুঝিবেন যে, গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ এমন কিছু করিয়াছেন—যাহা প্রকৃত বৈষ্ণব হইয়া তাঁহাদের করা উচিত ছিল না। যথা পরলোকগত চাঁদকাজির কোন বংশধর যখন উক্ত চাঁদকাজির সমাধির রক্ষাকল্পে ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন সেই ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

আমাদের মক্কেলগণ বলেন যে, উক্ত সংবাদপত্রের (দৈনিক বসুমতীর) সম্পাদক আপনার নিকট হইতে যে সংবাদ পাইয়াছেন বলিয়া বলিয়াছেন, সেই প্রেরিত সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং ঐ সংবাদ যদি আপনার দ্বারা প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই আমাদের মক্কেলগণের মর্য্যাদাহানির সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যে এবং আপনার বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে কৌজদারী আদালতের বিচারাধীন যে চুরির মোকদ্দমা রহিয়াছে, আমাদের মক্কেলগণের উপর চাপ দিয়া তাঁহাদিগকে ঐ মোকদ্দমা উঠাইতে বাধ্য করিবার দুরভিসন্ধি-মূলেই কৃত রহিয়াছে।

সুতরাং আমাদের মক্কেলগণ আপনাকে জানাইতেছেন যে, যদি আপনি বাস্তবিক ঐ সংবাদ প্রদান করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে ঐ মুহূর্ত্ত উক্ত সংবাদপত্রে অবিলম্বে প্রতিবাদ করিবেন এবং সেই প্রতিবাদের একটি নকল আমাদের নিকট পাঠাইবেন। আর তাহা না হইলে আমার মক্কেলগণের নিকট উক্ত মিথ্যা বর্ণনা করার দরুণ আপনি বিনাসর্ত্তে লিখিতভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন এবং উক্ত পত্র উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবেন। আমরা আপনার প্রতি এই প্রকার নোটিশ দিতে উপদিষ্ট হইয়াছি এবং এতদ্দ্বারা সেই নোটিশ প্রদান করিয়া বলিতেছি যে, যদি এক সপ্তাহ মধ্যে ঐ নোটিশ অনুযায়ী কার্য্য না করেন, তাহা হইলে আপনার বিরুদ্ধে এবং যাঁহারা অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আপনাদিগকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই যথোচিত ব্যবস্থা করা হইবে। ইতি।

আপনার বিশ্বস্ত—
মিত্র এণ্ড মুখার্জ্জী (সলিসিটর্স)
১০নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৬ই আগষ্ট ১৯৩৫

(২)

[UNDER CERTIFICATE OF POSTING].

6th August 1935

Babu Natabar Datta,
7, Durga Charan Pithuri Lane, Calcutta.

Dear Sir,

Under instructions from our clients (1) Srila Siddanta Saraswati, (2) Pandit Kunja Behari Vidyabhusan, (3) Ananta Basudev Brahmachari and (4) Paramananda Vidyaratna, all of Mayapur in the District of Nuddea we are enclosing herewith copy of a letter written by us to Kazi Syed Ahammad of Kazi Bari P.O. Ramoonpooker in the District of Nuddea which speaks for itself.

We are instructed to call upon you, which we hereby do, forthwith to withdraw the circular (mentioned in the said letter) to which you are a signatory and to make it known to the public that neither have you nor any other signatory to the said circular has any right whatsoever to do anything with regard to the Samadhi of the late Chand Kazi as our clients who are the owners thereof do not propose to permit anybody to do anything with regard to the said Samadhi and to give you notice that if you fail to comply with the above requisition within a week from date hereof, steps will be taken against you without further reference.

Yours faithfully,
Sd/. Mitra & Mukherjee, Solicitors
10, Hastings Street, Calcutta.

বন মহারাজের জার্ম্মাণ-শিষ্যদ্বয় সহ আগমন

শ্রীগৌড়ীয় মঠের ইউরোপে প্রচার-ভার-প্রাপ্ত সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ হের্ আর্ণষ্ট হফ্ম্যান্ এবং হের্ ওয়াল্টার্ হের্ম্যান্ নামক দুই জন জার্ম্মাণ শিষ্য সহ আগামী ২২শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর, রবিবার বেলা ১০—৪০ (কলিকাতা সময়) হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিবেন। মঠের মনীষিগণ তাঁহাদিগকে তথায় সাদর সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত বিরাট্ আয়োজন করিতেছেন।

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌরাব্দ ৪৯, শনিবার, ২১শে ভাদ্র, ১৩৪২ : ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

পঞ্চম দিবস

[২০শে আগষ্ট, ১৯৩৫, মঙ্গলবার]

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।

[হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পূর্ণ প্রস্ফুটিত বিস্তার লাভ করে যা পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রস দান করে এবং রসবর্ষণ-দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহা নিত্য সেবা-প্রবৃত্তি বিধান করে, সর্ব্বদা ভগবন্নিষ্ঠা দান করে, যাহা মাধুর্য্যমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তাদৃশী—নবলক্ষণা তোমার সেই দয়া সর্ব্বাপরাধ-নিরাস করিয়া অসমগ্রুণবিধান করুন।]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়ানিধি, তাঁর দয়া অমন উদয় হওয়ায়। জীবের ভবিষ্যতে যা' মঙ্গল উদয় করায় এবং আপাত সৌখ্য সম্পাদন করে, সেপ্রকার দয়াকে নিত্যকাল শুভপ্রদানকারিণী দয়া বলা যায় না। কিন্তু দয়ানিধি—যাঁর অবিতরণীয় পদার্থ কিছু নাই, যিনি অনায়াসেই অমন্দোদয়া দয়া বিতরণ ক'রতে পারেন, সেই চৈতন্যদেব ব'লছেন—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চি সেবা, সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, মথুরাবাস—এই পাঁচের অন্যতম হ'তেই জীবের ভক্তিবৃদ্ধি হ'য়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে। যাদের বিচারে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—ইহ ও পর জগতে নিজ সৌখ্য লাভ অথবা বিষয়ভোগাভাবজনিত মোক্ষপ্রাপ্তি, তাঁদের ভাগবত-প্রবেশের আবশ্যকতা নাই। চতুর্ব্বর্গপ্রয়াস যেকাল পর্য্যন্ত জীব-হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, তৎকাল পর্য্যন্ত ভগবদ্বস্তুর কথা স্থান পায় না।

গত কল্য আমাদের কিছু উপক্রম, অধোক্ষজ ভগবানের কথা হ'য়েছিল। সেই উপক্রম, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ ভগবানের পারমার্থে অপরোক্ষ, অতীন্দ্রিয়, নির্বিশেষ প্রকৃতি যে সমস্ত শব্দ পাই, সেগুলি অপূর্ণতার জ্ঞাপক বলিয়া অন্বয় উহার করাইতে অসমর্থ। তাতে বাস্তবিক ভগবানের ধরা লাভ হয় না। কিন্তু যাঁহার স্বরূপ—যিনি বেদান্তশাস্ত্রে পরম পারঙ্গত, যাঁর পূর্ব নাম পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, যিনি বেদান্ত অধ্যয়ন-জন্য বারাণসীতে গিয়েছিলেন, তাঁর বিচার ছিল মানবের মঙ্গলসাধন করা; কিন্তু যখন জান্‌লেন চতুর্বর্গ-প্রয়াসে মঙ্গল হয় না, তখন ক্রমে শ্রীচৈতন্যপার্ষদের পূর্তিক্রমে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয়ার্থ পুরুষোত্তমে গিয়ে তাঁর নিকট ঐ অনর্থোবহা ধরা প্রার্থনা ক'রেছিলেন। সেই ধরা নয় প্রকারে উপস্থিত হয়—(১) বেদোক্ত-ভেদ-ভেদা, (২) বিভেদা, (৩) প্রোক্তীসদাভেদা, (৪) শাস্ত্রান্তরবিবাদা, (৫) ভেদা, (৬) চিন্তামণিতোল্লাসা (৭) সমরতিবিনোদা (৮) সমদা এবং (৯) মাধুর্য্যমর্য্যাদা।

"আসামহো·····জুষ্টমুদ্ধপদবীম্" শ্লোকে যে মুকুন্দপদবীর কথা আছে, যাহা শ্রুতির বিশেষ অনুসন্ধানের পাত্র, যা' বেদান্তের একমাত্র চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, যে বস্তুটি লাভের জন্য শ্রুতি সকল অত্যন্ত ব্যস্ত, সেই বস্তু মুকুন্দপদবী। তাঁর ভজনা কখন্ বা কা'র দ্বারা সম্ভব? আর্য্যপথ ও স্বজন-পরিত্যাগের শক্তি যাঁদের হ'য়েছে, যাঁরা তাৎকালিক স্বজনকে নির্ভর ক'রে কৃষ্ণ-প্রতি নির্ভরতা-পরিত্যাগের বিচার-বিশিষ্ট নন, সেই আর্য্যপথ ও স্বজন-পরিত্যাগকারী ব্যক্তিই মুকুন্দপদবী-সেবনে সমর্থ। সেইটী সকল শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে যে জ্ঞান, তা' অনেকসময় নানা অজ্ঞানে আচ্ছাদিত। অনেক সময় "তেজোবারি-মৃদাং যথা বিনিময়ঃ" শ্লোকে কথিত বিচারে প্রতারিত ও বিমূঢ় হ'য়ে আমি খুব বুঝেছি মনে ক'রে অহঙ্কার-বিমূঢ় হই। তৎপ্রতীতির কর্তৃত্বাভিমানে প্রকৃত সত্য বুঝ্‌তে পারি না। আমি প্রকৃতপ্রস্তাবে মঙ্গল-প্রার্থী হ'লে শ্রীচৈতন্যদেব আমার মঙ্গলবিধান করেন। প্রত্যেক চেতনধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিই তিনি মঙ্গল-বিধাতা। যা'রা নিত্যমঙ্গলের পরিবর্ত্তে সাময়িক অমঙ্গল-লাভে তৎপর, তাঁদের চিন্তাস্রোতে আস্বাদন বা রসবিপর্য্যয় ঘটায়—ইহ জগতে ভগবদ্বহির্মুখ-রহিত হ'য়ে জড়রসকে বহুমানন ক'রে তা'তে উন্মত্ত হ'লে চেতনময় রসকে, চেতনে যে রসের উদয় হয়, তা' হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয়।

দুই প্রকারে রস পাওয়া যায়—একটী প্রেয়ঃপন্থায় আর অপরটী শ্রেয়ঃপন্থায়। প্রেয়ঃপন্থায় জড়ভোগকারীর কাব্যশাস্ত্রে যে রস আস্বাদনের কথা আছে, তা' আস্বাদন কর্‌তে গিয়ে বিচারবিভ্রাট উপস্থিত হয়। আস্বাদনকারীর হৃদয়ে মল-প্রবেশ-হেতু অমল রস আস্বাদিত হ'ন না। শ্রেয়ঃ-পন্থায় চিদ্-রসই আস্বাদনের বিষয়। যেমন শ্রীরূপপ্রভু উপদেশামৃত-গ্রন্থে ব'লেছেন,—

তাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাঽপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

মানুষের যখন ব্যাধি থাকে, তখন আস্বাদনকারীর জিহ্বা নানা অসুবিধার মধ্যে থাকে। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ—এপ্রকার বিচার এসে ব্যাঘাত উপস্থিত করে। অনর্থ-যুক্ত অবস্থায় রসবিচারে প্রেয়ঃপন্থী হ'লে শ্রেয়ঃপন্থিগণ বলেন যে, তাদৃশ জড়রসভোগ হ'তে বিরাগই আদরণীয়। বর্ত্তমান সময়ে জড়েন্দ্রিয়ই আমাদের সম্পত্তি, সেই ইন্দ্রিয়-পরিচালনা হ'তে যে জড়বিলাস, তা' থেকে পৃথক্ বা তা'র বিপরীত বিরাগ, কিন্তু তা আমাদের প্রয়োজনীয় নয়। জড়বিলাস ও জড়বিরাগকে অপরত্রাষার ভোগ ও ত্যাগ বলা হয়।

ভাগবত ব'লেছেন—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

যে কিছু কাজ ক'রবো, তা' ধর্ম্মের জন্য না হয়, আবার ধর্ম্ম ক'রলেও তা' ভোগের জন্য সম্পন্ন হউক, বিরাগ ভাল নয়, বিরাগও আমায় তীর্থপদসেবার জন্য না লাগুক; এই রকম বিচার যতদিন থাকে, ততদিন—"জীবন্নপি মৃতো হি সঃ"। সেইকালে চেতনের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রতে থাকি। তা'কে জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থা বলা হ'য়েছে। প্রেয়ঃপন্থা-দ্বারা চালিত হ'য়ে—ঈশ-সেবা-বৈমুখ্য অবলম্বন ক'রে জড়রসে প্রমত্ত হ'য়ে পড়ি।

আধ্যক্ষিকতাই কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় মনে হয়। আনন্দ-লাভের পন্থা দুই প্রকার,—প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ। প্রেয়ঃপন্থায় আনন্দলাভে যে ভোগ, সেটা বিলাসের পন্থায় কালিত হয়। আমরা কর্তৃত্বধর্ম্মবশে যে কর্ম্মের আবাহন করি, তা'তে যে রসের উদয় হয়, শ্রেয়ঃপন্থী বলেন—তা' ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বিলাসের বিপরীত কথা বিরাগ। শ্রীচৈতন্যদেবের অযথোদয়া দয়া এ উভয় বিচারের অতীত। শ্রুতিগণের বিশেষ অনুসন্ধানের পদার্থ যে মুক্তপদবী, তাঁ'কে ভজন ক'রে-ছিলেন মহামহাবৈয়াসিকাগ্রগণ্যা, বিশুদ্ধচেতনে অবস্থিতা পরমনিষ্ঠা সর্ব্বোত্তমা গোপীগণ। ইন্দ্রিয়লোলুপ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ জড়রস আস্বাদন-লুব্ধ যে বিচার-মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে থাকেন, তাদৃশ প্রেয়ঃপন্থার অনুসরণ না ক'রে,স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ ক'রে অধোক্ষজবিচারে আশ্রয়লাভীয় গোপীগণ আত্মাভিজ্ঞান লাভ ক'রেছেন। ভগবদ্ভক্ত নব-প্রথম-বিচারে যেটা নিপীত হয়, তা'কে পরিত্যাগ করার শক্তি বিরাগে থোকায়? যাঁ'রা নৈসর্গিকী নিত্যা উৎকট শ্রীতিচেষ্টার বশে ভগবৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হ'য়ে সেবার জন্য বস্তু-বিশিষ্ট, বাস্তববস্তুবিচারে যাঁ'দের বাস্তব রস হৃদয়ে প্রকটা লাভ ক'রেছে, রজস্তমঃ বাদ দিয়ে—সত্ত্বগুণের ভাল কথা পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁ'রাই শ্রেয়াপন্থী। যাঁ'দের জ্ঞানটি অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত, যাঁ'রা বিবর্ত্তগ্রস্ত হ'য়ে 'ভগবৎ-জ্ঞান ছোট এবং স্বকপোল-কল্পিত, জড়বিশেষরহিত নির্ব্বিশেষজ্ঞানই বড়'—এই মায়াময়ীচিকায় ঢুকেছেন, তাঁ'দের মঙ্গলের জন্য চৈতন্য-দেবের নিত্যদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ণা দয়াকে অযথোদয়া ব'লেছেন। ভাগবতের অনুশীলনদ্বারাই সেই বস্তু প্রাপ্তব্য। এজন্য "জন্মাদ্যস্য যতঃ" আদি শ্লোকে সবস্তুজ্ঞানের কথা কীর্ত্তিত হ'য়েছে। জড়বিশেষটা অপ্রয়োজনীয়। জড়ের ভিন্ন অভিজ্ঞতা হ'লে ভোগের বিচার হ'তে পরিত্রাণ-জন্য 'নেতি নেতি' বিচার এনে ভোগ থেকে অবসর নেয়। যেহেতু সুখভোগে দুঃখ, শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ ক'রলে ত্রিতাপ-যন্ত্রণা পাই, সুতরাং বোধরাহিত্যই শেষ কথা বা বোধরাহিত্যের বিশেষানুসন্ধান-রাহিত্যই চরম পদবী—এতাদৃশ বোধ যাঁ'দের, তাঁ'রা অজ্ঞান-শ্রেণীরই অন্তর্গত ও অন্তর্ভুক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় ক'রে জড়তাকে বা জড়কে চিদ্ভ্রান্তিক্রমে গ্রহণ করেন। তা'তে বাস্তব বস্তু কিছুই নাই। তাঁ'রা বলেন,—বহু,বহুবীর্য,বহুভোগ জ্ঞানের চেষ্টার সঙ্গে অদ্ভুতাতীত শক্তিপূর্ণ পুরুষোত্তমজ্ঞানের চেষ্টা সমজাতীয়, যন্ত্রজনবিশিষ্টের চেষ্টার সহিত উষ্ট্রক্রমের চেষ্টা সমজাতীয়। অজ্ঞতাবশে ভগবৎসেবা-বঞ্চিত হ'য়ে, ভগবল্লীলানুকূল বস্তুকে উপেক্ষা ক'রে নির্ব্বিশেষবাদকেই তাঁ'রা শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপন ক'রেছেন। চৈতন্যদেব তাঁ'র অপ্রয়োজনীয়তা প্রকাশ ক'রে মনুষ্যজাতির যে মঙ্গল ক'রে-ছেন, তাই আমাদের প্রার্থনীয়। পূর্ণকে অপূর্ণ হ'লে স্থাপনের কুপিপাসা যাঁ'দের, তাঁ'রা যথা অন্ধবিশ্বাসে প'ড়ে-ছেন। যাথোদয়-স্বরূপ নির্ব্বিশেষ-বিচার-প্রণালী, যা'তে নির্ব্বিশিষ্ট মোক্ষই প্রার্থনীয়, তা' হ'তে যুক্তিলাভ ক'রে জড়বিশেষে আসেন নাই। প্রাকৃতসহজিয়ার 'প্রকৃতিজাত জগতেই বিচিত্রতা আছে, চিৎএর বৈচিত্র্য-বিচার জড়-শক্তিরই অন্তর্গত'—এই বিচারে যাঁ'রা প্রতিষ্ঠিত সেইসকল লোক ভাগ্যহীন। জড়বিশেষে চিৎবিশেষের বিবর্ত্ত হ'লে অভীষ্টলাভের পরিবর্ত্তে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। জড়রসটা ধ্বংস ক'রে দিতে হবে, শুকিয়ে দিতে হবে কিন্তু 'রসো বৈ সঃ'—সেই সচ্চিদানন্দরসটি ত' থাকবে। তা' না হ'লে প্রকৃতিবাদীর বৌদ্ধবিচার বা মায়াবাদীর তর্কমাত্র হ'য়ে যা'বে। যুক্তকে সচ্চিদানন্দবস্তু বিচার না ক'রে বৌদ্ধগণ স্বতন্ত্র জড়ভোগ্য অবাস্তব-বিচার-বিশিষ্ট। জড়-সবিশেষ-ধর্ম্ম যেকাল পর্য্যন্ত নষ্ট না হচ্ছে, তৎকালাবধি প্রাপঞ্চিকতা নিয়ে বস্তুসান্নিধ্য হ'তে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে চেতনের উন্মেষ হ'বে, চিৎবিশেষ ব'লে যে ব্যাপার, তা' বুঝতে পারা যাবে, তখনই ভাগবত-শ্রবণে অধিকার হ'বে। লীলা ক্রিয়া-মাত্র-উদ্দেশপরা নহে। 'মানবলীলা' বা 'দরিদ্রনারায়ণ'—এরূপ বিচার যাঁ'দের, তাঁ'রা ঘুরে ফিরে Henotheism (পঞ্চোপাসনা) বা Impersonalism (নির্ব্বিশেষতত্ত্বে) প্রবিষ্ট হন। জড়বিশেষ হ'তে পার পাবার পরে যে রসের কথা আছে, তা'র আলোচনা করবার প্রয়োজন উহা রসে জলাঞ্জলি দেওয়া মাত্র নহে। দশমোপনিষদে (ছান্দোগ্যে) যে সকল কথা আছে, যথা—"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি..... মাতৃলোককামো ভবতি.....ভ্রাতৃলোককামো ভবতি..... স্বসৃলোককামো ভবতি.....সখিলোককামো ভবতি..... গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি.....যদি অন্নপান-লোক-কামো

ভবতি.....যদি পীতবাদিত্রলোকেকামো ভবতি.....শ্রীলোক-কামো ভবতি.....যং যমন্তরভিকামো ভবতি..... যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে।" এই সকল বাসনা হ'লে 'কুতেশ্চা বাহি ভূতানি' বিচার হ'বে। কামদেব-কামনা উদিত হ'বার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই বাসনা মাত্র। 'তামাত্মেবনং প্রপদ্যে সবনাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে' বিচার যদি প্রত্যক্ষানুধাবনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা' হ'লে empericism এসে গেল। আমাদিগকে জড়ের relativityতে আচ্ছন্ন ক'রে 'তদধীনবন্ধাঃ' ক'রে রেখেছে। উৎক্রমের পাথেয়সংযোগাভাব হ'লে আধ্যক্ষিকগণের বিচারনৈপুণ্যের কদর্য্য উপলব্ধি ক'রতে পা'রবো।

'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্'—জীবজগতে যে সব অসুবিধা—তাপত্রয়াদিজনিত মলিনতা উপস্থিত হ'চ্ছে, তা' হ'তে পরিত্রাণ পাবার জন্য যত্ন করা দরকার। কেউ কেউ মনে করেন, জড়জগতের অমঙ্গল মধ্যেই থাকুক, যদি জড়জগতের অমঙ্গলের মধ্যেই ঘুরে ফিরে আসতে থাকি, তা' হ'লে ভবিষ্যতে সুখভোগলাভের সুবিধা হ'বে। কিন্তু পরমমুক্ত-পুরুষের বিচার তা' নয়। ভোগরূপ ঘুমের ঘোর ছেড়ে মানুষ যদি চেতনাবিশিষ্ট হন, নিজের পরিচয়, আত্মার পরিচয় পান, তা' হ'লে অনাত্মপ্রতীতির অসুবিধা থেকে অবসর লাভ করেন। যে সময়ে মায়া সৃষ্টই হয় নাই—অচিৎপরিণাম প্রসূত হয় নাই, তখনও চিৎ-শক্তির দ্বারা প্রকটিত বৈকুণ্ঠের সকল বিচিত্রতা অবস্থিত ছিল, আজ এবং পরেও থাকবে। আধ্যক্ষিকবিচারে আপেক্ষিকতা। ঈশ্বরকৃষ্ণের বিচার,—"অসমকরণাদ্গ্রহণাদান-গ্রহণাৎ সর্গপ্রলয়বাভাবাৎ।"

ভাগবতসম্প্রদায়ে সাংখ্যায়ন, সনৎকুমার প্রভৃতি বিভিন্ন বিচার ক'রেছেন। নিরীশ্বর—সাংখ্য— বহুবস্তুর সমাবেশ, বহুঈশ্বরবাদ, Polytheism প্রভৃতি নানা বিরোধি-সম্প্রদায়েরও অভাব নাই। যখন একায়নপদ্ধতি প্রচলিত ছিল (সত্যযুগে), তখন একমাত্র নারায়ণের পূজা ছিল। 'একায়ন' মানে সংখ্যারহিত। যখন সে বিচার ভঙ্গ হ'ল, তখনই ত্রেতায় ধ্যাননিষ্ঠা বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে জীবের দুর্গতি হ'য়েছে। ত্রয়ী উৎপত্তি লাভ ক'রে কর্ম্মকাণ্ড সৃষ্ট হ'ল পুরূরবার কাছ থেকে।

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥
পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী বেতাগ্নিভেদনঃ।
অগ্নিনা প্রজয়া হ্যাত্মা লোকং গান্ধর্ব্বমেধিবান্॥
(ভাঃ ৯।১৪।৪৮-৪৯)

ঐ শ্রীধরস্বামীর টীকা:—"যদু অনাদিবেদপ্রবোধিতো ব্রাহ্মণাদীনাম্ ইন্দ্রাদ্যনেকদেবযজনেন স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুঃ কর্ম্ম-মার্গঃ কথং সাদিরিব বর্ণ্যতে তত্রাহ এক এবেতি দ্বাভ্যাম্। পূর্ব্বং কৃতযুগে সকলবাঙ্ময়ঃ সর্ব্বসাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণব এক এব বেদঃ। দেবশ্চ নারায়ণ এক এব। অগ্নিশ্চৈক এব লৌকিকঃ, বর্ণশ্চৈক এব হংসো নাম। বেদত্রয়ী তু পুরূরবসঃ সকাশাৎ আসীৎ। এষিষ্যমাণ প্রাপেঃ। অয়মর্থঃ—কৃতযুগে সত্ত্বপ্রধানাৎ প্রায়শঃ সর্ব্বেষাং ধ্যাননিষ্ঠাঃ। রজঃ-প্রধানে তু ত্রেতাযুগে বেদাদিবিভাগেন কর্ম্মমার্গঃ প্রকটো বভূবেতি।"

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

বর্ত্তমান সময়ে হরিকীর্ত্তনই একমাত্র সম্বল। তা'তে জানবো বাস্তব বস্তু কি? সত্যপ্রতিম বস্তুর সাহায্যগ্রহণ প্রয়োজনীয় নয়।

'বিমলা'—নির্ম্মলা, 'আমোদ'—সৌগন্ধ প্রকটরূপে উদ্ভাসিত হ'য়েছে যাতে; সৌগন্ধ নেই যা'তে, এমন নয়। নয়—নির্ব্বিশিষ্ট করা নয়। সুরভিযুক্ত পদার্থ। ভগবদ্বস্তু-রূপ বায়ুতে সমস্ত ধূলো অনায়াসে উড়ে যায়—বাঁট দেওয়া হ'য়ে যায়। কর্ম্মমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদেরই যত কষ্ট। তদ্বিপরীত-বাদীর বিচার—অব্যক্ত।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

কৃষ্ণচেতা যারা নয়, তাদের দুঃখ অবর্ণনীয়, তারা নিজের বিচারানুসারেই দুর্গতি লাভ ক'রছে। তা' থেকে অবসর পাওয়া দরকার। পুরূরবার কাম হ'তে বেদত্রয়ী আরম্ভ হ'ল। পুরূরবা উর্ব্বশীর রূপদর্শনে মোহিত হ'য়ে কর্ম্মকাণ্ড আরম্ভ ক'রেছিলেন। রূপরসাদি যাতে জিনিষে আকৃষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণ-দর্শনে বাধাঘাত ঘটে। Asthetic cultureএ relative activity বর্ত্তমান,উহা empericist-দের বিচার।

চৈতন্যদেবের অবলোকন্যা ধারার মধ্যে কর্মকাণ্ডের প্রশ্রয় নাই। জীব যা'তে ঐহিক আধ্যাত্মিক ভোগে রত না থাকে, তা'র জন্য চেষ্টা ক'রেছেন।

'শাব্দজ্ঞানবিবাদা'—জ্ঞানী শ্রেণীর যে চিন্তাস্রোতে—"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন, সেই গুরু পর্য্যন্ত ভ্রমে হ'য়ে যায়—গুরু ও আমি আলাদা নই, গুরু মিথ্যা নয়, আমি ঈশ্বরে বিলীন হ'য়ে যাব," বাস্তব সত্যের সন্ধান না পেয়ে হাত্ড়ান' বুদ্ধিতে যে প্রয়াস, উহা অকর্ণণ্য। 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য, নমেরসেবিং ভক্তিমুক্ত, যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন, নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং' প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোক যাঁরা আলোচনা ক'রেছেন, তাঁরা জানেন যে, ঐকার্থ্যে অপ্রসর হ'য়ে পরিণামে বিফল-মনোরথ হ'তে হয়—বাস্তবিক অজ্ঞানেই স্থায়িভাবে থেকে যেতে হয়। যুক্তিকামী কপটতা আশ্রয় ক'রে Henotheism এ সময় কাটিয়ে impersonal ক'রে নিজের নিজত্ব—গুরুর গুরুত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে ফেলেন। চৈতন্যদেব এই সকল বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য ক'রে দিয়েছেন। ভাগবত আলোচনা ক'রলে শাস্ত্রীয় বিচার থেকে দূরে গমনের যে অবস্থা, তা' থেকে অবসর হয়।

'রসদা'—জড়রসের সঙ্গে চিদ্রসের যে পার্থক্য আছে, সেটি বুঝিয়ে দিয়ে প্রকৃত চিদ্রস দান করেন। উদ্ভিত্ত বেদ হ'তে বিবদমান বিচারের শান্তি হ'লে ভক্তিরস উপস্থিত হয়। চিত্তে রস এলে উন্মাদ অর্পিত হয়, আস্বাদন-মত্ততা আসে, ব্রহ্মরসজ্ঞান প্রবল হয়। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বিষয় সকল অধিরোহবিচারে বুঝ্তে গিয়ে যে অমঙ্গল হয়, তা'র হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে চিদার্পিতোন্মাদ অবস্থা হয়।

'পরয়ক্তিবিনোদা'—সেই রসা নিরন্তর সেবাপ্রবৃত্তি-দান-কারিণী।

'শমদা'—যা' 'অনিষ্টতা' (ভগবন্নিষ্টতা) বৃদ্ধি দান করে। "জ্ঞানং যে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্"—ভগবৎ, পরমাত্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে 'যে জ্ঞানং' অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞান পরম, অন্যগুলি সাধারণ—হেয় ও ইতর। বিশেষ জ্ঞান নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মে নাই। কিছু পরমাত্মায় আছে, কিন্তু রহস্য নাই। ভগবজ্জ্ঞানে তত্ত্ব, রহস্য, বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান বিরাজমান। গোলে হরিবোল দিয়ে ব্যাপকতা-ধর্ম্মে জড় ভোগপরতা ভগবদ্ভক্তিতে আরোপ করা উচিত নহে। যোগীদিগের বিচার-প্রণালীতে ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদা আছে, বিভূতির আলোচনা আছে, কিন্তু মাধুর্য্য-বিজ্ঞানের অভাব থাকায়,—পরমৈশ্বর্য্য তা'দের প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠতা দরিদ্রের নিকট আছে। দরিদ্র ধনবান্ হ'লে ধনে ঔদাসীন্য—বীতরাগ আসে। মধুরিমায় আকর্ষণ বৃদ্ধি হ'লে সে-ভাব থাকে না। ভক্তি-দ্বারা ঐশ্বর্য্যের কিছু পেতে পারি, কিন্তু পরক্ষণেই মাধুর্য্য প্রবল হ'লে ঐশ্বর্য্যের অপূর্ণতায় বাধ্য হই না। আমি বড় হ'ব, অন্যে বড় থাক্, এটা ঘুরে ফিরে অভক্তি। ভাগবতে যত শ্লোক আছে, তা'র সার নয় প্রকার উপলক্ষণে বিচার ক'রে বৈদান্তিকশিরোমণি স্বরূপ-দামোদর এই স্বরচিত শ্লোকদ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ক'রেছেন, তাঁহার ধারার সর্ব্বোত্তমতা জানিয়েছেন। অধোক্ষজের সেবকই ঐ সকল কথা বুঝতে পারেন, অন্যপক্ষ রসজ্ঞান জ্ঞানীর উহা বুঝ্বার যোগ্যতা নাই।

আমাদের ভাগবত পাঠ ক'রতে হ'বে। যে সকল কথা ব'ললাম, এটা মঙ্গলাচরণের অর্থ। আমি নির্ব্বিশেষবাদী নই। ভাগবত হ'তে নির্ব্বিশেষবাদ শতসহস্র যোজন দূরে উৎক্ষিপ্ত হ'য়েছে। কেবলাদ্বৈতবাদের কোন কথাই ভাগবতে নাই। কেবল গোড়া থেকে শেষপর্য্যন্ত আলোচনা ক'রলে ভাগবতের উদ্দেশ্য কি জান্তে পারা যায়। চরমে নির্ব্বিশেষকামী পক্ষোপাসকগণ মূলের সঙ্গতি রেখে শ্রীমদ্-ভাগবতের টীকা ক'রতে পারেন না। ক'রতে গেলে নিজেদের চিন্তাস্রোতের সর্ব্বনাশ হয় জেনে একটা শ্লোকেরও টীকা ক'রতে পারেন নি। যদি কেউ টীকা ক'রতে যান, তার কিছু ভক্তির বিচার আস্তে পারে কিন্তু চরমে নির্ব্বিশেষ-স্থাপনপ্রয়াস ব্যর্থ হয় মাত্র। ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদের গন্ধও নাই, শুদ্ধাদ্বৈতবাদের কথা ব'লেছেন, তাহাই পরম প্রয়োজনীয়, তা'তে ভুল নাই, উহা ভক্তিপূর্ণ। শুদ্ধদ্বৈতবাদও জড়ভোগনাশী ও ভক্তিপূর্ণ, দ্বৈতবাদ যেখানে জড়বিচারে পূর্ণ, সেখানে উহা শুদ্ধ নয়, বিশুদ্ধদ্বৈতবাদ আধ্যক্ষিকতা। ভাস্কর প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর বিচার জড়ভোগবিচারাশ্রিত ব'লে ভ্রমপূর্ণ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেও অসম্পূর্ণতা আছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচার দেখিয়েছেন, উহাতে অসম্পূর্ণতা ও বিবদমানতা নাই, উহাই সম্পূর্ণ বিচার। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারের কথা যাঁদের হজম

হয় নাই, তা'রা সহধের পরিবর্ত্তে বদধ ক'রে প্রতিমুহূর্ত্তে সত্যের অপলাপ ক'রতে বদ্ধ ক'রছেন। তা' শুনতে গিয়ে ভাগবতের ভাগবতধাগুলো ভুলতে হ'বে না। তিনি পুরুষোত্তম, উত্তম; অপরোক্ষ শব্দমাত্রদ্বারা উদ্দিষ্ট নহেন, তদতিরিক্ত 'অধোক্ষজ', প্রাকৃত নহেন 'অপ্রাকৃত'। চেতন ও অচেতনের ভাগ এক ক'রতে হ'বে না। ঈশ্বর-বিমুখ ব্যক্তিগণ কর্ম্মফলে যেখানে লাভ ক'রেছেন, এটা কারাগৃহ। এখানে 'অনন্ত জীবনে' বিচার—যেখে নেওয়া পরই প্রবল। ভগবানের অস্ত নাই—যাঁদের বিচার, ভগবানের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তাঁ'রা অজ্ঞান ব'লেন, তাঁদের অজ্ঞতা ভত অসুবিধা আছে।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥

[ভগবদ্বস্তু যাহা, ভগবানের ভাবসমূহ যাহা, ভগবানের রূপ যাহা, গুণসমূহ যাহা এবং বিক্রমসমূহ যাহা, সেই সমস্তই ভগবদনুগ্রহক্রমে প্রকৃতপ্রস্তাবে মুক্তজীবের অনুভবের বিষয় হয়। কৃপার অযোগ্য ভগবদ্বিরোধী অবজ্ঞাপরায়ণ ব্যক্তি অবৈকুণ্ঠ বস্তুতে, ভোগ্য ভাবাদিতে, ভোগ্য রূপ, ভোগপর গুণ এবং জড়ানন্দপর বিক্রান্তি-সমূহে অবস্থিত থাকায় অহঙ্কারবিমূঢ়তা-হেতু মায়াবাদী হইয়া পড়েন।

কালের খণ্ডধর্ম্মানুভূতির পূর্ব্বে ভগবানের অধিষ্ঠান এবং পরেও তাঁহারই অধিষ্ঠান। জড়সত্তা ও জড়ভোগাতীত অনধিষ্ঠান হইতে তিনি পৃথগ্ বস্তু হইয়াও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহেন।

ভগবদ্বস্তুর প্রতীতির অভাবে যাহা অনুভূত হয়, ভগবদ্বস্তু ব্যতীত যাহার অনুভূতিগত অস্তিত্ব নাই, পরমাত্ম-বস্তুতে যাহার অনুভূতি নাই তাহাই মায়া। মায়ার পরিচয় বিবিধ—জীবমায়া আলোকময়ী ও জড়কারময়ী ভগবান্মায়া। শক্তিমদ্বস্তু ও শক্তির বিচারে ভ্রান্তিনিরসনার্থ এই সাজা।

অধিষ্ঠেয়-বিচারে জিজ্ঞাসার উদয়। অতাদ্বিকের জানিবার চেষ্টা নাই। অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবদ্বয় দ্বারা সকল স্থানে সেই ভগবদ্বস্তুর প্রবেশাদি বিবেয়।

যেরূপ মহাভূতসকল নীচোচ্চ প্রাণিসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট-প্রতিম হয়, সেইপ্রকার ভক্তহৃদয়ে নিত্য প্রবিষ্ট হইয়াও ভগবদ্বিজ্ঞানের স্বতন্ত্রতারূপ দ্বারা প্রেমভক্তির নিত্য প্রাপ্তির বিষয়ে অজ্ঞান ও বিজ্ঞ-ভেদে অনধিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিত এই উভয় পরিচয়-বৈশিষ্ট্য।]

বাস্তবিক অভক্তগণ কখনই ভাগবত প'ড়তে পারে না। তা'রা বুভুক্ষু ও মুমুক্ষিপিপাসু—কর্ম্মী ও জ্ঞানী।

বুভুক্ষুমুমুক্ষুস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

কর্ম্মিজ্ঞানীর বিচারে ভক্তির স্বরূপনির্ণয়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হ'বে। প্রেয়ঃপন্থী মনোধর্ম্ম-চালিত হ'য়ে 'এই ভাল, এই মন্দ' বিচারে ব্যস্ত। 'যৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।' জড়নির্ব্বিশেষ, জড়বিশেষ পরিত্যাগ ক'রে সৎসৎ চিন্নির্ব্বিশেষ ও চিৎসবিশেষ বিচারই গ্রাহ্য, উহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদবিচার।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা॥

[ভক্তিযোগপ্রভাবে তদ্গতীভূত মন সম্যগ্রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গহিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সত্ত্ব-রজস্তম-গুণত্রয়াত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনোবুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমান হইতে জাত-কর্ত্তৃত্বাভিমূলে সকাম-বাসনা লাভ করে।

শ্রীব্যাসদেব দেখিলেন যে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসার-ভোগদুঃখ নিবৃত্ত হয়। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। এই পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।]

সাত্বতসংহিতা ভাগবত না পড়া পর্য্যন্ত জীব আধ্যাত্মিক থাকে। ভাগবত—পারমহংসী সংহিতা। পরমহংসগণ—পরমমুক্ত নিষ্কিঞ্চনগণ কি ব'লছেন, তা' জান্‌তে হ'লে, আলোচনার ইচ্ছা থাক্‌লে দশমস্কন্ধ আলোচনা ক'রতে হ'বে। দশম স্কন্ধ আলোচনার পরে একাদশস্কন্ধ না প'ড়লে অধঃপতন হ'বে। সেজন্য ভাগবত-শ্রবণই আমাদের একমাত্র কার্য্য, ভাগবত-শ্রবণেই অন্যান্য চারটি অঙ্গ—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চি সেবা, মথুরাবাস হ'বে। মথুরা—জ্ঞানভূমিকা, পূর্ণজ্ঞানে বাস, অচেতন ভূমিকায় বাস না করার নাম মথুরাবাস। 'নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ' প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অর্চ্চি সেবার পদ্ধতিসমূহও ভাগবতে আছে।

চৈতন্যের চরণ আশ্রয় ক'রলে 'আদর্কিঞ্চিদুপাখ্যানে' বিচার উপলব্ধি হ'বে, তখন রসবোধ হ'বে। জড়রস-বোধ থাক্‌লে চিদ্রসমূর্ত্তি ভগবান্‌কে বুঝা যায় না। নির্ব্বিশেষবিচারে জড়রস হ্রাস হয় মাত্র। তা' থেকে অব্যাহতি নিয়ে যা'তে আবার জড়রস প্রবল না হয়, তজ্জন্য চিদ্রসের আলোচনা দরকার। সেটী নামকীর্ত্তন হ'তেই সম্ভব। নামই রসবিগ্রহ।

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

রসবিপর্য্যয়ে যে রসদর্শন, জড় অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে রস, কাব্যপ্রকাশ, ভরতমুনি প্রভৃতির যে বিচার উহা শুদ্ধ নহে। উজ্জ্বলনীলমণি, অলঙ্কারকৌস্তুভ প্রভৃতি পাঠে চিদ্রসের উপলব্ধি হয়। চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হ'লে সকল অমঙ্গল দূর হ'বে। জড়নায়ক-নায়িকার বিচার থেকে অবসর পেতে হ'বে। দু'টীকে এক ক'রতে হ'বে না। জড়ের সঙ্গে চিদ্রসের সাম্য বিচার যাঁরা করেন, তাঁরা অপরাধী। পরবর্ত্তিসময়ে সিদ্ধ হ'য়ে যাব বিচার ক'রে তাঁরা 'সিদ্ধা ব্রজন্তুয়ে যত্র দৈত্যাস্তে হরিণা হতাঃ' শ্লোকের উদ্দিষ্ট হন। ভগবান্ তাঁদের রসরহিত নীরস ব্রহ্মবিচার ধ্বংস ক'রে দেবেন। যেমন কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির অবস্থা।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তাঁর রসের উৎকর্ষতা দেখালে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণবুদ্ধি মনুষ্যের মস্তিষ্কে যে আধ্যাত্মিকতা, মহাজ্ঞানী মহাকর্ম্মীর যে অহঙ্কার সব ধুয়ে যাবে। চৈতন্যদেব ব'লেছেন, 'যাও ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।' একটী ভগবানের আলোচনাকারীর নিকট ভাগবত শুন্‌তে হবে। বিশ্বধর্ম্মী হ'লে প্রথমে নির্ব্বিশেষবাদী, তা'র পরে জড় সবিশেষ। পাব পাব ক'রে প্রত্যেক নির্ব্বিশেষবাদীর শেষে সর্ব্বনাশ—অধঃপতন হ'বে। সর্ব্ব আত্মায় ব'লতে ব'লতে বৈকুণ্ঠকে পর্য্যন্ত মেপে নেওয়ার চেষ্টার শেষে তিন এর dimensionএ প্রবিষ্ট হ'য়ে জড়তা লাভ ক'রে বিষয় ক্লেশের মধ্যে পড়্‌বেন। ক্লেশঘ্নী ভক্তির আশ্রয় না ক'রলে—ভাগবতের নিকট ভাগবত শ্রবণ না ক'রলে সর্ব্বনাশ। ভোগী ভাগবত পাঠ ক'রতে পারে না। তা'র মুখে ভগবান্ (ভগবন্নাম) আস্‌তে পারেন না; পঞ্চোপাসকের যা অন্ধ, বক, পূতনার অনুগতজন-মুখে ভাগবত শুন্‌তে নাই। কৃষ্ণ মাঠার রূপ অসুরকে যে প্রকার গোকুলে ধ্বংস ক'রেছিলেন, তদ্রূপ এই সমস্ত অঘ-বক-পূতনার ভৃত্যবর্গের অনুসরণে কৃষ্ণকে বিনাশ ক'রবার চেষ্টা—রূপ যে পাষণ্ডমত, কৃষ্ণ তা' ধ্বংস ক'রে দেবেন। অসুরদের অনুসমন বা তাদের বহুমানন কর্ত্তব্য নয়, তা'দের অনুগ্রহ প্রার্থনীয় নহে। যে যে নামে দেবতা আছেন, তত্তন্নামে অসুরও আছে। তা'রা মানুষকে ভ্রান্ত ক'রে চেতনধর্ম্ম-রহিত ক'রে দেয়। সুতরাং ভগবদ্-ভক্তের চরণরেণুই একমাত্র পরম প্রয়োজনীয় বস্তু।

নন্দোৎসব *

জন্মাষ্টমীর পরের নন্দোৎসব। কৃষ্ণ মথুরার কংস-কারাগারে জন্মাবার পর কৃষ্ণের আদেশে বসুদেব কৃষ্ণকে গোকুলে নন্দের গৃহে রেখে আসলেন। জন্মাষ্টমীর পরদিন ব্রজরাজ নন্দ দেখতে পেলেন যে, যশোমতীর এক অতি অপূর্বদর্শন পুত্র হ'য়েছে। নন্দ পরমানন্দিত হ'য়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে ডেকে পুত্রের জাতকর্ম সম্পাদন করালেন ও ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ লক্ষ গাভী, বস্ত্র ও সুবর্ণ দান ক'রলেন। নানাদেশ থেকে নানা চারণ, মাগধ, বন্দী, গায়ক এসে উৎসবে নন্দের সৌভাগ্য ও নন্দনন্দনের-কীর্তি গান ক'রতে লাগ্‌লেন। ভেরী, দুন্দুভি, ঢক্কাক, বাদল, করতাল—নানাবাদ্যের রোলে ব্রজ মুখরিত হ'য়ে উঠলো। ব্রজের রাজপথে তোরণ, নানা রঙের নিশান, ফুল, ফল দিয়ে সাজান' হ'ল। পুরবাসিগণ তাঁদের কুলকুটীরগুলি নানারকমের মাঙ্গলিক দ্রব্যের দ্বারা বিচিত্ররূপে সাজালেন। গাভীগুলিকে হরিদ্রা ও তৈলে এবং নানারঙের ধাতু দ্রব্য দিয়ে, পুষ্পমালা ও কাপড় দিয়ে সাজান' হ'ল। গোপ-গোপীগণ আনন্দে নানারকমের কাপড়, অলঙ্কার প্রভৃতিতে সজ্জিত হ'য়ে নানা উপায়ন হাতে ক'রে নন্দের বাড়ীতে সমবেত হ'লেন। গোপগণ পরস্পরের প্রতি দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও জল ছড়িয়ে আনন্দযুদ্ধ আরম্ভ ক'রলেন। সকলেরই অঙ্গে নবনীত লিপ্ত হ'ল। নন্দ মহারাজ ব্রজের সকলকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান ক'রলেন। কএকদিন ধ'রে নন্দের ঘরে আনন্দ-মহোৎসব চ'লল।

এই নন্দোৎসবের অনুসরণ ক'রে দিয়ে নন্দোৎসব হ'ড়িয়ে প'ড়েছে। ব্রজরাজ নন্দ হ'চ্ছেন—শুদ্ধসত্ত্বের আনন্দ স্বরূপ, অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের মূর্তবিগ্রহ। সেই আনন্দমূর্তি যাঁর আবির্ভাবে নন্দিত হন, সেই নন্দের অনুসরণ ক'রে ভক্তগণ নন্দোৎসবের অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে একজন প্রেমিক ভক্ত—নাম তাঁর রঘুপতি উপাধ্যায় মহাপ্রভুর নিকট নন্দের মহিমার একটি গান ক'রেছিলেন,—

প্রতিঘরে স্থূতিমিশ্রে তারস্বরমন্ত্রে ভজন্ত ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরব্রহ্ম ॥

যাঁরা সংসার-ভয়ে ভীত, তাঁরা এজগৎ হ'তে মুক্তি পাবার জন্য স্মৃতির স্তবনা ক'রে থাকেন। যাঁরা স্বর্গ-সুখ চা'ন বা নৈতিক ধর্ম মাত্র পালন ক'রতে চা'ন, তাঁরা স্মৃতিশাস্ত্রের স্তবনা ক'রেন; কিন্তু আমি সংসার-স্বর্গ বা লৌকিক ধর্মকে বড় মনে করি না। আমি একমাত্র নন্দমহারাজকে বন্দনা করি, যাঁর ঘরের বারান্দায় পরম আনন্দকন্দ পরব্রহ্ম বালগোপাল খেলা ক'রে থাকেন।

এত বড় প্রেমের কথা অন্য কোথায়ও নাই। অন্য কোন দেশের ধর্ম, ইতিহাস বা ধর্মের ধারণায় ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এত ঘনিষ্ঠতার কথা দেখতে পাওয়া যায় না। সাধারণ ধর্মশাস্ত্রে বা ধর্মের ধারণায় ভগবান্‌কে আমরা পরম-পিতা পরমেশ্বর ব'লে পূজা ক'রে থাকি। খৃষ্টধর্মেও ভগবান্‌কে 'পিতা' ব'লে উপাসনার প্রণালী দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু একমাত্র নন্দের আদর্শ থেকেই জানতে পেরেছি যে, ভক্ত নিত্য পিতৃরূপে, মাতৃরূপে ভগবানের প্রেমময়ী আরাধনা ক'রতে পারেন।

অনেকে ব'লতে পারেন ও ব'লেও থাকেন যে, যিনি যেভাবেই ভগবান্‌কে আরাধনা করুন না কেন, সকলেই একই ফল লাভ ক'রে থাকেন। কিন্তু সাধারণের এই বিচার সেখানেই খাটে, যেখানে অপ্রাকৃত প্রেমের রাজ্য আবিষ্কৃত হয় নাই। মোক্ষ, নির্বাণ, লয় বা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় সেই একই বিষয়কে যেরূপ ভাবে বলা হউক না কেন, সেই মুক্তি পর্য্যন্তই যদি আমাদের শেষ কথা হয়, তা' হ'লে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে সকলেই সেই নির্বাণ পর্য্যন্ত পৌঁছে' শেষ হ'য়ে যায়। কিন্তু প্রেমের কথা হ'চ্ছে—মুক্তির পরপারের কথা। মুক্তির পরে যে চেতনের বিলাস আছে, তা'রই নাম প্রেম-বৈচিত্র্য।

আমরা ভগবান্‌কে পিতা বা মাতা ব'লে উপাসনা ক'রতে ভালবাসি, কেন না আমরা সংসার-তপ্ত জীব, ভগবান্‌কে পিতৃ ও মাতৃরূপে পূজা ক'রতে শিখলে ভগবানের কাছ থেকে পিতার ন্যায় পালন ও মাতার ন্যায় স্নেহ এবং আমাদের অনেক কিছু আবদার ধর্মের আকারেই হ'ক, অর্থের আকারেই হ'ক, কামনা-তৃপ্তির আকারেই হ'ক আর মোক্ষ বা শান্তি লাভের আকারেই

* গত বঙ্গে আষ্টমী নোমবার অপরাহ্ণ ৩-১৫ মিঃ হইতে ৩-৩০ মিঃ পর্যন্ত ঐমৌড়ীয়-সম্পাদকের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসব-প্রসঙ্গে প্রদত্ত বক্তৃতা

হ'ক, পূরণ ক'রে নিতে পারবো। প্রত্যক্ষের উপাসনা আমাদিগকে মাতাপিতার মহদ্ভাব ও তাঁ'দের কাছ থেকে আশ্রিত-বাৎসল্য আদায় ক'রবার আদর্শই প্রতিমুহূর্ত্তে অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষা প্রদান ক'রছে।

কিন্তু প্রেমের রীতি উল্টো। সেখানে ভক্ত পুত্র না হ'য়ে ভগবান্ হ'য়েছেন পুত্র, আর ভক্ত হ'য়েছেন পিতা বা মাতা। দেখুন, পুত্র তা'র জন্মকাল থেকেই পিতার সেবা ক'রতে পারে না। পিতার যথেষ্ট সেবা ও শিক্ষা-দীক্ষার বর্দ্ধিত হ'লে—পিতা ব'লে জান হ'লে কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে পিতা বা মাতাকে সেবা ক'রে থাকেন। কিন্তু সেই সেবাটুকুতেও বাধা হ'তে পারে। যদি কোন পুত্র পত্নীর প্রেমে কিম্বা অপর প্রেমিকার প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন অথবা তাঁ'র নিজের ছেলে-মেয়ের বাৎসল্যেই আসক্ত হ'য়ে পড়েন, তা' হ'লে সেই কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির সেবাটুকুও শিথিল হ'য়ে যায়। কিন্তু মাতা-পিতার সেবা পুত্র জন্মা'বার পূর্ব্ব থেকেই আরম্ভ হয়। পুত্র মাতার গর্ভে থাকাকালে পিতা গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা ক'রবার জন্য কত যত্ন নিয়ে থাকেন, তা'র জন্য কত চিন্তিত হন, মা কত কষ্ট স্বীকার ক'রে গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা ক'রে থাকেন। ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লে মাতা-পিতা তাঁদের সমস্ত স্নেহ ঢেলে' সকল প্রাণ দিয়ে পুত্রের সেবা করেন। যেসকল অত্যন্ত নীচ সেবায় অপরের ঘৃণা বোধ হয় এবং যে সেবা অত্যন্ত আসক্ত ও স্নেহপরবশ না হ'লে করা যায় না, একমাত্র মাতা-পিতাই সেই সকল সেবা পুত্রের জন্য ক'রে থাকেন। মাতা-পিতার বহুমূল্য পোষাকে, প্রিয় অঙ্গে শিশুসন্তান মলমূত্র বিসর্জ্জন ক'রে ফেলেও স্নেহাসক্ত মাতাপিতা স্নেহের পুত্তলীকে বিসর্জ্জন ক'রতে পারেন না; বরং পুনরায় স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে হৃদয়ে ধারণ ক'রে থাকেন। সন্তান যতই কুরূপ হ'ক না কেন, গুণহীন হ'ক না কেন, এমন কি ছেলে যদি কাণা খোঁড়া হাবা বোবা অন্ধ ও পাগলও হয়, তথাপি মাতাপিতার স্নেহ কম হওয়া দূরে থাকুক, সেই ছেলের প্রতি স্নেহ ও আসক্তি আরও বেড়ে যায়, এটাই হ'চ্ছে স্নেহের রীতি। কাজেই পুত্রের প্রতি যে মাতাপিতার প্রীতি, তা' পুত্রের গুণ বা ঐশ্বর্য্য দেখে নয়, পুত্রের কেবল ব্যক্তিত্বই সেখানে মাতাপিতার স্বাভাবিক স্নেহকে আকর্ষণ ক'রে থাকে। লোকে কথায় বলে—"সন্তান মাতার একবিন্দু দুধের ধার শোধ ক'রতে পারে না।"

যশোমতী নিত্যমাতারূপে পরব্রহ্মকে যে স্তন পান করিয়েছিলেন, তা'র একবিন্দু দুধের ধার স্বয়ং পরব্রহ্মও শোধ ক'রতে পারেন নি, তিনি ঋণী হ'য়ে র'য়েছেন, একথা কৃষ্ণ স্বয়ং ব'লেছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধিতে ভগবানকে আর কতটুকু পূজা ক'রতে পারি? ভগবান্ আমাদিগের প্রতি যে সকল করুণার নিদর্শন দেখিয়েছেন, কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির পূজার দ্বারা জীব তা'র একবিন্দুরও প্রতিদান দিতে পারে না; কিন্তু অপ্রাকৃত প্রেমের এমনই প্রীতি—ভক্তের প্রীতিময়ী সেবা এত বেশী যে, ভগবান্ সেখানে আপনাকে চিরঋণী ব'লে মনে করেন।

আমরা সন্তান বা পুত্ররূপে মাতার স্তন্য দোহন ক'রে থাকি, মাতার কাছে এটা সেটা চাই। ভগবান্ মাতা-পিতা হ'লে আর ভক্ত পুত্রভাবাপন্ন হ'লে কেবল ভগবানের কাছে জীব সর্ব্বদাই এটা সেটা চেয়ে থাকে। নানাভাবে ভগবানের কাছ থেকে নানাপ্রকার জিনিষ দোহন ক'রতে চায়। কিন্তু এই দোহন-কার্য্যটি সেবা নয়, ভগবানকে দিয়ে নিজের সেবা করিয়ে নেওয়া। তাই ভক্ত যদি মাতা-পিতা হন আর ভগবান্ যদি সন্তান হন, তা' হ'লে এই দোহন-কার্য্যের পালাটা ভগবানেরই থাকে; আর ভক্ত ভগবানের যতকিছু আবদার পালন ক'রে সর্ব্বদিকে প্রাণ ঢেলে তাঁ'র সেবা ক'রতে পারেন। এজন্যই নন্দনন্দনের আদর্শের এত চমৎকারিতা। কৃষ্ণ কেবল চাচ্ছেন, আর নন্দ ও যশোমতী কেবল যোগাচ্ছেন। 'চাওয়া' ধর্ম্মটা নন্দনন্দনের, আর 'দেওয়া' ধর্ম্মটা নন্দ ও যশোদার—এরই নাম প্রেম। এটা কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধি বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির পূজা মাত্র নয়। মা ও বাবার ছেলের প্রতি যে স্বাভাবিকী ও অহৈতুকী আসক্তি, ইহা তাই। এজগতের মাতাপিতার আদর্শে বরং স্বার্থপরতা থাকতে পারে; কিন্তু অপ্রাকৃত নিত্য মাতাপিতা নন্দ-যশোদার আদর্শে কোনপ্রকার প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতার লেশ নাই। সেখানে প্রেমেরই পূর্ণপ্রভাব। নন্দ-যশোদা বাৎসল্যপ্রেমের চিন্ময়নমূর্ত্তি আর নন্দনন্দনও জাগতিক পুত্রের ন্যায় অনিত্য পুত্র নন। সে পুত্র ম'রে যান না, বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। সেই নিত্যপুত্রের সেবা ক'রেছিলেন—যশোমতী ও নন্দমহারাজ। পরব্রহ্ম

অন্তরহিত হ'য়েও কেবল বাৎসল্যপ্রেমের মহিমা-প্রকাশের জন্য নন্দ ও যশোমতীর পুত্র হ'য়েছিলেন। তিনি সকল পালকগণের পালক হ'তেও নন্দ-যশোমতীর পালা হ'য়েছিলেন। ইহাই প্রেমের মাধুর্য্য। এজন্য গোপীগণ নন্দনন্দন ছাড়া আর কাকেও চান না। তাঁরা চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে চান না, তাঁরা নারায়ণকে চান না, তাঁরা আর কিছুই চান না। নন্দনন্দনের প্রতি তাঁরা কুল, মান—সব বিকিয়েছিলেন। সেই নন্দনন্দনের উৎসব প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে ততদিন পর্য্যন্ত না প্রকাশিত হ'বে, ততদিন পর্য্যন্ত জড়ানন্দ হ'তে মুক্তি ও প্রেমানন্দের প্রস্রবণ হৃদয়ে প্রকাশ হ'তে পারে না।

এখানে আর একটি বিশেষ কথা আমাদের স্মরণ রাখ্‌তে হবে। নন্দের অনুগত হ'য়ে নন্দনন্দনের সেবা ক'রতে হ'বে। কাঁর উৎসবের ভাগীদার হ'তে হ'বে। নতুবা নন্দোৎসবে যোগদান করা হবে না। গৌড়ীয়মঠ নন্দোৎসবের বার্ত্তাই সংপ্রতি বিশ্বের হয়দ্বারে আচার্য্যের আনুগত্যে প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছেন। এক কথায় ব'লতে গেলে ব'লতে হয়, **গৌড়ীয়মঠ নন্দোৎসবের কিরিওয়ালা।**

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যায় এই বৎসরের শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিমহোৎসব অধিকতর মাহাত্ম্যান্বিত হইয়াছে। দৈবিক-নদীয়া-প্রকাশের কৃপায় শ্রীল প্রভুপাদের সেই ভাগবত-ব্যাখ্যাবাণী অতি সত্বর ভারতে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং ভারতের বাহিরে ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী প্রভৃতি দেশেও বিস্তৃত হইতেছে। এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্ব্ব তিন সপ্তাহে মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও প্রতি সপ্তাহে বিশিষ্ট লৌকিক ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে মানবজীবনের বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়-সম্বন্ধে বক্তৃতা, প্রত্যহ দুই বেলা আদর্শ আচার-প্রচার-পরায়ণ ভাগবতগণের শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ভাগবত-উৎসবের বাণী-সমূহ রেডিও-যোগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতেছে। জন্মাষ্টমী ও নন্দ-উৎসবোপলক্ষে

হের্ বার্থার এইচ. ই. ভন্ হোয়েস

হের্ হর্ম্মান্ আর্ণ্ট সুলৎজে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ আচার্য্যের পাদপদ্ম হইতে শ্রুত 'জন্মাষ্টমী' ও 'নন্দোৎসব'-সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা রেডিওযোগে প্রচার করিয়াছেন। 'নন্দোৎসব'-সম্বন্ধে বক্তৃতার দিন প্রাকৃতিক অবস্থা সুন্দর থাকায় সকল স্থান হইতেই বক্তৃতা অতি স্পষ্টভাবে শুনা গিয়াছিল। গত ৪ই সেপ্টেম্বর বেলা ২-১৫ মিনিটের সময় 'শ্রীরাধাষ্টমী' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা রেডিওযোগে প্রচারিত হইয়াছে। আবার আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর ঐসময়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে একটি বক্তৃতাও রেডিওযোগে সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইবে। যেখানে যেখানে রেডিওসেট আছে, তত্তৎস্থানের সকলেই এই বক্তৃতা শুনিতে পাইবেন। আচার্য্যের কৃপায় ভোগবাহন-বিজ্ঞান যে পরমার্থ-কথার বাহন হইয়াছে, ইহা জড়-বৈজ্ঞানিক-যুগে চিদ্‌বৈজ্ঞানিকের অনর্পিতচরী কৃপার নিদর্শন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত বিশ্ববিশ্রুত বাগ্মিবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইএ অবতরণ করিবেন। তিনি ঐদিবস বোম্বে মেলে রওনা হইয়া ৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার প্রাতঃ ১০টা ৪০ মিনিটে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিবেন। তথায় বঙ্গের মনীষিগণ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবেন। স্বামীজীর সঙ্গে আসিতেছেন,—হের বারণ এইচ. ই. ভন্ কোয়েথ্ ও হের আর্ থ্ই. সুলৎজে নামে জার্ম্মাণীর দুইজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও মনীষী। ইঁহাদের একজন ব্যারেষ্টিয়ার উচ্চ ব্যারণবংশের অন্যতম এবং অপর জন খুব বড় পণ্ডিত (scholar)। ইঁহারা উভয়েই অবিবাহিত ও আজীবন নিরামিষাশী। বর্ত্তমানে তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যের বাণী শ্রবণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের চিরকৌমার্য্য ও অহিংসা-ব্রতকে শ্রীচৈতন্যবাণীর বেদীতে উৎসর্গীকৃত করিয়া জীবনের পরম সার্থকতা-বিধানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। জড়সর্ব্বৈকবাদের আবেষ্টনের মধ্যে প্রতিপালিত হইলেও এবং জড়তার নানাপ্রকার বন্ধন তাঁহাদিগের গন্তব্য-পথে বিঘ্নজনক হইলেও তাঁহাদের অন্তরে শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহারা সেই মোহজাল হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া ভারতে শ্রীগৌর-জনের পাদপদ্মের সম্মুখে আসিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্কল্প অক্ষুণ্ণ হউক।

আশাশ-মনীষী হের্ আর্ থ্ই. সুলৎজে গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নিকট তাঁহার পাদপদ্ম-দর্শনাভিলাষী হইয়া যে দুইখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার একখানি অনুবাদ-সহ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

হের্ সুলৎজের পত্র

(১)

London, August 10, 1935.

My Most Reverend Divine Master,

I have really been highly blessed by receiving your gracious lines of the 31st July. I could not expect to meet the shower of Your benign Grace so soon and I am all the more happy to read that you will ask me to come to Spiritual India. It has been paining me much in the last months to be separated from the True Devotees and I am very thankful that I have again opportunities to stay at London where I have come Monday last accompanied by the young Baron Herrn H. E. von Koeth. I met this sincere gentleman in Southern Germany six months ago. He was very interested in hearing about the Message of the Appearance of a Transcendental Spiritual Master and His exploitations to the God-seeking people of the world. He thought it wise to discontinue to live in his former ways and to try to be absolutely sincere in his search for God. He is giving up his connection with his former worldly so-called family and friends and to come in contact with pure souls we managed to come to London.

I have been very glad to see again the True Devotees at the London Math. Unless I would be asked by your Divine Grace, I would surely not like to separate myself from all the kind hearts and well-wishers of my humble attempts to walk on the proper path. Since long time I am looking forward for the moment that I may be able to bow actually down to Your Divine Blessed Feet. Today I got the letter asking me to come to India. I am not worth all these manifestations of Grace—I am literally overwhelmed with inner happiness thinking of the moment, I

shall be able to stay at Calcutta Math or wherever I may be able to touch the dust of Your Blessed Feet. I shall very much pray that your Divine Grace may graciously accept also the expression of whole-hearted devotedness by Herrn Baron von Koeth. Herrn von Koeth will much like to come to India and listen there to the transcendental exploitations. I am looking forward to the moment when we shall arrive at Calcutta on the 7th September if Your Divine Grace will approve Hon Maharaj's plan to start for India by the next boat.

It is the innermost prayer of my heart that I may be allowed to serve the Devotees in whatever way Your Divine Grace may direct me to do. I have realised how absolutely different the sublime transcendental ideas of Gaudiya Math are from all other crippled conceptions of a so-called spiritual life. May I hope that Your Divine Grace and the Devotees may forgive all the hard offences I have done by not keeping to the personal association with them?

After so long a period I have again the chance to enclose a paper in the air-mail-letter. I cannot express all my deep feelings on this occasion in some dry words. I cannot expect the moment I shall be able to listen to the Transcendental exploitations from the Divine Lips of my Spiritual Master.

May the day be fulfilled that I may be counted as a particle of dust on the Divine Feet of my Spiritual Master and may I be helped in making the Devotees forgiving my trespasses and in serving the servants of the Devotees to serve thereby the Blessed Feet of Your Divine Grace.

(Sd.) Ernst George Schultze.

(মর্ম্মানুবাদ)

পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব,

গতকল্য ৩রা জুলাই তারিখের লিখিত কৃপালিপি প্রাপ্ত হইয়া আমি বাস্তবিকই বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনার কৃপাশীর্ব্বাদের দ্বারা আমার মস্তকে বর্ষিত হইবে, ইহা আমি কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই। বর্ত্মানে ভারতভূমিতে যাইবার অনুমতি আপনি দিবেন জানিয়া অতীব প্রীত হইলাম। গত কএক মাস শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখের সহিত অতিবাহিত হইয়াছে। পুনরায় লণ্ডনে আগমন করিয়া শুদ্ধভক্তসঙ্গ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। যেরূপ হউক হউ, শুদ্ধ কোয়েখ্ নামক একজন জার্ম্মাণ যুবক আমার সঙ্গে আসিয়াছেন। ছয়মাস পূর্ব্বে দক্ষিণ-জার্ম্মাণী প্রদেশে এই সত্যানুরাগী যুবকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। অপ্রাকৃত বাণীর মূর্ত্তিমান বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের মর্ত্তাধামে আবির্ভাব ও তাঁহার কার্য্যকলাপের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি এই যুবকের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। সম্পূর্ণ নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণানুশীলনে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ইনি সকল প্রকার জড়ীয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরমভাগবতগণের সান্নিধ্য পাইবার জন্য লণ্ডনে আগমন করিয়াছেন।

লণ্ডন মঠে শুদ্ধভক্তগণের দর্শন লাভ করিয়া আন্তরিক প্রীতি লাভ করিলাম। আমার সত্যপথে চলিবার সাহায্যকারী এই পরম সুহৃদ্গণের সঙ্গ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা আমার নাই। আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইবার আশা আমি বহুদিনযাবৎ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। যদিও আমি আপনার কৃপালাভের যোগ্য নহি, তথাপি অন্য অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতে যাইবার জন্য আপনার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি আন্তরিক উল্লাসে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি মস্তকে ধারণ করিতে পারিব, ইহা ভাবিয়া আমি আনন্দসাগরে ভাসিতেছি। আপনি যেরূপ ধারণ শুদ্ধ কোয়েখের আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন, ইহা আমার একান্ত প্রার্থনা। এই ব্যারণ মহোদয়ও অপ্রাকৃত ভূমিকার বাণী শ্রবণের জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন। আপনি যদি পূজনীয় বনমহারাজের প্রস্তাব সমর্থন করেন, তবে তদনুসারে আমরা ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিব।

আপনার আদেশ অনুসারে ভগবদ্সেবকগণের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকাই আমার একমাত্র আন্তরিক প্রার্থনা। জগতের অন্যান্য তথাকথিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ কথা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অতিবর্ত্তী অপ্রাকৃত বাণীর পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। শ্রীগৌড়বাণী অনুশীলন না করার দরুণ আমার যে সমস্ত অপরাধ হইয়াছে, তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

বহুদিন পরে আপনার নিকট এসে যেন পত্র-প্রেরণের

সুযোগপ্রাপ্ত করিয়াছি। একটী শুভ কথা দ্বারা আমার হৃদয়ের গভীর ভাব ব্যক্ত করা অপেক্ষা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অপ্রাকৃত-বাণী শ্রবণ করিব, এরূপ আশা আমার পক্ষে সুদুরপরাহত।

যেদিন আমি ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মের ধূলিরূপে গণ্য হইব, সেদিনের শুভাগমন হউক। আমি যেন আপনার সেবক-গণের ক্ষমা-লাভে এবং আপনার দাসানুদাসগণের সেবা দ্বারা আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবা করিতে সমর্থ হই।

'গৌড়ীয়ে'র পাঠকগণ অবগত আছেন যে, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের আজ্ঞা শিরে ধারণ ও শ্রীচৈতন্যবাণীর গভীরতত্ত্বে অবস্থান করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেরীর কিছু কিছু স্থানে এবং তদ্ভিন্ন স্থানের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে, ধর্ম্ম-মন্দিরে ও সভা-গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করিয়াছেন। গত দুই বৎসরের প্রচার-বিবরণ-সম্বলিত পুস্তিকাও প্রচারিত হইয়াছে। ১৯৩৪ সালে "দি লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটী" —নামে একটি সমিতিও লণ্ডনে স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সমিতির প্রেসিডেণ্ট্—বর্ত্তমান ভারত-সচিব দি মোষ্ট্ অনারেবল্ দি মারকোয়েস্ অব্ জেট্‌লাণ্ড, সি-সি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই। ইতঃপূর্ব্বেই গত বৎসর শ্রীমথুরায় কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপন-কালে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লণ্ডন হইতে বোম্বাই-নগরীতে আসিয়া তথায় কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তনের পর মথুরা-নগরীতে আচার্য্যের আদেশে গমন-পূর্ব্বক ভক্ত ও সজ্জনগণের আনন্দবিধান করিয়াছিলেন; বর্ত্তমানবর্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজও ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ভারতীয় দর্শনের—গৌড়ীয়-দর্শনের অসমোর্দ্ধত্বের মহিমা তিনি আচার্য্যের কৃপায় পাশ্চাত্য মনীষী ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট সুযুক্তির সহিত উপস্থাপিত করিয়া তাঁহাদের অনেকেরই হৃদয় জয় করিয়াছেন। বলিতে কি, গৌড়ীয়-দর্শনের অসমোর্দ্ধ গৌরব-গাথা, আস্তিক্য-দর্শনের নির্ভীকবাণীর প্রচার পাশ্চাত্যদেশে এই সর্ব্বপ্রথম। ইহা ভারত ও বাঙ্গালার যে কত বড় শ্লাঘার কথা, তাহা সুধী-সমাজই বুঝিতে পারিবেন। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, গৌড়ীয়মঠের উদীয়মান সেবকবর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী প্রত্নতত্ত্ববিশারদ আচার্য্যের উপদেশানুসারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাস ও দর্শন-সম্বন্ধে এক বিশেষ গবেষণামূলক সন্দর্ভ লিখিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত 'ডক্টরেট' লাভ করিয়াছেন। তাই বাঙ্গালার রাজধানী ও ভারতের পূর্ব্বতন রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে পাশ্চাত্য মনীষিগণের সহিত শ্রীমদ্ বন মহারাজের শুভাগমনকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কলিকাতার বিশিষ্ট সজ্জনগণ প্রস্তুত হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের কৃপা-বিগত-ভিলক-পরিচিত সন্ন্যাসিবরকে অভিনন্দিত করিবার জন্য আগামী ২২শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় (৫—৬-৩০টা) বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর কে-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম্, এস্-এস্ ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নারায়ণ-ভবন-সদনে একটি বিশেষ সভা আহূত হইবে।

আমরা লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটি হইতে প্রেরিত উক্ত সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী-পুস্তিকাটি প্রাপ্ত হইলাম। পৌড়বঙ্গবাসীর গোচরার্থ উক্ত পুস্তিকার লিখিত বিবরণ-সমূহের তাৎপর্য্য বঙ্গভাষায় নিম্নে প্রকাশিত হইল।

দি গৌড়ীয় মিশন্ সোসাইটী

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত; উদ্দেশ্য—পরস্পর আধ্যাত্মোন্নতি-সাধন এবং পাশ্চাত্যদেশে ভারতীয় সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোক-প্রদানের সহায়তা।

প্রেসিডেণ্ট

দি মোষ্ট্ অনারেবল্ দি মারকোয়েস্ অব্ জেট্‌লাণ্ড, সি-সি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই

ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট

(১) ত্রিদণ্ডস্বামিনঃ দি মহারাজা বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর অব্ ত্রিপুরা কে-সি-এস্ আই।

(২) দি লেডি কারমাইকেল অব্ স্কালিং

(৩) দি রাইট্ অনারেবল্ দি ভাইকাউণ্ট গোশেন, সি-সি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই, সি-বি-ই।

(৪) স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই।

(৫) দি অনারেবল্ লেডি (হ্যারিসন) জ্যাক্সন্, কে, আই, ডিও।

(৬) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ্ মহতব্ বাহাদুর জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম্।

(৭) দি রাইট্ অনারেবল্ লর্ড লেমিংটন, জি-সি-এম্-জি, জি সি-আই ই।

(৮) কর্ণেল স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড, কে-সি-এস্-আই, কে-বি-আই-ই।

(৯) দি মহারাজাধিরাজ স্যার কামেশ্বর সিং বাহাদুর অব্ দারভাঙ্গা, কে-সি-আই-ই।

কাউন্সিল

চেয়ারম্যান অব্ কাউন্সিল—দি রাইট্ অনারেবল্ লর্ড সাম্মিলাল, পি-সি।

ভাইস্-চেয়ারম্যান্ অব্ কাউন্সিল—স্যার এডওয়ার্ড ডেমিসন রস্, সি-আই-ই, পি এইচ্-ডি, ডিরেক্টর অব্ দি লণ্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল্ ল্যাঙ্গোয়েজেস্।

সভ্য—ইউরোপে গৌড়ীয়-মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ্, বন্

(২) এফ, এইচ ব্রাউন, সি-আই-ই

(৩) পি, কে, দত্ত, এম্-এ, এম্-এস্-সি।

(৪) মিসেস্ ডি, এন্ দত্ত

(৫) এফ্, জি, প্র্যাট, সি-এস্-আই

(৬) এফ, জে পি রিচ্টার, এম্-এ

(৭) মিস্ সারা ডি লেরেডো

অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ—ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ্, বন্

অবৈতনিক যুগ্ম-কর্ম্মকর্ত্তা—পি, কে দত্ত এম্-এ এম্-এস্সি ; ত্রিদণ্ডিস্বামী বি এইচ্ বন্

অফিসের ঠিকানা :—

৩নং ব্লাষ্টার হাউস্, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স,

লণ্ডন, এস্, ডব্লিউ—৭

টেলিগ্রামের ঠিকানা :—"গৌড়ীয়" লণ্ডন

ফোন্—ওয়েষ্টার্ণ—৩০৩৭

দি গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটী

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল্ বেলা সাড়ে চার ঘটিকার সময় মারকোয়েস্ অব্ ক্রেটল্যাণ্ড'এর সভাপতিত্বে ইলেক্ট্রিক্ ক্লাব্ হলে যে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল, উক্ত সভাতেই লণ্ডনের "গৌড়ীয় মিশন সোসাইটী"র সূচনা হয়। সেই দিবস তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য :—

দি লেডি ওটমাইকেল অব্ হ্যালিং, লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ কর্ণেল্ সার্ ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড; দি অনারেবল্ লেডি (হ্যারিসন) জ্যাক্সন্, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, মিষ্টার ও মিসেস্ এইচ্, এস্, এল্, পোলাক, মিষ্টার ও মিসেস্ আর্ এস্ নেরা, মিষ্টার এফ্, জি, প্র্যাট্; মিষ্টার এফ্, এইচ্; ব্রাউন, মিষ্টার এফ, জে, পি, রিচ্টার, মিষ্টার পি, কে, দত্ত; মিষ্টার এস, কে, সি; মিস্ মেরি বি ক্লার্ক; মিসেস্ মেটা, এম্, বি-ই, ডক্টর ও মিসেস্ ডি-এন্, দত্ত; মিসেস্ ওয়ার্ডেন্, মিষ্টার এস্ বি ওয়ার্ডেন্; মিস্ সারা ডি লেরেডো; লেডি আব্বাস্ আলি বাইগ; মিষ্টার ই, এম্, পেইজ; মিষ্টার ই, জি, মুলবজে, স্বামী বি, পি, তীর্থ; মিষ্টার এস, বাস; মিষ্টার আর, বি, দাস; মিষ্টার এইচ্, মিউহে; মিসেস্ এইচ্ কবেল ইত্যাদি।

সভাপতি মারকোয়েস্ অব্ ক্রেটল্যাণ্ড সভায় আলোচিত প্রত্যেকটি বিষয়ই বিশেষ মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন এবং একটী মনোরম-বক্তৃতাতে সমিতির মূল উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীপাদ বনমালীবাবু প্রথমতঃ সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি জানান যে সমিতির কার্য্যকলাপের সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নাই এবং ইহা কেবলমাত্র ভারতীয় সনাতন-ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ পাশ্চাত্য জগতে প্রকাশ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারা পরস্পর যথাযথভাবে গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইল।

বর্দ্ধমানের মহারাজ এইপ্রকার একটী সমিতি-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে একটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিলে তাহার সারবত্তা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

অতঃপর মিঃ এফ-এইচ্ ব্রাউন, মিঃ আর এস্ নেরা, মিঃ এফ্ জি প্র্যাট, ডক্টর ডি এন্, দত্ত ও মিঃ পি কে

বন্ধু মহোদয়গণ তাঁহাদের স্ব স্ব ধারণানুযায়ী কোন কোন বিষয়ের প্রস্তাব করিলে সমিতির উদ্দেশ্য ও পরিচালনা সম্বন্ধে রচিত বিধি গৃহীত হয়।

এই বিধি অনুসারে একটী কাউন্সিল বা কার্য্যকারিণী সভা গঠিত হইয়াছে। তাহা বৎসরে অন্ততঃ চারিবার আহূত হইবে, এই প্রকার নিয়ম করা হইয়াছে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে ৩নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটস্থ ওয়েষ্ট মিন্‌ষ্টার ১নং এস্, ডব্‌লিউ গৃহে এই কাউন্সিল বা কার্য্যকারিণী সভার প্রথম অধিবেশন হয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখ ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তাহাতে বনমহারাজ উক্ত বৎসরের শরৎ ও শীত ঋতুতে কোথায় কোথায় বক্তৃতা দিবেন, তাহা নির্দ্ধারিত হয়।

কার্য্যকারিণী সভার তৃতীয় অধিবেশনে ত্রিপুরার মহারাজা বীর-বিক্রম-কিশোর মাণিক্য বাহাদুর এবং বাগবরের মহারাজা কামেশ্বর সিং বাহাদুর সমিতির সহকারী সভাপতি হইবেন স্বীকৃত হইয়াছেন, ইহা বিজ্ঞাপিত হয়।

য়ুরোপের নানা স্থান হইতে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীমদ্ বন-মহারাজ ইংলণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত মহাদেশের বিভিন্নস্থানে আট মাসের অধিককাল ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কার্য্যকারিণী সভার আর অধিবেশন হয় নাই।

স্বামিজী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষভাগে ইউরোপ যাইয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লণ্ডন প্রত্যাগমন করেন। তিনি মধ্য-ইয়োরোপে যাইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিভিন্নস্থানে (১) "ভক্তির ধারণা" (২) "হিন্দুধর্ম্মে আত্মার ধারণা" (৩) "গৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠাতার জীবনী" (৪) "কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি" (৫) "জীবনের উদ্দেশ্য" এই পাঁচটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

এই সকল বক্তৃতা ব্যতীত স্বামিজীর সহিত বহু লোকের ব্যক্তিগতভাবে আলাপে সমাজের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে প্রচারিত হয়।

মধ্য য়ুরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বামীজিকে জার্ম্মাণ-ভাষায় বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করায় তাঁহাকে উক্ত ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য বহু সময়ক্ষেপ করিতে হইয়াছে। সেইজন্য তিনি লণ্ডনে সমিতির কার্য্যে আর বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিশ্রমের ফলে তিনি জার্ম্মাণ-ভাষা শিক্ষা করিয়া তাঁহার লিখিত কয়েকটী প্রবন্ধ তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের নিকট পাঠ করিয়া শুনাইতে পারিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণীতে যাইবার পূর্ব্বে স্বামীজি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্য-অনুসারে গীতার একটী অনুবাদ করিয়াছেন।

কার্য্যকারিণী সভার অধিবেশনের প্রস্তাব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রচারিত বিষয় সম্বন্ধে একখানা সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচিত হইয়াছে।

আগামী ৯ই আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব (বিজয়া দশমী) ও শ্রীমদ্ভাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে শ্রীব্রজমণ্ডলে ও বিক্রমপুর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিনিধির সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে ও নিয়মকল্পে কার্ত্তিকব্রত পালন, পরিক্রমা এবং অষ্টক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর মাথুরমণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে হরিকথা-শ্রবণ ও কার্ত্তিকব্রত-পালনোৎসবের কথা পূর্ব্বাহ্নে জানিতে না পারায় তাহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এবং যাঁহারা আচার্য্য-সঙ্গে হরিকথা-শ্রবণে রুচিবিশিষ্ট—এরূপ ভক্ত-গৃহস্থ ও সজ্জনমণ্ডলী এখন হইতেই সপার্ষদ আচার্য্যের অনুগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। বিজয়া-দশমীর পূর্ব্ব দিবস কার্ত্তিকব্রতের অধিবাসোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সুতরাং সেই দিবসের মধ্যে যাহাতে যাত্রিগণ শ্রীমথুরায় উপস্থিত হইতে পারেন, তজ্জন্য যাঁহার যাহা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা জানিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যাশ্রিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট পত্র লিখুন। বলা বাহুল্য যে, যাঁহারা মাথুর-মণ্ডলের কার্ত্তিকব্রতোৎসবে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের নাম পূর্ব্বাহ্নেই শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষকের নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

PUBLIC RECEPTION

For the last two years and a half Tridandi Swami B. H. Bon Maharaj of the Calcutta Gaudiya Math, disciple of the most accomplished and illustrious religious leader of India, PARAMAHANSA SREEMAD BHAKTI SIDDHANTA SARASWATI GOSWAMI PRABHUPAD, has been doing excellent work in Great Britain and Central Europe. We are of opinion that the cause of India has been greatly helped and advanced by the London Gaudiya Mission Society and the Swamiji personally.

The Swamiji with two German devotees, one of them being the scion of a princely line of Bavaria, is returning to India, arriving at Howrah Station at 10-40 a.m. (Calcutta time) on the 8th September next by Bombay Mail when it is in the fitness of things for the public to accord the Swamiji a cordial reception on his arrival at the Railway Station at platform No. 1 from where he will be taken in a procession to the Gaudiya Math via Harrison Road, Chitpore Road, Mukteram Babu Street, Chittaranjan Avenue, Cornwallis Street and Baghbazar Street.

It has also been decided that a fitting reception should be given to the Swamiji at the "Saraswat Srabana Sadan" (Assembly Hall) of the Gaudiya Math, Baghbazar, on Sunday the 8th September next in the afternoon at 5 p.m. with the Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan in the Chair. We cordially invite the public to record their appreciation of the noble acts of the Swamiji by attending the functions.

Pradyot Coomar Tagore (Maharaja Bahadur, Sir)
Sashi Kanta Acharya Chowdhuri (Maharaja, Mymensing)
Jogindranath Roy (Maharaja, Natore)
Srish Chandra Nandi (Maharaja, Cossimbazar)
Guru Mahadevasram Prasad Sahi (Maharaja, Hathwa)
Bhupendra Narayan Sinha (Raja Bahadur, Nashipur)
A. K. Fazlul Haq (Mayor)
Manmathanath Roy Chowdhuri (Hon'ble Raja Sir, Santosh)
P. N. Tagore (Raja)
Akram Hossain (The Hon'ble Prince)
Manmathanath Mukherjee (Hon'ble Justice Sir)
B. L. Mitter (Hon'ble Sir)
Dwarkanath Mitter (Hon'ble Justice)
Rupendra Coomar Mitter (Hon'ble Justice)
Bijoy Prosad Singh Roy (Hon'ble Sir)
Hassan Suhrawardy (Sir)
Badridas Goenka (Sir)
Nilratan Sarkar (Sir)
Syama Prasad Mukherjee (Vice Chancellor)
Jatindranath Basu
Hirendra Nath Datta
S. M. Bose (Standing Counsel)
Nellie Sen Gupta (Mrs. J. M. Sen Gupta)
Bidhan Chandra Ray
Nirmal Chandra Chandra
Jitendra Lal Banerjee
Moongtu Lall Taparish (Rai Bahadur)
D. P. Khaitan
N. K. Basu
Gana Nath Sen (M. M. Saraswati)
Ramdeo Chokhani (Rai Bahadur)
Debi Prosad Khaitan
Mrinal Kanti Ghosh
J. C. Gupta
J. N. Maitra
Ananda Mohan Poddar
H. K. Mitter (Kumar)
Saradindu Narayan Roy
Tushar Kanti Ghosh
J. C. Mukherjee (Chief Executive Officer)
K. K. Chatterji (Lt. Col.)
Juladhar Sen (Rai Bahadur)
Anath Nath Ray
Mrinal Kanti Bose
Manmatha Mohan Bose
Devendra Nath Ballav (Rai Bahadur)
Rajendra Narayan Banerjee
Pulin Behari Sawoo
Ashutosh Ghosh (Rai Bahadur)
Kiran Chandra Dutt
Madan Mohan Barman
U. K. Roy (Bhagyakul)
W. C. Banerjee
Panchanon Neogi
Amulya Charan Vidyabhusan
Ramtaran Banerjee (Rai Bahadur)
P. K. Mookherjee
Tulsicharan Chatterjee
Haridas Nandi
Keshab Chandra Gupta
B. Ganguly
K. Vidyabhusan (General Secretary, Gaudiya Math)

Reception at Howrah Station on the 8th September, at 10-40 a.m. (Calcutta time)
Platform No. 1.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মঙ্গলবার, ২৮শে ভাদ্র, ১৩৪২ ; ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ { ৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

ষষ্ঠ দিবস—২৩শে আগষ্ট, শুক্রবার

যোগং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

আমি সেই মহাপুরুষের চরণ বন্দনা করি, যিনি শিব-বিরিঞ্চি-নমস্কৃত অর্থাৎ মহাদেব-ব্রহ্মাদি যাঁ'কে সর্ব্বদা প্রণাম করেন। তিনি জগদ্বরেণ্য, তাঁর আশ্রয় সকলেই আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি সংসারের মলিনতা সর্ব্বতোভাবে দূর ক'রতে পারেন। আমাদের যে প্রার্থনা হওয়া উচিত, তিনি তদনুসারে ফল দান ক'রতে পারেন। তিনি ধ্যানযোগ্য। জড়পদার্থগুলি ভোগ্য, তাহারা যোগ্য নহে। তুমিই তোমার সেবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ক্লেশ মুক্ত করিয়া থাক। তুমিই প্রণতজনগণের পালনকর্ত্তা। তোমার চরণ কৃষ্ণসঙ্গ পাবের নৌকা-স্বরূপ। তুমি সেই মহাপুরুষ, তোমার চরণ বন্দনা করি। এই মহাপুরুষটি কে? শ্রীমদ্ ভাগবতের আদি-শ্লোকে ইঁহারই ধ্যানোপদেশ পেয়ে থাকি,—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

সেই পরমেশ্বর বস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হউন। বস্তু বস্তু—অদ্বৈয় জগৎ ঈশ্বর ন'ন; কিন্তু পরমেশ্বরই ধ্যানের বিষয়, যে মহাপুরুষের কথা পরে 'যোগং সদা' শ্লোকে ব'লেছেন। মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।"

ভাগবত নিগমশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান পুস্তক। উহাই বাস্তববস্তুর সন্ধান দিয়েছেন, যা'তে আমাদের মত লোক সেই ভগবদ্বস্তুর সেবা ক'রবার জন্য উৎসাহ-বিশিষ্ট হয়।

আমরা সর্ব্বদা সেবা-বিমুখ। সেব্যের বর্ণনে সেবকের সেবোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে।

ভাগবতে ত্রৈকালিকদলের কথা ব'লেছেন। বেদশাস্ত্রে যে সম্বন্ধের কথা ব'লেছেন, সেই সম্বন্ধ নির্ণীত হ'য়েছে প্রথম শ্লোকে 'সত্যং পরং ধীমহি' বাক্যে। সেই পরম ও সত্যবস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হউন। ভোগ্য জগৎ ধ্যান ক'রতে ক'রতে আমাদের বহু জন্ম কেটে গেছে। ভাগবতদেবক ব্যাসদেব বলেন,—"ধীমহি" অর্থাৎ ধ্যায়েম—আমরা সকলে মিলে ধ্যান করি। ধ্যানের যোগ্যতা আমাদের আছে; কিন্তু যেকাল পর্য্যন্ত সেব্য পরমেশ্বর ব্যতীত ভোগ্যজগতের কোন ইতর বিষয়ের ধ্যান করি, তৎকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের ধ্যান হয় না, ভোগ হয় মাত্র। যা' আমাদের অধীনবস্তু, যা'কে ভোগ বা ত্যাগ ক'রতে পারি, তা'রই ধ্যান হ'য়ে থাকে। 'আমাদের'—বহুবচনের পদ। আমরা অনেক, কিন্তু সেবা এক। 'পরম্'—একবচন। একমাত্র বস্তু তিনিই ভোগ। আমরা সকলে ভোগ্যবস্তুর সেবা করি। ধ্যাননিষ্ঠা সত্যযুগের ব্যাপার। যখন একপাদ ধর্ম্মও হ্রাস হয় নাই, দ্বিপাদ বা ত্রিপাদ ধর্ম্ম নাশ হয় নাই, তখন ধ্যাননিষ্ঠাই ছিল, কিন্তু তা'তে ব্যাঘাত হ'য়েছে ভগবদ্বিস্মৃতি-হেতু।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যের প্রারম্ভে ভক্তিপরের পরমেশ্বর বিষ্ণুর ধ্যানের সম্ভাবনা ছিল। তখন সর্ব্বকালভোগ্য ইতরবস্তু ভোগ ছিল না ব'লে নারায়ণের ধ্যান সম্ভব হ'ত। কিন্তু পাপ প্রবেশ করায় —একপাদ ধর্ম্মের হানি হওয়ায় জীবের সত্যের ধ্যাননিষ্ঠা কিছু বিপন্ন হ'য়েছিল। তা'তে যজ্ঞের ব্যবস্থা। তখন কতকগুলি লোকের সৎকর্ম্মনিষ্ঠা প্রবল ক'রেছিল। জীবের নিত্য কৃত্য কর্ম্মনিষ্ঠার মধ্যে যজ্ঞদ্বারা যজনকার্য্য হ'ত। একপাদ-ধর্ম্মক্ষয়ে ধ্যান ক'রতে হ'লে যজ্ঞদ্রব্যোচ্চার্য্য পূর্ণতা লাভ ক'রত। পরবর্ত্তিকালে দ্বাপরে পরিচর্য্যা—শ্রীমূর্ত্তিসেবার বিচার প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এই দুটের দ্বারা অর্চ্চার সেবা ক'রে সেবোন্মুখতা প্রকাশ ক'রতে পারি। হস্তদ্বারা আহৃত উপকরণ দিয়ে পূজা ক'রতে পারি। অর্চ্চা পঞ্চতত্ত্বের অবস্থিত ভগবৎ-প্রকাশমূর্ত্তি। যা' আমরা সম্মুখে দেখ্‌ছি (শ্রীমূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া) ইনি অর্চ্চা অবতার। যেকালে অর্চ্চনীয় বিচারে সচ্চিদানন্দবস্তুর নিকট উপস্থিত হই, তখন অসৎ, অচিৎ, নিরানন্দের কল্পনা সেই ভগবদ্বস্তুতে আরোপ করি না। অর্চ্চনের মূলে 'কৃতক্রিয়' ব'লে একটা ব্যাপার আছে, যা'তে ক'রে বর্ত্তমান অর্চ্চার অধিষ্ঠানটি সেবনোপযোগী ভাবে পরিণত হয়। উপচারগুলির প্রোক্ষণকার্য্য দরকার হয়। অর্চ্চা ভগবান্‌ই; কিন্তু পাঁচটি স্তর অতিক্রম ক'রলে সেই পরতত্ত্বের ধ্যান হয়। পরিচর্য্যাবিধানে পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চন-পদ্ধতি। সকল বস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিসূত্রে ভগবদধিষ্ঠান। তিনি অন্তর ভাষায় পুরুষাবতার ব'লে কথিত।

যদ্যৈতৎ ব্রহ্মোপনিষদি তদপাস্ত তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স ন পরময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

অর্চ্চার উপাসনা সব সময়ে ক'রতে পারি। সাক্ষাদ্-বিগ্রহ-জ্ঞানে কালোচিত সেবা করার যোগ্যতা আমাদের সকলের আছে, কিন্তু অন্তর্য্যামীকে সর্ব্বময় চিত্ত ধারণা ক'রতে সমর্থ হয় না। অর্চ্চা প্রত্যক্ষের উপযোগী। সেবা-অর্চ্চা ভোগ্য বা ত্যাজ্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, তা'তে সেব্য-বিচার থাকা দরকার। যেমন বিগ্রহ-সমক্ষে চেঁচিয়ে কথা ব'ললে, বিদ্বেষকার্য্য ক'রলে, তাঁর সম্মুখে ভোগচেষ্টা গ্রহণ ক'রলে অপরাধ হয়, কোন বেয়াদবি চলে না। সেবাপরাধও প্রকার বিচার্য্য হয়। যখন তাঁর ধ্যান নানাপ্রকারে বিঘ্নিত হ'য়েছিল, তখন অর্চ্চনের বিধান হ'য়েছে। যদিও উপরিচর বসু সত্যযুগে শ্রীবিগ্রহের উপাসনা ক'রতেন, কিন্তু দ্বাপরেই উহা প্রসার-লাভ ক'রেছে। অর্চ্চনে ধ্যান ব'লে একটা ব্যাপার আছে, উহা অন্তর্য্যামী, বৈভব ও ব্যূহ অতিক্রম ক'রে পরতত্ত্ব-জ্ঞানসহ সেবা। ভোগের চিন্তা না ক'রে সেবার চিন্তা ক'রলে ধ্যান শুদ্ধ হওয়া সম্ভব। অর্চ্চাকে পার্থিব ব্যাপারে ঘটিত মনে ক'রলে ভোগ্যবিচার আসে। যখন ধর্ম্মের ত্রিপাদ অধর্ম্মে গ্রাস করে, তখন একমাত্র কীর্ত্তনই গতি। উত্তরোত্তরগুরু অর্চ্চার পূজায় ব্যস্ত থাকলে বিপথগামী না হই, এটা দেখা দরকার। দ্বাপরীয় অর্চ্চন যখন নানাপ্রকার তর্কের দ্বারা অভিভূত হ'য়েছিল, তখন হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে,—'কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ'। হরিকীর্ত্তনেই অর্চ্চন হয়, তদ্দ্বারাই যজ্ঞ ও ধ্যানের শুদ্ধতা সম্পাদিত হয়। কলিতে ত্রিপাদধর্ম্মের বিলুপ্তিহেতু একমাত্র হরিকীর্ত্তনেরই ব্যবস্থা। তৎপ্রভাবে সবই হয়, ধ্যাননিষ্ঠাও লাভ হয়।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

আমরা কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে সেই পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হ'তে পারি। ধ্যাননিষ্ঠা, যজননিষ্ঠা, অর্চ্চননিষ্ঠা—সবই কীর্ত্তনে হয়। 'কলি' অর্থ বিবাদ। যে কোন কথা বলা যায়, তা'র প্রতিবাদ-যোগ্যতা আছে। একপক্ষ অপর পক্ষকে আক্রমণ ক'রবে। কলি দোষসমুদ্র। তা'র বহু দোষ থাক্‌লেও একটি মহাগুণ আছে যা' সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ছিল না। অত্যন্ত অযোগ্য ব'লে দুর্জ্জনের জন্য যে ঔষধি, সেটি এমন তীব্রশক্তিসম্পন্ন যে, ঐ ত্রিপাদ ধর্ম্মের অযোগ্যতা পর্য্যন্ত বিনষ্ট ক'রে ফল প্রদান ক'রতে সমর্থ হয়। কৃষ্ণলীলা দ্বাপরান্তে গুপ্ত হ'য়েছিল। কৃষ্ণকীর্ত্তন সকল লোকেই জান্‌তে পেরেছিল। যেমন কা'লকের সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত, আজকের সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত লক্ষ্য ক'রলে খুবই টাট্‌কা মনে হয়, সেরূপ দ্বাপরের শেষে কলির প্রবৃত্তিতে কৃষ্ণ নিত্যপ্রকটলীলা সঙ্গোপন ক'রে বর্ত্তমানে কীর্ত্তন-মুখেই অবস্থান ক'রছেন। অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণপ্রাকট্যকালে কৃষ্ণের নিত্য গুণ, লীলা, পরিকর, রূপ ও নাম—এইগুলি সৌভাগ্যান্বিত ব্যক্তিদিগের চেতনের দর্শনে রেখ্‌বার সুবিধা হ'য়েছিল। কলি-প্রবৃত্ত হওয়ার পরে কৃষ্ণের কীর্ত্তন-দ্বারাই কর্ম্ম বা জ্ঞান-প্রবৃত্তিরূপ সমস্ত অমঙ্গল হ'তে অনায়াসে মুক্ত হ'য়ে নিত্য রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরাদির দর্শন-সৌভাগ্য ঘটে।

আমরা জড়জগতে মেপে নেওয়া ধর্ম্মে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা প'ড়েছি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সব বাঁধন কেটে যাবে। কীর্ত্তন হ'লে দর্শন, শ্রবণের যোগ্যতা হয়। নির্ম্মাল্যঘ্রাণে কি সৌরভ আছে, তা' কৃষ্ণকীর্ত্তনে বুঝ্‌তে পারি। যেমন সনকাদি ভগবানের গুণে মুগ্ধ হ'য়ে ভগবৎসুরভির গ্রহণ-যোগ্যতা পেয়েছিলেন। কীর্ত্তনের দ্বারা সবই সম্ভব। "ঘ্রাণেনোদ্গন্ধমোদয়া"—'আমোদ'-শব্দে সুগন্ধ, সুরভি। কীর্ত্তনের দ্বারা সেই সুরভির লাভ হয়, ভোগের উপ-করণ এসেন্স-আতরাদি শোঁকা দুর্ব্বুদ্ধি নষ্ট হয়। তৎ-প্রভাবে মুক্তসঙ্গ হ'য়ে সেই পরমপুরুষের নিকট যাওয়া যায় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবোন্মুখতা লাভ হয়।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

সেবোন্মুখচিত্তে কীর্ত্তনপ্রভাবে স্বয়ংরূপ আপনা হ'তেই দেখা যেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতি হয়।

'সত্যং পরং ধীমহি'—আমরা পরমেশ্বর বস্তুকে যোগ্য হ'য়ে সকলে ধ্যান করি। সেই বস্তুটি কি? সত্য, বাস্তব-বস্তুসেই পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের মুখ্যপ্রকাশ সত্য। 'সৎ'শব্দে নিত্য বর্ত্তমান থাকা। জড়জগতের পদার্থ ভোক্তার নিকট কিছুদিনের জন্য উপস্থিত হয়, পরে থাকে না। সুতরাং তাহার অধিষ্ঠান তাৎকালিক, উহা সত্যা-ভাস। এই সত্তা অন্য সত্যের আশ্রয়ে বিধৃত হ'বার যোগ্য—নিজাধিষ্ঠান রাখ্‌তে সমর্থ হয় না। পরমেশ্বরে অবিচলিত অচল ধ্রুব সত্তা, ইহা অন্য বস্তুদ্বারা আবৃত হ'বার যোগ্য নয়। সেটি সেই জ্ঞেয়বস্তুর মুখ্যলক্ষণ। এই সত্তা জগতের মলিনহৃদয় জীবের নিকট নানাপ্রকারে প্রতিভাত, অনেকপ্রকার অসত্যের আবরণে বহুজীবহৃদয় আবৃত।

'ধীমহি ধেমন'—'ধাম' অর্থ কিরণ, আলোক, আশ্রয়। বাস্তবসত্যের যে ধাম, তা'র দ্বারা বহুজীবের ভোগ্যকাম্য কপটতা নিরস্ত হ'য়েছে। 'মুহ্যন্তি' শব্দে আবরণ, ছলনা। আপাতদর্শনে যে ব্যাপার, সেই জিনিষটি তা' নয়। নিরাস ক'রবে কা'র দ্বারা?—ধেন দ্বারা। সত্তা হ'তে মুহ্যন্ত না হ'বার যে অবস্থা অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশে তাৎকালিক সত্তাগ্রহণের যে পিপাসা, সেটুকুমাত্র নয়। 'সদা'—নিত্যকাল সত্তা। ঘণ্ডকালে 'সদা' হ'তে পারে না, ঝাঁকিদর্শনের ন্যায় ব্যাপার নয়, সকল ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচালিত হ'য়ে পরমেশ্বরের অনুশীলনের নামে সত্তা ব'লে যে অবান্তর ব্যাপার আছে, তা' নয়। পরমেশ্বর নিরন্তকুহক সত্তা, সর্ব্বদা সত্যমণ্ডিত, নিত্য বর্ত্তমান। সচ্চিদানন্দবিচাররহিত হ'য়ে যে গুণান্তর্গত ভোগ্যবস্তুবিশেষের অনুসন্ধান, সেটি ভোগ্যজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতসহজিয়াগণ নিজেকে কিশোরীজ্ঞানে যে ভোগ্য কিশোরের ভজন করেন, নিজ জড়ভোগ্যজ্ঞানস্বানুভূতিকে প্রবল রেখে কৃষ্ণজ্ঞানানুভূতিকে বাধা দেন অর্থাৎ গোপীর নিত্য আনুগত্য ছাড়া যে ভজন, তা' কুহকাবৃত। ভাগবতে ভগবানেই সেব্য, চৈতন্যদেবের উদ্দিষ্ট ভগবানের বিচার হ'তে পৃথক্ ক'রে মলিনহৃদয়ে যে কৃষ্ণাবির্ভাবের কথা বলি, সেটা দোষযুক্ত, তা' 'ধীমহি ধেমন সদা নিরন্তকুহক' হয় না। কেউ যদি বলেন, তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মশব্দবাচ্য বা পরমাত্মা-শব্দবাচ্য হউন,

তা' হ'লে 'ভগবান' শব্দে চতুর্ধর্ম-চৈতন্যের বিরোধ উপস্থিত হয়। ওজের ভাগবতে সেই কপটতার আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। যেসে নেওয়া ধর্ম আচ্ছন্ন থেকে বস্তুসম্বন্ধে যে পৃথক্ কল্পনা, তা' হ'তে অবসর পাওয়া দরকার। কৃষ্ণের একটু বিষম ব্যাখ্যা ক'রেছেন—হেতোহেতি-মুদ্যাং ধর্ম বিনিময়ঃ। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতিতে একের বদলে অপর দর্শন, উহা ভ্রান্তিপূর্ণ বা বিবর্তদর্শন। যেমন মায়ামরীচিকায় জল-ভ্রান্তি, নিকটে গিয়ে দেখি জল নাই। আপাতদর্শনে যে ভ্রান্তি, একটে অপর জ্ঞান, একের স্থানে অন্য ভ্রান্তি, আকাশ দেখে সমুদ্র-ভ্রান্তি, তেজে বারিভ্রান্তি ইত্যাদি, এটা বিবর্ত। তেজ, বারির বদলে যে অন্য ধারণা, তা'তে কুহক উপস্থিত।

'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ'—যা'তে সুরিসকল মুগ্ধতা লাভ করেন; সুরিতে আসুরিতা আছে। মুগ্ধ হওয়ার অর্থ—প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।' 'আমি বেশী বুঝ্‌লাম' এটা যে বলে, সে তত্টা ভুল বুঝেছে। মুগ্ধ হওয়ার সহজ রাস্তা এইটা—foolishness made easy.

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"
(কেনোপনিষৎ)

যিনি বলেন, 'আমি জেনেছি', আমি 'পাকা বোদ্ধা' হ'য়েছি, তিনি হরিভক্তির রাস্তায়ই চলেন না। আমাদের ভ্রান্তি পদে পদে হয়, কুহকদ্বারা আবৃত হওয়ার সত্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব হয় না, যেকাল পর্যন্ত না তাঁ'র আলোকে আলোকিত হই। যেমন চক্ষু থাকলেও আলোকের অভাবে অন্ধকারে হাতড়ান' হ'য়ে যায়।

'যত্র ত্রিসর্গো মৃষা'—এইসকল ক্ষণভঙ্গুর সসীম বস্তুর স্থান ভগবদ্বস্তুতে নাই, মায়াতে আশ্রয়ের স্থান নাই। যেমন,—

"অহেরহং বৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥"

ভগবানে মায়া দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তিনি বৈকুণ্ঠ-বস্তু। ভগবত্তার দর্শন ব্যতীতও মায়িক দর্শনের সম্ভাবনা নাই। মায়াতে ভগবান্ নাই। পূজ্য ও ভোগ্য-বোধ পৃথক্। মায়া-নির্দিষ্ট ব্যাপার জগৎকে চাকরশ্রেণীর মনে করি, যেমন নাসাতে ঘ্রাণ গ্রহণ ক'রছি, কাণে শব্দ শুন্‌ছি—শুনবার মালিক আমরা, ইচ্ছা ক'রলে নাও শুন্‌তে পারি, অন্যমনস্ক থাক্‌তে পারি। ভোগীদিগের ভোগ্যপদার্থজ্ঞানে অনেক অসুবিধা আসে। যা'তে—পরমসত্য ত্রিসর্গ অর্থাৎ রজস্তমঃসত্ত্বগুণ—তদ্ব্যতিরিক্ত প্রস্তুতি স্থান পায় না। গুণাতীত রাজ্যে ত্রিগুণাতীত ভগবানের অধিষ্ঠান নাই।

'অমৃষা' বিচার ক'রলে স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গশক্তি ও তটস্থাশক্তিত্রয় যা'তে পরমশক্তিরূপে অবস্থিত। অচিৎশক্তি হ'তে জগৎ—যা' বদ্ধজীবের ভোগ্যভূমিকা। আমাদের এখানকার বন্দাবস্থার চেষ্টা—যা'তে কষ্ট কমে, তাহাই সুখ। অর্থাৎ দুঃখই এখানকার নৈসর্গিক ব্যাপার। ভগবানে অনিত্য বিরোধী সত্তাদিগুণের অধিষ্ঠান নাই, শক্তিত্রয় নিত্য বর্ত্তমান আছে। শক্তি-শক্তিমানের অভেদবস্তু বস্তুর একত্ব। বিভিন্ন আংশিক প্রকাশদর্শনের যোগ্যতা আমাদের আছে। শক্তিগত-পরিচয়ে একাধিক অবস্থিত না হ'য়ে সাংখ্যায়নবর্ণে অবস্থিত হ'তে পারি। এক যেখানে, সেখানে সংখ্যাগত বহুত্ব নাই। যেখানে একত্ব, সেখানে সংখ্যাগত ভাগের সমাবেশ নাই। 'সাংখ্যায়ন' ব'লতে নিরাকার সাংখ্য, চতুর্বিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত কথা ব'লছি না। পরজগতে—ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত জগতে সংখ্যাগত বিচিত্রতা আছে, কেবল নির্বিশেষভাবই যে তথায় নিত্য বিদ্যমান, এরূপ নহে। Analytic বিচার—unity হইতে diversity বিচার বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত বা এখানে নামে প্রসিদ্ধ। সাংখ্যায়নীয় বিচিত্রতাসমূহের সমষ্টির উদ্দেশে অভিধান শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বা চিন্ময়ভেদসিদ্ধান্ত এবং তাৎপর্যপর।

গুণাতীত জগৎ যাহা—ত্রিগুণাতীত জগৎ তাহা নহে, পরন্তু বৈষম্য—সমতার অভাব আছে।

ত্রিসর্গের আর একটি ব্যাখ্যা—গোকুল, মথুরা, দ্বারকা—ব্রজেন্দ্রনন্দনের তিনটি স্থান। হরি দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, গোকুলে পূর্ণতম। পূর্ণতমতা পূর্ণবিকসিত-হৃদয়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অখিলরসপূর্ণতমতা গোকুলে। মথুরামণ্ডল জ্ঞানভূমিকায় রসবিচারে 'তত্ত্ব' সংজ্ঞা।

ধন্যানামমনিদ্রয়াং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাংশাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

এখানে দু'টি মূর্ত্তি—স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ ; দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ-বিচারে পূর্ণতা হ'য়েছে। চা'রটি quadrant (বৃত্তপাদ) নিয়ে পূর্ণতা হ'য়েছে। মথুরায় প্রভায় ও অনিরুদ্ধ উপস্থিত নাই ; গোকুলে স্বয়ংরূপ। বাসুদেবের প্রকাশ সঙ্কর্ষণ, বিভূতি—বিভুত্ব-বর্ণনে প্রকাশ। তত্ত্বপ্রকাশ-সঙ্কল্পে বলদেবপ্রভুর পাদপদ্ম পর্য্যন্ত আমরা পৌঁছিতে পারি। তা' হ'তে চতুর্ব্যূহ। মহাবৈকুণ্ঠ বা মূলবৈকুণ্ঠে ইহা লক্ষ্য করি। যখন কারণ, গর্ভ, ক্ষীরবারিতেও নিজ নিজ প্রকাশ হন নি, তখন চতুর্ব্যূহ অবস্থিত। মথুরা জ্ঞানময়ী ভূমিকা, দ্বারকা চতুর্ব্যূহের লীলার স্থান, কিন্তু বিভুত্ববিচারযুক্ত। চতুর্ব্যূহবিপ্রহরধার পরব্যোম অপেক্ষা বিভুত্ববিপ্রহরধায় দ্বারকার শ্রেষ্ঠত্ব। পরব্যোমে চার হাত, এখানে (দ্বারকায়) দু'হাত। এটি (দ্বারকা) ভগবানের (কৃষ্ণের) নিজ স্থানের মধ্যে তিনটি প্রকোষ্ঠের অন্যতম। গোকুলে রসবিকাশের পূর্ণতমতা, অখিলরসামৃতমূর্ত্তির পূর্ণলীলার প্রাকট্য। এখানে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণাদি সাতটি গৌণরস পাঁচটি স্থায়িভাবকে সমৃদ্ধ করবার জন্য আছে। যদিও মথুরায় দৌত্রাদি গৌণরস, বৃন্দাবনাদির মধুররসের কথা এখানে নাই, তথাপি মথুরা শুদ্ধজ্ঞান-ভূমিকা নয়। স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু এসেছেন, ভোগের শুষ্ক ethical principle অর্থাৎ ছোলো রঙ্গকরূপে। তিনি এত অপূর্ণ বস্তু নন, যাঁ'তে নীতির চাপ (ethical restriction) চাপিয়ে দেওয়া যাবে। দ্বারকা, মথুরা, গোকুল—এই ত্রিদর্শে যিনি নিত্যকাল অবস্থিত, সেই বাস্তববস্তুতত্ত্বত্রয়ের পরমেশ্বর কেন। মানবকল্পিত জড়ের প্রভুজ্ঞানে উপনিষদ্ প'ড়তে গিয়ে যে ভুল করি—ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিচারে যে ভুল করি কিম্বা দ্বিতীয় পুরুষাবতার "সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" রূপে যে আংশিক সমষ্টিবিভুর পূজার জন্য ঝোঁকাই, তিনি তাহা মাত্র ন'ন। অবিদ্যা-তিরোধিপ্রবলকালে যে দুর্গতি হয়, সেটুকুমাত্র নন ; পরমেশ্বরের কথা ব'লছি, তিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। ব্রহ্মসংহিতায়—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

অসম্যক্ আংশিক ধারণাবদ্ধ ব্রহ্ম-পরমাত্মার—সকল অবতারের সকল কারণেরও কারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। চিৎসবিশেষ সচ্চিদানন্দ আকরের অবিনাশিনী আকৃতি যিনি সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করেন, যাঁহাকে রস যাঁর সেবায় নিযুক্ত, তাঁর নিকট হ'তে সেই সকল রসের বিন্দু বিন্দু এজগতে ছুটে প'ড়েছে। তিনি পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—বিশেষরূপে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী —এই শক্তিত্রয়কে গ্রহণ ক'রেছেন। 'ত্রিসর্গ' শব্দে এই শক্তিত্রয়ের কথাও কেহ ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। তিনি সত্যব্রত, ত্রিসত্য। সেই সত্যবস্তুকে এবং নশ্বরজগৎ-সৃষ্টিকারিণী ত্রিগুণা শক্তি যাঁ'র, তাঁ'কে আমরা ধ্যান করি। সেই বস্তুর একটা secondary emanation এই ক্ষুদ্র জগৎ—universe রচিত হ'য়েছে। তিনের আয়তনিক বিচারে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে। চারের আয়তনের অবকাশ-মধ্যে ঘন (cube) গুলো আছে—ঘনাত্মকে বর্গকাষ্ঠী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে। একের আয়তনে রেখাতল (linear surface), সবই এতে আছে। এতে আবদ্ধ থাকলে বদ্ধভূমিকার অনুমোদন ও প্রতিষেধক নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। তিনের আয়তন যেখানে অন্ত ব্রহ্মাণ্ড—অন্ত অজাতত্বের পদার্থ, বাইরের নয়—'বৃংহত্বাদ্ বৃংহণত্বাৎ' যে ব্রহ্ম, তাঁর প্রকাশ-বিগ্রহ বিধাতারূপে যে ব্রহ্ম, তাঁর অন্ত। প্রাগ্‌বৈদিকযুগে যখন নারায়ণের একত্ব, তখন এই সব তিনের dimensionএর রাজ্যের কথায় বড়াই করবার ছিল না, এজন্য সেকথাকে বেশী বড় ব'লতে প্রস্তুত নই।

"অন্ত বিশ্বস্য জন্মাদি যতঃ"—এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব, যা' ইন্দ্রিয়জ্ঞানগ্রাহ্য, আমাদের ভোগ-ভূমিকা, এর জন্মাদি যাঁর প্রকৃতিশক্তি হ'তে। অহঙ্কার ছেড়ে ভক্তিমান্ হ'লে জান্‌তে পারবো, সেই নিত্য বস্তুর অচিৎশক্তি মায়াদ্বারা এ জগৎ সৃষ্ট হ'য়েছে। এখানে প্রত্যেকখানে শুধের nerves (শিরাসকল) দেখ্‌তে পাই। শুকজাত জগতের কথা বর্ণন ক'রতে গিয়ে ব'লেছেন—গৌণ—secondary eclipsed manifestation. এইটুকু অন্তিত্ব মাত্র বিচার ক'রলে ঈশ্বরশক্তিকে ছোট ক'রে দেওয়া হয়। জগৎটা কারাগার—reformatory of imperfection. ভক্তি ব্রাহ্ম বদ্ধ জীবকে বিষম সন্দেহগর্ত্তে পরীক্ষাজন্য প্রভু নাস্তিয়ে তোমার ভোগ্য ব'লে এই কারাগারে ভোগের ব্যাপারে আবদ্ধ রেখেছে। অন্ত

যাকে বিনিময়-দ্বারা যাচা-প্রাপ্ত হ'চ্ছে যে নিত্যদেবকের সেবা-ব্যাপারই, কথা সমস্তজনের সমক্ষ বলা হ'চ্ছে। শক্তিবিকার হ'তে জগৎ উৎপন্ন। বিশ্বের Cosmology—উহা কিরূপে হ'য়েছে? Abraham begets ইত্যাদি এরকম বংশের কথা নয়। 'অব্যক্তাদ্বিত-ব্রহ্ম'। Manifestive phase—লীলাবিচিত্রতাপূর্ণ নিত্য-জগৎ এখানে আবৃত—(eclipsed) হ'য়েছে, তা'তে প্রকৃতদর্শনে বাধা (imperfection) এসেছে। এটা ছায়া জগৎ; যা'র ছায়া, সেখানে যাওয়া হ'লেই ছায়াকে বস্তুজ্ঞান ক'রে অবস্তুতে 'বস্তু'-ভ্রম হয়। বাস্তবজগৎ —গোলোক-বৃন্দাবন, সেখানে বিষয়—এক, আশ্রয়—দুই। তিনি সেব্য, অসংখ্য জীব সেবক। একমাত্র সেব্যের সেবা ব্যতীত সেখানে অন্য ধর্ম্ম নাই। কুকুরের সেবা ক'রে প্রাপ্তি, ঘোড়ার সেবা ক'রে সদ্গতি, ঘোড়া গরুর চিকিৎসা ক'রে Veterinary Surgeon হওয়া বা altruistic enterprise বা পরার্থিতা ক'রে মানুষের সেবা ক'রতে গিয়ে ভগবদ্বিস্মৃতি। আমার পীড়া বা দুঃখ চাকড়া হ'লে পরার্থিতার অন্য রকম ব্যবস্থা, সেটা বদ্ধ অবস্থার কাজ, নিত্য সেবা নয়। বাড়ীর মধ্যে, গ্রামের জাতিবিশেষের মধ্যে, কালবিশেষের মধ্যে পরার্থিতার (altruistic idea) আমাদের অনেক সময় কেটে যায়। দুই বস্তুর উপাসনা ক'রতে গিয়ে তা'তেই মজ্‌গুল বা বেশোয়ার হ'য়ে যাই, তামাক-মস্ত-সুপারী প্রভৃতির চাহিদা পূ'রতে হয়। জগতের অভাবগ্রস্ত সব জিনিষই আমাদের আক্রমণ করে। সিংহ-ব্যাঘ্র আমাদের মাংস খেতে ব্যস্ত হয়, কামাক্রোধাদি রিপুষট্‌ক বিষয় হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ করে—রূপ চোখকে টেনে নেয়, সুরীত কাণকে টান্‌ছে, কেউ প্রশংসা ক'রলে তা'র সেবা ক'রতে দৌড়াই, আত্মার নিত্যবৃত্তি সেবা সে-রকমের জিনিষ নয়, তাহা পূর্ণের সেবা, ভোগ্য ভগবানের নয়। পূর্ণরূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সেবা ক'রলে জান্‌তে পারি—পূর্ণ-জগতের ছায়াজগতে প'ড়েছে। ছায়ার পেছনে ছুটলে সুবিধা নাই। উহা আলেয়ার (Phantasmagoria) ন্যায়।

গীতা ব'লেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

মেপে নেওয়া ধর্ম্ম থেকে ছুটি পাব কখন? না, ভগবানের আরাধনা ক'রতে শিখ্‌লে। মাপার প্রভু হ'বার জন্য ব্যস্ত না হ'য়ে—মেপে নেওয়া ধর্ম্ম থেকে ত্রাণ পেয়ে ভগবান্‌কে ভজন ক'রলে স্বর্গোদ্ধার বা সুখভোগ হ'তে অবসর-লাভ ঘটে। ভুক্তভোগময় ইন্দ্রিয়জগতে মেপে নেওয়া বিচার—যেমন জাহাজে চড়ার সময় তিন বার, তিন হাত প্রভৃতি মাপ করা। আমরা কার কত ইঞ্চি চিত্তের উদারতা, কতটা ব্রহ্মসত্ত্ব প্রভৃতি, সর্ব্বক্ষণ মাপ্‌ছি; এতে যতদিন ব্যস্ত থাক্‌বো, ততদিন জগদ্দর্শন। যখন ভাগবত পড়ি, তখন এটাকে কেন গৌণ ব'লেছে, তা'র অনুসন্ধান করি এবং পরমেশ্বর কেন সত্য প্রভৃতি বিচার বুঝ্‌তে পারি। সত্যাদি ত্রিবর্গ অনন্ত, বিশ্ব পরিবর্ত্তনশীল—বিকারযোগ্য, সচ্চিদানন্দই স্থায়ী। যখন মেপে নিতে যাই, তখন বিশ্বদর্শন, ইহা ভগবানের গৌণভাবে সৃষ্টি ব্যাপার; যখন মাপ দিতে যাই, তখন তিনি যদি আকর্ষণ করেন, তবেই আকর্ষককে বুঝ্‌তে পারি, তিনি ভগবানীভর্ত্তাযাত্র ন'ন অর্থাৎ তিনি ভগবানী-রচিত জগতের নিয়ামকমাত্র ন'ন,—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

কর্ম্মদ্বারা রচিত জগৎসকল—পাতাল হ'তে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সবই পরিণামযুক্ত। চতুর্দ্দশভুবন মুক্তজীবের কোন সুবিধা দিতে পারে না। যেখানে শুদ্ধত্বে সাম্যবাদ—বিরজা, সেখানেও কোনও সেবাবস্তুপ্রাপ্তিনিমিত্ত সুবিধা পাই না, সেখানে ভোগসমাপ্তি মাত্র। নির্ব্বিশেষবাদ ব্রহ্ম-লোকে *tabula rasa*, সেখানেও উপাস্য অধোক্ষজ উপক্রম নাই। পরব্যোমে সেব্যবস্তু পেয়ে থাকি, সেখানে 'নাস্তি থেকে যাবা' পর্য্যন্ত উত্তমাধমদ্বারা পূজ্যবুদ্ধিতে সেবা, নিত্যগুলো নিত্য অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে রেখে পূজ্যবুদ্ধিতে সেবা হ'য়ে থাকে। পরমেশ্বর এরূপ 'অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ে'র মত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বিচারকের সেব্য মাত্র ন'ন। যেখানে বিভুবস্তুবিচারে বাৎসল্যমধুরাদি ভাবে সেবা নাই, সেখানে প্রবিষ্ট হ'তে গেলে অতি নিম্নস্তরের আংশিক হরি-ভক্তি গ্রহণ করা হ'ল মাত্র।

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"

এসব অতি নিম্নস্তরের বিচার। শ্রীনাথ, শ্রীজ্ঞানকীনাথ,

শ্রীগোপীনাথের বিচার যখন ক্রমে ক্রমে আন্‌তে পারবো, 'অন্বয়াদিতরতঃ' বিচার যে পরিমাণে বুঝ্‌তে পারবো, সেই পরিমাণে positivism—বাস্তবতা আস্‌বে, মনের অনিত্যতা দূর হ'বে। বাস্তব সত্যের বিচার গ্রহণ কর্‌বার যোগ্যতা হ'লে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—রাগশরণের পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন আশ্রয় কৃষ্ণচন্দ্রকে সেবাবস্তু ব'লে জান্‌তে পারবো।

দুর্জ্জয়লিঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

গত ১ই জুন (১৯৩৫) অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় দিনাজপুরের রাজর্ষি কুমার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত পরমবিন্দু নারায়ণ রায় এম্‌-এ প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ ভুবনমঙ্গল মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বর্ণাশ্রমাভিমানে "আরমাডেল"-নামক ভবনে আগমন করেন। ইহার পূর্ব্বদিবস অর্থাৎ ৮ই জুন প্রাজ্ঞ মহোদয় দার্জ্জিলিংএর "নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দুপাঠাগারে" তত্রত্য শ্রীযুক্ত যদুনাথসরকারের সভাপতিত্বে শ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ প্রভুর যে ইংরাজী বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহার প্রারম্ভে বর্ত্তমান যুগে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের অবদানের কথা বলিয়াছিলেন। কটক রেভেন্সা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভু সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে ক্রমে ক্রমে আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের বৈকুণ্ঠতত্ত্ব-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের যুক্তাযুক্তা লইয়া প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। তাহা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—

আধ্যক্ষিকগণ জগতের অভিজ্ঞতাবাদেই (empiricism) ভরপুর। তাঁ'রা সেই অভিজ্ঞতার পাশের নিয়েই অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে অভিযান ক'র্‌তে যাচ্ছেন। এমন কি, সেখানকার জিনিষগুলিতে এষেরও অনিত্যতা ও অনিত্যাদর্শ আরোপ ক'র্‌ছেন। এখানকার আবহাওয়া যে জায়গায় নেই—যে জায়গায় এখানকার অনিত্যাদর্শ নেই, সেখানে ঐরূপ কল্পনা কেন? নির্ব্বিশেষমতবাদটা যে বেশী বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তা' ব'ল্‌তে পারি না। এখানকার ভূমিকার কথা আমরা ত' বল্‌ছি না যে, অমনতর হ'বে; কিন্তু ভূমিকা যখন পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যা'বে, তখন যে সেখানে এখানকার মত কথা নয়,—এ কথা ত' সাধারণ যুক্তির দিক্ দিয়েও বুঝা যায়। পরব্যোমের ভূমিকা, ইতর ব্যোমের ভূমিকার সঙ্গে সমান্ নয়। পরব্যোমে যে বিচিত্রতা ও বিলাস আছে, তা'তে অনিত্যাদর্শ আরোপ কেন হ'বে? তৃতীয়-স্থানে থাকা-কালে যে বিচার তা' তা'র অতিক্রান্ত রাজ্যে যাওয়ার সঙ্গেই নিশ্চয়ই শেষ হ'য়ে যা'বে। আধ্যক্ষিক যে rationalism নিয়ে ব'সে আছেন, সেই rationalismটার গুরুত্ব কতটুকু? Material worldএ যে impressionটা senseএর সঙ্গে reciprocated হ'য়েছে, তা' কি চিরদিনই ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে? ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ও ও, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ও ও প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জড়-জগতের খুব কৃতী, মেধাবী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি,—এ কথায় কি আমরা আপত্তি ক'র্‌ছি? কিন্তু পরজগতের ভূমিকায় তাঁদের মেধা ও প্রতিভার সেই কতটা কার্য্য-করী হ'বে, সে বিষয় কি আমরা একটুকুও গুনব না, ভাব্‌ব না? আমরা কি এতই অসহিষ্ণু হ'য়ে গে'ছি যে, আপাতিক আধ্যক্ষিকতা ও প্রতিভাকে পরজগতের বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিমাপক যন্ত্র মনে ক'রে নিচ্ছি! খেলা-ধূলাতে প্রমত্ত কোন বালককে হয়ত' পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যে কেউ এসে জানাল'—তোমার বাপকে সাপে কাম্‌ড়েছে। ছেলে খেলায় এত মশ্‌গুল্ হ'য়ে গে'ছে যে, হয়ত' সেই খেলার মেশার মধ্যেই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"কা'র সাপ?" প্রকৃতিস্থ হ'লে "কা'র সাপ" জিজ্ঞাসা না ক'রে পিতার পরিচর্য্যায় ছুটেই দৌড়া'ত। পিতার সেবাকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রাধান্য দিল—খেলাকে।

As civic guardians আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্ছে —সমাজের এই অকর্ম্মণ্যতাকে নিয়মন করা। Drastic measure should be introduced for the safety of the society, না ক'র্‌লে future generation বা those who are too much intoxicated with the worldly things, তা'দের ভীষণ অসুবিধা হ'বে। কেহ কেহ

ব'লতে পারেন,—'আপনারা সেকেলে লোক, আপনারা দুঃখী ; আমরা আধুনিকতার সকল রকম বর্ম্মে সুরক্ষিত, আমাদের গায়ে জোর আছে অর্থাৎ আমাদের সংখ্যাধিক্য আছে, আমরা বহুলোক একসঙ্গে চেঁচা'তে পারি, তা'তে আপনাদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর চাপা প'ড়ে যা'বে।—এসকল কথা সত্য ; কিন্তু এসকল আপাতিক বাহাদুরীর আয়ু কতটুকু ? প্রতিমুহূর্ত্তেই এই সকল বাহাদুরী পঞ্চাঘাতগ্রস্ত হ'তে পারে।

তব ০ ০ মহাশয়ের সঙ্গে কএকবার দেখা হ'য়েছে, আলাপ হ'য়েছে। একবার ইংরাজী ১৮৯৯ সালে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, তখন তাঁর সম্মুখে একটি motto দেখেছি—"Time is money", শুনেছি, এখনও সে motto তাঁর কাছে আছে। তাঁকে আমরা সময় সময় অনুরোধও জানিয়েছি যে, আপনার যখন এরূপ সুন্দর বিচার আছে, তখন সময়কে পরমার্থে করুন। আপাতিক নানা ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থের দিকে মনোযোগ দেওয়া আমাদের দরকার। তখন তিনি আমাদিগকে সে mottoটি দেখিয়ে ব'লেছিলেন যে, তাঁর সময় হ'চ্ছে—অর্থ।

অর্থ ভাল বটে ; কেন না, তা' বহুরূপী ইন্দ্রিয়ভোগের exchange money ; কিন্তু বহু কষ্টার্জ্জিত অর্থ যদি একান্তে পরমার্থে নিযুক্ত না হয়—যদি হরিকীর্ত্তনের সহায়ক না হয়, তা' হ'লে সেই অর্থই আমাদের মৃত্যুকে ডেকে আনে। ভোগ ধ্বংসের পথেই অগ্রসর করে। অনেক সময় নাস্তিকতা ভোগের সঙ্গে সহকারিতা ক'রে পৃথিবীর লোকের ভোগ-বর্দ্ধন বা ভোগের আনুকূল্যজনক পরাবিদ্যার প্রহেলিকা উন্মোচন করে। ধনকুবের ব্যক্তিগণ অনেক সময় উত্তরাধিকারিগণের জন্য যে অর্থ রেখে যান, তদ্দ্বারা অধস্তনগণ তাঁর অসদ্ব্যবহার ক'রে পূর্ব্বপুরুষের 'রক্তজলকরা' অর্থকে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিঃশেষিত ক'রে ফেলেন এবং পাপ-পুণ্যের পিণ্ডদান ক'রে পূর্ব্বপুরুষের 'শ্রাদ্ধ' ক'রে থাকেন। অনুক্ষণ অর্থ-চিন্তা ও অভক্ষোগে প্রমত্ত থাকার ফলে জীবন-সন্ধ্যায় সুদীর্ঘ সারাজীবনের আহার্য্যবস্তুরই রোমন্থন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত এর অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কন ক'রেছেন।

আয়ুঃপতদ্ভির্কলয়া নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবা
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥ (ভাঃ অ৯।১০)

ভগবানের প্রসঙ্গবিমুখ যা'রা যা'রা Absolute Infinity ছেড়ে Non-Absolute এর কথায় যায়, তা'দের কি দশা হয় ? তা'রা সমস্ত দিন ইন্দ্রিয়কে ছাড়না ক'রে ক্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাত্রিকালেও তা'দের বিশ্রাম ঘটে না। নানা সঙ্কল্প-বিকল্প ও তজ্জনিত ভয়, বিভীষিকা ক্ষণে ক্ষণে তা'দের নিদ্রার ব্যাঘাত ক'রে দেয়। দেবতারা—প্রমত্ত, আর ঋষিগণ—মৌন বা নিবৃত্ত। কিন্তু ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ হ'লে উভয়েই মনোধর্ম্মের দাস।

শ্রীযুক্ত ০০ যে সুবিধাবাদের জন্য লোকচমৎকারকারিণী তপস্যার আদর্শ দেখিয়েছেন, সেই সুবিধার স্থান, কাল ও পাত্রের পরমায়ু কতটুকু ? তা'তে পরিবর্ত্তনশীলতা-ধর্ম্ম নাই কি ? হয়ত' কএক মিনিটের জন্য মেঘ-বিমুক্ত আকাশ দেখা গেল, আবার পরমুহূর্ত্তেই কুজ্ঝটিকাপূর্ণ আকাশের প্রকাশ। এরূপ পরিবর্ত্তনশীলতার সম্ভার যে সুবিধাবাদের জীবন সর্ব্বদা সঙ্কটাপন্ন, তা'র মোহে আচ্ছন্ন থাকা মনুষ্যজীবনের কতটা সার্থকতা ? এজন্য মহাপ্রভু ব'লেছেন,—সহিষ্ণু-সম্পন্ন হও।

কিছুদিন পূর্ব্বে চাকা হ'তে ক'লকাতা যাওয়ার সময় ট্রেণে আমাকে একজন একটা সাধারণ সংবাদপত্র প'ড়্বার জন্য দিলেন। দেখ্লাম তা'র mottoতে লেখা হ'য়েছে,—রজোগুণবৃদ্ধি করাই প্রত্যেকের প্রয়োজন। এরূপ অদ্ভুত ও নির্ব্বোধ উক্তি দুনিয়ার বাজারে মানবজাতির প্রতি 'মহাদান' ব'লে গৃহীত হচ্ছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—রজোগুণের দ্বারা তমোগুণ-বিনাশ, রজোগুণকে সত্ত্বগুণদ্বারা ও মিশ্র-সত্ত্বকে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা নিরাস ক'রতে হ'বে। যাঁ'রা রজোগুণবৃদ্ধির পক্ষপাতী, তাঁ'রা শুদ্ধসত্ত্বকে তমোগুণ মনে ক'রবেন, না হয় শুদ্ধসত্ত্বকে অনিত্য গুণবিশেষ মনে ক'রে নির্ব্বিশেষ ভাবকেই নিত্য বিচার ক'রবেন। বর্ত্তমানে জগতের ছেলেমানুষী ধর্ম্মে আমাদের ব্যস্ততা হ'য়েছে। পশুত্বাবলম্বী ব্যক্তিগণ আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি ছাড়া আর কিছু বুঝে না। এই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসা চার রকমে প্রকাশিত হয়। এগুলি কৃষ্ণপ্রেম নয়। ধর্ম্ম-বাঞ্ছা, অর্থ-বাঞ্ছা ও কামবাঞ্ছা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রথম তিনটি রূপ। এদের অপর নাম—ভুক্তি। আর আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট্ পিপাসা—মুক্তিকামনা।

নরকাদিতে কেবল দুঃখ, স্বর্গে সুখ। দুঃখ ক'মে

এসে এসে সুখ হয়। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির পিপাসারূপ মুক্তি—সুখ-পিপাসা বা ভোগ-পিপাসা। মুক্তিকামিগণ নৈরাশ্যিক pessimist. "শিবোঽহং শিবোঽহং" করতে গেলে রুদ্রই রুদ্রমূর্ত্তিতে তাদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট ক'রে দিবেন এবং অব্যক্ত রাজ্যে প্রেরণ করবেন, সেখান থেকে আবার প্রবৃত্তি-রাজ্যে ফেলে দিবেন। প্রবৃত্তিমুখে হাত বাড়ান হয়, আর নিবৃত্তিমুখে হাত গুটান হয়। "তদ্যোরিব সলিলং" বাক্যের সার্থকতা জীবজগৎ তখনই বুঝবে—যখন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিচেষ্টা হ'তে নিবৃত্ত হ'য়ে আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হ'বে। রাজা ০ ০ র ছেলে যখন শুনলেন যে, তিনি রাইবেটের জন্ম হ'য়েছেন, তা'তে তাঁর এত সুখ হলো যে, শুনা যায়, সেই আনন্দোচ্ছ্বাসেই তিনি মারা গেলেন। আগন্তুক সুখ ও দুঃখকে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে disown করবার যে policy, তাহাই "তৃণাদপি সুনীচতা"। actual focus থেকে circumference এর দূরত্ব কম। Blind focus এর বিন্দু থেকে বৃত্তাভাসের সীমা-নির্দ্দেশিনী রেখা অনেক দূরে অবস্থিত।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীপাদ বনমহারাজের অভ্যর্থনা

সাধারণ সংবাদপত্রের পাঠকবর্গের অনেকেই হয় ত' গত ৭ই সেপ্টেম্বরের 'এসোসিয়েটেড প্রেসে'র সংবাদ হইতে অবগত হইয়াছিলেন যে, উক্ত তারিখে 'সিক্টোরিয়া' জাহাজে যে-সকল যাত্রী বোম্বাই পৌঁছিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লণ্ডনস্থ গৌড়ীয়-মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ আর্য্যাবর্ত্তের দুইজন বিশিষ্ট মুনীষী ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতের সহিত বোম্বাই অবতরণ করিলে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও বোম্বাইএর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বোম্বাই-গৌড়ীয়-মঠে একদিন বিশ্রাম করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-সুন্দর শ্রীবন মহারাজ সহ গত ৮ই সেপ্টেম্বর ১০টা ৪০ মিনিটের সময় বোম্বাইমেলে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে কলিকাতাবাসী জনসাধারণ লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিজয়ী প্রচারকবরকে ষ্টেশনে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্য-ত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু ও মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-সায়র গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ বনমহারাজকে হাওড়ার মহারাজ বাহাদুরের নিকট পরিচিত করিয়া দিলে মহারাজ বাহাদুর স্বামীজীকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বামীজীর গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। তখন একটী আলোকচিত্র গৃহীত হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে এবং মিঃ বি, কে, মিত্রের সংগঠনে কলিকাতা 'বয়েজ ষ্কাউট এসোসিয়েশন' হইতে স্বামিজীকে 'গার্ড অব্ অনার' প্রদর্শন করা হয়।

স্বামিজী হাওড়ার মাননীয় মহারাজের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া ১নং প্লাটফরমের সভামণ্ডপে আগমন করিলে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যা-ভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত বন মহারাজের পরিচয় করাইয়া দেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ স্বামিজীর সহিত পরিচিত হইয়া আলাপ করেন। শ্রীমদ্ বন মহারাজ তাঁহার সতীর্থ ত্রিদণ্ডি-পাদগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে ত্রিদণ্ডাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ বন মহারাজকে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীমদ্ বনমহারাজ ও তৎসহ সমাগত আর্য্যান ভক্তবৃন্দের ললাট প্রসাদী চন্দনে লিপ্ত করেন।

শ্রীমদ্ বনমহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রদত্ত ত্রিদণ্ড ধারণ এবং গৈরিকবেষ ও গৌরিক উষ্ণীষ পরিধান করিয়া তিলক-সুশোভিত ললাটে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। আর্য্যান ভক্তবৃন্দও ভারতীয় ব্রহ্মচারীর ন্যায় গৈরিকবেষ-পরিহিত ছিলেন। তাঁহাদের ললাটে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের তিলক দীপ্তি পাইতেছিল। সমবেত সহস্র সহস্র ব্যক্তির দৃষ্টি তাঁহাদের উপর নিবদ্ধ ছিল। এই

সময় সভামণ্ডপস্থ জনমণ্ডলীর সহিত শ্রীমদ্ বনমহারাজ ও বৈষ্ণববৃন্দের আরও একটী আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। ইহার পর শ্রীমদ্ বনমহারাজ ইংরেজী ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ প্রত্যভিভাষণ প্রদান করিয়া বলেন,—"আজ আমি পুনরায় আমার শ্রীগুরুদেব ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ও তাঁহার সেবকবৃন্দের শ্রীচরণান্তিকে ফিরিয়া আসিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আনন্দানুভব করিতেছি। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে,—

"পৃথিবী পর্য্যন্তআছে যত দেশগ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবেক মোর নাম॥"

—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী যাহাতে এই উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পাশ্চাত্য-সভ্যতার যুগে সার্থক হয়। শ্রীল ঠাকুরভক্তিবিনোদের সেই মনোভীষ্টপূরণকারী আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কায়া, বাক্য ও শক্তিতে বলীয়ান হইয়া আমার ন্যায় তাঁহার একটী অত্যন্ত অযোগ্য ও নগণ্য কৃত্যাভাস পাশ্চাত্যদেশে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচারের কর্ম্ম-মাত্র করিয়াছে। আমি বহুমাত্র, আমার গুরুপাদপদ্ম দ্রষ্টা, আমি নিয়ম্য, আমার গুরুদেব নিয়ামক। আপনারা যে সর্ব্বত্র প্রদর্শন ও প্রচারের বিজয়-গৌরবে আনন্দপ্রকাশ করিলেন, তাহার মূল প্রাপক আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমার পরম পূজনীয় সতীর্থ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও অন্যান্য যে-সকল সতীর্থভ্রাতা শ্রীগুরুদেবের আদেশে পাশ্চাত্যদেশে প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুগ্রহও এই সাফল্যের কারণ। প্রভুপাদের বাণী ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য আমার নাই, তবে প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার অকুণ্ঠিত কৃপাবদানের কিঞ্চিৎ আভাস আমি পাশ্চাত্যদেশে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং সর্ব্বত্রই সত্যানুসন্ধিৎসুগণের নিকট হইতে সাড়া পাইয়াছি। আমাদের বক্তৃতাদিশ্রবণে যেন পারমার্থিক-ভারতের প্রতি অধিকতর অকৃত্রিম উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। আজ আমার সঙ্গে ভারতীয় পারমার্থিকের বেশে যে দুইজন ব্যক্তিকে আপনারা সমাগত দেখিতেছেন, ইঁহাদের একজন লিপ্‌জিগ্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টর ও আর একজন ব্যারিষ্টারিয়ার অতি সম্ভ্রান্ত ব্যারণ-বংশের। ইঁহারা সাধারণ পঞ্চটকের মত ভারত-বর্ষের প্রাকৃতিক শোভা দর্শন বা প্রাকৃত পরিচয় সংগ্রহ মাত্র করিতে আসেন নাই কিম্বা রিটার্ণটিকিট কিনিয়া পূর্ব্ব হইতেই ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প লইয়া পারমার্থিক ভারতে আসেন নাই। ইঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, ইঁহাদের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের যে সর্ব্বোচ্চ-শিক্ষা বর্ত্তমান যুগে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার করিতেছেন, সেই শিক্ষা ও দীক্ষায়, সেই সর্ব্ববিধ বুভুক্ষাবিহীন অকৃত্রিম শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবায় তাঁহাদের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করা—কোন হেতুমূলে নহে, কোন সর্ত্তে নহে, কিন্তু সর্ত্তহীন, অহৈতুক সেবার উদ্দেশ্যে। ইঁহারা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কেবলমাত্র অনাবিল, নিরপেক্ষ ও নির্ভীকবাণী শ্রবণ করিয়াই আকৃষ্ট হইয়াছেন, কোন প্রকার-ব্যোম-বিভূতি, আধ্যাত্মিকতার বুভুক্ষা, যাদুবিদ্যার প্রদর্শনী বা নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম, এমন কি, মোক্ষকামনার বহুরূপী প্রলোভনেও ইঁহারা প্রলুব্ধ হন নাই—ইহাই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার বৈশিষ্ট্য। সেই কৃপার বিজয়-কেতন তাঁহারাই আমাদেশে বহন-পূর্ব্বক পাশ্চাত্যের সুদৃঢ় সংরক্ষণশীলতা ও জড়বাদের মূল ভেদ করিয়া শ্রীচৈতন্যের বাণীর সেবা করিবার চেষ্টা মাত্র আনয়ন করিয়াছি। এই আগন্তুকদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক ভারতে আগমন করেন নাই, তাঁহারা আসিয়াছেন পারমার্থিক ভারতে। আপনারা আমার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া বস্তুতঃ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। এজন্য আপনাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ।"

হাওড়া নাট্যমন্দিরের সভামণ্ডপে যে-সকল বিশিষ্টব্যক্তি স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল—

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি; ডাক্তার বি, রায়; উপেন্দ্র কুমার রায় (ভাগ্যকুল), কেশবচন্দ্র গুপ্ত, এডভোকেট; নীলরতন রায় (ভাগ্যকুল); সৌরহরি দত্ত; রাজর্ষি পরবিপু নারায়ণ রায় এম্-এ প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ ভুবনমঙ্গল; পুলিন বিহারী মিত্র; কবিরাজ যদুনাথ গুপ্ত; ডাক্তার রাধাবিনোদ পাল; কিরণচন্দ্র দত্ত; চন্দ্রকা প্রসাদ (হুগলী); মহাদেও প্রসাদ (বাণ্ডেল, হুগলী);

মহারাজা ঘোষাল ; যামিনীমোহন মুখার্জ্জী ; নলিনমোহন মুখার্জ্জী ; অমলীমোহন মুখার্জ্জী ; রায় বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ ; মনোমোহন রায়চৌধুরী জমিদার ; যোড়শী মোহন রায়চৌধুরী জমিদার ; যামিকলাল মল্লিক ; ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ পাল চৌধুরী ; শান্তিভূষণ সরকার ; আর, এন্ ঘর ; অনন্ত কুমার রায় ; নারায়ণ চন্দ্র মুখার্জ্জী ; গদাধর মল্লিক ; ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য্য, এম্-ডি ; কবিরাজ অনাথবন্ধু রায় ; যোগেন্দ্র মুখার্জ্জী ; সখীচরণ রায় ; কুঞ্জবিহারী বিদ্যা-ভূষণ ; অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ; অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ; গৌড়ীয়মঠের কতিপয় ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ, অন্নদাচরণ রায়, এম্, এল্, সি ; রাজেন্দ্র ব্যানার্জ্জী এম্, এল্, সি ; সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, এ্যাড্‌ভোকেট প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

সভামণ্ডপে সমুপস্থিত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত এম্, আর, এস্ মহাশয় সভায় দাঁড়াইয়া সাধারণের পক্ষ হইতে স্বামীজী ও আগন্তুক ভক্তবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন যে, ভারতের বৈশিষ্ট্যই এই, ভারত তাহার অফুরন্ত ধর্ম্মের ভাণ্ডার হইতে প্রচুর সম্পত্তি সমগ্র পৃথিবীকে চিরকালই দান করিয়া আসিতেছে ও দান করিতে থাকিবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কেবল একটি স্থান বা মন্দির বিশেষ নহে, সমগ্র বিশ্ব গৌড়ীয়মঠের অন্তর্গত। গৌড়ীয় মঠের বাণী সমগ্রবিশ্বে প্রচারিত হইয়া মানবজাতির অনন্ত কল্যাণ করিবে। যাঁহারা প্রাচ্যের সেই সনাতনী বাণী প্রচার করিয়া পাশ্চাত্যকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, সেই আকর্ষক ও আকৃষ্ট উভয়কেই আমরা আজ সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

হাওড়া-ষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় বড়বাজার পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সংগঠিত হইয়াছিল। নানা বর্ণের পতাকা, মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, শঙ্খ, নানা প্রকার বাদ্যসহ বিভিন্ন সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের বিচিত্র হরিকীর্ত্তন-কোলাহলে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ বনমহারাজ ও নবাগত আর্য্যাণ ভক্তবৃন্দের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলেরই হৃদয়ের সাধ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের বাণী যিনি পাশ্চাত্যে প্রচার করিয়াছেন এবং যে আগন্তুকগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যের বাণী শ্রবণে উন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধ্যানুযায়ী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, স্বামিজী মহারাজ যখন বোম্বাই ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন, তখনও বহু সজ্জন এবং ভক্ত বোম্বাই-ষ্টেশনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের সেবকসূত্রে স্বামীজী মহারাজকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন।

"এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত"—এই বাক্যের সার্থকতা বহু প্রভুর নিজ-জনেও পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ঠিক দুই মাস কাল পূর্ব্বে ৮ই জুলাই (১৯২৫) তারিখে বোম্বাইএ শুভবিজয় করিয়া বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চামূর্ত্তি প্রকট করেন। ইহার উদ্দেশ্য এখন আমাদের কিঞ্চিৎ অনুমিত হইতেছে। বোম্বাইকে লোকে অর্দ্ধবিলাত অর্থাৎ 'বিলাতের দ্বার' বলিয়া থাকেন। বিলাত হইতে আগত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্যই বোধ হয় পতিত-পাবন গৌরজন ভুবনমঙ্গল নাম-কীর্ত্তনমুখে পতিতপাবন অর্চ্চাবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বোম্বাই হইতে কলিকাতা-অভিমুখে আগমন-কালে প্রয়াগ-গৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ 'চেওকি'-ষ্টেশনে, কাশী-সনাতন-গৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ 'মোগলসরাই' ষ্টেশনে, পাটনা ও গয়া-গৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ গয়া ষ্টেশনে, গৌড়ীয়মঠাশ্রিত ধানবাদবাসী ভক্তবৃন্দ ধানবাদে ও আসানসোল-প্রবাসী গৌড়ীয়-মঠাশ্রিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যা-সাগর বি-এ, মহাশয় আসানসোল-ষ্টেশনে শ্রীমদ্ বন-মহারাজকে নানাপ্রকার উপায়ন ও শ্রদ্ধা-সম্ভারের দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

হাওড়া-ষ্টেশন হইতে মহামহোপদেশক শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষকপ্রভু কলিকাতাবাসী বৈষ্ণবসেবানুরাগী অনেক সজ্জনের প্রদত্ত 'রোল্‌সরয়েস' মোটরকারে শ্রীমদ্ বনমহারাজ ও আর্য্যাণভক্তবৃন্দকে আরোহণ করাইয়া, বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাকে অগ্রণী করিয়া বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। যাঁহারা এই বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, কলিকাতার ইতিহাসে পরমার্থ-প্রচারকের প্রতি এরূপ বিপুল ও আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা-প্রদর্শন অভিনব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবেই এইরূপ অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য কলিকাতাবাসীর নয়নগোচর হইয়াছিল। ষ্টেশন হইতে হ্যারিসন রোড, চিৎপুররোড, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ও শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাগবাজার ষ্ট্রীটে প্রবেশ করে। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীটের সন্নিধানে একটি সুবিরাট্ তোরণ রচিত হইয়াছিল। তোরণের শীর্ষদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের চিহ্নাঙ্কিত পতাকা ও বিচিত্রবর্ণের নিশান-সমূহ শোভা পাইতেছিল। তোরণটী দুইভাগে বিভক্ত ছিল এবং তোরণের মূল ললাটে "Welcome Swami B. H. Bon of Gaudiya Math"—এইরূপ বাক্য স্বর্ণালি অক্ষরে লিখিত ছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবেশের পথেও আর একটি সুন্দর তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শোভাযাত্রার সঙ্গে যে সকল পতাকা শোভা পাইতেছিল, তন্মধ্যে কোথায় কোথায়ও "আগতম্ স্বামিন্ বন"—এইরূপ উক্তি শোভিত দেখা গিয়াছিল। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্মুখীন হইলে যেন ইন্দ্রদেব পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া আনন্দ-জ্ঞাপনচ্ছলে বার কএক সেখানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন।

শ্রীলপ্রভুপাদপদ্মে বনমহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শারস্বত-শ্রবণ-সদনে সভামণ্ডপের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় মহামহোপদেশক শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক প্রভু শ্রীমদ্ বনমহারাজ ও আগন্তুকদ্বয়কে লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইলে শারস্বত-শ্রবণ-সদন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীমদ্ বনমহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সমীপে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শিরস্ত্রাণ (উষ্ণীষ) উন্মোচন-পূর্ব্বক ভিক্ষুকলীর ন্যায় আচার্য্য-চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে আগন্তুক ভক্তদ্বয়ও সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া আচার্য্য-পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অফিসে উপস্থিত হইয়া তথায় আসন গ্রহণ করিলে শ্রীমদ্ বনমহারাজ প্রভুপাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া পরে নানা প্রকার অভিজ্ঞতার কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ হেয় মুলুকেও এদেশে কিরূপ গরম অনুভূত হইতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে মিঃ মুলুকে জানাইলেন যে, বোম্বাইয়ের অত্যধিক গরমের তুলনায় কলিকাতার গরম কিছুই নহে। শ্রীল প্রভুপাদ হংসজাতির ইতিহাস, একায়ন-পদ্ধতি, আর্য্যসভ্যতার সহিত শর্ম্মাণদেবের সম্পর্ক প্রভৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। কথা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ "কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ" ও "বৎপাদ-পঙ্কজপলাশ-বিলাসভক্ত্যা"—শ্লোক দুইটি ব্যাখ্যা করিলেন।

শ্রীমদ্ বনমহারাজ বলিলেন যে, আর্য্যাণদেবীর প্রফেসার অটো এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম মায়াবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, কিন্তু অন্যান্য মনীষিগণ মায়াবাদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া মায়াবাদই হিন্দুধর্ম্মের মূল,—এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে বনমহারাজ ও সমবেত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন অর্থাৎ মায়াবাদ কখনই পরমার্থ নহে এবং তাহা সনাতনধর্ম্মের ভিত্তি নহে, অধোক্ষজ-লীলা-পুরুষোত্তমে ভক্তিই সনাতনধর্ম্মের মেরুদণ্ড বা মূলস্তম্ভ,—ইহাই প্রভুপাদ জানাইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ আসন পরিত্যাগ করিবার কালে আর্য্যাণ ভক্তের অন্যতম ব্যারন্ হের্ এইচ, ই, ভন্ কোয়েথ্ বর্ত্তমান হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে জার্ম্মান-ভাষায় কএকটী কথা নিবেদন করিলেন। হের্ ভন্ কোয়েথ্ পুনরায় ইংরাজী ভাষায় সেই কএকটী কথা অনুবাদ করিয়া জানাইলেন যে, ব্যারন্ কোয়েথ্ বলিতেছেন যে, তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের সেবকত্বের অভিলাষ করিয়া বহুদূর দেশ হইতে এখানে আগমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। এখন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সুচিতল শ্রীচরণ-ছায়ায় স্থান দান করুন,—ইহাই তাঁহার প্রার্থনা।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ বন মহারাজ ও আর্য্যাণভক্তদ্বয়কে লইয়া মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সমীপে কৃপাপূর্ব্বক আগমন করেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর শরীর বিশেষ অসুস্থ থাকায় তিনি নবাগত ভক্তগণের সহিত সম্ভাষণাদি করিতে পারেন নাই। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ংই কৃপাপূর্ব্বক ভক্তগণকে লইয়া বাসুদেব-প্রভুর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন এবং শ্রীমদ্ বনমহারাজের সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া আর্য্যাণভক্তদ্বয়ের অন্যতম হের্ ভন্ কোয়েথ্কে দৈন্য-

ক্রমে বলিলেন যে, কর্ণমূলে রোগাক্রান্ত থাকায় তিনি অনেকদিন যাবৎ পত্র ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তিনি কর্ণের কষ্ট যাহা সাক্ষাৎ ভোগ করিতেছিলেন, ইহার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহী হইতে চাহেন না, তবে যেরূপ অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কায়মনোবাক্যে যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর সেবা করিতে পারেন,—ইহাই তিনি প্রার্থনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে "অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্", "তত্তেঽনুকম্পাং" এবং "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য", "আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া শরণাগতির কথা কীর্তন করিলেন। আমরা এবং উপস্থিত সকলেই গুরুসেবাপ্রাণ আদর্শশিষ্যের অনুষ্ঠানিনয়ের মধ্যেও গুরু ও শিষ্যের শিক্ষা ও উপদেশের বাণী শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত ও সমধিক উপকৃত হইলাম।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ দেশ্বর হইতে নিম্নলিখিত তারযোগে শ্রীপাদ বন মহারাজের শুভাগমনকে অভিনন্দিত করেন—"Bon Maharaj, accept our hearty greetings."

সম্বর্দ্ধনা-সভা

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত ও লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের পাশ্চাত্যদেশ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন-উপলক্ষে কলিকাতাবাসী জনসাধারণ বর্দ্ধমান-মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বে যে সাধারণ অভ্যর্থনা-সভার আহ্বান করিয়াছিলেন, এরূপ সার্বজনীন ও সুবিরাট্ পারমার্থিক সভা কলিকাতার ইতিহাসে অভিনব ও অদ্বিতীয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগসত্ত্বেও বিপুল জনস্রোত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পারিপার্শ্বিক সমস্ত স্থান, নাটমন্দির ও বাগবাজার ষ্ট্রীট প্লাবিত করিয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের পাদপদ্মের বিশ্বস্ত শিষ্ট ও সত্যানুসন্ধিৎসু বিদেশীর আগন্তুক ভক্তবৃন্দ দর্শন করিবার জন্য নর-নারীর এই আর্ত্তি যাঁহারা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ভাষা বা চিত্রের দ্বারা ইহা আংশিকভাবেও অনুভব করান যাইবে না। শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির-প্রবণ-সদন বহুমূল্য বস্ত্র ও পুষ্পাদির দ্বারা বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল। বিস্তৃত সভামঞ্চের মধ্যস্থলে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও সভার সভাপতি বর্দ্ধমান-মহারাজাধিরাজ দুইটি সুশোভিত আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। চতুর্দ্দিকে সভা-বেদীর উপরে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির ও সভার কার্য্যকর্ত্তাদের আসন রচিত হইয়াছিল।

কার্য্যতালিকানুসারে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দ সমস্বরে দশাবতার-স্তোত্র কীর্তন করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তৎপরে দি অনারেবল্ শ্রিযুক্ত আক্রায় হোসেন সাহেব বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার প্রস্তাব-প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি আজ প্রেমের ধর্ম্মে—শ্রীচৈতন্যদেবের সার্বজনীন ধর্ম্মে যে, কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক দলাদলি নাই,—ইহা জানাইবার জন্যই এই ধর্ম্ম-সভায় আগমন করিয়াছেন। দি অনারেবল্ শ্রিযুক্ত রাজাধিরাজের গুণ বর্ণন করিয়া তাঁহাকে সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব করিলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ সেই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ জগদ্গুরু ভক্তিবান্ধব শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন এবং নদিপুরের রাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর সভাপতি-মহারাজাধিরাজের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি বাগ্মীবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিনায়ক গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু একটি নাতিদীর্ঘ চিত্তগ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা সভাপতি মহারাজাধিরাজ, আগন্তুক ভক্তবৃন্দ ও উপস্থিত জনমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ বন মহারাজের ললাটে ভগবৎপ্রসাদী চন্দন লেপন করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করেন,—

পাশ্চাত্যান্ হরিনামপ্রেমসুধয়া সন্তর্প্য বৎসজনান্
শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোঃ সুবচসঃ সার্বত্র্যমুদ্বোধয়ন্।
অধ্বানসবাহিতং চিরতরং সংনীতবান্ পূর্ণতাং
তস্মাৎ কৃষ্ণপদে ত্রিদণ্ডিবর তে নিত্যা মতিঃ কাম্যতে।

তৎপরে প্রভুপাদ আশীর্ব্বাদ-ভক্তবৃন্দের ললাটে আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ প্রসাদী চন্দন প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের মঙ্গল কামনা করেন। তাঁহারা নতজানু হইয়া প্রভুপাদের সেই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ও ভূমিষ্ঠ প্রণত হইয়া প্রভুপাদের প্রতি হৃদয়ের ভক্তি প্রদর্শন করেন।

পুরীর এমারমঠের মহান্ত-মহারাজ শ্রীমদ্ গদাধর

রামানুজ দাস ভগবৎপ্রসাদী চন্দনের দ্বারা শ্রীমদ্ভক্তি মহারাজের ললাট চর্চ্চিত করিয়া তাঁহার গলদেশে মালা প্রদান করেন।

কলিকাতার কৃতপূর্ব্ব মেয়র ও নদীয়া জেলার গৌরব স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এম্-এ, বি-এল মহাশয় বিরাট্ সভার বক্তৃতা-মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া অনতিগম্ভীরস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া বঙ্গভাষায় এই কয়েকটি কথা বলেন,—আমার উপর আজ যে পরম পবিত্র কার্য্যের ভার অর্পিত হ'য়েছে, তাহা আমার পরম প্রিয়। তা'তে আমি আমাকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ ক'রছি। আজ কলিকাতার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। ভারতের যে চিরন্তন-সঞ্চিত সাধনবাণী, সেই সাধনবাণী আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিশ্বের দ্বারে দ্বারে প্রচার ক'রছেন। সেই বাণীর বৈজয়ন্তী আজ পাশ্চাত্যদেশকে বিজয় ক'রেছে। গুরুকৃপায় সেই বাণীর পতাকা উড্ডীন ক'রে গৌড়ীয়াচার্য্যের শিষ্যপ্রবর যে মহারাজ যে সাফল্যের মুকুট পরিধান ক'রেছেন, তাঁকেই অভ্যর্থনা করবার জন্য কলিকাতার জনসাধারণ কলিকাতা মহানগরীতে এই মহতী সভার আহ্বান ক'রেছেন। আপনারা এত উদ্বিগ্ন হ'বেন না (সভা লোকে লোকারণ্য, স্থানাভাব ও গোলমাল হওয়ায়), মনোযোগ-সহকারে সভার বক্তব্য বিষয় শ্রবণ করুন, আমি আপনাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করছি। কলিকাতা-অধিবাসীর পক্ষ হ'তে স্বামীজীকে যে মানপত্র প্রদত্ত হ'য়েছে, তা' পাঠ করতে আমি আদিষ্ট হ'য়েছি, আপনারা দয়া ক'রে শ্রবণ করুন।"—ইহা বলিয়া শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় কলিকাতা-গৌরবাদীর প্রদত্ত অতি সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধাই ও রৌপ্যপত্রে নানাবর্ণে মুদ্রিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। অভিনন্দন পত্রটী সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

সভাপতি মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর জি-সি-আই-ই; কে-সি-এস্-আই; আই-ও-এম্; এল্-এল্-ডি সভাপতির অভিভাষণরূপে বলেন, —"কলিকাতা গৌর-বাণীর পক্ষ হইতে গৌড়ীয়-মঠের স্বামীজীকে যে অভিনন্দন প্রদত্ত হইল, তাহাতে আমার সর্ব্বতোভাবে সম্মতি আছে। স্বামীজী লণ্ডনের প্রসিদ্ধ সভা-গৃহে অভিজাত-শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তৃতা দিয়াছেন, অক্সফোর্ড প্রভৃতি স্থানে বেদান্ত-সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন, সেখানে আমাদের এই বঙ্গদেশের মত সভায় বিন্দুমাত্রও গোলমাল নাই, শ্রোতাও এত অধিক হয় না। কিন্তু আজ এই মহতী সভায় তিনি অন্যরকম দৃশ্য লক্ষ্য করিতেছেন। যাহা হউক, আজ যে এত বিপুল জনতা তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার কথা শ্রবণের জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার সাফল্যেরই পরিচায়ক। আমিও মনে করি যে, তাঁহার শ্রীগুরুদেবের প্রেরিত বিপন্ন সাত্বত-গৌরবে আজ বিভূষিত। লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের পক্ষ হইতে আমি আজ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি নবাগত দুইটি ভাগবত বন্ধুকেও বলিতেছি, তাঁহারা যে পারমার্থিক তীর্থে আগমন করিয়াছেন, সেই তীর্থের পরমার্থ যেন তাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করেন। ভগবানের মন্দির বা ভগবানের বিগ্রহের বাহ্য আকার বাহ্যচক্ষে না দেখিয়া তাঁহারা যেন অন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যগ্র হন।"

শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ তাঁহার অভিনন্দনের উত্তর প্রদানার্থ শ্রীল প্রভুপাদকে দৃষ্টি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সভা-মঞ্চে দণ্ডায়মান হইলে সভার জনস্রোত স্বামীজীকে দেখিবার জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন যে, তাহাতে সভায় আরও অধিক গোলমাল উপস্থিত হইল। সুতরাং সাধারণের অনুরোধে তখন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ জলদগম্ভীরস্বরে সভা-গৃহ মুখরিত করিয়া মুক্তকণ্ঠে সকলকে, বিশেষতঃ মহিলাগণকে শান্তভাবে বসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইলেন। তৎপরে বাগ্মিপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ বলিলেন,— "আমি কলিকাতা-গৌরবাদীর প্রদত্ত সম্মানে যে কিরূপ সম্মানিত হইয়াছি, তাহা আপনারাই ভাল অনুভব করিতে পারেন। তবে এই সম্মান আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই প্রদত্ত হইয়াছে,—ইহা আমি বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। কারণ, আপনারা জানেন, আমার জীবনে-মরণে যিনি নিত্য প্রভু, সেই শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারাই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময়ী বাণী পাশ্চাত্যের জনমণ্ডলীর নিকট পরিবেশন করিবার জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছিলাম। আমার প্রভুর উদ্দেশ্য এই যে, ইহা দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পরস্পর পার্থিব স্বার্থ-রহিত ও ভগবৎসেবা-স্বার্থরূপ প্রেমমূলক মৈত্রী সংস্থাপিত হইবে। যাঁহারা এই ভারত হইতে পাশ্চাত্যদেশে গমন করেন ও পাশ্চাত্যদেশের কর্ম্মতৎপরতার অভিজ্ঞতা লইয়া এদেশে ফিরিয়া আসেন, বা সেই সকল অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হন, তাঁহাদের অনেকের মুখেই প্রায়ই শুনা যায় যে, ধর্ম্মই ভারতের অবনতির কারণ, ধর্ম্মই ভারতকে দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ থাকিতে সহায়তা করিয়াছে। অনেকে আবার পাশ্চাত্যজাতি জড়বাদের মূলকাষ্ঠ চিরতরে উৎপাটিত হইয়াছেন মনে করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনান অসম্ভব জ্ঞান করেন; কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে, প্রকৃতধর্ম্ম কখনও কোন দেশ বা জাতির অবনতির কারণ হয় নাই বা কোনদিন হইতে পারে না; বরং পরমার্থই জাতির প্রাণ ও জীবনীশক্তি। প্রকৃত পরমার্থ চিরদিনই দেশ ও জাতিকে সম্পদে ও বিপদে রক্ষা করিয়া থাকে এবং সমগ্র জগতের নিকট মহীয়ান্ করিয়া

স্থলে। 'ধর্ম' অর্থে যাহা আমাদের নিত্যসত্তাকে রক্ষিত রাখে। ইহা সত্য যে, প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে, আমরা য়ুরোপের গীর্জ্জা-গৃহের আসনগুলি অধিকতর লোকের দ্বারা পূর্ণ দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বর্ত্তমানে যখন বিশপ তাঁহার বক্তৃতামঞ্চ হইতে 'সারমন' প্রদান করেন, তখন হয় ত' গীর্জ্জা-গৃহের অধিকাংশ আসনগুলিই খালি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা আমি মনে করি না যে, বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যজাতির ধর্ম্মের পিপাসার মধ্যে অকৃত্রিমতা ও সরলতার অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ আমি ইহাই অনুভব করি যে, যদিও পাশ্চাত্যজাতির পরিমাণগত বা সংখ্যাগত সত্যানুসন্ধিৎসা কমিয়া গিয়াছে, তথাপি হয়ত' গুণগত উন্নতি অধিকতরভাবেই তাঁহাদিগের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে। সংখ্যা-গরিষ্ঠ কোনদিনই পরিমাপক-যন্ত্র নহে; ব্যক্তিগত চেতনের অকৃত্রিমতা ও ব্যাকুলতাই সেখানে মূল বিষয়। ভারতবর্ষেও আমি ইহা অনুভব করি যে, প্রকৃত ধর্ম্মের বিকৃত ধারণাই আমাদের পার্থিব সর্ব্ববিধ অবনতির প্রধান কারণ হইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মের জন্য অবনতি লাভ করে নাই, কিন্তু ধর্ম্মের বিকৃত ধারণা, বিশেষতঃ বিকৃত প্রচারই তাহার অবনতির কারণ হইয়াছে। বিকৃত ধর্ম্মের ধারণা 'আমি কর্ত্তা ও আমি ভোক্তা'র অভিমানে যে দাস-মনোভাবের বিষ মানবজাতির রক্তমাংসে ও মেরুমজ্জায় সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাতেই মানবজাতি শ্রীচৈতন্যের নির্ম্মল অণুচৈতন্য দাসগৃহের স্বাভাবিক-ধর্ম্ম বা সেবা-মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। আমি আজ আমাকে পারমার্থিক ভারতের একজন নগণ্য সন্তান বলিয়াও সমস্ত পৃথিবীর নিকট গৌরবানুভব করিতেছি। কেন না, যে ভারতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও তাঁহার নিজ জন আমার শ্রীগুরুদেব আবির্ভূত হইয়াছেন এবং যাঁহারা সমস্ত জগৎকে জানাইয়াছেন যে, মানবজাতি আজ ভারতকে যে দুর্দ্দিনে পতিত মনে করিয়াছে—যে দুর্দ্দিনে ভারত রাজনীতি, জড় বিজ্ঞান, জড়শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই গৌরব করিতে অসমর্থ, সেই যুগেও একমাত্র পরমার্থের জন্যই ভারত সকলদেশের মস্তকের উপর নৃত্য করিতেছে। আজ যদি ভারতের পরমার্থের গৌরব না থাকিত, তাহা হইলে বিশ্ব-দরবারের কোথায়ও তাহার স্থান হইত না। কিন্তু ভারত পরমার্থের দ্বারাই পৃথিবীর সকল দেশকে চিরকাল জয় করিয়াছে ও এখনও আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রত্যক্ষভাবে জয় করিতেছে ও করিবে। যদিও আমাদিগকে পতিতজনা করে, তাহাই সকল শরীরের নিয়ামক। জাতীয় জীবনে পরমার্থই বস্তু। যে জাতির পরমার্থের ভাণ্ডার যতটা পূর্ণ, সে জাতি বুদ্বুদের ন্যায় লোকলোচনের সাময়িক রঙ্গ করিয়া ততটা শীঘ্র জগতের বুকে মিশিয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের নিজজন আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তাই পারমার্থিক ভারতের বাণী শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্টানুসারে এই দুর্দ্দিনেও প্রবল-ভাবে প্রচার করিতে সকলকে প্রেরণা প্রদান করিতেছেন।

তাঁহারই সেই প্রেরণা ও শক্তিসঞ্চারে বলীয়ান্ হইয়া আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিও পাশ্চাত্যদেশে তাঁহারই বাণীর কিয়দংশ উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। পাশ্চাত্যজাতিকে সম্পূর্ণ জড়বাদী বলিয়া ত্যাগ করাটাও আমি ভুল মনে করি। কেন না, আমার এই স্বল্প অভিজ্ঞতা হইতে আমি অনুভব করিতে পারিয়াছি যে, তাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান-সংগঠন-কৌশল এবং আলস্যহীন উদ্যম ও উৎসাহ এত বেশী আছে—যাহা উপযুক্ত শিক্ষক ও উপদেষ্টার দ্বারা নিয়মিত হইলে অর্থাৎ উহার মোড় ফিরাইয়া দিয়া তাহা পরমার্থে নিযুক্ত করিতে পারিলে তদ্দ্বারা বিশ্বের অনেক আত্যন্তিক মঙ্গলের আনুকূল্য হইতে পারে। আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর রক্ষা-কবচ পরিধান করিয়া যেন চিরদিন হরিকীর্ত্তনের দ্বারা আপনাদের সেবা করিতে পারি,—এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।"

সভাপতি-মহারাজাধিরাজের অনুমোদনক্রমে হের্ ধর্ম্মা আর্যাই সুললিত প্রথমতঃ তাঁহার হৃদয়ের আবির্ভাবপূর্ণ বক্তব্য বিষয় অতি সুমধুর আর্য্যান-ভাষায় বাগ্মিতার সহিত ব্যক্ত করেন এবং পরে নিজেই সেই সকল কথা ইংরাজীতে ব্যক্ত করিয়া বক্তৃতামুখে বলেন,—"যদিও আমি জানি না যে, সমবেত বিরাট্ জনমণ্ডলীর কয়জন আর্য্যান-ভাষা জানেন, তথাপি আমি আমার হৃদয়ের আবেগ আমার মাতৃভাষায় ব্যক্ত করিলাম; কেন না, তদ্দ্বারা অন্ততঃ আমার যে সকল ভ্রাতঃ আমার ভাষা বুঝেন, তাঁহারা আমার হৃদয়ের আর্ত্তির কথা অধিকতর গভীর ও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং যাঁহারা আমার ভাষা না বুঝেন, তাঁহারাও আমার প্রাণের কথা তাহার শাব্দিক রসের দ্বারা অনেকটা অনুভব করিতে পারিবেন। আমাদের দেশে পরমার্থের কথা শুনিবার জন্য কখনও এত বড় সভা হয় না। সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনিবার জন্য এইরূপ বিপুল জন-স্রোতের সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু আজ পারমার্থিক-সভায় এইরূপ লোক-সমাগম দেখিয়া ভারত যে পারমার্থিকতার জন্যই চির-প্রসিদ্ধ, তাহার চাক্ষুষ-প্রমাণ আমি পাইলাম। আমি এইরূপ ভক্তমণ্ডলি-বেষ্টিত এবং আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা শুনিবার জন্য সমাগত সজ্জনমণ্ডলি-মণ্ডিত সভা দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের আর্য্যান-ভাষায় একটি কবিতা আছে, তাহার অর্থ এই যে, 'প্রেমের মহামিলন দেখিয়া আমি নির্ব্বোধের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলাম, আমার হৃদয়ের অজ্ঞাত অভিলাষের সমস্ত কপাট রুদ্ধ হইয়া গেল,' আমারও আজ সেই অবস্থা হইয়াছে। পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি

প্রদীপ তীর্থ মহারাজ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী যখন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইলেন, তখন আমরা জানিতে পারিলাম, এতদিন কেবল তমসুকের ন্যায় যে তথাকথিত ধর্মের সন্ধান করিয়াছি, অথবা ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ সম্ভ্রমবুদ্ধি লইয়া পাণ্ডিত্য-পিপাসা নিবৃত্তি ও নানাপ্রকার কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য যে ভারতীয় দর্শনাদির আলোচনা করিয়াছি, তাহাও আমাদের একপ্রকার প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে সর্বোৎকৃষ্ট সাধনবাণী ও সাধ্যসার সমগ্র চেতন-জগতের জন্য কীর্তন করিয়াছেন, সেই বাণী পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ জগতে ঘোষণা করিতেছেন। যখন অধ্যাপক সান্যালের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের কর্ণে সেই বাণীর বিজলি-সঞ্চার হইল, তখন আমাদের তথাকথিত ধর্মের ধারণার যেন এক বিপ্লব আনয়ন করিল। তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের এই নবসত্যের বাণীকে আমাদের সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির বলে বাচাইয়া লইবার জন্য আমি ইহাদের চুম্বক সঙ্গ হইতে ছিন্ন হইয়া কিয়ৎকাল অন্যান্য ধর্ম-নেতৃগণের সহিত এই সকল বিষয় আলোচনা করিলাম। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী অপেক্ষা এত বড় উচ্চ কথা ও বাস্তব পরমার্থ-জীবনের সমাধান আর কোথাও পাইলাম না।

আমরা ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া, কিংবা সাধারণ মানুষের ন্যায় ভারতের বিভিন্ন ধর্ম-মন্দির বা প্রাচীন কীর্তি-সমূহের কতকগুলি আলোকচিত্র গ্রহণ অথবা দুই চারিটি কথা শ্রবণ করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি জনক পুস্তক রচনাপূর্বক দেশে প্রচারের জন্য বা ভারত-ভ্রমণের কাহিনী বলিয়া বাহাদুরী লইবার জন্য এখানে আসি নাই। আমরা আসিয়াছি, শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণ-ছায়ায়, যাহাতে অবস্থান-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবা-পথে চলিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে। আমরা বঙ্গদেশীয় ভক্ত ব্রাহ্মণগণের এবং অন্যান্য দেশীয় ব্রাহ্মণগণের কৃপা যাচ্ঞা করি। বঙ্গভাষায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে জীবনী (শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) লিখিত আছে, তাহা আমরা আমাদের সেবা-পথের সহায়ক হইবে জানিয়া পাঠ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃপা-পূর্বক এই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও বঙ্গভাষায় কথা বলিয়াছিলেন, সেই জন্যই এই বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবে বিভূষিত। আপনারা সকলে আশীর্বাদ করুন, যেন আমি শ্রীল প্রভুপাদের দাসগণের একজন নগণ্য ভৃত্যানুভৃত্য হইতে পারি,—ইহাই আমার চরম আকাঙ্ক্ষা।"

হের্ বর্ণ আর্ণি মুলুকের এই বক্তৃতা শুনিয়া সভায় ব্যক্তিমাত্রই চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং সভায় পুনঃ পুনঃ আনন্দোল্লাস প্রকাশিত হইতেছিল।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল্, এম্-এল্-সি মহোদয় সভাপতি-মহারাজাধিরাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন, "শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম—যাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচার করিতেছেন, সেই মঠের নবাগত প্রচারককে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলিকাতার গৌরবাসীর এরূপ বিরাট সম্মেলন কলিকাতার ইতিহাসে অভিনব। আজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচার্যদেবের কৃপায় শ্রীযুক্ত বন মহারাজ যে অভ্যর্থনার কার্য করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেকেই গৌরব অনুভব করিতেছেন। ব্যারন্, হের্ এইচ্, ই, জন্ হেরেথ্ বেভেরিয়ার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বংশের একজন বংশাবতংস এবং হের্ জর্জ আর্ণষ্ট মুলুকে লিপ্‌জিগ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। ইঁহারা উভয়েই আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের শিষ্যত্ব-গ্রহণে উন্মুখ হইয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যের সার্বজনীন প্রেমধর্মের বেদীতে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমি সভাপতি মহারাজ, আচার্যদেব ও নবাগত ভক্তদ্বয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

অতঃপর বাগ্‌বাজার পল্লীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় আবেগপূর্ণ ভাষায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীপাদ বনমহারাজ, আর্ণাদ মনীষিবর, সভাপতি মহারাজ ও সমবেত সজ্জনগণকে প্রচুর ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহাশয় একটি বাঙ্গত-গীতি কীর্তন করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় যে কত শত মনীষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা গণনা করা বা তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব। তবে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কএকজন ব্যক্তির নাম-মাত্র প্রদত্ত হইল,—অনারেবল্ প্রিন্স আক্রাম হোসেন, নলীপুরের রাজাবাহাদুর, মিঃ জে, এন, বসু এম্-এল-সি; মিঃ সন্তোষকুমার বসু; মিঃ টি, পি, ঘোষ; মঃ মঃ গণনাথ সেন; এমার মঠের মহান্ত মহারাজ; আর্যাণ কন্‌লাল কেনারেল এবং ভাইস্ কন্‌লাল; ডাঃ পি নিয়োগী; রায় বাহাদুর তারকেশ্বর ভট্টাচার্য; রাজা কিতীন্দ্রনারি দেব রায় মহাশয়; রায় বাহাদুর জে, এন ব্যানার্জী; কবিরাজ অনাথনাথ রায়; রায় বাহাদুর এ, টি, ঘোষ; মাণিকলাল মল্লিক; জে, এম, মুখার্জী; কিরণচন্দ্র দত্ত; হরিদাস নন্দী; অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; অধ্যাপক বিপিনবিহারী সান্যাল; রায় বাহাদুর তারকনাথ দত্ত; ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন জে ব্যানার্জী প্রভৃতি।

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৪ঠা আশ্বিন ১৩৪২; ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ { ৮ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

সপ্তম দিবস—২৪।৮।৩৫ শনিবার

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

আমরা সেই পরমেশ্বর বস্তুর ধ্যান করি, যিনি বাস্তব সত্তা, যিনি স্বীয় ধাম—কিরণ-দ্বারা সর্ব্বদা বদ্ধজীবের বাসনা-কুহকসমূহ নিরাস করেন। সেই পরমসত্তা পরমেশ্বরকে আমরা সর্ব্বদা ধ্যান করি—একথা যিনি ব'লছেন, তিনি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। সকল অনুগ-মণ্ডলীর সহিত তিনি ধ্যান ক'রতে প্রস্তুত হ'য়েছেন, একা নন। 'যোগ' বস্তুটিতে উদ্দিষ্টপদার্থের বহুত্ব নাই, একত্বই উদ্দিষ্ট হ'য়েছে; ধ্যানকারী বহু। সকল প্রকার আবরণ নিরাকৃত হ'লে সর্ব্বদা ধ্যানের সম্ভাবনা হয়। 'ধ্যান' শব্দে সবস্তুক কোন একটী অণুভঙ্গুর সীমাবিশিষ্ট বস্তুর ধ্যান নয়, পরমেশ্বরের ধ্যান। পরমেশ্বরের ধ্যান আর তাঁর অধীন বস্তুবস্তুর ধ্যানে ভেদ আছে। বৈকুণ্ঠবস্তুর ধ্যান সীমাবিশিষ্ট বস্তুর ধ্যানের ন্যায় নয়, এগুলি ভোগ্য, আর তিনি সেব্যপদার্থ। সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা পূর্ণভাবে সেবা করার বিচার ধ্যানে আছে। ধ্যাননিষ্ঠা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে বহির্জ্জগতের অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিত হ'লে উহা বিপর্য্যস্ত হয়। ধ্যান পূর্ণবস্তুর হওয়া দরকার, যেখানে ভোগ্য বস্তুর অপূর্ণতা আছে, সেখানে ধ্যানেরও অপূর্ণতা। সেইটীকে পূরণ করার জন্য যজ্ঞ ও অর্চ্চন-বিধি। কিন্তু কীর্ত্তনমুখে ধ্যানের পরিপূর্ণতা হ'য়ে থাকে। সেই যোগবস্তু কেবল বিচিত্রতা-

পূর্ণ জগৎটুকু মাত্র নয়। জগৎটা নশ্বর আর বৈকুণ্ঠ নিত্য—নিরন্তকুহক সত্যবস্তু। ধর্মার্থকামমোক্ষধিকারী ধাম প্রকাশিত না হ'লে ধ্যানের পূর্ণতা হয় না, আংশিক স্ফূর্তিমাত্র উদিত হয়। ধোয়বস্তুটি—পরমেশ্বর। 'পরমেশ্বর' ব'লতে গেলে শক্তিপরিণত ত্রিগুণাত্মক জোগ্য জগৎ বা জগতের প্রকৃতমাত্র জ্ঞানলীতে আবদ্ধ থাকা ঠিক নয়। তা'হ'লে জগদাধ্যবস্তু পরমেশ্বর হ'তে পৃথক্ হ'য়ে যান। জীবের যিনি ধারণার যে জ্ঞান, তা' অপূর্ণ ধর্মযুক্ত। সেজন্য সম্বন্ধজ্ঞান-বিচারে জন্মস্থিতি-ভঙ্গবাপার যা' হ'তে অন্বয় ও ব্যতিরেক ক্রমে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেই শক্তির পরিচয়টুকু নয়; ইহা যৌক্তিকতা। যেখানে চেতনজগতের প্রাকট্য, নিতান্ত, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ,সেই আনন্দরসধাম—বিচিত্রতা-যুক্ত লীলা-নয়ের ধাম ইহজগতের বিচারদ্বারা বোধগম্য নয়। মানব-জ্ঞানের বিচারে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। অল্প হ'তে বৃহৎএর দিকে যাবেন হ'বার বিচারমাত্র আছে; কিন্তু যিনি নিজ-শক্তি দ্বারা বৃহৎকে আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতার পরিণত ক'রতে পারেন, তাঁর কথা জগতের লোক জানে না। বড়টাকে সঙ্কোচ ক'রে নাধারিকতায় অবস্থান করার শক্তি তাঁর আছে। আংশিক বিচারে শ্রেষ্ঠতার অভাব হ'বে বিচার ক'রে যাঁরা ভগবানের মানুষ শক্তি অস্বীকার করেন, তাঁ'রা ভগবানকে অবজ্ঞা করেন।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

যে সকল জড়রস কাব্যশাস্ত্রে বর্ণিত, তিনি তা'র গম্য-পদার্থমাত্র হ'লে আমাদের গ্রাহ্যবস্তু হ'য়ে যান; কিন্তু তিনি ভূমা, অধোক্ষজ হ'লেও সেই ধর্মের সূক্ষ্মকুহককে সঙ্কোচ করার শক্তি তাঁর আছে। সেই মাধুর্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ বস্তু অপেক্ষা ব্রহ্মত্ব বা পরমাত্মার ব্যাপকতা বড় জিনিষ নয়। ঐশ্বর্য্যের বৃহত্ত্ব তাঁতে মলিনতা লাভ করে, তিনি এমন মাধুর্য্যময় বস্তু। 'ঈশ্বর' শব্দে ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি বুঝা'লে 'পরমেশ্বর' শব্দে কৃষ্ণকে বুঝায়। ভগবান্ অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি। তাঁরই রচিত এই বিশ্ব, এতদতীত আর কোন জগৎ নাই, এরূপ মানব-ধারণায় বস্তুধর্ম্ম বা অসম্পূর্ণতা বর্ত্তমান। বিচারে মূঢ়তাহেতু 'পরভাব' জানার যেখানে অভাব লক্ষিত হ'চ্ছে, সেখানে জড়তাকে আশ্রয় ক'রে মিশ্র-চেতনধর্ম্মে অবস্থান। গৌণীশক্তি—মায়াশক্তিপরিণত জগতের প্রাধান্য অঙ্গীকৃত হ'য়ে বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতার প্রাধান্য-জ্ঞাপন সম্বন্ধজ্ঞানের পরিচয়ে আবিষ্কারে শঙ্কা করি।

'বিশ্ব' ব'লে যে জিনিষ, মানব যা'র ভোক্তা অভিমান ক'রছেন, সেটুকু তা' হতে উদিত, তাঁতে অবস্থিত এবং কিছুদিন পরে নশ্বরতা-ধর্ম্মবশে পরিবর্ত্তিত বা নষ্ট হ'য়ে যায়।

এটা কর্ম্মভূমিকা, কর্ম্মের প্রাধান্য ইহজগতের ব্যক্তি-মাত্রেই বিচার করেন। কর্ম্ম অপেক্ষা নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ উচ্চ, আর্থিক সম্প্রদায়ের মহত্ত্ব জ্ঞানের উচ্চসৌধায় নয়, পারমার্থিক-গণের বিচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁ'রা কর্ম্মের নশ্বরতা অবগত আছেন।

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

লৌকিক ইন্দ্রিয় চক্ষুঃকর্ণনাসাজিহ্বাত্বক্ যাকে যেটি নির্ণয় করে, তদ্দ্বারা আমরা কর্ম্মের কর্ত্তা-বিচারে সুখ-দুঃখ অনুভব করি। তাতে দুঃখবর্জ্জন ও সুখ আবাহন করার দরকার হয়। সুখানুভূতি কিরূপে হয়? উচ্চস্তর জ্ঞানরাজ্যের বাসনার বৃহদ্ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট। ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক বৃহত্বের বিচার অপেক্ষা মাধুর্য্যই শ্রেষ্ঠ। হ্লাদিনীশক্তির পূর্ণবিকাশ-লাভের প্রয়োজনীয়তাকেই মাধুর্য্য বলে। হ্লাদিনী শক্তি আমাদের মধ্যে বৎসামাত্ররূপে আছে। 'আমি ভোক্তা' এই বিচারে যে আনন্দসাগ্রহ-পিপাসা আমাতে আসে, সেটা হ্লাদিনীশক্তি ন্যূনাধিক বিপন্ন হ'লে হয়; কিন্তু যাঁর হ্লাদিনী, তাঁর সংযোগে সেবা-বৈচিত্র্যেই হ্লাদিনীর পূর্ণবিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

যেগে নেওয়া ধর্ম্ম জড়জগতে সংশ্লিষ্ট, তা' হ'তে উদ্ধার পাওয়া চাই। 'আমরা ভোক্তা,জগৎ ভোগ্য'—এই বিচারে পরবঞ্চনা অবস্থিত। অন্যের ভোগ আমার দিকে আসুক—এইটিই পরবঞ্চনা। পূর্ণ ভোগগ্রহণ-ক্ষমতা বাস্তববস্তুতে আছে। তাঁ'তেই সকল বস্তু গিয়ে পৌঁছুক,—এই বিচার হ'লে 'আমি ভোক্তা' এরূপ অভিমান দূর হয়। আমাদের পরীক্ষার জন্য—বহুলের জন্য বিবর্ত্তদর্শন। 'আমি ভোক্তা নই'—এবিচার পন্থরা ক'রতে পারে না, ভক্তশক্তি থাকলে মানবই ক'রতে পারে। অন্যান্য লক্ষ লক্ষ জীব পরমেশ্বরের জ্ঞানের অভাবে ন্যূনাধিক পশুধর্ম্মবিশিষ্ট। তা'রা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি ক'রতে অসমর্থ হ'য়ে অসমর্থতার কারণ যাহা, তাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। কিন্তু পরম করুণাময়

বিগ্রহের হ্লাদিনীর কৃপা হ'লে মাধুর্য্যমূর্ত্তির পরম পরাকাষ্ঠা উপলব্ধির বিষয় হয়। এজন্য 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যে পরমেশ্বরের বন্দনা ক'রেছেন, তা'তে জানি যে, তিনি পরম করুণাবশতঃ স্বভক্তিশোভা বিতরণ ক'রেছেন। সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের হৃদেশ অধিকার ক'রে মঙ্গলবিধান করুন। সেই মঙ্গলটি কর্ম্মফল বা কর্ম্মবন্ধ মাত্র নহে। কর্ম্মের পরিণাম আছে। কর্ম্মে লভ্য বস্তু পরিণাম-ধর্ম্মবিশিষ্ট, তা'কে রক্ষা ক'রতে পারি না, চ'লে যায়। কিন্তু আমরা স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরে তা'র ফলভোগ ক'রতে বাধ্য হই। পরবঞ্চনা-দ্বারা স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ, ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, পরমাত্মার কৈবল্য লাভ করা —এই সকল সংকীর্ণ চেষ্টা হ'তে শ্রীচৈতন্যদেব মানবজাতিকে পরিষ্কৃত, নির্ম্মল ও উন্নত ক'রেছেন—ভাগবতের ব্যাখ্যা ক'রে।

বিশুদ্ধ হ্লাদিনীশক্তিতে যে লীলার কথা, তা' জগতে মেপে নেওয়া ধর্ম্মযুক্ত লোকের ধারণায় কর্ম্মফলাকারে পরিণত হ'য়েছে। নিজভোগজনিত অনর্থতা আছে দেখে তা'রা পরমপবিত্র পূর্ণতম কৃষ্ণলীলায়ও অনর্থতার আশঙ্কা করে। এমন কি, ভাগবতে তা'রা শ্রীরাধিকার নাম পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পায় না। বাসনার দাস, কামুক, দূষিত জীব কৃষ্ণের নিকট যেতে পারে না বা তা'দের কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা হয় না। তা'রা মনে করে, কৃষ্ণকে বঞ্চনা ক'রে ভোগ ক'রব, কিন্তু ভোগ ক'রতে পারে না। ছায়াতে বস্তু-ভ্রান্তি ক'রে যে কর্ম্ম বা নৈষ্কর্ম্ম্য—জ্ঞানচেষ্টা, তা'তে মঙ্গল হয় না। বুদ্ধিমান্ লোক ও' বিপথে পড়েন না। জ্ঞেয়পদার্থ বিশ্ব, বিশ্ব জ্ঞাতা বা বিশ্বই জ্ঞান—এই সংকীর্ণ ধারণায় যা'রা আবদ্ধ, তা'দের জন্য ব'লেছেন, এটা বৈকুণ্ঠধামের ছায়ামাত্র। বৈকুণ্ঠের ছায়া-প্রতিফলিত জগতে ভগবৎসেবা-বিমুখতা-বশতঃ জীব অনিত্য ভোগ-ধর্ম্মে অবস্থিত। তা'তে মঙ্গল নাই। বৈকুণ্ঠ-সহ জগতের সৌসাদৃশ্য থাক্‌লেও সেখানে নিত্যধর্ম্ম, এখানে অনিত্যতা—তাৎকালিক বর্ত্তমানতা মাত্র। অসংখ্য দর্শনশাস্ত্রে কপটতা বা অবিবেচনার বশবর্ত্তিবশতঃ মুগ্ধ হওয়ায় ভগবানের পরমভাব বুঝ্‌তে পারে না। তা'রা বিমূঢ় জান্‌তে হ'বে। এই মূঢ়তা অপসারিত ক'রে সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রদান-জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অবতারণা।

বাস্তবিকভাব কি? অবস্তুতা, নশ্বরতা, অনুপাদেয়তা, কর্ম্মাশ্রয়িতা, পরিচ্ছেদ-জন্য অবরত্ব প্রভৃতি। এগুলি এখানে আছে, এই গুলিকে সেখানে নিয়ে যেতে হ'বে না। মূঢ় মায়াবাদিগণ ভগবদ্বস্তুর মহত্ত্বের, এটা জানে না ব'লে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রের এমন ব্যাখ্যা করে যে, জগতের বিচিত্রতারই জন্মদাতা, রক্ষাকর্ত্তা ও বিনাশকর্ত্তা তিনি এবং সেইরূপ ধারণায় বিষ্ণুতত্ত্বকে নিম্নস্তরে স্থাপন করে। কিন্তু সেই মতবাদ ধ্বংস ক'রবার জন্য—নির্ব্বিশেষবাদকে নিরাস কর্‌বার জন্য ভাগবতে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' শ্লোকের অবতারণা। বৈকুণ্ঠ হ'তে অধঃক্রমে সৌসাদৃশ্য এতে (এই বিশ্বে) এসেছে। আর উহার বৈকুণ্ঠের বিপরীত ধর্ম্ম 'ইতরতঃ' এতে আছে। এখানে দ্বন্দ্ব, চেতনাভাব, মূর্খতা প্রভৃতি আছে। এখানকার ভোগময়ী চেষ্টাঃ বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে অবগত হই, মূর্খ না থেকে পণ্ডিত—এই বিশ্বে অভিজ্ঞ হ'য়ে যাই, ভগবৎসেবাবিমুখের চেতন থেকে এরূপ প্রয়োজন হয়। ভগবানের সৃষ্টিবিভাবে এখানে যে বিচিত্রতা, তা'র মূল—নিত্য জন্মস্থান বৈকুণ্ঠে, সেখানে বিচিত্রতা পূর্ণ-ভাবে বর্ত্তমান। তা'তে অজ ও অনন্ত-ধর্ম্ম যুগপৎ বর্ত্তমান। নির্ব্বিশেষবিভাবে তাঁ'র উৎকর্ষত্ব, অধোক্ষজত্ব ধ্বংস ক'রে নাস্তিকতার প্রকার-ভেদকে ধর্ম্ম ব'লে চালাবার চেষ্টা, যেগে নেওয়া ধর্ম্মের অবরতা তাঁ'তে আরোপ ক'রব, এরূপ দুষ্টতা ভক্তিবিরোধী বহুমতের এসেছে। সেখান হ'তে এখানের তফাৎ কি? সেখানে সচ্চিদানন্দ-ধর্ম্ম বর্ত্তমান; সাচ্চনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনীর নিত্য প্রাকট্য। এখানে পরিণাম—বিকারযুক্ত ধর্ম্ম ত্রিগুণের অধীন, সুতরাং এটা 'ইতরতঃ' জাত। সেখানে বিনাশ-ধর্ম্ম, অবরতা প্রভৃতি দোষের আরোপ নাই। সেখানকার সবই নির্দ্দোষ, এখানকার বিচিত্রতা দোষযুক্ত।

"অর্থেষ্বভিজ্ঞঃ"—'অর্থ' শব্দে বিষয়। অধীর বিষয়কে 'অর্থ' ব'লে। 'অর্থেষু' বহুবচনের পদ। আমরা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের কাঙ্গাল ব'লে সমগ্র অর্থে অভিজ্ঞতা হয় না; কিন্তু তিনি সকল প্রয়োজনেই অভিজ্ঞ—সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা। আমি কামক্রোধের দাস, অনভিজ্ঞ। আর তিনি কামক্ষোভা বিকারী অপূর্ণ জগতের জ্ঞানে মাত্র আমার মত পণ্ডিত নন। সেখানে কেবল উপাদেয়তা আছে, অবরতা বা ঘৃণার বস্তু নাই। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতায় তিনি অভিজ্ঞ,

তিনিই মূল জ্ঞাতা, সাক্ষী, কেবল, নির্গুণ ও চেতা আমরা অবচ্ছিন্ন, লাভ, বিবর্ত্তবাদী হ'য়ে অংশপ্রয়োপাসক হ'য়ে যাই। সেরূপ বিচারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। আমি সেই বস্তু নই, সেইজাতীয় বস্তু; অণুচৈতন্যানন্দ আমরা, অণুজ্ঞানবিন্দুর আমাদের আত্মাভিমানিতা; বদ্ধ ও বিমুক্ত হ'বার যোগ্যতা আমাদের আছে। জীবের মঙ্গল তিনি করেন। যা'র মঙ্গল করেন, তা'কে এজগতের রাজ্যত্রয়ীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না।

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥"

জগৎটা স্বপ্নের মত। মন-সংপ্রয়, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম উত্তর দেহ —এই দুইটীই ছেড়ে দিয়ে যেতে হ'বে, সূক্ষ্ম শরীরসহ মাত্র সংস্কার সঙ্গে যায়, স্থূলভাবে বিষয় যায় না। পুনরায় সংস্কার-বশে স্থূলজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'তে হয়, তা'তে নানারকম অসুবিধা। পরমেশ্বর-বস্তুকে ক্ষুদ্র জীবের সঙ্গে 'সম' মনে করা উচিত নয়। ভাগবতালোচনাকারিগণ জানেন,—জীব সেবকতত্ত্ব, সেব্য নহেন; মুক্তসেবা ভগবান কেবল সেব্য; তিনি সেবক নহেন। মুক্ত সেবক ও মুক্ত সেব্য মধ্যে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন প্রেম বর্ত্তমান। পশু-পক্ষীর প্রেম, জগতের বাৎসল্যপ্রেম, দাম্পত্যপ্রেমকে 'প্রেম' ব'লে ভ্রান্তি হ'চ্ছে। কিন্তু ছায়াকে বস্তুর নিকটে নিয়ে যাওয়া অজ্ঞতামাত্র। উহা nescience —অবিদ্যাজনিত ভ্রান্ত-চেষ্টা। মানুষ ভাগতিক জ্ঞানের ভারুত্বে অবস্থিত হ'য়ে অজ্ঞেয়তা, সংশয়, নাস্তিক্যবাদে অবস্থিত হ'য়েছে। বাস্তব-বস্তুজ্ঞানের মহাদুর্ভিক্ষ; তাঁর সম্বন্ধে কেউ আলোচনা করে না ব'লে যেহেতু সঙ্গে ভোগ্য জগতের সম্বন্ধ আলোচনার বিষয় হয়, সেটা কর্ম্ম, ভক্তির বিপরীত। 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বা-দাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।' ব্রহ্ম আধিকারিক দেবতা—জগৎসৃষ্টির ভার যাঁ'র—যিনি বদ্ধজীবাপন্ন জীবের মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির চেষ্টায় কালোচিতরূপে নির্ণয় ক'রে দিচ্ছেন, সেই ব্রহ্মার নিজলোকও অমঙ্গলপূর্ণ। সেটাও অপূর্ণ। নিজলোক—জ্ঞানকারকের অধিষ্ঠানও ঐপ্রকার। তাঁর বাস্তবিক স্বরূপ—Impersonal face করার যোগ্যতা থাকলে ব্রহ্মাও ব'লে কোন জিনিষ থাকত না। জগন্মিথ্যাত্ব-বাদীরা বলেন, জগৎ সৃষ্টি হয় নাই, objective existence নাই। এটা অজ্ঞান-দ্বারা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় ব্যাপার। কিন্তু ভাগবত বলেন—'বিপশ্চিৎ নশ্বরং পশ্যেৎ।' দৃষ্টের ন্যায়—ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ন্যায় অদৃষ্ট—(কিছু নাই ব'লে যাকে বিচার করা হয়), সেটাও দৃষ্টের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। কর্ম্ম-ফল ত্যাগ ক'রলে, নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি হ'লে নিত্যপূর্ণজ্ঞান—হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতের ক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় দৃষ্ট হয়।

তিনি "স্বেনৈব রাজতে"—Self-effulgent—স্বরাট্-পুরুষ। অন্যের দ্বারা আলোকিত হন না। আমাদের চক্ষু থাকলেও—দর্শনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আলো না থাকলে দেখতে পাই না; কিন্তু সেই জিনিষ স্বতঃ প্রতি-ভাত। উপনিষদ্ বলেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

তিনি নিত্যপ্রকটলীলাময়। সূর্য্য খানিকক্ষণের জন্য উঠে, আবার খানিকক্ষণ পরে দৃষ্টির অগোচর হ'য়ে যায়। জড়-সূর্য্য সেখানে নাই। সেখানে এরূপ চন্দ্রতারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি নাই। তাঁর প্রকাশে সকলের প্রকাশ। সেখান হ'তে আলোক এসেছে ব'লে সূর্য্য পেয়েছেন। ইহ জগতে তাঁ'রই আলোক সূর্য্যের দ্বারা প্রতিফলিত; আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্রিয়াবিশিষ্ট হয় তাঁ' হ'তে।

তিনি স্বরাট্—অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করেন না। তাঁ'কে পেতে হ'লে যে ভক্তি, সে ভক্তিদেবীও অন্যের সাহায্য—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা করেন না। সৎকর্ম্মদ্বারা ভক্তি হ'তে পারে না। ভাগতিক জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানে ভক্তিলাভ হয় না। এসব ভক্তের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্-
বৈভবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

—এই বিচার হওয়া উচিত। ভক্তের নিকট সব জিনিষ আপনা থেকে এসে যায়। "জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।"

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"—আদিকবি ব্রহ্মার কবিত্ব অনুসারে এই জগৎ রচিত হ'য়েছে। তাঁ'র হৃদয়ে যিনি

বেদ বিস্তার ক'রেছেন। 'বেদ' অর্থাৎ অভিজ্ঞান—মাধুর্য্য-বিগ্রহ কৃষ্ণ, ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ নারায়ণ, ব্রহ্মজ্ঞানাদি চতুর্ব্যূহ,সঙ্কর্ষণ হ'তে প্রকটিত নারায়ণতা—ভাগবতাদি পুরুষাবতারত্রয়ের অভিজ্ঞান যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বিন্যাস ক'রেছেন অর্থাৎ ভাগবতের কথা জানিয়েছেন। যখন ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয় নাই, তখন জানিয়েছেন।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥

—প্রভৃতি শ্লোকে বাস্তববিজ্ঞান জানিয়েছেন। ব্রহ্মা আধিকারিক দেবতা, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা; রুদ্র—রক্ষাকর্ত্তা—বিষ্ণু, রুদ্র—বিনাশকর্ত্তা। ত্রিবিধ বিচার তাঁতেই অবস্থিত।

"মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"—সূরিগণ—মহাপণ্ডিতগণ যৎ যস্মিন্—যাঁতে (oblative case যষী) মুহ্যতা লাভ করেন। আধারবিচারে চতুঃসনঃ—ব্যাষ্টিভিন্ন পর্য্যন্ত যেয়ে আটকে থাকেন। শক্তির পরিচয়-বিচারে অসম্পূর্ণতা লাভ করেন।

'লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্' অজানত মুহ্যত বিজ্ঞানার্থম্—অজ্ঞান লোককে জ্ঞানপ্রদানের জন্য বিদ্বান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা ক'রেছেন। এটী তাঁ'রই উক্তি। তিনি ব'লছেন, এস সকলে ধ্যান করি। দুগ্ধাণ্ডবিশিষ্টবিগ্রহ যিনি, যাঁ'র গৌণগুণে জগৎ রচিত হ'য়েছে—তাঁ'র ধ্যান করি। তিনি মুহ্যতের মোচন জন্য রাজসতামস পুরাণাদি ক'রেছেন। ভাগবত ব্যতীত অপর পুরাণাদিতে বিমোহনের কথা আছে। এটা তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা ॥

অশোক, অভয়, নিত্যেহ ইচ্ছা করলে ভক্তিকে আশ্রয় করুন—অধোক্ষজে ভক্তি করুন। আর কুকুর, ঘোড়া, ইতর প্রাণী, মনুষ্য বা দেবতাগণের সেবা না করিয়া একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করুন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন, যে কোনভাবে—শান্ত, দাস্য, সখ্য,বাৎসল্য, মধুরভাবে তাঁ'র সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা ক'রে তিনি তদনুরূপ কৃপা ক'রে থাকেন। সেবার সঙ্গে সেবকসংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ সহ তাঁকে লাভ করেন। যাঁরা তদ্বিষয়ে উদাসীন, তাঁরা একাদশী ব্রতাদির নামে পিত্ত বৃদ্ধি করেন। তাঁদের হরিবাসর হয় না। হরিকে লাভ ক'রতে হ'লে হরিকথা আলোচনা করা দরকার। বদ্ধজীব জড়জগতে এসে সঙ্কোচধর্ম্মে অবস্থিত। তাঁদের যে বিচারপ্রণালী, তাঁতে তাঁরা জানে, ক্রোধাদি নক্র-মকরের দ্বারা কবলীকৃত হ'য়ে প'ড়ে আছে। তাঁ'হতে উদ্ধার চাইলে ভগবানকে আশ্রয় ক'রতে হ'বে। সেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি পরিচয়, সেই সম্বন্ধজ্ঞানটীই প্রথম শ্লোকে প্রদত্ত হ'য়েছে।

আমরা সব সময় কৃষ্ণ ভুলে আছি। যিনি কৃপা ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রতে আসেন, তাঁকে আড়াল ক'রে কপটতা, প্রতারণা, স্বার্থপ্রবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সহজিয়াদের বিশ্বাস—আমি ভাড়া, ভোগসার্থ ঠিক ক'রে ফেলেছি, আমার জ্ঞানে ভুল নাই। মূর্খ যাঁরা, বিমুখ যাঁরা, ভগবদ্ জ্ঞান যাদের হয় নাই, তাদের সেবা-প্রবৃত্তি আসে না। তাঁরা সেবা অভিমান ক'রে অর্থসংগ্রহ, কামিনী-সেবা ও প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের জন্য গৌড়ভুবন আলোড়িত করছে। নিজভোগ-সংগ্রহই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ভাগবত এঁদের নরপশু ব'লেছেন।

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বন্ধ ক'রে—হৃষীকেশের সেবা বন্ধ ক'রে, হৃষীকের দ্বারা আমি ভোগ করব এই বুদ্ধি যাঁর সে নিজের মঙ্গল চাচ্ছে না। কপালপোড়া পশুবুদ্ধি আমাদের ভাগবত শুনবার প্রবৃত্তি নাই। তার বিরোধ ক'রে নিজের মূর্খতা বৃদ্ধি করব। এটাই আমাদের ভাগবত-পাঠ। ভোগে নরকপ্রাপ্তি বা ত্রিবিধ ক্লেশের বশীভূত থাকামাত্র লাভ। সেবাপরায়ণ হওয়া চাই। সেবা-চেষ্টাকে ধ্বংস ক'রে ভাগবত জগতের বিচার-বৈকুণ্ঠ্যের জন্য ঘর করা কর্ত্তব্য নয়। বাস্তব বস্তুর ধর্ম্মনাশেই ভোগের প্রবৃত্তি। অভিধেয় বিচারের সময়—'স্বর্গঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে এ সব বিষয় ভাল ক'রে আলোচিত হ'বে।

ধর্ম্মবিচারেও বিবর্ত্ত হ'য়েছে। কেউ বলেন স্নানযাত্রা, কেউ বলেন তীর্থযাত্রা ইত্যাদি, কিন্তু সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণে। কৃষ্ণপাদপদ্মের স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত হয়। এখানে বিবর্ত্তজ্ঞান—মায়ারচিত ইতর জ্ঞান ও শুদ্ধজ্ঞান উভয় প্রকারের যোগাভাব আছে।

অনেকে 'কর্ম্ম'-শব্দে এখানে আহার্য্য সংগ্রহ করে। Analogyকে বড় বিচার করলে জগৎটাই আছে ধারণা হয়। কিন্তু জগতের প্রভু পরমেশ্বরের জ্ঞান হয় না। জগন্নাথ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে অন্তর্দ্ধেবতা কল্পনা করলে ভ্রান্তি-হেতু অমঙ্গল হয়।

অনেকের ভ্রান্তি হয়, গৌড়ীয়মঠ গোস্বামি-শাস্ত্র বা ভাগবতের কথা আবৃত্তি ক'রে অন্য কথা বলেন, আর প্রাকৃতসহজিয়ারাই সে সকল কথার আলোচনায় নিযুক্ত। কিন্তু আমরা বলি, গলায় মালা দিয়ে নিজসজ্জার কনক-কামিনীপ্রতিষ্ঠাশার জন্য ঘুরে বেড়ান ভাগবতপাঠের ফল নয়। তাদের এরূপ ভাগবতপাঠ বন্ধ করা দরকার।

১৯০৪ সালে নীলাচলে চৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ ক'রেছিলাম। বহুলোক শুনতে আসতেন, কিন্তু অনেকেই আমার কথা বুঝতে পারলেন না। যারা খাওয়া দাওয়া থাকাতেই ব্যস্ত, তারা বৈষ্ণবতা হ'তে শত সহস্রযোজন দূরে। এদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রতিযোগিতা নাই। আমরা কৃষ্ণ-বিমুখের সঙ্গ হ'তে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। ভাগবত-শ্রবণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির নিকটই ভাগবত কীর্ত্তন করতে হ'বে। তবে যারা দুঃখে পড়ে আছে তাদের উদ্ধার আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকাল তা'তেও বিপদ। দুই পক্ষে ঝগড়া চলছে। তৃতীয়পক্ষ তাঁদের ঝগড়া মিটাতে গেলে লাঠিটা তা'রই ঘাড়ে পড়ে। জলে ডোবা লোককে যে উদ্ধার ক'রতে যা'বে, তা'কেই চেপে ধরে অনেক ব্যক্তি ডুবিয়ে দিতে চায়। "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥" বিদ্বেষীকে incorrigible জেনে দূরে রাখতে হ'বে। অন্তরধানে হরিনাম দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু অনেক জনগণ গুরুর কাছে হরিনাম-গ্রহণের অভিনয় ক'রে বিপথগামী হ'চ্ছে। গুরুও বলছে যা ইচ্ছা কর, বাহিরটা দিও। কিন্তু অপরাধযুক্ত হ'লে হরিনাম হয় না। "মন্ত্রাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ, মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ" বিচার না ক'রে যা'র যা'র গুরু তা'র তা'র কাছে, সয়তানের গুরু, চুরি করার গুরু হ'লে চলবে না। ঠাকুর ঘরে পূজা করবার জন্য কেউ যায়, আবার কেউ বা চুরি করার জন্যও ঠাকুরঘরে ঢোকে—এ রকম ভাগ্যহীনতার কথাও অনেক শুনতে পাই। ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন—'অন্যতোরে সত্য করি মানি বা অবনে যতন করি' ধন 'তেয়াগিনু'—এ গুলি গল্পের কথা নয় বা সুর মান লয় লাগাবার জন্য নয়, হরিসেবায় যোগ্যতা লাভ করবার জন্য। নিজের বাহাদুরী ক'রে জগতের জীবকে বঞ্চনা করব বা আত্মবঞ্চনা করব এটা ভাল নয়। শুদ্ধভক্ত পদার্থকে বহুমাননা ক'রলে বিফলমনোরথ হ'তে হয়। শুষ্কনামাশ্রিত হ'লে বিশ্বদর্শন ঘুঘে হ'য়ে যায়। নামাভাস, নামাপরাধ বর্জ্জন ক'রে, অসৎসঙ্গ ত্যাগ ক'রে শুদ্ধ নামাশ্রয় করাই কর্ত্তব্য।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

[একই জাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিবে।]

সর্ব্বত্র বিবর্তকেই একমাত্র বস্তু বিচার করলে 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' থাকতে হ'বে। লীলাময়ের লীলা সত্যসত্য, পূর্ণজ্ঞানময়। নিত্যানন্দ যেখান থেকে লক্ষ কোটী যোজন দূরে অবস্থিত। সেখানে নিত্য নবনবায়মান আনন্দ বিরাজমান। সেখানে পৌঁছান দরকার। সেই পরমেশ্বর বস্তু সাক্ষাৎ আমাদের সম্মুখে রয়েছেন। (শ্রীবিগ্রহের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) এঁকে বদ্ধজীবভোগ্য কাঠ-মাটিপাথর বিচার করবেন না। হৃদয় নির্ম্মল হ'লে দেখবেন সেই বস্তু ভোগ্য লিঙ্গমাত্র নহেন—পরমবাস্তব সত্য। বাস্তব ভূতশুদ্ধি সেই সময়েই হ'বে।

দুর্জ্জয়লিঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

[৭ম সংখ্যার প্রকাশিতাংশের পর]

রাজর্ষি কুমার পরবিশ্বনারায়ণ রায় শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন,—আপনি দার্জ্জিলিংএ উপস্থিত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট একদিন সাধারণ সভায় কিছু হরিকথা বলিলে ভাল হয়। তাহাতে ঐ সকল ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষার অপরোক্ষত্ব বুঝিতে পারিবেন।

এতদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—জাগতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অধিকাংশই আমার কথার ঠিক ঠিক মর্ম্মার্থ বুঝ্‌তে ও ধর্‌তে পার্‌বেন না। বিশেষতঃ তাঁহাদের সময় অতীব পরিমিত। কিন্তু যাঁহারা এ সকলকথা শুন্‌বার জন্য আমার নিকট কৃপাপূর্ব্বক তা'দের অনেক সময় ও মনোযোগ প্রদান ক'রেছেন, তা'রা আমার কাছে শুনে সে সকল কথা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপযোগী ক'রে হয়ত' বল্‌তে পার্‌বেন। বিশেষতঃ যাঁরা আমার কাছে অনেক কথা শুনে' প্রাথমিক অনেক কথা ধর্‌তে পেরেছেন, তাঁ'দের মধ্যে কথা বল্‌লে আমার অধিক স্ফূর্ত্তি হয়। আর বাইরের লোকের নিকট সে সকল কথা বল্‌লে রসভঙ্গ হ'য়ে যায়। তাঁ'রা এক বুঝ্‌তে আর এক বুঝেন।

• • •

আমরা present constitution of Government কে পরমার্থ প্রচারের অনুকূল জান্‌লে অবশ্যই আদর কর্‌ব। যা'রা ভক্তি-অনুকূল-প্রতিকূল বিচার বুঝ্‌তে না পেরে disturb কর্‌তে আস্‌বে, তা'দেরও সহিষ্ণু হ'য়ে বুঝাব।

গত ১৫০ বৎসরের ভারতের বৃটিশ-শাসন ধর্ম্মজগৎকে যে নিরপেক্ষতারূপ সুবিধা দিয়েছেন, যা' পূর্ব্বে আমরা বিধর্ম্মী রাজার রাজত্ব কেন, তথাকথিত স্বধর্ম্মী রাজার রাজত্বেও পাই নাই, সেটা অস্বীকার করা বা তদ্বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ান করা ধর্ম্মজগতের দিক্ থেকে কল্যাণকর নহে। যখন হিন্দুরাজগণের রাজত্ব ছিল, তখন কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-ধর্ম্মকেই হিন্দুধর্ম্ম ব'লে স্থাপন ক'রে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে নানাভাবে নির্য্যাতিত ও আক্রমণ কর্‌বার চেষ্টা হ'য়েছে। সামাজিক অনুদারের নাম ক'রে castial prejudiceএর জগদ্দল বাড়িয়ে দিয়েছে এবং বর্ণাশ্রমাতীত বা জাগতিক জাতিকুল-নিরপেক্ষ বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর সেই কুসংস্কারের অভিযান আনয়ন করা হ'য়েছে। নিজের নিজের অপস্বার্থপরতার জন্য সূত্রধরব্রাহ্মণ হ'য়েও যদি স্মার্ত্তবৃত্তির কেবল বাহ্যপোষাক পরি, অথবা শূদ্র-প্রকৃতি বা ব্রাহ্মণ-প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশের অভিনয় করি এবং সেই সুযোগ নিয়ে পরমার্থকে আক্রমণ করি, তা' হ'লে সেইরূপ হিন্দুধর্ম্ম সনাতন পারমার্থিক ধর্ম্মের আক্রমণকারী বিধর্ম্ম ব'লেই প্রমাণিত হ'বে। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐতিহাসিক বর্ণনানুসারে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কালে 'পাষণ্ডী' হিন্দুগণ কিরূপ পরমার্থের বিদ্বেষ ক'রেছেন, শ্রীচৈতন্যের ন্যায় পরমার্থ-শিক্ষকের প্রতি পর্য্যন্ত অন্যায় আচরণ ক'রেছেন, তা' শুনে মনে হয়, ভারতে বৃটিশ-শাসনের মধ্যে আমরা নিরপেক্ষভাবে ধর্ম্মানুশীলনের অনেক সুযোগ পেয়েছি। শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপে উচ্চ কীর্ত্তন কর্‌তেন ব'লে পাষণ্ডি হিন্দুগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে নবদ্বীপ হ'তে বহিষ্কৃত কর্‌বার জন্য কাজীকে যেরূপ অনুরোধ ক'রে-ছিলেন, মনে হয়, সেরূপ অনুরোধ বর্ত্তমান শাসক-সম্প্রদায়ের দরবারে রক্ষিত হ'তে পারে না। যদিও বিধর্ম্মিগণ তাঁ'দের ধর্ম্ম-মন্দিরের সম্মুখে উচ্চ কীর্ত্তন তাঁ'দের উপাসনার বিঘ্নকারক ব'লে অভিযোগ কর্‌তে পারেন, তথাপি কেবল ধর্ম্মান্ধতা ও প্রচ্ছন্ন ধর্ম্ম-বিদ্বেষের জন্য অপরের ধর্ম্ম-মন্দিরের নিকট উচ্চ সংকীর্ত্তন কর্‌বার কোন বিশেষ সার্থকতাও দেখা যায় না। অপ্রমত্তভাবে হরিনামোপদেশ পারমার্থিক বৈষ্ণবধর্ম্মে নিষিদ্ধ হ'য়েছে। কিন্তু পূর্ব্বের শাসক-সম্প্রদায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ধর্ম্মানুশীলনের প্রতি আক্রমণ ও তা'তে নানাপ্রকার বিঘ্নোৎপাদন করেছেন,—ইতিহাসে এরূপ যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

ভগবৎকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট অধিকার যদি আমরা অন্যায়পূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা করি, তা' হ'লে অশান্তি বৃদ্ধি হ'বে। রাজনীতি বা ভোগ-নীতির অধিকার ভগবান্ কিছু সময়ের জন্য যাঁদের প্রতি অর্পণ ক'রেছেন, তা'তে বিদ্রোহী হ'লে কেবল অশান্তি-বিষয়ই বর্দ্ধিত হ'বে।

যে যেঽন্যথাপি যদ্ নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥
(ভাঃ ১১।১১।৩৬)

যে নিজনং প্রেয়ঃ পরমপ্রেষ্ঠ ভবাবহঃ।
(শ্রীঃ ৩।৩৫)

এই ১৪০ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে কত অধিক মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার হ'য়েছে, কত ধর্ম্মপুস্তক ছাপা হ'য়ে গেছে। আমরা কলজড়মার্ত্তদের সহিত পারমার্থিক দর্শকে তুলনা ক'রে সাধারণের নিকট দেখা'তে পারি। আজ উভয়ের কলজড়মার্ত্তদের ফলগুলি দেখিয়ে দিতে পারি। আজ "যত মতপথ প্রোক্তঃ"—এই ভাগবতের শ্লোক কীর্ত্তন করতে পারি। তা নাহ'লে খ্রীষ্টশাসনের স্বাধীনতার নিকট আমাদের পারমার্থিক অধীনতা এসে যেত। বৈষ্ণব-বিধানে শ্রাদ্ধ করতে গেলে হয় ত' আবার কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণ ক'রে বধ করতে হ'তো। পৃথু, অম্বরীষ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির ন্যায় বৈষ্ণব-রাজশাসনের পরিবর্ত্তে হিরণ্যকশিপু, কংস বা রাবণের ন্যায় কর্ম্মজড় রাজন্যের শাসন হিন্দুরাজশাসনের পরিচয় দিয়েও পরমার্থকে চিরবন্দী ক'রে রাখ্‌ত। হিরণ্যকশিপুর ন্যায় তথাকথিত হিন্দুরাজার শাসনে আজও প্রহ্লাদের পর্য্যন্ত পরমার্থানুশীলনের স্বাধীনতা—আত্মানুশীলনের স্বাধীনতা-হরণের চেষ্টা হ'তেছিল।

• • •

কোন ব্যক্তি খুব স্বচ্ছন্দে বল্‌তে বসেছেন, "রক্তো-ত্তাপকে বৃদ্ধি কর।" অবশ্য সেই ব্যক্তির সেখানে ঐরূপ উদ্দেশ্য না থাক্‌তে পারে, কিন্তু Nationalism এর abuse ও রজোগুণ বৃদ্ধি করার চেষ্টার সংস্পর্শ হ'তেই এই সকল অসুবিধা উপস্থিত হ'য়েছে। যে বিকৃতরুচি-রহিত হ'য়ে ও কেবল রজোগুণ বৃদ্ধি ক'রে Germany, Russia বা অন্যান্য আধুনিক সভ্যতার যন্ত্রে দীক্ষিত যেখানে-সেখানে ভোগবাদ প্রবাহিত হ'য়েছে, Rational মানুষ যদি ধীর হ'য়ে সে সব কথা ভাবে, তবে তা'রা বুঝ্‌তে পারবে যে আধুনিক সভ্যতার গর্ব্বে গর্ব্বিত, স্বাধীনতা ও সুবিধা-বাদের অভিমানে প্রমত্ত জাতি ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ভুল-পথে চল্‌ছে—ধ্বংসের দিকে দৌড়াচ্ছে। আর তাঁদেরই আদর্শ অনুকরণ করতে চাচ্ছে পরাধীনাভি-মানী ভারত। পরমার্থোন্মুখতা হ'তে কতটা বিচ্যুত হ'লে ঐরূপ আদর্শকে অনুকরণ করবার প্রবৃত্তি ও প্রেরণা হয়, তাহা ধীর হ'য়ে কেউ বুঝবার চেষ্টা করেন না। কিন্তু আমাদের কথা শুনে হয় ত' অনেকে ব'লবে —'কোতো' লোকের কথা শুনো না। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা যারা বলে, তারা অন্যান্য লোকের ধারণা নিয়ে বসে রয়েছে।

সভ্যতা ও জাতীয়তার বন্ধন যত বেড়ে যায়, তত মানবের অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তত তাহারা চিন্তাশীল হন। সেই চিন্তাশীলতা আমরা ভারতবর্ষের পৌরাণিক সভ্যতার মধ্যে যতটা পাই তা'র Ontological aspect যদি গ্রহণ না করি, সেই চিন্তাশীলতার advantage যদি না লই, তাকে কেবল myth ব'লে প্রত্যক্ষ ভোগ-বাদকেই যদি সত্য মনে করি, তা' হলে আমরা সভ্যতার দোহাই দি'য়েও অসভ্যতার অন্ধকূপেই বরণ করব।

যে জাতি যতটা দুঃখের মধ্যে পড়ে, সে জাতির ততটা ঈশ্বরের আলোচনা, সত্যের আলোচনা, পারমার্থিক আলোচনার সুবিধা হয়। দুঃখকে পরমার্থ-যাজনের অনুকূল না করে—তা'কে কৃষ্ণকৃপা না জেনে যা'রা কেবল ভোগের অতৃপ্ত লালসায় ধাবিত হয়, তা'রা কোনদিন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ করতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—হরির মায়ার কীর্ত্তন করো না, "অনর্থায়াহিতো" বস্তুর কীর্ত্তন কর—আশ্রয়বিগ্রহের কীর্ত্তন কর। এজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য "গোপী গোপী" জপ ক'রে-ছিলেন। মৃত্যুই যে-সকল বস্তুর শেষ কথা, সে-সকল বস্তুর কীর্ত্তন করো না। এজন্য ভাগবত ব'লেছেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥ (ভাঃ ১১।৯।২৯)

ঘটিন্ত ক্লকে পরতঃ যতো বা নিধোঽভিপত্তেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভিবিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩০-৩১)

'ধীর' শব্দের অর্থই—তৃণাদপি সুনীচ। বিভুই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের একমাত্র গতি।

যা'রা ভাবী উত্তরাধিকারিগণের জন্য ধনসঞ্চয় ক'রে যা'বে, ভগবৎসেবায়, বৈষ্ণবের সেবায় সমস্ত ধন নিযুক্ত না ক'র্‌বে, তা'দের সর্ব্বনাশ ক'র্‌বার জন্য তা'দের বংশে অনেক কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে। কারণ, ঐসকল উত্তরাধিকারী যখন দেখ্‌তে পাবে যে, তা'দের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ব্যাঘাত ক'র্‌বার জন্য—দত্তাত্রেয়ের পথ কণ্টকিত ক'র্‌বার জন্য তা'দের পূর্ব্বপুরুষ এত অর্থ জমিয়ে রেখে গেছে, তখন তা'রা সেই অর্থকে তা'দের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন ক'রে পূর্ব্বপুরুষগণকে পুরস্কার দেবে।

বর্ত্তমান এমারমঠের মহান্ মহাশয় তাঁ'র পরমগুরুর সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে এক সময় আমাকে একটি কথা ব'লেছিলেন। তাঁ'র পরমগুরু মঠ-মন্দিরাদি ক'র্‌ছিলেন। তিনি ব'লেছিলেন,—'মঠ-মন্দিরের ভোগাদর্শন সমস্ত ভূমিসাৎ ক'রে দিব। ভাল ভাল মঠ-মন্দির থাক্‌লে আমার উত্তরাধিকারীরা হরিভজন ক'র্‌বে না, তা'রা নিজের সুবিধা ক'রে নিবে। মন্দিরের প্রাচীর ভেঙ্গে লোককে প্রত্যেকটা পাথর বিলিয়ে দিব। যদি তা'রা ঘুটেতাড়া দিয়ে ঐ পাথরগুলি নিতে না পারে, তবে তা'দিগকে ঘুটের মজুরী পর্য্যন্ত দিয়ে দিব।' উত্তরাধিকারিগণ মঠ-মন্দিরের যা'তে অপব্যবহার ক'র্‌তে না পারে, এরূপ করাই তাঁ'র উদ্দেশ্য ছিল।

আমরা অনেক সময় বলি,—'গোবিন্দের মন্দির কেন বিষয়িগণ ভেঙ্গে দিলেন?' যা'রা ব'ল্‌তে থাক্‌তেন যে, মন্দিরের পাথরগুলি তাঁ'দের সাহায্য ক'র্‌বে, যাঁ'রা জড়ত্বে—নিজ-ভোগ্যবস্তুতে গোবিন্দের আরোপ—চেতনের আরোপ কর্‌বার জন্য চেষ্টা ক'র্‌ছিলেন, তাঁ'দের সেই প্রাকৃতসাহজিক বুদ্ধি, তাঁ'দের তামসিক বুদ্ধিতে আঘাত দেওয়াই গোবিন্দের ইচ্ছা হ'য়েছিল। কিন্তু যাঁ'রা চেতনের মন্দির দর্শন করেন, যাঁ'রা সত্যি সত্যি গোবিন্দের মন্দির দর্শন করেন, সেই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত কৃপাসুগ বৈষ্ণবগণ ঐ ব্যাপারকে ওরূপভাবে দর্শন করেন না। জগতের লোকগুলি ভাগবতের এই শ্লোকটি বুঝ্‌তে পারেন নাই—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

যে পাথরের দ্বারা আমাদের ভোগের কার্য্য চলে, গোবিন্দের মন্দিরকে যদি সেরূপ পাথরমাত্র মনে করা যায়, কেবল প্রত্নতাত্ত্বিকের জড়বুদ্ধি বা প্রাকৃত-সাহজিক বুদ্ধিদ্বারা গোবিন্দের মন্দির দর্শন করা যায়, তা' হ'লে সেরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে গোবিন্দ কৃপাপূর্ব্বক বিনাশ করেন। গোবিন্দ তাঁ'র নিজের মন্দির ভাঙ্‌তে দেন নি; ভগবদ্-ভক্তের সেবাময় বাস্তব-দর্শনে ভেদেছেন সেই প্রত্ন-তাত্ত্বিকের, প্রাকৃত-সহজিয়ার ঘাটিয়া ভোগবুদ্ধি। শকটাসুর মনে ক'রেছিল যে, সে অধোক্ষজ কৃষ্ণকে তা'র তাঁবাহিতার চাপে মেরে ফেল্‌বে। কিন্তু শকটাসুর ধ্বংস হ'য়ে গেল—আধ্যক্ষিকতার ধুয়া ভেঙ্গে গেল—কৃষ্ণের কাছে তাঁবাহিতা বিধ্বংসিত হ'লো।

[রাজর্ষি কুমার শরদিন্দুনারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া]

গৌড়ীয়ের ৪র্থ সংখ্যায় (১৩শ বর্ষ) "অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত" ব'লে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'য়েছে; বোধ হয় তা' দেখেছেন। যা'রা মেপে নেওয়ার ধর্ম্মে আবদ্ধ, তা'রা কি ক'রে বাস্তবসত্য বুঝ্‌বে? যে-পর্য্যন্ত-না জীবের হৃদয়ের অধিষ্ট বস্তু হ'বে, সে-পর্য্যন্ত "অনন্যা আরাধিতঃ" বস্তুর রাজ্যের দ্বারদেশ, 'অনন্যা নীতে'র রাজ্যেই ততদিন জীব আবদ্ধ। hilistinism বা দেনানীতি Commercial int ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। পরা-নীতিটি এই ধ, যমুনা, গোধন, বল্লব, পল্লব, চিত্রক, সুরাম, শ্রীদাম, যশোমতী, নন্দ, ব্রজবালাগণ কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছিল; সুতরাং তাঁ'র exchange value কিছু payment ক'রে কৃষ্ণকে নিয়ে আসা যা'ক্—ইতি Shylockএর যেরূপ বুদ্ধি ছিল।

• •

বাদরায়ণ-সূত্রের একমাত্র ব্যাখ্যা—সমস্ত শ্রুতির একমাত্র ব্যাখ্যা—ভাগবতের একমাত্র ব্যাখ্যা—"তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোক; অথবা "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের যদি ভাষ্য ও টীকা হয়, তা' হ'লে

সমস্ত উপনিষদ্, সমস্ত সূত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত ঐ শ্লোকেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ হ'তে পারে।

Prof. Baur আমার নিকট এক পত্র লিখেছিলেন। তিনি বন মহারাজের দ্বারা আগে বক্তৃতা করিয়েছিলেন। তিনি পরমার্থের কথা ধ'রতে না পেরে কতকগুলি প্রশ্ন ক'রেছেন। তাঁর মনে খট্‌কা লেগেছে—আমরা কেনই বা রক্ত জল করা অর্থ ব্যয় ক'রে পাশ্চাত্যদেশে প্রচারক পাঠিয়েছি; কারণ, তিনি বলেন,—যে-পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ গুরুবাদ (?) বর্জ্জন না ক'রবেন, সে-পর্য্যন্ত তিনি সেখানে ভারতের কোন কথা শুনবে না। তিনি আরও ব'লেছেন যে, তাঁ'দের অনেক গোঁয়ার আছে! আমি এসকল কথার উত্তর পাঠিয়েছি।

* * *

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরনারায়ণ রায় শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভুপাদের বিলাত যাওয়ার কথা ছিল, কবে যাওয়া হ'বে? প্রভুপাদ বলিলেন,—ঈশ্বরেচ্ছা হ'লে, তখনই হ'তে পারবে। পাশ্চাত্যদেশে অভিযানে বহু অর্থের প্রয়োজন, ইহা শুনিয়া প্রাজ্ঞ মহোদয় বলিলেন, অমুক মিশন ত' বহু টাকা পাচ্ছে। প্রভুপাদ বলিলেন, তারা ত' টাকা নিশ্চয়ই পাবে, আধ্যক্ষিকতার প্রচারে কি টাকা পাবে না? রেডক্রস্ সোসাইটি কি টাকা পা'বে না মনে করেন? আমাদের মধ্যে ত' ভোগ্য প্রত্যক্ষের কোন কথা নাই। অধোক্ষজ-কথার প্রচারে জগতের সুবিধাবাদকামী মানুষ সব বিরুদ্ধ হ'য়ে যাবে। এলাহাবাদে যখন মাননীয় স্যর ম্যাল্‌কম্ হেলি শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তন-মন্দিরের ভিত্তি দিতে আসলেন, তখন তিনি ব'লেছেন,—আমাদিগকে লোকে ডাকেন, কোন হাসপাতাল, না হয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি জাগতিক কোন কার্য্যের প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি দিতে বা উদ্বোধন ক'রতে; কিন্তু আপনাদের নিশনে যখন সেরূপ হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কিছুই নাই, তখন আমি এখানে এসেছি কেন? এর একটা কৈফিয়ৎ এই যে, আমি যে প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, সেই প্রদেশে প্রায় চারিশতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার হ'য়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—আমাদের কথা হ'চ্ছে, আমরা পারমার্থিক হাসপাতাল ও পারমার্থিকশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমানে অধিক অনুভব ক'রছি। কেবল সাময়িক, দৈহিক বা মানসিক ত্রিবিধ দুঃখ দিয়ে মানবজাতির ভোগের সহায়তা করা বা তাঁহাদিগকে অধিকতর অশান্তির রাজ্যে প্রবিষ্ট হ'তে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা বলি,—

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অতেন ব্রজ কিমিতিসেন কিঞ্চিৎ
যাচামি বা তাং নবণামি বা তাং॥

আমাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ ক'রতে পারেন একমাত্র জগদীশ্বর, আর তারপরে পারেন—দিল্লীশ্বর। আমরা দিল্লীশ্বরের কাছে এইটুকু চাই যে, আমরা জগদীশ্বর শ্রীচৈতন্যের কথা তাঁর রাজ্য ও প্রজামণ্ডলের মধ্যে যেন নির্ব্বিঘ্নে প্রচার ক'রতে পারি। শ্রীচৈতন্যদেব ভারতীভবন দিল্লীশ্বরের অধীনস্থ প্রদেশে পরিভ্রমণের অভিনয় ক'রেছিলেন ব'লে শ্রীচৈতন্যদেব দিল্লীশ্বরের প্রজা ছিলেন না। শ্রীচৈতন্য-দেব রাজরাজেশ্বর বিশ্বম্ভর। দিল্লীশ্বর ও তদনুগত সকলেই শ্রীচৈতন্যের প্রজা। ব্রহ্মাদি ঈশ্বরও শ্রীচৈতন্যের প্রজা।

প্রাজ্ঞ—প্রভুপাদ কংগ্রেস্ মতকে কিরূপ মনে করেন?

প্রভুপাদ—জাগতিক সুবিধাবাদ যাদের আদর্শ বা তাৎকালিক অস্তিত্বই যাদের অধিষ্ঠান, তা'দের জন্য ঐসকল মতের উপযোগিতা আছে।

প্রাজ্ঞ—ইণ্ডিয়া ত' poorest country of the world হ'য়ে গেল।

প্রভুপাদ—ইণ্ডিয়ার rulerগণ বৈশ্য-জগতের নীতি-রীতিরই (commercial interest) অনুসরণ ক'রছেন। পাশ্চাত্য দেশের যে খবর পাচ্ছি, তা'তে "রেল কড়ি মাখ তেল" ছাড়া তা'দের কোন কথা নেই। বন মহারাজ আর্জ্জেণ্টী হ'তে এক পত্র লিখেছিলেন যে, তিনি আর্জ্জেণ্টীতে কোন ভদ্র-লোকের গৃহে তাঁর সামান্য কএকটা বিজ্ঞানপত্র রেখে আসবেন, এজন্য তাঁকে অর্থ দিতে হ'বে। তিনি লিখেছেন, ভারতবর্ষ হ'লে কোন পরিচিত ব্যক্তির নিকট হ'তে এরূপ ভাবে অর্থ-গ্রহণের প্রথা থাকত না—বিশেষতঃ ভিক্ষু সন্ন্যাসীর কাছ থেকে। পাশ্চাত্যদেশের প্রত্যেক কথাই জড় সুবিধাবাদ। ৮০ মাইল বেগে ট্রেণ চ'লছে, এমন সময় কেউ দেখ্‌লেন যে, তাঁর পায়খানাটি হয় ত' অপরিষ্কার

র'য়েছে। সুবিধাবাদীর মত এই যে, তিনি তখন ঐ ৮০ মাইল বেগের গাড়ীকে থামিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করাবেন, তথাপি নিজে একটুকু অসুবিধা ভোগ ক'রবেন না। কিন্তু সুবিধাবাদী নিজের সুবিধায় এত অন্ধ যে, সে তখন চিন্তা ক'রছে না, হয় ত' ঐ গাড়ীতে এমন একটা লোক আছে—যা'র সময়-মত কোর্টে পৌঁছুতে না পা'রলে মোকদ্দমা নষ্ট হ'য়ে যাবে, কিংবা হয়ত কেহ কোন মরণাপন্ন ব্যক্তির জন্য এমন কতকগুলি ঔষধ নিয়ে যাচ্ছেন যে, সময় মত না পৌঁছুতে পা'রলে সেই রোগীটি মারা যাবে। সুবিধাবাদী যে নিজের অধৈর্য্যের দ্বারা অপরকে কতটা উদ্বেগ অশান্তি দিলেন, অনেক সময় সে বিচার ঠিক রাখ্‌তে পারেন না। আবার নিজের ও পরের সুবিধার মধ্যে একটা সমন্বয় করবার জন্য civic এর দরকার হ'য়েছে।

প্রশ্ন—ইহাই ত' জগতের normal state, তা' হ'লে কি একজাতি তা'র সুবিধার ক্ষতিতে প্রতিবাদ ক'রবে না?

প্রভুপাদ—যদি আত্মমঙ্গলের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তা' হলেই প্রতিবাদ জানাবার সার্থকতা আছে। তবে যাঁ'দের অধিকার ও আদর্শ এই জড় সুবিধাবাদকেই অবলম্বন করে, তাঁরা আপনা হ'তেই ত' তা ক'রবেন, তা'তে বিশেষ প্রয়োজনের দরকার হবে না। National interest ব'লে যে কথা উঠেছে সেটা কি? তা' কি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ একটুও তলিয়ে দেখ্‌বেন না? National interest এর নামে অপস্বার্থপরতা, অপসাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম্মান্ধতা, মৎসরতা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং অবশেষে রক্তলোলুপতা সভ্যসমাজে স্থান্ পেয়েছে। আমরা ঐরূপ National wealth, national power এর বিচার ক'রতে গেলে উহাকে অন্ধকূপস্থিত মনে করি। কিন্তু সভ্যতা ও শিক্ষার নামে আধুনিকভাবাদ যে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার সৃষ্টি ক'রছে, তাতে ঐ সকল অন্ধ-কূপস্থিত ও ভেকের আধুনিগুলিরই বহুমানন হ'চ্ছে। নারায়ণের বৈভবের প্রতি—কৃষ্ণকথা-প্রচারের বৈভবের প্রতি প্রচ্ছন্ন নাস্তিকসম্প্রদায়ের যে মৎসরতা, তা' তাদের বিমুখতারই উপযুক্ত দণ্ড। যাঁরা Personality of Godhead সত্য সত্যই স্বীকার করেন, তাঁদের আমরা আদর ক'রব। আমরা তাঁ'দিগকেই প্রকৃত খৃষ্ট ধর্ম্মের অনুগত ব'লব, যাঁরা খৃষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে Personality of God স্বীকার করেন। এই পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্বের প্রতি আত্মাই ভক্তিবিজ্ঞানের নেক্সস্। Salvationism Elevationismএরই আর একটা দিক্। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বাস্তব সত্যে এতদূর পূর্ণ কথা আছে যে, Pope of Rome ও Arch Bishop of Canterbury প্রভৃতি লোকবাক্ মনীষিগণও সেই সকল কথার সত্যতা কোন না কোন দিন উপলব্ধি ক'রতে পারবেন। 'তাঁরা তখন বুঝ্‌তে পারবেন, শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারক মাত্র নন, শ্রীচৈতন্যদেব মন্মথমন্মথ—পূর্ণতম বস্তু। তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, পূর্ণতম loving unit হ'চ্ছেন একমাত্র কৃষ্ণ।

মনুষ্যজাতির মনোধর্ম্মের সহিত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের পার্থক্য র'য়েছে। আমাদের এই সকল কথা এখন লেখা থাক, পরে এসকল কথা হয়ত' বুঝ্‌বে মানবজাতি, আমরা এদের থেকে চলে গেলে। আজকাল 'দেশাত্মবোধ' প্রভৃতি কতকগুলি কথা তৈরী হ'য়েছে; এ উপযুক্ত পরিভাষা বটে। এরই নাম জড়াত্মবোধ—অর্থাৎ আত্মাকে, চেতনকে জড় মনে করা। ইহার আর একটি পর্য্যায়-শব্দ দেহাত্ম-বোধ। মহম্মদ তোগলকের মুদ্রা-প্রচলনের চেষ্টার ন্যায় জড়াত্মবোধযুক্ত ব্যক্তিগণও পরিণামে স্ব-স্ব-ক্রিয়া-মুদ্রা-দ্বারাই দণ্ডিত হবেন। আমাদের কথা জগতের লোক, যাঁদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও সুবিধাবাদের স্পৃহা আছে, তাঁরা ধ'রতে পারবেন না।

প্রশ্ন—প্রভুপাদের কৃপায় কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে ও ভারতের বাহিরে পঞ্চাশটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। পৃথিবীর কত লোক আপনার কথা গ্রহণ ক'চ্ছেন?

প্রভুপাদ—পঞ্চাশটি মঠের পরিবর্ত্তে যদি আমি সত্যি সত্যি ৫০টি মানুষ পেতাম, তা' হ'লে আমি আমাকে বেশী ভাগ্যবান্ মনে ক'রতাম। আমি চাই চেতনের মঠ। চৈতন্যমঠ প্রকাশের জন্যই এত মঠ স্থাপনের প্রয়োজন হ'য়েছে।

প্রশ্ন—তা'ও তো আপনি পেয়েছেন। আপনার এক একজন শিষ্য ত' এক একজন দিক্‌পাল।

প্রভুপাদ—ইঁহারা ত' ছেলে কথা ব'লছেন। নির্ভীক-ভাবে শ্রীচৈতন্যের বাণী ঘোষণা ক'রতে পারছেন কোথায়? শ্রীচৈতন্যের চরণে একান্ত আত্ম-সমর্পণ না হ'লে সেই নির্ভীকতা আসে না। জগতের সকল লোক যদি সত্য-

কথার বিরোধী হ'য়েও যায়, তথাপি শ্রীচৈতন্যের নিজ-দাস-গণের পদরেণু দ্বারা মাথার মুকুট তৈরী ক'রে নিতীকচিত্তে সত্য কথা ব'লতে হ'বে। সত্য কথা ব'লতে গেলে লোক-প্রিয়তা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা যাবে না। একথা বল্‌তি না যে, দুনিয়ার লোককে চটিয়ে দিলেই সত্য কথা বলা হ'ল। যিনি সত্যের প্রচারক, তিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সত্য প্রচার ক'রবেন; তিনি যেন মনে না করেন, জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করাই অর্থাৎ লোকের নিকট ভক্ত-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তিই—অপর ভাষায় সত্যকে আবরণ করাই তৃণাদপি সুনীচতা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসিকবাণী ভুবনমঙ্গল হরিস্মরণ-উৎসব এ বৎসর সর্ব্বাঙ্গীন-সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-তিথিপূজার দিবসও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত দিবসব্যাপী হরিকথা-কীর্ত্তন, শ্রীনাম-মাহাত্ম্য ও শ্রীনামসাধনের প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ এবং পরম শুদ্ধভক্তিশালী ব্যক্তিগণের কর্ণে হরিনাম-মহামন্ত্র-প্রদান পারমার্থিক ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা। ঐ ভুবনপাবনী তিথিতেই আশাতীত সপ্তাহ-মধ্যেই যাহারা হেয় এইচ, ই, ভন্ কোরেব শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে তারক ও পারকব্রহ্ম শ্রীনাম-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর তরীরূপ-স্বরূপ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পাশ্চাত্য-দেশে গৌরকৃষ্ণ-নামের জয়ডঙ্কা ঘোষণার অভিলাষ করিয়াছিলেন, সেই গৌর-নিজ-জন ঠাকুরের প্রকট-তিথিতে পাশ্চাত্যদেশীয় সুকৃতিমান্ ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি-গণের গৌরশক্তি শ্রীমুখে নামশ্রবণ ভক্তিবিনোদের প্রকট-তিথিপূজারই অনুকূল বিষয়।

এবৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সমাপ্তির দিবস অর্থাৎ ২৬শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীবিষ্ণুরূপ-মহোৎসবের দিন আমাদের ন্যায় অবিশ্বাসী ও আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের প্রতীতির জন্য বোধ হয় গৌরজন এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার 'ভক্তোত্তরক' ও 'ভক্তৈকরক্ষক' নাম সার্থক করিয়াছিলেন। ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব যেরূপ প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ গৌরজনও তাঁহার প্রচারের প্রধানতম সহায়ক ও ভাবী প্রচারের সকাশস্থ ভক্তবৃন্দকে যেন নিজ-অঙ্কে ধারণ করিয়া অত্যাশ্চর্য্যভাবে রক্ষা করিবার লীলা দেখাইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সূত্রপাত বা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত প্রাক্কালে যে এক অলৌকিক বিঘ্ন-বিনাশন-লীলার কথা মহামহোপদেশক শ্রীমদনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ওঁবিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বের পঞ্চমবৈভবে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ঘটনা বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের কথা। আবার বাঙ্গালা ১৩৩৩ সালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সমাপ্তির দিবসই আর একটি বিঘ্ন-বিনাশন-লীলার অভিনয় হইয়াছিল। ১৩০৭ সালে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশোৎসব-সমাপ্তির দিবসও "স্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো" (ভাঃ ১০।২।৩০)—এই বাক্যের সার্থকতা বিধান পূর্ব্বক প্রাকৃত গণদেবতার মস্তককে সোপান করিয়া নৃসিংহদেবের অনুচরানুচরগণ প্রেষ্ঠার্থা ভক্তিরঙ্গনের জয়গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীনৃসিংহদেব গণদেবতার কুম্ভযুগলে পদদ্বয় স্থাপন করিয়া গণদেবের প্রাকৃতসিদ্ধি-দানের বিদ্রোহকে শান্ত করিয়া-ছিলেন। আবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বজয়ী প্রচারের নব-পর্য্যায়ের কিরণ-রশ্মি যখন চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইবার সূত্রপাত করিল, সেই বৎসরের উৎসব-পূর্ণিমান্তে "শ্রীভক্তি-মার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধ" এবং তৎসঙ্গে আচার্য্যের ভক্তৈকরক্ষকতা ও প্রচারের প্রতিকার্য্যের মধ্যে ভক্তি-বিনোদের কৃপাদৃষ্টি প্রমাণিত করিবার জন্য আর এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। ভগবদ্ভক্তির বিঘ্নজাল যতই উপস্থিত হউক না কেন, আচার্য্যের সেই বাস্তব স্বরূপ-সমাধি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া

দিতেছে যে, যেখানে গৌরশক্তিদ্বারা শাশ্বতসত্যের প্রচার, সেখানে পঞ্চতত্ত্বাত্মক মহাপ্রভুর সহিত সকল গুরুবর্গই নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রচারের সহায়তা করিতেছেন ও করিবেন,—কারণ ইহাই তাঁহাদের কৃপা-প্রতিজ্ঞা। আমরা কেবল আচার্য্যের অকপট অপ্রতিহত অহৈতুক সেবার জন্য জীবন ধারণ করিতে পারিলেই সর্ব্বত্র রক্ষিত হইব। আমাদের আধ্যক্ষিকতা বিনাশের জন্য কতবারই ত' কত অতিমর্ত্য ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইল, কিন্তু নিরপট আচার্য্য-সেবায় রক্ষাকবচ পরি রই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শারস্বত-প্রবণ-সদনে গত ৮ই ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট রবিবার "বিরাগ ও ভক্তি"-সম্বন্ধে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহার পর সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয় কএকটি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন, তাহা সাংবাদিক হিসাবে লিখিয়া গেলে বা সংবাদ-হিসাবে পড়িয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে না, তাহা বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কেনই বা জগতের প্রতিষ্ঠাশালী সাধারণ ব্যক্তিগণকে সভাপতির আসন প্রদান করেন, তাহা সুবিচক্ষণ কুমার মিত্র মহোদয়ের অভিভাষণে ব্যক্ত হইয়াছে। যদিও কুমার বাহাদুর সৌজন্যে এই মহতী শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, তথাপি সেই সৌজন্যময়ী শিক্ষা সত্যের মর্ম্ম-কথা প্রকাশ করিয়াছে। সভাপতি মহোদয় বলিয়াছেন,—"গৌড়ীয়-মঠের পতিতপাবন আচার্য্যদেব এক অপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কার-পূর্ব্বক অযোগ্যকে উচ্চ আসন প্রদান করিয়া হরিকথা শুনাইতে বাধ্য করিয়াছেন।" সভাপতির এই সৌজন্যময়ী উক্তিতে তাঁহার যোগ্যতাই প্রমাণিত হইতেছে এবং তৎসঙ্গে সাধারণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে গৌড়ীয়মঠের সভায় সভাপতিত্বে বরণ করিবার কারণও অতি সুন্দর-ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

সভাপতি মহোদয় আর একটি কথা অতি অল্পাক্ষরে বলিয়াছেন, তাহা এই,—"গৌড়ীয়মঠ মরণের মুখে অমৃতের দূত।" যখন তিনি সভায় এই কথাটি উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন সঙ্গে-সঙ্গেই বিশিষ্ট সাধারণ শ্রোতৃ-বর্গের নিকট হইতে উচ্চ করতালি-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। সজ্জনগণ এই কথার সার্থকতা যেন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বিচক্ষণ সভাপতি মহোদয় আর একটি মূল-সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"এজগতে আমাদের সাময়িক সঙ্কট-ত্রাণের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান আছে এবং আরও হউক এবং আমরা প্রত্যেক সংসারী ও বিলাসী ব্যক্তি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অসৎকর্ম্ম হইতে সৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত হই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ জীব-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচার করিয়া যে অভিনব অভিজ্ঞতার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত জীব-জগতের নিত্য উপকার হইবে—ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য"। সুবিচক্ষণ সভাপতি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই বৈশিষ্ট্যটি সুন্দরভাবে করায় আমাদের আশা হইয়াছে যে, সুস্থ অন্তঃকরণ থাকিলে জগতের সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই বৈশিষ্ট্যটি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তখন আর আমাদিগকে বলিতে হইবে না যে, গৌড়ীয়মঠ এই বহা-হুড়িকের দিনে কীর্ত্তন-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া কেন সময় নষ্ট করিতেছেন!!"

"আধুনিক উপস্থিত-প্রয়োজনবাদী ব্যক্তিগণ তুলসীবৃক্ষে জলপ্রদানরূপ সেবা অপেক্ষা বেতনভোগে জল সেওয়াকে অধিকতর সময় ও শ্রমের সার্থকতা মনে করেন। হরি-কীর্ত্তনোৎসবের পরিবর্ত্তে অপর ব্যক্তির দৈহিক, সাময়িক ক্লেশনিবারণের প্রস্তাবকে অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করেন। ইহার কারণ আছে। যাঁহারা ঐরূপ মনে করেন, তাঁহাদের নিকট পরমার্থ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বহুরূপী উপকরণের অন্যতম। তাঁহারা সাধারণ দুর্গোৎসব বা বিবাহোৎসবের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব, সাধারণ বায়স্কোপ থিয়েটারে আমোদ উপভোগ করিবার ন্যায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি হরিসেবায় উদ্যোগকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ব্যাপার মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম ভোগের যোগানদার, কেন না, তাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনা-তৃপ্তির জন্যই ধর্ম্মের ধ্বজা ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মাজিগণের হরিসেবা কোন প্রকার

অভাভিলাষ, ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার তৃপ্তিরূপ ঐহিকপারের জন্য নহে; বিশ্বের সমগ্র চেতনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন করিতে সাহায্য করিবার জন্যই ভাগবতধর্মাবলম্বিগণের উৎসব। কাজেই সমগ্র মহাদেশ বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ প্রভৃতি ত্রিতাপ-বৈচিত্র্যে যদি সমগ্র পৃথিবী আক্রান্তও হয়, (তাহা হওয়াও অস্বাভাবিক নহে) তাহা হইলেও ভাগবতগণ ত্রিতাপের ঈষন্মনকারী এবং হরিসেবের বিস্তারকারী হরিকীর্ত্তনোৎসব হইতে বিরত হইয়া অভাভিলাষিগণের পরার্থে অন্য সাময়িক কার্য্যে মনোনিবেশ-পূর্ব্বক বিশ্বের প্রতি হিংসা করিবেন না।

সভাপতি মহাশয় অতি বুদ্ধিমত্তার সহিত জানাইয়াছেন যে, "মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা, কাক, বানর, কুকুর —এই সকল প্রাণীও তাহাদের জাতিভাইকে অপরের আক্রমণ হইতে প্রাণ দিয়া রক্ষা করে; অথচ তাহাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, ভোগচেষ্টা এবং ঈশ্বরবিমুখতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের যে ধর্ম্ম—বিরাগ-যুক্ত ভক্তি, ভগবানের সেবা—যাহা প্রস্ফুটিত চেতনের স্বাভাবিক ও নিত্যধর্ম্ম, সেই ভগবদ্-ভক্তির কথা জগতে কয়জনে নিষ্কামভাবে প্রচার করিয়া থাকেন?" আমরা সভাপতি মহোদয়ের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহার সুন্দর ও সরল হৃদয় এবং সুবুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়াছি।

গত ১০ই ভাদ্র (১৩৪২) তারিখের সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকার 'নবদ্বীপ'-শীর্ষক প্রবন্ধে (বোধ হয় সম্পাদকের লিখিত) কএকটি ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, তন্মধ্যে একটি ভ্রমের কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি। তাহাতে লিখিত হইয়াছে,—"শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের চেষ্টায় ফলে মায়াপুরে একটি অদ্বৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয়, একটি ধাতব্য-চিকিৎসালয় ও বহুসংখ্যক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্প্রতি মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট জমিতে একটি প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে ও বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডারসন্ তথায় যাইয়া মন্দিরের উদ্বোধন-উৎসব সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন।"

মহামান্য বাঙ্গালার গভর্ণর মহোদয় গত ১৫ই জানুয়ারী (১৯৩৫) শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কোন শ্রীমন্দিরের উদ্বোধন-উৎসব সম্পাদন করেন নাই। প্রবন্ধ-লেখকের কথিত মন্দিরের উদ্বোধন করিয়াছিলেন (গত গৌরজন্মোৎসব-বাসরে) শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বিংশ সমরবিজয়ী পরমশ্রীমৎ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ধর্ম্মধুরন্ধর মহোদয়।

উক্ত প্রবন্ধ-লেখক সহর নবদ্বীপের ভেট-প্রথার প্রতিকূলে কএকটি ঠাকুরবাড়ীর নাম উল্লেখ করিয়া উহাদের ভেট-ব্যবসায়ের দ্বারা কেবলমাত্র সংসারযাত্রা ও ভোগ-সম্পাদনের কথা জানাইয়া তদ্বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"কোন্‌টি মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহা এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ। সে প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে। আপাততঃ আমরা নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত ভেট-সম্পর্কিত যে অনাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়; তাহা না হইলে নবদ্বীপের গৌরব যে চিরতরে লুপ্ত হইবে; সে-কথা বলাই বাহুল্য। আমরা এবিষয়ে কলিকাতাবাসী গৌরভক্তবৃন্দেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।"

প্রবন্ধ-লেখক বোধ হয় অবগত নহেন যে, লণ্ডনের বৃটিশ-মিউজিয়ম ও ন্যাশনাল্‌গ্যালারীতে সংরক্ষিত দুইটি মানচিত্র—যাহা প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কিছুকাল পূর্ব্বে লণ্ডন হইতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা জলঙ্গী নদীর উত্তরাংশে ও ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের তাৎকালিক স্থিতি-সংস্থানের যে সাক্ষ্য অবিসংবাদিতভাবে প্রদান করিতেছে, তাহাতে বল্লালসেনের রাজধানীর স্থানোল্লেখ-পরিত্যক্ত প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুর ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় বা তৃতীয় নবদ্বীপের কিংবা মায়াপুরের সংস্থানের কথা টিঁকিতেই পারে না। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানে উপস্থিত হইয়া

ঐ স্থানচিত্রদ্বয় এবং নবদ্বীপের স্থিতি-সংস্থান দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

'কলিকাতাবাসী গৌরভক্ত' বলিতে প্রবন্ধ-লেখক কাহাদিগকে মনে করিয়াছেন, জানা যায় না। তবে কেবল এক গৌড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্ত গৌরভক্তবৃন্দই যাতীত অন্যান্য ব্যক্তিগণ, যতদূর জানা যায়, নানা স্বার্থের খাতিরে নবদ্বীপের ভেট-ব্যবসায় বা ধর্ম্ম-ব্যবসায় উচ্ছেদ করিতে কার্য্যতঃ অনিচ্ছুক। কারণ, ভেট-ব্যবসায়ের মধ্যে হাত পড়িলে শিল্প-ব্যবসায়, যন্ত্র-ব্যবসায়, ভাগবত-ব্যবসায়, কথকতা-ব্যবসায় প্রভৃতি ধর্ম্ম-ব্যবসায়গুলিও সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের প্রবণ-সদনের ভিত্তি-স্থাপন

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ গত ৩১শে আগষ্ট শনিবার রাত্রে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিদায়ক গোস্বামী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ-সহ কটক যাত্রা করিয়া ১লা সেপ্টেম্বর প্রাতে কটক ষ্টেশনে পৌঁছান। তথায় শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ যোগায়ন মহারাজ ও শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের অন্যান্য সেবকগণ প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সুসজ্জিত মোটরযোগে মঠে লইয়া যান। পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় তথায় একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। কটকসহরের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট মানবমাত্রেরই কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা হওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিয়া সংকীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের প্রবণ-সদনের ভিত্তি স্থাপন করেন। অনন্তর দ্বিপ্রহরের পর প্রভুপাদ তথা হইতে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমধামে যাত্রা করেন। কলিকাতার অনুগামিভক্তবৃন্দ যাতীত ভক্তিসুধাকর প্রভু ও যোগায়ন মহারাজ প্রভুপাদের অনুগমন করেন। পুরী ষ্টেশনে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীজগন্নাথদেব সেবা-বিলাস ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠের অন্যান্য সেবকগণ প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া চটকপর্ব্বতোপরিস্থ নবনির্ম্মিত প্রবণ-সদনে লইয়া যান। প্রভুপাদ সেই গৃহটির রচনা-সৌষ্ঠবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তথায় একদিবস অবস্থান পূর্ব্বক মঠ-সেবকগণকে বিবিধ সেবাকার্য্যের উপদেশ প্রদান করেন এবং ২রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর পুরী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া ৩রা সেপ্টেম্বর প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডতটে ঊর্জ্জব্রতপালন

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবতকথামৃত-বিতরণ

আগামী ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব (বিজয়াদশমী) ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে ও বিল্বপার শ্রীশ্রীমদনমোহনবিগ্রহ-সমন্বিত গোবামী প্রভুপাদের আনুগত্যে কার্ত্তিকব্রতপালন এবং অনুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ এবৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ', 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ', 'নিগমকল্পতরোঃ', "সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্-ব্রহ্মাদ্বৈকত্বলক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্।" প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বের এবং দশাবতারাদি অবতারাবলীর পৃথক্ পৃথক্ রসের আলোচনা-মুখে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণরস-বৈশিষ্ট্যের পরমচমৎকারিতার সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে যে অতি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারই বিশেষ এবং বিশদ ব্যাখ্যা শ্রীরাধাকুণ্ডতটে ঊর্জ্জব্রতপালনাদর্শ-প্রদর্শন-কালে প্রকাশ করিবেন। যে-সকল ভাগ্যবান্ সজ্জন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই হরিকথামৃতপানের সৌভাগ্যবরণে সমুৎসুক, তাঁহারা অবিলম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট "শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা" ঠিকানায় রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিয়া অথবা নিজে আসিয়া সংবাদ লউন। আমাদের ক্ষণভঙ্গুর জীবনে এই সুবর্ণসুযোগ বারম্বার উপস্থিত হইবে কি না তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং "তূর্ণং যতেত ন পতেদসুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়।"

শ্রীপাদ বন মহারাজের লণ্ডন হইতে ভারতপ্রত্যাবর্ত্তনে
কলিকাতা-নগরবাসীর সাদর সম্বর্দ্ধনা

To Revered Tridandi Swami Bhakti Hriday Bon Maharaj of Sree Gaudiya Math.

REVERED SIR.

WE, citizens of Calcutta, are glad to have this opportunity of extending to you our cordial welcome on your return to this city after successfully preaching in the West the glory and sublimity of the true culture and religion of India, for the last two years and a half. We have heard with pleasure and thankfulness that by the zeal and eloquence of your preaching, you have succeeded in arousing high admiration and active appreciation among the intelligentsia of Great Britain, Germany, Austria and Czechoslovakia.

SWAMIJI, your most illustrious spiritual Master PARAMAHANSA SREEMAD BHAKTI SIDDHANTA SARASWATI GOSWAMI MAHARAJ, President-Acharyya of the Gaudiya Math, was pleased to select you as an able representative of the Mission, and you have abundantly justified your trust. You have distinguished yourself by your profound learning and eloquent exposition of the unique Message of Absolute Truth with which you were entrusted and thereby you have greatly advanced the cause of our country by helping to establish a better understanding and wider sympathy between India and the West.

WE are proud of our unrivalled spiritual heritage which, we believe, can sufficiently enrich the West, in spite of its superiority in science and prosperity in material civilization, and we record with pleasure that your lucid voice has been able to penetrate into the very stronghold of that cultural conservatism which hitherto has defied the efforts of many a preacher from the East.

SWAMIJI, we are glad to learn that your learned lectures in prominent thought-centres and the leading Universities of Great Britain and Central Europe, have evoked high appreciation and enlightened interest from all sections of the people in the West, and we are proud to think that these spiritual messages have since been conveyed through you to the Imperial Court of Britain and such high church dignitaries as the Archbishops of Canterbury and York.

WE learn with delight that you have established, as a standing organization of your Mission in London, the Gaudiya Mission Society with the Most Hon'ble the Marquess of Zetland as the President, besides another in Berlin and that you have secured a good number of following of your Mission in the West including the two German pupils who are here today in our midst.

WE fervently pray that the Mission you represent may meet with greater success in future through the able services of preachers like yourself under the distinguished lead of your great spiritual Master and that you may be blessed with long life to broadcast the sublime message of your Preceptor all the world over.

CALCUTTA.
8th September, 1935

We beg to subscribe ourselves
THE CITIZENS OF CALCUTTA,
Sd. V. C. MAHTAB
of Burdwan.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১১ই আশ্বিন ১৩৪২ : ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ { ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

অষ্টম দিবস—২৬।৮।৩৫ বুধবার

"তোমাং সদা পরিতরন্ত্যভজীষ্টযোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।"

হে মহাপুরুষ, তুমি দেবতাদিগের কাম্য তোগী সুদুস্ত্যজ রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ ক'রে আর্যপ্রতিবাক্যানুসারে মায়াবাদ পরিহার পূর্ব্বক পরমধর্ম্মাশ্রয়ে বিশেষতঃ ভক্তগণের কান্তের প্রতি সেবানৈচব-বিধানভূমি বৃন্দারণ্যকে ক'রে যা শিক্ষা দিয়াছিলে, সেই লীলাযুগলে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করি। ভগবদ্বস্তু মহাপুরুষ সর্ব্বদাই তাঁর অর্থাৎ তোগীর চেহারা ও মায়াবাদী মুনির ভ্রুতগতি সেবকগণের দ্বারা সেবিত হন। তিনি পরমেশ্বর-বস্তু হওয়ায় বস্তু ও ঈশ্বর-সম্প্রদায় তাঁকে নিত্য সেবা ক'রে থাকেন। তা' হ'লেও তিনি তাহা পরিত্যাগ ক'রে শ্রীগুরুগণের যে অভীষ্ট—ভজনীয়বস্তুর প্রতি যে বিচার, তাঁর অনুবর্ত্তী হ'য়ে বিষয়বিগ্রহের লীলারস আস্বাদনের পরিবর্ত্তে আশ্রয়-বিগ্রহের আস্বাদ্য রস—যাঁর অনুকৃতি বিষয়বিগ্রহ হওয়ার তাঁহার পূর্ব্বে ঘটে নাই অর্থাৎ 'বিষয়বিগ্রহোচিত রসাস্বাদন পরিহার ক'রে আশ্রয়-স্বরূপে আস্বাদ্যরস-বিলাস গ্রহণ ক'রেছেন। তিনি যে ত্যাগটী ক'রেছেন, সেটী কি জিনিষ?—'সুরেপ্সিতরাজলক্ষ্মী'। আর আর্য্যবাক্যানুসারে মায়াবাদীর প্রতিতে অনুসন্ধান ত্যাগ ক'রেছেন। সুর—দেবতা, তাঁরা অভিলাষ করেন—ভোগ, তাঁতে স্বর্গাদি ভোগরাজ্যে—অমরভূমিকায় যে রাজলক্ষ্মী, তা' পরিত্যাগ ক'রে

পরিত্যাগ ক'রে চিদ্‌বিলাসাহণা—বৃন্দাবনা আশ্রয় ক'রেছেন। আর তাঁর মহিষের ঔপনিষদ আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহের যে বিষয়জাতীয় আস্বাদন, তা'তে অনুধাবন ক'রেছিলেন অর্থাৎ ধার্ষভানবী যে বিচার অবলম্বন ক'রে তাঁর কান্তের সেবা করেন, সেই ধার্ষভানবীর আনুগত্য-বিচারে মুক্তপুরুষগণ যে প্রকারে কৃষ্ণসেবা ক'রবেন, তা'র আদর্শরূপে অগ্রসর হ'য়ে বৃন্দারণ্যে গমনাভিলাষ দেখিয়েছিলেন। কেন না তাঁর বিচার-প্রণালীতে দেখি—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

ব্রজবধূবর্গ যেপ্রকার তাঁদের কান্তের উপাসনা ক'রেছেন, সেটি লোকশিক্ষার জন্য তিনি দিয়েছেন। তিনি নিজেই সেই বস্তু হওয়ায় নিজেই নিজেকে আস্বাদন ক'রেছেন। যথা—

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

[কৃষ্ণ কহিলেন,—আহা! এই প্রগাঢ়-মাধুর্য-চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্ব্বচিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমি লুব্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং বল-পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি।]

উপরিউক্ত শ্লোকোদ্দিষ্ট বিষয়ে যেপ্রকার ভগবানের রসাস্বাদন-চেষ্টা, সেগুলি গৌরসুন্দরে চরিতার্থতা লাভ ক'রেছে। অতএব সেই মহাপুরুষই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর। অনেকে সীতাপতির পক্ষে এই শেষোক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এই সকল-কথার একটু আবরণ দিয়ে অন্য প্রকার বিচার করার ব্যবস্থাও ক'রে থাকেন। সুতরাং আমাদের মুখ্য—ভোগ্য পদার্থ সেই পরমেশ্বর। যদিও ভাগবত কৃষ্ণলীলা বর্ণন ক'রতে ব'সেছেন, পূর্ব্বার্দ্ধে সম্ভোগময়ী লীলার কথা ব'লেছেন; কিন্তু বিপ্রলম্ভময়ী লীলা, যাতে সম্ভোগের পুষ্টি-সাধন করে, সেই পরম প্রয়োজনীয় বিষয়টি গৌরসুন্দর প্রদর্শন ক'রেছেন। সুতরাং গৌরসুন্দর-প্রচারিত যে ভাগবতের বিচার-প্রণালী, সেইটিই আমাদের আলোচনার বিষয় হ'ক।

আমরা সম্বন্ধতত্ত্বের আলোচনায় পাই, যথা গৌরসুন্দরের বাক্য—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন"

পাছে সাধারণ জীব বিবর্ত্ত অবলম্বন ক'রে বদ্ধজীবকে মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে, তা'র জন্য গৌরসুন্দরকে ভোগবাদ ও মায়াবাদানুসন্ধান ছেড়ে ভক্তির অন্বয় আশ্রয় ক'রতে হ'য়েছে। তিনি কপটসন্ন্যাসী হ'য়ে অহংগ্রহোপাসনায়—মায়াবাদের উপদেশ দেন নাই। মায়া-মুগে যে ঈশ্বরবুদ্ধি—সাধারণ যোগীন্দ্রের যে দর্শনদর্শিনীয় বিচার, তা' থেকে পৃথক্ (বেদান্তের) ব্যাখ্যা গৌরসুন্দর ক'রেছেন। সাধারণ লোকে মনে করে গৌরসুন্দর ভক্তের বিচার প্রকাশ ক'রেছেন, কিন্তু তিনি নিজে সাক্ষাৎ সেই উপাস্যবস্তু। এরূপ কথায় ভক্তের ভগবত্তালাভ সম্ভব—এরূপ কোন রকম ইঙ্গিত যদি দিতেন, তা' হ'লে মায়াবিদ্যে সমস্ত জগৎকে গ্রাস ক'রে ভ্রমপথে চালিত ক'রত। "আমরা ঈশ্বর, ভোগী, জগৎ আমাদের ভোগ্য, অথবা বৈকুণ্ঠে বিচিত্রবিলাস নাই, বৈকুণ্ঠও মায়ারচিত" এই দুর্বুদ্ধি হ'তে তিনি মানবজাতিকে পরিত্রাণ ক'রেছেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাশয় ভাগবত-প্রারম্ভে যে শ্লোকটি লিখেছেন, তা'তে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা আছে। আমরা সম্বন্ধজ্ঞানের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচনা ক'রবো। অনেকের আগ্রহও ছিল, সম্বন্ধের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হ'ক। মধ্বের ব্যাখ্যা-কালে সে আলোচনা সুষ্ঠুভাবে হ'বে। সম্বন্ধবিষয়ে বিগত দুই দিবস আলোচনা হ'য়েছে, আজ অভিধেয়ের কথা আলোচনা হ'বে। সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়ের কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন। অভিধেয় শ্লোকটি এই—

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

যিনি ভক্তিপথ আশ্রয় ক'রবেন, তিনি প্রহ্লাদোক্ত—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।

ইতি পুংসাপিতা বিদ্যা ভক্তিশ্চৈবমলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥"

—এই শ্লোকটীর অবলম্বন ক'রবেন। সমস্ত শাস্ত্র-শ্রবণের ফলই হ'চ্ছে জীবের ভক্তিমান্ হওয়া—অভক্তির পথ আশ্রয় না করা। এইজন্য অস্তিত্বের-বিচারের কথা অসম্প্রদায়িত বীজের ন্যায় এই শ্লোকটিতে (ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ শ্লোকে) বীজীভূত আছে। এটি সম্প্রদায়িত বিচার নয়, ইহা স্বরূপে অস্তিত্বের-বিচার। যেমন প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা বহুকথায় ব'লেছেন, অস্তিত্বেও সেই প্রকারে এই স্থানে কথিত হ'য়েছে। যাঁরা সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট হ'য়ে অস্তিত্বে অগ্রসর হ'ন, তাঁ'দের সম্বন্ধ-জ্ঞান পূর্ণতা-লাভের পূর্ব্বে সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্বের-বিচার হওয়া দরকার। কেবল সম্বন্ধজ্ঞান হ'য়ে থাকলে অস্তিত্ববিচারের সুষ্ঠুতা হয় না। কেবলজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের যে বিচার, তাতে অস্তিত্বের বিচার অস্থায়ী হ'য়ে গেছে। যদিও কর্ম্মকাণ্ডকে তারা অস্তিত্বরূপে নির্ণয় করে, কিন্তু নৈষ্কর্ম্যবাদ—ফল-কামনা-রাহিত্যই তাঁদের উদ্দেশ্য। তা'তে যে ফল-কামনা-রাহিত্য রয়েই আছে, তা' সুচতুর ভক্তগণ তাদের নয়নে অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে থাকেন। মুমুক্ষা-ধর্ম্মে যে আস্থির প্রয়াস, তা' রুক্ষভাববর্জ্জিত আয়েন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত কিছুই নয়। "যেহেতু জড়জগতে ত্রিবিধতাপে সন্তপ্ত থাকতে হয়, সুতরাং তাপহাত জগতের অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার—ত্রিপুটীবিনাশ ক'রলে—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃবিচার না থাকলে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না, আত্মবিনাশ সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারবে"—এর নাম মায়াবাদ। মাপতে মাপতে মাপা ছেড়ে দিতে গিয়ে জ্ঞাতৃধর্ম্ম রহিত হ'য়ে যাওয়া। যেমন শাক্যসিংহের বিচার —চেতনধর্ম্মরহিত হওয়াই মুক্তি; কিন্তু চেতনধর্ম্মের পূর্ণ-বিকাশ সেই বাস্তববস্তুতে এখনও আছে, পরেও থাকবে। এঁদের বদ্ধ অবস্থা কিরূপে হ'য়েছিল, মুক্ত অবস্থায়ই বা কি হ'বে, তা' এঁরা বুঝতে পারেন না। তাঁ'দের যে মুক্তির বিচার, সেকথা আদৌ সঙ্গত নহে। এজন্য ভাগবতে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥

ভক্তের বিচার ক্ষুদ্র নয়। অধঃপ্রয়োপাসনা তাৎকালিক বিচার মাত্র, জগতের আহৃত জ্ঞানের দ্বারা বহির্জ্জগতের বিচার অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ জগতের ঠিক অস্তিত্বতা নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে তা'র পরিহারেচ্ছা। পরি-শেষে উহাতে কিছুই থাকবে না—এই সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানময় বস্তু আছেন এবং নিত্যকাল থাকবেন। ইহার বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন নহে। সূর্য্যের আলোককে নষ্ট করা যায় না বা আবরণ-দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করা সম্ভব নয়, ছাতা দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করা যায় না। ছাতার বহির্ভাগে রশ্মি আসে। আর ছাতাকে সূর্য্যের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না। ব্রহ্ম অণু হ'য়ে জীব হ'য়ে গেছেন, এরূপ কথা নয়। যেহেতু তা'হ'লে ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞতার দ্বিতীয় অধিষ্ঠান স্বীকার করতে হয়। জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদে যে অজ্ঞতা, যা' রামানুজ বেদার্থসংগ্রহে পরোপাধ্যালীঢ়ং, ব্রহ্মপরিণামং প্রভৃতি দ্বারা বর্ণন ক'রেছেন, তা'তে ব্রহ্মবস্তু মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার রূপ অজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন, সেরূপ কথা নয়। তা' থেকে মানব-জাতিকে অবসর দেওয়া উচিত। তা'দের বুদ্ধি প্রসারিত হ'ক—তা'রা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করুক। "তথা ন তে মাধব" শ্লোক আলোচনা করলে জানতে পারি যে, ভগবান্ জীব-নিত্যসত্তাকে চিরদিনই সংরক্ষণ করেন।

আমরা ইহ জগতে বিঘ্নবিনাশের জন্য গণপতির উপা-সনা করি, বিঘ্ন বিনষ্ট হ'লে ভোগেরই পূর্ণতা লাভ হ'বে; কিন্তু সেটা ভক্তিপ্রতিকূল বিচার। এজন্য মহাবিষ্ণু নৃসিংহ-দেবের আনুগত্য ক'রলে জড়জগতের বিঘ্ন-নিবারণ-চেষ্টাকে বালচাপল্য মাত্র ব'লে জানা যায়। গণেশের পূজা করলে সিদ্ধি, তা'তে জগতের অসুবিধা বাদ দিয়ে অর্থ-প্রাপ্তি—আপাতিক প্রয়োজনলাভ অর্থাৎ জাগ রকম ভোগী হ'তে পারি। জগৎ বুদ্ধিমান্ লোকের থাকার জায়গা নয় ব'লে [প্রয়োজনমূলে] হ'বে না। এখান থেকে অবসর নেওয়া দরকার। আমরা যদি অবসর না নিয়ে, ইহজগতের উন্নতিকামী হ'য়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করি, তা' হ'লে কি পাব?

কনক, কামিনীকে—না হয় সাধু হ'লে সন্ধান পাব। কিন্তু এই তিনটাই ত' তুচ্ছ জিনিষ। ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বেই মানুষ সহজজ্ঞানে বুঝতে পারে, এই তিনটীই প্রয়োজনীয় জিনিষ নয়। মোক্ষই বা কি বস্তু? তা'তে আমারই সুবিধা হোক্, অন্যে অসুবিধায় থাক্—এ রকম ভাবার মধ্যেই মুক্তিপিপাসা রয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্য প্রকারে লোকের মুক্তি হ'লে পাছে তার প্রতিযোগী হয়, অন্যলোক ঈশ্বর হ'লে ওর মুক্তির, এজন্য তাদের দূর করার চেষ্টা নাই। যেমন বাটন সম্প্রদায়ে ছোঁয়া-বস্তু নিয়ে পরস্পরে প্রতিযোগিতা। কিন্তু সাধুসঙ্গে একেবারে পরিত্যক্ত হ'য়েছে রাসস্থলীতে। প্রত্যেক গোপী তাঁদের জ্ঞানীয় বস্তুকে নিয়ে আনন্দে নৃত্যগীতে ব্যস্ত হ'য়েছেন। অনুঢ়া, পরোঢ়া প্রভৃতি গোপীগণ আর্য্যপথ, স্বজন পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণসান্নিধ্যে এসে উপস্থিত। রাধাধারীর জটিলতা নষ্ট হ'য়েছে এই রাসস্থলীতে। পাওয়া জিনিষটার মাধুর্য্য কিরূপ, তা মুক্তাবস্থায় বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অনুগ্রহ কা'র প্রতি তা' জানা দরকার। গোপী বা যূথেশ্বরী হওয়ার অভিমান তুচ্ছ চেষ্টা; কিন্তু রাধিকার পাদ্যকিঙ্করী অভিমানই বড় কথা। ভক্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ হ'লে কৃষ্ণতীরে নিত্যস্থান আছে জানতে পারি। চৈতন্যদেব যে সকল কথা ব'লেছেন, সেটা ঐদ্বলে জানতে পারি। অবশ্য এ সকল কথা ভাগবতে ভাল ক'রে প্রবেশের পরের কথা।

অনেকেই ভাগবতে রাধিকার নামের অনুসন্ধান নিয়ে ব্যস্ত হন। কেউ শুনে প'ড়বেন না যে, ভাগবতে রাধার নাম নাই; তা'র থেকে ঢের বেশী বিচার আছে। 'যদি ওঁর নামটা পাই, তা'হ'লে সব অধিকার লাভ করেছি, ভাগবত পড়া হ'য়ে গেছে'—এ রকম দুর্ব্বুদ্ধি আসে। যদি "অনয়ারাধিতো নূনং" বা রাসস্থলীর তাৎপর্য্য বোঝা হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে তা' পরিপাকের পর জীর্ণ-লাভীর ত্যাগের বস্তু হয়ে যাবে। যা' খাই, তা' নির্গত হ'য়ে যায়, শুনলো পড়া হ'য়ে গেলে—'বাবি মেরে দিয়েছি' বিচার হ'লে কৃষ্ণনিত্যানুশীলন শুভম হ'য়ে যাবে। তা' অপেক্ষা আস্বাদ্য পদার্থ ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করা ভাল। যেমন Saccharin আস্বাদনের মত জিনিষ, খুব বেশী দিই, একেবারে খেতে বিষাদ হয়, dilute ক'রে ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করা দরকার; Soundএর vibration অতিরিক্ত বা কম হ'লে শুনা যায় না, range অনুসারে শ্রবণের সুবিধা হয়; অতিরিক্ত ভোজনে উদরাময় হয়, যোগ্যতানুসারেই গ্রহণ করা দরকার।

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চরেত পরমার্থতঃ॥

ভাগবত আলোচনা করার নাম পরিশীলন, তৎপূর্ব্বে সংশ্রবণ, তা'র পর বিচারপরতা। সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপথে থাকুক এইটীই বিচারপরতা। তা'তে লক্ষ্য করি, ভাগবত-শ্রবণ-পঠনচিন্তন—ভক্তির প্রধান সাধন; ভাগবত বল্‌তে ভগবান্ ও তদ্বদ্গত ভক্তকে বুঝায়।

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥

শব্দব্রহ্ম প্রত্যক্ষাকারে শ্রীমদ্ভাগবত; আর তিনি যখন ভক্তের আচরণে—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টার মধ্যে আসেন, তখন তাঁ'র পূজা করেন যাঁ'রা, তাঁ'রা ভক্ত-ভাগবত। সুতরাং আমাদের বিচার—শব্দব্রহ্মের উপাসনাই ভাগবতের কীর্ত্তন। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বপু; তাঁ'তে ভগবদবতারসমূহের লীলাতারতম্যে কৃষ্ণলীলাই সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তিত হ'য়েছে। সুতরাং ভাগবতের অঙ্ঘ্রিসেবা প্রয়োজন। অর্চ্চাবিগ্রহরূপে শ্রীমদ্ভাগবত-অর্ক উদিত। এই সূর্য্যের উপাসনা হওয়া দরকার। কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তন-মুখেই ভাগবত-সূর্য্যের পূজা—তাঁ'র অঙ্ঘ্রিসেবা। পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ কীর্ত্তন। নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তন ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। আমাদের সেই ভাগবতের বর্ণনটীই আদরের বিষয় হ'ক। কিন্তু এর অধিকারী কে? "যত ছিল নাড়াবুনে সব হ'ল কীর্ত্তনে। কারে ছেড়ে গড়া'ল তত্ত্বতাল"—যদি সকলে মিলে এরূপ হই, তা'তে সুবিধা হ'বে না; অধিকার লাভ ক'রে ভাগবত-অধ্যয়ন ক'রতে হ'বে। তা' না হ'লে বিচার হ'বে,—ভাগবত থেকে কেবলাদ্বৈতবাদ বের করে নেওয়া যা'ক, তা' হ'লে ভক্তের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ ক'রতে পারা যাবে! ভাগবত-বিচারসৌষ্ঠব বিকৃত ক'রতে পারলেই সুবিধা! আবার প্রাকৃতসহজিয়া ভাগবত থেকে ভোগবুদ্ধির সুবিধা খোঁজে। শুদ্ধ ভাগবত বলেন—তাঁ'র পাঠক সাধু, নির্ম্মৎসর। এতে পরমধর্ম্মের কথা আছে, কোন ইতর ধর্ম্মের কথা নাই।

সাধুসঙ্গের—মৎসরতাহীন মহাপুরুষদিগের পরমধর্ম ভাগবতে কথিত। ভাগবত ভোগে আসক্ত, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ জীবের জন্য প্রস্তুত করা যায় নয়। তাঁরা (কেবলাদ্বৈতবাদিগণ) বলেন—"ভাগবত বড় খারাপ জিনিষ,একে বাদ দিয়ে বেদান্ত উপনিষদ পড়া যাক্। কারণ ভাগবতশ্রবণকারীতে ব্যভিচার উৎপন্ন হ'য়ে তা'কে নরকে নিয়ে যাবে।" কিন্তু যারা ভাগবতকে ঘৃণা করে, তারাই অসাধু ও মৎসর। তা'হলে অজ্ঞতাবশতঃই হ'ক বা রঞ্জস্তমোগুণপ্রাবল্য-হেতুই হ'ক এতে যাদের বিরাগ, সেই ভাগবত-বিরোধিসম্প্রদায় ঐরূপ বিচার করতে গিয়ে অসৎ পাণ্ডিত্যের অন্তরায় হ'য়ে সাংসারিক ভোগহেতু নরক প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে। ভাগবতবিরোধি-সম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তকে নিজ-ভোগবিরোধী জেনে মঙ্গলের পথ থেকে উল্টো রাস্তায় যাচ্ছেন। ধর্মের নামে নিজেন্দ্রিয়তর্পণপরতা প্রবল ক'রে বাইরে ধর্মের ভাব দেখালে তাদের স্থান কোথায় ?

ভাগবতে কৈতবহীন পরমধর্মের কথা কথিত হ'য়েছে। বাস্তববস্তুকে জানাই সেই পরমধর্ম, তারা শিবদ—মঙ্গলপ্রদ, তদ্দ্বারা ত্রিতাপ উন্মূলিত হ'বে—ত্রিতাপের মূল উৎপাটিত হ'বে, আর বাড়তে পারবে না, একেবারে নামগন্ধ থাকবে না। কিন্তু ধর্মার্থকামমোক্ষচিন্তায় ত্রিতাপ ঘুরে ঘুরে আসবে। ধর্মার্থকামচিন্তায়—ভোগ, সেটা 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' আর মোক্ষ—সব ছেড়ে দিয়ে Impersonal হ'য়ে যাব, এই যে জ্ঞানীর চিন্তাস্রোত, তাতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। ভেদরহিত ব্রহ্মবাদে কোন প্রতীতি নাই, উহা অমূলক কথা। স্বপ্নে বরং তাৎকালিক প্রতীতিও আছে ; কিন্তু এতে পারত্রিক সত্যতা বা তাৎকালিক সত্যতাও নাই। সেটা বাইরের আবরণ ঠিক রেখে শিষ্টাচারবলে কেবল ঈশ্বরকে বঞ্চনা ক'রব—মৎসর অসাধু-ব্যক্তিদিগের এই বুদ্ধি হ'তে আসে।

ভাগবতের "ধোৎক্ষেত্রবিবাদ", "ভেদবুদ্ধি" এবং "নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং" প্রভৃতি শ্লোকে নির্বিশেষ-বিচারকে অবিবেচকের চিন্তাস্রোত ব'লেছেন। বেদান্তের ব্যাখ্যাও এরূপ হ'তে পারে না। সেব্য ঈশ্বরকে নিত্য সেবকের ফললাভেচ্ছায় বঞ্চনা করার প্রবৃত্তি হ'তে ভোগ ও ত্যাগ উৎপন্ন। ভোগে কপর্দকশূন্য মোক্ষ-প্রাপ্তি আর মুমুক্ষা কাল্পনিক। ষড়ের বস্তুগুলি সব থেকে যাক্, এতে আপত্তি নাই, কিন্তু চেতনের বিনাশ যাবে, এটা নিতান্ত অল্পমস্তিষ্কের বিচার। তদ্দোষদুষ্ট এরূপ বিচার উত্থিত হয়। 'আমি ঈশ্বর হ'য়ে যাব' এরূপ প্রতিবাক্য আছে কিনা, তাকে পরিশোধন করা যায় কিনা, বিচার হওয়া দরকার—নিরস্থীর ন্যায় যারা-তারা মানুষগুলোর কেন এরূপ দুর্বুদ্ধি হয় ? এটা মৎসরতা-জাত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এই পাঁচটি একত্রিত হ'লে মৎসরতা বা পরশ্রীকাতরতা আসে। কামের অপরিতৃপ্তিতে ক্রোধ। পূর্ণমাত্রায় কামাদি পঞ্চরিপু যাতে অবস্থিত থাকলে মৎসরতা উৎপন্ন হয়। ঐগুলোর কোন একটা কমালে মৎসরতাটাও কমিয়ে করে। তা' থেকে মোক্ষ হ'লে তা'রা ভাগবত শুনতে পারবে।

কৈতব শব্দে ছলনা। শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা ক'রেছেন —"প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতঃ কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। 'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" ধর্ম অর্থ কাম সাধারণ ব্যাখ্যা, আর মোক্ষ ব'লে জিনিষটা সবচেয়ে বেশী কপটতা। মুকুন্দের 'কেন কড়ি বাব তেল'—এটা যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা ক'রে স্বর্গলাভ যাবে। যাবে যাক্,এখানে ঈশ্বরের অন্তরালে কাকা সিদ্ধ করার কি দরকার ? এ তিনটীতেই যে ছলনা তা নয়। মোক্ষের দুরভিসন্ধি বড় ছলনা—তা'তে হ'বে কি, স্বরূপটা নষ্ট হ'বে। উহাতে রুদ্রের দ্বারা বিষ্ণুর সংহার-প্রবৃত্তি। কিন্তু বিষ্ণুর সংহার হয় না, রুদ্রের হওয়া সম্ভব। যেমন বৃকাসুর রুদ্রের কাছে বর নিয়েছিল, সে যার মাথায় হাত দেবে সেই ভস্ম হ'য়ে যাবে। পরিশেষে শিবের নিকটে বর লাভ ক'রে তাঁ'রই মাথায় হাত দিয়ে রুদ্রকে সংহার করতে চায় কিন্তু বিষ্ণু তাঁ'কে রক্ষা করেন। এটা Impersonalism—আত্মবঞ্চনা। তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। মুমুক্ষুর বিচার কষ্ট ছেড়ে গেলে আনন্দে থাকব। সচ্চিদানন্দের সন্ধিনীর প্রতি ব্যাঘাত করা। মুমুক্ষার মধ্যে ফল লাভ ইহাই। মুক্তিতে শান্তি ইনিই পা'বেন আর ভগবান্ বাদ যাবেন। এমন ক'রে নিত্যসেব্য বিষ্ণুকে বাদ দেওয়া অসঙ্গত। ইহার তুল্য কপটতা আর নাই। রূপ তপ করা, গোপাল ধ্যান, শেষে আমি সুবিধা ক'রে নেব, ভগবান্ বাদ হ'য়ে যাবেন। নির্বিশেষ ব্রহ্ম হ'য়ে যাব, মোক্ষমোহ থাকবে না। কাজটা

দাদিন করার দরকারই ভগবান্ কাজের সুবিধা হ'লে ভগবানের দরকার নাই। ভোগবুদ্ধির জন্য ভগবানের সৃষ্টি, ত্যাগ হ'লে পুঁছে ফেলবে। এই ত্যাগের অবর্ণনীয়তা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং অন্যান্য আচার্যগণ দেখিয়েছেন। ধর্মার্থকামমোক্ষে যাঁদের প্রয়াস, তাঁরা অভক্ত। ভাগবত-দ্রব্য তাঁদের ভাল লাগে না, পরম ধর্মের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাল লাগে। সাধুদের নিত্যত্ব বিচার। তাঁরা ওপরভাসা ব্যাপারে অনুনিবেশ করেন না। বাস্তব বস্তুকে জানতে হবে। চতুর্বর্গের চেষ্টাই মোহ কথা—মনে করা ভগবৎ দুর্বুদ্ধি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম হ'তে অবসর হবে না।

বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞানেই নিত্য অর্থাৎ মঙ্গলদাতা। বাস্তব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধাকান্ত আর তাঁদের কী সব অবাস্তব-বিশ্র কল্পনা। রাধাগোবিন্দ, রাধা-মদনমোহন, রাধা-গোপীনাথের সেবা ব্যতীত সবই অবাস্তব মিশ্র বস্তু-জ্ঞান, ঘুমের ঘোরে সম্পত্তিলাভের ন্যায়। ঘুম ভাঙলে দাস্তব বস্তু জানবে। কে জানবে?—ভক্ত, নির্বৎসর যাঁরা। পরমধর্ম জানলে ফলকামনা থাকবে না। আমি ফল পাব, কৃষ্ণ বঞ্চিত হ'বেন—এটা ভোগী মনুষ্য-মাত্রেরই স্বভাব এবং কৃষ্ণবিমুখতা হ'তে জাত। কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হ'তে অপ্রয়োজনীয় বস্তু (rubbish) মাথায় করছি। বাস্তব বস্তুবিজ্ঞান লাভ হ'লে—positive মঙ্গল পেলে Secondary অমঙ্গল 'হেলোদ্ধ নিত্যধেলা'-বিচারে কোথায় চ'লে যাবে। পাশ্চাত্যগণ বলেন—সুখস্বরূপবিধাতা ভগবান্ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। তাঁতে তাদের স্বার্থ কি? 'ধর্মেণ গমনমূর্ধ্বম্ তদ্বিপরীতং ভবত্যধর্মেণ।' কিন্তু তাঁতে পরম মঙ্গল হ'বে না।

'ধর্মস্য পরিগানিস্যাৎ আবির্ভবিষ্যামি যদা যদা।'

আমি ধর্মের কর্তা, ধর্ম ক'রে লাভবান্ হ'ব, পরমেশ্বরকে বঞ্চিত করব। পরমেশ্বর না পাক, শত্রু না পাক, ভাইবেরাদরও দিব না, এই সমস্ত দুর্বুদ্ধি ভোগি-সম্প্রদায়ে আছে। তাঁরা মনে করে—ভোগের ব্যাঘাত হ'লে অসুবিধা হ'বে।

বেদ সবিৎ-শক্তাধিষ্ঠিত ব্রজেন্দ্রনন্দন যশোদাতনয় বালগোপাল বা কিশোর গোপালকে পাওয়া দরকার। তিনি পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর, মূল পদার্থ, বাস্তব বস্তু। এটি জানা দরকার। বস্তুর বিশেষত্ব 'বাস্তব' বস্তু—যাকে ধারণা। ধারণা-বর্জিত হ'য়ে থাকে ধারণা, তাহাই বাস্তব। তাহা আনুমানিক তত্ত্ব বা পরমাত্মার অসম্যক্ বা আংশিক ধারণামাত্র নহে। অচিন্ত্যশক্তিমান্ নন্দনন্দন। সাধারণ যুক্তিবাদী বহুদূরে পড়ে থাকবে। ভাগবত পড়া হ'লে, মন্থন পড়লে, বাস্তববস্তু অনির্দিষ্ট থাকবে না, Abstract থাকবে না। উহা স্বতঃকর্তৃত্বধর্মবিশিষ্ট। নিত্য আপেক্ষিক ধর্ম (relativity) বাস্তব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট।

জগতের এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর পার্থক্যনিরূপণে সাম্য ও বৈষম্যের বিচার। কিন্তু মূল বস্তুতে মেপে নেওয়া ধর্ম নাই। যে জিনিষটা থাকে না, তাঁর সঙ্গে মূল বস্তুর কি সম্বন্ধ? তবে পূর্বদিন ব'লেছি অন্নময়কোষে সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু তাহা তদ্ভাববিশিষ্ট নয়। যেমন নারায়ণ উপনিষদ পড়ে অন্ন-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ প্রভৃতি বিচার ক'রতে গেলে সর্বনাশ হ'বে। উল্টা বুঝ্‌লি রাম। তা' হ'লে পদ্মনীতি হ'য়ে যায়। 'ক্ষেত্রোবারিমধ্যে' বুঝ্‌তে না পেরে ঐন্দ্রজালিকের সম্পাদন মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সে ভুল দেখাচ্ছে বাহ্যদর্শনে (seeming sight); লোকে প্রথমবুদ্ধে ভুল দেখ্‌ছে। পিতার বাৎসল্যের শাসনদণ্ড দেখে অনেকে ভীত হ'তে পারেন। তাঁরা জানেন না যে, পিতা শাসন ক'রছেন—শিক্ষার জন্য, মঙ্গলের জন্য। কিন্তু পিতার বাৎসল্য প্রচুর পরিমাণে তাথাতে আছে। শিক্ষিত হ'লে সন্তানেরই লাভ, পিতার লাভ নাই।

শ্রীমদ্ ভাগবত মহামুনি নারায়ণ ঋষি ব'লেছেন। পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব উহা শিষ্যপারম্পর্যে আলোচনার জন্য গ্রন্থাকারে রচনা ক'রেছেন। 'অলমৈঃ কিম্'—অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। অন্য কথা ব'লে ফল কি? এতেই সর্বার্থসিদ্ধি। হরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'লে বাজে কথা থাকবে না। তখন মহাপ্রভুর কথা 'আমের গুয়ে মন, ঘোর মন বৃন্দাবন'—বিষয়টী বুঝ্‌তে পারা যাবে।

সেই জিনিষ আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হ'য়েছিল। তখন তাপত্রয়ের উদয় হয় নাই—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় নাই। সেই সময় ইহা ব্রহ্মা পেয়েছেন। আমাদের সেই বস্তুতে প্রয়োজন নাই। ভগবান্ নয় বেটা, সেটা হৃদয়ে আসছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ আমাদের ভোগের সাহায্য করুক্। আমি জগৎ ভোগ করব। বহির্জগতের

জিনিষ দেখে আমার সন্তোষ। অন্যের দ্বারা সন্তোষবিধান করিয়ে আমি সুখী হ'ব। কৃষ্ণের সন্তোষবিধান করার দরকার নাই। এগুলিই সঙ্কীর্ণ পরায়ণতা। উহার পরাদিতার উপকার কার করব? যে কৃষ্ণভজন করবে। ভক্তের সঙ্গে মিত্রতা করব। যাঁরা কৃষ্ণকথা বলেন, তাঁদের সেবা করব। বিরোধী কথায় অন্যমনস্ক হ'ব। ভক্তের সঙ্গই বাঞ্ছনীয়—অভক্ত গুরুজ্ঞানে ত্যাজ্য। তাদের আক্রমণও করবনা, তা'দের কোন কথারও থাকব না।

কৃষ্ণ দূরে অবরুদ্ধ হ'য়ে গেলে পলাতে পারবেন না। 'শুশ্রূষুভিঃ ক্ষিতিভিঃ' ব'লে দুটি শব্দ আছে—যাঁরা খুব সুনিপুণ ও সেবা করেন (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকা সেবা)।

'তৎক্ষণাৎ ও সদ্য' কথাদ্বয় বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। বালক জন্মগ্রহণ ক'রে ক্রমশঃ বড় হ'য়ে দারপরিগ্রহ ক'রে পুত্র উৎপাদন করবে। তাতে অনেক বিলম্ব। সেরূপ কথা নয়। সদ্য সদ্যই ভগবজ্ জ্ঞান ও সেবাধিকার কোন কালবিলম্ব না হ'য়ে পাওয়া যাবে।

শ্রীরাধাষ্টমী *

আসছে কাল শ্রীরাধাষ্টমী তিথি—যে তিথিতে অযোনি-সম্ভবা রাধা জন্মলীলা প্রকাশ ক'রেছিলেন। জন্মরহিত কৃষ্ণের জন্ম-লীলা যেরূপ অসাধারণ, অযোনিসম্ভবা কৃষ্ণশক্তি রাধারও জন্ম তেমনি অতিবর্ত্তা।

'রাধা' ও 'মায়া'—এ দু'টো শব্দ ঠিক উল্টো। রাধার ছায়াই মায়া। রাধা হচ্ছেন—স্বরূপ বা বিম্ব, আর মায়া হচ্ছেন—বিরূপ বা প্রতিবিম্ব। মায়া সকল জিনিষকেই মেপে নিতে চায় ও বহির্ম্মুখ জীবকে মেপে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে আমাদের বিমুখ রুচির ইন্ধন যোগিয়ে দেয়। মায়া মায়াধীশকে পর্য্যন্ত মাপ্‌বার কথা জীবের কাণে বলে দেয়। আর রাধা তাঁর সমস্ত চিদানন্দ শরীর দিয়ে কৃষ্ণের আরাধনা ক'রে থাকেন। কৃষ্ণের আরাধনা বা ইন্দ্রিয়তোষণই তাঁর ব্রত ব'লে তাঁর নাম হ'য়েছে রাধা। তাই কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ব'লেছেন,—

"কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা-নাম পুরাণে বাখানে॥"

পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণী হচ্ছেন রাধা। কস্তুরীকে যেমন হরিণের সঙ্গ বা অগ্নিশিখাকে যেরূপ আতপের সঙ্গ থেকে পৃথক্ করা যায় না, তেমনি রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে অবস্থিত। রাধা হচ্ছেন সকল শোভার খনি। তিনি ভুবনমোহন কৃষ্ণেরও মনোমোহিনী। গোলোক, বৈকুণ্ঠে যত শক্তি ও লক্ষ্মী আছেন, সকলেরই মূল হচ্ছেন রাধা। রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের গুরু, তিনি কৃষ্ণময়ী, তাঁর অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণতন্ময়তা। রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে রাধাঠাকুরাণীর কথা বল্‌তে বল্‌তে ব'লেছেন,—

যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাই কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতাধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণ-গণনে কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥

(চৈঃ চঃ ম ৮.১৬৩-১৮২)

মোটকথা, কৃষ্ণপ্রেম গুণ ধ'রেই রাধিকাদেবী প্রকাশিত হ'য়েছেন।

ব্রজে নন্দীশ্বর পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে 'বৃষভানু' নামে একটি পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উপত্যকায় গোপরাজ বৃষভানু তাঁর পত্নী কৃত্তিকার সহিত হরির আরাধনার জন্য বাস করতেন। ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে, বিশাখা নক্ষত্রে, মধ্যাহ্নকালে বৃষভানুরাজার ঘর আলো ক'রে এক জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যার আবির্ভাব হলো। সেদিন সুরপুরে ও ব্রজপুরে এক আনন্দের লহরী প্রবাহিত হলো। এই বৃষভানু-নন্দিনীই রাধিকা-নামে প্রসিদ্ধা হ'লেন।

ভুবনমোহনমোহিনী রাধার তত্ত্ব এত বড় কথা যে, জগতের মনীষা ও প্রতিভা তাঁকে ধারণা ক'রে উঠ্‌তে পারে না; তাই জাগতিক অনেক মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তি রাধাতত্ত্বের সন্ধান পান নাই। শাস্ত্রও এজন্য সর্ব্বোচ্চ স্তরকে

* গত ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীরাধাষ্টমীর অধিবাস-বাসরে মেদিনীপুর ব্রজকাশ্রীর ভৌমন প্রভু গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা।

খুব সুগোপন সম্পুটের মধ্যে রক্ষা ক'রেছেন। যেখানে সেখানে, যা'র তা'র কাছে রাধার কথা প্রকাশ করেন নি। কারণ, পরমার্থের সর্বোচ্চ শিখরে রাধার স্থান।

সাধারণ ধার্মিক ব্যক্তিগণ, পণ্ডিতগণ, মনীষিগণের ধারণা যে, রাধার নাম বেদে বা ভাগবতে নাই। কিন্তু এ ধারণা ভুল। অতি গুপ্তভাবে বেদ ও ভাগবতে রাধার নাম আছে। বাজসনেয়সংহিতা ৩০।৫, কাঠকসংহিতা ৩১০, তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৪।১১, শাখায়ন ব্রাহ্মণ ৩৯।১৭, মাধ্যন্দিনসংহিতা ১০।৩।৩১।১, এই সকল বেদসংহিতার মধ্যে রাধার নাম পাওয়া যায়। রাধাকে সেখানে "অনুক্ত পত্নী" বলা হ'য়েছে। এই অনুক্তই রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, তাঁ'রই কায়া রাধা। অথর্ববেদে (১৯।৭।৩) দেখ্‌তে পাই "হ্লাদো বিশাখে সহভাগু রাধা।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের ৩য় অধ্যায়ের ১৪০ সংখ্যায় দেখা যায় যে, 'রাধা'-শব্দের ব্যুৎপত্তি সামবেদে নিরূপিত হ'য়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান সামবেদে রাধার নাম দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সকল অংশ বৈষ্ণবগণও গ্রহণ করেন না। আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যে-সময় প্রচলিত ছিল, সেই সময় যে সামবেদ প্রচারিত ছিল, তা'তে রাধিকার নাম না থাক্‌লে এরূপ কথার উল্লেখ থাক্‌ত না। একথা সকলেই জানেন যে, বেদের অনেক শাখা ও অংশ কাল-প্রভাবে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। সুতরাং সামবেদের যে অংশে রাধার কথা ছিল, সেই অংশও লুপ্ত হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

পূর্ব্বেই ব'লেছি—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা হ'চ্ছেন উপাস্যতত্ত্বের চরমলীলা; আর বেদ, উপনিষদ্, মহাভারত ও তাঁ'র অন্তর্গত গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ। কাইণ্ডার্‌গার্টেনারের ভিতরে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রির কথা থাক্‌বে বা কন্ফিডেন্টস্ অব্ ব্যারিষ্টেটিকে ইষ্টেব্রাল ক্যালকুলাসের কথা থাক্‌বে, দুগ্ধপোষ্যশিশুকে যুবক-যুবতীর মধুর রসের কথা জানান হ'বে—এরূপ আশা করবার কি যৌক্তিকতা আছে? বেদ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতিকে প্রাথমিক পাঠ বল্‌বার কারণ এই যে, তা'তে প্রকৃত মানব-সমাজকে নিবৃত্তির বা শান্তরসের প্রাথমিক শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে। নৈতিকধর্ম্ম বা সাধারণ ভগবদ্ভক্তির কথাই তা'তে আছে। গীতার চরম উপদেশে পাই,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

এই আত্মধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রে ভগবানে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর্‌বার প্রবৃত্তি যেখানে সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে, সেখানেই রাধানাথ কৃষ্ণের কথা উপস্থিত হয়, তা'র আগে নয়। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব—যিনি সকলধর্ম্মের অতি সুন্দর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য, ক্রম ও প্রকৃত সমন্বয় সাধন ক'রেছেন, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকেই পরমার্থ-শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ গ্রন্থ ব'লে নির্দ্দেশ ক'রেছেন। এখন আবার অনেকের মনে সন্দেহ জাগে—তা' হ'লে এই শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম দেখ্‌তে পাওয়া যায় না কেন?

শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম আছে, কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতও অনেক প্রকার লৌকিক ও সাধারণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ পাঠ কর্‌বেন ব'লে তা'তেও রাধার নাম গুপ্তভাবে আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ৩০ অধ্যায় ২৮শ শ্লোকে এক প্রধানা গোপীর কথা বর্ণিত আছে,—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

সেই গোপী শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আরাধনা ক'রেছিলেন। তাঁ'র সেবায় মুগ্ধ কৃষ্ণ, পাঁচশিশালী গোপীর সঙ্গে যখন রাসলীলা হচ্ছিল, তখন সেই শ্রেষ্ঠ আরাধনাকারিণী গোপীকে নিয়ে সেখান থেকে অন্তর্হিত হ'লে গেলেন। জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, প্রাচীন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ ও স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব ঐ প্রধানা গোপী যে শ্রীরাধা', তা' ধরে দে'লেছেন।

—শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীরাধাকুণ্ডও ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। গোবর্দ্ধনের নিকটে প্রেমামৃতের প্লাবনক্ষেত্র এই রাধাকুণ্ড। 'গো'-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় বা বিদ্যা। আমাদের বিমুখ ইন্দ্রিয় বা বিমুখিনী বিদ্যার বর্দ্ধন হ'লে রাধার ছায়াশক্তি মহামায়ার রচিত নরককুণ্ডে আমরা ডুবে যাই। কিন্তু আমাদের অপ্রাকৃত গো অর্থাৎ চেতনের ইন্দ্রিয় যদি পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়, যদি পরা বিদ্যার অর্থাৎ ভক্তির বৃদ্ধি হয়, তা' হ'লে আমরাই অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডের সন্ধান পে'তে পারি। সেই রাধাকুণ্ড হচ্ছে কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিলাসের স্থান। অভক্তিবাদের প্রতীক অরিষ্টাসুর তা'র দু'টো শিং উঁচু ক'রে গোবর্দ্ধনকে আক্রমণ কর্‌তে গিয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ সেই অরিষ্টাসুরকে বধ ক'রেছিলেন। কৃষ্ণের সেই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ব্রজের প্রৌঢ়া গোপী

অম্বিকার কাছ থেকে শ্রীরাধিকাকে উপহার পেয়েছিলেন। অরিষ্টাসুরের আকার বলদের মত—তা'কে বলে 'ধর্ম্মের ষাঁড়'। ধার্ম্মিকের নিকট ধর্ম্মের প্রতীক ও কৃষ্ণের বাহনরূপে পরিচিত। অর্থাৎ ধর্ম্মের ধ্বজা নিয়ে অরিষ্টাসুর যুক্তিবাদিতার দ্বারা যখন নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারী স্বরাট্ লীলাময় ভগবান্ কৃষ্ণের স্বেচ্ছাচারিতাকে আক্রমণ ক'রতে এসেছিল, তখনই কৃষ্ণ তা'কে বিনাশ ক'রলেন। এই অরিষ্টাসুর বা বৃষভাসুর-বিনাশের পরেই রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব হ'লো। এই রাধাকুণ্ডেই কৃষ্ণ রাধিকার যূথের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলাবিলাস ক'রে থাকেন।

নীতিবাদী অনেকে মনে করেন যে, কৃষ্ণ-লীলায় শ্লীলতার অভাব দেখা যায়। এজন্য কেউ কেউ এই লীলার কোন কোন অংশকে কেটেছেটে কৃষ্ণকে আদর্শ নৈতিক পুরুষ ক'রে দাঁড় করা'তে চান। কেউ বা কৃষ্ণকে একেবারে বাদ দিয়ে নিরাকার-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কল্পনা ক'রে থাকেন। কিন্তু এরূপ চেষ্টা অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক ও অধিকার-বহির্ভূত কার্য্য। সত্য কথা ব'লতে গেলে ইহা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি অবৈধ আক্রমণ, ইহা আস্তিকতার বিরুদ্ধে অভিযান।

কৃষ্ণ এমনই জিনিষ, এমনই সুন্দর, এমনই মধুর, এমনই পবিত্র যে, তাতে সব জিনিষের সমন্বয় হয়। তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান ক'রে সকল জিনিষই সুন্দর, মধুর ও পবিত্র হ'য়ে যায়। কৃষ্ণে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, লাম্পট্য, চৌর্য্য, মিথ্যা, সত্য, সাধুতা, অসাধুতা—সমস্তই যুগপৎ পুলকায়িত। ঐসকল বৃত্তি একমাত্র কৃষ্ণপদনখের সেবা ক'রেই ধন্য হয়। কৃষ্ণপদনখে যে লাম্পট্য আছে, সে অসাধুতা আছে, তা হেয়তা, দুর্ব্বলতা বা অসম্পূর্ণতা নয়। ঐ সকল বৃত্তি জগতে—জগতে কেন ত্রিভুবনে, ত্রিভুবনে কেন, বৈকুণ্ঠেও আর কাকেও নাথরূপে বরণ ক'রতে পারে না। একমাত্র পরাৎপরতত্ত্ব কৃষ্ণকে পেয়েই তাদের শোভা ও চমৎকারিতা বিকাশ ক'রতে পারে, তাদের সার্থকতা বিধান ক'রতে পারে। ঐ সকল বৃত্তি একমাত্র কৃষ্ণের জন্যই একচেটিয়া, মানুষের বা দেবতার তা'তে অধিকার নাই। মানুষ বা দেবতা ভগবানের অনুকরণ ক'রলে তা'দিগকে বলে অসুর। কাজেই নীতিবাদের আইন-কানুন, শাসন-বন্ধ প্রভৃতি জীবের জন্য, কৃষ্ণের জন্য নয়। যেখানে কৃষ্ণের স্বতন্ত্রলীলার অংশকে কেটে ছেঁটে কৃষ্ণকে আদর্শ-মহাপুরুষ করবার চেষ্টা হ'য়েছে, সেখানে কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ রূপ অর্থাৎ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা নাই, কৃষ্ণ সেখানে মানব-সেবার আদায়ী; কিন্তু কংসের কারাগারে কৃষ্ণ থাকেন না, ব্রজে চ'লে যান। কৃষ্ণকে যেখানে আমরা আধ্যাত্মিক, রূপক বা নির্ব্বিশেষের চুণকাম ক'রে আমাদের ভোগবুদ্ধির অনুকূল ক'রে নিতে চাই, সেখানে সর্ব্বশক্তিমানের সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় নাই। কৃষ্ণলীলার কথা বুঝতে মানুষ ভুল ক'রেছিল ব'লে, সাধারণ মানুষ দূরে থাকুক, অনেক পবিত্রতাবাদী, সদাচারবাদী ও ধার্ম্মিকগণের ভুল হ'য়েছিল ব'লে কৃষ্ণ আসলেন তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবিকা রাধার ভাবকান্তি নিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব রূপে। রাধা কি ক'রে কৃষ্ণসেবা করেন, রাধার কৃষ্ণসেবার জন্য কিরূপ দ্রবের আস্তি, তা' যাঁদের সৌভাগ্য হ'য়েছে, তাঁরাই শ্রীচৈতন্যদেবের আচারে ও প্রচারে দেখতে পান। তাই শ্রীচৈতন্যদেবের নিষ্কপট নিজজনের চরণাশ্রয় না করবার পূর্ব্বে আমরা শ্রীরাধার কথা বুঝতে গিয়ে চিতে বিপরীত ফল লাভ করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আশ্বিন মাসের (১৩৩২) 'ভারতবর্ষ' পত্রে 'শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যের প্রমাণাবলম্বনে আধুনিক লৌকিক মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া যে দ্বিতীয় প্রবন্ধ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমতবাদ ও অভক্তি-বাদ সমর্থন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, প্রকৃত সুধী-সমাজে তাহা আদৃত হইবে বলিয়া মনে হয় না। "শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ" প্রবন্ধের লেখক 'রূপসনাতনের জাতি (?) লইয়া সাধারণ সংবাদপত্রসমূহে কএকবার আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা শ্রীরূপসনাতনকে বেদপন্থার

বেষ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা "গৌড়ীয়ে"র প্রতিবাদের দ্বারা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, শ্রীযুত-সমাজপতির জাতি (?) সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর "লঘুতোষণী"র কোন তথ্যেরই সন্ধান নাই। "গৌড়ীয়ে"র একাদশ বর্ষ ২৮শ সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইলে প্রবন্ধ তাহার পূর্ব্বের সুর বজায় রাখিয়া অন্য রাগিণী ধরিয়াছিল। তাহারও সমুচিত প্রতিবাদ "গৌড়ীয়ে"র ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় হইয়াছে। ইংরাজী ১৯০৩ সালের ১১ই ভাদ্র তারিখের 'বঙ্গবাসী'-নামক দৈনিক সংবাদপত্রে "শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও জাতিভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে যেরূপ গৌরাঙ্গকে আধুনিক অজাতিবিচারপূর্ণ আন্দোলনসমূহের সমর্থক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাও শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও আচরণ কোন প্রকারেই অনুমোদন করেন না। গত আশ্বিনের 'ভারতবর্ষে'র "শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ"-প্রবন্ধের দ্বারা যেরূপ শ্রীচৈতন্যদেবকে বৈষম্যে জাতি-বুদ্ধিকারী ও কর্ণকড়ার্জ্জনের একজন সমর্থক বা প্রচারকরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তদ্রূপ অন্যদিকে 'বঙ্গবাসী'র "শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও জাতিভেদ"-শীর্ষক প্রবন্ধেও 'ভারতবর্ষে'র প্রবন্ধের প্রতিযোগি-মত অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যকে নব্য অস্পৃশ্যতা-পরিবর্জ্জন-আন্দোলনের নায়ক করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই উভয় মতই পাণ্ডিত্য বিদ্বেষ্যুলক অসৎসাম্প্রদায়িকতা হইতে উদ্ভিত। পরমার্থ ইহাদের উদ্দেশ্য নহে,—অজাতিবাদ-গত "নিজের ঝাঁড়ে ঝোলা" নীতি-সমর্থনই ইহাদের উদ্দেশ্য। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিলাম যে, কটক-রেভেন্সা-কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়াল এম্-এ মহাশয় 'ভারতবর্ষে'র প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। আমরা অধ্যাপক মহাশয়ের সেই প্রতিবাদ দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিলাম।

গত আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে "শ্রীকৃষ্ণ—গীতার ও শিক্ষাগুরু" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লেখক কল্পনাবলে অনেকগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কার বা স্বয়ংই সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন। যথা—

(১) "গীতা মূল মহাভারতের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয় না। গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য—গৌতমবুদ্ধের শিক্ষার প্রতিবাদ করা ও তাহা নিষ্ফল করা। শাক্যমুনির শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।' গীতায় শ্রীভগবান্ শিখাইতেছেন,—'ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ কেবল বৈধ নহে, অবশ্য কর্ত্তব্য। কে কাহাকে বধ করে?'

(২) বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্টের মতে কলঙ্কণ হইতে রক্ষা পাইবার কাহারও উপায় নাই, কিন্তু গীতার মতে শ্রীকৃষ্ণকে কর্ম্ম অর্পণ করিলে কর্ম্মফল অতিক্রম করা যায়।

(৩) অবতারবাদের কথা বেদে নাই, গীতাতেই প্রথম দেখা যায়; কিন্তু জয়দেব ও শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্রে দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই। দশাবতারগণের মধ্যে আবার মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতিকে কিরূপে 'ভগবান্' বলা যায়, তাহা লেখক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বলি কোন অন্যায় করেন নাই, অথচ বামন কপটাচারে বলিকে ছলনা করিয়া রসাতলে পাঠাইলেন। পরশুরামের মধ্যে সাধুগণকে পরিত্রাণ করিবার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। বলরামই বা জগতের কি মঙ্গল করিয়াছিলেন? লেখকের মতে রামচন্দ্র ও বুদ্ধই আদর্শস্থানীয়, কেন না, তাঁহারা আদর্শ রাজনীতি ও অহিংসা প্রচার করিয়াছেন।

(৪) লেখক বলেন,—স্বয়ং ঈশ্বরও মানব-শরীর পরিগ্রহ করিলে মানুষের সহজাত দুর্ব্বলতা হইতে নিস্তার পাইতে পারেন না। তাই মহাভারতে ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মানবচরিত্র নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক করিবার চেষ্টা নাই। কৃষ্ণ বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্টের ন্যায় ত্যাগী নহেন,—ভোগী ও কূট চরিত্র। ইত্যাদি।"

লেখক তাঁহার প্রবন্ধে যে-সকল কবিতা করিয়াছেন ও উপসংহারে গোপালতাপনীর মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপভাবে প্রণাম করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সাধারণ লেখককে কৃষ্ণের একজন বিশেষ পুষ্টপোষক (!) মনে না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু অসৎসিদ্ধান্তগুলিই লেখকীয় কূটচরিত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। লেখক অপর প্রবল পক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়েই কি আপাত-যুক্তির প্রহেলিকা ও লেখনীর কৌশলপূর্ণ জটির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া সনাতন শাস্ত্রের সর্ব্বমান্য ভুবনপাবন অবতারসমূহকে ও অবতারীকে ছেষ করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছেন? বস্তুতঃ উক্ত প্রবন্ধে

অদ্রৌত ব্রহ্মবাদের একঘেয়ে মতবাদই কৌশলে সমর্থন করিবার গুপ্ত অভিসন্ধি যেন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ লেখকের কোন উক্তি বা যুক্তিই শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা লেখক সমর্থন করিতে পারেন নাই। তবে পরবর্ত্তী তাঁহার মুখে একটি সত্য কথা বলাইয়া ফেলিয়াছেন,—"দেশ-দেশান্তরে যে-সকল লোক গুরুকে লোকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বন্দনা করে, তাঁহাদিগের মধ্যে কৃষ্ণ-চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও জটিল। তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ছিলা, ইহাই তাঁহার মুক্ত ও দৃঢ় যুক্তি। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-কলার সংখ্যা এত অধিক, তাহাতে পরস্পর বিরোধী এত প্রকার ভাব লক্ষিত হয় যে, সাধারণ নিয়মাদি বা বিশ্বাস দ্বারা তাঁহার চরিত্র-তত্ত্ব কোনপ্রকারে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা করা যায় না।"

লেখক যে উদ্দেশ্য লইয়াই এই কথা বলিয়া থাকুন, আমরা এই সত্যের অনুমোদন করি। কৃষ্ণ-চরিত্র এত জটিল বলিয়াই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অসামান্যা প্রতিভা ও মনীষাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বর্ণিতে পারেন নাই; অধিক কি, সকল-লোকপিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এরূপ জটিল ও পরস্পর বিরোধী অচিন্ত্য শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের বিষয় তাঁহার মস্তকচতুষ্টয়ের আধ্যক্ষিকতা-দ্বারাও বিন্দুমাত্র অবগত হইতে পারেন না,—ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রে এবং পাণিনিসূত্রে মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। পাণিনিসূত্র যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে—ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ স্বীকার করেন। আচার্য্য শঙ্কর, আচার্য্য রামানুজ, আচার্য্য মধ্ব প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে গীতাকে মূল মহাভারতের অংশ বলিয়াই জানাইয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য ও তাঁহার সম্প্রদায় মহাভারত সম্বন্ধে এত অধিক আলোচনা করিয়াছেন যে, আধুনিক ব্যক্তিগণের আধ্যক্ষিকতা ও মনীষা ইহার নিকট পঙ্গু দাস্য লাভ করিবে। স্বয়ং মধ্বাচার্য্য তাঁহার 'মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে' এবং বাদিরাজস্বামী মহাভারতের "লক্ষালঙ্কার"টীকায় বহু শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, গীতা মূল মহাভারতেরই স্মৃতি অংশ; শ্রীচৈতন্যদেবও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ঐ সকল আচার্য্য ও সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ অপেক্ষা আমরা উক্ত প্রবন্ধের কাল্পনিক মতকে অধিকতর প্রামাণ্য মনে করিতে পারিলাম না।

গীতায় "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বাক্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে,—এরূপ উক্তি অদ্ভুত। ইহা গীতার সিদ্ধান্ত বহুস্থলের ফল বলিয়াই অনুমিত হয়। কবিরের লৌকিক বপু ও দেহের নশ্বরতা এবং আত্মার অবিনশ্বরতা প্রতিপাদনের জন্য ভগবদ্গীতার উক্তি অহিংসা ধর্ম্মের প্রতিবাদ নহে।

গীতায় কর্ম্মের অনাদিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই, তবে তাহা অনাদি হইলেও বিনাশী। কর্ম্ম যখন নিজ ভোগের জন্য কৃত হয়, তখনই তাহার হেয়তাপূর্ণ প্রবাহ চলিতে থাকে; কিন্তু কর্ম্ম পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির তাৎপর্য্যপর হইয়া গেলে তাহা পরমানন্দময় অপ্রাকৃত সেবা-প্রবাহ প্রকাশ করিয়া থাকে। কর্ম্মফলের পাপ-পুণ্যাত্মক প্রবাহের অবসান হয়।

'অবতারের কথা গীতায়ই প্রথম দেখা যায়'—এইরূপ উক্তি শাস্ত্র-দর্শনের অভাব-জ্ঞাপক। শ্রীরমণাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে চতুর্বেদশিখার যে প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে লীলাবতার ব্যতীত পুরুষাবতারগণেরও নাম দেখা যায়। তাহাতে গুণাবতারের নাম স্পষ্টই রহিয়াছে। বেদের বহুশাখা বর্ত্তমানে লুপ্ত। সুতরাং অতি অসম্পূর্ণ বেদাংশ ও তাঁহার অতি অসম্পূর্ণ অধ্যয়নকে প্রমাণরূপে অবলম্বন করিয়া ঐরূপ স্পষ্ট উক্তি কি বিচক্ষণতার পরিচায়ক হইয়াছে?

গুণাবতারগণের মধ্যে কৃষ্ণের নাম কেন নাই, তাহা জয়দেব "দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ" বাক্যের দ্বারাই ত' উত্তর দিয়াছেন। কৃষ্ণ—অবতারী, অবতার নহেন। এবিষয়ে ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদির প্রমাণ ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বহুবিধ শ্রৌত প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; লেখকের ঐসকল আলোচনা নাই বলিয়া প্রমাণিত হয়।

মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার মানবের কি কি পাশবর্ত্তি বিনাশ করিয়া চেতনের দেবাময়ী বৃত্তির ক্রমবিকাশ প্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ আলোচনা গৌড়ীয়াচার্য্যের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যার মধ্যে সেখানেও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতেও তাহা আদর্শের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীরূপের লঘুভাগবতামৃতে ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তত্ত্বসূত্র ও ক্রমসন্দর্ভিতায় তাহার বিশেষ আলোচনা আছে। বিচক্ষণ লেখক ঐ সকলের কোন সন্ধান না রাখিয়া কেনই বা সাধারণ সংবাদপত্রে অশ্রোত কাল্পনিক মত প্রকাশ করিলেন?

শরণাগতির আদর্শ প্রকাশ ও আধ্যক্ষিকতাকে বর্জ্জন করিবার জন্য যে বামনদেবের ত্রিপদবঞ্চনাবতার, তাহা শরণাগতির অভাবে বুঝা যায় না। সোভিয়েট্ রাশিয়ার ন্যায় যে হরিবিমুখ আসুর-নীতি জগতে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, সেই চরম আদর্শকে পুনঃ পুনঃ বিনাশ করিয়া সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য যে পরশুরামের অবতার, লেখকের মনীষা বোধ হয় তাহা ধারণা করিতে পারে নাই। বলদেব যাবতীয় সত্তার একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ। সমস্ত মঙ্গলের খনি তাঁহার পাদপদ্মে অবস্থিত।

শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীবুদ্ধের দ্বারা আমাদের আধ্যক্ষিকতার কিয়দংশ চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতে পারি বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে আদর্শস্থানীয় মনে করি। বস্তুতঃ আধ্যক্ষিকগণ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীবুদ্ধকে যে ভাবে দর্শন করেন, তাঁহারা সেই দর্শনের অতীত অদ্বয় বস্তু,—ইহা ভজনবিজ্ঞতা-বলে উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বুদ্ধের কথা আছে, সুতরাং সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ বুদ্ধের বিরোধী নহেন; তবে শ্রীবুদ্ধের শিক্ষা বা আদর্শকে যাঁহারা বিকৃত-ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন বা তাঁহার বঞ্চনায় বঞ্চিত হইয়াছেন, সেই জাতীয় বৌদ্ধগণের সহিত বিষ্ণু-বুদ্ধের উপাসকগণের মতভেদ আছে।

"কামুকাঃ পততি কামিনীময়ে জগৎ" নীতির যুক্তি-প্রয়োগে ও কোনও প্রকারেই বুদ্ধিমত্তা বলা যায় না। ঈশ্বরের শরীর ও শরীরীতে ভেদ নাই। গীতার "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" শ্লোকই ত' তাহার উত্তর দিয়াছেন। পরমেশ্বরের শরীর মানুষের শরীর নহে, সুতরাং মানবোচিত দুর্ব্বলতাও তাঁহাতে নাই। মহাভারতে ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারি-চরিত্রকে বিকৃত করিয়া পরমেশ্বরকে আধ্যক্ষিক মানবের বিচারান্তর্গত নির্দ্দোষ (?) ও নিষ্কলঙ্ক (?) করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ, মানব-মেধার কাঠমড়ায় ধরাছোঁ লীলাপুরুষোত্তম আসামী নহেন। মানবের চরিত্রে যাহা অত্যন্ত দোষযুক্ত, সমকারণ-কারণ ধরাছোঁ পুরুষের চরিত্রে তাহা সদ্যোৎকৃষ্ট; কারণ, পরমেশ্বরই একমাত্র অধিষ্ঠীয় ভোক্তা। বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্টের চরিত্রে আচার্য্য-চরিত্র প্রকাশিত; কিন্তু স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে স্বয়ংভগবত্তার যথেচ্ছাচারিতাপূর্ণ সম্ভোগ এবং বিক্রমই প্রকাশিত ও পরিস্ফুট। ইহাই মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যে, পরমেশ্বর সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, তাঁহাতে সকল ব্যাপারই সুসমঞ্জস। মানবজ্ঞানের যথেচ্ছাচারিতার অকর্ম্মণ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার বিক্রমে নত হওয়াই ভক্তি। তাহা হইলেই মানবের দুর্ব্বলতা ও যথেচ্ছাচারিতার পাপ বিনষ্ট হইবে।

আমরা সময়ান্তরে উক্ত প্রবন্ধের অন্যান্য প্রসঙ্গগুলির অসমীচীনতা সম্বন্ধেও আলোচনা করিব। তবে গৌড়ীয়ের বহু প্রবন্ধে বহুবার এই জাতীয় মতবাদ শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা সমালোচিত হইয়াছে।

উক্ত সংখ্যা "প্রবাসী"তে তৎপত্রিকার সম্পাদক ভারত-হিত-প্রচেষ্টার আনুকূল্য ও প্রগতি-সাধন-সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সজ্জন-সম্মত রূপে গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ। আধ্যক্ষিকতার যাবতীয় গতির বহির্ভূত পরমার্থের প্রচার ও অনুশীলনের দ্বারাই ভারতের প্রকৃত হিত ও প্রগতি-সাধন সম্ভব। ইহাই গৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজয় বন মহারাজ গৌড়ীয়-মিশনের একজন সেবকসূত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিতেছেন। প্রবাসীর সম্পাদক ভারতের প্রগতিকে যা

হিন্দুধর্ম্মকে যেরূপভাবে বোঝেন, শ্রৌত সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণ সেরূপভাবে বুঝিতে প্রস্তুত নহেন।

খৃষ্টধর্ম্মের তালাচুরা দ্বিতীয়সংস্করণরূপে যে ধর্ম্মবিন্যাস-বিশেষের প্রচার পাশ্চাত্যজাতির নিকট ভারতীয় সনাতনধর্ম্মকে 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া বহুযুগ ধারণার বশবর্ত্তী করাইয়াছে, তাহাতে পাশ্চাত্যজাতি সনাতনী শ্রুতির মর্ম্মে যে অপ্রাকৃত পরমার্থ-সম্পদ্ নিহিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া পরমার্থকেও প্রাকৃত রাজনীতির কবলে কবলিত করিবার ইচ্ছা পোষণ করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আশ্বিনের প্রবাসীতে আমরা 'শ্রীকৃষ্ণ—লীলাধি ও শিক্ষাগুরু' প্রবন্ধের যে সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে একজন ন্যূনাধিক প্রজ্ঞ রাজনৈতিক ও চুর্নৈতিক ধর্ম্মোপদেষ্টক রূপে এবং তদবতারাবলীর অধিকাংশকে কৌশলে গঠন করা হইয়াছে। সনাতন শ্রৌতধর্ম্মের অনধিকারচর্চ্চা ও বহুক্ষয় হইতেই এই সকল আধাক্ষিকতা উত্থিত। সেইরূপ আধাক্ষিকতা প্রচারের দ্বারা এই কুফল ঘটিয়াছে যে, পাশ্চাত্যজাতি ভারতীয় ধর্ম্মের সর্ব্বারাধ্য আদর্শকে অসত্যাভাষ্যোচিত বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ বন মহারাজ পাশ্চাত্যদেশে ভারতীয় আদর্শের ঐ বিকৃত বিচার ও প্রচারের কলঙ্ক বিদূরিত করিয়া সত্য সত্যই ভারতের চিত্তচেষ্টার আনুকূল্য ও পরম প্রগতি সাধন করিয়াছেন। লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর প্রচার-বিভাগে দুইটি অঙ্গ আছে। যেখানে সাধারণের সহিত ব্যবহার, সেখানে সাধারণের আকর্ষক কোন উচ্চপদবী ও ব্যক্তিত্বে যে বিশেষ প্রভাব আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই ব্যক্তিত্বে কোন বিদেশীয় ধর্ম্ম বা বিধর্ম্মের ভাব বা অভাব দেখিবার প্রয়োজন আমাদের নাই, কেন না একান্ত পারমার্থিকগণ তদ্দ্বারা নিয়মিত নহেন। দ্বিতীয় অঙ্গটির মধ্যে গণতন্ত্রনিকায় কোন প্রভাব বা সম্পর্ক নাই। সেখানে একমাত্র অধিষ্ঠীয় পারমার্থিক নিয়ামকের নিয়ামকত্বেই গৌড়ীয়-মিশন পরিচালিত। পারমার্থিকগণের পক্ষ হইতে অমানিত্ব প্রকাশ করিয়া উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে মান দান পূর্ব্বক শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করাও কিছু অন্যায় নহে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার, বিশেষতঃ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকসূত্রে পাশ্চাত্যদেশে শ্রীমদ্ বন মহারাজের প্রচার অধিকাংশে দেশীয় ও বিদেশীয় প্রসিদ্ধ ও সাধারণ সংবাদ-পত্রসমূহে প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য সাংবাদিক প্রবাসী-সম্পাদকের নিজের দেশের ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রচার্য্য মতের খবর না রাখা গৌরবের বিষয় কি?

বিলাতের East India Association-এ সভায় শ্রীমদ্ বন মহারাজ কোন রাজনৈতিক মত ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীমদ্ বন মহারাজ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সভায় কোন অধিবেশনে আহূত হইয়াছিলেন। ঐ অধিবেশনে ভারত-গবর্ণমেণ্ট-বিল-সম্বন্ধে প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর "Of the departments of foreign politics and Ecclesiastics, the Viceroy will have Reserved Powers."—এই বাক্যটি অবলম্বনে আলোচনা উত্থাপিত হইলে শ্রীমদ্ বন মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, "রাজনীতি সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছু নাই; কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে 'ভাইসরয়ের সংরক্ষিত ক্ষমতা থাকিবে'—এই বাক্যে 'ধর্ম্ম' বলিতে কোন্ ধর্ম্ম বুঝাইতেছে? তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য?" তিনি বলিয়াছিলেন, "সামাজিক ধর্ম্ম বা অন্যান্য ধর্ম্মের নায়কগণ কি বলিবেন, তাহা জানি না; কিন্তু সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম বা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের একজন শুদ্ধসেবকাকাশস্থরে আমার বক্তব্য এই যে, শ্রৌতপারমার্থিক বংশের নিয়ামক একমাত্র পরমার্থরাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই হইবেন।"

এতৎপ্রসঙ্গে বন মহারাজ আরও বলিয়াছিলেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মে রাজনীতি পরমার্থের অধীন। সনাতন ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের অধীনে চিরদিনই ক্ষাত্রধর্ম্ম বা রাজনীতি অবস্থিত। যখন ক্ষাত্রনীতি মতবাদ ও বাহু-বলের অসদ্ব্যবহারের দ্বারা নিয়ামক ব্রহ্মণ্যদেব বা বিষ্ণুসেবকগণের নিয়ামকত্বের বিদ্রোহী হইয়া পড়ে, তখনই পরশুরামের ন্যায় অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রবাসীতে প্রকাশিত কতকটি প্রবন্ধে পরশুরামের অবতারত্বের প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে যে সন্দেহের অবকাশ দেখা গিয়াছে,

তাহারই প্রকৃষ্ট সমাধান বন মহারাজের বাক্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের বড় চাকরী করিবার পর মোটা পেন্সন-ভোগী আরামপ্রিয় ব্যক্তিগণই যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান সভ্য হন, ইহা উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যের তালিকা বা প্রতাকরণিগণের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে না। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, সাধারণ জননায়ক, ভারতের ধর্ম-প্রচারক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ব্যক্তিগণ এই সভার বিশিষ্ট সভ্য। সকলক্ষেত্রে ভারতবর্ষের জনপ্রতিনিধি-সৃষ্টির রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধিতা করাই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-এসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য, এরূপ বিচার একদেশী বিচার মাত্র।

স্বামীজীর বাক্যের তাৎপর্য না করিয়া সহজ অর্থ করিলে এই বুঝা যায় যে, স্বামীজী আপনাকে রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা যে অংশটুকুতে রাজনীতি ধর্মের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে চাহে, সেই অংশটুকুর সমালোচনা করিবার প্রসঙ্গেই তিনি মোটামুটিভাবে সাধারণ ব্যক্তিগণের মনোবৃত্তির সাধারণ ও ব্যাপক পরিচয় (out-look of the people in general) দিয়াছেন। "The common people think little differently from the great politicians who give so much of their tim and brain to think out the best good of the country."—এই উক্তির দ্বারা স্বামীজী রাজনৈতিকগণের উচ্চ প্রশংসাই করিয়াছেন। তাঁহারা দেশের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভাবের অনুধ্যান করেন। কিন্তু সাধারণ লোক অনেক সময় 'হুজুগ' সেরূপভাবে নিজ ভাবানুধ্যান করিতে পারেন না।

বক্তাদ্বয় মহাশয় স্বামীজীর বাক্যের যে অংশে জোর দিয়াছেন, তৎসঙ্গে "Provided there is genuineness and sincerity on both sides" এবং "Provided the Ministers show their willingness to rise above party politics and really look on all the people of the country as their brothers and seek their real good"—এই কথাগুলিকে আরও অধিক জোরের সহিত বলিলে স্বামীজীর কথার তাৎপর্যটি পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বুঝা যাইত। "অর্ধ-কুক্কুটী ন্যায়ে" ছাড় অবলম্বন করিলে মূল বিষয়টির তাৎপর্যকে হনন করিবার মনোবৃত্তিই প্রকাশিত হয়।

আধুনিক যে সকল সাংবাদিক পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্ট ও আনুকরণিক রাজনীতির আলোচনা এবং স্বদেশে তাহার প্রবর্তন করিয়া স্বাদেশিকতার বড়াই করিয়া থাকেন, তাহা রাজনীতি-সম্বন্ধে বাস্তবিকই অনধিকারচর্চা ও 'আনাড়িত্ব'; কিন্তু শ্রীমৎ বন মহারাজ তাহা করেন নাই। তিনি পাশ্চাত্য হইতে কিছু অনুকরণ বা পাশ্চাত্যধর্মের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া কোন নূতন ধর্মের তাদাচুয়া সংস্করণ গঠন করিবার আদর্শে শিক্ষিত হন নাই। তিনি ঐরূপ রাজনৈতিক বা ঐরূপ রাজনীতিতে রুচিবিশিষ্ট নহেন, ইহাই সরল ভাষায় জানাইয়াছেন। পরীক্ষিৎ, পৃথু, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, ধ্রুব প্রভৃতি সার্বভৌম রাজন্যগণের যে রাজনীতি বিষ্ণু-সেবার অধীন, সেইরূপ রাজনীতি অর্থাৎ ভগবৎসেবানীতির প্রচারই স্বামিজীর অনুসরণীয় আদর্শ। সেখানে সাধারণ গণমত অপেক্ষা হরিগণমত বা পরাট্ পুরুষোত্তমেরই নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতার প্রাধান্য।

আমরা অনেক সময় কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা না পাইয়া 'আঙ্গুর ফল টক' এই নীতি অবলম্বনে মাৎসর্য্যের বশীভূত হই। আবার নিজেরাই সেই সকল ব্যক্তি হইতে সামান্য একটু অনুগ্রহ পাইলে কথার সুর বদলাইয়া ফেলি। রাজনীতি বা সমাজনীতি—কোন ক্ষেত্রেই এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভারতের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য যে পরমার্থ, যিনি তাঁহার পসরা লইয়া কোন মহাপুরুষের আনুগত্যে জগতের দ্বারে দ্বারে অকৃত্রিম ভাবে পর্যটন করেন, তিনি যে ব্যক্তিই হউন না কেন, প্রত্যেকেরই তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যিনি না করিবেন, তাঁহার মাৎসর্য্যধর্ম প্রবল হইয়াছে জানিতে হইবে। সেই ব্যষ্টিগত মাৎসর্য্যের গণ্ডীতে সমষ্টিকে আহ্বান করিয়া মাৎসর্য্যধর্মে দীক্ষিত হইবার উপদেশ কোনমতেই শুভদায়ক নহে।

ইহা সকলেই জানেন এবং সর্ব্বোপরি ইহাই বিশেষ সত্য যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ একমাত্র একান্ত পরমার্থ ব্যতীত কোন দিনই অন্য কোন পার্থিব বিষয়ের লাভ বা মন্দ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন না। তবে যখন কোন পার্থিব বিষয় তাহার পন্থা অতিক্রম করিয়া পরমার্থকে আক্রমণ করিতে উপস্থিত হয়, তখনই যতটা পারমার্থিকতার সহিত সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ লইয়া তাঁহারা লোকমঙ্গলের জন্য নিরপেক্ষ আলোচনা করিয়া থাকেন, অন্য উদ্দেশ্যে নহে। রোগপর রাজনীতি বা সমাজনীতি তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীমৎ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদ ও শ্রীমৎ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কৃষ্ণনগর যাত্রা করেন এবং সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকুটীরে উপনীত হন। ২১শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে তথা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শুভবিজয় করেন। প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখবাণী-শ্রবণে তত্রত্য সেবকগণ এক নূতন জীবন লাভ করেন। সকলকে বিভিন্ন সেবাকার্য্যের উপদেশ ও উদ্দীপনা প্রদান করিয়া প্রভুপাদ তথা হইতে ২২শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণকুটীরে আসিয়া ২৩শে সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রভুপাদের সঙ্গে আসিয়াছেন—শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক ও শ্রীমৎ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ভাগবতরত্ন প্রভু পূর্ব্বদিবসেই মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ দিবসই শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ঘুর্ণিয়া ফেরৎ দিয়া শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ প্রভু শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম, শ্রীমধুসূদন, শ্রীনদীয়ানন্দ এবং শ্রীমুরারি ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন।

আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রভুপাদের দিল্লী যাত্রার কথা, তত্রত্য গৌড়ীয়মঠে দুই এক দিবস অপেক্ষা করিয়া তথা হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে শুভবিজয় করিবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গিরি মহারাজ শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর বাচক মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ ভক্তিমৈত্রেয় প্রমুখ কএকজন সতীর্থ-সহ প্রায় পাঁচ মাস কাল ব্রহ্মদেশের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার প্রচার-প্রণালীতে তত্রত্য বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইয়া তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবার একান্ত আবশ্যকতা জ্ঞাপন করায় স্বামীজী তদ্বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ ও উপদেশ প্রার্থনার্থ এবং তখন হইতে আগত শ্রীপাদ বন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার-মানসে শ্রীপাদ ভক্তিমৈত্রেয় মহোদয়ের সহিত গত ১৯শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে রেঙ্গুন হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকব্রত

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তরশতনামে শ্রীশ্রীবার্ষভানবীকে 'কার্ত্তিক-দেবতা' ও শ্রীরঘুপতিউপাধ্যায় শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু 'কার্ত্তিকোৎকীর্ত্তিদেবতা' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমতী বার্ষভানবী কার্ত্তিকমাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি কার্ত্তিকমাসের উৎকৃষ্টকীর্ত্তিবর্দ্ধিনী পরমেশ্বরী। তাই শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভু শ্রীরাধার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-কথামৃত-কীর্ত্তন-মুখে কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

অধিকার-ভেদে এই কার্ত্তিকব্রতোৎসব ত্রিবিধরূপে দৃষ্টিতে লক্ষিত হইবে। আচার্য্য-লীলায় ত্রিদণ্ডাবতারলীলার আদর্শ এবং অধিকতর অন্তরঙ্গ বিচারে স্বরূপ-রূপানুগানুগত্যময় যে স্বতন্ত্র-বিতন্ত্র—এই উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে।

ত্রিবিক্রমীলাভিনয়কারী আচার্য্যের চাতুর্য্যাভাবপূর্ণ উর্জ্জব্রত-পালন-লীলায় যে বৈরাগ্য ও সংযমের আদর্শ-দ্বারা বৈষ্ণবের অধিকারিগণকে শিক্ষা-দান, তাহা একপ্রকার লোকমঙ্গল-চেষ্টা, আর বিপ্রলম্ভময় বৈরাগ্যের সহিত নিকেশ্বরী কার্ত্তিকদেবতার সেবায় যে দুকূলভঞ্জন-নিষ্ঠা, তাহা দ্বিতীয় প্রকার অবদান। কাজেই রূপানুগবরের পঞ্চজন-দ্বিতজনের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট পরমসৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ উর্জ্জব্রতের মধ্যে কার্ত্তিকদেবতার সেবার সৌকর্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারিবেন।

'উর্জ্জ' শব্দের অর্থ বল। উর্জ্জব্রত বলদেবেরই পূজা-ব্রত, নিত্যানন্দের আরাধনা বা ব্যাসপূজা। কারণ, ঠাকুর বৃন্দাবনের বাণীতে জানিতে পারি,—

"নিতাই বিনে রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।"

যাঁহারা উর্জ্জব্রতে বলদেব-নিত্যানন্দের পূজা করিয়া অনন্তদেবী বা কাত্যায়নীদেবীর কৃপা লাভ করিবেন, তাঁহাদের হৃদয়ে কার্ত্তিকদেবতার স্বরূপ-মাধুর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইবে। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননীর পারমেষ্ঠ্য উৎসবের সময় তাঁহার সঙ্গে যে মহুবাহনে কার্ত্তিকেয়ের আবির্ভাব হয়, সেই কার্ত্তিকেয়ের প্রাকৃত সৌন্দর্য্যজাতের কামনায় বা অনুরাগের উত্তম পতিলাভের কামনায় পূর্ণিত হইয়া থাকেন; কিন্তু সর্ব্বচিত্তসোভার আকর-স্বরূপ সর্ব্বজগন্মাতা, জগন্মোহনমোহিনী পরা ঠাকুরাণী কার্ত্তিকেয়-কার্ত্তিকেশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর রূপে গর্ব্বিত হইয়া মহুর-পুষ্পযোনি ব্রজেন্দ্রনন্দনের যে আরাধনা, তাহা একমাত্র প্রেমলাভের উদ্দেশেই নিত্য সাধিত হইয়া থাকে। অনুঢ়া বা পরোঢ়া ব্রজগোপিকাগণ শিখিপিচ্ছমৌলিকে পতিরূপে পাইবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা করেন এবং বৃন্দাবনে যৌথমঠে যে রাসোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইতেও গোবর্দ্ধনের প্রেমামৃত-প্রাবনের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনের জন্য গোবিন্দ রাসস্থলী পরিত্যাগকারিণী কার্ত্তিকদেবতার অনুসরণে গোবর্দ্ধনের নিকুঞ্জ গুহায় আসিয়া উপস্থিত হন। আবার ভক্তভোগ-বর্দ্ধন গোবর্দ্ধন হইতেও শ্রীরাধাকুণ্ডের চমৎকারিত্ব-প্রদর্শনের জন্য কার্ত্তিকদেবতা তাঁহার নিজস্থানে গোবিন্দকে আকর্ষণ করিয়া নিজগণের সহিত আপ্রাকৃত কামদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকদেবতার সেই আরাধনা-ব্রতের অনুগমনই কার্ত্তিকব্রতের অনুষ্ঠান। শ্রীরাধাকুণ্ডই সেই ব্রতের ও অপ্রাকৃত মদনমহোৎসবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীঠ। ইহাই গৌড়ীয়গণের পারমহংস্য ও রূপানুগ ভজনবিজ্ঞগণের ভজনের পরাকাষ্ঠা।

ব্রজের মণ্ডলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান শ্রীরাধাকুণ্ডতট, ইহাই বৃহৎ বৃন্দাবন। ইহার অধীশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা। অযোধ্যাদি বৈকুণ্ঠের প্রকাশ-ক্ষেত্রে ঊর্জ্জব্রত-পালন হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থলী মথুরায় ঊর্জ্জব্রত-পালন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত-পালন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা গোবর্দ্ধনে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডে ঊর্জ্জব্রত-পালন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজ উত্থান একাদশী দিবসে অর্থাৎ ঊর্জ্জব্রত-সমাপ্তি-দিবসে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া নিত্য মহারাসলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মধ্যাহ্ন কালে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া মাধ্যাহ্নিক কৃষ্ণবিহারলীলাস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থিত স্থানন্দ-সুখদকুঞ্জে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীরাধাকুণ্ডে কুঞ্জবিহারী মঠ ও ব্রজ-স্থানন্দ-সুখদকুঞ্জ প্রকাশিত করিয়া তথায় অষ্টকাল শ্রীভাগবতকথা বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপনের পর শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। শ্রীরাধা-নিত্যানন্দের শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান-কালে যে-সকল অপ্রাকৃত ভজনোদ্দীপনাময়ী বাণী উৎসারিত হইবে, সেই বাণী শ্রীরাধাকুণ্ডেরই অমিয় প্রবাহরূপিণী। যাঁহারা সেই কুণ্ডজলে স্নান করিবার রুচি ও চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই সৌভাগ্য-বলে পশ্চাৎপদ হইবেন না। শ্রীল প্রভুপাদ আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর সোমবার দিল্লী-গৌড়ীয়-মঠাভিমুখে কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিবেন এবং কার্ত্তিকব্রতের অধিবাসদিবসের পূর্ব্বেই মথুরায় উপস্থিত হইবেন।

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৫শে আশ্বিন ১৩৪২ ; ১২ই অক্টোবর, ১৯৩৫ { ১০ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

নবমস্কিন্ধ—২৭।১০।৩৫ মঙ্গলবার

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

প্রথম শ্লোকটিতে যে প্রণামের কথা বলিত, এটি সম্বন্ধ-জ্ঞানবিষয়ে, আর দ্বিতীয়টিতে অভিধেয়বিষয় বর্ণিত আছে। অর্থাৎ সাংসারিক ভোগের জন্য যাঁরা ব্যস্ত অথবা ত্যাগ-মুখে মায়াবাদগ্রহণে ব্যস্ত—এই দুই প্রকার বৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে যে মহাপুরুষ দয়িতের ঈপ্সিত নিজ-সেবার বিচার নিজে জানাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন এবং জগতে আর্য্যবাক্য অনুসরণ ক'রে যে প্রকার বিষয়বস্তু আস্বাদন করা আবশ্যক, তা'র আদর্শ প্রদর্শন এবং নিজেও রসাস্বাদন ক'রেছিলেন, সেই মহাপুরুষকে বন্দনা করি।

অভিধেয়বিচারে ভাগবত যে কথাটি ব'লেছেন—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র ইত্যাদি" অর্থাৎ কি উপায় অবলম্বন ক'রলে সেই ভগবদ্বস্তুর আমাদের লভ্য হয়, বাধাসকল অপসারিত ক'রে সেই বস্তুর সেবা-লাভ ঘটে, বস্তুবিষয়ক অভিজ্ঞান এবং তজ্জন্য যে ফল-লাভ, আনুষঙ্গিকভাবে ত্রিতাপের উন্মূলন এবং বাস্তব মঙ্গললাভ ঘটে, সেই বিষয়ে চতুর্বর্গফল প্রার্থনা নিরাস ক'রে প্রকৃতপ্রস্তাবে নির্ম্মৎসর

সাধুসঙ্গের যে পরমমঙ্গলসাধন, সেই কথাটি ভাগবতের এই দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত হ'য়েছে।

আমাদের অনাদিত্ব অর্থাৎ নিত্য বৃত্তি হ'তে পৃথক্ থাকার যে বিচার, তাতে আমরা তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক কতকগুলি বৃত্তি-চালিত হ'য়ে বিপথগামী হ'ছি বা উদ্দেশ্য-শ্রষ্ট হ'য়ে ভগবৎপ্রীতি বাদ দিয়ে নিজপ্রীতিসাধনের কল্প ধর ক'রছি, তা'তে কর্তৃত্ব বা জ্ঞানত্ব আসে। তৎ-প্রবৃত্তিতে ইন্দ্রজগতে বাস এবং পার্থিববিচারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা হয়, তাতে বাস্তবিক সাধন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। আমরা যখন দেখি যে, কংসের ন্যায় অসুর কৃষ্ণকে ধ্বংস করার জন্য ইন্দ্রজগতে বহুবিধিই, কৃষ্ণ তাকে বধ ক'রলেন, তখন আমরা মনে করি,—"প্রকটলীলায় যেরূপ অসুরবধ, সেরূপ অপ্রকটলীলায়ও নিত্যকাল থাকবে, কৃষ্ণের অসুবিধা হ'বে, সেই কৃষ্ণের স্মরণ গ্রহণ ক'রলে কোনরূপ দুষ্কৃত অসুর প্রবেশ ক'রে বাধাত ক'রে ব'সবে; তা'তে উপস্থিত কৃষ্ণ বলবান্ নহেন।" তা'ই বিচার এই—এখানে দেবতার মূর্ত্তি অর্চ্চাতে স্থাপিত হয়, দেখি—এঁরা কথা কইতে পারেন না, ভাবের সমর্থন করেন না, আমরা যে ভাব প্রকাশ করি, তা' সমর্থন ক'রতে পারেন না; তাই বলি—এরূপ অর্চ্চাকে দেবতা বানাবার জন্য প্রয়োজনীয় মন্ত্র অর্থাৎ আমরাই অর্চ্চা স্থাপন কার এই সব প্রণালি দিয়ে; এতে যে চেতনধর্ম্ম আছে, এটি বুঝতে পারি না। আর অপ্রকটলীলায় কংস, অঘ, বক, পুতনাদি অসুরগণের চেতনধর্ম্ম থাকলে সবসময় ত' কৃষ্ণের অসুবিধা ঘটাবে। কিন্তু আমরা শুনেছি, সেখানে ভগবান্, সেখানে মায়িক বিক্রম বা মায়ারঅধিষ্ঠান নাই; সেখানে মায়া, সেখানে ভগবৎপ্রতীতির অভাব—

"যদ্ভেদ্যং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি"

ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই মায়ার অধিষ্ঠান। মায়িকরাজ্য-মধ্যে থাকা-কালে ভগবদ্দর্শন হয় না। এখন যে অবস্থা, তাতে ভগবদ্দর্শন সুদুর্লভ। অপ্রকটলীলায় যে ভগবানের অবস্থান, তা' মায়ার থাকা বুদ্ধিকালে গোচরীভূত হ'চ্ছে না। সেখানে মেপে নেওয়া বুদ্ধি যাবে না।

এখানে যেমন অর্চ্চাবিগ্রহে চেতনধর্ম্ম নাই ব'লে বিচার বা সেখানে কংসাদির চেতনধর্ম্ম থাকলেও বিঘ্ন উপস্থিত ক'রবে, চিন্নাজ্যে অবস্তুতা প্রবেশ ক'রবে, এরূপ আশঙ্কা হয়, তা'তে ব'লছেন, নিত্য অপ্রকট-লীলায় অভিমন্যু প্রভৃতি কৃষ্ণভোগের ব্যাঘাতকারীর অধিষ্ঠান নাই। এখানে যেমন চিত্র, তাতে বস্তুর অধিষ্ঠান নাই, সেখানে সেইপ্রকার কংসাদি পুত্তলের আকারে আছে, তা'দের চেতনধর্ম্ম নাই। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভক্তি-সন্দর্ভে ব'লেছেন, নিত্যলীলার সেই সকল অসুর-ধর্ম্মাবলম্বী কৃষ্ণবিরোধী জিনিষগুলির অস্তিত্বে অচেতনতাভাবে আছে। ইন্দ্রজগতে যেমন আমরা অর্চ্চাতে অচিৎ-মিশ্র-মূর্ত্তিতে চেতনধর্ম্ম দেখতে পাই না, তেমনই মুক্ত ক'লে সে-জগতে অবস্তুতা, দেবতা প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের প্রীতিসম্পাদক পাঁচপ্রকার ভৃত্য সেখানে পূর্ণচেতনাবস্থায় আছেন। এখানে পাঁচপ্রকার মিশ্র-চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট বাক্তি কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অবস্থান ক'রছে। সেখানে শুদ্ধ ভগবান্ ও তদাশ্রিত থাকায়। এখানে অনুপাদেয়তা, সেখানে উপাদেয়তা। অবিমিশ্র-চেতনরাজ্য ও মিশ্রচেতনরাজ্যে পার্থক্য আছে। মিশ্র-চেতনরাজ্যে চেতনধর্ম্ম থাকলেও স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ক'রতে পারে না। যেমন ইলেক্‌ট্রিক্ পাখাতে আর একটা শক্তি না এলে তা'র নড়বার ক্ষমতা হয় না। শরীরে চেতনধর্ম্ম না এলে সেটা খোলা মাত্র, এখানে অচেতনের ভিতরে চেতনের বিকাশ—চিদ্‌চিন্মিশ্র-ভাব। এখানকার অচিৎ স্থূল-সূক্ষ্মভাব সেবাবৈমুখ্য-বশতঃ পরব্যোমে যেতে পারে না। সেখানকার অবিমিশ্র চেতনধর্ম্ম এখানে আসতে পারে না। আসতে হ'লে জড়ের আকারবিশিষ্ট দ্রব্যের গৃহীত ভাব সংগ্রহ ক'রে সূক্ষ্ম উপাধি কল্পনা ক'রে থাকে। যেমন দয়া ব'লে যে শব্দটি, তাতে আমরা আলোচনা ক'রতে পারি, একজন দান ক'রছেন, একজন গ্রহণ ক'রছেন। চিত্তে দয়া-বস্তুটির মূর্ত্তি না থাকলেও চিত্তে উদিত ভাবের দ্বারা জান্‌তে পাচ্ছি। বহির্জ্জগতের সংগৃহীত ভাব স্থায়ী নয়, পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হয়; সেখানে পরিবর্ত্তনশীলতা নাই, নিত্য-ধর্ম্ম বিরাজমান। নিত্যবস্তুর মায়িক ও অমায়ীর সম্পত্তি—সব চেতনময়,তা'তে অচেতনতা—অবস্তুতা বা অসম্পূর্ণতা নাই। এখানে পূর্ব্বাপর স্মৃতির উদয় নাই, বর্ত্তমানটাই কেবল জানি—বর্ত্তমান নিয়েই বিচার ক'রতে পারি। সেখানে সব জিনিষ নিত্যকাল আছে, জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে নিতে হয় না। এখানে যেমন শিশুকে ক্রমে ক্রমে

জ্ঞান লাভ ক'রে নিতে হয়, শিশু অপেক্ষা যুবক অধিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে থাকে, তদপেক্ষা বৃদ্ধ আরও অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, সেখানে সেরূপ নয়। সমগ্র জিনিষের পূর্ণসম্ভাবের খাতে, কোন অভাব নাই। আর অভাব ব'লে যা আছে, তা'তে পূর্ণতার—জ্ঞানের অভাব নাই, অভাবেরও পূর্ণতা সাধিত হ'চ্ছে। ওখানকার বাস্তব-বিচিত্রতা এবং এখানকার বিচিত্রতার সৌসাদৃশ্য থাকলেও দুইটি এক নয়। এদেশের অবস্তুতা-ধর্ম্ম, ক্লেশ, অসম্পূর্ণতা সেখানে নিয়ে যেতে হ'বে না। বিচিত্রতাপূর্ণ ভাবসমূহ সেখানে পূর্ণমাত্রায় আছে। এদেশে সাহিত্যে, অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে রসের আলোচনা, পঞ্চমুখারস ও সপ্তগৌণরস এখানে যেমন বাধা-প্রাপ্ত হয়, সেখানে তা' নয়; প্রত্যেক বস্তুর নিত্যসত্ত্ব আছে, অজ্ঞান প্রবেশ ক'রতে পারে না, একের সাহায্যে অন্যের কিছু ক'রতে হয় না। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের হেয়তা, অবস্তুতা বা অপ্রার্থিত (দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি) ব্যাপারগুলির দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সেখানে যেতে হয়। সেখানে পূর্ণতা ও পরমতৎপরতা আছে; কিন্তু আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি না—যেমন মেঘে আবৃত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। আবরণকারী আবৃত বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করে না। কিন্তু আমরা আবরণকারীর কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আবৃত বস্তুকে দেখ্‌তে পাই না।

সেবা-চেষ্টার ব্যাঘাত হ'লে, অহঙ্কারবিমূঢ়তা-বশে প্রভু হ'বার যত্ন হ'লে ওপরাত জগতে বাস হয়। রজঃসত্ত্বাদি-গুণদ্বারা আহৃত হ'লে হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতের কারুণ্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। শক্তিতত্ত্বের কথা বর্ণন ক'রতে গিয়ে মিশ্রগুণবিচারে বিচিত্রতা-কারিণী শক্তিকে এরই পর্য্যায়ভুক্ত করি। কিন্তু নির্গুণের ও সাধুগণ এ সকল অসুবিধায় পড়েন না, তাঁরা পরমধর্ম্মে অবস্থিত, পরশ্রী-কাতর নন, সকলেই ভগবৎপরায়ণ। ভগবৎবৃত্তিরহিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম্ম অবস্থিত। কামাদি পঞ্চবিধ অমঙ্গলের ভৃত্যধর্ম্মে নিযুক্ত হ'লেই পরশ্রীকাতরতা আসে। অপরের কেন সুখ হ'বে, আমিই সুখকে একচেটে ক'রে নেব, এজন্য 'আপন নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ' প্রায় অবলম্বন করি। পরমধর্ম্মের আলোচনা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। আমি কাজী হ'ব, জোতী হ'ব, লোতী হ'ব, প্রবক্ত হ'ব প্রভৃতি বিচারপ্রণালী হ'তে অবসর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কাজক, জোতী, লোতী, বুঢ় বা প্রবক্ত হ'বার যোগ্যতা এখানে আছে; ঐ গুলোর সমষ্টি একীভূত হ'লে মৎসরতা আসে। যদি এ গুলোর সেবা না করি, তা' হ'লে মৎসরতা থাকবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে বড়ই প্রয়োজন হ'য়েছে, কামাদি রিপুকে প্রভু পাতিয়ে তাঁদের চাকরী করা; ভগবানের সেবা ক'রব না। তাঁর সেবা ক'রলে এদের সেবা করা হয় না। যাঁরা ভগবানের সেবা না করেন, তাঁরা রিপুষট্‌কের দাস। মৎসরতের উত্তর ধর্ম্ম যেসকল শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তা'তে বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায় না। ভাগবতেই বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান আছে। বস্তুপ্রতিম 'পদার্থ' আমাকে ভোগ্য দেয়, বিপথগামী করে। নির্গুণের ও সাধুদের পরমধর্ম্ম নিত্য বর্ত্তমান, চেতনধর্ম্মযুক্ত তাঁরা নিত্যের প্রতি সেবা-চেষ্টাবিশিষ্ট, অনিত্যের জন্য চেষ্টা নাই। কিন্তু কর্ম্মের ফলসকল অনিত্য, যেমন—কর্পূর বা স্পিরিটকাতীয় দ্রব্য মুখখোলা থাকলে উপে যায়, তদ্রূপ কর্ম্মাঞ্জিত দ্রব্য ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়—ধ্বংস হয়। এদেশের স্বভাবই এই। অনিত্য, যা' নিত্য বিদ্যমান নয়, তা'তেই আমাদের আগ্রহ। আমরা ভবিষ্যৎ দেখি না। ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে দ্রব্য রাখ্‌লে যেমন সব প'লে পড়ে যায় বা বানর যেমন ধান সংগ্রহ ক'রে বগলে রাখে, আবার সংগ্রহ ক'রতে গেলে সেটা পড়ে যায়, সেই রকম ক্ষয়িষ্ণু জিনিষের জন্য যে সংগ্রহ-চেষ্টা, তা' ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে যায়, সংগ্রহকার্য্য সফল হয় না বা সে সাফল্যটাও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। যাঁরা নিত্যের আলোচনা করেন, তাঁদের রিপুষট্‌কের কৃতাস্ত করা কর্ত্তব্য নয়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে পরিবর্ত্তন ক'রে অন্য অবস্থায় নীত হয়, এটাও চাকলা যায়। পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর সংগ্রহের জন্য যাঁদের উৎকট পিপাসা—নিত্যানিত্য-বিবেক যাদের হয় নি, তাঁরা কর্ম্মরাজ্যে নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ মৎসরতা-ধর্ম্মে অবস্থিত হ'য়ে অন্যের ক্ষতি ক'রতে ব্যস্ত। নির্গুণের না হ'লে পরমধর্ম্মের কথা কাণে আসে না। যেটা নৈষ্কর্ম্ম্য উৎপাদন ক'রবে, মুক্তাই যা'র শেষ বরণীয়, তা'তে ব্যস্ত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। আপাতসুখ বা দুঃখের জন্য ভবিষ্যদ্বর্জনীয় চেষ্টা নাই। যে জিনিষের স্থায়িত্ব বিধান ক'রতে পারবো না, নিজের বা নিজদলের কতকটা লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণের

জন্য সেই সকল অনিত্যের সেবা কেন ক'রবো? 'চিদচিৎ বিবেক' ব'লে একটা ব্যাপার আছে, বুদ্ধিমান্ লোক-মাত্রেরই সেটা চিন্তনীয় হওয়া দরকার। ৩০ বৎসরে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, ৫০ বৎসরে তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ হয়, আবার তদপেক্ষা ৬০ বৎসরের জ্ঞান আরও বেশী; এইরূপে জগতে যে যতদিন বেশী বাঁচবে, জ্ঞানের অভিজ্ঞতা তা'র ততই বেশী বৃদ্ধি পাবে; কিন্তু তাও অসম্পূর্ণ। পূর্ব-চেতনের যে জ্ঞান, সেটা সেই বেশ থেকে আসে; এখেনে তা' হ'চ্ছে না। ২০০।৫০০ বছরের চেষ্টা-দ্বারাও এখেনে নিত্যকালের জ্ঞান লভ্য হয় না। (Epistemological discrepancy) জ্ঞানস্বভাবনির্ণয়ে বিপ্লব আনয়ন করে। সাধারণ বার্ষিক সম্প্রদায়ের বিচার সুষ্ঠু নয়। এজগতের ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান সকলসময়িত হয় না; কিন্তু নিত্যবস্তুর সাধুত্বের জ্ঞান এরকম জিনিষ নয়। সসীমবস্তুর জ্ঞানসাধনের চেষ্টা নৈষ্ফল্য আনে। বিবেক হ'লে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-হ্লাদিনীশক্তিমদ্-বিগ্রহ ভগবানের জ্ঞান লাভ হয়। দুঃখবাদের বাস্তু থাকলে ত্রিতাপ উন্মূলিত হয় না, তা'তে সচ্চিদানন্দ বিলুপ্ত হয়ে জড়ানন্দে মত্ত হ'লে হ্লাদিনী নানাপ্রকারে বাধা-প্রাপ্ত হয়। দুঃখই এখেনের normal condition. এখানে দুঃখকে কম করা বা অভাবপূরণের চেষ্টাকেই আমরা সুখ বলি। সত্তাহ্রাস-চালিত বুদ্ধিতে নিজের সুখচেষ্টা বা স্বার্থপরতা বর্ত্তমান। বর্ত্তমান সভ্যতা-সম্বন্ধে যে বিচার, তাতে বুঝতে পারা যায় যে, বর্ব্বর জাতি নিষ্ঠুর, সভ্যগণ অনিষ্ঠুর; মানবের সৌখ্য-সম্পাদনই এই সভ্যতার উচ্চিষ্ট বিষয়। কিন্তু সভ্যতার নামে যে বর্ব্বরতা,সেটি পরশ্রীকাতরতায় লক্ষ্য করি। আমার doxy টা orthodoxy, অন্যের hetero-doxy; তাতে শক্তিত্রয়ের ধারণায় অভাব-হেতু অসুবিধা আছে। ওটা থেকে ছুটী পাওয়া দরকার।

পরমেশ্বর বাস্তববস্তু, তিনি বিশ্বের পদার্থ নন। যেমন আকাশ, এর specific designation—ধারণাযোগ্য ব্যাপার নাই। এইটুকুমাত্র ধারণা হ'তে পারে যে, এটা অন্য জিনিষকে ধারণ ক'রতে পারে। কিন্তু এটা ন্যূনাধিক খণ্ডিত ঘটাকাশের ধারণা; সম্পূর্ণ ভূতাকাশের ধারণা করা যায় না। তিনি এর আয়তনের ধারণা হ'য়ে থাকে, তা'র এর আয়তনকে infinity or impersonal phase ব'লে ছেড়ে দিই। মূলবস্তু পরমেশ্বরই বাস্তববস্তু। মঠের হ'লে special scholastic training হ'তে থাকে—উচিৎ অনুকূলে ভাবস্রোতের বাস্তই হ'য়ে যায়।

যেটা—যাঁকে জানা উচিত, সেটি বাস্তববস্তু হওয়া চাই—যাঁকে জানা হ'বে, তাঁর প্রকৃত অস্তিত্ব থাকা চাই এবং তা' অন্যের মূল সমাধ্যক্ষ সুসমর্থ মাত্র নয়, Absolute ব'লতে যাঁকে বুঝায়, সেই বস্তু। সীমাবিশিষ্ট হ'লে—বহির্জগতের relativity নিয়ে ঘুরে বেড়ালে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান দিয়ে সাধ্রহ কল্প জিনিষকে ঈশ্বর সাজান' হয়। এটা বিরুদ্ধ জিনিষ। মঙ্গলপ্রদ বাস্তববস্তু-বিজ্ঞানে যেহেতা নাই। এজন্য 'নিরব' ব'লেছেন, যাঁ'তে ভাবস্রোতাদির কোন হেয়ত্ব নাই অথচ ঐসকল বস্তু তাঁ'তে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।' সেটাকে অপদার্থ-বিজড়িত হানীর দোষদুষ্ট ব্যাপার মনে করা উচিত নয়। ক্ষুণ্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণা-তৃপ্তির বিষয় তাঁতে নাই ব'লে অপূর্ণকে ঈশ্বর ব'লে খাড়া করা হয়। তাঁকে restricted করা—তাঁর হাত পা বেঁধে ফেলা, চোক গাল, নাক কাটা, কাণ বধির ক'রে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপার পূর্ণবস্তুর প্রতি আক্রমণ বা বিদ্বেষ। ঈশ্বরকে চিরবিধায় দিয়ে অন্যবস্তুতে ভোগবুদ্ধি যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, ততদিন ঈশ্বর কি বস্তু জানা যায় না। তিনি আমাদের ধানাবাড়ীর চাইবত, বাগানের মালী, চাকর, বাজাকী বা ইন্দ্রিয়তর্পণের সুখ-বিধানকারী নন। পরচিন্তানুসন্ধানকারী বা পরপ্রশংসা-ভাবী যাবতীয় বিচার হ'তে উত্তীর্ণ হ'তে হ'বে—মানব-বিচারকে প্রসারিত ক'রতে হ'বে। আংশিক non-absolute এর বিচার থেকে জাগ পেতে হ'বে।

সাধু ও নির্ব্বৎসরগণের পরমধর্ম্ম জাগরূক থাকা। তাঁ'রা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র নিয়ে ব্যস্ত নন। মানবহিতার্থি-শ্রেণী মনুষ্যজাতির ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার নিয়ে আবদ্ধ। কিন্তু বিশ্বহিতরত হওয়া দরকার। যেমন শেতাশ্বর দিগম্বরের বিচারে দেখতে পাওয়া যায়—প্রাণিমাত্রেরই উপকার করা দরকার, কিন্তু দেহ-মনের উপকার নয়। সকলের সুযোগ-সাধন ক'রলে ভগবান্ নারাজ হ'বেন না। তবে 'গরু মেরে জুতো দান'এর নামে যে পরোপকার, সেটার মধ্যে মৎসরতাই বর্ত্তমান। উহা গোবর ছাড়া আর কিছুই নয়। একজনের উপকার ক'রতে গেলে আর একজনের হিংসা হয়। কা'র

উপকার ক'রতে পারে? যারা অপকার ক'রবে না, সেই নির্বৎসরগণ। কিন্তু আজকালের লোকের উপকার ক'রলে তার প্রতিদানে অপকার করাই তা'দের স্বভাব। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় ব'লতেন, "আমি ত' তোমার কোন উপকার করি নাই, তবে তুমি কেন আমার অপকার ক'রলে?" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মধ্যে যে চিন্তাস্রোত—পরের উপকার করা, সেটা দুর্বলতা দিয়ে মাপ দোষা। ঈশসেবাবর্জ্জিত প্রাণিমাত্রেই বিনাশযাতক।

মাতৃজঠরের সেবানুসন্ধান পরিত্যাগ ক'রে যাকেতাকে দিন কাটান' বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। অন্যায়ী বা অন্যতে ত' positive injury আছেই, কিন্তু সৎকর্ম্মের নামে যে পাপকার্য্য, তাতে অন্তঃকরণটি লোকের relief হ'লেও পাপ কতটা হ'ল, সেটার বিচার হ'লে দেখা যাবে, পাপের দিকটাই ভৌমদণ্ডে বেশী ওজন। সঙ্কীর্ণ ধারণায় চালিত হ'য়ে শ্রেণীবিশেষের উপকার ক'রতে গেলে তা'রও সর্ব্বনাশ, কারও সৌখ্যনাশ—এটাকে (faulty altruism) দোষযুক্ত পরার্থিতা বলে। এর অসম্পূর্ণতা অনেক সময় ধরা যায় না, কিন্তু ভাগবতের পরমসত্য কথা যাঁ'রা শুনেছেন, তাঁ'রা চোখে আঙুল দিয়ে এর defect ধরিয়ে দিতে পারেন।

পরমেশ্বরের সেবা যাঁ'রা করেন, তাঁ'দের সেবা ক'রতে হ'বে—তাঁদের সঙ্গেই থাকতে হ'বে। একতাৎপর্য্যপর হ'য়ে এই সজ্ঞানের প্রয়োজনীয় ব্যাপার আলোচনা করা দরকার।—যা' হ'তে শুধু এই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানময় জগৎ নয়, অনন্তকোটি জগৎ উদ্ভূত হ'য়েছে, তাঁ'র কথা আলোচনা করা দরকার। ঈশবিমুখ লোকের মধ্যে কামের অনুস্থিতে ক্রোধ, ক্রোধের উদয়ে লোভ-মোহাদি অশান্তিপ্রদ অবস্থার উদয় হয়। কিন্তু Harmony—প্রেম তা' হ'তে স্বতন্ত্র জিনিষ।,ঈশ্বরের প্রতি খুব বেশী অনুরক্ত না হ'লে অপরের বিদ্বেষকে প্রেম বিচার করা হয়।

'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' এটা গল্পের কথা নয়। মনগড়া ঈশ্বর তৈরী ক'রলায় বা (ভূত) মতবাদ সৃষ্টি ক'রে কতকগুলো লোকের সময় নষ্ট ক'রলায়, তা নয়। তাঁকে সত্য সত্য পাওয়া চাই। তিনি সেব্য, আর আমরা সেবক। বস্তু যাঁ'র সেবা করে, তিনি ঈশ্বর। জড়জগতের বস্তুর যাথাতথ্যস্বীকার ক'রলে সেই জিনিষের সেবায়ই—particular engagement এ দিন কাটে, বাকী সব বাদ প'ড়ে যায়। এই দীমার মধ্যে থেকে কি লাভ? কতদিন পরেই ম'রতে হ'বে। পূর্ণের সেবায় সম্পূর্ণ দয়াপ্রবৃত্তি থাকা দরকার। পূর্ণ কি বস্তু, তাঁর জ্ঞান হওয়া দরকার। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ-সমন্বিত পূর্ণবস্তুর নিকট কি ক'রে পৌঁছুতে পারি, ২৪ ঘণ্টা কি ক'রে তাঁর সেবা ক'রতে পারি, এজন্য চিন্তা করা দরকার। যেকাল পর্য্যন্ত অন্যমনস্ক বা উদাসীন থাকি, ততদিন ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, হিংসা, পরদ্রোহ আমাদের আক্রমণ ক'রে রাখে। যতদিন না অখিলরসামৃতমূর্ত্তির আশ্রয়ক-আশ্রয়জাতীয়বিশিষ্ট না হ'তে পারি, ততদিন অন্তর চালিত হ'য়ে অসুবিধা ভোগ ক'রব। পূর্ণচেতনকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরেচ্ছা লাভ ক'রে কেবল অহঙ্কারে চাতড়ান' কথায় ব্যস্ত থাকি। কিন্তু জাগরূক স্মরণ ক'রলে ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে অবতীর্ণ হ'বেন।

এই আশ্রয়তত্ত্বকথা ধরাধামে আবাহন করবার জন্য যাঁ'রা সাধুদেরকে ব'লেছিলেন। তিনিই অন্তর্যামী। পূর্ব্বজন্মে অপরাজিতা নামে বিষ্ণুদাস ছিলেন। ইনিই বেদবিভাগ ক'রেছিলেন। পাঞ্চরাত্রিক বিচার ইনি নারদের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। এ সকল কথা জগতে প্রচার হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা বস্তুহীন কল্পনারাজ্যের ঈশ্বরের কথা ব'লছি না। তাঁকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি বিচারে আবদ্ধ রাখলে ছোট করা হয়। কিম্বা ধরার সৃষ্টি, ধরার প্রভৃতি শব্দে আবদ্ধ ক'রলে সঙ্কীর্ণতা থাকবে, পূর্ণবস্তুর আলোচনা হ'বে না। অনর্থমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জিনিষের উপলব্ধি হয় না। অনর্থে থাকলে প্রয়োজন বুঝতে না পেরে অসত্যকে সত্য ব'লে বিচার হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনর্থ নিবৃত্ত হ'লেই ভগবদনুশীলন আরম্ভ হয়। যেমন কোলাপ খেয়ার পর ঔষধ খেলে ক্রিয়াবিশিষ্ট হয়, তা' না হ'লে সেটা অম্লাদিতে পরিণত হ'য়ে যায়। নির্দ্দিষ্ট মৌধ থাকলে তা'র পরিবর্ত্তন বা নূতন ক'রে গঠনাদি ক'রতে হ'বে। অনর্থমুক্তাবস্থায় এই হলধ হ'বে না। জনমত-সংগ্রহে বিবদমান ব্যাপারে অনেক সভ্যসমীতে গ্রাহক নেই হওয়ার মত হয়। তবে বহু সমষ্টির মধ্যে autocracy দোষাবহ। বহুজনমত-সংগ্রহ প্রয়োজন মনে ক'রলে একের প্রস্তাব অন্যের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। চেতনরাজ্যে Autocrat

Despot একমাত্র তিনি (পরমেশ্বর)। ঐগুলি এখানে অনুপাদেয়। ১৮০° ডিগ্রীকে angle না ব'লে অনুদ্রেখ বলা হয়। তাহাতে কোণতত্ত্ব আছে, কিন্তু কোণদর্শন যন্ত্রের সাহায্য ক'রলে কোণের ভাবের দোষ স্পর্শ করে না।

বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, তা' হ'লে বাস্তবিক মঙ্গল হ'বে; man of action—কর্ম্মবীর হ'লে অপর প্রবল কর্ম্মবীর-দ্বারা আক্রান্ত হ'তে হ'বে। জ্ঞানপথের (Gnosticism) সাহায্যে নিজেকে খুব যুক্তিযুক্ত (rational) মনে করা বা ব্রহ্মে বিলীন করা ইত্যাদিতেও সুবিধা নাই। যাঁর জগৎ, তাঁর আনুগত্য-বিচারেই বৈষম্য থাকে না। বৈষম্য না থাকার জন্যই ততদিন থাকে, যতদিন না আমরা বিশুদ্ধভাবে প্রসন্নাত্মা না হোচ্ছি না জাচ্ছি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।"—এই শ্লোকের বিচার বুঝতে পারি। আমাদের পরা ভক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত —অঙ্গীকার-বৈকল্যের বিচার না এলে, পুরুষোত্তম, উৎকৃষ্ট, ত্রিবিক্রমের সেবা না ক'রলে অন্তর্গতির পথে থাকতে হ'বে। ফলের আরাধনা বা জ্ঞানমার্গে নিজের নিরস্ত-বিনাশ—বিচার আসবে। জ্ঞানীর বিচার কটাতটে তৃণিশয্যার ন্যায়। এ অমঙ্গলের রাস্তা থেকে মনুষ্য-মাত্রকেই সাবধান ক'রে দিতে হ'বে। এই রকম অনুর্দ্ধবিদ্যা থাকার মূলে অন্তঃকপটতা। এ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাস্তববস্তুর অনুশীলন করাই আবশ্যক।

আত্মার ধর্ম্ম ভক্তি। অনাত্মধর্ম্ম—Self contradiction বিচারে প্রতিষ্ঠিত। যেটাকে এখন ভাল বলে, পরে সেটা নষ্ট ক'রে ফেলে, স্থাপিত বস্তুকে সংহার করে; কিন্তু বাস্তববস্তুর নিত্যসেবা করাই আত্মধর্ম্মের বিচার। তাঁরা প্রভু, ভোগী বা ত্যাগী হ'বার চেষ্টা করেন না। তাঁদের সেবা-বস্তুর নির্ণয়ে অবিবেচনা হয় না। পরমেশ্বরই সেব্য হউন। তদধীন বিশ্বের পদার্থগুলিকে ঈশ্বরজ্ঞান ক'রলে অধঃপতন হয়। বিশ্বপতির সঙ্গে ভৃত্যশ্রেণীর সমন্ধবিচার অবতরণ আনে।

"অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

যদি পূজ্যবস্তুর সেবা গ্রহণ করি, তা' হ'লে নরকে যেতে হ'বে। শিলার নিকট থেকে সেবা নিতে পারি, পাথরের থাম দিয়ে বাড়ী তৈরী ক'রতে পারি, কিন্তু অর্চ্চা বিষ্ণু শালগ্রামকে গণ্ডকীশিলা মাত্র বুদ্ধি ক'রলে ভুল হয়। গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান ক'রলে নরকে গমন ক'রতে হ'বে। অবস্তুর সঙ্গে বাস্তববস্তুর সমন্ধবিচার ঠিক নয়। জাগতিক পদার্থের সঙ্গে ওজাতীয়ের সমতা হ'ক, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু পরজগতের কথার সঙ্গে ইহজগতের কথাকে সমান করার চেষ্টা মূর্খতা মাত্র। বিষ্ণুসেবার জন্য যাঁরা ব্যস্ত, বিষ্ণুমায়ার প্রভু হ'বার জন্য ব্যস্ত নন, তাঁদের অন্যলোকের সঙ্গে সমান বিচার, প্রভুর সহিত দাসকে সমান-বুদ্ধি, বিষ্ণুসম্বন্ধীয় গঙ্গাজল, বৈষ্ণবের পাদোদক প্রকৃতিকে অন্য জলের সঙ্গে সমান-বুদ্ধি ঠিক নয়। Chemical Laboratoryতে analyse ক'রে দেখলে মনে হ'বে দুটোই সমান, কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। একটির স্বভাব এমন যে, জড়জগৎ গ্রহণ ক'রে কেবল চেতনধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারে, আর একটি ঠিক তা'র বিপরীত। Seeming featureএ ঠিক আছে; কিন্তু সেটা ভেতরে নাই। গুড়ের নাগরীর উপরে খানিক গুড় দিয়ে ভিতরে বেলাদের হাড় প্রভৃতি দেওয়া যেতে পারে; সন্দেশের সঙ্গে মরার নাকের পোঁচা, ঘাম থাকতে পারে; কিন্তু বাস্তবসত্যকে ঐপ্রকার মিশ্রভাবের (adulteration) মধ্যে ফেললে সর্ব্বনাশ। পরমার্থকে ordinary economyর সঙ্গে, নিপুণকে অনিপুণের সঙ্গে, শিক্ষিতকে অশিক্ষিতের সঙ্গে, পারমার্থিককে অপারমার্থিকের সঙ্গে সাম্যবিচার পরম্পরায় জোরে করা যেতে পারে; কিন্তু তা' হ'লে 'পন্থানীতি' হ'য়ে যায়।

সাধুদিগের—নির্ম্মৎসরদিগের পরমধর্ম্ম আলোচ্য হওয়া উচিত। ধর্ম্মার্থ-কাম-ভোগে বা মোক্ষত্যাগের কথায় যাঁরা আবদ্ধ থাকবেন, বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞান-লাভে অমনো-যোগী হ'বেন, তাঁরা ত্রিতাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। যাঁদের চতুর্ব্বর্গাভিলাষ নাই, যাঁরা ভগবৎ-প্রেমার ভিখারী, তাঁদেরই সঙ্গে পরম মঙ্গললাভ হয়। অনায়াসলভ্য বস্তুর জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, চতুর্দ্দশ-ভুবনাতীত, কালাতীত পরম-বস্তুই প্রয়োজনীয় হউক।

তস্মৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

সাময়িক প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশে শারদীয়োৎসব একটি সার্ব্বজনীন উৎসব বলিয়া গণ্য। বর্ষার অপগমে শরতের শুভ্র আকাশ, মৃদু বাতাস, স্বচ্ছ নদী-তড়াগ ও প্রকৃতির নবীন সুষমা প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত ও পরিপুষ্ট মানব-জগতের নিকট চির-অভ্যর্থিত। তাই চিরশস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর সন্তানগণ এসময়কে তাঁহাদের সার্ব্বজনীন আনন্দোৎসবের অনুকূল সময় বলিয়া বরণ করিয়াছেন। সময়টি যেরূপ সুখদায়ক, তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পিত মূর্ত্তিটিও সেইরূপই লোকাভীষ্ট-প্রদায়িনী।

জীবের যদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবদার করিবার কোনও স্থান থাকে, সকল কামনার প্রত্যুত্তর পাইবার কোনও আশ্রয় থাকে, সকল দুর্ব্বলতা—সকল পাপ-তাপ আবরণ করিবার কোন বিষয় থাকে, তাহা হইলে সেটি একমাত্র স্নেহময়ী জননীর স্নেহময় ক্রোড়। তাই বিশ্বের নর-নারী বিশ্বরূপ হইতে জননীর মূর্ত্তিটি বাছিয়া লইয়াছেন। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমরা জননীর নিকট হইতে নানা প্রকার সুখ-সুবিধা দোহন করিয়া থাকি, আবার ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তন্যপান করিতে করিতে প্রকৃতিজাত শরীরের পুষ্টি, তুষ্টির জন্য কত কিছু আদায় করি।

'প্রকৃতি' ও 'জননী'—এই দুইটি শব্দ অঙ্গের সম্বন্ধ-যুক্ত। যেমনা, জননী প্রাকৃত বস্তুকেই প্রসব করেন। জনন-ক্রিয়া প্রকৃতিজাত বস্তুরই সম্ভব। অপ্রাকৃত বস্তু জনন-ক্রিয়ার অধীন নহে। জনন-ক্রিয়াটিই সংসার। তাই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী স্নেহময়ী, পুণ্যময়ী মাতৃ-মূর্ত্তিতে নিত্যসংসারী আমাদের এত প্রিয়।

উপনিষদে একটি বড় সুন্দর উপদেশ আছে। শ্রুতি-মাতা বলিয়াছেন,—এ জগতে মাতা, পিতা, ভার্য্যা, ব্রাহ্মণ, স্বর্গ, দেবতা প্রভৃতি বস্তু আমাদের এত প্রিয় কেন? তাহার কারণ, আমরা সেই সকল বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দোহন করিতে পারি। কামনাসিদ্ধি। বিষয়সমূহই আমাদের প্রেয়ঃ।

শ্রুতি (বৃহদারণ্যক ৪র্থ অধ্যায় ৫ম ব্রাহ্মণ এবং ৬ষ্ঠ)—"ন বোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন,—"হে মৈত্রেয়ি, পতির কামনাতৃপ্তির জন্য ভার্য্যার নিকট পতি প্রিয় হন না; কিন্তু পত্নী তাঁহার নিজ-কামনা-সিদ্ধির জন্যই পতিকে প্রিয় বিবেচনা করেন। এইরূপ ভার্য্যার সুখ-সাধনরূপ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ভার্য্যা কখনও পতির প্রিয়া হন না; কিন্তু তাঁহার নিজ কামনাসিদ্ধির জন্য পত্নী পতির প্রিয়া হইয়া থাকেন। পুত্রের কামনাতৃপ্তির জন্য পিতার নিকট পুত্র প্রিয় হন না, পরন্তু পুত্রের দ্বারা নিজ-কামনা পরিপূরণ করাইয়া লইবার জন্যই পুত্র পিতার প্রিয় হন। এইরূপ ধনের সুখবিধানের জন্য ধন লোকের প্রিয় হয় না, কিন্তু ধনের দ্বারা নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইবার জন্যই ধন লোকের এত প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণ অন্যের

প্রিয় হন না ; কিন্তু ব্রাহ্মণের দ্বারা নিজের কামনা পরিপূরণ করাইয়া লইবার জন্যই ব্রাহ্মণ লোকের নিকট প্রিয় বলিয়া বিবেচিত হন। রাজার সুখবিধানের জন্য রাজা প্রজার প্রিয় হন না ; কিন্তু রাজার দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইবার জন্যই রাজা প্রজার প্রিয় হইয়া থাকেন। স্বর্গাদি স্থানের সুখোৎপাদনের জন্য স্বর্গাদি স্থান জীবের প্রিয় নহে ; কিন্তু স্বর্গ হইতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দোহন করিবার জন্যই স্বর্গ লোকের প্রিয়। দেবতাগণের প্রীতি উৎপাদনের জন্য দেবতাগণ লোকের প্রিয় নহেন ; কিন্তু দেবতাগণ হইতে কামনাসিদ্ধি বা সুখভোগ দোহন করিবার জন্যই দেবতাগণ লোকের প্রিয় হইয়া থাকেন। প্রাণিজগতের সুখোৎপাদনের জন্য প্রাণিগণ লোকের প্রিয় হয় না ; কিন্তু ঐসকল প্রাণীর দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইবার জন্যই প্রাণিগণ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ইত্যেবমি, অধিক কি বলিব, অপরের সুখের জন্য কেহ কাহারও প্রিয় হয় না। কেবল স্ব-স্ব কামনাতৃপ্তির দোহন করিবার জন্যই সকলে লোকপ্রিয় হইয়া থাকে।" প্রাকৃত সহজিয়াগণ এই শ্রুতির আত্ম-শব্দকে বদ্ধাত্মিতায় অবরোধ করিলে নশ্বর কামে পরিণত হয়, আর অপ্রাকৃত সহজ বিচারে পরমাত্মপর কামদেবের কামের প্রকৃত অভিজ্ঞান প্রেমার অধিষ্ঠানে বদ্ধাভিমানোত্থ নিজভোগে পর্য্যবসিত হয় না। মায়াবাদবিচারে আত্ম-সঙ্কীর্ণতার প্রতিপক্ষে আমার নির্ব্বিশেষবিচার স্থান লাভ করে বলিয়া কাম ও প্রেম শব্দের পার্থক্য উদ্ভাবন করিয়া থাকেন।

তজ্জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রুতির এই উপদেশের সার অতি অল্প কথায় বলিয়াছেন,—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতম, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

যিনি অপ্রাকৃত কামদেব নন্দনন্দনের কামতৃপ্তির আরাধনা করেন, তিনি স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকা,—

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্বজগতের মাতা॥
জগন্মোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥

(চৈঃ চঃ আ ৪র্থ পঃ)

যে স্বরূপশক্তি তাঁহার অপ্রাকৃত সর্ব্বেন্দ্রিয়ে, সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বক্ষণ অধিষ্ঠিতা অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আরাধনা করেন, পূর্ণ-শক্তিমান্ কৃষ্ণের সেই সর্ব্বপূজ্যা, পরমদেবতা, সর্ব্বপালিকা, সর্ব্বজগন্মাতা পূর্ণশক্তির আরাধনাই বিশুদ্ধভক্তগণের একমাত্র ধর্ম্ম। তাই সেই জগন্মোহনমোহিনী সর্ব্বজগন্মাতার অধিষ্ঠানক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ডে এ বৎসর শ্রীরাধাস্নানের আনুগত্যে বিশুদ্ধভক্ত গৌড়ীয়গণের পারমোৎসবের আয়োজন হইয়াছে।

স্বরূপশক্তি জগন্মাতা 'জগন্মোহিনী' নহেন, তিনি জগন্মোহনমোহিনী ; তাই তিনি 'পরা ঠাকুরাণী' বা 'পরা দেবতা' বলিয়া প্রসিদ্ধা। জগৎ যে প্রেমের পিপাসু, জগন্মোহিনী জগজ্জননী সেই প্রেমঃ প্রধান বা প্রধানের তুলনা করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাই তিনি 'অপরা ঠাকুরাণী'। তিনি স্বরূপশক্তির ছায়া। ছায়া দেখিতে ঠিক স্বরূপেরই মত, কিন্তু হীনবীর্য্যা। ইহাই ছায়ার ধর্ম্ম। তাই জগতের গণগন্তলিকা ছায়াকেই 'স্বরূপ' বলিয়া ভ্রম করে।

স্বরূপশক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা কখনও হরিবিমুখ জীবের কামনার ইন্ধন প্রদান করেন না, হরিবিমুখকে তিনি স্তনাধানে পালন ও পোষণ করেন না, তাই জগতের লোক কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী স্বরূপশক্তি শ্রীরাধাকে 'সর্ব্বপালিকা' ও 'সর্ব্বজগতের মাতা' বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহারা ছায়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ছায়াকেই তাঁহাদের আশুকামপ্রদাত্রী জগজ্জননী বলিয়া পূজা করেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, সপ্তশতী—সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন।

নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ।
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥

(ভাঃ ১০।২।১১-১২)

—প্রাকৃত মনুষ্যগণ তোমাকে অর্থাৎ তোমার বিশ্ব-মোহনকারী স্বরূপকে সর্ব্ববিধ প্রাকৃত কাম ও বরের অধীশ্বরী এবং সর্ব্বভোগ ও বর-প্রদাত্রীরূপে বিবিধ উপহার ও বলির দ্বারা পূজা করিবে। ভূতলে নরগণ তোমার স্থান নির্দ্দেশ এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করিবে।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৪৪ সংখ্যা)

স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুযায়ী চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

"বিদ্ধি বীজং পরমাহমি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতৎ।"

(চণ্ডী ১১।৫)

হে দেবি, তুমি এই বিশ্বের বীজ পরমা মায়া। সমস্ত জগৎ তোমার দ্বারা সম্মোহিত।

ক্ষত্রিয় সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য পার্থিব রাজ্য ও ধনাদি-প্রাপ্তির নিমিত্ত লোকাতীতবাসিনী এই জগজ্জননীর আরাধনা করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার অভ্যুদয়কামী দেবতাগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পর দেবীর স্তব করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু শ্রীনন্দনন্দনের সেবায় পরব্রহ্ম পিতা বা মাতার অভিনয় না করিয়া পুত্র, কান্ত, বিশ্রম্ভ সখা ও বিশ্রম্ভ প্রভুর আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে পরমেশ্বর 'মাতা' বা 'পিতা' না হইয়া পুত্র; আর সেবক সন্তান না হইয়া 'মাতা', 'পিতা', 'কান্তা', 'সখা' বা 'দাস'রূপে বৈকুণ্ঠাদিগত স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের সেবক। তাই নন্দনন্দনের নিকট কিছু চাহিবার উপায় নাই; কারণ, একমাত্র সন্তানের, কান্তের, সখার বা প্রভুরই চাহিবা এত অধিপ্রাপ্ত ও এত অনন্ত যে, সেবক আর তদ্বিনিময়ে কিছু চাহিতেই পারেন না। সেখানে সমাধি-বৈশ্যের ন্যায় বলিপুরুষের অবসর নাই; কারণ,—

"যস্ত আশীষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"

অধিক কি, ধর্ম, অর্থ ও কাম-কামনা পরিত্যাগ করিয়া দেবতাগণ যে মুক্তির কামনা করেন, তাহাও সেখানে চাহিবার অবসর নাই।

নিষ্কপটি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি-বিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি।
আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্বানুষঙ্গে সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥

(চৈঃ চঃ আ ৪।২০০, ২০৪)

পরমেশ্বরের নিকট হইতে কিছু লোভন করা দূরে থাকুক,—

ধীরমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।

(ভাঃ ৩।২৯।১২)

তাই সমস্তজগন্মাতা স্বরূপশক্তির সেবাই জীবের সকল সাধনার সার। সেই স্বরূপশক্তির কথাই শ্রীমদ্ভাগবতের শুদ্ধতম সম্পুটে এইরূপ রক্ষিত হইয়াছে,—

"অনয়া রাধিতঃ"—ইতি রাধা।

আর স্বরূপশক্তির ছায়াই,—

"অনয়া মীয়তে"—ইতি মায়া।

তলবকার বা কেনোপনিষদে হৈমবতী উমার আকাশে অকস্মাৎ আবির্ভাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া অনেকে শ্রুতিতে শক্তিপূজার উল্লেখ আছে বলিয়া থাকেন এবং তৎসঙ্গে শক্তিপূজা শ্রুতির মুখেও প্রচলিত প্রতিপাদন করিতে চাহেন। শক্তিপূজার কথা যে শ্রুতিতে থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শক্তিমান্ ও শক্তিতত্ত্ব

উদ্ভাই নিত্য। যখন দেবতাগণ অসুরদিগকে পরাস্ত করিয়া প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্যকে বহুমান করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধতা বিদূরিত করিবার জন্য শক্তিমদ্বিগ্রহ তত্ত্ববস্তু তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জানাইয়াছিলেন যে, অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র কাহারও নিজস্ব কোন শক্তি নাই। অগ্নি শত চেষ্টা করিয়া একটি তৃণ দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শত চেষ্টাতেও একটি তৃণকে অপসারিত করিতে পারে না, ইন্দ্র শত চেষ্টাতেও একটি তৃণকে স্পর্শ করিতে পারে না। পরব্রহ্ম যখন ইহা প্রমাণ করিয়া দিলেন, তখন দেবতাগণকে সেই শক্তিমদ্বিগ্রহের স্বরূপ জানাইবার জন্য আকাশে হৈমবতী উমার আবির্ভাব হইল। পরব্রহ্মের নিজস্ব শক্তিত্বই শ্রীতত্ত্বদেব। বৈষ্ণবী উমাদেবী 'তদ্ব্রহ্ম' ইন্দ্রকে বলিলেন,—

ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি,
তস্মাদ্বৈ বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।

(কেনোপনিষৎ ৩।১)

ব্রহ্মের বিজয়েই তোমরা গৌরব লাভ করিয়াছ। সেই বাক্য হইতেই ইন্দ্র সেই পূজনীয় পুরুষকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানিয়াছিলেন।

উপনিষদের এই প্রসঙ্গ হইতে অতি সহজভাবে জানা যায় যে, উমাদেবী স্বয়ং শক্তির আধার নহেন, সেই পরমপুরুষই শক্তির আধার, নতুবা উমাদেবী নিজেকে না দেখাইয়া পরম পুরুষের কৃপায়ই দেবতাগণের বিজয় জানাইলেন কেন? অজ্ঞ জীবকে তিনি সেই শক্তিমদ্বস্তু চিনাইয়া দেন, তিনি কৃষ্ণশক্তি গুরুপাদপদ্ম। উমা এই স্থানে ইন্দ্রের অথবা সমস্ত অজ্ঞানান্ধ জীবের জ্ঞানাঞ্জন-প্রদাতৃ গুরুর কার্য্য করিয়াছেন। তাই গুরুবৈষ্ণবগণ উমাদেবীকে ও উমাপতিকে 'গুরুদেব' বলিয়াই পূজা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের যে বহিরঙ্গা শক্তি কৃষ্ণকেই একমাত্র শক্তিমদ্বস্তুরূপে না জানাইয়া "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি"—এই শ্লোকের বিচারানুসারে প্রাকৃত শক্তিতে অহঙ্কারী করিয়া তুলে, তাহাই মায়া। এই মায়া বহুরূপিণীবেশে আমাদের প্রেমের বস্তুর সরবরাহকারিণী হইলে আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এজন্য গৌড়ীয়ের শারদোৎসবে স্বরূপশক্তির আরাধনাই একমাত্র মূলমন্ত্র।

যেদিন রামচন্দ্র লঙ্কায় রাবণ-বিজয়োৎসব সাধন করিয়াছেন, সোনার লঙ্কাকে পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছেন অর্থাৎ অসুরের সাধের ভোগের সংসার বিনাশ করিয়া পরা শক্তি শ্রীসীতাদেবীকে স্বজনগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, সেইদিন গৌড়ীয়গণের পূর্ব্বগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব, সেইদিন হইতেই গৌড়ীয়ের শারদোৎসব আরম্ভ। বঙ্গদেশে কথক কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে যে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত হইয়াছে—যাহা বাল্মীকির মূল রামায়ণে নাই, সেই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিয়া গৌড়ীয়গণ রামচন্দ্রের বিজয়োৎসবের দিন হইতে শারদীয়োৎসব আরম্ভ করিয়া থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র রাবণানুজকে বিজয় করিবার জন্য দুর্গার আরাধনা করেন নাই। কারণ, শ্রুতিতে উমাদেবী অসুরবিজয়ী দেবতাগণকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, পরব্রহ্মের বিজয়েই দেবতাগণের বিজয়। শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম, শক্তি তাঁহার কথাবস্তু—তাঁহার আজ্ঞাধীনা, কাজেই সকল শক্তির আধার পরম পুরুষের শক্তিপূজার প্রয়োজন নাই। তবে ভক্তের মহিমা প্রদর্শনের জন্য ভগবান্ ভক্তেরও পূজা করিয়া থাকেন, তাহা পৃথক্ কথা। সেখানে রামচন্দ্রের সমুদ্র-পূজা, সেখানে ভগবানের পূজা নয়, তাহা তাঁহার স্বেচ্ছাময়ী লীলামাত্র। শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণের প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদের নিকট চিরঋণী। পরব্রহ্ম তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির সহিতই নিত্য আলিঙ্গিত বিগ্রহ হইয়া বিরাজিত। বহিরঙ্গা মহামায়া জীবমোহন করিয়া বাহিরেরভাবে ভগবানের সেবা করিতেছেন জানিয়া সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের সম্মুখে আসিতে লজ্জা বোধ করেন,—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

(ভাঃ ২।৫।১৩)

আমি যাঁর পাদপদ্মে নিত্যদাস্য দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৩।১৩০)

সাধারণতঃ প্রকাশ যে, হাওড়ার নিকটে শারদীয় উৎসবের সময় এক সম্প্রদায় রাবণের পূজা ও উৎসবের বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিষ্ণুবিদ্বেষী রাবণ একজন বিশেষ বীরপুরুষ। রাবণ নিজ ভগ্নী শূর্পণখার প্রতি রামানুজ লক্ষ্মণের অসদ্ব্যবহার (?) অর্থাৎ স্ত্রীজাতির অসম্মান সহ্য না করিয়া তদ্বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান আনয়ন করিয়াছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত প্রাণ বিসর্জন করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। রাবণ যে বৈকুণ্ঠলক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিবার অবৈধ প্রয়াস দেখাইয়াছিল, তাহা বীরপূজকগণের বিশেষ বিবেচনার বিষয় হয় নাই; শূর্পণখার সম্মান-রক্ষকতাই তাঁহাদের নিকট অধিক মহত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, কাল কলি; সকলই সম্ভব। প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্নভাবে বিষ্ণুবিদ্বেষ ও দশমুণ্ড কর্ণাৎ ভোগ করিবার পিপাসায় মুখর হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা দশভুজে জগৎ ভোগ করিবার কামনা লইয়া যদি দশভুজার প্রতীক গড়িয়া ফেলি বা দশমুণ্ডের আধ্যাত্মিকতা লইয়া দশধনেশ্বরের এক চেটিয়া ভোগ্যা শক্তিকে ভোগ করিবার পাষণ্ডতা হৃদয়ে পোষণ করি, তাহা হইলে আমরা নানাপ্রকার অবৈধ ও অবৈধ পূজার আয়োজন করিয়া জগন্নাথ-কার্য্যেরই সহায়তা করিব। এজন্য শুদ্ধভক্তসম্প্রদায় কাত্যায়নীর নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিয়া শারদোৎফুল্লমল্লিকা-বিকুম্বিতা যামিনীতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের বেণু-সঙ্গীতে আকৃষ্ট হন এবং তাহা হইতেও অধিকতর সৌভাগ্যবশ চিন্ময়ীর সেবকগণ শ্রীরাধাসহ শ্রীরাধাগোবিন্দের রাসযাত্রিকলীলায় শ্রীরাধাজনের আনুগত্য করিবার সৌভাগ্য পান।

সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের মথুরা-যাত্রা

গত ৩০।৯।৩৫ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সহিত হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ প্রভুপাদের পদদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান-পূর্ব্বক আচার্য্য-অভিনন্দন করেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ভক্তগণের মধ্যে শ্রীপাদ জগদ্গুরুদাস ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ ভবদ্ধচ্ছিদ্ ভক্তিসৌরভ, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু-বিদ্যালঙ্কার এবং কলাস্থ পূরুষ ও মঠস্থ ভক্তগণ ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল মহাশয়ও ষ্টেশনে উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে (১) শ্রীধর মহারাজ, (২) অরণ্য মহারাজ, (৩) সাগর মহারাজ, (৪) ভক্তিসুধাকর প্রভু, (৫) ব্যোমকেশ বাস বাবাজী মহাশয়, (৬) ব্রহ্মচারী, (৭) নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, (৮) রাধাবল্লভ ব্রজবাসী, (৯) স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, (১০) সজ্জনানন্দ মহারাজ, (১১) হরিচরণ ব্রহ্মচারী, (১২) রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী, (১৩) সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, (১৪) নন্দলাল ব্রহ্মচারী, (১৫) গৌড়ীয় সম্পাদক, (১৬) উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, (১৭) সৌম্যেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ এবং অপর গাড়ীতে ৭জন মহিলা তুফান মেলে Standard time ৪-১ মিনিটে হাওড়া পরিত্যাগ করেন। প্রভুপাদের গাড়ী তালই ছিল এবং সম্পূর্ণ নূতন।

সন্ধ্যা ৭-২ মিনিটে আগ্রানগরে সপরিবারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা ও পূজা করেন। রাত্রি ৮-১৬ মিনিটে ধানবাদে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ও বড় মানবাবু প্রভৃতি প্রভুপাদের পূজা করেন।

রাত্রি ১১-৫৩ মিনিটে গয়ায় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র মহারাজ, সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী, মনোমোহন বাবু প্রভৃতি আচার্য্য-চরণ অর্চ্চন করেন। মোগলসরাই ষ্টেশনে রাত্রি ৩-৫ মিনিটে পণ্ডিত শ্রীগৌরবাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রভুপাদপদ্ম বন্দনা করেন। এলাহাবাদে—১লা অক্টোবর ভোর ৪টা ৩৭ মিনিটে শ্রীপাদ মেমি মহারাজ কএকজন মঠসেবক ও এলাহাবাদের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সহ প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুষ্প ও উপায়নাদি প্রদান করেন। ১লা অক্টোবর প্রাতঃ—৮-৪৫ মিনিটে নিধুবাগী মা নানাপ্রকার উপায়ন, পুষ্প ও দ্রব্যাদি সহ আচার্য্য-পূজা করেন। হাতরাস ষ্টেশনে ১-১৮ মিনিটে ব্রজবাসী কতিপয় ভক্ত আচার্য্য-পূজা করেন। এখানে প্রভুপাদের সহিত শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, সজ্জনানন্দ মহারাজ, সৌম্য, সচ্চিদানন্দ ও গৌড়ীয়-সম্পাদক ব্যতীত

সকলেই আসিয়া মথুরায় যান। প্রভুপাদ ট্রাংগার্ড ৪-২৫ মিনিটে দিল্লী পৌঁছেন। শ্রীপাদ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ স্থানীয় সজ্জন শ্রীযুক্ত জগদীশ নারায়ণ নিগম মহাশয়ের মোটর গাড়ীতে প্রভুপাদকে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে লইয়া আসেন। শ্রীমৎ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী মঠের Chevrolet গাড়ী সহ উপস্থিত ছিলেন। তাহাতে অন্যান্য সকলে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন।

১১।১০।৫৪—শ্রীযুক্ত রঘুবীর সিং (শিখ) শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনে আসিয়া শ্রীগুরু মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ কায়মনোবাক্যে চরিত্রবান্,—ইহা ভক্ত রঘুবীর সিংহ বিশেষ করিয়া বলেন। তৎপরে মিঃ জে, এন্, নিগম আসিয়া প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন।

দিল্লী গৌড়ীয়মঠের নূতন বিতল অট্টালিকাটি খুব সুন্দর, প্রভুপাদের বিশেষ পছন্দ হইয়াছে। এখানকার climate এখন বড়ই মনোরম বলিয়াছেন।

২।১০।৫৪—হনুমান রোডের শ্রীহনুমান জীউর মন্দিরের মহান্ত পূজারী রঘুরামজী (Nathturam) আসিয়া প্রভুপাদকে ভক্তি সহিত বন্দনা করেন এবং বলেন যে, ঐ হনুমান মন্দির পাণ্ডবদের সময়কার। তৎপরে বাবা দেবীদাস আসা, সর্দ্দার গুরুমুখ সিং প্রভৃতি স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রভুপাদের দর্শনে আসেন। শ্রীল প্রভুপাদ এখানে ৫।৬ দিন অবস্থান করিয়া গত ৮ই অক্টোবর প্রাতে মথুরা যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ গত ৪ই অক্টোবর শনিবার তুফান মেলে দিল্লী যাত্রা করিয়া ৫ই তারিখে দিল্লী পৌঁছেন এবং তথা হইতে ৮ই অক্টোবর প্রাতে বোম্বে যাত্রা করেন। তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ প্রভুপাদের সেবার জন্য বিশেষ তৎপর আছেন। দিল্লী গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ সকলেই প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শন-লাভে সৌভাগ্যান্বিত হইয়াছেন।

স্থানীয় সংবাদপত্র-সমূহে শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমন-বার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমন্তব্রহ্মচারী সহ গত ১লা অক্টোবর রাত্রের ট্রেণে পাটনা যাত্রা করেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিরঞ্জন গোস্বামী প্রভু দার্জ্জিলিং হইতে ৩রা অক্টোবর প্রাতে গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া ঐ দিবস শ্রীযুক্ত নিবেদ্রনাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত দিবাহরি ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোবিন্দ দাস বাবাজী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সহ মথুরা যাত্রা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় কাশী এবং শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ভক্তিরত্ন, শ্রীনবকিশোর দাসাধিকারী ও ভক্ত গোপাল প্রভৃতি পরশ্ব যাত্রা করেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু গত ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার রাত্রে দিল্লী-কালুকা মেলে দিল্লী যাত্রা করেন। ঐ দিবস তুফান মেলে শ্রীঅবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী, শ্রীযোগানন্দন ভাগবতভূষণ প্রভৃতি কএকজন মথুরা যাত্রা করেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গত ৫ই অক্টোবর শনিবার পুরী যাত্রা করেন। ময়মনসিংহ কলেজের অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী ও অধ্যাপক শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী এবং মথুরাস্থের কতিপয় ভক্ত ঐ দিবস মথুরা যাত্রা করেন। শ্রীপাদ বন মহারাজও ঐ তুফান মেলে দিল্লী যাত্রা করেন। শ্রীপাদ ঔডুলোমী মহারাজ গত ২রা অক্টোবর শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া গত ৯ই অক্টোবর পুনরায় শ্রীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীমৎ কৃষ্ণদেব ব্রহ্মচারীজী গত ৯ই অক্টোবর রাত্রিতে দার্জ্জিলিং রওনা হন।

শ্রীপাদ বন মহারাজের সম্বর্দ্ধনা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবীন শাখায় ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ নবীন হইতে দুইজন আসাম সভ্যানুসন্ধিৎসু সহ গত ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৪) বোম্বাই গৌড়ীয়মঠে এবং তথা হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর যাত্রা করিয়া ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উপনীত হন, এ সংবাদ পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত

হইয়াছেন। ভারতের বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গুণগ্রাহী সজ্জন ভারতের একমাত্র গৌরবের বস্তু পরমার্থের প্রচারকসূত্রে স্বামীজীকে সাদরে আহ্বান করিয়া সম্বর্দ্ধনা ও তৎপ্রতি যথাযোগ্য স্ব-স্ব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর স্বামীজী আর্য্যাগ ভাইস্ কন্সাল কেনারেল মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎসমীপে য়ুরোপের প্রচার-বিবরণ ও গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় বর্ণন করেন।

১২ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পরলোকগত রায় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের গৃহে আহূত হইয়া স্বামীজী বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসমীপে তাঁহার য়ুরোপে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচার-বিষয়ে রায় সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের উৎসাহ এবং নানাপ্রকার সহানুভূতির কথা উল্লেখ করিয়া যিনি তাঁহার প্রচার-সাফল্য শ্রবণে আজ কত আনন্দিত হইতেন, তাঁহাকে আর দেখিতে ও তাঁহার নিকট য়ুরোপের প্রচার-সাফল্যের কথা বলিতে পারিলেন না বলিয়া বিশেষ দুঃখপ্রকাশ-মুখে সংক্ষেপে তাঁহার পাশ্চাত্যে প্রচারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলেন। বন মহারাজের বদান্য পর পরলোকগত রায় সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের সুযোগ্য ধর্ম্মপ্রাণ পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মল বাবুর ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বামীজীর প্রচার-কার্য্যের প্রচুর প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। (এই দিবস স্বামীজীর বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের নবযোগেন্দ্র-সংবাদ হইতে সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য-পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন-সমাপ্তির পর পুনরায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মল বাবুর অনুরোধে জনৈক সজ্জন স্বামীজীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।)

শ্রীপাদ বন মহারাজ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে হ্যাড্‌স্টোকেট শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল মহোদয়ের গৃহে গমন করেন। এই সময় নবাগত আর্য্যাগ-মনীষিবৃন্দ, শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভু, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল ও ব্রহ্মচারী শ্রীযুৎ প্যারীমোহনজী প্রভৃতিও প্রভুপাদের অনুগমন করেন। কেশব বাবু আর্য্যাগ-মনীষিবৃন্দ-সমীপে শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া প্রভুপাদের পাদপদ্মে তাঁহাদের শরণাগত হইবার বিচারকে প্রচুর প্রশংসা করেন। প্রভুপাদ সেখানে কিছুক্ষণ হরি-কথা কীর্ত্তন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে স্বামীজী আর্য্যাগ মনীষিবৃন্দ-সহ ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি স্বামীজীর প্রচার-কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সন্তোষবাবুর গৃহ হইতে স্বামীজী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে গমন করেন। রায় বাহাদুরের আপ্তজাতিবর্গের শ্রীল প্রভুপাদও মহা-মহোপদেশক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, সাগর মহারাজ, পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বি এ, শ্রীঅনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী বি-এ, শ্রীঅবধূত-জ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্তাব ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধা বাসোৎসব বাবাজী মহাশয় প্রমুখ কতকজন মঠসেবক-সহ তথায় গমন করেন। প্রভুপাদ আসন গ্রহণ করিলে শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভুর ইঙ্গিতক্রমে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভুবিদ্যালঙ্কার ও শ্রী-যুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহোদয় যথাক্রমে কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। রায় বাহাদুর স্বামীজী ও আর্য্যাগ-মনীষিবৃন্দকে পুষ্পমালো ভূষিত করিয়া সমবেত সজ্জনবৃন্দের সহিত তাঁহাদিগকে পরিচিত করাইয়া স্বামীজীকে তাঁহার য়ুরোপে প্রচারের অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে স্বামীজী ইংরাজী ভাষায় কিছু বলেন। সে দেশের সত্যগ্রহণ-রীতি, শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহে কি করিয়া তাঁহার বাণী সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছেন, ধর্ম্মই যে ভারতের মস্তিষ্ক, সেই মস্তিষ্ক বাদ দিয়া ভারত যে কিছুতেই তাহার আত্ম-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না, পরমার্থই ভারতের একমাত্র গৌরবের বস্তু ইত্যাদি কথাগুলি স্বামীজী বিশেষ করিয়া বলেন। অতঃপর হেয় আর্য্যাবর্ত্ত সুহৃৎহে মহোদয় প্রথমে কি করিয়া তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে স্বামীজীর বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হন, তাঁহারা পরমার্থানুসন্ধানের

যে পারমার্থিক জগতে আসিয়াছেন, য়ুরোপে এমনটি হিন্দুধর্ম্মের একটি মন্দির হওয়া বিশেষ প্রয়োজন ইত্যাদি কথা বলিয়া প্রথমে জন কোরেথ ও তাঁহার পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয় 'কেশব ধৃত জগদ্ভিরিছ'—এই পংক্তিটি কীর্ত্তন করিলে রায় বাহাদুরের অভিনন্দনানুসারে তাঁহার পক্ষ হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা এবং উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনারেবল জাষ্টিস্ রাজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ ব্যানার্জী, ডেপুটিগণ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় বাহাদুর কালীপদ মৈত্র, যতেন্দ্রনাথ মিত্র, মণিকলাল মল্লিক, ভাগাকুলের জমিদার নীরদ রায়, বালিয়াটির জমিদার যোড়শীমোহন ও মনোমোহন রায় চৌধুরী, অশোককুমার মুখার্জী, অনঙ্গকুমার রায়, চৈতন্যচন্দ্র বড়াল, রূপলাল দাস, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ মিত্র, দুর্গাবাবু, নরেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী, প্রবোধচন্দ্র দত্ত, হরিচরণ ঘোষ, ধনঞ্জয় সেন, শৈলেন্দ্র নাথ সাহা, জগদীশচন্দ্র মিত্র, সুদর্শন দাস প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা ও সুসজ্জিত আসনাদি প্রদান করিয়া তৎপ্রতি যে প্রকার আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহার সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৩ই সেপ্টেম্বর স্বামীজী কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্য-কুমার মিত্র মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর স্বামীজী রাত্রি ১০-১০ মিঃ হইতে ১০-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত রেডিও ব্রডকাষ্টিং অফিসে বাঙ্গালা ভাষায় "ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্যই যে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রচেষ্টা—য়ুরোপ ও ভারতের সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর কথা প্রচারের ব্যবস্থা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও প্রভুপাদের কথা, বস্তুর স্বভাবকে ধর্ম্ম বলে, স্বভাব ও নিসর্গের মধ্যে পার্থক্য কি, বাস্তব বস্তু নির্দ্দেশ, পরিবর্ত্তনশীলতা, অবস্তুতা বা মলিনতা বাস্তব বস্তুর ধর্ম্ম নহে, বেহ্ বাস্তবমন্ত্র বস্তু, শরীর ও মনের সহিত আত্মার পার্থক্য, বিরূপ ও স্বরূপ বিচার, বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম ও আভাস—এইগুলি মনোধর্ম্ম—আত্মধর্ম্মের বিপরীত, Cognitional, emotional and volitional faculties of the mind অর্থাৎ intellect, feeling ও willing—এই তিনটি মনের বৃত্তি, আরোহ ও অবরোহপন্থা বা শ্রৌতপন্থা, অবতারতত্ত্ব, আকর্ষক, আকৃষ্ট ও আকর্ষণ-বিচার, আকর্ষণটিই ভক্তি, 'তত্ত্বমসি'র প্রকৃত অর্থ, জীবশক্তি ভগবানের 'পরা প্রকৃতি'—ইতর অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন যে পরাম্, ভক্তিই জীবাত্মার স্বতন্ত্রধর্ম্ম" ইত্যাদি কথা কীর্ত্তন করেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী কলিকাতা পুলিশ কমিশনার মিঃ গর্ডন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ঐ দিবস রাত্রের ট্রেণেই দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন। তথায় সহরের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বামীজীকে সাদর অভ্যর্থনা করেন।

২০শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের একটি শাখামঠের উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই দিবস দার্জ্জিলিং সহরের অনারেবল জজ মি, এল, মিত্র; রায়সাহেব ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়; মিঃ ডি, এন, সেন; কে, এম, দে; এস্, সি, গুপ্ত; ডি, পি, মুখার্জী; ডি, দাস গুপ্ত; এস্ মজুমদার; ডি, কে ব্যানার্জী; এস্ গাঙ্গুলি; এস্, এন, ঘোষ; পি কাপুর; আর, কে, ভট্টাচার্য্য; আর, এন, রুদ্র; টি, পি, ব্যানার্জী; আর, কে, মুখার্জী; ধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; যতীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী; এ, সি, গুহ; এ, সি, ব্যানার্জী প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকগণ স্বামীজীর আড়াই বৎসর কাল পাশ্চাত্যে সাফল্যের সহিত প্রচারকার্য্য করিয়া ছইজন আর্য্য-মনীষি-সমভিব্যাহারে ভারতাগমন, দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে হারমোনিয়ম বাদ্যসহ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিপুল সম্বর্দ্ধনা, সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে কলিকাতা নগর-বাসীর স্বামীজীকে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত

করিবার জন্য এক বিরাট্ সভা, যে মোট্ অনারেব্‌ল্ যারকুইস্ অব্ কেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্বামীজীর 'লণ্ডন গৌড়ীয়মিশন সোসাইটী' স্থাপন, দার্জ্জিলিংএ 'অনন্তাভিলাষ' শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি শাখা-মঠ উদ্বোধন করিবার এবং ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্বামীজীর দার্জ্জিলিংএ আগমন প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ-পূর্ব্বক ২১শে সেপ্টেম্বর শনিবার ৪ ঘটিকায় বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ মহাতাব্ বাহাদুরের সভাপতিত্বে দার্জ্জিলিংএর প্রসিদ্ধ নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাব্‌লিক হলে স্বামীজীকে দার্জ্জিলিংএর নাগরিকগণের পক্ষ হইতে একটি সার্ব্বজনীন সম্বর্দ্ধনা প্রদত্ত হইবে, সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়"—এই মর্ম্মে ইংরাজী ভাষায় একটি স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন প্রচার করেন।

২১শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী মহামান্য বঙ্গেশ্বর স্যর জন এণ্ডারসন্ সি, সি; কি, সি, বি; জি, সি, আই, ই মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পাশ্চাত্যে প্রচার-সাফল্য ও অন্যান্য অনেক বিষয় তাঁহার সহিত আলোচনা করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যা ৪ ঘটিকায় নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু পাব্‌লিক হলে বর্দ্ধমানের মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ মহাতাব্ বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। বহু সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং কতিপয় য়ুরোপীয় মহিলাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। দার্জ্জিলিং নগরবাসিগণ স্বামীজীকে নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন—

To

His Holiness Tridandi Swami

Bhakti Hridoy Bon Maharaj,

Gaudiya Mission, Darjeeling.

Your Holiness,

We welcome you on this occasion of your visit to Darjeeling after successfully propagating the universal religion of Divine Love in the West and establishing the "London Gaudiya Mission Society" under the presidency of the Most Hon'ble the Marquess of Zetland for mutual understanding between the East and the West. You have not only distinguished yourself as a learned religious preacher of the Gaudiya Math, Calcutta, but also as a patriot engaged in various activities for the universal welfare. We thank you for your noble and pious activities in India and abroad and pray to God for the fulfilment of the noble Mission you have undertaken.

Dated Darjeeling.
The 21st September 1935

The Citizens of Darjeeling

স্বামীজী সেই বিপুল জনতাকে সম্বোধন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ-ফলে তাঁহার পাশ্চাত্যে প্রচার-সাফল্য এবং সনাতন ধর্ম্ম ও প্রাচ্যাদর্শনের বৈশিষ্ট্য প্রচারার্থ তথায় শাখামঠাদি স্থাপনের কথা-প্রসঙ্গে অনেক বিষয় বর্ণন করেন। অতঃপর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতশ্রীযুক্ত অতুল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় হিন্দু-সভ্যতা ও সনাতনধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে কিছু বলিয়া বর্দ্ধমানরাজপরিবারের বংশপরম্পরাক্রমে হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক-গণের প্রতি সহানুভূতির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনন্তর সভাপতি মহারাজ কুমার বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাকে সভাপতি-পদে বরণ করিবার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন যে, তিনি তাঁহার বাল্যগত ধর্ম্ম-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যথাসাধ্য যত্ন করিবেন।

২২শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী দার্জ্জিলিং হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ২৩শে তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই দিবসই আবার স্বামীজী হুগ্‌লী কলেজে গমন করিয়া তত্রত্য সংস্কৃত অধ্যাপকগণ ও অধ্যাপক কে, এম, সিকদার এম-এ মহোদয়ের সহিত কিছু ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করেন এবং রাত্রের ট্রেণে কটক যাত্রা করিয়া ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে তথায় উপস্থিত হন। ষ্টেসনে মঠসেবকগণ ও সঙ্ঘের কতিপয় সজ্জন স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে লইয়া যান।

অপরাহ্ণে কটক-টাউনহলে সম্বর্দ্ধনার পূর্ব্বে

প্রবীণ ব্যারিষ্টারকে শ্রীযুক্ত মণিমোহন রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় অভিনন্দন হয়। শ্রীপাদ এস মহারাজ ইংরাজী ভাষায় এক ঘণ্টাকাল একটি দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। মহারাজের বক্তৃতার সারমর্ম এই—পাশ্চাত্যদেশে খৃষ্টধর্ম প্রোটেস্টেন্টের নিকট সনাতনধর্মের কথা বলিবার জন্য আমাদের তুলনা মূলক আলোচনা আবশ্যক হইয়াছিল। খৃষ্টীয়-ধর্মের সহিত সনাতনধর্মের সাদৃশ্য কোন কোন বিষয়ে থাকিলেও এতদুভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য তদপেক্ষা অধিক। খৃষ্টধর্মের কথা যতটা বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে কোন কোন সাদৃশ্যাংশে সনাতনধর্মকে 'extended Christianity'ও বলা যাইতে পারে। এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য স্বামীজী কতকগুলি দৃষ্টান্তের সাহায্য লন। যেমন একেশ্বর ও মহাপুরুষবাদ, শুদ্ধ বাসনা বা মধুর ভাবের কথা নাই, ধর্মাদির কথা কিছু কিছু থাকিলেও তাহা উন্নত নহে, মহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্মের যে ধারণা (conception), তাহা দুই ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। দেবা-সম্বন্ধেও খৃষ্টীয় ও বৈষ্ণব-ধারণা বিভিন্ন। তথাপি সেখানে আমাদিগের কথায় বহু নিরপেক্ষ ইংরাজ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। তাঁহারা গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের শুদ্ধ আচার ও নৈতিক চরিত্রদ্বারা আকৃষ্ট হইতেছেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে ভারতীয় ছাত্রদিগের প্রকৃত শিক্ষা ও চরিত্রোন্নতি সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হয়।

সভায় সাতশতেরও অধিক শ্রোতা হইয়াছিল। আমরা তন্মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি—ডেপুটী শ্রীসোমনাথ মহাপাত্র, রায় বাহাদুর শ্রীউমাচরণ দাস (পার্লিয়ামেণ্টারি এসিষ্ট্যাণ্ট টু দি কমিশনার), অধ্যাপক রায়সাহেব শ্রীআশুতোষ মহান্তি, অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী, অধ্যাপক শ্রীগুরুচরণ দাস, অধ্যাপক শ্রীবনমালী দাস, অধ্যাপক রায়সাহেব শ্রীনিবারণচন্দ্র ব্যানার্জী, অধ্যাপক শ্রীকালীনাথ দাস, অধ্যাপক শ্রীসারদাকান্ত গাঙ্গুলী, অধ্যাপক আচার্য শ্রীবিনোদবিহারী রায়াল, ব্যারিষ্টার-এট-ল শ্রীসত্যনারায়ণ সেন গুপ্ত, ব্যারিষ্টার-এট-ল শ্রীপাদের মহান্তি, ব্যারিষ্টার-এট-ল শ্রীবনবিহারী পালিত, ব্যারিষ্টার-এট-ল শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ট্রেণিং কলেজের শিক্ষক শ্রীরামচন্দ্র দাস, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত ও ডাক্তার শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ সিংহ, অধিদার শ্রীবিমলচন্দ্র রায় চৌধুরী, ব্যাঙ্কার ও মার্চেণ্ট শ্রীযামিনীমোহন প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। সভার আরম্ভে ও শেষে শ্রীসচ্চিদানন্দময়ের সেবকগণ নামসংকীর্তন করিয়াছিলেন।

স্বামীজী ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রির ট্রেণে কলিকাতা রওনা হইয়া ২৫শে প্রাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। অপরাহ্নে ত্রিপুরাধীশ শ্রীমহারাজসর্দার সিরি মহারাজকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী আলিপুরে বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর কে-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম্, এল-এল-ডি মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্বামীজীপ্রভৃতির সহিত অনেকক্ষণ ধর্মবিষয়ক আলাপ করেন।

ঐ দিনসেই সন্ধ্যায় স্বামীজী হুগলী যাত্রা করেন এবং রাত্রিতে হুগলী কলেজের প্রফেসার কে, এম, সিকদার এম-এ মহোদয়ের অতিথিরূপে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া তৎসহ অনেক হরিকথা আলোচনা করেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী সন্তোষের বি অনারেবল রাজা সার এম্, এন, রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া য়ুরোপের প্রচার-কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর বিষয়-সম্পর্কিত পক্ষে শ্রীবীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম মাণিক্য-বাহাদুর ধর্মধুরন্ধর মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুহৃৎবর মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া আগরতলা যাত্রা করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শারদীয়া পূজাবকাশোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় 'গৌড়ীয়' এক সপ্তাহ অপ্রকাশিত ছিলেন। এইজন্য ১০ম সংখ্যা 'গৌড়ীয়' এক সপ্তাহ পরে প্রকাশিত হইলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ বর্ষ } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২রা কার্ত্তিক ১৩৪২ : ১৯শে অক্টোবর, ১৯৩৫ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীব্রজস্থানন্দ-সুখদকুঞ্জ

শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে সপ্তম সর্গে শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত শোভা বর্ণন করিয়া শ্রীকুণ্ডের তীরে উত্তরদিক্ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত শ্রীললিতাদি অষ্ট প্রিয়তমা সখীর স্ব স্ব নামে খ্যাত অপ্রাকৃত কুঞ্জসমূহের অবস্থান বর্ণন করিয়াছেন। ঐ সকল কুঞ্জে শ্রীরাধামাধব কেলি করিয়া থাকেন বলিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সুখের জন্য অপ্রাকৃত সখীগণ স্বয়ন্তে তত্তৎকুঞ্জের সংস্কারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডের তীর ও নীর সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের জন্য বিবিধ গুণে বিভূষিত। তথাপি যে সকল অপ্রাকৃত রসিকগণ শ্রীললিতাদেবীর আনুগত্যে শ্রীরাধারাণীর সেবায় অধিকতর আকৃষ্ট, তাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরভাগে অবস্থিত শ্রীললিতাদেবীর কুঞ্জসেবার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

শ্রীকুসুমসরোবর ও কুসুমসরোবর কুঞ্জসমূহ জড়ভোগময় দর্শনে দৃষ্ট হইবার বস্তু নহেন। পরমমুক্ত সম্ভোগকেই সেবোন্মুখে শ্রীরাগানুগের চিন্নিয়তর্পণবিলাসের জন্য অপ্রাকৃত ভাবরাজ্যে প্রকাশিত ঐসকল কুঞ্জের সেবা করিতে পারেন যতদিন আমাদের হৃদয়ে জড়ভোগ বা জড়ত্যাগের বিন্দুমাত্রও কামনা বা অভিলাষ থাকে, ততদিন জড়ভোগ্য পদার্থের অন্যতম বস্তু-বিচারে অপ্রাকৃত কুঞ্জসমূহের দর্শন ও সেবা-লাভ হয় না। মুমুক্ষা বা মুমুক্ষার অভিলাষ, এমন কি বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যবিচার প্রবল থাকিলেও কৃষ্ণকামকেলি-নিকেতন অপ্রাকৃত কুঞ্জসমূহের মাধুর্য্য ও সৌকর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না।

ললিতানন্দদ বা বিবিধ সখীর আনন্দপ্রদ অপ্রাকৃত কুঞ্জসমূহ তত্তৎসখীর বা সখীর অনুগত ব্রজবাসিগণের আনন্দপ্রদ বলিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্ভোগবিচার বা

শ্রীরাধাকে অতিক্রম করিয়া আত্মভোগবিচারের কোন গন্ধ তথায় নাই। ঐ সকল যুথে শ্রীরাধার নিত্যসিদ্ধা সখী ও মঞ্জরীগণ নানাভাবে শ্রীরাধামাধবের বিলাস-চমৎকারিতা বর্দ্ধনের জন্যই সর্ব্বপ্রকার উপকরণের সমাবেশ করিয়াছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবানন্দই তাঁহাদের একমাত্র আনন্দের অবধি, তাঁহাদের পৃথগ্‌ভাবে সম্ভোগের বিচার নাই। এজন্য ললিতানন্দদ, বিশাখানন্দদ, চিত্রানন্দদ, বা পূর্ণেন্দুনামক কুঞ্জসমূহ রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত রমণানন্দ বিধান করিয়াই সখীগণের আনন্দবিধান করিতেছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃন্দাকুণ্ডের বর্ণনা করিবার পর বলিয়াছেন—

লীলানুকূলেষু জনেষু চিত্রৈরুৎপ্রত্যয়েষু চ সাধকানাম্।
এবম্বিধং সঙ্গমিদং চকাস্তি স্বতঃ প্রাকৃতবৎ পরেষু॥

(গোবিন্দলীলামৃত ৭ম সর্গ ১২৯)

তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বাপর কুণ্ডদ্বয়ের যে প্রকার বর্ণনা লিখিত হইয়াছে, লীলার অনুকূল নিত্যসিদ্ধ জন ও তদনুগত সাধকভক্তগণের চিত্তে তাহা অপ্রাকৃতরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু অপর ব্যক্তিগণ ভোগময় ও ত্যাগময় বিচারে ঐ সকল অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত মনে করিয়া বঞ্চিত হয়। কুকেঙ্কাই ইহার কারণ।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রবর্ত্তনীতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের বর্ণনানুসারে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসকুঞ্জসমূহ প্রকাশিত করিয়া গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের অভিন্নতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহার গৌরবনে ব্রজবন ও ব্রজবনে গৌরবন দর্শন হয়, তিনি শ্রীরাধামাধবমিলিততনু শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রদর্শিত শ্রীরাধামাধব-ভজনের তাৎপর্য্যজ্ঞ। কোন কোন কুরসিক ও লীলাপ্রতিকূল ব্যক্তি গৌড়মণ্ডলে কি করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রকাশ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া গৌরজন-দ্বিষেষ করিতে করিতে অপরাধী প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শ্রীরূপানুগ নিত্যসিদ্ধ ভজনবিজ্ঞগণ গৌড়মণ্ডলে ব্রজমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলে গৌড়মণ্ডলের অপ্রাকৃত অবস্থান দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ অপ্রাকৃত রসিক ভক্ত শ্রীরাধা-মাধবাত্ম বা মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর কিম্বা শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীব্রজমণ্ডলে যাদের কোন কথা গ্রন্থাদিতে প্রকাশ নাই। তাঁহারা ক্ষেত্রমণ্ডল আশ্রয় করিয়াই শ্রীরাধামাধবের নিত্য-সিদ্ধ প্রিয়তম সেবকের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রজের নিত্যজন, ব্রজলীলায় বিশাখা, ললিতা বা রতিমঞ্জরী। লোকদৃষ্টিতে ক্ষেত্রমণ্ডলে বাস করিয়াও তাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ডেরই একমাত্র নিত্যসিদ্ধ অধিবাসী ও কুঞ্জসেবা দানের একমাত্র মালিক। 'শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর ক্ষেত্র-সন্ন্যাস-লীলা শ্রীরাধাকুণ্ডবাস নহে বা ব্রজস্থ গোপীনাথের সেবা নহে'—এইরূপ বিচার যাঁহারা করেন, তাঁহারা ব্রজতত্ত্বের কোন কথাই বুঝিতে পারেন নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ সুদীর্ঘকাল ব্রজমণ্ডলে বাস করিবার পর গৌড়মণ্ডলে গমন করিয়া তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ সেবা ও লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। 'গৌরধাম সাধক বা প্রবর্ত্তক-গণের জন্য, আর ব্রজধাম সিদ্ধগণের জন্য'—যাঁহারা এরূপ ভেদ বিচার করিয়া গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের চরণে অপরাধ করেন, তাঁহারা ব্রজলীলার প্রতিকূল। রূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ব্রজমণ্ডলে বাসের পর গৌড়মণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন। যাহারা বঞ্চিত, তাহারা ঠাকুরমহাশয়ের দ্বৈতোক্তির তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ঠাকুরমহাশয়কে সিদ্ধ ভূমিকা হইতে সাধক-ভূমিকায় পতিত মনে করিয়া নরকগামী হইতে পারে, কিন্তু ঠাকুরমহাশয়ের ভাষায়ই আমরা পাই—

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।
• • •
গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।

অতএব গৌড়মণ্ডলে রাধাকুণ্ডের অবস্থান নাই, এরূপ কল্পনা অভক্তোগবুদ্ধিবিশিষ্ট অপরাধী প্রাকৃতসহজিয়াগণের চিত্তবৃত্তিতেই উদিত হয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌড়মণ্ডলে ব্রজমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলে গৌড়মণ্ডল দর্শন করিতেন বলিয়াই

সেই গৌরনিজজন তাঁহার প্রিয়তম স্থান নবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপে সরস্বতী নদীর তটে "স্থানন্দসুখদকুঞ্জ" প্রকাশ করিয়া অষ্টকাল ভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি'তে গাহিয়াছেন—

গোদ্রুমধামে ভজন-অনুকূলে।
মাতৃর শ্রীনবীপর-নবকূলে॥
তঁহি মাহ সুরভিকুঞ্জকুটীরে।
বৈঠব, নাম সুর-তটিনীর তীরে॥
• • •
বৈষ্ণব-জন-সহ গাওব নাম।
জয় গোদ্রুম জয় গৌরকি ধাম॥
শ্রীভক্তিবিনোদ ভক্তি-অনুকূল।
জয় কুঞ্জ সহ সুরনদীকূল॥

আবার গাহিয়াছেন—

আমি ত স্থানন্দ-সুখদ-বাসী।
রাধিকা-মাধব-চরণ-দাসী॥
দুঁহার মিলনে আনন্দ করি।
দুঁহার বিয়োগে হৃদয়েতে মরি॥
সখীস্থলী মাহি হেরি নয়নে।
হেরিলে-সৈর্য্যাকে পড়ব মনে॥
• • •
রাধিকাকুণ্ড ঐছন করি।
লইতে চাহে সে রাধার অরি॥
• • •
রাধাপ্রতিকূল যতেক জন।
সম্ভাষণে কভু না হয় মন॥
শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীরাধাচরণে।
সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে॥

আরও গাহিয়াছেন—

রাধাকুণ্ডতটী-কুঞ্জ-কুটীর।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত যমুন তীর॥
কুসুমসরোবর মানসগঙ্গা।
ললিতত্রিভঙ্গিনী বিপুল তরঙ্গা॥
• • •
এসব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাউ।
এসব ছোড়ত পরাণ হামাউ॥

স্থানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মাধ্যাহ্নিক নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান। গৌড়মণ্ডলে স্থানন্দসুখদকুঞ্জ প্রকাশ করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেরূপ গৌরধামে ব্রজধাম দর্শনের শিক্ষা প্রকট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীল হরিদাস প্রভু ব্রজধামে গৌরধাম দর্শনের আদর্শ অর্থাৎ ব্রজ ও গৌরধামের অভিন্নতা প্রদর্শনের জন্য শ্রীগোদ্রুম-স্থানন্দ-সুখদকুঞ্জেরই প্রকাশ-বিগ্রহরূপে শ্রীব্রজ-স্থানন্দ-সুখদকুঞ্জ প্রকট করিয়া তথায় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পুষ্পসমাধি ও স্বীয় ভাবসেবার স্থানের উদ্বোধন করিতেছেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে উত্তরভাগে শ্রীললিতাকুণ্ডের সন্নিকটে এই ব্রজ-স্থানন্দ সুখদকুঞ্জ প্রকাশিত হইয়াছেন। গত বৎসর মথুরায় কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপনের অব্যবহিত পরেই শ্রীল প্রভুপাদ এই স্থানে শুভাগমন করিয়া ব্রজ-স্থানন্দসুখদকুঞ্জের স্থান সংগ্রহ করেন। মহাবদান্যবরেণ্য শ্রীমদ্ অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের এই মনোহভীষ্টসেবার নানাভাবে কৈফিয়ৎ করিয়া ভক্তিবিনোদ-বাণীর পরমানন্দ বিধান করিয়াছেন। গত বৎসর এই স্থান সংগৃহীত হইলে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের "তাভিঃ প্রেম্না স্বীয় হস্তেন স্বয়ং ক্রীড়াকুটীং প্রেষ্ঠয়োঃ সংস্কৃতা যে" (৭।২৭) এই বিচারানুসারে শ্রীহরিদাস-প্রভু স্বয়ং সম্মার্জ্জনী-দ্বারা এই স্থানের সংস্কার বিধান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই স্থানে একটি সুন্দর কুঞ্জ প্রকাশিত হইয়া সজ্জন-সাধারণেরও আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভা

১৩০০ বঙ্গাব্দে ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের মনোহভীষ্টানুসারে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। পুণ্যশ্লোক স্বাধীন-ত্রিপুরেশ্বর শ্রীমদ্ভাগবত-বিস্তারকারী পরমৈক ভক্তরাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সময় হইতে

ভারতের সকল মহারাজ উক্ত সভার সভাপতিত্ব করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর মনোঽভীষ্টানুসারে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রমুখ আচার্যগণ শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারের সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথদাস প্রভুর মনোঽভীষ্টানুসারে শ্রীল রূপ-সনাতনের লুপ্ত ব্রজধাম-প্রচার ও ব্রজের লুপ্ত তীর্থ-সমূহের উদ্ধার করিয়াছিলেন। স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের পুনরুদ্ধার ও প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীব্রজধাম-প্রচার—একাধারে শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট-পূরণের ও জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট আদর্শ।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরূপ-সনাতনাদি প্রভুবর্গের অভিপ্রায়ানুসরণে ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদের অবশিষ্ট মনোঽভীষ্ট-পূরণার্থ শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভার পুনরুদ্বোধন করিয়া ব্রজের লুপ্ত তীর্থসমূহের যথাবিধি প্রচার ও তদন্যান্য বিবিধ স্থানের সংস্কার-সেবাব্রত-গ্রহণের আদর্শ প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড গৌড়ীয়গণের ভজন-প্রকাশের কেন্দ্রভূমি হইলেও তথায় কাল-বশে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও নানা প্রকার অসুবিধার উদ্ভব হইয়াছে। এমন কি যে রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর একমাত্র কৃপাবলে শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা-সৌভাগ্য-লাভ হইতে পারে, শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবাদানের সেই একচ্ছত্র সম্রাটের পাদপদ্মে নানাপ্রকার অপরাধের অবকাশ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রতি প্রাকৃত বুদ্ধি ও নানাবিধ অপরাধের মাত্রা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। একান্ত ভজনলিপ্সুগণের মঙ্গলের জন্য পরদুঃখদুঃখী গৌরজন শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপনের অভিনয়ে ব্রজধাম ও ব্রজজনের প্রকৃত স্বরূপ ও মহিমা প্রচার করিতেছেন। তথায় "শ্রীব্রজ-আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ" নামক ভজন-কুঞ্জ ও "শ্রীকুঞ্জবিহারী-মঠ"-নামক হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ব্রজমণ্ডলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত ক্ষেত্রসমূহেরও উদ্ধার-সাধনে নানা-ভাবে যত্নবান্ হইয়াছেন। গৌর-পদাঙ্কিত সেবকশ্রেষ্ঠ তীর্থের প্রাচীন মন্দিরের কোন কোন স্থান সংস্কার এবং তথায় "শ্রীগোষ্ঠবিহারী-মঠ" স্থাপন করিতেছেন। শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভার প্রচার-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে বিস্তারের জন্য মথুরা নগরীতে মথুরা-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। "শ্রীরাধারসসুধানিধি"-গ্রন্থ-লেখক শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভজন-স্থান কাম্যবনস্থ শ্রীকুণ্ড প্রভৃতি কালবশে অনধিকার-দক্ষ ব্যক্তিগণের দ্বারা নানাভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এমন কি, সেই স্থানের সহিত শ্রীল প্রবোধানন্দের নামটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার চেষ্টাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সকল লুপ্ত স্থানের তথ্যাদি প্রচার এবং পরিক্রমাদি প্রবর্ত্তন করিয়া গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভার সেবায় সকলকে প্রেরণা দান করিতেছেন। মথুরায় শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর গোপাল-দর্শনের স্থানের কথা আবিষ্কার, খদির বনে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি-মন্দির-সংস্কার-সেবার আনুকূল্য-বিধানে উদ্যোগী হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ ব্রজধাম-প্রচারিণী সভার সেবায় সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ব্রজমণ্ডলের গৌর-পদাঙ্কিত বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহে শ্রীচৈতন্য-পাদ-পীঠ-স্থাপনের অভিলাষও প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১০ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠের মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। গত বৎসর মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু এই মঠের স্থান সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু এই সেবায় আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন। আগের ভক্তিমতী রাণী মহোদয়া এই মন্দির-নির্ম্মাণের অর্থানুকূল্য করিতেছেন। গত বৎসর শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন হইয়াছিল। এই মন্দিরের কার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীমন্দির সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরে "শ্রীরাধা-কুঞ্জবিহারী" শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিবেন। শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠে অর্চ্চা শ্রীবিগ্রহ এবং ব্রজধানন্দ-সুখদকুঞ্জে ভাবসেবার শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীভক্তিবিনোদ-পুষ্পসমাধি বিরাজিত থাকিবেন।

সেবাশ্রীতে শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠের মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। এই মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য

নানাবিধ উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে। শ্রীযুক্ত অনুভানন্দ দাসাধিকারী মহাশয় কৃষ্ণনগরে 'কুঞ্জকুটীর', পুরীতে চটক-পর্ব্বতে 'চটককুটীর', শ্রীরাধাকুণ্ডে ব্রজবান্ধবকুঞ্জের পূর্ব্ব ও শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণে বিশেষ কৃতিত্ব-পূর্ণ সেবার পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহারই পর্য্যবেক্ষণে গৌড়বিহারী মঠের নির্ম্মাণ-কার্য্যও অচিরেই আরম্ভ হইবে।

যে শ্রীরূপ শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভার প্রচার করিয়া গৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপের শিক্ষাস্থলী ও শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত তীর্থ প্রয়াগধামে শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠের ভূমিতে সুবৃহৎ শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের উদ্যোগ হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমৈমি মহারাজের সেবাচেষ্টায় ও শ্রীযুক্ত দেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিস্পৃহ মহাশয়ের পর্য্যবেক্ষণে ঐ মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মচারী দেবতীরমণজী শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের সুবৃহৎ শ্রীমন্দির ও মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণে প্রভূত পরিশ্রম ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীব্রজধামপ্রচারিণী সভার সেবা প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরই নানাভাবে বরণ করা কর্ত্তব্য। এই সভার কার্য্যে প্রেরণা-প্রদানের জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ গত কতক বৎসর যাবৎ ব্রজমণ্ডলে উপর্য্যুপরি আগমন করিতেছেন এবং শ্রীব্রজধাম-পরিক্রমা, মাধুরমণ্ডলে কার্ত্তিকব্রতাদির অনুষ্ঠান ও শ্রীব্রজধামপ্রচারিণী সভার মূল প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের কথিত সাধুসঙ্গ, ভাগবতপাঠ, মধুকরাশন, প্রত্যহ শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন—এই শ্রেষ্ঠ সাধনপঞ্চকের আচার-প্রচার করিতেছেন। 'শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা'-নামক গ্রন্থের প্রথমখণ্ড এই ব্রজধামপ্রচারিণী সভার প্রচার-কার্য্য-বিস্তারকল্পে শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

নয়া দিল্লীতে হরিকথা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভারতের রাজধানী দিল্লীমহানগরীতে সপ্তাহকাল ভাগবতকথা-কীর্ত্তন ও বহু সজ্জন ব্যক্তিকে দর্শন-দানে কৃতার্থ করিবার জন্য নয়াদিল্লীস্থ গৌড়ীয়মঠে গত ১লা অক্টোবর হইতে ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।

দুর্গামণ্ডপে "প্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ" বিষয়ে বক্তৃতা

শ্রীল প্রভুপাদের দিল্লীতে অবস্থানকালে যে সকল হরিকথা-প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহা পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের আগ্রহে নয়াদিল্লীর প্রবাসী বাঙ্গালী-সঙ্ঘের সার্ব্বজনীন শারদীয় পূজোৎসবের সভা-মণ্ডপে নবমী তিথিতে 'প্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ' বিষয়ে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। বিদগ্ধজন-বরেণ্য বিরাট্‌সভায় ৭ই অক্টোবর অপরাহ্ণ ৫ঃ ঘটিকায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক বক্তৃতা করেন।

শ্রীমদ্ বন মহারাজ

৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণবন্দনার্থ গৃহে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্যাত্রা করিবার জন্য বোম্বাই যাত্রা করেন। তিনি বহুবার স্বীয় ত্রিপুরাধিপতির আহ্বানে ১লা অক্টোবর হইতে ৩রা অক্টোবর পর্য্যন্ত আগরতলায় শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে হরিকথা প্রচার করিয়া কলিকাতা হইয়া ৭ই অক্টোবর হাওড়া-দিল্লী-এক্সপ্রেসে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ বন মহারাজকে বোম্বাই গৌড়ীয় মঠাভিমুখে প্রেরণ ও অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণকরুণা, ব্রহ্মচারী শ্রীসচ্চিদানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মলোচন—এই ছয়জন ভক্তকে শ্রীরাধা-কুণ্ডাভিমুখে গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যার ভক্তিভূষণ ও শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী—এই ভক্তচতুষ্টয়কে

সঙ্গে লইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের মোটরযানে 'শেষশায়ী' দর্শনে গমন করেন।

শেষশায়ীতে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা-রূপে শ্রীগৌড়-বিহারী মঠের স্থান পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত রহিয়াছে। তথায় মঠ-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ ও শেষশায়ীর প্রাচীন শ্রীমন্দিরের পাকশালা ও অন্যান্য গৃহের সংস্কার অচিরেই আরম্ভ হইবার কথা শ্রীল প্রভুপাদ জ্ঞাপন করেন।

শেষশায়ীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস নামক জনৈক বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শেষশায়ীতে আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া শারীরিক অসুস্থতা-সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া বহু ব্রজবাসী ও বৈষ্ণবগণের সমক্ষে বলেন যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ ও ভগবচ্ছক্তি। তাঁহার কৃপায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের পরমোজ্জ্বলা পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। সমগ্র পৃথিবী তাঁহার মহাবদান্যতায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতেছে। তিনি স্থানীয় ব্রজবাসিগণকে এই মহাপুরুষের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য আহ্বান করেন। তিনি 'গৌড়ীয়' পাঠে বিশেষ কৃতিত্বিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন।

শেষশায়ীতে কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মথুরার বিশ্রামঘাটস্থ গৌড়ীয়-মঠকার্য্যালয় দর্শন-পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে নিজেশ্বরীয় মাধ্যাহ্নিক কৃষ্ণসেবানিকেতন শ্রীরাধাকুণ্ডের ব্রজস্থানন্দ-সুখদকুঞ্জে শুভাগমন করেন। তথায় পূর্ব্ব হইতে সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলী ও ব্রজবাসিগণের অনেকে প্রাতঃকাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইলে সকলে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা করিয়া ব্রজ-স্থানন্দ-সুখদকুঞ্জের সম্মুখস্থ ভূমিতে সংস্থাপিত পটমণ্ডপে লইয়া যান। তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ স্থানন্দসুখদকুঞ্জ পরিদর্শন করেন।

সেই দিন হইতেই কার্ত্তিকব্রত আরম্ভ হইল। সন্ধ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথাকীর্ত্তনমুখে সেই ব্রতের মঙ্গলাচরণ করিলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর 'মুক্তাচরিতে'র নিম্নলিখিত শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কার্ত্তিক-ব্রতের উদ্বোধন করেন। শ্লোকটি এই—

"নাম-শ্রেষ্ঠং মধুমপি শচীপুত্রমস্য স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুরসং মাথুরং গৌড়বাসীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

শ্রীল প্রভুপাদের অভিলাষ ও আদেশ অনুসারে শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকব্রত পালনের যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দৈনন্দিন সেবানিয়ম আমরা লক্ষ্য করিতেছি।

অষ্টযামে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলাকীর্ত্তন। এই লীলাকীর্ত্তনের তাৎপর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিমুহূর্ত্তেই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃতের প্রসঙ্গের দ্বারা জ্ঞাপন করিতেছেন। অষ্টকালীলীলাকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীশিক্ষাষ্টকও যথোচিতভাবে কীর্ত্তিত হইতেছে।

১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া স্বপ্নানুসময় শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্যে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীগুরু-দেবের প্রীতির জন্য নিশান্ত-লীলাকীর্ত্তন।

২। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞা ও আনুগত্য অবলম্বনে প্রাতঃকালে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-সহ শ্রীরাধাকুণ্ড-পরিক্রমা।

৩। পরিক্রমান্তে শ্রীব্রজ-স্থানন্দ-সুখদকুঞ্জে পুনরাগমন ও তথায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীগুরুদেবোদ্দীপনপরা শ্রুতিসমূহের ব্যাখ্যা শ্রবণ।

৪। যথোপযোগী লীলাকথা-কীর্ত্তন-শ্রবণ।

৫। মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান। কার্ত্তিক ব্রতের নিয়মসেবার বিধানানুযায়ী প্রসাদের ব্যবস্থা সকলেরই স্বীকার্য্য।

৬। অপরাহ্ণে শ্রীরাধাগোবিন্দের যথোপযোগী সেবা-লীলা-কীর্ত্তন শ্রবণ এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ।

৭। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ও শ্রীযুগের সন্ধ্যারাত্রিক দর্শনের পর পুনঃ স্থানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা শ্রবণ, যথোপযোগী লীলা-কীর্ত্তন-শ্রবণ এবং শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুযায়ী বিভিন্ন মহাজন-পদাবলীর (শরণাগতি, নামভজন ও ভজনের উৎকর্ষ-মূলক) কীর্ত্তন-শ্রবণ।

৮। শ্রীগুরুসেবার ঔজ্জ্বল্যের জন্য ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের আলাপ।

৮ই অক্টোবর শ্রীএকাদশী দিবস সন্ধ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-মঠের সম্মুখস্থ পটমণ্ডপে সমাসীন হইলে প্রভুপাদের চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ ও শ্রীরাধাকুণ্ড-বাসী শ্রোতৃবৃন্দ সমবেত হন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় গুরুবন্দনা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ "নায়ম্শ্রীঃ অঙ্গসংশ্রয়া" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে যে কার্ত্তিকব্রতের মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও চমৎকারিতা বিশেষভাবে বর্ণন করেন।

স্থানীয় গোবিন্দ-মন্দিরের মহাভাগবতপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন পূর্ব্বক আচার্য্যবর্য্যের সম্বর্দ্ধনা করিলে মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভুপাদের নিকট মহাভাগবতের পরিচয় প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ "অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্ তু যঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভক্ত ও ভক্তসেবার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবকবিচারে শ্রীরাধারাণীর সেবকতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃত ভক্ত, মধ্যম ভক্ত ও ভাগবতোত্তমের কথা উল্লেখ করেন। আত্মজ্ঞাতীয় কৃষ্ণের মহিমা ও আনুগত্য-কীর্ত্তনের উদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর "গোপী গোপী" জপ এবং তদনুবর্ত্তনে আধুনিক কেবল-কৃষ্ণোপাসকব্রুব সম্প্রদায়ের মূলবৃদ্ধি ও মহাপ্রভুর প্রতি আক্রমণ এবং মহাপ্রভুর মতাবলম্বনে পড়ুয়া তাড়াইবার অভিনয় একদিকে "নূনং নানামনোহতঃ" (ভাঃ ১০।৩৩।৩১) এই ভাগবতীয় শ্লোকের আদর্শ-স্থাপন, অপরদিকে অন্তরঙ্গ বিচারে বিপ্রলম্ভময়ী লীলা-প্রকাশের বিবরণটি শ্রীল প্রভুপাদ বিশদভাবে বর্ণন করেন। মহাপ্রভুর আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণভজনের অভিনয় যে নিরর্থক—ইহাও শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত লীলা-প্রসঙ্গে বিচার করেন।

প্রণারিত-মহাপ্রেম-পীযূষরস-সাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ॥

শ্রীল প্রভুপাদ অর্ব্বাচীনা সাধকজীবের সতর্কতা ও লোকশিক্ষাদানকল্পে স্বমতবিরোধক বৈজ্ঞোক্তি প্রকাশ করিয়া রূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কথিত "পুরীষের কীট হ'তে মুঞি সে লঘিষ্ঠ" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রৌতবিধানে আচার্য্যের শিক্ষা দান করিয়া লোকমঙ্গলের জন্য স্বয়ং আচার্য্য-কর্ত্তৃকই শিষ্যের স্তুতি ও পূজা-গ্রহণের আচরণ-প্রদর্শনের বিচারের উল্লেখ করেন। যে আচার্য্য শিষ্যকে নিজ গুরুদেবের কায়ব্যূহ-স্বরূপ গুরু বিচার করিতে পারেন নাই, যে আচার্য্য আশ্রয়জাতীয় ভগবান্‌রূপে অধিষ্ঠিত ভোক্তা কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু-স্বরূপ শিষ্য-সম্প্রদায়কে কৃষ্ণপাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে না পারেন, যে গুরুক্রব মধ্যপথে একমাত্র কৃষ্ণের প্রাপ্য ও ভোগ্যবস্তু শিষ্যের নিকট হইতে অপহরণ করেন, সেরূপ ব্যক্তির শিষ্যের স্তুতি বা পূজা গ্রহণ করিবার অধিকার নাই; গ্রহণ করিলে শিষ্যের সহিত নরকযাত্রী হইতে হইবে—ইহা অপূর্ব্ব তেজোদীপ্ত কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ প্রকৃত আচার্য্য ও আচার্য্যক্রব সম্প্রদায়ের স্বরূপ বুঝিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর মুক্তাচরিতের গুরুবন্দনা শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে যেরূপ বিস্তৃতির সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—রূপানুগবর আচার্য্য রূপানুগবর গুরুপাদ-পদ্মের বন্দনা-মুখেই শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকব্রতের মঙ্গলাচরণ করিলেন।

বহু সৌভাগ্যবান্ সজ্জন ও ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ শ্রীরাধাকুণ্ডতটে সম্মিলিত হইয়াছেন। ইতোমধ্যেই প্রায় দুইশত ভক্ত ও সজ্জনের সমাগম হইয়াছে। বিহার হইতে আসিয়াছেন—পাটনার এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ, শ্রীযুক্ত মধুসূদনজী; আসাম হইতে আসিয়াছেন—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার; মধুরভঞ্জ হইতে আসিয়াছেন—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন প্রধান, নবকিশোর দাস, চারুচন্দ্র বিদ্যারী, মহাদেবের দাস, গোপীনাথ মহান্তি, শ্যামচরণ কানুনগোয়, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, বলভদ্র পাণ্ডে, লালা মদনমোহন রায় প্রভৃতি; গঞ্জাম হইতে আসিয়াছেন—শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম, রাজগোপাল সুবুদ্ধি; আরও আসিয়াছেন কাশিকার কুমার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায় এম্-এ; কটক হইতে আসিয়াছেন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল; বঙ্গদেশ হইতে

আসিয়াছেন—রাধাঘাটের অধিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ বহুতর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চরিপদ মজুমদার, শ্রীযুক্ত মন্মথলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যালঙ্কার, উপদেশক শ্রীযুক্ত বিনোদ নাথ দাসগুপ্ত বি-এ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমানাথ রায়, শ্রীযুক্ত রসময়মোহন সাহা বি-এসসি, শ্রীযুক্ত বিনোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর হাজরা, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দেব ভক্তিবোধ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের পরান্তিকে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন—ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী-মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ; শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদদাস বাবাজী, শ্রীপাদ গোবিন্দদাস বাবাজী, মহামহোপদেশক আচার্য্যতীর্থ শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, মহোপদেশক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ হরশ্চন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক ব্রহ্মচারী শ্রীদিগম্বরদাস, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ্মা-লোচন, শ্রীঅদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবৈরেয়, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ অবিদ্যাহরণ ধাপাধিকারী দেবাধীকৃত, ব্রহ্মচারী শ্রীনবদ্বীপ দাস, শ্রীরাধাচরণচরণপদ্ম, শ্রীসুধানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি।

শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থ বিভিন্নকুঞ্জে ভক্তগণের থাকিবার স্থান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গত ব্রজপরিক্রমার সময় শ্রীরাধানলিতাকুণ্ডের তটস্থ যে বিস্তৃত মাঠে বস্ত্রমণ্ডপ সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই স্থানেও শিবিরশ্রেণী স্থাপিত হইয়াছে। তথাপিও অনেক ভক্ত অবস্থান করিতেছেন। শ্রীগোবিন্দের মন্দিরস্থ কুঞ্জেও থাকিবার স্থান ও প্রসাদাদি-সম্মানের স্থান হইয়াছে। শ্রীব্রজধানকুসুমসরোবরের বরাবর বিস্তৃত চত্বরে প্রভুপাদের বস্ত্রমণ্ডপ ও সভামণ্ডপ রচিত হইয়াছে। তথায় ভক্তগণ সমবেত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের অভিন্ন-প্রবাহরূপিণী শ্রীরাধানিজজনের অবিশ্রান্ত-বাণী-বন্যা উচ্ছলিত হইয়া সকলের পক্ষে অপ্রাকৃত শ্রীকুণ্ড-স্নান সুলভ করিয়া দিয়াছেন। প্রাকৃত অশ্রিতা থাকাকাল পর্য্যন্ত জীব শ্রীকুণ্ড-স্নানের অধিকার হইতে বর্জ্জিত; কিন্তু শ্রীগৌরজনের বাণী-বন্যা জীবসকলকে প্রাকৃত বিচার হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের শ্রীকুণ্ডপ্রবাহে অবগাহন সুলভ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব

আগামী ১১ই কার্ত্তিক ১৩৪২, ২৮শে অক্টোবর ১৯৩৫ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও বিবিধ উপকরণ-বৈচিত্র্য-সহ শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজের পূজার উপায়ন ও ভোগরাগের উপকরণাদি যিনি যাহা দিয়া থাকেন বা দিতে চাহেন, তাহা অবিলম্বে মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের নামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে মহামহোৎসব

আগামী ২১শে কার্ত্তিক, ১৩৪২; ৭ই নবেম্বর, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার শ্রীউত্থান একাদশী দিবস শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠে "শ্রীশ্রীরাধা-কুঞ্জবিহারী" শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা আছে এবং তৎপরদিবস শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সজ্জনগণের যোগদান প্রার্থনীয়।

স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের বদান্যতা

লণ্ডনে প্রথম শ্রীবিষ্ণুমন্দির

সনাতনধর্ম প্রচারে চন্দ্রবংশাবতংস শ্রৌঢ়বহুলকুলক স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজগণের বদান্যতার কথা ভারতের ইতিহাসে প্রবাদের ন্যায় চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। বিশেষতঃ বিষম-সময়বিজয়ী পুণ্যশ্লোক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত আছে।

বিষমসময়বিজয়ি-পরমশ্রী-স্বাধীনত্রিপুরেশ্বর 'ধর্ম্মধুরন্ধর' ওঁ শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর-দেববর্ম্ম-মাণিক্য-বাহাদুর

মহারাজ বীরচন্দ্রের সময়ে মহাসময়বিজয়ী ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্র সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের কতকটি সুবৃহৎ সংস্করণ সাধারণ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের বহু গ্রন্থ-প্রকাশে সহায়তা ও সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃ-প্রবাহের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ত্রিপুরায় শুভবিজয় করিয়া তথায় ভাগবত-কথা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুরের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পঞ্চম খণ্ড দশম সংখ্যায় (১৩০৪ ত্রিপাদ, মাঘ) মহারাজ বীরচন্দ্রের স্বরচিত কতিপয় কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবিগ্রহ-সেবা-প্রচারে সহায়তা করেন। তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র কাশীবাম-প্রাসাদ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীরাধামাধব-শ্রীবিগ্রহ-পুনঃপ্রতিষ্ঠাপনের আনুকূল্য করিয়া বিশ্ব-বৈষ্ণব-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বর্ত্তমান মহারাজ কিশোর মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরও পিতৃপুরুষগণের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতির পদ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান মহারাজ স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পরমশ্রীল ওঁ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই, ধর্ম্মধুরন্ধর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন। মহারাজ পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করিয়া আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-প্রয়োজনের মূল নিদান ভগবৎপ্রসাদে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতিরূপে

মহারাজ গত ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্ববিজয়ী প্রচারের প্রতি সহানুভূতিবশে মহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং গত ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ৩রা চৈত্র শ্রীগৌরজন্মতিথিতে শ্রীগৌরপ্রকটভূমি শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে নবনির্ম্মিত অদ্রভেদী শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রবেশোৎসবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দিরাধিনিবাস্তা পরলোকগত প্রেমাধ্য ওঁবিষ্ণুপাদ তক্তিরঞ্জন মহারাজের বার্ষিক বিরহোৎসব-উপলক্ষে মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক সভাপতির আসন-গ্রহণে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের পরমহিতাকাঙ্ক্ষী ও শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সার্ব্বজনীন সনাতনধর্ম্ম-স্রোতের পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ-প্রবরে মনোহট্টে-স্বরূপ শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবা করিয়া গৌড়ের পূর্ব্বশৈলে উদিত শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের প্রেমালোকরশ্মিতে পাশ্চাত্য-গগন উদ্ভাসিত করিবার দ্বিতীয় মনোহট্টের সেবকাগ্রণীর প্রধানে বর্ত্তমান স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পাশ্চাত্যদেশের প্রধান-কেন্দ্র লণ্ডন-নগরীতে গৌড়ীয়মঠের নিয়ামকত্বে একটি বিষ্ণু-মন্দির, হরিকথা-শ্রবণসদন ও সদাচারসম্পন্ন সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের বাসস্থান নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তুত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ধর্ম্মধুরন্ধর মহারাজ স্বয়ং লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণের যাবতীয় আনুকূল্য করিতে স্বীকৃত হইয়া সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীর একটি বিশেষ অভাব-মোচন ও সনাতনধর্ম্মের স্থায়ী প্রচারে অগ্রণী হইয়া যে বদান্যতা প্রদর্শন করিলেন, তাহা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে হীরকাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

লণ্ডনে সকলসম্প্রদায়েরই কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর কোন সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান, এমন কি সদাচারপরায়ণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের থাকিবার কোন যোগাযোগ সেখানে নাই। অথচ অনেক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির সকল সময়েই ভারত-সম্রাটের প্রধান পীঠে নানাকার্য্যব্যপদেশে গমন করিবার প্রয়োজনীয়তা ঘটিয়া থাকে। সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ যাহাতে সদাচার রক্ষা করিয়া একান্ত কল্যাণপ্রদ আত্মধর্ম্মের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন এবং তদ্দ্বারা নিজোপকার ও পরোপকার সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্যই গৌড়ীয়মিশনের অধিনায়কত্বে লণ্ডনে ঐরূপ একটি স্থায়ী ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান-প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে।

বর্ত্তমানে বৃহত্তর ভারত বা বৃহত্তর বঙ্গ যেরূপ ক্রমশঃই আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপকতা লাভ করিতেছে, তাহাতে শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের নিয়ামকত্বে প্রেমাবতারী শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত আত্মধর্ম্মের আচার ও বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিশ্বগ্রাসী, জড়বাদের বিষময় কৃত্রিমরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা মানবজাতিকে সভ্যতা ও শিক্ষার নামে অবশ্যম্ভাবী রৌরবনীলার ভৈরব-চক্রে আরোহণ করাইবে।

বর্ত্তমানে সনাতনধর্ম্ম নানাভাবে বিপন্ন। একদিকে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদের প্রাদেশিকতা, আর একদিকে নানাপ্রকার বিধর্ম্মের বিভীষিকা। এই দুঃসময়ে শ্রীচৈতন্যজনের পদধূলিই একমাত্র অবলম্বন। শ্রীচৈতন্যের ভবিষ্যবাণী,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম॥"

—তাঁহার প্রেমধর্ম্ম সমগ্র বিশ্বকে আত্মসাৎ করিবে, অচৈতন্য-ধর্ম্মের ধ্বনিকা অপসারিত করিয়া শ্রীচৈতন্যের সেবালোক বিশ্ব জয় করিবে। এই মহাবদান্য-লীলার আনুকূল্য করিয়া বর্ত্তমান স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর তদ্রূপ পরমশ্রীল বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর বিশ্বের দরবারে সনাতনধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তীর পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়া বিশ্ববাসী সজ্জনবৃন্দের ধন্যবাদার্হ হইলেন।

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের উপদেশ

গত ২১।৭।৩৪ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ দিল্লী-গৌড়ীয়-মঠের জনৈক অর্চ্চনকারী ও ভাগবত-পাঠক ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"নবীন-প্রকাশ ও গৌড়ীয় পড় কি?" তদুত্তরে ব্রহ্মচারীজী বলেন,—যখন সময় পাই ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়িয়া অবসর থাকে, তখন গৌড়ীয় কিছু কিছু দেখি। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—সময় ও' ভগবদ্ভজনে আমরা অনেকেই পাই না। তামসিক ও রাজসিক কার্য্যে নিজের স্বধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের হুকুম তামিল

করিতেই আমাদের সমস্ত সময় চলিয়া যায়। নিত্যলভে আমরা আহত ও নিহত হই। "গৌড়ীয়" না পড়িলে ভাগবত, চরিতামৃত বা অন্যান্য গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে না। শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্রমে লোকাচার্য্যের অর্থপঞ্চকের উপায়স্বরূপ, বিরোধিবরূপ প্রভৃতির ব্যাখ্যা করেন এবং প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠে ১৩শ দিবসের ভাগবত-ব্যাখ্যায় যে, "সত্যং পরং ধীমহি" শ্লোক শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর বিচারানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীযুক্ত • • • মুখোপাধ্যায় বি-এ নামক একটি যুবক বলেন যে, পরমার্থ বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস উপস্থিত হইতেছে না। প্রত্যুত্তরে বিশ্বাসের অভাব,—প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে অনেক কথা বলেন। ভাগত্রিক বিষয়ের প্রবল হইয়াছে, পারমার্থের প্রবল হয় নাই। ১৭৯° ডিগ্রি, ৫৯ মিনিট, ৫৯ সেকেণ্ড, ৫৯ থার্ড (third) পর্য্যন্ত কোণক অপূর্ণতা (angular defect) আছে। কিন্তু ১৮০° ডিগ্রিতে তাদৃশ কোন অপূর্ণতা (angular defect) নাই, তাহা সম্পূর্ণ ঋজু (straight)।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার ঘে, কে, সেন মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হন। বিদ্যালয়ে বা • • কে চুক্তি (contract) করিয়া বক্তৃতা দিতে আনা হইয়াছিল। তাহাতে বহুলোক জমিয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন—"আমাদের কথা শুনতে হ'লে সময় দিতে হ'বে। আমার শুনতে শুনতে মনোধর্ম্ম যখন আক্রান্ত হ'তে থাকবে, হৃদয়গ্রন্থি যখন ছিন্ন হ'তে থাকবে, অমনি নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি ও অন্তরিঘ্ন উপস্থিত হ'বে। যা—র কথা, তা—র কথা লোকে ব'লতে পারবে। কেন না লোকের ইন্দ্রিয় যা' চায়, তাঁরা তার যোগান দিতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় বাধারও ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। যা—র কথায় এত লোক হ'লো যা' একটা বাইজী-নাচেও হয় না। যা'রা ভাল ভাল শব্দ শুনে চরিত্রের বল প্রাণ হারাবে, যা'রা ভাল ভাল ঘ্রাণ শুঁকবে, যা'রা জিহ্বালাম্পট্য, ইন্দ্রিয়-লাম্পট্য ক'রবে, তা'রা ভাগবতকথার নাম ক'রে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা শুনতে শুনতে মৃত্যু বরণ ক'রবে। ঐ সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কিঙ্কর। তা'রা ভাগবতের পাতা খোলে নাই—ভাগবত দেখে নাই, অনুসার-বিসর্গমাত্রই দেখেছে, এরা যার যার কাঁদী বাজায়, এদের প্রকৃত পরমার্থ বিষয়ে কিছু শিক্ষা নাই ; অথচ pose (ভঙ্গী) ক'চ্ছে যে, এ বিষয়ে তা'দের যথেষ্ট শিক্ষা-দীক্ষা আছে। এরা পকোপাসক বা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী। কোথায় আস্তিকতার ব্যাঘাত হ'চ্ছে, তা' বুঝতে পারে না। বাস্তববস্তুর (Absoluteএর) কথা কে ব'লবে আর কেই বা শুনবে? যা'রা পেটপূজো, যশাকাঙ্ক্ষার পূজো বা কামিনীর পূজোর জন্য ছুটোছুটি ক'রছে, তা'রা 'আপাতরম্য ভিন্ন গোট' মনে ক'রে তা'রা একান্ত পারমার্থিকগণের সঙ্গ হ'তে আপনাদিগকে পৃথক্ ক'রে ফেলবে। Linguistরা (ভাষাপ্রবীণগণ) ব'লবেন যে বাস্তবসত্যের কথা ব'লতে গিয়ে ভাষার বাগাড়ম্বর ঠিক বজায় থাকছে না কিন্তু বাস্তবসত্যের ভাষা যে কি, সে কোন প্রাকৃত ভাষাভিজ্ঞতার ধার ধারে না। হৃদয়গ্রন্থি-ছেদনের ভাষায় যখন সে সকল কথা আরম্ভ হয়, তখন তা'রা মনে করে, 'এ বুঝি ম'লো' কথা হ'চ্ছে।'

• • • •

মানুষের রোগ রকম রকম। এদের পৃথক্ ক'রে ক'রে চিকিৎসা দরকার। Platform speaker (মঞ্চ-বক্তা) এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন রোগীর কতটা উপকার ক'রতে পারে? First 40 years of my life৯ (আমার জীবনের প্রথম ৪০ বৎসর) ত' একটা লোকই পাই নাই। তারপরে যে সকল লোক পাচ্ছি, তা'রা খানিকটা কথা শুনছে, খানিকটা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে ছাড়তে চাচ্ছে না।

• • • •

জগতের লোক লোকপ্রিয়তার অনুসন্ধিৎসু, বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধিৎসু নাই ব'লেই হয়। যা'রা ধর্ম্মের প্রচারক ব'লে আহির ক'চ্ছেন, তাঁ'রা মানুষকে না চটিয়ে সকলের মন রক্ষা ক'রে নিজেদের অস্তিত্ব-রক্ষার জন্যই ব্যস্ত। তাই সত্যের প্রচার হ'চ্ছে না। সত্য কথা ব'ললে ও সত্যকথা শুনলে popularityর (জন-প্রিয়তার) পরিচর্য্যা করা যায় না।

• • • •

একশ্রেণীর লোক মনে ক'রছে যখন এদের কিছু চাঁদা দিচ্ছি, তখন এরা বুঝি আমাদের কথায় ditto (সায়) দিবে আমাদের কথায় সায় না দিলে আমরা এদের রসদ বন্ধ ক'রে দিব। সমস্ত পৃথিবীর বস্তু এনে দিলেও সে সকল বিনজ্ঞনীর বস্তুর ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে ক'রে যদি বাস্তবসত্যের ষোল আনা মর্য্যাদা রক্ষিত না হয়। আমরা ঐ রকম বহির্মুখ গদ্ধবহের support (সহানুভূতি) চাই না।

• • • •

মলাশয় ব্যক্তিগণ অধোক্ষজ বাসুদেবের ভজন ক'রতে পারে না। অমলাশয় ব্যক্তিগণের বিচার-প্রণালী অন্য-প্রকার। মল হ'চ্ছে—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা। যারা ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষবাসনার ষ্টেসনের টিকেট কিনেছে, যা'রা Terminating Station (সর্ব্বশেষ ষ্টেসনের)—প্রেমের ষ্টেসনের টিকেট কিনে নাই, তারা হয় ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ ক'রবে, না হয় আত্মহত্যাকেই চরম প্রাপ্য ব'লে বরণ ক'রবে; কিন্তু প্রেমার ষ্টেসনের টিকেট কিন্লে তা'রা মাঝ ষ্টেসনে journey break (যাত্রাভঙ্গ) ক'রে ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষবাসনার প্রাপ্য বস্তুগুলি সব দেখে নিতে পারবে। ঐ সকল জিনিষ তা'দের আকর্ষণ ক'রে রাখ্‌তে পারবে না। প্রেমাই তা'দের সব চেয়ে বেশী আকর্ষক হ'বে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ—"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব" ও "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" এই বাক্যদুইটির বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

সর্ব্বোত্তমস্থান—acme of theistic education (আস্তিক্যবিদ্যার চরমোৎকর্ষ) is কৃষ্ণতত্ত্বে।

তা'র নীচে গোবর্দ্ধন, তা'র নীচে বৃন্দাবন, তা'র নীচে মথুরা, তা'র নীচে বৈকুণ্ঠ—যেখান হ'তে কৃষ্ণধর্ম্ম বিগত হ'য়েছে। তা'র পরে বিরজা নদী, তা'র নীচে, সত্য, মহঃ জন, তপোলোক ইত্যাদি।

• • • •

Transcendental (অপ্রাকৃত) ব্যোম, Transcendental (অপ্রাকৃত) সাংখ্য, Transcendental (অপ্রাকৃত) যোগ, Transcendental (অপ্রাকৃত) বৈশেষিক, Transcendental (অপ্রাকৃত) বেদান্ত ভগবদ্রূপের বিচারে স্বভাবতঃই বিরাজিত। অভক্তলোকের গমনের শেষ সীমা হ'চ্ছে নিজের significance (বিশেষত্ব) লোপ ক'রে নির্ব্বিশেষে লয়।

• • • •

২।১০।৩৫ রাত্রে শ্রী.....মুখোপাধ্যায় নামক বৃদ্ধকে "গৌড়ীয়মঠ ছাড়া অন্য বিচারের সহিত যুক্ত থাকিলে কি হরিসেবা হয় না?" এই কথার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল অনর্গল বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রভুপাদ বলেন, যাঁ'রা সেবা করেন, পরমেশ্বর যাঁ'দিগকে সেবকরূপে নিযুক্ত ক'রেছেন, তাঁদের সঙ্গ ছাড়া, অন্যের সঙ্গে কিরূপে সেবা হ'বে? যাঁ'রা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চাহেন, তাঁ'রা ত' সেবক ন'ন বা যাঁ'রা সেবার অভিনয় মাত্র করেন, সেবার অভিনয় ক'রে সেবা বস্তুকে নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির নফর ক'র্‌বার জন্য প্রস্তুত, তাঁ'রাও ত' সেবক ন'ন, তাঁ'দের সঙ্গে কিরূপে সেবা হ'বে?

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

ঐরূপ লোকের নিজে নিজে বা ঐ জাতীয় অপর লোকের উপদেশে বা পরস্পর আলোচনায় কিছুতেই কৃষ্ণে মতি হ'বে না। যেহেতু তাঁ'রা গৃহব্রত। গৃহব্রত তাঁ'রাই, যাঁ'রা phenomena নিয়ে ব্যস্ত। তাই ভাগবত ব'লেছেন,—

ত্বতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

সাধুর কার্য্য হ'চ্ছে Absoluteএর touchএ (বাস্তববস্তুর সংস্পর্শে) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা থাকা। বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয়মঠ প্রত্যেক লোককে হরিকীর্ত্তনের subscriber (গ্রাহক) হবার জন্য আহ্বান ক'রছেন। তাঁ'রা চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে, কান দিয়ে, সমস্ত দিয়ে যে কিছু উপার্জ্জন ক'রছেন, তা' ভোগ বা ত্যাগের কার্য্যে নিযুক্ত না ক'রে হরিকীর্ত্তনের সেবায় সম্পূর্ণ ভাবে subscribe করুন, এই কথাই গৌড়ীয়মঠ ব'লতে চা'চ্ছেন।

অসৎ প্রবৃত্তির লোকদের চিত্তবৃত্তি—ভগবানের প্রতিযোগী আরও দেবতা আছেন! আর ভগবদ্ভক্ত বলেন,

—'ভগবান্' এক অদ্বিতীয় নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় সর্ব্বাদি পুরুষোত্তম, আর বাদবাকী সকল দেবতাই ভগবানের অধীন।

'একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।'

ঈশ্বরের সেবা না করায় যাহারা অন্যান্য দেবতাকে স্বতন্ত্র দেবতা ব'লে অহঙ্কার ক'রছে। কেনোপনিষদে হৈমবতী উমা দেবী এই সত্যের প্রকটন ক'রে দিয়েছেন। উমা ব'লছেন,—

"এতদ্যো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি।'

গীতাতেও ভগবান্ ব'লেছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

• • •

সাধু তাঁ'কেই বলে, যাঁর সংস্পর্শে আসলে তিনি তাঁর বাক্যালাপের দ্বারা আমার সব 'বাদ্‌রামী' ছাড়িয়ে দিতে পারেন—non-Absolutes আসক্তি, মনোধর্ম্ম সব ছিন্ন ক'রে দিতে পারেন।

• • •

সঙ্গ কিসে হয়? কাণ দিয়ে। অন্যভাবে দুঃসঙ্গ হ'য়ে যেতে পারে। কাণ দিয়েও দুঃসঙ্গ হ'য়ে যেতে পারে যদি শব্দব্রহ্মকে আড়াল ক'রে নিজের অহমিকা প্রবল করি। দুঃসঙ্গের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ ব'লেছেন—

"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥" (চৈঃ চঃ ম ২৩।৩৪)

• • •

বিষ্ণু—কামদেব। আর অন্যান্য দেবতা বিষ্ণুদেহের আবরক ভাবমাত্র, আমাদের যাজ্ঞাকী, bank বা order-supplier. পঞ্চোপাসকগণ যখন বিষ্ণুর নাম ক'রে বিষ্ণুর কাছ থেকেও কামনাসিদ্ধি চান—মোক্ষ চান, তখন তাঁরা বিষ্ণুকেও দেবতাপর্য্যায়ের অন্তর্গত ক'রে ফেলেন। তখন বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব আবৃত থাকে।

• • •

সাত্বতশাস্ত্রে দু'টি সূত্র আছে, তা'র মূল কথা এই—

১। শব্দ ও শব্দী ভিন্ন নহে।

২ শব্দমাত্রই শব্দী। অর্থাৎ শব্দমাত্রই বিষ্ণুবোধক। শব্দকে মাপা যা'বে না। যেখানে মাপা যায়, সেখানেই বহির্জগৎ, ইতরব্যোম—পরব্যোম নয়।

• • •

আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও প্রবৃত্তি কেবল বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই যখন নিযুক্ত, তখনই তাহা সেবার উন্মুখ; আর যা' অপরের নিকট হ'তে সেবা আদায় করে ধর্ম্ম অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার তৃপ্তির আকারে, তাহাই সেবার বিরোধী ব্যাপার বা নাস্তিকতা। এই নাস্তিকতা বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হ'তে পারে—Altruism, Utilitarianism, Positivism, Pantheism ইত্যাদি নানা আকারে উপস্থিত হয়। এ সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে। গৌড়ীয়মঠ সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে ঐ সকল দুঃসঙ্গ, যা'রা সৎসঙ্গের বা মঙ্গলের মুখোস প'রে লোক-বঞ্চনা ক'রছে, তা'দের কবল হ'তে relief দিচ্ছেন এখন থেকে সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত। তাঁ'দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র relief করবার সময় নাই। Earthquake বা flood-এর relief করা বা অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিয়ে দেওয়ার সময় তাঁ'দের নাই। কারণ তাঁ'রা বুঝ্‌তে পেরেছেন, এ জগৎ স্থায়ী জায়গা নয়। অনন্ত জীবনের তুলনায় এ জগতের শতেক বছরের থাকা যাওয়া পরার অঙ্ক কতটা নগণ্য হ'তে পারে, তা' তাঁ'রা rule of three ক'ষে দেখেছেন। তা'তে বুঝেছেন যে, মানব-জাতির অনন্তজীবনের পথে যে সকল বিঘ্ন এসে উপস্থিত হ'য়েছে, তা'র relief দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

• • •

প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী সাধুর চিত্তবৃত্তি এই যে, একটা মানুষও যেন পালিয়ে না যায় দেবার রাজ্য হ'তে। Veterinary Surgeon যেমন ঘোড়ার মুখ ফাঁক ক'রে মুখে ঔষধ ঢুকিয়ে দেয়, গৌড়ীয়মঠ সেরূপ মনুষ্যজাতির হরিসেবাবিমুখিনী পাশববুদ্ধির মুখ ফাঁক ক'রে হরিকথা-ঔষধ প্রবেশ করা'বার চেষ্টা ক'রছেন।

"বৈরাগ্যযুক্তভক্তিরসং প্রচারয়িতুমধ্বরমাধনতীর্ণাবতীর্ণৌ কৃপাপূর্ণিঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনঃ ক্ষ প্রভুরাজগাম॥"

সনাতনধর্ম্ম হ'চ্ছে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসবিতরণ-কার্য্য। আজকাল যে সকল সনাতনধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছে—সেগুলি সব অবৈধিক ধর্ম্ম—কর্ম্মকাণ্ডীয় বা জ্ঞানকাণ্ডীয় মনোধর্ম্ম।

• • •

পরদুঃখদুঃখী হওয়া দরকার। জগৎশুদ্ধ আত্মীয়-স্বজনদের ফেলে নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা ক'রব, তা' নয়। গৌড়ীয়মঠ একটা Institution-এর মত অপসার্ব্বজনীন Institution নয়। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বাঞ্ছাকির অভিনয়কারী Institution নয়। সমাজের কোনও একটা আংশিক বিভাগের আংশিক ও সাময়িক উপকার করবার জন্য গৌড়ীয়মঠের আবির্ভাব নহে। সমস্ত সনাতের পূর্ণ মঙ্গলের জন্য গৌড়ীয়মঠের অভ্যুদয়। এজন্য গৌড়ীয়মঠ নিজেদের কথায় এত দৃঢ়তার সহিত stick ক'রেছেন, অন্য লোকের দলে যোগদান ক'রতে পারছেন না—পাঁচমিশালী বা বারোয়ারীর মধ্যে অন্যতম হ'য়ে লোকের মনোরঞ্জন ক'রতে পারছেন না।

• •

মহাপ্রভুর প্রদত্ত শ্রৌতশিক্ষা—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

হরিনামগ্রহণ ছাড়া অন্য alternative আছে, ইহাই তর্কপর হরিনামের আর অন্য কোন প্রকার alternative নাই। Alternative কল্পনা ক'রলেই এই পৃথিবীর চিন্তাস্রোত। হরিনাম-প্রচেষ্টাবিগণকে একটা party মনে ক'রছেন যাঁহারা, আর হরিনাম-প্রচার-কীর্ত্তনই একমাত্র পথ নয় যাঁহারা মনে ক'রছেন, যাঁহারা অপ্রাকৃতকে মাপ্‌তে যাচ্ছেন, তাঁরা মাপার দল না মাপার দল—অভক্ত-সম্প্রদায়।

• • • •

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কথা সকল জাতি জানুক। আমরা যদি overpowered হ'য়ে যাই তাঁহাদের চিন্তা-স্রোতে, তা' হ'লে আমরা তাঁহাদের কথাই তাদের কাছে তাঁহাদের বল রাখ্‌বার জন্য nationality'র ছাঁচে ফেলে একজন ভাল লোক ক'রে গেলে তিনি একাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার ক'রতে পারেন।

"ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।"

মুসোলিনী একটা লোক, হুঁয়েছেন-বা হিটলার একটা লোক হ'য়েছেন, তাঁদের কথা সকল জাতি শুনছে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব সেরূপ নয়, তাঁহার উপকার-চেষ্টা প্রস্তাবিত কথা-মাত্র নহে—বাস্তব নিত্য সমগ্র উপকার। গৌড়ীয়মঠ ছাড়া অন্য কোথাও বাস্তবসত্যের কথা আছে কি না, তাহা জানি না। যদি থাকে, তবে তা' গৌড়ীয়-মঠের সঙ্গে নিশ্চয়ই incorporated হ'বে। জগতে সত্যের যত দেখ্‌তে অনেক ছবি আছে, কিন্তু তা' বাস্তব-সত্য নয়। একমাত্র বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণের দ্বারাই অশেষ সুবিধা হ'বে।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

স্বাধীন-ত্রিপুরেশ্বর-প্রাসাদে স্বামী বন

গত ৩-শে সেপ্টেম্বর রাত্রের ট্রেণে ত্রিপুরাধীশ শ্রীমদ্‌বীরবিক্রমকিশোর মহারাজ ও তাঁহার আপ্তসচিব শ্রীযুক্ত সুহৃৎচন্দ্র মহোদয় ত্রিপুরা যাত্রা করিয়া ৪র্থা অক্টোবর আগরতলা ষ্টেশনে উপস্থিত হন। ষ্টেশনে স্বাধীন-ত্রিপুরাধিপতি বিষয়সম্বন্ধিকর্ত্তা পক্ষে শ্রীমদ্‌বীরবিক্রমকিশোর দেবের মাণিক্য বাহাদুর দণ্ডধরগণ মহোদয়ের পক্ষ হইতে রাজসচিব শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গুপ্ত মহোদয় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। ষ্টেশন হইতে মোটরযোগে ৪মাইল ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যদিয়া ত্রিপুরা-রাজ্যের সীমানায় আসিলে তত্রত্য পুলিশগার্ড তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর তথা হইতে ২মাইল ত্রিপুরা-রাজ্য-সীমা দিয়া স্বামীজী আগরতলা রাজপ্রাসাদে প্রাসাদের বামফলের বিশেষ অতিথির আলয়ে (শ্বেতাবাস অতিথিশালায়) নীত হন। স্বামীজির মোটর বিশেষ অতিথিশালায় পৌঁছিলে চীফ্-সেক্রেটারী মাননীয় রায় বোধজঙ্গ বাহাদুর এক্-আর-সি-এস্ এবং মিলিটারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন কুমার প্রফুল্লকুমার দেববর্ম্মণ বাহাদুর মহোদয়দ্বয় তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করেন।

স্বামীজীর কিছুসময় বিশ্রামের পরই মিলিটারী সেক্রেটারী মহোদয় মোটরে করিয়া স্বামীজীকে টাউনের বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান—যেমন মালতীলতাবাস, গভর্ণমেণ্ট হাইস্, মিলিটারী ব্যাণ্ড, পুলিশ ব্যাণ্ড অভিষেকমঞ্চ প্রভৃতি প্রদর্শন করেন। স্বামীজী ঐসকল স্থান দর্শন করিয়া তাঁহার বিশ্রাম-স্থানে ফিরিয়া আসিলে দেওয়ান সাহেব শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম্-এ-বি-এল মহোদয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের পক্ষ হইতে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করেন। স্বামীজী ও তৎসঙ্গী ভাগবত পণ্ডিত মহোদয় প্রসাদ সম্মান করিবার পর সহরের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাজ-পুরোহিত এবং বিষ্ণু-মন্দিরের পুরোহিত পণ্ডিতগণ আসিয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করেন। বিষ্ণুমন্দিরের পুরোহিত পণ্ডিত মহোদয়ের বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন আছে দেখিয়া স্বামীজী বড়ই আনন্দ লাভ করেন।

১লা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নির্দ্দেশানুসারে দুর্গাবাড়ীতে একটী সাধারণ সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় পাঁচশতেরও অধিক বিশিষ্ট শ্রোতৃসমাবেশ হইয়াছিল। প্রাইভেট সেক্রেটারী দেওয়ান সাহেব শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম্-এ-বি-এল মহোদয়ের প্রস্তাবে চীফ্ সেক্রেটারী মাননীয় রায় বোধজঙ্গ বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে রাজপরিবারের কএকজন বিশিষ্ট-সজ্জন, রাজকর্ম্মচারী সকলেই এবং সাধারণ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বহুভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কিছু বলেন। অতঃপর ভাগবত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুহৃৎচন্দ্র মহোদয় ইংরাজী ভাষায় তাঁহার ভারতাগমনের কারণ এবং গৌড়ীয়মঠের বিশেষ কি কি কথায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যচরণে আত্মনিবেদনের বিচার বরণ করিয়াছেন, শুধু বেশগ্রহণের জন্যই যে তাঁহার

ভারতাগমন নহে, তৎসম্বন্ধে কিছু বর্ণন করেন। তদনন্তর স্বামীজী বাঙ্গালা ভাষায় য়ুরোপে হিন্দু-ধর্ম্মপ্রচারে কি কি সুবিধা ও অসুবিধা আছে এবং ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য কি, বাস্তবসত্যধর্ম্ম ও তৎপ্রতীয় আনুকরণিক ভণ্ড-ধর্ম্মের পার্থক্য কি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রধান প্রচার্য্য বিষয় কি, তৎসম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বিদ্যারত্ন এবং পরে ম্যাজিষ্ট্রেট ঠাকুর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দেববর্ম্মণ এম্-এ-বি-এল মহোদয়দ্বয় সভাপতি মহোদয়, শ্রোতৃবৃন্দ ও অন্যান্য সভ্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া স্বামীজীর নিকট কএকটি বিষয়ের মীমাংসা প্রার্থনা করিলে স্বামীজী সবিস্তারে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

২রা অক্টোবর প্রাতঃকাল হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট আসিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচনা করেন। মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ভ্রাতা কুমার ত্রজবিকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর এবং এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রাণা নেপাল সিং বাহাদুর মহোদয়দ্বয় স্বামীজীর সহিত মঠের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ করেন। বেলা ১২-৪৫ মিনিটের সময় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ইচ্ছানুসারে প্রাইভেট সেক্রেটারী ও মিলিটারী সেক্রেটারী মহোদয়দ্বয় স্বামীজী ও শ্রীযুক্ত গুপ্তপ্রভু মহোদয়কে রাজ-প্রাসাদে লইয়া গেলে চীফ্ সেক্রেটারী মহোদয় স্বামীজীকে ত্রিপুরেশ্বর-সমীপে উপস্থিত করেন। মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর স্বামীজীকে সাদরে তৎসমীপে একাসনে বসাইয়া তৎসহ গৌড়ীয়মঠের ইংলণ্ড ও য়ুরোপীয় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎপ্রচার-সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলাপ করেন। স্বামীজী শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরকে তাঁহার শ্রীগৌড়ীয়মঠের পাশ্চাত্যে প্রচার-কার্য্যে আন্তরিক উৎসাহ ও সহানুভূতি-প্রদর্শন-জন্য লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-সোসাইটীর সভাপতি দি মোষ্ট্ অনারেবল্ দি মার্কুইস অব্ কেটলাণ্ড্ মহোদয়ের পক্ষ হইতে তাঁহার বিশেষ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনন্তর স্বামীজী শ্রীমন্মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর-সমীপে পাশ্চাত্যে সনাতন-ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের সনাতনধর্ম্ম-গৌরব—শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-প্রচার-কল্পে লণ্ডনে একটি স্থায়ী ভগবন্মন্দির ও সেবক-নিবাস নির্ম্মাণ-কল্পে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলে মহারাজ বাহাদুরতাহা মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ করেন এবং অপরাহ্ণে স্বামীজীর নিকট লণ্ডনগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের যাবতীয় আনুকূল্য বহন করিবার ও সনাতনহিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বিগণের একটি স্থায়ী বাসস্থান-নির্ম্মাণ-বিষয়েও নানা-প্রকারে সহায়তা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। শ্রীমন্ মহারাজ বাহাদুর স্বামীজীর নিবেদনে কৃপাপূর্ব্বক আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-মন্দির-নির্ম্মাতা পরলোকগত শ্রেষ্ঠ্যাণ্ড ধনবন্ধু ভক্তিসজ্জন মহোদয়ের বার্ষিক বিরহস্মৃতি-সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবারও সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

বেলা দেড় ঘটিকায় প্রাসাদে মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর রাজপরিবারবর্গের ও রাজ্যের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের সহিত স্বামীজীকে পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে একটি ভোজের ব্যবস্থা করেন। বিবিধ কারুকার্য্যখচিত স্বর্ণ-রৌপ্যাভরণমণ্ডিত, নানা মূল্যবান্ বিচিত্র বস্ত্র ও দ্রব্যাদি-দ্বারা সুসজ্জিত একটি অতি সুন্দর কক্ষে এই ভোজের ব্যবস্থা হয়। সকলকেই সাতিশয় বিচিত্রতাযুক্ত ভোজ্য প্রদত্ত হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের খুল্লতাত পাটিয়ালার মহারাজ-বাহাদুরের তন্ত্রীপতি মহারাজ কুমার ত্রণবীর কিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর, মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লেফ্টেনাণ্ট মহারাজকুমার ত্রজবিকিশোর দেব বর্ম্মণ বাহাদুর, চীফ্ সেক্রেটারী মাননীয় রাণা যোধজঙ্গ বাহাদুর, মিলিটারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন কুমার প্রফুল্লকুমার দেববর্ম্মণ বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী দেওয়ান সাহেব শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম্-এ-বি-এল, ক্যাপ্টেন রাণা নেপাল সিং বাহাদুর, ক্যাপ্টেন কুমার ত্রজলাল দেব বর্ম্মণ বাহাদুর, ঠাকুর হরচাঁদ দেববর্ম্মণ, ঠাকুর কাদিনীকুমার সিংহ সাহেব দেওয়ান প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ভোজন সমাপ্তির পর মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের আদেশে চীফ্ সেক্রেটারী, মিলিটারী সেক্রেটারী এবং ক্যাপ্টেন কুমার ত্রজলাল দেববর্ম্মণ বাহাদুর ও ক্যাপ্টেন রাণা নেপাল সিং বাহাদুর এ-ডি-সি-দ্বয় স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া রাজসিংহাসন, দরবারগৃহ, নৃত্যাগার, সঙ্গীতাগার, পুস্তকাগার, মহারাজের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজপোষাকাদি ও অস্ত্রশস্ত্রাদি যাবতীয় বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু প্রদর্শন করেন। স্বামীজী ঐসকল দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় মহারাজের প্রাসাদে দরবারগৃহে মহামান্য শ্রীমন্ মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ সভা আহূত হয়। স্বামীজীকে বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত আসন প্রদত্ত হয়। সভায় রাজপরিবারবর্গ প্রায় সকলে এবং দরবারীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত গুপ্তপ্রভু ইংরাজী ভাষায় ভাগবতধর্ম্ম, বিশেষতঃ 'মাদি ধর্ম্ম' ও হিন্দুধর্ম্মের তুলনা-মূলে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। তৎপর সভাপতি মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ইচ্ছানুসারে শ্রীপাদ বন মহারাজ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব কি, তৎসম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার পর মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বিদ্যারত্ন মহোদয় সংস্কৃত ও বঙ্গ-ভাষায় বক্তৃতার প্রশংসা-কীর্ত্তন-মুখে মহারাজ বাহাদুর এবং সভার সভ্যগণের পক্ষ হইতে বক্তৃদ্বয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর মহারাজের বিশেষ ইচ্ছানুসারে [illegible] ব্যবহৃত মণিপুরী সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। প্রায় ২৪ জন কীর্ত্তনিয়া মণিপুরী পোষাকে সজ্জিত হইয়া খোল-করতাল-সহযোগে অদ্ভুতভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। ইঁহারা সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব। কীর্ত্তনের সুর প্রচলিত যদিও বাঙ্গালা কীর্ত্তন হইতে কিছু পৃথক্; তথাপি তাঁহাদের আগ্রহ ও কীর্ত্তন-কৌশলে স্বামীজী মহারাজ ও সকলেই বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীমন্মহারাজ মণিপুর বাহাদুরের সহিত স্বামীজীর পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার-কার্য্য-সম্বন্ধে কিছু আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়।

৩রা অক্টোবর একদিন আহারের সময় ব্যতীত আর সকল সময়েই— প্রাতে দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্বামীজীকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিতে হইয়াছিল। মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ কুমার গুরুচরিতের দেববর্ম্মণ বাহাদুর, মিলিটারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন কুমার প্রফুল্লকুমার দেববর্ম্মণ বাহাদুর, চীফ্ মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার মণিলাল মজুমদার, ঠাকুর নলিনমোহন দেববর্ম্মণ এম্-এ-বি-এল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর, হ্যাসিয়াণ্ট্ ষ্টেট্ 'ফরেষ্ট'সাহেব শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ এম্-এ (অক্সোঃ) সিনিয়র নায়েব দেওয়ান, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র নায়েব দেওয়ান, চেম্বারলেন্ট্ কে, এন, ভাওড়া ষ্টেট্ ইঞ্জিনীয়ার, শ্রীযুক্ত নাথমলাল রায় ষ্টেট্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শ্রীরাধাকিশোরের পুরোহিত পণ্ডিত শাস্ত্রীজী প্রমুখ সম্ভ্রান্তগণ স্বামীজীর থাকিবার স্থানে আসিয়া ধর্ম্মবিষয়ক নানা-প্রকার আলোচনা করেন।

অপরাহ্ণে মহারাজ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ কুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুরের আহ্বানে স্বামীজী তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ যাবৎ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলাপ করেন। চীফ্ মেডিক্যাল অফিসার মহোদয়ও তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ কুমার বাহাদুরের গো-সেবায় বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

রাত্রিতে স্বামীজী বিদায় লইবার পূর্ব্বে মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের পক্ষ হইতে চীফ্ সেক্রেটারী, মিলিটারী সেক্রেটারী ও প্রাইভেট সেক্রেটারী মহোদয়গণ স্বামীজীর নিকট বিদায়-গ্রহণকালে স্বামীজীকে আবার ত্রিপুরারাজ্যে শুভাগমনের জন্য পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এবং দেশবিদেশে তৎপ্রচারে নিকপট আগ্রহ উৎসাহ ও সহানুভূতি সত্য সত্যই ভারতের [illegible]-গৌরবের বিষয়। মহারাজ [illegible] যেমন শান্ত সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তি, তেমনি তাঁহার নিরহঙ্কার বিনম্র নম্র মধুর ব্যবহার। তাঁহার সোদরা ভগ্নী শ্রীমতী বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা দর্শনে স্বামীজী বড়ই সুখী হইয়াছেন; আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আশা পোষণ করি যে, মহারাজ বাহাদুর শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীউর কৃপাশীর্ব্বাদে শুদ্ধভক্তিলাভ করিয়া সমগ্র জগতে পরম আদর্শ-দান লাভ করিবেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর "কীর্ত্তিগণ তাঁহার কোন্ বড় কীর্ত্তি"—প্রশ্নোত্তরে তাঁহার অন্যতম পার্ষদ রায় রামানন্দ উহা করিয়াছিলেন—"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।" মহারাজ যে বংশে উদ্ভূত হইয়াছেন, সেই বংশ 'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং মহারাজ সেই বংশ-গৌরব চির সমুজ্জ্বল করিয়া সমগ্র জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করুন—ধর্ম্মদুরন্ধর আদর্শ-ধর্ম্মনরপতিরূপে ধার্ম্মিকজগতে চিরস্মরণীয় হউন, ইহাই আমাদের ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।

স্বামীজী শ্রীযুক্ত সুহৃৎকে মহোদয়ের সহিত ৩রা অক্টোবর আগরতলা হইতে যাত্রা করিয়া ৬ই অক্টোবর রাত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনের নিমিত্ত এই অক্টোবর তুফান-মেলে দিল্লী যাত্রা করেন। প্রভুপাদের চরণে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বামীজী ৮ই তারিখে উদা হইতে বোম্বে এবং বোম্বে হইতে ১০ই অক্টোবর বেলা ১০॥ঘটিকায় ভিক্টোরিয়া জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। স্বামীজী দিল্লী যাত্রা করিবার সময় ষ্টেসন্ আসিয়া সুহৃৎকে, ব্যারণ ডন কোরেস, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীভক্তবৎসল ভক্তিসৌধস্থ প্রমুখ মঠসেবকগণ হাওড়া-ষ্টেসন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করেন। শ্রীমঠ হইতে তাঁহাকে প্রসাদী পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়।

২২শে অক্টোবর স্বামীজীর লণ্ডনে পৌঁছিবার কথা। স্বামীজী লণ্ডনে উপনীত হইয়া আগামী ৭ই নবেম্বর, ১৯০৩ তারিখে দি হাইট্ অনারেব্‌ল্ লার্ড কিলিণ লাম্বন—আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ ফর এয়ার মহোদয়ের ডাব্লিউওয়ান, ৪৩নং পার্ক লেনস্থ ভবনে দি মোষ্ট অনারেব্‌ল দি সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'হিন্দু ফিলসফি' (হিন্দুদর্শন) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন। ঐ সভায় বহু শ্রোতার সমাবেশ হইবে। স্বামীজীর বক্তৃতান্তে শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হইতে লর্ড মেয়র মহোদয়ের কোয়েটা-মিলিফ-ফণ্ডের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইবে।

আগামী ১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪২ ; ২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৫ শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীগুরুকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৯ই কার্ত্তিক ১৩৪২ ; ২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৫ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

দশম দিবস—২৯।৮।৩৫ বৃহস্পতিবার

ভক্তিস্ময়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥

আমরা পূর্ব্বদিবস আলোচনা ক'রেছি—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ" শ্লোকের অভিধেয়ত্ব-বিচার। অনেকে মনে করেন যে, "কর্ম্ম ও জ্ঞান যেমন এক একটি পথ, তদ্রূপ ভক্তিও একটি পথ মাত্র; এই অভিধেয়ের যখন প্রকারভেদ আছে, তখন কেবল ভক্তি আশ্রয় ক'রলে অসুবিধা হ'বে, মুক্তি বা মুক্তি পা'ব না, ভক্তির আশ্রয়ে ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গল হ'তে বঞ্চিত হ'তে হ'বে।" কেহ মনে করেন—"ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যাওয়ার ব্যাঘাত হ'বে।" কিন্তু এই সকল পূর্ব্বপক্ষের নিরাস ক'রেছেন ঠাকুর বিল্বমঙ্গল উপরি-উক্ত শ্লোকের দ্বারা। আপনাদের হয় ত' স্মরণ থাকতে পারে, 'প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যায় ব'লেছি—ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ যাঁ'দের বাঞ্ছনীয়, তাঁরা নিশ্চয়ের সাধুদিগের পরমধর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন না। "ঐহিক বা আমুষ্মিক মুক্তি অর্থাৎ ইহ জগতে বা পরজগতে ভোগ অথবা মুক্ত হ'য়ে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়া প্রবৃত্তি লাভ হ'বে না, যদি ভক্তি লাভ করা যায়; ভক্তিটা একবেগে কথা, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষধিকারী ভক্তিপথে ঐসকল কথা বাদ যায়"—একপও অনেকের ধারণা। কিন্তু ঠাকুর বিল্বমঙ্গল সাহস দিয়েছেন যে, তোমাদের সেরূপ আশঙ্কা ক'রবার কোন কারণ নাই; যদি ভগবানে স্থিরতরা ভক্তি হ'য়ে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে

ভগবদ্‌বস্তু পুরুষোত্তম উপলব্ধির সান্নিধ্য লাভ হ'বে—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের দর্শন পাবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না—যদি সেবা-প্রবৃত্তি থাকে। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" তিনি ত' অচেতন-পদার্থ নন, আমাদের প্রাপ্যবিষয় নিশ্চয়ই হ'বেন, যদি আমাদের ভক্তি—সেবা-চেষ্টা থাকে; তা'হলে তিনি সেবাও নিশ্চয়ই নেবেন, অন্য কিছু দিয়ে প্রবঞ্চনা না ক'রে ধরা দেবেন, ব'লবেন—আমাকে যদি চাও সেবা কর, তুমি bonafide servitor, আমি এসেছি সেবা কর। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁ'র নিজ সেবার ইচ্ছা ক'রলে তাঁ'কে পাওয়া যায়, তিনি চেতন—"চেষ্টা নিয়ন্তৃ পরম্"—তিনি আপনা হ'তেই এসে উপস্থিত হন। সেবক ঐকান্তিকী ইচ্ছা ক'রলে—ব্যবহিত-রহিত সেবাবিধানে ব্যগ্রতা থাকলে সেবা না দিয়ে থাকতে পারেন না, এগিয়ে আসেন। যেমন বেদে লেখা আছে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

তিনি স্বয়ং কৃপা ক'রে প্রকৃত সেবকের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন, সম্বোধন করেন না; যদি বাস্তবিক আত্মনিবেদনে কেউ ডাকে, তিনি চুপ ক'রে থাকেন না। পরমকমনীয়—পরমরম্যকান্ত—পরমসৌন্দর্য্যমূর্ত্তি কৃষ্ণ বার্দ্ধক্যজনিত জরুকালচ্ছিন্নি শ্লথচর্ম্মবিশিষ্ট নহেন, তিনি নবীনকিশোর চিন্ময়ী মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হন। তখন আমরা তাঁ'র সকল প্রকার সেবা ক'রতে পারি—পত্নীসূত্রে পতিজ্ঞানে, পিতামাতাসূত্রে পুত্রজ্ঞানে, সখাসূত্রে সখাজ্ঞানে, ভৃত্যসূত্রে প্রভুজ্ঞানে এবং নিরপেক্ষসূত্রে বিরোধাচরণে নিরস্ত হ'য়ে।

তিনি ছাড়া বস্তুন্তর নাই। আমাদের নিরপেক্ষতা থাকা দরকার। আত্মস্বরিতা প্রকাশ না ক'রলে, সেবার নৈরন্তর্য্য থাকলে, সেবাতে রুচি—আসক্তি হ'লে ভাবের সমাবেশে সামগ্রীসম্ভোগনে স্থায়িভাব রতির সংযোগে রস লাভ হ'বে। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" রসময় রসিকশেখরের নিকট উপস্থিত হ'লে—আনন্দময়কে পেলে ক্ষতি হ'বে না। ধর্ম্মার্থকাম—যা'র জন্য মানুষ আকাশপাতাল আলোড়ন ক'রে একটি, দুইটি বা তিনটিই লাভ করেন, তা'রা কৃতাঞ্জলিপুটে হাত যোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে; যে ওলোর জন্যে পরিশ্রম ক'রে জন্মজন্ম পরে ফলও পায়, তারা কখন আজ্ঞা ক'রবেন, এমন মুখাপেক্ষী হ'য়ে তাঁবেদারের ন্যায় অপেক্ষা করে। আর মুক্তি—সমস্ত বন্ধন হ'তে মোচনপ্রাপ্তিরূপ যে অবস্থা, সেটি হাত যোড় ক'রে দাসীর ন্যায় অপেক্ষা করে। যম, নিয়ম প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে—কত তীব্র-তপস্যা ক'রে সমাধি-লাভের জন্য যে চেষ্টা—কৃচ্ছ্র সাধন, তদ্দ্বারা যে বস্তু লাভ হয়, তা' ভগবদ্‌ভক্তের নিকট দাসীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভক্তি আশ্রয় করার ফলে কর্ম্ম-জ্ঞানের জায়গায় পৌঁছান' যাবে না, তা' নয়, ওগুলো বা ওদের চরমফল ভক্তিদ্বারা লাভ হ'য়ে যাবে—

তস্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

মুক্ত পুরুষের নিত্যবৃত্তি পরিচালনের অবস্থার নাম ভক্তি। বদ্ধজীবের চেষ্টা—কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া। কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হ'লে কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা লভ্য বস্তুগুলি আমাদের মুখাপেক্ষী হয়। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'লে রসরাহিত্য—আস্বাদরাহিত্য তখিরে গিয়ে রাহিত্য, শুষ্ক, দর্শনবাধ—যাতে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। ভক্তি ব্যতীত অন্যভক্তি-পথে অন্য বিনিময়ে প্রভু হ'বার জন্য চেষ্টা। কিন্তু ভক্তের কর্ম্মী হওয়া সম্ভবে না। ভোগবাসনাবশে অভক্ত ভগবানের প্রভু হ'তে পারেন না। তাঁ'কে ঢাকর ক'রবার প্রয়াস ক'রলে বেশী অসুবিধায় প'ড়তে হয়। ভোগবাসনাবশে যে কর্ত্তৃত্বাভিমান, তা' ভক্তের কখনই থাকে না; সেটা ছেড়ে দিলে ভক্তি হয়। কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু বিনাশী—ক্ষণভঙ্গুর; আর কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য—ক্ষয়রূপভোগ্য। ভক্তিরস নিত্য—পূর্ণজ্ঞানময়—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। অভক্তিতে কর্ম্মাগ্রহিতা, সেটা আপাত আলেয়ার দেখনে দৌড়ান', পরে বৈফল্য; উহাতে বৈধতা নাই, উহা নির্ম্মল নয়—মলিনতাযুক্ত।

রস দুই প্রকার—একটি অড়রস—আমরা বদ্ধবিচারে

যায় তোক্তা, অপরোক্ষ অভিজ্ঞান—যদ্দ্বারা রসময় রসিকশেখরের সেবা হয়; এটিই প্রয়োজনতত্ত্ব। রসবাহিতা অপ্রয়োজনীয়।

আমরা 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে সংক্ষেপে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা ও 'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকে অভিধেয়ের কথা আলোচনা ক'রেছি। এক্ষণে প্রয়োজন—প্রাপ্য পদার্থের বিচার করা হ'বে। সম্বন্ধের পরবর্ত্তি-সময়ে প্রাপ্যবিচারের কর্ণে নিযুক্ত থেকে পাব কি? তদুত্তরে বলা হ'য়েছে—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"

প্রয়োজন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভাগবত-শ্রবণ সকল লোকের ভাগ্যে হয় না। যাঁ'রা ভাবুক, ভাবের মর্য্যাদা জানেন, ভোগে যাঁদের মন, সেবাভাবে বিভাবিত, তাঁ'দেরই প্রয়োজনপ্রাপ্তি হ'য়ে থাকে, তাঁ'দের সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়ে রুচি ও প্রয়োজনে নিষ্ঠালাভ হয়। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় যাকে-তাকে দেওয়া হয় না, অনর্থযুক্তকে দেওয়া হয় না। অপ্রয়োজন বিচারে যারা স্থির, তাদের বিচার—"আমাদের কৃষ্ণভজনে রুচি নাই, আমরা আসব-সেবায় ব্যস্ত, রসলাভে রুচি নাই, প্রভুত্ব ক'রতে আনন্দ পাই—অন্যের চাকরী ক'রতে চাই না।" অনর্থযুক্ত অবস্থায় অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের এইরূপ অভিমান থাকে। বালক পাঠাভ্যাসে অযোগ্য হ'লে যেমন পাঠে সুবিধা ক'রতে পারে না, সেই রকম অনর্থযুক্ত ব্যক্তি প্রয়োজনজ্ঞানাভাবে ইতরবিষয়ে ধাবিত হয়। তা'দিগকে ভাবুক বলা যায় না; তাদের রসপ্রার্থনা নাই, রসবাহিতা—যেমন চড়কী, উদাসীনের অভাবজ্ঞাপক শুষ্কনো ব্যাখ্যা। আর না হয় পাকা—'রসাল' হ'লেও শুষ্করস। অন্যভোগে ব্যস্ত লোকের প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। তা'রা ব'লে, আমাদের এই সব বিষয়েই রুচি। তা'রা ভগবদ্ভক্তিরসের কথায় মন দেয় না, তা'দের ভাগবত-শ্রবণে রুচি হয় না। কিন্তু ভাগবতচরিতা ব'লেছেন—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" ভাগবত কিসের ফল? কল্পতরুর ফল। যেমন আঁব, নিচু, কাঁটাল যেরকম গাছ, সেরকম গাছের ফল নয়, কিন্তু কল্পতরু—যে যা চায়, তা'কে তাই দেয়—সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ। বেদ—কল্পতরু অর্থাৎ সুষ্ঠুজ্ঞান-ময়—চেতনময়। অচেতনের উপযোগী জ্ঞান ভাগবতে নাই। সেবাযুক্ত চিত্তের ধর্ম্মই চেতনের ধর্ম্ম, বহির্ম্মুখ চিত্ত অভক্তিযুক্ত, তাতে মলিনতা আছে, ঐগুলি কর্ম্ম-জ্ঞান-সঙ্গে কথিত। ভাগবত কিরূপ ফল? কাঁচা, কষা বা ভাঁসা নয়; তা পাকা, আবার পাকার পরেও গলিত—রসপরিপূর্ণ, তাকে চিবুতে হয় না; যার দাঁত নাই, সেও গিলে খেতে পারে, এমন তরল গলিত ফল। ভাগবতবিরোধি-বিচারে যে রস, সেটা কষায়। ভাগবত শুকমুখ থেকে গলিত, যিনি সংসারে অপ্রমত্ত, সংসারের ক্লেশ পান নাই, তিনিই আস্বাদন ক'রেছেন। ভোগে প্রমত্ত হ'লে বিপথগামী হ'তে হয়। কেউ কেউ যুক্ত ও অযুক্ত বৈরাগীর বিচার করেন। যুক্ত বৈরাগী সংসার-ভোগ ক'রে ছেড়ে দেয়, আর অযুক্ত—যে সংসারে প্রবেশ করে নাই—অনভিজ্ঞ, তাতে আসক্তি না হ'য়েছে। উভয়েই বিরাগধর্ম্মে অবস্থিত হ'লেও জড়বিচারে যুক্তবৈরাগীই বড় জিনিষ। জানার পরে আকর্ষণের হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছে, বিপথে একবার প'ড়েছে।

শুকের মুখের পাকা ফলটি—শুকপাখী খেয়েছেন, তাঁর মুখ হ'তে অন্যে আস্বাদন ক'রবে ব'লে উচ্ছিষ্ট রেখেছেন, শুক নিজে খেয়ে অন্যমত ব্যক্তিদের তা খাওয়াচ্ছেন, ব'লছেন—বড় ভাল, তোমরা সকলে আস্বাদন কর। শুকের পঠনকার্য্য—যাহার কাছে যা প'ড়েছেন, সেইটি আউড়ে দিচ্ছেন। যেমন শুকপাখীকে পড়াচ্ছ—"পড় পাখী আত্মারাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" যা প'ড়েছেন হুবহু ব'লে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনও ক'রেছেন। আস্বাদনে ভাল লাগার ফলে জিনিষটাকে বিমণ্ডিত—বিপর্য্যস্ত না ক'রে ঠিক ঠাক ব'লেছেন। মহাকরুণময় ভেদাদ শুকমুখে দ্বিতীয় বৈঠকে বহু ঋষি, সূত ও পরীক্ষিৎ মহারাজকে ব'লেছেন—যাঁরা আস্বাদনে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁদিগকে ভাগবত-ফল—কৃষ্ণলীলা-ফল আস্বাদন করিয়েছেন। সূত সেইটি শুনে তৃতীয় অধিবেশনে শৌনকাদির নিকট নৈমিষারণ্যে ব'লেছেন।

নিগম অর্থাৎ বেদ—বৃক্ষস্বরূপ, শুক তা'র গলিত অর্থাৎ পরম প্রপক্ক ফলের সুস্বাদ পাওয়ার ফলে অন্যলোককে তাঁ'র অবশেষ দিয়েছেন। "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তোচ্ছিষ্ট হইলে হয় মহামহাপ্রসাদাখ্যান।" যেমন কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্যচরিতামৃত-

গ্রন্থে ব'লেছেন—বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে আমার কহ যে অবশিষ্ট রেখেছেন, আমি তাই আস্বাদনের প্রয়াস ক'রছি। শ্রীচৈতন্যলীলার পূর্ণার্ক—চৈতন্যভাগবত, পরার্ক—চৈতন্যচরিতামৃত।

'অমৃত অর্থে যা মরে না, নষ্ট হয় না, যা খেলে মানুষ মরে না,—সুধা। যে বস্তুটি ক্রুক—অতি চকল, একটুও স্থির (Still) বা থমথমে নয়, সমস্ত গ্রন্থটীর যারা— ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ যার বিচারে লিখেছেন—

সম্যঙ্, মসৃণিতঃ স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সাদ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

সেই বস্তুটি প্রেম'। অমৃতস্রবসমৃদ্ধ গলিত কল 'পিয়ত' অর্থাৎ পান কর। ভগবানের বিষয়, তাঁর প্রেম পান ক'রে আস্বাদন কর—আলোচনা কর। সেটি কি রস? তাতে জীবের ভোগের কোন কথা নাই, ভগবানের ভোগের কথাই বলা হ'য়েছে। জীবের ভোগে নানা বাধা; ভোগ্য বিষয়ের বহুত্ব-হেতু একের সুখে আর একজন সুখী হ'তে পাচ্ছেন না। কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় হ'লে সেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।" "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"
"এক হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ।"

—প্রভৃতি বিচার হ'লে কৃষ্ণকে একমাত্র একক অদ্বিতীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অসমোর্দ্ধ বিষয়-জ্ঞানে ভোগের বিচার থেকে নিয়ে সেবার বিচার আস্বে।

'আস্বয়' অর্থে বাড়ী। রসশাস্ত্র আলোচনা কর। আস্বয়—জগৎ ধ্বংস হ'য়ে গেলেও যাঁর বিনাশ নাই, সেই বস্তুর আলোচনা হ'ক—যেকাল পর্য্যন্ত আনন্দের পূর্ণতা না হয়। জড়রসশাস্ত্রে পণ্ডিত হ'লে বিদ্যাসুন্দর, সাবিত্রী-সত্যবান্ প্রভৃতির আলোচনা হ'য়ে যাবে। ভাগবতে যে গোপীনাথের রসের কথা আলোচনা ক'রেছেন, জড়রসের সঙ্গে তাঁর সৌসাদৃশ্য থাকলেও সমান নয়। ছায়াকে বস্তু জ্ঞান ক'রলে মূঢ়তার পরিচয়ই দেওয়া হয়। ভগবান্ সেব্য, সেব্যবিষয়ের রসজ্ঞান আত্মানুভূতিতে হওয়া দরকার। রসিক ভাবুক হ'তে হ'লে ভাগবতরস পান কর।

ভুবি—পৃথিবীতে, ভাবুকাঃ—ভগবদ্ভাবে ভাবুক, সেবানিপুণ, রসনিপুণ, ভাগবতগণ, রসিকভক্তগণ ভগবানের লীলাপূর্ণ ভাগবত পাঠ করুন।

অন্যান্য পুঁথিতে অনেক কথা বর্ণিত আছে। মহাভারতে মথুরেশ, দ্বারকেশের কথা আছে; কিন্তু বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা সুচারুভাবে নাই। জগতের যারা যাঁরা থাকতে চান, বাইরে যেতে চান না, তাঁরা মহাভারত পড়ুন। কিন্তু ভক্তমহাজনের—নিত্যকালের কৃত্য যাঁদের আলোচনার বিষয় হ'বে—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত না হ'লে কি কৃত্য থাকে, এটী যাঁদের বিচার, তাঁরা ভাগবত আস্বাদন করুন। তা' হ'লে রসের আনয়ে একেবারে নিরয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভাগবত প'ড়তে হ'বে।

এই গ্রন্থটি বেরসিকের হাতে দিতে নিষেধ। অনর্থযুক্ত—রসবিচার-রহিত, সংসাররসে আবদ্ধ যারা, ভোগাকাঙ্ক্ষা বা ত্যাগাকাঙ্ক্ষা যাঁদের আছে, তাঁদের জন্য ভাগবত নয়। অনর্থ নিবৃত্ত না হ'লে ভক্তির রাজ্যে অগ্রসর হ'তে পারে না। শ্রবণ অভাবে শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না হ'লে সাধুসঙ্গ হয় না। ভক্তের কথায় যাঁদের মনোযোগ নাই, যাঁরা ইন্দ্রিয়-তর্পণে লিপ্ত, ভোগের সুবিধা কি ক'রে হ'বে তাতেই মনোযোগী, তাঁদের নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা নাই। ভোগীর বিচার 'প্রেয়ঃ' আর ভক্তের বিচার 'শ্রেয়ঃ'। অন্বয়ী না হ'লে মূল্যবান্ বস্তু কিন্তে গিয়ে ঠ'কতে হয়। রস কি-প্রকারে তৈরী হয়, আলোচনা না ক'রলে ঠ'কে যাব। অভিধেয়-শ্লোকে যা' বর্ণন ক'রেছেন—যেটি কেবল ভক্তিরস, তা'র সন্ধান না পেলে অশ্রদ্ধা, আবার সন্ধান পেলেও প্রয়োজনবোধ না হ'লে তা'তে অবজ্ঞা হ'বে। "আমার সুবিধা হ'চ্ছে না যা'তে, যাতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই, সেটি চাই না,"—ঔদাসীন্য চিত্তবৃত্তি যাঁদের, তাঁদেরও জানা'বার জন্য ভক্তগণ সর্ব্বদা উদ্গ্রীব। আর যাঁরা মেনে বাদ দেয়, তাঁদের জন্য বহু দূর হ'তে ত্যাগ ক'রে 'দূরত হওবত' বিচার করেন।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

অনর্থ থাকলে কেবল ভোগের কথা ভাল লাগে, প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রয়োজনতত্ত্ব ভাল লাগে না; অসৎসঙ্গপ্রভাবে এই দুর্বুদ্ধি হয়। আর সৎসঙ্গে কৃষ্ণ ভোক্তা—এই জ্ঞান হয়। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে 'কর্ম্মকাণ্ড', আর হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তর্পণবিচারে 'ভক্তি'। দুঃসঙ্গ-প্রভাবে অনর্থযুক্ত-অবস্থায় থাকতে হয়। অনর্থ-মুক্ত হ'লে প্রয়োজনতত্ত্ব-

বিষয়ে বলাহি, আস্বাদক কৃষ্ণের আস্বাদ্য রসের স্বরূপানুভূতি ও কৃষ্ণকে আস্বাদন করান' কার্য্য হয়। 'কৃষ্ণভোগী', 'গৌরভোগী', 'গুরুদভোগী' প্রভৃতি অভক্তের কথা। তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। তা' হ'লেই ভাগবত শুনতে পারা যাবে।

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে জোর ক'রে প্রসাদ খাওয়াতে হ'বে, যা'র আদৌ ইচ্ছা নাই, তা'কে প্রসাদ দিতে হ'বে। প্রসাদ খেতে খেতে কনিষ্ঠাধিকার লাভ হয়। আমার সেবাবৃত্তি আদৌ না থাকলে অপরে মন্ত্র প'ড়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে অন্যকে প্রসাদ দেয়। যেমন জগন্নাথের সেবকসম্প্রদায় নাকে মুখে কাপড় বেঁধে ভগবানের ভোগ দেন। ভোগে নিঃশ্বাস পড়লে সেটা আর ভোগে লাগবে না। ভোগ দেওয়া হ'লে সেটি অন্যলোকে প্রসাদ ব'লে গ্রহণ করে। খাওয়ার পরে প্রসাদের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে প্রসাদ দরকার হ'লে দীক্ষিত হ'য়ে নিজে নিজে ভোগ দিতে হয় আর অপরকে দেওয়ার জন্য যত্ন আসে। এটা মধ্যম অধিকার। এঁদের বিচার—ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেশ দান আর যে শুনবে না, সব জেনে নিয়েছি ব'লে দরকারী ক'রবে, তা'কে 'উপেক্ষা করা'। আর তৃতীয় শ্রেণীর বিচার—যেখানে যত কিছু আছে, সবই কৃষ্ণের, কৃষ্ণ যা' দেবেন, সেইটুকুই তাঁ'রা পাবেন বা নেবেন। কৃষ্ণের প্রসাদদ্রব্য আমার কাছে এসেছে, গুরুপাদপদ্ম দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এটা মহাভাগবতের বিচার। যদি স্মার্ত্তবুদ্ধিতে "চুল প'ড়েছে, কুকুরে ছুঁয়েছে, ফেলে দাও" বিচার হয়, তা' হ'লে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণের বিচার—

"নামদোষেণ মন্দরী"

ত্রিদণ্ডিগণ বন্ধুই করেন না, অন্যের বন্ধুইটাতে স্পর্শদোষ হয় না। তাঁ'দের "কাঁচী বা পাকী নিমন্ত্রণ" বিচার নাই। "যেখানে পাকী নিমন্ত্রণ সেখানে যাব, কাঁচীতে যাব না"—এটা জিহ্বা-রস।

জিহ্বার লাগিয়া যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

আমাদের গুরুপাদপদ্ম এ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দিয়েছেন,—ধনী লোকের প্রসাদ দ্রব্য গ্রহণ ক'রবে না, তা'তে জিহ্বাবেগ আসবে—'ভাল খাব' বিচার হ'বে। ভক্তি কিছুমাত্র থাকলে ভগবান্ এমন বন্দোবস্ত ক'রে দেন যে, অনেক জিনিষ আপনা হ'তে আসে, ভগবান্ ভালমন্দ অনেক দ্রব্য পাঠিয়ে দেন। তিনি যা দেবেন, তাই মাথা পেতে পাওয়া দরকার। মধ্যমাধিকারীর কর্ত্তব্য ভগবদ্ভক্তিমহিমা, ভগবৎপ্রসাদ-মহিমা অন্যলোককে জানান'। প্রসাদে রস আছে। নিজে খাব ব'লে দৌড়ুলে একদিন যদি ছাই পড়ে, বালি পড়ে, তবে খাওয়া নষ্ট হ'য়ে যাবে। পেটুকতার যে অসুবিধা—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা, সেটা ভগবানের সেবা হ'তে স্বতন্ত্র। সকল লোক সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করুক। ভাগবত-কথা প্রচারিত হউক্। রসাপ্লুতকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করা দরকার।

আস্বাদনটা রকম রকম আছে। চক্ষুর দ্বারা রূপ-দর্শন, কর্ণে শব্দশ্রবণ, নাসায় গন্ধগ্রহণ ইত্যাদি। সনকাদি ঋষিগণ ভগবানের গুণশ্রবণে যে সৌষ্ঠব, তা'তে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন :—

তদারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

(ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

[সনকাদি মুনিগণ পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিলে পর ভগবানের শ্রীচরণকমলের কেশরের সহিত সংলগ্ন তুলসীপত্রের গন্ধযুক্ত বায়ু মুনিগণের নাসারন্ধ্রযোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন সেই মুনিবৃন্দেরও চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং গাত্রে পুলক উৎপন্ন করিল।]

ভগবান্ ভগবান্,—ইহা শুষ্কজ্ঞানীর বিচার। তাঁ'রা অখিল চিদ্ভগবদ্বস্তুর আলোচনা না ক'রে জড়ভগের ভিক্ত অভিজ্ঞানে ব্যস্ত। চেতনের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবল হ'লে তাঁ'তে আকৃষ্ট হই। কৃষ্ণকথাখ্যানে বহু দূর হ'য়ে যায়—বহুদেশের পণ্ডিতের মত। "আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে"। কৃষ্ণানুশীলন না হওয়ায়, কৃষ্ণ ভজনীয় বস্তু বিচার না আসায়, অনর্থ দূর না হওয়ায় ভোগ বা ত্যাগ বাসনার চেষ্টার দ্বারা চালিত হ'য়ে লোকে বাস্তবসত্য গ্রহণ ক'রতে

পারে না। তজ্জন্য ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'বার ভাবনা আসে। রসিক ও ভাবুকগণ সাধনভক্তিতে ভাব, ভাবপূর্ণতায় প্রেম এবং তাহাতে সাধ্যশিরোমণি রসসেবা করেন। সুতরাং ভক্তিবর্ণনে তিনটি বিচার আছে—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি।

সত্যং প্রসজ্যাননবীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

এই শ্লোকের 'সত্যং প্রসজ্যাৎ' এইটি অভিধেয় এবং "ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ"—এইটি ফল। তখন রসগ্রাহিতা বেড়ে যাবে। 'সৎসঙ্গ' একপ্রকার ভক্তির একটি অঙ্গ। যে সাধু ভাগবত পড়েন, তাঁর সঙ্গ ক'র্‌তে হ'বে যে উদরভরণে ব্যস্ত, তার সঙ্গ ক'র্‌তে হ'বে না। যদি সিইমিসিপ্যালিটি হ'তে নোটিশ দেয় যে, ভাগবতপাঠের পারিশ্রমিকে বেশী পয়সা পাওয়া যায়, তবে সে আর ভাগবত-পাঠ ক'রবে না। ইঞ্জিনীয়ার হ'লে যদি বেশী পয়সা পাওয়া যায়, তা'হ'লে ভাগবত-পাঠ বন্ধ হ'য়ে যাবে। তখন ভাগবতপাঠী তাঁর অনুগ্রহের পাত্র হ'বে। তা' হ'লে ভাগবত শুন্‌তে পার্‌লো না। আত্মনিবেদন না হ'লে ভাগবত শোনা যায় না।

ভাগবত শুনিয়ে অর্থোপার্জ্জন প্রয়োজন হ'লে দুই একটা গল্প পাঠ ক'র্‌বে। অন্যান্য উপাখ্যান পাঠ ক'রবে—না হয় আর কিছু।

ভাগবত প'ড়্‌লে "ঋষেন্যোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণতত্ত্বম্" বিচার বুঝতে পার্‌বে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি অবতার সকলের নিজ নিজ রূপ। সেই লীলাময়ের কথাগুলির তাৎপর্য্য বিচার ক'র্‌লে যখন রসময় কৃষ্ণপাদপদ্মের অভিজ্ঞান হ'বে। তাঁর সান্নিধ্যে যে মঙ্গল হয়, সেটা অন্য মঙ্গলের সঙ্গে সমান নয়। পূর্ণজ্ঞানময় কৃষ্ণে অজ্ঞান নাই, অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যাপার নাই। তাঁর সৌখ্যবিধান ক'র্‌লে যে মঙ্গল, সেটা অন্য বিষয়ের হয় না।

তা' হ'লে এই আলোচনা হ'লো যে, সম্বন্ধজ্ঞান প্রথম শ্লোকে, অভিধেয় দ্বিতীয় শ্লোকে এবং প্রয়োজন তৃতীয় শ্লোকে।

কা'কে ভাগবত দেওয়া হ'চ্ছে? অধিকারী কে? অধিকার লাভ ক'র্‌লে কি পা'বে?

পূর্ণপুরুষের আনন্দ হ'বে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুর আনন্দ রাখ্‌বার থলি (Cavity) কতটুকু? ভগবানের অসীম ঊর্দ্ধ। যাহার, চুহার যার খা'ন, যত রকম ভোগ আছে, সকল ভোগের মালিক তিনি। খানিকটা কেড়ে নিয়ে আমি ভোগ ক'র্‌বো, এই চিন্তাস্রোতে দৌরাত্ম্য আছে। তাঁর প্রসাদবুদ্ধিতে তদন্ত অবশেষই গ্রহণ কর্ত্তব্য।

ভাগবতে কৃষ্ণভক্তিরস বর্ণিত আছে। রূপানুগত্যেই তা লাভ হয়। সেইজন্য রূপানুগগণকর্ত্তৃক শ্রীরূপের প্রণাম—

আশ্লেষান্বপুষস্তদীয়রসিকৈরিষ্টে যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্বুজেঽস্তু মম তাঃ জন্মজন্মনি।

আমি যেন জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-পাদপদ্মের ধূলি হ'য়ে থাক্‌তে পারি। রূপানুগত্য ব্যতীত যেন জীবনটা না যায়।

তা' হ'লে মোটামুটী আলোচনা হ'লো—

"বেদশাস্ত্র কয়ে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।"

বেদের প্রণেতা কল্প যে ভাগবত, তাঁর গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা সুষ্ঠুভাবে আস্বাদন-যোগ্য ক'রে তিনটি শ্লোক প'ড়্‌লেই হয়, তা' হ'লে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে সম্বন্ধ 'যাবানহং যথাভাবঃ,' 'অহমেবাসমেবাগ্রে,' 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত' 'যথা মহান্তি ভূতানি', 'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং' প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার। অভিধেয়বিচারে 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ', 'ভক্তিযোগেন মনসি' এবং প্রয়োজন-বিচারে 'আসামহো চরণরেণুজুষাং', 'তা কিং নিশাঃ সরভি' প্রভৃতি শ্লোক প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা হ'বে। তখন আমাদের বিপ্রলম্ভবিচার প্রবল হ'য়ে উঠ্‌বে—রসশাস্ত্রবিচারের পূর্ণতর প্রাকট্য হ'বে। তখন :—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
নাচে গায় পরম আনন্দ॥"

—ভক্তিরস বুঝ্‌তে পার্‌বে—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি আলোচনা ক'র্‌বার বিচার প্রবল হ'বে।

এত দরদ কেন ?

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপ্রথমেই সাধুর চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া নির্ম্মৎসরগণকেই 'সাধু' বলিয়াছেন। নির্ম্মৎসর সাধুগণই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বাসনারূপ কপটতার অভিসন্ধিরহিত ভাগবতধর্ম্মের যাজন করিতে পারেন। নির্ম্মৎসরগণ জগতের মঙ্গলের জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই ভুবনমঙ্গলময়ী চেষ্টার নানাপ্রকার কপটতা ও আনুকরণিক ভণ্ডামি—যাহা প্রাকৃত-সাহজিকধর্ম্মের যেরূপও, তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। তাই সেই নির্ম্মৎসর সাধুগণের বৈকুণ্ঠী প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া মৎসর-সম্প্রদায় হইতে যুগে-যুগেই বহুরূপী কপট ব্যক্তির আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা পূতনার ন্যায় কৃষ্ণের জন্য অযাচিত 'দরদ' দেখায়। এমন কি, অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসমূর্ত্তি শ্রীযশোমতী হইতেও কৃষ্ণের জন্য তাহাদের দরদের মাত্রা অনেক বেশী,—ইহা নানাপ্রকার অভিনয়ের দ্বারা প্রদর্শন করে। সাধারণ ব্যক্তিগণ বাহিরের অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে ; কারণ, তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি-সামর্থ্য নাই।

মৎসর-সম্প্রদায় যতই আপনাদিগকে চতুর মনে করুক না কেন, তাহারা নিরেট, আচার-প্রচারে বলহীন, জ্ঞানোন্মুখ ; কেবলমাত্র বহির্ম্মুখ-গণমত-সংগ্রহে ও নির্ম্মৎসরগণের অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতা করিয়া মাৎসর্য্য-দাবানলে দগ্ধীভূত হইতে সিদ্ধহস্ত। হিংসার প্রতীক কংসের নানাপ্রকার উৎপীড়ন ও বাধা-বিপত্তির মধ্যেও যেরূপ শুভসমন্বয়ে কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেইরূপ পরদুঃখদুঃখী একান্ত অকৃত্রিম ভগবৎসেবকগণের হৃদয় হইতেই দৈত্যারি ভগবদ্বস্তুর প্রকাশ হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার এবং শ্রীধাম-মায়াপুরের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রকাশ ও প্রচারে যাহারা ধর্ম্মধ্বজিতার পতন আশঙ্কা করিতেছে, যাহারা কপটতার তাণ্ডব-নৃত্য ও নানাপ্রকার অলঙ্কার নিরাকরণকে হিংসা ও অবিচার মনে করিতেছে, সেই জাতীয় ব্যক্তিগণেরই শ্রীধাম-মায়াপুরের শোভা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিধ্বংসে হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হইতেছে। তাহারা নানা আকারে সত্যপ্রচারের প্রতিকূলাচরণ করিবার জন্য বহির্ম্মুখ মায়ার দ্বারাই নিযুক্ত হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশে হিন্দু ও অহিন্দুগণের মধ্যে যখন একটি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ও ঐ সকল অপস্বার্থপর মৎসর ব্যক্তি এক অবৈধ ভেকধারীকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত 'পাষণ্ডি-হিন্দু'গণের ন্যায় অন্তর্দ্বিগণকে বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আবার যখন সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দ্বারা এবং লণ্ডনের বৃটিশ-মিউজিয়ম ও ব্যাডমিন্টন-ভবনে সংরক্ষিত দুইটি মানচিত্রের দ্বারা শ্রীধাম-মায়াপুরের সন্ধান সাধারণে সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হইল, তখন পূর্ব্বনাট্যকারিগণের মধ্য হইতে কেহ কেহ গুপ্তভাবে, কেহ বা অর্দ্ধগুপ্তভাবে, কেহ বা বাহিরে নাম প্রকাশ করিয়া তাহাদের স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিল। ইহাদের জীবনের লক্ষ্য কি ? ইহাদের আচার কি ? ইহাদের আদর্শ কি ? ইহাদের শিক্ষক কাহারা ? তাহাদেরই বা স্বরূপ কি ? ইহাদের উদ্দেশ্যই বা কি ?

কিছুদিন হইতে মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্র মহাত্মা চাঁদকাজির সমাধি—যাহা শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্য ও ট্রাষ্টিগণের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত ও সংরক্ষিত, বর্ত্তমানে যাঁহারা ইহার একচ্ছত্র মালিক, সেই চাঁদকাজির সমাধি সংস্কার করিবার ছলনায় কতিপয় ব্যক্তি সাধারণ-সংবাদপত্রসমূহে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছে। চাঁদকাজির বর্ত্তমান অবস্থান অনুবয়স্ক কতিপয় বালক—যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যের প্রতি আজীবন একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, মহাত্মা কাজির অবস্থান-পরিচয়-প্রদানকারী যে-সকল বালক শ্রীচৈতন্যমঠের অঙ্গে প্রতিপালিত, সেই কএকটি বালককে, শুনা যায়, হস্তগত করিয়া কতিপয় ব্যক্তি চাঁদকাজির সমাধি-সংস্কারের ঐরূপ এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। ঐ ইস্তাহারের অন্তরালে যে কি উদ্দেশ্য আছে ও তদ্দ্বারা একশ্রেণীর ব্যক্তির ঈর্ষানল পরিতৃপ্তির কি গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুঝিয়া লইতে পারেন। কারণ, ঐ বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষরকারিরূপে যে-সকল ব্যক্তির নাম সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই শুনা যায়, শ্রীগৌড়ীয়-

মন্ত্রের প্রচারে তাঁহাদের অপবর্গের হানি আশঙ্কা করিয়া থাকেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে কলিকাতা-দুর্গা-পিতুড়ী-লেনের কোন এক ব্যক্তির মাথার বিশেষ দরদ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে-সকল বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, ঐ ব্যক্তি সাধারণের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা গ্রহণ করিবার অন্যতম অধিকারী বলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার ঐরূপ অবৈধ-কার্য্যের জন্য নোটিশ দেওয়ার পর একটি সংশোধিত বিজ্ঞাপনে কলিকাতা-চালতাবাগান-লেনের সম্মিলনীতে সাধারণের চাঁদার টাকা পাঠাইবার ঠিকানা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই বিজ্ঞাপন চালতাবাগান-লেনের সম্মিলনীতে দুই একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদর্শন করায় তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই জানেন না, উহা নাকি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ করা হইয়াছে। যেদিন কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, সেইদিন চালতাবাগান-লেনের সম্মিলনীর সভ্য এই কথা বলেন এবং ইহার প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া যান। তবে একটি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার এই যে, উক্ত বিজ্ঞাপনে নাম-প্রদানকারিগণের মধ্যে কাঁকড়ার মাঠের বাবাজী ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক অন্যতম বন্ধু উকিল মহাশয়ের নাম এখনও দেখা যায় নাই। সেদিন হইতে বাবাজীর উকিল কি 'প্রম্‌ট্‌' করিতেছেন? কাহির অন্তর্ন অবৈধভাবে কাঁঠালগাছ ছেদন করিয়া আত্মসাৎ করায় 'দৈনিক-বসুমতী'র তজ্জন্য দরদ দেখাইবার কি বাধা-বাধ্য পড়িয়া গিয়াছিল? সম্পাদক-সঙ্ঘের মধ্যে বাবাজীর কোন উকিল—শ্রীধাম মায়াপুরের অন্যূনধরে যাহার মৎসরতার উদ্রেক হইতে পারে, এরূপ কোন ব্যক্তি আছে কি? 'ভারতবর্ষে' হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের কোন কথার উত্তরই হয় নাই,—ইহা প্রত্যেক সুধী ও পণ্ডিত ব্যক্তি বুঝিয়াছেন ও বলিয়াছেন। তাহার বিস্তৃত প্রতিবাদও প্রকাশিত হইতেছে। অতিবর্দ্ধী সত্যকে গণমতের গলাবাজির পেষণে গলা টিপিয়া মারা যায় না। সাধারণ সংবাদ-পত্রকে কোনরূপে হস্তগত করিয়া তাহাতে মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেই অপার্থিব সত্যের অমর জীবন লুপ্ত হইবে না। যাহারা সত্য গ্রহণ করিতে পারিবে না বা বিমুখগামী হইবে, তাহাদেরই দুর্ভাগ্য; সত্যের তাহাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষতি নাই।

কাজি নৈয়দ আহম্মদের নামে ও তাঁহারই সহিত সাধারণের চাঁদার অর্থ-গ্রহণের অন্যতম অধিকারী বলিয়া বিজ্ঞাপনে প্রচারকারী দুর্গা-পিতুড়ী-লেনের এক ব্যক্তির নামে ব্যবহারনীতিবিদ্‌গণ যে দুইটি ইংরাজী পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা 'গৌড়ীয়ে'র ১৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সমালোচনা

"শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ"—১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানী বি, ই মহাশয়-প্রণীত কলিকাতা ৯নং উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড হইতে নীলার এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত দুইখানি পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইলাম। পুস্তকের কাগজ ও ছাপা সুন্দর। শ্রীমানী মহাশয় এই গ্রন্থ-রচনায় যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন গ্রন্থ-পাঠে বেশ অনুভূত হয়।

১ম খণ্ডে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনানুসারে শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্কিত স্থান-সমূহের ইংরাজী ও বাংলা নাম, জেলা নির্দ্দেশ, স্থানের অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা, তীর্থ-স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম প্রভৃতি বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদানেরও চেষ্টা হইয়াছে। ১ম খণ্ডের শেষভাগে শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ-ভ্রমণের একটি মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার গোবিন্দ দাসের কড়চানুযায়ী শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ-ভ্রমণের গল্পটি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। ২য় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও গোবিন্দদাসের কড়চার বর্ণনার মধ্যে কোথায় কোথায় বিরোধ, তাহা গ্রন্থকার বিশেষ যুক্তিসহ সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। ৩য় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও কড়চা—এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে লেখকের বিচার বা সিদ্ধান্তানুসারে কোন্‌টি প্রামাণিক, তাহা নানাপ্রকার যুক্তি ও ঘটনাবলম্বনে তুলনা-মূলে সমালোচিত হইয়াছে। লেখক

এমন কএকটি যুক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, যাহা অপর পক্ষের খণ্ডন করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

উপসংহারে গ্রন্থকার কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া জাতি-কুল-নির্ব্বিশেষে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত নাম ও প্রেমধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

২য় খণ্ডের শেষভাগে একটি পরিশিষ্ট সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রথমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত দাক্ষিণাত্যের তীর্থস্থানের নামসমূহ ও তৎপরে গোবিন্দ দাসের কড়চা-গত দক্ষিণদেশের বিভিন্ন স্থানের নামসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ দুই খণ্ড ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে গ্রন্থকারের কৃতিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐতিহাসিক অংশে তিনি কড়চার সঙ্গে ভাল করিয়া মিলাইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার ফল সর্ব্ব সাধারণে জানাইয়া কএকটি সুযুক্তি-দ্বারা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তবে গ্রন্থকার অনেক স্থান স্বয়ং ভ্রমণ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হইল। সেই সকল স্থান নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হইলে গ্রন্থটি অধিক প্রামাণিক হইত। এস্থলে কএকটিমাত্র উল্লেখ করিতেছি। গৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত স্থান-সমূহ স্বয়ং পর্য্যটন ও দর্শন করিয়াছেন এবং কএকটি স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপীঠও সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার অনুগমন করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা আচার্য্যের আনুগত্যে সেই সকল স্থানের অনেক প্রত্যক্ষ ইতিহাস ও তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহাশয় "শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ" ১ম খণ্ডের ৫৬ পৃষ্ঠার ৩য় সংখ্যায় "তুর্ব্বেদন" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন; প্রকৃত শব্দ—"তর্ত্তনম্"। উক্ত খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠার ৬১ সংখ্যায় "সিংহারীমঠ" মহীশূর-জেলায় লিখিত হইয়াছে, উহা "শৃঙ্গেরী মঠ" 'কাড়ুর' জেলায় অবস্থিত, 'মহীশূর' জেলা নয়,—ভ্রান্ত। 'উদিপি'—ইংরাজী শব্দ; বস্তুতঃ শব্দটি উড়ুপী, 'উড়ুপ' (চন্দ্র) শব্দ হইতে সংস্কৃত 'উড়ুপী' শব্দ নিষ্পন্ন। ৭০ সংখ্যায় 'পাণ্ডুপুর' স্থানে—'পাণ্ডরপুর' হওয়াই উচিত। ৭৪ সংখ্যায় 'ভীমরথী' স্থানে 'ভীমানদী' হইবে। ৭৭ সংখ্যায় 'মাহিষ্মতীপুরে'র যে উল্লেখ দেখা যায়—যাহা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজ্য ছিল, তাহা কাহারও মতে ইন্দোর নগরের ৪০ মাইল পূর্ব্বে নর্ম্মদা-নদীর পূর্ব্বতটস্থিত মহেশ্বর নামক স্থান। উক্ত পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠার ৫১ সংখ্যায় ও ৬২ পৃষ্ঠার ৮০ সংখ্যায় যে দুইটি 'ঋষ্যমূকে'র উল্লেখ আছে, উহারা পরস্পর ভিন্ন স্থান। কোলাপুরে 'লাক্ষগণেশ' আছেন, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের ৭২ সংখ্যায় তীর্থস্থানের দেবতার নামের মধ্যে 'লাক্ষগণেশের' নামের উল্লেখ নাই। 'ব্রহ্মগিরি' পুরী জেলায়। ব্রহ্মগিরির অন্তর্গতই আলালনাথ; কিন্তু তাহা আলোচ্য গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। ব্রহ্মসংহিতার আবিষ্কার-স্থান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মধ্যে পয়স্বিনীর তীরে তিরুবত্তর-নামক স্থানে শ্রীআদিকেশব বিরাজিত। গৌতমী গঙ্গাই যে গোদাবরী, আলোচ্য গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। আশা করি, যারান্তরে এই সকল ভ্রম সংযোজন ও সংশোধন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থকে অধিকতর মনোরম করিবেন। যাহা হউক, আমরা গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও সাধুচেষ্টার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। শ্রীযুক্ত মহাশয়কে আমরা স্থাপত্য-কলাবিদ্যায়ই বিশেষ পারদর্শী ও প্রবীণ বলিয়া জানিতাম। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয় যে সুবৃহৎ ও সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, প্রবীণ স্থপতিবিদ্ শ্রীযুক্ত মহাশয়ই সেই মন্দিরের পরিকল্পনা করিয়াছেন ও শ্রীধাম-মায়াপুরে কএকবারই গমন করিয়া তাঁহার স্থাপত্য-কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্য-জগতেও তাঁহার লিপি-শিল্প-নৈপুণ্য-দর্শনে আমরা আনন্দিত হইলাম।

শ্রীপাদ বন মহারাজ গত ২৩।১০।৩৫ বুধবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে তারযোগে তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে লণ্ডনে উপস্থিতির সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

অদীক্ষিতের গলদ কোথায় ?

যে-সকল ব্যক্তি কাহাকে 'গুরুপাদপদ্ম' বলে, কাহাকে গুরুপ্রণালী বলে, কাহাকেই বা গুরুপাদপদ্মে অভিগমন বলে, তাহার কোন বাস্তব সংবাদ রাখেন না, তাঁহাদের পক্ষে ভাগবতগুরুপরম্পরা আলোচনা করিবার প্রয়াস কেবল দুষ্টতার পরিচায়ক নহে, পরন্তু তাঁহারা যে অন্ধের দ্বারা নিয়মিত পরিত অন্ধ, ইহাই প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে লৌকিক, লৌকিক দামাজিক গৃহব্রত গুরুত্ব-সম্প্রদায়কে গুরুসম্প্রদায় বা প্রভু-সম্প্রদায় বলা হয়। কিন্তু শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর 'ভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ করিলে ইহাই স্পষ্ট জানা যায় যে, ঐরূপ গুরুত্বগণের সঙ্গ দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত পারমার্থিক সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ এবং মহাজনগণের আদেশ।

যাঁহারা গুরুশিষ্যকে উদরভরণের যন্ত্র ও ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছেন, যাঁহারা নিজেরা গৃহব্রতধর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া শিষ্যত্বগণের নানাপ্রকার অসদাচার নানাভাবে সমর্থন ও প্রশ্রয় দান করেন, এইরূপ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত এক ছিন্ন-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক শুষ্ক-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী এক মাসিকপত্রে কোন এক ব্যবহারজীবী লেখক শ্রৌত-গুরুপ্রণালীর আলোচনা করিতে গিয়া যে নিজের ও তাঁহার শিক্ষাদাতৃ-সম্প্রদায়ের গলদ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই মাৎসর্য্যোদ্ধ দুষ্টতার পরিচায়ক। যিনি কখনও সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে অভিগমন করেন নাই, সেইরূপ মুদ্রাভিমানী গৃহব্রত ব্যক্তি কিরূপে পারমার্থিক গুরুপ্রণালীর কথা বুঝিবেন ? যাঁহার বৈষ্ণবাচারময় বাস্তব জীবন নাই, সেরূপ ব্যক্তি ব্যবহার-জীবিকার্জ্জনে নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারিলেও পরমার্থ-রাজ্যে তাঁহার কথার কোনই মূল্য নাই। 'বাবা ঠাকুর' বা 'গৃহীবাউল' সম্প্রদায়ের অসদ্‌গুরুত্ব বা নায়কত্বে শ্রদ্ধা থাকিলে পরমার্থ-গুরুপ্রণালী বুঝা যায় না। মুদ্রাভিমানী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নিকট সদ্‌গুরুপ্রণালীর গুরুত্ব কখনই বাক্ত হইবে না। "যে নারি করিতে ভজ সে যদি না জানে। ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে।" ছিন্ন-গুরুত্ব ও ছিন্নত্রত প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় স্রোত সদ্‌গুরু-প্রণালীর গুরুত্ব-জ্ঞানে চিরবঞ্চিত থাকিয়া অন্ধতমসের নরকে নিমজ্জমান থাকিবে, একজন তাহাদের মধ্যে পারমার্থিক গুরুপরম্পরা প্রবেশের বিষয় হয় না।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী নামক এক ব্যক্তি একখানি বিজ্ঞাপনে জানাইয়াছিলেন,—"আমার এতদিন ধারণা ছিল 'শ্যামসুন্দর'-পত্রিকা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শ্রীসনাতন-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুখপত্রিকা, কিন্তু এখন দেখিতেছি উক্ত পত্রিকা কতকগুলি পরনিন্দালোলুপ মুরিমেয় জনের জিহ্বা-কণ্ডুয়নের স্থান হইয়া ভিন্নপথে চালিত হইতেছে। অনেক লোকের নামে প্রবন্ধ বাহির করা হয়, কিন্তু প্রতিবাদ পাঠাইলে ছাপা হয় না।" উক্ত গোস্বামী মহাশয় আরও লিখিয়াছিলেন যে, বৈষ্ণবনিন্দামূলক কোন প্রবন্ধের জন্য যখন যাবতীয় তীর্থ-স্থানের সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উক্ত পত্রিকার নিয়ামক (?) গোস্বামীজীর আচার্য্যত্ব অস্বীকার করেন, তখন তিনি নিখিল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কতকগুলি সর্ত্তে স্বাক্ষর করিয়া অব্যাহতি পান।

এই বিজ্ঞাপনটি 'গৌড়ীয়'-কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইলে ঐরূপ এক পত্রিকার অস্তিত্ব ও পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম। কিন্তু শুষ্ক-বৈষ্ণববিদ্বেষী ঐ জাতীয় পত্রিকাকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে স্পর্শ করিবার কোন প্রয়োজন বোধ হয় নাই। উহাতে কিছুদিন হইল জনৈক ব্যক্তি কি এক প্রবন্ধ লিখিয়া বাস্তব-সত্যের প্রতি স্বভাব-সিদ্ধ বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি যে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনধিকারী, সেইরূপ বিষয় লইয়া অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছেন। ১৩৪০ সালের আষাঢ় মাসের মাসিকপত্রবর্ত্তী পত্রিকায় উক্ত লেখক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অনুভাষ্য, বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি এবং ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত গৌড়ীয়ের ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার 'শ্রীবিল্বমঙ্গল' নামক প্রবন্ধের অনেক অংশের হুবহু অনুকরণ করিয়া যে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং উহা তাঁহার নিজের গবেষণা বলিয়াই নীরবে চালাইয়া-

ছিলেন, ১৩৪০ সালের ৩রা ভাদ্র তারিখের 'গৌড়ীয়ে' উক্ত লেখকের সেই আনুকরণিক চেষ্টা ও অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় একদময় আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, উক্ত লেখক শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানের কথায় বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে একমাত্র গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বৈভবের মৌলিক তথ্যসমূহের খবর রাখেন। সেই ব্যক্তিই পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধবৈষ্ণবতা-বিমুখিনী পত্রিকায় যে পাণ্ডিত্য ফলাইয়াছেন, সেই সকল পাণ্ডিত্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে কোন শিশুছাত্রও অবগত আছেন। গুরুর উপর গুরুগিরি অতিবাড়ী শিষ্যব্রুব-সম্প্রদায়েরই ধর্ম্ম।

গুরুপ্রণালীর মূল কথাটি সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে অভিগমন না করায় ফলেই বোধহয় লেখকের জ্ঞানগম্য হয় নাই। গুরু বা সম্প্রদায়-প্রণালী দুই ভাবে প্রবর্ত্তিত হয় :—

"বেদা হি ভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ। বস্তুতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাৎ, বিস্তরতঃ বেদাৎ সনৎকুমার-সাংখ্যায়নাদি-দ্বারেণ।"

—(ভাঃ ৩।১।১ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকা)

পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-গুরুপ্রণালীর মধ্যে কি পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের ভেদ আছে, তাহা পাঞ্চরাত্রিকমন্ত্রব্যবসায়ী গুরুব্রুব ও তাহাদের শিষ্যব্রুব-সম্প্রদায়ের বোধগম্য নহে। উহা জানিতে হইলে ভাগবত-পরমহংস-সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে 'সর্ব্বস্ব' গুরুদক্ষিণা দিতে হয়। বৈষ্ণবব্রুব-সম্প্রদায়ে যে অপদার্থ ও দুষ্টগুরু-ব্রুবের দোষ ও অসম্পূর্ণতা আবরণ বা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষাগুরুগ্রহণের অভিনয় করিয়া শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুর মধ্যে ভেদ কল্পিত হয়, ভাগবত-পরম্পরা সেইরূপ সাম্প্রদায়িক-বিচারপর শিক্ষাগুরু-গ্রহণ-প্রণালী নহে।

পারমার্থিক গুরুপ্রণালীবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অনধিকারচর্চ্চাকারী লেখক বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব পর্য্যন্ত গুরুপ্রণালীর বিবরণ শ্রীল কবিকর্ণপুর-কৃত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' গ্রন্থে, শ্রীমধ্বদেব বিদ্যা-ভূষণের 'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থে ও 'গুরুমালা' গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব ঐ সম্বন্ধে কোন বিচারের অবকাশ নাই। লেখক এইস্থানে গোবিন্দ-ভাষ্যে, গোপালগুরু গোস্বামীর ও ধ্যানচন্দ্রের পদ্ধতিগ্রন্থে এবং ভক্তিরত্নাকরে যে ঐ গুরুপ্রণালীর উল্লেখ আছে, তাহা বোধ হয় না জানার দরুণই এই সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ না করিয়া অপ্রামাণিক অথচ বিশুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদরণীয় লালদাসের গুরুমাল গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন। যাহা হউক, লেখক বোধ হয় খবর রাখেন না যে, ঐ গুরু-প্রণালীকে অদ্বৈতবংশোদ্ভিমানী কোন কোন আচার্য্যকুল বাকি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই এবং আধুনিককালে ডক্টর এস্ কে দে, রায় বাহাদুর অমূল্যনাথ রায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণও উহার সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি শ্রীল কবিকর্ণপুরের বা শ্রীবলদেবের কথিত গুরুপ্রণালী স্বীকার করেন না বলিয়া "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালীতে 'গলদ' আছে"—এইরূপ বিচার গুরুপাদপদ্মে যাঁহারা অভিগমন করেন নাই, তাঁহাদের হৃদয়েই স্থান পাইবে। আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন কোন নেতা 'গীতায় গলদ', 'রামায়ণ মহাভারতের গলদ', ও 'শ্রীমদ্ভাগবতেরও গলদ' বাহির করিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন বলিয়া আমরা সেই গীতা-ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারতকে বিসর্জ্জন করিব, ইহা নাস্তিক হৃদয়েরই চিত্তবৃত্তি। 'গৌড়ীয়ে' ঐ সকল আবাদিক ব্যক্তিগণের মতবাদের শাস্ত্র ও যুক্তিমূলক প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখক যে সকল পাণ্ডিত্য ফলাইয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, শিষ্য ও গুরুর মধ্যে প্রকটকালীন সম্বন্ধ বা পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাপ্রণালী ব্যতীত গুরুত্ব ও শিষ্যত্ব সংস্থাপিত হইতে পারে না, সেই সকল পাণ্ডিত্য পূর্ব্ব মহাজনগণ লেখক অপেক্ষা অধিক জানিতেন এবং গৌড়ীয় মঠও জানেন; কিন্তু পূর্ব্ব মহাজনগণের গুরুপ্রণালী লেখকের বিদ্যা-বুদ্ধি ও বিচারের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বা প্রমেয়রত্নাবলীতে যে শ্রীমধ্বাচার্য্যকে ব্যাসের শিষ্য বলা হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের প্রকটকালেই কি শ্রীমধ্বাচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল? শ্রীব্যাস কি শ্রীমধ্বাচার্য্যকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন? তদ্ভিন্ন আমরা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, হংসরূপী বিষ্ণুর শিষ্য

চতুর্মুখ ব্রহ্মা, তাঁহার শিষ্য ১৮জন, তাঁহাদের শিষ্য ৮৪জন, তাঁহার শিষ্য ৮৪জন, তাঁহার শিষ্য জ্ঞাননিধি তীর্থ, প্রকড়বাহন তীর্থ, কৈবল্য-তীর্থ, জ্ঞানেশ তীর্থ ও পরতীর্থ, পরতীর্থের শিষ্য সত্যপ্রজ্ঞ, তচ্ছিষ্য প্রাজ্ঞতীর্থ, তচ্ছিষ্য অচ্যুতপ্রেক্ষ, সেই অচ্যুত-প্রেক্ষের শিষ্যই শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য শ্রীশ্রীআনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বাচার্য। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশ ও প্রমেয়রত্নাবলীর গুরু-পরম্পরার বা স্বয়ং মধ্বাচার্যের উক্তিতেও জানা যায় যে, তিনি ব্যাসের শিষ্য ছিলেন।

অষ্টম শত শতাব্দীতে দ্রাবিড়ক্ষিতিতল শ্রীবিল্বমঙ্গলের উদয়কাল নির্ণীত হইয়াছে। বল্লভসম্প্রদায়ের বিচারানুসারে যামুনাচার্য বিষ্ণুস্বামীর প্রধান শিষ্য বিল্বমঙ্গল। বিল্বমঙ্গলের শিষ্য দেবস্বামী প্রভৃতি। কিন্তু সেই বিল্বমঙ্গলের সহিত বল্লভাচার্যের কিরূপে সাক্ষাৎ হইল? লেখক এই সকল কথা গৌড়ীয়-মঠের নিকট হইতে যাহা করিয়া পরবর্তিকালে শুদ্ধপরমার্থ-বিবেকে নিযুক্ত হইবার পিপাসা পরিবর্তন করিলে তদ্দ্বারা তাঁহার গুরুদ্বারা বিদ্যার গলদ বাহির হইয়া পড়িবে।

যাঁহারা মধ্বসম্প্রদায়, রামানুজ-সম্প্রদায় বা নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, শ্রীগুরুদেবের প্রকটলীলার বহুপরে আবির্ভূত ব্যক্তিও ভাগবত-পরম্পরার আম্নায়-মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাদ্ভাবে মন্ত্রশিষ্য নহেন বা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ইত্যাদি কথা নানা-প্রমাণের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠকে প্রদর্শন করিবার বহুপূর্ব্বেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক শিশু তাহা জানেন। সুতরাং যাঁহারা ভাগবতগুরু-পরম্পরা-প্রণালী বুঝেন না, তাঁহারা যে মন্ত্র-ব্যবসায়ী গুরুসম্প্রদায় হইতে 'জাগে হুঁ' পাইবার অভিনয় করেন, তদ্দ্বারা কখনও গুরুপ্রণালী সিদ্ধ হইতে পারে না বা অপ্রাকৃত মন্ত্ররহস্যও তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয় না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখনী ধৃষ্টিবার সামর্থ্য বৈষ্ণব-বিদ্বেষী লেখকের নাই। "বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। তদ্বোপদেষ্টাপি তথৈব। তত্র বৈষ্ণবতাবরাহিত্যেন অবৈষ্ণবত্বং অবৈষ্ণবোপদিষ্টেষ্বেতি বচনবিরহাচ্চ। যদ্যেতল্লক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়াং তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈতস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ।"—ভক্তিসন্দর্ভ ২০৮ সংখ্যা। • • "পরমার্থ-তর্ক্কাগ্রহো ব্যবহারিকগুর্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।"—ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পূর্ব্বগুরু ওঁ পাদপদ্মের শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর এই বিচারেরই অনুসরণ করিয়া-ছিলেন। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রদর্শিত ভাগবত-পরম্পরায় বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নাম দৃষ্ট হয়। আমার ব্যাপারীকে তাহাজের খবর জানাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

লেখক যে পাণ্ডিত্য ফলাইয়া বাগাড়ম্বর অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই প্রচেষ্টাই তাঁহার গলদ বাহির করিয়া দিয়াছে। মূর্খবেতালী কাক যখন তাহার প্রিয় খাদ্য ভোজন করিবার শিক্ষা-নবিসী করে, তখন সে যেরূপভাবে আপনাকে জাহির করিতে চাহে, অর্ব্বাচীন ব্যক্তিগণও সেইরূপ ধার করা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া তাহাদের গলদের প্রদর্শনী ভাল করিয়াই খুলিয়া দেয় এবং সঙ্গে, আপত্তা ও তবে নিজের আলোচনাতে ভুলের অবকাশ আছে, ইহা বৈদ্যের ভণিতায় জানাইয়া নিজেকে সমালোচনার বিষয় হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীরাধাকুণ্ডের সংবাদ

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীগুরুবিহারীমঠে আগামী উত্থান একাদশীর পূর্ব্বদিবস (ইং ৩১।১০৫) অর্থাৎ দশমী দিবস শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীহরিবাসরবাসরে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীহরিবাসরবাসরে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য ও তাঁহার সেবায় শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইবেন।

সেখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুষ্পসমাধিও থাকিবেন।

গত ১৯।১০।৩৫ শনিবার মহাষ্টমী তিথি ছিলাছে। এই তিথিতে শ্রীরাধাকৃণ্ড প্রকট ও তৎপূর্ব্বে অরিষ্টাসুর বধ হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিবস সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রামুখে সকলকে শ্রীরাধাকৃণ্ড পরিক্রমা ও কৃণ্ড-স্নানের আজ্ঞা দেন এবং স্বয়ং শ্রীকৃণ্ডস্নান-লীলা ও শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি সমীপে শ্রীদাসগোস্বামী প্রভুর রচিত কৃণ্ডাষ্টক-কীর্ত্তন শ্রবণ-লীলা করিয়াছিলেন। ঐ দিবস শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ মহাশয়ের পত্নী উৎসবের ব্যবস্থার ভার করিয়াছিলেন।

ঐ দিবস (১৯।১০।৩৫) শ্রীপাদ মেদি মহারাজ লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীরাধাকৃণ্ডে উপস্থিত হন এবং তৎপরে শ্রীকৃষ্ণবিহারীমঠের মন্দির-নির্ম্মাণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ শ্রীহেয়গ্রীবদাস ব্রহ্মচারীজীও পৌঁছেন। শ্রীকৃষ্ণবিহারী মঠের মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

উক্ত দিবস (১৯।১০।৩৫) বরহমপুরের শ্রীরাধাচরণ বসু শ্রীব্রজধামস্থসুখদকুঞ্জে গিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার যৌক্তিকতা দেখাইয়া ও প্রাকৃত কপটতা-পূর্ণ বিচারের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মকে একাকার এবং বৃন্দাবনের ভজনানন্দী নামে পরিচিত প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকামী প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আদর্শকে বহুমানন করায় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহা নিবাস এবং শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ প্রমুখ পরিব্রাজকাচার্য্যগণ তাঁহার জাগতিক প্রবীণতার মধ্যেও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বহু পুঁথিপত্রাদি আলোড়ন-সত্ত্বেও অপ্রাকৃত বিচারের আধার কোথায় অভাব হইয়াছে, তাহা নির্ভীকভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কারণ, পরমহংসগণই বৈষ্ণবগণ লোকপ্রিয়তা বা প্রেষ্ঠের দাস নহেন। তাঁহারা শ্রোঃকীর্ত্তনকারী শুদ্ধবৈষ্ণবেরই নিত্যসেবক।

———

ঢাকা-শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠে উর্জ্জব্রত

আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গত ১৭ই অক্টোবর ঢাকা-শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠে উপনীত হইয়া নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে পরমোৎসাহে ঊর্জ্জব্রত পালন করিতেছেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন ও তৎপরে প্রাতঃ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শ্রীচরিতামৃত-পাঠ; মধ্যাহ্নে বেলা ২৷৷টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠী ও হরিকথা আলোচনা এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর রাত্রি ৭টা ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে; পাঠের পূর্ব্ব ও পরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। ঢাকা-নিবাসী শ্রদ্ধাবান্ বহু সজ্জনব্যক্তি ও ভক্তিমতী মহিলা এই সময় ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিতেছেন।

———

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঊর্জ্জব্রত

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠেও শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে প্রাতে ভজনরহস্য, অপরাহ্নে ১০ম স্কন্ধ নবীন-প্রকাশ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের গৌড়ীয়মঠে ভাগবত-ব্যাখ্যা ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ব্যাখ্যা এবং শিক্ষাষ্টক ও শরণাগতি প্রভৃতি মহাজন-পদাবলীসহ ভজনরহস্যগ্রন্থ হইতে যথোচিত কীর্ত্তন হইতেছে।

———

প্রত্নবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ, পি-এইচ, ডি

'গৌড়ীয়'-(১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত সেবক প্রত্নবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী গত ৪ঠা জুন তারিখে তাঁহার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সমস্ত পুঁথা ব্যাপী একটি সন্দর্ভ লণ্ডনবিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণসমীপে বিচারার্থে প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবিদ্ ডাঃ এল্. ডি বার্নেট্ ডি-লিট্. (Dr. L. D. Barnett, D. Litt.) ও ডাঃ মিসেস্ রাইস্ ডেভিড্স্ (Dr. Mrs. Rhys Davids) তাঁহার সেই সন্দর্ভ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারপূর্ব্বক গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে বেদবেদান্তেতিহাসপুরাণাদি শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়ের মৌলিক গবেষণাপূর্ণ সুমীমাংসা-দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং উহার উচ্চ প্রশংসা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট শ্রীমানের কৃতিত্ব জ্ঞাপন করেন।

তাহাতে লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ শ্রীযুক্তকে "পি এইচ, ডি" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। গত ২১শে জুন তারিখে শ্রীযুক্ত বন মহারাজ লণ্ডন হইতে এই সংবাদ কলিকাতা-গৌড়ীয় মঠে তারযোগে জানান। তারটি এই :—"Proud and happy news. Sambit creditably obtained degree by Divine Grace." এই সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্রেই সার্ব্বজনিক প্রভুপাদের নিকট উক্ত সুসংবাদ তারযোগে প্রেরণ করা হয়। গৌড়ীয়ের গত ১৩শ বর্ষ ৪০তম সংখ্যায়ও "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে ডক্টরেট" শীর্ষক বিস্তারিত প্রবন্ধে শ্রীযুক্তের কৃতিত্বের বিষয় তাঁহার আলোকচিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বিজ্ঞ ও কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে উক্ত সন্দর্ভের অধ্যায়সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিষয়-সূচী প্রদান করিলাম।

Definition of Bhakti ; different from Karma and Jnana ; the Vaisnavite conception of Bhagavan includes that of Paramatma and Brahman of the Upanisads ; the object of Gaudiya Vaisnavite devotion—Radha-Krsna : conception of Radha ; the history of Radha-cult ; a broad outline of the history of Vaisnavas from the earliest times to the 15th century.

Sources of Gaudiya Vaisnavism :

Devotional : Krsnakarnamrta by Vilvamongala ; Gita-govinda by Jayadeva ; the poems of Vidyapati and Candidasa, a short history of the lives of these authors.

Socio-religious ritualistic ; the Pancaratras.

Philosophical :

Classical literature :—the Upanisads, the Gita, Puranas particularly the Bhagavata, Brahma Samhita etc.

The schools of Acharyas :—Madhva, Ramanuja, Visnusvami and Nimbarka ; Sridharasvami. Relation, mainly philosophical, demonstrated between the Gaudiyas and them.

The socio-religious condition of Bengal in the 15th century and Madhavendra Puri, the predecessor of Sri Caitanya.

Chapter IV. An account of biographies on Sri Caitanya with short life-history of the authors.

Chapter V. The life of Sri Caitanya.

Chapter VI. Account of a few very important followers of Sri Caitanya.

Chapter VII. Activities of Nityananda in Bengal from 1511—about 1534.

Chapter VIII. The lives, activities, literatury works of the six Gosvamins and their successors at Vrindavana from 1518 to the middle of the 17th century. Their connection with the Rajput princes and the emperors of Delhi.

Chapter IX. Chronological order of activities in Bengal from 1535 to the end of the 16th century under Jahnava Devi, Srinivasacarya and Thakura Narottama ; Brief biographical account of them and their important disciples.

Chapter X. The contemporary work of Syamananda and Rasika Murari in Orissa.

Chapter XI. The Age of Cakravarti and Vidyabhusana at Vrindavana ; Account of their lives and literary works.

Chapter XII. Activities in Bengal from the 17th century to the 18th century mainly under Krsnavallabha Thakura and his disciple Raja Sitarama ; Radhamohana Thakura and his disciples Maharaja Nanda Kumara, Raja Ravindra of Pathia ; Vaisnava-dasa, Narahari Cakravarti and others.

Chapter XIII. The modern movement from the seventies of the 19th century to the present day, first under Thakura Bhakti Vinoda and at present, under Paramahamsa Sri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura. A short account of their eventful lives and missionary activities.

Appendices.

A. The pedigree of Sri Caitanya.
B. The Vaisnavite conception of Sri Caitanya.
C. The date of Srinivasacarya.
D. The topographical account of old Navadvipa.
E. The places of Vaisnavite interest at Puri.
F. The woods of Mathura-Vrindavana perambulated by Sri Caitanya.
G. The historical origin of the Gaudiya sect from Madhva sect.
H. Doubtful biographies of Sri Caitanya and Advaita.

চয়ন

লণ্ডনে হিন্দু-মন্দির

["অমৃতবাজার-পত্রিকা", ১১ই অক্টোবর, ১৯৩৫ শুক্রবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

HINDU HOME IN LONDON

ITS AIM

—:o:—

Maharaja Of Tippera's Donation

(*From Our Own Correspondent.*)

New Delhi, Oct. 9.

Swami Bon Maharaj of the Gaudiya Mission came here on his way to London. He sails from Bombay on the 10th instant. His present object is to secure a site in London for building a Vishnu Mandir and a Home for the Hindus where they may live on Hindu style. Many students and seamen are stranded in London and it is the aim of the Gaudiya Mission to find home for them where they may live and mess together on Hidu style at a less cost.

The Mahomedans have got two mosques in London through the grace of H. H. the Aga Khan and the Sikhs have got a Gurdwara through the grace of H. H. the Maharaja of Patiala. The Hindus all over India will be glad to learn that H. H. the Maharaj of Tripura has been pleased to make an offer to Swami Bon Maharaj to bear the entire cost of erecting a temple for the Hindus in London where the image of Sree Bhagwan Vishnu will be installed with due religious rites by the Gaudiya Mission so that the Hindus may meet and worship their God in due orthodox fashion with all religious solemnities. The monks of the Mission will live there in orthodox Hindu style so that the Westerners by association with them may be familiar with the Hindu mode of living and culture as in the present day the Hindus who go there, adopt the style of living of the Westerners and develop in them the spirit of inferiority complex.

H. H. the Maharja of Tripura will earn the deepest esteem and gratitude of the Hindu community when the building of a Vishnu Mandir in London becomes an accomplished fact. The Swamiji is expected to return to India by the first week of December next after enlisting the sympathy of distinguished Englishmen and Indians in London on this project and after selectingi a site and settling preliminaries. The Raja of Santosh, Mr. B. K. Basu, and Mr. H. N. Dutta and other prominent citizens of Calcutta have mooted this proposal and have promised their support to raise funds for the Hindu Home in London.

স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের বদান্যতা

["অ্যাডভান্স," ১৩ই অক্টোবর, ১৯৩৩ ইংরেজের সাদ্ধ্য হইতে উদ্ধৃত]

TRIPURA RULER'S GIFT

First Hindu Temple in London

(*From Our Correspondent*)

Agartala, Oct. 11.

Swami B. H. Bon and Herr Ernst George Schulze paid a short visit to Agartala on the first instant in connection with the activities of the Gaudiya Math in Europe. They were received by Manyabar Rana Bodhjung Bahadur, Chief Secretary, and Captain Kumar Prafulla Kumar Deb Barman Bahadur, Military Secretary, as honoured guests of Tripura State, and housed in Shvetabas guest-house of the Palace.

At a public reception at Durgabari at 7-30 p.m. presided over by Manyabar Rana Bodhjung Bahadur, Rai Saheb Akshaya Kumar Gupta, introducing the guests at the instance of the President, referred in terms of high appreciation to the world-wide activities of the Gaudiya Math. Herr Schulze addressed the meeting in English in a short speech in which he dwelt on the cause of his becoming a disciple of the revered Acharyya of the Gaudiya Math.

Swami Bon spoke in Bengali on the true principles of religion, the distinction between real and counterfeit religion and the special services to the cause of true religion that have been and are being rendered by Thakur Bhaktivinode and His Divine Grace Paramahamsa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. The speakers were warmly thanked by the Raj Purohit and Thakur Lalitmohan Dev Barman, M.A., B.L., Sadar Magistrate.

On the following morning Maharaj Kumar Durjay Kishore Deb Bahadur, brother of His Highness, and Captain Rana Nepal Jung Bahadur, A.D.C. to H. H., had a talk with Swamiji on the activities of the Mission.

TO THE PALACE

Swamiji and Herr Schulze were conducted to the palace at 12-45 p. m. by the Private Secretary Dewan Saheb Kamala Prasad Dutt, M.A., B.L. and Military Secretary, and were presented to His Highness by the Chief Secretary. Swami B. H. Bon, who was received by His Highness with great cordiality, conveyed to His Highness the grateful thanks of the London Gaudiya Mission Society on behalf of the President of the Society, the Most Hon'ble the Marquess of Zetland, for his distinguished patronage.

Swamiji then referred to the activities of the Gaudiya Math in England and Central Europe, and intimated to His Highness the wish of His Divine Grace, the Head of the Gaudiya Math, for the erection of the first Hindu Temple in London and a Home for the diffusion of the spiritual culture of India in the West.

His Highness listened to the proposals of Swamiji and was pleased to convey to him in the afternoon his kind decision to meet the entire cost of erection of the London Gaudiya Math Temple and to help in the collection of funds for the construction of a permanent Home and for securing a suitable site for the London Math. His Highness was also pleased to intimate his acceptance of Swamiji's invitation to preside over the anniversary meeting in Calcutta in honour of Shrestarya Jagabandhu Dutt (late J.B.D.), donor of the Calcutta Gaudiya Math building and premises, to be held in December.

At 8 p.m. Swami B. H. Bon and Herr Schulze addressed a distinguished gathering, at the Palace, of the members of the royal family, high officials of the State and Darbaris, presided over by His Highness. At the instance of Maharaj Manikya Bahadur, Herr Schulze addressed the meeting in English on German Philosophy with special reference to the philosophy of the Nazis. Swami Bon spoke in Bengali on the principles of the real Vaishnaba Dharma.

The speakers were thanked, on behalf of His Highness, by the Raj Purohit Rebatimohan Kavyaratna in Sanskrit and Bengali and by another gentleman. The function was concluded by the performance of Manipuri Kirtana specially arranged by His Highness for the occasion. The Kirtana, which lasted for about half an hour, consisted of beautiful Bengali Padas in honour of Lord Sri Krishna-Chaitanya, which were sung with emotion to the accompaniment of appropriate and charming dance and music. Swami Bon thereupon had a detailed conversation with Maharaj Manikya Bahadur about the proposed Temple of London Gaudiya Math.

On the following morning Swami Bon and Herr Schulze were invited to his residence by Maharaj Kumar Narendra Kishore Deb Burman Bahadur, uncle of His Highness, for giving a discourse on Vaishnaba Dharma. Swamiji and Herr Schulze were met at departure on behalf of His Highness, by the Chief Secretary, Private Secretary, Military Secretary and Chief Medical Officer.

১৪শ খণ্ড শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪২; ২রা নভেম্বর, ১৯৩৫ ১৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

একাদশ দিবস—৩০-৮-৩৫

নিস্কন্তং পুলকোৎকরেণ বিকসন্নীপপ্রসূনচ্ছবিং
প্রোদ্গীর্ণস্য ভুজদ্বয়ং হরি-হরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ।
নৃত্যান্তং দ্রুতমঞ্জনিক্বণচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্ব্বীতলং
গায়ন্নিত্যপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্তুমঃ ॥

যাঁর পুলকাঙ্কিত গাত্র প্রস্ফুটিত কদম্বপ্রকাশকে নিন্দা করে, যিনি ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে মুহুর্মুহুঃ উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করেন, নৃত্যকালে যাঁ'র অনর্গল অশ্রুধারা ভূমিতল সিক্ত করে এবং যিনি নিজ গীতকারী পার্ষদগণ-পরিবৃত, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি স্তব করি।

যে মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দের নামকীর্ত্তনকালে সকল-ভাব-সমন্বিত হ'য়ে জগতের নিকট নিজের কথা জানিয়েছিলেন, যিনি দার্শনিকদের গ্রন্থের সহিত রসময়ের স্তবনের কথা জগতে সাত্বিকভাবভরে জানিয়েছিলেন, সেই সপার্ষদ-গায়কবেষ্টিত গৌরসুন্দরকে নমস্কার করি।

আমরা গত কল্য প্রয়োজনতত্ত্বের বিশেষ কথা—ভাব ও প্রেমভক্তিতে যে রসের বিচার, সেই কথা—যা' ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হ'য়েছে, সে'টি আলোচনা ক'রেছি। রস অর্থাৎ যেটি আস্বাদন করা যায়। সেই রস আস্বাদন যিনি করেন, তিনি বাস্তবিক রসিক, তাঁকে যাঁরা আস্বাদন করেন, তাঁ'রাও সেই রসের প্রার্থী। ইহজগতে আমরা সকলেই ভক্তরসের কথা জানি। বর্ত্তমানে আমরা যে জগতের অধিবাসী, সেই অচিদ্রাজ্যে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন হয়—আস্বাদনসৌখ্য হয় ভক্তরসে; কিন্তু ভাগবত যে ভক্তিরসের কথা বলেন, তা'র কথা অনেকে জানি না। অনর্থযুক্ত অবস্থায়

অনন্তীয় বস্তুর আস্বাদন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভগবান্ যে রস আস্বাদন করেন, সেই রসের সাদৃশ্য আমাদের রসে থাকলেও আস্বাদকত্বে ক্ষুদ্রতা ও নানাবাধা লাভ করার যোগ্যতা থাকায় রসিকশেখরাগ্রগণ্য ভগবানের সঙ্গে তুলনা হয় না। তিনি রসের পূর্ণ অধিকারী। তাঁর কাছ থেকে যদি সেই রস প্রার্থনা করি, তা'হ'লে ভক্তিদ্বারা তাঁর সেবার সংশ্লিষ্ট হ'য়ে সেবা বস্তু কি প্রকার রস আস্বাদন করেন, তা' জেনে রসময়ী লীলার সেবার যোগ্যতা লাভ হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে মন ও দেহ আত্মজগতের ক্রীড়ার কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনার বিরুদ্ধে বাধা প্রদর্শন ক'রছে। ক্ষুদ্রতা, পরিচ্ছিন্ন অবস্থা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বরসের আশ্রয় হ'তে পারে না ব'লে ভগবানের রসের বিস্তারযোগ্যতা হ'চ্ছে না। অনর্থনিবৃত্ত হ'লে সেই রসে অধিকারলাভের যোগ্যতা হয়। অনর্থনিবৃত্ত হ'বার পর অগ্রসর হ'তে হ'তে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব সমুদ্ভিত হ'লে স্বাবিভাব রতিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ব। তা'তে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী প্রভৃতি নানাপ্রকার সম্মেলনে যে রসের উৎপত্তি হয়, তা'তে অধিকার পেয়ে ভগবৎপ্রীতি সংগ্রহ ক'রব। ভাগবতে রাসলীলা যে লীলা বর্ণন ক'রেছেন, তা'তে কিছু অভিজ্ঞান থাকলে অগ্রসর হ'তে পারবো। ভগবান্ বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তি ও লীলা প্রদর্শন করেন। যেমন জয়দেব ব'লেছেন—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"

সেই কৃষ্ণ দশপ্রকার বিভিন্ন আকার ধারণ ক'রে বিভিন্ন রসের লীলা প্রকাশ ক'রেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেই রসপূর্ণতা আছে। তিনিই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। তাঁ' হ'তে আংশিক ভাবসমূহ বিভিন্ন অবতারের মধ্যে কিছু কিছু আছে। যেমন হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ প্রভৃতি গৌণরসের মধ্যে করুণরসটি বুদ্ধে আছে। অবতারসমূহে সকলরসের পূর্ণতা নাই, তারতম্য আছে মাত্র। তাঁরা করুণাপরবশ হ'য়ে কিছু লীলা প্রকাশ ক'রেছেন। বুদ্ধ আবেশাবতার, তাঁরা নহেন, জীববিশেষ; তাঁতে ভগবানের করুণাশক্তি নিহিত হ'য়েছে। বিষ্ণুর আবেশাবতার বুদ্ধদেবে যে করুণা, সেই পূর্ণ করুণা বুদ্ধের অনুগত জনের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁ'রা কৃষ্ণের কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারেন নাই, বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার ব'লে স্বীকার করেন নাই। তাঁরা জানেন, বুদ্ধদেব কোন তাপস, সাধন ক'রে সিদ্ধি লাভ ক'রেছেন, জগতে করুণা-বিতরণের লীলামাত্র প্রদর্শন ক'রেছেন। তাঁর দ্বারা বৈদিক আদরবিধি—যজ্ঞবিধিতে যে পশুবধ, সেইটি নিবৃত্ত হ'য়েছে। চলন পশুর প্রতি অত্যাচার না করা, বলবানের দুর্ব্বলের প্রতি হিংসা না করা তাঁর দ্বারা প্রচারিত হ'য়েছে। তাঁ'তে তাপস প্রকৃতির যে বিচার, তদ্বিষয়ে আমরা জানি,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

এই ভগবদ্বিষয়ে বৌদ্ধগণ আলোচনা করেন না ব'লে তাঁ'রা তপস্যা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু নারদঋষি নারায়ণঋষি হ'তে যে তথ্য পেয়েছিলেন, যাহা ব্যাসের লিখিতগ্রন্থে প্রকাশিত, যে কথার ভাগবত-নামে পরে প্রসিদ্ধি হ'য়েছে, তা'তে ভগবানের ভক্তির কথা—দশাবতারের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু ব্যাসের পরবর্ত্তিসময়ে বুদ্ধ আবেশাবতার হ'লেও তাঁর অনুগত জনগণ তাঁকে বিষ্ণু না জেনে, ইহজগতের লোক—একজন তাপস-মাত্র জানেন। তিনি পরদ্রোহ ক'রতে যেন নাই, পশুজাতিকে, মানবজাতিকে আক্রমণ ক'রতে যেন নাই। পশুদের প্রতি দয়া ক'রেছেন, পশুবধ থেকে অবসর দিয়েছেন। নিম্নশ্রেণীর প্রতি দয়া-বিধানের যে ব্যবস্থা, তা' নিম্নশ্রেণীর দয়া। পশুবধ ক'রতে হ'লে বেদবিধি—যজ্ঞবিধিতে করা কর্ত্তব্য, তা'র যে অপব্যবহার হ'চ্ছিল সেটি নিবারণ ক'রেছেন। বেদব্যাসও শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথা প্রচুর পরিমাণে লিখেছেন—

"লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্য-সেবা-
নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥"
"যে ত্বনেবংবিদোঽসদ্ধঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥"
(ভাঃ ১১।৫।১১,১৪)

[জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আত্মিয়স্বজন এবং মদ্যপান প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া চিরীকৃত থাকিলেও উহা শাস্ত্রবিধানের অনুজ্ঞা নহে, পরন্তু যদি এ সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আত্মিয়-স্বজন এবং সৌত্রামণীনামক যজ্ঞের দ্বারাই মদ্যপানের নিয়ম বিধান করা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং এ সমস্ত বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে হইবে।]

[ঈদৃশ ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ যে-সকল অসাধু, জড়বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞাভিমানী দুর্জ্জন নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করে, পরলোকে নিহত পশুগণ ভোজনকারী হইয়া পশুঘাতক-ভোজিগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।]

তাপসপ্রধান বুদ্ধের যে করুণার কথা বৌদ্ধগণ বিচার করেন, তা' পূর্ব্বকালেও ছিল, এটা ভাগবতেই দেখতে পাচ্ছি। "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়া—শারীরিক, মানসিক বা বাচনিক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। যা'রা উদ্বেগ দেয়, তা'দেরও উদ্বেগ পেতে হয়। এইজন্য ভাগবতে "যে ত্বনেবংবিদঃ" শ্লোকে দেখি—যারা এপ্রকার জানে না, অথচ বাস্তিকতা করে, 'আমি সব বুঝি, সব জান্তা' বিচারে পশুবধে ব্যস্ত, তা'রা মূঢ়; তাদের বিচারে এমন জড়তা যে, "পশুবধ একটা শাস্ত্রীয় বিধান, আমরাও ধর্ম্মকাজ ক'রছি"—এই বিচারে সাহসের সহিত ধর্ম্মের নাম ক'রে পশুবধ করে। "শাস্ত্র যখন একথা ব'লছেন—শাস্ত্রীয়বিধানে পশুবধ ক'রে তা'র মাংস খাওয়া দরকার, তৃপ্তা মাংস খেতে হ'বে না, তা' হ'লে সাধু ব'লে অভিমান ক'রতে পারা যা'বে।"—অবশ্য রজস্তমোধর্ম্ম প্রবল না হ'লে এই দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পশুহিংসা করেন না। কিন্তু ওরা (রজস্তমোধর্ম্মী) মনে করে, তা'রাও সাধু। ধর্ম্মের নামে পশুবধ ক'রে তা'র মাংস খাওয়ার প্রক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে চালান' ঠিক নয়। যেমন ভার্গবীয় মনু ব'লেছেন—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

প্রবৃত্ত ব্যক্তিমাত্রেই নিজ স্বভাব হ'তে পরহিংসা করে। কিন্তু—

"দ্বিষতঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহঃ পতত্যধঃ॥" (ভাঃ ১১।৩।১৫)

—এই শ্লোকটির বিচার তা'রা জানে না। সকল ঘটেই হরি আছেন। উপাস্য-উপাসক তফাৎ হ'বার জো নাই। যিনি সেবা করেন এবং যাঁর সেবা করেন, তাঁরা দুইজন পৃথক্ নন। ভক্তের কার্য্য ভুলে গিয়ে যদি ভগবত্তার কথাটা বলা হয়, তা' হ'লে বিচার শুদ্ধ হ'ল না। ভোগে চালিত হ'য়ে ভোগ-কার্য্যে ব্যস্ত হ'লে পরকারে বিদ্বেষ প্রবল হয়। 'অন্যের মাংস খেয়ে ফেল্‌ব', এবুদ্ধি ভাল নয়। ভগবানেরই সব মাংস, তিনি সব খেয়ে ফেলে দিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই সকল বস্তুর মালিক ও ভোক্তা; কিন্তু তাঁর অনুগত লোক খেতে পারেন না, তাঁরা ভোক্তা নন। সর্ব্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা ক'রতে হ'বে। এটা ভুলে গেলেই অসুবিধা। যেমন উপনিষদ্ ব'লেছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

একটি বৃক্ষের দুটি জিনিষ—সেবা-সেবক-ভাবপূর্ণ। যেমন দুটি ফল নিয়ে একটি পক্ষ, দুটি অর্দ্ধেক নিয়ে একটা পূর্ণ। একজন সেব্য, একজন সেবক আছেন। তাঁদের পক্ষী বলা হ'য়েছে। তাঁরা উড়তে পারেন, তাঁদের ডাল পক্ষ বা ডানা আছে। তবে তাঁ'রা যে উভয়ে জড়জগতের কাজ সমাধা করার জন্য উড়েন, তা' নয়। তাঁ'রা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

—একজন পূজা গ্রহণ করেন, অন্যজন পূজা করেন। তাঁর পূজা নিয়ে অর্থাৎ তাঁকে পূজক সাজিয়ে নিয়ে তাঁর সেবা-কার্য্য অনুমোদন ক'রে নিজকে তাঁর সেবকের সেবাবৃত্তি ক'রতে হয়। এই দু'টি নিয়ে একটি কার্য্য। সেবা-সেবকভাবটি লীলাবিকাশের পূর্ণতার কারণ। আমি ভোগ ক'রব, ভগবান্ যোগানদার (Order-supplier) হ'বেন—ভোগের যোগান দেবেন, এ বুদ্ধি হ'লে ভোগী হ'তে হয়। কর্ম্মিজ্ঞানীরা ভোগী, তাদের আত্মসুখবাঞ্ছা প্রবল, ভগবৎসুখবাঞ্ছা নাই। ভগবান্ সেবকের সেবা করুন, আমরা প্রভু হ'য়ে থাকি, এটা উল্টো বিচার। ভগবান্ এই বুদ্ধিটা নিরাস ক'রেছেন—'সাধবো

হৃদয়ং মহ্যম্' শ্লোকে। সাধুরা আমার সেবা করেন, আমি তাঁদের সেবা ক'রে থাকি। সাধু ২৪ ঘণ্টা আমার সেবা করেন, তাঁরা কুকুর, গরু, ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতির সেবা করেন না, কেবল ভগবানের সেবা করেন। অপূর্ণ বস্তুর সেবার নামে যদি নিজে সেবাগ্রহণের কিছিৎ করি, আমার সেবা অন্য লোকে ক'রবে তাঁর একটা লাঘব দিয়ে রাখি, তা' হ'লে ভগবানের সেবার ঔদাসীন্য এসে গেল। ভগবানের সেবকগণই ভগবান্।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

যারা যতক্ষণ ভগবানের সেবা করে না, ততক্ষণ তাদের কোন গুণ স্বীকার্য্য নয়—জানতেই পারে না। অনেকে বলেন, দুর্নীতিপরায়ণ লোক ভাল। কে বলে? —যারা কিছু নিজ ইন্দ্রিয়তোষণ চায় তা'রা। কিন্তু জগতের ধনাগারে এমন ধন নাই, যাতে সকলের সন্তোষ হ'তে পারে। কেউ পূর্ণ-জিনিষ দিতে পারে না, এটা আমরা ভগবানের বামনাবতারে বলি-বামনসংবাদে জান্তে পারি। তাঁর কাছে তত জিনিষ নাই, প্রতীতা যত চায়। তা'হ'লে আমি দয়া ক'রতে পারি, পরার্থিতাধর্ম্মে দীক্ষিত (altruist) আমি, এ প্রকার দম্ভ আমার ভাল নয়। ভগবান্ বামনলীলায় এই শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্রুতির বাক্য যেটি পাঠ ক'রলাম, তাতে ব'লেছেন, একটি গাছে দু'টি পাখী আছে, একটি খায় আর একটি খাওয়ায়। ভোগী পাখী যখন খায়, যখন প্রভু হ'বার আকাঙ্ক্ষা করে, যখন ভোগে ডুবে যায়, তার মনে যদি এই কথাটা উদয় হয়,—তিনি আমার প্রভু, তাঁর ভাণ্ডারের সব জিনিষ আমাকে দিচ্ছেন, তিনি ভোগ করাচ্ছেন, আমি তাঁর কি সেবা ক'রছি, তখন তা'র সেবা করবার বিচার আসে। "অনীশা"—যে ভোগরাজ্যে ডুবে গেছে, ব'লছে, "খানেওয়ালা আমি, সেবা করনেওয়ালা তিনি; ভোগ-কর্ত্তা আমি, ভোগদাতা তিনি; আমার প্রভু কেউ নাই"—এই প্রকার দুর্বুদ্ধি হ'লে তখন কেবল 'দেহি' 'দেহি' হয়। "রূপং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্" ইত্যাদি বাক্যে সপ্তশতী পাঠকালে আবেদন করি। তিনি যোগান দেন আর আমি ভোগ ক'রতে থাকি। "আমি শালগ্রামের উপর ব'সে গেছি, শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভেঙ্গে খাচ্ছি, শালগ্রাম আমার চাকরী করুক"—এই বিচার-প্রণালীটাকে 'ধর্ম' ব'লে চালান' কি ভীষণ সেবা-বিরোধিতা বা মূঢ়তা! যেহেতু প্রভু-সেবা-বঞ্চিত হ'য়ে প্রভুকে আমার ঘোড়া ক'রে ফেলেছি, সে আমাকে চিরদিন চড়াবে, তদ্ভবের চাকর ক'রে ফেল্‌বো—এই বুদ্ধি হ'লে অসুবিধা আসে। কারো আশ্রয়ে না থাকায় প্রাপ্ত দ্রব্য হারাবার সময় শোক—অভাব এসে উপস্থিত হয়, মূঢ়তা লাভ হয়। প্রভুর সেবা না ক'রে ভক্তিহীন হ'য়েছি, তদ্ভবনীয় বস্তুর প্রতীতি নষ্ট হ'য়েছে। অথচ দুইটি একসঙ্গে না থাকলে পূর্ণ হয় না। যখনই মাথায় ঢুকবে যে আমি সেবা নিচ্ছি, আমি ক্ষুদ্র, বৃহতের সেবা করা আমার কর্ত্তব্য, তিনি আমার প্রভু, তখন তাঁর মহিমা জান্তে পারলে শোক থাকবে না। শোক হয় প্রাপ্তবস্তুর অভাবে, যখন প্রাপ্তবস্তু ধ্বংস হয়। ভোক্তৃভোগ্য-বিচারহীনতাই দুর্বুদ্ধি। 'বীতশোক' কখন হয়? যখন জানে, সব ভোগ তাঁরই, তিনি সেবা নেবেন, আমি তাঁর ভোগ্য। এই মহিমা-জ্ঞান আগে হ'চ্ছিল না। দু'জনে বন্ধু—সর্ব্বতোভাবে পরস্পর সেবা-সেবকভাবে অবস্থিত (reciprocated) হ'লেও, একের সঙ্গে অন্যে ব্যস্ত হ'লেও তিনি খাওয়াচ্ছেন, আমি খাচ্ছি—এই বিচার ছিল না। যখন বুঝ্‌তে পারি, তখন বলি—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

আপনি দাতা, আপনি কৃপা ক'রে যেয়ে উচ্ছিষ্ট দিন—এই বিচার হ'লে তখন আমরা ভক্তি লাভ ক'রতে পারি।

আমি আমার জন্যে কাজ ক'রে সুবিধা সঞ্চয় ক'রবো, এটা পুণ্য, এর বিপরীত পাপ। যখন দেখ্‌তে পাব, মূলবস্তু তিনি, কর্ত্তা তিনি, আর আমি কর্ম্ম, কার্য্যের দ্বারা কর্ত্তার অভীষ্ট সাধন ক'রবো; তিনি ব্রহ্মযোনি, বৃহদ্বস্তুর মূল আকর-বস্তু, সর্ব্বকারণকারণ, তখন তদাশ্রিত দাস হ'য়ে, মুক্ত হ'য়ে, জগদ্বন্ধনকার্য্য সবাধা ক'রে পাপপুণ্যের বোঝা ছেড়ে দিয়ে নিরঞ্জন—নিষ্পাপ হয়। পরম সমতা এসে যায়, বাস্তবিক পণ্ডিত হ'য়ে যায়। "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ"। স্বরূপের অভিব্যক্তি হ'লে সেবা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়ে যাবে। তখন

অন্তের সেবা, কুকুর, ঘোড়া বা মানুষের সেবা ক'রবে না। তবে তন্তের সেবা ক'রবে কেন? এ প্রশ্ন এলে ব'লতে হয়, যিনি ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছু করেন না, তিনি ভগবানের সঙ্গে সমান সেবা পদার্থ। তিনি ভগবানের সিংহাসনে উঠে ব'সেছেন তাঁর সেবার জন্ত। তাঁর (সেবকের) সেবা না ক'রে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে হ'বে না।

মানুষকে পুণ্যবান্ ব'লে প্রশংসা বা পাপী ব'লে ঘৃণা ক'রতে হ'বে না, তা'হলে অসুবিধা আছে।

"পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।"

সমতা লাভ না ক'রলে সুবিধা হ'বে না।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

পণ্ডিতা হ'বে সমদর্শী হ'লে। সকলের উপকার ক'রবো —এ বুদ্ধি হ'লে হিংসার অবকাশ থাকে না। সকলে বেশী সেবা ক'রছে, আমি পারছি না—এই বিচার হ'লেই সুবিধা। 'আমি বড়' এটা অনর্থপ্রণোদিত বুদ্ধি। 'অন্তলোক তাঁবেদার, আমি প্রভু'—এটা অধঃপতনের কারণ। যে মঙ্গল চায়, সে তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে সকলকে সম্মান ক'রবে। তক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'বার ইচ্ছা থাকলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" বিচার অনুধাবন ক'রতে হ'বে।

Ellipseএর দু'টো focus, একটি নিকটের আর একটি দূরের blind focus. যে focusটা বুদ্ধিজ্ঞানের পরিধির নিকট পৌঁছায় সেটা চের দূর। মানুষ empiricismএর দ্বারা অনেক দূরে পৌঁছাবে মনে করে; কিন্তু যে পরিধিটি নিকটে থাকে, একটু ছেড়ে দিলেই সেটা পাবে—যেটুকু মানুষের আছে, সেটা ছেড়ে দিলেই পাবে। কতকগুলি মানুষ মনে করে, খুব বেড়ে গিয়ে পরিধির নিকট পৌঁছাবে—ব্রহ্ম হ'য়ে যাবে, কিন্তু বেড়ে গিয়ে ব্রহ্ম হ'বার পিপাসা দুর্বুদ্ধি মাত্র। মানুষের কতটুকু আছে? ক্ষুদ্রতা ছেড়ে দেওয়া সহজ; কিন্তু অভাব পূর্ণ ক'রতে গিয়ে কলাবটি ক'রে জগতে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হ'বার জন্ত ব্যস্ততা অবিবেচনার কার্য্য।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেবো বিমোহিতময়ীর্ত্ত মায়য়া নঃ।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥ (ভাঃ ৩।৯।২৫)

—এই বিচারে অভাব পূরণ ক'রে নেব—জ্ঞানের অভাব, শক্তির অভাব, অর্থের অভাব দূর ক'রে প্রচুর জ্ঞান, অর্থ, শক্তি সঞ্চয় ক'রে বড় হ'ব। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন, তোমার কতটুকু আছে? আর কতটা অভাবই বা পূর্ণ ক'রবে। তার থেকে তোমার যা বিন্দুমাত্র আছে, সেটুকু ছেড়ে দাও না কেন? তোমার চেতোদর্পণ-চেষ্টা, ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা ছেড়ে দাও—অভিমান-শূন্য হও। যে যা চায়, তা'কে তা' দিয়ে অমানী হ'য়ে যাও। তা'হ'লে অল্প প্রয়াসেই কার্য্য হ'বে। যদি সহ্য ক'রতে পার, কে তোমার কতটুকু অপকার ক'রতে পারবে? সমতা লাভ ক'রে বশ্যতা ক'রলে বড় হ'বার চেষ্টা আছে জান্তে হ'বে। বাকীটুকু পূরিয়ে নেবার চেষ্টা না হওয়াই ভাল। অনেকটা সুবিধা হ'বে যদি ভক্তিপথ আশ্রয় করা হয়। যোগসিদ্ধি, কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা স্বর্গসুখাদির চেষ্টা প্রভৃতির নিরর্থকতা সহজেই জানা যায়।

একটি বৃক্ষে দু'টি জিনিষ, সেবকের রস একপ্রকার, সেব্যের রস অন্য প্রকার। সেব্য সেবা গ্রহণ ক'রে সেবককে সেবার সুযোগ দেন; ভগবান্ সেবকের সেবা করেন, সেবক ভগবানের সেবা করেন। একটা কথা আছে—'শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব'; 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভুই শ্রেষ্ঠ, তাঁর আরাধ্য রামচন্দ্র। যেমন কথা আছে 'রামেশ্বর'। রাম ঈশ্বর যাঁর অথবা রামের ঈশ্বর যিনি। 'অন্যস্তবে ন জানস্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি'—অভক্ত-সম্প্রদায় এর তাৎপর্য্য না বুঝতে পেরে কুব্যাখ্যা ক'রে অধঃপতিত হয়। তা'রা চৈতন্যদেবের উপদেশ হ'তে পৃথক্ থাকে। তিনি কৃষ্ণকথনের কথাই ব'লেছেন, তাঁর উপদেশ না বুঝলে বিপথগামীই হ'ব। রসময়ের রসবৃদ্ধির যত্ন করা কর্ত্তব্য। রস শুকা'লে, জড়রস বৃদ্ধি ক'রলে সর্ব্বনাশ।

রস-বিচারটি সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকার। রসময় রসিক-শেখর কোন্ রস কি ভাবে প্রকাশ ক'রে রসাস্বাদন ক'রছেন এ'টি বিচার ক'রলে আমরা জান্ব—'রসেনোৎ-কৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ'। সব রস কৃষ্ণের পাদপদ্ম থেকে বেরিয়েছে, তা'র কতক স্বাংশরূপে আছে, এঁদের নিজ নিজ বৈকুণ্ঠ আছে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি—এঁরা কোন্ কোন্ রস কি ভাবে

আস্বাদন ক'রেছেন তাহা জানা দরকার। কৃষ্ণবিহারের কথা বুঝতে না পেরে যে অমঙ্গল, তা' হ'তে রক্ষা পাবার জন্য ভাগবত শুনা দরকার। অনেকের বিচার—কৃষ্ণ অপেক্ষা বুদ্ধকে ভাল বুঝ। তোগীর লোভ তা'দের কাছে রেখে দিয়ে তিনি নিজে নির্লোভ হ'য়েছেন। এটি ভাল। স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে সাধুসঙ্গে ব'সে তপস্যা ক'রেছেন, আর কৃষ্ণ কামদেব হ'য়ে নিজ বহু কামনার তৃপ্তি ক'রেছেন। তাই বুদ্ধ ও কৃষ্ণ আমাদীগের মধ্যে বুদ্ধকেই বাছ দিলায়। তা'র উত্তর নারদঋষি দিয়েছেন,—

আত্মানিত্যো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারায়ণোঽঙ্গ যদি দৃশ্যতপসা ততঃ কিম্।
অব্যক্তলিঙ্গাদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারুরুক্ষিতমপি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

কৃষ্ণের লীলা বুঝতে না পেরে বুদ্ধকে তপস্বিমাত্র বুঝলে—কৃষ্ণের অবতার জ্ঞান না ক'রলে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যাওয়ার বিচারটারই বহুমানন হয়। অত সব নিষ্ক্রিয় হ'লে তোগী সব মজা লুটবে। এঁদের পাষণ্ডতা কত বেশী! সাধুরা জঙ্গলে থাকুক, আমরা ঘরে বাস ক'রে ঐশ্বিক-তর্পণ ক'রব, তাদের সাধুতার কথা আমাদের কাছে না আসুক। ভোগ ক'রে কৌশলে লোক ঠকান'। অনেকে বলেন, গৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদন বড় হ'বে কেন? তা' থেকে আমাদের বেতালয় বড় হ'ল না কেন? মোটরগাড়ীতে আমরা চ'ড়ব—কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে এঁদের চ'ড়বে কাজ নাই, কৃষ্ণ নিষ্কাম বুদ্ধ হ'য়ে জঙ্গলে যা'ন; কিন্তু বুদ্ধিমান্ নারদ ব'লেছেন, হরির আরাধনায় জগতের সব দ্রব্য লাগিয়ে দেওয়া হ'ক, নচেৎ তপস্যা, ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতির নামে সময়ক্ষেপই প্রশ্রয় দেওয়া হ'বে, হরি আরাধনাই মূল বস্তু। বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য সব জিনিষ ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় লাগান'। ভক্ত ভোগ করেন না, ত্যাগও করেন না, ভগবানের ভোগে যেন, কিন্তু ভোগা লোক তা' বুঝে না। যে মুহূর্ত্তে 'আমি ভোগ ক'রব' বুদ্ধি হয়, তখনই ভক্তি থেকে খারিজ হ'য়ে ব্যভিচার-গ্রস্ত, অসৎ হ'য়ে পড়ে। ভোগের দ্রব্য মাত্র পথে ফেলে দেবার বুদ্ধি হ'লে সর্ব্বনাশ। রসের একমাত্র ভোক্তা—ভগবান, সুতরাং আমার তপস্বী জীবন হওয়াই ভাল। 'অন্যান্য সকলের জীবন দিয়ে ভগবানের সেবা ক'রব' এই বিচারই ভাল। শুধু তপস্যা করায় কোন মূল্য নাই। যেমন—এক সংখ্যার ডাইনে শূন্য বসা'লে দশ দশ গুণ বৃদ্ধি হ'য়ে যায়, কিন্তু সংখ্যা বাম দিলে সব শূন্য; তদ্রূপ ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে যা' কিছু করা যায়, সবই নিরর্থক হ'য়ে যায়। সুতরাং বৌদ্ধদিগের বিচারের সহিত ভক্তসম্প্রদায়ের বিচার পৃথক্।

যেমন বরাহ-উপাসকগণ 'বারাহী', নৃসিংহ-উপাসকগণ 'নারসিংহী', রামোপাসক 'রামাৎ', কৃষ্ণ-উপাসক 'বাষ্ণব' ব'লে উক্ত হন, কিন্তু তাঁ'রা সকলেই বৈষ্ণব; কিন্তু বুদ্ধের উপাসক বৌদ্ধগণকে কেন বৈষ্ণব বলা হয় না? তা'র উত্তর এই যে—বুদ্ধকে তাঁ'রা বিষ্ণুর অবতার ব'লে স্বীকার করে না, তিনি একজন সাধক, তপস্যা ক'রে সংযত হ'য়ে কষ্টমুক্ত হ'য়েছেন—এই প্রকার বিচার করে। তাঁ'রা জানে না, যে তাঁ'রা নিজে বৈষ্ণব। সুতরাং তাঁ'দের কর্ম্মের সফলতার বদলে নিষ্ফলতা আসে। তপস্যা ত' ভগবৎ-সেবার জন্যই ক'রতে হ'বে।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অচেতনের সেবায় কি ফল? বৌদ্ধ-সম্প্রদায় কৃষ্ণ-লীলা বুঝতে না পে'রে বুদ্ধদেবে যে কারুণ্যরস আছে, তা'র বহুমানন করে। বুদ্ধের করুণা-বিস্তার ভাল কথা, কিন্তু তুমি করুণা গ্রহণ ক'রছ না কেন? বুদ্ধকে তপস্বী মাত্র দাঁ'ড় করাও কেন? তিনি যে তপস্যা ক'রে জগতে করুণা বিতরণ ক'রেছেন, সে'টি মূল বস্তুর উদ্দেশে পরিচালিত ক'রবার জন্য। বুদ্ধের বিচারপ্রণালীতে হরি-ভজনই আছে, কিন্তু অনুজ্ঞ বৌদ্ধগণ তপস্যার নিরর্থকতাকেই প্রয়োজন জান ক'রেছেন, তা'তে সবই বিফল—

বদন্তি তদ্তত্ত্বিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

এই প্রকার প্রত্যেক অবতারের যে যে রস আছে, তা' বিচার ক'রলে জানতে পারব, সব রস অপেক্ষা কৃষ্ণের রসের উৎকর্ষ আছে। কৃষ্ণে ১২টি রস পরিপূর্ণভাবে আছে, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। সেই রস পান করা দরকার, এটি প্রয়োজন-তত্ত্বে বিচার করা হ'য়েছে। মাত্রিকরস, জড়রস আংশিক বা অপূর্ণ, সে'টা ফলপ্রদ নহে।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্ *

শ্রীমদীশ্বরীকুণ্ডায় নমঃ

বৃষভদনুজনাশায়ার্ম্মধর্ম্মোক্তিরম্বৈ-
র্নিখিলনিজসখীভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণম্।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্যরাজ্ঞা প্রমোদৈ-
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ১ ॥

অন্বয়। যৎ (যে রাধাকুণ্ড) বৃন্দারণ্যরাজ্ঞা (নন্দনন্দন-কর্ত্তৃক) প্রকটিতম্ অপি (প্রকাশিত হইলেও) বৃষভদনুজ-নাশাৎ (বৃষাকৃতি অরিষ্টাসুরের বিনাশ-হেতু) মর্ম্মধর্ম্মোক্তি-রম্বৈঃ (কৌতুকময় বচনবিন্যাসে অর্থাৎ "ইনি ব্রজরাজের তনয় হইয়া গোহত্যা করিয়াছেন, রাজকৃত পাপ প্রজাগণে সঞ্চারিত হয়, ইহা হইতে প্রজা আমাদিগেরও পাপ আসিয়াছে; পৌর্ণমাসীর মুখ হইতে এই কুণ্ডের মাহাত্ম্য শুনিয়াছি, সেবের জলাশয়ে পাঁচটি মৃৎপিণ্ড উত্তোলন করিয়া স্নান করা বিধেয়; অতএব পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য এরূপে উহাতে স্নান করি," এইরূপ পরিহাসপূর্ণ বাক্যে) নিখিলনিজসখীভিঃ (নিজের সমস্ত সখীগণ কর্ত্তৃক) প্রমোদৈঃ (অতীব হর্ষভরে) স্ব-হস্তেন পূর্ণম্ (নিজ নিজ হস্তে আনীত জলে পূর্ণ হইয়াছেন) তৎ (সেই) অতি-সুরভি (অত্যন্ত কমনীয়) রাধাকুণ্ডম্ এব (রাধাকুণ্ডই) মে (আমার) আশ্রয়ঃ (আশ্রয় হউন)॥ ১॥

অনুবাদ। ব্রজরাজ কুণ্ডের প্রকাশ করিলেও বৃষাকৃতি অরিষ্টাসুরের বিনাশহেতু শ্রীরাধা কৌতুকময় বচনবিন্যাস করায় সমস্ত নিজসখীবর্গ সানন্দে-স্বহস্তে আনীত জলদ্বারা যাহা পূর্ণ করিয়াছেন, সেই অতীব কমনীয় রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয় হউন॥ ১॥

ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ-
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমং তম্।
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য-
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ২ ॥

অন্বয়। যৎ (যে রাধাকুণ্ড) মুরশত্রোঃ (মুরারি শ্রীকৃষ্ণের) প্রেয়সীনাং (প্রিয়তমাগণের) নিকামৈঃ (অত্যন্ত বাঞ্ছা দ্বারা) ব্রজভুবি (ব্রজভূমিতে) অসুলভম্ অপি (দুর্লভ হইলেও) স্নাতুঃ (অবগাহনকারী ব্যক্তির) হৃদি ভূমৌ (চিত্তরূপ ভূমিতে) তৎ (সেই প্রসিদ্ধ) প্রেম-কল্পদ্রুমং (প্রেমরূপ কল্পবৃক্ষ) তূর্ণং (শীঘ্র) জনয়তি (উৎপাদন করেন) যৎ (যাহা) উচ্চৈঃ (অত্যধিক) প্রিয়ম্ (প্রিয়) তৎ (সেই) অতিসুরভি (অতিমনোরম) রাধাকুণ্ডম্ এব (রাধাকুণ্ডই) মে (আমার) আশ্রয়ঃ (আশ্রয় হউন)॥ ২॥

অনুবাদ। মুরারি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গের অত্যাগ্রহ-বশেও ব্রজভূমিতে দুর্লভ হইলেও যে রাধাকুণ্ড তাঁহাতে অবগাহনকারীর চিত্তভূমিতে প্রেমকল্পতরু অচিরে উৎপাদন করেন এবং যাহা অত্যধিক প্রিয়, সেই অতীব কমনীয় রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয় হউন॥ ২॥

অঘরিপুরপি যত্রাদ্য দেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসরকৃতকটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ প্রকামম্।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নানসেবানুবন্ধৈ-
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৩ ॥

অন্বয়। অঘরিপুঃ অপি (অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণও) অদ্য (এইখানে) যত্র (যে সময়কালে) দেব্যাঃ (শ্রীরাধার) প্রকামং (পর্য্যাপ্ত) প্রসাদ-প্রসরকৃত-কটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ (অনুগ্রহে প্রসরপূর্ণ কটাক্ষ পাইবার অভিলাষে) উচ্চৈঃ (অত্যন্ত) স্নানসেবানুবন্ধৈঃ (অবগাহন-সেবার বহু পটুতা দ্বারা) যৎ (যে রাধাকুণ্ডকে) অনুসরতি (অনুসরণ করেন) তৎ (সেই) অতিসুরভি (অত্যন্ত কমনীয়) রাধাকুণ্ডম্ এব (রাধাকুণ্ডই) মে (আমার) আশ্রয়ঃ (আশ্রয় হউন)॥ ৩॥

অনুবাদ। অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণও এইস্থানে সময়ে শ্রীরাধার প্রচুর অনুগ্রহে তদীয় প্রসন্ন-কটাক্ষ পাইবার অভিলাষে স্নান-সেবার বহু পটুতা প্রদর্শন করিয়া যাহার অনুসরণ করেন, সেই অতি কমনীয় রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয় হউন॥ ৩॥

ব্রজভুবনসুধাংশোঃ প্রেমভূমির্নিকামং
ব্রজমধুরকিশোরীমৌলিরত্নপ্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা-
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৪ ॥

অন্বয়। যৎ চ (যে রাধাকুণ্ড) ব্রজভুবনসুধাংশোঃ (ব্রজচন্দ্র কৃষ্ণের) ব্রজমধুরকিশোরীমৌলিরত্নপ্রিয়েব

* শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বনমালি বিদ্যাপতির কান্তকীর্ত্তি বি-এ মহোদয় ইহার অন্বয় ও অনুবাদ করিয়াছেন।

(ব্রজের মধুররসবিশিষ্টা কিশোরীগণের শিরোরত্নের সদৃশ প্রিয়তমার ন্যায়) নিতান্তম্ (অত্যন্ত) প্রেয়ভূমিঃ (প্রণয়ের বিষয়) তেন এব (সেই হেতুই) তস্যাঃ (তাঁহার ; শ্রীরাধার) নাম্না (নামে) অপি পরিচিতম্ (ও পরিচিত) তৎ (সেই) অতিসুরভি (অতীব কমনীয়) রাধাকুণ্ডম্ এব (রাধাকুণ্ডই) মে (আমার) আশ্রয়ঃ (আশ্রয় হউন) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। যে রাধাকুণ্ড ব্রজচন্দ্রের পক্ষে ব্রজের মাধুর্যবর্ধনকারিকা কিশোরীগণের শিরোরত্ন-তুল্যা প্রিয়তমা শ্রীরাধার ন্যায় অত্যন্ত প্রণয়ের বস্তু এবং সেই হেতু তাঁহার নামেও পরিচিত, সেই অতি কমনীয় রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

অপি ভবন্ ইহ কশ্চিদ্ যস্য সেবাপ্রসাদৈঃ
প্রণয়সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ।
সপদি কিল মনীশাদত্তপুষ্পপ্রশস্তা
তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৫ ॥

অন্বয়। ইহ (এই সংসারে) কশ্চিৎ (বিবেকশূন্য কোন) জনঃ অপি (প্রাণিমাত্রও) যস্য (যে রাধাকুণ্ডের) সেবা-প্রসাদৈঃ (সেবা হেতু অনুগ্রহে) তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ (সেই ব্রজরাজের) মনীশাদত্তপুষ্পপ্রশস্তা (মনীশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপ পুষ্প দ্বারা শোভিতা অতএব সকলেরই প্রশংসনীয়া) প্রণয়সুরলতা (প্রেমকল্পলতা) সপদি (তৎক্ষণাৎ) কিল (নিশ্চিতই) স্যাৎ (হইয়া থাকে) তৎ অতিসুরভি (সেই অতি কমনীয়) রাধাকুণ্ডমেব (রাধাকুণ্ডই) মে (আমার) আশ্রয়ঃ (আশ্রয় হউন) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। এই সংসারে বিবেকহীন প্রাণিমাত্রও যে কুণ্ডের সেবাজনিত অনুগ্রহে সদ্যই সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকল্পলতার পরিণত হইয়া থাকে,—যে লতা আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপ সুসুমে সুশোভিতা, অতএব সকলেরই প্রশংসনীয়া,—সেই অতি কমনীয় রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

তটমধুরনিকুঞ্জাঃ কঞ্চনামান উচ্চৈ-
নিজপরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ।
মধুকররুতরম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৬ ॥

অন্বয়। যস্য (যে রাধাকুণ্ডের) মধুকররুতরম্যাঃ (ভ্রমর-গুঞ্জনে মধুর) কাম্যাঃ (সকলেরই বাঞ্ছনীয়) তট-মধুরনিকুঞ্জাঃ (তীরস্থিত শৃঙ্গার-রসের উদ্দীপক নিকুঞ্জগুলি) নিজপরিজনবর্গৈঃ (স্বয়ং শ্রীরাধার সখীগণ-কর্তৃক) উচ্চৈঃ (উৎকৃষ্টরূপে) কঞ্চনামানঃ (নামে বিখ্যাত—পূর্ব্বতীরে চিত্রাকুঞ্জ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখাকুঞ্জ, দক্ষিণে চম্পকলতা-কুঞ্জ, নৈঋতে রঙ্গদেবীকুঞ্জ, পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যাকুঞ্জ, বায়ু-কোণে সুদেবীকুঞ্জ, উত্তরে ললিতাকুঞ্জ, ঈশানে বিশাখা-কুঞ্জ) তৈঃ (সখীগণকর্তৃক) সংবিভজ্য (বিভাগ পূর্ব্বক) আশ্রিতাঃ (আশ্রিত হইয়া) রাজন্তি (শোভা পাইতেছেন) তৎ অতিসুরভি (সেই অতীব কমনীয়) রাধাকুণ্ডম্ এব (রাধাকুণ্ডই) মে (আমার) আশ্রয়ঃ (আশ্রয় হউন) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। যাঁহার তটস্থিত নিকুঞ্জসমূহ মৃদাগন্ধের উদ্দীপক, ভ্রমরগুঞ্জনে মনোহর ও সকলের বাঞ্ছনীয় হইয়া শোভা পাইতেছেন এবং স্বয়ং শ্রীরাধার সখীগণ যাঁহাদিগের নামকরণ করিয়া বিভাগপূর্ব্বক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, সেই অতি মনোরম রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥

তটভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতিতুষ্টা
মধুরমধুরবার্ত্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য তন্যা।
প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৭ ॥

অন্বয়। যস্য (যে রাধাকুণ্ডের) তটভুবি (তীরদেশে) বরবেদ্যাং (শ্রেষ্ঠ বেদীতে, চতুষ্কোণ উচ্চস্থানে) সা ঈশা (সেই আমার ঈশ্বরী) প্রাণসখ্যালিভিঃ (প্রাণসখীগণের সহিত) গোষ্ঠচন্দ্রস্য (বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের) নর্ম্মাতিতুষ্টাং (কৌতুকহেতু অতিমনোহর) মধুরমধুরবার্ত্তাং (মধুর হইতেও সুমধুর কথা) তন্যা (তদ্বিষয়ে) মিথঃ (পরস্পরে) প্রথয়তি (বিস্তার করিতেছেন, প্রচার করিতেছেন) তৎ অতিসুরভি রাধাকুণ্ডম্ এব যে আশ্রয়ঃ (সেই অতিকমনীয় রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। সেই মনীশ্বরী শ্রীরাধা যাঁহার তীরে শ্রেষ্ঠবেদীতে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণসখীবর্গের সহিত পরস্পর বৃন্দাবনচন্দ্রের কৌতুকপূর্ণ, অতি চিত্তাকর্ষক, মধুর হইতেও সুমধুর কথা তদ্বিষয়ে আলাপ করিতেছেন, সেই অতি কমনীয় রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

অনুদিনমতিরাগৈঃ প্রেমমত্তালিসঙ্ঘৈ-
র্বরসরসিজগন্ধৈর্হারিবারিপ্রপূর্ণে।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৮ ॥

অন্বয়। প্রেমমত্তালিসঙ্ঘৈঃ (প্রীতিহেতু উন্মত্ত ভ্রমরসমূহ-দ্বারা পরিবেষ্টিত) বরসরসিজগন্ধৈঃ (শ্রেষ্ঠপদ্মের সৌরভযুক্ত) হারি-বারিপ্রপূর্ণে (মনোহর-জল-পূর্ণ) যস্মিন্ ইহ (যে এই সরোবরে) অনুদিনং (প্রতিদিন) তৌ দম্পতী (সেই রাধাকৃষ্ণ-যুগল) প্রমত্তৌ (উন্মত্ত-ভাবে) অতিরহৈঃ (অতিরঙ্গে) বিহরতঃ (বিহার করিতেছেন) তৎ অতিসুরভি রাধাকুণ্ডম্ এব মে আশ্রয়ঃ (সেই অতিকমনীয় রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয় হউন)॥ ৮॥

অনুবাদ। সেই রাধাকৃষ্ণ প্রত্যহ উন্মত্তভাবে প্রেমমত্ত ভ্রমরসমূহে বেষ্টিত শ্রেষ্ঠ পদ্মের গন্ধে সুরভি, মনোহর জলে পূর্ণ যে সরোবরে বিহারে বিহার করিতেছেন, সেই অতি কমনীয় রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয় হউন॥ ৮॥

অবিকলমতির্যো ধ্যানধন্যেন দেব্যাঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসিধাম্নার্পিতাত্মা।
অচিরমিহ শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপুরতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমাণাং প্রিয়াং তাম্ ॥৯॥
ইতি শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্॥

অন্বয়। যঃ (যে ব্যক্তি) তদীয়োল্লাসিধাম্নার্পিতাত্মা (তাঁহার আনন্দপ্রদ ধামে আত্মনিয়োগ করিয়া) অবিকলমতিঃ (স্থিরচিত্তে) দেব্যাঃ (শ্রীরাধার) ইদং-কুণ্ডাষ্টকং (এই মনোরম কুণ্ডাষ্টক স্তব) পরিপঠতি (সযত্নভোতাবে পাঠ করেন) তস্মৈ (তাঁহাকে) মধুরিপুঃ (মধুসূদন) অচিরম্ (শীঘ্রই) ইহ শরীরে (এই সাধক দেহে) অতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমাণাং (অত্যন্ত আহ্লাদে পরম-হর্ষযুক্তা) তাং প্রিয়াং (সেই প্রেয়সী শ্রীরাধাকে) দর্শয়তি এব (নিশ্চয় দেখাইয়া থাকেন)॥ ৯॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি শ্রীরাধার আনন্দপ্রদ ধামে আত্মসমর্পণ করিয়া স্থিরচিত্তে তাঁহার এই মনোরম কুণ্ডাষ্টক পাঠ করেন, মধুসূদন তাঁহাকে এই সাধক দেহে অত্যন্ত আনন্দযুক্তা সেই প্রেয়সীকে নিশ্চয়ই প্রদর্শন করেন॥ ৯॥

সিদ্ধদেহ

যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক ব্রজজনের রাগময়ী কৃষ্ণসেবার শুকতারায় স্বাভাবিকভাবে প্রলুব্ধ হন, সেই সকল নিবৃত্তানর্থ রাগানুগ শুদ্ধ সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে রাগানুগা ভক্তির বিবিধ অনুশীলন করিয়া থাকেন।

বাহ্য, অভ্যন্তর—ইহার দুইটি সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
মনে নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

এই "সিদ্ধদেহ" কথাটি লইয়া অনুকরণপ্রিয় প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার বিকৃত ধারণা ও বিপত্তি ঘটিয়াছে। উপরি-উক্ত বাক্যকে বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ ভোগাসক্ত মনের কল্পনা বা আরোপাদিকে সিদ্ধ-দেহ মনে করিয়া লইতেছেন। এরূপ কল্পনার প্রশ্রয় দিবার অকৃত্রিম-সম্প্রদায়েরও উদয় হইয়াছে। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে দু'চার আনা খরচ করিলে সিদ্ধ-প্রণালী প্রদান করিবার অনেক গুরু (?) পাওয়া যায়। ইহারা কখনও অশিক্ষিত, কখনও বা অনুস্বার-বিসর্গের প্রাকৃত পাণ্ডিত্যে গর্ব্বিত। ইহারা আপনাদিগকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বা রাগানুগ বিচার-সহায়ক বলিয়া আত্ম-প্রকাশ করিলেও ইহারা কোন-না-কোনপ্রকার সম্ভোগ-বিচারপর অনর্থযুক্ত জীব। ব্রজমণ্ডলের (?) সর্ব্বত্রও এরূপ জাতীয় প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়, এমন কি, ধাতুপাত্রাদি-স্পর্শ-পরিত্যাগের প্রতিষ্ঠায় স্ফীত—বিরক্তব্রুব বা সিদ্ধব্রুব অনেক ব্যক্তিকে ঐরূপ অনর্থে প্রপীড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কতিপয়ের বিকৃত অর্থ করিয়া থাকে। ইহারা বলে যে, মানুষের ইচ্ছাই লোভ বা রুচির লক্ষণ। কিন্তু অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছার মধ্যে সম্ভোগের স্পৃহা যে বহুরূপিণী প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকে, ইহা তাহারা

ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ভোগপরক বা বিরক্তাভিমানী মন 'সিদ্ধদেহ' ভাবনা করিতে পারে না। নিজের কল্পনাবলে বা পুস্তকাদি দেখিয়া তাহা হইতে কোন আদর্শ অনুকরণ করিয়া কেহ সিদ্ধদেহ সৃষ্টি করিতে পারে না। কৃপানুগবর পরমভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের অনর্থের অপগমে স্বধাকালে নিখিল চেতনের সেবায় নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক স্বরূপ সাধকের সিদ্ধদেহরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বিবেকজ্ঞান বা বীকার সিদ্ধিতে এই নিত্যসিদ্ধ সিদ্ধদেহ গুরুপাদপদ্মের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখনই সাধক সেই সিদ্ধদেহের ভাবনার যোগ্যতা লাভ করেন এবং তাহে সাধকদেহে অনুক্ষণ শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবের শ্রীমুখে শ্রীনামপ্রভুর শ্রীনাম-গুণ-লীলাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হইয়া অনুক্ষণ অর্থাৎ অষ্টকালীন কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। সেইরূপ অবস্থায় সাধকের ব্রজ-সেবানুকূলি-ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য অনুভূতি থাকে না। কখনও সেই অনর্থমুক্ত সাধক গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে ভৌম ব্রজমণ্ডলে বাস করেন, কখনও বা ব্রজমণ্ডলের অভিন্ন-বসুজ্ঞানে গৌড়মণ্ডলে বাস করিয়াও ব্রজভূমির স্মৃতিতা ও উদ্দীপনার বিস্তার থাকেন, কখনও বা সাধারণের বাহ্য দৃষ্টিতে স্থূল শরীরে ব্রজবাস না করিলেও বিশুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণসেবাপর ব্রজভূমিতে বাস করিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। এই সময় তাঁহার কোনপ্রকার জড়ীয় রাগদ্বেষ বা ইতর বাসনার অস্তিত্ব থাকে না।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

আমের দুয়ার মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তব পূর্ণ কৃপা মানি॥

কৃপানুগবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন,—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

উপরিউক্ত দুইস্থানে যে শুদ্ধ মনের কথার উল্লেখ আছে এবং যে শুদ্ধমন বৃন্দাবনের সহিত অভিন্ন, তাহা অনর্থযুক্ত ব্যক্তির সংকল্প-বিকল্পাত্মক জড়-ভোগ ও জড়-ত্যাগ-ধর্ম্মপর অভিধাবরণে আবৃত চিদাভাস মন নহে। তাদৃশ মনে সিদ্ধদেহ ভাবনা করা যায় না। এই কথাটি প্রাকৃত-সহজিয়াগণের 'মেটে' মস্তকে প্রবেশ করে না। তাই তাহারা নগণ্য পঞ্চোপাসকের 'নাথকানাং হিতায়ৈব ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা'র ন্যায় সিদ্ধদেহ-কল্পনার চেষ্টা দেখাইয়া দ্বিতীয় প্রকার পৌত্তলিকতার আবাহন করিয়া থাকে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই সিদ্ধদেহ-প্রকাশের ক্রম আরও স্পষ্টতর ভাষায় জানাইয়াছেন—

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ শ্রীগুরুরূপেতে
শিক্ষা দিল মোর কাণে।
কান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল,
রতি পাবে নাম-গানে॥
কৃষ্ণনাম-রূপ- গুণ-গুচরিত,
পরম যতন করি'।
রসনা যাজনে করহ নিয়োগ
ক্রমবিধি অনুসরি'॥
ব্রজে করি' বাস রাগানুগ হঞা
স্মরণ-কীর্ত্তন কর।
এ নিখিল কাল করে যাপন
উপদেশ-সার ধর॥
হা রূপ গোঁসাই দয়া করি' কবে
দিবে দীনে ব্রজে বাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ
হইতে দাসের আশা॥
• • •
গুরুদেব! কবে মোর সেই দিন হ'বে?
মন স্থির করি' নির্জ্জনে বসিয়া
কৃষ্ণনাম গাব যবে।
সংসার-হুঙ্কার কাণে না পশিবে,
দেহ-রোগ দূরে যবে॥
• • •
নিষ্কপটে হেন দশা কবে হবে,
নিরন্তর নাম গাব।
আবেশে রহিয়া দেহযাত্রা করি'
তোমার করুণা পাব॥
• •

গৌড়-ব্রজবনে কেহ না দেখিব,
হইব ব্রজবাসী।
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সিদ্ধদেহ বা গোপীগর্ভে জন্ম-গ্রহণের স্বাভাবিক ক্রম বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় গৌর-ব্রজবনে ভোগ-বুদ্ধি-রহিত হইয়া ব্রজবাসী হইতে পারিলে তখন ধামের স্বরূপ নয়নে স্ফূর্তি-প্রাপ্ত হইবে এবং শ্রীরাধার দাস্য কিঙ্করীত্বে লোভ হইবে। ধামের স্বরূপ—

দেখিতে দেখিতে কৃপিব বা কবে
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব ব্রজপুর-শোভা
নিত্য চিদানন্দময়॥
বৃষভানুপুরে জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হবে।
ব্রজগোপীভাব, হইবে স্বভাব,
আনভাব না রহিবে॥
নিজ সিদ্ধদেহ, নিজ সিদ্ধনাম,
নিজরূপ, নবসম।
রাধাকৃপা-বলে লভিব বা কবে
কৃষ্ণপ্রেম-প্রকরণ॥

উপরি-উক্ত পদাবলী হইতে জানা যায় যে, 'সিদ্ধদেহ' বা অপ্রাকৃত ব্রজগোপীভাব চেতনবৃত্তির পূর্ণ নির্মলতা অর্থাৎ পূর্ণ সেবোন্মুখতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় এবং তাহা শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্নতনু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-বলেই লাভ হইয়া থাকে। ইতরভাব বিদূরিত হইয়া নিজসিদ্ধদেহের নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপীভাব স্বভাবরূপে প্রকটনই গোপীগর্ভে জন্মলাভ। তাহাই নিজসিদ্ধদেহ, সিদ্ধনাম ও সিদ্ধরূপ, সিদ্ধবসনাদি নিত্যসেবার বিবিধ পর্য্য-প্রাপ্তির ভূমিকা।

কেহ কেহ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাক্যের কদর্থ করিয়া গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণের তাৎপর্য্য বিপর্য্যয় করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই জন্মেই শ্রীগুরুকৃপাবলে গোপীগৃহে জন্মলাভ সম্ভব। যেমন ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও দ্বিতীয় সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ইহ জন্মেই দ্বিজ না হওয়া পর্য্যন্ত বেদপাঠে অধিকার হয় না অথবা যেমন বৈষ্ণবজন্মলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীশালগ্রাম-পূজায় অধিকার হয় না, তদ্রূপ ইতরজন্মে গোপীগৃহে জন্ম লাভ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় অধিকার-লাভ হয় না। অর্চ্চনমার্গে যেরূপ ভূতশুদ্ধি-লাভের পর অর্চ্চনাধিকার, অপ্রাকৃত ভাবমার্গেও তেমন ইতরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজগোপীভাব লাভ বা গোপীগৃহে জন্ম লাভ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের স্বাবসেবায় অধিকার-লাভ হয় না।

'গুপ্' ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। কৃষ্ণ নির্গুণ চেতনের নিত্যসিদ্ধ বৃত্তিকে সংরক্ষণ করেন বলিয়া অর্থাৎ চেতনের নিত্যসেবা-প্রবৃত্তির বিষয় হন বলিয়া তিনি গোপীনাথ এবং নির্গুণ চেতনের সেবাবৃত্তির বিগ্রহস্বরূপ গোপী। সেই গোপীর গর্ভে অর্থাৎ কৃষ্ণের একমাত্র সংরক্ষিত-সম্বন্ধরূপ সেবা-বৃত্তির অন্তরে জীবের চেতনবৃত্তি অবস্থিত না হইলে কেহ রাধামাধবের সেবার অধিকার পাইতে পারেন না।

"জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্ততে"—তর্কশ-নঙ্গননীর এই তর্কশ-বাক্য বুঝিতে না পারিয়া এক শ্রেণীর আর্ত্ত ও প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায় যেরূপ "তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুঃ" এই ভাগবতবাক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া শ্রীহরিনাম-গ্রহণ-কারীকে পিষ্ট-পেষণ-ন্যায়ের অধীন করাইবার ইচ্ছা করেন এবং হরিনাম আশ্রয়কারী পরম মুক্তপুরুষকে পুনরায় সংসারে জন্ম গ্রহণ করাইয়া তাঁহাকে দ্বিজ সংস্কারের অধিকারী করাইতে চাহেন; তদনুরূপ ভ্রম হইতেই 'স্থূল বা মর্ত্য গোপীগর্ভে জন্ম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত সিদ্ধদেহ লাভ হয় না'—কেহ কেহ শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাক্যের দোহাই দিয়া ঐরূপ বিপর্য্যস্ত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল ভজন-রহস্য সাধারণ পুস্তকে, সাধারণ বা অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিতে বুঝা যায় না। কৃপানুগ গুরু-পাদপদ্মেই এই সকল রহস্য সংরক্ষিত আছে।

সিদ্ধদেহ, সিদ্ধনাম, সিদ্ধরূপ প্রভৃতি অনর্থযুক্ত ব্যক্তি-মাত্রেরই লভ্য বা করায়ত্ত নহে। তাহা যে কোন গুরুরূপ বণিকের দোকান হইতে আগন্তুক দ্রব্যের বা কপটতার বিনিময়ে ক্রয় করা যায় না। সম্ভোগবাদী জীবের প্রচ্ছন্ন হিংসোদ্যত সম্ভোগেচ্ছা-দৌলোর বেশে সজ্জিত হইয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিলেই তাহা অনর্থনির্মুক্ত রাগানুগের রুচি নহে।

আমরা শুনিয়াছি, যখন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী প্রভু কুলিয়া-নবদ্বীপের ধর্ম্মশালায় কৃপা-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীল সুখানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট হইতে • • • গোস্বামী নামক এক ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট সিদ্ধপ্রণালী ও অষ্টকালীয় ভজন শিক্ষালাভের আশায় উক্ত ধর্ম্মশালায় আগমন করিয়াছিলেন। ভজনশিক্ষাকামী উক্ত গোঁসাইজী শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট সিদ্ধপ্রণালী পাইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে প্রথম দিন শ্রীল বাবাজি মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আজ আমার অবসর নাই।" দ্বিতীয় দিন উক্ত গোঁসাইজি আবার সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে বাবাজি মহারাজ ঠিক্ সেই কথাই বলিলেন। এইরূপ বহুবার উক্ত গোঁসাইজি বাবাজি মহারাজের নিকট সেই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেন, ততবারই বাবাজি মহারাজ বলিতেন, "আমার অবসর নাই, অবসর হইলে বলিব।" অবশেষে উক্ত গোঁসাইজি বিরক্ত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। যেদিন গোঁসাইজি চলিয়া গেলেন, সেইদিন রাত্রে বাবাজি মহারাজ নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন, —"একটা কাণাকড়ি হারাইলে তজ্জন্য যাহার প্রাণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে, এইরূপ অভ্যাসক ব্যক্তি 'সিদ্ধপ্রণালী' ও 'অষ্টকাল'-ভজন শিক্ষা করিতে আসিয়াছে! অষ্টকাল-ভজনের কথা পুস্তক দেখিয়া শিক্ষা (?) করিলেই বা সে কিরূপে 'সিদ্ধদেহ' পাইবে? **পুস্তক দেখিয়া কেহ 'সিদ্ধদেহ' নির্ম্মাণ করিতে পারে না।** হাটে বাজারে এই সকল কথা 'বানিয়ারা' (ধর্ম্মব্যবসায়িগণ) প্রকাশ করায় জগতের অত্যন্ত অপকার হইতেছে। ইহারা সিঁড়ি চাহিয়া লইয়া আমার কৃষ্ণের গোলোকের ছাদে উঠিবে (?) আর সেখানে পুরীষ উৎসর্গ করিবে! রাধাগোবিন্দের কুঞ্জসেবার নাম করিয়া ইহারা মূত্র মুদ্রিত করিবার ইচ্ছাই অন্তরে পোষণ করে! **ইঁচড়ে পাকা বালিয়া গুরু ও বালিয়া শিষ্যের মধ্যে আজকাল সিদ্ধপ্রণালী লইয়া যে ব্যবসা চলিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বনাশ হইতেছে।** তোমরা যদি মঙ্গল চাও, তবে সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে বসিয়া হরিনাম কর। নিজের মতলবে কিছু করিতে চাহিলেই কামপিশাচী ঘাড়ে চাপিবে। আমার কাছে কত লোকই ত' আসিল! সকলেই আমাকে ঠকাইতে আসে।"

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর এই সংসিদ্ধান্ত-পূর্ণ কথা শুনিয়া কোন কোন ইঁচড়েপাকা ধর্ম্মব্যবসায়ী প্রা • • • প্রভৃতি সহ্য হইতে পারেন নাই। কেন না, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু প্রেয়ঃকথা না বলিয়া অযুক্ত প্রেয়ঃকথা বলিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

> বাল্যকালে তুক তারে করে আত্মসমর্পণ।
> সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
> সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
> অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥
>
> —চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ (১৯২-১৯৩)

সর্ব্বাত্মসমর্পণ ও দিব্যজ্ঞানের সিদ্ধিতে এই অপ্রাকৃত-দেহ বা চিদানন্দময় সিদ্ধদেহের প্রকাশ হয়। **প্রাকৃত দেহ অপ্রাকৃত হয় না। জড় কখনও চিৎ হয় না;** পরন্তু স্বরূপদেহের প্রকাশ হইয়া থাকে। কেহ কেহ কুকুর-শৃগাল-তুল্য পুরুষদেহকে সখীদেহ বা সিদ্ধদেহ সাজাইবার প্রয়াস করিয়াছে। ইহারা 'সখীভেকি' নামে প্রচারিত। বস্তুতঃ জড়মানসদেহকে সিদ্ধদেহ সাজান' যেরূপ ভগবৎসেবার বিরুদ্ধবিচার, জড়স্থূলদেহকে 'সখী' সাজান' তদ্রূপই সেবাবিরুদ্ধ প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ। স্থূলদেহ বা সূক্ষ্মদেহের প্রাকৃত সজ্জা, প্রাকৃত আরোপ কখনও কৃষ্ণসেবার সিদ্ধদেহ নহে; বিশেষতঃ কুকুর-শৃগাল-তুল্য জড়পুরুষ বা জড়স্ত্রীদেহকে 'সখী' সাজাইবার পূর্ব্বে শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যাহারা শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্ত-ভাবধারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে লাভ করে নাই, তাহারা শ্রীল রঘুনাথের এই শ্লোকটি বুঝিতে পারে না।

> পাথোজয়োস্তব বিনা বরদাঙ্ঘ্রিযুগ্মে
> নাস্থৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
> সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
> দাস্যায় তে মম রমোঽস্তু রমোঽস্তু সত্যম্॥
>
> স্তবাবলী (বিলাপকুসুমাঞ্জলি ১৬শ শ্লোক)

হে ঈশ্বরি, তোমার পাদপদ্মযুগলের শ্রেষ্ঠ দাস ব্যতীত আমি কখনও অন্য কোন প্রার্থনা করি না। আমি তোমার সখীত্বও প্রার্থনা করি না। তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক এবং আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, একমাত্র তোমার দাসের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, আমার অনুরাগ হউক।

যাঁহারা প্রাকৃত পুরুষদেহকে বাহ্য বেষ ভূষা বাল সখীদের বা গোপীদের দাসানুদাস মনে করেন, তাঁহারা কেবল যে ভক্তকে 'চেতন', প্রাকৃতকে 'অপ্রাকৃত' বলিয়া জীবন অপরাধ ও অনর্থের প্রশ্রয় দিতেছেন তাহা নহে, তাঁহারা অহংগ্রহোপাসনা বা মায়াবাদরূপ ভীষণ অপরাধও আবাহন করিয়াছেন। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর বিচারানুসারে শ্রীরাধার দাসের সৌভাগ্যের জন্য অকপটে ব্যাকুল না হইয়া তাঁহারা স্বয়ং সখীত্বই (?) প্রার্থনা করিতেছেন! শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় ইহাকে 'অহংগ্রহোপাসনা' বলিয়াছেন। ঐ সকল চেষ্টায় ভক্তি দূরে থাকুক, ভক্তি লোপ করিবার চেষ্টাই পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীরাধাকুণ্ডের সংবাদ

গত ১০ই কার্ত্তিক (১৩৪২), ২৭শে অক্টোবর (১৯৩৫) রবিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌর-পার্ষদিত সেবায়েত গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়দাসী মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

গত ১০ই কার্ত্তিক শ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত ঢাকার শ্রীযুক্ত নৃপতি রঞ্জন সাহা মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার পরলোকগত পতির শ্রাদ্ধকর্ত্তা বৈষ্ণববিধানানুযায়ী আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ-বি-এল ও শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সম্পাদন করিয়াছেন।

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব গতকল্য (১৪ই নভেম্বর) হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডের উৎসব সমাপ্ত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ৭ই নভেম্বর দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন। ১০ই নভেম্বর হইতে সাধারণ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠের উৎসবান্তে শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়া তথায় শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ ও সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবেন।

আগামী ৪ঠা নভেম্বর শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণবিহারীমঠে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিবেন। তদুপলক্ষে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইবে।

গত ১১ই কার্ত্তিক শ্রীরাধাকুণ্ডে ব্রজবাসন্দ-সুখদকুঞ্জে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাবলেখার শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীরাধা-মাধব ও শ্রীগৌর-গদাধর এবং ও বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুষ্প-সমাধি-সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দিবস তথায় শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহামহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সম্পাদিত হইয়াছে।

গত ১২ই কার্ত্তিক মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ও মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে দিল্লী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়াছেন। ঐ দিবস শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত নিবেদনাথ রায়ভক্তি নি-ৎ, সহ কতিপয় ভক্ত শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে পর্য্যায়ক্রমে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হইয়া দর্শনার্থে কলিকাতা (Mixed) ঢাকা-শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে যাত্রা করেন।

প্রত্যহ প্রাতে শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম শ্রৌতী মহারাজ শ্রীব্রজস্থানস্থসুখদকুঞ্জের পট্টমন্দিরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে শ্রুতি ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে পণ্ডিত নন্দলাল বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতেন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাহার বিশদ বিবৃতি কীর্ত্তন করিতেন। ইহাতে কোন দিন শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, কোনদিন শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, কোনও দিন

যা শ্রীপাদ নেমি মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। আচার্য শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত ভরতের চট্টোপাধ্যায়, শ্রীস্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ রায় প্রভৃতি ভক্তগণ তর্জানুসারে মহাজন-পদাবলী কীর্তন করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ভক্তগণের ভজনের অনুকূলে প্রসাদাদি যথাস্থানে পরিবেশনের যাবতীয় সুব্যবস্থার নিয়ামকত্ব করিতেছেন। শ্রীপাদ যোগাশ্রম মহারাজ ভগবদ্ভক্ত ও হরিকথা শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতেছেন। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভাগবতকুলগণ ও অন্যান্যগত ব্যক্তিগণকে প্রসাদাদি-বিতরণে সদা সর্বদা সেবোৎসুক আছেন। শ্রীধর মহারাজের প্রাঞ্জল ভাগবত ব্যাখ্যা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইতেছে, তিনি সতত গুরুপাদপদ্মের সেবায় অতিনিবিষ্ট। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ ভক্তিশাস্ত্রী গোস্বামী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের বহুবিধ সেবা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-পূরণে কায়মনোবাক্যে আনুকূল্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সকল প্রচারক ও ভক্তই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-পূরণ-সেবায় নিযুক্ত আছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব

গত ১১ই কার্তিক, ২৮শে অক্টোবর সোমবার কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্বাদে এবং তদীয় মনোহভীষ্ট-সম্পাদক সেবকবর্গ মহামহোপদেশক আচার্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয়ের প্রাণময়ী সেবা-চেষ্টায় পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীগোবর্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহামহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছেন। তাঁহারই সেবা-প্রেরণায় উৎসাহিত হইয়া ভারতের বহুস্থান হইতে মঠের আশ্রিত ও অনুগত সেবকবৃন্দ অতিযত্নে সংগৃহীত বহুবিধ বিচিত্র নৈবেদ্য-সম্ভারে পূজা-মণ্ডপ পরিপূরিত করেন। অতি অল্পসময়ের মধ্যে স্থান-বিশেষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পূজোপকরণবৈচিত্র্য সমাহৃত হওয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের এক অপূর্ব মাহাত্ম্যের পরিচায়ক। শ্রীশ্রীল গুরুপাদ এবার স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শ্রীরাধাকৃতে শ্রীব্রজধামস্থ-সুখদকুঞ্জে অন্নকূট-মহোৎসব সম্পাদন করিতেছেন, সেই স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, তাঁহার নিজজনের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পূর্ব পূর্ব বৎসরের অপেক্ষাও বরং এবার আরও অধিক সেবানুকূলতার পরিচয়-প্রদানমুখে মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ সহস্রাধিক নৈবেদ্যবৈচিত্র্য-সম্ভারে অতিসুচারুরূপে শ্রীশ্রীগিরিরাজগোবর্ধনের ভোগবর্ধনের আয়োজন করেন। সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত সুসজ্জিত 'সারস্বত-শ্রবণ-সদন' নাটমন্দিরেই এই অন্নকূট সজ্জিত হয়। আরও আনন্দের বিষয়, এই দিবস পূর্বাহ্ণেই মহামহোপদেশক আচার্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে শ্রীমঠে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনে ভক্তগণের উৎসাহ আরও বিগুণরূপে বর্ধিত হয়। শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহ-পূজারাত্রিকাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইতেছিল। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারও অতিসুন্দর হইয়াছিল। পূর্বাহ্ণেই শ্রীশ্রবণ-সদনে শ্রীগিরিধারী ও গোপাল বিগ্রহ আনয়ন করিয়া তাঁহাদের নানাউপচারে পূজা হইতে লাগিল। পূজার প্রারম্ভে মহাজনপদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর নির্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপাল-প্রকটোপলক্ষে অন্নকূট-মহোৎসবের আয়োজন ব্যাখ্যা-সহ শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণাদেশে ইন্দ্র-পূজার্থ সংগৃহীত যাবতীয় উপকরণ-দ্বারা গিরিরাজ-গোবর্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও "অন্নাদ্যবস্ত্রিরলঙ্কারৈ হরিদাসবর্য্যৈ"-শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীগোবর্ধনের একান্তিক হরিদাসশ্রেষ্ঠত্ব ও স্বয়ংভগবদ্ভক্তিস্বরূপত্ব, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর শ্রীগোবর্ধন-শিলা-পূজাকালে তাঁহাতে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-দর্শনাদি বিষয় কীর্তন হইতে থাকে। এই বিষয় আবার শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হইয়াছিল। পাঠ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভোগারাত্রিক-কীর্তন আরম্ভ হয়। শ্রীমন্দিরে ও শ্রীশ্রবণ-সদনে একই সময় ভোগারাত্রিক হইতে থাকে। আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে বেলা প্রায় ১০।। ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-

গাড়ীবারান্দার অন্তরালে-মুখে ভোগমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সর্ব্বসাধারণের দর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়। এই সময় হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত জনস্রোত যেরূপ প্রবল হইতে প্রবলতর বেগে বর্দ্ধিত হইয়া অন্নকূট দর্শন ও অন্নকূটের কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইবার জন্য ব্যগ্রান্বিত হয়, তাহা এক অপূর্ব্বদর্শন—এক অভাবনীয় ও অবর্ণনীয় ব্যাপার। কর্তৃপক্ষ এই বিপুল জনস্রোতের মন্দিরে প্রবেশ, অন্নকূট-শোভা দর্শন, প্রসাদ-সম্মান ও বহির্গমনের বিশেষ সুব্যবস্থা করেন। স্ত্রী ও পুরুষ দর্শকগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ ও নির্গমন-পথ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বহুসম্ভ্রান্তিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রপরিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূটের এক কণিকা প্রসাদ-প্রাপ্তিতেই আপনাদিগকে মহাসৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিতেছিলেন। মঠসেবকগণের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সেবাচেষ্টা বর্ণন করিবার ভাষা নাই।

আমরা শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ, ঢাকা-শ্রীবান্ধব-গৌড়ীয়মঠ, পুরী-শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার দ্বাবতীয় মঠে সংকীর্ত্তন-মুখে বিপুল সমারোহে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবার সংবাদ পাইয়াছি।

লণ্ডন-বার্ত্তা

দি রাইট্ অনারেব্‌ল স্যর হার্ডিঞ্জ কে, জি; পি, সি, সি; জি, সি, এম, জি; জি, সি, এস্, আই; জি, সি, আই, ই; জি, সি, ভি, ও; আই, এস, ও মহোদয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের নিকট কিছুদিন পূর্ব্বে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

Dear Swami Bon,

I thank you for your letter and pamphlet which I have read with interest. I am now retiring in the country necessitated by advancing years. I wish your Mission all success.

Yours sincerely

Sd/—Hardinge Penshurst.

প্রিয় স্বামীজী,

আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত চিঠি ও পুস্তিকা-পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বার্দ্ধক্যহেতু কর্ম্মজগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এখন স্বদেশে বিশ্রাম করিতেছি। আমি আপনাদের মিশনের সর্ব্বতোভাবে সাফল্য প্রার্থনা করিতেছি। ইতি

স্বাঃ—হার্ডিঞ্জ পেন্সহার্ষ্ট

স্যর ফিলিপ সাস্থন, দি আণ্ডার সেক্রেটারী অফ ষ্টেট্ ফর এয়ার মহোদয় লণ্ডনস্থ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যের সাহায্যে বিশেষ যত্ন লইতেছেন। দি হোই, অনারেব্‌ল্ দি মার্কুইস্ অব্ কেটল্যাণ্ড মহোদয়ও লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর সভাপতিরূপে উক্ত মিশনের প্রচারকার্য্যে প্রচুর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন। স্যর ফিলিপ সাস্থন তাঁহার ৪৫ পার্কলেন, উয়েষ্ট, ওয়ান্ ভবনে আগামী ৭ই মার্চের অপরাহ্ণ ৩টার সময় 'হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ের উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা আছে। যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অন্যসময়ে 'হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে কিছু শুনিবার সুযোগ পান না, তাঁহাদিগকে এই সভায় আমন্ত্রণ করা হইবে। স্যর সাস্থনের এই আহ্বান এ দেশবাসী সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করিবে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজ 'ধর্ম্ম ও দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সভায় সকলকে মুগ্ধ করিবেন। তিনি ইতোমধ্যেই গৌড়ীয়-মিশনের বাণী সকলের নিকট পৌঁছাইয়া মিশনের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা আরও আশা করি যে, স্যর সাস্থনের মত উচ্চপদস্থ ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারে স্বামীজীকে আরও সুযোগ দিবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ বি, কে, বসু; ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি, লিট্; স্যর গণেশ ও লেডি বসু এবং তাঁহাদের কন্যাদ্বয়; মিঃ কে কে রায়, এম-এ; মিঃ এম্, এন্ সেন, এম্-এ, বি-এল; মিস্ সারা ডি লায়েন্সো ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন।

ডঃ হিউর্ মাকুলারসন্ কে-সি, আই-ই, সি-এস্-আই গৌড়ীয়-মিশনের একজন বিশেষ বন্ধু। তিনি স্বামীজীর প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করেন এবং স্বামীজীর প্রায় প্রত্যেক বক্তৃতাতেই যোগদান করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার 'নব বাড়ীতে স্বামীজীকে ধর্ম্মালোচনার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান ও বহুক্ষণ স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহাদের 'হিন্দু-দর্শন' ও 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা-সমূহ বুঝিবার মনোবিজ্ঞান-ঘটিত অসুবিধার (Psychological difficulties) কথা আলোচনা করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে বিশিষ্ট দর্শক

ঢাকা পগোজ-স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন বেদবর্ম্মা কার্য্যব্যপদেশার্থ মায়াপুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি একরাত্রি শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া নিরপেক্ষবাদী শ্রীধাম ভাস্করেশ ওড়ুলোমী মহাদেবের শ্রীচৈতন্যবিজয়ামৃত বাণ্যা শ্রবণ করেন। তৎপরে স্বামীজীর নিকট হইতে পরিচয় করেন। স্বামীজীর যুক্তিপূর্ণ বিচারযুক্ত উত্তর শুনিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হন।

গত ২২শে অক্টোবর প্রাতঃকালে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় কাব্যতীর্থ মহোদয় সস্ত্রীক এবং গত ২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যাকালে কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বনমালী মুখার্জ্জি পরিবারবর্গসহ শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীযোগাদ্যা মঠে বিরহোৎসব

গত ২৮শে অক্টোবর সোমবার শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাবাসরে মায়াপাচি শ্রীযোগাদ্যা-মঠে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি-পূজা কীর্ত্তন মুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীধাম বনবিহারী দাস অধিকারী মহোদয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জীবনী পাঠ এবং শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীবনমালী দাস অধিকারী শ্রীবিগ্রহের পূজার-সেবায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাকেশ দাস অধিকারী "নদীয়া-প্রকাশ" হইতে 'শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন।

হের্ আর্ণষ্ট্ জর্জ্জ সুল্‌ৎজের দ্বিতীয় পত্র

(ভারতাগমনের পূর্ব্বাহ্নে লিখিত)

ALL GLORY TO SRI GURU AND GAURANGA

Berlin, August 1935.

My Most Revered Divine Master,

Now I am writing for the last time from Germany. Baron von Koeth and I myself are very much anxious to be blessed by attaining the service of the Feet of Your Divine Grace. It was an awfully long time that I was separated from Bon Maharaj and I am very glad that he could spare time to manage to come with us. * Baron Koeth is trying his best to learn Bengali. I am sure that he will express his sincere thankfulness and gratitude to Your Divine Grace. * *

I am so glad that the day is near that I may meet the True Devotees in Spiritual India living there under Your Benign Guidance. Baron and I are well in the know of our being unworthy to serve the Devotees of the Devotees.' It is only on our absolute confidence on Your Grace that we can dare to hope to be once wholly attached to Your Divine Blessed Feet.

I have been greatly encouraged by Your Grace's last letter asking me to come to India, from which I could realise that you have graciously forgiven my trespasses and offences.

Looking very much forward to have the sight of the Devotees and especially to be blessed by Your Blessed Divine Feet, I beg to send these few lines for last time from the Continent.

Sd. Ernst George Schulze

নির্য্যাণ

গত ২৩শে আগষ্ট শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে ভক্তিকুটীতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীধাম জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী নামক জনৈক ভিক্ষুক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম স্মরণ করিতে করিতে নিত্যধামে প্রস্থান করেন। এই শুক্রবার তাঁহার ধামপ্রাপ্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে "প্রভুপাদ আমার ব্যবস্থা করিয়াছেন" এইরূপ কথা বলিতে বলিতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। ইনি প্রায় দশ বৎসর যাবৎ প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-সেবা করিয়াছেন। ইঁহার আদর্শ সেবা-পরায়ণতায় ও হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া পাটনার অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত অবধেশ্বরী প্রসাদজী প্রভুপাদের চরণাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইঁহার ন্যায় একজন অকৃত্রিম আদর্শ গুরুসেবকের অভাব আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৪২; ৯ই নভেম্বর, ১৯৩৫ | ১৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

দ্বাদশ দিবস—৩-৯-৩৫

মৎস্যাদীনত্ত সদৃশীরি জলধিঃ পৃষ্ঠে ভ্রমদ্ভূধরঃ
দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরঃ
ধ্যানে বিশ্বমদাদবর্ষিকুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥

সেই কোন এক পুরুষোত্তম বস্তুকে নমস্কার করি, যিনি স্বীয়-লীলা-বৈচিত্র্য-প্রদর্শন-কল্পে জলধিকে স্বীয় সত্ত্ব-সীমার লীন করিয়েছিলেন (মৎস্যাবতার), যাঁর পৃষ্ঠে ভ্রমমাণ ভূধর (কূর্ম্মাবতার), যাঁর দন্তে পৃথিবী (বরাহাবতার), যাঁর নখে হিরণ্যকশিপু বিলীন হ'য়েছেন (নৃসিংহাবতার), যাঁর পাদপদ্মে ধরা পৃথিবী বিলীন আছে ('ত্রেধা নিদধে পদম্' বিচারে বামনদেব), যাঁর ক্রোধে ক্ষত্রপ্রকৃতি ব্যক্তিসকল বিনষ্ট হ'য়েছিল (পরশুরামাবতার), যাঁর শরে দশানন রাবণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়েছিল (রামাবতার), যাঁ'র পাণিতে প্রলম্বাসুর নিহত হ'য়েছিল (শ্রীবলদেব), বিশ্ব যাঁ'র ধ্যানে বিলীন (বুদ্ধাবতার), আর যাঁ'র অসিতে অধার্ম্মিককুল বিনষ্ট হ'বে (কল্কি)। সেই মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের অবতারী ভগবান্‌কে নমস্কার করি। এই শ্লোকটি শ্রীজয়দেবের "বেদানুদ্ধরতে" শ্লোকের সঙ্গে একতাৎপর্য্যবিশিষ্ট।

কপটতা করার ফল বলদেবের দ্বারা প্রলম্বাসুর বধ হ'য়েছিল। যেমন বুদ্ধ তপস্যা, ধ্যান প্রভৃতি ক'রে সমগ্র বিশ্বের সমষ্টিসম্পন্ন হ'য়েছিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণের করুণা-মূর্ত্তির প্রকাশবিশেষ হ'য়ে লোকরুচির সামঞ্জস্যযোগে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হ'য়ে পশু-হিংসাদি বারণ দিয়েছিলেন, সেই

প্রকার স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব বসুদেব প্রেমভক্তিরূপে প্রকাশ ক'রেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে ধ্বংস ক'রেছিলেন, বরাহদেব পৃথিবী ধারণ ক'রেছিলেন, কূর্মদেব মন্দরপর্বততে পৃষ্ঠে ধারণ ক'রে অমৃত-মন্থন-জন্য সুখানুভূতিক্রমে নিদ্রালু হন, নৃসিংহদেব নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুকে সংহার ক'রেছিলেন। সেই দেবতাটি কৃষ্ণই, নিমিত্ত উপলক্ষে বিভিন্ন রস প্রকট ক'রে ভিন্ন ভিন্ন নৈমিত্তিক অবতারোচিত বৈভব-লীলা প্রকাশ ক'রেছেন। ব্রহ্মাবাসুর কর্তৃক অপহৃত বেদ জলধিগর্ভে নিমজ্জিত ছিলেন, মাছের আঁইসে জলধির জল শুকিয়ে গেল, তা'তে বেদ উদ্ধার হ'ল। সত্যব্রত রাজার সময়ে কতকালা নদীর ধারে দক্ষিণ দেশে বৎসাবতারের প্রকট-লীলা রাজাকে ওষধি ও মৌকা-যানে প্রলয় হইতে রক্ষা করেন। অর্থাৎ পর্ব প্রমুখ বিশ্ব জড়রসে নিমগ্ন ছিল, তা'কে পৃষ্ঠে ধারণ ক'রে দেবতারা তুলাদি দান ক'রেছেন।

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদনর্ঘমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
দ্বিস্রম্ভোন্নমিতাত্মতের্ঘসবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎসংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নির্যাপি বিশ্রাম্যতি॥
(ভাঃ ১২।১৩।১)

[পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল অতিভার মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণ-জনিত-সুখ-হেতু নিদ্রালু কূর্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরূপিণ সংস্কার-লেশ অদ্যাপি অনুবর্তনবশতঃ কোভক্ষণে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্তমান রহিয়াছে—কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না।]

ভাগবত ১২শ স্কন্ধের সেই বিচারে মন্দারস্থরূপ ভগবদ্ভক্তকে পৃষ্ঠে ধারণ ক'রেছিলেন। জগৎ আলাদা ছিল না, ভগবৎ-পৃষ্ঠে লীন হ'য়েছিল, বামনদেব ধ্যাবাপৃথিবীকে পদদ্বারা আক্রমণ, রামচন্দ্র রাবণকে শরদ্বারা আঘাত ক'রেছিলেন, আর কল্কি অধার্মিককুলকে অসিদ্বারা বিনাশ ক'রবেন। চা'র যুগে এই দশ অবতার। অবতারী—স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

এই বিচারে সেই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের কথা পাই। তা'তে বিশেষ রস মধুররসের বিচার পাই। 'তদন্তর্গত সকল রস। অন্য কোন লীলায় এই রসটি পাই না। বৎসল রসের বিচার কিছু কিছু পাই রামচন্দ্রে। যেমন দশরথ রাজা পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, কৌশল্যা প্রধানা মহিষী হ'লেও তিনি কৈকেয়ীর প্রতিজ্ঞা রক্ষণার্থ বাৎসল্য-রসসেবা হ'তেও ন্যূনাধিক বঞ্চিত হ'লেন; এখানে আপনারা বেশ বিচার ক'রে দেখ্‌বেন, নন্দের বাৎসল্য কি প্রকার। নন্দ স্বীয়নন্দন কৃষ্ণে কিরূপ আসক্তি ও সেবাপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। দশরথের রামসেবা আর বসুদেব-নন্দের কৃষ্ণসেবা এই দুইটির তুলনা ক'রলে দেখা যায়, দশরথ স্বীয় প্রতিজ্ঞা—নিজবাক্য-রক্ষণার্থ প্রিয়পুত্র স্বয়ং বিষ্ণু রামকে রাজ্য হ'তে অবসর দিয়ে বনে পাঠিয়েছিলেন—

যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতুর্নিদেশং
ত্রৈপত্ত চাপি শিরসা জগৃহে সভার্যঃ।
রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং
ত্যক্ত্বা যযৌ বনমসূনিব মুক্তসঙ্গঃ॥

কিন্তু নন্দ তা' করেন নাই। যখন অক্রূর কংসবধের জন্য কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গেলেন, সেই সময় নন্দ কৃষ্ণকে ফিরিয়ে নেবার জন্য কতই না যত্ন ক'রেছিলেন। কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় গিয়েছিলেন (পরবর্তী সময়ে শুম্ভবধকল্পে হইতে আগমন ব্যতীত আর ব্রজে আসেন নাই), নন্দ কৃষ্ণকে ব্রজে ফিরিয়ে আনার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হ'য়েছিলেন, কিন্তু দশরথ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হ'য়ে কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে রামকে বনে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য দশরথ রামের জন্য নিজ প্রাণ ত্যাগ ক'রেছিলেন বটে, কিন্তু বৎসল-রসের কি পরিমাণ ক্ষতি হ'ল, সাধুগণ বিচার করুন। নন্দের ও দশরথের বাৎসল্য আলোচনা ক'রলে দেখা যায়—দশরথ বিধিবাধ্য হ'য়ে রামকে সিংহাসন হ'তে অবতরণ করিয়ে বনে পাঠা'লেন, আর নন্দ ব্রজে বাৎসল্যরসে সর্বতোভাবে পুত্র-সেবায় রত ক'রলেন। তা'হ'লে রামচন্দ্রের উপাসনাকারী দশরথ রামসেবায় বিচলিত হন, কিন্তু নন্দের কৃষ্ণসেবায় আদৌ বিচলন দেখা যায় না। অনেকে মনে করেন, বৎসল-রসের ব্যাপার ত' রামচন্দ্রেও আছে, এখানে রসের বিচার আলোচ্য।

কৃষ্ণ বাৎসল্যরসের একমাত্র আশ্রয়। কেউ বলেন, রামই ত' কৃষ্ণ, তখন রামের উপাসনাতেই কাজ মিটবে; কিন্তু দেখুন, দণ্ডকারণ্যবাসী ষাট হাজার ঋষি

বহুকাল তপস্যা ক'রে রামের অপূর্ব রূপলাবণ্য ও অপরিসীম গুণগণ দর্শনে প্রোৎসাহান্বিত হ'য়ে যখন বিচার ক'রলেন, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষকে আলিঙ্গন করাই কর্তব্য—মধুররতি-বিশিষ্ট হ'য়ে তাঁ'কে পেতে পারলেই ভাল,—তদুত্তরে দম্ভসহকারে রামচন্দ্র রুক্ষ ব'লেছেন—'আমি একপত্নীব্রত, আমার দ্বিতীয়পত্নী গ্রহণের উপায় নাই, কেননা সীতা একপতিব্রতা।' সীতা রাবণের বক্ষ-মধ্যে প্রবিষ্টা হন নাই। শূর্পনখা প্রভৃতি যখন রামের নিকট সেই রকম বিচারে আগ্রহান্বিত হ'য়েছিল, তখন রামচন্দ্র তা'দিগকে স্বীকার করেন নাই, কেননা তাঁ'র (রামচন্দ্রের) একমাত্র পত্নী সীতা, সুতরাং দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণকে তাঁ'র প্রত্যাখ্যান ক'রতে হ'য়েছিল। তখন পুরুষশরীর তাপসগণ জন্মান্তরে স্ত্রীদেহ—গোপীগর্ভে জন্ম লাভ ক'রে কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ ক'রেছিলেন।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

যদি কোন আত্মা ঐ প্রকার বিচারে ভগবানের সঙ্গে মধুররতিতে আগ্রহান্বিত হন, তাঁ'র নিত্যা মুগ্ধ-প্রকৃতি উদিত হয় যে, ভগবান্‌ই একমাত্র পতি, তাঁ'কেই পাওয়া দরকার, তবে পুনরায় ফিরে গিয়ে গোপীগর্ভে নিত্য-জন্মলাভ ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্ম পেতে হ'বে,—তাপসদেহ বা অন্য কোন অনিত্য দেহে তাঁ'কে পাবার উপায় নাই। রামচন্দ্র সেই তাপসদেহকে গ্রহণ ক'রতে পারেন নাই। মধুর রতিতে এই যে চিত্র, সেই প্রকার বৎসলরতি-বিচারে যদি কেউ বলেন যে, দশরথ রামকে সেবা ক'রে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন—তা'তে বিচার এই,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্ত ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

অতএবগুলি লোক বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যস্ত, কেউ স্মৃতি-শাস্ত্র আলোচনায়, কেউ মহাভারত-শ্রবণে ব্যস্ত, এঁ'দের সকলেরই বিচার—'আমরা ভবার্ণবে ডুবে যাচ্ছি, এ হ'তে রক্ষা পাওয়া দরকার', কিন্তু শুদ্ধবাৎসল্যরসমিকের বিচার এই যে—আমি সেই নন্দেরই যখন করি, যাঁ'র অলিন্দে স্বয়ং পরব্রহ্ম হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি (ভবভয়ে ভীত হ'য়ে) বেদ, স্মৃতি, মহাভারতাদি শুনতে যা'ব না। সংসারকষ্ট থেকে নিবৃত্তির জন্য কেউ সাধনানিরত হ'ন, কেউ বা স্তুত্যাদির অনুশীলন করেন, তাঁ'রা নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে ভাগবতকথা শ্রোগয়ঙ্কর্ণে বিকৃতভাবে শ্রবণ করেন, কিন্তু তাঁ'দের উদ্দেশ্য—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ পর্য্যন্ত; পঞ্চমবর্গের কথা—একমাত্র ভগবান্‌ই প্রীত হউন, এই বিচারে তাঁ'দের চেষ্টা নাই। আমার সুবিধা হউক, আর ভগবানের কেবলমাত্র সুখ হউক এই বিচারদ্বয়ে বিশেষ পার্থক্য র'য়েছে। একজন ভক্ত, আর একজন অভক্ত। অভক্ত সর্বদা 'নিজের' সুবিধা খুঁজেন, 'আমি ধার্মিক সাধু হই, আমার কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হউক'—এই সমস্ত বিচার করেন। সূর্য্যের নিকট থেকে ধর্ম, গণেশের পূজা ক'রে অর্থ, শক্তির নিকট হ'তে কামনাপূর্ত্তি এবং রুদ্রের নিকট হ'তে মোক্ষ আদায় করাই তাঁ'দের বিচার। চা'র জনের নিকট থেকে আদায় কর্ত্তব্য, 'কন্তু তাঁ'দের সেব কি? না, কপটতা; যদি আদায়ের ব্যাঘাত হয়, তবে পূজা ছাড়ুন। কিন্তু বিষ্ণুপূজা সে রকম নয়, আমরা আদায় দেবার পরিবর্তে তিনিই আমাদের সর্বস্ব আদায় ক'রে নেবেন, তিনি কামদেব। অন্য দেবতার কাছে কেবল আদায় দেবার জন্য পূজার নামে কপটতা করা কামকামীর কার্য্য, কিন্তু ভক্তের কৃত্য কামদেব বিষ্ণুর কামনাই পরিতৃপ্ত করা। একজন সেব্যের সেবা দিলে হয় তাঁ'র জন্য ব্যস্ত, আর অপরে 'সেবক' নাম নিয়ে তাঁ'দের কল্পিত সেব্যের পকেটে হাত দেবার জন্য ব্যস্ত। শিবাদি-পূজায় ছলনা ক'রে কিছু আদায়ের চেষ্টামাত্র, কিন্তু "সেবপাত্রদেবতা ভক্তাঃ"—শ্লোকে ভগবান্ ব'লছেন—"এঁ'রা অবিধি অর্থাৎ অন্যায়পূর্ব্বক আমাকে চাকর ক'রে নিজেরা প্রভু হ'বেন, আমার কাছ থেকে কিছু আদায় ক'রবেন, কিন্তু আমি সেবারা, আমি আদায় নে'ব, তাঁদের দিয়ে সেবা করিয়ে নে'ব। আমার ভক্ত আবার আমা অপেক্ষাও চতুর," তাঁ'রা আমার সেবা ছাড়া আর কিছুই চায় না। আমি অভক্তকে আমার মূর্ত্তি দেখাই না, অন্য মূর্ত্তি প্রকট করি।" গুরুপাদপদ্মকে সেবা করেন ব'লে প্রভু নিজের মূর্ত্তি বদল করেন না, কিন্তু অভক্তের নিকট ভগবান্‌কে যাত্রাদলের সাজ পরার মত কাপড়-চোপড় প'রে অন্য দেবতার চেহারা ক'রতে হয়।

নারায়ণ, বিষ্ণু, মৎস্য, কূর্ম, বামন, নৃসিংহাদি সবই বিষ্ণুদেবতা, অন্যদেবতা—বিষ্ণু নহেন যাঁ'রা, তাঁ'দের কাছ থেকে আমরা কিছু না কিছু চাই,—যেন খাজাঞ্চী ক'রে রেখি, যেমন ব্যাঙ্কে টাকা রেখে

চেক্ কেটে টাকা বে'র ক'রে নিই, টাকা যাদের দিয়ে তা' আবার সুদ সমেত আদায় করি—সেই রকম আমাদের যে ভগবানকে নমস্কারাদি যাদের দেওয়া, তা'ও তাঁর থেকে কিছু আদায় ক'রে নেওয়ার কথি। 'দেহি দেহি, ধনং দেহি' প্রভৃতি 'দেহি' 'দেহি' ক'রে কোন প্রার্থনা ভগবানের কাছে নেই, তাঁর (ভগবানের) ভক্তবাৎসল্যবিচারে অনুযায়িত যা' আকাঙ্ক্ষা, তাই পূরণ করাই ভক্তের বিচার। অভক্তেরা ব'লছেন গণদেবতা ঈশ্বর। গ্রামকল্পে গণেশ-চতুর্থী গেল, বাংলাদেশে গণেশের পূজা খুবই কম, এখানে কেবল দোকান-ঘরে অর্থসিদ্ধির জন্য গণেশমূর্তি দেখা যায়, কিন্তু উৎকল দেশে ও বোম্বাই প্রভৃতি পাশ্চাত্য অঞ্চলে গণেশের পূজা খুব বেশী।

চা'র প্রকার দেবতার পূজার বিনিময়ে সেবককে সেবার জন্য নিত্যকাল সেবাই দিতে হয়, কিন্তু ভগবানের অরূপ সেবা সেবকের ইন্দ্রিয়তোষণ মাত্র। অন্য-দেবতা-পূজকের সেবা-চেষ্টা-প্রদর্শন কেবল ছলনামাত্র, বণিকের দোকানে জিনিষ কিনতে গেলে যেমন 'কেন কড়ি মাখ তেল' বিচার—সেইরকম। ধর্মাদি চতুর্বর্গকামী যখন মহাদেবের পূজা করেন, তখন মুক্তিকামী হ'য়ে 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' বলেন, তাঁর সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যা'ব—এই রকম বিচার করেন, ওঁকেই তাঁরা মঙ্গলপ্রাপ্তি ব'লে মনে করেন। মোক্ষকামীর—মুমুক্ষুর এই প্রকার চিন্তাস্রোত। মুমুক্ষা হ'তে আর তিন প্রকার (গণেশ, শক্তি, সূর্য্য) দেবতার পূজা। প্রার্থনার প্রার্থী আমরা, তাঁরা (দেবতারা) আমাদের সেবা ক'রেই খালাস। আমরা যেমন ব'লে থাকি 'আপনার কি সেবা ক'রতে পারি? আমার প্রতি কি আদেশ হয়? বলুন'—এই প্রকারে তাঁরা যেন আমাদের (প্রার্থীর) আদেশ-প্রতীক্ষায় থাকেন। ভগবদ্ভক্তের ঐ রকম কৈতবময়ী প্রার্থনা নাই। ভগবান্ কামদেবের প্রীতিই তাঁদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। পঞ্চোপাসনার প্রণালী ভাগবতে সম্পূর্ণ বিরত হ'য়েছে। পূর্ব্বে একমাত্র একক বিষ্ণু নারায়ণই ছিলেন—"একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ"—ব্রহ্মরুদ্রাদি ছিলেন না। তাঁ' (ভগবান্) থেকেই এই দুই মূর্ত্তি প্রকট হ'য়েছেন। ব্রহ্মার অনুগ্রহে জগৎ প্রকাশ এবং মহাদেবের দ্বারা বিনাশ হয়।

অন্যদেবতার পূজা ক'রতে হ'লে শালগ্রাম এনে তাঁদের প্রতিষ্ঠা ক'রতে হয়, কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য বিধান ক'রে থাকেন।

প্রোজ্ঝিতকৈতব না হ'লে ভক্তিরসলাভের সম্ভাবনা থাকে না। সেই রসবিচারে দেখতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণই একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, একমাত্র আকর্ষক। অন্যান্য অবতারগণ তাঁরই বিভিন্ন প্রকাশ। তিনি আত্মারাম-গণকেও আকর্ষণ ক'রে থাকেন, যাঁরা অন্যের ভোগে ও ত্যাগে প্রবৃত্ত থাকেন না, তাঁদের তিনি আকর্ষণ করেন।

যদি কোন ব্যক্তি বলেন, ভগবান্ আমার পতি হউন, তা' হ'লে রামের উপাসনা-দ্বারা তাহা হয় না, কৃষ্ণের উপাসনা ক'রতে হয়। যেমন অনূঢ়া গোপীগণ ব'লেছিলেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।

—দেবীর কাছে ইতর কামনা না ক'রে কৃষ্ণকামনার বিচার আমরা অনূঢ়া গোপীগণের চিত্তবৃত্তিতে লক্ষ্য করি। আমরা ঐরকম মহাদেবের পূজার পক্ষ ব'লে থাকি;—

বৃন্দাবনাবনিস্তে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিষুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

হে গোপেশ্বর, তুমি বৃন্দাবন নামক তুমির একমাত্র অধীশ্বর (ক্ষেত্রপাল) এবং উমার সহিত বর্ত্তমান, তোমার ললাটে চন্দ্রাকৃতি তিলক, সনক, সনন্দন, নারদাদি বৈষ্ণবগণ তোমার পূজা ক'রে থাকেন। ('বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বিচারে) তিনি একমাত্র ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসক ব'লে সনকাদি সাতজন তাঁর পূজা ক'রে থাকেন—(সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমারাদি সপ্তমূর্ত্তি)। ভগবানের পূজা ক'রতে হ'লে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-বিচারে সর্ব্বাগ্রে মহাদেবের পূজা ক'রতে হয়। বহির্ভাবগণ মহাদেবের পূজা ক'রতে পারে না, একমাত্র কৃষ্ণপুরুষই শুদ্ধভাবে তাঁর পূজা ক'রতে পারেন। সেই মহাদেব সর্ব্বক্ষণ রামনামগানে মত্ত, ভগবান্ ও মহাদেবের পূজা পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধিতে ক'রতে হয় না। সকল দেবতা ভগবানেরই আশ্রিত, তাঁর পূজা ক'রলেই সকল দেবতার পূজা হ'য়ে যায়। জীব যখন উপাধিমুক্ত হ'বে,

সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস হ'য়ে যাবে, তখন তাঁর দ্বারা নিত্যকাল কৃষ্ণ-উপাসনা হ'বে।

তা'হ'লে লোকে ব'লতে পারে যে, তবে কি কেবল বিষ্ণুর উপাসনাই হ'বে, অন্যান্য দেবতাগণ কি নষ্ট হ'য়ে যাবে? তা' নয়, সব দেবতা ভগবান্‌কে আশ্রয় ক'রেই র'য়েছেন, সকলেই ভগবানের আশ্রিত এবং সকলেই ভগবানের পাদপদ্মেরই উপাসনা করেন।

যথা—'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্'। বিষ্ণুপাদপদ্ম সেবা না করা পর্য্যন্ত আমাদের অপবিত্রতা থাকে, ভোগের ভাব আসে, সেটা স্বর্গাদিকামী লোকের কামনা। কিন্তু ভক্তগণ নিষ্কাম, তাঁরা কেবল কৃষ্ণসেবাই ক'রতে চান্, তার বিনিময়ে কিছু চা'ন না—

সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

ভক্তের পরবর্ত্তী সামান্য নয়, তাঁরা খুব প্রকাণ্ড ব্যক্তি। তাঁরা এখানকার কোন লোভে মুগ্ধ হন না, অন্যান্যগণ ভক্ত হ'বার ছলনায় যে বিটলেমি করে, সেটা ভক্তি নয়। চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণ-সেবা করার বুদ্ধি যাঁ'দের, তাঁ'রাই সেবক।

পরমনির্ম্মৎসর হ'য়ে উত্তমরূপের নিত্য সেবার সহায়তা করাই নিত্যা ভক্তি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাসনা থাকা কাল পর্য্যন্ত ভক্তি হয় না। ভক্তির চেহারা বটে, কিন্তু ভক্তির বিরুদ্ধ বিচার। তাঁরা চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ দিয়ে সর্ব্বদা বিষয়-ভোগে দিন কাটাচ্ছে, তাদের ভক্তির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই; তা'হ'লে শরীর থাকার প্রয়োজন কি ভজনে অযোগ্যতা আছে? তা' নয়, ইন্দ্রিয়ের যেরূপ অপব্যবহার হ'চ্ছে, তা' না ক'রে তা'র দিকটা পরিবর্ত্তন ক'রতে হ'বে। নাস্তিকই বলুন, অন্য দেবপূজকই বলুন, সকলেরই দর্শন ভিন্ন। চতুর্ব্বর্গাভিলাষীর দর্শন অন্যরূপ; তাঁরা ধর্ম্ম, অর্থ, কামের জন্য সূর্য্য, গণেশ ও শক্তির পূজা এবং মোক্ষের জন্য শিবের উপাসনা করেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টি অন্য প্রকার। পঞ্চোপাসনার মধ্যে সেবার নামে যে চতুরতা, তাঁ'দের গীতার গীতে 'যজন্তি অবিধি পূর্ব্বকম্' বিষয়টা জানা থাকলে ঐ প্রকার বিচার হ'ত না। সেবার নাম ক'রে চতুরতা ঠিক নয়। যেমন ঠাকুরঘরে চোর বিষ্ণুপূজা ক'রতে না ঢুকে বিষ্ণুপূজার উপকরণগুলি নিয়ে স'রে পড়ে, সেই প্রকার ভোগিসম্প্রদায়ের বিচার। ভোগের জন্য ভগবানের পূজা হয় না, ভগবান্ কেবল সেবা নেন্। প্রহ্লাদ ব'লেছেন—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহির্ত্তর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

যাঁ'রা মায়া-দ্বারা আবদ্ধ, ইন্দ্রিয়গণকে কেবল যেপে নেওয়া ধর্ম্মে নিযুক্ত রেখেছে, তাঁ'রা বিষ্ণুকে স্বার্থগতি ব'লে জানে না। যা' কৃষ্ণ নয়, সেইসকল বস্তু ভোগ কর্ব্বার জন্য ব্যস্ত। কৃষ্ণকে ভোগ করা যায় না। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না ক'রে তাঁ'রা দুরাশয়যুক্ত। দুষ্ট আশয়, অসতী বুদ্ধি নিয়ে অন্যাভিলাষে ভোগে নিযুক্ত। চক্ষু দিয়ে ছবি, সিনেমা দেখ্‌বে, রঙ্গালয়ে যাবে; কাণ দিয়ে গান শুনবে, কিংবা রাজা বাহাদুর, রায় বাগাদুর প্রভৃতি টাইটেল্ নিয়ে লোকের কথায় ব্যস্ত থাক্‌বে—এরকম ক'রে সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নয়, বাইরের দিকে অর্থচেষ্টা প্রয়োজন নয়, ওটা ভবঘুরের ব্যাপার। পৃথিবীতে যা' আছে, সেটার জন্য ব্যস্ত হওয়া দিল্লীর লাড্ডুর মত, 'যো খায়া সো পস্তায়া, যো নেহি খায়া সোভি পস্তায়া'। ভোগী ও ত্যাগীর বিচার ঠিক নয়, দু'য়েরই অসুবিধা আছে। দুরাশয় ছেড়ে সদাশয় হ'তে হবে, সৎ—বিষ্ণু, তাঁ'তে আশয়যুক্ত অর্থাৎ বিষ্ণুসেবার কামনা, তা' না হ'লে দুষ্টাশয়—বিষ্ণুর প্রভু হ'বার চেষ্টা। আমরা বাইরের প্রয়োজনকে আবশ্যকীয় করার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি, কেন হ'য়েছি,—অন্ধকে' গুরু ক'রেছি ব'লে। একজন অন্ধ যেমন অন্য অন্ধের হাত ধ'রে নিয়ে গেলে দু'জনেই খানায় পড়ে, সেইরূপ কর্ম্মিগুরু, জ্ঞানিগুরু, যোগিগুরু প্রভৃতি (বাস্তবিকই অন্ধ), কোন্ জিনিষটা দেখ্‌বে, কে দেখ্‌বে এ সমস্ত বিচার হয় না ব'লে অন্ধ।

তাঁ'রা ঈশতন্ত্রীতে বদ্ধ। ঈশতন্ত্রী—ঈশ্বরের তন্ত্রী—টানা ও প'ড়েন, দু'টো সূতা দিয়ে কাপড় বুনা হয়, ঐ রকম যেরূপ রজ্জুতে মানুষ বেশ ক'রে আষ্টেপিষ্টে বদ্ধ হ'য়ে অসুবিধায় ঢুকে প'ড়েছে, তা' থেকে অবসর পাওয়া দরকার। কৃষ্ণকে ভজন না ক'রে ঘরে ঢুক্‌তে যাচ্ছে, গৃহপতির সেবা না ক'রে গৃহপতি হ'য়ে প'ড়ে গৃহব্রত হ'চ্ছে।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

—পৃথিবীকেই গুরু বলা যায়, যাতে সংসারটা হয়। সমাবর্ত্তন ক'রে তা'তে ব্রত হ'য়ে প'ড়তে। কিন্তু ত্রিদণ্ডস্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ব'লেছেন—

স্ত্রীপুত্রাদি-কথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মনীষিমনসং ক্লেশং তপস্যাদয়ঃ।
জ্ঞানোন্মাদবিধিং জহুশ্চ মহতশ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিভূতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবাত্যসীদন্নরঃ॥

আমরা এজগতে রকম রকম রস পেয়ে গেছি। পণ্ডিতেরা কে কত পণ্ডিত, এই ল'য়ে বৃথা তর্কবিতর্ক ক'রে দিন কাটাচ্ছেন। গৃহব্রতগণ স্ত্রীপুত্রাদি কথায় বড় আনন্দলাভ ক'রছেন। "কতমো হি ভবেৎ পুমান্ সুখানন্দধরঃ" বিচার হ'য়েছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী এই প্রকারে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। যখন শ্রীচৈতন্যদেব ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার ক'রলেন, তখন ঐ সব জড়রস ছেড়ে গেল, ভক্তিরসই প্রবল হ'ল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য বিচার্য্য হ'লে অন্যান্য কর্ত্তব্য থাকে না। যাঁর যত পাণ্ডিত্য আছে, সব ছেড়ে দিলেন। মহামহা যোগীসকল সমাধিলাভের জন্য যমনিয়মাদি চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। হঠযোগ বা রাজযোগ-প্রণালী—কর্ম্ম বা জ্ঞানযোগ-কর্ম্ম সব ছেড়ে দিলেন। যা'দের যা' আত্মারা পদার্থ ব'লেছিল, যা'রা যে রস নিত্য ব'লে মনে ক'রেছিল—যেমন বিষ্ঠাখাদি, সে পূতিগন্ধের দিকে দৌড়'বে, সুগন্ধি ফুলের কাছে যা'বে না; কতকগুলি লোক রাজসিকী, কতকগুলি তামসিকী, কতকগুলি সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হ'য়ে জড়সম্ভোগে প্রমত্ত হ'য়ে শান্তিতে বাস ক'রবার জন্য চেষ্টা ক'রছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যখন কৃষ্ণভক্তিরস প্রচার ক'রলেন, তখন ঘা'র যেটাতে রসবোধ হ'চ্ছিল, সব রস কেটে গেল। জড়রসভোগী ও ত্যাগীর যথাক্রমে (জড়) রসগাহিতা ও রসরাহিত্য-বিচার। কিন্তু ভক্তিরস ভোগীরও নয়, ত্যাগীরও নয়। ভোগী ও ত্যাগীর বিচার, আর ভগবৎসেবারসের বিচার এক নহে। অন্বয়ভাবে দেখ্‌তে গেলে দুইটিতে সাদৃশ্য দেখে প্রথমমুখে এক মনে হয় বটে, কিন্তু ব্যতিরেকভাবে দেখ্‌তে গেলে উহা এক নয়, সম্পূর্ণ পৃথক্—আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। বিবর্ত্তবাদীর বিচার ও মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার কখনই এক হ'তে পারে না।

ভক্তিরস কত রকম? শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ মুখ্য রস। জড়রসপ্রিয়—জড়রসরসিক আমরা জড়-কামারসাস্বাদী হ'য়ে এ সংসারের ক্ষণভঙ্গুর রসাস্বাদনে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি, নিত্যরসাস্বাদনে আমাদের ব্যস্ততা নাই। সেইজন্য আমাদের সংসার। সংসারে এই পাঁচ প্রকার রস আছে; কিন্তু তা' হেয় অনুপাদেয় বা বিকৃতভাবে। বৈকুণ্ঠে আড়াইটি রস গৌরব ভাবে আছে, আর আড়াইটি এদেশে থাকবার জন্য ব্যস্ত। পাঁচ প্রকার রস গোলোকে কৃষ্ণপাদপদ্মে পরিপূর্ণরূপে আছে, সেই পাঁচের অনুগত বহু রস অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত। যাঁরা ইহজগৎ হ'তে বৈকুণ্ঠ দেখ্‌তে যাচ্ছেন, তাঁরা বৈকুণ্ঠে আড়াইটি (শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ) রস দেখে ব'লেছেন—আড়াইটি আমাদের কাছে থাকুক আর আড়াইটা নারায়ণের সেবায় থাকুক। কিন্তু কৃষ্ণরসরসিক বলেন, সমস্ত রতি কৃষ্ণকে দিতে হ'বে। (অনন্যকোটি কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় উৎসর্গীকৃত করিয়া সর্ব্বপ্রকার রস-দ্বারা সেই রসময় রসিকশেখর কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় বিচার না আসিলে ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার থাকিয়া যাইবে, সুতরাং শুদ্ধভক্তিবিচার হইতে তৎপরিমাণে পৃথক্ থাকিতে হইবে।)

পূর্ব্বেই ব'লেছি—জড়জগৎ চিজ্জগতের বিপরীত দর্পণ। ভোগীর রস ভোগ্যপদার্থ-সহ সংযুক্ত। সেই ক্ষণভঙ্গুর ভোগ্যপদার্থে সচ্চিদানন্দরস নাই। আত্মার কেবল চিন্ময় বর্ত্তমান জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্বে চিন্ময়। জড়জগতের ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে ত্রিপুটি—তিনপ্রকার অমঙ্গলের কথা আছে, তা' হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। সচ্চিদানন্দ আলোচ্য হ'লে ভগত্রয়ের হাত থেকে মুক্ত হ'ব, নতুবা এই ভগ নিয়ে সেখানে লাগাতে যাব। বিষ্ণু নিত্য সৎ, নিত্য চিৎ ও নিত্য আনন্দময় বস্তু; আমরা আত্মানাত্মবিবেকহীন হ'য়ে যেমন 'দেহ-দেহী'তে ভেদ বিচার করি, সচ্চিদানন্দ ভগবানে তাদৃশ ভেদ-বিচার নাই। এই বিচার না হ'লে ভক্তিরসের উদয় হ'চ্ছে না, তা' না হ'লে ভগবদ্দর্শনলব্ধিও সুদূরপরাহত।

যদি বলেন, আপনারা বেদমুখে ভজনীয় পদার্থ-বিচারে বিষ্ণুর দশাবতারের কথা ব'লছেন, অন্যদেবতার কথা ব'লছেন না। তাতে শ্রীভগবান্ গীতায় "যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ" এই গানটি শুনাচ্ছেন। "অন্যদেবতাধিয়ঃ" আর

"অনন্যা ধীরতে"—এই দুইটি বিচার আছে, এর প্রথমটি ভক্তি, দ্বিতীয়টি অভক্তি। একটি ধাপ নেওয়ার বিচার, আর একটিতে মেপে নেওয়ার বিচার। মেপে নেওয়া ধর্ম্মে আবদ্ধ যা'রা, তাদের কথা। মুক্তপুরুষের ভক্তের কি কথা আছে, আলোচনার নামই যুক্তি; আমাদের কথা দিয়ে কৃষ্ণকে না মেপে কৃষ্ণের কথা দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের বিচারই মুক্তপুরুষের বিচার।

শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—"মোক্ষং বিক্রীণতে।" মুক্তি হ'লেই ভক্তি আরম্ভ হ'বে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ব'লেছেন—

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্তঃ।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

হে হরিনাম প্রভো, হে বৈকুণ্ঠনাম, হে মুক্তকুলোপাস্য, আপনাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করি। বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণে সমস্ত অঘ দূরীভূত হয়, সূর্য্য প্রবল হ'লে যেমন আকাশের কুজ্ঝটিকা সমস্তই কেটে যায়, তেম্‌নি মুক্তপুরুষের উচ্চারিত নাম শ্রবণ ক'রে উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে সমস্ত অন্ধকার দূর হ'য়ে আলো হ'য়ে যায়।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

'অঘ' অর্থাৎ পাপ, অশেষ পাপ জিনিষটা—সেই বৈকুণ্ঠবস্তু নামটি এসে গেলে কেটে যায়। কিন্তু তাঁকে দেখে নিয়ে আমাদের মলিনতা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে সচ্চিদানন্দ—বাস্তব সত্যবস্তুর অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে অসৎ, অচিৎ, অনিত্যানন্দপ্রধান সত্যাভাসের অনুসন্ধান হ'য়ে যা'বে—রজঃসত্ত্বতমোগুণময়ী আপেক্ষিকতা-চালিত হ'য়ে দুর্গতিই বরণ ক'রব।

ভক্তিকে সাধারণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও মিশ্রভাবে বিচার করবার যে দুর্গতি, তা' থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য স্বয়ং ভগবান্‌ই ব'লছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

এত কথা বল্‌বার দরকার হ'চ্ছে? একদিকে ভক্তি, অপর দিকে অভক্তির বিচার। কৃষ্ণ ও ভক্তের মধ্যস্থলে ভক্তিরসটি বর্ত্তমান। ভক্ত ভক্তিরসযুক্ত হ'য়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন। ভজনীয় বিচারে কৃষ্ণই পূর্ণ—সর্ব্বোত্তম, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি।

আমাদের রস-বিচার হ'চ্ছিল। 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্'—এই প্রয়োজন-প্রেমে-বিচারে আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন-বিচার আছে। এতে রস ব'লে একটি জিনিষ আছে। নির্ব্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানে রস শুকিয়ে গেছে। কিন্তু বেদ ব'লছেন—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

চিন্ময় রসের বিচার না থাক্‌লে জড়রস এসে যাবে। কাল্পনিক রসে রসরাহিত্য। জড়রস শুকিয়ে ফেল্‌তে হ'বে, এটা ঠিক—যেমন "স্ত্রীপুত্রাদিকথাঃ ত্বয়ি শ্রবিষ্যতি" ইত্যাদি; কিন্তু ভক্তিযোগে যতক্ষণ রস উৎপন্ন না হ'চ্ছে, ততক্ষণ আমরা জড়রসসাহিত্য ও জড়রসরাহিত্য মধ্যেই আছি। কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র জিনিষ। শান্তভাবে নিরপেক্ষ ভাব; তিনি সেবা নিলে সেবা ক'রব, আমার চেষ্টা তাঁর অনুগ্রহ-লাভেচ্ছে ফলবতী হ'বে। দাস্যরসে তিনি সেবা নিলে আমি সেবা ক'রে আনন্দ পাব। সখ্যরস—প্রেয়োরস, এতে আমার ভাল লাগে থাকে, যার আমাকে ভাল লাগে—এই ভাব। বাৎসল্যরসে আমি যাকে স্নেহ করি—যেমন পিতা-মাতার সহিত পুত্রকন্যা। এর পর মধুররতি, তা'তে স্ত্রী-পুরুষের যে রস। এইটি সাধারণ লোকে বুঝ্‌তে পারে না। তারা মনে করে কৃষ্ণলীলা বুঝি তা'দেরই ন্যায় সাংসারিক ব্যভিচারপূর্ণ; তা নয়। সংসারের যাবতীয় ব্যভিচার অত্যন্ত হেয়ভাবপূর্ণ; সেই সব সর্ব্বপ্রকার হেয়তা বর্জ্জিত হ'য়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—পরমোপাদেয়রূপে কৃষ্ণলীলাকে দেখান' হ'য়েছে। কৃষ্ণে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল art। Posingটা not to be considered as indecent. সেইজন্য মহাকবি জয়দেব ব'লেছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।

জয়দেবের বাণী শ্রবণ কর, যদি রসময় হরিতে প্রীতি থাকে, তাঁর রসবিচিত্রতা জান্‌বার দরকার থাকে, হরি-লীলায় স্পৃহা থাকে, তবে জয়দেবকবির মধুরকোমলকান্ত-পদাবলী—অষ্টপদী গীত শ্রবণ কর।

ভগবানের যতগুলি প্রকাশমূর্ত্তি আছেন, তাঁ'দের কথা আলোচিত হ'ক। অন্যদেবতার কথা নয়, তাঁ'রা মায়াদাস, আর ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্র। অন্যদেবতায় যুযোস

পরা'লে বাইরে গুরুদেবতারূপে অন্যলোকের চাকরী করান'র বিচার হয়। ভগবানের সেবা করা দরকার, তা'কে দিয়ে চাকরী করান'কে ভক্তি বলে না। বর্ত্তমানে মনুষ্য-জাতির বুদ্ধি হ'য়েছে, ভগবান্‌কে দিয়ে তা'দের সেবা করিয়ে নেবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে সুবিধার কথা ব'লেছেন—চব্বিশ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন কর—কৃষ্ণভজন কর, তা' বিশেষরূপে আলোচনা দরকার। আগে থেকে আলোচনা না থাক্‌লে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যবহার কি ক'রে হ'বে? শেষে হয় ত' নির্ব্বিশেষবিচারই বলে ক'রে ব'সবো। চৈতন্যদেব লোকের বুদ্ধিকে শোধন ক'রবার জন্য এই সকল কথা ব'লেছেন, তা' আমরা ভাগবত আলোচনা না ক'রলে বুঝ্‌তে পারবো না। চৈতন্যদেবের কথা প্রতি পদে পদে আলোচনা না ক'রলেই অসুবিধায় প'ড়তে হ'বে। জগতের সমস্ত বুদ্ধিমান্ লোক চৈতন্যদেবের কথা বিচার করুন।—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

কুঞ্জেরা

নবীন আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীরাধাকুণ্ডে ঊর্জ্জব্রত পালনকালে 'কুঞ্জেরা'-নামক কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। উপদেষ্টা শ্রীপাদ শিবরাত্রব্রতী-ব্রাহ্মণবিগ্রহ-দাস বিদ্যারত্ন প্রভু ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নবদ্বীপ কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি-এ মহাশয়ের একাদশবর্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ দাস ব্রহ্মচারীর সহিত গত ২৯শে অক্টোবর অপরাহ্ণে আমরা কুঞ্জেরা দর্শনে গমন করিয়াছিলাম।

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে পশ্চিম-উত্তরকোণে প্রায় দুই মাইল দূরে কুঞ্জেরা গ্রাম। মাল্যহারকুণ্ড ও শ্রীকুণ্ডের প্রাচীন শ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীবিগ্রহের যে বাগান আছে, তন্মধ্যবর্ত্তী কাঁচা পথ দিয়া এবং কাশবনের 'পাগ্‌ডণ্ডী'র (পাগের রাস্তা) মধ্য দিয়া প্রায় অর্দ্ধমাইল অতিক্রম করিলে গভর্ণমেণ্টের জলসেচন-বিভাগের নহর অর্থাৎ জলপ্রবাহের শুষ্ক খাত পাওয়া যায়। তাহার তীরে তীরে প্রায় দেড়মাইল অগ্রসর হইলে কুঞ্জেরা গ্রাম পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, শ্রীরাধাকুণ্ডের কুঞ্জসমূহের সীমা এখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'কুঞ্জেরা' হইয়াছে; যথা ভক্তিরত্নাকরে,—

এই কুঞ্জে নবগ্রাম দেখহ অগ্রেতে।
শ্রীকুণ্ডের কুঞ্জসীমা হয় এথা হৈতে॥
এবে লোক কহয়ে কুঞ্জেরা নামে গ্রাম।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপাম॥ (৫ম-তরঙ্গ)

আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—এখানে শ্রীরাধিকা ললিতাদি অষ্টসখীর সহিত কুঞ্জর অর্থাৎ হস্তীর আকার ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তদুপরি আরোহণ করাইয়াছিলেন। এই লীলা 'নরনারীকুঞ্জর-লীলা' নামে অভিহিত। শ্রীকৃষ্ণ পরাধিকা সখীগণের কৌশল-বর্ণনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সেই নরনারীকুঞ্জরকে 'কুঞ্জররাজ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। তদনুসারে সেই স্থানের নাম কুঞ্জররাজ এবং তাহার অপভ্রংশ-শব্দ 'কুঞ্জরা' বা 'কুঞ্জেরা' হইয়াছে।

কুঞ্জেরা গ্রামে দাউজী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ বলিয়া থাকেন,—এই শ্রীমূর্ত্তি বজ্রনাভের স্থাপিত। সেবকগণের মধ্যে বর্ত্তমান দ্বিভুজাকার শ্রীবলদেব শ্রীমূর্ত্তি—কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী। পূর্ব্বে যে মন্দিরে এই শ্রীমূর্ত্তি ছিলেন, সেই পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বেই দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান মন্দির বিশেষ পুরাতন নহে বলিয়া মনে হয়। নূতন মন্দিরটি প্রস্তরের নির্ম্মিত একটি গৃহ এবং তৎসম্মুখে বারান্দা বা রঙ্গমোহন। মন্দিরে কোন গম্বুজ বা চূড়া নাই। দাউজীর মন্দির একটি অনুচ্চ দীর্ঘিকা বা কুণ্ডের তীরে অবস্থিত, তাহা 'ক্ষীরসাগর' নামে পরিচিত। মন্দিরের সেবায়েত একজন ব্রজবাসী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। তিনি আপনাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিলেন। ব্রাহ্মণটি খুব সরল ও অমায়িক। ইনি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন; কিন্তু নিজ গুরুদেবের নাম বলিতে পারিলেন না। সেবায়েত

ব্রাহ্মণটির নাম—মতিরাম। তিনি প্রায় সত্তর বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ। তাঁহার পিতা দেবকীনন্দন ও পিতামহ জীবনদাস এই ঘাউলীর সেবায়েত ছিলেন। মতিরামের দুই পুত্র—পুরুষোত্তম ও গ্যাসিরাম।

সেবার জন্য কি বন্দোবস্ত আছে, জিজ্ঞাসা করিলে সেবক মতিরাম জানাইলেন যে, যদিও প্রায় ৪।৫ বিঘা জমি আছে, তথাপি তাহা হইতে বিশেষ কিছু ফসল উৎপন্ন হয় না। তিনি বাড়ি হইতে আটা ভিক্ষা করিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়া থাকেন।

ক্ষীরসাগরের তীরের একদিকে ক্ষুদ্র গম্বুজাকার একটি প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ এবং অপর দিকে আর একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ আছে। শুনা গেল,—ঐ স্থানে দুই জন নবাগত বাঙ্গালী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নামে পরিচিত ব্যক্তি ভজনপ্রয়াসী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের নাম জানিতে চাহিলে এক ব্যক্তি বলিলেন যে, নবাগত ব্যক্তিদ্বয়ের এখনও নামকরণ হয় নাই। তদ্বিপরীত দিকে অবস্থিত গৃহ বা সমাধি-মন্দিরে বিহারী দাস নামক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পরিচয়-প্রদানকারী এক ব্যক্তি বাস করেন। তাঁহার নিকট হইতে জানা গেল যে, সেই স্থানে অবস্থিত দুইটি সমাধি-মধ্যে একটি কাল্নার ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য গৌরচরণ দাসের সমাধি এবং তৎপার্শ্বে অবস্থিত দ্বিতীয়টি গৌরচরণ দাসের শিষ্য গোপালদাসের সমাধি। বিহারীদাস গোপাল দাসের শিষ্য। কলিকাতার পথবাসী সূর্য্যকুমার কারকরমা উক্ত গৌরচরণ দাসের শিষ্য ছিলেন। তিনিই ঐ সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে কারকরমা মহাশয় ৺ করিয়া মাসিক সাহায্য করিতেন, এখন সে সাহায্য পাওয়া যায় না, শুনা গেল। উক্ত সমাধি মন্দিরের বারান্দায় একটি চিত্রে পূর্ব্বোক্ত নয়নারীকুঞ্জর অঙ্কিত আছে। অষ্টসখী এবং শ্রীমতী রাধিকা প্রত্যেকে এমন করিয়া অবস্থান করিয়াছেন যে, যেন যোষতে হাতীর মত আকার হইয়াছে, তাহার উপর শ্রীকৃষ্ণ মাহুত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন এবং পার্শ্বে শ্রীমতী পুরুষভাবে আরোহীরূপে আছেন।

কুঞ্জেরা গ্রামের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের কুটীর শ্রীরাধামাধবের মন্দির বলিয়া পরিচিত। এখানে শ্রীরাধামাধব-বিগ্রহ প্রকাশিত ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে কেবল শ্রীরাধারাণী আছেন। কোন কারণে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বর্ত্তমানে প্রকাশিত নাই। দুর্দ্দম নামক এক ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ ইহার সেবাইত। তিনি আপনাকে বল্লভ-সম্প্রদায়ের বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং জানাইলেন যে, নন্দগ্রাম হইতে ব্রজ মহারাজ কৃষ্ণেরা গ্রামে আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

গ্রামে প্রবেশের মুখে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বিরহ অট্টালিকা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জানা গেল, ঐ অট্টালিকাটি কুঞ্জেরা গ্রামের অন্যতম জমিদার গোবর্দ্ধন সিংহের ছিল। গোবর্দ্ধন সিং ও সোবরণ সিং কুঞ্জেরা গ্রামের জমিদার। গত ১০ই অক্টোবর—যেদিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকুরারিকাশী মঠের শ্রীমন্দিরের কার্য্য আরম্ভ করাইবার জন্য মঠের ভূমির প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় কুঞ্জেরা গ্রামের জমিদার গোবর্দ্ধন সিং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ কুরুবিলাসী মঠের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া আচার্য্য-বন্দনা করিয়াছিলেন। আমরা যখন কুঞ্জেরা গ্রামে গোবর্দ্ধনজীর অট্টালিকায় উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ সিংহের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদিগকে বাঙ্গালী জানিয়া উক্ত অট্টালিকায় অবস্থিত গৌরদাস-নামক অল্পবয়স্ক একজন গৌড়ীয়বৈষ্ণব-নামে পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তির নিকট লইয়া গেলেন। গৌরদাস আপনাকে তথায় নবাগত এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমের অন্তর্গত নবদ্বীপের কোন ব্যক্তির শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন। উক্ত গৌরদাস মাধুকরী করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বাসস্থানের সংলগ্ন কোন ব্রজবাসী গৃহস্থের বাটীতেই ভোজনাদি করেন। তিনি বলিলেন,—ব্রজবাসী তাঁহাকে ভালবাসেন বলিয়া মাধুকরী করিতে দেন না।

কুঞ্জেরা গ্রাম বেশ নির্জ্জন-স্থান এবং প্রকৃত ভজনকারীর ভজনের অনুকূল। কিন্তু কপট ও অর্থাভিলাষী অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ভজনের পরিবর্ত্তে নানাপ্রকার বিঘ্নেরই যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অনর্থযুক্ত অপক্ক সাধকগণ অনুক্ষণ নিয়ামক শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তন শ্রবণ ও তাঁহার সন্ধানে বাস না করিয়া নির্জ্জনতা-ভোগের প্রলুব্ধ অভিনয়ে

যে তজনের আনুকরণিক চেষ্টা প্রদর্শন করে, তাহারা তাহাদের সমূহ অমঙ্গলই হইয়া থাকে। তন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃত-সহজিয়া, গৌরবাদী, সখীভেকী, বর্ণাশ্রমবাদী নামাপরাধী, পাষণ্ডী সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে বহু ব্যক্তি তজনের অভিনয় করিতেছে। বলিতে ঘৃণা ও লজ্জা বোধ হয়,—কতকজন প্রত্যক্ষদর্শী আমাদিগকে মুখে জানাইয়াছেন যে, শ্রীধামাদি প্রভৃতি স্থানে নির্জ্জন-তজনানন্দীর মধ্যে এমন ব্যক্তিগণও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যাহারা অবৈধ লাম্পট্যের চৌর্যের অনুসন্ধানে অনুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কেহ কেহ এমনও জানাইয়াছেন যে, অল্পবয়স্কা মহিলা বা বিধবা পরিষদ্যে গমনকালে কোন কোন নির্জ্জন-তজনানন্দী ঐ সকল বস্তুতে তত্ত্বসন্ধিগ্ধানা বা প্রশ্নোত্তরি-প্রদানের ছলে তাঁহাদের হস্তে প্রেমপত্র, দশ টাকা, পাঁচটাকার নোট প্রভৃতি প্রদান করিয়া কৌশলে পাষণ্ডীর প্রেম যাচ্ঞা করিয়া থাকে। অনাথা অবলা, বিশেষতঃ যদি দরিদ্রা বা দুর্ব্বলচিত্তবৃত্তিবিশিষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ সকল প্রলোভনে অতি সহজেই প্রলুব্ধ হইয়া পড়ে। নির্জ্জন-তজনের ছলনা বা পরমহংসের বেষ গ্রহণ করিয়া এবং পাষণ্ডীর ছল করিয়াও এই সকল অনর্থের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া এক শ্রেণীর নৈতিক ব্যক্তি নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি পর্য্যন্ত বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন। সুতরাং ঐ সকল আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় কেবল যে নিজেকে নরকে পাঠিত করিতেছে বা তাহাদের কবলিত কতকজনের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু তাহারা জগতে শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের পক্ষে প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ লোক ঐ সকল ব্যক্তির আদর্শ দেখিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতে ব্যভিচার ও লাম্পট্যের ধর্ম্মই ভাবিয়া লইতেছেন। সুতরাং হেরূপ ধর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া হরিসেবাদীন জাগতিক উপকার বা নাস্তিক্যধর্ম্মগুলি আধুনিক বাজারে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক পরমধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য শ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী প্রভু হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা বলিতেন,—"আমার নিকট বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর, কৃত্রিমভাবে লীলা-স্মরণাদি করিতে গেলে অনর্থের ভূত ও মায়াপিশাচী আরও জাল করিয়া তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে।" তিনি আরও বলিতেন "আজকাল লোকগুলি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে মুখ ভ্যাংচাইবার জন্য 'ভেক' লইবার অভিনয় করে; ইহারা ভেক ত নেয় না, 'বেড়' লাগিয়া থাকে, বেড়ের ন্যায় মায়ার তোলাচল ঘুরিতে ঘুরিতে লম্ফঝম্প ভাববিকার প্রভৃতি দেখাইয়া লাফাইতে লাফাইতে মায়াসর্পের গ্রাসে পতিত হয়।"

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব*

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

বর্ত্তমান যুগে আপনারা শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত শুদ্ধ নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মের যে এত বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বজয়ী আন্দোলন দেখ্‌ছেন ও শুন্‌ছেন, তা'র মূলে যে মহাপুরুষের শক্তি-সঞ্চার ও প্রেরণা হ'য়েছে, আজ তাঁ'রই আবির্ভাব-তিথি। এই মহাপুরুষের নাম—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ হ'তে প্রায় দশক্রোশ দূরে উলা বা বীরনগর পল্লীতে এই মহাপুরুষ বাঙ্গালা ১২৪৫ সালের ১৮ই ভাদ্র বা ইংরাজী ১৮৩৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি রবিবার প্রাতঃকালে আবির্ভূত হন। ইনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের প্রতিষ্ঠা সবিশেষ থেকেই সমৃদ্ধ ছিল। ভক্তিবিনোদের উর্দ্ধতন দশম পুরুষ রাজা কৃষ্ণানন্দের সভায় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু দণ্ডার্পণে পদার্পণ ক'রে কৃষ্ণানন্দকে কৃপা

* গত ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাবদিবসে বেলা ৪।০ ঘটিকা হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়ে আহূত গৌড়ীয়-সম্পাদক-সমিতির এই প্রথম বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিরূপে কথিত। শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীযুক্ত বন মহারাজ, আর্য্য মহারাজ, তীর্থ মহারাজ, শ্রীযুক্ত মহারাজ প্রভৃতি সেবকবৃন্দ-সহ এই সভা সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ক'রেছিলেন। কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর যে তিনটি গ্রাম নিয়ে প্রাচীন ক'লিকাতা-সহর স্থাপিত হ'য়েছিল, সেই গোবিন্দপুর-গ্রামের পত্তন ক'রেছিলেন—রাজা কৃষ্ণরামেরই তৃতীয় অধস্তন গোবিন্দশরণ। গোবিন্দশরণের পৌত্র রাজেন্দ্রের সময় ইংরাজগণ গোবিন্দপুরের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রকে সুতানুটির অন্তর্গত হাটখোলা প্রধান ক'রেছিলেন। রামচন্দ্রের পৌত্র মদনমোহন ইংরাজদের নিকট ক'লিকাতার 'ব্ল্যাক মার্ক্কেট' ব'লে পরিচিত ছিলেন। মদনমোহনের সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রবাদের ন্যায় প্রচারিত ছিল। ক'লিকাতার অনেক বড় লোক মদনমোহনের অনুগ্রহের সামাজিক মর্য্যাদাসম্পন্ন হ'য়েছিলেন এবং তাঁ'র সুপারিশে লর্ড ক্লাইভের অধীনে অনেক উচ্চ পদ পেয়েছিলেন। মদনমোহন চন্দ্রনাথতীর্থে ও গয়ার প্রেতশিলায় যাত্রিগণের পাহাড়ে উঠ্‌বার সুবিধার জন্য অনেক টাকা ব্যয় ক'রে সিঁড়ি নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন। চন্দ্রনাথ ও গয়ায় গেলে এখনও তাঁ'র সেই কীর্ত্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শোনা যায়, মদনমোহন ক'লিকাতায় বেহুলা-পুষ্করিণীটিকে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ক'লিকাতার কর্পোরেশনকে দান করেন এবং সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য ক'লিকাতার দক্ষিণে কতকগুলি পুকুর খনন ক'রে দেন। মদনমোহনের প্রপৌত্র—কর্ম্মনিষ্ঠ সুপুরুষ আনন্দচন্দ্র। আনন্দচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী—পুণ্যশীলা জগন্মোহিনী। তিনি যেমন বুদ্ধিমতী ছিলেন, তেমনিই ছিলেন সরলা। এই আনন্দচন্দ্র ও জগন্মোহিনীর তৃতীয় পুত্রই কেদারনাথ। কেদারনাথই পরবর্ত্তী কালে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামে গুরুভক্ত-সমাজে পরিচিত হ'য়েছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁ'র মাতামহের বাসস্থান উলাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরের মাতামহ ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী উলার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে সময়ে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, সে সময়ের বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থা শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের কালের মতই খুব বহির্ম্মুখ ছিল। লোকে পুতুলের বে', কুকুর-বিড়ালের বে' ও ছেলে-পিলের বে'তে অজস্র টাকা খরচ ক'র্‌ত। কোথাও পরমার্থের নাম-গন্ধ ছিল না। ভূতসিদ্ধি, বশীকরণ, পক্ষপক্ষী সাধন, পক্ষদেবাবাহন, হাতী ও মহিষের লড়াই, খেম্‌টা ও বাঈনাচ, কবিওয়ালাদের বাগ্‌যুদ্ধ, গ্রাম্যদেবতার পূজায় পশুবলি, মদ্যপান, বাজে গল্পগুজবে সময়ক্ষেপ, ব্যবহারিকতার প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ভোগ-চেষ্টাগুলি সমাজের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহ ছিল। আবার অন্যদিকে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, ধরবেশ, সাঁই, সহজিয়া প্রভৃতির মতবাদ মহাপ্রভুর দোহাই দিয়ে শুদ্ধ, নিত্য, সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে লোকের নিকট দুর্নৈতিক ও অশিক্ষিত নীচজাতির ধর্ম্ম ব'লে প্রতিপন্ন ক'রেছিল। কোথাও স্মার্ত্তধর্ম্মের অনুকরণে প্রচার-কার্য্য চ'লে দাঁড়িয়েছিল উদরপরিচর্য্যার সামগ্রী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা-গুলির বিকৃত ব্যাখ্যা, এমন কি, শ্রীচৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে লোকের বিকৃত ধারণা ও উদাসীনতা সর্ব্বব্যাপকতা লাভ ক'রেছিল। বাঙ্গালার কি এক অজ্ঞাত অসামান্য ভাগ্যে যে গোলোকের ঠাকুর ভূলোকে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, সেই গৌরাঙ্গের প্রকৃত কথা লোকে জান্‌তো না। গৌরাঙ্গিগণ কত অমূল্য গ্রন্থ লিখে' গিয়েছেন—যা' এক একটি কৌস্তুভমণির হার, কিন্তু তাঁ'র প্রচার ছিল না; বটতলার কল্যাণে কএকখানা পুঁথির অসংখ্য ভ্রমপূর্ণ সংস্করণমাত্র দেখ্‌তে পাওয়া যেত। তখন 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' বা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বাঙ্গালার এই দুইখানি আদি ও অমূল্য সাহিত্য-সম্পদ্‌ও খুঁজে পাওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল। যাঁ'দের ঘরে পুরাতন পুঁথি ছিল, তাঁ'দের অধিকাংশই সেই পুঁথিগুলিকে পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি মনে ক'রে চিরদিনের জন্য পেটিকার মধ্যে এরূপভাবে সমাধিত ক'রে রাখ্‌তেন যে, শেষে আর পোকায় কাটা কতকগুলি জীর্ণ খণ্ড ছাড়া আর কোন অস্তিত্বই পাওয়া যেতো না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উলাগ্রামে তান্ত্রিক-সাধনার অনেক দৃশ্য অতি বাল্যকাল হ'তেই দেখেছিলেন। উলাগ্রামে কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের আদিগুরু আউলেচাঁদ মহাদেব বাকুইর ঘরে প্রাদুর্ভূত হ'য়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই ভক্তি-বিনোদের নিকট নানাপ্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যাবতীয় ঘরোয়া গুপ্ত খবর এসে পৌঁছেছিল।

অতি বাল্যকাল হ'তেই ঠাকুরের সাহিত্যে সহজ-প্রতিভা ছিল। ঠাকুরের সহাধ্যায়ী ছিলেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ, নবগোপাল

মিত্র, হরিনাথ দে প্রভৃতি। ঠাকুরের সাহিত্য-সেবা হিন্দু কলেজের সমসাময়িক ছাত্র কেশবচন্দ্র সেনকে যথেষ্ট আকৃষ্ট ক'রেছিল। মনীষী বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ভক্তিবিনোদের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। যাবতীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র, বাইবেল কোরাণ ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি, ঠাকুর বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা ক'রেছিলেন। বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে সর্বক্ষণই ঠাকুরের এই সকল বিষয় আলোচনা হ'ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভক্তিবিনোদের বিচারে মুগ্ধ হ'য়ে কেশববাবুর 'বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সোসাইটী'তে ঠাকুরকে দিয়ে পাশ্চাত্য-দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের তুলনা মূলক বক্তৃতা করিয়েছিলেন। মনীষী রাধাপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদিত প্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' পত্রিকায় ভক্তিবিনোদ পূর্ব থেকেই ইংরাজীতে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

যুবকে যখন সিপাহী-বিদ্রোহের ধূমকেতু ভারতের রাজনৈতিক গগন বিকম্পিত ও সামাজিকগণের হৃদয়ে প্রতিকূল আতঙ্কের ভূমিকম্প উৎপাদন ক'রছিল, সেই সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রায় ১৯।২০ বছরের যুবক। কিন্তু সেইরূপ সঙ্কীর্ণ সময়েও সাহিত্য-সেবী ঠাকুর নানাদেশ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন এবং ১৮৫৮ সালের শীতকালে জগন্নাথ-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে হাঁটা-পথে পুরীতে এসেছিলেন। তখন কলিকাতা হ'তে পুরীর রেলপথ খোলা হয় নাই। প্রায় এই সময় তিনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতা' ও 'মাঠ্স্ অব্ উড়িষ্যা' বই লেখেন। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার তাঁর 'উড়িষ্যা' পুস্তকে ঠাকুরের ঐ গ্রন্থের বিবরণ উদ্ধার ক'রেছেন। ঠাকুর ভক্তিহীন সাহিত্য বা আচারহীন বাগাড়ম্বর কিংবা 'মতাযাং বৈষ্ণবোবরঃ' নীতিকে কোনও দিনই আদর করেন নাই। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বক্তৃতা শুনে অত্যন্ত চমৎকৃত হ'য়েছিলেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের অনেক প্রথিতনামা ব্যক্তি ঠাকুরের সহাধ্যায়ী ও বন্ধুসূত্রে নানাভাবে ঠাকুরকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি কৃচিবিশিষ্ট ক'রবার চেষ্টা ক'রলেও ঠাকুর সত্যবিচারে অত্যন্ত নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি যে ধর্মাবলম্বিগণের আবেষ্টনের মধ্যে বাল্যকাল হ'তে প্রতিপালিত হ'য়েছেন, বা যে ধর্মগুরুবর্গণের পারিপার্শ্বিকতায় তাঁর ছাত্রজীবন ও আপাতপ্রতীয়মান কর্মময় জীবন অতিবাহিত হ'য়েছে, তা'তে তিনি অভিভূত না হ'য়ে শাস্ত্রমতের বিচার ক'রেছিলেন। তিনি চেতনের যা' নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম, সেই ভক্তিধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় ধর্মের ইতিহাস সেই সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক ব্যক্তিগণের বিচার অনুসরণ ক'রে আলোচনা ক'রেছিলেন এবং সেই আলোচনার ফল তিনি অতি অল্প কথায় ব'লেছেন,—'একমাত্র বৈষ্ণবধর্মই প্রকৃত সার্বজনীন ধর্ম; কেননা, তা' প্রত্যেক চেতনের নিত্যস্বভাব। অন্যান্যধর্ম সেই নির্মলবৈষ্ণবধর্মেরই সোপান বা বিকৃতি। সোপানস্থলে আদরণীয় ও বিকৃতিস্থলে ঘৃণ্য হ'তে প্রণম্য।' ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁর 'প্রেমপ্রদীপ' নামক একখানি ধর্ম-মূলক উপন্যাস-গ্রন্থে তদানীন্তন ব্রাহ্মধর্ম ও সার্বজনীন বৈষ্ণবধর্মের সুন্দর তুলনা-মূলক আলোচনা ক'রেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আজীবন নিজের আদর্শ রেখেছে দুর্নীতি ও ভ্রান্তি হ'তে সকলকে দূরে থাকবার উপদেশ দিতেন। মনে ও মুখে, আচারে ও প্রচারে সর্বতোভাবে ঐক্য রক্ষা করাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ব'লতেন,—'যা'র জীবন দুর্নীতিদ্বারা পরিচালিত নয়, তাকে মানুষই বলা যেতে পারে না, বৈষ্ণব ত' বহু দূরের কথা।' তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শজীবন ভিতরে ও বাহিরে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল। তিনি কখনও পান, সুপারী, তামাক, সিগারেট, চা কিংবা কোন প্রকার মাদকদ্রব্য স্পর্শ করেন নাই; তিনি ব'লতেন,—ঐ সকল জিনিষ কখনও সুনিয়মিত মানবজীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বস্তু হ'তে পারে না। যারা ঐসকল জিনিষে মত্ত আসক্ত, তা'দের ভগবানে আসক্তি ভক্তি কম। তিনি জীবনে কোনদিন কা'রও নিকট এক কপর্দকও ঋণী ছিলেন না বা উৎকোচ গ্রহণ ক'রে স্বত্বত্যাগ বিসর্জন কিংবা কোন পাপ বা অপরাধের প্রশ্রয়-প্রদান করেও করেন নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, তিনি নিরীশ্বর নীতি বা ঈশ্বর-সেবানুকূলারহিত মাদকদ্রব্য-নিবারণচেষ্টা বা অহিফেনোনীতির প্রচারক ছিলেন না। সে সকল চেষ্টাও যে বিষয়-ভোগের প্রকারভেদ, তা' তিনি তাঁর অধ্যাপক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ-প্রসঙ্গে নির্ভীকভাবে ব'লেছিলেন। তিনি যখন পুরীর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের

পর্যবেক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বৈষ্ণবনামধারী এবং তথাকথিত বৈষ্ণবসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থ-লোলুপ এক দল লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত এক সম্প্রদায়কে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত ক'রবার চেষ্টা ক'রেছিলেন, এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সে বিষয়ে সহায়তা ক'রবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রেছিলেন। কিন্তু একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই নানাপ্রকার লোকগঞ্জনা ও অত্যাচার সহ্য ক'রেও এই ভক্তিবিরোধী চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ ক'রেছিলেন।

ভক্তিবিনোদের জীবন-চরিত এক অপূর্ব্ব ও বিরাট ব্যাপার। কএক মিনিটে সে কথা বলা অসম্ভব। ঠাকুর পরমার্থের মর্য্যাদাহানি কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারতেন না। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে যখন ভক্তিবিনোদ 'ভক্তিমণ্ডপ' প্রতিষ্ঠা ক'রে হরিকথার নিত্য আলোচনা ক'রতেন, তখন তথাকথিত পুরীর মাননীয় মহাজনের দ্বারা অজ্ঞাতসারে ভক্তিমণ্ডপের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হওয়ায় মাননীয় মহারাজ ভাগবতগুরুর নিকট নিজের ত্রুটী স্বীকার ক'রেছিলেন। কি পুরীর গজপতি মহারাজ, কি স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি প্রভৃতি সকলেই ভক্তিবিনোদের আদর্শ আচার ও প্রচারে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। তিনি অকৈতব সত্যের নির্ভীকপ্রচারক ছিলেন, কারো তোষামোদকারী ছিলেন না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আচার ও প্রচার চিরদিনই আনুকরণিক অবতার-বাদের নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ ক'রছে। ঠাকুরের একমাত্র কষ্টিপাথর ছিল—শ্রীচৈতন্যের চরিত্র ও তা'ই দ্বিতীয়রূপ শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। বর্ত্তমানের বেআটীর মত বাঙ্গালাদেশের উত্তরক্ষেত্রে যেরূপ অসংখ্য তথাকথিত অবতার গজিয়ে উঠেছিল, উড়িষ্যায়ও সেরূপ অনেক অনুকরণ হ'য়েছিল। ইংরাজী ১৮৭১ সালে 'বিমকিষণ' নামে এক যোগী নানাপ্রকার বিভূতি দেখিয়ে সাধারণ লোককে মুগ্ধ ক'রে নিজেকে 'মহাবিষ্ণু' ব'লে প্রচার ক'রছিল। ক্রমে ক্রমে সে রাস-লীলার নায়ক হ'য়ে দাঁড়া'ল। উড়িষ্যার তদানীন্তন কমিশনার র‍্যাভেন্‌স সাহেব ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে ঐ কুযোগীর গতিবিধি তদন্ত ক'রবার ভার দিলেন। ঐ যোগী নানাপ্রকার যোগ-বিভূতি প্রকাশ ক'রে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁর পরিবারবর্গের বৈষ্ণবিক উৎপীড়ন ও অমঙ্গল করবার যথেষ্ট চেষ্টা ক'রছিল, কিন্তু ঠাকুর সে সকল অগ্রাহ্য ক'রে বিমকিষণের বিচার ও উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রেছিলেন।

তথাকথিত সমন্বয়-বাদ—যা' আজকাল অনেকেই বিশ্বপ্রেমের জনক এবং নিরপেক্ষতা ও উদারতার আদর্শ ব'লে সাদরে বুকে নিচ্ছেন, সেই সমন্বয়-বাদ কৃষ্ণপ্রেমের কতটা পরিপন্থী তা' ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নির্ভীককণ্ঠে ঘোষণা ক'রেছিলেন। গণতন্ত্রনিকায় সমবেত উচ্চকণ্ঠরব পারমার্থিক সত্যবাণীকে ম্লান ক'রতে পারে না,—ইহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁর আচার ও প্রচারে প্রদর্শন ক'রেছিলেন।

বর্ণাশ্রম, সমন্বয়বাদ, বিশ্বপ্রেম, পরাবিদ্যা ও প্রবর্ত্তিত নানাপ্রকার অভিনব-নীতি—যা' বর্ত্তমান যুগসমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা'র অতি সুন্দর সমাধান শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ অনুসরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণীতে আমরা দেখ্‌তে পাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সম্বন্ধে ঠাকুর ব'লেছেন—

"বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাধি নিষ্ঠা হইবে। তবে কেবল জন্ম-বশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না। বাল্যকাল ও জ্ঞান-সংগ্রহ-কালে যে স্বভাব বালকে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাবানুসারে প্রতিব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা চলিবে।"

শ্রীমদ্ভাগবত "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের এরূপ বিশ্বমঙ্গল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথাই ব'লেছেন।

তথাকথিত সমন্বয়-বাদের প্রস্তাবক প্রসঙ্গে ভক্তিবিনোদ ব'লেছেন,—

"অমুক ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বিরাট বিরোধী এবং সমস্ত সাম্প্রদায়িকদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও আনন্দ লাভ করেন। এই পরিচয়ে আমরা মনে করি যে ... তিনি ত্রাণী ব্যক্তি, কিন্তু উহাতে ভক্তির বিশেষ কোন পরিচয় নাই। জ্ঞানের ধর্ম্ম এই যে, সাধককে তদবস্থায় নিঃসঙ্গ ও নিরপেক্ষ করিয়া ফেলে। ভক্তির ধর্ম্ম এই যে, সাধককে তদবস্থায় ভক্তসঙ্গ-লিপ্সা ও ইষ্টভজনে নৈষ্ঠিকী মতি প্রদান করে। ইহার মধ্যে কোনটি ভাল—এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব আমাদিগকে এই বলেন যে, নৈষ্ঠিকী মতি ও ভক্তসঙ্গ-লিপ্সা বৈরাগ্য ও নিরপেক্ষতা হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। 'যে যাহাতে নিষ্ঠা করে, তাহাই ভাল; ভাল মন্দের বিচারে প্রয়োজন কি?' —এরূপ বলিলে যুক্তি মিশ্রি একই হইয়া পড়ে, বৈষ্ণব আর মায়ন

ভজনের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। ইহা হইলে বেজাবিট লগট ও তৎসঙ্গ-বিশিষ্ট পরমহংস-এর দ্বয়ের ভেদ কি? ... আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি,—যে ব্রাহ্মণ, নিরপেক্ষতা-বিষয়-সম্বন্ধে এই ব্রাহ্মণ, তদ্ভব সম্বন্ধে ইহাকে চিত্ত হইতে দূর করা। নিরপেক্ষতা স্বীকার করিলে ঈশ্বরের সেবা উপাধি হয়, আর পতিব্রতা স্ত্রী যাঁহার স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতার দ্বারা তদ্বৎপূজা হন।" (সজ্জনতোষণী ২য় খণ্ড, সমালোচনা ১১১-১১৩ পৃষ্ঠা)

প্রকৃত বিশ্বপ্রেম ও প্রকৃত স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তার যে মন্ত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুনিয়েছেন, তাহা বুঝবার এক অপূর্ব সমাধান। ঠাকুর ব'লেছেন,—

"সমস্তের বিশুদ্ধ জ্ঞানকল্পে জীবন ও তাহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ-ধর্ম। ক্রমশঃ সম্প্রদায়িত ধর্মসকলের ভেদাভেদ হইতে সম্প্রদায়-বিশেষের তত্তৎ-ভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ থাকিতে পারে না। তখন সকল ধর্ম, সকল জাতি, সকলদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমার্থ পরমেশ্বরের নাম-সঙ্কীর্তন লইয়াই কালিত থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকে ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীব-সমূহের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের তরঙ্গ লইয়া ইবনের মুখে ঢালিতে থাকিবেন, এবং ইবন হরিদাসের চরণরজঃ মস্তকে ধারণ করা উচিত কি না বিচারপূর্বক" বলিয়া সময়েই নৃত্য করিবেন। এবম্ভূত অবস্থায় শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তন-রূপ পরমধর্ম আবিষ্কারেই প্রথম প্রচারক হইবে। ... আহা! সে দিন কবে হইবে, ভারতে, ভারতে, ভূমিতে, প্রদেশের ও আমেরিকার অধিবাসী ভাগ্যবান পুরুষগণ বিশ্বাস-ডক্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহু নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাম্যধর্ম পূর্বক হরিনাম কীর্তনের তরঙ্গ তুলিবেন, সে দিন কবে হইবে! আহা! সে দিন বিদেশীয় ভেদধর্ম পুরুষগণ একত্রিত হইয়া "হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কি জয়"—এরূপ ধ্বনি করত প্রবাহিত হইয়া অপরদিকে অন্যদেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন-পূর্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সে দিন কবে হইবে! যে দিন তাঁহারা বলিবেন,—ওহে ভাই ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেম-সমুদ্রে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা এস করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে! যে দিন পবিত্র চিত্তের বৈষ্ণব-প্রেমই সর্বজীবের একমাত্র ধর্ম হইবে ও সমুদয় বহির্মুখের তার সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম অবশ্য বৈষ্ণবধর্মে আসিয়া বিলীন হইবে, সেদিন কবে হইবে!"—(সজ্জনতোষণী ৮ম খণ্ড ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা)

ভক্তিবিনোদের এই অন্তরের বাণী কেবল স্বপ্নে পর্যবসিত হয় নাই, শ্রীচৈতন্যের ও তাঁর নিজজন ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণকারী গৌড়ীয়াচার্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপায় আজ সেই প্রকৃত বিশ্ব-প্রেমের বিজয়কেতন উড্ডীন হ'চ্ছে। গত রবিবার (৮ই সেপ্টেম্বর) গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ বনমহারাজের সঙ্গে জার্মাণদেশের যে দু'জন মনীষী শ্রীচৈতন্যবাণীপীঠে আগমন ক'রেছেন, বাঙ্গালার রাজধানীতে তাঁরা যেভাবে অভ্যর্থিত হ'য়েছেন, তা' আপনারা অনেকেই জানেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর অন্তরঙ্গ আচার্য গোস্বামিগণের প্রণালী অনুসারে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর-পুনরাবিষ্কার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমস্ত জগতের প্রতি একটি পরম করুণা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কেবল গৌরধাম আবিষ্কার মাত্র ক'রে ক্ষান্ত হন নাই, কি ক'রে শ্রীধামের নৈষ্ঠিকী সেবা, শ্রীধামে নিরপরাধে বাস ক'রতে হয়, তা'রও প্রকৃত প্রণালী ও আদর্শ নিজে আচরণ ক'রে শিক্ষা দিয়েছেন। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা বা অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে ভগবানের ধামে বাস ধাম-ভোগ, তা' ধামের সেবা নয়, একথা তিনি তাঁর আচারে ও প্রচারে জানিয়েছেন। তাঁর রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য', 'শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ' এবং বহু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ এবং সর্বোপরি তাঁর আদর্শ-জীবন শ্রীগৌরধামের অপ্রাকৃতত্ব শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ব'লেছেন—

"জগতের যে কেহই মহৎকার্যে প্রবর্তিত হন, সেই সমস্ত কার্যের প্রধান বল এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান আবিষ্কারের উপকারার্থে জগতে প্রচারিত রাখা। ... জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাঁহারা ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা একদিন বা বহু বৎসর হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান দেখিতে আসা করিবেন। তাঁহারা এই মায়াপুরের সেবাপ্রাপ্ত হইবার যত্ন পাইতেছেন, তাঁহারা ভাবি-বৈষ্ণবজগতের প্রধান উপকারিদের মধ্যে পরিগণিত হইবেন।"
—শ্রীসজ্জনতোষণী ১২শ খণ্ড ১ম সংখ্যা ৭ পৃঃ।

বর্তমান বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরের সেবাপ্রাণ যিনি সর্বতোভাবে প্রবল দেখেছেন, সেই মহাপুরুষই বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের আচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে পরার্থিতার উপদেশ প্রদান ক'রেছেন তা' একান্ত সত্যাশ্রয় প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাবিবার বিষয়। বর্তমানে হরিকথা বা হরিনাম প্রচার অপেক্ষা তাৎকালিক দৈহিক ও মানসিক উপকারকে অনেকে বড় মনে ক'রে হরিকথা-কীর্তনোৎসবকে অনর্থক কার্য ব'লে মনে করেন। কেবল যে সোভিয়েট্ রাশিয়ার ধর্মবহিষ্কৃতে কামানের মুখে রেখে ক'রবার চিত্তবৃত্তি উদ্বিত্ত হ'য়েছে, তা' নয়; সেই চিত্তবৃত্তির আবহাওয়া এ ভারতেও যেন ন্যূনাধিক এসে প'ড়েছে। ধর্মধ্বজিতার যে সকল সঙ্কুচিত আদর্শ আমরা সকল সময় দেখ্‌তে পাই এবং যাকে আমরা ধর্ম ব'লে কল্পনা বা ধারণা করি, তা'দের ভিতর অতিজড়তা আমাদিগকে ঐরূপ মতে দীক্ষিত না ক'রে থাকতে পারে না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অতি সুন্দর বিচারের দ্বারা প্রকৃত পরার্থিতা বা পরোপকারের কথা জানিয়েছেন। তিনি ব'লেছেন,—

"অহৈতুক ভক্ত হইতে পারে না, তবে ভক্তিযোগ অনুসন্ধান দ্বারা দেখা যায়, তাহা কেবল চিত্তের আত্ম তত্ত্ব দূরীভূত মাত্র। দূরীভূত হইলেই ভক্তি ও প্রেম দ্বারা এক হইয়া প্রকাশ হয়, তখনই মহাপ্রভুর উপদেশ চৈতন্যভাগবতে এই যে,—

প্রভু বলে,—বিদ্যাধন যত পড়িয়ে।
কৃষ্ণ নিন্দা হয় যদি সর্বথা তা'রি।

... কর্মকাণ্ডে যাহারা নিজের বিদ্যাবলের অনুসন্ধান করেন না, কেবল দেহ-সম্বন্ধীয় ও মনঃসম্বন্ধীয় ব্যক্তিরাই অভিমান করিয়া অবে করেন। জ্ঞানকাণ্ডে যাহারা মনঃসম্বন্ধীয় ব্যক্তি

অধিক আদর করেন। সম্বন্ধজ্ঞান ভক্তিপ্রচার-দ্বারা জীবের বিশ্বাসজ্ঞানের বল আনেন। বল কখনই ভক্তি হইতে পৃথক্ নয়। বল মূর্ত্তি প্রেম। সেই প্রেম সুখে প্রযুক্ত হইলে ভক্তি, সংজ্ঞাবে প্রযুক্ত হইলে মৈত্রী, আনন্দ-প্রাপ্ত জীবে প্রযুক্ত হইলে মুদিতা এবং বিপদী অর্থাৎ দুঃখ আদি বাক্তিতে প্রযুক্ত হইলে উপেক্ষা-রূপে লক্ষিত হয়।"—সজ্জনতোষণী ১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা ১৯—২০ পৃষ্ঠা।

তাই শ্রীচৈতন্যের নিজ-জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুদ্ধ-নাম-প্রচারই প্রকৃত পরার্থিতার প্রকৃষ্ট আদর্শ ব'লে আচার-প্রচার করেছেন। শ্রীহরিনাম সম্বন্ধে সাধারণ ভক্ত-সম্প্রদায় ও তথাকথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে সংকীর্ণ ও ব্যাপক সাধারণ ভ্রম প্রবেশ ক'রেছে, ঠাকুর তা' নিরাস ক'রে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গপূজা দানকে জীবের পক্ষে সুলভ ক'রে দিয়েছেন। ঠাকুরের এ দয়া না হ'লে চৈতন্যদেবের দয়া-দানও আজ আমাদের নিকট বার্থ হ'ত ও হ'চ্ছিল। ঠাকুর পরমার্থ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পদ্ দান ক'রে গেছেন, শব্দ-ব্রহ্মের যে অফুরন্তপূর্ণ ভাণ্ডার খুলে গেছেন, গোলোকের সেই শব্দসম্পদ্ অক্ষয় ও অব্যয় হ'য়ে বর্ত্তমান ও অনন্ত ভাবী দয়াপ্রিয় ব্যক্তিগণের পরমার্থসাধনের ধ্রুবভাণ্ডার হ'য়ে থাকবে।

চয়ন

LONDON GAUDIYA MISSION

Nepalese Minister's interest in Gaudiya Mission

(*From our own correspondent*)

London, (By Air Mail)

His Excellency Lieut. General Krishna Shum shere Jung Bahadur Rana, the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary from the Kingdom of Nepal, wrote the following letter to Swami B. H. Bon.

"My dear Swami, it has given me much pleasure to learn from your letter of the 23rd July that the Gaudiya Mission Society was started last year in London to promote reciprocal spiritual fellowship and to help the West to understand the religious outlook of India while deeply sympathising with the aims and objects of the society. I take this opportunity of extending my best wishes for its success."

—("ষ্ট্যাণ্ডার্ড", ১০ই আগষ্ট, ১৯৩৫)

উক্ত সংবাদটি ৯ই আগষ্ট, ১৯৩৫ শুক্রবার তারিখের "ফরওয়ার্ড" পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে :

গত ২৬শে জুলাই গ্রেটব্রিটেনের সেক্টোরি হিন্দু সোসাইটীর বেসরকারী লণ্ডনের গ্রেট সেক্টোল হোটেলে 'দেবাস'এর মাননীয় মহারাজ বাহাদুরকে (H. H. the Maharaja of Devas II) অভ্যর্থনার্থ একটি সভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় শ্রীপাদ বন মহারাজ সিঙ্গানোর সহিত একটি সুন্দর প্রার্থনাগীতি গান করিয়া 'প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম' বলিতে কি বুঝায়, তৎসম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর গীতি ও বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা-শ্রবণে সভার ভারতীয় ও য়ুরোপীয় উভয়প্রকার শ্রোতৃবৃন্দই বিশেষ মুগ্ধ হন। দেবাসেরমহারাজ বাহাদুর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া গৌড়ীয় মিশনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আরও অধিক বিস্তৃত-ভাবে শ্রীযুক্ত স্বামীজীকে গত ৩০শে জুলাই তাঁহার বাস-স্থানে নিমন্ত্রণ করেন। এই সংবাদটি ৯ই আগষ্ট, ১৯৩৫ শুক্রবারের 'ফরওয়ার্ড' ও ১০ই আগষ্টের 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজের দুইজন আর্য্যা-মনীষিসমভিব্যাহারে লণ্ডন হইতে গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বে ও তথা হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর বেলা ১০টা ৪০ মিনিটে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিতি এবং তৎপক্ষে কলিকাতায় অভ্যর্থনা-সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইবার সংবাদ নিম্নলিখিত সংবাদপত্র-সমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল :—

'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ৩১শে আগষ্ট, ১৯৩৫ শনিবার—"Swami Bon : Coming back to India with German Disciples" ; 'ফরওয়ার্ড', ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ রবিবার—"Swami B. H. Bon : Gaudiya Math preacher returning home" ; 'দৈনিক বসুমতী', ১৭ই ভাদ্র, ১৩৪২ মঙ্গলবার—"বন মহারাজের প্রত্যাবর্ত্তন" ; 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২২শে ভাদ্র, ১৩৪২ রবিবার—"ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের অভ্যর্থনা" ; 'ষ্টেট্‌সম্যান', ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ (৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বে হইতে এ, পি প্রেরিত পৌঁছা সংবাদ)—"Swami B. H. Bon : Head (preacher in charge) of Gaudiya Mission (in London) arrives in Bombay" ; 'অমৃতবাজার পত্রিকা', ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ রবিবার—Bon Maharajah's arrival (বন মহারাজ ও আর্য্যা মনীষিদ্বয়ের আলোকচিত্র-সহ) ; 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড', ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ সোমবার—"Swami B. H. Bon : Enthusiastic reception at Howrah (হাওড়া ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে অভ্যর্থনা-সভার বিস্তৃতবিবরণ) ; 'ফরওয়ার্ড', ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫—"Swami B. H. Bon : Public reception at Howrah Station (বন মহারাজের আলোক-চিত্র-সহ) ; 'দি ইণ্ডিয়ান মিউজ অফ ইণ্ডিয়া', বোম্বে, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার—"Religious reformer returns to India (বনমহারাজ ও আর্য্যাদ্বয়ের আলোক-চিত্র) : German scholars of Indian Mission : Arrival in India : Promo-

tings understanding between ast and West" 'দি বোম্বে ক্রণিকল্', ৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫—"Gaudiya Math Missionary's return"; 'দি বোম্বে সেন্টিনেল', ৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫—(গৌড়ীয়মঠের বাঙ্গালী সাধুর আর্য্যান-সাধুত্বের আলোকচিত্র-সহ 'ডিস্ট্রোথিয়া' জাহাজে তাঁহাদের প্রত্যাগমন-সংবাদ); 'দি বোম্বে ক্রণিকল্', ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫—(বন মহারাজ ও তাঁহার সাধুদের আলোকচিত্র-সহ ইটালীয়ান স্টেমারে বোম্বে বন্দরে উপস্থিতির সংবাদ); 'দি অমৃতবাজার পত্রিকা', ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ শনিবার—"Bon Maharaj: Public reception in Calcutta"; দি ষ্টেট্স্-ম্যান্', ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯০৫—"Public welcome for Swami Bon: Calcutta arrival"; 'ষ্যাড্ভান্স', ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ শনিবার—"Swami B. H. Bon: Arrival on Sunday (8th sept.): Arrangements for a fitting reception" (বন মহারাজের আলোকচিত্র-সহ); 'ফরওয়ার্ড', ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫—"Swami B. H. Bon: Public reception at Howrah Station" (বন মহারাজের আলোকচিত্র-সহ); 'দি অমৃতবাজার পত্রিকা', ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫—"Bon Maharajah's arrival" (স্বামীজী ও তাঁহার সাধুদের আলোকচিত্র-সহ); 'ফরওয়ার্ড', ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫—(ভাগবত-সাধুরা ও বন মহারাজের ছয়টি আলোকচিত্র-সহ) "Back from Europe with two German devotees: Tridandi Swami B. H. Bon: Crowded meeting at Gaudiya Math for reception"; 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৪শে ভাদ্র, ১৩১২ মঙ্গলবার—"স্বামী ত্রিদণ্ডিস্বামী বন, গৌড়ীয় মঠের প্রচারক" (ভারতবর্ষ ও গৌড়ীয়মঠে অভ্যর্থনা-সভার বিস্তৃত বিবরণ); ঐ, ২১শে ভাদ্র, ১৩১২—"ভক্তিসুহৃদ বন মহারাজের অভ্যর্থনা" (৮ই সেপ্টেম্বরের সভার ঘোষণা); ঐ, ২২শে ভাদ্র, ১৩০২—সম্বর্দ্ধনা-সভা (ঐ); 'বৈষ্ণিক বসুমতী', ২১শে ভাদ্র শনিবার—"সার্ব্বজনীন অভ্যর্থনা" (অভ্যর্থনা-সভার ঘোষণা)।

শ্রীপাদ বন মহারাজের ১৯শে সেপ্টেম্বর দার্জ্জিলিং যাত্রা, ২১শে সেপ্টেম্বর দার্জ্জিলিংএ মহারাজ বঙ্গের গভর্ণর-বাহাদুর-সহ সাক্ষাৎ এবং ঐ দিবস বর্দ্ধমানের মহারাজকুমারের সভাপতিত্বে দার্জ্জিলিংএর নৃপেন্দ্রনারায়ণ-পাবলিক হলে ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তদুপলক্ষে দার্জ্জিলিং-এর সাময়িক পত্রিকাদিতে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ভাগবত-সাধুদের আর্য্যান-সাধুত্বের আলোকচিত্র-সহ সংবাদ ও বন মহারাজের বক্তৃতার সংবাদ সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে:—

'দি অমৃতবাজার পত্রিকা', ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ মঙ্গলবার—(দার্জ্জিলিং হইতে ২২শে তারিখের প্রেরিত সংবাদ) "Reception to Swami Bon"; 'ষ্যাড্-ভান্স্', ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ শনিবার—"Swami Bon: Addresses meeting at Darjeeling."

শ্রীপাদ বন মহারাজের আর্য্যান মনীষী শ্রীযুক্ত সুহৃৎবন্ধু মহোদয়-সহ স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্যে গমন ও ত্রিপুরেশ্বর-প্রাসাদে সাদরে অভ্যর্থিত হইবার সংবাদটি 'কেশরী', ৪ই ও ৬ই অক্টোবর, ১৯০৫; 'অমৃতবাজার' ও 'ষ্যাড্ভান্স্' ('গৌড়ীয়' ১৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য); নেসন্যাল রুল, দিল্লী; 'ইষ্টওয়েস্ট অব ইণ্ডিয়া', বোম্বে, ১৪ই অক্টোবর, ১৯০৫; 'ইণ্ডিয়ান নেশান', পাটনা, ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫; 'দি হিন্দু,' মাদ্রাজ, ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫; 'দি লিডার', এলাহাবাদ, ১৭ই অক্টোবর, ১৯০৫ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

২৮শে জুন, ১৯০৫ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীপাদ বন মহারাজ লণ্ডন-ক্যাক্সটনহলে ইষ্টইণ্ডিয়ান ষ্যাসোসিয়েসনের একটি সভায় দি মোষ্ট অনারেবল দি মার্কুইস্ অব লোথিয়ানের সভাপতিত্বে "The place and protection of religion in India under the new constitution" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ঐ দিবস ঐ সভায় আর একজন বক্তা ছিলেন—Mr Hugh Molson M. P. এই সংবাদটি ১১ই জুলাই, ১৯০৫ তারিখের অমৃতবাজার ও ষ্যাড্ভান্স পত্রদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিভি কাউন্সিলের দি রাইট্ অনারেবল স্যর নাথিসাল মহোদয় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের স্থলে "দি লণ্ডন গৌড়ীয়-মিসন-সোসাইটি"র "চেয়ারম্যান" পদে বৃত হইয়াছেন।

স্যর এড্ওয়ার্ড ডেনিসন্ রস, কেটি, সি-আই-ই, পি এইচ, ডি ইত্যাদি ডিরেক্টর অব্ দি স্কুল অব্ ওরিয়েন্টাল্ ষ্টাডিজ্ মহোদয় দি "লণ্ডন গৌড়ীয়-মিসন-সোসাইটি"র "ভাইস্ চেয়ারম্যান"এর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

উক্ত সংবাদ ২রা আগষ্ট, ১৯০৫ শুক্রবারের "অমৃত-বাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে।

শেষলীলায় শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ ৭ই নবেম্বর শেষরাত্রিতে নগরকীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পন্ন করাইয়া দিল্লী গৌড়ীয়-মঠে যাত্রা করিবেন। তথায় ১০ই নবেম্বর তারিখে মহোৎসব করিয়া ঐ রাত্রিতেই দিল্লী-এক্সপ্রেসে গয়া যাত্রা করিয়া ১১ই নবেম্বর প্রাতে ৯৷৷০ ঘটিকায় গয়া গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিবেন এবং তথায় ১২ই তারিখে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সম্পন্ন করাইয়া ১৩ই নবেম্বর রাত্রিতে যাত্রা করিয়া ১৪ই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৪শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৪২, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৫ | ১৫শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

ত্রয়োদশ দিবস—৫-১১-৩৫

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো-বারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে আমরা এই শ্লোকটি পাই, তা'তে একটি কথা পাওয়া যাচ্ছে,—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।" যে বস্তুকে সকলে ধ্যান করি, সেই বস্তুটি আদিকবির হৃদয়ে বেদজ্ঞান বিস্তার ক'রেছিলেন। যাঁ'দের কাব্যে অধিকার আছে, তাঁ'রা কবি।

"একোঽবুধ্যত নাসাগ্র ন্যস্তদৃক্ পুলিনাৎ বদীকৃতশ্চাপরঃ
তে সর্গে কবয়স্ত্রিলোকগুরবঃ তেজো নমস্কুর্মহে।

বিষ্ণুকে নলিন-নাভ বলে, তাঁর নাভিকমলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি। সেই কবি কাব্যরসে পণ্ডিত ছিলেন। সে শক্তি না থাকলে বেদজ্ঞান বিস্তার হ'বে কেমন ক'রে? 'ব্রহ্ম'-শব্দে তপস্যা, বেদজ্ঞান, বৃহদ্বস্তু, 'তং সৎ' নিত্যবস্তুকে বুঝায়; 'তেনে' শব্দে বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই বস্তু (বেদজ্ঞান) যখন যখন বদ্ধজীবহৃদয়ে অপ্রাকৃত্য লাভ করে।

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

সেই কথা প্রলয়ে ঋষভসূরাভিমানিগণের নিকট পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায়, আবার নূতন ক'রে আরম্ভ হয়। ব্রহ্মার অতিদিবসে যে প্রলয় হয়, তা'তে বেদবাণীগুলি স্মৃতিপথে থাকে না। ব্রহ্মার হৃদয়ে যে বেদজ্ঞান প্রকাশিত হ'য়েছিল, তাতে জানা যায়, তিনি কাব্যবিশারদ ছিলেন। এখানে

একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন হ'তে পারে—কাব্য কা'কে বলে? ব্রহ্ম কোন্ অর্থে ধনী ছিলেন? তা'র উত্তর এই যে, রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। বাক্যের সংজ্ঞা—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি—এই সকল সমৃদ্ধ হ'য়ে যে পদসমূহ, তা'কে বাক্য বলে। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। সেই কাব্য-বিষয়ে ব্রহ্ম রসিক ছিলেন। তাঁর হৃদয়ে রসিকবর ভগবান্ বেদজ্ঞান বিস্তার ক'রেছেন; তাঁকে রসাত্মক কাব্য ব'লেছিলেন। তা'তে ব্রহ্মার যোগ্যতা আছে। 'যোগ্যতা' মানে পরস্পর সম্বন্ধ-নিরূপণে বাধার অভাব। 'আকাঙ্ক্ষা' অর্থে উদ্দিষ্ট ব্যাপার, আর 'আসত্তি'—বুদ্ধির ব্যবচ্ছেদরাহিত্য। পদের সমুচ্চয়ে যে-সকল ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাতে ঐ তিনটি লক্ষ্য করা যায়। যোগ্যতা অন্যোন্যের সহিত একীভূত হ'লে কোন অর্থ হয় না, দুরূহের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। বাক্য ব'লতে গিয়ে নামরূপগুণক্রিয়াদি না ব'ললে জ্ঞেয় পদার্থ বলা হয় না। রসযুক্ত বাক্যে তিনটি বিষয় থাকা চাই—আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন। অনেকেই বলেন যে, দর্শনমাত্র নাকি; কিন্তু তা নয়, এটি বিশেষ কাব্য। যাতে নানাপ্রকার কপটদুরতা নিরস্ত হ'য়েছে, যাতে বিজ্ঞতার অভাব নাই—সরলতা, অধিষ্ঠানগত পূর্ণতা ও আনন্দময়তা সংস্থিত।

অনেকের উপনিষৎপাঠে আংশিকদর্শনে রসরাহিত্য-শিক্ষার বিচার হয়। কিন্তু উপনিষদ্ বলেন—"রসো বৈ সঃ।" "সঃ"টি—ক্লীবের পদ নয়, সকলনাম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বস্তু,—যাঁ'র চেতনতা, আনন্দ ও নিত্য অবস্থান আছে। 'তৎ' পদার্থই সঃ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সঃ'কে 'সা' ব'লে অধীন বা বস্তু স্ত্রীবিচারে আনে। কিন্তু 'সঃ' পুরুষোত্তম বস্তু, তিনিই রসময়। শাক্তপর ব্যাখ্যায় নিষেধার্থে 'রসো বৈ সঃ' ব্যবহৃত হ'য়েছে। সেই জন্য, পূর্ণজ্ঞানের পদার্থই রস। অনেকের বিচার—রসরাহিত্যই জ্ঞান। জড়রসের ভিক্ত আস্বাদনের জন্য জড়রস-রাহিত্য হওয়া দরকার—এবিষয়ে সন্দেহ নাই, উহাতে আমাদেরও আপত্তি নাই। কিন্তু সেই বস্তুটি জড় নীরস নয়। তা'তে রসটি সার হ'য়েছে। তাঁ'র বাক্য বলার ক্ষমতা নাই, তা' নয়। তিনি অক্লিষ্ট, স্বরাট্, initiative নিতে পারেন—স্বতঃকর্তৃত্ব ক'রতে পারেন। আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের বাধাপ্রাপ্ত তাৎকালিক কর্তৃত্ব নয়। Paralysis হ'লে, ম'রে গেলে আমাদের কর্তৃত্ব চ'লে যায়, কিন্তু তিনি নিত্যকাল স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্মবিশিষ্ট, খানিক পরে জীবন বা চেতন-রহিত হ'য়ে যান না। রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য—কেবল জড়াশ্রয়ে কাব্যের জীবন—এরূপ নয়। আদিকবি ব্রহ্মা সেই চিন্ময় কাব্যবিৎ ছিলেন। তিনি কবি—রসজ্ঞ অর্থাৎ রসিক ছিলেন ব'লেই ভাগবতের তথ্য পেয়েছিলেন। সেইটি রসাত্মক-বাক্য-বিজ্ঞানরূপ শ্রুতিতাৎপর্য্য। তা' যাঁরা শ্রবণ ক'রতে পেরেছেন, তাঁরা আনন্দ লাভের অধিকারী হ'য়েছেন। সেই জন্য "নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্। পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ"—প্রয়োজনতত্ত্ব-বিচারে এই কথাটি বলা হ'য়েছে।

সেই রসটি তিনি—আস্বাদকের আস্বাদন তাঁহা হ'তে পৃথক্ নহে। তিনি হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ—ত্রিশক্তিযুক্ত। তাঁরই একদেশে জগৎ অবস্থিত।

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥"

একদেশ হ'তে রশ্মি নির্গত হ'য়ে স্থানটি আলো ক'রেছে; তাঁর শক্তি এদেশে—অচিৎ-শক্তি-পরিণত জগতে আলো দান ক'রছে। চেতনরাজ্যে অবস্থিত হ'য়ে অচেতনরাজ্যে রশ্মি প্রসার ক'রছে। জীবশক্তিতেও চেতনধর্ম, আনন্দ-ধর্ম ও সন্ধিনীর ধর্ম এসে উপস্থিত হ'চ্ছে। 'আমি ম'রে যাব'—একথাটি ঠিক হয় না, আমার শরীর থাকবে না। বহির্জগতের চিন্তাস্রোতের সহিত যে মিশ্রচেতনভাব এটা থাকবে না। জড়বস্তুতে যে অভিজ্ঞান পেয়েছি, শরীরপতনে সেটা থাকবে না, যেমন বৃক্ষ—তার মূল আকার ও গঠনটা জড় থেকে এসেছে, অচিন্মিশ্রভাব চেতনে প্রবেশ ক'রেছে, দ্রষ্টার দর্শনের মান—gradation অনুসারে বস্তুর জ্ঞান হ'য়েছে, যেমন পাঁচ বৎসরের শিশুর ও চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির কাব্য প'ড়ে যে জ্ঞান, তাদের উভয়ের সাহিত্যবোধ একরকম নয়। আংশিকতা-ধর্ম্ম জ্ঞাপক হ'লে তৎসঙ্গে সঙ্গে উহা প্রসারিত হয়ে সমৃদ্ধ হয়, অনেক বিচার আসে, সর্ব্বতো-ভাবে জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

তা হ'লে সকলের জ্ঞান সমান নয়। যে যতটা কৃষ্ণানুশীলন ক'রবে, সে ততটা নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য বা পারিপার্শ্বিকতা জানতে পারবে। কৃষ্ণের পদার্থ আলোচনা ক'রলে—আমার ভোগ্য, পরার ভোগ্য, আমার বন্ধুবান্ধবের ভোগ্য-বিচারে অচিন্মিশ্র জ্ঞান আসে। ভোগ্যভাব-

সংশ্লিষ্ট যে জ্ঞেয়পদার্থ, তাতে পুজোর দর্শন হয় না, কাব্যের পার্থক্য বুঝ্‌তে পারা যায় না।

কাব্য দুই প্রকার,—চেতনের কাব্য ও অচেতনের কাব্য। অচেতনের কাব্যে যে বাক্য বর্ণিত, তাতে যে রস, সেটা সাবিত্রী-সত্যবান্, নল-দময়ন্তী বা পারাবত-দম্পতির রসে গ্রথিত মাত্র। যারা প্রকৃতি দর্শন ক'রছে, তাদের যেরকম কাব্য, তাতে জড়রসই প্রাধান্য লাভ ক'রেছে। সেইটুকুকে তা'রা রস ব'লে বিচার করে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ বস্তুটি রস, এ বিচার তাদের আসে না। "রসো বৈ সঃ" এই রসকে বেদপাঠরত ব্যক্তি কল্পনিরসনার্থ ব'লছেন—নীরস; নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ব'লে বিচার হ'চ্ছে। "কেন বং বিজানীয়াৎ", "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে" প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র প'ড়ে নির্ব্বিশেষবিচারে চিত্ত ধাবিত হ'লে ক্লীবত্বের ধারণা হয়। কিন্তু 'নঃ' ব'লেলে ক্লীব নহে। তিনি নিজে রস; তাঁকে লাভ ক'রলেই আনন্দ পাওয়া যায়। আত্মারামগণও সেই রসে আকৃষ্ট হ'য়ে থাকেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাহপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, হরিকে অনাত্মপদার্থবিশেষ-বিচারে আবদ্ধ ক'রলে বিশেষ অমঙ্গল। কিন্তু তাঁ'তে সব রস আছে, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। আপনারা যে শ্লোকটি পূর্ব্বে শুনেছেন,—

যস্যালোড্য শতসীম্নি জলধিঃ পৃথ্বী জগন্মণ্ডলং
যন্ত্রোয়াং ধরণী নলে স্থিতিমতাধীশঃ পদ্মে রোদসী।
ক্রোধে যস্য গণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলয়াম্বুদঃ
ধ্যানে বিশ্বময়াবয়ার্থিকফলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥

—সেই রসময় বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রস ভিন্ন ভিন্ন অবতার-সকলে প্রদান ক'রেছেন। শ্রীজয়দেবও ঐ কথা ব'লেছেন,—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

সেই রসময় কৃষ্ণচন্দ্র প্রকাশ-বিগ্রহেও রসবিলাস ক'রেছেন। কিন্তু তাতে কোন হেয়তা, অনুপাদেয়তা বা পরিচ্ছিন্নতা আরোপ ক'রতে হ'বে না। তাঁরা বৈকুণ্ঠবস্তু। তাঁদের স্বতন্ত্র নিত্যবৈকুণ্ঠ আছে। নৈমিত্তিকলীলার জন্য এখানে এসে অনিত্যশরীর গ্রহণ ক'রেছেন—এরূপ বিচার ঠিক নয়। তাঁর মায়া-দ্বারা রচিত দেহ জ্ঞান ক'রতে হ'বে না। তা' হ'লে অবজ্ঞা করা হ'বে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥

সেই পরমভাবে যে পরমরসোদয়, সেই রসটির ভিন্ন ভিন্ন বৈকুণ্ঠে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-বিশেষে যে বিকাশ, তা'তে আমরা জানি যে, তাঁরা পূর্ণ রসময় মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন প্রকাশ-মূর্ত্তি। যেমন মৎস্যাবতারে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—শতযোজন জলধিঃ জলীয়ত। 'শত' মানে আঁইস। তাতে জলধি নয় প্রাপ্ত হ'য়েছে। মৎস্যাবতারে ভগবান্ জুগুপ্সারতি প্রদান ক'রেছেন। সত্যব্রতরাজা ঋতমালা নদীতে তর্পণ ক'রছিলেন। তাঁর হাতে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য এসে উপস্থিত হ'ল। তাতে অপবিত্রবোধে জুগুপ্সারতির উদয় হ'ল। 'আমিষস্পর্শ হ'ল' এই বিচারে সেটি ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু বিষ্ণু ব'ললেন, আমি ক্ষুদ্র নই, বৃহদ্বস্তু—মূল বস্তু। সুতরাং সত্যব্রত তাঁকে নিজের কমণ্ডলুতে রাখ্‌লেন। তখন বিষ্ণু তাঁর ব্যাপকতা-ধর্ম্ম দেখা'বার জন্য ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হ'তে থাক্‌লেন। তখন সত্যব্রত তাঁকে রাখ্‌তে না পেরে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন, ক্রমে বৃহৎসমুদ্রেও কুলায় না। তখন সত্যব্রত রাজা তাঁর প্রভাব দেখে তাঁকে নারায়ণ জেনে স্তব ক'রতে থাক্‌লেন। সত্যব্রতের হিতকামনায় ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁকে ব'ললেন,—"অদ্যাবধি সপ্তমদিবসে লোকত্রয় প্রলয়-সমুদ্রে নিমগ্ন হ'বে, তখন আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হ'বে। তুমি সমস্ত ওষধি, বীজরাশি, সপ্তর্ষি এবং সমস্ত প্রাণিগণের সহিত মিলিত হ'য়ে ঐ নৌকায় আরোহণ ক'রে প্রলয়সমুদ্রে নির্ভয়ে বিচরণ ক'রবে। যখন প্রবল বায়ুবেগে ঐ নৌকা অতিশয় কম্পিত হ'বে, তখন উহাকে আমার শৃঙ্গে বেঁধে দেবে। আমি ব্রাহ্মী নিশা অবসান পর্য্যন্ত প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ ক'রবো।"

ব্রাহ্মী নিশায় হয়গ্রীব অসুর বেদজ্ঞান হরণ করায় মৎস্যদেব তা'কে বিনাশ ক'রে বেদ উদ্ধার ক'রে 'হয়গ্রীব' নাম ধারণ ক'রেছিলেন এটি বৈবস্বত মন্বন্তরে হ'য়েছিল। আর সত্যব্রতের সঙ্গে লীলা চাক্ষুষ মন্বন্তরে।

মৎস্যাবতারে ভূতশুদ্ধিতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূতশুদ্ধি দুই প্রকার,—একটি প্রাকৃতিকী আর একটি বিবেকজা। বদ্ধ জীবাত্মা তামসভাবাপন্ন হ'লে মৎস্যযোনি লাভ করে, যারা তাকে খায়, তারাও অধোগতিবিশিষ্ট। ভাগবতীয় মত বলেন—

"মৎস্যাদঃ সর্জয়াবাপ্যাস্তদ্ভক্ষাস্তৎসুতাদয়ঃ বিবর্ত্তধ্বং"

উহা অত্যন্ত ঘৃণ্য, অখাদ্য। যারা মাছ খায়, মাছগুলো আবার পরজন্মে মানুষ হ'য়ে তাদের খায়। যারা খাবে, তারা তখন মাছ হবে। এরূপ আদান প্রদান চ'লতে থাকে। সত্যব্রতের যে ঘৃণা হ'য়েছিল, সেটি তাঁদের হর্ষোৎপাদন করে। কিন্তু মৎস্যদেব পাপকলিত হয়ে নাই, তিনি বিশুদ্ধসত্ত্বে অবতীর্ণ; অধোক্ষজ বস্তুই মৎস্যরূপে এসেছিলেন। তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে বুঝতে পারা যায় না। সুতরাং তিনি ঘৃণার জিনিষ নন। মৎস্যবৈকুণ্ঠে তিনি নিত্য লীলা ক'রছেন, সেখানে সত্যব্রত রাজা আছেন। যারা ভগবদ্বস্তুকে অবজ্ঞা করে, মাছ-জাতীয় মাত্র বিচার করে, তাদের নরকে গমন হয়।

অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

পাথরে শালগ্রাম-বিচার নরকগমনের হেতু। যে পাথর রাস্তায় প'ড়ে আছে, মানুষ, গরু, ঘোড়া যার উপর চলে যাচ্ছে, শালগ্রাম সেই রকম বস্তু বিচার ক'রলে দর্শনে ভ্রান্তি হ'ল। তাঁকে সর্ব্বতোভাবে সেবা ক'রতে হবে। চেতন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ'লে আমরা পাথর হই। কিন্তু ভগবান্ পাথর নন। পাথরে জীবনীশক্তি নাই। তার চেয়ে কিছু চেতনের বিকাশ বৃক্ষে, তদপেক্ষা পশুতে, পশু অপেক্ষা মানব এবং তদপেক্ষা দেবতায় চেতনের বিকাশ অধিক। Phytomorphic growth হ'লে জীবনীশক্তি আছে জানতে পারা যায়। দেবতা হ'তে মানব, পশু, বৃক্ষ ও পাথরে চেতন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হ'য়েছে। দেবতারা জানেন, তাঁদের উপাস্য বিষ্ণু, কিন্তু সকল মনুষ্য সকল সময় এই সত্য জানেন না। কতকগুলি নাস্তিক, কতক ব্যক্তি অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic) আবার কতক লোক 'সংশয়বাদী (Sceptic), নাস্তিকেরা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। তাদের বিচার—জড় থেকে চেতনধর্ম্মের উৎপত্তি। কিন্তু চিন্নাত্র-বাদ চেতনকেই মূল বস্তু ব'লে স্বীকার করেন—'Tabula rasa.' পূর্ব্বস্থ অচিতের দ্বারা আবৃত হয় মাত্র। বিষয় আবরণের সংযোগে নিত্যের বিশিষ্ট বিচার। সমবায়ীরের সংযোগে চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য প্রকাশ।

মৎস্যদেব ভূতশুদ্ধিতত্ত্বের বিষয়। ভূতশুদ্ধিতে সামগ্রী সম্বেদনে বীভৎস রসের উদয় হ'য়েছে। রস দ্বাদশপ্রকার,—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটি গৌণ ও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি মুখ্য। সাধনে শ্রদ্ধা, ভাবে রতি, প্রেমভক্তিতে রস—তিনটি শব্দ পর পর আছে। সাধনের ক্রমপন্থায় এই গুলি জানতে পারা যায়। প্রেমভক্তিস্তরে ভক্তিরস। 'শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরসশ্চ ক্রমিষ্যতি'। কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর প্রথম শ্লোকে এই অখিলরসামৃতমূর্ত্তির কথা দেখতে পাই—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমরুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

ভক্তিরস ভাগবতের অভিধেয়-বিচার। ভাগবত পড়া হ'লে আর অভক্ত থাকবে না, অভক্তরস থাকবে না, উজ্জ্বলরসে অধিকার হবে। পাঁচ প্রকার রসের নমুনা জগতে কিছু পাওয়া যায়। কীর্ত্তনের দ্বারা অভক্তরসদ্বয় হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কীর্ত্তন না শুনে কীর্ত্তন ক'রলে অসুবিধা। অভক্তোপহৃত প্রাকৃত সহজিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-রসভেদ বুঝতে পারে না। অপ্রাকৃত রসে শত-সহস্র—অখিল সদ্গুণ আছে। তাতে জড়ের বিগুণভাব আরোপ ক'রতে হবে না। এটি প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বুঝতে না পেরে জড়রসে অত্যাসবিশিষ্ট হ'য়ে যায়। তজ্জন্য শ্রীমৎ ভীর্থমহারাজ-কর্ত্তৃক 'প্রাকৃতরস-শতদূষণী' টীকার প্রচারকালে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হ'য়েছে। জড়-বৈরাগী হয়ে গেলে গোঁসাইগিরী না হ'য়ে ভক্তরসে বিবিক্ত-নদী হবার বিচার হ'লে অসুবিধা। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের কথা তাদের কাণে ঢোকে না। নিগমকল্পতরুর গলিত ফল ভাগবত রস পান কর ভাবুক মুনিকের সঙ্গে। তা না করলেই অসুবিধা।

আমার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে ভাগবতরস পান ক'রেছিলেন। তাঁহাদিগের

নিকট জড়রস অবাধন বাধ দিয়েছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে, তাদের মুখে ভাগবত-পাঠ শুনতে নাই। তা'দের অন্তর্নিহিত ভোগই ভাগবত প'ড়তে দেয় না। বেশ্যার মুখে গান শুনতে নাই—তাতে ভোগযুক্ত বীভাণুর সঞ্চারকতা প্রবেশ করে।

শত বৎসর পূর্বের কথা ব'লছি, তখন বৃন্দাবনে অনেক তাকগৃহ উদাসীন বৈষ্ণব ছিলেন। * * * গিরোমণি পাঠক ইষ্ট-তত্ত্বের উদ্দেশে সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, বৈষ্ণবদের নিকট ভাগবত পাঠ ক'রতে পারলে তাঁদের নিকট পয়সা না পাওয়া গেলেও অন্নের কাছে আদায় ক'রতে পারা যাবে। কিন্তু তাঁরা কেউ ভাগবত শুনতে স্বীকৃত হ'লেন না। ভাগবত পাঠ ক'রে জীবিকা অর্জ্জন—শালগ্রাম নিয়ে ব্যবসা তাঁদের ভাল বিচার। প্রয়োজন—নিজেন্দ্রিয়তোষণ; কিন্তু ভাগবত পাঠ ক'রলে হৃষীকেশ-তোষণ-বিচার আসে। আপনারা জানেন—পাঁচের অন্ন সহ হ'তে ভক্তি জন্মে, তার মধ্যে ভাগবত-পাঠ একটি। রসিকের সঙ্গে পাঠ শুনতে হবে, জড়রসরসিকের সঙ্গে নয়, অপ্রাকৃত-রসরসিকের নিকট। জড়রসে প্রমত্ত হ'লে প্রলম্বাসুর হ'তে হবে, তাকে বলদেব মুষ্ট্যাঘাতে বিনাশ ক'রবেন, কপটতা ধ্বংস ক'রে দিবেন।

রসবিচারটি জড়রস নয়। কাব্যপ্রকাশ বা সাহিত্য-দর্পণ প'ড়ে রসজ্ঞান হবে না। ভরতমুনি-রচিত নাট্যশাস্ত্রে কাজ চ'লবে না। আদিকবির রস স্বতন্ত্র। সেটী উদিত না হ'লে "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" বিচার আসে।

গুরুদেবে মনুষ্যজ্ঞান হ'লে নরকে গমন ক'রতে হবে। গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি এই যে, আমি তাঁর থেকে বুদ্ধিমান্ অথবা আমা অপেক্ষা তিনি কিছু অধিক বুদ্ধিমান্, তাঁর বুদ্ধি বাড়িয়ে দেব, তাঁর আর্থিক উন্নতি ক'রে দেব ইত্যাদি। বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি ক'রতে হবে না। এই বৈষ্ণবটি আর্য্যাণ দেশের, এটি ভারতবর্ষের, ইনি বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নন ইত্যাদি বিচার হ'লে সর্ব্বনাশ। তা'হ'লে অহংমমভাবনাবাপন্ন প্রবল হ'য়ে বৈষ্ণবতা হ'তে বিচ্যুতি ঘটাবে। যদি কেউ বলেন, স্ত্রীশূদ্রাদির বেদে অধিকার নাই, তাদের হরিভক্তি হবে না, (যারা তন্ত্রবাদিশাখার যে প্রকার মত, তারা বেশী conservative) কিন্তু তাতে মহাপ্রভু বলেন—ভগবান্ মনে ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই, "কৃষ্ণভজনে নাই জাতিকুলাদি বিচার।" শ্রীভাগবত বলেন,—ভে বৈ বিধয়স্ত্রয়িবর্ষি চ বেদবাদাঃ। স্ত্রীশূদ্রহূনবন্ধবো অপি পাপজীবাঃ॥ গীতায়ও ব'লেছেন—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥"

শ্রীরামানুজ আচার্য্য শ্রীশঠকোপদাস প্রভৃতি আলোয়ারগণকে নিত্যগুরুপারম্পর্য্যের অন্তর্ভুক্ত ব'লে জানেন। তাঁরা লৌকিক বিচারে ব্রাহ্মণেতর কুলে আবির্ভাব ক'রেছিলেন। অবতারকুলে উদ্ভূত পাঞ্চজন্য দাস দ্রাবিড় আম্নায়ের রচয়িতা। তাঁকে আলবন্দার মুনি স্তোত্ররত্নে বিষ্ণুরসের উপাদান ব'লে বর্ণন ক'রেছেন—

মাতাপিতাযুবতয়স্তনয়া বিভূতি:
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্কুলদৈবতস্য
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥

শ্রীসম্প্রদায়ে আলোয়ারগণকে 'দিব্যসূরি' ব'লে থাকেন। কাষারমুনি, ভূতযোগী, ভ্রান্তযোগী, ভক্তিসার, শঠারি বা শাঠকোপ, কুলশেখর, বিষ্ণুচিত্ত, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, মুনিবাহ, চতুর্কবি—এই দশজন সম্প্রদায়সিদ্ধ দিব্যসূরি। কেউ কেউ গোদাদেবী ও রামানুজ—এই দুইজনকে ধ'রে দ্বাদশ জন আলবর বা দিব্যসূরি বিচার ক'রে থাকেন। এঁরা সকলে ভক্তাবতার। বৈকুণ্ঠ হ'তে আগত হ'য়েছেন।

স্বাধ্যায়নিরত নন ব'লে, বেদে অধিকার নাই ব'লে গুরু স্বীকার করা যাবে না, তা নয়। গুরু সর্ব্বপূজ্য। গুরুর অপর নাম বৈষ্ণব। তাঁর নিকট নম্র হ'তে হবে।

"আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥"

—এই বিচার বুঝতে পারলে গলায় মালা, নাকে তিলক দেওয়াকে বৈষ্ণবতা-অভিমানকারী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সঙ্গে গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা যাবে। তাদের ক্রিয়াকলাপ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি আক্রমণ, তদ্দ্বারা নরকগমন অবশ্যম্ভাবী।

বিষ্ণুবৈষ্ণবের পাদোদকে জলবুদ্ধি ক'রতে হবে না। বিষ্ণুর চরণামৃত মহাদেব শিরে ধারণ ক'রেছেন। চিন্ময়ী

গণকে সাধারণ ধারণা মনে না ক'রে সম্মান ক'রলে বিষ্ণু-ভক্তি হবে। বৈষ্ণবের পাদোদকও তদ্রূপ।

"বিষ্ণুনামে বা মন্ত্রে শব্দবিশেষ বিচার ক'রলে অমঙ্গল। "বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"—বৈকুণ্ঠনামগ্রহণে অশেষ পাপ ক্ষয় হয়, মায়িকনামগ্রহণে হবে না।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
নিত্যঃ শুদ্ধঃ পূর্ণো মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

—বিচার না থাকলে মায়িক নাম হবে। তদ্দ্বারা কৃষ্ণ-ভজনের যথার্থফল-প্রাপ্তি অথবা তার অপ্রাপ্তি ঘ'টবে। "বিষ্ণবয় ত্বাকরণনিম্নস্থ শব্দবিশেষ, তাতে স্বাহা, স্বধা, নমঃ সংযোগে চতুর্থ্যন্ত পদের প্রয়োগ হ'য়েছে; আর নাম সম্বোধনের পর—হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ব'লে চেঁচাচ্ছে, তাতে কি সুবিধা হবে? "জিহ্বাশুদ্ধি হবে মাত্র",—একথা যারা বলে, তাদের নরকগমন অনিবার্য্য। বিশ্বাস না থাকে নাম নিলে নামের ফলপ্রাপ্তি হয়। ওলাউঠা, বেরিবেরি ভাল করা, মোকদ্দমাজয়, ছেলের স্বভাবন প্রভৃতির জন্য যে চিন্তবৃত্তি, তা'তে বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণ হয় না। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণে সকল অর্থ হবে—সকল পাপ বিনষ্ট হ'বে। বিষ্ণু সর্ব্বদেবতার উপাস্য। মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-গাছ-পাথর কা'রও কোন কাজ নাই বিষ্ণুসেবা ছাড়া। মনুষ্যমাত্রেরই সেবা ক'রতে হ'বে। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ থেকে যে ছয়প্রকার বিচার আসছে, তা' হ'তে শাস্ত্র সাবধান ক'রে দিয়েছেন। ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাগণকে বিষ্ণুর সঙ্গে সমান জ্ঞান করাও তাদের অন্যতম। বিষ্ণুরই আরাধনা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্‌গণ এটা বুঝ্‌তে পারেন। মৎস্যদেব স্বয়ম্ভুমন্বন্তরে আবির্ভূত হ'লেও তাঁতে অন্যদেবতা বা তামসধর্ম্ম নাই। তাঁ'কে হীন বিচার ক'রে তজ্জাতীয় দেবতাসম্প্রদায়কে ঘৃণা ক'রলে বিষ্ণুকে আক্রমণ করা হ'ল। চিন্ময়ী স্বয়ম্ভুমূর্ত্তি রুক্ষ নাই, কেবল কৃষ্ণের পদার্থেই স্বয়ম্ভুমূর্ত্তি নিযুক্ত—এই প্রকার বিচার নিরাস ক'রে বুদ্ধি শোধন ক'রবার জন্য মৎস্যাবতারে বীতংসরস। তিনি হয়গ্রীবকে বধ ক'রে বেদ উদ্ধার ক'রেছিলেন।

বেদ প'ড়ে অপরা বিদ্যার অনুশীলন ক'রলে ভগবদ্বস্তুর জ্ঞান হয় না। আপনারা মুণ্ডকোপনিষদে "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চাপরা চেতি" পড়েছেন; বেদাঙ্গষট্‌ক ও বেদচতুষ্টয় ভোগবুদ্ধিতে প'ড়লে অপরা বিদ্যা হবে, তা প্রণবে ধ্বংস হ'য়ে যাবে। কিন্তু "পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"—যদ্দ্বারা ভগবানের অনুশীলন হবে। অপরা—যা সাধারণ ভোগী সম্প্রদায়ের স্কুল কলেজে শিক্ষা হ'চ্ছে, তা মনুষ্যের ভোগে, নিজেন্দ্রিয়তর্পণে লাগবে। ঐগুলি কৃষ্ণপাদপদ্মে লাগলেই মঙ্গল।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তা'রে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

"প্রেমা পুমর্থো মহান্"—শ্রীচৈতন্যদেবের এই কথা অনুধাবন ক'রলে যথার্থ ভাগবতার্থবোধ বা মঙ্গল লাভ হ'বে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মিঃ ডব্লিউ সি বানার্জ্জী কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

পূর্ণ চেতনের ধর্ম্ম—স্বতন্ত্রতা। পূর্ণচেতন স্বাধীনতার আধার। তিনি পাশ্চাত্য বেহারাগিরি করেন না। "বরং মেরি ভিক্ষো ভবি" প্রভৃতি কামনা-মূলক প্রার্থনায় যে পাশ্চাত্য বেহারাগিরি করবার জন্য আহ্বান বা আবদার, সেরূপ পাশ্চাত্যবেহারাগিরি ভগবদ্বস্তুর দ্বারা করিয়ে নেওয়া যায় না। ভগবদ্ বিস্মৃতি হওয়ায় সকলই জীবের ঐরূপ দুর্ব্বাসনার উদয় হয়। কেউ নির্ব্বিশেষকে বড় ক'রতে চাচ্ছে, কেউ বা জড়ের সবিশেষকে বড় ক'রতে ব'সেছে। কৃষ্ণ এমন জিনিষ নয় যে, তা'তে খানিকটা accommodated হ'লো, খানিকটা হ'লো না।

* * * *

ভবভীত যাঁ'রা, তাঁ'রা নানা পন্থা অবলম্বন করেন, কিন্তু যাঁ'রা স্বভাবতঃই ভবভয় হ'তে মুক্ত, তাঁ'রা পরমেশ্বর বস্তুর প্রসঙ্গে আত্মপ্রকাশের গোড়া থেকে সেবা করবার

exclusive right পেয়েছেন। যদি পুরুষরূপে কাউকে নির্ব্বাচন ক'র্‌তে হয়, তা' হ'লে ভগবান্‌কে নশ্বর-যশোদার আনুগত্যে নিত্য পুত্ররূপে বরণ করাই শ্রেয়ঃ। বাঁচ্‌বো অতি অল্পদিন, কাজেই বৃথা বাগ্‌বৈখরীতে সময় নষ্ট কর্‌বার সময় নেই। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি ক'রে হরিভজনের সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

• • • •

গুরুর নিকট সব সময়ই থাক্‌তে হ'বে। যার 'বকলমা' দিয়েছি মুখে ব'লে যথেচ্ছাচারী হওয়া কেবল কপটতা। অতি সোজা কথা হ'চ্ছে—কৃষ্ণের অনুশীলন ক'র্‌তে হ'বে, —অন্যাভিলাষের অনুশীলন নয়। "যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ" গীতার এই শ্লোকটি প'ড়ে কেউ কেউ মনে ক'চ্ছেন,—যে যেরূপ উপাসনা করুন না কেন, সেটাই কৃষ্ণের উপাসনা হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁ'রা কথাটা যেভাবে বুঝ্‌ছেন, প্রকৃত কথা তা' নয়। সকল উপাসনা প্রাপ্তির মালিক একমাত্র কৃষ্ণ অর্থাৎ উপাস্য একমাত্র কৃষ্ণ; কিন্তু দেবতার যে অভিধেয় বা উপাসনা, তা' যখন অন্য দেবতাতে প্রযুক্ত হ'চ্ছে, তখন সেবকের দিক্ দিয়ে সে কাজটা হ'য়ে যাচ্ছে অবৈধ। কৃষ্ণ-conception ছাড়া অন্য conception—eclipsed form of conception—তাহাই অন্য দেবতা। তবে ব'লে যদি পাক পাওয়া যায় বা ছবে যদি বিষ বিনাশ যায়, তা' হ'লে ছবের গুণ তা'তে পাওয়া যা'বে অর্থাৎ তদ্দ্বারা পুষ্টি তুষ্টি হ'বে—এরূপ মনে ক'র্‌লে নিজেরই অসুবিধা হ'বে। "সম্মুখে দরিদ্র, ব্যথিত, আর্ত্ত প্রভৃতিকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় ঈশ্বর অন্বেষণ ক'র্‌ছ"—আজকাল ঐরূপ যে সকল প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য মত লোকে আদর ক'রে লুফে নিচ্ছে, তা'র মূলে আছে নির্ব্বিশেষবাদ বা পরব্রহ্মের বস্তুকে আধ্যাত্মিকতার অন্তর্গত করা। যাঁদের এ সকল বিচার তাঁ'দের কৃষ্ণসেবার তুলনা—কৃষ্ণ-সঙ্গে বন্ধ্যাঘাত-চেষ্টার ন্যায় বৃত্তি-বিশেষ,—

দিক্ তার কৃষ্ণ-সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥

(শরণাগতি)

• • • •

ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তিতে আত্মবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পদধূলীকে যাঁরা মস্তকের ভূষণ ক'র্‌তে পেরেছেন, তাঁ'দেরই মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। দরিদ্রকে 'নারায়ণ', মানুষের 'ভগবান্', কর্ম্মফলবাধ্য বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে 'হরিজন' প্রভৃতি ব'লে ভগবদ্ভক্তির প্রতি কি আক্রমণই না করা হচ্ছে! অথচ লোকের বহির্ম্মুখতা কত প্রবল ও ঘনীভূত যে, ঐ সকল কথার ফোঁকায় ফোঁকায় দোষ প্রবেশ ক'রেছে, তা' তাঁ'রা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। একশ্রেণীর লোক বুঝেও বুঝতে চাচ্ছেনা! মানুষের নৈতিক উপকার কর, প্রত্যক্ষের ও আধ্যক্ষিকতার গোলামী কর, এদিকে পশুগুলিকে খেয়ে ফেল, বা পশুগুলির দেহের প্রতি অতিভক্তি দেখা'তে গিয়ে মানুষের অপকার কর, ঈশ্বর বিষয়ে উদাসীন থাক, বা ঈশ্বরকে দিয়ে নিজের বাগানের মালিগিরি করিয়ে নেও, —এগুলি সব গৃহব্রতের বিচার। এ সকল গৃহব্রতের কখনও গুরুর উপদেশ বা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি কিংবা পরস্পর গবেষণাদ্বারা মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না। উর্দ্ধতনের অভিন্ন সেবা না করা পর্য্যন্ত এ সকল অসুবিধা যাবে না। মনোধর্ম্মিগণ কখনই কৃষ্ণের অপ্রাকৃত পদতলের প্রতি হস্ত বিস্তার ক'রতে পারে না।

• • •

একশ্রেণীর লোক মনে ক'রেছেন,—যখন নানা-প্রকার মতবাদ আছে, তখন কোন্‌টি গ্রহণ ক'র্‌ব, বুঝ্‌তে পারি না, বা বুঝ্‌বার চেষ্টা করাও বৃথা। যে-কোন একটা গ্রহণ ক'রে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করি এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সিদ্ধিকেই সিদ্ধি মনে ক'রে নিয়ে 'সকলই সমান'—এই মত প্রচার করি। • • • নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পাদপদ্মগুলিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক Preference (সমাদর) না দেওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অসুবিধা কিছুতেই যা'বে না। যে কাল পর্য্যন্ত মহতের পাদপদ্মকে সর্ব্বতো-ভাবে ভেলা না ক'রে নিতে পারি, সেকাল পর্য্যন্ত এ ভবসাগরে ডুবে যেতে হ'বে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তে ও আবর্ত্তে আট্‌কে যেতে হ'বে।

• • •

গোপীজন Consort-hood এর বিচারে কৃষ্ণপাদ-পদ্মে সমস্ত বিসর্জ্জন ক'রেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শরণাগত,যিনি, তাঁ'র কথা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাই 'গোপী গোপী' জপ ক'রেছিলেন। মুক্তপুরুষগণ গোপীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে কৃষ্ণসেবা ক'রে থাকেন। মহাযোগী যোগীসকলের একমাত্র বাঞ্ছা,

কাত্যায়নী প্রভৃতি দেবী ও সখীগণের একমাত্র বাঞ্ছা—গৌড়ীয়ের সংরেণু-লাভ।

• •

Personality of Godhead-এর নিকট ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। ব্রহ্মা মনে ক'রেছিলেন,—তাঁ'র রাজ্যে বুঝি Personality of Godhead প্রকট হ'য়েছেন কিন্তু ভগবান্ ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলেন যে, কোটি কোটি ব্রহ্মা কৃষ্ণের রাজ্যের হুকুম তামিল কর্‌বার জন্য ব্যস্ত আছেন।

•

আধ্যক্ষিক মানবজাতি যে-সকল যুক্তির ধারণা বা যুক্তির ধারণা ক'রে রেখেছেন, সেগুলিকে বিসর্জ্জনীয় বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌লে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে। নতুবা সেই সকল আধ্যক্ষিক মনুষ্যজাতি গৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিরোধ ক'র্‌বে। শুধু বর্ত্তমানে নয়, অতীতে ক'রেছে, অনন্ত ভবিষ্যতেও বিরোধ ক'র্‌তে থাক্‌বে। কেননা, গৌড়ীয়মঠের প্রচার ভোগ ও মোক্ষকে পুরস্কার ক'র্‌তে বসেছে। কেবলমাত্র ভক্তবৎসল নৃসিংহদেব অনন্তকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠকে রক্ষা ক'র্‌বেন। গৌড়ীয়মঠ Transcendental Construction (অপ্রাকৃত রাজ্যের গঠনমূলক কার্য্য) আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন, আর অন্যান্য সকল আধ্যক্ষিক বাকি বা সম্প্রদায় Construction এর নামে destructive work আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। আধ্যক্ষিকতার কুসংস্কৃতার মস্তক থাকা-কাল পর্য্যন্ত এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হ'বে না।

• • •

শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ণতম অনুশীলন-ক্ষেত্র হ'চ্ছে—শ্রীরাধা-কুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পরম প্রিয়পাত্র শ্রীরূপ প্রভু ব'লেছেন,—কুণ্ডতীরে যদি কারো প্রবেশাধিকার হয়, তা' হ'লে অন্যান্য সকল ধর্ম্মের মূল্য কতটা অকিঞ্চিৎকর ও অসমাক্, তা' বুঝ্‌তে পারা যায়। এমন কি, শ্রীরামানুজের বিচার, তত্ত্বাধি-নাথার বিচারের অসম্পূর্ণতা পূর্ণতা লাভ ক'রেছে কুণ্ডতীরে। শ্রীরূপানুগ systemএ (বিচার-ধারায়) প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত শ্রীভাষ্যের সত্যতার Aristotelism (আধ্যক্ষিক যুক্তিবাদ) এর conception (ধারণা) পর্য্যন্ত লোকে আট্‌কে থাক্‌বে। চারপোয়া ধর্ম্মের প্রতীক হ'চ্ছে—বৃষানুর বা অরিষ্টাসুর। অরিষ্টগ্রামে কৃষ্ণের দ্বারা অরিষ্টাসুর নিহত হওয়ার পরই আধ্যক্ষিকতার চিরাবসান ঘ'টে গেল। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামনামূলে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম। পঞ্চম বিচারে শ্রীরাধাকুণ্ড। রাধিকার মনোবৃত্তিতে কৃষ্ণসেবা করার চাইতে সর্ব্বোত্তম ব্যাপার আর নাই,—ইহাই হ'চ্ছে ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাকুণ্ড পূর্ণসেবামৃতে প্লাবিত হ'য়েছে। এখানে রাধিকার অষ্টপ্রকার ভাবযুক্ত শ্রীরাধা পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণসেবা করেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ইচ্ছা হ'চ্ছে শারদীয় উৎসবে রাধিকার উপাসনা করা—জগতের যাবতীয় হাবাতে কাজ ফেলে রেখে অত্যন্ত প্রিয়বস্তু, প্রিয়জন পরিত্যাগ ক'রেও কুণ্ডতীরের দর্শন-পিপাসা, কুণ্ডতীরে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-অনুশীলন করা দরকার, কুণ্ডতীর-দর্শন-পিপাসা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মহাপ্রভু যে-সকল কথা ব'লেছেন, তা' লোকের নিকট কুণ্ডতীরে ব'সে কীর্ত্তন ক'র্‌ব। চরম ভজনানন্দ হ'চ্ছে—শ্রীকুণ্ড-দর্শন। শ্রীকুণ্ডকে সাধারণ জলময় বাহিকা দর্শন ক'র্‌তে ব'লছি না।

• • • •

আমাকে অনেকে ব'লছেন,—"পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে হরিকথা বলুন; কেননা আপনি অন্যান্য আধ্যক্ষিক philosophy-র (দর্শনশাস্ত্রের) কথা গ্রাহ্য করেন না, সে-সকল কথা জগতের ব'লে সহস্রযোজন দূরে রাখেন।" কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে আগে কিছু কিছু ঋষি তৈয়ারী হউক, আগে পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ প্রকাশিত হউন, পরম কৃপাময় অর্চ্চাবতারকে সদাচারী হ'য়ে তাঁ'রা প্রশ্ন ক'র্‌তে শিখুন। আমরা কুণ্ডতীরে ব'সে যে-সকল কথা ব'লব, বহু সুকৃতি সঞ্চিত হ'লে জীবের তা' উপলব্ধির সময় আসবে। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতে যে পূর্ণতার বিচার প্রকাশিত হ'য়েছে, যে চরম সেবারসের প্লাবন প্রবাহিত হ'য়েছে, তা' শ্রীরাধাকুণ্ডেই দর্শন হয়। জয়দেব প্রভু অষ্টসখী লিখে দশাবতারের কারণের কারণ ও অপ্রাকৃত যে চরমলীলার কথা কৃষ্ণপাদপদ্মে আরম্ভ ক'রেছে ব'লেছেন, সেই কৃষ্ণের সেবা শ্রীরাধার মনোবৃত্তিতে ক'র্‌তে হ'বে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা—সর্ব্বশেষ কথা হ'চ্ছে কৃষ্ণ-দর্শন।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

আশাস্তবৈরমৃতসিন্ধুষয়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বদ্ধেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং যে
প্রাণৈর্বৃথে ন চ বরোরু বকারিণাপি॥

আমি সকলকে আহ্বান ক'রছি, আপনাদের ধারার ধারার লাভ লাভ কাধা পরিত্যাগ ক'রে কুণ্ডতীরে আগমন করুন—কোটি কোটি জন্মে যে সৌভাগ্য লাভ হ'বে না, সে সৌভাগ্য বরণ করুন।

• •

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব'লেছিলেন যে, কুণ্ডতীরে তজন ক'রবার নাম ক'রে একটা সহজিয়া তথায় জুটেছে। তা'রা কৃষ্ণকে মলিন করবার চেষ্টা ক'রছে। আজকাল বোধ হয় তা'র অনেক গুণ অধিক প্রাকৃত-সহজিয়া তথায় জুটে গেছে। অপ্রাকৃত হরিকথার টিউব দিয়ে খুব ভিতর থেকে শ্রীকৃষ্ণের নির্মল জল বের ক'রতে হ'বে। আমরা চাই লণ্ডনের মত কর্দ্দমকোলাহলময় নগরীতে ব'সেও বাস্তব সত্যের কথা ব'লতে। সুতরাং সেখানেও শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকাশিত হওয়া দরকার; কারণ, কুণ্ডতীর ব্যতীত অন্য যাবার ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের গুরুপাদপদ্ম যেতে নিষেধ ক'রেছেন। সেখানেও রাধাযাত্রীর মন্দির করা দরকার। শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি সত্যসত্যই শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রকাশ ক'রতে হ'বে। প্রাকৃতসহজিয়াদের অত্যাচারে রাধাকুণ্ডের জলে তা'দের বিচারে সেওলা প'ড়ে গিয়েছে। অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের জল মলিন হয় নাই, প্রাকৃত-সহজিয়াদের তজনের অভিনয় কতটা মলিনতাগ্রস্ত হ'য়েছে, তা' প্রদর্শনের জন্যই লোকে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপ ঐরূপ শৈবাল-দ্বারা আচ্ছাদিত দেখ্‌তে। তাই বার্ষিকোৎসব-পূজাই আমাদের পালনীয়োৎসব হ'বে।

• • •

২৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অফিস-ঘরে বসিয়া মূলায়ন, বহুমন বা সাংখ্যায়ন এবং একায়ন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ নানাবিধ বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ফিলজি ও ফিলসফির সময়য় কিরূপে অচিন্ত্যভেদাভেদের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও বলেন। ফিলসফিতে নিজের অভিমত আছে, আর ফিলজিতে ফিওস্ বা পরমেশ্বরের উপর নির্ভরতা।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—সিমাইটস্‌রা হংস জাতির কাছ থেকে তা'দের আদিপুরুষ আদম ও ইভের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার গল্প রচনা ক'রেছে। আমরা বৃহদারণ্যকোপনিষদে "হংসোহহং শিপ্রনঃ বাধ্বসি" প্রভৃতি মন্ত্র দেখ্‌তে পাই।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—তত্ত্বস্তুকিই উপনিষদের একমাত্র আরাধ্যবস্তু, তা' প্রথমতঃরূপে আরম্ভ ক'রেছেন গীতা এবং ভাগবতে তা' পূর্ণতায় ব্যাখ্যাত হ'য়েছে। তত্ত্বস্তুকে যখন পরমার্থ-রাজ্যের প্রাথমিক পাঠ উপনিষদ্ প'ড়েন ও পড়ান, তখন তিনি কেবল অদ্বয়জ্ঞানমাত্র নিরাস ক'রে আর কিছু বলেন না। অদ্বয়বিশেষ নিরাস করবার পর ভিন্নবিশেষের যে-সকল কথা আছে, উপনিষদের মধ্যে তাহাও প্রদর্শন ক'রে থাকেন। যেমন যিনি এম্-এ ক্লাশের অধ্যাপক, তিনি যদি স্কুলের ১ম মানে পড়াতে যান, তা'হলে দুই একটা বড় কথাও ব'লে ফেল্‌তে পারেন। তদ্রূপ কিন্তু উপনিষদ্ ও গীতা প'ড়লে তখন ঠিক পড়া হয়। অতএব উপনিষদ্ ও গীতা-পাঠে নির্ব্বিশেষবাদই চরম লক্ষ্য হয়।

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

(২)

২রা অক্টোবর—রাত্রিকাল

গত ২রা অক্টোবর (১৯৩৫) রাত্রে শ্রী ০ ০ মুখোপাধ্যায় বি-এ নামক যুবকটি বলেন,—"ভগবানের বিষয় যদি আমি শুনে বিশ্বাস করি, সেরূপ বিশ্বাস 'সত্য' কিরূপে ব'লতে পারি? যাহা প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি না বা বুঝ্‌ছি না, তাহা কিরূপে সত্য হ'তে পারে?

ইহার উত্তরে প্রভুপাদ বলেন,—শুনা' ছাড়া যদি বিশ্বাসঘাতক ও অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর জ্ঞানার্জ্জন করা যায়, সেই জ্ঞান কি অধিকতর সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য হ'বে? ভগবান্ কি আমার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের যোগ্য? ইন্দ্রিয়জজ্ঞান কি ভগবানের পিঠে চ'ড়বে? এ যে শাঙ্করের মতবাদের কথা। অধোক্ষজে যদি সেবাযোগ হয়

—ভক্তিযোগ হয়, তা' হ'লেই অনর্থের শেষ হ'বে। অনর্থ থাকাকালে নানা প্রকার বৈকারিক প্রলাপ থাকবে।

যুক্তিযোগ বা যুক্তিযোগের অস্তিত্ব ও চলনাদ্বারা অনর্থ আসবে। একমাত্র ভক্তিযোগের দ্বারাই অনর্থ যা'বে।

"জ্ঞানী ক'রযুক্তকরণা পাইতু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে যুক্তযুক্তি বিনে॥"

'ঈশ্বর' শব্দে 'প্রভু' বুঝায়। প্রভুকে ভৃত্যভাবে পরিণত ক'র্‌ব না।

তিন ভাই জগন্নাথ দর্শন ক'রতে গেলেন। একভাই—ব্যাবহারিক ভাই, আর এক ভাই—রাজসিক ভাই, তৃতীয় ভাই—সাত্ত্বিক ভাই। তামসিক ও রাজসিক ভাই সাত্ত্বিকভাইকে ব'ল্‌লে—"তুমি একতৃতীয়াংশ ভাগের মালিক। আর আমাদের দুই ভাইয়ের একত্রে ভাগ তোমার বিগুণ। কাজেই জগন্নাথকে আমরা দু'জন যেভাবে দেখেছি, সেইরূপ বর্ণনই ঠিক।" সাত্ত্বিকভাই ব'ল্‌লেন, "আমি একতৃতীয়াংশ ভাগও ছেড়ে দিচ্ছি। ঐ ভাগ ছেড়ে দিলেই আমি নির্গুণ বৈকুণ্ঠরাজ্যে যাব। তোমরা জগতের গুণ নিয়ে থাক। তোমরা সংখ্যাধিক্য নিয়ে মারামারি কর। সংখ্যাধিক্যই তোমাদের সত্যনির্ণয়ের মাপকাঠি হ'ক; কিন্তু আমি জানি, বৈকুণ্ঠ-বিচিত্র জগতের সংখ্যাধিক্যের মতামতের দ্বারা ঠিক করা যায় না,—

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

৩রা অক্টোবর—প্রাতঃকাল

৩রা অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ লাহিড়ী নামক জনৈক দিল্লীপ্রবাসী ভদ্রলোক মহাসমারোহসহকারে অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর প্রভুর পূর্ব্বপরিচিত সূত্রে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন। লাহিড়ী মহাশয়ের স্বজনবর্গ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমঠে আসিতেন।

* * *

কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস বীর বি-এ সরকারী ইন্‌কাম ট্যাক্স্ অফিসার সপরিবারে শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া প্রণত হন। তাঁহার ইচ্ছা, হিন্দি-ভাষায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনের গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়। বৃন্দাবনে রাধারমণ ঘেরায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামীপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের হিন্দি অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত নামক গ্রন্থও হিন্দিতে 'ভাগবত'পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বীরজীকে জ্ঞাপন করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

* * *

শ্রীল প্রভুপাদ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগের আলোচনা প্রাপঞ্চিকভূমিকার বিষয় বর্ণন করিয়া ভক্তির অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যের কথা জ্ঞাপন করেন। ভক্তির প্রভাবের দ্বারা কিরূপে পরার্থিতা ও আত্মার্থিতার চরম তাৎপর্য্য লাভ হয়, তাহা প্রভুপাদ বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন ও পৃথিবীর সকলের সকল চেষ্টা একমাত্র জগদ্ভক্তি-প্রচারে নিয়োগ করিলেই সমাজ, দেশ ও জাতির সর্ব্বপ্রেষ্ঠ মঙ্গল হইবে, তাহা বলেন।

* * *

জগতে কিরূপে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা বহুরূপিণী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদ তৎপ্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন,—"ঈশ্বরের উপাসনা অপেক্ষাও কেহ কেহ কুকুরের উপাসনা ভাল মনে করেন; কেন না, কুকুরের দ্বারা আমাদের বাড়ী পাহারা দেওয়াইতে পারি। ঈশ্বর যদি বায়ু প্রেরণ ক'রে আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা ক'রে দেন, যদি আমাদের চাকরগিরি করেন, তবেই আমরা দেশকালীয় ঈশ্বরকে (?) স্বীকার করি। ঈশ্বর (?) যদি আমার ভোগময় দর্শনের মধ্যে আসেন, তবেই তিনি ঈশ্বর!"

৩রা অক্টোবর—মধ্যাহ্ন

৩রা অক্টোবর মধ্যাহ্নকালে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত দিল্লীর বিভিন্নস্থানে মথুরা জেলার সরকারী নূতন মানচিত্র ক্রয় করিবার জন্য শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রী'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, শ্রীমান্ সৌম্য, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ গ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কারকোবিদ ভক্তিশাস্ত্রী গমন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দিল্লীর কোথায়ও সেই মানচিত্র পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা নয়া-দিল্লীতে একটি যাদুঘরে (Museum-এ) প্রাচীন ভূগর চিত্র ও কারুকার্য্যের তত্ত্বাবশেষসমূহ দর্শন করেন।

২রা অক্টোবর—অপরাহ্ণ

অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ সেট এম্-এম্-বি এবং আরও একজন উকীল ও সেটেলী অফিসার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন ও হরিকথা শ্রবণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট গীতোক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির প্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার কিরূপ সমাধান হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হরিকথা বলেন। স্বরূপ ও উপাধির পার্থক্য-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ গম্ভীরভাবে রেখাপাত করেন।

• • •

"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা 'বিশতে' তদনন্তরম্" শ্লোকে 'বিশতে' শব্দের দ্বারা 'বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করে' জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের কথিত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক শুনিবার পরও যদি আমরা শরণাগতি ব্যতীত অন্যান্য ভেক ও মনোধর্ম্মে আসক্ত থাকি, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ হারাইলাম, জানিতে হইবে।

• • •

কার্ম্ম-জ্ঞান ও কৃষ্ণজ্ঞানই ভক্তি। কৃষ্ণ—অখিলরস-সমূহ। সমুদ্রে রসের অভাব নাই।

জীবের 'ব্রহ্ম' হইবার স্পৃহা বা 'ব্রহ্ম' বলিয়া অভিমান ভেকের নিকেকে বড় দেখাইতে গিয়া আপনাকে কাটাইয়া ফেলিবার ন্যায় চেষ্টা!

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—কেহ কেহ আমার কথাকে অপ্রাসঙ্গিক বা বাহুল্য কথা মনে ক'রতে পারেন, কিন্তু যেমন গাছে জল দিতে হ'লে অনেক দূর থেকে বালতি নিয়ে আলবালের চক্র তৈরী করা হয়, আমিও সেরূপ বহুদূর থেকে নানাপারিপার্শ্বিক কথা নিয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। ঐ সকল কথাই আমাদের হৃদয়ে স্ফূরণ ক'রেছেন। যাঁরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন, তাঁদের আর প্রশ্ন ক'রবার প্রয়োজন হ'বে না সকল কথারই উত্তর হ'য়ে যাবে।

বাবু শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি-প্রকারে শরণাগত হওয়া যায়?"

প্রভুপাদ বলিলেন,—গীতা শরণাগতির প্রাথমিক শিক্ষার ব'লেছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে শরণাগতির কথা শুনি,—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদাবপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত অনুক্ষণ শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারাই আমাদের আত্মধর্ম্ম শরণাগতি প্রকাশিত হয়।

ঐ দিবস রাত্রিতে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক ডাক্তার কে, কে. সেনের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথায় কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রেলওয়ে অডিট কন্ট্রোলার শ্রীযুক্ত কান্ত সেন; সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেসাল সবজজ মিঃ এস্. কে, সেন আই-সি-এস্; ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ এস্ চৌধুরী; রায় বাহাদুর ভোলানাথ দাস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণু ও উপজীবিকা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের সহিত 'গৌড়ীয়'-নাম-ধারী ব্যক্তিগণের প্রচারের পার্থক্য একটি মূল বিষয় হইতে সূচিত হইয়াছে। গৌড়ীয়ক্রব ব্যক্তিগণও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ন্যায় আপনাদিগকে শুদ্ধভক্তির প্রচারক বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন এবং ভক্তির আনুষ্ঠানিক কার্য্য-কলাপেরও বাহ্য প্রদর্শনী উদ্ঘোচন করেন। "শ্রীগৌড়ীয়-মঠ বর্ত্তমানযুগে একমাত্র শুদ্ধভক্তির প্রচারক; ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ"—একথা শুনিয়া গৌড়ীয়ক্রব প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায় তথা যাঁহারা শুদ্ধভক্তির কোন ধার ধারেন না,

বা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ,—এইরূপ যাবতীয় ব্যক্তি ঐরূপ উক্তিকে প্রশংসাসূচক বাক্য বা গৌড়ামী মাত্র মনে করিয়া থাকেন। অনেক সময় কোন কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাহ্য-ক্রিয়া-কলাপের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যকেও গৌড়ীয়কুল-সম্প্রদায়ের উপজীবিকা-চেষ্টার ন্যায়ই চেষ্টাবিশেষ মনে করিয়া ভ্রান্ত ও ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। এজন্য শুদ্ধভক্তির লক্ষণ-সমূহ সর্ব্বাগ্রে আমাদের জানা কর্ত্তব্য।

শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তির পার্থক্য এই যে, শুদ্ধভক্তি সর্ব্বপ্রকার কপটতা অর্থাৎ আনুকূল্যে-রহিত চেতনের বৃত্তি। শুদ্ধভক্তিতে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষবাসনার লেশ মাত্রও নাই; আর বিদ্ধভক্তি সর্ব্ব-কপটতাসংযুক্ত হইয়াও শুদ্ধভক্তির অনুকরণকারী ও অদ্বৈষ প্রতিযোগিতাময় ব্যাপার। বিদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ে কৃষ্ণপ্রীতি অপেক্ষা প্রাকৃত সম্পদ্ ও চেষ্টা বহু আড়ম্বর, দেবত্ব, ঋষিত্ব সদ্বৃত্ত, বহুশাস্ত্রাদি জ্ঞান, দান তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত প্রভৃতি পার্থিব ব্যাপারেরই অধিক আদর আছে তাহাদের কৃষ্ণভক্তির তুলনা কেবল ঐসকল পার্থিব প্রতিষ্ঠা ও লাভপূজা-সমৃদ্ধির উপায় ও উপেয়।

উপজীবিকার মূল ভাবনা বহির্ম্মুখ জীবনের একটি বিশেষ সমস্যা। যে সমস্যা বর্ত্তমানযুগে সমগ্র বিশ্বে অর্থ-নৈতিক আন্দোলনরূপে সর্ব্বগ্রাসী ভূমিকম্পের বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছে, সেই সমস্যার হস্ত হইতে বহির্ম্মুখ জীবনে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব; কাজেই উপজীবিকার বিভিন্ন চেষ্টার মধ্যে অধিকতর নিরাপদ ও সুলভ চেষ্টাগুলি কতিপয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতবর্ষে এই চেষ্টাটি অতীব সুলভ হইয়া পড়িয়াছে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপজীবিকা ভারতবর্ষে আবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে; তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া বিষ্ণু বা বিষ্ণুভক্তিকে উপজীবিকা করিবার চেষ্টাও বহির্ম্মুখতার মধ্যে আধুনিক-কালে খুবই দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ শাস্ত্রে দেখা যায়, বিষ্ণুকে উপ-জীবিকা না করিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সর্ব্বতোমুখিনী চেষ্টাই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ। শ্রীরূপানুগ বলেন,—যিনি বিষ্ণুকে উপজীবিকা না করেন, তিনিই শুদ্ধভক্ত—

"বিষ্ণুং যো নোপজীবতি"

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন যে, বিদ্ধভক্তি শুদ্ধভক্তির আনুকরণিক সাধন ও বিষ্ণুকে উপজীবিকা করিবার চেষ্টা। বস্তুতঃ যে ভক্তিতে বিষ্ণুকে কোনপ্রকারে জীবিকার উপায়স্বরূপ করিবার চেষ্টা নাই, কেবলমাত্র তাঁহার অহৈতুকী সেবা করিবার চেষ্টা আছে তাহাই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—

অতএবাহ (ভাঃ ৭।৭।৫১-৫২)—

নান্যং বিভূন্ন সেবেঽস্মদ্বিধঃ বাষ্পায়ুষোঽজাঃ।
শ্রীদনাদ মুকুন্দাত্ত ন গুরুং ন বান্ধবান্।
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
শ্রীনৃসিংহমনন্যা ভক্ত্যা হরিরন্তবিদ্বদনম্।

অনন্যা নিষ্কামা। বিভূনং নটনমাত্রম্। অতঃ সকামশুদ্ধভক্তাদি তর্কেনটনমাত্রঞ্চ স্বার্থসাধনমাত্রতাৎ-পর্য্যেণ ভক্তানুকরণমাত্রত্বাৎ। যথা পরেষামপি নটানাং রুচিৎ শুদ্ধানুকরণন্তথৈবেতি। অত্র সকামস্তৈমিত্তিকং পারলৌকিককেতি দ্বিবিধম্। তৎসর্ব্বমেব নিষিধ্যতে শ্রীনারদবাক্যে—(ভাঃ ১০।১৬।৩৭) "ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যম্" ইত্যাদিনা। তস্মাদৈবমস্তমনুপ্রস্থ পুরুষস্ত ত্বমুকোরপোকাস্তিস্তব্যপ-দেশো গৌণ এব বোদ্ধব্যঃ। (ভাঃ ৭।১০।২) "ন মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাদকং কামেষু তৈর্বরৈঃ। তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্বামুপাশ্রিতঃ।" ইত্যত্র শ্রীপ্রহ্লাদ-বাক্যে মুমুক্ষা তু কামত্যাগেচ্ছৈব। (ভাঃ ৭।১০।৭) "যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ। কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্।" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ। (ভাঃ ৭।১০।১) "ভক্তিযোগস্য তৎসর্ব্বমন্তরায়োভয়াত্মকঃ" ইতি শ্রীনারদেন প্রাগুক্তত্বাচ্চ। এবং শ্রীমদ্ধরীষস্য যজ্ঞবিধানমপি লোক-সংগ্রহার্থমেব জ্ঞেয়ম্। তমুদ্দিশ্যালোকাস্তভক্তিভাবেনেত্যু-ক্তমিতি। অত্র চৈহিকং নিষ্কামস্য ভক্ত্যা জীবিকা-প্রতিষ্ঠা-লাভার্জ্জনং ধর্ম্মবদ্ভাবময়মপি বোদ্ধব্যম্। 'বিষ্ণুং যো নোপজীবতি' ইত্যুক্তে শুদ্ধভক্তিলক্ষণাৎ। (ভাঃ ৭।১৪।৪) "মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম্মব্যাখ্যারহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ। প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্ত্তা ভবত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্।" ইতি শ্রীপ্রহ্লাদ-বাক্যবৎ। মৌনাদয় এবাজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্ত্তা জীবনোপায়া ভবন্তি। দাম্ভিকানান্তু বার্ত্তা অপি

ভবতি ন বা ভক্তানিষ্ঠত-ফলব্যাপ্তিত্বাৎ। অতএবোক্তং (ভাঃ ৬।১৮।৪২)—

আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ।
যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ॥

ইতি পরং মোক্ষমপীতি টীকা চ।—(ভক্তিসন্দর্ভ ১৬৮ সংখ্যা)

অতএব বলিয়াছেন—হে অসুরবালকগণ! ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, মনুষ্যত্ব, বহুশাস্ত্রাদি-জ্ঞান, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত প্রভৃতি ভগবানের প্রীতিজননে সমর্থ হয় না, পরন্তু অমল ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ প্রীত হইয়া থাকেন, অন্য সমস্ত বিড়ম্বন মাত্র।

'অমলা' পদে নিষ্কামভক্তি, 'বিড়ম্বন' অর্থাৎ নটন বা অনুকরণ মাত্র। অতএব সকাম ব্যক্তির ভক্তিও কেবলমাত্র স্বার্থসাধনোদ্দেশে ভক্তির অনুকরণস্বরূপ বলিয়া নটনরূপে গণ্য হইয়া থাকে। যেরূপ নাটকে নটগণ রামচন্দ্রাদি হইতে ভিন্ন হইয়াও তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া থাকে, এস্থলেও তাদৃশই জানিতে হইবে। সকামত্ব ঐহিক ও পারত্রিকভেদে দ্বিবিধ। "আমরা স্বর্গ, নিখিল ভূমণ্ডলাধিপত্য, ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি কোন বস্তুই প্রার্থনা করি না"—এই শ্রীনাগপত্নীগণের বাক্যে উক্ত সর্ব্ববিধ সকামত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অতএব বৈবস্বতমনুর পুত্র পৃষধ্র মুক্তিকামী হইলেও তৎসম্বন্ধে একান্তিত্বনির্দ্দেশ গৌণই জানিতে হইবে।

"হে দেব! আমি স্বভাবতঃই কামাসক্ত, অতএব এই সকল বর দ্বারা কামসঙ্গে ভীত, নির্ব্বিণ্ণ এবং মুমুক্ষু হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি"—এই প্রহ্লাদ-বচনে 'মুমুক্ষা' শব্দের অর্থ—কামত্যাগের ইচ্ছা। যেহেতু পরে উক্ত হইয়াছে—

"হে বরদশ্রেষ্ঠ ভগবন্! আপনি যদি আমায় অভীষ্ট বরসমূহ প্রদানে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, আমার হৃদয়ে যেন আর কোনরূপ কামের উদয় না হয়।"

শ্রীনারদের পূজা বচনেও উক্ত হইয়াছে—"ভগবান্ শ্রীহরীকেশ প্রহ্লাদকে যে-সকল বর-প্রদানে অভিলাষ করিয়াছিলেন, বালক প্রহ্লাদ ঐ সকল ভক্তিযোগের অন্তরায় জানিয়া সবিস্ময়ে এইরূপ বলিয়াছিলেন।"

এরূপ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের যজ্ঞানুষ্ঠানও কেবলমাত্র লোকশিক্ষার্থই জানিতে হইবে। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াও —"তিনি একান্ত ভক্তিভাবের সহিত"—এরূপ বাক্য উক্ত হইয়াছে। ঐহিক 'নিষ্কামত্ব' অর্থে জীবিকা এবং প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহরাহিত্যও জানিতে হইবে। যেহেতু গরুড়-পুরাণে শুদ্ধভক্তিলক্ষণে—"যিনি বিষ্ণুকে উপজীবিকা (জীবিকার উপায়স্বরূপ) না করেন"—এরূপ উক্ত হইয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন—"হে অসুরগণ! মৌন, ব্রত, শ্রুত, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম, ব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ ও সমাধি—এই দশটি মোক্ষসাধন অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের বার্ত্তাস্বরূপ হইয়া থাকে। দান্তিকগণের কখনও বা ঐসকল জীবিকাস্বরূপ হয়, কখনও বা হয় না।"

মৌনাদিই অজিতেন্দ্রিয়গণের 'বার্ত্তা' অর্থাৎ জীবনোপায় হইয়া থাকে। দান্তিকগণের পক্ষে কখনও জীবনোপায় স্বরূপ হয়, কখনও বা হয় না, যেহেতু ধাতুর ফল অনিশ্চিত। অতএব শ্রীপ্রহ্লাদ অসুরবালকগণকে বলিয়াছেন,—"যাঁহারা নিষ্কামভাবে ভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া 'পর' পর্য্যন্ত প্রার্থনা করেন না, তাঁহারাই স্বার্থকুশলরূপে কথিত হইয়াছেন।" টীকা—'পর' অর্থাৎ মোক্ষ।

মৌন, ব্রত, শাস্ত্র-পাঠ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ প্রভৃতি ভগবৎসেবার অনুকূল বিষয়-সমূহ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের জীবিকাস্বরূপ হইয়া থাকে, অতএব প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় বা বৈষ্ণবক্রব-সম্প্রদায়ে ঐসকল ভক্তির অনুকূল বিষয়কে যে উপজীবিকায় পরিণত করিবার নানাপ্রকার ছলনাময়ী যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই তাহাদের শুদ্ধভক্তির পথ হইতে দূরে অবস্থানের জলন্ত দৃষ্টান্ত। 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে'ও ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৮২ সংখ্যা ধৃত ভাঃ ৭।৫।২৩ শ্লোঃ)—"ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত" প্রভৃতি শাস্ত্রাদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তির বিচার-প্রসঙ্গে ঐ সকল কথার অবতারণা বিষ্ণুকে বা বিষ্ণুভক্তিকে উপজীবিকা করিবার বহির্মুখ প্রবৃত্তি হইতে সতর্ক করাইবার জন্যই ভক্তিশাস্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তিপথ বা সদ্গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে উপজীবিকায় পরিণত করিবার প্রবৃত্তি অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের চরিত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাকে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি

বলা যায়। ইহা কখনও ভোগের বস্তু হয় না। যে ব্যক্তি ঐরূপ ভোগ-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারই সমূহ ক্ষয়কর হইয়া থাকে। যাঁহারা শুষ্কতর্কপথে প্রবিষ্ট হইতে চাহেন, তাঁহাদের বিষ্ণুকে উপলব্ধি করিবার দুর্বুদ্ধিকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-প্রভাবে সর্ব্বাগ্রে নিরাস করিতে হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীরাধাকুণ্ডের সংবাদ

গত ১৭শে অক্টোবর বেলা দশঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ সেবাশ্রমী-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন এবং তথায় শ্রীমঠের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক রাত্রি ৮টায় শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঐদিবস অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কাশীরডাঙ্গা-মরীচিয়ালা হইতে কতিপয় শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। রাত্রিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৮শে অক্টোবর মধ্যাহ্নকালে মথুরায় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ও ডুইটন গভর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন।

মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্রিক শ্রীপাদ মুকুন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ ও আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি গত ২৯শে অক্টোবর দিল্লী-এক্সপ্রেসে শ্রীরাধাকুণ্ড যাত্রা করেন, তাঁহাদের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আলেখ্যার্চ্চা ছিলেন। তাঁহারা ৩০শে বেলা ১১টায় মাঠ্‌রাস্ জংসনে পৌঁছিয়া শ্রীমূর্ত্তিসহ মোটরযানে অতি সাবধানে মথুরা পর্য্যন্ত ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ণে বিশ্রামঘাটস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিশ্রাম করিতে থাকেন। আধঘণ্টা পরেই ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহনজী ও শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী মঠের মোটরসহ সেখানে উপস্থিত হন; তাঁহারা রেল ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাদিগকে না পাইয়া রাধাকুণ্ডে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। শ্রীপাদ আচার্য্যাত্রিক প্রভু ও শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু সেই মোটরে সন্ধ্যায় শ্রীরাধাকুণ্ডে উপনীত হইয়া প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করেন। প্রভুপাদ তাঁহাদিগের সহিত একঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পথে গয়া ষ্টেশনে (৬ষ্ঠে রাত্রে) শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীজীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি গয়া হইতে ৩১শে প্রাতে শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া পৌঁছেন।

গত ৩০শে অক্টোবর অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ আগ্রানিবাসী অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মিঠ্‌ঠন লাল ভাটনাগর মহাশয়ের নিকট অধোক্ষজ, Apotheosis, Anthropomorphism, Zoomorphism, Phyto-morphism, মায়াবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকক্ষণ হরি-কথা কীর্ত্তন করেন।

৩১শে প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর ও গয়া-গৌড়ীয়-মঠের কার্য্যের ব্যবস্থা করেন এবং শ্রীযুক্ত মিঠ্‌ঠন লালজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান ও শ্রীনাম সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর উক্ত ভাগ্যবান্ সজ্জন সপরিবারে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া শ্রীনামাশ্রয় গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন।

১লা নবেম্বর প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ একঘণ্টাকাল কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন এবং দ্বিপ্রহরে প্রসাদ-সম্মানান্তে শ্রীপাদ আচার্য্যাত্রিক প্রভু, অপ্রাকৃত প্রভু, যোধারন মহারাজ ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া মোটরে "সঙ্কেতে" (বর্ষাণ ও নন্দগ্রামের মধ্যবর্ত্তিস্থানে) গিয়া স্থানীয় একটি ঠাকুরসেবা গ্রহণ করিবার মত প্রকাশ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শ্রীরাধাকুণ্ডে ফিরিয়া আসেন। ঐদিবস সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মহারাজ শ্রীচরিতামৃত পাঠ করেন।

২রা নবেম্বরও দ্বিপ্রহরে প্রসাদ-সেবনান্তে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু (ইনি ১লা নবেম্বর অপরাহ্ণে হইতে একাকী শ্রীরাধাকুণ্ডে উপনীত হন) এবং শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাকরোবিবি ও শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীসহ মোটরে সেবাশ্রমী দর্শনার্থ গমন করেন এবং অপরাহ্ণে রাধাকুণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১লা নবেম্বর প্রাতে শ্রীঅমৃতানন্দ দাসাধিকারী ও ২রা নবেম্বর প্রাতে শ্রীপাদ যোধারন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশে সেবাশ্রমীতে গমন করেন, শ্রীপাদ সেবি মহারাজও ঐ (২রা নবেম্বর) তারিখে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকান্ত সহ দিল্লীতে মহোৎসবের সাহায্য ও সম্পাদনার্থ প্রেরিত হন। ঐ দিবস (২রা নবেম্বর) অপরাহ্ণে ভরতপুরের কৃতপুণ্য দেওয়ান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রঘুবীর সিং ধাওজি সি-আই-ই মহোদয় তাঁহার কন্যা সহ শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আসিয়া তাঁহাকে তৎকালে না পাওয়ায় তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর সহিত প্রায় ১৪ ঘণ্টাকাল হরিকথা আলাপ করেন। পরে শ্রীল প্রভুপাদ ও আচার্য্যাত্রিক প্রভু সেবাশ্রমী হইতে মোটরযোগে ফিরিয়া আসিলে ধাওজি মহোদয় তাঁহাদের সাক্ষাৎকার

লাভ করিয়া আধঘণ্টা পরে প্রস্থান করেন। অতঃপর প্রভুপাদ বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণন করেন।

ঐদিবস (গত ২২া নবেম্বর) অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম সন্দর্শনার্থ মথুরা হইতে ক্যাপ্টেন শিবদাস ডুরি এম্‌পি মহাশয় আগমন করেন এবং বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে অর্থ-বৃত্তি, পরমাগতি প্রভৃতির কথা ও "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য", "কথা মামভিজানাতি", "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং সাধনাভিনিবেশজ ও কৃষ্ণপ্রসাদজ কৃপা, বার্ত্তারহস্য ও হর্ষট-স্তায়, প্রকৃত গুরু ও গুরুক্রব প্রভৃতি বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আচার্য্যচরণে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঐদিবস (২২া নবেম্বর) শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ মহাশয় সপরিবারে কলিকাতা হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করেন।

৪ঠা নবেম্বর শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণবিহারী মঠে নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দিরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিহারীজিউ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীপাদ গৌরী মহারাজ ও শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহোদয় শ্রীবিগ্রহের পুষ্পাদ্যর্চ্চণ করেন, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ এবং অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ বহুবল্লভিকাপ্রমুখ সেবকগণ যজ্ঞানুষ্ঠান-কার্য্যে এবং শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক ভাগবতরত্ন মহোদয় মহোৎসবের যাবতীয় ব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণকার্য্যে ও পাণ্ডা-ভোজনের ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করেন।

৫ই নবেম্বর শ্রীউত্থান-একাদশীদিবসে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্রজস্থানবন্ধুবর্গসহ সঙ্কীর্ত্তন-মুখে গিরিরাজ শ্রীল গোবিন্দদেব হাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব সম্পাদন করিয়া শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু-সহ বেলা প্রায় ১২টায় শেষশায়ী যাত্রা করেন। শেষশায়ী শ্রীল প্রভুপাদের অতিপ্রিয় স্থান কেশবজীর আসনাশ্রম—দিব্যস্থিত বিশ্রামক্ষেত্র। তথায়ও সঙ্কীর্ত্তনমুখে পরমহংস বাবাজী মহারাজের উৎসব সম্পাদন করিয়া প্রভুপাদ তথা হইতে ঐ দিবসই অপরাহ্নে দিল্লী-গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীজীও ঐ দিবস শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা ৭টায় দিল্লী-গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ গত ৩রা নবেম্বর তথায় উপস্থিত হইয়া পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিতে থাকেন। ১লা হইতে ১০ই নবেম্বর পর্য্যন্ত দিল্লী-মঠের বার্ষিক উৎসব ছিল। ১০ই নবেম্বর দিল্লী-মঠে সাধারণ-মহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক ঐ রাত্রিতেই শ্রীল প্রভুপাদ দিল্লী-এক্সপ্রেসে গয়া যাত্রা করিয়া ১১ই নবেম্বর প্রাতঃ ৯টা ১৮ মিনিটে গয়ায় উপস্থিত হন। ১২ই নবেম্বর গয়া গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সম্পাদন করিয়া ১৩ই নবেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ প্রভৃতি শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজগণ গত ১০ই নবেম্বর বেলা প্রায় ১০টায় শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া বেলা প্রায় ২২া টায় মথুরা গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে অপরাহ্নে ফ্রন্টরাস্ হইয়া ১১ই নবেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করেন। শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ ও শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী (ইনি ঐদিবস প্রাতে মথুরা হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন) ঐ দিবস (১১ই নবেম্বর) রাত্রির ট্রেণেই ঢাকা-শ্রীমাজগৌড়ীয় মঠে যাত্রা করেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহোদয় বর্ত্তমানে মথুরা-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন।

——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রদর্শনী

শ্রীশ্রীরাসোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী ময়দানে শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা-পূর্ণ ষোড়শটি দৃশ্য-সম্বলিত একটি প্রদর্শনী উন্মোচন করা হইয়াছে। গত ১১ই নবেম্বর সোমবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কবিরত্ন প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-মুখে উক্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন। প্রত্যহ প্রাতঃ ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্বার সর্ব্বসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকে। উহাতে ১। কংস কারাগার, ২। বসুদেবের যমুনা পার ৩। শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধ লীলা, ৪। যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন, ৫। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকাভোজন লীলা, ৬। উদূখলে দামোদরের বন্ধন-স্বীকার-লীলা ৭। শ্রীকৃষ্ণ ও রাখালবালকগণ—বকাসুর-বধ-লীলা, ৮। ঐ—অঘাসুর-বধ-লীলা, ৯। শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন লীলা, ১০। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলা, ১১। শ্রীকৃষ্ণের মুষলযাত্রা, ১২। শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসব, ১৩। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার, ১৪। শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রাদেবী, ১৫। আলেখ্য মঞ্চ ও ১৬। ভক্তিপ্রস্থাবলী—এই ষোড়শটি দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

——

পরলোকে শ্রীসন্তদাস

গত ৮ই নবেম্বর শুক্রবার রাত্রি ৭টার পর শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীসন্তদাস বাবাজী মহাশয় আমাশয় রোগে ট্রেণে অণ্ডাল ও আসানসোল ষ্টেশনের মধ্যে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৪টায় তাঁহার শিবপুর আশ্রম হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। ৯ই অপরাহ্ণে ফ্রন্টরাস্ ষ্টেশন হইতে শিবপুর আশ্রমে তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ আসে। তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। বৃন্দাবনস্থ আশ্রমেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধিত হইয়াছে। তিনি বাঁকুড়া জেলার ধনঞ্জয়দাসকে বৃন্দাবনের ও শ্রীহট্ট-জেলার কৃষ্ণদাসকে শিবপুরের আশ্রমের মোহান্ত-পদে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

চয়ন

গৌরভক্ত চাঁদকাজীর সুপবিত্র সমাধিক্ষেত্র কলুষিত করিবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নবদ্বীপের ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহাদুরের নিষেধাজ্ঞা

["অমৃতবাজার-পত্রিকা", ১২ই নভেম্বর, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

CHAND KAZI'S SAMADHI

Moslems not to hold meeting: restraint order issued.

(*From our own correspondent*)

Krishnagar, Nov. 10.

Following notice under Section 144 Cr. P. C. was issued against Kazi Syed Ahmed and 9 other persons of Bamanpukur and all other Mahomedan public in general by Mr. G. R. Mukherjee, Magistrate in charge (1st class) of Krishnagar:

Whereas it has been made to appear to me from the petition filed by Bir Chandra Brahmachari of Sree Mayapur Math and from the report submitted by the Officer-in-charge of Nabadwip P. S. dated 9-11-35 that you and the other Mahomedan public in general are about to meet and hold a meeting on 11-11-35 (the Sabharat day) at Fultala land or Chand Kazi's Samadhi land in possession of the proprietors of Mayapur Math at Bamanpukur P. S. Nabadwip within the local limits of my Jurisdiction and to do such other act there which may wound the religious feelings of others and that such act is likely to lead to a serious breach of the peace and whereas I am satisfied that there are sufficient grounds to proceed against you under Section 144 Cr. P. C. and that speedy remedy is desirable.

I do hereby order you not to enter upon the said land known as Fultala land or Chand Kazi's Samadhi at Bamanpukur. You may show cause against this order on or before 18-11-35.

মর্ম্মানুবাদ

কৃষ্ণনগরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি, আর, মুখার্জি বামনপুকুরের কাজী সৈয়দ আহম্মদ প্রমুখ দশজন মুসলমান ও অন্যান্য মুসলমান জনসাধারণের উপর ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারা মতে নিম্নলিখিত নোটিশ জারি করিয়াছেন—

যেহেতু শ্রীমায়াপুর মঠের শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারীর আবেদন-পত্র ও নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর ৯ই নভেম্বর তারিখের রিপোর্ট হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তুমি এবং অন্যান্য মুসলমান জনসাধারণ মায়াপুর মঠের স্বত্বাধিকারিগণের দখলে আমার বিভাগের এলাকাধীন নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত বামনপুকুর গ্রামের ফুলতলা বা চাঁদকাজীর সমাধিস্থলে ১১ই নভেম্বর তারিখে (সরেবরাৎ দিবসে) একত্রিত হইয়া সভা করিতে সংকল্প করিয়াছ, এবং তথায় এরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছ যাহা অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের ধর্ম্মভাবকে আঘাত করিবে এবং এরূপ কার্য্য তদানেক শান্তিভঙ্গের কারণ হইতে পারে, সুতরাং আমি বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমার উপর দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারা জারি হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে এবং অনতিবিলম্বে ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

আমি এতদ্দ্বারা তোমার উপর বামনপুকুরস্থ ফুলতলা বা কাজীর সমাধিস্থলে প্রবেশ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিতেছি। এই আদেশের বিরুদ্ধে যদি তোমার কোন কারণ দর্শাইবার থাকে, তাহা ১৮ই নভেম্বর কিম্বা তৎপূর্ব্বে জানাইবে।

লণ্ডনে হিন্দুমন্দিরের পরিকল্পনা

[৯ই নভেম্বর ১৯৩৫ শনিবারের "ষ্টেট্‌সম্যান" হইতে উদ্ধৃত]

GAUDIYA MISSION

PROJECT FOR HINDU TEMPLE IN LONDON

London, Nov 7.

The Gaudiya Mission's project for the establishment of a Hindu temple and a home in London, was commended by the Marquess of Zetland, Secretary of State for India, presiding at a lecture to day on Hindu Philosophy by Tridandi Swami Bon.

The Marquess of Zetland mentioned that the Maharaja of Tripura had undertaken to defray the cost of the temple itself.

Tridandi Swami Bon is returning to India at the beginning of December with a view to furthering the project.

—Reuter.

মর্ম্মানুবাদ

রয়টারের সংবাদ, লণ্ডন, ৭ই নভেম্বর

গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক লণ্ডনে একটী হিন্দুমন্দির এবং অতিথিশালা স্থাপনের জন্য যে পরিকল্পনা হইয়াছে, ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারী দি মার্কুইস অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড অদ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজ কর্ত্তৃক 'হিন্দুদর্শন' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান উপলক্ষে সভাপতির কার্য্যকালে তাহা বিশেষভাবে অনুমোদন করিয়াছেন।

দি মার্কুইস অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড বলেন যে, ত্রিপুরার মহারাজ মন্দির-নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজ ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ ; ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৫ | ১৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

চতুর্দ্দশ-দিবস—৭-১১-৩৫

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বাস্তববস্তুর উপদেষ্টা। ইহাতে বাস্তব বস্তু বেদ্য এবং কৈতব-রহিত নির্ম্মৎসর সাধুগণের একমাত্র ধর্ম্ম কথিত হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা-দ্বারা কৈতবরহিত ধর্ম্ম লাভ করা সম্ভব নয়। সংসারে ত্রিতাপের হস্ত থেকে যাঁরা সম্পূর্ণ পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁদের শ্রীমদ্ভাগবতের আরাধনা ব্যতীত উহা সম্ভব নহে। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। ভাগবতের অধ্যয়নকারী, শ্রবণকারী, কীর্ত্তনকারী এবং বিচারণপরব্যক্তিই অর্থাৎ স্মরণকারি-ব্যক্তিই নিত্য সত্য ভগবদ্বস্তুকে লাভ করেন। সেই ভগবদ্বস্তুর প্রকাশমূর্ত্তিরও কথাও ভাগবতে বর্ণিত আছে।

ভগবান্ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি আর তাঁর অবতারসকল বিভিন্নরসের প্রকাশমূর্ত্তি। সেই পূর্ণ-মূর্ত্তি—যাঁ' হ'তে যাবতীয় প্রকাশসকল নির্ম্মল জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হন, সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি যাঁহার বেদ্য-বস্তুর কথা সম্যক্‌ভাবে আলোচনা হওয়া উচিত

আমরা পূর্ব্বদিবস মৎস্যাবতারের কথা আলোচনা ক'রেছি। তিনি চিন্ময়ী হুতাশনমূর্ত্তি হ'তে জাত চিন্ময় বীভৎসরসের আশ্রয় স্বরূপ, আর সূর্য্যদেব বিস্ময়রতি হ'তে জাত অদ্ভুতরসের আশ্রয়। আপনারা জানেন—

শতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

সাধনভক্তির ক্রমবর্ণনে 'শ্রদ্ধা' শব্দের উল্লেখ পাই। "শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।" ইতর ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন ক'রলে ভগবৎপদার্থে ঔদাসীন্য হয়। আর বাস্তব-বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা হ'লে যে-সকল তাৎকালিক বস্তুর প্রলোভন আমাদের ক্ষুব্ধ অধিকার ক'রে আছে, সেগুলি অপসারিত হয়।

কূর্ম্মের কথা আপনারা বোধ হয় জানেন। এক সময় দুর্ব্বাসা দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্মান ক'রে একটি মালা প্রদান করেন, তিনি সেটি ঐরাবতের কুম্ভে স্থাপন করেন। ঐরাবত মদমত্ততা-হেতু সেই মালাটি নিয়ে পদদলিত ক'রে ফেলে। তা' দেখে দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হ'য়ে ইন্দ্রকে অভিসম্পাত প্রদান ক'রে বলেন—"তোমার রাজ্যলক্ষ্মী বিলুপ্তা হ'ক"। তখন দেবগণ শ্রীভ্রষ্ট হ'য়ে পরমেষ্ঠীর নিকট সকল বৃত্তান্ত জানা'লেন। ব্রহ্মা দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন ক'রে সমাহিতচিত্তে বিবিধ বৈদিক বাক্য-দ্বারা ভগবানের স্তব ক'রতে থাক্‌লেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁদের সমক্ষে আবির্ভূত হ'লেন এবং দৈত্যগণের সহিত কৌশলে সন্ধিস্থাপন ক'রে মন্দর-পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে রজ্জু ক'রে ক্ষীর-সাগর মন্থন ক'রবার উপদেশ দিলেন। দেবগণ ভগবানের উপদেশানুসারে দৈত্যরাজ বলির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন ক'রে দেবদানব মিলিত হ'য়ে মন্দরপর্ব্বত নিয়ে সমুদ্রের দিকে চ'ললেন। কিন্তু অত্যন্ত গুরুতার-বশতঃ পর্ব্বত বহন ক'রতে না পেরে পথিমধ্যেই সেটি পরিত্যাগ ক'রলেন। তা'তে অনেক দেবদানবের প্রাণ বিনষ্ট হ'ল। তখন পরম করুণ ভগবান্ গরুড়স্কন্ধে সেখানে আবির্ভূত হ'য়ে কৃপাদৃষ্টি-দ্বারা মৃতব্যক্তিগণকে পুনর্জ্জীবিত ক'রে একহাত দিয়ে অবলীলাক্রমে মন্দরপর্ব্বত তুলে নিয়ে সমুদ্রে স্থাপন ক'রলেন। তখন বাসুকীকে মন্থনরজ্জু ক'রে মন্দরপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করা হ'ল। শ্রীহরির কৌশলে মোহাচ্ছন্ন দৈত্যগণ বাসুকীর অগ্রভাগ এবং দেবগণ পুচ্ছদেশ ধারণ ক'রলেন। মহা উদ্যমে মন্থনকার্য্য আরম্ভ হ'ল; কিন্তু পর্ব্বত আধারশূন্য হওয়ায় নিরবলম্বী হ'য়ে সলিল-মগ্ন হ'য়ে গেল। তখন কূর্ম্মদেব নিজপৃষ্ঠে মন্দরকে স্থাপন ক'রলেন। পুনরায় মন্থন চ'লতে থাক্‌লে প্রথমে হলাহল বিষ উঠ্‌লো। তখন সকলে মিলে সদাশিবের শরণাপন্ন হ'লেন। আশুতোষ লোকপাবনার্থ সেই হলাহল পান ক'রে 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারণ ক'রলেন। তাঁর কথা আছে—

"নৈতৎসমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

বিষটি তিনি গ্রহণ ক'রলেন, তা'তে তাঁর কোন অসুবিধা বা কোন অমঙ্গল হয় নাই। বিষপান যেমন নীলকণ্ঠেই সম্ভব—অন্যের পক্ষে মৃত্যুর কারণ, তদ্রূপ ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা—কৃষ্ণচরিত্র যদি অনর্থক অবিবেচক-সম্প্রদায় আলোচনা করেন, তবে তাঁদের অসুবিধা হ'বে। প্রাকৃত-সহজিয়াসম্প্রদায় ঐরকম ভোগবুদ্ধি ক'রলে সর্ব্বনাশের মধ্যে পতিত হ'বেন। অক্রূর হ'লে—হরিভক্তি-শাস্ত্রের যোগ্যতা অর্জ্জন না ক'রে ভক্তি পেয়েছি বিচার ক'রলে দুর্দ্দৈব ডাক্‌তে হ'বে। অনেকে বিচার করেন, মহাদেব যখন ভবানীভর্ত্তা, তখন তিনি ভোগী—যেরূপ বিচার চিরকেলে ক'রেছিলেন। মহাদেবের ক্রোড়ে দেবীকে ব'সে থাক্‌তে দেখে চিরকেলে উপহাস ক'রেছিলেন। তাঁর বিচারে ভুল হওয়াতে অপরাধ হ'য়েছিল। মহাদেব ভোগী ন'ন। কিন্তু যাঁরা অক্রূর—ঈশ্বর ন'ন, তাঁ'রা রুদ্রের অনুকরণ ক'রলে অসুবিধা হ'বে। মহাদেবের ন্যায় সংযত না হ'লে কৃষ্ণচরিত্রকে ব্যভিচারপূর্ণ মনে ক'রবে। মন যদি সেবা করার বদলে সেবা গ্রহণ ক'রে বসে, তা'হ'লে সর্ব্বনাশ। এজন্য ব'লেছেন যে, মনের দ্বারাও কদাপি ওরূপ কথায় প্রবিষ্ট হ'বে না। কেন না, অক্রূরের মন দুর্ব্বল—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। এজন্য রাধাগোবিন্দের কথা ভাগবতে আবরণ ক'রে রেখেছেন। রাধিকার নাম বা গোপীর নাম বর্ণন করেন নাই, কেবল ক্রিয়াকলাপ ব'লেছেন মাত্র—ভোগিসম্প্রদায়ের ওটা জানা হ'লে, তা'রা অসুবিধায় প'ড়বে এই জন্য।

মহাদেব যে বিষ পান ক'রেছিলেন, সেটা এত তীব্র যে, তাঁর পানকালে হাত থেকে কিঞ্চিৎ বিষ প'ড়ে গিয়েছিল, সেইটা গ্রহণ ক'রে বৃশ্চিক, সর্প, দন্দশূকাদি এত তীব্র বিষধর হ'য়েছে। তারপর সমুদ্র থেকে ক্রমশ-

গুলি বস্তু উঠ্‌লো। সুরভিগাভী উঠ্‌লে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞের হবির নিমিত্ত উহা গ্রহণ ক'রলেন। তা'র পর উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উঠ্‌লে ভগবানের শিক্ষানুসারে ইন্দ্র উহা বলিকে প্রদান ক'রলেন। ক্রমে ঐরাবতাদি অষ্টদিগ্‌-গজ, অম্বরু প্রভৃতি অষ্টদিগ্‌হস্তিনী, কৌস্তুভমণি, পারিজাত, অপ্সরাসকল এবং রমাদেবী আবির্ভূত হ'লেন। কৌস্তুভমণি ও লক্ষ্মীদেবীকে ভগবান্ বিষ্ণু গ্রহণ ক'রলেন। বারুণি-নাম্নী সুরা উঠ্‌লে অসুরেরা উহা গ্রহণ ক'রলো। ঐরাবত, পারিজাত, অপ্সরা প্রভৃতিকে ইন্দ্র গ্রহণ ক'রলেন। পরিশেষে বিষ্ণু-অংশ-সম্ভূত ধন্বন্তরী অমৃতকলস হাতে নিয়ে উঠ্‌লেন। দেব-দানব-মধ্যে অমৃত নিয়ে কলহ উপস্থিত হ'লে ভগবান্ মোহিনীরূপ ধারণ ক'রে অসুর-গণকে বঞ্চনা ক'রে দেবগণকে অমৃত বণ্টন ক'রে দিলেন। তা'তে বিষয় রতি ও অদ্ভুত-রসোদয় দেখা যায়। বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি বিষয়রতির কারণ। কেবল রাহু দেবচিহ্ন ধারণ ক'রে চন্দ্রসূর্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে অমৃত পান ক'রছিল। ভগবান্ উহা জান্‌তে পেরে চক্র-দ্বারা রাহুর শিরশ্ছেদন ক'রলেন। কিন্তু অমৃত-পান-হেতু তা'র মস্তক অমরত্ব-প্রাপ্ত হ'ল। শরীর মস্তক থেকে ভিন্ন হ'য়ে প'ড়ে গেল। কোন কোন পুরাণের মতে ঐ শরীরটি 'কেতু' হ'ল।

ভাগবতের শেষাংশে কূর্ম্মদেবের একটি প্রণাম-মন্ত্র আছে—

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদ্‌ভূধরপ্রস্তরগিরিপ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
দ্বিস্রব্ধানাং কথঞ্চিদ্‌বিবৃতিজলধেঃ শ্বাসবাতাঃ শ্বসন্তু বঃ।
যৎ সংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদেলানিভেনাজসা
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥

[পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল ভূধরশ্রেষ্ঠ মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণ-জনিত সুখহেতু নিদ্রালু কূর্ম্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ু-সমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কার-লেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তনবশতঃ ফেনচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে, কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না।]

সেই কূর্ম্মদেব যে নিঃশ্বাস ফেলেন, তা'তে সমুদ্রের রত্নসকল তীরস্থ হয়, আবার ফিরে যায়। কূর্ম্মদেবের শ্বাস-প্রশ্বাসে সমুদ্রের আগমাপায়ী স্রোত অদ্যাপি বন্ধ হয় নাই। তা'তে সমুদ্রস্থ রত্নসকল তীরস্থ হয় আবার ফিরে যায়। এই রত্নসকল ভোগ কর্‌বার বাসনা হ'লে অমঙ্গল। নারায়ণ ভোগ্য বিষয় জীব-ভোগ্য হ'লে অসুবিধা। জগতে আমরা জাগতিক ব্যাপারকে 'অধন' ব'লে বুঝ্‌তে না পেরে ধন জ্ঞান ক'রে তা'তে আবদ্ধ হ'য়ে যাই। লক্ষ্মীর নিকট বর প্রার্থনা করি জাগতিক সৌভাগ্যান্বিত হ'বার জন্য। কিন্তু প্রকৃত সৌভাগ্যের জন্য যত্ন করি না। কূর্ম্মদেবের শ্বাসপ্রশ্বাস নিত্যকাল আমাদের মঙ্গল বিধান ক'রছেন। কিন্তু ভগবদনুগ্রহের অভাব কোন্ জিনিষটা, কা'র দ্বারা ভগবৎপ্রসাদ পেতে পারি, এসকল বিষয় বুঝ্‌বার চেষ্টা করি না। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস-রহিত হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত হই। জাগতিক দ্রব্যগুলিরও অস্তিত্ব থাকে না; সুতরাং ঐগুলি প্রয়োজনীয় নয়—না বুঝ্‌লে প্রকৃত কল্যাণ হয় না। ভগবদনুগ্রহ কেবল জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য, জীবের যদি এরূপ জ্ঞান হয়, তা' হ'লে জাগতিক ভোগ নিয়ে ব্যস্ত থেকে সেবা-বিমুখ হ'য়ে যায়। ভগবদ্‌যোগ-বিচার উপস্থিত হ'লে কেবলমাত্র স্বর্গসুখভোগ বা পার্থিব সুখাদিতে আবদ্ধ থাকি না। যাতে ভগবানের সুখবিধান হয়, সেইরূপ কার্য্য করার চেষ্টা হয়। আমাদের কিছু লাভ হ'য়ে সেবা-বিমুখ হ'লে নিত্য দুর্ভাগ্যের কথা। বিষ্ণু কামদেব, তাঁ'রই সব। তাঁ'র কাছ থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু বিমুখ ব্যক্তিগণের তাতেই প্রয়াস। রামচন্দ্র একটি পত্নী গ্রহণ ক'রেছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁকেও গ্রহণের জন্য সচেষ্ট ছিল। সেবা-বিমুখতা হ'তে লক্ষ্মীগ্রহণ-পিপাসা আসে। কূর্ম্মের শ্বাসানিল আমাদের রক্ষা না ক'রলে জাগতিক সৌভাগ্য লাভ ক'রে সেবা-বিমুখ হ'য়ে যাই। সেটি অমঙ্গলের কথা।

এই কূর্ম্মদেবের লীলায় অদ্ভুতরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কূর্ম্মদেব দেবতাদিগের ভোগের ইন্ধন জোগাচ্ছেন; কিন্তু লক্ষ্মীদেবী দেব-পূজ্যা, তা'ও সঙ্গে সঙ্গে দেখা'লেন। তিনি সাহায্য না ক'রলে সমুদ্র থেকে জিনিষ পাওয়া যেত না। "পঙ্কে গৌরিব লীলয়া" বিচারে যখন মন্দর নেমে যাচ্ছিল, তখন তিনি নিজ পৃষ্ঠদেশ দিয়ে উহাকে রক্ষা ক'রলেন। তাঁ'র পৃষ্ঠদেশ অত্যন্ত কঠিন।

"অত্র বা এতদা বহন্তো দৃঢ়মা
নিঃখনিতমেতদ্‌ যদ্‌ধ্রুবং রেবঃ।"

কৃষ্ণদেবের নিঃশ্বাস হ'তে বেদ সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতা-দ্বারা বৈদিকজ্ঞানের অপব্যবহার হ'লে কৃষ্ণদেব তা' হ'তে রক্ষা করেন। কৃষ্ণদেবের বিচিত্রতা সকলের বুঝা কঠিন। অনুবর্গণ বুঝ্‌তে পারে না। তা'রা ভোগরত। দেবতারা যা' ভোগ করেন, সেটা স্বীকার করেন ভগবৎসেবাকে মুখ্য জ্ঞান ক'রে। লক্ষ্মীকে তাঁ'রা নারায়ণভোগ্যজ্ঞানে নারায়ণকেই দান ক'রেছিলেন।

বরাহদেব ব্রহ্মার নাসা হ'তে উদ্ভূত। তিনি তাঁর মূর্ত্তিতে ওদার্য্যকরসের প্রকাশ-মূর্ত্তি। স্বায়ম্ভুব মনু নিজ-ভার্য্যা শতরূপাকে সঙ্গে ক'রে কম্পমাত্র ব্রহ্মাকে নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রলে ব্রহ্মা মনুকে তদীয় পত্নীতে প্রজা উৎপাদনের আদেশ দিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রজোৎপাদনার্থ পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করায় ব্রহ্মা তদ্বিষয়ে চিন্তা ক'রছিলেন। এমন সময় তাঁ'র নাসারন্ধ্র থেকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ একটি বরাহমূর্ত্তি প্রকাশিত হ'য়ে ক্ষণমধ্যে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার ধারণ ক'রে গর্জ্জন ক'র্‌তে ক'র্‌তে জলমধ্যে প্রবেশ ক'রে লীলায় পৃথিবীকে রসাতল হ'তে উদ্ধার ক'রলেন। ইনি হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ ক'রেছেন। 'হিরণ্য'-মানে স্বর্ণ; যারা সর্ব্বদা ধন-সংগ্রহে ব্যস্ত—lucre hunter, তা'রা হিরণ্যাক্ষ। আর 'হিরণ্যকশিপু' কনক-কামিনী দুটিই সংগ্রহে ব্যস্ত। তা'কে বধ করবার জন্য নৃসিংহদেব আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। ইনি বৎসলরসের প্রকাশমূর্ত্তি। যাঁরা ভগবদ্‌ভজনে প্রধানবিঘ্নী, ওঁদের বিষ উৎপাদন-কারী শুভাশুভ কর্ম্মফল নৃসিংহদেব বিনাশ ক'রে দেন। গণদেব সাংসারিক অসুবিধা বিনাশ করেন। তিনি জগতের বিঘ্ন বিনাশ ক'রে মানুষকে সেবাবিমুখ ক'রে দেন। গণদেবতার নিকট থেকে তা'দের প্রাপ্তি অতি সামান্য। ইন্দ্রিয়সুখ—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসামান্য লাভ। কিন্তু নৃসিংহদেবের বাৎসল্য এরূপ নয়। তাঁর স্নেহ এঁর থেকে ঢের বেশী। আগন্তুক সুখাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেটুকু নিয়ে থাকে, গণেশ তা'র সাহায্য ক'রে, তাকে ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ করেন। চিত্তটা একটা কার্য্যে থাকলে অন্যত্র যায় না। অন্ধকারে থাকলে আলোক-বঞ্চিত হয় আর আলোকে থাকলে অন্ধকার আসতে পারে না। ভগবৎসেবা-বিমুখ থাকলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা প্রবল থাকে আর ভগবৎসেবা-বিমিশ্রিত হ'লে ওগুলি আসতে পারে না। আধ্যক্ষিক বিচারে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু নৃসিংহদেব ভক্তবৎসল, তিনি প্রহ্লাদের যাবতীয় ভজনবিঘ্ন বিনাশ ক'রে সর্ব্বদা রক্ষা ক'রে থাকেন। প্রহ্লাদ বৈষ্ণবজগতে গুরুর কার্য্য করেন।

আলম্বন-বিচারে বিষয় ও আশ্রয়—দু'টি কথা আছে। সেবক প্রহ্লাদ—আশ্রয়, আর নৃসিংহদেব—বিষয়। যাজ্ঞাতে পার্থসারথীর মন্দিরে পার্থসারথীর আশ্রয় গরুড়কে, রামচন্দ্রের আশ্রয় মারুতিকে এবং নৃসিংহদেবের আশ্রয় প্রহ্লাদকে অনেকটা দূরে স্থাপন ক'রেছে। তথায় বিষয়-আশ্রয়ে অনেক ব্যবধান আছে। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়-আশ্রয়-বিবেক দর্শনে পাই। ভগবান্ বিষয় ও ভক্ত আশ্রয়। তাঁ'রা সদাই আশ্রয়যুক্ত। যেমন বার্ষভানবী কৃষ্ণের সঙ্গে একসিংহাসনে অবস্থান ক'রছেন, কিন্তু গৌরবিচারে বিষয়ের স্থান পরবোচ্চ। অন্যত্র বিষয়াশ্রয় সম্ভ্রমভক্ত দূরে (respectable distance) অবস্থিত। যাজ্ঞাতে লক্ষ্য ক'রেছি—কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথী, কিন্তু এটা ঐশ্বর্য্যপ্রধান বিচারে লোক-রক্ষার জন্য। বাহিরে আশ্রয়জাতীয় বিচার, প্রকৃতপ্রস্তাবে উপদেষ্টা কৃষ্ণ—বিষয় আর উপবিষ্ট অর্জ্জুন—আশ্রিত; সারথি কৃষ্ণের সারথী। অহঙ্কারপ্রণোদিত ব্যক্তিরা বিষয় না বুঝে ভক্তি-গ্রহণের বয়সে আধ্যক্ষিক অমঙ্গল বরণ ক'রে থাকে, ভগবৎসেবায় রসবিপর্য্যয় ঘটায়। বিশুদ্ধ সখ্যবিচার বা বাৎসল্য-মধুর-বিচার এবং গৌরবিচারে অনেক পার্থক্য আছে। নৃসিংহ-দেবের যে বাৎসল্যবিচার, তা'তে ঐশ্বর্য্যপ্রাধান্য থাকলেও বৎসলরসের প্রকাশমূর্ত্তি নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে প্রচুর পরিমাণে নিকটে এনেছিলেন। প্রহ্লাদের নির্ভরশীল সেবার স্বীয় সেবনযোগ্যতার অভাব নাই। তা' হ'লেও এটি গৌরবিচারযুক্ত। কিন্তু শ্রীদামাদি সখাগণ কৃষ্ণের স্কন্ধে পদস্থাপন ক'রে তাল দেড়ে থাকেন, কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেন। সমত্ব ও শ্রেষ্ঠতা বিচার ক'র্‌তে গিয়ে সেবার বৈকল্য-সাধন কর্ত্তব্য নয়। সেবার দৃঢ়তা দেখা দরকার। সম্ভ্রমবিচারে সেব্যকে ন্যূনাধিক বঞ্চনা করা হয়। মধুররস মুখ্যতম, বৎসলরস মুখ্যতর আর দাস্য মুখ্য। এই গুলিতে বিশ্রম্ভের বিচার প্রবল। আর শান্ত, দাস্য, গৌরবসখ্য গৌরবভাব মিশ্রিত। সেবক যদি বেশী স্বতন্ত্রতা

(latitude) না পান তবে সেবোৎ পূর্বসেবা ক'রতে অসমর্থ হন। বেশী ঘনিষ্ঠতা না থাকলে সব রকম সেবার যোগ্যতা হয় না।

নৃসিংহদেবে বৎসলরতিতে বাৎসল্যরস; প্রহ্লাদের বাৎসল্যরসে নৃসিংহাবির্ভাব; ইহা মুখ্যরসের অন্তর্গত। কিন্তু মৎস্য-কূর্ম-বরাহের রস গৌণ। কিন্তু গৌরসুন্দর রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহদেবের ভূভরহরণ প্রহণ ক'রেছিলেন। গৌররাম, গৌরকৃষ্ণ ও গৌরনৃসিংহ হ'য়েছিলেন। অন্তপ্রকারবিচারে কৃষ্ণ, বলদেব ও নিজের ভূভরহরণ প্রকাশ। দু'বার দেখিয়েছেন। এর বিশেষত্ব আছে। এজন্য মুখ্যরস।

শ্রীবলদেবের হাস্যরতিতে হাস্যরস। বামনে সখ্যরতি ও সখ্যরস। অবশ্য তা'র গল্প আপনারা জানেন। বামনদেব বলিরাজার নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা ক'রেছিলেন। তিনি জগতের সহিত বন্ধুত্ব ক'রবার জন্য এসেছিলেন। এক সখা অপর সখার কিছু উপকার করেন। কিন্তু কামদেব স্বয়ং সখ্য স্থাপনে আসছেন। এটা বলি আগে বুঝতে পারেন নাই। তিনি দান ক'রতে ব'সেছেন; কিন্তু তাঁর গুরু শুক্রাচার্য, যিনি অসুরদের পুরোহিত ছিলেন, যাঁর নাম কবি, তিনি দান ক'রতে নিষেধ ক'রলেন—

"সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্তা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্"

বলির দানের অভিমান ছিল। উহা জগৎস্বামিপ্রধান-বিচার। আমার জিনিষ অন্যের কাজে দিব, ইহা altruistic idea. যে দান চাইবে, তাকে দেওয়া যাবে, তাতে অসম্পূর্ণতা আছে; কিন্তু ভগবানের দয়া—পরিপূর্ণ বস্তু।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্ত্যজামজিতরাপি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে॥

বলিরাজা পাষাণের লোকের ন্যায় বিচারশূন্য, আর পরামর্শদাতা শুক্রাচার্য বিষ্ণুভক্তির লক্ষণই ধ্বংস ক'রে থাকেন। তিনি ব'লছেন—

ত্রিবিক্রমৈরিমাল্লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্তা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥

তিনি বলিকে ব'লছেন, ভগবান্‌কে তুমি ছোট মনে ক'রছ; তিনি বিশ্বরূপ-সজ্ঞায় এসেছেন ব'লে তাঁ'কে বুঝতে পাচ্ছ না। কিন্তু তাবা পৃথিবী—তোমার যা' সম্পত্তি আছে, তাতে কুলোবে না, সব চ'লে গেলে বেকার হ'বে। যখন পা বিস্তার ক'রবেন, তখন দুই পায়ে সব গ্রহণ ক'রে নেবেন, তৃতীয় চরণের স্থান দিতে পারবে না। তোমার সব গেলে থাকবে কোথায় অর্থাৎ বলির সব গেলে শুক্রাচার্যকেও বেকার হ'তে হ'বে। এজন্য ব'লছেন—দান ক'রে কাজ নাই, তোমার তাতে এত জিনিষ নাই। বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদবিভূতি, এখানে মাত্র একপাদ। চারপোয়াতে পূর্ণ হয়। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা এখেনে জানতে পারা যায় না। জগৎকে ত্রিপাদবিভূতি দেখতে দেওয়া হ'চ্ছে না, তা'দের বামন-দর্শন-ক্ষমতা হয় নাই। আমাদের দুই একপাদযুক্ত। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা এখেন থেকে জানতে পারা যায় না। বামনদেব—সখ্যরসযুক্ত। তিনি বলিকে কেবল স্বর্গ মর্ত্য দেখিয়ে উপকার ক'রছেন না, বৈকুণ্ঠপর্য্যন্ত নিয়ে যাবেন। সেখানকার যা' কৃত্য, তাও করাবেন। অন্যাত্মপ্রতীতিতে স্বর্গ ও মর্ত্য এই দু'টি মাত্র বিচার। আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোত যাতীত জগতের লোক আর কিছু বোঝে না। তপস্যা কেউ করে, কেউ নাস্তিক, কেউ সন্দেহবাদী, কেউ বা অপরোক্ষানুভূতিতে ঘরবিশিষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সেবা ক'রতে হয়, সেবকের আত্মদান ক'রতে হয়। সেটি আর একটি পা দিয়ে ভগবান্ গ্রহণ করেন—

"ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংসুলে"

এখানে একটি স্থূলশরীর আর একটি সূক্ষ্মশরীর, এ'দুটির যে ব্যোম, তা' অতিক্রম ক'রে তৃতীয় ব্যোম পরব্যোম—চেতনের ব্যোম। সেখানে সব চেতনপদার্থ, উপাধিযুক্ত নয়। সূক্ষ্মশরীর (Astral body) যে ব্যোমে থাকে, সেটা চিদাভাসাকাশ। ভূতাকাশ ও সূক্ষ্মাকাশ হ'তে পরব্যোম স্বতন্ত্র। সেখানে আত্মপ্রতীতি, অন্যাত্ম-বিচার সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না ইহজগতের ভোগ ও ত্যাগ—স্থূল-সূক্ষ্ম-বিচার নিয়ে সেখানে যাওয়া যায় না। তাহা 'সদসদ্ভ্যাং পরম্।"

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

'সৎ'শব্দে স্থূল অস্তিত্ব, 'অসৎ' শব্দে সূক্ষ্ম অস্তিত্ব।

স্থূল-সূক্ষ্মভাবরহিত আত্মেশ্বর। সেখানে জাগতিক বস্তু নাই।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

'আত্মবিৎ'এর অবস্থিতিক্ষেত্র স্থূল বা সূক্ষ্ম আকাশ নয়, এটা ছাড়িয়ে অধোক্ষজপদার্থে অবস্থান। "সত্যের সৌম্যোদয়স্ত্র আসীৎ, অসতো সদ্যোজায়ত"—এটা ঔপাধিক বিচার। তা' হ'তে সৎ ও অসৎ এসেছে।

যদি দুই প্রকার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বস্তু—পার্থিব ও আমুষ্মিক সম্পত্তি, যা'তে ভোগময়ী চিন্তা প্রবল—সব দিয়ে দিলেন। তখন ভগবান্ তৃতীয় পদ দেখালেন সেখানে উপাধি নাই। নিরুপাধিক হ'য়ে হরিসেবা করা। বামনের সেই নিয়ে বক্ষে তৃতীয়পদ দিলেন। অনাত্মবস্তুতে যে অধিকার, তাতে বলি ও প্রহ্লাদের প্রয়োগ—সব নিলেন। তিনি কিরূপ সখা? প্রলব্ধবন্ধু বা বঞ্চনাধ্বা হন্তা ন'ন। ঐহিক সুখ-সুবিধার জন্য পার্থিবমিত্রতার বিচার। তা'র থেকে পরিণামে বঞ্চিত হ'তে হয়। ভগবান্ দু'টি পা দিয়ে ঐগুলি চাপা দিয়ে তৃতীয় অবস্থার নিরন্ত—আত্মা পর্য্যন্ত নিয়ে পরসেবায় নিযুক্ত ক'রলেন। এখানে সখ্যরসের সুনির্ম্মলতা। এ রকম সখ্যভাব অন্য জায়গায় নাই, এখানেও মুখ্যরসাশ্রয়।

পরশুরাম ক্রোধরতিতে রৌদ্ররসের প্রকাশমূর্ত্তি। দশটি অবতারের মধ্যে নাতটিতে গৌণরস আর তিনটী অবতারের মুখ্যরস। নৃসিংহদেব বৎসল, বামনদেব সখ্য আর বুদ্ধ শান্তরস প্রকাশ ক'রেছেন। বুদ্ধের শান্তরস জড়ে ভোগবুদ্ধিরহিত হ'য়ে যাওয়া। এটিও মুখ্যরসের অন্তর্গত, তবে রসের মূর্ত্তি নাই। নিজের চেষ্টায় সেবা না ক'রে অজ্ঞতা-মুখে সেবা। ভৃত্য যেন বুঝ্‌তে পারে—সেবা ক'রছি। কিন্তু শান্ত-রতির সেবক বুঝ্‌তে পারে না, অথচ সেবা করে। জড়রসরহিত হ'লে সেবনযোগ্যতা আসে। যোগ্যতার আকার নাই। আমি সেবক—এ উপলব্ধি অসূচ্য। এ জন্য শান্তকে রসশ্রেষ্ঠের মাঝামাঝি বলা হয়। মুখ্যের আদিম অবস্থা শান্তের দিকে থাকিত হ'চ্ছে, গমনপথে এই শান্তরস। বুদ্ধ করুণার অবতার। শোকরতি থেকে যে করুণা, সেটি রামচন্দ্রে অত্যন্ত প্রবল। শান্তরতিতে জগতের অহিংসার জন্য করুণাপ্রকাশ, তা'তে শোকরতির আবেশ সূক্ষ্মভাবে পাওয়া যায়। যেমন শাকা-সিংহ তিন পা ওয়ালা (একটী মাথা ও দু'টি পা—এই তিনটি) একটি বুদ্ধকে দেখ্‌লেন। বুদ্ধটি চ'লতে পারে না, তাতে একটু শোক হ'ল—আমি পৃথিবীতে থাকতে পারবো না, এ অভাব দূর হয় কিসে? পার্থিবভোগ ত্যাগ ক'রে অহিংস হ'য়ে তপস্যা ক'রলে শোকরহিত অবস্থা হয়। এখানে অহিংস-নীতির প্রচার ক'রলেন। কেউ কেউ এখানে সূক্ষ্মভাবরতিতে শান্ত বীভৎস-রসও বিচার করেন।

পরশুরামের ক্রোধরতিতে রৌদ্ররস। পার্থিবনৃপ বিশ্বামিত্র ব'লেছিলেন—"ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য হওয়া উচিত, Politics ভিনিষটা intelligenceএর উপরে উঠ্‌বে। যা'দের জড়জগতের জ্ঞানে বীতস্পৃহ হ'বার চেষ্টা, তা'দের জব্দ ক'রে দিতে হ'বে, তা'দের দরিদ্রতা দেখিয়ে বড় হ'ব। ক্ষাত্রধর্ম্ম ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উপর থাকবে।" কিন্তু ব্রাহ্মণগণ—মাথা—বুদ্ধি। তাঁদের বুদ্ধি না নিলে বাহুর (ক্ষত্রিয়ের) দুর্গতি হয়।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আরা জেলার সাদারাম নামক স্থানে রাজা ক'রতো। তা'র হাজার বাহু ছিল। সহস্রবাহু (হাজার রকমের ভোগবুদ্ধি) হ'তে 'সাসারাম' হ'য়েছে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নির কামধেনু কেড়ে নিয়েছিল। তাতে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হ'য়ে একুশবার ক্ষত্রকুল ধ্বংস ক'রেছিলেন। তখন বিচার হ'য়েছিল—

"বিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্"

এক বার থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস ক'রেছিলেন। চন্দ্রসেনকে পর্য্যন্ত বিনাশ ক'রেছিলেন। তাঁর পত্নীর গর্ভে একটি সন্তান ছিল। তিনি পরে যবীজীবী হ'য়েছিলেন।

রামচন্দ্রের শোকরতিতে করুণরস। বলদেবের হাস্য-রস। প্রলম্বাসুর মনে মনে অহঙ্কার ক'রেছিল, কৃষ্ণ ও বলদেবকে মেরে ফেল্‌বে। সে গোপরূপ ধারণ ক'রে রামকৃষ্ণের গোচারণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তা'র উদ্দেশ্য জান্‌তে পেরেও তাকে বধ করবার ইচ্ছায় বন্ধু ব'লে স্বীকার ক'রে ক্রীড়া আরম্ভ ক'রলেন। সেই ক্রীড়ায় বিজেতৃগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ ক'রতেন। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ক্রীড়ায় পরাজিত হ'য়ে শ্রীরামকে এবং

প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন ক'রতে থাকলেন। প্রলম্বাসুরের মতলব হ'য়েছিল, বলদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অগোচরে নিয়ে গিয়ে সংহার ক'রবে, কিন্তু বলদেব বজ্রমুষ্টিতে তা'র মস্তকে আঘাত ক'রে তা'র প্রাণ সংহার ক'রলেন। প্রলম্বাসুর—কপটতা। ধর্ম্মের নামে গোপনে ব্যভিচার, অর্থ-সংগ্রহ, কপটতাক্রমে সাধুত্বপ্রচার প্রলম্বাসুরের কৃত্য। বলদেব সেটা বিনাশ ক'রে থাকেন। কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশাকে প্রবল করবার জন্য আমাদের ঘর; কিন্তু বলদেবের কৃপা সেগুলি বিনাশ ক'রে থাকে। সুতরাং এখানে হাসির কথাই বটে। যাঁর রূপবৈভব হ'তে মৎস্যাদি অবতারসকল উদ্ভূত, তাঁকে জড়জীব মনে ক'রে মারবে। অতএব প্রলম্বাসুর বধের সঙ্কল্প নিয়ে বলদেবকে সংহার ক'রে কংসের উপকার ক'রবে মনে ক'রেছিল। তাতে হাস্যরসের উদয় হয়। যা'র যা ক্ষমতা নাই, সেটা প্রকাশের চেষ্টায় হাস্য উদিত হয়।

কল্কির উৎসাহবহ্নিতে বীররস। তিনি অধার্ম্মিককুলকে ধ্বংস ক'রেছিলেন। অধার্ম্মিকগণের বিচার—ধর্ম্ম নাশ ক'রবে, ধর্ম্মের প্রসার ধ্বংস ক'রবে—ধাবে ধাবে নরকে যাবে। তখন উৎসাহবহ্নির দরকার হয়।

উৎসাহাদ্ধিক্ষয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

উৎসাহবহ্নিযুক্ত হ'য়ে কল্কিদেব অধার্ম্মিককুল বিনাশ করেন। উৎসাহবহ্নির দ্বারা বীররসের আবাহন ক'রে থাকেন। অধর্ম্মকে ধ্বংস করতে উৎসাহ প্রয়োজন। যা'রা বলে,—ব'সে ব'সে মালা টান্‌বো, হরিকথা কীর্ত্তন ক'রবো না, কীর্ত্তন ক'রতে গেলে লোকে ব'লবে—ভ'লো লোক, সুতরাং ভগবৎকথা প্রচার না ক'রে শয়তানীর কথা প্রচার হ'তে দেব, তা'রা বাস্তবিকই শয়তান। নিজে ভোগ ক'রবো, খাবো দাবো নরকে যাব—এই বিচার তা'দের। যজ্ঞপত্নীগণের পুরুষগণ এক সময়ে মনে ক'রেছিল, রামকৃষ্ণকে খেতে দেবে না, তা'রাই ভোগ ক'রবে, কিন্তু যজ্ঞপত্নীগণ রামকৃষ্ণকে খাওয়ালেন। অনেক সময় এরকম বিচার আসে। সত্য নষ্ট ক'রতে অসংখ্য লোকের চেষ্টা। বিমুক্তভক্তি-ধারাই সমস্ত অমঙ্গল হ'চ্ছে, লোকের এরূপ বিচার। মধ্যে উৎকলদেশের একটি লোক প্রচার ক'রেছিল, চৈতন্যদেব উড়িষ্যাদেশটিকে মাটি ক'রেছেন। কিন্তু তিনি সকলের মঙ্গল করেন। ঐ লোকটি বিচারে ভুল ক'রলো; কিন্তু কতকগুলি লোক বলে—"তাই হবে, তেজোবৃদ্ধি হ'চ্ছে না। ছাগলের কাঁচারক না খেলে উদ্গার প্রভৃতি খেতে যাবে।" বিমুক্তভক্তগণ বলেন—ওটা ক'রতে পারবে না, জীবে দয়া কর। কিছুদিন আগে বিচার হ'য়েছিল—লাঠি খেলা শিখ্‌তে হবে, তা' হ'লে আত্মরক্ষা ক'রতে সমর্থ হ'বে। কিন্তু তা' হ'তে নিবৃত্ত হ'য়ে নিজেকে দণ্ড দেওয়া—ত্রিদণ্ড গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কায়দণ্ড, বাক্যদণ্ড, মনোদণ্ড গ্রহণ ক'রলে বিমুক্তভক্তি লাভ হ'বে, নতুবা অসুবিধা হ'বে। সেইজন্য রূপগোস্বামী প্রভু প্রভৃতি জগতের মূঢ়তা নিরাসের জন্য "উৎসাহাদ্ধি-ক্ষয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" শ্লোকের অবতারণা ক'রেছেন।

জগতের দ্বারা সব মঙ্গল। নিজে বাবাজী—এই অহঙ্কার-মূঢ়তা-দ্বারা সর্ব্বনাশ হ'বে। প্রবল উৎসাহে হরিকথা বল। Trade বন্ধ কর। বণিগ্‌বৃত্তিজীবীরা মনে করেন, ব্যবসা ক'রলে তাঁদের সুবিধা। তাঁদের হাতেই যা কিছু থাকবে। অপরকে ব্যবসা ক'রতে দিব না। তাদের তাড়িয়ে দাও। কিন্তু সকলকে ব'লে দিতে হবে—ভগবদ্ভক্তি ছেড়ে দিলেই মরণ—Nationalism দাঁড়াবে। হে মনুষ্যজাতি, তোমরা সকলে হরিকীর্ত্তন কর। আমেরিকা-নিবাসী, ইটালীবাসী সকলে মিলিয়া হরিভজন কর। তা' হ'লে আর কোন অসুবিধা থাকবে না। হরিকীর্ত্তন হ'লে ঐরূপ বিচার-প্রণালীর প্রয়োজন হ'বে না, জগতের প্রবৃত্তি বাড়বে। কৃষ্ণানুশীলনসেবা-ব্যতীত আর মঙ্গলের কথা নাই, এটা না বুঝা পর্য্যন্ত রাবণের সীতা-হরণ চেষ্টা। ভক্তি-রহিত হ'য়ে যে সব প্রস্তাব আসে, সেগুলি অবিবেচনার কথা, সে সব ঘুচে যাবে বলদেবের মুষ্টির আঘাতে। ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজনীয়, তাতেই উৎসাহবিশিষ্ট হওয়া দরকার।

কোন বস্তুবিশেষের প্রকাশের উপাসনায় অসুবিধা দূর হয়। গৌণজগতে দুষ্টরসের কথাগুলি ক্রিয়াবিশিষ্ট হ'লে ফলপ্রদ হ'বে না। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের কথা আলোচনা ক'রলে দুশ্চিন্তা হ'তে নিষ্কৃতি পা'বে হরিকীর্ত্তনে পূর্ণ উৎসাহ আসবে। পূর্ণরসের আশ্রয় হরিকে আশ্রয় ক'রলে বাজে রসের আর সম্ভাবনা থাকবে না।

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

(৩)

৪ঠা অক্টোবর—প্রাতঃকাল

৪ঠা অক্টোবর—প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর "মনঃশিক্ষা" নিজে নিজে পাঠ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে দিল্লী-প্রবাসী এক ভদ্রলোক আসিয়া প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন এবং বলেন "এই নয়া-দিল্লীতেও এক Ridge (পাহাড়)-এর উপর কতগুলি ধর্মপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতকে শ্রেষ্ঠ বলেন। যাঁরা সমন্বয়কারী ব'লে মনে করেন ও লোকের কাছে বলেন, তাঁরাও কতকগুলি বিষয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত ক'রতে চান। তা'তে সাধারণের কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি গ্রহণীয় তা' বিচার ক'রতে বড়ই অসুবিধা হয়। কারণ সাধারণ লোকের সকলেই ন্যূনাধিক ধর্মবিষয়ে অজ্ঞ।"

• • •

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—ব্যবহারিক জগতে যেমন বিভিন্ন দোকানের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেরূপ ধর্ম-জগতেও বিভিন্ন বিচারযুক্ত দোকান আছে। কারো যদি চোগলার দরকার হয়, তা'কে যদি চুন-সুরকির দোকানে নিয়ে যাওয়া যায়, তা' হ'লে তা'র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। গরীব লোক ছোগলা দিয়ে কুটীর তৈরী ক'রছে, বড় লোকের অট্টালিকার মাল-মসলা দিয়ে তা'র কোন প্রয়োজন নাই।

• • •

মানুষের প্রয়োজন বিভিন্ন। কারো আমের দরকার, কারো উচ্ছের দরকার। আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জিনিষের দরকার। কখনও মশারী টানার পেরেকের দরকার, কখনও ছুচের দরকার।

• • •

রথচাইল্ড ব'লে একজন খুব ধনী ব্যক্তি তাঁর অর্থ-ভাণ্ডারের চাবি তাঁর নিজের কাছে রাখ্‌তেন, কাউকে বিশ্বাস ক'রতেন না। অর্থভাণ্ডারে ঢুকে একদিন ঘটনা-চক্রে চাবিটি হারিয়ে ফেলেন। সেখানে অনেক Coins ছিল, Currency note ছিল; কিন্তু ক্ষুধানিবৃত্তি বা পিপাসায় জল ছিল না। রথচাইল্ড অর্থভাণ্ডারের মধ্যে একবিন্দু জল পান ক'রতে না পেয়ে মারা যান।

• • •

এই পৃথিবীতে বহু লোকের বহুপ্রকার দরকার। একান্ত পরমার্থের দরকার সকলের নাই। সকলেই মনে ক'রছেন, আপাততঃ যে অভাব, যে অসুবিধা, যে প্রয়োজন প'ড়েছে, আগে সেই দরকারের দিকে দৃষ্টিপাত করা। কেউ আবার মনে ক'রছেন, রাতদিন কেন কেবল জিনিষের অনুসন্ধানে বেড়াব? এজন্য কেউ পরতত্ত্বা হ'চ্ছেন, হঠযোগী হ'চ্ছেন, কেউ বায়ুভক্ষণ ক'রে থাক্‌ছেন। সুতরাং এজগতে যা ধর্ম নামে চ'লছে; তা' ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচির সরবরাহকারী দোকান মাত্র।

• • •

'ধর্ম' হ'চ্ছে ধারণা। নিত্যধারণা ও অনিত্য ধারণা—দু'রকমের ধারণা। 'গোলে হরিবোল দেওয়া' বলে মিশে 'সব দোকানেই জিনিষ পাওয়া যায়' ব'লে চীৎকার ক'রলেই সে কথা সত্য হ'য়ে যাবে না। ধর্মের যিনি মূল প্রস্রবণ (fountain head), যিনি মূল মালিক, তাঁর মনোঽভীষ্ট কি, তাঁর ধর্ম কি, তা' যদি না জেনে আমার মনগড়া মত বা রুচির সামগ্রীকে 'ধর্ম' বলে করি, আর সেরূপ বহির্মুখ ধারণাকে সমষ্টির বহির্মুখ ধারণার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে নিয়ে ধর্মমত ব'লে চালাই, আর যদি সকল ধর্মই সমান এবং আমার বা আমাদের মনগড়া ধর্মই ঠিক, তা' হ'লে প্রকৃত-ধর্মের ধারণা হ'লো না।

• • •

বিভিন্নধর্মসম্প্রদায় বিভিন্ন স্থানের টিকেট কিনেছে। দিল্লীতে পাহাড়ের উপরে ৪ প্রকার ধর্মসম্প্রদায় কিংবা সমতলভূমির উপর আরও ২০ প্রকার ধর্মসম্প্রদায় বা প্রাচ্য পাশ্চাত্য দার্শনিক বা মনীষিগণের পুস্তকে আরও ২০০ প্রকার ধর্মের কথা আছে কিংবা Parliament of Religion এ (ধর্ম-মহাসভায়) বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মতামতের তুলনা ও আলোচনা হ'চ্ছে ব'লে সকল ধর্মই এক বা ঐ সকল মনোধর্মের কোন বিশেষ ধর্মই

একমাত্র ধর্ম্ম বিচার ক'রলে প্রকৃত ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যাবে না।

•

কতকগুলি লোক নির্জ্জনবাদী, কতকগুলি লোক স্বজনবাদী, কতকগুলি লোক সর্ব্বজনবাদী, কতকগুলি লোক সাধুজনপক্ষপাতী। নির্জ্জনবাদ, স্বজনবাদ ও সর্ব্বজনবাদের মধ্যে যদি সাধুজন-বাদ প'ড়ে যায়, তা'হ'লে সে সকলই দুঃসঙ্গ। কেউ পরমার্থ প্রস্তুত ক'রেছেন; যদি কোনও শুভানুধ্যায়ী এসে বলেন,—"আপনার গৃহে চূণ, সুরকি, কাঁকর আরও কত জিনিষ র'য়েছে, সেগুলিকে বর্জ্জন ক'রে আপনি কেন কেবলমাত্র গুড়, জল ও মিশ্রিকে উপকরণরূপে গ্রহণ ক'রলেন? এতে আপনার অনুদারতা প্রকাশিত হ'য়েছে।" তা'হ'লে যাঁকে ঐ প্রশ্ন করা হ'চ্ছে তিনি বুদ্ধিমান্ হ'লে উত্তর দিবেন,—"আমি চূণ, সুরকি, কাঁকর এনেছি বাড়ী বাঁধ্‌বার উদ্দেশ্যে, আর পায়স প্রস্তুত ক'রেছি ভোজনের উদ্দেশ্যে, উভয় প্রয়োজনইত' ভিন্ন।"

যাঁদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষকামনার প্রয়োজন প'ড়ে গিয়েছে, তা'দের কৃষ্ণ-প্রেমার প্রয়োজন ত' পড়ে নাই। অধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাসনা—এই চা'রপ্রকার কামনার বলের লোক অনেক—পৃথিবীর প্রায় সকলেই। এরা পঞ্চাশেতের বল। কিন্তু 'প্রেম' একাকী অসমোর্দ্ধ। পঞ্চাশেতের বলের প্রয়োজন আর প্রেমার জন্য সচেষ্ট লোকের প্রয়োজন সম্পূর্ণ পৃথক্। পঞ্চাশেতের সঙ্গে প্রেমার যাবতীয় ব্যক্তিগণের একাকার বা সমন্বয় কি ক'রে হ'তে পারে? অনর্থ ও অর্থে সমন্বয়, জড়ে ও চেতনে সমন্বয়, লোণে ঘৃতিযোগ দেওয়া চ'লতে পারে কি? যে যে জিনিষের যে যে ব্যবহার, তা ক'রতে আমরা প্রস্তুত আছি। যে জিনিষ যে জিনিষের সঙ্গে perfectly dovetailed ক'রবে (সম্পূর্ণভাবে খাপ্ খাবে) তা'কে গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত আছি। এজন্য ভগবান্ ব'লেছেন,—"অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।"

• • •

শ্রীমদ্ভাগবতের unique position (অদ্বিতীয় স্থান)। তা'তে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সকল প্রকার মতবাদের মূল-নীতিগুলি আলোচিত হ'য়েছে। কিন্তু সকল লোক শ্রীমদ্ভাগবতের কথা জানেন না—শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুদ্বায় বিদর্গ জানা শ্রীমদ্ভাগবত জানা নয়। ভগবান্ সকলের সকল অনর্থ, অসম্পূর্ণতা জানেন; কিন্তু ভগবানের কোন অনর্থ বা অসম্পূর্ণতা না থাকায় ভগবানের কথা অনর্থগ্রস্ত ও অসম্পূর্ণ জগদ্বাসী কেহ জানে না। কেউ ব'লতে পারে, ভাগবতের মধ্যেও কিছু অনর্থ প্রবেশ করিয়ে দাও; কিন্তু ভাগবত এমন জিনিষ যে, তা'র সঙ্গে অনর্থের সমন্বয় নাই।

সংসার ও ভক্তি*

[১]

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সংসার-দাবাগ্নিতে সন্তপ্ত লোকসমূহের পরিত্রাণের জন্য যিনি করুণার কাদম্বিনীরূপে কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণ-গুণসাগর শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলি! অদ্য বক্তৃতার জন্য যে বিষয়টি নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা একটি বিশেষ গুরু বিষয়। যে ব্যক্তি সংসারে তপ্ত, সংসার-সমুদ্রে পতিত, সেরূপ ব্যক্তি কখনও সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় বা ভক্তির স্বরূপ বলিতে পারে না। যাঁহারা সংসারের পরপারে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন ভগবৎপার্ষদ মহাপুরুষগণের চরণ-ধূলার অভিষিক্ত

---

* শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-অধিবেশনে কাশিমবাজারের মহারাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে ১৭ই আশ্বিন (১৩৩৫) তারিখে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের প্রদত্ত বক্তৃতার লিখিত।

হইয়া তাঁহাদের সংসারনাশিনী বাণী অনুক্ষণ কর্ণে ও হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন এবং সেই আদর্শেই তাঁহাদের জীবনকে ঐকান্তিকভাবে পরিচালিত করিয়াছেন, গুরুপাদপদ্মের সেই কিঙ্করগণের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া 'সংসার ও ভক্তি' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

আধুনিক যুগে যে চিন্তবৃত্তির বহুল প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনেকেই সংসার ও ভক্তির মধ্যে একটা সমন্বয় বা বুঝাপড়া করিয়া লইতে চাহেন। কিন্তু সংসার ও ভক্তি যদি একই জাতীয় বস্তু হয়, তাহা হইলে তথায় উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা কিছু অস্বাভাবিক নহে, বরং সমজাতীয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ না করাই অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক ও অন্যায়। আর যদি সংসার ও ভক্তি দুইটি ভিন্ন জাতীয় বস্তু বা ভিন্নদিক্‌গামী ব্যাপার হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় কেবল যে অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক, তাহা নয়, উহা অসম্ভব।

সংসার দুই প্রকার—(১) মায়ার সংসার ও (২) কৃষ্ণের সংসার। জীব—মায়াংশ-যোগ্য, আর কৃষ্ণ—মায়াধীশ। আমরা সাধারণতঃ 'সংসার'-শব্দে যাহা বুঝি, তাহা মায়ার সংসার। মায়াবদ্ধেরই বহির্মুখ সংসার, তাহারই নাম অসৎকর্ম বা সৎকর্মকাণ্ড আর মায়াধীশের অপ্রাকৃত সংসারের নাম—লীলা।

আমাদের অন্তরস্থ বক্তৃতার বিষয়টিকে অপর ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে "ভোগ ও ভক্তি" নাম দেওয়া যায়। মায়াবদ্ধের সংসারই ভোগচেষ্টা—যাহা মায়াবদ্ধ জীবকে কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরাইয়া থাকে—'কভু স্বর্গে, কভু নরকে' পাতিত করাইয়া থাকে। বস্তুতঃ অসৎকর্মই হউক, আর সৎকর্মই হউক—উভয়ই বহির্মুখ সংসার বা ভোগ-প্রবণতা। ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদিযজ্ঞানুষ্ঠান, জলাশয়াদি খনন, বৃক্ষাদি রোপণ, গরীব-দুঃখীকে অর্থাদি দান, কিংবা লৌকিক পরোপকার বা জাগতিক হিতসাধন পাপকর্ম হইতে ভাল বটে; কিন্তু ঐ সকলও ভোগ-চেষ্টার অন্তর্গত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যা'তে যায় ভবরোগ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৯৬)

অচ্যুতে ভক্তিরহিত সৎকর্মই হউক, আর নৈষ্কর্ম্যই হউক, জ্ঞানই হউক, আর অজ্ঞানই হউক; নীতিই হউক আর দুর্নীতিই হউক, কোনটিই সংসারব্যাধির হস্ত হইতে জীবকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। তথাকথিত পরার্থিতা বা জগতের প্রতি দয়া প্রায় সৎকর্ম বটে, কিন্তু তাহা সংসার মোচন করিতে পারে না। নৈষ্কর্ম্যবাদী জীবন্মুক্ত মুনি-ঋষিগণেরও সংসার-বাসনা উৎপত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যতশ্চিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

(বাসনাভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎ-পরিশিষ্ট-বচন)

অর্থাৎ অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ করিলে অর্থাৎ তাঁহাতে নিত্যা ভক্তি পরিত্যাগ করিলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্মদ্বারা পুনরায় বন্ধনই প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানী, যোগিগণও ভগবদ্ভক্তিরহিত হইলে সংসার জয় করিতে পারেন না, ইহার শত শত সাক্ষ্য শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২)

তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানিগণ আপনাদিগকে বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যাপ্রভাবে জীবন্মুক্ত মনে করিলেও এবং অতি উন্নত পদবীতে আরূঢ় হইলেও 'আমিই ব্রহ্ম'—এই বিচার করিয়া ভগবানে ভক্তি পরিত্যাগ করায় অধঃপতিত হইয়া থাকেন।

তাবন্ন যোগগতিভির্মতিরপ্রমত্তো
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিকমলং হৃদি নাতনোতি॥

(ভাঃ ৪।২৩।১২)

মুমুক্ষু যোগী ব্যক্তিগণও যে-কাল পর্য্যন্ত শ্রীহরির কথায় রতি না করে, সে-কাল পর্য্যন্ত কেবল যোগাদি চেষ্টা-দ্বারা সংসারের উত্তর বিষয়ে অনাসক্ত হইতে পারে না।

অনেক সময় আমরা অজ্ঞান শিশুকে সংসারের চিন্তা, ভাবনা ও জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত মনে করিয়া থাকি এবং

সংসার-তাপানলে দগ্ধ হইয়া ঐরূপ অবস্থার কামনা করি। বস্তুতঃ শিশুর ঐরূপ অজ্ঞানাবস্থাও তাহার সংসারভোগেরই প্রকার-বিশেষ। অজ্ঞানাবস্থায় শিশু নানাপ্রকার কর্ম্মফল-ভোগের অধীন হইয়া তপ্ত ও ক্লিষ্ট হইতে থাকে, তাহার হৃদয়ে সংসার-বাসনার বীজ অঙ্কুরোদ্গমের পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থান করিতে থাকে অথবা তখনও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ পরিস্ফুট না হওয়ায় সংসার-বাসনার স্বতন্ত্রবৃত্তিসমূহ প্রকাশিত দেখা যায় না। শিশুর অজ্ঞানতা বা লৌকিক সরল ভাব তাহার সংসার-মুক্তির লক্ষণ নহে; এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্-ভাগবতে ভগবান্ কপিলদেব দেবহূতিকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

সংসারসিন্ধু অতি দুস্তর, অপ্রাকৃত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত এই সংসারসিন্ধু উত্তরণের আর দ্বিতীয় প্রকার জেলা নাই।

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥ (ভাঃ ১২।৪।৪০)

এই সংসারের জীব বিবিধ দুঃখ-ব্যাধিদ্বারা সর্ব্বদা পীড়িত; আজ বন্যা, কাল অপ্রত্যাশিত ও অজ্ঞাত ভূমিকম্প, পরশ্ব মহামারী, প্রতিমুহূর্ত্তে বহুরূপী ত্রিতাপ কতই না তাহাদিগকে ক্লেশ দিতেছে। এইরূপ ব্যক্তিগণের ক্লেশ দূর করিবার যে-সকল লৌকিক চেষ্টা তথাকথিত পরার্থিগণ কল্পনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কি দুঃখের মূলচ্ছেদ হইবে? ভাগবতধর্ম্ম জীবের সঙ্কট ত্রাণ করিবার জন্য যে সাহায্য-ভাণ্ডার উন্মোচন করিয়াছেন, তাহাতে সাময়িক বা প্রত্যাবিত ব্যর্থ সাহায্যের কোনও কথা নাই। যে সাহায্যের দ্বারা জীবকে চিরতরে সঙ্কটের হস্ত হইতে ত্রাণ করিয়া নিত্য 'শং' অর্থাৎ মঙ্গল প্রদান করিতে না পারা যায়, তাহা পুনঃপুনঃ সংসার-ক্ষেত্রের মধ্যে জীবকে দুঃখ ও কষ্টের পাদপোদক করিয়া দিবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—বিবিধ দুঃখ-কষ্টে পীড়িত অতিদুস্তর সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তরণকামী জীবের ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলা-কথারসসেবা-ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ভেলা বা সাধনোপায় নাই।

এই স্থানে 'লীলা' কথাটি বিশেষভাবে বিচার্য্য। লীলা ও ক্রিয়া দুইটি বিপরীতার্থপ্রকাশক শব্দ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নারায়ণের—'লীলা', আর নারায়ণের—'ক্রিয়া'। লীলা—নিত্য, বৈকুণ্ঠে ও গোলোকে তাহার নিত্যপ্রকাশ; আর ক্রিয়া—অনিত্য, ভোগময় সংসারে তাহার প্রচার। জীবের ভোগই ক্রিয়া বা কর্ম্ম, আর পুরুষোত্তমের ভোগই লীলা। এই লীলার কথা নীরস, বিরস বা দুঃসহ নয়; অপ্রাকৃত লীলাকে ভোগ করা যায় না। লীলাময়ের অভিমর্ত্য অপ্রাকৃত লীলার ইন্ধন হইয়া তাঁহার সেবা করিবার অধিকারই জীবের আছে।

সংসারসিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিতে পারিলেই কৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করা যায়। সেই লীলারস আস্বাদন একমাত্র বলদেব-নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই কৃপায় লাভ হইতে পারে,—

সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥ (চৈঃ ভাঃ আ ৯।২১)

সংসার হইতে কিরূপে জীবের উদ্ধার ও পরমপাবনী ভক্তি লাভ হইবে, তাহার আদর্শ কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর লোকশিক্ষাকল্পে স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সাধক জীব ছিলেন না, তিনি স্বয়ং অবতারী। কিন্তু তিনি কি আচরণ দেখাইলেন? সংসারী জীব সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া যেরূপ পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেইরূপ গয়াশ্রাদ্ধ করিবার অভিনয়ে গয়ায় গমন করিয়া কিরূপে সংসারী জীবের পরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে, তাহারই আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, একান্ত নিষ্কপট অর্থাৎ যাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি-ব্যতীত জগতের অন্য কোনপ্রকার কিছুতেই আসক্তি নাই, সেইরূপ সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গল লাভ হইতে পারে না, তাই তিনি জগদ্গুরুপদের একচ্ছত্র ভক্ত হইয়াও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ন্যায় উদিত শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের বরণ-লাভের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক পুরীপাদকে বলিলেন,—

"সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের তরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে।
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাহ তুমি এই চাহি দান॥"
(চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৬৪,৬৫)

সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ-ফলেই জীবের সংসার নিবৃত্ত হয়। ইহারই নাম মন্ত্রগ্রহণ বা দীক্ষা। মননধর্ম অর্থাৎ সংসার-প্রবৃত্তির ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুণ্য হইতে যে গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃতশব্দ-শক্তি-সকার আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে ত্রাণ করিতে পারে, তাহাই মন্ত্র। ত্রিপ্রত্যয়াত্মক এই মন্ত্র চতুর্থ্যন্ত পদ-সংযুক্ত। সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়; মন্ত্রে আংশিক সম্প্রদানের কথা নাই, তাহাতে আছে—অহৈতুক সমাত্ম-সমর্পণ—

'দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥'

(চৈঃ চঃ অ ৪।১৯২,১৯৩)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের পরে সংসার-নিবৃত্তি হইলে যে অপ্রাকৃত দেহ লাভ হয়, তাহাই কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান অর্থাৎ পুরুষোত্তমের লীলা-কথারসের প্রকৃত সেবা করিতে পারেন। শ্রীপুরুষোত্তমের লীলাকথারস-সেবানুশীলনই ভক্তি। শ্রীকেশবভারতীর প্রশ্নেও শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

(চৈঃ চঃ আ ৭।৭৩)

স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই আদর্শই জীবকে শিক্ষা দিলেন। সংসার-নিবৃত্তি বা "মোক্ষং বিষ্ণুসাযুজ্যলাভম্"—গদাধর বিষ্ণুর পাদপদ্ম-প্রাপ্তির অভিনয় ঈশ্বর-পুরীর নিকট হইতে দীক্ষা-লাভের লীলা-দ্বারা প্রদর্শন করিবার পর মহাপ্রভু কেবল শব্দ-ব্রহ্মের অনুশীলন—যাহা বেদান্তের চরম সূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্রের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল অর্থাৎ অপ্রাকৃত শব্দের আবৃত্তি বা অনুশীলনের দ্বারাই সংসারে অনাবৃত্তি, তাহাই পরিস্ফুটভাবে দেখাইলেন।

"কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তি-ফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

(চৈঃ চঃ ম ২২।৪৪, ৪৯, ৫১)

কৃষ্ণভক্তি দূরে থাকুক, মহতের কৃপা-ব্যতীত জীবের সংসার অর্থাৎ ভোক্তা অভিমানে ইন্দ্রিয়-চালনার প্রবৃত্তি কিছুতেই বিদূরিত হইতে পারে না। সদ্‌গুরু ব্যতীত লৌকিক বা ব্যবহারিক অর্থাৎ গৃহব্রত সাংসারিক গুরুর মন্ত্রোপদেশ বা শিক্ষা-দীক্ষার অভিনয়ে কখনই সংসার ক্ষয় হয় না, বরং সংসারাসক্তির মূল এই গুরুত্বের তলদেশে অধিকতর বিস্তার লাভ করিতে থাকে এবং চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডকেই অধিকতর আঁকড়াইয়া ধরে। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদিগকে উপদেশ দিয়া জানাইয়াছেন,—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্ত-গোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

(ভাঃ ৭।৫।৩০)

লৌকিক গুরুর উপদেশ ব্যক্তিগত কিংবা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা—কোনপ্রকারেই গৃহব্রতব্যক্তিগণের চিত্ত কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অতিভৌতিক, সুতরাং বারংবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিতে থাকে।

যাঁহারা ভোগাসক্তির মোহর এই সংসার-সমুদ্রের অতল গর্ভে আটকাইয়া রাখিয়া কেবল আনুষ্ঠানিক ভক্তির অভিনয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যিনি যত বড়ই হউন না কেন, অকৃত্রিম হরিসেবা-বিমুখ হইয়া এই সংসারেই গমনাগমন করিয়া থাকেন। হরিকথার অভিনয় কিছু হরিকথা নহে; যাহাদের আচরণ হরিকথা কীর্ত্তন না করে, যাহাদের বাস্তব জীবনটী ভাগবতস্বরূপ হয় নাই, তাহাদের উপদেশ নিজের বা পরের কাহারও পক্ষেই কার্য্যকরী হয় না। যদি হরিকথা বা হরিনামাক্ষর কীর্ত্তন বা শ্রবণের অভিনয়ই মঙ্গলপ্রদ হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগে অনেক অচেতন যন্ত্রের শব্দ-শ্রবণে স্বয়ং অচেতন বস্তুর ও অচেতন ভোগ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মঙ্গল হইয়া যাইত।

হরিকথা-শ্রবণ বা হরিগুণ-কীর্ত্তন-শ্রবণের নামে আমাদের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পিপাসা চরিতার্থ করিবার যে চেষ্টা, তাহা সংসার-প্রবাহেরই প্রকার-বিশেষ। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ঐরূপ প্রচ্ছন্নভাবে সংসার-প্রবৃত্তিকে

ভক্তির অভিনয় ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের বাহ্য আকারের দ্বারা আবৃত করিয়া যে সংসার দৃঢ় করিবার পাটোয়ারী বুদ্ধি আঁটিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা নাম-বলে সংসার-প্রবৃত্তিরূপ অপরাধের ফলস্বরূপ অধিকতর ভীষণ সংসার লাভ হইয়া থাকে।

অধিক কি, শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইলে ঋষিগণেরও—বিবেকিগণেরও সংসার-প্রাপ্তি ঘটে।

অন্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসৃতিং যুঃ॥

(ভাঃ ৩।৯।১০)

যদি বল অবিবেকিগণের সংসার-নিবৃত্তি না হয় নাই হউক, কিন্তু বিবেকিগণ ত' সংসার হইতে মুক্ত, তাঁহাদের ভক্তির প্রয়োজন কি? তদুত্তরে প্রহ্লাদের কথাই ব্রহ্মা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুকে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—হে দেব, ঋষিগণও আপনার কথা-প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসার-প্রবাহে পতিত হইয়া থাকেন। দিবাভাগে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ ভগবদ্বিষয়-বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়, রাত্রিকালেও তাঁহাদের বিষয়-সুখের লেশমাত্রও থাকে না; যেহেতু তাঁহারা বাহ্য ইন্দ্রিয়ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে; কিন্তু নানা অসদ্বিষয়ে ধাবিত মনোরথরূপ দুঃস্বপ্নের দ্বারা তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা-ভঙ্গ হয়। তাঁহাদের অর্থের জন্য উদ্যমও দৈব-কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে প্রতিহত হইয়াছে।

যাঁহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন, তাঁহারাই যে কেবল সংসারী, আর যাঁহারা বনে বা নির্জ্জন-স্থানে অর্থাৎ লোকালয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বা মানব-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করেন, তাঁহারাই যে সংসার-মুক্ত, এরূপ নহে। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টার নামই—সংসার, আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির সাধক বস্তু বা উপাদানই—গৃহ। তাহা বহুরূপী। যিনি সাধুমুখ-বিগলিত হরিকথার অকপট সেবা করিতে করিতে গৃহে, এমন কি, অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদেও বাস করেন, তিনিও সংসারমুক্ত হইতে পারেন। মহারাজ পৃথু, অম্বরীষ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তীর আদর্শ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীরামপণ্ডিতাদি বা মহারাজ প্রতাপরুদ্রাদির আদর্শ সংসারী জীবের মঙ্গলের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হরিকথার সর্ব্বতোভাবে সেবা ও প্রচারের উদ্দেশ্যেই ইঁহারা রাজপ্রাসাদে বা গৃহে বাস করিতেন।

গৃহেষাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥
নবাম্বুদরুচঃ কচিদ্রুণো ক্বচিত্তড়িৎপ্রভাঃ
ক্বচিদ্বিচিত্রধাতবো নগা ইবাশ্রয়ে মম॥
ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ॥

(ভাঃ ৪।৩০।১৯, ২০)

তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ বলিতেছেন,—যাঁহারা কুশলকর্ম্মা, অর্থাৎ আমিই যে নিখিল কর্ম্মের একমাত্র ফলভোক্তা, ইহা জানিয়া আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই সকল কার্য্য করেন এবং যাঁহারা আমার কথা-প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন, সেই সকল পুরুষ গৃহে প্রবিষ্ট হইলেও গৃহ তাঁহাদের সংসারবন্ধনের কারণ হয় না। যেহেতু যাঁহারা আমার কথা শ্রবণ করেন, সর্ব্বত্র আমি সেই সকল ব্যক্তির হৃদয়ে প্রতিপদে নবনবায়মানরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকি। আমার ঐ স্বরূপকে ব্রহ্মবাদিগণ 'ব্রহ্ম' বলিয়া উল্লেখ করেন। আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুরুষগণ শোক, মোহ বা হর্ষ-দ্বারা অভিভূত হন না।

হরিকথা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নির্জ্জন-বাস বিষয়ীর সর্ব্ব-ত্যাগ বা বিষয়-ত্যাগ প্রভৃতির অভিনয়ও প্রভুর ভোগের জন্যই কল্পিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয় না।

অথেন্দ্রিয়ারামজনগোচ্যাকৃতয়া
তৎসন্ততানাবপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনা হরের্গুণপীযূষপানাৎ॥

(ভাঃ ৪।২২।২৩)

অর্থ ও ইন্দ্রিয়তর্পণরত ব্যক্তিগণের প্রতি বিতৃষ্ণা, তাহাদিগের ন্যায় অর্থকামাদি পরিত্যাগ এবং নির্জ্জনবাসে অভিরুচি-দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইলেও যে-স্থানে সমুদ্ধরিত হরিকথা পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেরূপ নির্জ্জনবাসও পূর্ণা করিবে না। কারণ, ইহা দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তোষণ হইলেও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ হয় না। নির্জ্জন-ভজনের ছলনা ও ধাতুপাত্র স্পর্শ না করিবার অভিনয়

প্রকৃতি অনর্থযুক্ত জীবকে সংসারেই পাতিত রাখে। তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব।
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্জনতা আনি
উভয়ে জানিহ আত্মিক রৌরব॥

মৎসরতা-বশে, তুমি জড়রসে,
সঙ্গেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব।
তাই দুই ঘর নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ তুমি কুযোগি-বৈভব।

(আগামীবারে সমাপ্য)

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

গত ৪ঠা নবেম্বর প্রাতে মথুরার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র মিত্র মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

ঐদিবস (৪।১১।৩৪) মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীযুক্তবিহারী-মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণবিহারী জীউ শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-কালে শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত প্রায় ছইশত ভক্ত ব্যতীত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত জজ, কলিকাতা; পণ্ডিত ব্রহ্মলাল, আনন্দলাল পাণ্ডা, মদন পাণ্ডা, মথুরার উপরি-উক্ত পোষ্টমাষ্টার মহাশয়, বি-বি-সি-আই রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার কিষণলালজী প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও স্থানীয় ব্রজবাসী উপস্থিত ছিলেন।

গত ৬ই নবেম্বর শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীব্রজধামমহত্বকুঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন-মুখে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তাংকালিক সেবা ও পুষ্পসমাধি-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সম্পাদন করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যাতনা-কীর্ত্তন করিতে করিতে বিপ্রলম্ভরসাবেশে প্রভুপাদ এই দিবস অজস্রধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত সিদ্ধিলালসা-বিষয়ক গীতাবলী কীর্ত্তন করিয়া প্রভুপাদকে সুখদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ৭ই নবেম্বর শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে দেবনাগরী হইয়া দিল্লীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। ১০ই নবেম্বর তথায় নামহট্ট মহোৎসব সম্পাদন করিয়া তথা হইতে ১১ই প্রাতে গয়া-গৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করেন। গয়ার সম্ভ্রান্ত জমিদার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীনাথ সিংহ মহোদয় তাঁহার মোটর লইয়া এবং গয়া, পাটনা, আরা ও মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থানের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মঠাশ্রিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এক বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা রচনা করিয়া প্রভুপাদকে ষ্টেসন হইতে মঠে লইয়া আসিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভুপাদ প্রাতঃ ৯-১৮ মিনিটে ট্রেন হইতে অবতরণ করিলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে ষ্টেসন প্লাটফর্ম মুখরিত হয়। অতঃপর রায় বাহাদুর কালীনাথজী প্রভুপাদকে সংসম্ভ্রমে তাঁহার মোটরে বিজয় করাইয়া সঙ্কীর্ত্তনোল্লাস-মধ্যে ধীরে ধীরে মঠে লইয়া আসেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ছিলেন—মহামহোপদেশক আচার্য্যবর্য শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীজ্ঞানানন্দ মহারাজ। শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ প্রভৃতি ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে গয়ামঠে আসিয়া উৎসবের আয়োজন করিতেছিলেন। পাটনা হইতেও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাবু, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ প্রামাণিক বি-এস্সি, শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাস অধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দও পূর্ব্ব হইতে উপস্থিত ছিলেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী রাগরত্নজীর শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্য প্রাণময়ী চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও আদর্শ-স্থানীয়। প্রভুপাদ ১১ই রাত্রে মঠে এবং ১২ই রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীনাথজীর গৃহে বহু শ্রোতৃসমক্ষে হরিকথা বলেন। ১৩ই তারিখে মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজিউ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মঠ লোকে লোকারণ্য হয়। গয়াসহরের বহু ভদ্রলোক মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। পাণ্ডাগণও

প্রসাদ পান। ঐ দিবস রাত্রিতে প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদ কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন, পরে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ হিন্দীতে একটি বক্তৃতা দেন। প্রভুপাদ এই দিবস শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করেন। পরানী পাত্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি শ্রীযুক্ত মাধবলাল চেড়ী মহাশয় প্রভুপাদকে পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন।

প্রভুপাদ ১৩ই নবেম্বর এইট্ জাউনে পুরী হইতে যাত্রা করিয়া ১৪ই নবেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার সহিত শ্রীযুৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদামোদর দাস ও শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী মহাশয় ছিলেন।

১৫ই নবেম্বর প্রাতে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি পুরী হইতে কলিকাতায় পৌঁছান। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ১৬ই নবেম্বর প্রচারকার্য্যার্থ হাওড়া জেলায় গমন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৮ই নবেম্বর, ১২৩৪ শনিবার ৩-০টার ট্রেণে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন—মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ প্রমুখ সেবকবৃন্দ। প্রভুপাদ ঐদিবস শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া ১৭ই নবেম্বর ওখা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন এবং অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় তথায় উপস্থিত হন। শ্রীপাদ আচার্য্যপ্রবর প্রভু, গিরি মহারাজ ও ব্রহ্মচারী সচ্চিদানন্দ ঐদিবসই সন্ধ্যায় ট্রেণে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদও ১৮ই নবেম্বর বেলা ১ ঘটিকায় শ্রীধাম হইতে কৃষ্ণনগর-শ্রীবৃন্দাবনে শুভবিজয় করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পাটনা নগরে গত ১লা নবেম্বর পাটনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্যার (হাইকোর্টের অবসর-প্রাপ্ত জজ) মহাশয়ের আলয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন শিক্ষা, ২রা নবেম্বর সন্ধ্যায় ইরাবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ৩রা নবেম্বর বঙ্গোল রোড নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্টর্,ইন্টার মহাশয়ের গৃহে অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র এবং ঐদিবস সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত গর্খানীবাগ-নিবাসী শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে সনাতনশিক্ষা ও প্রশ্নচক্রমে শিক্ষাষ্টক এবং ঐদিবসই রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০॥ সাড়ে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাটনা কদমকুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র, উকিল মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাঙ্গোপাঙ্গ ও মহাপ্রভু মিলন-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণীপ্রচারার্থ ভরতপুর ষ্টেটে গমন করেন এবং তথায় ভরতপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট মহোদয় উক্ত প্রচারকদ্বয়কে ভরতপুর ষ্টেটের অধীন কোটরা ও করাউলী রাজ্যের রাজাবাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীপরমগুরুদেবের অপ্রকট মহোৎসব

গত ৭ই নবেম্বর শ্রীউত্থান একাদশীবিহিত ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটমহোৎসব শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থ তদীয় সমাধিমন্দিরে, কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও অন্যান্য যাবতীয় মঠে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমহংস্য-প্রবণ-সদনে শ্রীল বাবাজী মহারাজের আলেখ্যার্চ্চা উচ্চবেদীর উপর পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অতি-সুচারুরূপে সজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পরমগুরুদেব ও অন্যান্য বিরহ-ব্যঞ্জক মহাবদান্য কীর্ত্তনের পর ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ শ্রীরাধাকুণ্ড ও সেবনাশ্রীতে অবস্থিত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া শ্রীসজ্জনতোষণী ১২শ খণ্ডে প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত 'আমার প্রভুর কথা'

প্রবন্ধ পাঠ এবং গৌড়ীয় ১৪শবর্ষ ১৩শ ও ১৪শ সংখ্যায় ও অন্যত্র প্রকাশিত ও শ্রুত শ্রীল বাবাজী মহারাজের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন। তৎপর শ্রীপাদ বহুজন ধারাবাহিকভাবে বি-এ মহোদয় বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত বৈরাগ্য ও ভজন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি মাতিশীর্ষ বক্তৃতা করিলে তত্রত্যস্থ শ্রীপ্রবাসীবৃন্দ 'যে আনিল প্রেমধন', 'এইবার করুণা কর' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শয়নারাত্রিকের পর মঠবাসী ভক্তবৃন্দ সকলেই কৃতজ্ঞতা হইয়া করযোড়ে আর্ত্তির সহিত শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিভক্তি প্রার্থনা করেন।

লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারকের বক্তৃতা

গত ৭ই নবেম্বর অপরাহ্ণ ৫টিকার সময় লণ্ডনে স্যার ফিলিপ হার্টগ, দি আর্ডার সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর এয়ার মহোদয়ের গৃহে মাননীয় পার্লামেন্ট ডব্লিউ ওয়ানস্থিত বিশ্বস্ত হলে দি অনারেবল্ দি মার্কুইস্ অব্ ক্রেটল্যাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-সোসাইটির একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ "বিষ্ণুস্মরণ" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ডিন এক্সেলেন্সী দি স্প্যানিশ এম্বাসেডার ও ম্যাডাম পার্সি ডি আরাণা, ডিন এক্সেলেন্সী দি পর্ত্তুগীজ এম্বাসেডার ও ম্যাডাম্ ডোনা জেনুয়েরা, ডিন এক্সেলেন্সী নেপালের রাজমন্ত্রী, দেবাস্ (২) রাজ্যের মাননীয় মহারাজ ও মাননীয়া মহারাণী সাহেবা, দি অনারেবল্ লেডি ষ্ট্রাচ্‌লী ক্যাকসন, দি রাইট্ অনারেবল লেডি ক্যারমাইকেল অব্ স্কালি, দি রাইট্ অনারেবল লর্ড ব্রেবর্ণ, রাজকুমারী সুকিয়া, বলীল সিং, লেডি মাক্‌ডু, লেডি সিন্‌হে, লেডি ডল্ বীন্‌স্ ক্যাম্পনিজ, লেডি ব্রোমফিল্ড, স্যার ফিলিপ্, লেডি হার্টগ্, স্যার হারবার্ট্, লেডি পিয়ারসন্, স্যার এড্‌ওয়ার্ড ম্যাক্‌লেগন (পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর), স্যার জন কাম্পি, স্যার রেজিস্টার্ড মাক্কী, স্যার ম্যালবিন্ বানার্জ্জী বিপণ ও মিসেস্ ই চ্যাটার্টন, লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল শোভাগ্‌জাঙ্গ্ থাপা, লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ও মিসেস্ দি সি এডাবসন, লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ও মিসেস্ নিস্, লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ডব্লিউ জি হ্যামিলটন, স্যার এস্ দাস, ডাঃ সীতারাম, ডাঃ ও মিসেস্ ডি এন বসু, মিঃ কৃষ্ণমোহন (নেপাল রাজার মন্ত্রীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী), মিঃ ও মিসেস্ ডাব্লিউ জি ক্রফ (ভারত সচিবের প্রাইভেট সেক্রেটারী), মিসেস্ ক্রফ, মিঃ ও মিসেস্ জন ভিন্যা ক্যাপেট্, মিঃ কে সি ফ্রেন্স, মিস্ এম পার্সলস্, মিঃ আর এস্ নেহা, মিঃ ও মিসেস্ ডি এইচ্ বোল্‌খ, মিঃ এফ এইচ্ ব্রাউন, মিসেস্ মালেক্ টুইডী, মিস্ আগাথা হ্যারিসন, মিঃ এফ্ ডাব্লিউ এইচ্ মিথ্, মিস্ অস্‌ওয়ার্থ, মিঃ এফ্ এইচ্ পি ব্রিচ্‌টার, মিঃ উইল্ কিলসন, মিঃ এফ্ মিয়াণ্ট, মিঃ এফ্ জি প্রাট্ ও মিসেস্ এইচ্ এস্ এস্ পোলাক্, মিঃ ও মিসেস্ এইচ্ এম্ উইলমট্, মিঃ ন্যাথনেল এবার্ড, মিঃ ফ্রেডারিক্ এ্রব, মিঃ সি জি হ্যানকক্, মিসেস জ্যাক্ সৌলাল, মিঃ পি কে বসু, মিঃ ও মিসেস্ কে জি ডুরোণ্ড, মিস্ সারা ডি লয়েডো, মিঃ কে পি ফ্রেটচার, মিঃ সুন্দর কাবাডি, মিঃ টি কে রায়, মিসেস্ ওইন্‌থ্রপ চ্যাপলেন, মিস্ ক্যাটন, মিঃ এস্ বি এডওয়ার্ড, মিঃ ও মিসেস্ পি এইচ্ যোসপাস্, মিঃ শুকদেব বসু, মিঃ কে নেহাপিট্, মিঃ ও মিসেস্ নিউহাল্স, মিস্ ইসালিন বি হরনার, ডাঃ ডি পি সুরী, মেসার্স সোরেন্ ফটোগ্রাফার, মিঃ এস্ সি পর্দা, মিঃ আর বি দাস, মিস্ ডব্লিউ রেচ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছেন। লণ্ডনের টাইম্‌স্, ডেইলী মেল্, ইভ্‌নিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে স্বামীজীর বক্তৃতা ও লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দিরের পরিকল্পনা-বিষয়ক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

আগামী ২৬শে নবেম্বর কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পঞ্চমবার্ষিক বিরহ-স্মৃতি-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে এবং আগামী ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫ তদুপলক্ষে মহারাজ স্বাধীনত্রিপুরাধিপতি মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত মঠের শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদন-নাট্যমন্দিরে এক বিরাট্ স্মৃতিসভার অধিবেশন হইবে।

১৪শ খণ্ড} শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৫ {১৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

পঞ্চদশ-দিবস—৯-৯-৩৫

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভাবুক বা রসিক শব্দে কথিত হন। যে-সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'য়ে উত্তরোত্তর মঙ্গললাভে অগ্রসর হন, তাঁরা সাধনভক্তি আশ্রয় ক'রে থাকেন, তাতে আটটি অবস্থা আছে। আদৌ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থ-নিবৃত্তি—এই চার প্রকার, আর অনর্থ-নিবৃত্ত ব্যক্তিদিগের সুযোগ হ'বার জন্য আর চারপ্রকার অবস্থা—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব। অনর্থনিবৃত্তির পরে এগুলি স্বাভাবিক হ'লে ভাব-রাজ্যে প্রবেশ হয়। তাতে রতির কথা আছে। রতির সহিত সামগ্রী-চতুষ্টয়ের সম্মেলনে রসের উদয় হয়। সেটি প্রেমভক্তিরাজ্যের কথা। জাতরতি ব্যক্তিদিগের সামগ্রী-সম্মেলনে যে অবস্থা, সেটা ভাবুকের পরে রসিক-অবস্থা। অনর্থনিবৃত্ত পুরুষের ভাবের অবস্থা। সাধন, ভাব ও প্রেম-ভক্তিতে সেবা আছে।

নিগমকল্প-তরুর অগ্রভাব হ'তে যে দ্রুতি, তা' শ্রদ্ধা। সেটি সাধনের প্রথম অবস্থা। যে-সকল বস্তুতে শ্রদ্ধা ক'রতে হ'বে না, তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। সেগুলি কি কি? একটি নিজের ভোগবাসনা, কর্ত্তাগ্রহিতা আর অপরভাগে অবস্থিত ভোগত্যাগ—দু'টিই সমজাতীয়। একটির বিচার—ভগবৎসেবা ভোগ। আর আমি

ভোক্তা ; অপরটির বিচার—আমি ভোগ না ক'রে সুবিধা পাব, ইহা কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের বিচার-প্রণালী। কর্ম্মপথের চিন্তাস্রোতে ভোগবাসনা প্রবল। আর ত্যাগে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাধা, তাতে দুঃখ অধিক, যেমন গীতায় ব'লেছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

যাঁরা বলেন, বাক্য জগতে ভোগাকাঙ্ক্ষা-রহিত ক'রে অব্যক্তে প্রবেশ করা দরকার, তাঁদিগকে গীতা ব'লছেন যে—সেটায় অধিক ক্লেশের কথা। কোন্‌টা বিচার ভোগ বা ত্যাগ নয়। দেহবিশিষ্ট-ব্যক্তি ত্যাগ ক'রে সুখে না পড়ে। সেখানে (ত্যাগে) কিছুই নাই। এখানে (ভোগে) কিছু আছে মনে করাও স্বপ্নমনোরথের ন্যায় অল্পকালস্থায়ী। এগুলির বদলে ভগবদ্-ভক্তি আশ্রয় করা- কর্ত্তব্য। ত্যাগের যাঁরা ক'রল না, যাঁদের মতি স্থির হ'ল না, নিজে ভোগ ক'রে আনন্দ পাবে বা ত্যাগ ক'রে আনন্দরহিত হ'য়ে যাবে, সে বিচারটি আদরের নয়। মুমুক্ষুদিগের ভোগ-দেওয়া কথার মধ্যে সচ্চিদানন্দের পূর্ণত্ব-বর্জন থাকলেও জ্ঞান, ভেদ, তাদাত্ম্যের বাঁচিয়া ক'রে সব আমিত্বে পর্য্যবসিত হ'বে, এটাই তাদের প্রধান বিচার। 'আমি' ব'লে জিনিষটা নির্ণয় করা দরকার। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে তটস্থশক্তি ব'লে বিচার ক'রেছেন। ভোগময় কর্ম্ম ও ত্যাগময় জ্ঞানরাজ্যের অসম্পূর্ণতা পরিত্যাগ ক'রে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। তা'তে সেবোন্মুখ সুখানুসন্ধান-বিচার প্রবল, নিজের ভোগ বা ত্যাগে শান্তির কথা নাই। তখন বিচার হ'বে, "তোমার সুখের জন্য যাবতীয় অশান্তিকেও বরণ ক'রতে প্রস্তুত আছি, আমি অসুখী হ'লেও যদি তোমার সুখ হয়, তা'তে আমার দুঃখ নাই, সেইটাই আমার প্রয়োজনীয়।"

ভাগবত ভগবৎসম্বন্ধীয়—ভগবানের স্বরূপবর্ণন ও যাঁদের নিয়ে ভগবত্তা, তাঁদের কথা অর্থাৎ বিষয় ও আশ্রয়ের কথা ব'লেছেন। আলম্বন, উদ্দীপন, সঞ্চারী ও অভ্যাগত বিচারে সামগ্রীচতুষ্টয়ের সম্মেলনে রসের উৎপত্তি। ভাবুক রসিকরা ভাগবত প'ড়তে হ'বে, নতুবা জড়রস আলোচনা ক'রতে ক'রতে রসরাহিত্য ব্যাপার আসবে। কিন্তু প্রকৃত রসের উদয় কখন হ'বে ?

যাতীতা ভাবনাবর্ত্মং যদ্ময়ৎকারভারভূঃ।
দুর্বি সম্বোজ্জলে বাঢ়ং স্বরতে স রসো মতঃ॥

কর্ম্ম-জ্ঞানের উদ্দেশ্য নিজস্বার্থপোষণ। নিজের সুবিধা কর্ম্মাগ্রহিতা, তাকে ছেড়ে দেওয়া জ্ঞানাগ্রহিতা, দু'টোতেই আত্মস্বার্থপরতা। নিজেন্দ্রিয়তর্পণের দুই প্রকার রাস্তা। কামনার পরিতৃপ্তি 'ধর্ম্ম' ব'লে উল্লিখিত হয়, সেটা ভাবুকের হওয়া উচিত নয়। রস আস্বাদন ক'রতে হ'বে; কিন্তু সত্ত্বোজ্জলত্বয় না হ'লে তা' সম্ভব হ'বে না। তামসিক রাজসিক ব্যক্তির আপেক্ষিক ধর্ম্মযুক্ত সাত্ত্বিকরসাস্বাদন ভাল মনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সম্বন্ধে ভাবনাবিশিষ্ট হ'য়ে যে রসাস্বাদন, সেটিই প্রয়োজন —তাহাই ভাগবতের প্রতিপাদ্য। আমরা রূপগোস্বামি-প্রভুর অনুগ্রহে মহাপ্রভুর বিচার-প্রণালী মধ্যে এই বিষয় লক্ষ্য ক'রে থাকি।

রসিক কা'কে বলে? যিনি সত্ত্বোজ্জলত্বয়ে রস আস্বাদন ক'রতে পারেন। আপেক্ষিকভাবপূর্ণ সত্ত্ব নয়, সাত্ত্বিক গুণে অবস্থান হ'লে যে ভাল'র বিচার, সেটাও ছেড়ে দিতে হ'বে। উজ্জ্বলসত্ত্ব না হ'লে মিশ্রসত্ত্বে অসুবিধা আনবে। অতিশয় আস্বাদন সত্ত্বোজ্জলত্বয়ে হ'য়ে থাকে। রজোগুণ তমঃ ও সত্ত্বদ্বারা রজঃ বিনাশ ক'রলেই হ'বে না, সত্ত্বটাকেও বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা বিনাশ ক'রতে হ'বে। ঐগুলিতে ভোগ-বাসনা বা ত্যাগ-বাসনা বর্ত্তমান। এজন্য পতিতপাবনা ব'লে যমুনার প্রতিতে একটি কথা আছে। পারকীয় বিচার শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে। সেটি প্রাকৃত সহজিয়া ব্যক্তি বুঝতে না পারায় যে অমঙ্গল ঘটে, তা' আমরা পদে পদে লক্ষ্য করি।

ভাবনাবর্ত্ম—মনোধর্ম্মকে অতিক্রম ক'রে যে অবস্থা, তা'তে যে রসের উদয়, সেটি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে আরূঢ়। গুণজাত জগৎকে অতিক্রম ক'রে যে আস্বাদন, তা'কেই রস বলে। তা'তে পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা রসিক বা ভাবুক। নির্ভেদ ব্রহ্মতত্ত্বের যে আংশিক ভাব, সেটি নয়। রসিকগণের কৃত্য ভাগবত আলোচনা করা। ভাবনাবর্ত্মকে অতিক্রম না করায় মনোধর্ম্ম-কীর্ত্তির চিন্তাস্রোতে রজস্তমোগুণের মিশ্র ক্রিয়া প্রবলা থাকে। তাতে বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান হয় না। ভগবানের রস আস্বাদন ভাগবত না হ'লে হয় না, ভূতশুদ্ধি না হ'লে দেবপূজা—ভগবৎপূজা হয় না। ভগবান্ রসময়, এটা উপলব্ধি না হ'লে নীরস বিরস

ব্যাপারেই প্রাপঞ্চিকে চক্ষু স্থির উদয় হয়। এটা অতিক্রম করা প্রধান প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের ভাষায়—Transcend করা, যেটাকে Transcendence বলা হয় অর্থাৎ বাস্তব বস্তুর কথা, অবস্তুর তাৎকালিক প্রতীতিকে লক্ষ্য করা হয় না। শুদ্ধজাত জগতের কথায় যে ভাব, সেটা বলা হ'চ্ছে না; বাস্তববস্তু-সম্বন্ধীয় ভাব ভাগবতরস আলোচনা করা দরকার। ভাগবতকে অভিধেয়-বিচারে গ্রহণ ক'রলে অমৃত হয়। অভিধেয়াচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামীর শ্রীচরণ আশ্রয় ক'রলে ভাগবতরস আস্বাদিত হয়। নশ্বর জড়-রসজ্ঞানে নির্ব্বিশেষ চেষ্টা আক্রমণ করে। এজন্য পাঁচের অনুসঙ্গের কথা ব'লেছেন। তা' হ'তেই ভক্তি লাভ হয়। রসিকগণের সঙ্গেই ভাগবত আস্বাদ্য।

নন্নাহীতাশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্মরো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

অরসজ্ঞ বা জড়রসজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ভাগবত আস্বাদিত হ'বার নয়। সেখানকার সকল কথা ভগবানের পাদপদ্মে সংশ্লিষ্ট। ভগবান ব'লতে গিয়ে জড়-জগতের স্রষ্টা বা ভবানীভর্ত্তা—যিনি সংহার করেন, তাঁর কথা নয়। নিত্যকাল অবস্থিত যিনি, তাঁর কথা। জড়জগতে জন্ম ও মৃত্যু যে রস-সমাগম, সে দুইটী নিত্য। তাৎকালিকতার যে রসোদয়—ব্রহ্মার রস বা রুদ্রের রস, সেকথা নয়। কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের rhetorician যে কথা ব'লছেন, সব মানবভোগতাৎপর্য্যপর, তাতে কৃষ্ণভোগ-তাৎপর্য্যপরতা নাই দেখতে এক হ'লেও কৃষ্ণ ও তদাশ্রিত জীব-রস ভিন্ন—অচিদ্রসাত্মে প্রভুত্ব করার আমাদের রস বিভিন্ন-তাৎপর্য্যপর। ভোগ বা ত্যাগরাজ্যের রস ভাগবতরস নয়। ভোগেন্দ্রিয়ের অনুকূল-ব্যাপারে ভোগ ও ত্যাগজাতীয় ভাব সন্নিষ্ট। সুতরাং রসিক ও ভাবুকের সঙ্গে ভাগবত আলোচনা ক'রতে হ'বে।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম তিনটি শ্লোকমাত্র সংক্ষেপে আলোচনা হ'য়েছে, আর কৃষ্ণপ্রকাশবিগ্রহ বলদেব-প্রভুর অবতারসমূহের রসের কথা মাত্র আলোচনা হ'য়েছে। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—বাষ্পভানীয় কূল-তটে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হ'বে।

অবতারসকলের মধ্যে সাতটি গৌণরস ও তিনটি মুখ্যরসের আশ্রয়। ঐ তিনটি যদিও নিত্যরসের অন্তর্গত, কিন্তু গৌণরসের বিচার-প্রণালী তা'তে এমন প্রভাব বিস্তার ক'রেছে, যাতে লোকের ভ্রান্তি হ'তে পারে। যেমন নৃসিংহদেব বিষয়জাতীয় বস্তু, তিনি বৎসল-রসের আশ্রয়বিগ্রহের বিষয় না হ'য়ে বাহ্য আপাত-দর্শনে আশ্রয়প্রতিম হ'লেন কেন? নৃসিংহদেবের অবতার। অবতারী কৃষ্ণে এরূপ বিষয়-আশ্রয়ের দুষ্ট বিচারেও বাধা হ'তে পারে না। তিনি প্রভু, আর আশ্রয়-জাতীয় ভক্ত সেবক ভগবান। এজন্য নারসিংহী, বামনভক্ত ও শাক্যসিংহভক্তগণের মধ্যে আপাতদর্শনে রসবৈষম্য দৃষ্ট হয়। তাতে লক্ষ্য করি, ভগবান্ বিষয়, সুতরাং পিতৃত্ব-স্বাতন্ত্র্যের বৎসলরসে সেবকের অধিকার আছে। প্রহ্লাদের রসের বিচার আশ্রয়জাতীয় হ'লেও ভগবত্তার কৃপা তাঁর উপর এল কেন? ভগবানের সুষ্ঠুটুকু আশ্রয় লাভ ক'রতে পারে না। আশ্রয়জাতীয় ব্যক্তি বিষয়রূপে জগৎ ভোগ ক'রছে। কিন্তু আশ্রয়জাতীয়ের যে ভোগ, সেটার সুষ্ঠুতা ভক্তিরসে। অভক্তির দ্বারা ভোগে আশ্রয়াভিমানের অভাব। কিন্তু প্রহ্লাদ আশ্রয়াভিমানপূর্ণ আর নৃসিংহ-দেবের বিষয়াভিমান পূর্ণ। এখানে আশ্রয়াভিমান বিরোধি-সত্তাদ্বারা আক্রান্ত হ'চ্ছে। স্ব-পর-বিরোধিতত্ত্ববিশারদ যাঁ'রা, অর্থাৎ ভক্তের পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চার বিচারে স্ব-পর-বিরোধী প্রকৃতি বিচার তাঁ'রা জানেন। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞানে এইগুলি আলোচ্য হয়।

বৎসলরতিতে ভগবান্ নৃসিংহদেব ভক্তের অমঙ্গল-নিরসন-সেবা ক'রছেন। ভক্তিপথের বাধা নষ্ট ক'রে দিচ্ছেন। আশ্রয়জাতীয় বিচারে যে সন্দেহ, সেটা নিরাকরণ ক'রছেন। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের উপাসনা ক'রছেন, তাঁর থেকে নিজসেবাগ্রহণের উদ্দেশে কিছু যাচনা ক'রছেন না। যেমন গোপীর অঙ্গমার্জ্জন, সেটা কিসের জন্য? কৃষ্ণসুখের জন্য। ভোগ্যা ভক্তবিচারপরা ভোগিনীর নিজসুখপরা অঙ্গ-মার্জ্জন তা' হ'তে তফাৎ। বৎসলরসের বিষয় নৃসিংহদেবের সম্বন্ধে ভাল ক'রে বিচার ক'রলে লক্ষ্য করা যায়, প্রহ্লাদের রাজ্য বা নিজভোগবাসনা ছিল না। সেবকাভিমান প্রবল ছিল। নিজে নৃসিংহ হ'য়ে যাব, এ বাসনা ছিল না। "ধীমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ" বিচার তাঁ'তে পূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তের ত্রুটি পূর্ণ করার জন্য ভগবানের যে অনুগ্রহ, সেটা

জড়জগতের ভোগ-ত্যাগ-বিচারের মত নয়। গণেশের উপাসকগণের এখানে ভ্রম উৎপন্ন হ'তে পারে তাঁরা মূল ক'রে বলেন—ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তিমুখ্যং প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন কেন? এটা ত' আমাদেরই মত অর্থাৎ জড়ের রাজসাজের, রায়বাহাদুর প্রভৃতি উপাধির মত বিচার হ'য়ে প'ড়ছে? কিন্তু ব্যাপার তা' নয়। উপদেষ্টক, মহোপদেষ্টক, মহামহোপদেষ্টক প্রভৃতি ভক্তি-রাজ্যের উপাধিগুলি এরূপ কোন জড়ীয় বিষয় নহে। তাঁরা জড়ের তাৎকালিক ইন্দ্রিয়তোষণপর উপদেশ করেন না। জগতের নিত্যমঙ্গলের কথা উপদেশ ক'রে থাকেন। আর জড়ের উপাধি নিজের জড়ভোগ বৃদ্ধি করে, উহা কৃষ্ণসেবাপর নহে প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের কাছে কিছু প্রার্থনা ক'রছেন না। তিনি বলেন না, আমার পিতার বেহটিকে নখ দিয়ে চিরে নষ্ট ক'রে ফেলুন। তিনি প্রার্থনায় তার প্রভুকে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর জড়-কামনা—আত্মতোষণ-কামনা নাই ভক্তের সর্ব্বাত্মনাথা পরমাত্মতোষণ যাতাই তার কামনা নাই, শুদ্ধজীবাত্মার যাবা আত্মতোষণ অর্থে পরমাত্মার সেবা। বিষয়-আশ্রয়ে ভেদ নাই। বহুরূপিতে গোপীর অঙ্গ-মার্জ্জনে কোন দোষ নাই। কিন্তু রমার অঙ্গমার্জ্জনে ঈশ্বরী-বিচার প্রবল, এখানে তা নাই। বৎসল-রসের যে-বিচার, তা'তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভক্ত সেবার জন্য প্রচুর অগ্রসর হ'য়েছেন। এঁর উদ্দেশ্য কি আত্মতোষণ বা বহুজীবতোষণ? তা' নয়। ভগবানের সেবাই একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁদের কেউ বাধা দিতে পারে না।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

ভক্ত জানেন, ভগবান্ তাঁর উপাস্য আর গণেশ মহাশয় জড়জগতের ব্যক্তিগণের সিদ্ধিদাতা—যাঁরা ভগবানের উপাসনা করে না, তাঁদের ভোগে-ভুলানো কাজে আটক ক'রে রেখেছেন। গণেশের উপাসনায় জড়বিশেষ বিচার, পরিশেষে নির্ব্বিশেষত্বে প্রবেশ। কিন্তু চিৎবিশেষ-তত্ত্বের প্রকাশবিগ্রহ নৃসিংহদেব পৃথক্ বস্তু। গণাধিপ—leader, জগতের যতরকম leadership আছে, সকলের শ্রেষ্ঠ হ'চ্ছেন গণাধিপাধিপ—গণেশ; আর নৃসিংহদেব হ'চ্ছেন সেই গণাধিপাধিপ। জগতের কামনাশ্রিত জনগণের শ্রেষ্ঠ হ'বার ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা—নারায়ণ বা ব্রহ্ম হ'য়ে যা'ব, এরকম ভুচ্ছ পিপাসায় যাঁরা ব্যতিব্যস্ত, তাদের সুবিধা যেন গণেশ। কিন্তু চিৎসবিশেষবিচারপর প্রহ্লাদ মহাশয়ের ঐরূপ কুবাসনার উদয় হয় নাই। যে চিন্তিতা (mental speculation) মানবকে আকর্ষণ ক'রে ভোগতাৎপর্য্য-পরতায় বিলীন ক'রেছে, সে রকম তথা তাঁহাতে নাই। সুতরাং আশ্রয়জাতীয় মাধুর্য্য, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, শান্ত বিচারের বিষয়গুলি আর জড়-জগতের বিষয়-আশ্রয়-অনিত্য প্রেরণা এরকম মনে ক'রতে হবে না। সব সমানজাতীয় নয়। তা' হ'লে জড়ভোগী বা ত্যাগ-মহিমাপর বক্তব্যই হ'বে,—"ভক্তেরও বাসনা ভগবানের সেবা করা। সুতরাং এখানেও কামনা আছে।" কিন্তু তা' নয়। আশ্রয়-জাতীয়ের নিত্যবৃত্তির যে স্বরূপগত চেষ্টা, তা'তে বাসনা-জাতীয় imperfection—অযোগ্যতা আরোপ ক'রতে হ'বে না। যিনি আরোপ করেন, তিনি অভক্ত কড়বস্তুর সেবক মাত্র, অবিবেচক, তাঁর প্রকৃত মঙ্গলের জন্য যত্ন নাই। ভক্ত বা ভগবান্‌কে dockএর আসামী ক'রে cross examinationকরার যোগ্যতা তাদের নাই। তারা বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত না হ'য়ে সত্য-পতিত ব্যাপারে ভরপুর থাকায় ঐ প্রকার অসুবিধা হ'য়েছে।

'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ইত্যাদি।

বাস্তবিক আলয়—আশ্রয়—রসময় অবস্থা। 'রসিক' 'ভাবুক' কথাটা লক্ষ্যের বিষয়। আমরা এরকম মনে ক'রবো না যে, জড়রসপরায়ণ সাহিত্যিকসম্প্রদায়ের কাণে হরিকথা ঢুকেছে। যেদিন ঢুকবে, সেদিন তাদের জড়রস-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হ'য়ে যাবে। নতেৎ উহাই একমাত্র ভোগ থাকবে। তাদের গানের বিষয়—ভোগ্য জড়জগৎ। মনগড়া ক্রমবৈকৃতবাদ যাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ ক'রেছে, তাঁরা শুদ্ধ অদ্বৈতের কথা শুনবে না, বিদ্বাদ্বৈতেই থাকবে। জড়-রসের জন্য ধাবমান হ'য়ে তা' থেকেও বঞ্চিত। তাদের ক্লেশ অত্যন্ত অধিক। এজন্যই গীতায় "ক্লেশোঽধিকতর-স্তেষাম্" অবতারণা। এরকম স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে জড়রস আস্বাদিত হ'লে "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা-নন্দী ভবতি" বিচারে চিদ্রস আস্বাদন ক'রতে পারবে

না—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম" বিচার বুঝতে পারবে না। যদি সব বিচিত্রতা ব্রহ্ম হ'তে আসে, তা' হ'লে তাঁকে খর্ব করার চেষ্টা কেন? এখানে Illusory energy dissuade ক'রছে; conception of truth হ'চ্ছে না। কিন্তু why should the persuasive manifestation of transcendence be ignored? I give jerk to the impersonalists; intelligentsiaকে প্রশ্ন ক'রছি—নির্বিশেষবাদ কি ক'রে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে? ভগবান্ নিত্য সত্য বস্তু, বিদ্বদ্‌গণের চিত্তবৃত্তি অস্থায়ী, স্বল্প-মনোরথের ধার। "যৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম" এটা না বুঝলে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা উপলব্ধি হ'বে না। আধ্যক্ষিকতাকে প্রবল ক'রে বড় হ'বার চেষ্টা, ত্রিপুটীবিনাশে একীকৃত হওয়ার বিচার ঠিক নয়। সুতরাং আত্মজাতীয়ের কামনা ও বিষয়-জাতীয়ের কামনা যেখানে পৃথক্ নয়, তার নাম অবরোহ।

যদন্তি তত্ত্ববিষয়ং যজ্‌জ্ঞানময়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
(ভাঃ ১।২।১১)

শ্রীমদ্ভাগবতের একথাগুলি ভাল ক'রে আলোচনা করা দরকার। সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশেষে আর একটি বেশ ভাল কথা ব'লেছেন—

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥

মূর্খ নির্ব্বোধ বাক্তিসকল শব্দের বাহ্য অর্থ ক'রতে গিয়ে পরবিদ্যার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ ক'রেছেন, অপরবিদ্যায় প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়ায় তাঁ'র প্রকৃত অর্থ বিকৃত হ'য়েছে। তজ্জন্যই ভাগবত শেষাশেষি এশ্লোক ব'লে দিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচারপ্রণালী আধ্যক্ষিকতাদোষদুষ্ট। তা'দের চৌদ্দ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের অর্দ্ধাংশ—নিরীশ্বর পর্য্যন্ত। উত্তরার্দ্ধে কিছু অধোক্ষজের বিচার আছে, অপরোক্ষ-বিচারের নিরীশ্বরের ন্যায় কেবল ভোগাজ্ঞানলাভ-ধাতে (epistemological merit) আবদ্ধ নয়। যা'রা ভগবদনুগ্রহ পায় নাই, সেইসকল অননুগৃহীত বাক্তি নানা প্রস্তাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তটস্থা শক্তিতে নিত্যবিচারের বিচার না ক'রে mental speculationist (মনোধর্ম্মী) হ'য়ে নিঃশক্তিক ব্রহ্মের আলোচনা ক'রতে গিয়ে অদ্বৈতবাদ আশ্রয় করে। কিন্তু তারা জানে না—

যৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এই সব ভ্রম॥

অদ্বৈতবাদের বিস্তৃতা মানবজাতিকে বিপন্ন ক'রছে। কতকগুলি লোক, যেমন অনন্তভট্ট, অংশপ্রকাশক, যেগেশ প্রভৃতি Transcendenceএর কথা ব'ললেও তাঁদের চিন্তাস্রোত more or less pantheistic; কিন্তু শ্রীবল্লভপন্থ ঐ সকলের অনুমোদন করেন না। mysticism, ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়; ভোগা জগতের অলৌকিকতা-বিচারই mysticism, সেটা তাড়োর অন্তর্গত। পরমমুক্তপুরুষের বিচারী বিচিত্রতা-যুক্ত লীলার কথার সহিত এক নয়। তাঁ'রা গুণজাত জগতের ব্যাখ্যাতেই ব্যস্ত। এই সকলের হাত থেকে অবসর লাভের জন্য অন্ততঃ তাগবত আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অন্য সমস্ত পুঁথিপত্র ফেলে দিয়ে একমাত্র ভাগবতই সেব্য হউন। Agnosticism, Scepticism, Atheism, Pantheism, Henotheism, Catheni-theism সবই আধ্যক্ষিকতা—অধোক্ষজ-সেবা-বিরোধী। সেইজন্য ভাগবত ব'লছেন :—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
(ভাঃ ১।৭।৬)

'ঈশ্বর' শব্দ ভোগ্যজাতীয় পদার্থ নয়। কিন্তু মানুষ অজ্ঞানপূর্ব্বক কুপথে, কুপথে, অপথে এমন মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছে যে তা'রা অসুবিধার কথাগুলিকে ভাগবত-প্রতিপাদ্য ব্যাপার ব'লতে ব'সেছে। তাই এবার ভাগবতের কথা বলবার প্রয়োজন হ'লো। কৃষ্ণের লীলারসকে জড়-জগতের সাধারণ কূপরসে আচ্ছন্ন করবার জন্য দার্শনিকাভিমানী কতকগুলি আধ্যক্ষিকের যে প্রয়াস, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হওয়া আবশ্যক। সেজন্য ভাগবত কি ক'রে প'ড়তে হবে এবং ভাগবত কি ব'লতে ব'সেছেন, তার আলোচনা কিছু কিছু হ'য়েছে। উৎসবও পরিসমাপ্ত হ'চ্ছে। আমরা এখানে আলোচনা করবার আর একদিন সময় পাব।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মহাশয় রাসলীলার কথার আলোচনা প্রয়োজন মনে ক'রেছিলেন। তাতে আমরা আধ্যক্ষিকের

সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উচ্চিষ্ট বিষয়ের বিচার-তের প্রদর্শন ক'রেছিলাম। তৎপ্রসঙ্গে সত্ত্ব-গৌণ ও শুদ্ধ রসাবেশের বিষয় ও আধারের কথা কিছু কিছু আলোচনা করা হ'য়েছে। রসাবেশের বিচারে এখানে আপাত বিষয়ধর্ম্ম উদিত হ'চ্ছে। বেদসংসদের আশ্রয়—বাপ না হবেন, ছেলে কেন হয়? এ জগৎ পরজগতের বিপরীত প্রতিফলন (Perverted reflection); পরের এজগতের নিয়ন্ত্রিনাশক হ'লেও তাঁর পরের নিয়ন্ত্রিনাশন কার্য্যটি তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয় না। Henotheistic thought impersonalist schoolএর fabrication তাদৃশ অন্য কথা নয়।

অন্য Schoolএর লোকের বিচার হয়, আপনাদের তেতে বড় hall, তাতে ভাগবতের কথা আলোচনা না ক'রে Blood-reliefএর কথা আলোচনা ক'রলে হয়। কিন্তু relief ক'রলে মানুষ প্রচুর পরিমাণে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হ'য়ে হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হ'বে। এপ্রকার নশ্বর অনিত্য অজ্ঞাভিনিবেশকে বহুমানন ও সমৃদ্ধ ক'রতে দেওয়া কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরই উচিত নয়। আমরা মনুষ্যজাতির নিকৃষ্টিভাবে ধ্বংস ক'রতে প্রস্তুত হ'য়েছি—বাস্তব-সত্য সম্বন্ধে বঞ্চিত করাতে প্রস্তুত হ'য়েছি। বাস্তবসত্যের বিরোধী জগৎ আমাদের বাস্তবসত্যের প্রভাব বন্ধ ক'রতে পারবে না—ভাগবতকে ছিঁড়ে ফেলতে পারবে না। ভাগবত বাস্তববস্তু—'নিত্যজ্ঞান বিরাজিত'।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
(ভাঃ ১১।১৪।৩)

ভগবান্‌কে আশ্রয় ক'রে যে ধর্ম্ম নাই, সে সবই মানুষের খেয়াল,—মনোধর্ম্ম ছাড়া আর কিছু নয়। অদ্বয়-পন্থীদিগের বিচারে দ্বৈতবাদ ছেড়ে দিতে হ'বে। শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য সেরূপ দ্বৈতবাদী ছিলেন না। আধ্যক্ষিকগণ যে rationalism নিয়ে দ্বৈতবাদী বল্লভীয় মত খণ্ডন করেন, আমরা তাঁদের বুদ্ধির প্রশংসা ক'রতে পারি না। তাঁদের চিন্তাস্রোতের মূল্য অন্তঃপর্দ্দকও নয়। তাঁরা ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা ক'রলে জানবেন—ভগবান্ রসময়।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যস্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

ভাবুক হউন, রসিক হউন, কিন্তু চতুর্ব্বর্গাভিলাষী কপট ভাবুক ভক্তরস-রসিক হবেন না—কর্ম্মী-জ্ঞানী-যুগের কথায় প্রমত্ত হবেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য তাঁদের মতে ভাল হ'তে পারে, কিন্তু পরিণামে তাঁদের বিফলমনোরথ হ'তে হবে।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

মনোধর্ম্মদ্বারা তারতম্য বিচার হ'তে পারে না। উহাতে আধ্যক্ষিকতাই প্রবল হয়। নিগুণ যুক্তি কখনই প্রাধান্য লাভ ক'রতে পারে না। নৈমিষারণ্য স্কুলের কথা প্রচারিত হউক। বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান হউক। বাস্তববস্তুই বেদ্য। ভাগবতকে নিয়ে উপরতরণের যে চেষ্টা আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের হ'য়েছে, তা থামুক। অবাস্তব বস্তুর বিচার আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। জগতের সব পুঁথি ধ্বংস হ'য়ে যাক। বিবিধভোগপর গ্রন্থের Library পুড়ে যাক, তাতে ক্ষতি নাই। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত আশ্রয় ক'রলে মঙ্গল হবে, বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাবে, বুদ্ধিবৃত্তির চরমফল লাভ হবে। ভগবান্ তাঁর সব অবতারে অনেক ভাল ভাল কথা ব'লেছেন। যখন ভগবান্ কল্কিদেব অধার্ম্মিকগণকে বিনাশ ক'রবেন, তখন আবার শুদ্ধজীবহৃদয়ে সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হবে।

যারা ভগবান্‌কে বিশ্বের অন্যতম পদার্থ মাত্রিক জ্ঞান করে, তাদের জন্য ভগবান্ গীতায় বলেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১)

ভগবান্ (Personality of Godhead) ব'লছেন—বাস্তবিক আমি মহেশ্বর। গীতার ব্যাখ্যা আজ প্রায় বেড় হাজার বৎসর হ'য়ে যে অসুবিধা ক'রছে, তা' কি বোঝা যায় না?—'দ্বন্দ্বিতীয়ং' বিচার কি মানুষ বুঝতে পারে না?

আগামীকল্য ভাগবতের এই চরম শ্লোকের বিচার ক'রব।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

(৪)

৪ঠা অক্টোবর—সন্ধ্যার পর

৪ঠা অক্টোবর (১৯৬৫) সন্ধ্যার পরে দিল্লী-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় নামক এক দিল্লী-প্রবাসী ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করেন,—"হরিনামেই কি সব হয়? আর কি কোন সাধনের দরকার নাই?"

উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,— হাঁ, হরিনামেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কথা শুনিয়া বলেন,— 'তা' হ'লে একটা কথা বলি। এই দিল্লীতেই একজন লোক ছিল। খুব হরিনাম ক'রত। তার পিতা একজন দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার ছিলেন। দরিদ্র পিতা খুব কষ্টে ছেলেকে মানুষ ক'রে যখন দিল্লীতে একটা সরকারী চাকরী জুটিয়ে দিলেন, তখন ছেলেটি আর বৃদ্ধ মাতা-পিতার দিকে আদৌ তাকাল না, নিজের স্ত্রী ও ছেলে পিলে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ল। আর এদিকে নানা-প্রকার অসদুপায়ে জীবিকার্জ্জন ক'রে বাহিরে খুব হরিনামের ঘটা দেখাতে লাগ্‌ল। দিল্লীতে কএকবৎসর পূর্ব্বে গৌরাঙ্গদেবের এক অবতার (?) হ'য়েছিলেন। তিনি প্রচার ক'রতেন—ভোগের দ্বারা দিয়েই ভগবান্ লাভ হয়। তাঁর ভক্তগণ বাঁশী ও নূপুরের ধ্বনি শুনতে পে'ত। তাঁর উদ্দেশে কেউ লুচি, সন্দেশ প্রভৃতি ভোগ দিলে দেখ্‌তে পাওয়া যেত যে, ঐসকল জিনিষ তৎক্ষণাৎই যেন কেউ খেয়ে গিয়েছে। তার মুখে দাঁতের দাগ স্পষ্ট দেখা যে'ত। গৌরাঙ্গের অবতারটির (?) সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোকও ছিল। পূর্ব্বের ঐ লোকটি এই অবতারের (?) শিষ্য হ'য়ে খুব হরিনাম ক'রতেন। এখন আমার জিজ্ঞাস্য,—হরিনামের ফল যদি এইরূপ হয়, তা' হ'লে এরূপ হরিনাম ক'রে কি ফল হ'ল?'

শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন,— "আপনি ঐরূপ ব্যক্তি হরিনাম ক'রেছে বা হরিনাম পেয়েছে, মনে করেন কেন? ঐরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়কেই প্রশান্তমহাসাগর পার করিয়ে দেওয়া ভাল। এরা ত' বুজরুক্। তাদের বুজরুকী তাদের মধ্যেই থাক্। এদের মুখে কোন দিনই হরিনাম হয় না। একে আমরা কখনও হরিনাম বলি না। রাবণ-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ত্রিদণ্ড গ্রহণ ক'রে সীতা হরণ ক'রে থাকে। এরা প্রকৃতই হৃষীকেশ ক'রে প'ড়েছে। বাউল বা সহজিয়ার মুখে কখনই হরিনাম হয় না। এই সকল ভ্রান্তির পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত হরিনামের স্বরূপও বুঝা যায় না। সাধুগণের মধ্যে ভোগ ও ত্যাগের প্রবৃত্তি নাই। ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই জড়প্রবৃত্তির ফল। সাধু ভোগ ও ত্যাগের কুটবল নহেন। হরিকে সয়তানের প্রতিমা ক'রে সেইরূপ সয়তান হরিহর (?) নাম ক'রলে সুবিধা হ'বে না। বৈকুণ্ঠনাম ও বৈকুণ্ঠনামী অভিন্ন। নামের দ্বারা নিজের সেবা করিয়ে নেওয়ার চেষ্টাই নামাপরাধ।

'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র
চৈষ ত্রিক এককালঃ।'

তিনটা টিউব থেকে যদি জল বেরিয়ে একটা ট্যাঙ্কে পড়ে তা'হ'লে জলের level (উপরিস্তর) যেমন ভিন্ন রকম থাকে না, একই হ'য়ে যায়, সেরূপ ভক্তানুভূতি যাবতীয় চেষ্টা, পরেশানুভব ও বিরক্তি পরস্পর পৃথক্ থাকে না, সকলই ভক্তিতৎপরতা লাভ করে।

ভোগের দ্বারা দিয়ে সুবিধা হ'বে, কোম্‌তের Positivism—যাতে মাতৃপূজা, ভগিনীপূজা প্রভৃতির আদর্শ আছে, বা জড়-সাংখ্যের মতবাদ, তা' কখনও শ্রৌত-সিদ্ধান্ত নহে। অনেকে কোম্‌তের জড়বাস্তববাদকে ভাগবতের অপ্রাকৃত বাস্তব-সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমান মনে ক'রতে পারে। বস্তুতঃ তা' নয়। ভাগবত অনেকে পড়ে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প'ড়ে যদি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের অভিজ্ঞান না হয়, তা' হ'লে ভাগবত পড়া হয়নি—জান্‌তে হ'বে।

ভোগবাসনা হ'তে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা একটা জিনিষ, আর ভোগবাসনা হ'তে প্রকৃত মুক্তি আর একটা জিনিষ। বুভুক্ষু ও মুক্ত এক বস্তু নয়।

তিন ভাই জগন্নাথ দর্শনে গেল। তামসিক ভাই ও

রাজসিক ভাব সাত্ত্বিক ভাইকে ব'লে "তুমি এত তুচ্ছাগ্নের ভাগ্নে। তোমার সাত্ত্বিক-দর্শন আমাদের রাজসিক ও তামসিক-দর্শনের অংশ অপেক্ষা কম।" সাত্ত্বিক ভাই ব'লে,—"আমি তোমাদের অংশ কেন, নিজের অংশটুকুও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। আমি নির্গুণ দর্শনের অভিলাষী।" সব ভগবান্ ভোগ করুন—এই নির্গুণ সেবার ইচ্ছাই ভক্তি।

• • •

নামের ভজন ও অর্চ্চার অর্চ্চন এক নহে, কিন্তু একতাৎপর্য্যপর। অর্চ্চনকারী অর্চ্চন ক'র্তে ক'র্তে নাম-ভজনের অধিকার লাভ ক'র্বে।

"চক্ষুদান দুইতে পায় কৃষ্ণের চরণ।
কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয় সদা প্রেমের কারণ॥"

অহার্য্য পূজাভিমানে রাবণত্ব, আর গোপীর দাসী-অভিমানে কৃষ্ণের সেবা।

• •

অধিকারের উন্নতিক্রমে ভগবানের সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি স্থানে স্থানে দর্শন হয়। উন্নত অধিকারীর হৃদয়ে, বাণীতে শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত।

• • •

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নকারী ব্যক্তি বলিলেন,—"আমাদের মা...দ...তে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—আমি লোকের উপকার কর্‌ব। তাতে আপনি কি বলেন? স... ব'ল্লেন,—তুই কে উপকার ক'র্বি? শিবজ্ঞানে জীব-সেবা কর।"

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব যে দয়ার কথা ব'লেছেন, তা' বিচার কর্‌তে হ'বে। শ্রীচৈতন্যদেব যাকে দয়া ব'লেছেন, অচৈতন্যগণের কথিত দয়ার সঙ্গে তার আকাশপাতাল পার্থক্য আছে। অচৈতন্যগণের দয়া খোসার প্রতি দয়া, বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধমাত্রই নাই। ঐ দয়া তুষকলা দিয়ে লাপ-পোষা। মহতের নিকট হ'তে যে-দয়ার কথা শুনা যায়, তার সহস্রগুণ হ'লেই ঐরূপ দয়াতে লোকে পরার্থিতা মনে করে। রাজ যদি শ্রীচৈতন্যের দয়ার কথা ব'লে থাকেন, তবে ঠিক। আর যদি অন্য কোন দয়ার কথা ব'লে থাকেন, তা'হ'লে তিনি বঞ্চনা ক'রেছেন। ভগবান্‌কে ছোড়া ক'র্‌বে—এরূপ বিচারে অধ-নারায়ণ, দরিদ্রনারায়ণ প্রভৃতির বিচার মানবের বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তিতে উদিত হয়। এই সকল মায়াবাদ-মিশ্রিত বিচার। ভগবান্ দুটো রাম, আর আমার ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ঠিক্,—এই বিচারে লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে দরিদ্র ক'রবার ইচ্ছা হয়। খোলাটা নারায়ণ নয়, জীবও নারায়ণ নয়। জীবত্ব বা পরমেশ্বরত্ব কোনটির ভিতরেই দারিদ্র্য নাই। জীবের ভোগ দর্শনেই দরিদ্রতা। শিব মুক্তপুরুষ, শিবত্বে দরিদ্রতা নাই। জীবের সেবা ব'লে কোন কথা হ'তে পারে না। জীবের ভোগ বা জীবের প্রতি করুণা, আর বৈষ্ণব ও বিষ্ণুর সেবা।

• • •

এই সকল প্রসঙ্গ হইতেছিল, এমন সময় বাবু শিবদহার নায়ক জনৈক উত্তর-পশ্চিম দেশীয় ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি চিত্তের চঞ্চলতা দূর কর্‌বার জন্য বহু চেষ্টা ক'রছি। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির ক'রতে পা'রছি না। চিত্ত স্থির করিবার উপায় কি?"

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"প্রাক্তনকর্ম্ম ও বাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হ'তে পারে না। আরোহবাদিগণ কৃত্রিম যোগ তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের যে স্থৈর্য্যবিধানের চেষ্টা করে, তা'তে চিত্তের আত্যন্তিক স্থৈর্য্য লাভ হয় না। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও হরিলীলা-আলোচনার দ্বারা যে স্বাভাবিক স্মরণের উদয় হয়, তদ্দ্বারাই আমাদের চিত্ত বশীকৃত হ'তে পারে। আমরা কৃত্রিমভাবে চিত্ত স্থির করবার পক্ষপাতী নই। হোক্ না কেন চিত্ত শতভাবে অস্থির, যদি হরিপাদপদ্ম সেবার জন্য চিত্তের সেই গতি থাকে, তা'হলে চিত্ত কোথায় যাবে? হরিসেবার জন্য সংপ্রকামনা—অনুকূল হরিসেবার জন্য লোলাই চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ "প্রতিদিনের স্মৃতিমিহরে" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া নবদ্বীপরাজের কৃষ্ণসেবার জন্য অনুকূল ব্যগ্রতার কথা এবং শাস্ত্রসম্পদ মুনিগণের চিত্ত-স্থৈর্য্য অপেক্ষা নবের কৃষ্ণসেবার জন্য অনুকূল ব্যগ্রতার কোটিগুণ অধিক শ্রেষ্ঠতার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং "তৃণাদপি সুনীচেন" ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনই যে চিত্তস্থৈর্য্যের একমাত্র উপায় ও উপেয়, তাহা

জানাইলেন। কৃত্রিমভাবে চিত্তবৈর্যের চেষ্টাকারী নির্বিশেষ-ভাবের উদয় হয়। তাহা ভগবৎসেবা-বিরোধী ভাব।"

• •

ঐ দিন (৬ষ্ঠ অক্টোবর রাত্রে) কালকা মেলে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ দুইজন ভক্তের সহিত ডেহরী-অন্-সোন্ হইতে দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের চরণে আসিয়া পৌঁছিলেন।

৭ই অক্টোবর

৭ই অক্টোবর প্রাতঃকালে নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ২। ঘণ্টা বিলম্বে বিমানযোগে এয়ারপোর্টে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু দিল্লীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া পৌঁছেন। সেই দিন রাত্রে কালকা মেলে মঙ্গলমহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুরও আসিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীপাদ বন মহারাজ আগরতলা হইতে ফিরিয়াছেন এবং তিনি ৭ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন ও আশীর্বাদ লইয়া, দিল্লী হইতে বোম্বাই যাত্রা করিবেন, এই উদ্দেশ্যে ঐ তারিখে দিল্লীতে শ্রীল প্রভুপাদের চরণে উপস্থিত হইবার সংবাদ তারযোগে পাওয়া গেল।

৭ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়-সম্পাদককে 'ব্রজবিলাসস্তবে' (শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকৃত) ব্রজমণ্ডলের যে সকল স্থানের নামোল্লেখ আছে, তাহার একটি তালিকা ও সেই সকল স্থানের সংস্থান নির্ণয় করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

• •

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস সন্ধ্যার পরে শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া কিছু হরিকথা শ্রবণের ইচ্ছা জানাইলেন। ইনি ১৯১২ সাল হইতে দিল্লীতে আছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, শাস্ত্রের ও মহাজনের অবতার, জীবের বহির্মুখতা ও কৃষ্ণের পরমত্ব ও দেবতাগণের কৃষ্ণদাস্য প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও কতিপয় শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

৬ই অক্টোবর

৬ই অক্টোবর স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল ও অমৃতবাজার-পত্রিকার দুইজন রিপোর্টার প্রাতঃকালে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। উক্ত সিন্সিপাল মহাশয় 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত' পাঠ করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"আমাদের ঘরটা অযোগ্যতাই থাকুক না কেন, ভক্তিতে অধিকার আছে। ভক্তিতে অধিকারের অর্থ—সম্পার্থসিদ্ধি।

"ভক্তিস্থিতি শিরতয়া ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ॥"

আমুক্ত ভক্তের অনুশীলনে স্পষ্টঃ উপস্থিত হইলে অন্যাভিলাষকে নিজেদের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনার পরিতৃপ্তির চাকর করিবার ইচ্ছা হয়। "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।" দেবতা—একমাত্র কৃষ্ণ। সেই দেবতা চাকা প'ড়ে যায় ধর্মার্থকাম-কামনার কপটতা হৃদয়ে উপস্থিত হ'লে। ভগবদ্বস্তু আবৃত হ'য়ে যায়, অন্য দেবতার স্বতন্ত্রতা-কল্পনায়। যেমন সূর্য আবৃত হ'য়ে পড়ে আমাদের চোখের সাম্নে।

• •

ভোগিশ্রেষ্ঠীর final station (শেষ গন্তব্য) হ'চ্ছে ধর্মার্থকাম বা অধোক্ষজেন্দ্রিয়তৃপ্তি। তাহারা ইহজগতে ও পরজগতে নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিই চায়। আর ত্যাগি-শ্রেষ্ঠীর final station হ'চ্ছে—সব tabula rasa হ'য়ে যাওয়া। নির্বিশেষভাবই তাদের আরাধ্য, ভগবান্ আরাধ্য নয়।

মনুষ্যজাতি যে-সকল ভোগলাভের জন্য বাধা ঘুঁড়ে ম'রছে, সেই সকল আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলি—ভুক্তি ও মুক্তি—চাকরচাকরাণীর মত হাত জোড় ক'রে থাকে ভগবদ্ভক্তের নিকট। লোকে যে-সকল জিনিষ পে'লে ব'র্ত্তে যায়, ভগবদ্ভক্তগণের নিকট সে সকল বস্তু Orderlyর মত দূরে হাত জোড় ক'রে অপেক্ষা করে।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

"অবনে ভকত করি যব তোহারিহু।"

যে অমঙ্গল, যে ছাই-পাঁশ ফেলে দেবার জিনিষ, মানবজাতি তারই গ্রাহক হ'বার জন্য ব্যস্ত।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারপ্রণালী দুইটি গ্রন্থকে অবলম্বন ক'রে—ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত। ব্রহ্মসংহিতায় সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিচার, কৃষ্ণকর্ণামৃতে অভিধের বিচারের প্রাধান্য আছে। ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থটি পঞ্চোপাসনার অকৃত্রিমতা প্রদর্শন ক'রেছেন। তথাকথিত হিন্দুধর্মাবলম্বী যে পঞ্চোপাসনায় ডুবে র'য়েছে, শ্রীচৈতন্যদেব ব্রহ্মসংহিতাগ্রন্থ আবিষ্কার ক'রে সেই পঞ্চোপাসনা যে প্রকৃত সনাতনধর্ম বা আত্মধর্ম নয়, তাহা জানিয়েছেন। কৃষ্ণকর্ণামৃতে ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন স্তরের কথা বর্ণিত আছে।

• • •

পূর্ব্বদিক্ হ'তে সূর্য্য উদিত হ'য়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। তদ্রূপ গৌড়ে পূর্ব্বদেশে যে শ্রীচৈতন্যের উদয় হ'য়েছিল, সেই শ্রীচৈতন্যের কথা পশ্চিমে—পাশ্চাত্যদেশে প্রকাশিত হ'লে সকলের মঙ্গল হ'বে। কেহ কেহ "পাশ্চাত্য দেশের মঙ্গল হ'বে না, পাশ্চাত্যদেশে যে নারীপূজা প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে, আমরা তার অনুকরণ ক'রে ভোগ্যার অকল্যাণ হ'য়ে যাবে,"—এরূপ বিচার ক'রে পাশ্চাত্যের জড়বাদের আদর্শ-বরণকেই জাতীয়তা মনে ক'রছেন। পাশ্চাত্য জাতি ভোগ নিয়ে কি কামড়া-কামড়িই না ক'রছে! ধর্ম্মকেত্র ভারতের অধিবাসী কি এতই বুদ্ধিহীন হ'য়ে গেল যে, সে-দেশের চিন্তাস্রোত এ দেশে আমদানী করবার জন্য এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে? ভারতের চিরন্তন পরমার্থের কথা ভুলে ক'রে দিচ্ছে। এজন্য একমাত্র পরমার্থের প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়মঠের কথা সর্ব্বত্র broadcast করবার আবশ্যক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

• • •

ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায় চৈতন্যদেবকে বুঝতে পারে না। তাঁদের ধারণায় চৈতন্যদেব এ জগতেরই কোন ভোগ্য সামগ্রী। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় 'ভক্তি-চৈতন্যচন্দ্রিকা'য় ভক্তির চিত্র অঙ্কন ক'রেছিলেন, শ্রীচৈতন্য-দেবের বা ভাগবত-ধর্ম্মের ভক্তি সে-জাতীয় নহে। বাউল সহজিয়াগণের spurious literature ভক্তি ও প্রেম সম্বন্ধে কিরূপ বিকৃত ধারণাই না অঙ্কিত ক'রেছে! গ্রাম্য সাহিত্যিক সম্প্রদায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, রায় রামানন্দকে কিরূপ বিকৃতভাবে অঙ্কিত ক'রেছে! কেহ কেহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মকে মহাযান-সম্প্রদায়ের প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য বিচারের সমান করার চেষ্টাও দেখিয়েছেন! কিছুদিন পূর্ব্বে নবরসিক সম্প্রদায় অভ্রান্তের সঙ্গে অপ্রাকৃত-রসের একাকার করবার চেষ্টা ক'রেছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্তগণ হ'তে তথাকথিত হিন্দুগণের ভাষা, চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণ ভফাৎ। Historic বা allegorical চৈতন্য মানবজ্ঞানের ভোগ্যবস্তু-বিশেষ, বাঙ্গালীরাও চৈতন্যচরিতামৃত প'ড়ে তার অর্থ বুঝতে পারে না। বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত পাঠ্যরূপে বিহিত হ'য়েছে বটে; কিন্তু তার অধ্যাপকেরাও এই গ্রন্থদ্বয়ের তাৎপর্য্য বুঝতে পারেন না। কেননা তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত আশ্রিতগণের নিকট ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করেন নি। প্রাকৃত ভাষাজ্ঞানের দ্বারা ও প্রাকৃত বিদ্যাবুদ্ধি-দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকথা বুঝা যায় না। এক সময় আমাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যাপনার জন্য অনুরোধ এসেছিল। কিন্তু পাঁচমিশালী দলে মিশে সত্যকথা বলা যায় না। এজন্য আমরা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করি নাই।

• •

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের সর্ব্বপ্রথম কথাই হ'চ্ছে—"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।" গুরুপাদপদ্মপ্রদর্শিত সৎসঙ্গ গ্রহণ। যাঁ'রা অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সৎসঙ্গ গ্রহণ না ক'রে চৈতন্যচরিতামৃতের অধ্যাপক বা অধ্যাপিত হওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁ'দের কাছে চৈতন্য-চরিতামৃতের উদ্দিষ্ট বিষয় প্রকাশিত হয় না। তাঁরা চরিতামৃত বা ভাগবতের কোন কথাই বুঝতে পারেন না।

চৈতন্যদেবের কথা বাঙ্গালাদেশ নিল না। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হিতকারী শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম—যাঁর পাদপদ্মে সমগ্র জগৎ আসুবে, তাঁর কথা বাঙ্গালাদেশ গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত হ'ল না। বর্ত্তমানে denational spirit ও nationalism আরম্ভ হ'য়েছে। বাঙ্গালাদেশ ত' শ্রীচৈতন্য-বাণী নিলই না, যদি অন্য দেশ নেয়, সেজন্য চেষ্টা করা হ'চ্ছে। এত foreign invasion এসে উপস্থিত হ'য়েছে যে, বাঙ্গালাদেশ নিজের দেশের শ্রেয়ঃকথা নিচ্ছে না,

নির্বিশেষ বেদান্তকেই পরম প্রয়োজনীয় ব্যাপার ব'লে মনে ক'রছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য জগতের চিন্তাস্রোতের invasion হ'তে নাস্তিচিন্তার প্রবল আক্রমণ, অপর দিকে নানাপ্রকার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদের আক্রমণ এবং চরমে নির্বিশেষে পরিণতিপ্রাপ্ত শ্রীচৈতন্যের প্রেমকথাকে বুঝতে দিচ্ছে না। পাশ্চাত্ত্যধর্ম্মের ভাসাচুয়া সংস্করণগুলো নানাপ্রকার অন্যাভিলাষযুক্ত মতগুলি ধর্ম্ম ব'লে গৃহীত হ'চ্ছে। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের সুবিধাবাদকে লোকে লুফে নিচ্ছে।

আমরা সকলের কাছে নিবেদন জানাচ্ছি—আপনারা কৃষ্ণচৈতন্যদেবের আলোচনা করুন। বাঙ্গালাদেশের লোকের কৃষ্ণচৈতন্যদেবের আলোচনা হয় নাই। তাঁরা মনে ক'রছেন বটে যে, চৈতন্যদেবের সকল কথা তাঁরা বুঝে ফেলেছেন, কিন্তু কর্ম্মী school, জ্ঞানী school বা অন্যাভিলাষী school-এর নিকট হ'তে শ্রীচৈতন্যদেবের কোন কথাই জানা যায় না, ভক্তির কথা জানা যায় না। তাঁরা ভক্তির কথা ব'লতে পারেন না। যদি তাঁরা ভক্তির কথা জানতেন, তা' হ'লে তাঁরাও প্রকৃত ভক্ত হ'য়ে যেতেন, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা মিশ্রভক্ত থাকতেন না। তাঁরা মনে করেন এবং গোকা লোক মনে ক'রতে পারে যে, তাঁরাও ভক্তির কথা বোঝেন; কিন্তু তাঁরা ভক্তির বিরুদ্ধ কথাকেই ভক্তির কথা মনে করেন।

• • •

নিখুঁত জীবনে প্রেমধর্ম্মের যে কথা আছে, তা' মানবজাতি প্রকৃত জীবনে প্রয়োগ ক'রুন। এমন কি সাধারণ কাগজে প্রকৃত প্রেমধর্ম্মের কথা প্রকাশ ক'রবে না। যদি পশুপক্ষী বা মানবমানবীর প্রেমের মধ্যে twist ক'রতে পারেন, তা'হ'লে সেই কথা তারা নিবে।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ গৌড়ীয়মঠ
কলিকাতা, ১৫।১১।৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী মহোপদেশক মহাশয়ের পত্রও পাইয়াছি। তোমার শরীরে যথোপযোগী বল লাভ কর নাই জানিলাম। আরও কিছুদিন কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখ।

আমি গতকল্য গয়া হইতে কলিকাতা ফিরিয়াছি। দিল্লী ও গয়া-মঠের উৎসব ও প্রতিষ্ঠা মহাসমারোহে সমাপন হইয়াছে। তোমার সেবোন্মুখতা পাটনার ভক্তগণ শতমুখে গান করিয়াছেন। ... ভক্তগণ সেরূপ আদর করেন নাই, জানিলাম। ... উভয় স্থানের গৃহস্থ-ভক্তগণ হরিসেবার উদ্দেশ্যে মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের ন্যায় উপার্জ্জনের অর্থের শতকরা শতাংশ হরিসেবায় দিতে পারেন না, ইহা তাঁহারা জানেন। সুতরাং যদি তাঁহারা অধিকাংশ নিজ মঠসেবার পরিবর্ত্তে গৃহসেবায় ব্যয় করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসিগণের দুঃখিত হইবার বিষয় নহে। উঁহারাও যখন মঠবাসী বা সন্ন্যাসী হইয়া স্ব-স্ব উপার্জ্জনের সমস্ত দিতে পারিবেন, তখন উঁহাদিগকেও সেকালে গৃহস্থ-ভক্তগণ নিন্দা করিবেন জানিবে। অনেক গৃহস্থের মঠের উদ্দেশ্যে দিতে কষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা অধিকসংগ্রহকারীর দোষ দেখিয়া থাকেন। তাঁহারাও মঠবাসী হইলে নিজ নিজ দোষ দেখিতে পাইবেন। মঠবাসী না হওয়া পর্য্যন্ত মঠবাসীর দোষ দেখা স্বাভাবিক। সঙ্ঘ করিতে শেখা একটা মঠবাসীর প্রধান কার্য্য। গৃহস্থগণ উপার্জ্জন করেন। ত্যক্ত-গৃহগণের উপার্জ্জিত বিত্তের সদ্ব্যয়ে হরিসেবায়। তাহাই গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের বৈশিষ্ট্য। মঠের আশ্রিত গৃহস্থগণ ভগবৎসেবায় আংশিক দিয়া অধিকাংশ নিজ-সেবায় ও মঠবিরোধীর সেবায় ব্যয় করিতে ভালবাসেন। সুতরাং গৃহপালাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যদানমুখে রুক্ষ বা রুক্ষ-ভক্ত-বচনা স্বাভাবিক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় প্রচারক ব্রহ্মদেশের নানা-স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী-প্রচার-কার্য্যে ব্রত আছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর গোস্বামী মহারাজ টীমার-লাইন ধরিয়া ইরাবতীর তীরস্থ বন্দরগুলিতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার-সূত্রক বেলপথে মেক্তান, মিচুনা, থাজী, ম্যামাইন, ইয়াটং প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিতে করিতে আপারবাম্মার শোয়েবো (Shwebo) নামক স্থানে উপস্থিত হন। পাব্লিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতেশ চন্দ্র তালুকদার মহাশয় স্বামীজীকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় মোটরযানে তাঁহার বাসায় লইয়া যান।

গত ২৮শে অক্টোবর সোমবার উক্ত রায় বাহাদুরের চেষ্টায় শোয়েবো সহরস্থ ঠাকুরবাড়ীতে আহূতা এক সভায় স্বামীজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করেন। গীতা পাঠের অধিকারী নির্ণয়ের প্রসঙ্গে "ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন"—এই শ্লোকটি বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। ২৯শে অক্টোবর মঙ্গলবারও স্বামীজী গীতা ব্যাখ্যা করেন। ধৃতরাষ্ট্রের সঞ্জয়ের প্রতি "কিমকুর্ব্বত" প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যাত হয়। স্বামীজীর শোয়েবো হইতে ৩রা নভেম্বর তারিখের পত্রে প্রকাশ, তিনি তথায় প্রায় দুই সপ্তাহকাল হরিকথা প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে কাথা (Katha) নামক স্থানে গমন করিয়াছেন। এই স্থান হইতে চীন-সাম্রাজ্য অনতিদূরে। রায় বাহাদুর তালুকদার মহাশয়, স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গী ব্রহ্মচারিদ্বয়-সমভিব্যাহারে তাঁহার নিজের মোটরে নিকটস্থ 'ইউ' নামক মহকুমায় গমন করেন। তথায় গত ৩রা নভেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দে মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী 'জীবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী অশ্বিনীবাবু, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা অনন্তবাবু এবং তাঁহার ভক্তিমতী বৃদ্ধামাতার সরলতায় ও সাধু-গুরু-ভক্তি-পরায়ণতায় বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন।

গত ৫ই নভেম্বর কলুয়া শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল মহোদয় স্থানীয় বোর্ড হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভি, কামেশ্বর রাও শাস্ত্রী বি-এ, এল্-এল্-টী মহোদয়ের আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ গত ৫ই নভেম্বর পাটনা গর্দ্দানীবাগ্ নিবাসী শ্রীযুক্ত বি, কি, ধাওয়ান ইঞ্জিনীয়ার মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী গত ৬ই নভেম্বর গয়া-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে যোগদানার্থ গয়া যাত্রা করেন এবং তথায় কএকদিন অবস্থান করিয়া পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীজী শিলিগুড়ীতে প্রচারকার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে জলপাইগুড়ি সহরে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গত ৮ই, ৯ই ও ১০ই নভেম্বর কলুয়ের সহশিলদার ভি কামেশ্বর রাও বি-এ মহাশয়ের গৃহে পাঠ কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারীজী ইংরাজীতে অসুর-বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত মঠের সেবকবৃন্দ ১২ই হইতে ১৪ই নভেম্বর পর্য্যন্ত স্থানীয় বারের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ই, কি, সেষাবতার রাও মহাশয়ের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিকমল মহোদয় উক্ত উকিল মহোদয়ের গৃহে প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ বর্ণন প্রসঙ্গে ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার শেষে শ্রীযুক্ত সেষাবতার রাও তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গী ব্রহ্মচারি-দ্বয়কে এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিভূতি গত দশ মাস যাবৎ আন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিদায়ক গোস্বামী মহোদয়দ্বয় ভরতপুর-রাজ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ১৮ই নভেম্বর শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের ১৯শে নভেম্বর শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে সেবশায়ী এবং ২০শে সেবশায়ী হইতে আবাগড়-রাজ্যে রওনা হইবার কথা ছিল। গত ১৭ই নভেম্বর শ্রীযুক্ত গাওজী

রঘুবীর সিং মহোদয় শ্রীব্রজপত্তনস্থসুবর্ণকূল-সেবায় যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করেন।

গত ২০শে নভেম্বর বুধবার রাত্রির ট্রেণে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসার ব্রহ্মচারী, শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালবাস অধিকারী, ভক্ত শ্রীজিতেন্দ্র ও শ্রীঅবিনাশ প্রভৃতি সহ বাগুয়া সংকীর্ত্তনে প্রচারার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রত্নবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, "সি-এইচ, ডি" মহাশয় লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট উপাধি পাইবার সংবাদ তাঁহার আলোক-চিত্রসহ নিম্ন-লিখিত সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে :—

'ইংলিশম্যান', ২৪শে জুন, ১৯০৪ ; 'অমৃতবাজার-পত্রিকা' ২৬শে জুন, ১৯০৪ ; 'ষ্টারওয়ার্ড', ২৭শে জুন, ১৯০৪ ; 'দি হিন্দুস্থান টাইম্‌স্', ২৯শে জুলাই, ১৯০৪ ; 'দি মেশন্যাল কল', ৩রা জুলাই, ১৯০৪।

বিগত ৪র্থা নভেম্বর বাগবাজার রামমোহন-মঠের মোহান্ত মহারাজ মাদ্রাজ-মঠে আগমন করেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা শুদ্ধা ভক্তিই যে অধিক আদরণীয়া, তাহা মোহান্ত মহারাজকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

• • • •

মাদ্রাজ-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত এস্ রামচন্দ্র শর্ম্মা মহাশয় গত ৬ষ্ঠা ও ৭ই নভেম্বর তারিখে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠে আসিয়া শুদ্ধভক্তি ও নাম-সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন।

• • • •

মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির রিসার্চ্চ বিভাগের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীপতি শাস্ত্রী মহোদয় গত ৭ই নভেম্বর তারিখে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত গীতা-পাঠের অধিকার-নির্ণয়-প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন।

গত ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যার পরে লক্ষ্ণৌ সহরের "বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবকসমিতি"র প্রাঙ্গণে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পি-আর-এস্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত বিশোত্তীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় বহু শিক্ষিত শ্রোতা ছিলেন। তাঁহারা সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ৪র্থা নভেম্বর মহোপদেশক শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিনোদ বি-এ মহোদয় চাইবাসার ট্রেজারী একাউন্ট্যাণ্ট্ শ্রীযুক্ত কালাচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রমুখ কতকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শ্রীগৌড়ীয়-পত্রাবলম্বনে বেলা ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

৫ই নভেম্বর সন্ধ্যার কিছু পরে পুরী গবর্ণমেণ্ট এগ্রি-কাল্‌চারাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ সেন মহোদয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায় মহোদয়সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীযুক্ত সেন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট আস্থাবান্ এবং অতি সজ্জন ব্যক্তি। পণ্ডিত শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিবান্ধব ও শ্রীপাদ বহুনন্দন দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয় তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ যাবৎ বৌদ্ধ, শঙ্কর ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের দর্শনের তুলনা-মূলক আলোচনা-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রয়োজনতত্ত্ব-বিচার-বৈশিষ্ট্য এবং গোস্বামিষট্‌ক ও তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যগণের গ্রন্থাদি, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয় ও জগদ্ব্যাপী প্রচার-প্রসারের কথা সম্বন্ধে আলাপ করেন। শ্রীযুক্ত সেন মহোদয় প্রভুপাদের সাক্ষাৎকার-লাভের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন।

গত ৭ই নবেম্বর সন্ধ্যায় আফ্রিকলক্ষিত্যান ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটী ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কে, এন দীক্ষিত মহাশয় মিল্লী-গৌড়ীয়মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন তিনি লণ্ডনগৌড়ীয়মঠে প্রচারকার্য্যবিষয়ে শ্রীমৎ পরমানন্দ দাস এম-এ, পিএইচ-ডি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

ইহার মায়াপুরে গত নবেম্বর একাদশীবাসর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-তিথিপূজা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব হয়। তদুপলক্ষে গত ১০ই নবেম্বর ইহাদের বৈকুণ্ঠবৃন্দ ও সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাগোপাল ঘোষ, তুলের দাসাধিকারী, রাধাগোবিন্দদাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ১৪ই নবেম্বর খেতরাস্থ-শ্রীগোরবিহারীমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাবিগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন লোকাচার্য্য মহারাজ, শ্রীঅমৃতানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীসুন্দর প্রভৃতি প্রভু মঠসেবকগণের আন্তরিক সেবা-চেষ্টায় বার্ষিক মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় আনুমানিক চারিশত ব্রজবাসিগণকে লাড্ডু, পুরী প্রভৃতি বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডে শ্রীগৌড়ীয়মঠের
প্রশংসনীয় কার্য্যসম্বন্ধে লণ্ডনের বিভিন্ন
সংবাদ-পত্র
ডেলি স্কেচ্

'ডেলি স্কেচ্' নামক লণ্ডন হইতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ পত্রে ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত হইয়াছে,—"কলিকাতা হইতে কোন বন্ধুর এয়ার-মেল পত্রে জানা গেল যে, বর্দ্ধমানের মহারাজা যিনি ৭ বৎসর কাল ইংলণ্ডে বাস করিয়াছেন, তিনি হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বনের তথায় আগমনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

"স্বামীজীর অভ্যর্থনায় ১০,০০০ ব্যক্তি শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। উক্ত স্বামীজী নভেম্বরের প্রথম ভাগে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিবেন। তাঁহাকে কেন্‌সিংটন গার্ডেনের সকল অধিবাসীই ভাল করিয়া চিনেন। তাঁহার বক্তৃতাসমূহ দেওয়া হইলে তিনি পুনরায় আমিন দেশে যাত্রা করিবেন। তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় লর্ড ভেট্‌লাণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। তিনি গৌড়ীয়-মিশনের লণ্ডনসমিতির স্থায়ী সভাপতি।"

ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড

৮ই নভেম্বরের 'ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, কলিকাতায় নবনির্ম্মিত ত্রিপুরা-রাজপ্রাসাদে যে সান্ধ্যালোক প্রদত্ত হয়, তাহা কলিকাতা-বাসীর দ্রষ্টব্য বিষয়সমূহের অন্যতম হইয়াছে। উক্ত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর লণ্ডনে প্রথম হিন্দুমন্দির-স্থাপনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। হিন্দুমন্দির-সংক্রান্ত সৌধসমূহ ও নিকর ভূমি সাধারণের নিকট দাতব্য সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মিত হইবে।

স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম্মানুশাসনক্রমে ভারতের বাহিরে আসা একপ্রকার নিষিদ্ধ বলিয়াই জানেন। যখন শ্রীযুক্ত গান্ধী ইংলণ্ডে প্রথম আইন অধ্যয়নের জন্য আসিয়াছিলেন, তখন তিনি জাতিগত পদ্ধতির বিধান অতিক্রম করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অস্পৃশ্যবোধে তাঁহার জাতিবন্ধুগণ সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন।

অল্পদিন হইল, পণ্ডিত মালব্য যখন গোলটেবিল-সভে যোগদান করেন, তখনও তাঁহাকে অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনের জন্য প্রভূত পরিমাণে সাবধান হইতে হইয়াছিল। তিনি বিশুদ্ধ হিন্দুমতে তাঁহার ব্যবহার্য্য সকল খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বিশেষে যানকালে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। লণ্ডনে হিন্দুমন্দির হইলে ঐ প্রকার বৈজ্ঞানিক চেষ্টাসমূহ করিতে হইবে না বলিয়া আশা করা যায়। তাহা হইলে প্রকৃত হিন্দুগণ অনায়াসেই লণ্ডনে আসিয়া স্বধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ হইবেন। স্বামী বি, এইচ্, বন লণ্ডনে তাঁহার মিশন-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ৩ বৎসর হইল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কেন্‌সিংটনপল্লীতে জমি দেখা হইতেছে। ওকিং মস্‌জিদ অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী কেন্দ্রস্থানে মঠের জমি সংগৃহীত হইবে। শ্রীযুক্ত স্বামী বনের শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগ-

গৌড়ীয়ের সংরক্ষক। তিনি স্বয়ং এবং ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুর আগামী যে মাসে মন্দিরের ভিত্তি দিবার জন্য সম্ভব হইলে লণ্ডনে আসিতে পারেন।

টাইম্‌স্

৮ই নভেম্বরের 'টাইম্‌স্' পত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

লণ্ডনে হিন্দু-মন্দির
ত্রিপুরার মহারাজা মন্দিরনির্ম্মাণের
ব্যয় দিতেছেন

বঙ্গদেশের প্রান্তে ত্রিপুরা-রাজ্য; তাহার অধীশ্বর লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের একটী মন্দিরনির্ম্মাণের ব্যয় বহন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তৎসহ একটী আবাস সংশ্লিষ্ট থাকিবে। এখানে স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ বাস করিয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিবার সুযোগ পাইবেন। এই মন্দির-নির্ম্মাণের কথা ভারতবর্ষের সচিব লর্ড চেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় সভাস্থলে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। সেই সভা পার্ক লেনে সার কিলিণ্‌ সাহনের প্রাসাদে ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এস্‌ চ, মনের বক্তৃতামুখে সম্পন্ন হয়। উক্ত স্বামী বন লণ্ডনে প্রচারকগণের প্রধান ব্যক্তি। মিশনের পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়া তিনি লণ্ডনে মিশনের কার্য্য করিয়া অল্পদিনের জন্য ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন।

লর্ড চেট্‌ল্যাণ্ডের বক্তৃতার মর্ম্ম

লর্ড চেট্‌ল্যাণ্ড সভাস্থলে বলিয়াছেন যে, স্বামীজী কলিকাতায় বিশেষ সমারোহে ও শোভাযাত্রার সহিত সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন। তাদৃশ সম্বর্দ্ধনা খ্যাতনামা কর্ম্মবীরেরও কৌতূহল আকর্ষণ করিবে। স্বামীজী আশা করেন, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি লণ্ডনে হিন্দুমন্দির ও লাইব্রেরি নির্ম্মাণ করাইবার সুযোগ পাইবেন। তাঁহার উদ্যোক্তমে লর্ড চেট্‌ল্যাণ্ড সভাস্থলে ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের অলৌকিক বদান্যতার কথা প্রচার করেন।

এই কার্য্যের বিশেষ সমর্থনপক্ষে কারণ এই যে, ভারতবর্ষে অনেকেই প্রকৃত হিন্দু আছেন, যাঁহারা সাগর পার হইতে অসম্মত এবং স্পর্শদোষ প্রভৃতি অসুবিধার জন্য এই সকল দেশে আগমন করেন না। কিন্তু তাঁহারা যদি জানিতে পারেন যে, লণ্ডনে বিশুদ্ধভাবে বাস করিবার স্থান—হিন্দুমন্দির আছে, তাহা হইলে সনাতন-পদ্ধতি অনুসারে তাঁহারা তথায় থাকিয়া কালক্ষেপ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে তাঁহারা এই দেশে আসিবার সুযোগ পাইবেন। মিশনের পক্ষে স্বামীজীর এই প্রস্তাব সমাগত সভ্যগণ সকলেই সমর্থন করেন এবং তাহাতে যোগ দিয়া সাফল্য আশা করেন। ওল্ডিং, পুটনী প্রভৃতি স্থানে মুসলমানদিগের মসজিদ্‌ আছে। এতদ্ব্যতীত সমুদ্র-উপকূলেও আর পাঁচটী মসজিদ্‌ আছে, কিন্তু ব্রিটিশ দ্বীপের কোথাও একটীও হিন্দুমন্দির নাই।

"মহানাটক বীণা"

গত ২২শে নভেম্বর, ১৯৩৫ শুক্রবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'দামোদরস্মরণমন্দির' নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দবিগ্রহ-শ্রীবিগ্রহ-সম্মুখে মহীশূর রাজ-প্রাসাদের গায়কবর 'সঙ্গীতবিদ্বান্' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত এস্‌ নারায়ণ আয়াঙ্গার মহোদয় তাঁহার স্বাবিষ্কৃত 'গোটুবাদ্যম্‌' (Gotuvadyam) বা 'মহানাটক-বীণা' নামক বীণাযন্ত্র সাধন করেন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে এক শিষ্য পাখোয়াজ আকারের একটি বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতেছিলেন, অন্যপার্শ্বে আর একটি শিষ্য করতলবাদ্যদ্বারা তাল রক্ষা করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহিত প্রকেসার কে, এস্‌ রঙ্গাচারি-এম্‌সি, এফ-আইএস্‌এস্‌টি-সি; টি, এস, টি চারী বি-এ, এ-আই-আই এস্‌সি, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কেমিক্যাল এক্সামিনার কাইম হাউস কলিকাতা; ডাঃ এস বেঙ্কটে-শ্বরন্‌ বি-এ, ডি-এস্‌সি, এক্সামিনার অব্‌ পেটেণ্টস্‌ এবং শ্রীযুক্তের (১১৮০ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) আড্‌ভোকেট পণ্ডিত তিরুমল বরদরাজ শর্ম্মা—ব্রহ্মদেশের বিদ্বান্‌গণ তাঃ বাবোর অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত শর্ম্মা মহোদয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের ব্রহ্মদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-কালে তাঁহাকে নানাভাবে সহায়তা করেন। কলিকাতায় শ্রীপাদ গিরিমহারাজের দর্শন পাইয়া পণ্ডিতজী বড়ই প্রীত হন। ইঁহারা সকলেই শ্রীমঠে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন এবং মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত সম্প্রদায়-বৈভববিজ্ঞান-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় আলাপে অতীব প্রীতি লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই সময় শ্রীধাম মায়াপুরে ছিলেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থ তাঁহারা পুনরায় শ্রীমঠে আসিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। মঠরক্ষক আচার্য্যপ্রবর প্রভুর সৌজন্যে তাঁহারা অতীব প্রীত হন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২২শে নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যার কৃষ্ণনগর-শ্রীহুতহুলীর হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করেন এবং তথা হইতে গত ২৩শে নভেম্বর রবিবার রাত্রি প্রায় ৮॥ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আসিয়াছেন—মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব এবং বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব এবং

শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী। শ্রীপাদ ভাগবতরত্ন প্রভু ও ভক্তিবৈভব প্রভু গত ২৩শে নভেম্বর দিবাগত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধামে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে ভাগবতরত্ন

গত ২৩শে নভেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার ট্রেণে হেড পার্শ্বে কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও হেড বাবু ভন্ কোরেণ মহোদয়ের শ্রীগৌড়ীয়মঠসম্পাদক শ্রীপাদ ভাগবতরত্ন প্রভুকে সহিত শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীধামের বৈষ্ণবগণ সঙ্কীর্ত্তনশোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাদিগকে নবদ্বীপ-ষ্টেশনে প্রচুর পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। তাঁহারা এখন কিছুদিন শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিবেন।

সেবাশ্রয়

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ নবদ্বীপবাসী ব্রহ্মবাসী মহোদয় গত ১৪ই কেশব, ৮ই অপ্রাকাশ, ২৩শে নবেম্বর, রবিবার শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সন্ন্যাস-বেষাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার বেষোচিত নাম হইয়াছে—শ্রীবক্রবাহনদাস বাবাজী। বর্ত্তমানে তিনি 'বিল্বাহনদাস বাবাজী' নামেই সকলের নিকট পরিচিত। এই বাবাজী মহাশয় প্রায় পঞ্চদশবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে তিনি যথাক্রমে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের, পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠের, ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের ও মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের সেবায় এবং কখনও বা অন্যান্য স্থানে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল শ্রীযোগপীঠের সেবা করিয়াছেন। শ্রীযোগপীঠ হইতে কএক মাস পূর্ব্বে তিনি শ্রীচৈতন্য-মঠে আগমন করিয়া অর্চ্চনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ব্যতীত প্রাতে শ্রীযোগপীঠে এবং দ্বিপ্রহরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিতেছেন।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত পাটড়াঙ্গা (পোঃ বিড়াবরত-পাড়া) গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেব পূর্ণচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ-কৃত্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সাত্বতস্মৃতিবিধানে মহাপ্রসাদ-দ্বারা সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভা

গত ২৬শে নবেম্বর মঙ্গলবার পরলোকগত ব্রেজার্স শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পঞ্চম বার্ষিক নির্য্যাণ-তিথি উপলক্ষে তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাত্বত-স্মৃতি-বিধানানুসারে মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা তাঁহার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীগায়ত্রী-প্রণব-দমন-নাট্যমন্দির ও শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন মহাদান শ্রীল জগবন্ধুর সমাধিকুঞ্জ প্রতিবর্ষের ন্যায় এবারও তাঁহার আলেখ্য ও পুষ্পমালা-পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর অনুগতো মঠসেবকগণ পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-মুখে সমাধি পরিক্রমা করিয়া সমাধি-সমীপে 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর'—এই গীতিটি কীর্ত্তন করিবার পর প্রবণ-সদনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনরায় "গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতিরস-সার", "ঠাকুর বৈষ্ণব-পদ, অমনীর সুসম্পদ" প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সভার কার্য্যারম্ভে শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবত-ভূষণ মহোদয় সংক্ষেপে অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য ও বক্তার পরিচয় প্রদান করিলে প্রথমে শ্রীপাদ বন্ধুবান্ধব দাদাধিকারী বি-এ মহোদয় আবেগপূর্ণ ভাষায় ব্রেজার্স মহোদয়ের শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্তজীবনী-বিশ্লেষণ-মুখে জগতের অন্যান্য স্থান হইতে তাঁহার স্থানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রায় ১ঘণ্টাকাল একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় "বিরহ ও মহোৎসব শব্দের চিৎসমন্বয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা জগবন্ধুর 'স্থান'-সম্বন্ধে বিচার-বৈশিষ্ট্য, শ্রীভগবন্মন্দির ও সেবক-ভক্তের অকৃত্রিম সৌকর্য্য-সংরক্ষণে জগবন্ধুর অকপটসেবানুরাগ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বমঙ্গলময়ী বাণীর মাধুর্য্য উপলব্ধি, জগবন্ধুর প্রণাম-রহস্য" প্রভৃতি বর্ণন-মুখে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপর ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ শ্রীল জগবন্ধুর অর্চ্চনে সিদ্ধিলাভাদির কথা বলিয়া আগামী ২৩শে ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির সভাপতিত্বে তাঁহার বার্ষিক স্মৃতি-সভার বিশেষ অধিবেশনের সংবাদ ঘোষণা করেন। অনন্তর 'কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার' প্রভৃতি পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু পুরুষ ও মহিলা শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। সকলকেই বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, | ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ | ১৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

ষোড়শ-দিবস—১০।৯।৩৫

অন্যাভিজ্ঞ যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥
অর্থঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত এই তিনটি শ্লোকে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'—এই তিনটি বিষয় আলোচনা ক'রেছেন। যথাশ্রুত ব'লেছেন,—

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥

বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি তত্ত্ব বর্ণিত হ'য়েছে। সম্বন্ধবিচারে আমরা জান্‌তে পারি সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ বহু ব্যক্তির সহিত কোন এক ব্যক্তির সম্বন্ধ। সম্বন্ধ নির্ণীত হ'বার পর অভিধেয় বিচার অর্থাৎ তা'দের মধ্যে যে ক্রিয়া, এবং সেই ক্রিয়ার ফল

প্রয়োজন। এই তিনটি তত্ত্বই ভগবান্‌কে আশ্রয় ক'রে আছে।

বেদশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত বেদপ্রতিপাদ্য এই ত্রিতত্ত্বের বিষয়ই বিশেষভাবে বর্ণন ক'রেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধবিচারে সেই অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ের আলোচনা এবং অভিধেয় বিচারে তাঁর প্রতি নিষ্ঠার কথা ও প্রয়োজন বিচারে প্রেমভক্তির প্রাপ্তিকে বিচার ক'রেছেন। শ্রুতি-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শেষে যে শ্লোকটি আছে, তাহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

সর্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈক্যলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥

সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত। আর সেই ভাগবত তন্নিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ। ভাগবতনিষ্ঠ জনগণই অভি-ধেয়বিচারে সুনিপুণ। আর 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্' অর্থাৎ প্রেমভক্তিই একমাত্র লভ্য পদার্থ। 'সর্ববেদান্তসারং'—ভাগবতগ্রন্থকেই সকল বেদান্তের সার অর্থাৎ 'প্রতিপাদ্য' বলা হ'চ্ছে। বেদান্ত ব'লতে গেলে বহিরঙ্গপুরুষ সমাসে বেদের অন্ত—'চরম' বুঝায়। আর সাধারণতঃ উপনিষদ্-গুলি—প্রতিপাদ্যটি বেদান্ত। সেই বেদান্তের সার হ'চ্ছেন ভাগবত-গ্রন্থ। তা'তে কি কথা আছে? না 'ব্রহ্মাত্মৈক্য-লক্ষণং'—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ একই বস্তু, ভাগবত সেই ভগবদ্বস্তুবিগ্রহ

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তিন প্রকার ভাষায় সেই অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুকে বলা হয়। কিন্তু ভাষা ভিন্ন হ'লেও বস্তুটি এক। এই কথা ভাগবতে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হ'য়েছে। শ্রুতি ব'লছেন,—'অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি'—যেটা শুনা যায় নাই, সেটি যা' থেকে শুনা যায়।

তস্মাৎ জ্ঞানময়ং ব্রহ্ম।
সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

যিনি নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই সত্য—সত্যবস্তু। হে সৌম্য, অগ্রে একটি মাত্র তিনিই ছিলেন। তাঁ' থেকেই অন্য সব প্রকটিত হ'য়েছে। তিনি জ্ঞানময়—চেতনময় পদার্থ। অচেতন-মিশ্র-বিচার তাঁ'তে নাই। তিনি অনন্ত—যাঁ'র অন্ত নাই, সান্ত পদার্থ সমূহের পূর্ণতা যাঁ'তে আছে। তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গেই জীব সকলের উদ্ভব।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

সেই অনন্ত বহু অসংখ্য সান্ত সমষ্টি। তা' হ'লে ব্রহ্মেরই অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় জীব-সকল। অদ্বয়জ্ঞান বস্তু যিনি, যাঁকে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ বলা হয়, সেটিতে কোন পৃথক্ বিচার নাই। ভাষার ভিন্ন হ'লেও বস্তুটি এক। যাঁ'রা পৃথক্ বিচার করেন, তাঁ'দের বিচারে ব্রহ্ম, আত্মা পৃথক্ ব'লে নির্ণীত হয়। যেমন জীবাত্মা—ক্ষুদ্রাত্মা আর বৃহদাত্মা—পরমাত্মা; কিন্তু উভয়ের লক্ষণ এক। ব্রহ্ম ও আত্মা একই লক্ষণাক্রান্ত। তা'হ'লে 'আত্ম' শব্দের অর্থ কি? 'আত্ম' শব্দে জীব ব'লে বুঝায় অর্থাৎ সান্ত পদার্থ। ব্রহ্ম বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ ব্রহ্ম। অর্থাৎ বৃহৎ ও আত্মপালনকারী ব'লে তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। যদি আত্মাকে পৃথক্ জ্ঞান করা যায়, তবে বৃহৎ নন তিনি, ইহাই সাব্যস্ত হয়। উভয়ের লক্ষণ এক, তাতে ভেদ নাই। কিন্তু বৃহত্ব ও অণুত্বে ভেদ স্বীকৃত হয়। শ্রুতি উপাদের জন্য শব্দ দেখেন নাই। প্রত্যেক শব্দের বৈশিষ্ট্য আছে। কেউ যদি বলেন, অদ্বয়জ্ঞানের কথা এরূপ ব্যাখ্যা করি না, তাতে ভাগবত ব'লছেন—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।"

'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' এই দুইটি শব্দ একই লক্ষণাক্রান্ত। 'ব্রহ্ম' ব'লতে বৃহৎ ও পালক, আর 'আত্ম' শব্দে যাহা বৃহৎ নহে বা পালক নহে, তা' হ'লে ক্ষুদ্র, পাল্য—ইহাই বুঝায়। 'ব্রহ্ম' শব্দের বৃহত্ব বোঝার জন্য 'আত্ম' শব্দ। 'আত্ম' শব্দ পৃথক্ হ'লে আর লক্ষণ এক হ'লে আত্ম-লক্ষণে জীবশব্দ তাঁর অংশবিশেষ বুঝায়। বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে একটি সূত্র আছে—

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি
দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে।"

তাতে ব'লছেন—'একে'—আথর্বনিক, অথর্ব যাঁদের আলোচ্য, তাঁদের মধ্যে একজন ব'লছেন। আমরা প'ড়েছি—

"ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মৈব কিতবাঃ"

'ব্রহ্মদাসাঃ'—ব্রহ্ম ও ভৃত্যগণ, 'ব্রহ্মদাসাঃ'—ব্রহ্ম ও ধীবরগণ, 'ব্রহ্মৈব কিতবাঃ'—ব্রহ্ম এবং কিতবগণ। এগুলি

অথর্ববেদে আছে। তা'তে 'কিতব' অর্থে চলনাকারী ভূয়োড় বলা হ'য়েছে। ব্রহ্মের ভূয়োড় ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ কৈতববহুক।

শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ ইত্যাদি। ব্রহ্মদাস, ব্রহ্মদাস ও ব্রহ্মকিতব এই তিন প্রকার বলা হ'লো। কতকগুলি ভৃত্য, কতকগুলি কৈবর্ত্ত ও কতকগুলি ছলনাকারী কিতব। তা'তে লক্ষণসমূহ সুনির্দ্দিষ্ট হ'চ্ছে। ব্রহ্মসূত্রে আছে, আবদ্ধন সূত্রের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে যে, ব্রহ্ম ও আত্মা একই লক্ষণ। একমাত্র 'ব্রহ্ম'কে এক লক্ষণ, ব্রহ্ম নহে যে আত্মা, সেই আত্মাকে ভিন্ন লক্ষণ কেহ মনে না করেন, এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত 'যদ্ব্রহ্মৈতল্লক্ষণম্'—এই কথা ব'লেন। ব্রহ্মসূত্রে 'আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ'—এই সূত্রে যে গ্রাস-গ্রাহ-কিতব ব'লে কথা আছে, তা'তে জানা যাচ্ছে—ব্রহ্ম ও ভৃত্য, আর ব্রহ্মকে যারা কপটতা-দ্বারা বিচার করে, তারা। এগুলি ব্রহ্মবৈভব-লক্ষণের পরিচয়—সুতরাং ব্রহ্ম ও আত্মা সমলক্ষণবিশিষ্ট।

বস্তুটি অদ্বিতীয়। তা' হ'লে এই বিভিন্নগুলি আপনা থেকেই বস্তু নহে, পরন্তু বস্তুর শক্তি ব'লেই বিচারিত হয়। শক্তির দ্বারাই শক্তিমদ্বস্তুর পরিচয় হয়। আবার শক্তিমানের দ্বারা শক্তি পরিচিত হয়। তা' হ'লে উপাস্য উপাসক ভেদ হ'চ্ছে। শ্রুতি বলেন,—

যা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

এই সকল শ্রুতিবাক্যেও আমরা জানি যে,—ব্রহ্ম ও আত্মা পৃথক্। বৃহৎ এবং বৃহৎ নহে,—এই দুইটি বস্তু একপর্য্যায় হ'লে আর এক-লক্ষণাক্রান্ত কথা বলার দরকার হ'তো না। বস্তুটি অদ্বিতীয় হ'লেও তাঁর অংশের নানাত্ব স্বীকৃত। অংশ ও অংশী—এরূপ বিচার আছে। শক্তির দ্বারাই বস্তুর বিচার চলুক। বস্তুটি অখণ্ড, ব্রহ্মবস্তু খণ্ডিত হ'বার যোগ্য নয়। খণ্ডিত হ'লে শক্তি হ'য়ে যায়। শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের বিচারই হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিচারে শক্তিবিচার আপনা থেকেই আসে। বস্তু অদ্বিতীয় হ'লে তত্ত্বশ্রিষ্ঠ-বিচারে সেব্যসেবক-বিচার সঙ্গে সঙ্গেই আসে। বহিরঙ্গা শক্তি কিন্তু অন্তরঙ্গা শক্তি নহে। বহিরঙ্গা শক্তিবিচারে সেব্যসেবকভাবের বিপর্য্যয়। অন্তরঙ্গ শক্তি শক্তিমদ্বস্তুর সহিত নিত্যানন্দময় স্বভাববিশিষ্ট।

'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্'—একমাত্র কৈবল্য—অব্যভিচারিণী প্রেমভক্তিই প্রয়োজন। প্রয়োজনতত্ত্বে সাধনভক্তি ও ভাবভক্তির বিচার নহে। প্রেমের যাহা যে সেবা, সেই কেবলা ভক্তি—অব্যভিচারিণী ভক্তি—প্রেমভক্তিই প্রয়োজন।

তদং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্বাদীশাবশেষতশ্চ বিপর্য্যয়োঽনুপপত্তিঃ।
তস্মাদ্গুরূপাসনং বুধ আভজেৎ যত্রাশ্রয়ং তত্ত্বজিজ্ঞাসুরাত্মনঃ॥

যিনি গুরু এবং উপাস্যদেবের তদাত্মক—'ধর্ম্মো মদাত্মকঃ' বিচার করেন, তাঁর এরূপ বিচার হয়। সেবকের ও সেব্যের কার্য্য পৃথক্ হ'লে অন্বয়জ্ঞানে পার্থক্য উপস্থিত হয়। সেবকের ক্রিয়া আলাদা, সেব্যের সেবক-গ্রহণ আলাদা, এরকম ধরণের কথা নয়। অন্বয়জ্ঞানে জ্ঞানের ব্যভিচার নাই। সেব্যসেবকের একটাই কাজ। প্রভু ভৃত্যের যে সেবা গ্রহণ করেন, তাতে উভয়ে দমতাৎপর্য্যের হ'লেই সম্ভব হয়। অন্বয়জ্ঞান না হ'লে সেবা হয় না। উনি একদিকে প্রতিষ্ঠিত, উনি অন্যদিকে—এরকম বিচার নয়। বর্ত্তমানে আমাদের চিত্তবৃত্তি ভগবান্‌কে ছেড়ে মাত্র প্রভু হ'বার বাসনায় বিপরীত গতি-বিশিষ্ট, কিন্তু মাত্র প্রভু হবার বাসনা ছেড়ে নিত্যপ্রভুর দাসই একমাত্র প্রয়োজনীয়। এটাই কথা—প্রেমা যা'তে ভগবানের প্রীতি, সেবকের তাতেই প্রীতি—এতে কোন বৈষম্য নাই এখানেই অন্বয়জ্ঞান।

"ঈশাদপেতস্য"—'ঈশ্বর' পদার্থ হ'তে 'দাস' পদার্থের ভেদ উপস্থিত হ'লেই অসুবিধা। প্রভুর মনোঽভীষ্টপূর্ত্তি ছাড়া যখন দাসের অন্য কার্য্য হ'য়েছে, তখনই তা'র দুর্গতি এসে গেল। 'বিপর্য্যয়োঽনুপপত্তিঃ'—"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি"—এই বিচারটার বিপর্য্যয় উপস্থিত হ'লো। যেটা উল্টে যায়, তার যে স্বভাব তার ব্যত্যয় হ'লে গোলমাল হ'য়ে গেল। কৃষ্ণস্মৃতি-বিপর্য্যয় হ'তেই অস্মৃতি। তা'তে ব'লছেন দ্বিতীয়াভিনিবেশ হ'তেই ভয়। অন্যই ভক্তির ফল। আমাকে প্রভু রক্ষা ক'রবেন, প্রভু ব্যতীত বস্তুই নাই, তিনি আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা, তিনিই বড়, তাঁর অংশ আমি; তিনি আমাকে রক্ষা ক'রবেন—আর অন্য রক্ষক

আমার নাই (সুতরাং দুরদৃষ্টবশতঃ) এইটি ভ'ক্তর বিচার। যখন অন্যের নিকট থেকে ভীতি আসছে, তখনই জান্‌তে হ'বে, তা'র দ্বিতীয়াভিনিবেশ আছে। ভক্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ আছে, এটাই যাচ্ঞার। অস্মৃতি আমার হরণ ক'রে ভগবানকে সেবা করার বুদ্ধিবিনষ্টার হ'য়েছে। নিজের প্রাভবশক্তির পরিচালনা-ফলে অভক্তোচিত আমাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ করায়। ভীতি হইতেই স্মৃতিনাশ।

"স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"

আমার নিত্য চেতনময় আনন্দময় জ্ঞানময় প্রভু তিনি, আমি যাঁ'র নিত্য আনন্দবিধানকারী চিৎকণ পদার্থ, একথা ভুলে তাঁ'র আনন্দবিধানের পরিবর্ত্তে নিজে স্বতন্ত্রভাবে আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি। জড়ে মন ক'রে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটীর বিনাশ করবার প্রয়োজন মনে ক'রেছি। আমাদের সেবাবৈমুখ্যপ্রভাবে আনন্দের আকৃষ্ণ ও ভোক্তৃত্বসূত্রে এই যে অহয়জ্ঞানে প'ড়ছে, তা' বিনষ্ট হওয়া দরকার। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটি পদার্থের মধ্যে জ্ঞেয় ব্রহ্মাদ্বৈতলক্ষণ না হ'লে ভেদ এসে উপস্থিত হ'লো। ভেদজগতে যে অবস্থা, জ্ঞেয় পদার্থ সেরূপ ভেদজাতীয় হ'লে অন্বয়জ্ঞানের বিনিময়ে ভক্ত-ভোগাত্মক চিন্তা বৈতবাদের অপকৃষ্টতা এলো। তা'কে শ্রেয়ঃ ব'লে গ্রহণ ক'র্‌বো না; অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব মায়া বা বিকারবাদ নহে। তা হ'লে ব্রহ্ম হ'তে পৃথক্ আর একটি বস্তু-কল্পনায় ব্রহ্মজ্ঞানাভাব উপস্থিত হয়। সেই জিনিষটা ভীতিকারক ক্ষণভঙ্গুর দ্বিতীয় বস্তু বিষ হ'য়ে গেল। বিষে ভয় আছে। যে-কাল পর্য্যন্ত ভাগবত পাঠ না করি, অধোক্ষজবস্তু ত্যাগ ক'রে অক্ষজবস্তুর সেবা বা ভোগ ক'র্‌তে চেষ্টা, ভক্তিযাজ্ঞ না হ'য়ে নিজেকে সেব্য জ্ঞান করি, তৎকাল পর্য্যন্তই অসুবিধা—দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ব্রহ্মে যে-লক্ষণ, আমাতে সেই লক্ষণ আছে—এটা ছেড়ে দিলেই ভেদ-বিচার এসে যায়—ব্যভিচার অভক্তি এসে উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর বস্তু হ'তে আমি পৃথক্, এই বুদ্ধি হ'লেই সর্ব্বনাশ হ'লো, ভক্তিরাহিত্য এসে ভোগী বা ত্যাগী হ'য়ে পড়লাম। পরমেশ্বর ভোগ্য পদার্থ নন, তিনি সেব্য। তিনি অধোক্ষজ পদার্থ। অধঃকৃত অক্ষজ জীবানাং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যেন নঃ।

ভগবদ্‌বস্তুর সংজ্ঞা—যে বস্তু নিজের আত্মনারূপ ক'র্‌তে পারেন, মানুষ যাঁ'কে সেবক ক'র্‌তে পারে না, যিনি ভজনীয় বস্তু, সেবক বৈষ্ণব নহেন, তিনি বিষ্ণু, সেব্য বস্তু, সেবক নন। কিন্তু যখনই সেব্যসেবকবিচারে ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়, তখনই অসুবিধা—দ্বিতীয়াভিনিবেশ এসে যায়। ভগবান্ ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে, এটা থেকেই ভীতি আসছে। সমস্ত জিনিষই ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট; ভগবদতিরিক্ত পদার্থ-বিচার এলেই আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তি নষ্ট হ'লো। আমি নিত্য ভক্ত, আমার ভজনীয় বস্তুর আনন্দবিধানই আমার ভজন এবং ভজনীয়ের প্রীতিই আমার নিত্যা শুদ্ধা পূর্ণা মুক্তা বৃত্তি, এই তিনটা তখনই ছেড়ে দেওয়া হ'লো। আমাদের বুদ্ধি বিনষ্টা হ'লে তাঁ'কে ভুলে যাওয়া হ'লো। যেমনই 'ভূতং ভব্যং পশুতাকুমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ'—বিচার আসে, প্রভুপাদপদ্ম আশ্রয় করবার বুদ্ধি হয়, তখনই ভয় শোক চ'লে যায়। শোক যায় কখন? যখন প্রভুকে পালকজ্ঞানে আমাকে তাঁর পাল্য-বিচার আসে। সেইটাই ভক্তি। তা' যখন regain করি, পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে, তখনই জানি—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ···ইত্যাদি।

আমার প্রভু কেহ নাই, কর্ত্তৃত্বাভিমানে নিজেকেই কর্ত্তা ব'লে বিচার ক'রে নি। উহা 'অনন্য মীহতে' রাজ্যের কথা। যাপ্য জগতের যে বিচার, তা'তে পরিমিত ব্যবহার যোগ্য বস্তুকেই মাপতে পারি, বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপা যায় না। যা বৈকুণ্ঠ নয়, তাকেই মেপে নেবার ধৃষ্টতা ক'র্‌তে পারি। তিনি অধোক্ষজ না হ'য়ে আমাদের অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হ'লে তিনি ত' আমাদের সেবকই হ'য়ে গেলেন, প্রভু থাকলেন কিসে? যিনি নিত্যসেবকের নিত্যসেবা সর্ব্বথা গ্রহণে সমর্থ এবং নিত্য-সেবককে সেব্য পাইয়ে বঞ্চনা করেন না এবং নিজে ভৃত্যের কার্য্যে প্রভু দিয়ে বদ্ধজীবকে সুদৃঢ় রজ্জুতে ওতপ্রোত বন্ধন ক'রে অজ্ঞাতিলাষ, কর্ম্মভোগ ও জ্ঞান-ত্যাগে প্রধাবিত করান না, তিনিই নিত্যপ্রভু। তাঁর সেবা ক'র্‌লেই সত্য হ'বে। ভক্তিযোগ মধ্যস্থানে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে ভক্তি। এ ছেড়েই অভক্তি-যোগ, তা'তে জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, হঠযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতির বিচার। তা'রা ভবভীত ব্যক্তি। বুদ্ধুক্ষা ও

মুক্তকাই তা'দের প্রয়োজন। অনিত্যবিচার প্রবল হ'লেই মুক্তকা হ'তে আত্ম ক্লেশ হ'তে পরিত্রাণ-চেষ্টাই মুমুক্ষা। সেটা কেবলা ভক্তি নয়। কেবলা ভক্তিই সম্ভোগাবে আশ্রয়ণীয়া। 'একয়া ভক্ত্যা গুরুদেবতাত্মা' এটাই হ'লো মুক্ত বা পণ্ডিতের বিচার। নতুবা 'অপণ্ডিত নির্মোঘ হ'য়ে যেতে হয়, জ্ঞানী ও ত্যাগী সম্প্রদায়ে নির্মোঘ প্রবিষ্ট হন। ভোগিসম্প্রদায় বিলাসপরায়ণ। তা'দের বিচার—চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন ক'রবো, অথবা বিদ্যার অনুশীলনে ব্যস্ত হ'য়ে শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দঃ, নিরুক্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন ক'রে নেবো, প্রত্যক্ষবাদী হ'য়ে আমি নিতে জান্‌বো; বা পরোক্ষবাদী হ'য়ে অন্তে যাঁরা misguided হ'চ্ছেন, তাঁদের নিকট শুন্‌বো, কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডীয় সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে জ্ঞানমিশ্রা বা কর্মমিশ্রা ভক্তির পথে প্রবিষ্ট হ'বো। এই প্রকার অভক্তির পথ ছেড়ে অব্যভিচারিণী ভক্তিপথই প্রশস্ত।

মুক্তির জন্য যে ভগবদুপাসনা, তার চেয়ে কপটতা আর কিছুই নাই। তুমি থাক বা না থাক, আমার সুবিধা হোক্, তোমাকে বঞ্চনা ক'রে dismiss ক'রলাম, আমি তুমি এক—এ বিচারগুলি অত্যন্ত কপটতা। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের বিচার এরূপ নয়। 'তৎ' শব্দ পূর্বের ও 'ত্বং' শব্দ পরের কথা। পূর্বশব্দে 'তৎ' ব্রহ্ম এবং পর শব্দ 'ত্বম্' জীবাত্মা। তৎ ত্বম্—পূর্বশব্দে কথিত যে ব্যাপার, পরশব্দে কথিত ব্যাপার তদ্রূপ নহে। 'তৎ' জীব, তুমি তৎ ব্রহ্মলক্ষণবিশিষ্ট—উভয় ব্যাপার নহে।' 'তুমি' একথা পরবর্তী সময়ের কথা। তৎ—ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মের অণু হ'লেও ব্রহ্মলক্ষণাক্রান্ত মাত্র, বৃহদ্বস্তু তুমি নহ। ব্রহ্ম এবং আত্মার একতা-লক্ষণযুক্ত তুমি, এর দ্বারাও স্থিরীকৃত হ'চ্ছে (অবশ্য আনন্দতীর্থপাদ 'তৎ' শব্দে ষষ্ঠীর পদ ক'রে ব্যাখ্যা ক'রেছেন। তাতেও 'তৎ' বস্তু তাঁহার তুমি, তিনি সেব্য, তুমি সেবক এই বিচার হ'চ্ছে।) সেব্যসেবকভাব-রহিত হ'লেই অনর্থ উপস্থিত হয়, তার আসে, তত্ত্বীয়বিচার বিলুপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লছেন—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥

অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি হ'লেই তদ্ব্যতীত মোহাদি দূরীভূত হয়। অক্ষজবস্তুর প্রতি ভক্তি বা সেবার ছলনা ভোগ বা ত্যাগে পর্য্যবসিত। সেটা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গ্রহণের (sensuous jurisdiction) মধ্যে আসে, সেটা আমাদেরই তাৎকালীন ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন হ'য়ে পড়ে। ওটা আধ্যক্ষিকের বিচার। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন ভগবান্ হ'তে পারেন না।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

ভগবানে ভক্তি না থাক্‌লে সে বস্তুকে জয়, বা তাঁর অস্তিজ্ঞান লাভ করা যায় না।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

এ বিচার ছাড়লে বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবিষ্ট হ'তে পারি না, অনর্থযুক্ত হ'য়ে থাকি। একমাত্র অব্যভিচারিণী—অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্মাদিরহিত ভক্তি—

"কশ্চিত্যঃ পরিতো ব্রজেঃ প্রিয়তমা বাকিং বয়ুর্ত্তানিন-
স্তেভ্যোজ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যাস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং প্রাপ্তয়েৎ কঃ কৃতী॥

—প্রভৃতি যে বিচার, সেই একা অব্যভিচারিণী ভক্তিপ্রবণ অতীত জড়জগতেরই অধীনতা স্বীকার ক'রতে হ'চ্ছে, অতীত জগতে যেতে পারছি না। জড়জগতে ভেদজাতীয় বিচারের মধ্যে পরস্পরের যে বৈষম্য বর্ত্তমান, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়ছি। জড়াতীত রূপরসাদি আমাদিগকে গ্রাস ক'রছে। এই রূপরসাদির মালিক কে? এ-সকল কাহার ভোগ্য? এ বিচার না আসা পর্য্যন্ত—আমাদের এই বদ্ধভাব না ছেড়ে যে ওয়া পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান উপলব্ধি হ'চ্ছে না। কৃষ্ণপাদপদ্মকে অধোক্ষজ না জান্‌লে ঐতিহাসিক বা রূপক কৃষ্ণের উপাসনায় কি

স্থবিদ? অধোক্ষজ তুচ্ছের সেবা ক'র্লেই অনর্থ যাবে। 'অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে' এটি শ্রীনারদের ব্যাসের প্রতি বিশেষ উপদেশ। ব্যাসের বেদবিভাগ-পুরাণ-রচনাদি কার্য্যে যে অবসাদ, বুদ্ধিহীনতা—ভীতি এসে উপস্থিত হ'য়েছিল, তা'তে নারদ অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের কথা উপদেশ ক'র্লেন। তত্ত্বনাশিনী বুদ্ধি আশ্রয় উত্থিত না হ'লে, ভীত চঞ্চল যোগ্যতা আশ্রয়ে থাক্লে কোন সুবিধা হবে না।

"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥"

মানুষ যেকাল পর্য্যন্ত না চক্ষিশ ঘণ্টা ভগবৎ-পাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত না হ'বে, সেকাল পর্য্যন্ত মায়াদেবী তা'কে গ্রাস ক'র্বে, বহুরূপিণী মায়া তা'র ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পরার্থ হ'বেন। আমি ভোগ ক'র্বো, Upper hand আমার, তাঁ'রে Lower office—এটা ভোগী কর্ম্মীর বিচার—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদীর নিরাশের বিচার। অপরোক্ষবাদের উদ্দেশ্যে অধোক্ষজের কথা বুঝ্বার একটু চেষ্টা লক্ষিত হয়। অধোক্ষজ-বিচার এলেই সমস্ত অমঙ্গল কেটে যায়।

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্থথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥

—বিচারটি ভাল ক'রে বুঝা দরকার। যিনি নিবৃত্ত, পরমানন্দে অবস্থান যাঁ'র, তাঁ'র হরিকথা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। সর্ব্বক্ষণই হরিকথা, নিদ্রাভঙ্গেও হরিকথা, জাগ্রতকালে আরও হরিকথা। 'কো নির্বৃতঃ' বিচারে উদাসীন হওয়া উচিত নহে। এমন কোন্ মূঢ় আছেন, যিনি হরিকথা পরিত্যাগ ক'রে ইতরকথায় নিবিষ্ট থাক্বেন। ভক্তিপথই কৈবল্যসম্মত পথ। যাঁ'রা পৃথিবীতে মানুষ হ'তে পেরেছেন, তাঁ'দের অন্যই এই ভক্তিপথ। জ্ঞান-যোগ, হঠযোগ এগুলি বাহ্য কৈতবাশ্রিত লোকের জন্য। হরিসেবাপরায়ণ মনুষ্যের জন্য উহা নয়। ব্যভিচারিণী মুক্তি ভক্তি নয়। অক্ষজ-পদার্থকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করা, আমি সেব্য, ঈশ্বর সেবক—এই বিচারে হ'তে ছটা সঙ্কল্পের বিচার এসে উপস্থিত হ'চ্ছে।

এক প্রকার—স্বর্গ, Paradise. বেহেস্তার সুখ আমি ভোগ ক'র্বো, ঈশ্বরকে ভোগ ক'র্তে দেবো না। শতকরা শত জনই ঈশ্বর ভোগ ক'র্বেন এ বিচার ছেড়ে দিয়ে আমি ভোগ ক'র্বো। আবার আর এক প্রকার—ত্যাগী হ'য়ে নিজেই ঈশ্বর হ'য়ে যাবো। অথবা ভোগও ক'র্বো না, ত্যাগও ক'র্বো না, ঈশ্বরকে সেবা ক'র্বার নামে বঞ্চনা ক'র্বো, ফল নিজে পাব, ঈশ্বর হ'য়ে যাবো, ঈশ্বর কোন কাজের নয় সাব্যস্ত হ'বে—এগুলো অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি। সনাতনগোস্বামীপ্রভু যেমন ব'লছেন—"জগৎ হইতে পৃথক্ অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানসম্ভূত নাম ঈশ্বর।" আমাদের কথা তা' নয়। তিনি আর একটি জিনিষ। ভাগবতের এই 'কৈবল্যসম্মত' কথাটি যাঁ'রা আলোচনা না ক'রেছেন, তাঁ'রা কৈবল্যৈকপ্রয়োজন বুঝ্তে পার্বেন না। 'কেবল' শব্দ কি, তা' ভক্তের কাছে না বুঝে যাঁ'রা নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বিগণের নিকট বুঝ্তে যান, তাঁ'রা মায়াবাদাশ্রয়ে নির্ব্বোধ। তাঁ'দের সঙ্গে আলাপ কেন ক'র্বো? শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার, তাঁ'র বিচার থেকে চ্যুত হ'য়ে জড়জগতের লোকের খেয়ালীর বিচারে আমরা মনোযোগ দেবো না। তা'র থেকে শত যোজন দূরে থাক্বো। তাঁ'দের বিচার বাদভাবিত—'পরোক্ষবাদোবেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্'—এই বিচার ক'র্বো। তাঁ'দের কথার জবাব দেওয়াও অপ্রয়োজনীয়। অতি শিশু নির্ব্বোধ জড়জগতের কাম-ক্রোধে আচ্ছন্ন বা এগুলো ছেড়ে দিয়ে যাঁ'রা একটা কাল্পনিক অবস্থা মনে ক'রে তাতে ব্যস্ত—ordinary economy নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, Transcendental economy হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়, তাদের সঙ্গ দরকার নাই, তাদের সঙ্গ হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাক্বো। জ্ঞানটা যখন গুণোর্ম্মি-চক্রে আর ঘুরে না, তখনই ভক্তিমার্গে রুচি আসে। রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ, জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ বা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—এতে জ্ঞানকে চালিয়ে দিলে যে মূর্খতা আসে, তা অপনোদনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত—

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥"

—এই শ্লোকে অধোক্ষজে ভক্তির বিচার ব'লছেন।

অধোক্ষজ কে? কৃষ্ণই সেই অধোক্ষজ তত্ত্বনীয় বস্তু। জ্ঞানোর্দ্ধিচক্রে যতক্ষণ জ্ঞান ঘুরতে থাকে, প্রতিনিবৃত্ত হয় না, ততক্ষণ ভগবদ্বস্তুই যে হৃক, এটি উপলব্ধি হয় না—তত্ত্বনীয় বস্তু তত্ত্ব, তত্ত্বনের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। ভক্তিই যে পরম প্রয়োজনীয়, এ বিচার আসে না। নিত্যসেবকের স্বরূপ-জ্ঞান উদয় হ'চ্ছে না। নিত্য হরিসেবক যদি অভিমান করেন, আমি পুরুষ-স্ত্রী, মূর্খ-বিদ্বান্, রোগী-সুস্থ, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, তা' হলে অমঙ্গলের পথই বরণ করা হয়। ভাগবত বলেন—

"ভক্তিপাং পরিণামিত্বাদ্বিরিক্ত্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

দৃষ্ট লৌকিক বিনাশী পদার্থ ভোগ ক'রতে গিয়ে অসুবিধা হয় ব'লে মানুষ অদৃষ্ট পদার্থের ভাবক হ'তে যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণ দৃষ্ট ও ভোগকল্পিত অদৃষ্ট—উভয়কেই নশ্বর ব'লে বিচার করেন। অদৃষ্ট—যা দেখে নাই অথচ পরম ক'রছে অর্থাৎ ভোগ বা ভোগের বিপরীত ভাবটা, মুমুক্ষা বা মুমুক্ষার তাৎকালিকতা বা অনিত্যতারূপ নশ্বরতা দেখে থাকেন। ইহাতে সচ্চিদানন্দত্ব কখনই প্রভুক্ত হ'তে পারে না। ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্তও পতিত হ'যায়—অমঙ্গল বরণ ক'রবার যোগ্যতা থাকবে। ইহা নিত্য নয়, নশ্বর। আমরা Realist, Idealist নই, বিশ্বকে মিথ্যা বলি না, উহা সত্য কিন্তু নিত্যসত্য নয়, নশ্বর—

শ্রীমদ্ভাঃ প্রাহ বিভুং পরতমমবিলাত্মাত্মবেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণরজস্ত্রাণতত্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিক্রীড়িতাতং ভবনতজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

—এইরূপ বিচার।

যত্র ত্বগেষসঙ্গঃ—যখন আমাদের রজঃসত্ত্বতমোগুণের দুষ্টবল হ'তে ইচ্ছা থাকবে না, তখনই তা'তে অসঙ্গ হ'বে, কিন্তু যখন ব'লবো রজোগুণের দ্বারা তমঃকে বিনাশ ক'রতে হ'বে, তমনই রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ তিন ভাই এসে মারামারি ক'রবে, যেহেতু তোমরা ব'লছো রজো দ্বারা তমো ধ্বংস ক'রবে, অথচ সত্ত্বগুণের monopolise করাবে, তাকে ধ্বংস ক'রবে না, এ কিরূপ কথা? আমরা ব'লবো সত্ত্বকেও ধ্বংস ক'রতে হ'বে; বিশুদ্ধ দ্বারা প্রাকৃত সত্ত্বগুণকে বিনাশ ক'রতে হ'বে।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

অধোক্ষজ 'বাসুদেব' বস্তুই আমাদের সেব্য হউন। আমরা যেন ব'লতে পারি—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

আমাদের শত সহস্র চেষ্টা দ্বারা heaven and earth move ক'রলেও সেই unconquerable জিনিষটি পাব না। As an empericist আমরা অনন্তকোটিকাল ধ'রে জ্ঞান সংগ্রহ ক'রলেও শেষে to infinity ব'লে গোঁজামিল দেবো, series develop ক'রবার সময় নাই ব'লবো। গণিতশাস্ত্রে যে প্রকার গোঁজামিল দিয়ে থাকি, সেই বস্তুতে সেরূপ গোঁজামিল চ'লবে না। ভক্তি ব্যতীত অন্য গতি নাই। "ভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়জাত পদার্থবিশেষ জ্ঞান ক'রতে হবে না। প্রাকৃত পদার্থে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার বিচার আছে। এই প্রকৃতিজাত উপাধিদ্বয়ের অতীত বস্তুই অপ্রাকৃত। আমরা 'অধোক্ষজ' শব্দে Transcendental ব'লে Hegalian School এর একটা শব্দ বলি, কিন্তু এ দ্বারা অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃতের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হ'চ্ছে না। যেখানে বৈচিত্র্য বলা হ'চ্ছে না, সেখানে Transcendental অতি ক্ষুদ্র কথা। আমরা বাস্তবিকই খুব বড় কথা ব'লতে ব'সেছি। পরমমুক্ত পুরুষের বিচারই ভক্তি। ভক্তিযোগই কৈবল্যসম্মত পথ।

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥

গুণাতীত বস্তু বাসুদেবের শরণ গ্রহণ কর। তাঁর ভজন কর। তিনি আপেক্ষিক সত্ত্বগুণের অন্তর্গত বস্তু-মাত্র নহেন। তাঁ' হ'তে গুণসকল নির্গত হ'য়েছে, অতএব-

সম্প্রদায়কে দূরস্থ করবার জন্য। তাঁ' থেকে শিক্ষা লাভ ক'রে যাতে শোধন ক'রতে পারেন, সে রকম বিচার ক'চ্ছে। অন্যথা—পরন্তু একমাত্র গতি তিনি। শ্রীমদ্ভাগবত সেই অধোক্ষজ বাসুদেবের শরণ গ্রহণ ক'রতে ব'লছেন। সন্তঃ—সাধুসকল, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী এরা সব অনিত্য-বিচারপর অসাধু। সৎকর্ম্মপরায়ণতা বা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার বিচার—সবই অসৎ, অর্থাৎ এরা চিরদিন একরকম থাকে না, যুক্তিপাতেও এদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু ভক্তের তাদৃশ পরিবর্ত্তন বা পতন নাই। ভোগত্যাগাদি বহুবিচারযুক্ত ভক্ত কখনই অভক্তসঙ্গ সমপর্য্যায়ে গণিত হ'তে পারেন না।

বেহনোঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

ইত্যাদি শ্লোকে বিমুক্তমানী ও ভক্তের কি সুন্দর বিচার প্রদত্ত হ'য়েছে; যার বিরুদ্ধ কথা মনুষ্যজাতি ব'লতে পারে না। যদি বলে, Balance loose ক'রে ব'সবে, নিজের ওজন না জেনে। বাস্তবসত্যের কথা আলোচনা ক'লে অন্যের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দার্শনিক বিচার ধ্বসে যায়। অনর্থযুক্ত জীব বেদান্তের যে অর্থ ক'রছেন, অনর্থমুক্তেরা সে অর্থ স্বীকার করেন না। সেজন্য মুক্তানর্থ ব্যক্তির দ্বারাই উপনিষদের ব্যাখ্যা দরকার। যেমন রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বেদান্তের ব্যাখ্যা ক'রেছেন। অনর্থ-যুক্তেরা ভগবান্‌কে অধোক্ষজ বিচার না ক'রে অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা পার্থিব নিজ ভোগ্য পদার্থবিশেষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীন পদার্থ বিচার ক'রছেন। যেমন ধারকায় কৃষ্ণ এলে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দ্বারদেশে গিয়ে দ্বারীকে কৃষ্ণকে খবর দিতে ব'ললেন। ব্রহ্মা মনে ক'রলেন, তিনি ত' একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা; কৃষ্ণ, দ্বারকা সবই তাঁর সৃষ্টির অন্তর্গত। কৃষ্ণ বুঝ্‌লেন, ব্রহ্মার অহঙ্কার হ'য়েছে, তাঁকে (কৃষ্ণকে) তাঁর ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মনে ক'রেছেন। তখন কৃষ্ণ দ্বারীকে দিয়ে ব'লে পাঠালেন, কোন্ ব্রহ্মা এসেছেন জিজ্ঞাসা ক'রে এস। ব্রহ্মা দ্বারীর নিকট সে কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবলেন—এ আবার কি, আমিই ত' ব্রহ্মা, আর ব্রহ্মা কে? নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির অভাব-দর্শনে ভগবানের তাত্ত্বরূপের উদয় হ'লো। কৃষ্ণ ব্রহ্মার মনোভাব জেনে তখনই অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদের স্মরণ ক'রলেন। তাঁর স্মরণ-মাত্রেই অসংখ্য ব্রহ্মা এসে তাঁদের মস্তকস্থ কিরীট দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্ম বন্দনা ক'রতে লাগ্‌লেন। কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে ডাকিয়ে এই ব্যাপার দেখাতে ব্রহ্মা নির্ব্বাক্ নিষ্পন্দ হ'য়ে গেলেন।

শুনি হাসি' কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে॥
দশ বিশ শত সহস্র অযুত লক্ষ বদন।
কোটার্ব্বুদ মুখ কারো না যায় গণন॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন॥
দেখি' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ভাঁপর হইলা।

সনকপিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্রজ্ঞানে এক কোণে ব'সে থাকলেন। ব্রহ্মা নিজের ভ্রম বুঝে তখন ব'লছেন,—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥

[যাঁহারা বলেন, 'আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি', তাঁহারা জানুন, কিন্তু আমি অনেক উক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো, আমি এই মাত্র বলি যে, তোমার বৈভবসকল—আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর।]

ব্রহ্মা ব'ললেন অন্যে যা বলে বলুক, আমি আর ঐরূপ অবিবেচনার কথার মধ্যে ঢুক্‌বো না। তখন থেকে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হ'লো। পদ্মপুরাণে ব'লেছেন—

শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥

আমরা আমাদের গুরুপরম্পরায়ও দেখ্‌ছি—শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ইত্যাদি। এখনও পর্য্যন্ত সত্যকথা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রলে জান্‌তে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতকে খাদ (?) করার জন্য প্রচুর চেষ্টা চ'লেছে, কিন্তু তা' সফল হয় নাই—ভাগবত-সম্প্রদায়কে

কেহই বিনাশ ক'র্‌তে পারে না। কেবলাদ্বৈতবাদীদের কেহই এই গ্রন্থখানির টীকা ক'র্‌তে সাহসী হ'ন নাই। কেন না, প্রতিবাদ ক'র্‌লেই নিজেদের বিচার-দৌর্ব্বল্য ধরা প'ড়্‌বে। কেউ কেউ বলেন, মধুসূদন সরস্বতী শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটি শ্লোকের টীকা ক'রেছেন; কিন্তু ক'র্‌লেও তাহা মায়াবাদ-প্রলাপপূর্ণ। কেবলাদ্বৈতবাদ শ্রীমদ্ভাগবতে সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত—সমূলে বিনষ্ট হ'য়েছে। মায়ুষ মনুষ্যের রচিত গ্রন্থ প'ড়ে দুর্গতি বরণ ক'র্‌ছে। অধোক্ষজ কৃষ্ণের আলোচনা না ক'রে ভ্রমে প'ড়্‌ছে। শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় না করাই দুর্ব্বুদ্ধির পরিচয়। এইজন্য ব'ল্‌তিলাম—

সর্ব্ববেদান্তসারং···কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্।

আমি ব'ল্‌ছিলাম যে, ভাগবতের কৈবল্য পাতঞ্জলির ঈশ্বরসাযুজ্য বা আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসাযুজ্য নয়, ভগবৎ-সাযুজ্যও নয়। "নিত্যা ব্রহ্মসুখে মগ্না কৈতাদ্যন্ত হরিণা হতাঃ"—বিচারে হরি যাদের বধ করেন, তারা যে ভগবৎ-সাযুজ্য লাভ করে, 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্' ব'ল্‌তে তা নয়। সুরগণও ভগবদ্ভক্ত। তাঁ'দের কার্য্য জীবের মঙ্গলের জন্য; মনুষ্যজাতির সেবার ভার দেবতারা নিয়েছেন। কিন্তু তাই ব'লে polytheistic theory আমাদের অনুসরণীয় নয়। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' এ বিচার যাঁ'দের উদিত হয় নাই, তাঁ'রা বিষ্ণুতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার জন্য জীবমাত্রই যে নিত্যবৈষ্ণব, এটা বুঝ্‌তে পারে না। নিত্য আত্মার অনুভূতিতে সনাতন বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত অন্য কথা নাই। ভক্তিই আত্মার নিত্য অবস্থা, তা' না বুঝে তাঁ'র সঙ্গে অনিত্য অবস্থার ধর্ম্মকে এক ক'রে বসে। তাঁ'রা ভক্তিটা অন্যত্র ব্যবহার ক'রে ক্ষুদ্র দেশাত্ম, সমাজাত্ম, গৃহাত্মবোধে গৃহব্রতধর্ম্মে আসক্ত হ'য়ে যাচ্ছে; 'ভক্তি' শব্দটি দেশ সমাজাদিতে প্রযুক্ত হ'তে পারে না। সেগুলি মুখ্য প্রয়োজন নহে। একমাত্র ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ, তাঁ'তেই সকল জীবাত্মার সর্ব্বতোভাবে ভক্তি প্রযুক্ত হ'তে পারে। কৃষ্ণ সকল অবতারের অবতারী। তাঁ'র অন্যান্য অবতারে রসের অপূর্ণতা ও স্বল্পতা, কিন্তু পূর্ণ সকল রসের অভিব্যক্তি একমাত্র তাঁতেই আছে। Dr. Macnical Kennedy এবং তাঁ'দের অনুবর্ত্তিজনগণ ··· বিষয়টা ভাল ক'রে ধ'র্‌তে পারেন নাই। তাঁদের প্রকৃত ভাগবতালোচকের সঙ্গে দেখা হয় নাই। কেবল Benares School এর কয়কটি ও বিশিষ্টাদ্বৈতধারার কয়জন লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে মাত্র। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যবোধে ভাগ্যহীন ভগবন্মায়া-দ্বারা বিমোহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এইজন্য ভাগবত ব'ল্‌ছেন—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতো যত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাম্।
পরোঽপি মদুরেহনর্থং তৎকৃতশ্চাতিশঙ্কতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।"

আপনারা জান্‌বেন অতি সহজ ভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবতের বর্ণনীয় বিষয়টি—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

—এই শ্লোকে বর্ণিত হ'য়েছে। ঈষানীভন ভাষায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—

"আত্মাঃ প্রাহ তত্ত্ব ত্রিবিধং পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং নঃ॥"

—এই দশমূলশিক্ষা শ্লোকে বর্ণন ক'রেছেন। এইগুলি বিশেষভাবে আলোচনা দরকার। অদ্য আমাদের আর সময় নাই। আজ শেষ দিবস ব'লে আপনাদের অনেকটা সময়কে আক্রমণ করা হ'লো। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁ'র প্রচারকার্য্যের শেষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন আর ভাগবতপারম্পর্য্যে অবস্থিত হ'য়ে শ্রবণ ক'রেছিলেন আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম; (শ্রীল প্রভুপাদের বৈয়োক্তি) কিছু কিছু অস্ফুটভাবে আমাদের কর্ণকুহরেও তা' এসে পৌঁছিয়েছিল। আমরা তোতাপাখীর মত তা' বল্‌বার কিছু প্রয়াস ক'র্‌ছি। আপনারা সুষ্ঠুভাবে সকল কথা শ্রবণ করুন, পাঠ করুন, বিচার করুন—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।

বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিস্রোতের পরিচালক যিনি, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আগামীকল্য আবির্ভাব-তিথি। আজ

অধিবাস। আগামীকল্য তাঁর কথা বিশেষভাবে আলোচনা হ'বে। আজ এখানকার শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ ব্যাখ্যার দিনে তাঁর কথা আংশিকভাবে কিছু আলোচনা হ'লো। তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ক'রেছেন, তাঁর কথা জগতের সর্ব্বত্র আলোচনা হ'ক, এইটিই আমার প্রার্থনা। জগৎ তাঁর কথা বুঝুক—শ্রীরাধাগোবিন্দগোপীনাথের উপাসক হউক, শ্রীগোপীনাথের উপাসনা হ'লেই কাজাদি যাবে। আপনারা জানেন, শ্রীল নরহরিপুরীপাদ ব'লেছেন,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাধমেষু॥

যে জন্যে আমাদের গৌড়ীয়মঠের প্রবর্ত্তন, সেই গোপীনাথের সেবা—পর, ঘৃণ, বৈষ্ণব, অন্তর্যামী, অর্চ্চার বিচার জগৎকে আমরা দুষ্টভাবে দিতেও পারি না, গ্রহণ নিতেও প্রস্তুত নয়। (অর্চ্চার দিকে লক্ষ্য করিয়া) আপনাদের সম্মুখে যে অর্চ্চা-বিগ্রহ, তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্, আপনারা তাঁকে দর্শন করুন।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

স্নেহবিগ্রহেষু— ২৪-১১-৩৪

• • • ১৭ই নবেম্বরের আপনার পত্র পাইলাম। বেদোপনিষদে লিখিত আছে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নির্দ্দিষ্ট শক্তি লাভ করিয়া আধিকারিক দেবগণ নিজ নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। আবার শক্তি পুনর্গৃহীত হইলে তাঁহাদের নিজ নিজ শক্তি থাকে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তগণ নিজ শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকরস্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। আমরাও শ্রীরূপ-চৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশেই সকল কার্য্য করি। ভক্তিপথ ছাড়িয়া দিলে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মার আমাদিগকে গ্রাস করে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২রা ডিসেম্বর সোমবার রাত্রি (সোয়া) ৮-৩২ মিঃএর পুরী-এক্সপ্রেসে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কটক যাত্রা করিয়াছেন। কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে কএকদিবস অবস্থান করিয়া তথা হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শুভবিজয় করিবেন। প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন—মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নম্রশীল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীজী। মঠের অনেক ভক্ত ষ্টেসন পর্য্যন্ত প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের রওনা হইবার কিছুক্ষণ পরেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীরিপন দাসাধিকারী ভক্তিবিবুধ, শ্রীবামনদাস ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীপরমানন্দ ও ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গদাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচারার্থ খুলনা অভিমুখে যাত্রা করেন, তাঁহারা প্রথমে কএকদিবস বাগেরহাট অঞ্চলে প্রচার-কার্য্য করিবেন।

গত ২৩শে নভেম্বর প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত যোগেশ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন। ব্রহ্মচারীজীর "শ্রীমদ্ভাগবতে 'হুতোবাচ',

'পরীক্ষিৎ উদ্ধার' প্রভৃতি কথা ব্যবহৃত হইবার কারণ কি? তাঁহারা ত' 'বাদের অনেক পরে।" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরে প্রভুপাদ শ্রীব্যাসত্ব ও শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-কথিত "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য, শ্রীচরিতামৃতোক্ত 'পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।' তাঁরা প্রচারিল ধূর্ত্তে ভক্তিসদাচার'—এই বাক্যে জ্ঞানমার্গে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসা রূপ আত্মবিনাশ-সাধক মূঢ়তা ও কর্ম্মমার্গে তুচ্ছ ধনিয়া সুখপ্রদ ফলভোগা-নুসন্ধিৎসা রূপ অনাচারত্ব নিরসন পূর্ব্বক ভক্তিসদাচার শিক্ষাদান, ভক্তিসদাচার-বর্ণন-প্রসঙ্গে 'অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার', যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের পার্থক্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগই যে কেবলা ভক্তি, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তিলাভের উপায় নহে, ভক্তিই উপায় ও উপেয়" প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হয়; "জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্ত-গুণোর্ম্মিচক্রং (ভাঃ ২।৫।১২)"—এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ হরিকথা-শ্রবণে ভুক্তাদির ব্যতীত যে নিত্যমঙ্গললাভের কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা বিশেষভাবে বলেন। 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোক-ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ আত্মেন্দ্রিয়প্রকাশ-মুখে হরিকীর্ত্তনকারীর যোগ্যতা বর্ণন ও প্রাকৃতসহজিয়াদলের ভাণ্ডামোটাইবার তত্ত্ব কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিরোধসম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে নিষার্কসম্প্রদায় সম্বন্ধে কতকটি বিষয়ের আলোচনা হয়। ব্রহ্মচারীজী পুনরায় প্রভুপাদের পাদপদ্মে আসিয়া হরিকথা শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

গত ৩০শে নভেম্বর শনিবার রাত্রে এঁড়িয়াদহনিবাসী (বর্ত্তমানে বাগ্‌বাজার যোগাড়া পল্লীপ্রবাসী) শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সিংহ নামক জনৈক বিদ্যোৎসাহী ভদ্রলোকের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। আমাদের ক্ষীণা স্মরণশক্তি আচার্য্যবর্য্যের সেই মহামূল্য কথার যতটুকু ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত এখানে প্রদত্ত হইতেছে :—

"Creator (স্রষ্টা) ও Created (সৃষ্ট) বলিয়া দুইটি কথা আছে। Created কখনও Creator নহে। ব্রহ্মাকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা—কারণ বলা হয়, তিনিও তাঁহার কারণ যিনি, তাঁহার কার্য্যস্বরূপ। মহেশ্বরের প্রলয়-কারিণী শক্তিও সেই মূল কারণ হইতে লব্ধ। ভগবান্ সর্ব্বকারণকারণ। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"—এই ব্রহ্মসংহিতা-বাক্যটি বিশেষরূপে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি অধোক্ষজ বস্তু, তাঁহার কথার আলোচনার অভাবে আমরা অজ্ঞতাদুষ্ট হইয়া নানা উদ্ভট কথার প্রশ্রয় দিতেছি। বাস্তবসত্যের (Absolute Truthএর) সঙ্গে অবাস্তব সত্যকে (non absolute truthকে) আমরা একাকার করিয়া ফেলিতেছি। Absoluteএর মধ্যেই বাস্তবীয় প্রতীতি—non absoluteও অনুস্যূত আছে। Non-absoluteএর রাজ্যে Absoluteএর সন্ধান মিলিবে না। প্রত্যক্ষ পরোক্ষ এবং অপরোক্ষেরও অতীত অধোক্ষজ-তত্ত্ব; আমার অধোক্ষজ অপেক্ষাও অপ্রাকৃততত্ত্বে লীলারসচমৎকারিতা বিদ্যমান্। ছবিও একটাগুলি খুব বড় কথা, তথাপি এগুলি জানিয়া রাখা দরকার। সূর্য্যের —স্বপ্রকাশবস্তুর দরকার নাই বলিলে ঈশোপনিষদের "অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ"—অবস্থা আসিয়া যাইবে; "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই শ্রুতপ্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে ভগবানের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রত্ব—ইচ্ছাময়ত্ব —সর্ব্বকারণকারণত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়। কর্ম্মী ও জ্ঞানী —মূঢ়মূঢ় ও মূঢ়মূঢ় অনাচার ও মূঢ়তা এই মূঢ়তা ও আচার-হীনতা দূর করিয়া ভক্তিসদাচার স্বীকার্য্য। পাশ্চাত্যদেশ-বাসীর এখনও বাস্তবসত্যের কথা বুঝিবার অনেক বিলম্ব থাকিলেও এসকল কথা তাঁহাদিগকে জানান' দরকার। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য নিরর্থক হইতে পারে না। বাস্তবসত্যের কথা কর্ম্মকাণ্ডমার্গের স্পর্শদোষবিচারে দূষিত বা অপবিত্র হইবে না, তাঁহার সঙ্গকেই পবিত্র করিবার—ভক্তিসদাচারে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম আছে। তিন এর dimensionএর (আয়তনের) মধ্যে চার এর dimensionকে পূরিবার চেষ্টা করিতে হইবে না, চারের আয়তনের মধ্যেই তিনের কথা আছে। আবার পাঁচ, ছয়, সাতের রাজ্যের কথায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সব কথা আছে। Cubical expansionএ যে 'to the Infinity' বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহাতে

finitudinal reference আছে; কিন্তু প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভূমিকা অতিক্রম করিয়া যে Infinityর রাজ্য, তাহাতে যে অধোক্ষজ ও তাঁহা হইতে চিদ্বিলাস রসচমৎকারিতা-পূর্ণ অপ্রাকৃতের কথা আছে, তাহাতে এখানকার কোন "অমন্থা নীহতে" বা মাপিয়া লওয়ার বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা 'অনন্তায়াধিষ্ঠং' বিচারের রাজ্য। সেখানে যে বলদর্শন, স্বাবয়-জ্ঞানমর্দন, তাহাতে কোন কুকেরর প্রতীতি নাই। 'হর দেখি প্রভু হয় এই বৃন্দাবন। শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন। যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী। মহাপ্রেমাবেশে মহাপ্রভু পড়ে কাঁদি।', "স্বাবয়-জ্ঞান দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।"—ইত্যাদি প্রাকৃত ভূমিকার বর্ণনের কথা নহে। গৌড়ীয়মঠ এত বড় কথাও বলিতে বসিয়াছেন, তাঁহার rival বলিয়া কেহ নাই, তিনি unique। পারমার্থিক রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা যাঁহার, উপনিষদাদি পাঠের পর মানুষের যখন ভাগবত-পাঠের বিচার হইবে, তখনই এই সকল কথা তাহার বস্তুতে প্রবেশ করিবে। পাশ্চাত্যদেশে অনেকেই ইতঃপূর্ব্বে কর্ণ, জ্ঞানের কথা লইয়া গিয়াছেন; কিন্তু ভক্তেশবাসী মনীষিগণ উহাকে নূতন-আলোকপ্রদরূপে বরণ করিতে পারেন নাই, উহাকে শুনাকথা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু গৌড়ীয়মঠ তাঁহাদের শুনাকথা—একেবারে কথা বলিতে বান নাই, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণী—অধোক্ষজবাণী বলিতে গিয়াছেন, অধোক্ষজের কথায় তাঁহারা মস্তক নত করিতে বাধ্য। Absoluteএর কথার মধ্যে সকলশেষের—সকল জগতের সকল জ্ঞান কথার চিৎসমন্বয় আছে। Relativity Absoluteএর সঙ্গে থাকিলেই সব গোল মিটিয়া গেল, আর non-absolute এর সঙ্গে থাকিলেই অন্য কথা আসিয়া গেল। শ্রীমন্মধ্বপ্রভুর কথা সূক্ষ্মরূপে আলোচিত হইলে জগতের সকল সমস্যার চিরসমাধান হইতে পারিবে। শ্রীরামানুজের Analytical method.—"From unity to diversity" এবং শ্রীমধ্বের 'Synthetical method—"From diversity to unity"—এতদুভয়ের চিৎসমন্বয় বিহিত হইয়াছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদবিচারে। একায়নের মধ্যেই সাধ্যসাধন আছে। একপন্থীদ্বয়ের শ্রীরামানুজপাদপদ্মাপেক্ষা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র 'নরহরি' খেতাময় স্কোপাসনায় যে হৃৎচমৎকারিতা বিদ্যমান তাহা বুঝিতে অনেক সময় লাগিবে। কৃষ্ণকথা-শ্রবণে বৈষ্ণবগণ আদিলে জগতের অন্যান্য কথায় রুচি থাকিয়া যাইবে। অন্যান্য কথায় অন্যতমরূপে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে গেলে উহার চমৎকারিতা কিছুমাত্রই উপলব্ধি হইবার নহে। "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" হইলেই অন্যান্যসমূহ দূরীভূত হইয়া নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে ব্যস্ত memory এমকল কথা ধরিয়া রাখিতে পারে না, আবার অন্যকথায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এজন্য সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা। 'অচ্যুত বিত্তো শিনাথীঃ' শ্লোকটির বিশেষরূপে বিচার আবশ্যক।

১লা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ব্রহ্মদেশের শিক্ষা-মন্ত্রী ডাঃ বামো'র প্রেসিডেন্টে, গ্র্যাণ্ড্ হোটেলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিগুণায়ত বসুমল্লিক শর্ম্মা মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-বন্দন ও তাঁহার শ্রীমুখে কিছু হরিকথা শ্রবণাভিলাষী হইয়া কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। পণ্ডিতজী সুগন্ধিপুষ্পমাল্য ও পুষ্পগুচ্ছদ্বারা আচার্যবর্য্যের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিবিধ বৈষ্ণবপূর্ব উক্তিদ্বারা শ্রীআচার্যপাদপদ্মের স্তুতিগান করিতে থাকেন। পণ্ডিতজী প্রথমে তাঁহার একটি রাম-বিষয়ক স্তোত্র শ্রীমন্দিরে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ-সমক্ষে পাঠের ইচ্ছা জ্ঞাপন পূর্ব্বক পরে শ্রীআচার্য্য-সমক্ষে উহা পাঠের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া আচার্য্যের ভগবদ্বিগ্রহ সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিলে শ্রীল প্রভুপাদ গুরুত্বে কেবলাদ্বৈতবাদরূপ সিদ্ধান্ত-বিরোধ লক্ষ্য করিবার অবসর না পান, এজন্য অপ্রাকৃত বিষয় ও আশ্রয়তত্ত্বের নিত্যবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভুপাদ পণ্ডিতজীর সহিত ইংরাজী-ভাষায়ই কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বঙ্গভাষায় তাঁহার সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতেছি। [মঠসেবক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় পটীয়াতে তাহা লিখিয়া লইয়াছেন। সময়ান্তরে আমাদের 'হারমণিই' নামক ইংরাজী পাক্ষিক পত্রে তাহা প্রকাশিত হইবে।]

"বিষয় ও আশ্রয়-তত্ত্ব ভিন্ন না হইলেও উহাদের মধ্যে যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান্, তাহা নষ্ট করিতে হইবে না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার গুর্ব্বষ্টকের "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রত্যেকং পুরাণ এষ ভব্য যে যৎপুরাণাদিবিধয়ঃ।"—এই শ্লোকে শ্রীগুরুতত্ত্বকে 'কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগুরুতত্ত্ব কৃষ্ণের অভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ। কৃষ্ণই জীবোদ্ধারতন্ত্রে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। প্রভুর সহিত তাঁহার ভৃত্যের সম্বন্ধ নিত্য, ভৃত্যকে প্রভু হইতে পৃথক্ বা প্রভুকে ভৃত্য হইতে পৃথক্ করিলে প্রভুর প্রভুত্বই স্বীকৃত হইল না। ভগবান্ পূর্ণ বাস্তববস্তু। তদ্রসরসিক ভক্তমণ্ডলকর্ত্তৃক পঞ্চরসে তাঁহার সেবা সম্পাদিত হইয়া থাকে। Subject থাকিলেই যেমন তাহার object থাকিবে, সেই প্রকার প্রভু থাকিলেই তাঁহার সেবক স্বীকৃত হইবে, ভৃত্যহীন প্রভু হইতে পারে না।

নিখিলাত্মারামের অখিলরসামৃতমূর্ত্তি বাস্তববস্তু ভগবত্তত্ত্ব আমাদের ন্যূন মনোধর্ম্মবেদ্য নহেন। 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন—মানুষ অত্যন্ত অহংমমাভিমান-গ্রস্ত হইয়া যখন জড়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে যায়, তখন 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা',—এই প্রকার মূঢ় বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কুকল্পনা চারাইয়া ফেলে, ত্রিগুণের উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া সেই গুণত্রয়েরই ভৃত্য হইয়া পড়ে, জড়ীয় বিচারে অভিভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ইহারা বহির্ব্বিষয়কে বহুমানন করিতে গিয়া প্রকৃত স্বার্থ-বিষয়ে অন্ধ হইয়া যায়—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহির্থমানিনঃ।" ইত্যাদি।

এজন্য আমাদের উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের নিকট নিত্য-মঙ্গলের পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে। সদ্গুরু-পাদাশ্রয় ব্যতীত স্বার্থ-সম্বন্ধে নানাপ্রকার ধারণা-বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। অনুচানমানীপণ্ডিতম্মন্য, ধনজনাদির অভিমান-মত্ত জনগণ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবাই যে আমাদের সকলেরই একমাত্র স্বার্থগতি, তাহা বুঝিতে পারে না। অসদ্গুরু-ক্রবগণ আমাদিগকে বিপরীতপথে চালিত করে। এজন্য শ্রুতি আমাদিগকে বলিতেছেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রীয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"

যখন আমরা প্রথমে পাশ্চাত্যদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বার্ত্তা প্রচারার্থ লোক পাঠাই, তখন একসময় প্রাগের প্রফেসার বাউয়ার (Beauver) আমাদিগকে এই মর্ম্মে একখানি পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন—"আপনারা কেন বৃথা এদেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছেন, আমাদের অন্তরে আমরা আপনাদিগকে এক ইঞ্চি স্থানও ছাড়িয়া দিতে পারিব না, আমরা নিজেরাই আমাদের দেশ হইতে গুরুগণকে বিতাড়িত করিয়াছি।" আমি তদুত্তরে তাঁহাকে এই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম—"আমি শুধু আপনার অন্তঃকরণের এক ইঞ্চি স্থানমাত্রের প্রয়াসী নহি, আমি চাই সমগ্র ইউরোপকে, যাহার উপর এক অধিতীয় স্বরাট্ পুরুষোত্তম অধয়জ্ঞান বাস্তবসত্যের সাম্রাজ্যসিংহাসন স্থাপিত হইতে পারিবে।"

ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে মানুষ তাহার নিজ আধ্যক্ষিকতা-চালিত হইয়া যতই দূরে অবস্থান করিতে চাহিবে, ততই তাহার নিত্যমঙ্গলের পথ সুদূরপরাহত হইবে।

অনেক সময় দেখি, কোন কোন আস্তিক ব্যক্তিগণ নিজের সেবা-বুদ্ধি স্বীকার করিবে না, কিন্তু অপরের মধ্যে সেই বুদ্ধিটি থাকিলে তদ্দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ চলিতে পারিবে, এরূপ অপরে সেবাবুদ্ধি-সম্পন্ন হউক, তাহারা তাহার সুবিধাটা ভোগ করুক, ইহা বলিয়া থাকে; বস্তুতঃ এই জাতীয় ব্যক্তিগণ অত্যন্ত কপট। তাহারা আপনা-দিগকে অভিজ্ঞানী অভিমান করিয়া—ভক্তিবৃত্তিটিকে তাহাদের অক্ষজজ্ঞানাভিমানের অধীন করিয়া ফেলিতে চাহে! উহারা মায়া-রচিত বিভিন্ন প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া বাস্তব সত্যাবধারণে চিরবঞ্চিত হইয়া থাকে। রাবণের বুদ্ধি কম ছিল না, সে একসময় ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ সকলকে দিয়া তাহার সেবা করাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার আধ্যক্ষিকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রের পত্নীকে কাড়িয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি বরণ করিল তখনই তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। মানুষ রাজসিক-তামসিক লোকের কুপরামর্শ-চালিত হইয়া নানা অনর্থে পতিত হয়। অসদ্গুরুগণ যাহাতে আমাদের মনের উপর তাহাদের যুক্তিতর্কাদি-দ্বারা কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। অসদ্গুরুক্রবগণ আপনাদিগকে 'পণ্ডিত' বলিয়া জাহির করে, তাহাদের সেই পাণ্ডিত্যের প্রভাব হইতে গেলেই সর্ব্বনাশ। তাহারা নিজেরাও যেরূপ অধীর অসদ্বিচার-দ্বারা পরি-

চালিত হইয়া সৎসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, অন্যকেও তদ্রূপ কুপথে পরিচালিত করিয়া বঞ্চিত করিতে চাহে।

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ" ন্যায় অবলম্বনে প্রথমে কার্য্যটি করিয়া ফেলিবার পর শেষে তাহার অন্যায় বিচার করেন; কিন্তু বুদ্ধিমন্ত ব্যক্তিগণ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্ব হইতেই সেই কার্য্যের পরিণাম বিচার করিয়া সাবধান হন।

জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ যাঁহারা, তাঁহারা মুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপা পৈশাচিক প্রবৃত্তিকে আদৌ প্রশ্রয় না দিয়া শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিচার গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত "হৈতুকীমপ্যহৈতুকী ত্বয়ি ভক্তিঃ" বাক্যে বুদ্ধিমানের কৃত্য বলিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—"সেই ত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি জগৎ। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥" জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া, তাঁহার ইহজগতে ও স্বধামে অবস্থানকালে হরিকীর্ত্তনই নিত্যকালের ধর্ম্ম। হরিকীর্ত্তনের তুল্য স্বার্থসিদ্ধি ও পরার্থপরতা অন্য কোন উপায় বা উপেয়ের মধ্যে নাই। কীর্ত্তন-দ্বারাই পরার্থপরতা ও নিজের সকলপ্রকার শুভোদয় হয়। সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য কিপ্রকারে হয়, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকের "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের তাৎপর্য্য এই 'তৃণাদপি' শ্লোকেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

সাধুসঙ্গ-ব্যতীত কৃষ্ণকীর্ত্তনের যোগ্যতা ও বিচারধারা উদিত হয় না। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত "অতো গুরূপসদনং সৎসেবা সদ্ভিরেব সঙ্গোহস্য বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"—এই শ্লোকে সাধুসঙ্গ-লাভকেই প্রকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলিয়া জানাইয়াছেন। সাধুর বিচার 'সৎ' বা নিত্য অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল নহে, কিন্তু অসাধুর বিচার অনিত্য—পরিবর্ত্তনশীল। ভগবান্ কপট ব্যক্তিকে কৃপা করেন না,—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে॥

কুকুর-শৃগালভক্ষ্য দেহে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনই দুস্তরা দেবমায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। ভগবানের দয়া কেবল তাঁহাদের সঙ্গেই প্রকাশিত হয়, যাঁহারা নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে—সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হন। গীতার "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী" শ্লোকেও ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা ভগবানের সেবার পরিবর্ত্তে, কুকুর, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, গরু প্রভৃতি পশু বা পক্ষীসরীসৃপাদির প্রভুর করিতে গিয়া বস্তুতঃ তাহাদেরই ভৃত্য হইয়া পড়েন, ভগবদ্ভক্তিগন্ধশূন্য অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির নিকট 'ভাল লোক' বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য তাহাদের তাবক হন অথবা নিরপেক্ষ থাকিবার ছলনায় 'ভক্ত' নামধারী প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়েন, তাঁহাদের বিচার জগন্মঙ্গল-বিরোধী বলিয়া তাহা আদৌ প্রশংসার্হ নহে।

"কীর্ত্ত কৃষ্ণ-নিত্যদাস তাহা ভুলি' গেল। সেই দোষে মায়া তাঁর গলায় বাঁধিল॥" কৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ নিত্য এবং তজ্জনিত ক্রিয়াও নিত্য। সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ে কৃষ্ণপ্রতি জীবাত্মার যে স্বাভাবিকী ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহাই শুদ্ধভক্তি। সেব্যের সুখানুসন্ধান-ব্যতীত নিষ্কপট সেবকের অন্য কিছু প্রার্থনা নাই, প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন। যেখানে এই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানের অভাব বা তাৎকালিকতা, সেখানেই অভক্তিমার্গ। কর্ম্মী-জ্ঞানী ভাগবতের কথা কিছুই জানেন না। বাহ্যে ভক্তবেষ থাকিলেও যাঁহাদের অন্তরে স্থূল বা সূক্ষ্মভোগ-পিপাসা বর্ত্তমান, তাদৃশ ব্যক্তিগণের ভাগবত-পাঠে অধিকার নাই। যেহেতু "নিষুক্তস্যৈবং পশ্বীয়মানাৎ।" গৌড়ীয়ার নাথ শ্রীরঘুনাথগোস্বামিপাদের বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবি-প্রতি উপদেশ —"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ॥" নাস্তিক, সন্দেহবাদী, অজ্ঞেয়তাবাদী, নির্ব্বিশেষবাদিগণ মনুষ্যজাতিকে সর্ব্বনাশ কুপথে পরিচালিত করিবার জন্য ব্যস্ত। তাহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥", "জ্ঞানে প্রয়াস-মুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত

ত্রিস্তোহপ্যসি দ্বৈত্রিলোক্যাম্।" ইত্যাদি শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য। 'নমস্কার' শব্দের অর্থ অহঙ্কারের নিবৃত্তি। শব্দব্রহ্মিত ভগবদ্বাক্যকেই সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিতে হবে। নামরূপগুণলীলাত্মক শব্দই শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য। তাহা অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত শব্দ ও শব্দীতে ভেদ নাই। সেই শব্দ সদ্‌গুরু-পরম্পরায় অদ্যাপি আসিতেছেন, শ্রৌত-পন্থাবলম্বনে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিমূলে সেই শব্দের সম্যক্ আশ্রয় লইতে হইবে, সেবোন্মুখতা-দ্বারা কর্ণ প্রস্তুত হইলে সেই শব্দের শ্রবণ সুষ্ঠু হইতে পারিবে। প্রাকৃত শব্দের অনুশীলন যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই আমরা অনর্থপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে থাকিব।

শ্রীমদ্ভাগবত বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণমুখে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" শ্লোকে যে বাস্তববস্তুর সন্ধান দিয়াছেন, তাহার সম্যক্ আলোচনা হইলেই মানুষের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল দূরীভূত হইবে। "কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ। উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে।"—এই বিচার আসিয়া গেলে, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"—এই ভগবদ্বাক্য-শ্রবণের সৌভাগ্যোদয় হইলে জীব ভগবৎপাদপদ্মে তাঁহার সর্ব্ববিধ স্বতন্ত্রতা সমর্পণ করিয়া নিষ্কপটে শরণাপন্ন হন, ভগবান্‌ও তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শরণাগত ভক্তের সকল ভার গ্রহণ করেন।"

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এই সকল মহামূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতজী আপনাকে কৃত-কৃতার্থজ্ঞানে অতীব আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রভুপাদপদ্মে শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের জন্য আদেশ প্রার্থনা করেন। প্রভুপাদ তৎপ্রসঙ্গে পুনরায় বলিতে থাকেন—'শ্রীবিগ্রহকে আমি দেখিব' এই বিচারের পরিবর্ত্তে শ্রীবিগ্রহ কবে আমাকে দেখিবেন, আমি দ্রষ্টা না হইয়া তাঁহার দৃশ্য হইবার সৌভাগ্য কবে পাইব, তিনি আমার যে রূপ দর্শনে প্রীত হন, সেই রূপ—সেই স্বরূপ-রূপের প্রিয়রূপের—নিত্যস্বরূপের কৃপা-প্রাপ্ত রূপ কবে আমার উদয় হইবে—এই প্রকার প্রার্থনা-মূলেই শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে হইবে। নশ্বর বহির্জ্জগদ্দর্শনাভিমানী চক্ষু লইয়া তাঁহাকে দেখিবার স্পর্দ্ধা করিতে গেলে তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ-দর্শন-লাভে বঞ্চিত হইয়া 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' রূপ দুর্ভাগ্যের উদয় হইবে।

পণ্ডিত শর্ম্মামহোদয় প্রভুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া প্রভুপাদের একবার ব্রহ্মদেশে যাহাতে শুভবিজয় হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি শাখামঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল মুহূর্ত্ত শিক্ষা বহুলভাবে প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য ব্রহ্মদেশের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের পণ্ডিত শর্ম্মামহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া হরিকথা-কীর্ত্তন-কালে কলিকাতা বীডনষ্ট্রীট-প্রবাসী শ্রীযুক্ত কিতীশ চন্দ্র বসু বি-এ নামক জনৈক সজ্জন এবং মঠাশ্রিত আরও কতিপয় ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদ কিতীশ বাবুর নিকট আত্মেন্দ্রিয়প্রকাশ-ছলে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ স্বীয় জীবনচরিত্রের কতিপয় বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণন-মুখে প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাগবস্থা হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কীর্ত্তন-দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে বাস্তব সত্যানুশীলনে জীবন উৎসর্গ করা আবশ্যক, সত্যের পরাক্রম-বিষয়ে অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায় স্বপ্রকাশ সত্যের প্রকাশকে বাধা দিবার জন্য শত শত বিঘ্ন উপস্থাপিত করিলেও সেইসকল বিঘ্ন সত্যের পথের অর্গল হইবার পরিবর্ত্তে বরং তাঁহার প্রকাশকে আরও অধিক উজ্জ্বল করিয়া তুলে, লক্ষ লক্ষ জন্ম লাভের পর এই মুহূর্ত্তে মনুষ্য-জন্মটি বৃথা ব্যয়িত হইবার নহে, নিঃশ্রেয়স-লাভের জন্য এই মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক ইত্যাদি অনেক কথা উপদেশ করেন। প্রভুপাদ এই দিবস সন্ধ্যা হইতে প্রায় চারি ঘণ্টাকাল অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ডাঃ দাসের "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস" প্রবন্ধের লণ্ডনে মুদ্রণারম্ভ

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীযুক্ত ডক্টর সচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ (ক্যাল্) পি-এইচ-ডি (লণ্ডন) কিছুদিন পূর্ব্বে "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস"

রচনা করিয়া লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিএইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি ভক্তিশাস্ত্রী ও প্রত্নতত্ত্ববিশারদ এবং সম্প্রতি লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী-পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভারতসচিব দি মোষ্ট অনারেব্‌ল মাকুইস্ অব্ জেট্‌লাণ্ড মহোদয় তাঁহার পরিচয়ে আনন্দিত হইয়া তাঁহার থিসিস্ অন্ ডক্টরেট্ এর প্রবন্ধের একটি Introduction (ভূমিকা) লিখিয়া দিবেন। ঐ গ্রন্থ শীঘ্রই লণ্ডনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থখানির আয়তন ১২০০ পৃষ্ঠা হইবে। পুরুকাল হইতে ধারাবাহিক গবেষণা-মূলে বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। ঐ রচনা পাঠ করিয়া তাঁহার পরীক্ষক বলিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধই "ডি, লিট্" উপাধি লাভ করিবার যোগ্যতা পাইয়াছে।

নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংসমঠ-সেবায় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কে. এম্, রায়

কিছুকালপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গেও শুভ-বিজয়-কালে হইতে অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেসন্স্ জজ রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত কিতেন্দ্রনাথ রায় মহোদয় প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন এবং তৎকাল হইতে আচার্য্যবর্য্যের মনোহভীষ্টসেবায় নানাভাবে যত্ন করিতে থাকেন। অল্প বাহাদুর নৈমিষারণ্য-শ্রীপরমহংস মঠে একটি কূপের বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া উক্ত কূপ-নির্ম্মাণ-কল্পে ইতঃপূর্ব্বে কথঞ্চিৎ আনুকূল্য প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম যে, বর্ত্তমানে তিনি উহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। উক্ত কূপের জল এক্ষণে শ্রীভগবৎসেবা-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আনুকূল্যকারীর নিত্যমঙ্গল সাধনে সহায়ক হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদে অল্প বাহাদুরের সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় আত্মোৎসর্গ করুন, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

চয়ন

লণ্ডনে হিন্দু-মন্দির-নির্ম্মাণ

লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণের পরিকল্পনা ও তাহার বাহুল্য যখন-কল্পে স্বাধীনত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের শুভসঙ্কল্পের বিষয় ইউরোপ ও ভারতের বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা গৌড়ীয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায়—লণ্ডনের কএকটী বিশিষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছি। গত ২৪শে নবেম্বর (১৯০৫) তারিখের "অমৃতবাজার-পত্রিকা"য় "Temple of Vishnu : To be built in London : Tipperah Maharaja's gift"—এবং ২৫শে নবেম্বর ১৯০৫ তারিখের "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্" পত্রে "Hindu Tempe in London : Gaudiya Mission" —শীর্ষক সংবাদদ্বয়ে লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-প্রতিষ্ঠাসম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'প্রবাসী'র অগ্রহায়ণ (১৩১২) সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ ; ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ ১৯শ সংখ্যা

ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ

[অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল

[ভারতে ভক্তিপথ-ব্যতীত অভক্তিপথ-ত্রয় অধিকার-ভেদে পূর্ব্বকাল হইতে প্রচারিত আছে সাধারণ বিচারহীন সম্প্রদায় আপাত ফললাভে লুব্ধ হইয়া কর্ম্মপথ, কর্ম্মপথে বিরক্ত জনগণ শ্রমবিচারবিশিষ্ট হইয়া জ্ঞানপথ যথেচ্ছাচারিতা-প্রিয়ব্যক্তিগণ অন্যাভিলাষের পথ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্তিপথগ্রহণে তাঁহাদের অনেকেরই ইচ্ছা প্রবলা দেখা যায় না। ভক্তিপথের পথিকগণ তুচ্ছার্থী চতুরাদি হরিসেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণ নানাপথ উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিপথের সৌলভ্য, মহিমা ও একমাত্র প্রয়োজনীয়তা ভারতবাসী জনসাধারণ যাহাতে ভারতব্যবিচার-মূলে আলোচনা করিতে পারেন, তজ্জন্য কালে কালে ভগবদ্ভক্তগণ যত্ন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন অর্থাৎ অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী কর্ম্মী, অন্যাভিলাষযুক্ত জ্ঞানী, কর্ম্মমিশ্র জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মিশ্রিত ভাবে চুপা সর্ব্বতোভাবে সদ্যই মনোযোগ ভূতিলাভের আশাই তাঁহাদের কীর্ত্তনের একমাত্র তাৎপর্য্য, তাঁহারা ভক্তিপথের সৌলভ্য লোকমধ্যে আনয়ন প্রতিপন্থী।

শ্রীগৌরসুন্দরের গৌড়ীয়গণ শুদ্ধভক্তিপথের পথিক। তাঁহারা

দিতে প্রস্তুত না হইলেও ভগবদ্ভাবের সহিত প্রেমভাবযুক্ত না হওয়ায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্তভাব অনুসরণ করিয়া থাকেন। 'ভোগী' বা 'ত্যাগী' অভিমানের অহঙ্কারনিবসনের ভক্তই মঙ্গলের ও উদ্ধবের নিকট ঔদ্ধত্যের গান এবং বহির্মুখ জনগণকে বঞ্চনপূর্ব্বক তাহাদের অযোগ্যতার গর্হণকল্পেই ভগবান্ বেদব্যাসের কর্ণ ওরিবার প্রবৃত্তি স্বীকারপূর্ব্বে উদয় করাইয়াছেন।

নিম্নলিখিত নিবন্ধটি পাঠ করিলে পাঠক চরম মঙ্গল লাভ করিবেন। এই মঙ্গল কর্ম্ম-ফলের ভক্ত নহে অথবা অপূর্ণ মঙ্গলের প্রকার-ভেদ নহে। ভারতবর্ষে বহুগুণতাড়িত তমোগুণাচ্ছন্ন বিচারক-সম্প্রদায়-বর্জ্জিত ভক্তিপথের পথিক একেবারে থাকিবেন না, তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বৈকুণ্ঠের দিকে অভিযান করাইবার উদ্দেশ্য থাকা উচিত নহে, রজস্তমোগুণাবলম্বিগণ ভক্তির বিনাশ কামনা করিয়া থাকেন বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও শুদ্ধভক্ত গৌড়ীয়গণ ভারতবর্ষে ভক্তির কথা প্রচার করিবেন না বা তাহা চাপা দিয়া রাখিবেন এবং তৎফলে অভক্তের তাণ্ডব নৃত্যে ভারতবাসী মানবগণকে হরিসেবা-বিমুখ রাখিবে—এই কুবিচার গ্রহণ করিতে নিরপেক্ষ সুধীগণ অসমর্থ বলিয়া মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহোদয়ের একটি নিবন্ধ প্রকাশ করা হইতেছে। যে কোন প্রকারে হউক, এই নিবন্ধ সুপঠিত হইলে অভক্তগণের একমাত্র শ্রেয়ঃ এবং ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে বলিয়াই ইহা প্রকাশিত হইল।

—শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক।]

আশ্বিনের (১৩৪২) 'ভারতবর্ষ' পত্রে শ্রীযুত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ "শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ"-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' লিখিত "Chaitanya did away with distinction of caste" (Page 202) অর্থাৎ 'শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন'—এই কথার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—এই "কথাটি যে কত ভুল, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী-সম্বন্ধে প্রামাণিক এবং সর্ব্বজন-পরিচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বাস করিতেন যে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে অধিকারভেদের উপর জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত।"

বসন্তবাবু আরও লিখিয়াছেন,—"সংহিতা ও উপনিষদ উভয়ের মধ্যেই জাতিভেদের কথা আছে। পুরাণের মধ্যেও যে জাতিভেদের কথা যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট,—ইহা সুবিদিত। শ্রীমদ্ভাগবতে জাতিভেদের কথা অনেক স্থলেই আছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ঈশ্বর জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে তত্ত্বোপদেশ দিবার সময় সেই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।

(ভাঃ ১১।৫।২)

'শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে ভুল ধারণার কথা বসন্তবাবু উল্লেখ করিয়াছেন,—তাহা একদিকে যেমন আংশিক সত্য, আর একদিকে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তভাবাপন্ন আর এক শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটি ভুল ধারণা এই যে, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অনাবিল পারমার্থিক বিচারকে পার্থিব জাতিভেদের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের অন্য কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন না; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা নিজেদের পার্থিব সুবিধাবাদের সমর্থন করাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বর্ণভেদের প্রয়োজনমত একদেশিবাক্য সংগ্রহ করিয়া সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্তবাক্যসমূহকে আবৃত করেন। শ্রীচৈতন্যদেব কোন পার্থিব সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, তিনি কর্ম্মবাদ বা জ্ঞানবাদেরও প্রচারক ছিলেন না; কাজেই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে যে ব্যক্তি যে ব্যবহারিক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সংরক্ষণ বা তদ্বিরুদ্ধে কোন অভিযান,—উভয়ই তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে।

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

পুণ্যকর্ম্মফলে কেহ চাতুর্গোত্রীয় ঋষিকুলের অন্তর্গত ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা পুণ্যের ক্রমিক অল্পতাধিক্যানুসারে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; উঁহারা যদি সেই সেই বর্ণের সমস্ত কার্য্য যথাযথ ভাবে প্রতিপালনও করেন, তথাপি একমাত্র কৃষ্ণভজন না করিলে তাঁহাদিগকে রৌরব-নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। রৌরব-নরকের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত ৭।২৬।১০-১১ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা এই পৃথিবীতে দেহ ও অর্থাদিতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি করিয়া অপর প্রাণীর হিংসার দ্বারা নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ করে, তাহারা রৌরব-নরকে পতিত হয়। 'রুরু' নামক প্রাণী সর্প হইতেও অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব-বিশিষ্ট প্রাণিবিশেষ। পূর্ব্বহিংসিত প্রাণিগণই পরলোকে 'রুরু' হইয়া দেহাভিমানী ব্যক্তিকে পীড়ন করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রাভিমান- সকলই কর্ম্মফল-জাত বদ্ধজীবের অভিমান। দেহাত্মবুদ্ধিই উচ্চ বা নীচ-জাতি-বুদ্ধির মূল। এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব লোকশিক্ষার্থ স্বমুখে বলিয়াছেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।"

(পদ্যাবলী ও চৈঃ চঃ ম ১৩।৮০)

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়-রাজা নহি, বৈশ্য নহি, কিংবা শূদ্রও নহি; আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসগণের দাসানুদাস।

সনাতন-শিক্ষায় শ্রীচৈতন্যদেব,—"কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তাঁর গলায় বান্ধিল। চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।"—প্রভৃতি প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" ভাঃ ১১।৫।২-৩) শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু বসুবাবু 'ব্রাহ্মণাদি জাতি পরমেশ্বরের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতেই যথাক্রমে জাত হইয়াছে' মাত্র এই কথাটি জানাইবার জন্য উক্ত শ্লোকের একাংশের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। পরের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় অংশ—যাহা শ্রীচৈতন্যদেব উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা তিনি উদ্ধৃত করেন নাই। তাহা এই,—

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি **স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ** ॥"

(ভাঃ ১১।৫।৩)

ইহারই পদ্যানুবাদ——"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।" ইত্যাদি।

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে অধিকারভেদের কথা বসুবাবু বিশ্বাস করেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদিও বিশ্বাস করেন বলিয়া জানাইয়াছেন কিন্তু 'আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি'—এই বদ্ধজীবোচিত দেহাভিমান লইয়া যদি আমি কেবল স্বকর্ম্ম করিয়া যাই, অথচ নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণভজন না করি, বা কৃষ্ণভজনকে গৌণ কিংবা অন্য উদ্দেশ্যসাধক করিয়া রাখি, তাহা হইলে আমাকে **স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে,**—ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ আমি ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হইতে হইতে শূদ্র, এমন কি, অন্ত্যজ হইয়া যাইতে পারি। শ্রীচৈতন্যদেবের যে সনাতনশিক্ষার কথা বসুবাবু উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে হরিসেবাহীন স্বকর্ম্মসাধক চারি বর্ণাশ্রমীর ন্যায় নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানসাধক বর্ণাশ্রমীরও পতিতা অবশ্যম্ভাবী,—ইহাই উক্ত হইয়াছে। কেননা, "য এষাং পুরুষং সাক্ষাৎ" শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বের ও পরের পদ্যানুবাদ "স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মরে" এবং "জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইয়া করি' মানে" ও তৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।২।৩২) "পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" শ্লোক কর্ম্মী ও জ্ঞানী বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মমাত্রের অধঃপতন প্রমাণিত করিয়াছে।

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" (ভাঃ ১১।৫।২) এই শ্লোকের মূল বেদের সুপ্রসিদ্ধ পুরুষসূক্ত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় এম্-এ, বি-এল বেদতীর্থ মহাশয় তাঁহার 'বৈদিকমন্ত্রার্থ' পুস্তকে "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' ইত্যাদি পুরুষসূক্তের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "উক্ত মন্ত্রে 'ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ'—এই কথা বলায় ব্রাহ্মণ জনসাধারণের উপদেষ্টা—এই অর্থই সূচিত হয়। তেমনি

ব্রাহ্মণের আবাস-স্থল, রাজস্থানীয় ক্ষত্রিয় অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিচালন-দ্বারা রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণাদি করিবেন, আর বৈশ্যকে উক্ত করা হইয়াছে—ইহাদ্বারা দেহের নিম্নতর অঙ্গবিশেষের যেরূপ ভক্ষ্যাদ্যের প্রধান আধারস্বরূপ, তেমনি সকলের জন্য খাদ্যসংগ্রহ বৈশ্যজাতিরই করণীয়—ইহাই সূচিত হয়। আর শূদ্র পদ হইতে উৎপন্ন হওয়ার দ্বারা ইহাই বলিতে হইবে যে, পদ যেরূপ দেহের অন্যান্য প্রত্যঙ্গকে স্বস্বভাবে ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি শূদ্রও অন্যান্য শক্তিকে পুষ্টীভূত রাখার জন্য অন্যান্যের সেবা করিবেন।

এই চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ যে জন্মগত, এবিষয়ে বেদে অন্যত্র নিশ্চিত প্রমাণ বিশেষরূপে উপলব্ধ হয় না।

শ্রীভোজ বর্ণ-বিভাগ জাতিগত বলিয়া মনে হয় না।

গুণ ও কর্মানুসারে হইয়াছে, তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

তবে উক্ত শ্লোকটিতেও প্রাচীনপন্থিগণ (?) 'সৃষ্টি'-শব্দটির উপর জোর দিয়া জন্মগত বিভাগরূপ স্মৃতির প্রতিষ্ঠা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

অন্ধবিশ্বাস পরিহারের বেলার্থ নিম্ন করিতে হইবে ইতিহাস ও পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করার বিধি শাস্ত্রে রহিয়াছে। এই চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ যে গুণকর্মগত, তাহা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস মহাভারতে বেদব্যাস স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্।

মহর্ষি আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন,—নিম্ন বর্ণের লোক ধর্মাচরণের দ্বারা—পূর্ব পূর্ব বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন তাহার জাতি-পরিবর্তন হইয়া থাকে। আর উচ্চবর্ণ অধর্মাচরণ-দ্বারা জাতি-পরিবৃত্তি-বশতঃ নিম্নতর বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে,—

ধর্মচর্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্বং পূর্বং
বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।
অধর্মচর্যয়া পূর্বো বর্ণো জঘন্যং
বর্ণমাপদ্যতে জাতি-পরিবৃত্তৌ।

পরাশর বলিয়াছেন,—শূদ্রও সদাচার-সম্পন্ন ও গুণবান্ হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, আবার ব্রাহ্মণও যদি ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া-বিবর্জিত হয়, তবে শূদ্রাপেক্ষাও অধম হইয়া থাকে,—

শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎপ্রত্যবরো ভবেৎ।

মনুও বলিয়াছেন,—ক্রিয়াদ্বারা শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, আবার ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া যায়,—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।

সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তিসমূহ-সাহায্যে বর্ণ-বিভাগ গুণ-কর্ম-বিভাগানুসারেই সংগঠিত হইয়াছে,—ইহাই প্রতিপন্ন হয়।"—(বৈদিকসম্পদ ২য় ভাগ ১৫২-১৫৫ পৃষ্ঠা)

শ্রীচৈতন্যদেবের জাতিভেদ-বিচার-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত সিদ্ধান্ত আমরা পরে আলোচনা করিব, তৎপূর্বে যে শ্রীচৈতন্যদেবের মত শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং যে শ্রীমদ্-ভাগবতে জন্মগত জাতিভেদের কথা উক্ত হইয়াছে বলিয়া বসুমতীবাবু লিখিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥"
(ভাঃ ৭।১১।৩৫)

মনুষ্যগণের বর্ণের প্রকাশক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যদি জন্মগত বর্ণব্যতীত অন্যত্র লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণের দ্বারাই বর্ণ নির্দেশ করিতে হইবে অর্থাৎ কেবল জাতিনিমিত্তে বর্ণ নির্দিষ্ট হইবে না।

শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ও যাঁহাকে জগদ্গুরু বলিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ * উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন,—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাৎ। যদ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।"—(ভাঃ ৭।১১।৩৫ ভাবার্থদীপিকা)

---

* গ্রন্থ ছাপি ভবে,—স্বামী না মারে যেই জন।

* বেদার ভিতরে তারে করিবে গণন।
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১১)

শমদমাদিগুণ-কর্ম্মন-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি-দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে; ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই "যস্য যল্লক্ষণং"—(ভাঃ ৭।১১।৩৫) শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যদি সংস্কারযুক্ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপৌক্ত বা সংস্কারহীন ব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাঁহার 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা নাই—এরূপ ব্যক্তিতে শমাদিগুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে পৌক্ত জাতিনির্দ্দিষ্টে বাধা না করিয়া লক্ষণ-দ্বারা তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিতে হইবে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত জন্মগত বর্ণকে 'চাতুর্গোত্রীয়' এবং বৈষ্ণবকে 'অচাতুর্গোত্রীয়' বলিয়া জানাইয়াছেন (ভাঃ ৭।১১।১২); কারণ, বৈষ্ণবতা জন্মগত কোন ব্যাপার নহে। জন্মব্যাপারটি চ্যুতি বা স্খলন হইতে উদিত। জন্মগত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণ বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মফলানুযায়ী পরজন্মে যে-কোন নীচযোনি, এমন কি, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গও হইতে পারেন; এজন্মেও নানাভাবে তাহার চ্যুতি ঘটিতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণবতা অচ্যুত ও নিত্য, তাহা আত্মা ও চেতনের বৃত্তি, তাহাতে জড়ের কোন স্পর্শ নাই।

ইহা প্রত্যক্ষ সত্য যে, যাহা জন্মগত, তাহাই নশ্বর ও পরিণামশীল, তাহাতেই নানাপ্রকার হেয়তা ও অনুপাদেয়তা আছে,—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।—(গীঃ ২।২৭)

শ্রীমদ্ভাগবত এই কর্ম্মদুষ্ট ব্যাপারকে চিরদিনই গর্হণ করিয়াছেন,—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।

(ভাঃ ১১।৯।২৮)

পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় অদৃষ্ট পুণ্যকেও কর্ম্মজনিত জানিয়া অমঙ্গল-স্বরূপ ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বিচার করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৪।৪।১২, ৯।১৭।৩, ৯।২০।১ শ্লোক এবং আরও বহু বহু প্রমাণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভাগবতে জন্মগত বর্ণ-বিধান অপেক্ষা বৃত্তগত বর্ণ-বিধানেরই অধিকতর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ধ্রুবতনয় দেবভক্তা জন্মসূত্রী ভার্য্যার গর্ভে যে একমাত্র সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের এবং তাঁহার অন্য নয়জন ন্যূনাধিক বিভিন্ন ধরণের ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; কবি, হবি প্রভৃতি নয়টি পুত্র 'নবযোগেন্দ্র'-নামে খ্যাত হইয়া মহাভাগবত বৈষ্ণব হন এবং অবশিষ্ট একাশীতিটি সন্তান ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

পুরুবংশে অনেক ব্রহ্মর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজের পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ; সেই বংশে শৌনক ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া মুনি হইয়াছিলেন। এইরূপ শত শত প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র—এরূপ বর্ণ-বিভাগ ছিল না; ত্রেতাযুগের আরম্ভ হইতেই গুণকর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চারিটি বর্ণ প্রকল্পিত হইয়াছে। 'গুণকর্ম্ম'—এই কথাটি বর্ণ-নির্ণয়ের মূল কথা; ইহাকে ছাড়িয়া দিলে বর্ণ-শব্দের কোনপ্রকার মর্য্যাদাই থাকে না। গুণের দ্বারাই ইহলোকে ও পরলোকে সকলে চিহ্নিত ও পূজিত হন

"আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ।
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্ত্রয়ী
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৭।১৩,১১-১৩)

বঙ্গবাসী পুরাণের মধ্যে জন্মগত জাতিভেদের যথেষ্ট প্রমাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই পুরাণ এবং হিন্দুগণের সর্ব্বমান্য পুরাণ মহাভারতে গুণগত বর্ণ-বিধানের উপদেশ ও সহস্র সহস্র নজির রহিয়াছে

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি

(মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৫০,৫১)

জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি—কোনটিই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।

জন্মগত বর্ণ-বিধান বেদ বহির্ভূত ও সংশয়াপন্ন হইতে

ভীষ্মদেব মহাভারতে পরম সত্যবাদী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

ভারিষ্যে মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ।
সর্বে সর্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্।

(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩১-৩২)

হে মহামতে মহাসর্প, মনুষ্যত্বে সকল বর্ণের মধ্যে সাঙ্করদোষহেতু ব্যক্তিবিশেষের জাতিনিরূপণকার্য্য—দুষ্পরীক্ষ্য, ইহাই আমার বিশ্বাস; যেহেতু সকল বর্ণের মানবগণ সকল বর্ণের স্ত্রীতেই সন্তান উৎপন্ন করিতে সমর্থ। মানবগণের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ—সকলবর্ণেরই একই প্রকার।

পল্লব-বিস্তার-ভয়ে আরও অন্যান্য পুরাণের বহু প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত হইতে পারিল না।

সম্প্রতি ছান্দোগ্যোপনিষদের ৪র্থ প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ড হইতে জানা যায় যে, গৌতম গুণবিচারদ্বারাই সত্যকাম-জাবালের বর্ণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গের যথার্থ তাৎপর্য্য আহরণ করিয়া কেহ কেহ বিকৃত অর্থ করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু শ্রুতির তাৎপর্য্য বৃত্তিতে সংশয় বা মতভেদ উপস্থিত হইলে পুরাণের সিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদের শাঙ্করভাষ্যধৃত সামসংহিতার বাক্যের সহিত মিলাইয়া ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্ত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যায়।

আর্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্থিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ।

(ছান্দোগ্যো শাঙ্করভাষ্যধৃত সামসংহিতা-বাক্য)

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত গৌতম এইরূপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

"গৌতম সত্যকামের সরলতা দেখিয়া তাঁহাকে সংস্কার-যুক্ত ব্রাহ্মণের ঔরসজাত-সন্তান বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন"—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে শ্রুতির মন্ত্রের সহিত সঙ্গতি হয় না; কেননা, যৌবনে বহু লোকের পরিচর্য্যাকারিণী জবালার নিজ পতির গোত্র না জানা কোনপ্রকার যুক্তি-দ্বারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে সমর্থিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, আচার্য্য শঙ্করের তাৎপর্য্যেও বজ্রসূচিকোপনিষদের মন্ত্রের সহিতও এইরূপ বিকৃত অর্থের সঙ্গতি হয় না,—

"তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেন্ন। তত্র জাত্যন্তর-জন্তূনাম্ অনেকজাতিসংভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ। কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াম্। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ। বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাম্। অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। **তস্মান্ন জাতিঃ ব্রাহ্মণঃ।**"

তাৎপর্য্য—তাহা হইলে কি 'জাতিই ব্রাহ্মণ'?—তাহা নহে। অন্যজাতীয় প্রাণিমধ্যে অনেক জাত্যন্তরে মহর্ষিগণও উৎপন্ন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জাম্বুক হইতে জম্বুকঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্ত-কন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন শুনা যায়। এতদ্ভিন্ন ভিন্নজাত্যুৎপন্ন বহুঋষি আছেন, তজ্জন্য 'জাতি' 'ব্রাহ্মণ' নহে।

"যঃ কশ্চিদাত্মানং অদ্বিতীয়ং ● ● ● অশেষজন্তূনাং অন্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানং অন্তর্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবং অপ্রমেয়ং অনুভবৈকবেদ্যং অপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদি-দোষরহিতঃ শম-দমাদিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদি-রহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি **শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব।**"—(বজ্রসূচিকোপনিষৎ)

তাৎপর্য্য—যে কেহ আত্মাকে অদ্বিতীয়, অশেষ প্রাণীর অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান, আকাশের ন্যায় অন্তর্বাহ্যে অনুস্যূত, অখণ্ড আনন্দ-স্বভাব-সম্পন্ন, অপ্রমেয়, অনুভবৈকবেদ্য এবং অপরোক্ষ প্রকাশময় জানিয়া করতলস্থিত আমলক ফলের ন্যায় সাক্ষাৎ অপরোক্ষীকরণ-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া কাম-রাগাদি-দোষশূন্য, শম-দমাদি-বিশিষ্ট, ভাব, মাৎসর্য্য, তৃষ্ণাশা, মোহাদি রহিত এবং দম্ভ, অহঙ্কারাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট-চিত্ত হইয়া বাস করেন, এই প্রকার কথিত লক্ষণ-বিশিষ্ট যিনি, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'—ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি,

ইতিহাস, পুরাণাদির অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না।

বেদান্ত-সূত্রের ১।৩।৩৪ ও ৩৫ সূত্র এবং পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণ-বাক্য—যাহা শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, লক্ষণের দ্বারা বর্ণ নির্দ্ধারিত হয়। শোক-দ্বারা যিনি প্রবীভূত হন, তিনিই শূদ্র। রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের বশবর্ত্তী হওয়ায় বৈকমুনি-দ্বারা 'শূদ্র' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য্য জয়তীর্থ তাঁহার প্রমেয়-প্রকাশিকা টীকায় 'বৃশ্চিকতাণ্ডুলীয়ক' ন্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণায়ের ব্রাহ্মণ ইতি নিয়মস্তু ক্বচিদন্তরাপোপপত্তে-বৃশ্চিকতাণ্ডুলীয়কাদিবদিতি।"

বৃশ্চিকের উরসে বৃশ্চিকীর গর্ভে বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়। আবার কোন কোন সময় তণ্ডুল হইতেও বৃশ্চিকাদি কীটের উৎপত্তি দেখা যায়। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, কণাদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত সাধারণ রীতি-প্রবাহান্তর্গত ব্রাহ্মণ নহেন। অতএব জন্ম এবং বৃত্ত (বৃত্তি বা গুণানুসারে) উভয়ভাবেই বর্ণনিরূপণ শাস্ত্রবিধি। শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোকও তাহাই বলিয়াছেন।

আমরা বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও পুরাণাদির সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলাম। এখন দেখা যাউক, শ্রীচৈতন্যদেব কিরূপ বর্ণবিচার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে বিপ্রপাদোদক-পান-লীলার কথা বলিয়াছেন, বা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস যে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন ধারণের কথা লিখিয়াছেন, তদুভয়েরই উদ্দেশ্য—ভগবদ্ভক্তের মহিমা-প্রকাশ। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মহাপ্রভুর বিপ্রপাদোদক-পানের তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—

যে তাহান দাসপণ ভাবে নিরন্তর।
তাহান অবজ্ঞ-ধর্ম্ম করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তাঁর সেবক-বৎসল।
আপনে চাহিয়া বাড়ায়েন ভৃত্যবল॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।২৫-২৬)

কৃষ্ণের প্রসঙ্গেও শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে,—

মুনে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া কৃষ্ণের দেহেতে।
করাইলা ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ব্বক কৃষ্ণের এই কর্ম্ম নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারী ভক্ত-তয়॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ১।৩৩৩-৩৩৫)

ভক্তকে ভগবান্ মস্তকে রাখেন, স্কন্ধে স্থাপন করেন, এমন কি, রাগমার্গীয় ভক্তের পদসেবা পর্য্যন্ত করেন। তদ্দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকেই ভগবান্ তাঁহার মস্তকে চড়িবার বা প্রত্যেক বিপ্রনামধারী ব্যক্তিকেই ভগবান্ তাঁহার বক্ষে পদাঘাত বা তাঁহাকে পদধৌত জল পান করাইবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন,—এরূপ প্রমাণিত হয় না। ভগবান্ শূকরকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যেক বিষ্ঠাভোজী শূকরকেই 'ভগবান্' বলিয়া পূজা করা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব অত্যন্ত পাপী ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ সজ্জনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাই তাঁহার প্রচারের শেষ কথা নহে। পাপ হইতে পুণ্য ভাল; কিন্তু পুণ্য হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ—বৈষ্ণবতা। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায়ই জানা যায় যে, তিনি বৈষ্ণব-পাদোদক-পানের ফলকে বিপ্র-পাদোদক-পানের ফলের মত অতি সামান্য পার্থিব বা লৌকিক প্রয়োজন-সিদ্ধিতে পর্য্যবসিত করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার আচার ও প্রচারের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, বৈষ্ণব-পাদোদকপানে ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারী কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, আর বিপ্রপাদোদক-পানে সামান্য ক্ষণভঙ্গুর ভক্তদেহের রোগমাত্র বিনষ্ট হয়। ভবরোগ-মুক্তির পর প্রেমফল-লাভ। লৌকিক রোগমুক্তি হইতে প্রেমফল-লাভ কত অধিক শ্রেষ্ঠ, তাহা সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণই বিচার করিতে পারিবেন। বৈষ্ণব-পাদোদক-পানের মহিমা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১৬।৫২—৬১ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

যে হরিদাস ঠাকুরকে তাঁহার নির্য্যাণের পর শ্রীচৈতন্যদেব কোলে করিয়া নাচিয়াছিলেন, বিমানে আরোহণ করাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, যাঁহার স্নান-জলে সমুদ্র 'মহাতীর্থ' হইয়াছিল, সমস্ত ভক্ত যাঁহার পাদোদক পান করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ অঃ ১১।৬৪) ও যাঁহাকে স্বহস্তে সমাধি দান

সম্বন্ধে মহাপ্রভু [illegible]
[illegible] পবিত্র হৈতে। • কাহে কাহে
তুমি দণ্ডবতীর্থে স্নান। কাহে কাহে কর তুমি যজ্ঞ-
তপোদান নিরন্তর কর তুমি বেদ-অধ্যয়ন। **দ্বিজ-**
ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন ॥—(চৈঃ চঃ মঃ ১১।১৩২-১৩১), যে হরিদাস ঠাকুরকে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু পিতৃশ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণান্ন ভোজন করাইয়া বলিতে-ছিলেন,—'তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজন'—(চৈঃ চঃ [illegible] হরিদাস ঠাকুরের ভুবনপাবনত্ব শ্রীচৈতন্যভাগবত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতে করিয়াছেন,—"হরিদাস স্পর্শবারে কহে বেদগণ **গঙ্গাও যাচেন হরিদাসের মজ্জন ॥**"—(চৈঃ ভাঃ অ ১১।১৪২ যে হরিদাসকে লইয়া অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তাঁহার নিজ-বাসিগৃহস্থ গৃহে অতাধরে মহাপ্রভুর আসনে এক পংক্তিতে ভোজন করিতেছিলেন এবং স্বয়ং মহাপ্রভু হরিদাসকে তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন (কপটতা করিয়া আহ্বান করেন নাই)—[চৈঃ চঃ ম ৩।১০৬-১০৭), যে ঠাকুর হরিদাস ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শ্রীবলরাম আচার্য্যের আরাধ্য গুরুদেব ছিলেন—(চৈঃ চঃ অ ৩।১৬৯), যে হরিদাসের চরণে ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও কাশীবাসী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর বেদাধ্যাপক শ্রীসার্ব্বভৌম পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া হরিদাসের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন (চৈঃ চঃ মহাপ্রভাব ১৪শ পর্ব্ব ৭৭, ৯০), সেই ব্রহ্মজ্ঞ-কুল-শিরোমণিগণের গুরুপাবপদ্ম ঠাকুর হরিদাসকে শ্রীচৈতন্যদেব অস্পৃশ্য-জ্ঞানে (*) মন্দিরের চক্র দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন, মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেন নাই,—এই বিচার দেখাইয়া বসন্তবাবু যে তামসিক আগম-শাস্ত্রের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে 'অধ্যাত্মানাং' পদের দ্বারা যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, অনুবাদে তাহা আবৃত হইয়াছে।

সাত্বত-বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কর্ণজড়-চিত্তবৃত্তিতে উপলব্ধির বিষয় হয় না। তথাপি যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য শ্রীমন্দিরের চক্র-দর্শনের নিগূঢ় রহস্য লিখিত হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা একমাত্র ঐকান্তিক শ্রীনামভজনেরই আচার ও প্রচারের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। হরিদাসের দ্বারা মহাপ্রভু পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনমার্গের কোন আদর্শ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। যে মহাভাগবতের শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শনেই কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপনা হয়, একান্ত নামভজননিষ্ঠ সেই মহাভাগবতের মন্দিরে প্রবেশ বা শ্রীবিগ্রহাদিদর্শনের আদর্শ-প্রকাশ বাধাতামূলক নহে, তাহা সেই সকল ভাগবতমার্গীয় ভজনবিজ্ঞগণেরই স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাধীন। মহা-প্রভু যখন সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়া গৌড়দেশ হইতে নীলাচলের দিকে অভিসার করিতেছিলেন, তখন দূর হইতে মন্দিরের চূড়া দেখিয়া তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল উদ্দীপনা হইয়াছিল। ইহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে (অন্ত্য ২য় অধ্যায় ৪০৪-৪১৪) পাই। • মহাপ্রভু যেরূপ কলিজাধিকারিগণকে বঞ্চনা করিয়া বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীজগন্নাথের অর্চ্চামূর্ত্তিতে আনন্দময় নয়নাবন্ধন দেখিয়াছেন, তেমনি তিনি কর্ণজড়গণকে বঞ্চনা করিয়া ঠাকুর হরিদাস ও অন্যান্যকে শ্রীমন্দিরের সুদর্শনচক্র-দর্শনের উপদেশের দ্বারা তাঁহাদের মহাভাগবতো-চিত অধিকারের কথাই তত্ত্ববিৎ ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতি ভূসুরকুলে আবির্ভূত আচার্য্য গোস্বামিগণের সহিত বেল্লনাটি আদ্য-ব্রাহ্মণকুলে জাত সোমযাজী বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ্ঠলের দেবমন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক শ্রীরূপ বা শ্রীল জীবগোস্বামী ক্রমাগত একমাসকাল শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন—(চৈঃ চঃ মঃ ১৮শ পঃ দ্রষ্টব্য)। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোবিন্দ-অর্চ্চা-মূর্ত্তির সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র-রচনা, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার করিবার আদেশ দিয়াছিলেন,

"তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করহ প্রচার ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।২৭-২৮)

• প্রাসাদের নিকটস্থ গৃহে মোরে স্থান দিলা। (চৈঃ ভাঃ অ ৩।৩৯)

ভক্তিশাস্ত্রগ্রন্থ-রচনা, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ, বৈষ্ণব-সদাচার-প্রবর্ত্তন ও ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারের আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য আদেশ কি মন্দিরে প্রবেশাধিকার হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ অধিকার-প্রদান নহে? কোন 'অস্পৃশ্য' বা 'পতিত' ব্যক্তিকে কি মহাপ্রভু শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, ভক্তিশাস্ত্র-রচনা প্রভৃতি আচার্য্য ও জগদ্গুরুর কার্য্য করিবার ভার দিতে পারেন?

ঠাকুর হরিদাসকেও মহাপ্রভু শ্রীনামাচার্য্য জগদ্গুরু বলিয়া জানাইয়াছিলেন,—

"হরিদাস-দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতন-দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস।
শ্রীরূপ-দ্বারা ব্রজের রসপ্রেমলীলা।
যে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৮৬-৮৭)

শ্রীসনাতনের কার্য্য,—

'আচার' 'প্রচার',—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—**সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥**

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০৩)।

ঠাকুর হরিদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও জাতিসামান্যে দেখিবার আদর্শ প্রকাশ করেন নাই; কারণ, রসময়বাবুর দ্বারা বহুমানিত (?) শ্রীচৈতন্যভাগবতে 'বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধির ন্যায় আর দ্বিতীয় গুরুতর অপরাধ নাই'—ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে,—

"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধমযোনিতে ডুবি' মরে॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০২)

তবে যাহাতে ঠাকুর হরিদাস বা ঋতু ঠাকুর প্রভৃতি ভাগবতোত্তমগণের নজির দেখাইয়া পরবর্ত্তিকালের অভক্ত-সম্প্রদায় বহির্ম্মুখ সামাজিক বা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ-মূলক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা ভগবদ্ভক্ত ও ভগবানের চরণে অপরাধ না করে, তজ্জন্যই নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস বা সম্বন্ধজ্ঞান ও অভিধেয়ের আচার্য্য শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ নিজ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। একান্ত পারমার্থিক বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত ম্লেচ্ছকুলেই আবির্ভূত হউন, অথবা বর্ণাশ্রমগত সর্ব্বনিম্ন শূদ্রবর্ণেই আবির্ভূত হউন, কিংবা সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণকুলেই আবির্ভূত হউন, তাঁহাকে ম্লেচ্ছ, শূদ্র বা কনিষ্ঠবর্ণীয় ব্রাহ্মণ বলিলে অপরাধ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-লাভের পথে চিরকণ্টক আরোপিত হয়। শ্রীরূপসনাতনকে 'পতিত' বলা যেরূপ ভীষণাদপিভীষণ অপরাধ ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য, **শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে কর্ম্ম-মার্গীয় ব্রাহ্মণমাত্র বলাও তদ্রূপই অপরাধ ও শাস্ত্রাদেশ-লঙ্ঘন।** শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু এতদ্বস্তু ভক্তিসন্দর্ভে শাস্ত্রীয় বাক্য উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন,—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোটী বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।

—(ভক্তিসন্দর্ভ ১১১ সংখ্যাধৃত গারুড়-বাক্য)।

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-পারগ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-বেদান্তপারগ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

বসময় বাবু বলেন যে, ভগবদ্ভক্ত বলিবেন,—"আমি অস্পৃশ্য, সেবালয়ে যাইবার আমার অধিকার নাই।" তিনি আরও বলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেবের মতে ভক্ত এবং অভক্ত সকল অস্পৃশ্যই সেবালয়ে প্রবেশ করিবে না, উচ্চবর্ণের ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না।" এই কথায় কতটা সমীচীনতা বা অসঙ্গতিশূন্যতা আছে, তাহা পরে আলোচিত হইবে। এই কথায় যে একদেশীয় বিপ্রলিপ্সা-যুক্ত বিচারের আবাহন হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে অনাবৃত-ভাবে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ আপনাদিগকে বৈনাক্রমে 'অস্পৃশ্য' বলিলেও শ্রীচৈতন্যদেব যেরূপ জোর করিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে স্পর্শ করিয়াছেন, অথবা ম্লেচ্ছকুলে আবির্ভূত ঋতু ঠাকুর বৈনাক্রমে আপনাকে অস্পৃশ্য বলিলেও উচ্চকুলে আবির্ভূত কালিদাস যেরূপ ছলে, বলে, কৌশলে ঋতু ঠাকুরের পদরজঃ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছেন এবং সদ্যোক ঋতুঠাকুরের উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত আমের আঁটি আঁস্তাকুড় বা ভাস্তাগ্রাম হইতে আহরণ করিয়া চুষিয়াছেন বা ঠাকুর হরিদাসের

নিষ্যাণের পর মহাপ্রভু তাঁহার দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছেন, ভক্তগণ তাঁহার গুণোৎকীর্তন গান করিয়াছেন, অদ্বৈতপ্রভু জোর করিয়া ঠাকুর হরিদাসকে ভাগবত প্রধান করিয়াছেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়াছেন, সেইরূপ আদর্শ না দেখাইয়া কেবল শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের শিক্ষাকে 'নিজের ঘাড়ে ছোপ' বাঁচিতে পর্য্যবসিত করিলে বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনাভিলাষী হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর সহিত একসঙ্গে ভোজন করিতে না চাহিলেও মহাপ্রভু এক পংক্তিতে ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং অদ্বৈত-প্রভু মহাপ্রভুর আবেশে হরিদাসকে লইয়া একসঙ্গে ভোজন করিয়াছেন। সেই শিক্ষা ও আদর্শ বসু বাবুর লিখিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয় নাই কেন? ভগবদ্ভক্ত না হইলে সার্ব্বদেশিক সত্য-গ্রহণে আমাদের 'কুকুর পাড়া' হয় না। অভক্ত বা ভক্তব্রুবসম্প্রদায় পার্থিব সুবিধাবাদের নকর। তাহাদের প্রসঙ্গেই মহাপ্রভু বলিয়াছেন, উহারা মুখে বেদ বা শাস্ত্র মানিয়া বেদনিষিদ্ধ আচারেরই পূজা করিয়া থাকে।

'ভক্ত অথচ অস্পৃশ্য'—এই কথাটি 'সোণার মাটীর বাটী'র ন্যায় নিরর্থক। শ্রীচৈতন্যদেব ঠাকুর হরিদাসকে অস্পৃশ্যভক্ত (!) (?) জ্ঞান করিলে নির্য্যাণের পর ঠাকুরের দেহকে পরম পবিত্রতার আদর্শ প্রদর্শনকল্পে কোলে করিয়া নৃত্য করিতেন না। একে চতুর্বর্ণাতিরিক্ত পঞ্চম বা ষষ্ঠ সপ্তম সংজ্ঞ অন্যান্য জাতির দেহ, তাহার উপর আবার মৃতদেহ, সুতরাং দ্বিগুণিতভাবে অস্পৃশ্য। কিন্তু মহাপ্রভু বলিলেন যে, হরিদাস ঠাকুরের স্পর্শে সর্ব্বপাবনশিরো-কুলাগ্রের তরল পুণ্যৌঘভাণ্ডার সমুদ্র পর্য্যন্ত মহাতীর্থ হইল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দেহ অস্পৃশ্য নীচ জাতির দেহ বা কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের মৃতদেহ বিচার করিলে সেই দেহের সর্ব্ব নিম্নাঙ্গের অর্থাৎ চরণের ধৌতজল শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বমানেই বা ভক্তগণ কি করিয়া পান করিলেন?

কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় নহে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মাচার্য্যগণের আচরণেও এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-কুলশিরোমণি আচার্য্য শ্রীরামানুজ যখন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার গুরু মহাপূর্ণ একান্ত শূদ্র-কুলোদ্ভূত ভক্তের অপ্রকটের পর তাঁহার দেহকে সংস্কৃত করায় কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় মহাপূর্ণের কার্য্য অব্রাহ্মণো-চিত হইয়াছে বলিয়া নিন্দাবাদ করিতেছে, এমন কি, মহাপূর্ণের সামাজিক আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন শ্রীরামানুজ মহাপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাপূর্ণ রামানুজকে বলিলেন,—তিনি ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন, কেননা, মহাজনের পথ অনুসরণ করাই ধর্ম্ম। জগাই তিয়াগ যোনিতে আবির্ভূত হইলেও ভগবদ্ভক্ত-বিচারে ভগবান্ রামচন্দ্র জগাইর দেহের সংস্কার করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়কুলে আবির্ভূত হইয়াও দাসীপুত্র শূদ্রকুলে আবির্ভূত বিদুরের পূজা করিতেন; সুতরাং মহাপূর্ণ ভক্তের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করায় আপনাকে পরম কৃতার্থই মনে করিতেছেন আপাতদর্শী বহির্ম্মুখ আত্মীয়-স্বজন-নামধারী কর্ম্মজড়-সম্প্রদায় তাঁহাকে 'একঘরে' করায় তাঁহার মঙ্গলই হইয়াছে; কেন না, তিনি অনেক ঘর করিয়া (ভক্তিবিরোধি ভোগীর) যাহাদের দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, শ্রীভগবানের কৃপায় সেই সকল দুঃসঙ্গ স্বেচ্ছায়ই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

'প্রপন্নামৃত'-গ্রন্থ-পাঠে জানা যায় যে,—একসময় চণ্ডাল-বংশে আবির্ভূত তিরুপ্পানি নামক এক দক্ষিণদেশীয় ভগবদ্ভক্ত কাবেরীর তীরে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্য সংজ্ঞা হীন হন। সেই সময় শ্রীরঙ্গনাথ দেবের 'মুনি' নামক অনেক ব্রাহ্মণ পূজারী শ্রীবিগ্রহের অভিষেকের জন্য কাবেরী হইতে জল লইয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমনকালে অকস্মাৎ তিরুপ্পানিকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া চণ্ডাল-জাতি-জ্ঞানে কএকবার কটুস্বরে আহ্বান করিলেন। হস্তদ্বারা অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শ করিলে নিজে অপবিত্র হইবেন ও দেবসেবার জল নষ্ট হইবে মনে করিয়া তিরুপ্পানির অঙ্গে ব্রাহ্মণাভিমানী পূজারী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিলেন। এদিকে সেই পূজারী শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর মন্দির হইতে এক বাণী পূজারীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। শ্রীরঙ্গনাথ বলিতেছিলেন যে, তাঁহার ভক্তকে ব্রাহ্মণাভিমানী পূজারী অস্পৃশ্য চণ্ডাল-জাতি মনে করিয়া তাঁহার অঙ্গে যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতে শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীঅঙ্গই আহত হইয়াছে। সেই ভক্তকে স্কন্ধে করিয়া পূজারী মন্দির

প্রদক্ষিণ না করা পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না। পূজারী তখন সেই ভক্তকে স্কন্ধে বহন করিয়া শ্রীরঙ্গদেবের মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার পর দ্বার উন্মুক্ত হইল। মুনি-নামক ব্রাহ্মণ 'বাহন' হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীভিক্ষানি শ্রী-সম্প্রদায়ে 'মুনিবাহন' আলোয়ার নামে এখনও পূজিত হইতেছেন। উৎকট ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যগণ সেই মুনিবাহনের নিত্য পূজা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত আলবন্দারস্বামি মূল-স্তোত্রে আবির্ভূত ভক্তাবতার পঞ্চকোপকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন,—

মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতেরকুলাদিরাম্য
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রি যুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না ॥ ৩

(আলবন্দার-স্তোত্র ৭ম শ্লোক)

আমাদিগের কুলের প্রথমাচার্য্য পঞ্চকোপের শ্রীমৎ পদ-যুগলকে আমি মস্তক-দ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অবশেষ শিষ্যবর্গের সমস্ত সম্পত্তিই ঐ শ্রীমৎ পদ-যুগল। তাঁহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র এবং ঐশ্বর্য্য—সর্ব্বস্বই ঐ পঞ্চকোপদেবের শ্রীচরণ।

বৈষ্ণব কখনও আপনাকে 'বৈষ্ণব' বা 'শ্রেষ্ঠ' বলেন না; কিন্তু বৈষ্ণবগণ দৈন্যপূর্ব্বক আপনাদিগকে, 'অধম', 'চণ্ডাল', 'নীচ', 'পতিত', 'অযোগ্য' বলেন বলিয়া যে-সকল হরিবিমুখ ব্যক্তি বৈষ্ণবের দৈন্যের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া, বৈষ্ণবের অতিমর্ত্ত্য দৈন্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া তাঁহাদের ঘাড়ে চড়িতে চাহে, সেই বিমুখ ব্যক্তিদিগের জ্ঞানসঞ্চারের জন্য বৈষ্ণব-গুরুর দাসগণ সাধারণের নিকট আত্মম্ভরী বলিয়া প্রচারিত হইয়াও গুরুবর্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া থাকেন। রঙ্গনাথের ব্রাহ্মণাভিমানী পূজারী তিরুপ্পানি-আলোয়ারের অতিমর্ত্ত্য দৈন্যের সুযোগ লইয়া তাঁহাকে অস্পৃশ্য-জাতি-সামান্য দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবান্ ভক্ত-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করিলেন না। মুনি যাঁহাকে হরত' সাধারণ অভক্ত অস্পৃশ্যের ন্যায় মন্দিরে প্রবেশের অযোগ্য মনে করিয়াছিলেন, সেই মহাভাগবত তিরুপ্পানিকে রঙ্গনাথ ব্রাহ্মণ-পূজারীর ঘাড়ে চড়াইয়াছিলেন এবং সেই ভক্তের কৃপা-ব্যতীত নিত্যপূজকারীর পর্য্যন্ত মন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই,—ইহা জানাইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার উচ্চবর্ণের শিষ্যগণকে লইয়া 'পিণ্ডার উপরে' বসিতেন এবং সনাতন ও হরিদাস 'পিণ্ডার তলে' বসিতেন,—এই নকীর দেখাইয়া প্রাকৃত দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হইতে পারেন; বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেব কখনও শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ বা ঠাকুর হরিদাসকে পিণ্ডার তলে বসিতে বলিতেন না বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যান্য পার্ষদগণও শ্রীসনাতন বা ঠাকুর হরিদাসকে 'নীচ' মনে করিয়া মহা-প্রভুর সহিত উচ্চাসন লাভের জন্য ব্যগ্র হইতেন না। অভক্ত দেহাভিমানী গুরুদ্রোহী সম্প্রদায়ে ঐরূপ রীতি লক্ষিত হয়। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও ঠাকুর হরিদাসকে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়াই জানিতেন। মর্য্যাদা-মার্গে ভগবানের সহিত ভক্ত বা গুরুর সহিত শিষ্য কখনও সমান উচ্চাসনে বসেন না,—ইহাই লোকশিক্ষক শ্রীসনাতনাদি আচার্য্যগণ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের নাস্তিকতা বিনাশ ও তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য যেরূপ সর্ব্বোত্তম হইয়াও বারাণসীতে পরপ্রকাশনের স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সনাতন এবং হরিদাসও বৈরাজ্যে নিম্নাসনে বসিতেন।

বসন্ত বাবু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে দেখাইয়াছেন,—'যে গ্রামে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সেখানে কলমত রন্ধন করিতেন', কিন্তু সেখানে তিনি **'ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ'**—এই কথাটির আদৌ উল্লেখ না করায় বিপ্রলিপ্সা-দোষ উপস্থিত হইয়াছে। 'ভোজ্যান্ন-ব্রাহ্মণ' বলিতে বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ সদাচার-সম্পন্ন যে ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন-যোগ্য, তাঁহাকে বুঝায়; যথা—

অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করে নিমন্ত্রণ।
প্রসাদমূলা লইতে নারে কৌড়ি দুই পণ।
ভোজ্যান্নবিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে।

(চৈঃ চঃ অঃ ৮।৮৬-৮৭)

যদি ব্রাহ্মণমাত্রের শাস্ত্রিত অন্নই মহাপ্রভু অবিচারে ভিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে 'অভোজ্যান্ন' ও 'ভোজ্যান্ন-বিপ্র' শব্দের প্রয়োগ থাকিত না। বস্তুতঃ মহাপ্রভু অচল-ভূত 'অনোড়িয়া'র গৃহেও তাঁহাকে মাধবেন্দ্রপুরীর আশ্রিত ভগবদ্ভক্ত জানিয়া পুরীগোস্বামির প্রদর্শিত আদর্শানুসরণে

সনোড়িয়া-পাণ্ডিত্য অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন
ম: ১৭শ পঃ।

শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকেই আদর করিয়াছেন, অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-ক্রবকে আদর করেন নাই। কাশীর মায়াবাদী ব্রাহ্মণসন্ন্যাসিগণকে অবৈষ্ণব জানিয়া তিনি তাঁহাদের সহিত ভোজন করেন নাই। যথা,—

তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষানির্ব্বাহণ
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ।
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৬১)

শ্রীমদ্ভাগবত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘকে বলিয়াছিলেন,—

মহত্ত্ব নিশ্চয় এই ব্রাহ্মণ-ক্রবে
ঈশ্বরে বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়।
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহা বলাইল।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈল।
(চৈঃ চঃ ম ১৭।২১৬-২১৭)

বসন্তবাবু শ্রীচৈতন্যভাগবতকে বিশেষ আদর করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড ১৬শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়,—এক 'উদ্ধতপ্রায়' 'অন্যায়কুল-জাত' ব্যক্তি ভক্ত হইলেই বা লোকে তাহাকে এত সম্মান প্রদান ও ভক্তি করিবে কেন, বিচার করিয়া নিত্যানন্দ সর্ব্বাচ্ছবণজ্ঞানে কপট ভক্ত সাজিয়া হরিদাস ঠাকুর অপেক্ষাও অধিকতর সম্মান-লাভের উচ্চ আশা পোষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেরূপ সেই প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী অপরাধী ব্রাহ্মণাভিমানী ব্যক্তি তাঁহার দ্বারা তীব্রভাবে প্রহৃত ও দণ্ডিত হইয়াছিলেন,—

আগে পাছে ঘাড়ে মুণ্ডে বেত্রের প্রহার।
নিষ্ঠাত মারয়ে ভক্ত, রক্ষা নাহি আর।
বেত্রের প্রহারে দ্বিজ জর্জ্জর হইয়া।
'বাপ' 'বাপ' বলি' বেড়ে গেল পলাইয়া।
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১০।২১৫-২১৬)

'মায়াকী ভক্ত' ব্রাহ্মণের অঙ্গে আঘাত করা শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরে যাহার জাতি-সামান্য বুদ্ধি, সেরূপ ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব কোথায়? তাহাকে দণ্ডবিধানই শাস্ত্রাদেশ,—ইহাই শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রমাণ করিলেন। তাই ভক্ত বলিয়াছিলেন,—

হরিদাস-সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি করে।
অতএব শাস্তি বহু করিলুঁ উহারে।
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২২৭)

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং 'চেঙ্গা' লইয়া এক বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ 'পড়ুয়া'কে প্রহার করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পরিচ্ছেদ)

হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ করায় আর এক 'বিপ্রাধমে'র (অন্ত্যজসঙ্গম হইতেও নিকৃষ্ট) কুষ্ঠরোগে নাসিকা খসিয়া পড়িয়াছিল। যথা—

'ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তা'র আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়।
সে বিপ্রাধমের কত দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তা'র পড়িল খসিয়া।
এ সকল ০ ০ ব্রাহ্মণ-নাম-মাত্র।
এসব লোক যম-যাতনার পাত্র।
এসব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার।
কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ।
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুণাতি ভুবনত্রয়ম্।
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬শ অঃ)

শ্রীযুক্ত বসন্তবাবুর বহুমানিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিচার অনুসরণ করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেব যে-কোন কুলে অবতীর্ণ ভগবদ্ভক্তকেই 'পরম পবিত্র' ও 'সর্ব্বোত্তম' মনে করিয়াছেন এবং অভক্ত-সম্প্রদায় যতই সামাজিক ও লৌকিক বিচারে উচ্চ হউন না কেন, তাঁহারা সনাতন-শাস্ত্রানুযায়ী মঙ্গল-লাভেচ্ছুগণের অস্পৃশ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি শুদ্ধভক্তবর শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ-দ্বারে গোপাল-চাপাল-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান তামসিক পূজার কতকগুলি দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণবর পণ্ডিত শ্রীবাস ঐ সকল তামসিক পূজোপকরণ সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য-জ্ঞানে—

'হাড়ীকে আনিয়া সব দূর করাইল
তল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল।'
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৬৬)

শ্রীচৈতন্যদেব সেই তামসিক পূজা-প্রিয় বৈষ্ণব-বিদ্বেষী গোপাল-চাপালের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জন-গর্জন করিতে করিতে তাহাকে বলিলেন,—

'আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এইমতে কীড়ায় খাওয়াইমু।
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানীপূজন।
কোটিজন্ম হ'বে তোর রৌরবে পতন।
(চৈঃ চঃ আ ১৭।৫১-৫২)

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্র এবং আচার্য্যগণের ইহাই শিক্ষা,—

"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।"

শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু 'রূপ-সনাতনের জাতি' আলোচনা * করিতে গিয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে 'নীচজাতি' বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভু 'সংক্ষেপ-তোষণী'তে তাঁহাদের পূর্ব্বাশ্রমের বংশের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সদাচার-সম্পন্ন কর্ণাট ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন,—"শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপ অহিন্দুকুলোদ্ভূত হরিদাসের সহিতই মিশিতেন।" কিন্তু শ্রীসনাতন রামকেলী গ্রামে—"ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ-ত্রিশ সঙ্গে। ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া।" (চৈঃ চঃ মঃ ১।১১৭)। বাস্তবদৃষ্টিতে মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ রামকেলিতে হুসেন শাহের কার্য্য করিবার সময়ই যখন শ্রীসনাতন শাকর মল্লিক) বিশ-ত্রিশ জন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের সহিত সভাতে বসিয়া ভাগবত বিচার করিতেন। পিণ্ডার তলে বসিয়া শুকদেবের ন্যায় শ্রবণ নহে), তখন শ্রীসনাতন-সম্বন্ধে অন্য-প্রকার বিচার প্রামাণিকগ্রন্থ-বহির্ভূত স্বকপোল-কল্পনা-ব্যতীত আর কি? ভক্তিরত্নাকরের প্রথম তরঙ্গেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

যবে মল্ল হ'ন দৈন্য-সমুদ্র-মাঝারে।
ব্রাহ্মণাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে।
বিপ্রগ্রাম হইয়া মহাপেদমুক্ত অন্তরে।
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে।

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপ দৈন্যভরে আপনাদিগকে 'নীচজাতি' ও 'ম্লেচ্ছসঙ্গী' জানাইয়া আমাদিগের কপট বহির্ম্মুখ জাত্যভিমানের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বহির্ম্মুখ আত্মায়-স্বজনাদিক আমরা বহির্ম্মুখতা ও অসদাচারের নানা-প্রকার আবেষ্টনের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও 'স্পর্শ-দোষের প্রভাব অতিক্রম করিয়াছি' বলিয়া যতই শ্লাঘা করি না কেন, তাহা কপটতা মাত্র। এই জন্যই বোধ হয়, শ্রীচৈতন্যদেব এই কলিযুগে প্রাকৃত বিচারে আমাদের শুদ্ধতার অভাব লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

অতঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্নৈ শ্রৌতবর্ত্মনা।
(হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ৩৫ সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতনের অঙ্গে কণ্ডুয়সার উদ্গম দর্শন(?) অত্যন্ত আদরের সহিত সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।"

শ্রীসনাতন ও শ্রীহরিদাস উভয়কে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

——বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃতদেহ ভক্তের চিদানন্দময়।
সনাতনের দেহে কৃষ্ণ করু উপজ্ঞা।
আমা পবীক্ষিতে ইহা দিল পাঠাঞা।
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে।
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১২১, ১২৪, ১২৫)

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহ তাঁহার বেগমের অনুরোধে সুবুদ্ধিরায়কে 'কোরোয়ার পানি' খাওয়াইয়া জাতিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। কাশীর স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ তপ্তঘৃত ভোজন করিয়া সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের ঐ ব্যবস্থাকে সমর্থন না করিয়া সুবুদ্ধিরায়কে বলিয়াছিলেন,—

* ১৩৪১ সনের শ্রাবণ-মাসের 'ভারতবর্ষে' 'রূপ-সনাতনের জাতি' প্রবন্ধ।

এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নাম লৈতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে।
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৯৯-২০০)

অতএব ইহা স্পষ্ট যে, শ্রীচৈতন্যদেব কোন দিনই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের পার্থিব বিচারকে উচ্চস্থান দেন নাই, বরং কর্ম্মজড়গণের আচার ও বিচার যখনই উহাদের কৃত গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাহা পারমার্থিকগণের উপরে বিক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই শ্রীচৈতন্যদেব তাহা যেরূপ ভাবে পরিত্যাগ করিবারই উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৭)

বস্তুগত উচ্চাবচ বিচার—যোষিৎসঙ্গজাত, আর পারমার্থিকতার ক্রম-বিচার—চেতন বা আত্মার বৃত্তির উন্মেষগত। একটি—জড়, আর একটি—চেতন। এইজন্য যাহাদের মেধা বস্তুগত উচ্চাবচ-বিচারে অভিনিবিষ্ট, শ্রীচৈতন্যদেব ও সনাতনশাস্ত্র তাহাদিগকে 'কর্ম্মজড়' বলিয়াছেন, যথা—

স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ ত্রিবিধাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩-সংখ্যাধৃত প্রহ্লাদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত অবৈষ্ণবকে অনিবেদিতদ্রব্য দান, এবং তাঁহাদিগের লোভনীয় প্রাকৃত মর্য্যাদির দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবদিগকেই শ্রীহরির অপ্রাকৃত নৈবেদ্য প্রদান করিবে।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—কর্ম্মজড়ব্যক্তিগণ ভগবৎ-প্রসাদকে নিম্ন বা পরভোগ্য জড় 'ভাল-চাউল' মনে করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ-দোষের অধীন করিয়া ফেলে; অতএব তাহাদিগকে অপ্রাকৃত ভগবন্নৈবেদ্য দান না করিয়া ভোগ্য-বস্তুমাত্রদর্শনকারী জানিয়া 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'-শ্লোকানুসারে তাহাদের কাম্য জাগতিক ভোগের বস্তু বা ত্রিবিধাদিমাত্র প্রদান করাই উচিত।

কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের অনেকে শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদের 'স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়' এবং বিষ্ণুপুরাণের 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনকেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়াছেন। অত্যন্ত পাপপ্রবণ দেহাভিমানী জীব যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করিয়া ক্রমশঃ সদাচারী হইতে পারে, তজ্জন্যই বিষ্ণুসেবার আনুকূল্যকারী **বৈষ্ণববর্ণাশ্রম** ধর্ম্মের উপযোগিতার কথা পরমার্থরাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষারূপে সনাতন রূপশাস্ত্র ও শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ করিয়াছেন। সাত্বতশাস্ত্রে দৈব ও অদৈব—এই দ্বিবিধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভেদ লক্ষিত হয়। কর্ম্মজড়গণ বিষ্ণুর দ্বারা তাহাদের পার্থিব সুবিধা পূরণ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে যে বিষ্ণুসেবার ছলনা বা বিষ্ণুভক্তির মৌখিকতা প্রদর্শন করেন, তাহা দৈববর্ণাশ্রমীয় বিচার নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় ও শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর সন্দর্ভে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পঞ্চোপাসকগণ যে বিষ্ণুর উপাসনার অভিনয় করিয়া থাকেন, তাহা অবৈধ ও অদৈব; তাহা বিশুদ্ধ শুদ্ধ নহে। বিষ্ণুপাসনার শুদ্ধত্বের অভাবে বর্ণাশ্রমের শুদ্ধত্বও আক্রান্ত হয়। কাজেই শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট বর্ণাশ্রম কর্ম্ম-জড়গণের প্রাকৃত-সুবিধাবাদ-দূষিত বর্ণাশ্রমের আকার-মাত্র নহে।

শ্রীচৈতন্যদেবে রায় রামানন্দ-সংবাদে সার্ব্বপ্রাথমিক পরমার্থশিক্ষার্থিগণের জন্য দৈববর্ণাশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাহা বিষ্ণু বা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। "ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় বা শ্রীকৃষ্ণ অব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন, মৎস্য-বরাহাদি অবতার পশু-কুলোৎপন্ন, সুতরাং সেই সকল বিষ্ণুবিগ্রহ ব্রাহ্মণের আরাধ্য নহেন, কিংবা শ্রীশালগ্রাম মৃন্ময়বিকার-বিশেষ বা লোষ্ট্রখণ্ড-বিশেষ, অথবা শ্রীশালগ্রাম অব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের বা দীক্ষিত স্ত্রীজাতির অর্চ্চনীয় নহেন, মহাপ্রভুর উচ্চবর্ণের (?) শিষ্য ও নিম্নবর্ণের (?) শিষ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অপেক্ষা হরিদাসঠাকুর বা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী নীচ, মহাপ্রভুর ভক্ত কালিদাস অপেক্ষা বড় ঠাকুর নিত্য"—এইরূপ কর্ম্মজড়তা ও অদৈব-বর্ণাশ্রমোৎপন্না শাস্ত্রবিরোধিনী বুদ্ধি নিজমঙ্গলকামি-জনের বিসর্জ্জনীয়, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্পষ্টই দেখা যায়, যে-কোন

কুলোদ্ভূত পুরুষ বা স্ত্রী বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে শালগ্রাম-পূজায় অধিকার পাইতে পারেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব পারমার্থিকগণের প্রতি জাতিবুদ্ধি বা পারমার্থিকগণের মধ্যে জাতিভেদ করিতেন,—একথা কিছুতেই টিকিতে পারে না। তবে ইহাও সত্য যে, শ্রীচৈতন্যদেব অপারমার্থিক অবৈষ্ণবগণের জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলার সমর্থন কোন দিনই করেন নাই। অবৈষ্ণবগণের মধ্যে ব্যবহারিক জাতিভেদ থাকিবে, কিন্তু পারমার্থিক বৈষ্ণবগণের উপর অবৈষ্ণবগণের আইন প্রযুক্ত হইবে না,—ইহাই ছিল তাঁহার ভক্তিবিজ্ঞানের বিচার। অবৈষ্ণব সর্ব্বোচ্চকুলজাত হইলেও মহাপ্রভুর বিচারে তাঁহার সহিত পারমার্থিক-সঙ্গ বিধেয় নহে, অর্থাৎ তাঁহার সহিত —"দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্।" —এই ছয় প্রকারের প্রীতিলক্ষণময় সঙ্গ করিতে হইবে না, করিলে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। তাই মহাপ্রভু কাশীর মায়াবাদি-ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসিগণের সহিত একসঙ্গে ভোজন করেন নাই, অভোজ্যান্ন-বিপ্রের পাচিত ও স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগকে লৌকিক সম্মান প্রদানপূর্ব্বক দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া বিদায় দানই মহাপ্রভু ও ভাগবতের শিক্ষা।

মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৭০)

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ।
(হঃভঃবিঃ-ধৃত পাদ্মবচন)

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।
(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ৯১ শ্লোকধৃত বচন)

শ্রীচৈতন্যদেব বৈধ-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনকেও সার্ব্বপ্রাথমিক বাহ্য সাধন বলিয়াছেন,—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭০)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।
(গীঃ ১৮।৬৬)

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হরি-গুরু-বৈষ্ণবে শরণাগতিই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সার। শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার অনুগ আচার্য্যগণ কখনও স্মার্ত্তবিধানগত উচ্চাবচ বিচার বহুমানন করিতে পরবর্ত্তিকালে উদিত মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনকে প্রত্যেক ব্যবস্থার মধ্যে 'বৈষ্ণবপর' শব্দটি প্রয়োগ করিতে হইত না। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ রাজার অধিকারী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের অনুমোদিত জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা-গুলির নিন্দা বা বন্দনা উভয়ই করেন নাই কিংবা আধুনিক অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-আন্দোলনেরও কোন সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

জাতি-কুল-ক্রিয়া-ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন-আত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে।
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে।
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৯৯-১০০, ১০২)

শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার এইরূপ,—

জাতি, কুল,—সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে।
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপিহ সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
উত্তমকুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে।
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৩৭-২৩৯)

আগামী ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ অপরাহ্ণে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মাননীয় মিঃ এ, জে, ড্যাশ্, আই-সি-এস বাহাদুর শ্রীধামমায়াপুর-দর্শনে গমন করিবেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাটনা-গৌড়ীয়মঠের স্থান-পরিবর্ত্তন

গত ১৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ ইং ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪১ শুক্রবার গৌর একাদশী দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের তত্ত্বাবধানে পাটনা-গৌড়ীয়মঠ ১০০ নং মিঠাপুর, পাটনা—ঠিকানা হইতে ৭৯নং কদমকুয়া, পাঃ ষ্টাঃ পুর্বে ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছেন। মঠের শ্রীবিগ্রহ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এবং বিবিধ বাদ্যধ্বনি-সহযোগে মিঠাপুর হইতে কদমকুয়াতে লইয়া আসা হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহ কদমকুয়ার বাটীতে শুভবিজয় করিলে সিংহাসন এবং বাটীর বৈদ্যুতিক আলোকমালা এবং বিগ্রহের পুষ্পমালা পতাকা ও বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া মহানন্দকোলাহলে সন্ধ্যারাত্রিক দিতে হইয়াছে। সমাগত সজ্জনগণকে প্রচুরপরিমাণে কদলী প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি তীর্থ মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া পাটনা-বাসী বহু সজ্জন আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

প্রয়াগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

আগামী মাঘমাসে প্রয়াগে কুম্ভমেলার সময় শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যবর্য্যের মূলবিগ্রহকল্পে শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকগণ আচার্য্য-মুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগত শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য 'ডিওরামা' প্রণালীতে সর্ব্বসাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে শ্রীধাম-মায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, কাশী ও কুরুক্ষেত্রের ন্যায় শ্রীকল্পলিক্ষাস্থল প্রয়াগ-ক্ষেত্রেও একটি সৎশিক্ষা প্রদর্শনী উদ্ঘোচনের আয়োজন করিতেছেন। যুক্তপ্রদেশের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এতদুদ্দেশে একখণ্ড প্রশস্ত ভূমি দান করিয়াছেন। ইতোমধ্যে বিবিধ শিল্পকলা-নিপুণ বহু অভিজ্ঞব্যক্তি তথায় পরমজীব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম মহোদয় দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রবল উৎসাহের সহিত প্রদর্শনীর সমুদয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজও কাশী হইতে প্রদর্শনীর কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২রা ডিসেম্বর রাত্রে পুরীএক্সপ্রেসে কটক যাত্রা করেন। তথায় দিবসত্রয় কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে অবস্থানপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দসহ কটক হইতে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করেন। তথা হইতে অদ্য (১১।১২।৪৮) প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ৬ষ্ঠী ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের প্রবণ-সদনে একটি মহতীসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সভায় ২ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। কটকের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কটকের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এল্; রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক ঘনশ্যাম দাস এম্-এ; অধ্যাপক গুরুচরণ মহান্তি এম্-এ; কমিশনার সাহেবের পার্শন্যাল এসিষ্টাণ্ট রায় বাহাদুর উমাচরণ দাস; রায় সাহেব অধ্যাপক নিশ্মলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি; কটক মেডিকেল স্কুলের ডিপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর ডি এন্ গুপ্ত; ডাঃ মুরলীমোহন রায় এম্-বি; বাবু বনবিহারী পালিত বি-এল্; পি-ডব্লিউ-ডি'র কন্ট্রাক্টর কুমারজী দয়া; বাবু হরমোহন পট্টনায়ক বি-এ; উকীল বাবু সতীশচন্দ্র সিংহ বি-এল্; রত্নাষ্টেটের ম্যানেজার পরমচন্দ্র দে; উকীল বাবু মণিমোহন রায় বি এল্; বাবু রামচন্দ্র সিংহ; বাবু শশিশেখর সোম প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভান্তে স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ শান্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "ভজরে মন শ্রীনন্দ-নন্দন" এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন।

১৯শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই পৌষ, ১৩৭২, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫ | ২০শ সংখ্যা

শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের পঞ্চম বার্ষিকী স্মৃতিসভা

আগামী ৭ই পৌষ, ১৩৭২; ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫ সোমবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্বার্থীন ত্রিপুরাধিপতি বিশ্ব-সমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রীক স্বর শ্রীল বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ধর্ম্মধুরন্ধর কে, সি, এস্, আই মহোদয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীমন্দির-সত্তা স্বধামগত শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পঞ্চম বার্ষিকী বিরহস্মৃতি-সভার একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে। ঐ দিবস ভারতের বহু খ্যাতনামা মনীষী শ্রীজগবন্ধুর দানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিবেন। শ্রীজগবন্ধুর কএক লক্ষ মাত্র মুদ্রা-ব্যয়ের উদারতার প্রতি লৌকিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ ই যে শ্রীগৌড়ীয়গণ বর্ষে বর্ষে এই স্মৃতিসভার আয়োজন করিয়া থাকেন, তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমকৃপাময়ী শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বিশুদ্ধ আচার ও প্রচারের প্রতিষ্ঠান—সার্ব্বদেশিক সার্ব্বকালিক সার্ব্বজনীন নিঃশ্রেয়সাগার—"মরণের দূত অমৃতের সুত" শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবায় যে জগবন্ধু তাঁহার প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য—সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই আদর্শ সেবা-প্রাণতাই তাঁহার স্মৃতিকে শুধু বর্ষান্তে একদিনের জন্য নহে, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বগৌরজনহৃদয়ে জাগরূক করিয়া রাখিয়াছে। গৌড়ীয়ের ইতিহাসে তাঁহার সেই প্রাণময়ী সেবার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে ও নিত্যকাল থাকিবে। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় যে আত্মদান, সেই দানেরই বৈশিষ্ট্য স্মৃতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে শত সহস্র মুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে নতুবা ভগবদ্ভোগ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধিরূপ অনধিকারচর্চ্চা-ফলে জাগতিক ঐশ্বর্য্যের কর্ত্তা বা ভোক্তা অভিমানে প্রাকৃত লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা-মূলে ভূমি বা ধনাদি-

দানের মাহাত্ম্যবিষয় প্রদর্শন পূর্ব্বক যে 'দাতাকর্ণ' নাম কিনিবার চেষ্টা, তাহা জগতের বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের নিকট মূর্খতার দৃষ্টান্ত বলিয়া প্রচুর পরিমাণে অভিহিত বা বহুমানিত হইলেও অন্যাভিলাষিতা-শূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা শুদ্ধভক্তসম্প্রদায় ঐ প্রকার ত্যাগের দৃষ্টান্ত অধিক প্রশংসাই বলিয়া জ্ঞান করেন না। কেননা তাঁহারা জানেন—"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ"—ইহসংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মের নিমিত্ত, ধর্ম্ম বৈরাগ্যের নিমিত্ত আবার সেই বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতে পর্য্যবসিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত।

ব্রহ্মচারিবেশে ভগবান্ বামনদেব যখন দাতা অভিমানী বলির যজ্ঞ-গৃহে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার তুই পদ-বিক্রম-দ্বারাই বলির প্রতিশ্রুত ত্রিলোক অধিকার পূর্ব্বক তৃতীয় পদ বিক্ষেপের স্থান প্রার্থনা করিলেন, তখন বলি "পদং তৃতীয়ং কুরু শীঘ্রি মে নিজম্" বলিয়া তাঁহার মস্তককেই ত্রিবিক্রম ভগবানের তৃতীয় পদ-বিন্যাসের স্থানরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎফলে ভগবান্ বলির প্রেমাধীন হইয়া ভক্তবাৎসল্য-হেতু নিত্যকাল তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিগ্রাহ্য ভক্তের ভক্ত্যুপহৃত দ্রব্যই ভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের স্বাভাবিকী সেবাপ্রবৃত্তিই ভগবানের প্রীতিদায়িকা সুতরাং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পার্ষদের জন্মোৎসব-শ্রাদ্ধাদি প্রভৃতি যাবতীয় সম্পৎসহ অহৈতুক আত্মদানেই দানের প্রকৃত-মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণদাস্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন, ইহাই জীবকে চিরজীবী করিয়া রাখে। মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতেছেন—"কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?" রায় রামানন্দ উত্তর দিতেছেন—"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।" জগবন্ধু সেই সর্ব্বশুভকরী সুখ্যাতি অর্জ্জনের সৌভাগ্য বরণ করিয়া আজ জগদ্গুরুরূপে বিশ্বতঃকীর্ত্ত—চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। জগবন্ধু আরও শুনিয়াছিলেন—"প্রেমধন-বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন", "রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী"; তাই ভগবদ্ভোগ্য সম্পদে ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তিনি তাঁহার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ভগবৎসেবায় উৎসর্গ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বিচার করিয়াছিলেন; "কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর" জানিয়া জীবনের শেষভাগ তিনি শুদ্ধভক্তসঙ্গারাম শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার স্মৃতি আজ আমাদের এত আদরের—এত গৌরবের—এত উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তনের বিষয় হইয়াছে। তাঁহার আদর্শসেবাপ্রাপ্যতার কথা—অর্জ্জনে সিদ্ধিলাভের কথা জগৎসমক্ষে বলিবার জন্য আমাদের এত আয়োজন। জগবন্ধু জাগতিক ঐশ্বর্য্যে অধিক সম্পন্ন না থাকিলেও তিনি তাঁহার আত্মম্ভরিতা-শূন্য যাবতীয় বিত্তের যে সদ্ব্যবহারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাকেই যে তাঁহার একমাত্র স্বার্থগতি বলিয়া বরণ করিয়াছেন, এইজন্যই তাঁহার গুরুসেবাদর্শ—আজ সর্ব্বধর্ম্ম-মান্য—আদর্শস্থানীয়। তিনি যে শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবায় তাঁহার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন, সেই শ্রীগৌড়ীয়-মঠচরিত-কীর্ত্তনমুখেই তাঁহার স্মরণবিধান ও তাঁহার স্মৃতি-সভার শুভ উদ্বোধন হইবে বিবেচনায় নিম্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-চরিত

অনাদি ও আদি সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে যথাক্রমে ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও ক্রমে ক্রমে প্রেমভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী, তাঁহা হইতে শ্রীঈশ্বর পুরী এবং তাঁহা হইতে জগদ্গুরু লীলাভিনেতা শ্রীচৈতন্যদেব ভাগবত-বিজ্ঞান-রহস্য প্রাপ্ত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী, তাঁহা হইতে শ্রীরূপ, শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভু, শ্রীল জীব, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীমধুসূদন দাস, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর যথাক্রমে

ভাগবত-রহস্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এজন্য এই পরম্পরা 'ভাগবত-পারম্পর্য'-নামে অভিহিত। ইহা পাঞ্চরাত্রিক গুরু-শিষ্য-পরম্পরা বা লৌকিকবিচারপর স্মার্ত-শিষ্য-পারম্পর্য নহে। সুতরাং এখানে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ঐতিহাসিক কালের ব্যবধানগত বিচারের অবসর নাই। কেবল ভাগবত-বিজ্ঞান-রহস্যের অনাবিল ও অপ্রতিহত প্রবাহ উক্ত ভাক্তগৃহ আচার্যগণের ভাগবত-পারমহংস্য-আম্নায়-ধারায় কিরূপভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহাই উক্ত ভাগবতপারম্পর্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে ভাগবত-পারম্পর্য-পাতের মধ্যে যে ভাগবত-বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্ত ও ভজনরহস্য প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত না হইয়া এবং আনুকরণিক আকারগত সৌসাদৃশ্য-সংরক্ষণের বিচার অপেক্ষা অনুসরণ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া বাস্তবসত্যের অনুশীলনমুখে প্রচারের উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অভ্যুদয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

যাবতীয় অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও বৈষ্ণবাচার-পালন-ব্রতের সহিত মহাজনানুগতো যে-সকল প্রচার-প্রণালীর আদর্শ স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু বা ষড়্গোস্বামিগণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ ও অনুশীলনের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের আবির্ভাব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—

" অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষায় 'অসাধু ও কৃষ্ণাভক্ত' বলিতে অকপট ও ঐকান্তিক কৃষ্ণ-সেবক ব্যতীত অন্যাভিলাষী, ধর্মার্থ-কামাদি-ফল-কামনাপর বিবিধ দেববাজী, পঞ্চোপাসক স্মার্ত প্রভৃতি সংকর্মী, মুক্তিকামনাপর বা ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার উদ্দেশ্যপর নির্ভেদ-জ্ঞানী, ঈশ্বর-সাযুজ্যকামী অষ্টাঙ্গ-যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায় যাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণ-স্বার্থ বা প্রেমসেবা-ব্যতীত অন্যান্য স্বার্থের জন্য সাধন-প্রয়াসী, তাঁহারাই লক্ষিত হইয়াছেন। অবৈষ্ণবসম্প্রদায় ও স্ত্রৈণ অর্থাৎ জড়াসক্ত ব্যক্তিগণও শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে অসৎ সঙ্গীয়। তাঁহাদের অসদাসক্তির বিচারে আসক্ত বা প্রভাবান্বিত না হইয়া আচার-প্রচারপরায়ণ মহাভাগবতের মুখ-নিঃসৃত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনাদি অনুশীলন করাই ষড়্গোস্বামীর অভিমত। সেই মতের অনুসরণ পূর্বক গোস্বামিগণের প্রচারের পরে তাঁহাদেরই মনোঽভীষ্টানুসারে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ ও তচ্ছিষ্য শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভৃতি আচার্যগণ রূপানুগ বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপরে শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত নানাভাবে বিপর্যস্ত হইলে নানাপ্রকার ভোগময় মতবাদ বৈষ্ণবধর্মের নামে প্রচারিত হইল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্যগণ উদিত হইয়া রূপানুগ সিদ্ধান্তানুধাবী গ্রন্থাদি রচনা ও নানাভাবে অসঙ্গত নিরসন পূর্বক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের সুসিদ্ধান্ত পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম-প্রচার-কার্য্য হঠাৎ ভাবে প্রাপ্ত হইয়া একটি সুদীর্ঘ অন্ধকার-যুগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কত প্রকার যে অপধর্ম, উপধর্ম, কল্পিত ও বিকৃত মতবাদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের দোহাই দিয়া হই হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। লোকহিতকারক আচার্যাত্ত আদর্শ-আচার-প্রচারময় শ্রৌত-পরম্পরায় প্রবাহিত থাকিবার পরিবর্তে যোগা-যোগ্য-বিচারহীন লৌকিকধারায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। পূর্বাচার্যগণের মধ্যে কেহই অযোগ্য ব্যক্তিকে পারমার্থিক আচার্যত্ব স্বীকার করেন নাই। কর্মজড়-স্মার্ত-সম্প্রদায়ে ব্যবহারিক বা সামাজিক মন্ত্র-প্রদান-প্রথা, সগুণ-পূজা-প্রণালী, কথকতা, বিগ্রহ-পূজা প্রভৃতি লৌকিক ব্যবসায়ের অঙ্গীভূতরূপে পরিগণিত রহিয়াছে। তাহারই

অনুদরণে পারমার্থিক প্রচারও ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িলে এবং পূর্ব্বোক্ত সুদীর্ঘ অন্ধকারযুগে অল্পসংখ্যক স্বল্প-সংখ্যক বৈষ্ণব নিজনিজ ভজনে ব্যস্ত থাকিয়া সাধারণের মৃতভা ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম-সমূহ অপনোদনের জন্য সময় ব্যয় না করায় বৈষ্ণব-সত্যের প্রচার সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ ও সদাচারের মূল তথ্যসমূহ লোকে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যবান্ আচার্য্যের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। সেই সময় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় ব্রহ্মমণ্ডল গৌড়মণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ মহাজন বর্ত্তমান ভাগবতবর বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের মনঃপ্রেরণায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত নিরুপাধি সংসিদ্ধান্ত অস্বীকার ও ভজনরহস্যের পুনঃসংস্থাপন ও প্রকাশতন্ত্রে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিলেন। "অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার"—এই চৈতন্যবাণী কায়মনোবাক্যে নিজজীবনে আচরণ পূর্ব্বক যুগোপযোগী বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ-রচনা সাময়িক-পত্র-প্রচার প্রাচীন লুপ্ত গ্রন্থের প্রকাশ, গৌরলীলাস্থলী শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের লুপ্ততীর্থ-সমূহের-পুনঃপ্রকাশ, শ্রীকপসনাতনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পুনঃপ্রচার, শ্রীনামহট্টের প্রবর্ত্তন, শিক্ষিত সমাজে দেশে ও বিদেশে হরিকথা-প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১২৯০ বঙ্গাব্দে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভার প্রবর্ত্তন করেন, ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বৈষ্ণব মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ উক্ত সভার সভাপতিত্ব করিয়া আসিতেছেন। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় সজ্জনতোষণী'-নামক পারমার্থিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার কৃপায় ক্ষেত্রমণ্ডলেও ভাগবত-কথার প্রচার হইয়াছিল। পুরীর শ্রীমন্দিরে বাঙ্গালার ১২৭৮ সালে ভক্তিমণ্ডপ-স্থাপন ও তথায় ভাগবতবাণী-প্রচার এবং নানাপ্রকার অপধর্ম্মের বীজ তাঁহার প্রেরণায় তখন হইতেই উৎপাটিত হইবার চেষ্টা হইতেছিল।

শ্রীব্রজমণ্ডলেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'কনকোড়'-সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্য দমন এবং সজ্জনগণের নিকট ব্রজভজনের যথার্থস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অভীষ্টদেব বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ও ঠাকুরের অনুগত শ্রীল গৌরকিশোর উভয়েই সুদীর্ঘকাল ব্রজে বাস করিয়া ব্রজমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের অভিন্নতা-বিচারে পরে গৌড়মণ্ডলে ব্রজবাস করেন। ইঁহাদের আচার ও প্রচার-প্রণালী তদানীন্তন ও আধুনিক তথাকথিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ভোগমিশ্র প্রাকৃত ধারণা বা অযুক্ত-ত্যাগমিশ্রিত বৈষ্ণবধর্ম্মের ধারণা হইতে সম্পূর্ণভাবে পার্থক্য লাভ করিয়াছে। ইঁহারা পঞ্চরেতী মতকে অব্যভিচারিণী শুদ্ধভক্তির সহিত বা অসৎসঙ্গকে সজ্জাতীয়াশয় সুবিমল কৃপানুগ ভক্তসঙ্গের সহিত একাকার করিতে পারেন নাই। ইঁহারা লোকপ্রিয়তা ও বহির্ম্মুখগণমতানুসরণকে অধিকতর আদর করিয়া তাহাদের ভোগময় আচার ও বিচারের আবর্জ্জনাকে অকৃত্রিম শুদ্ধভক্তির সহিত তেজাল দিতে পারেন নাই। তাঁহারা আধ্যক্ষিকতা, আধ্যাত্মিকতা, প্রাকৃত ঐতিহাসিকতা, রূপকতা, লোকরঞ্জনস্পৃহা, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনাদির সাধনচেষ্টাকে অনাবিল ভাগবত-ধর্ম্মের সহিত একাকার করিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে বহির্ম্মুখ গণমতের অনুকূল করিতে পারেন নাই। অপর পক্ষে তাঁহাদের শিক্ষা ও দীক্ষা পরম নির্ভীকতার সহিত যাবতীয় দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের আদর্শ প্রকাশকরিয়া আচার্য্যের আচার্য্যত্বকে নানাবিধ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াও কৃষ্ণভোষণ-তাৎপর্য্যপর করিয়া রাখিয়াছে। ইঁহাদেরই মনোভীষ্ট পরিপূরণের নির্ভীক ও নিত্যসিদ্ধ মূর্ত্তিমদ্বিগ্রহরূপে **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতৃরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর আশ্রয় করিয়া অষ্টকাল কৃষ্ণনামগ্রহণের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন আজন্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যের সঙ্গলাভ ও যৌবনে সাক্ষাৎ

অপ্রাকৃত-মূক-বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর শিক্ষা, দীক্ষা ও সঙ্গ-লাভের সুযোগ হওয়ায় এবং নিত্যসিদ্ধভাবেই হরিভজনে পরিপূর্ণ রতিবিশিষ্ট থাকায় শ্রীল প্রভুপাদ অতি শিশুকাল হইতেই শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা ও শ্রীনামাক্ষরলিখনে প্রবৃত্ত ছিলেন।

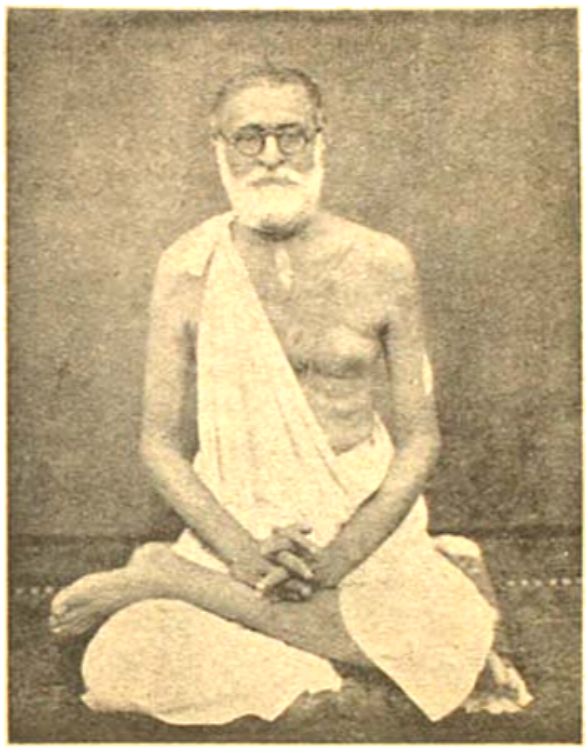

ঐ বিষয়ে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শিশুকালে বিদ্যালয়ে পাঠকালে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গোস্বামিগণের যাবতীয় গ্রন্থ তাঁহার পাঠ্যপুস্তকের স্থান অধিকার করিয়াছিল। তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 'যদে সামাজিকতা'-নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তৎসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য ও অসমোর্দ্ধত্বের কথা প্রচার করেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমত ও স্মার্ত্তানুগত বৈষ্ণবাপরাধ-মূলক লৌকিকগুরুবাদ যখন জগদ্গুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রমুখ আচার্য্যের চরণে জাতি-সামান্যবুদ্ধি বা প্রাকৃত-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিল, তখন সেই মত নিরসনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সালে ২২শে ভাদ্র মেদিনীপুর বালিঘাই উদ্ধবপুরে একটি মহতীসভার "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত" বিচার ও প্রচার করেন। ১৩১৮ সালের চৈত্রমাসে শ্রীল প্রভুপাদ কাশিম-বাজারাধিপতি (অধুনা পরলোকগত) মহারাজ স্যর মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বিশেষ আহ্বানে কাশিমবাজার-সম্মিলনীতে গমন করিয়া তথায় চারিদিন উপবাসে অবস্থান পূর্ব্বক রূপানুগ শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ বিচারের গর্হণ করিয়া-ছিলেন। ১৩১৯ সালের কার্ত্তিকমাসে প্রচারকার্য্য-বিস্তারের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রকাশের সংকল্প করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে কালীঘাটে ৪নং সা-নগর লেনস্থ একটি বাড়ীতে "ভাগবত-যন্ত্র" স্থাপন করেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গের আবির্ভাব-স্থানের মধ্যে রাঢ়-দেশের কতিপয় স্থান ভ্রমণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবতবাণী প্রচার করিয়াছিলেন। কালীঘাটে ও তৎপরে (১৩২০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে) শ্রীনবদ্বীপ-ব্রজপত্তনে 'ভাগবতযন্ত্র' স্থাপিত ও স্থানান্তরিত হইলে ঐ মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ), শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, 'গৌরসুন্দর-তত্ত্ব'-নামক শ্রীচৈতন্যলীলাবিষয়ক মহাকাব্য, শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা, শ্রীধামতত্ত্ব প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৩২১ সালের আষাঢ় মাসে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা ফাল্গুন-চৈত্র মাসের সংখ্যা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৩২৩ সালের আষাঢ়-মাসে কৃষ্ণনগরে 'ভাগবত-যন্ত্র' স্থাপন করিয়া ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশ ও প্রচারবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৩২৪ সালের ১৩ই চৈত্র গৌরজন্মতিথিতে শ্রীল প্রভুপাদ সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ, শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা ও তথায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে পরমার্থশিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে শ্রীভক্তি-বিনোদ-আসনসমূহ সংস্থাপন করেন। ইতঃপূর্ব্বে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ পুরীতে অবস্থানপূর্ব্বক ভজন ও হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন। ১৩০৯ সালে সার্ব্ব-ভৌমিক-বৈষ্ণব-কোষ 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা' সঙ্কলনের কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৩১১ বঙ্গাব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যের সমস্ত গৌরলাঞ্ছিত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া একটি সার্ব্বভৌমিক

বৈষ্ণব-কোষগ্রন্থ-সঙ্কলনের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনেন।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার ১নং উল্টাডিঙ্গিজংসন রোডে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া মধ্যমাদে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনরুদ্বোধন করেন। কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১লা হইতে ২২শে ভাদ্র পর্য্যন্ত তিন সপ্তাহব্যাপী হরিকীর্ত্তন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক কীর্ত্তনোৎসব-প্রবর্ত্তনের সূচনা। ইতঃপূর্ব্বে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামমায়াপুরে সর্ব্বপ্রথম "ভক্তিশাস্ত্রী" প্রবেশিকা-পরীক্ষার এবং তাহার বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১৩১২ সাল হইতে ভক্তিবিনোদ সার্ব্বভৌম আচার্য্য-পরীক্ষার ও শিক্ষার [illegible] পরমার্থ-শিক্ষা-মন্দির পরিচালনীয়ের প্রবর্ত্তন

বঙ্গাব্দ ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্ব হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২১শে ভাদ্র কলিকাতা-ভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহের শ্রীমূর্ত্তি [illegible] করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তথায় শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রথম শাখামঠরূপে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীনবদ্বীপের প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমন্দির ও ছাত্র-নিবাসের ব্যবস্থা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ১৩২৭ বঙ্গাব্দে মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রতিশ্রুত আনুকূল্যের দ্বারা বৈষ্ণব-মধুমার প্রচারে বদ্ধপরিকর হন। ক্রমশঃ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যান্য শাখামঠ প্রচারকার্য্যের বিস্তৃতির জন্য ভারতের সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তদনুসারে ক্রমে ক্রমে ঢাকায় শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, পুরীতে উপকণ্ঠোদ্যানমঠ, গৌরপার্ষদ বিল্বপত্রীনাথের স্থানে চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরপদাম্বর-মঠ, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্থান মোদদ্রুমদ্বীপে যোগদ্রুমচক্র, কাশীতে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ, নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংসমঠ, কলিকাতায় শ্রীসারস্বত আসন, কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ, ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডিগোড়ীয়মঠ, আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ, দিল্লীতে দিল্লীগৌড়ীয়মঠ, ঢাকা কমলাপুরে শ্রীগোপালজীমঠ, বর্ত্তমান রাজধানে আমলা-ঝোড়া প্রপন্নাশ্রমমঠ, এলাহাবাদে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ, কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, মলাবার-হংসক্ষেত্রে একায়নমঠ, পশ্চিম-গোদাবরী জেলায় শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ নগরীতে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ, নরসিংহে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ, বোম্বাইতে বোম্বে গৌড়ীয়মঠ, দ্বারকায় শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ, পাটনাতে পাটনা-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকুঞ্জবিহারীমঠ, শ্রীব্রজপত্তনমধুসূদনকুঞ্জ, পঞ্জাব-গুরুদাসপুর জেলার শেখপাল্লীতে শ্রীগৌরবিহারীমঠ, গয়াতে গয়া-গৌড়ীয়মঠ, দার্জ্জিলিংএ দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি প্রায় সার্দ্ধশতক পারমার্থিক শিক্ষামন্দির, ভক্তসঙ্ঘারাম ও শুদ্ধ-হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতের সর্ব্বত্র প্রকাশ করেন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ইচ্ছা ও প্রেরণা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম" এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শ্রীল প্রভুপাদ হৃদয়ে বহুদিন হইতে ভারতের বাহিরেও শ্রীগৌরসুন্দরের ভুবনপাবনী বাণী-প্রচারের আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের সূত্রপাত করিবার জন্য ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে "চৈতন্যমঠাশ্রিত ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজের সহিত শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ অধিকারী এম্-এ প্রভৃতিকে পাশ্চাত্যদেশে হরিকথা-প্রচারের জন্য লণ্ডনে প্রেরণ করিয়া "লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়" স্থাপন পূর্ব্বক তৎপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করাইতেছেন। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় বিশিষ্টব্যক্তির আগ্রহে বর্ত্তমান ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে লণ্ডনে "গৌড়ীয়মিশন সোসাইটি"-নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশেও প্রচারের ফলে বার্লিনে একটি 'গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়' সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্তেবাসী শ্রীসচ্চিদানন্দ শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে 'গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বিশেষ গবেষণামূলক সন্দর্ভ (Thesis) লিখিয়া লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট্' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে গত ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীমদ্ভবন মহারাজ আর্য্যাবর্ত্তদেশীয় শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত দুইজন ভক্তের সহিত বিলাত হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করিলে কলিকাতার গৌরবাসিগণ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার বর্ত্তমান সভাপতি **বৈষ্ণবরাজ মহারাজ পঞ্চশ্রীযুক্ত স্যর শ্রীশ্রীযুক্ত বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, বর্ম্মধুরন্ধর** মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা ও প্রেরণানুসারে নবদ্বীপে গৌড়ীয়মঠের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সাময়িক মুখপত্র-রূপে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২রা ভাদ্র সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়পত্র' শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারাঙ্গরূপে ১৩১০ সালের ভাদ্রমাসে কলিকাতা ২৪৩।২নং আপার সার্কুলার রোডে "গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কস্" নামক মুদ্রণ-কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। তথা হইতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিবিনয় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয়সংস্করণ, শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয় মহাশয়ের আনুকূল্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চতুর্থ সংস্করণ এবং শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ নাথ ও শ্রীযুক্ত অবিদ্যাহরণ অধিকারী মহাশয়দ্বয়ের অর্থানুকূল্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ সম্পাদন করেন। গৌড়দেশে আবির্ভূত গৌরপার্ষদগণের আবির্ভাবস্থান দর্শন ও তথায় হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য ১৩৩১ সালের ১৩ই মাঘ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমায় বহির্গত হন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কিত বিভিন্ন স্থানে ১০৮টি শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপনের সংকল্প করিয়া ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ২৭শে আশ্বিন মঙ্গলবারে, ২৯শে কাঁচাই-নাটশালায়, ১৩৩৭ সালের ১৪ই পৌষ রাজপুরে, ১০ই পৌষ কুর্ম্মক্ষেত্রে, ১১ই পৌষ সিংহাচলে, ১৩ই পৌষ কম্বুরে, ১৫ই পৌষ মঙ্গলগিরিতে এবং ১২৪০ বঙ্গাব্দে ১৯শে চৈত্র ছত্রভোগ প্রভৃতি স্থানে গৌরপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণপীঠের পূজা প্রবর্ত্তন করেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আকুমারিকা হিমাচল পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন। উড়ুপীর পণ্ডিত শ্রীমান্ অনন্তর বিঠ্ঠলাচার্য্য বৈষ্ণবেদান্তবিদ্যান্ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সেই দিগ্‌বিজয়-কাহিনী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় 'সরস্বতী-দিগ্‌বিজয়ঃ' নামক একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকার সর্ব্বদেশব্যাপী প্রচারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পত্রিকার 'হাবমণিই' নামকরণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশ করিতে থাকেন। প্রথমতঃ 'হাবমণিই'র মধ্যে একত্র ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইত। পরে শ্রীল প্রভুপাদ নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠ হইতে 'ভাগবত' নামক হিন্দী পাক্ষিক পত্রিকাপৃথগ্‌ভাবে প্রচার এবং দৈনিক হরিকথা-প্রচারের সৌকর্য্যার্থ শ্রীধামমায়াপুর-শ্রীচৈতন্য-মঠের মুখপত্র-রূপে "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমতঃ নদীয়া-প্রকাশ সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রকাশিত হইত এবং তাহার সহিত কিয়দংশ ইংরাজীও থাকিত। পরে তাহা কেবল বাঙ্গালাতে প্রকাশিত হয়। সাধারণ পাঠকগণের আকর্ষণের জন্য উহার প্রচ্ছদপটে সাধারণ সংবাদও থাকে। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল-ভাষায় 'পরমার্থী' নামক পাক্ষিক পত্র এবং আসাম-গোয়ালপাড়া-প্রণবাশ্রম হইতে অসমীয়াভাষায় "কীর্ত্তন"-নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। প্রচার-কার্য্যের জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে "দৈনিকনদীয়া-প্রকাশ-যন্ত্রালয়" ও কৃষ্ণনগরে "ভাগবতযন্ত্র" স্থাপিত আছে। 'শ্রীগৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কস্' মুদ্রা-যন্ত্রালয় বর্ত্তমানে গত ১লা জুন, ১৯৩৫ তারিখে ২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড্ হইতে বাগ্‌বাজার ১৪।৪নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

কলিকাতায় প্রচার ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংস্থাপনের আদি ইতিহাসের সহিত বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক পণ্ডিত কৃষ্ণবিহারী ভাগবতরত্ন মহোদয়ের নাম বিশেষভাবে বিজড়িত আছে। তাঁহারই প্রাথমিক চেষ্টা, আগ্রহ ও উৎসাহে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য কলিকাতায় প্রচার আরম্ভ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ সংস্থাপন করেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা-বাগ্‌বাজারের ব্যবসায়ী **শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন (ডে, বি, ডি) মহোদয়** শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া বাগ্‌বাজার-পল্লীতে কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি স্থায়ী মন্দির, কীর্ত্তন-মন্দির ও বৈষ্ণবাবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন তারিখে ১৯নং উল্টাডিঙ্গি জংসন

রোড্ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহগণকে সুমনোহর রথে স্থাপন করিয়া বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রবেশ ও তথায় মাসাধিক-কাল ব্যাপিয়া কীর্ত্তনোৎসব, পারমার্থিক সম্মিলনী আহ্বান ও ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়াছিলেন। ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের অনুসরণে শ্রীযুত পল্লিকলু পিলাই ধর্ম্মপ্রাণ মহাশয় মাদ্রাজ-নগরে রায়পেট্টা-পল্লীতে গৌড়ীয়মঠের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হল" নামক ভবন, শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরজন্মভিটায় শ্রেষ্ঠাধ্য শ্রীযুত কৃষ্ণচরণ রায় ভক্তিবিনয় মহোদয় বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মন্দির, আন্ধ্রদেশান্তর্গত জেপুরাধিপতি মহারাজ স্যর শ্রীশ্রীবিক্রম দেও বর্ম্মা বাহাদুর ডি-লিট্ হরিমন্দিরস্থ মহোদয় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের নব-মন্দির, ঢাকা-নগরে শ্রেষ্ঠ্যাধ্য-বংশাবতংস বালিয়াটির ভূম্যধিকারিগণ শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের, ইঁচৈতন্যমঠে শ্রীযুত অবিদ্যাহরণ অধিকারী "অবিদ্যাহরণ-মাটীমন্দির" এবং শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ অধিকারী ভক্তিভূষণ ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ-মন্দিরপ্রভৃতির নির্ম্মাণ-ব্যয় বহন করিয়া ভগবৎসেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৫ই অগ্রহায়ণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দিরের আনুকূল্যকারী ভগবদ্ভক্ত ভক্তিরঞ্জন মহাশয়

শ্রেষ্ঠ্যাধ্য শ্রীল ভগবদ্ভক্তিরঞ্জন

পরলোক গমন করেন। প্রতিবৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠে তাঁহার বিরহস্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষেও ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২১ সোমবার-দিবস স্বাধীন-ত্রিপুরেশ্বর মহামহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁহার বিরহস্মৃতি-সভার পঞ্চমবার্ষিক বিশেষ অধিবেশন হইবে। গত কএক বৎসরে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ তাঁহার বিরহ-স্মৃতিসভার যথাক্রমে সভাপতিত্ব করিয়াছেন :—

কলিকাতা-হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ মাননীয় বিচার-পতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল মহোদয়; সম্বোষের রাজা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মাননীয় স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি মহোদয়; বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী অনারেব্‌ল স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কে-টি মহোদয় এবং মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম্-এস্-সি মহোদয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রতিবৎসর ফুলনযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী শুক্লপক্ষের শেষ পর্য্যন্ত মাসাধিককাল অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন-উৎসব হইয়া থাকে এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-উৎসব, শ্রীবলদেব-আবির্ভাব, শ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীবামনজয়ন্তী ও শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুরের প্রকট-উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ অধিবেশন ও তাহাতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের অভিভাষণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-ব্যাখ্যান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশেষ সমারোহে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা অন্নকূট-মহোৎসব এবং মাঘীশুক্লা পঞ্চমী দিনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-উৎসব ও মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমীতে শ্রীব্যাসপূজা বা আচার্য্যপূজার বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বহু ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশ, নিত্য প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ, ব্যাখ্যান ও কীর্ত্তন হইয়া থাকে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া শুদ্ধ-হরিকীর্ত্তনের প্রবল দুর্ভিক্ষের মধ্যে হরিকথামৃত বিতরণ করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ-বিচারের পার্থক্য যাঁহারা ধরিতে না পারেন, তাঁহারা কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠানগত ব্যাপারে নানাভাবে বিমোহিত হইবার

যোগ্যতায় অবস্থিত। নিম্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কএকটি বিশেষ প্রচার্য্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

১। আধ্যক্ষিকতা ও প্রাকৃতবুদ্ধি নিরাস পূর্ব্বক অধোক্ষজ অপ্রাকৃত বিচার-প্রদর্শন।

২। বর্ণাশ্রমাতীত-পারমহংস্যধর্ম্মের সেবানুকূল হৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার পূর্ব্বক ক্রমপন্থায় হরিসেবা। অপক্ক-অবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিত্যাগের অভিনয় অথবা অহৈব-বর্ণাশ্রমের আবাহন,—উভয়ই ভাগবতধর্ম্মের প্রতিকূল।

৩। সগুণ উপাসনা, ধর্ম্মার্থকামাদি-সাধনের অভি-লাষ, মোক্ষাভিসন্ধি, পরমার্থ-যাজনের নামে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের ব্যবসায়, নির্জ্জন-ভজনাদির নামে কপটতার প্রশ্রয়, যুক্তিবিরুদ্ধতা বা অতিনৈতিকতার দৃষ্টান্তে অদ্বিতীয় ভোক্তা অপ্রাকৃত কামদেবের বিলাস অস্বীকার, অযুক্ত বৈরাগ্য, কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি বা ভক্তির নামে ভোগ কিংবা ভোগের মধ্য দিয়া ভক্তিলাভের ছলনা-রূপ কুমত পোষণ, সাধক ও সিদ্ধকে সমপর্য্যায়ে গণনা, ব্যক্তিগত হরিভজন ও সঙ্ঘগত প্রচারকার্য্যের তারতম্য-বিচারের অভাববিবন্ধন পরমার্থ-প্রতিষ্ঠানের হরিসেবার আনুকূল্যদাতাকে বিষয়ীর কুবিচারের ন্যায় বিচার বা তর্কনে মাৎসর্য্য প্রভৃতির নিরসন এবং হরিনাম-প্রচারেই যে সর্ব্বাপেক্ষা পরার্থিতা সাধিত হয় এবং 'অন্যান্য লৌকিক ও সামষ্টিক উপকারের আদর্শ শ্রীহরিনাম-প্রচার হইতে ন্যূন বা সমান'—এরূপ বহির্ম্মুখ বিচার প্রভৃতি অনর্থ-সাধারণ ভ্রম নিরাস করাই এ যুগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশেষ অবদান।

৪। অনুকরণ, কপটতা, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বতন্ত্রতা বা মনোধর্ম্মযাজন—বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। অনাবৃতআত্মার সারল্য, অকপটতা ও সদ্‌গুর্ব্বানুগত্য এবং ঐকান্তিকশরণাগতিই বৈষ্ণবধর্ম্মের মেরুদণ্ড,—ইহার আচার ও প্রচার।

৫। প্রচ্ছন্ন-লোকপ্রিয়তানুসন্ধান ও বহির্ম্মুখ-মনোরঞ্জন বিশ্বপ্রেম নহে, তাহা বিশ্বহিংসা। পরমশ্রেয়ঃ বস্তুবস্তুর প্রচার শ্রেয়ঃ না হইলেও তাহা অটুটভাবে আচার ও প্রচারই প্রকৃত বিশ্বপ্রেম ও জীবে দয়া।

৬। নামাপরাধ ও নামাভাস শুদ্ধনামকীর্ত্তন নহে। শুদ্ধ নামকীর্ত্তনের দ্বারাই প্রেম লাভ হয়। নামাপরাধ প্রেমের জনক নহে। নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধভাবে নামকীর্ত্তন-প্রভাবেই প্রেমের উদয় সম্ভব।

৭। চিজ্জড়সমন্বয়বাদ প্রেমের বিরোধী। প্রেম এক অদ্বিতীয়, তাহার বিষয়ও এক অদ্বিতীয়, তাহার উপায়ও অদ্বিতীয়। প্রেমভক্তি প্রত্যেক জীবের স্বাভাবিক আত্ম-ধর্ম্ম, তাহা দেহধর্ম্মোধর্ম্ম নহে।

৮। অর্চ্চাবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণবদম্ভগুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুবৈষ্ণবের চরণামৃতে সাধারণ জলবুদ্ধি, ভুবনমঙ্গল বিষ্ণুনামমন্ত্রে সাধারণ শব্দবুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে তদধীন দেবতার সহিত সমবুদ্ধি ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল ও ভক্তিবিনাশী ব্যাপার।

৯। মাটিয়াবুদ্ধি ও প্রাকৃত বিচারে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণচরিত্র বা কৃষ্ণের অনুশীলন হয় না। ব্যবসায়ী কথক, বক্তা, গায়কের মুখে লোকরঞ্জনোদ্দেশে যে-সকল কীর্ত্তনাদির অভিনয়, তাহা অপরাধপূর্ণ কীর্ত্তন। তদ্দ্বারা লোকের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সমূহ অমঙ্গল হয়।

১০। ভজনীয় বস্তুবিচারে শ্রীরাধাগোবিন্দই পরতত্ত্ব। অপ্রাকৃত ব্রজগোপগোপীগণের প্রদর্শিত উপাসনার পথই প্রেমলাভের উপায় ও উপেয়; কিন্তু তাহা কৃত্রিমতা, কপটতা বা ঔরপাদুগবর সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি ব্যতীত অন্য উপায়ে লভ্য নহে। সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক নিরপরাধে হরিনামকীর্ত্তনই প্রেমের সাধন ও সাধ্য। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংক্ষিপ্তসার সিদ্ধান্ত এই—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতমিতি প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকাশ-সমাপ্তি-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তির তাৎপর্য্য

ভাদ্র-পূর্ণিমা—২২-৯-৩৫

যং ব্রহ্ম-বরুণেন্দ্রুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকটি পাই, যাতে বলা হ'য়েছে—ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুতাদি দেবগণ দিব্য-স্তুতিবাক্যদ্বারা তাঁর স্তব করেন। সামগানকারিগণ তাঁর মাহাত্ম্য গান করেন। সেই বস্তুটি অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। কাল তাঁ হ'তে সৃষ্টি হ'য়েছে। তিনি কালের অধীন ন'ন বা ইহ জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ-বিশেষ ন'ন। তাঁর তত্ত্ব ব'লবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হ'য়েছে।

"লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্"

সেই সাত্বতসংহিতা বেদব্যাস রচনা ক'রেছেন, এঁর অপর নাম পারমহংসী সংহিতা বা একায়ন পারমহংস্য একগ্রন্থ। বেদব্যাস ভক্তিযোগে অবস্থিত হ'য়ে সেই অধোক্ষজতত্ত্ব দর্শন ক'রে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা ক'রেছেন। এই গ্রন্থখানি গৌড়ীয়মঠের কার্য্যারম্ভ-সময় থেকে প্রকাশ আরম্ভ হ'য়েছিল। সেটি এইবার সমাপ্ত হ'ল। এই গ্রন্থের শেষে একটি শ্লোক আছে—

"ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে।
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্॥
আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যান-সংযুতম্।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিত-সৎসুরম্॥
সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈক্যত্ব-লক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তদ্বিষ্ণোঃ কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্।"

[ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বাগ্রে নাভিপদ্মস্থিত ভবভীত ব্রহ্মার প্রতি করুণাবশতঃ এই শ্রীমদ্ ভাগবতের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই শ্রীমদ্ ভাগবত আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যভাগে বৈরাগ্য-জনক আখ্যানসমূহে সংযুক্ত হইয়া হরিলীলাকথামৃত-বিতরণে সজ্জন ও দেবগণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইহাতে নিখিল বেদান্তের সারভাগ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ অদ্বিতীয় বস্তু-বিষয়ক এবং কৈবল্যপ্রেমভক্তিরূপ একমাত্র ফল ইহাতে বর্ণিত।]

এঁর আদি, মধ্য এবং শেষে জগতের সহিত আসক্ত হ'বার কথা নাই। বৈরাগ্যাখ্যানযুক্ত হরিলীলাকথাসমূহ এতে বর্ণিত হ'য়েছে। আর একটি কথা এতে পাই—

প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহ সমন্বিতম্।
যদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্।

গৌড়ীয়মঠ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রলেন কেন, এর তাৎপর্য্য আছে। প্রথমে 'গৌড়ীয়' ব'লে একটি কাগজ এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ আরম্ভ হয়। সকলের শুভানুধ্যানের ফলে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হ'য়েছেন। যিনি ভাদ্র-পূর্ণিমাতে হেমসিংহাসনারূঢ় ভাগবত দান করেন, যিনি ভাগবতকথা দান করেন, তাঁর পরমা গতি লাভ হয়। প্রৌষ্ঠপদী—ভাদ্রমাস, পৌর্ণমাসী—পূর্ণিমাতিথি। এই দিবস বিশ্বরূপ ক্ষৌর এবং গৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক উৎসব-সমাপ্তি। 'হেম'—সুবর্ণ দ্রব্যশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ; সিংহ—পশুশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। সেই অতি মূল্যবান্ বস্তু ভাদ্রপূর্ণিমায় যিনি প্রচার করেন, তাঁর পরমা গতি লাভ হয়।

যাঁরা যাঁরা ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁদের পরমা গতি লাভ হ'য়ে থাকে। আপনারা ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করেন; সুতরাং আপনাদের পরমা গতি লাভ হ'য়েছে।

হেমসিংহ কই? আপনারা ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী, কামিনী-কাঞ্চনাশা ত্যাগ ক'রেছেন; বাক্যদণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড স্বীকার ক'রেছেন, সেজন্য আপনাদের বাহ্য সুবর্ণ নাই। কিন্তু ভগবৎকথা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্, সেই কথা বলবান্ সিংহের বলযুক্ত হ'য়ে প্রচার করা দরকার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব যে সব চেষ্টায় ব্যস্ত—কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা, সেগুলি আমাদের সম্বল নয়। কৃষ্ণই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। তিনিই আমাদের একমাত্র ধন। আমরা সেই ধনে ধনী হ'য়ে তাঁকে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রছি। হেমসিংহ-সমন্বিত ভাগবত-দান-কার্য্য আপনারা ক'রলেন। এঁর সেবাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন ক'রে আপনারা জগৎকে

দিলেন। সোনার সিংহ ক'রলে সেটা প্রাণহীন হয়; কিন্তু সিংহবিক্রমে ভাগবতকথা জগতে আপনারা প্রচার ক'রছেন। আজ তাঁর ত্রয়োদশ-বর্ষ পূর্ণ হ'ল। এই ত্রয়োদশবর্ষে যাঁরা যাঁরা যোগদান ক'রেছেন এবং জগৎকে ভাগবত দান ক'রছেন, তাঁদের পরমা গতি লাভ হ'য়েছে।

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাংগণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃত-সাগরম্।

ভাগবতকথা না শুনলে জীবন বৃথা। এই পুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং অমৃত-সাগর। অন্যান্য পুরাণ বা মহাভারতাদি কখন সম্মানিত হয়? যখন ভাগবত না থাকে।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।

ভাগবতে তৃপ্তি হ'লে অন্য কথাতে রতি হয় না। সব শ্রুতির সার চরমবস্তু ভাগবতরস পান ক'রলে অন্য রসে আসক্তি হয় না।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা।

এই পুরাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু, দেবতাগণের মধ্যে অচ্যুত এবং নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, তেমনি সকল পুরাণ-মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ।

ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশী মহত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং বিদুঃ।

সকল ক্ষেত্র অপেক্ষা ভগবৎকথা-কীর্ত্তনক্ষেত্র কাশী যেরূপ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ পুরাণ-সমূহের মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।

ভাগবত অমল পুরাণ। জগতে যেসকল অবৈষ্ণব আছেন, যাঁরা পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ ক'রবেন, তাঁদের এটি প্রিয় নয়। যাঁদের বিচার অন্যাভিলাষ বা কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, তাঁদের প্রিয় নয়। যাঁরা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় প্রযুক্ত, তাঁদেরই ইহা প্রিয়। এই গ্রন্থ মধ্যে পরমহংসদিগের ধর্ম্ম—মৎসরতা-রহিত জ্ঞান গীত হ'য়েছে। জগতে চারটি আশ্রম—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি। যতিগণের মধ্যে কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস—এই চারপ্রকার বিভাগ। মনুষ্য যে কোন আশ্রমে থাকুন, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম যতি। যতি মধ্যে সর্ব্বোত্তম-শিরোমণি পরমহংস। তাঁরা বৈষ্ণব। অবৈষ্ণব অন্যদেবপূজক 'পরমহংস' পদ ব্যবহার ক'রতে পারে না। ত্রিবর্গিগণের গন্তব্যস্থান পারমহংস্য। সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডিত্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার শীর্ষস্থান পারমহংস্য

ভাগবতে জ্ঞান; বৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত নৈষ্কর্ম্ম্যভাব আবিষ্কৃত হ'য়েছে। ফল-পিপাসা-রহিত সেবাপ্রবৃত্তিযুক্ত যা', তাই নৈষ্কর্ম্ম্য; চুপ ক'রে ব'সে থাকা নয়। কৃষ্ণেতর পিপাসা-রাহিত্যই বৈরাগ্য। ভক্তির সহিত ভাগবত শ্রবণ ক'রলে, পাঠ ক'রলে বা বিচার ক'রলে বিশেষ মুক্তি লাভ হয়, মুক্তি হ'তে মুক্তিলাভ হয়। সেবোন্মুখ না হ'লে ভগবৎ কথা বুঝ্‌তে পারা যায় না কিম্বা ভগবদ্ধামে উন্নীত হন না।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতে আর একটি শ্লোক দেখ্‌তে পাই—

কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথভগবদ্রাতায় কারুণ্যতঃ
তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি।

[যিনি কল্পপ্রারম্ভে ব্রহ্মার নিকট এই জ্ঞান-প্রদীপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, অনন্তর ব্রহ্মরূপে মহর্ষি নারদের নিকট, নারদরূপে মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট, বেদব্যাস রূপে যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকট এবং শুকদেবরূপে করুণা পূর্ব্বক মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ইহার প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ, বিমল, শোকরহিত, অমৃত, পরমসত্যস্বরূপ শ্রীনারায়ণ-তত্ত্বের ধ্যান করিতেছি।]

প্রথমে যেমন "সত্যং পরং ধীমহি" ব'লে ভাগবত আরম্ভ হ'য়েছে, শেষেও তদ্রূপ 'সত্যং পরং ধীমহি' ব'লে উপসংহার ক'রলেন।

নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে।
য ইদং কৃপয়া কস্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে।
যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে।
সংসার-সর্প-দষ্টং যো বিষ্ণুরাতমমুমুচৎ।

যে পরীক্ষিৎ মহারাজ ভারতের সম্রাট্ ছিলেন, তিনি

ব্রহ্মাণ্ড হ'তে ভাগবত শ্রবণ ক'রে পরম মুক্তি পেয়েছিলেন। আমরা যে কথাগুলি আলোচনা ক'রছি, সেগুলি সূত গৌনকাদির নিকট ব'লেছিলেন

তবে তব কথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।
তথা কুরুষ সেবেশ নাথবান্ নো যতঃ প্রভো॥

নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥

সেই হরিকে আমরা সকলে নমস্কার করি। ভাদ্রপূর্ণিমাতে এবৎসরের মত ভাগবতপাঠ শেষ হ'ল। আবার নূতন উদ্যমে ভাগবতকথা প্রচার ক'রতে হ'বে।

"বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ

(শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সারস্বত-শ্রবণ-সদন, ১৩-৯-৩৫)

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্।

[শ্রীগুরুদেবে গুরুবর্গকে, শ্রীবাসাদি ঈশ-ভক্তগণকে, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশসকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি।]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের লীলাবর্ণনের বিচারে প্রথম মুখে ব'লেছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞাটি কোন একটি নশ্বর লোকের কে কথা মাত্র নয়; কিন্তু ইহা ব্যাপকতা-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। গুরূন্—গুরুবর্গকে, বহুবচনের পদ; ঈশ-ভক্তান্—ভাগবত পরমহংস বা বৈষ্ণবদিগকে; ঈশম্—ঈশ্বরকে, এখানে একবচন; আর ঈশাবতারান্—ঈশ্বরের অবতারসমূহকে; তৎপ্রকাশান্ তাঁর প্রকাশাদিকে তচ্ছক্তীঃ—তাঁর শক্তিদিগকে;—এঁদের সকলেই কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁদের পরস্পরের সেই পার্থক্য আলোচনা আবশ্যক। যাঁরা বলেন, ভগবদ্বস্তু নির্ব্বিশেষ, তাঁদের চিদ্বৈচিত্র্য বা চিদ্বিশেষের আলোচনার আবশ্যক হয় না। কিন্তু সবিশেষ বিচারপর ব্যক্তিদিগের বিচার-মধ্যে ভগবান্ এবং তাঁর যে বিশেষ অর্থাৎ প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য, তাহা তদন্তর্নিবিষ্ট আছে। অনেকে বিচার করেন—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্"

শ্রুতি এই কথা ব'লেছেন। বেদান্তের সম্প্রদায় কি প্রকারে এক অদ্বিতীয় বস্তুতে ভেদ কল্পনা করেন? "তদ্বৈ দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" বিচারে দ্বিতীয় বিচার যদি হয় অর্থাৎ এক বস্তু ব্যতীত দ্বিতীয় অনুভূতি থাকলে তত্ত্ব ব'লে একটী বৃত্তি এসে উপস্থিত হয়। সেই ক্ষেত্রে এক বস্তুর সবিশেষ-বিচারপরগণের বস্তুর বিশেষ-রাহিত্য-কল্পনাকারীর সহিত মতভেদ হ'চ্ছে। বস্তুটি যদি নির্ব্বিশেষ হয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে যদি বিচিত্রতা বা বৈশিষ্ট্য না থাকে, তবে জগতের বিশেষ বা বিচিত্রতা একের ব্যাঘাতকারক হয়। তাতে দুইটি বিচার এসে উপস্থিত হয়। জগতে কতকগুলি সংখ্যাকারী আছেন, তাঁরা বিচার করেন—২৪টি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব আছেন, তাতে তত্ত্ব ত' এক হ'ল না; চব্বিশটি হ'য়ে গেল। আবার ভাগবতে আঠাশটি তত্ত্বের কথা বলেন; তবে কি ভাগবতের বিচার-প্রণালীও বেদ হ'তে পৃথক্? তা' নয়।

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।

[যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষতত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।]

যে সকল বেদমন্ত্র নির্ব্বিশেষের বিচার করেন, নির্ব্বিশেষ বিচার ক'রতে গিয়ে সে সকলে শেষে বিশেষের বিচারই লক্ষিত হয়। প্রাকৃত রাজ্যে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের বিচার-প্রণালী। সেজন্য সাধারণ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাকৃত জগতের ধারণা নিয়ে তদতিরিক্ত ধারণা ক'রতে গেলে জড়বিশেষ-বিচারকে রহিত ক'রে নির্ব্বিশেষবিচারকে আবাহন করে। এখানে যেমন, এই যে "নির্ব্বিশেষ" শব্দটি ব্যবহার হ'চ্ছে— যে, বিশেষরহিত তিনি, বিশেষযুক্ত

নন, এতে বুঝতে হ'বে এই বিশেষটি প্রকৃতির অন্তর্গত। প্রকৃতির অন্তর্গত বিশেষে তিনি বিশিষ্ট নন, তার ব্যতিরেক ভাব তাতে। এখানে প্রত্যেক বস্তু সসীম—সীমা-বিশিষ্ট, তিনি অসীম—বৈকুণ্ঠবস্তু। এখানে প্রত্যেক বস্তু পরস্পরে বিরোধধর্ম্মী, তাতে যে বিশেষ, তা'তে সেরূপ বিরোধধর্ম্ম নাই, সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হ'য়েছে তা'তে। এখানকার বস্তু কালকোভ্য—পরিবর্ত্তনশীল, সেখানে তাদৃশ কোন কথা নাই। এখানকার প্রত্যেক বস্তু বিকারযোগ্য, সেখানে তা নয়। এখানে বহুত্ব, সেখানে একত্ব।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।

[সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সাহায্যে কোন কার্য্য নাই; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত-দেহ ও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় নাই। তিনি পরাৎপর বস্তু। তাঁহার সমান বা অধিক কোন বস্তু নাই। তিনি অবিচিন্ত্য পরা শক্তির আধার। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সন্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা।]

এখানে যেমন কারণরূপ মৃত্তিকা হ'তে ঘটাদি বহু প্রকার মৃন্ময় পদার্থ প্রস্তুত হয় এবং তাহারা বিশেষ ধর্ম্ম বা ভেদ-ধর্ম্মে অবস্থিত হয় সেরূপ সেখানে সেই একটি জিনিষ,তিনিই মূল নিমিত্ত কারণ, তাঁ হ'তেই সকল বিশেষ-ধর্ম্ম উদ্ভূত। সেখানে (অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে) নিত্যত্ব, এখানে (প্রাকৃতজগতে) তাঁর অভাব; সেখানে পূর্ণজ্ঞান, এখানে অজ্ঞান-দ্বারা আচ্ছন্ন হবার যোগ্যতা বর্ত্তমান; সেখানে পূর্ণানন্দ, এখানে আনন্দাভাব হ'য়েছে—সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। কালের দ্বারা বাধ্য-প্রাপ্ত—পরিমাণযুক্ত বস্তু—সকল এখানে, সেখানে তাহা নহে। তিনি সর্ব্ব-শক্তি-সম্পন্ন, বিশেষধর্ম্ম তাঁতে অবস্থিত। জড়জগতের বিশেষধর্ম্মে যে অভাব ও আংশিকতা, তাঁতে সেরূপ নাই। তিনি চিৎ সবিশেষ, জড়সবিশেষধর্ম্ম তাঁ'তে নাই। অচিদ্বিশেষ তাঁ'তে ও জড়সবিশেষ আমাদের বিচারে পার্থক্য এই যে, জড়সবিশেষ আমাদের জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা ভোগ্য আর চিৎসবিশেষ তাদৃশ জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্য ব্যাপার নয় পরন্তু আমাদের সচ্চিদ্রিয়দ্বারা তিনি সেব্য। এই বিচারটি দেখা'বার জন্য শ্রীল রূপপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে ব'লেছেন—

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।

[সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই (স্বরূপ-লক্ষণময়ী) সেবার দুইটি তটস্থ লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।]

আমরা হৃষীকের দ্বারা বস্তুর সেবা করি না, বস্তু থেকে সেবা গ্রহণ করি। এখানে যে বস্তু আছে, তা' থেকে সেবা গ্রহণ করি, হৃষীকেশের ভোগবিবর্দ্ধনের দ্বার না ক'রে নিজের ভোগ-চেষ্টায় প্রমত্ত হ'য়ে পড়ি। কিন্তু জগৎকে ভোগ্য ব'লে বিচার ক'রে সাধনেও ভগবদ্বস্তু আমাদের সে বিচারের অন্তর্ভুক্ত নন, তিনি ভোগ্য নন। সেজন্য বেদ ব'লেছেন—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" ইত্যাদি।

অর্থাৎ কারণ হ'তে কার্য্যের উৎপত্তি, কার্য্য থেকে কারণ নয়। তিনি (ভগবান্) কারণ-জাতীয় বস্তু, কার্য্য-জাতীয় নন। জগতের কার্য্য ধ্বংসশীল, পরিবর্ত্তন-যোগ্য। তাঁর কার্য্য সেরূপ নয়, তা' অপরিবর্ত্তনীয় এখানকার ন্যায় (ধ্বংসশীল) কার্য্যের (ধ্বংসশীল) কর্ত্তা তিনি নন। সেখানকার কার্য্যের সঙ্গে এখানকার কার্য্যের অনুবৃত্তি একতাৎপর্য্যপর নহে। এখানকার কার্য্য কিরূপ?

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।

যে সকল ভগবৎসেবাপর জীব তাঁর সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সেই সেবা-কার্য্যের ফল-ভোক্তা নন। ভগবানের সেবা-কার্য্য তাঁর সেবক-দ্বারা সাধিত হ'চ্ছে, কার্য্যের ফল গ্রহণ ক'রছেন—ভোগ ক'রছেন সেই ভগবান্ই। প্রাকৃত লোক যেমন বিবর্ত্ত-বুদ্ধিতে কার্য্যের কর্ত্তা অভিমানে কার্য্য করে, সেরূপ অভিমান তাঁ'তে নাই। এখানে যেমন আমরা আমাদের করণের সাহায্য নিয়ে কার্য্য করি, তিনি তদ্রূপ কোন বস্তুর সাহায্য নিয়ে কর্ম্ম করেন না। তিনি শক্তিমান্ বস্তু, শক্তিজাতীয় নন। তাঁহা

হইতে ভাব পৃথক। জগতের সহিত 'ভাব' একতাৎপর্য্যপর নহে।

বেদে আছে সমস্ত পদার্থসকলের মধ্যে সমান, উর্দ্ধ ও অধঃ বিচার আছে কিন্তু তিনি অতুলনীয়, অসমোর্দ্ধ, তাঁহার তুলনা নাই, তিনি একটীই তিনিষ। 'অন্য' শব্দ একাধিকের পর; তিনি একজন, তাঁর শক্তি অনেক প্রকার। শক্তির কর্ত্তা তিনি। শক্তিতে তিনি যে আকর্ষণের বিধান করেন, তদ্দ্বারা শক্তিরাও শক্তিমৎএর অনুভবে সমর্থ হয়। যাঁরা শক্তির বিচারে শক্তিমৎ বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁদের বিচারে ভুল হয়।

পরেশ্যা শক্তিঃ—তাঁর পরাশক্তি—নিজশক্তি, তা' হ'তে তাঁর অন্তরঙ্গ শক্তি। অপরার সহিত পরা এক নয়। যেমন

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।

পরা শক্তি কি? না যাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিশক্তির বিভুত্ব ও অণুত্বের ক্রিয়া লক্ষিত হ'চ্ছে। অণুচিৎপদার্থেও এসব আছে। অণুসম্বিতে অণুসন্ধিনী ও অণুহ্লাদিনী আছে। কিন্তু এঁরা পরা-শক্তির অংশ-বিশেষ, পৃথক্ শক্তিমৎ তত্ত্ব নহেন। এজন্য তাঁদেরকে তটস্থা বলা হয়। পরা শক্তির তটে অবস্থিত হ'লে জীব মুক্ত আর অপরাশক্তির তটে অবস্থিত হ'লে জীব বদ্ধ। জীব যখন প্রকৃতি এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের বিচারে প্রবিষ্ট হয়, তখন অপরা শক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গুরু হ'য়ে জগতে মানব-জাতির চেতনা সম্পাদন ক'রলেন। অচেতনজীব জড়তা বা অপরা অচেতনশক্তির অন্তর্ভুক্ত ব'লে আপনাকে মনে করে। পরা শক্তির কথা তা'দের নিকট অপূর্ব্ব ব'লে মনে হয়। অপরা শক্তি মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হ'য়ে জীব নিজ বিবেচনা-শক্তি হারিয়ে ফেলে, তাতে সে পরবশ হ'য়েও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক ব'লে মনে করে—"ময়া (মায়য়া) সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতমভিপদ্যতে।" মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতির অভাবে অহঙ্কার-ধর্ম্ম প্রবল হ'য়ে 'আমি কর্ত্তা' এ বুদ্ধি প্রবল হয়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীচৈতন্যদেবমূর্ত্তিতে গুরু বেষ নিজে নিত্যকাল ধারণ ক'রে—গুরুসকল হ'য়ে জীবের চেতন সম্পাদন ক'রছেন—প্রকৃত মঙ্গল বিধান ক'রছেন।

গুরুকে মনুষ্যজাতীয়-জ্ঞানে কৃষ্ণচৈতন্য হ'তে পৃথক্ মনে করা উচিত নয়। গুরু তিন প্রকার—(১) দীক্ষাগুরু—যিনি দিব্যজ্ঞান—পূর্ব্ববস্তুর জ্ঞান লাভ করান। (২) শিক্ষা-গুরু—কি রীতি অবলম্বন ক'রে দিব্যজ্ঞানের বিচার লাভ করা যায়, তার ব্যবস্থা যিনি করেন। আর (৩) চৈত্যগুরু-রূপে উপস্থিত হ'য়ে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুরূপে তিনি যে কথা বলেন, তা ধারণার সুবিধা দেন—ধারণা করবার শক্তির জন্য প্রেরণা দেন। চৈত্যগুরু হৃদয়ে উপস্থিত হ'য়ে অন্তর্য্যামিরূপে, দীক্ষাগুরু এবং তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হ'বার জন্য যে ক্রিয়া-কলাপ আবশ্যক অনর্থনিবৃত্তির শিক্ষক সূত্রে তা' তিনি বলেন, সেই শিক্ষাগুরু—এতদুভয়েরই কথা গ্রহণের শক্তি দেন। চৈত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত বহির্ম্মুখ (শিক্ষাগুরুই হউন আর দীক্ষাগুরুই হউন। গুরুর কথা বুঝা যায় না, তাঁর কৃপালাভ হয় না—চিত্তের মলিনতা দূর হয় না, শিক্ষা দৃঢ় হয় না। চৈত্যগুরুই কৃপা ক'রে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর কৃপা-গ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করেন। চৈতন্যদেব স্বয়ংই দীক্ষাগুরু-সূত্রে দিব্যজ্ঞান,—অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রদান করেন, নিজাভিন্ন শিক্ষাগুরুসকলকে প্রেরণ ক'রে সেই ভক্তি সংরক্ষণ করেন; এবং নিজেই চৈত্যগুরু হ'য়ে সেবোন্মুখ মুক্তজীবহৃদয়ে সেই দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করবার শক্তি দেন।

'ঈশভক্তান্'—ঈশ্বরের সেবা-কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত যাঁরা, তাঁরাও চৈতন্যদেবের সেবক বিগ্রহ। আশ্রয়-জাতীয় সেবকরূপে চৈতন্যদেব গুরুর অধীন অনুপরিচর্য্যা-কারক ব্যক্তিদিগের দ্বারা গুরুর আনুগত্যের আদর্শ শিক্ষা দেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁরা লঘু নন, গুরুর গুরু। যাঁরা তাঁদের গুরুস্থানীয় জ্ঞান করেন না, তাঁরা অধঃপতিত। চৈত্য গুরুর কৃপা না হ'লে এই সকল উপলব্ধির বিষয় হয় না।

ঈশ্বরের ভক্ত পৃথক্ তত্ত্ব নন। চৈতন্যদেব স্বয়ং তাঁদের উপাস্য। তাঁরা অন্য কা'কেও জানেন না। চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট, ভক্তিযুক্তব্যক্তিগণই চৈতন্যদেবের উপাসনা করেন। অচেতনধর্ম্ম আর কিছুই নহে, যেখানে চেতনের ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। ভক্তিহীন ব্যক্তিই অচেতন জড়প্রায় অন্যাভিলাষী কর্ম্মী বা জ্ঞানিব্রুব।

নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।

জীবন আছে ব'লছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন-শূন্য অচেতন। ভগবৎসেবা না করায় তা'দের মধ্যে স্বাধীনভাব ভোগবিচারের জড়তা প্রবেশ করে, তারা অনাচিন্তাস্রোতে ধাবিত হয়। মানুষের সর্ব্বক্ষণ—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবৎসেবার বিচার না থাক্‌লে জড় অচিৎ এসে তাকে গ্রাস ক'রবে—মানুষ অচেতন হ'য়ে প'ড়বে। অচিৎএর কবলে কবলীকৃত জীব হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হ'য়ে পড়ে; সকল বস্তুতে ভগবৎসেবাসম্বন্ধ না দেখার দরুণ সেই সকল বস্তুর ভোক্তা বা কর্ত্তা অভিমানে বিপথগামী হয়। ঈশ্বরের ভক্ত অন্যাভিলাষী, ভোগপর কর্ম্মী বা ভোগরহিত অভক্ত নন, তাঁরা জড়ের সেবা করেন না অভক্তই জড়ের সেবা করিয়া প্রভু হইবার বাসনা করে। ভক্তিই ভক্তের সম্পত্তি। ভক্তের সেবাপ্রবৃত্তিটি কিরূপ. তিনি কার সেবা করেন, তা'তে ব'লছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন।
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়।
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।"

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কোন স্থানে কোন ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর সেবা তাঁরা করেন না। অব্যভিচারিণী 'কেবলা অহৈতুকী ভক্তি—আত্মারামারাধ্যা ভক্তি—নিত্য কালের আত্মার বৃত্তি ভক্তি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাতেই তাঁরা নিযুক্ত থাকেন।

"ঈশাবতারকান্"—ঈশ্বরের অবতার সকল—যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি; অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—এঁরা সবই অবতার। অবতারী পরতত্ত্ব স্বতন্ত্র।

"তৎপ্রকাশান্"—তাঁহার প্রকাশ-সমূহ; বিভিন্ন প্রকাশ —যেমন অর্চ্চা-প্রকাশ, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর-প্রকাশ। এঁরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।

"তচ্ছক্তীঃ"—তাঁর শক্তিসমূহ যাঁরা শক্তিমানের পূজা করেন, শক্তিমাত্রীয় যাঁরা।

শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে পৃথক্ স্থিতে যে বিবর্ত্তগ্রস্ত বিচার, তা'তে ভেদের অধিষ্ঠানের আরোপ ক'রলে পূর্ণতম শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ব্বালীক হ'য়ে আশ্রয় করা হয় না। 'হৈতে তদ্রাজ্ঞ জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ —এই সব ভ্রম।' স্বরূপভ্রান্ত জড়ভোগী বা জড়ত্যাগী জীব শ্রীচৈতন্য-বিমুখ হওয়ায় তা'র নানাবিধ ঔপন্যাসিক রচনা মনঃকল্পনার সহায়তা করে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত নিষ্কপট জনগণের অমৃত ক্রমপরায়ণশীল শিক্ষা লাভ ক'রলে পাপজীবসকলের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রতিবিম্বরূপা ধারণা-শক্তি লাভ ঘ'টবে। বক্রী বিচার-ভ্রষ্ট চৈতন্য-বিরোধিগণের অহঙ্কার-বিমূঢ়াক্ততাই সিদ্ধ হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

'শ্রীগৌড়ীয়ে'র সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১৭ই নবেম্বর মথুরা হইতে ভরতপুর ষ্টেটে গমন করেন, তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া ১৮ই নবেম্বর মথুরা ও তথা হইতে রাধাকুণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯শে নবেম্বর শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে মথুরা এবং তথা হইতে কোশীকল্যাণে যাত্রা করেন। তথায় পৌঁছিয়া ডাক্তার ভাগন সিং, ষ্টেশন মাষ্টার কৃষ্ণবিহারী লাল ও মিউনিসিপাল সেক্রেটারী উমাশঙ্কর প্রমুখ মহাশয়গণের গৃহে কীর্ত্তন ও ভাগবত পাঠ হয়। তাঁহাদের নিকট হরিকথা-শ্রবণকারিগণের মধ্যে শ্রীমথুরানাথ আগরওয়ালা জমিদার, শিবদাস আগরওয়ালা, অ্যাসিষ্টাণ্ট্ ফরেষ্ট অফিসার, মথুরানাথ চৌল ইন্‌স্পেক্টর, লালা দুলিচাঁদ গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টার, লালা মনোহর লাল প্রোপ্রাইটার মকসল রেজুইন ফ্যাক্টরী, ডাঃ সুখবাসী লাল চতুর্ব্বেদী

প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোলীকলাতে কএকদিন হরিকথা প্রচার করিয়া প্রচারদ্বয় ২৪শে নবেম্বর তথা হইতে মথুরা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ২৫শে নবেম্বর মথুরা হইতে আগ্রা গমন করিয়া ঐদিবসই আবার মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ২৬শে নবেম্বর মথুরা হইতে বাধাকুণ্ডে গমন করিয়া পুনরায় মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ২৮শে নবেম্বর তাঁহারা মথুরা হইতে এলাহাবাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাত্রা করেন। তথায় ৩০শে নবেম্বর কুম্ভমেলার চন্দ্রার্জ্জঅফিসার মিঃ এইচ্, জে, টেলর আই-সি-এস্ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ ভগবৎকথা আলাপ করেন ১লা ডিসেম্বর তাঁহারা এলাহাবাদের অবসর-প্রাপ্ত চীফ্ জাষ্টিস্ স্যর শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একঘণ্টারও অধিককাল হরিকথা বলেন। মুখোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্গের বিশ্ব-মঙ্গলপ্রদ প্রচারকার্য্যে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে ও গৌড়ীয়-ভাষ্যকারদি ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ-দর্শনে গোস্বামিপ্রভু ও স্বামীজী বিশেষ প্রীত হন। তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা "তিনি ভগবদিচ্ছায় এখন যেমন রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইয়াছেন, তেমনই সেই অবসরকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অনুশীলনে নিযুক্ত করিয়া কালের প্রকৃত সদ্ব্যবহারের আদর্শ প্রদর্শনমুখে নিজমঙ্গল-লাভের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তপ্রদেশবাসীরও নিত্য মঙ্গলান্বেষণে সহায়তা করিয়া যুগপৎ স্ব ও পরহিত-সাধন-চেষ্টায় তাঁহার জীবনসার্থক করুন—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হউন।" ঐদিবস প্রচারদ্বয় এলাহাবাদে বেথিয়ার মহারাণী সাহেবার হাউস্‌হোল্ড কণ্টোলার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু মহাশয়ের সহিত কিছুক্ষণ হরিকথা আলাপ করেন। ইনিও বিশেষ সজ্জন এবং হরিকথায় শ্রদ্ধাবান্।

৩রা ডিসেম্বর প্রচারদ্বয় এলাহাবাদ হইতে কাশী যাত্রা করেন। তথায় তাঁহারা গত ৪ঠা ডিসেম্বর কাশীর কমিশনার শ্রীযুক্ত পান্নালালজীর আমন্ত্রণে শ্রীযুক্ত শ্যামমোহন শ্রীবাস্তব আই সি-এস্, ক্যাপ্টেন এ, সি, ব্লাণ্ডেন ও কাশীর সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায়সাহেব শ্রীযুক্ত আনন্দস্বরূপ প্রমুখ সজ্জনগণ এবং ৫ই ডিসেম্বর কাশী য়িউনিসিপ্যালিটীর একজিকিউটিভ্ অফিসার ঠাকুর রাম সিং ও ইন্‌কামটাক্স্ অফিসার ঠাকুর কানুহাইয়া সিং মহোদয়দ্বয় ও ৬ই ডিসেম্বর কাশীর কালেক্টার মিঃ টি, জে, হ্যাটন প্রভৃতি কাশীর কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ কএকদিন কাশী-শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিয়া গত ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ৬ই ডিসেম্বর কাশী হইতে যাত্রা করিয়া ৭ই ডিসেম্বর প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হন। তিনি ঐ দিবসই কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের কমিশনার মিঃ এ. জে, ড্যাশ্ আই-সি-এস্ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা আলোচনা করেন। গত ১৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণে কমিশনার বাহাদুর শ্রীধামমায়াপুর-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। গোস্বামিপ্রভু গত ৯ই ডিসেম্বর সোমবার কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর যাত্রা করেন।

গত ১৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর-যাত্রা করেন। তথায় কএকদিবস অবস্থানপূর্ব্বক গত ২০শে ডিসেম্বর শুক্রবার আনাদমেদে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

আগামী কল্য (২২।১২।০৫) প্রাতেরিগিওয়ালা শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ বন মহারাজ লণ্ডন হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

১৪শ খণ্ড} শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই পৌষ, ১৩৪২; ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ {২১শ সংখ্যা

সংসার ও ভক্তি

[ ]

অনেকে সংসারে অনাসক্তভাবে বাসের উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বা বহির্মুখ-সংসারকেই ভগবানের আদিষ্ট কর্ত্তব্য-পালনের স্থান মনে করিয়া মুখে ভগবানের দোহাই মাত্র দিয়া মনকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক সংসারের নানা-প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা-সত্ত্বেও সংসার-ভোগেই প্রয়োচিত করিয়া থাকেন। লৌকিক ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সংসারে অধিকতরভাবে অভিনিবিষ্ট হইবার উপদেশের ছলে এই সকল প্ররোচনা পাওয়া যায়। আবার মায়াবাদি-সম্প্রদায় সংসারের সকল জিনিষের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসংসারেরও অনিত্যতা প্রচার করিয়া থাকে। যাহারা এই উভয় প্রকার চিন্তাস্রোতের ঘূর্ণিপাকে পতিত, তাহারা সংসারাবর্ত্ত হইতে কোন দিন উদ্ধার লাভ করিতে পারে না, তাহাদের ভক্তিলাভ ত' হয়ই না। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া খট্টাভাবে ভূমি-শয্যা অবলম্বনের ন্যায় কেহ কেহ যে সাময়িক সংসার-বৈরাগ্য বা শ্মশান-বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহার প্রতিক্রিয়া সংসারের প্রতি প্রবল আসক্তিই জন্মাইয়া দেয়। সৌভরি প্রভৃতি ঋষি সংসারে বৈরাগ্য প্রদর্শন করিবার পরও সংসার ভোগের পুনরাসক্তি দেখাইয়াছিলেন। কৃষ্ণে আসক্তি ব্যতীত —কৃষ্ণের সহিত নিত্যসম্বন্ধ-স্থাপন ব্যতীত অনাসক্তির ছলনাও দ্বিতীয় প্রকার সংসার বা নাস্তিকতা। নিরীশ্বর নাস্তিকগণ বা তথাকথিত দেশের কর্ত্তব্য-পালন-বাদিগণ সংসার-আবর্ত্তে পতিত দুর্গত জীব।

সংসারাসক্তি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; সংসার-প্রবৃত্তি

প্রত্যেক জীবেই স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক বৃত্তি বা স্বাভাবিক ধর্মকে কখনও উচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। স্বভাবের যে বিকৃতি বা বিপথ-গমন, তাহারই মোড় ফিরাইয়া দিলে অকৃত্রিম স্বভাব নিত্য স্বাস্থ্য ও মঙ্গল আনয়ন করে। আমাদের চেতনের বৃত্তিতে যে কৃষ্ণ-সংসারের সংসারী হওয়ার—কৃষ্ণ-সংসারে আসক্ত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহাই বর্ত্তমানে বিকৃত ও অনিত্যবস্তুতে নিযুক্ত হইয়া বন্ধদশার উদয় করাইয়াছে। মুক্তগণই কৃষ্ণ-সংসারে আসক্ত বা কৃষ্ণ-সংসারে আসক্তিই প্রকৃত মুক্তি।

ইহা বস্তু হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নিত্য যোষিৎ গোপীগণ কৃষ্ণ-সংসারে আসক্ত। তাঁহাদের সংসারের ভৃত্যানুভৃত্য হইবার জন্য মহাযোগী শিব-ব্রহ্মাদি দেবতা, এমন কি উদ্ধব পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করেন। সেই গোপীগণ কুরুক্ষেত্রের সমবেতগণকে কি বলিয়াছিলেন?—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥
(ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

গোপীগণ ধ্যানযোগিগণের ন্যায় কৃষ্ণের ধ্যানপরায়ণ নহেন; কেন না, কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট দূরের বিষয় নহে। তাই তাঁহারা কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

চিত্ত কাড়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
বল করি, নারি কাড়িবারে।

গোপীগণের দেহ-স্মৃতিই নাই, তাঁহাদের আর কিরূপে সংসার থাকিবে? দেহই ত' সংসারের মূল। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টাই তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছে। তাই তাঁহারা বহুদিনের পর সমবেতগণকে কৃষ্ণকে পাইয়া বলিয়াছিলেন,—

দেহ-স্মৃতি নাহি যাঁ'র, সংসারকূপ কাঁহা তাঁ'র,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্র-জলে * কান্তি-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে দেহ' তাঁ'র পার॥

চৈঃ চঃ ম ১৩।১৪২

কৃষ্ণ-সংসার-সেবার দৃঢ়তার গণনা ও নিষ্ঠাই—ভক্তি, আর তৎপ্রতি উদাসীনতা, নিরপেক্ষতা বা বিরাগই—অভক্তি বা মায়ার সংসার। সাধারণের নিকট 'ভক্তি' শব্দের বিকৃত অর্থ প্রচারিত। ভক্তির সংজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া কোন কোন জড়সংসার-বদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভক্তিকে কাম-ক্রোধের ন্যায় বৃত্তিবিশেষ বলিয়াছেন। কাম-ক্রোধাদি যেরূপ হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা, ভক্তিও সেইরূপ কোন উচ্ছ্বাস-বিশেষ বা ভাব-প্রবণতা-বিশেষ বলিয়াই অভক্তি-রাজ্যে পণ্ডিত গণ-মতের ধারণা। ভাব-প্রবণতা-ব্যঞ্জক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ বা মানসিক ব্যাপারগুলি সাধারণের নিকট ভক্তি বলিয়া বিদিত; কিন্তু ভক্তিদেবী অব্যভিচারিণী। এক অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত উত্তমা ভক্তি আর কাহাকেও স্বীকার করেন না। ভক্তির মূল মহাজন শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

সমস্ত জড় উপাধি হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্তি, কৃষ্ণপরতা-হেতু নির্ম্মলতা, সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণই ভক্তি। অনেকে কৃষ্ণাভিমানকেও উপাধি মনে করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণাভিমান পরিত্যাগ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকে জড়-উপাধিতে অতি-নিবিষ্ট মনে করেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণাভিমানকে জড়-উপাধির ন্যায় জ্ঞানই মায়ার সংসার ও অভক্তি। কৃষ্ণপর না হইয়া যে নির্ম্মলতার অভিনয়, তাহারও কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণ-সেবকই প্রকৃত-প্রস্তাবে নির্ম্মল।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু উত্তমা ভক্তির লক্ষণে বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা ব্যতীত অন্য অভিলাষ-শূন্যতা, নির্ব্বিষয়জ্ঞান, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনুকূল-ভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি।

ভক্তির সহিত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির বিভ্রম-চেষ্টা বা গৌণাশ্রিত বিষয় যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহাদের উদারতার ছলনা অনর্থযুক্ত দুর্ব্বল পক্ষের পক্ষপাতী মাত্র। বস্তুতঃ ভক্তি

নিরপেক্ষা, সবলা, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ও নিত্যা। তাহা নিত্যা, মুক্ত, শুদ্ধ আত্মার অহৈতুকী বৃত্তি, জীবের পরম ধর্ম্ম।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥
(ভাঃ ১।২।৬)

জলের সহিত কিঞ্চিৎ দুগ্ধমিশ্রিত বা চেলাল মিশাইবার পক্ষপাতিত্ব করিয়া ভেজাল-দুগ্ধ-বিক্রয়কারিগণের প্রতি উদারতা দেখাইলে খাঁটি দুগ্ধ-পানের ফল দেখা যাইবে না।

জয়দেব কবি গীতগোবিন্দে গাহিয়াছেন,—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥
(গীতগোবিন্দ ৩ সঃ ১)

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা—যাহা অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সম্ভোগের জন্য বিহিত, সেই রসের মূল আশ্রয়ই শ্রীরাধা। 'সং' অর্থে—সম্যক্, সারভূতা যে রাসলীলা-বাসনা, তাহা দ্বারা আবদ্ধ যে শৃঙ্খলরূপ শ্রীরাধিকা, তাঁহাকেই হৃদয়ে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ব্রজসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ-সেবার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ যিনি, সেই শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর আনুষঙ্গিকেপাঙ্গ কৃষ্ণসেবার উপায়ন। তিনি কৃষ্ণময়ী, অন্তরে বাহিরে তাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছা; এই-সকলই তাঁহার নাম রাধা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় বলা যায়,—

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

এই কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিই যাঁহার একমাত্র ব্রত, তাঁহার অনুগত জনগণের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণ-সংসারে প্রবেশ, তাহাই রূপানুগ-গণের ভক্তি।

বহির্ম্মুখ-সংসারে 'সং' অর্থাৎ অভিনয়ই সার, তথায় বাস্তবতা কিছুই নাই। এই সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অনেকে ইহাকে 'মিথ্যার সাম্রাজ্য'র সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহার তিক্ত অভিজ্ঞতায় অনেক ছড়াও রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণের সংসার সম্যক্ সারভূতা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টায় পরিপ্লুতা। তাহাতে তাহা পরম বাস্তব বস্তু। শ্রীরূপানুগ-বর শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় একান্ত সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিরই শ্রীরাধাগোবিন্দের কুঞ্জসেবার সংসারে প্রবিষ্ট হওয়া যায়।

যাঁহারা কৃষ্ণসেবার সংসারের সন্ধান পান নাই, সেই সকল অজ্ঞাভিনিবিষ্টব্যক্তি নিরীশ্বর ও সেশ্বরনৈতিক হইয়া এই সংসার ভোগ করিবার জন্য নানাপ্রকার পাটোয়ারী বুদ্ধি আঁটিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন,—নীতি-পালন বা কর্ত্তব্যপালনই ধর্ম্ম, ইহাই ঈশ্বরের সেবা; সুতরাং সংসারে সুখে বাস করিতে হইলে অর্থাৎ অন্যভাষায় বলিতে গেলে—সংসার ভোগ করিতে হইলে সামাজিকনীতিগুলি পালন না করিলে অপরের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা সাংসারিক সুখ-ভোগের বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং তাঁহারা কর্ত্তব্য ও নীতিপালনকে সংসারভোগের বাহন করিয়া নিরীশ্বরনৈতিকরূপে সংসারের অবশ্যম্ভাবী শত শত বাধা-বিঘ্নগুলির সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনের অবসান করিয়া থাকেন।

আর একশ্রেণীর বাকি সেশ্বরনৈতিক সাজিয়া বলিয়া থাকেন,—এই সংসার ভগবান্‌ই দিয়াছেন। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, লৌকিক আত্মীয়-স্বজন, দেশ, সমাজ—সকলই ভগবানের সৃষ্টি। সেই সকলের সেবা না করিলে—সেই সকল রক্ষা না করিলে ভগবানের আদেশ ও ইচ্ছা অমান্য করা হয়। কেহ কেহ প্রবৃত্তিধর্ম্মের বশীভূত হইয়া বলেন,—"যাঁহারা নিবৃত্তজীবন লাভ করিয়াছেন বা যাঁহারা লৌকিক সংসারে উদাসীন, তাঁহারা ভগবানের অভীপ্সিত সৃষ্টিরক্ষাকার্য্যে বাধাপ্রদানকারী", সুতরাং ঈশ্বরের দোহাই দিয়া সংসারধর্ম্মপালনের নামে সংসারভোগ, ঈশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা বা সংসারপ্রবাহরূপ ব্রহ্মা বা যজ্ঞের কার্য্য-সংরক্ষণরূপ ধর্ম্ম পালন করিবার দোহাই দিয়া তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গাদি কার্য্যে লিপ্ত হন। সংসারের ঘূর্ণিপাকে পতিত হইলে নানাপ্রকার ক্লেশ ও আশঙ্কা আছে দেখিয়া ইহারা সেই ক্লেশ এড়াইয়া সংসারভোগের আকাশকুসুমের উদ্যান রচনা করিবার জন্য অনেক প্রকার নীতি ও মতলব অবলম্বন করেন। কেহ কেহ জনকরাজার দোহাই দেন, কেহ বা হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিবার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল চিন্তবৃত্তির অন্তরমহলে হানা দিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—সংসার ও

ভোগ-পিপাসাই সেখানে পাটরাণী হইয়া বিরাজিত করিয়াছে। সংসারভোগ-ব্রতই ইহাদের চরম লক্ষ্য, সংসারকে চিরদিন বজায় রাখিতে হইবে,—এই গৃহমেধী বুদ্ধিই ইহাদের মূল মন্ত্র; এই জন্য তাঁহারা 'সংসারে থাকিয়া কিরূপে ভক্তি করা যায়'—এইরূপ এক ছলনাময়ী কথা-দ্বারা আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিয়া থাকেন। তাই এই সকল লোকের মুখেই 'গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য', 'সংসারীর সাধনা' প্রভৃতি অনেক প্রকার অসঙ্গতিদোষদুষ্ট বাক্যের উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কপটতাযুক্ত সংসার-ভোগপিপাসা থাকিলে কোন দিন মঙ্গল লাভ হয় না। এইরূপ কপটব্যক্তি কখনও অনাসক্ত হইতে পারে না। কৃষ্ণসংসারে যাঁহাদের আসক্তি নাই, অথচ যাঁহারা জনক-রাজার দোহাই বা হাতে বেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিবার দোহাই দিয়া তাঁহাদের অনাসক্তির বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তাঁহারা অত্যন্ত কপট, অসঙ্গতিদোষী, দুর্ব্বুদ্ধিগ্রস্ত সংসারভোগ-পিপাসার আক্রান্ত জীব।

ঐ দুইপ্রকার নিরীশ্বর ও সেশ্বর সংসারভোগী ব্যতীত সংসারত্যাগের অভিনয়কারী কতকপ্রকার প্রচ্ছন্ন সংসার-ভোগী জীবও আছেন। কেহ কেহ সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় দুঃখ হইয়া 'খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা'-নীতি অবলম্বন-পূর্ব্বক বৈধ সংসার ত্যাগ করেন। কিন্তু ঐরূপ ত্যাগ কেবল অতৃপ্ত ভোগবাসনার প্রতি ক্রোধ অর্থাৎ সংসারাসক্তিরই বিকার-বিশেষ বলিয়া তাঁহারা বনবাসী হইয়াও গীতার সংসার বা অবৈধ-সংসার পাতিয়া থাকেন। বাহ্যতঃ বা বন্ধনভোগী হইয়া কেহ কেহ সংসারে পুনরায় প্রবেশ করেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়,—কৌপীনধারী বৈষ্ণবের অভিনয় করিয়াও অন্নদাবয়ার 'উচ্ছলনীলমণি' পাঠ করিবার অভিনয় করিয়া জীবের পুনরায় বিষ্ণুপাকধর্ম্ম অর্থাৎ বহির্ম্মুখ-সংসারভোগ-পিপাসায় রুচি হয়। তখন অপ্রাকৃত কামদেবের অপ্রাকৃত আদিরসকে, দুষ্টরোগবিনাশিনী হরিলীলাকে বিকৃত প্রতিফলনে প্রতিফলিত করিয়া জীব সংসারভোগে প্রমত্ত হইয়া পড়ে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীসমূহ, রাইকানুর অপ্রাকৃতরসময়ী সম্ভোগলীলা তখন সেই লীলার চরণে অপরাধ-ফলে অবৈধ সংসারভোগের যন্ত্র হইয়া পড়ে। বিষ্ণুপাক বা বহির্ম্মুখ সাকৃতধর্ম্ম এই সংসারপ্রবৃত্তির প্রেরণা ও উত্তেজনাবর্দ্ধনের জন্যই ভগবন্মায়ার দ্বারা কল্পিত হইয়াছে; আর দেহস্মৃতি-রূপ সংসারকূপে পতিত হইয়া অপ্রাকৃত কামদেবের লীলা-ভোগচেষ্টারূপ অপরাধ হইতে প্রাকৃত-সহজিয়াধর্ম্মরূপ সংসার-প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে।

অনেকে সহজবস্তুর ভক্তির প্রশংসা ও দোহাই দিয়া এবং তাঁহাকেই ভক্তিশিক্ষার গুরুরূপে বরণ করিয়া কৃষ্ণের সংসারের সংসারী বলিয়া আত্মপ্রচার করিয়া থাকেন; ইহাতে ভোগি-সম্প্রদায়কে ভোগা দেওয়া যায়, নিজের ভোগ-পিপাসাকেও ঐরূপ ভোগা দেওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্‌কে ভোগা দেওয়া যায় না।

যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ ভগবৎকথায় জীবন যাপন না করেন—ভগবৎ-সেবার অনুশীলন না করেন, তাঁহারা যত বড়ই হউন না কেন, সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

আর একটি বিষয় জ্ঞাতব্য এই যে, কেবল বহির্ম্মুখ সংসার-নিবৃত্তিই চরম কথা নয়। সংসার-নিবৃত্তির পরে কৃষ্ণসংসার-প্রবৃত্তিই জীবের চরম প্রয়োজন। অসঙ্গ ধর্ম্মে সংসার-নিবৃত্তি পর্য্যন্ত প্রয়োজন বা লক্ষ্যের কথা আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম বা শ্রীগৌরসুন্দর সংসার-নিবৃত্তির পরে কৃষ্ণ-সংসার-প্রবৃত্তির নানাপ্রকার চমৎকারিতার কথা জানাইয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীবাস, রামানন্দ বসু প্রমুখ কুলীনগ্রামবাসিগণ, রঘুনন্দনাদি শ্রীখণ্ডবাসিগণ, শিবানন্দ সেনাদি, শ্রীশচীমাতা দেবী বা বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ যে সংসার করিবার আদর্শ জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বহির্ম্মুখ সংসার-নিবৃত্তির পর কৃষ্ণসংসার-প্রবৃত্তির আদর্শ। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও কৃষ্ণ-সংসার-প্রবৃত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁহার গৃহস্থ-লীলা বা সংসার-লীলার আর একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সংসারাশ্রমে চিরদিন জীবের থাকিবারও অধিকার নাই। নিবৃত্ত-জীবনের আদর্শে হরিভজন করিবার আদর্শও জীবের প্রকাশিত হওয়া উচিত। সংসারাসক্তিতে জন্ম, আর সংসারাসক্তির মধ্যে মৃত্যু—এইরূপ জীবন প্রেয়স্কামী ব্যক্তির জীবন নহে,

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষাকল্পে সংসারী জীবের আদর্শ প্রকাশ করিয়াও সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কার করিলেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীশচী-মাতা বা বসুদেব-দেবকী, কিংবা নন্দ-যশোদা—ইঁহারা ত' বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত, এমন কি শেষ জীবন পর্য্যন্ত সংসারেই বাস করিয়াছিলেন? "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ"—এই স্মৃতিবাক্য পালন করিবার প্রয়োজন তাঁহাদের হয় নাই; কেন না, বহির্ম্মুখ সাধক জীবের প্রতি যে মত ব্যবস্থিত, তাঁহারা সেই মতের আদামী নহেন। তাঁহাদিগের নিত্যসিদ্ধ সংসার। সেইরূপ সংসারের কৃষ্ণ-গুরু-সেবা-জীবনও প্রত্যেক জীবের নাম্য। তাঁহারা কি বৃন্দাবন ছাড়িয়া বনে যাইবেন? কৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া কৃষ্ণবিমুখ জীবের বৈরাগ্য প্রদর্শন করিবেন? তাঁহাদের সেই নিত্য-সিদ্ধ ভাবেরই অবৈধ অনুকরণ ও বিকৃত প্রতিফলন এই জগতের ভোগাসক্ত জীবে দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত ভোগাসক্ত সংসারী জীব অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এই সংসারেই আসক্ত হইয়া বাস করে। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতির মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ হইয়া শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত বহির্ম্মুখ গৃহে ও সংসারে নিযুক্ত করিয়া থাকে। উহা সেই সকল অপ্রাকৃত বাৎসল্য-রসে-রসিক নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-সেবক শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বা শ্রীনন্দে নিত্য প্রকাশিত।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্বধামগত ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পঞ্চম বার্ষিকী স্মৃতিসভা

গত ৭ই পৌষ, ১৩৪২; ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'সারস্বত-প্রবণ-সদন' নাট্যমন্দিরে স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পরমশ্রীল মহারাজ শ্রীল বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম বাহাদুর কে,সি, এস,আই, ধর্ম্মধুরন্ধর মহোদয়ের সভাপতিত্বে পরলোকগত শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পঞ্চমবার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি উপলক্ষে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা-সহরের ও অন্যান্য স্থানের বহু বিশিষ্ট খ্যাতনামা মনীষী এই সভার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সভায় এত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তির একত্র সমাবেশ এক প্রকার বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভার কার্য্য-প্রারম্ভ হইতে সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত নীরবে বিশেষ গাম্ভীর্য্য ও শৃঙ্খলার সহিত সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপর মঠে প্রবেশের পথে একটি সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের পূজার অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। সভাস্থল ও সভামঞ্চ নানাপ্রকার রঞ্জিত বস্ত্র, পুষ্পমালা, পতাকা ও বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। মঞ্চোপরি সভাপতি মহারাজ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জন্য দুইখানি সুদৃশ্য উচ্চাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল ভগবন্ধুর আলেখ্যও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া সভাস্থলে সংরক্ষিত হইয়াছিল।

সভারম্ভের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্ব হইতেই সভাগৃহ সভ্য-বৃন্দে পরিপূরিত হয়। সভাপতি মহোদয়ের উপস্থিতির কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ সভাগৃহে প্রবেশ করিলে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি আচার্য্যোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন এবং তাঁহার অভ্যর্থনিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত করিয়া তাঁহাদের আন্তরিক উল্লাস জ্ঞাপন করেন।

মঠের পক্ষ হইতে উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় সভাপতি মহারাজ বাহাদুরকে সসম্মানে তাঁহার কলিকাতা-নগরীস্থ নিজ ভবন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া মঠে আনয়ন করেন। মঠের দ্বারদেশে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ ভবমর্দ্দভঞ্জিন্ ভক্তিসৌরভ বি-এল মহোদয়ত্রয় সসার্দ্ধে মহারাজ বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাস্থলে লইয়া আসেন। তথায় প্রভুপাদ মহারাজ

ধারাইয়াকে অভ্যর্থনা করিয়া সভামধ্যে আসন গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলে পুনঃ পুনঃ শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ-সূচক করতল-ধ্বনির মধ্যে উভয়ে মঞ্চোপরি নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয় "আমার দেহ গেহ যো কিছু মোর। অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥"—এই শ্রীগীতটি সভার উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করিলে সভাপতি-নির্ব্বাচনের কার্য্য আরম্ভ হয়। তদনুসারে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব্ বাহাদুর কি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম, এল্-এল্-ডি মহোদয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরকেই অদ্যকার সভার সভাপতিপদ বরণ করিবার প্রস্তাব করিয়া বলেন—

"সমবেত ভদ্রমণ্ডলি, অদ্যকার সভায় আমরা স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরকে পাইয়াছি। তিনি আসায় আজ আমরা সভার সকলেই পরম গৌরবান্বিত হইয়াছি। তিনি এই মঠের সকল বিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধান লইয়া থাকেন, ইহার শুভানুধ্যান সম্বন্ধে যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করেন, তাহা বস্তুতই প্রশংসার্হ। এই মঠের কার্য্য যাহাতে পাশ্চাত্যেও সুবিস্তৃত হইতে পারে, তদুদ্দেশে ইনি আমুল লণ্ডনেও একটি শ্রীমন্দির-স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন। এজন্য ভারতবাসী সজ্জন মাত্রেই তাঁহার এই মহৎকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার নিকট ঋণী। আপনাদের অভিপ্রায় অনুসারে এই মণ্ডলী সভার পক্ষ হইতে আমি আজ স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহোদয়কে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, এম্-এল-সি মহোদয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন-পূর্ব্বক বলেন—

"প্রভুপাদ, মহারাজ, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমণ্ডলি! বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন-যোগ্য। আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও যাঁহারা দেশের নায়ক, তাঁহারাই চিরকাল সনাতন-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া ধর্ম্মের উজ্জ্বল দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। তাই "Defender of the Faith" তাঁহাদের বিশেষ উপাধি। আপনি মহারাজ, আপনার পূর্ব্বপুরুষের সুমহতীকীর্ত্তি আপনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তদানুরূপ ধার্ম্মিক নরপতিগণের উৎসাহে আমাদের সুপ্রাচীন ধর্ম্মধারা অদ্যাপি প্রবল রহিয়াছে। মহারাজ আজ বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এখানে উপস্থিত হইয়া এখানকার সকলকেই পরমানন্দ প্রদান করিয়াছেন। মহারাজ শুধু ভারতে নহে, ভারতের বহির্ভাগে অন্যান্য স্থানেও যাহাতে আমাদের সনাতন-ধর্ম্ম-ধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে পারে, তজ্জন্যও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, এজন্য আমরা দেশবাসী সকলেই তাঁহার এই সুমহান্ কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা অন্তরের সহিত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় সজ্জনবৃন্দের বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সভাপতিপদে বৃত হইলে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় সভাপতি মহোদয়ের এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠদেশ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। অতঃপর শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সভাপতি শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরকে শ্রীভগবদাশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপন-মুখে তাঁহার ললাটে প্রসাদী চন্দন ও মস্তকে প্রসাদী নির্ম্মাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহার জয় ঘোষণা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখোচ্চারিত আশীর্ব্বচন এইরূপ—

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ

মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর! আমরা নিতান্ত নগণ্য দীনহীন হইলেও মহারাজ আমাদের আহ্বানে আজ কৃপা-পূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আমাদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মহারাজ বাহাদুর কেবল মহারাজ নহেন, 'সাত রাজার ধন এক মাণিক'। মহারাজ এই বঙ্গদেশের—ভারতের পূর্ব্বাংশের অল্পদিনের মাত্র রাজবংশের ব্যক্তি নহেন। অতি পূর্ব্বকালের যে সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশের কথা মহাভারত পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ দেখা যায়, মহারাজ সেই বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। মহারাজের পূর্ব্ব-পুরুষ নহুষ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পালক ছিলেন। পরবর্ত্তি সময়ে যে যাযাতি, সেই যযাতি মহারাজ হইতে উদ্ভূত হন। তিনিই

বঙ্গের পূর্ব্বদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ পুরুষে মহারাজ প্রতর্দ্দন। 'ত্রিবেগ' নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। ঐতিহাসিক যুগের বীরবাহু হইতে ত্রিপুরাধীশগণের কথা জগতে অবিদিত নহে। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সময়ে জন্য-বংশের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিঘোষিত হয়। মহারাজ বীর রাজের প্রায় ৯০০ বৎসর পরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে মহারাজ বত্নমাণিক্য ও রত্নমাণিক্যের কথা সকলেই অবগত আছেন। ৫১ পীঠের অন্যতম ত্রিপুরা-সুন্দরীর পীঠস্থানের কথাও হিন্দুসাধারণের অবিদিত নহে।

প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর নিত্যানন্দবংশীয় শ্রীল রাসবিহারী গোস্বামী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এ অধিকন্তু আজ যে মহাপুরুষের দাসানুদাস অভিমান করিতেছে, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম সেই শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ উক্ত শ্রীরাসবিহারী গোস্বামিপাদের পারমার্থিক শিষ্য। এই জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য সমধারায় হওয়ায় বর্ত্তমান মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নিকট আমাদের ঋণী রহিয়াছে।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের কথা বাঙ্গলাদেশের প্রায় ঘরে ঘরে সুবিদিত। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কথা—বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যুক্তিশাস্ত্রের কথা যাহাতে সর্ব্বত্র বিস্তারিত হয়, তজ্জন্য ৫৫ কি ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সুধীবৃন্দের নিকট যে ভাগবত-বিতরণ-রূপ অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সাহস্রাহিসমাজে—সনাতন ধর্ম্মের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে; বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারের সহিত তাঁহার পবিত্র নাম চিরসম্বন্ধিষ্ট আছে। ত্রিপুরাধীশগণের অনুগ্রহে বঙ্গদেশবাসী সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা আলোচনার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বঙ্গদেশের সকলেই জানেন। সেই-চৈতন্য-লীলাক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীচৈতন্যজন্মস্থলী শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে বিগত বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহারাজ স্বয়ং সপার্ষদে গমন পূর্ব্বক তথায় নবনির্ম্মিত অভ্রভেদী শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যে প্রচুর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর যে শ্রীমন্দিরের দ্বার-উদ্ঘাটন-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমন্দিরের ধনিজ ভিত্তি হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক কৃপাশক্তি-প্রভাবে শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহের উদয় হইয়াছে। সেই স্বয়ম্ভূমিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীধামে উক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। পাশ্চাত্যদেশে—যেখানে পুরুষপূজার কোন আবশ্যকতা নাই, সেখানে অধোক্ষজ ভগবানের শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হউক, ইহা মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কৃপাপূর্ব্বক অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অধোক্ষজ-বস্তু-বিজ্ঞানের কথা বিশেষ-ভাবে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। যিনি জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গোচর হন না, জীবের অক্ষজ জ্ঞানের উপর যাঁহার স্বতঃকর্ত্তৃত্বশক্তি বিরাজিত, তিনিই অধোক্ষজবস্তু। বাস্তব সত্য জীবের জড়ীয় জ্ঞানের গোচরীভূত হন না। চিরচিন্মিশ্র বৈজ্ঞান জড়ভোগ বা জড়ত্যাগ-বিচারে আবদ্ধ থাকায় তাঁহারা বাস্তববস্তুর Impersonal phase (নির্ব্বিশেষভাব)-টিই বিচার করিয়া বসেন, Personality of Godhead (ভগবানের ব্যক্তিত্ব) বিচার করিতে না পারিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-(জড়পুতুল মাত্র নহে)-পূজার বিচার বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অধোক্ষজ-বস্তু-বিজ্ঞানের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। শ্রীভগবান্ আমাদের আদিগুরু ব্রহ্মাকে যে—

"যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

শ্লোক উপদেশ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহই যে তত্ত্ববিজ্ঞান-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, ইহা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বস্তুর অধোক্ষজত্ব প্রচার করিলেন, তাহা পাশ্চাত্যদেশবাসীর বিচার্য্য বিষয় হয় না। নানা প্রকার বাদ-প্রতিবাদে সমাচ্ছন্ন হইয়া বাস্তবসত্যের সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত আলোচনায় মনুষ্য-জাতির নানাপ্রকার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অধোক্ষজ-বস্তুবিজ্ঞান পৃথিবীর সর্ব্বত্র আলোচিত হইয়া মনুষ্য-জাতির নিত্যমঙ্গল সম্পাদিত হউক, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। ভগবদিচ্ছায় বর্ত্তমানে সনাতন-ধর্ম্মরক্ষক মহারাজ মাণিক্য-বাহাদুর আমাদের সেই আন্তরিক প্রার্থনা পূরণ-কল্পে পাশ্চাত্যজগতের কেন্দ্রস্থল লণ্ডনে অধোক্ষজমন্দির-নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

আমরা শ্রীধাম মায়াপুরে যে শ্রীমূর্ত্তি পাইয়াছি, সেই

মূর্ত্তি চতুর্বিংশতি বিষ্ণুমূর্ত্তির অন্যতম অধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। সেই অধোক্ষজবস্তু পাশ্চাত্যেও উদিত হইবেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বা সংহারকর্ত্তা রুদ্রের কথা হইতেছে না, ব্রহ্মা বা রুদ্র বিষ্ণু-ব্যতীত অতিরিক্ত কেহ হইলে তাঁহারা যে বিষ্ণুরই বিশেষ শক্তি-দ্বারা নিজ নিজ পরিচয় দিতেছেন, তাহাই জানিব।

কোন অন্যায় ব্যাপারে নহে, সনাতন-ধর্ম্মের পালক মহারাজ আর অধোক্ষজের সেবক আমাদের ন্যায় দীন-ব্যক্তির প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া এখানকার মন্দির-ধাত্রীর বিরহস্মৃতি-সভায় যোগদান-পূর্ব্বক যে আমাদিগকে উৎ-

করিলেন, তজ্জন্য নিতান্ত ক্ষুদ্রজন আমরা আর তাঁহাকে কি দিয়া ধন্যবাদাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিব? তবে, "সন্নিহিতঃ চিরায় করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্" যে ভগবান্ গৌরসুন্দর, তাঁহারই আবির্ভাবে বঙ্গ মহারাজের ললাটে ও শীর্ষে অর্পণ করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পুরু-উপাখ্যানে দেখা যায়—

সর্ব্বত্রাখণ্ডিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডভৃৎ।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥

মহারাজ বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের পালক—তাঁহাদের শুভানুধ্যায়ী। মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর সর্ব্বত্র প্রচার-কার্য্যে আমাদিগকে যে প্রকার উৎসাহিত করিতেছেন, তাহাতে ভারতবাসী আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। মহারাজ পাশ্চাত্যে সুলভাবে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়া তথায় যে অধোক্ষজ বস্তুর পূজার—সুক্ষ্ম পূজার নহে—সুযোগ দিতেছেন, তজ্জন্য আজ আমরা সম্মিলিত কণ্ঠে মহারাজের জয় ঘোষণা করিতেছি। স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পরমশ্রীমান্ শ্রীল বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর ধর্ম্ম-ধুরন্ধর মহারাজ অমর হউন।

শ্রীমন্মহারাজ মাণিক্যবাহাদুর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রসাদবৎ মস্তকে স্বীকার করিলে মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রী'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় ইংরাজীভাষায় লিখিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত "A Tribute in memory of Srila Jagabandhu Bhaktiranjan" নামক একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ-পাঠের সময়াভাব-বশতঃ প্রবন্ধের কএকটি বিশেষ বিশেষ অংশ পঠিত হইয়াছিল। গোস্বামি মহোদয় প্রবন্ধ-পাঠারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণতি-জ্ঞাপক একটি শ্লোক পাঠ করিয়া বলেন—

"মাননীয় সভাপতি স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান, মহারাজ কাশিমবাজার, রাজাবাহাদুর সন্তোষ, রাজাবাহাদুর নাটোর ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলি! আজ আপনাদের ন্যায় মনীষিবৃন্দের সমাগমে আমরা যে কি প্রকার আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা ভাষা-দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। আপনারা সকলেই অবগত আছেন—শ্রীগৌড়ীয়মঠ আজ কেবল, বঙ্গদেশবাসীর নিকট নহে, বঙ্গদেশের বহির্ভাগে—সমুদ্রের পরপারেও ভক্তদেশবাসীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছেন। আজ সেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও শিষ্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের বিরহস্মৃতি উপলক্ষে তাঁহার গুণাকৃষ্ট অনেক সজ্জনই ইংরাজী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে ইংরাজীভাষায় প্রদত্ত এই শ্রদ্ধাঞ্জলিটি পাঠ করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমি আশা করি, আপনারা সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের মহামূল্য সময়ের কিয়দংশ ভিক্ষা প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধের কএকটি বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিবেন।" গোস্বামিপ্রভুর প্রবন্ধ-পাঠ সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর ইংরাজী ভাষায় নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন। আমরা নিম্নে তাহা সানুবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

সভাপতি মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভিভাষণ

Saraswati Maharaj, Ladies and Gentlemen,

Allow me to offer you my heartfelt thanks for having asked me to preside at this memorial gathering on the occasion of the Fifth Anniversary of Srila Jagabandhu Bhakti-ranjan. The interesting and highly instructive address that we have just heard on the life and work of the late Jagabandhu Bhaktiranjan has, I venture to think, a lesson for us all.

The vast gathering is in itself an abundant testimony to the appreciation of his love service and sacrifice by his admiring countrymen, just as this noble edifice is a standing monument of his selfless magnificence for all times.

An entirely self-made man, Jagabandhu built up a huge fortune and devoted the whole of it in a spirit of loving sacrifice to the service of the Lord and incidentally, contributed to the success of the holy mission of the Gaudiya Math for the benefit of humanity at large.

I feel I must say something in regard to the religion, the theme of which, the Gaudiya Math is striving to broadcast throughout the length and breadth of the world. It is the religion of Sree Chaitanya Mahaprabhu. I may call it a cosmopolitan religion as it knows no caste, class or creed. It has no formalities and ceremonies. It is devoid of all rituals. It is thus a religion for the poor—poor in earthly possessions of gold and learning. The only theory that it enunciates is the theory of love. Love for the beloved without the prospect of a return of the love. I may be permitted to say that it is the love without reason behind it, "Ahaituki". Sree Chaitanya Mahaprabhu teaches—"A moment seems to me an era, my eyes fail to see light being covered with deep cloud dripping eternally, the whole Universe seems void without the sight of Govinda". Again he says, "You may give me infinite pain by your absence before my eyes, oh my Lord, but wherever you are, you are my beloved and none other."

It is thus a religion of love. The materialistic world, I am sure, will find in it, a panacea for the hectic fever and the fatigue of the continued chase after the mundane objects of pleasure of the flesh and the mind. The east has always given the west, the theory of faith, and faith is all that Sree Chaitanya Mahaprabhu teaches. This is all Vaishnava Religion—the religion that offers love even to an aggressor.

The enterprise shown by the members of the Gaudiya Math, among whom I find many cultured and highly intellectual gentlemen, is really unique and I am sure, the same will ere long bear fruit in the final achievement of the object, namely to propagate the name and teachings of Sree Chaitanya Mahaprabhu to every door in India and abroad. Let Bengal's contribution to the world religion thrive.

I thank you once again not only for honouring me by asking me to preside in this meeting but also for your mustering strong in response to the call of the religion of love and truth. I also thank you for all your well-wishes for the mission which is evidenced by your presence here and the avowed sympathy which you are kind enough to express.

Sree Gaudiya Math.
Calcutta.
23-12-35.

মর্ম্মানুবাদ

শ্রীল সরস্বতী মহারাজ, মহিলাবৃন্দ ও সজ্জনমণ্ডলি ! আজ শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পঞ্চম বার্ষিকী স্মৃতি-সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য আহূত হওয়ায় আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিবার প্রার্থনা জানাইতেছি। শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের জীবনী ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এইমাত্র যে চিত্তাকর্ষক এবং উপদেশপূর্ণ অভিভাষণ শ্রবণ করিলাম, তাহা আমাদিগের সকলের সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদ, ইহা আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি। এই মন্দির ও অট্টালিকা যেমন চিরকালের জন্য তাঁহার নিঃস্বার্থ মহত্বের কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ, সেইরূপ আজিকার এই সুহৃৎসভা ও দেশ-বাসিগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে আদৃত তাঁহার প্রেমময় সেবা ও আত্মোৎসর্গের প্রচুর নিদর্শন।

আবলম্বনের দ্বারা জাগতিক সফলতা-লাভে পূর্ণ জগবন্ধু প্রচুর অর্থ সঞ্চয় পূর্ব্বক প্রেমময় ভগবানের প্রেমসেবার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে মনুষ্য-সমাজের নিত্যমঙ্গল-বিধানকল্পে শ্রীগৌড়ীয় মিশনের কার্য্যাবলীর উদ্দেশ্য-বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে ধর্ম্ম বিষয়টীকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি মনে করি, আমার কিছু বলা আবশ্যক—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

প্রচারিত ধর্মই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়। যেহেতু এই ধর্ম কোন জাতি, শ্রেণী বা বর্ণকে অপেক্ষা করে না, সেই হিসাবে ইহাকে একটি উদার বা সার্ব্বজনীন ধর্ম বলিতে পারি। ইহা একটি বাহ্য আনুষ্ঠানিক 'ক্রিয়া-কলাপ ও আড়ম্বরহীন ধর্ম্ম। অতএব ইহা পার্থিব বৈভব ও পাণ্ডিত্য-গন্ধ-হীন অকিঞ্চনগণের আদরণীয় ধর্ম। প্রেমই ইহার একমাত্র মূল্য সম্পদ্। প্রেমলাভের প্রতি প্রতিদানের আশাশূন্য হইয়া অহৈতুকী প্রেম-সেবাই ইহার মূল কথা। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন,—"গোবিন্দের অদর্শনে একমুহূর্ত্ত আমার নিকট একযুগ বলিয়া মনে হইতেছে, বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া দৃষ্টি-শক্তিহীন হইতেছে, গোবিন্দ-বিরহে সমস্ত পৃথিবী শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে।" পুনরায় তিনি বলিয়াছেন,—'হে প্রভো, আপনার অদর্শন-দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহতই করুন অথবা আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন না কেন, আপনি ভিন্ন অন্য কেহই আমার প্রাণনাথ নহেন।" অতএব ইহা প্রেমেরই ধর্ম্ম। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, এই ধর্ম্মানুশীলনের দ্বারা জড়জগৎ দেহ ও মনের প্রীতি-বিধায়ক প্রাকৃত বস্তুর পশ্চাতে ক্রমাগত অনুসরণ-জনিত ক্লান্তি ও ধ্বংসকারী আলার একটি অমোঘ ঔষধ স্বরূপে প্রাপ্ত হইবে। প্রাচ্য চিরদিনই পাশ্চাত্যকে ভক্তির বিষয় দান করিয়াছেন এবং এই ভক্তির কথা শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শিক্ষার মূল বিষয়ের মূল। ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম পীড়নকারীকেও প্রেমদানে অগ্রসর।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভ্যগণের মধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিত ও যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহাদের এই উদ্যম বাস্তবিকই অভিনন্দনীয় এবং তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা ও নাম ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে যে প্রকার উদ্যমে প্রচার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের এই উদ্যম নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে। পৃথিবীর ধর্ম্ম-সম্পর্কে যাবতীয় অবদান উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

এই সভায় আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কেবল সেইজন্য নহে, অধিকন্তু প্রেমধর্ম্ম ও বাস্তবসত্যের আহ্বানে আপনারা সমবেত হইয়া যে সাড়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমিও পুনরায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই সভায় উপস্থিতি-দ্বারা আপনারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি যে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্জন্যও আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ বন মহারাজ ইংরাজীভাষায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা-প্রদান-মুখে সভাপতি মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন :—

প্রভুপাদ, মহারাজ, ভদ্রমহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ !

অদ্যকার এই স্মৃতি-সভায় মহারাজ ও আপনারা সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যোগদান করাতে আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ব্যক্তিগত হিসাবে আমি ইহাতে বড়ই আনন্দানুভব করিতেছি, কেন না, আমি সবেমাত্র গতকল্য লণ্ডন হইতে এখানে পৌঁছিয়াছি এবং অদ্য সভায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

যে বিরাট্ অট্টালিকায় আজ আপনারা আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার একমাত্র নির্ম্মাতা ইঁহার জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জনের জীবনী ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আপনারা বহু-কথা শ্রবণ করিলেন। আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে তদনুগত আমার সতীর্থগণ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবাণী সমগ্র জগতে প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রৌত্যর্থ শ্রীল জগদ্বন্ধু আচার্য্যের সেই মনোহীষ্ট-সম্পাদনে সর্ব্বান্তঃকরণে সহায়তা করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ-লাভে ধন্য হইয়াছেন। ত্রিপুরার মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরও এই উদ্দেশ্যেই বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র লণ্ডন-মহানগরীতে একটি মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

এই মন্দিরটি একটি সামান্য জড়পদার্থ বিশেষ নহে, পরন্তু ইহা বর্ত্তমান জন-সমাজকে পুনর্গঠিত করিবার একমাত্র বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রতিষ্ঠান। ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গালার গভীর প্রেমধর্ম্ম বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশকেও সম্যক্ আলোকিত করিবার জন্য ত্রিপুরাধিপতি বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই মন্দির-নির্ম্মাতার স্মৃতি আমাদের ও অদ্যকার সভায় উপস্থিত আপনাদের সকলেরই হৃদয়ে যেন উজ্জ্বলরূপে

জাগরূক আছে। ভগবদিচ্ছা হইলে আমাদের আরও বহুবার এইরূপ সম্মিলিত হইয়া তাঁহার গুণাবলী আলোচনার সুযোগ হইবে। অধুনা আমরা আরও একটি মহতী আশা পোষণ করিতেছি যে, অদূর ভবিষ্যতে—হয়ত আগামী বর্ষেই, লণ্ডনে এইরূপ আর একটি মন্দিরের নির্ম্মাতারূপে এই মহারাজের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে আমরা তাঁহার সুমহৎকার্য্যের স্মৃতি-সভা করিবার সুযোগ পাইব।

মহারাজের লণ্ডনে এই মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যবস্থার-বহনের প্রতিশ্রুতি বিষয়ে কাহারও কোন ভ্রমাত্মক ধারণার অবকাশ হইতে পারে না। মহারাজের সুমধুর ব্যক্তিত্বই সর্ব্বোপরি আমার মনে জাগিতেছে। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহার রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং আমার নিকট হইতে মহান আচার্য্যদেবের মনোভিলাষের বিষয় অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ভারতসচিব দি মোষ্ট্ অনারেবল দি মার্কুইস অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্যর ফিলিপ সাসুনের গৃহে একটি বক্তৃতা করিবার জন্য আমাকে পুনরায় লণ্ডনে যাইতে হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আমি বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, লক্ষ্ণৌয়ের রাজাসাহেব, কাশিমবাজারের মহারাজা এবং অন্যান্য কতিপয় মহাপ্রাণ ব্যক্তির সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলাম। লণ্ডনে বিশুদ্ধ হিন্দুধরণে উপাসনার জন্য হিন্দু-মন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে সেখানকার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ এই বিষয়টি কিরূপ চক্ষে দর্শন করিবেন, তাহা নির্ণয় করিবার প্রয়োজন বোধ করি। তজ্জন্য আমি ক্যাণ্টারবারি ও ইয়র্কের আর্চবিশপ, লণ্ডনের লর্ড বিশপ প্রভৃতি ইংলণ্ডের চার্চ্চের প্রতিনিধিবর্গের এবং লর্ড হালিফাক্স, দি মার্কুইস অব জেট্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের এই পরিকল্পনার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহাতে যে শুধু হিন্দুগণেরই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, এরূপ নহে; পরন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণও হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শন পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইবেন। লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড বলেন যে, অন্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই লণ্ডনে তাঁহাদের একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দুগণ ইতঃপূর্ব্বে তদ্বিষয়ে কিছুই চিন্তা করেন নাই।

লণ্ডনে যদি আমাদের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হয়, তবে তাহা খুব ভাল জায়গায় হওয়া উচিত। আমি একটি মোটামুটি নক্সা প্রস্তুত করিয়াছি। তাহাতে শুধু মন্দির ব্যতীত বক্তৃতার জন্য হলঘর, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগের আবাস-স্থান বা আশ্রমেরও স্থান আছে। যাঁহারা আহারাদি-বিষয়ে একটু রক্ষণশীল, তাঁহারা লণ্ডনে তাঁহাদের একটি নিজস্ব গৃহ পাইতে পারিবেন। সুতরাং প্রত্যেক হিন্দুই এই প্রতিষ্ঠানটির নিমিত্ত গৃহ অনুভব করিবেন। এই সমস্ত পরিকল্পনার জন্য বহু অর্থ আবশ্যক। ত্রিপুরেশ্বর মাণিক্য বাহাদুর শুধু মন্দিরটি নির্ম্মাণের ব্যয়ভার-বহনে স্বীকৃত হইয়াছেন; অন্যান্য বিষয়ের জন্য আমাদিগকে ভারতের ধনাঢ্যমানী ব্যক্তি ও নেতৃস্থানীয় সজ্জনগণের সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে। এবং আমাদের আশা আছে যে, আমরা এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব।

আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

অনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয়—"প্রাণেশ্বর, বহুত্ব কি সরম কি বাত"—এই পদাবলীর গীতিটি উপসংহার-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করিলে সভাভঙ্গ হয়। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের সকলকেই বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ-দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। "শ্রীগৌড়ীয়মঠ-চরিত" ও "A Tribute in memory of Sreela Jagabandhu Bhaktiranjan" নামক পুস্তিকাদ্বয়, ভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতি-সংখ্যা দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ এবং উৎসবের কার্য্যবিবরণী প্রভৃতি সভায় সকলকেই বিতরণ করা হইয়াছিল। উৎসবের সর্ব্বতোমুখী সুশৃঙ্খলা-সম্পাদনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যাত্রিক প্রভুর সুব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সভায় বহু সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন, আমরা তন্মধ্যে কএকজনের মাত্র নাম নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

মাননীয় রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর; মেনারের রাণা পরাক্রম জঙ্গ বাহাদুর; ক্যাপ্টেন কুমার সি, কে দেব বর্ম্মা বাহাদুর; ক্যাপ্টেন নেপাল জঙ্গ বাহাদুর; রাণা তেজরাজ

জজ বাহাদুর স্বরেন্দার ঠাকুর জে. সি. দেব বর্মা; প্রবাসী নাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল; সুরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় প্রদুম্ন স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের পারিষদবর্গ; মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম্, এস্-এস্-ডি, বর্দ্ধমান; দি অনারেব্‌ল রাজা বাহাদুর ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, নসীপুর; দি অনারেব্‌ল রাজা স্যর মন্মথ নাথ রায়চৌধুরী, দয়োধ; মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এম্-এ, এম্-এল্-সি, কাশিমবাজার; কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র; রাজর্ষি কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাক্ত; দি অনারেব্‌ল জাষ্টিস্ মিঃ দ্বারকানাথ মিত্র; রায় বাহাদুর রামেশ্বর মাখানি; মিঃ এস্ দত্ত আই-সি-এস্; মিসেস্ এস্ দত্ত; মিসেস্ এস্ বোস, পুণা; মিঃ কে, এন, বসু এম্-এ, এম্-এল্-সি; মিঃ জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু; রায় বাহাদুর এ, টি, ঘোষ; কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ; কবিরাজ মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণ-তীর্থ; নলিত মোহন বোস রিটায়ার্ড সেসন্স্ জজ; মিঃ এস্, এন্ রুদ্র বার-এ্যাট্-ল; রায় বাহাদুর ডাঃ হরিদন দত্ত; রায় বাহাদুর ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস এম্-এ, পি-এইচ-ডি; ডাঃ বেনয়ী প্রসাদ, কালিকোপিয়া; মিঃ এফ্-ডি, রোসেটো; হের্ আর্থার্ গর্জ্জ সুল্‌থেজ; ব্যারণ এইচ, ই, ভন কোরেথ; মিঃ এ, কে, ঘোষ ডাইস্ প্রেসিডেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড; ডাঃ নাথন লাল দে এম্-বি; মিঃ প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; রায় বাহাদুর পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া; মিঃ টি, পি, ঘোষ, জমিদার; প্রকেশার এস্, এন্, সেন; মিঃ এম পাল চৌধুরী, জমিদার, নদীয়া; কে, সি, গুপ্ত ব্যাড্‌ভোকেট; নলিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী সলিসিটার ও জমিদার; নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ জমিদার; মাণিকলাল মল্লিক অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট; এ, আর, বোস পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট, শিয়ালদহ; রায় বাহাদুর রমা প্রসাদ চন্দ; গুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী জমিদার রাণাঘাট; জগমোহন বসু কাউন্‌সিলার; ডাঃ এম, এন, ঘোষ এম্-এ; রেবতী মোহন চট্টোপাধ্যায়, রিটায়ার্ড ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; হরিপদ দত্ত; মিঃ ডব্লিউ সি, ব্যানার্জী; মিঃ ভুবনমোহন দাস সলিসিটার; মিঃ জে, কে, সেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৭ই নভেম্বর অপরাহ্নে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করিয়া সন্ধ্যায় তথা হইতে শ্রীযোগপীঠ দর্শনে গমন করেন। তথায় শ্রীমন্দিরের অলিন্দে উপবেশন করিয়া শ্রীবাস অঙ্গনের বিষয় উত্থাপিত হইলে প্রভুপাদ বলিতে থাকেন, মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীমন্দিরের সম্মুখে পাকা শ্রবণ-সদন নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কীর্ত্তন বাদ দিয়া শুধু সদনাদি রাখিলে উহার সদ্ব্যবহার হইবে না, নানাবিধ আবর্জ্জনার আলয় ও চর্ম্মচটিকাদির বাসস্থান হইবে মাত্র। শ্রীধামে শ্রবণসদন নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলকেই সংকীর্ত্তনে আহ্বান করা কর্ত্তব্য। ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ মহাপ্রভু কোন জাতিবিশেষের জন্য সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন নাই। শ্রদ্ধালু সর্ব্বসাধারণের জন্যই সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা। প্রাপঞ্চিকবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে শ্রীধাম-দর্শনে ধামের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। মাৎসর্য্যপরায়ণজনগণ প্রাকৃত বুদ্ধিতে আচ্ছাদিত থাকিয়া ধামের চরণে অপরাধই সঞ্চয় করে। 'ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া মাগিব কৃপার লেশ'—এই মহাজন-বাণী সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য। কত সৌভাগ্য—কত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত থাকিলে শ্রীধামে জন্মগ্রহণ করা যায়। শ্রীধামের তৃণ, গুল্ম, লতা, কীট, পতঙ্গ সকলই আমাদের নমস্য। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের প্রাকৃত বিচারে আবৃত হইয়া অসুবিধা বরণের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবের শুদ্ধ ভক্ত্যনুকূল বিচারই সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। শ্রীহরিসেবার অনুকূলবিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূলবিষয়-ত্যাগবিচার-ব্যতীত বিচারান্তরে পাণ্ডিত্য-প্রকাশ কখনই মঙ্গলপ্রদ নহে। শ্রীল রূপপাদ ফল্গুবৈরাগ্য নিষেধপূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্যেরই বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছেন। এই সকল প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্রহ্মবিলাস-গুবের "মুধা হয় ব্রহ্ম", "যৎকিঞ্চিৎতৃণগুল্ম-

কীর্তনমুখে" প্রভৃতি এবং শ্রীমদ্ভাগবতের 'সংসারসিন্ধুমতি-দুস্তরম্', 'অন্যাপৃতার্তকরণাঃ', 'যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাস-ভক্ত্যা', 'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো' ইত্যাদি এবং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা' ও 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্' প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করেন।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর। সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহ দূর। কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়। শূকর চরায় ডোম, সেই কৃষ্ণ গায়।'—(আঃ ১০।৮২,৮৩) এবং 'শুদ্ধরাঢ়খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়। তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়। নন্দনন্দনকৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ। এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত। তোমার কি কথা—তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহ দূর।'—(মঃ ১৫।৯৯-১০১) ইত্যাদি প্রসঙ্গ কীর্তনমুখে সেবকগণকে অপ্রাকৃত দর্শনবিশিষ্ট হইবার উপদেশ করেন।

১৮ই নভেম্বর সোমবার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কৃষ্ণনগর শ্রীযুক্তকুটীরে শুভবিজয় করেন। তথায় ২০শে নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল উডুলোমী মহারাজের পরিপ্রশ্নোত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধদ্বৈতবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদে জীব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'জীব কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি-পরিণত' এই তত্ত্ব আবিষ্কার দ্বারা স্থাপিত পূর্ণতম সিদ্ধান্ত বর্ণন করেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রভুপাদ কেবলাদ্বৈত-বাদিগণের জগন্মিথ্যাত্ববাদের অসারতা প্রদর্শনপূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক গোস্বামিবর্গের ভজন-রহস্য কীর্তন করেন। নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপের মধ্যে চারিটি দ্বীপে শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপিত হইয়াছেন, অবশিষ্ট দ্বীপগুলিতেও মঠ স্থাপিত হইয়া শুদ্ধভজনের অনুষ্ঠান হউক এবং শুদ্ধভজন-পরায়ণ জনগণ তথায় অবস্থানপূর্বক ভজনানুরাগ প্রদর্শন করুন, এই অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। গোস্বামিগণের গ্রন্থমহিমা কীর্তনমুখে প্রভুপাদ শ্রীরূপপাদের 'বিরচয় ময়ি দণ্ডং' এই শ্লোকটির বিশেষ ব্যাখ্যা করেন।

২১শে নভেম্বর একাদশীদিবস অপরাহ্ণে পাবনানিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ মহাশয়ের 'গোপীদের ব্রহ্মজ্ঞান ছিল কি না?' এই প্রশ্নোত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কেবলাদ্বৈতবাদিগণের যে ধারণা, তাহার বহু উর্দ্ধে যে ব্রজরামাগণের কৃষ্ণভজনবিচার প্রতিষ্ঠিত, তাহা কীর্তন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যার পরও প্রভুপাদ অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিয়া বহুগোস্বামীর কৃপার কথা এবং শ্রীরূপশিক্ষা-বর্ণনমুখে জীবের নিত্য বহির্মুখতা ও নিত্য কৃষ্ণদাসত্বের বিচার প্রদর্শন করেন।

২২শে নভেম্বর শুক্রবার প্রভুপাদ কৃষ্ণনগর হইতে পুনরায় শ্রীধামে শুভ-বিজয় করেন। শ্রীধামের ভক্তবৃন্দ প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিলে প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা-কীর্তনমুখে মহাপ্রভুর মায়াবাদ-নিরাসলীলা কীর্তন করেন। প্রভুপাদ শ্রীধাম হইতে ২৭শে নভেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া পর দিবস সোমবার রাত্রে কটক যাত্রা করেন।

কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণ ও সহরের কতিপয় বিশিষ্ট সজ্জন সংকীর্তন-মুখে ষ্টেশনে প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া মঠে লইয়া আসেন। ৩০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রভুপাদ মঠে একটি মহতী সভায় হরিকথা কীর্তন করেন। (গত ১৯শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' দ্রষ্টব্য)। ৫ই ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীযুক্ত হরমোহন পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত, রায় সাহেব ব্রজসুন্দর মহারাজ প্রমুখ শুভাগত সজ্জনগণ-সমীপে প্রভুপাদ ঘণ্টাধিক কাল হরিকথা কীর্তন করেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ১টার সময় কটক টাউনের পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি, দি, বসু ও ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বি-এ শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন। ঐ দিবসই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করেন।

৬ই ডিসেম্বর শ্রীহরিবাসরে রায়পাড়ার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, মদন মোহন পট্টনায়ক, ঢাকাবাসী জনৈক রামানুজীয় বৈষ্ণব, শ্রীমনোহর দাস প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রভুপাদ-সমীপে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করেন। প্রভুপাদ ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রে পুরী হইতে যাত্রা করিয়া ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার সহিত আসেন। ঐ দিবসই

প্রাতে শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ মহারাজ চাকা হইতে এবং শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ মহারাজ কাশী হইতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে বন্দনা করেন।

প্রভুপাদ মুহূর্ত মাত্র বিশ্রাম না করিয়াই বিভিন্ন মঠ ও বিভিন্ন স্থান হইতে প্রচারকগণের প্রেরিত পত্রাদি পাঠ করিতে করিতে সমবেত ভক্তবৃন্দসমীপে হরিকথা-কীর্তন-মুখে ভজনোৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন। প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন—আশ্রম-বিচারে সন্ন্যাসী বড় হইলেও "যেই ভজে সেই বড়" ইহাই মূল বিচার্য বিষয় হওয়া আবশ্যক। পারমহংস্যাশ্রমই আমাদের বর্ণাশ্রম-বিচার; তাহাতে ভগবৎসেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কথা নাই। সন্ন্যাসীও গৃহস্থ-বৈষ্ণবকে সম্মান করিবেন, গৃহস্থগণকেও প্রচারক হইতে হইবে। তাঁহারা প্রচারক হইলে 'তৃণাদপি' শ্লোকের মর্যাদা রক্ষা করিতে শিখিয়া গৃহব্রত-ধর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। যেহেতু প্রচার-কার্য করিতে গেলে সকলেরই 'তৃণাদপি' শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি আসিবে, তবেই আচার ও প্রচারের যুগপৎ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রবৃত্তি করিবে। কাষায়বেষ ব্রহ্মচর্যের নির্বিশেষ ভাবের—অভ্যন্তরস্থ বা জড়-নিয়মনের বেষ; বৈষ্ণবের বেষ পারমহংস্য-বেষ; কাষায়-বেষ-ধারী ব্রহ্মচারীর বৈষ্ণব-দাসানুদাসাভিমান রূপ দৈন্য থাকা আবশ্যক; নতুবা "আমি ত বৈষ্ণব এবুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি, প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে কৈব নিরয়গামী।" গৃহস্থ বৈষ্ণবকেই সম্মান করার কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু, 'বৈষ্ণব'-নামধারী লোকী গৃহস্থ যদি মনে করেন, তাঁহারাও সম্মানের পাত্র হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা 'তৃণাদপি' শ্লোকের মর্যাদা-লঙ্ঘন-হেতু মহাপ্রভুর কৃপা-লাভে চিরবঞ্চিত হইলেন। আমাদের মজুরী System, তাহাতে নিজে 'সখী' হইয়া যাইব বা গুরু সাজিব, ইহা বুঝিতে হইবে না। 'শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাসানুদাস আমি'—ইহাই আমাদের স্বরূপের পরিচয়।

প্রসঙ্গ-ক্রমে গীতার "যা নিশা সর্বভূতানাম্" শ্লোক আলোচনা করিতে করিতে প্রভুপাদ বলেন—শ্রীমদ্ভাগবতের কথা লোকে প্রথমে ধরিতে পারে না। আমরা মনে করিতেছি, প্রাথমিক পাঠরূপে গীতার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই কিছু কিছু ভাগবতের কথা আলোচনা করিব। অতঃপর প্রভুপাদ একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে তন্মধ্যে স্থানে স্থানে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে Prophet, Apostle, Messiah প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া প্রভুপাদ বলেন, মহাপ্রভু সামান্য প্রচারকমাত্র নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্, সুতরাং ঐ সকল শব্দ মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা-প্রকাশক হইতে পারে না। অতঃপর রুশজাতির কাপ্পিয়ান হ্রদ, জাপানী প্রভৃতি দেশেও অগ্রসর হইয়া আর্য-ধর্ম-বিস্তারের প্রাক্ ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেক কথা হয়। ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সহিত প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠ এবং শ্রীধামমায়াপুর-সম্পর্কিত বহু প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করেন।

প্রভুপাদের পুরী হইতে আসিবার পথে ভুবনেশ্বর-স্থিত গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে একটি বৃহৎ পুষ্প-মালিকা-দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা করেন। কটক ষ্টেশনেও কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণ প্রভুপাদের পাদপদ্ম পূজা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ১৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে উপরিউক্ত সেবকবৃন্দ-সহ কৃষ্ণনগর যাত্রা করেন, রাত্রিতে কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে অবস্থান করিয়া পরদিবস (১৬ই ডিসেম্বর) শ্রীধামমায়াপুরে যাত্রা করেন। ঐ দিবস কলিকাতা হইতে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ আচার্যাত্রিক প্রভৃতিও শ্রীধামমায়াপুর রওনা হন।

১৭ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ গমন করেন। তদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে একটি সভা হয়। (এই সভার বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইতেছে।) সভা অন্তে কমিশনার বাহাদুর শ্রীযোগপীঠ-দর্শনে গমন করেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার বাহাদুর

প্রেসিডেন্সী বিভাগের সুযোগ্য কমিশনার মিঃ এ, জে, ড্যাশ্, আই-সি-এস্ বাহাদুর গত ১লা পৌষ ১৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনার্থ

গমন করিয়াছিলেন। মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় কমিশনার বাহাদুরকে ভাগীরথীর পারঘাট হইতে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাহয়ন-শ্রবণ-সদনের দ্বার-দেশে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট লইয়া আসেন এবং শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ঔডুলোমী মহারাজ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিবন্ধু, ভাগবত সেবকবর, শ্রীপাদ অনন্তস্বরূপ ভক্তিবান্ধব বি-এ প্রমুখ মঠসেবকগণ ও শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সজ্জনগণের পরিচয় প্রদান করেন।

কমিশনার বাহাদুর পরিচিত জনগণকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার আগমনোপলক্ষে অধিষ্ঠাহয়ন-শ্রবণ-সদনে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলটি উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া উহার উত্তরপার্শ্বে মধ্যস্থলে আসনত্রয়ের উপযোগী একটি উচ্চ আসন নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহাতে দক্ষিণ-পার্শ্ব হইতে যথাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ, কমিশনার সাহেব ও নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর উপবেশন করেন। অতঃপর আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ শ্রীল প্রভুপাদ ও কমিশনার বাহাদুরের এবং শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের গলদেশে পুষ্পমালা বিভূষিত করিলে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় 'অনাদি করম ফলে' এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ বনবন্ধু দাসাধিকারী বি-এ মহাশয় নবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে প্রদত্ত ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। উক্ত অভিনন্দনের উত্তরে কমিশনার বাহাদুর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সদস্যগণকে তাঁহাকে শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ-প্রদানমুখে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। স্পেস্ অভাব পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-তালিকানুসারে অন্যত্র থাকায় এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, তিনি তাঁহাকে এই সভার সকল বিবরণ জানাইবেন। তাঁহাকে প্রদত্ত অভিনন্দনে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার সহিত ত্রিপুরার মহারাজ সংশ্লিষ্ট জানিয়া কমিশনার বাহাদুর বিশেষ আনন্দ-প্রকাশ করিয়া বলেন—মহারাজ যখন বালক ছিলেন তখন মহারাজের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি আশা করেন, যখন তিনি কলিকাতায় যাইবেন, তখন মহারাজের নিকট এই সভার কার্য্যাবলী ও অন্যান্য বিষয় আরও বিশেষভাবে শুনিতে পারিবেন। অতঃপর এই মঠের কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিবার কথা বলিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা প্রদানের জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচার্য্য-বিষয় অবগত হইবার জন্য কমিশনার বাহাদুর বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। কমিশনার বাহাদুরের বক্তৃতার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে কমিশনার বাহাদুর; ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্, বসু আই-সি-এস্; ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স্ জজ মৌলভী মুহম্মদ আহাম্মদ বি-সি-এস্; কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শামসুল উলেমা কামাল উদ্দিন আহাম্মদ; এস্-ডি-ও মিঃ সি, সি, গুপ্ত এবং উপস্থিত অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণকে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং তৎপ্রসঙ্গে ভারতে ও ভারতের বাহিরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ও সংক্ষেপে বর্ণন করেন।

তৎপর শ্রীপাদ অনন্তস্বরূপ ভক্তিবান্ধব বি-এ মহোদয় নদীয়া জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী বাহাদুরকে মায়াপুর-হুগলীঘাট রাস্তাটি বন্যা-জলমুক্ত করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় উক্ত সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। উক্ত রাস্তা নির্ম্মাণের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার জেলা-বোর্ড বহন করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে। এই সংবাদ-শ্রবণে মাননীয় কমিশনার সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর ও বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ বসু আই-সি-এস্; ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ মৌলবী মুহম্মদ আহাম্মদ বি-সি-এস্; সিভিল সার্জ্জন ডাঃ বি রায় এম্-বি; কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শামসুল উলেমা কামালুদ্দিন আহাম্মদ; নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী বাহাদুর; রায় বাহাদুর অক্ষয়কুমার সেন এম্-এস-সি, ব্যাভিভোকেট ফরিদপুর; কৃষ্ণনগর সবজ এস্-

ডি-ও মিঃ পি গুপ্ত; সেকেণ্ড অফিসার মিঃ বি. মুখার্জী; অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী; ষ্যাটর্ণ এইচ, ই, ভন্ কোরেথ; হেড আর্থাই ভর্জ সুলৎজে; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঘোষ; কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটীর ভোরম্যান শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র চন্দ্র মৌলিক বি-এল, নবীনার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মহীশচন্দ্র পালচৌধুরী; শ্রীযুক্ত হরিভূষণ চাটার্জ্জী বি-এল, ব্যাড্ ভোকেট; শ্রীযুক্ত রামগোপাল বসু এম্-এ; শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখার্জ্জী; মিঃ এন্. সি মুখার্জ্জী সার্কেল অফিসার; মিঃ এন্, এন্ মুখার্জ্জী সার্কেল অফিসার; শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ সার্কেল ইন্সপেক্টর; কালীকুমার ভট্টাচার্য্য; নলিনমোহন মুখোপাধ্যায়; প্রবোধকুমার প্রামাণিক বি-এল্ উকীল; মহোপদেশক বিশোরীমোহন ভক্তিবাচস্পতি বি-এল; সুরেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার বি-এল; মুরারিমোহন সরকার ওভারসিয়ার; মুন্সী আবদুল মজিদ মোক্তার; অনুকূল মিত্র মোক্তার, হারাধন দত্ত মোক্তার কালীকিশোর মুখোপাধ্যায় মোক্তার; নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী জমিদার; শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; অশ্বিনীকুমার সরকার; যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এ; হেমচন্দ্র সরকার; ডাঃ আবদুল রহিম; খন্দকার মহম্মদ হোসেন; মুন্সী সাজ্জাদ হোসেন; পঞ্চানন ঘোষক; চৌধুরী সাহেব লোকমান মণ্ডল; নিশাপতি রায়; বিজয়গোপাল ব্যানার্জ্জী; রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বি-এ; উমেশচন্দ্র সরকার বি-এ; পঞ্চানন সাহা বি-এ; শ্রীরাম মণ্ডল বি-এ; নিত্যেন্দ্রচন্দ্র চন্দ, উপেন্দ্রনাথ বসু; নির্ম্মলেন্দু পালিত বি-এ; যোগেশচন্দ্র বসু বি-এ; হরিপদ সেন এম-এ, বি-এল প্রমুখ জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৭শে ডিসেম্বর রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটে পঞ্জাব মেলে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীআচার্য্য-ত্রিক প্রভু, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী সহ পাটনা যাত্রা করেন। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্ত কিউল পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অদ্য (২৮শে ডিসেম্বর) ভোর ৪টা ১৫ মিনিটে পাটনা ষ্টেশনে শুভবিজয় করেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীযুক্ত ধীরেন বাবু, শ্রীবিলাস মিশ্রজ প্রভু, শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী বাবু ও মধুসূদন বাবু প্রভৃতি অনেকেই শ্রীল প্রভুপাদকে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া মঠে লইয়া যান। প্রাতে ডাঃ গনেশ দত্ত সিং শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার শ্রীমুখে ইংরাজী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শ্রবণ করেন। তিনি পর দিবস আসিয়া পুনরায় হরিকথা শ্রবণের ঔৎসুক্য জ্ঞাপন করেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজের ভারতাগমন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ বন মহারাজ গত ৫ই ডিসেম্বর প্রাতঃ ১০টা ৫ মিনিটে কন্টিনেন্টাল্ এক্সপ্রেসএ ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া প্যারিস দিয়া ৬ই ডিসেম্বর প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় মার্সেলিস্ (Marseilles) এ পৌঁছান এবং তথা হইতে ৭ই ডিসেম্বর প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় পি এণ্ড ও লাইনের কাইজার-আই-হিন্দ্ ("Kaisar-I-Hind)" জাহাজে যাত্রা করিয়া ২০শে ডিসেম্বর প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় বোম্বাই উপস্থিত হন। তথা হইতে ডুপ্লিকেট-বোম্বে-মেলে প্রাতঃ ৭টা ৩৪ মিনিটে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছান। শ্রীপাদ ভগবদ্ধারণ ভক্তিবাস্তব, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মঠে লইয়া আসেন। স্বামীজী কএকদিবস গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক অদ্য প্রাতে শ্রীপাদ ঔডুলোমী মহারাজ, শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস ও শ্রীযুক্ত সুহৃৎসে প্রমুখ সেবকগণ-সহ শ্রীধাম-মায়াপুর যাত্রা করেন।

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৪৯, শনিবার, ১৯শে পৌষ, ১৩৪২ ; ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩৬ | ২২শ সংখ্যা

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

(২)

১৯ অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমার পর ভক্তগণ শ্রীব্রজ-স্থানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদের চরণান্তিকে সমবেত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রুতির ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—

নিরন্তর হরিনাম করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শিক্ষা দিয়েছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্রীল রূপ গোস্বামী ব'লছেন,—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-দ্যুতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমান পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।

সেই কৃপানুগ চৈতন্যশিক্ষা আচরণ করিবার জন্য—চব্বিশ ঘণ্টা হরিনাম করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হ'য়েছি। ধর্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষ-বাঞ্ছার কলঙ্কটুকু থাকা-কালে হরিনাম করিবার যে অভিনয়, তা' শুদ্ধহরিনাম-কীর্ত্তন নয়। নামকীর্ত্তনের সহিতই লীলা-কীর্ত্তন সম্ভব। শ্রীরূপ একাদশটি শ্লোক রচনা ক'রেছেন এবং শ্রীনামাষ্টক লিখেছেন। সেই নামাষ্টকেরই প্রথম শ্লোক—"নিখিল-শ্রুতিমৌলি" ইত্যাদি।

"প্রথমং নামঃ শ্রবণমস্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন হৃদয়রোগাস্ত ভবতি। সমাগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফূর্ত্তিঃ সম্পদ্যতে। সম্পন্নে চ গুণানাং

স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যের তারতম্য সম্ভবপর হয়। তাহাতে নাম-রূপ-গুণ-পরিকরের সম্যক্ স্ফূর্তিতে লীলারও স্ফুরণ সুষ্ঠু হয়।"

—এই বিচারটি ছেড়ে দিতে হবে না। মূলে গলদ্ থাকলে কিছুই হ'বে না। শ্রীরূপানুগ নামগ্রহণ-পদ্ধতি ছেড়ে দিলে নামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হ'বে না। আমরা রূপানুগ-ধারায় কীর্ত্তন ক'রতে ব'লেছি। যাঁরা অন্যরূপ লীলা কীর্ত্তন করেন, আমাদের পদ্ধতি তাঁদের থেকে পার্থক্য স্থাপন ক'রেছে।

আমাদের চিত্তদর্পণে ভোগ ও মোক্ষত্যাগরূপ অন্যাভিলাষ, কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও জ্ঞানাগ্রহিতার ধূলিরাশি ভক্ত-হৃদয়ান্তর হ'তে দূরীভূত হ'য়েছে। বৈকুণ্ঠনাম-শ্রবণে সেই সকল ধূলি বিধূনিত হ'তে পারে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা তদ্রূপ চেষ্টা-দ্বারা চিত্তদর্পণের ধূলি পরিমার্জ্জিত হয় না।

"বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

অধোক্ষজ ভগবান্ আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নন। কর্ম্ম প্রভৃতি হ'তে পৃথক্ হ'তে পারা যায় একমাত্র শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী-শ্রবণের দ্বারা। গুরুপাদপদ্ম ও শ্রৌতপথ লঙ্ঘন ক'রে জগতে যে যেরূপ ক'রছে, সেরূপভাবে কখনও হরিনাম-কীর্ত্তন হয় না।

হরিনাম যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্তনীয় নহেন। মুক্তকুলের বাণী-শ্রবণে সেবোন্মুখতা উপস্থিত হ'লে হরিনাম জিহ্বাতে উদিত হন।

আমি সম্যগ্রূপে হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ ক'রব। অবৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্মের—বৌদ্ধভাবের অনুগত বাগ্‌বৈখরীর কুপথ, বিষ্ণুমোহনাবতার আচার্য্য শঙ্করের বেদান্তভাষ্যের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার মুগ্ধ না হ'য়ে শ্রুতিশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বৈদান্তিকাগ্রণী শ্রীস্বরূপদামোদরের আনুগত্যে গ্রহণ ক'রব। শ্রীস্বরূপদামোদর ভগবান্ আচার্য্যের কনিষ্ঠভ্রাতা গোপাল ভট্টাচার্য্যের বৈদান্তিক বিচার মহাপ্রভুর প্রিয় নয় ব'লে তা' শ্রবণে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলেন। বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদাগ্রহিতাকেও শ্রৌত-বিচার-বিরোধী ব'লে মহাপ্রভু জানিয়েছিলেন। প্রকাশা-নন্দের শ্রুতি বা উপনিষদের অর্থ যে, প্রকৃত আস্তিকতার বিরোধী—ইহা স্বয়ং প্রকাশানন্দ ও তাঁর সন্ন্যাসিগণ বুঝতে পেরেছিলেন। শ্রুতির তাৎপর্য্য মায়াবাদ নয়—পরমেশ্বরের সেবা-বিরোধ নয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জানিয়েছেন—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

শ্রুতিকে অবলম্বন ক'রে শ্রুতির উদ্দিষ্ট ভগবৎসেবাবিধি খণ্ডন করা স্পষ্ট বৌদ্ধবাদ অপেক্ষাও অধিকতর নাস্তিকতা। শ্রুতিশাস্ত্রের আলোচনার নাম ক'রে জগতে অনেক কুমত প্রবিষ্ট হ'য়েছে। মায়াবাদী-মতের শ্রুতি বা বেদান্তালোচনা, কিছুদিন পূর্ব্বে আর্য্যসমাজের বেদব্যাখ্যা, রাজা রাম-মোহনের বেদশাস্ত্র আলোচনা প্রভৃতি অধোক্ষজ কৃষ্ণপাদ-পদ্ম ও অধোক্ষজ শ্রীহরিনামের বিরুদ্ধ মায়াজয় বিচার। নিখিল শ্রুতি যে শ্রীহরিনামপ্রভুর পাদপদ্মের নখীপদের নীরাজন করেন সেই হরিনামের কৃপা হ'তে বঞ্চিত হ'বার জন্য ইহারা শ্রুতিব্যাখ্যার ছলনায় আত্মাভিকতার আবাহন ক'রেছে।

বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু শ্রীহরিনাম প্রভুর কীর্ত্তনের সহিত তাহা করা আবশ্যক।

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥"
(ভাঃ ১২।৩।৫১)

প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ নিত্য আলোক-স্বরূপ।

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

—শ্লোকের বিচারে কলিকালে যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্ভবপর হয় না। কলিতে কর্ম্মমার্গীয় সন্ন্যাসও পরিবর্জ্জিত হ'য়েছে। জ্ঞানমার্গীয়গণের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বিচারের সন্ন্যাস—পর-ব্রহ্মের সেবা পরিত্যাগ। তাঁরা সন্ন্যাস ক'রতে গিয়ে ভগ-বানের সেবাও ত্যাগ ক'রেছেন। ভগবদ্ভজনই পূর্ণ সন্ন্যাসের অবস্থা। মায়াবাদী সন্ন্যাসী কৃষ্ণের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—সকলের সহিতই সন্ন্যাস ক'রেছে। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সন্ন্যাস—ভুক্তি ও মুক্তির সহিত। মায়া-বাদী মুক্তির সহিত সন্ন্যাস ক'রতে গিয়ে ভক্তির সহিতও সন্ন্যাস ক'রেছে। আর ভগবদ্ভক্ত ভুক্তি ও মুক্তি-কামনার সহিত সন্ন্যাস ক'রে শ্রীভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় ক'রেছেন। শ্রুতিদেবী যাঁর চরণ-নখ অর্চ্চন করেন, ভগবদ্ভক্ত সেই

অপ্রাকৃত শ্রীনামের অনুশীলনের প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য প্রথম করেন নাই, শ্রীনামকে অনিত্য জ্ঞান করেন নাই।

শ্রীনামপ্রভুর পাদপদ্মারবিন্দের আরতি ক'র্‌তে যে বেদবেদান্তশাস্ত্র, সেই শ্রীনামৈকশরণের পথ বৌদ্ধমত নহে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গদেশের প্রাকৃত সাহজিক বৈষ্ণবধর্ম্ম আলোচনা ক'র্‌তে গিয়ে যে মত প্রকাশ ক'রেছেন, প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা তা' নয়। বেদান্ত শাস্ত্রে হরিনামপ্রভুর কথা আছে।

অথোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভাষ্যরূপো বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥

ভঃ রঃ সিঃ ১০।২৮০

মহাভারতের অর্থ বিশেষরূপে নির্ণীত হ'য়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে। ঈশ কেন, কঠাদি দশোপনিষৎ বা ঐতরেয়াদি একাদশ উপনিষৎ, তত্ত্বত্রয়াধিকারে নৃসিংহতাপনী, রাম-তাপনী এবং সম্বন্ধাভিধেয়াধিকারে গোপালতাপনী উপনিষৎ প্রকাশিত। গোপালতাপনী প্রভৃতি বহু উপনিষদ্‌ প্রত্যক্ষভাবে ব্রজরসোপাসনা ও গৌড়ীয়ের দাস্য লাভ ক'রেছেন। শ্রুতিগণ গোপীর আনুগত্যলাভের জন্য তপস্যা ক'রেছিলেন। কেবল শান্তরসকে যাঁরা উচ্চতম মনে ক'রে মধুররসকে সর্ব্ব-নিম্নে মনে করেন, তাঁদের বিচার এই প্রাকৃত অভিজ্ঞান-প্রসূত। এই প্রাকৃত অভিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হ'য়েই কেহ কেহ ঈশ, কঠাদি দশোপনিষৎকে কেবল-নির্ব্বিশেষ-ভাব বা শান্তরসের প্রতীক মনে ক'রে প্রধান উপনিষদ্‌ ব'লে প্রচার ক'রেছেন; বস্তুতঃ অপ্রাকৃত রাজ্যে মধুররসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস এবং শান্তরস সর্ব্বনিম্ন রস। এজন্য ভগবদ্ভক্তের বিচারে গোপালতাপনী প্রভৃতি উপনিষদ্‌ প্রধানরূপে গৃহীত হ'য়েছে। দশোপনিষদের মধ্যেও ভগবদ্ভক্তগণ ভাগবতের তাৎপর্য্য অবলম্বনে ভগবৎসেবা ও ভগবল্লীলার যথেষ্ট ইঙ্গিত পেয়ে থাকেন।

শ্রীগৌরসুন্দর জানিয়েছেন,—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাত্বতে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণে মাধ্যাহ্নিক অভিন্নত্বের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীরঘুনাথের কৃপা কবিরাজগোস্বামী প্রভু গোবিন্দলীলা-মৃত গ্রন্থে সেই ভজনপ্রণালী বিচার ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যেও বাঙ্গালাভাষায়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আলোচনা ক'র্‌লে, সেই ভজনকথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'য়, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনরহস্যে', রূপানুগ 'ভজনদর্পণে' এ সকল কথা বিশেষভাবে আলো-চিত হ'য়েছে। গুরু হরিনামের সহিত এ সকল কথা আলোচিত হ'লেই আমাদের মঙ্গল হ'বে।

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

"অনয়োর্নপময়ং সাক্ষাদ্ধরিমোহনয়োরপি।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে ভাগবত-সংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাঃ শোকমোহভয়াপহা॥"

(ভাঃ ১।৭।৬-৭)

"নাম্নাং শ্রবণমঙ্গলকরণ-শুদ্ধাধন্ ইত্যাদি।"

—প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্য ও ক্রমপদ্ধতিবিচার আলোচনা না ক'রে কৃত্রিমভজনের চেষ্টায় ভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না, বরং ভজনে বিঘ্ন ঘ'টে থাকে।

কারুণ্যামৃতবীচিভিস্তদবগাহামৃত-বারয়া।
লাবণ্যামৃতবক্ত্রকান্তি-সুদিতাং শ্লিষ্যেদ্বিরাম্॥

(প্রেমাম্ভোজ-মরন্দ-স্তবরাজঃ)

—প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথ প্রভু যে সকল বিচার ক'রেছেন, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদে যে সকল বিচার ক'রেছেন, তাহা আলোচ্য বিষয় হউক। মুক্তপুরুষদিগের কৃত্য অনুসরণের উদ্দেশে আলোচনা ক'র্‌তে আপত্তি নাই। কিন্তু অনুসরণ ক'র্‌বার নাম ক'রে আনুকরণিক হ'য়ে প'ড়লে, অনুসরণীয় আদর্শে ভোগবিচার উপস্থিত হ'লে ভগবদ্ভজন হ'তে চিরতরে পতিত হ'তে হ'বে।

বস্তুকুলের সঙ্গে হরিনাম হয় না। প্রাকৃত সহজিয়া রাধিকার পদনখশোভা দর্শন ক'র্‌তে পারে না। খুব সাবধানে রাধিকার পদনখসেবা ক'রতে অগ্রসর হ'বেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় সদ্‌গুরুপাদপদ্মের নখশোভা দর্শন ক'রতে না পারায় শ্রীরাধিকার পদনখ-শোভাও দর্শন ক'রতে পারে না।

আপনারা ভজুন, আপনাদের উদর-ক্ষেত্র উন্নত হ'বে,

শীঘ্রই কল লাভ ক'রতে পারবেন। আমি বেদোপনিষদের ব্যাখ্যা কর্‌বার জন্য আসি নাই। আমার ভাষা-জ্ঞান অল্প। কৃষ্ণ-বিমুখ জীবের ভাষাজ্ঞান সম্ভব নয়। হরি-নামামৃত ব্যাকরণের কোন খবর রাখি না। শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম হৃদয়ে ধা' কুর্ত্তি করান, তাহাই জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়। মুক্তপুরুষগণের কথাগুলো আপনারা একটু কেনে শুনুন। ক্রমে ক্রমে কেবে অনুরোহগম ও ফল হ'বে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রোতপন্থা ক্রমে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পর্য্যন্ত পরম্পরাগতভাবে আছে; কিন্তু আমার চিত্তদর্পণে যে সকল মলিনতা এসেছে, তাহা আপনারা সংশোধন ক'রে নিবেন।

ঈশানাদমিদং সর্ব্বং যদ্ যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

হে ভোগিকুল, তোমরা বিশ্বকে ভোগ্য জ্ঞান ক'রছ কেন? ভোগের মধ্যে থাক্‌লে হরি-ভজন হ'বে না। তাদের মধ্যেই হরি-ভজন নাই। সমস্ত বিশ্বই ভগবানের সেবার উপকরণ। সমস্তই অধিতীয় ভোক্তা ভগবানের ভোগের স্থান। এই বিশ্বে কৃষ্ণ অবতীর্ণ, গিরিগোবর্দ্ধন অবতীর্ণ হ'য়েছেন। ইহা ভোগ বা ত্যাগের স্থান নয়। ব্রহ্মলোকের ন্যায় নির্ব্বিশেষ স্থানও নয়। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যভাবের প্রাবল্যও এখানে নাই। ইহা মাধুর্য্যধামের পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমিকা। এখানে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের প্রতীক অরিষ্টাসুর বিনষ্ট হ'য়েছে।

এই সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অহিফেন খঞ্জা যেন কুক্কৈক-মরম॥ চৈঃ চঃ ম ২২।৯০

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রুতিসকল আলোচনা করুন। যদি অশ্রৌতপথে ঐ সকল শ্রৌতশাস্ত্র আলোচনা ক'রতে যান, তা'হলে শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ ক'রতে পারবেন না, অসুবিধায় প'ড়ে যাবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রদর্শিত পথে শ্রুতি আলোচনা করুন। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার—সমস্তশ্রুতির তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক শাস্ত্র। ভাগবতের প্রতি-পাদ্য বস্তুর সহিত শ্রুতির প্রতিপাদ্য বস্তুর পার্থক্য হ'তে পারে না।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥
(ভাঃ ১।১।২)

শ্রুতি-ব্যাখ্যার প্রাথমিক কথা ব'লতে ব'সেছি—সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা। অভিধেয়ের মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার কথা যোগ্যতা থাকে ত' আমি আলোচনা ক'রব। অভি-ধেয়-বিচার শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত। প্রদোষকালে শ্রীচরিতামৃত ও ঠাকুর মহাশয়ের পদাবলী-গান শ্রবণ ক'রব। এই সব কথা খুব সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ ক'রেছেন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, আমার শুন্‌বার অবকাশ হ'য়েছিল। আপনাদের দর্শনে যদি সেই সব কথা আবার স্মৃতিপথে আসে, তা'হ'লে সে সকল আবার প্রকাশিত হ'বে। শ্রীচরিতামৃতগ্রন্থ লিখ্‌বার সময় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়েছেন, সেই সকলও কিছু আলোচনা ক'রব।

তর্কপথ পরিত্যাগ ক'রে শ্রৌতপথ গ্রহণ ক'রতে হ'বে। শ্রবণ ক'রতে হবে, আগেই চোখ দিয়ে দেখতে হ'বে না, তা'হ'লে জাহিল হ'তে প'ড়তে হ'বে। মহাজনের আচরণ আগেই চোখ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে আত্মকরণিক হ'য়ে অসুবিধায় প'ড়তে হ'বে। মরার মাথার খুলিতে রক্ত ক'রে জল পান ক'রবার বিকৃত আত্মকরণিক চেষ্টা দেখিয়ে বাবাজী মহাশয়ের অধিকার হ'তেও নিজের অধিকারের উচ্চাবস্থার দাম্ভিকতা দেখাবার জন্য অভিনয় কর্‌বার চেষ্টা হ'বে।

প্রাতঃকালে শ্রুতি আলোচনা ক'রব। মধ্যাহ্নে রসশাস্ত্রের আলোচনা, শ্রীরূপ-রঘুনাথের গ্রন্থ হ'তে অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত ও প্রদোষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। শ্রুতি-পাঠের চরম ফল শ্রীহরিনামে একান্ত রুচি। আপনারা শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন হ'তে বিরত হ'বেন না। মায়াবাদীর ন্যায় শ্রুতিব্যাখ্যা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রচ্ছন্ন নাস্তিক হওয়ার জন্য আমরা শ্রুতির আলোচনা ক'রব না। শ্রুতিসমূহ গোপীর পদরেণু ও শ্রীনামপ্রভুর শ্রীচরণারবিন্দ আরতি কর্‌বার জন্য যে আদর্শ দেখিয়েছেন, সেই আদর্শই আমাদের আলোচ্য বিষয় হ'বে।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

জয় জয় গৌর

শ্রীমায়াপুর

১৭ই শ্রাবণ, ৪২৮

শুভাশিসাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার এই শ্রাবণের পত্র পাইয়াছি। ইতঃপূর্বে আপনার বাটীর ঠিকানায় যে পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ করি তাহা এতক্ষণ পাইয়া থাকিবেন। নানাকার্যে ব্যস্ত থাকায় যথাকালে পত্রোত্তর দিতে বিলম্ব হয় তজ্জন্য ত্রুটী হয়। শ্রীযশোদাসুত ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ অভিন্ন, পার্থক্য নাই। কেবল ভেদ এই যে, গৌরহরি—কৃষ্ণকল্পনাশ্বেষণপর বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহ এবং রাধাকৃষ্ণ—সম্ভোগরসবিগ্রহ। শ্রীগৌরহরির কৈঙ্কর্যেই ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে। চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা বিংশ (২০শ) পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ভজনপ্রণালী উক্ত হইয়াছে। গৌরসুন্দরের কথা অতিরিক্ত আর কৃষ্ণচন্দ্রের মধুরিমা অতুলা। সেজন্য গৌরকে ঔদার্য-বিগ্রহ ও কৃষ্ণকে মাধুর্যবিগ্রহ বলা হয়। এই দুই বিগ্রহে কখনোই ভেদ জানিবেন। গৌরপাদাশ্রয় ও কৃষ্ণসেবা—একই কথা। দুই মূর্তিই পরম মনোহর। রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু গৌর-বিগ্রহ, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে অধিক বা কম নহে। একই জিনিষকে কম বেশী মনে করিতে হইবে না। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জীবের পরম মঙ্গল হয়। নামই ভগবান্ অর্থাৎ নাম ও নামী ভিন্ন নহেন। শ্রীহরিভক্তিসুধা ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। ... ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন প্রার্থনায়—'গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু॥ অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু। আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥' এই সকল প্রার্থনা হৃদয়ে রাখিয়া কৃষ্ণনাম সর্বদা করিবেন। বৈষয়িক কোন ক্লেশ কিছুই করিতে পারিবে না।

বিদ্যাদীর্ঘায়ক

শ্রীনিবাস সরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতরাম্

শ্রীমায়াপুর

১৩ ফিল্গু ৪২৯, ১৭।৩।১৬

কল্যাণভাজনাসু—

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি শ্রীহরিনাম নিরন্তর সংখ্যা করিয়া গ্রহণ করিবেন। ... শুকযান :—"প্রাতঃ শ্রীমদ্বৃন্দাবনে দিনেত্রং বিষ্ণুং স্মরম্। বরাভয়প্রদং শান্তং স্বরেন্দ্রাদ্যং পুরন্দরম্।" তিলক-মন্ত্র :—"ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণমথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে। বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে। শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে। পৃষ্ঠে পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ। তৎপ্রকালনতোয়ন্তু বাসুদেবায় মূর্দ্ধনি।" ... শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ হরি একই বস্তু জানিবেন। শ্রীনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই জানিবেন। "শ্রীহরিনাম গ্রহ" মুক্তজীবের উপাস্য বস্তু। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি সাধুগ্রন্থসমূহ পাঠ করিবেন। আদৌ গুরুপূজা, দ্বিতীয়তঃ গৌরাঙ্গপূজা, তৃতীয়তঃ কৃষ্ণ-পূজার বিধান। পূজার নিয়ম ও বিধি পরে জানাইব। এক্ষণে কেবল মন্ত্র জপ করিবেন। আপনার যেরূপ ধারণা আছে, পূজাকালে তদ্রূপভাবেই ধ্যান করিবেন। ক্রমশঃ আলোচনা করিতে করিতে ধ্যানের নিশ্চলতা হইবে। পূজা-ধ্যানাদি হইতে তাৎপর্যরূপে কৃষ্ণনাম-গ্রহণই প্রধান ফল বলিয়া জানিবেন। ... শ্রীমদ্ভাপ্রভুর কৃপায় আমি ভাল আছি।

বিদ্যাদীর্ঘায়ক-অভিজন

শ্রীনিবাস সরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবত প্রেস্

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

১৫।৫।১৩

স্নেহাস্পদাসু—

আপনার ৭ই আষাঢ় ও ২৮শে আষাঢ় তারিখের দুই খানা পত্র পাইয়াছিলাম। নানা কার্য্যে যথাকালে পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। আমি আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে কৃষ্ণনগর আছি। ০ ০ সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পায়, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবেন। উপদেশামৃত, চরিতামৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা পাঠ করিলে তাহার মর্ম্ম বুঝিবেন। ভগবান পরম দয়ালু, অবশ্যই কোন না কোন দিন তাঁহার দয়া হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবত-প্রেস্ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

১১।১০।১৩

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২১শে আশ্বিন তারিখের স্নেহপূর্ণ পত্র পাইলাম। আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। সময়াভাবে আমি অনেক সময় যথাকালে পত্রোত্তর লিখিতে পারি না, বিলম্ব হইয়া যায়। সে সকল ত্রুটী ক্ষমা করেন। ০ ০ শ্রীমানকে আর আপনারা ব্রহ্মচারী লিখিবেন না। সে ব্রহ্মচর্য্য ছাড়িয়া অধঃপতিত হইয়াছে। সে আমাদিগকে কৃষ্ণ-সেবা হইতে চ্যুত করিয়া নরকে পাঠাইবার চেষ্টায় নিজেও কষ্টে পড়িল। শ্রীগুরুদেবের চরণে অপরাধী হইলেই এই দুর্গতি হয়। আপনারা নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করুন। অপরাধশূন্য হইয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করুন। আপনাদের আদর্শ জীবন দেখিয়া অনেকে সন্তুষ্ট হউন। ০ ০ সয়তানের হস্তে পড়িয়াছে বলিয়া আমরা হরিসেবা ছাড়িব না। অন্তঃপ্রান্তরে তাহার কল্যাণ হইবে। ইহ জন্মে তাহার আর কিছু সুবিধা দেখিতেছি না। সে আমাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার দুর্ভাগ্য দেখিয়া আপনারা ভীতা হইবেন না। তাহার কথা লইয়া লোকে আমাদিগকে নিন্দা করিবে জানি। আশা করি, আপনি সয়তানের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নির্ভয়ে শ্রীশ্রীহরিনাম করিতেছেন। শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত সর্ব্বদা হরিনাম করিবেন। অন্যত্র কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(৫)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীবাসাপুর,

১৮ই ফাল্গুন, ১৩২৩

স্নেহবিগ্রহাসু—

আমার বিজয়ার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ জানিবেন। সজ্জন-তোষণী বিশেষ যত্ন-সহকারে পাঠ করিবেন। ভগবান্ ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল অভাব দূরে যাইবে। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও চতুরতার সহিত কৃষ্ণনাম করুন। ভগবান্‌ও নিশ্চয়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার যাহা সাধন, শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তাহার সুফল প্রদান করেন। হরিসেবার নামই ভক্তি। কৃষ্ণনাম উচ্চারণকেই ভক্তি বলিয়া জানিতে পারিবেন। ০ ০। জপের মালা মনে মনে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম স্পর্শ করাইয়া উহাতেই কৃষ্ণনাম করিবেন। এখানে বৈষ্ণবদাস মাত্র আছেন। আমি এক প্রকার আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(৬)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবত প্রেস,

কৃষ্ণনগর, ২।১।১৮

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২।০ খানা পত্র পূর্ব্বে পাইয়াছি। পত্র লিখিবার লোকের অভাবে এবং নিজে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যথা-কালে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই। ০ ০ প্রাক্তন কর্ম্মফলে

• • যে দুর্গতি হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। "স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্"। সুতরাং অন্তঃকরণে তাহার মঙ্গল হইবে। • • প্রসন্ন মনে মনে পরিবর্ত্তন করিয়া ভগবদ্ধাম নিরপরাধে গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পড়িবেন। অচিরে দূরদেশে শীঘ্রই শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রচার হইবে, স্থির হইয়াছে। ইতি।

বিদ্যাবিনোদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(৭)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ বিজয়তেতরাম্

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর,
২ পৌষ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়বরাসু

আপনার ১৩ই কার্ত্তিক ও ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখের ২ খানা পত্র যথা সময়ে পাইয়াছি। • • মায়াবাদীর সঙ্গ, বৈষয়িক শাক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গ এবং কর্ম্মিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবেন। যে বংশে ভক্ত জন্ম গ্রহণ করেন, সেই বংশীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের বিশেষ মঙ্গল হয় এবং তাঁহারা কৃত কৃতার্থ হইয়া যান। সেই পিতৃ-পুরুষের জন্য স্বর্গকামনা করিতে হয় না বা গয়ায় কামনা-মূলে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিবার দরকার নাই। "বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ" প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোক দ্বারা তাদৃশ বাহ্যাড়ম্বর কার্য্য নিরস্ত হইয়াছে। আপনারা ঐ সকল বৃহৎ ব্যাপারে প্রবিষ্ট হইবেন না। শ্রীপত্রিকা কতক বিষয় প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইয়াছে। শ্রীনামের নিকট প্রার্থনা করিবেন, তাহাতেই মায়ের দয়া হইবে। এখানকার ভক্তগণ ভাল আছেন। মধ্যে মধ্যে আপনাদের ভজন-কুশল জানাইয়া সুখী করিবেন।

বিদ্যাবিনোদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(৮)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ বিজয়তেতরাম্

কৃষ্ণনগর বুধবার ১১-৩-১৮

কল্যাণীয়বরাসু

আপনার পত্রকলোর কার্ড পাইলাম। • • শ্রীগৌরসুন্দর পরীক্ষার জন্য আমাদিগকে নানা অসুবিধা ও সঙ্কটের মধ্যে ফেলিয়া নানাপ্রকারে পরীক্ষা করেন। সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জীবের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। শ্রীগৌর-হরি দয়া করিয়া নিত্য সত্য জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামী হইয়া জানাইয়াছেন। যাঁহারা নিষ্কপট ভাবে হরি-গুরু-গৌরপদ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনদিনই বিপথে ভ্রমময় বাক্য শুনিয়া শ্রদ্ধা করিতে হয় না। দুর্ভাগা জীবই কপট বাক্য শুনিয়া ভ্রান্ত হয়। আপনাদের ভজন কোন চিন্তা নাই। সর্ব্বদা শ্রীচরিতামৃত পড়িবেন এবং অর্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট নিষ্কপট ব্যাখ্যা শুনিবেন। আমি বড়ই কষ্টে ও নানাপ্রকার বিপদের মধ্যে আছি; তবে ভরসা মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-কমল।

বিদ্যাবিনোদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ বিজয়তেতরাম্

শ্রীমায়াপুর,
৩।৪।১৮

কল্যাণীয়বরাসু

আপনার সুদীর্ঘ পত্র পাইলাম। আমি উৎসবকালে নানাপ্রকারে ব্যস্ত ছিলাম। সর্ব্বদা হরিকথা বলিতাম ও শুনিতাম, আপনিও শুনিতে পারিতেন। যদি কোন কথা বলিবার আবশ্যকতা ছিল, তাহা হইলে লোকভিড় কম হইলে জানাইতে পারিতেন। আমি আপনার উপর কখন বিরক্ত হই না। আপনার উপর বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই। কলিকাতায় আপনি ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি নিষেধ করি নাই, যেহেতু আপনার দরকার থাকিতে পারে। আপনারা অর্থব্যয় ও নানা ক্লেশ করিয়া আসেন, সে বিষয়ে আমার প্রতিবাদ নাই। শ্রীহরিনামের বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে সেবা করিবেন, তাহা হইলে সকল সার্থক হইবে। আমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিবেন,—যাহাতে আমরা নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারি।

বিদ্যাবিনোদক
পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(১০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ বিজয়তেতমাম্

শ্রীধামাপুর,
২৩শে বৈশাখ, ১৩৪৫

কল্যাণীয়বরাসু

আপনার ১৮ই বৈশাখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি বৈশাখের শেষভাগে অথবা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই দৌলতপুর যাইব। ০০ দৌলতপুর হইতে ফিরিয়া সুবিধা হইলে রামচন্দ্রপুরের মন্দির মেরামত করাইবার ব্যবস্থা করিব। রথের সময় শ্রীপুরুষোত্তম যাইতে পারি। যদি বিভূবাবু প্রভৃতি ভক্তগণ নীলাচলে যান, তাহা হইলেই আমার যাওয়া হইবে। দয়াপরবশ হইয়া নামগ্রহণ করুন, তাহা হইলেই হরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে। আমরা ভাল আছি। মধ্যে মধ্যে আপনার ভজন-কুশল জানাইবেন।

বিদ্যাবিনোদক
অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(১১)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবত প্রেস,
কৃষ্ণনগর পোঃ, (নদীয়া)
২-৬-৩৮

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্র পাইলাম। দৌলত-পুরে ১২ দিন ছিলাম। বিনোদ তথায় আসিতে পারে নাই। আমি এখান হইতে ২২শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় গিয়া তথায় ৩৪ দিন থাকিয়া শ্রীধাম পুরী রওনা হইব। বাজে সম্প্রদায়ের লোকের আলোচনা না করাই ভাল। ০০ ধর্মদিদি ইচ্ছা করিলে, স্নানের পূর্ব্বে যে সকল ভক্তমহিলা পুরী যাত্রা করিবেন, তাঁহাদের সহিত যাইতে পারিবেন। আপনি নিরপরাধে নিরন্তর হরিনাম করিতে থাকুন এবং শ্রীচরিতামৃত, প্রার্থনা, কল্যাণকল্পতরু ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা পড়িতে থাকুন—ইহাতেই আপনার মঙ্গল হইবে।

বিদ্যাবিনোদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(১২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ বিজয়তেতমাম্

ভক্তিকুটী, পুরী
২৩ আষাঢ়, ১৩৪৫

কল্যাণীয়বরাসু—

কয়েকদিন হইল আপনার পত্র পাইয়াছি। অদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া গেল, সুতরাং আমাদের এখান হইতে ২।১ দিনের মধ্যে যাওয়া হইবে। অনেক দিন নানাপ্রকার ভক্তের সহিত বাস হইল। সুতরাং সংসারের তুচ্ছত্ব ক্রমশঃই উপলব্ধ হইতেছে। সকলে কৃপা করিয়া আমাকে নির্জ্জন ভজনের শক্তি প্রদান করুন এবং নিজে ২ নিজ গৃহে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে হরিভজন করুন। ০ আত্মীয় ০০ "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" এই কথা জানিয়া আমরা নিরপেক্ষ থাকি। এবার শ্রীপুরুষোত্তমের নানাস্থান দর্শন, সাক্ষী-গোপাল ও আলালনাথ দর্শন করিয়াছি। পথে রেমুণায় গোপীনাথ-দর্শন হইয়াছে। আমরা সকলে ভাল আছি। আশা করি, আপনি নিরপরাধে হরিনাম করিতেছেন।

বিদ্যাবিনোদক
অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(১৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর,
৩৯।৩৮

শুভাশিসাং সমুদয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ৫ই ভাদ্র তারিখের একখানা স্নেহপূর্ণপত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি শ্রীপুরুষোত্তম হইতে কলিকাতা ও কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীধামাপুর গিয়াছিলাম। তথায় বনপথের জলের দোষেই হউক বা অন্য কোন কারণে হউক, আমার কফুণ ও কফুরণা হইয়া যাতায়াতে ক্লেশ পাইতেছি; আজও ভাল হয় নাই। "শ্রীসজ্জন-তোষণী" পত্রিকা বিশেষ যত্নের সহিত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হইবে। ০০ বহির্মুখের কথা আলোচনা না করাই উচিত। কৃষ্ণনাম করিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ আপনা হইতেই মুক্তা-হারের ন্যায় দূরীভূত হইবে। উহারা কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যায়া-

বাদী ও অশ্রাব্যিনাবী। দিন দিন মায়াবাদিগণ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে কতকগুলি মূর্খ দুশ্চরিত্র ছোটলোক আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' (?) বলিত, এক্ষণে গোটাকতক মায়াবাদী নিজেদের বৈষ্ণব বলিয়া জাহির করিতেছে। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর আজ্ঞামত ঐ সকল মায়াবাদীকে তাড়াইয়া দিয়া নিঃসঙ্গে হরিনাম করিলে গৌরহরি দয়া করিবেন।

বিদ্যাবিনীতাশ্রয়
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু

(১৪)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ বিজয়তেতরাম্

শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ,
১৯শে চৈত্র, (১৩৪০)

কল্যাণীয়বরাষু

আপনার বাটী গৌড়ান' বার্ত্তা পাইয়াছি। আমি এখনও এখানে আছি। বোধ করি, মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুরের দিকে "শ্রীনাম"-প্রচারার্থ সত্বরই যাইব।

কুঞ্জবাবু আপনাদিগকে যত্ন করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আপনারা সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া শ্রীশ্রীহরিনাম গ্রহণ করুন, তাহাতেই পরম মঙ্গল হইবে। বৈষ্ণবধর্ম ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়িবেন। "শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে"র ঠিকানায় পত্র লিখিলেই আমি যেখানে থাকি, পাইতে পারিব।

বিদ্যাবিনীতাশ্রয়
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অত্রত্য শ্রীমান্ বিনোদবিহারী আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অবকাশ মত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাল করিয়া তোমার পিসীমাতার নিকট আলোচনা করিবে। 'শ্রীভজন-তোষণী' পড়িয়া তাহাতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিবে। এখানে মহাপ্রভুর বাটীর নিকট পুষ্করিণী খনন করান' হইতেছে। তোমাদের বেশে শ্রীশ্রীগুরুভক্তির কথা কম হইলেও তোমরা সকলে আলোচনা করিতে পার। মধ্যে তোমাদের মঙ্গলসংবাদ জানাইবে।

(১৫)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ,
৩রা জুলাই, ১৯১৯

কল্যাণীয়বরাষু—

আপনার ১২ই আষাঢ়ের পত্র পাইলাম। আমি যশোহর, খুলনা, লোহাগড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে শ্রীনাম প্রচারে গিয়াছিলাম। সঙ্গে ১০।১২ জন ভক্ত ছিলেন। কলিকাতা আসনের ভক্তগণ ব্যতীত আরও কয়েকজন ছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব ও কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের মহোৎসব শেষ হইয়াছে। আমি এখানে আরও ৪।৫ দিন থাকিব ও পরে কলিকাতা যাইতে পারি। প্রবোধ ব্যাতিব সহিত দি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং বিনোদ কলিকাতায় আসিয়াছে, শুনিয়াছি। আমার সহিত দেখা হয় নাই; কলিকাতা গেলে দেখা হইবে। প্রত্যেক কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রপঞ্চে আসেন না। অষ্টাবিংশচতুর্যুগের কলিতে আসেন। তিনি কেবল যুগাবতার নহেন। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার পাঠ "কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে" ঠিক অর্থাৎ কামনা কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে নিযুক্ত করাই অভিপ্রেত। "যৎ করোষি' প্রভৃতি গীতার শ্লোক কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, ইহা কায় কৃষ্ণকর্ম্মার্পণের উপদিষ্ট নহে। কর্ম্মের ফল-ভোক্তা জীব; আর অখিল-কর্ম্ম-চেষ্টা হরিসেবায় নিযুক্ত করা ভক্তের কেবলা ভক্তি। আমরা ভাল আছি।

বিদ্যাবিনীতাশ্রয়
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

(১৬)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
২০।৫।২০

কল্যাণীয়বরাষু—

গত কল্য আপনার ১৩ ত্রিবিক্রম তারিখের পত্র পাইয়াছি। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, শ্রীমান্ * * * শ্রীভক্তিবিনোদ আসন পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে না জানাইয়া আবার যেসে চাকরী লইয়া গত পরশ মঙ্গলবার ২টার গাড়ীতে বোম্বাই চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যাইবার

সময়ে আপনার সকল লোককে সকল কথা গোপন করিয়া এবং আমাকে না জানাইয়া আমাদের উপর দোষারোপ পূর্ব্বক একান্তভাবে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ক্রিয়া হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার অত্যন্ত অর্থকষ্ট হইতেছিল। তিনি অর্থ-কষ্ট মোচনের জন্য বেশী মাহিনায় চাকরী লইয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভাবে চিরদিন আছি। যাইবার কালে বা পথিমধ্য হইতে অদ্যাবধি কোন পত্র দেন নাই। তাঁহার এরূপ অর্থকষ্ট তা জানিতে পারিলে আমরা অভাব মোচন করিতে পারিতাম। তিনি একবারও ভাবেন নাই যে, আমরা তাঁহার অভাবে আত্যন্তিক মর্ম্মাহত হইব। সম্প্রতি কুষ্টিয়ার জেলার বহরমপুর গ্রামে মদনবাবুর বাড়ীতে আমাদের নাম প্রচারে যাইবার কথা আছে। শরীর ও মন বড়ই অপটু, যাইতে পারিব কিনা, বুঝিতেছি না।

শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গৃহস্থগণের করা কর্ত্তব্য। যাহারা যে সকল গৃহস্থ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করেন, তাঁহারা অর্চ্চনকারীদিগকেও আদর করেন। যিনি গৃহস্থ হইয়া অর্থ বাঁচাইবার জন্য অর্চ্চন করেন না, তাঁহারে বিষ্ণু-পাঠ্য হয়। কদর্য্য-চরিত্র বিক্ষিপ্ত-মতি গৃহস্থগণের অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

(১৭)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অমৃত-নিবাস

শ্রীমায়াপুর, পুরী

২৮-৪-২৮

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রের সমাচার অবগত হইলাম। আমি এখানে প্রায় মাসাবধি কাল বাস করিয়া অনেকটা ভাল আছি। আরও কএক দিন থাকিতে পারি। ... এখানে অন্য দেশের ন্যায় গরম নাই। আপনি লিখিয়াছেন যে উৎসবের পর হইতে আপনি বিশেষ দুশ্চিন্তিত আছেন। অপর বাজে লোকের কথায় কর্ণপাত করিয়া কোন ফল নাই। উহা হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ অসৎ প্রকৃতির লোকেরা অপরের প্রতি সাধ্যমত উপকার করে না। ... নানাস্থানে মঠ হওয়ায় অপরের দ্বারা আমাদের নানাপ্রকারে উদ্বেগ পাইতে হয়। পরিশেষে কতদিনে মঠ হইতে পারিবে, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। বহিরঙ্গের মঠই সম্প্রতি কলিকাতায় হইতে চলিল। বোধ করি, জে, বি, ডি'র কথা শুনিয়া থাকিবেন; জে, বি, ডি তুমি দান করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীর নিকটই গৌড়ীয় মঠ হইতেছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,

৭-৫-৩০

কল্যাণীয়বরাসু—

শ্রীচৈতন্যদেব গৃহস্থ ভক্ত ও মহিলাগণকে ঘরে বসিয়া ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত করিতে বলিয়াছেন। কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিলে জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে। তৎকালে কৃষ্ণের বস্তুতে অভিনিবেশ হয়।

সখীভেকীদলের কৌপীনধারিব্যক্তির উচ্ছিষ্ট গ্রহণে যে ভাল ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা "সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়িবার পর সীতা কার বাবা ?"—প্রশ্নের ন্যায়। আলেয়াসিদ্ধ ধর্ম্মধ্বজী কৌপীনপরা পাষণ্ডিগণের সহিত বাক্যালাপ-দর্শনাদি নিষিদ্ধ; সুতরাং তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাওয়া ত' দূরের কথা, উচ্ছিষ্ট দিলেও অধঃপতন অনিবার্য্য। কলি নানা মূর্ত্তিতে বৈষ্ণবের বেশে জীবকে পতন করায়। ধর্ম্মের নামে অর্থ-বৃদ্ধি ভবিষ্যতে করিবার উদ্দেশ্যে যে তীর্থ-বাস ও ধর্ম্মের আচরণ, উহা আদৌ সঙ্গত নহে, এই জন্যই রূপসনাতন প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণ লীলাস্থানে বাস করিয়া কেবল ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। নতুবা ধর্ম্মধ্বজিগণের ধর্ম্মের আচরণে বহুজীবগণকে আরও বদ্ধ-ভূমিকায় লইয়া যায়। যাহাদের আত্মবিদের প্রতি ভগবৎ সেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই শ্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয়

নহে। পরমেশ্বরী মোদকের জননীর সহিত নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সম্ভাষণ আলোচনা করিলে সকল কথা হৃদয়ে আপনা হইতে উদিত হইবে।

বিভাগীয়সম্পাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(১৯)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর,
৩০-১-৩১

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ১৪ই মাঘ তারিখ কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ৩০ নিত্যানন্দ-মহোৎসবে বাহিরের অধিক যাত্রী এবার হরিসেবায় যোগদান করেন নাই। আমাদেরও অনেক লোক বিভিন্ন স্থানে সেবা-কার্য্যে ব্যস্ত আছেন বলিয়া উপস্থিত হন নাই।

শ্রীজগদ্বন্ধু ভক্তিমান্ ও নির্ব্বিঘ্ন ছিলেন, তাঁহার স্বজনাখ্য আত্মীয়গণ তাঁহার পত্নীদ্বয়কে কোনরূপ বঞ্চনা করিতে যাহাতে না পারে, তাহা দেখিতে গিয়াই বাবু উহাদের আক্রমণের পাত্র হইয়াছেন।

আমি স্বয়ং মায়ামুগ্ধ জীব—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের আনন্দাঙ্কুরকে যাহারা নির্ম্মূলিতাঙ্কুরে দুঃখাঙ্কুর দেখে, তাহারা এক দেখিতে আর দেখে। সেই সকল বিষয়ী দিন দিন অধোগতি লাভ করিয়া বহির্জ্জগতের বিষয়কে স্বর্গ জ্ঞানে নানা অপসম্প্রদায়ে ঢুকিয়া পড়ে।

বিভাগীয়সম্পাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

১৮ই ডিসেম্বর বুধবার প্রাতে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত কাশীস্থ ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্য বহু সেবকের নিকট শ্রীভক্তি-বিজয় ভবনে প্রভুপাদ সম্বন্ধ ও অভিধেয়-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ভগবচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে সমর্পিতাত্মা না হইলে যে ভগবৎসেবা সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না, ইহাই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়। ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীযোগপীঠে গমন পূর্ব্বক ভক্তিসুহৃৎ তোরণ, নিত্যানন্দ-ধর্ম্মশালা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া গৌরকুণ্ড-পরিক্রমণান্তে শ্রীবিগ্রহ-গণের সম্মুখে প্রণত হইয়া আসন পরিগ্রহ করেন এবং হরিকথা বলিতে থাকেন। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত শ্রীমন্দির দর্শন করিতে করিতে প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন—"এই সকলে তোমা দর্শনের পরিবর্ত্তে সেবা দর্শন হওয়া আবশ্যক। ইহারা আমার দর্শনেন্দ্রিয় ও মনের তৃপ্তি বিধান করিবে, এই বিচার হইলেই অসুবিধার কথা আসিয়া গেল। উহারা যাহাতে শ্রীগৌর-সুন্দরের আনন্দ-বর্দ্ধনের, তাঁহারই সেবার উপকরণ—এইরূপ দর্শন হইলেই তোমা দর্শনের পরিবর্ত্তে সেবা দর্শন হইয়া সেবার সেবোপকরণসমূহও আমাদের সেবা, এই প্রকার বিচার হইবে। হরিকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নৈরন্তর্য্য না থাকিলে তোমা-বিচারে আমাদিগকে গ্রাস করিবে। আমরা প্রভুত্বে মত্ত হইয়া বাদ-বাদের বিচার ডাকাইব, গ্রামবাদ করিয়া বসিব, নানা অসুবিধায় পড়িব। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ। মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন। উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়। 'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি 'পরব্যোম' পায়। তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'। 'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ। তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম ফল। ইহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল।"

হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনই সাধন ও সাধ্য। কত ভাগ্য-ফলে মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়। কত ভাগ্য-ফলে গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে শ্রীধামে আসিবার সৌভাগ্য হয়। প্রভুত্বের সময় কাটাইলে এই সৌভাগ্যকে অবজ্ঞা করা হইল। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা ও হরি সম্বন্ধীয় বিষয়ের অনুশীলন করিবে; ভগবৎপ্রসঙ্গের অনুশীলনেই শ্রীমন্দিরের অপ্রাকৃত সৌষ্ঠব উপলব্ধির বিষয় হয়।" শ্রীযোগপীঠ

হইতে ভক্তিবিনোদ-ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রভুপাদ নিজকক্ষে বসিয়া সেবা করিতে দেন, তৎপ্রসঙ্গে হরিকথা বলিতে বলিতে প্রভুপাদ "চিনায়ি বিশ্ব নহি" এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৩শে ডিসেম্বর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও শ্রীজগন্নানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ সমভিব্যাহারে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রায় দেড় মাস পরে পুনরায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১১শে ডিসেম্বর রাত্রে বেদান্ত-দর্শনের কথা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাষ্যকারের সূত্রসংক্ষেপরূপ অনুভাষ্য, সূত্রের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যারূপ অনুব্যাখ্যান এবং সূত্রভাষ্য—এই তাৎপর্য্যে, শ্রীভক্তীর্থের ন্যায়সুধা ও তত্ত্ব-প্রকাশিকা এবং শ্রীব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের প্রবল সুদর্শনচক্রাস্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে থাকেন। 'ন্যায়সুধা' সম্বন্ধে "সুধা বা পঠনীয়া সুধা বা পাঠনীয়া" এইরূপ একটি উক্তি মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিদ্বৎ-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে। 'পঞ্চতন্ত্রী' একত্র আলোচনা করিলে অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের তর্কশৈলিক বিচার-প্রণালী ও পরাস্তের মতবাদ নিরাকরণে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যবর্গের অধিতীয় ক্ষমতা দেখা যায়। পাশ্চাত্যে মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে থাকেন,—আধ্যক্ষিকবিচার-বুদ্ধ-সম্প্রদায় পরমেশ্বরের বিচার বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। Progenitor ও Annihilator পর্য্যন্তই প্রায়শঃ তাঁহাদের বিচার সীমাবদ্ধ অর্থাৎ সৃষ্টি ও ধ্বংসের-বিচার, প্রসঙ্গে তাঁহাদের ধারণা—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও সংহার-কর্ত্তা মহেশ্বর পর্য্যন্ত। Sustainer (পালক) বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে যে কিছু কিছু ঈশ্বরত্বের স্বীকার আছে, তাহাতেও qualitative reference রহিয়াছে। মহাপ্রভুর সর্ব্বৈশ্বর্য্যেশ্বরত্ব—প্রেমে সমগ্র জগৎকে আকৃষ্ট করার কথা তাঁহারা ধরিয়া উঠিতে পারেন না।

ঐ দিবস রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঔডুলোমী মহারাজ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন ও শ্রীবিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে আসিয়া প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। ২৩শে ডিসেম্বর ত্রিপুরার মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সভাপতিত্বে শ্রীল ভক্তিরঞ্জন-স্মৃতি-সভার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয়। (সভার বিবরণ 'গৌড়ীয়' ২১শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।)

শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ মহর্ষি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ, হেয় আর্যাই জর্জ্জ মুলংবে, ব্যারন এইচ্, ই, ভন্ কোবেল, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ কৃষ্ণ-কান্তি ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনগোপাল ভক্তিমধুর প্রমুখ সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজও ঐ দিবস চাকদহের উৎসব সমাপ্ত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যাকালের পর শ্রীল প্রভুপাদ ডাঃ হেন্‌রী ষাণ্ড (কানি-কোর্ণিয়া) ও মিঃ এফ্, ডি, রোসেটো নামক দুইজন বৃদ্ধ সাহেবের সহিত অধোক্ষজ-তত্ত্ব-বিষয়ে হরিকথা আলোচনা করেন। অতঃপর মিঃ এস্, এন্, রক্ত ব্যারিষ্টার ও অবসর-প্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু মহোদয়ের সহিতও ঐ বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ কথা হয়।

২৪শে ডিসেম্বর প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ বন মহারাজ, মিঃ মুলংবে, শ্রীপাদ ঔডুলোমী মহারাজ-প্রমুখ সেবকগণের নিকট অনেক হরিকথা বলেন। সন্ধ্যায় Animism সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃ হইতে বেলা প্রায় সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ বন মহারাজকে আত্মীয়তা-সুধারস পান করাইতে করাইতে অনেক হরিকথা বলেন। অপরাহ্ণে ধুবড়ী স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত শশধর মজুমদার মহাশয়ের নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন। ২৬শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে গণিতাধ্যাপক মিঃ উইলিয়ম হেন্‌রী জোহান হ্যাণ্ডার ইক্, ব্যাভেরিয়া, হলাণ্ড মহোদয়ের নিকট প্রভুপাদ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তন-মুখে অনেকক্ষণ ইংরাজী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎকালে শ্রীযুক্ত মুলংবে, শ্রীপাদ বন মহারাজ ও ভক্তিসুধাকর প্রভৃ প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক সাহেবটি পরিশ্রম-মুখে বিশেষ মনো-যোগের সহিত প্রভুপাদের কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় ভক্তিসুধাকর প্রভুর নিকটও প্রভুপাদের নিকট শ্রুত বিষয়ের কথা আরও বিশদভাবে বুঝিয়া লন। একাদিক্রমে প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল হরিকথা-শ্রবণের ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়া

রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সাহেব হৃষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা বিশেষ প্রশংসার্হ।

২৭শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৮টা ১৫ মিনিটে পঞ্জাবমেলে শ্রীল প্রভুপাদ পাটনা যাত্রা করেন। তথায় ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর উভয় দিবসে শুর গণেশ দত্ত সিং, মিনিষ্টার, লোকাল সেল্ফ-গভর্ণমেণ্ট, বিহার ও উড়িষ্যা; রায় বাহাদুর গোপীকিশোর লাল, অ্যাডিশন্যাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, পাটনা; বাবু শিউনন্দন কুমার সিংহ প্লীডার, পাটনা; বাবু দ্বারকা প্রসাদ, প্লীডার, পাটনা; বাবু ধানবিহারী লাল প্লীডার, ছাপরা; বাবু হরনন্দন প্রসাদ; বাবু কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়; বাবু শুকদেও নারায়ণ, প্লীডার; বাবু ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অবসর-প্রাপ্ত জজ রায় অঘরনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রমুখ পাটনার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন-প্রার্থী হইয়া পাটনা-গৌড়ীয়মঠে আসেন এবং হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন। শুর গণেশ দত্ত সিং মহোদয় ২৮শে ও ২৯শে উভয় দিবসই প্রভুপাদের নিকট ১ ঘণ্টারও অধিককাল হরিকথা শ্রবণ করেন। ২৮শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে প্রভুপাদ দানাপুরে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য জনৈক ভূম্যধিকারীর প্রদত্ত বৃহৎ অট্টালিকা ও আম্রবাগিচা দর্শন করিয়া আসেন। ২৯শে ডিসেম্বর রাত্রে পাটনা-গৌড়ীয়মঠে একটি মহোৎসব হয়। নগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সকলেই হরিকথা শ্রবণ ও মহা-প্রসাদ সেবন করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করেন। ৩০শে ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুগামী সেবকগণসহ এলাহাবাদ যাত্রা করেন।

প্রয়াগে আগামী অর্দ্ধকুম্ভ-যোগোপলক্ষে অসংখ্য যাত্রি-সমাগম হইতেছে। বহু দেশদেশান্তরের সাধু-সজ্জন-সমীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব সুযোগ বুঝিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপশিক্ষাসূত্র শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে একটি রূপশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সঙ্কল্প প্রকাশ করায় অনুগ সেবকবৃন্দ দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে তদুপযিষ্ট শিক্ষানুযায়ী সপ্ত-সপ্ততি দৃশ্য-সম্বলিত এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন। আগামী ৭ই জানুয়ারী শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্ব-সাধারণের শিক্ষালাভের সুযোগ-প্রদানার্থ উক্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিবেন। শ্রীধাম-মায়াপুর, কৃষ্ণনগর, কলিকাতা, চাকা, পাটনা ও কাশী প্রভৃতি স্থানে ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত শিক্ষণীয় শিক্ষা-সমূহ ব্যতীত শ্রীরূপ-শিক্ষাই এই প্রদর্শনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৭শে ডিসেম্বর প্রাতে প্রয়াগের কথা-প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন,—প্রকৃষ্ট যাগস্থলীই প্র+যাগ বা প্রয়াগ। তাপ, পুণ্ড্র, নাম ও মন্ত্র-সংস্কারের পরেই যাগ-সংস্কার। শ্রীসনাতন-শিক্ষা-ক্ষেত্র বারাণসী ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে সম্বন্ধ-জ্ঞানদীক্ষা প্রদান এবং প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীল রূপগোস্বামিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সর্ব্বসিদ্ধান্ত জীবকে অভিধেয় ভক্তিভক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা-দান-মুখে যে শিক্ষা বিস্তার করেন, সেই দীক্ষা ও শিক্ষায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব সম্বন্ধ-স্বরূপের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। কর্ম্মতীর্থ ও জ্ঞানতীর্থ-স্নানে আত্মার সম্যক্ স্নান সাধিত হয় না বলিয়া প্রয়াগে শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রকটিত, তাঁহাতে অবগাহনেই সম্বন্ধস্বরূপ-বিধান। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে অবগাহন-স্নান-মুখে শ্রীরূপশিক্ষাক্ষেত্র প্রয়াগে নিত্য-কল্পকাল-বাসের সুযোগ প্রদানার্থ অধুনা শ্রীরূপশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বেই দশেক বৎসর পূর্ব্ব হইতে শ্রীল প্রভুপাদ প্রয়াগে শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া রূপশিক্ষা এবং কাশীতে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীসনাতনশিক্ষা বিস্তার করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপকে গঙ্গার পরপারে লইয়া গিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয় শ্রীরূপকে প্রয়াগক্ষেত্রে লইয়া তৎসমক্ষে তাঁহার পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিত উদার্য্যময় রূপমাধুর্য্য প্রকট করিয়া তাঁহার উন্নতোজ্জ্বল ভক্তি-সম্পদ্ প্রদান করিলেন। জীবের যতদিন পর্য্যন্ত না "আত্মদানস্বরূপং ঘটেতৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি॥" বলিয়া শ্রীরূপপাদপদ্মের পরাগ মস্তকে ধারণ করিবার—তাঁহার দাসানুদাসের পদরেণুতে অভিষিক্ত হইবার সৌভাগ্য উদয় না হইবে, তৎকালাবধি অর্দ্ধকুম্ভ কেন কোটি কোটি পূর্ণকুম্ভ-যোগ-কালে কোটি কোটি কল্পকাল প্রয়াগে বাস করিলেও আত্মার নিত্যাবস্থান সাধিত হইবে না—সর্ব্বাত্ম-স্নপন হইবে না। বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার "বিলাপকুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে যে বৈরাগ্য-বিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার

সেই বিচার-পরায়ণা। শ্রীরূপানুগবর ব্যতীত আর কাহারও উপলব্ধিতে বিষয় হয় না; বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উহার চতুঃসীমানায়ও পৌঁছিতে পারেন না। শ্রীল দাসগোস্বামী বলিতেছেন—"আশাগুরেরমৃতসিন্ধুবৈঃ কথঞ্চিৎ কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। ত্বৎকৃপয়া যদি বিধাস্যসি নৈব কিং মে প্রাণৈর্বজেন ন চ বরোরু বকারিণাপি॥"—অর্থাৎ "হে বরোরু, মহীশ্বরী গান্ধর্বিকে, আমি এতদিন আশাপ্রাচুর্যের অমৃত-সিন্ধুতে অতি-কষ্টে কালাতিপাত করিলাম, ইহা নিশ্চয় জানিও। এখনও তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ পোড়া প্রাণ, ব্রজবাস, আর কি, বজ্রপাণি শ্রীকৃষ্ণেও আমার কাজ নাই।" শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্নান ব্যতীত এরূপ বৈরাগ্য-বিবেক কি কর্মজড়স্মার্ত বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু-জ্ঞানীর হৃদয়ে কোটি-কল্পকালেও উদিত হইতে পারে? শ্রীরূপ ও সনাতন-শিক্ষানুসরণ ব্যতীত জীব কখনই চিন্ময়রাজ্যের সংবাদ জানিতে পারেন না। তাই পরমকৃপাময় শ্রীল প্রভুপাদ ইতঃপূর্বে শ্রীবার্ষভানবীধামে শ্রীসনাতনশিক্ষা-প্রদর্শনী এবং অধুনা শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীরূপশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাই—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা; শ্রীরূপ ও সনাতন-শিক্ষা-প্রদর্শনীতে তাহারই বহুল উদ্ঘাটিত হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু-শিক্ষার বহুল প্রচারোদ্দেশ্যে—সর্বসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই প্রদর্শনীর আয়োজন।

অপরাহ্ণে কথা-প্রসঙ্গে কৃপাপুরুষ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপানুগত্য-প্রদর্শন-মুখে বলিতে থাকেন,—শ্রীরূপ এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্র উষ্ণাপন পূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-সম্পাদনে যত্ন করিয়াছেন। আমাদেরও তাঁহার আনুগত্যে শ্রীগৌড়মণ্ডলের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার আবশ্যক। আমরা একবার ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌড়-মণ্ডলের কতিপয় স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলাম। শ্রীনারদ যেমন, —"নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহানি তত্রাপি কৃতানি চ স্মরন্। গাং পর্যটাংস্তুষ্টমনা মহত্তমঃ কালং প্রতীক্ষন্ত্রমৃতো বিমৎসরঃ॥" বিচারাবলম্বনে লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ এবং তাঁহার বহুতর গুহলীলা-চেষ্টা-সমূহ স্মরণমুখে পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে "প্রভুস্থানে যদি তাঁর শুদ্ধা ভাগবতী তনু॥ আরব্ধ-কর্মনির্বাণোঽস্পতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥"—এই বৈরাগ্যময় বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমাদেরও তদ্রূপ বৈরাগ্যসহকারে হরিকথা কীর্তন করিতে করিতে দেহপতনকাল অপেক্ষা করিবার বিচার হওয়া আবশ্যক। আমরাও শ্রীনারদোক্ত "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥" বিচারানুসারে "পরিবদতু জনো যথা তথা বা নহু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরস-মদিরামদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশাম॥" বিচারে হরিকথা কীর্তন করিতে করিতেই জীবনের অবসান অপেক্ষা করিব।

শ্রীল প্রভুপাদ এক অভিমর্ত্যভাবে আত্মবৈরাগ্যসহকারে উপরিউক্ত শ্লোকসমূহের মর্মার্থ কীর্তন-মুখে কৃষ্ণকীর্তন-কারীর লোকবাহ্যশূন্য উৎসাহ, নিশ্চয়তা, ধৈর্য ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠার কথা বলিয়া সেবকগণকে কৃষ্ণকীর্তনে উৎসাহিত করিতে থাকেন।

—

প্রয়াগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সপ্তশিক্ষা-প্রদর্শনী

শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে অর্দ্ধকুম্ভ-যোগোপলক্ষে আগামী মকর-সংক্রান্তি হইতে মাঘীপূর্ণিমা পর্যন্ত প্রায় মাসাবধি বিরাট্ কুম্ভমেলার অধিবেশন হইবে। ভারতের চতুর্দিক্ হইতে পুণ্যকামী লক্ষ লক্ষ নর-নারী—তীর্থ-স্নান, শ্রাদ্ধ-তর্পণ ও সাধু-সজ্জন-দর্শনাদি পুণ্যকর্মানুষ্ঠানের জন্য এই মহাতীর্থে সমবেত হইবেন। পুণ্যকামী স্নানার্থিগণের তিনটি প্রধান স্নানের তারিখ যথাক্রমে—১৪ই জানুয়ারী মকর-সংক্রান্তি, ২৯শে জানুয়ারী অমাবস্যা এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী মাঘী-পূর্ণিমা।

বহু অর্থ-ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার পথ-শ্রম ও অবস্থানা-দির ক্লেশ সহ করিয়া পরিশেষে অল্পকালস্থায়ী ক্ষণিক ভোগোন্মুখী পুণ্য মাত্র সঞ্চয় করিয়া পুনঃ প্রত্যাবর্তন এবং পুনরায় সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইবার বিচার বহুল অথবা ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-সাযুজ্যবাদী জ্ঞানী ও যোগিগণের পরামর্শে চালিত হইয়া আত্মমঙ্গলের সঙ্কল্প পরিবর্জন ও আত্ম-বিনাশের সুশাণিত অস্ত্রধারণ পরদুঃখ-দুঃখী কৃপাসুধি শ্রীসনাতন-কৃপানুসরণ গৌরনিজজন জীবের বহু-জন্ম-সাধ্য তীর্থ-স্নানাদির আশু প্রাপ্যফল নহে জানিয়া কর্ম ও জ্ঞান-

মাগীর-স্নান হইতে শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-স্নানের পরমোৎকর্ষ ও নিত্য-মঙ্গল-নিদানত্ব প্রদর্শনার্থ প্রয়াগে একটি সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতেছেন। কেল্লার পার্শ্বে ত্রিবেণী-রোডের উপরে এই প্রদর্শনীটি উন্মুক্ত হইতেছে। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তমূলক শ্রীরাসলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীগৌরলীলা এবং অন্যান্য নানাবিধ শাস্ত্রীয় উপাখ্যান তড়িদ্যন্ত্র ও তড়িদালোকে উদ্ভাসিত শত শত সুমনোহর মূর্ত্তি দ্বারা সজ্জিত ও শিক্ষণীয়-বিষয়-সম্বলিত সপ্ত-সপ্ততি (৭৭) টি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি প্রকোষ্ঠের মূর্ত্তাবলীর মহাজনানুগত শাস্ত্রীয় শিক্ষা দর্শনার্থিগণকে বক্তৃতা-মুখে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। আগামী ৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার-দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সজ্জনসাধারণের দর্শনের সুযোগ প্রদানার্থ শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইবে। প্রত্যহ প্রাতঃ ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত উহা প্রায় মাসাধিক-কাল উন্মুক্ত থাকিবে। আত্মমঙ্গলকামী সজ্জনমাত্রেরই এই প্রদর্শনীর দৃশ্য-দর্শন ও শিক্ষা-শ্রবণের যোগ্যতা আছে। তবে প্রদর্শনীক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়কগণের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী দর্শকমাত্রেরই অবশ্যপালনীয়।

তীর্থ-ভ্রমণের ফল যদি সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ না হয়, তাহা হইলে তাহা বৃথা-শ্রম-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। আমাদের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহাজনগণ বলেন,—

"তীর্থ-ফল সাধুসঙ্গ,　　সাধুসঙ্গে অপরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোরম।
যথা সাধু তথা তীর্থ,　　স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥"

শ্রীমদ্ভাগবত সকল সম্প্রদায়কেই শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া নিঃশ্রেয়স অনুসন্ধানের শুভাবসর বরণার্থ আহ্বান করিয়াছেন ;—

"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥"

অর্থাৎ "হে রাজন্ যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত একান্ত-ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মোন্নতি-প্রয়াসী যোগিপুরুষ সকলের পক্ষেই শ্রীহরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিনটি পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আর্ষপ্রবচনকর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে।"

সর্ব্ববিধ ভক্তাঙ্গ মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ মুখ্য এবং তন্মধ্যে আবার কীর্ত্তনই সর্ব্বমুখ্য অঙ্গ। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেই ভক্তির সর্ব্ববিধ অঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

"মন্ত্রতন্ত্রতচ্ছিদ্রং দেশ-কালাহ বস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্ত্তনং তব॥"

অর্থাৎ "মন্ত্রগত-স্খলিত মন্ত্রগত, ক্রম-বিপর্য্যয়াদি দোষ তন্ত্রগত এবং দেশ, কাল ও পাত্রগত যে সকল ন্যূনতা হইয়া থাকে, আপনার নাম-সংকীর্ত্তন সে সকলকে নির্দ্দোষ করিয়া থাকেন।" সুতরাং স্নান, দান, যজ্ঞ, তপঃ, হোম ও ব্রতাদি সমস্ত ক্রিয়াই সাধুসঙ্গে শ্রীহরিনামানুকীর্ত্তন-ব্যতীত বৃথা-পরিশ্রম-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। জীবের এই বৃথা পরিশ্রম লাঘব করিয়া জীবকে কৃতার্থে অধিকারেই করিবার জন্যই শ্রুতির অধুনাপ্রচলিত-বাক্যে অবজ্ঞাকৃত-মতি, বিদ্যাবধূ-কর্ণকাণ্ডীর মহাভূষণযুক্ত স্নানদানাদি ক্রিয়াকুশলকর্ম্মাদক বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যস্থলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের এই বিরাট্ বিশ্বহিত-সাধনী শ্রীমদ্ভাগবতীয়া পরমার্থ-শিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্বোধনের বিরাট্ আয়োজন। স্নানার্থি-গণকে শ্রীরূপ-প্রকটিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন-স্নানের মহানুযোগ প্রদান-পূর্ব্বক শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ আজ লক্ষ লক্ষ তীর্থ-যাত্রীর সর্ব্ব-প্রকার কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম এবং বহু অর্থ ব্যয়ের নিত্য সার্থকতা সম্পাদন করিয়া জীবজগতের মহোপকার সাধন করিতেছেন। শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের এই জগন্মঙ্গলকর সাধু প্রয়াস বুদ্ধিমান্ সজ্জন-মাত্রেরই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

কর্ম্মমার্গীয় পথানুসরণে সাহায্যকারী তথাকথিত পথ-প্রদর্শকগণ যাত্রিগণের আহার, বাস-স্থান ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা, চোর, বাটপাড় প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যাধিতা সঙ্কোচীকরণে সহায়তা করিয়া যাত্রিগণের যে উপকার সাধনের কল্পনা করেন, তাহা লৌকিক ও মানসিক বিধায় নিত্য-মঙ্গল-প্রদ নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরমার্থশিক্ষা-প্রদর্শনী জীবের বাস্তব-মঙ্গলের প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। শ্রীমদ্ভাগবত আদি যথা ও অন্যত্র সর্ব্বত্র যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিজয় বিঘোষণ করিয়াছেন, যাহাকে একমাত্র

দাহন ও শ্মশানে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহাতে 'ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বতীর্থস্নান' সাধিত হইয়া থাকে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনী শ্রীমদ্ভাগবতের সেই পরম-সত্যের পুনরাবৃত্তিমুখে কীর্ত্তনাখ্যভক্তিরসামৃতসিন্ধু-স্নানে সজ্জনগণকে আহ্বান করিতেছেন। এই স্থানেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী—ত্রিবেণী সঙ্গম সাধিত হইয়াছে যেহেতু কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিই প্রয়াগ বা ত্রিবেণী-সঙ্গম—মহাতীর্থ-স্থল। শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত তৎশিক্ষা-শ্রবণ-ব্যতীত সেই প্রয়াগতীর্থের পূত-ধূলি ও শ্রীভগবচ্চরণানুত-বারি-স্পর্শে তাদৃশও অধিকার হইতে পারে না; পরন্তু তৎফলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও ভুক্তি-মুক্তিরূপ দোষরাশিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীভগবানের শুদ্ধ-ভক্তের চরণরেণুতে মস্তক অভিষিক্ত করিয়া তদ্মুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথামৃত শ্রবণপুটে পরিপূর্ণরূপে পানের পরিবর্ত্তে তীর্থ-দর্শন ও স্নানাদিদ্বারা যে পবিত্র হইবার অভিমান, তাহাতে পবিত্রতার সম্পূর্ণ অভাব বিদ্যমান।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥"

কলিকাতা-মনোহরপুকুরে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

গত ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গুহ মহোদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের মনোহরপুকুর-রোডস্থ ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ আলোচনা-মুখে সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনের একান্ত আবশ্যকতা-সম্বন্ধে পাঠ এবং পাঠের পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর, রায় রাজেন্দ্রনাথ গুহ, রায় সতীন্দ্রনাথ গুহ বাহাদুর। বাবু নৃপেন্দ্রনাথ গুহ, অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ। বাবু হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব কলেক্টার কলিকাতা কর্পোরেশন; বাবু নরেন্দ্রচন্দ্র বসু চিফ্ একাউন্ট্যান্ট কলিকাতা কর্পোরেশন প্রভৃতি সজ্জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজের রেঙ্গুণ যাত্রা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীজয়-নারায়ণ অধিকারী নামক জনৈক গৃহস্থসেবক সমভিব্যাহারে গত ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে এলেঙ্গা নামক জাহাজে রেঙ্গুণ যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ গত ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রে শ্রীধামমায়াপুর হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ২রা জানুয়ারী তারিখে তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখনে বিষ্ণু-মন্দির-সম্পর্কে অনেক কথাবার্ত্তা হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিডনরোডস্থিত শ্রীযুক্ত পান্নালাল বনাক মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনারদের কৃপা-গর্ব্বিত শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে উপদেশ-প্রধান-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হইয়াছিল।

২৫শে ডিসেম্বর রাত্রির মেলে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী ঢাকা এবং মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় এলাহাবাদ যাত্রা করেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত (১৪শ বর্ষ) ২০শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' ৩১০ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ২১শ হইতে ২৩শ পংক্তিতে "অন্যান্য লৌকিক ও সামরিক উপকারের আদর্শ শ্রীহরিনামপ্রচার হইতে ন্যূন বা সমান—এরূপ বহির্ম্মুখ বিচার" পাঠ-স্থলে "শ্রীহরিনাম-প্রচার অন্যান্য লৌকিক ও সামরিক উপকারের আদর্শ হইতে ন্যূন বা সমান—এরূপ বহির্ম্মুখ বিচার"—এইরূপ পাঠ হইবে এবং উক্ত সংখ্যা গৌড়ীয়েরই ৩১১ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ৩১শ পংক্তিতে "১৯০৯ খৃষ্টাব্দে" স্থলে "১৯২৬ খৃষ্টাব্দে" হইবে। শ্রীগৌড়ীয়পাঠকগণ কৃপা পূর্ব্বক এই দুইস্থান সংশোধন করিয়া লইবেন।

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৬শে পৌষ, ১৩৪২ ; ১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ { ২০শ সংখ্যা

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

দ্বিতীয় দিবস

৯ই অক্টোবর, ১৯৩৫ সন

অপরাহ্ণ—শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারানন্দ পরমগতি হইতে "রাধাকুণ্ডতট কুঞ্জকুটীর" এই গানটি কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডলে এক অভিমর্ত্যভাব লক্ষিত হইল। ঐ গানটি সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ কল্পাণকল্পতরু হইতে "সাধুসঙ্গ না হইল হায়" এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিবার আদেশ দিলেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকথা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন :—

"প্রয়োজনতত্ত্বলাভের জন্য যে অনুষ্ঠান করা যায়, তাকে অভিধেয় বলা হয়।

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন।'
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন॥

(চৈঃ চঃ ম ২০।১২৪)

"বেদশাস্ত্র" যাকে প্রতি বলা হয়, সেই বিনিষটীতে "সম্বন্ধজ্ঞানে"র কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হ'য়েছে। শ্রুতিতাত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে "অভিধেয়ে"র কথা আলোচিত হ'য়েছে।

মহাভারতাদি গ্রন্থ রচনা ক'রবার পরও শ্রীব্যাসের যে অবসাদ ও শ্রীনারদের সেই অবসাদের কারণ-নির্দ্দেশ,

তদ্রূপে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের কথার সম্যক্ আলোচনার অভাবেই ইতিহাসের এরকম অবস্থা হ'য়েছিল। অনেকে মনে ক'রতে পারেন, ব্যাসদেব ত মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের কথা যথেষ্ট ব'লেছেন, তাঁর শ্রীকৃষ্ণকথা আলোচনার অভাব 'কবে হ'ল? মহাভারতের মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচিত হ'য়েছে, তা' নারায়ণের কথা—'বঙ্কুর কথা'। মহাভারতে অভিধেয়-বিচারেরও পূর্ণতা প্রকাশিত হয় নাই। অর্জ্জুনগীতায় সম্বন্ধজ্ঞানের কথা আছে, অভিধেয়ের প্রয়োজনও আছে, কিন্তু সম্যগ্‌ভাবে বর্ণনা নাই। তাই তাৎপর্য্য-বিনির্ণয়ের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অবতার।

শ্রুতির অধিকাংশে বাক্যসমূহেই শাস্তরসের কথা আছে। অশান্তভাব নষ্ট হ'য়ে গেলে এই শান্তরসের উদয় হয়। পারমার্থিক রাজ্যের প্রথম পথিকগণের পক্ষে এই শান্তরসই প্রথম পাঠ। শ্রুতির ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে সেই সকল কথা আরও অধিক প্রস্ফুটিতরূপে বিবৃত হ'য়েছে। শ্রুতির কথাই বোধসৌকর্য্যার্থ কিঞ্চিৎ ভাষান্তরিত ও বিস্তৃত হ'য়ে বর্ণিত হ'য়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে।

সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে শ্রদ্ধাই মূল; ভাবভক্তি-পর্য্যায়ে রতি ও প্রেমভক্তি-পর্য্যায়ে প্রীতি বা প্রেমই মূল বিষয়। এখানে প্রশ্নকে চিহ্নরূপ পাওয়া যায় না। সাহিত্য-দর্পণাদি অলঙ্কার-গ্রন্থে যে রসের বিচার, তাহা জড়রসের কথা। যেখানে কুণ্ঠধর্ম্ম প্রবল, আমরা সেই দেশের অধিবাসী হ'য়ে প'ড়েছি ব'লে নিগমকল্পতরুর গলিতফলের আস্বাদ পাচ্ছি না। যাঁ'রা মনে করেন—গৌরসুন্দরের সেবা পরিত্যাগ ক'রে তাঁকে জীবকোটির অন্তর্গত বিচার ক'রেও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝা যায়, সেইরূপ চিন্ত্য-ভেদাভেদবাদিগণ কখনও নিগম-কল্পতরুর অপ্রাকৃত রসাস্বাদন ক'রতে পারেন না। যাঁ'রা আধ্যক্ষিক, তাঁ'রা কৃষ্ণভোগী বা গৌরভোগী, তারা জড়সম্ভোগবাদী।

প্রয়োজনবোধের বিপরীতভাবই অনর্থ। শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীবাসোদর প্রভু যে পথ প্রদর্শন ক'রেছেন, শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের চরিত্রে সেইরূপ আদর্শের অভিনয় নাই। তিনি মহাপ্রভুর সেবা পৃথগ্‌ভাবে বহুরূপে অভিনয় ক'রেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ঔদার্য্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের সেবা ক'রেও তাঁহাকে কৃষ্ণ মনে ক'রে সেই ব্রাহ্ম-কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য লালায়িত হ'য়েছিলেন। ব্রজে অবস্থান ক'রেও মথুরা-প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলেন; যে গৌরসুন্দর সাধুগণের অগ্রণী, রাধা-কৃষ্ণ-অভিন্নতনু, তাঁর পাদপদ্মসেবার অভিনয় ক'রেও কর্ম্মমিশ্রা সেবার আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছিলেন। এই আদর্শের দ্বারা শ্রীসনাতনপ্রভু জানালেন—ভোগপরা বুদ্ধি বা কর্ম্মমিশ্র-বিচারে সেবা ক'রতে গেলে গৌরসুন্দরের সেবা হয় না। যে লোকের ভোগের দ্রব্য সংগ্রহ ক'রে দেয়, লোকের জিহ্বালাম্পট্যের প্রশ্রয় দান করে, সেইরূপ বস্তুসংগ্রহকারী ধীবরকে কৃষ্ণজ্ঞানরূপ বিবর্ত্তবৃদ্ধি— ইহাই আধ্যক্ষিকতা। জগতের লোক প্রকৃত কৃষ্ণ পরিত্যাগ ক'রে এরূপ কৃষ্ণ দেখ্‌বার জন্যই প্রস্তুত। বল্লভ ভট্টাচার্য্যের আদর্শগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ জড়চক্ষে কৃষ্ণদর্শন ও গুরুদর্শন ক'রবার জন্য ব্যস্ত এবং তারা অভক্ত হ'য়েও ভক্তবেষ্টাব পাওয়ার জন্য ব্যগ্র। ভক্তিমান্ হওয়া এক জিনিষ, আর ভক্তরূপ হওয়া আর এক জিনিষ। "য আত্মানং ভক্তং ব্রবীতি স এব ভক্তরূপঃ।" অভক্তদিগকে ঘুষ দিলেই ভক্তরূপ হওয়া যায়।

দশটাকা খরচ ক'রলেই ক'লকাতা থেকে মাথুরমণ্ডলে আসতে পারি—এই বিচার বৈষ্ণবের বিচার নহে। মাথুর-মণ্ডলকে ভূগ ও ভোগ্য বিষ-জ্ঞান, মাথুরমণ্ডল দর্শন নহে। আমি ৪৮ সংস্কার-যুক্ত আর্য্য, আমি জগতের খুব প্রধান-ব্যক্তি—এরূপ বিচার জড়ভোগান্তর্গত বিচার মাত্র। শ্যামানন্দ-কুলগৌরব গোপীবল্লভপুরের বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামীজীর সম্বন্ধ ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ব'লতেন —যাঁ'রা চামড়ার গৌরবে বৈষ্ণব-বিদ্বেষে নিযুক্ত, তাঁ'রা চর্ম্মকারশ্রেণীর। সাধু তুলসীদাসজীও এরূপ কথা ব'লেছেন —"হরি না ভজে তো চারো চামার।"

যাঁ'রা 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' শ্লোক পর্য্যন্ত টিকেই কিনেছেন, তাঁ'দের অপ্রাকৃত দর্শন হয় নাই, তাঁ'দের কর্ম্ম-মার্গের বিচারই প্রবল। তার সঙ্গে ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ আভাস আছে মাত্র। যাঁ'রা অহং-মমাপরাধে অপরাধী, তাঁ'দের মুখে কখনও শুদ্ধ হরিনাম উচ্চারিত হ'তে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত শুনব না, কেবল আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ভাগবত-শ্রবণের যে অভিনয়, তাহা ভাগবত-শ্রবণ নয়।

রসিকের নিকট হ'তে ভাগবত শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে—শুষ্ক-রসিকের নিকট নয়। আর যদি অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি-যোগ বিহিত না হয়, তা'হ'লেও পণ্ডশ্রম হ'য়ে যাবে।

আমরা কোথায় এসেছি?—শ্রীরাধাকৃণ্ডে হরিজনের আশা নিয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট উপস্থিত হ'য়েছি। কিন্তু উপনীত হওয়ার কার্য্য থেকে অন্যমনস্ক হ'য়ে যদি বিপথগামী হই, তা'হ'লে ভীষণ অমঙ্গল হ'বে।

এজন্য শ্রীলদাসগোস্বামী প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কিরূপ-ভাবে বন্দনা ক'রেছেন, শ্রবণ করুন।

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্ররাজং শচীপুত্রমমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজত্বেনপরিচয়মথো গৌড়দেশীয়ম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো। রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

আপনারা সেই গুরুবর্গ, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কারুণ্যে, গুরুসেবা-নিরত। আমাদের বড় আশা—শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-লাভ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই আশা সফলিত করেন।

আশাভরৈরকৃতসিদ্ধমঘৈঃ কথঞ্চিৎ
কালোময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বদ্ধেতু কৃপাং যদি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজে ন চ বরোরু করীষিণাপি॥

নামসেবা-দ্বারাই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবালাভ হয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবালাভ ও নামসেবা পৃথক্ বস্তু নয়। নামসেবা কেবলমাত্র সাধন নয়—তাহা সাধ্য। আমাদের নামাপরাধ ক'র্‌তে হ'বে না, নামাভাসও আমাদের আদর্শ বা লক্ষ্য নয়। নামাভাসে মুক্তি হয়। মুক্তিস্পৃহা ভাগবত-ধর্ম্মের বিরোধী।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

ভাঃ ১।১।২

কৃষ্ণকে ছোট্ট ক'র্‌ব,—পঞ্চোপাসকের এই বিচার কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের দৌরাত্ম্য। ইহা কি প্রশমিত হ'বে না? যে সকল লোক 'স্মার্ত্তানুগত' বা পঞ্চোপাসকের অনুগত হ'য়ে নিজ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন বা আপনাদিগকে পণ্ডিত মনে করেন, আপনাদিগকে ভাগবতব্যাখ্যাতা বলেন, তাঁরা কৃষ্ণকে ও ভাগবতকে ছোট্ট ক'র্‌তে চাহেন। সে সকল কৃষ্ণকোটি-সম্প্রদায় হ'তে আমরা সহস্রযোজন দূরে অবস্থিত থাকব।

রাধামাধবের সেবার আশা সকলের চেয়ে বড় আশা। সেই আশার সফলতা লাভ ক'র্‌তে হ'লে ভূতীয়ের কৃপা ছাড়া আর কিছুতেই হয় না। তাই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ব'লেছেন, শ্রীরূপের ভৃত্যানুভৃত্যে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুও জানিয়েছেন।

যে গুরুপাদপদ্ম নামাভাস বা নামাপরাধ দেন না,—শ্রীনাম দেন, তিনিই প্রকৃত গুরুদেব; আর যে গুরু শ্রীনাম-ভজনেরই সর্ব্বসাধন-শ্রেষ্ঠত্ব বলেন না, যে গুরু নাম-ভজনের জন্য যত্ন দেন না, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে জানিয়ে দেন না, তাঁর দ্বিতীয় স্বরূপ স্বরূপদামোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়ে দেন না, শ্রীরূপের অপ্রাকৃত পাদপদ্ম-সেবার অধিকার দেন না, অথচ 'গুরু'নামে পরিচিত হ'য়ে ঐরূপ লঘু-ক্রিয়া প্রকাশ করেন, সেইরূপ লঘু আচরণকারীর সঙ্গের দ্বারা আমাদের মঙ্গল হ'বে না।

গৌড়মণ্ডল সাধক বা প্রবর্ত্তক ভূমি মাত্র—এই কথা দাসগোস্বামী প্রভু বলেন না। ব্রজমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের অভিন্নতা দর্শনই ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীগৌরপাদপদ্ম আশ্রয়-পূর্ব্বক রাধাগোবিন্দের সেবা।

• • •

ভাগবতের বিচার পরিত্যাগ ক'র্‌লে সামান্য নৈয়ায়িক, পতঞ্জলি ঋষির কোন সামান্য শিষ্য, যে কোন তার্কা বৈয়াকরিক, যে কোন প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট নাস্তিকের নিকট পরাজিত হ'তে হ'বে। কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই পুনঃ পুনঃ ব'ল্‌ব—জীবনের শেষ দিন, শেষ-নিশ্বাস পর্য্যন্ত ব'ল্‌ব। আমাদের গুরুদেবের কথা, পরমগুরুদেবের কথা, পরাৎপর গুরুদেবের কথা চিরদিনই ব'লব। তা' হ'তে একচুলও হ্রাস হ'ব না। প্রতারণাতীত জগতের সঙ্গ ক'রে যাব। তাদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'ব না। যে কয়দিন বেঁচে থাকি, যেন সমগ্র বিশ্বের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী সরল মুখে কীর্ত্তন ক'র্‌তে পারি। আপনারা গুরুবর্গ এই আশীর্ব্বাদ করুন। সমগ্র জগতের নিকট এই প্রার্থনা করি, শ্রীরাধা-মাধবের আশা যেন লাভ হয়। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের রেণু যদি লাভ হয়, তা' হ'লে জগতে আর কোন

ধর্ম থাকতে পারে না। তা'হ'লে প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের ছেড়ে যাবে। ঘাষাবোর, নানাপ্রকার নাস্তিকতাবাদ, অধিক কি দুষ্কৃতির কামনা, এমন কি, বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যাদির বিচার পর্য্যন্ত দূর হ'তে যাবে, শ্রীরাধামাধবের আশ্রিত জনের সঙ্গী হ'বে। কৃষ্ণনাম মুখ দিয়ে বেরোবে না, যে পর্য্যন্ত আমরা অন্যবিচার-বিশিষ্ট থাকব।"

দ্বিতীয় দিবস

১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৫

সন্ধ্যার পর—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতব্যাখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃত ও বৈষ্ণব ঠাকুর* সঙ্গীত, ভজনরহস্য হইতে গৌরাঙ্গ-লীলাগীতি ও তৎপরে "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া" পদ কীর্ত্তন হইল। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অবলম্বনে নিম্নলিখিত অভিভাষণ প্রদান করেন :—

"ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন গ্রথিত ক'রেছেন। যাঁরা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করেন, তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের তত্ত্ব হ'বার সুযোগ লাভ করেন।

অনেকে মনে ক'রতে পারেন, শ্রীচৈতন্য ঐতিহাসিক নায়ক বিশেষ। যেমন অন্যান্য মনুষ্য কালে জন্ম গ্রহণ করে, কালে জগৎ হ'তে বিলীন হয়, সেরূপ নায়কের কথা আলোচনা ক'রলে নিত্য তত্ত্বের কি সন্ধান পাওয়া যাবে? ঐতিহাসিক চৈতন্যের কথায় এরূপ প্রশ্ন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীচৈতন্য-ভগবানের কথা আলোচনা ক'রেছেন, কোন অচৈতন্য মায়িক বস্তুর কথা আলোচনা করেন নি। যাঁরা ভাগবতে প্রণীতিত, তাঁদের কলিমর্ষ-গ্রস্ত চক্ষুতে ভগবানের স্বরূপ দর্শনে ব্যাঘাত ক'রে থাকে। শ্রীচৈতন্যের লীলা-পাঠে সেই ব্যাঘাত নিরসনের সুযোগ পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বস্তুটি ছয় প্রকারে প্রকাশিত হন। সেই ছয় তত্ত্বে ভেদ কল্পনা ক'রলে অবৈজ্ঞানের ব্যাঘাত হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরু, ভক্ত, অবতার প্রকাশ, কৃষ্ণ ও শক্তি—এই ছয়রূপে বিলাস করেন।

মর্য্যাদা ও রাগবিচারে দুই প্রকার ভক্তের অবস্থান আছে। শ্রীবাসাদি মর্য্যাদাবিচারপর ভক্ত। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী বা স্বরূপদামোদরাদি অন্তরঙ্গা শক্তির বিচার প্রবল ক'রে ভগবানের ভক্ত। ইঁহারা উভয়েই প্রেমনিষ্ঠ হ'লেও প্রেমের তারতম্যে বৈশিষ্ট্য আছে। উদ্ধব মহাশয় বৈ-জাতীয় প্রেমের অধিকারী, গোপীগণ তদপেক্ষা উন্নত প্রেমের অধিকারী। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যেরূপ ব'লেছেন :—

কশ্চিদ্ভাঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তমা যাকিং বয়ঞ্চানিন-
ত্যেতো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেম্নৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যাস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥

সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যকর্ম্মিগণের ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা থাকে। ভগবানের ভগবত্তার সুযোগ লইয়া তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান্ হ'তে চান—ভগবান্ বঞ্চিত হন। সৎকর্ম্মী পাপী অপেক্ষা ভাল বটে অর্থাৎ মন্দের ভাল। সৎকর্ম্মীদের মধ্যে যাঁরা পরার্থী ব'লে পরিচিত, তাঁদের একশ্রেণীর "মনুষ্যজাতির উপকার ক'রব, মনুষ্যজাতি যারা নয়, তাদের প্রাণবিনাশ ক'রেও জাতিভাইদের নৈষ্ঠিক উপকার ক'রব, কেন না, ঐ জাতির গণ্ডির মধ্যে আমি একজন"—এইরূপ বিচার-প্রণালী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আবার মিত্রা ভয় বৈধর্ম্যাদি যে সকল ক্রিয়াকলাপ মানবের চিন্তাস্রোত আক্রমণ ক'রেছে, সেই সকল চিন্তা পশুর স্বভাবেও অনুস্যূত আছে। পশুদিগের চিন্তাস্রোত হ'তে বা তাঁদের প্রতি সহানুভূতি-প্রদর্শনের বিচার হ'তে জিনদিগের, অর্হৎগণের ধর্ম্ম উদিত হ'য়েছে। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও সেই সকল চিন্তাস্রোত আছে, অধিকন্তু তাঁরা পশুতন্ত্র অপেক্ষা মনুষ্যতন্ত্র হ'য়েছেন। তদন্তাই তাঁদের অস্তিত্বের।

• • • •

মানবের মঙ্গল লাভ ক'রতে হ'লে বিবেক ব'লে একটা জিনিষের উদয় হয়। বিবেক দুই প্রকার—ভক্তিবিবেক ও অভক্তিবিবেক। ভক্তিধারাই বিবেক উৎপত্তি লাভ ক'রেছে। আর যে বিবেক উৎপত্তি লাভ করায় ফল ভগবৎসেবার ঔদাসীন্যের উদয় হ'য়েছে, তাহা অভক্তি-বিবেক।

ভক্তি স্থূল বা সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্ম নহে। স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্মে তপস্যা ব'লে ব্যাপার উচিত। ভক্তির সহিত তপস্যার পার্থক্য আছে। বৌদ্ধগণ বলেন যে, তপস্যা ক'রে মঙ্গল লাভ ক'র্‌ব; আর ভক্তগণ বলেন, ভগবানের সেবা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় যে তপস্যায়, তাহা পরিহার ক'র্‌ব। শ্রীচৈতন্যদেবের সনাতন গোস্বামী প্রভুকে যুক্তবৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়ায় বৌদ্ধ ও কৈতবাদ নিরাস হ'য়েছে। ভগবৎসেবার অন্তর্গত বিষয় হ'চ্ছে জীবে দয়া। একমাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায় জীবের মোক্ষের প্রতি দয়াকে "জীবে দয়া" মনে করেন। নিজের দেহের প্রতি, দেহেরই বিস্তৃতিরূপ লৌকিক আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বা সম্প্রদায়ীয় বন্ধুজীবের মোক্ষের প্রতি দয়াবিধানের কথাই সাধারণ ধর্ম্মসম্প্রদায় বুঝে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, ওগুলি ত পরিবর্ত্তনশীল। "অবস্তুনোব স্তোকবাঃ কুরু কর্ম্ম শুভাশুভম্"—মানুষ শুভ ও অশুভ অবাধিতভাবে দেখতে থাকবে।

• • • •

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ কর্‌বার পূর্ব্বে একটি নিষেধাত্মক ও আর একটি বিধিমূলক শ্লোক পাঠ ক'র্‌লে পরম মঙ্গল লাভ করা যাবে।

তত্রো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

প্রথমোক্ত শ্লোকটি ভগবদ্ধর্ম্মের গ্রহণে নিষেধাত্মক বা অন্তরিন্দ্রিয়নাশাত্মক। আর দ্বিতীয় শ্লোকটি বিধ্যাত্মক বা বিধিমূলক।

'গোলে হরিবোলে,' 'হাতেমতাই' প্রভৃতি পুস্তকের ন্যায় ভোগ্য ইন্দ্রিয়তর্পণপর পুস্তকবোধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ক'র্‌লে সুবিধা হবে না। আমার ইচ্ছা হ'ল কোন কথা গ্রহণ ক'র্‌লাম, ইচ্ছা না হ'ল গ্রহণ ক'র্‌লাম না। যেটা গ্রহণ ক'র্‌লাম না, সেটাই আমার অসুবিধা। গ্রহণ না করার ফলে সেই অসুবিধা থেকে গেল।

• • • •

বাস্তব শ্রীচৈতন্যের উপাসকগণ ঐতিহাসিক বা রূপক চৈতন্য নিয়ে ব্যস্ত নন। কেহ কেহ রূপক চৈতন্যের আশ্রয়ে নবদ্বারবিশিষ্ট দেহকে নবদ্বীপ কল্পনা করেন, কেহ বা চৈতন্যকে (?) আমাদের রৈপনীতির অর্থাৎ অর্থসংগ্রহ, উত্তমভোজনাদি রূপগ্রহের তৃতীয়াধিষ্ঠিতে নিযুক্ত ক'র্‌তে চান, কেহ বা চৈতন্যকে বহির্ম্মুখ সামাজিক বা রাজনৈতিক কার্য্যে নিয়োগ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হন। এরূপ ঐতিহাসিক বা রূপক চৈতন্য শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচরিতামৃত নহে। অচৈতন্যদেববাদিগণের কল্পিত চৈতন্যে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের সেবিত শ্রীচৈতন্যে অনেক তফাৎ আছে। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ইহা বুঝে উঠ্‌তে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে সাধারণভাবে দেখ্‌লেও তাঁ'তে অনেক স্বার্থপরতা দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। তিনি ঔদার্য্যের প্রজ্বলপটে নিজস্বার্থ সিদ্ধ ক'রেছেন অর্থাৎ স্বয়ং কৃষ্ণ ভক্তভাবের চরমোৎকর্ষ প্রচার ক'রেছেন। তিনি মূল আশ্রয়তত্ত্বের সেবারূপ আস্বাদন ক'রেছেন। যাঁ'রা শ্রীচৈতন্যকে ঐতিহাসিক রূপক বা আধ্যাত্মিক চক্ষের আনামী মনে ক'র্‌বেন, তাঁ'রা শ্রীচৈতন্যের সেই বাস্তব অধোক্ষজ-স্বরূপটি দর্শন কর্‌তে পার্‌বেন না।

• • •

ক্ষাত্রধর্ম্ম বা রাজনীতি ভগবৎসেবার বিরোধী হ'লে যে ভগবদ্ভক্তগণ উপস্থিত হন তাঁদের নিরাস কর্‌বার জন্যই পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশবার নিষ্ক্রিয় ক'রেছিলেন। আর শাক্যসিংহ সেই ক্ষাত্রধর্ম্মের জন্য দান্ত ক'রে অহিংসা-নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। অহিংসনীতি যদি ভগবৎসেবার আনুষঙ্গিক ব্যাপার না হয়, তা'হ'লে যে পরমেশ্বরমূলক নাস্তিক্য-মতবাদ প্রবাহিত হয়, বৌদ্ধমতবাদে তা' প্রকাশিত হ'য়ে প'ড়েছিল। আচার্য্য শঙ্কর ভগবানের আবেশে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধভাবাপন্ন তদানীন্তন ও অনন্ত ভবিষ্যতের ব্যক্তিগণকে মোহন কর্‌বার জন্য মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্রের প্রচার করেন। বিশ্ববৌদ্ধগণ বুদ্ধকে 'বিষ্ণু' ব'লতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু শুদ্ধ বৌদ্ধগণ বলেন, তিনি বিষ্ণু। অযোগ্য ব্যক্তিগণের প্রতারণার জন্য তাঁ'দের হৃদয়ে হরিসেবা বিহীন তপস্যা বা অহিংসনীতির প্রচার ক'রেছেন।

আরোধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

তপস্তা ভক্তির অন্তরায়।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃপুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

যাঁরা অতিবৈরাগী, তারা ভগবদ্ভজন বুঝতে পারবে না, যাঁরা অতি আসক্ত, তাঁরাও বুঝতে পারবে না। শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্বদ্বৌদ্ধ-বিচার হ'তে জগদ্বাসীকে মুক্ত ক'রেছেন। আজকের মানবিক বৌদ্ধধর্ম্মে আসক্ত। পঞ্চোপাসনা ও বৈষ্ণববিদ্বেষের নামই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম হ'য়েছে। বিষ্ণুবিদ্বেষ এরূপ ঘোলাটেমে ভাষায় ও diplomatic wayতে ছড়িয়ে দিয়েছে যে, লোকে তাতে কোন দোষ না দেখে সাদরে গ্রহণ ক'রছে।

শিশুকে যেরূপ গড়ে আঁকতে যায়, বহির্ম্মুখ মানবজাতি সেইরূপ ভগ্ন ভগ্ন বিষয়ে আঁকতে যাচ্ছে। স্ত্রীপুত্রাদির কথায় বিষয়ীরা এরূপ বলে যে, ভগবানের কথা তাদের কাছে নাড়ুলি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। লোকে জড়জগতের বাগাড়ম্বরিতেই মাতিতে যাচ্ছে। ভবসাগরের পার হবার যাঁদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আছে, তাঁদের ঐ সকল বিষয়ী ও বিষয় হ'তে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকতে হবে। বিষয়ী কি সুখে আছে, যদি আমরা সর্ব্বদা ঐ চিন্তা করি, তা' হ'লে সেই বিষয়সুখের বঁড়শী আমাদিগকেও টেনে নিয়ে জীবন অমঙ্গল করাবে। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং পরাৎপরতত্ত্ব পরমেশ্বর ব'লে তাঁর শিক্ষার মধ্যে কোন অসম্পূর্ণতা বা অমঙ্গলের কথা কিছু নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অচৈতন্যদেবগণের শিক্ষায় অনেক অসম্পূর্ণতা ও প্রচ্ছন্ন অমঙ্গল র'য়েছে।"

ইহা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিতে বলিলেন—

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন।
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে মায়া-
রজিনে বিকৃতভাবে বৃথা যথা পরাধীন॥
এখন ভকতিবলে, কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু-জলে,
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন॥

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"যখন জীবের চিত্ত মায়বৃত্তির দ্বারা অত্যন্ত আক্রান্ত থাকে এবং যখন তা'রা ভোগসাগরে যথেচ্ছ বিহার ক'রতে থাকে, তখন ভগবান্ বিষ্ণু দয়াময়রূপে সেই ভোগের চৌপের প্রলোভন হ'তে জীবকে রক্ষা ক'রে বিবেকজ্ঞান বিকাশের জন্য সুযোগ দান ক'রে থাকেন। ভোগীসকল ভবার্ণবে বাস করবার জন্য মীনের ন্যায় ভোগপ্রবণতা লাভ ক'রেছে, আর ক্ষণে ক্ষণে আধ্যাত্মিকতার টোপে প্রলুব্ধ হ'চ্ছে। প্রকৃতির উদ্ধার হ'লে জীব জানতে পারে, ভোগসমূহে বা ত্যাগ-সমূহে সত্বরণ আমাদের জীবনের কৃত্য নয়। হরিসেবামৃত-পানেই সত্বরণই জীবের নিত্যধর্ম্ম।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রসঙ্গের পর যথোচিত লীলাস্মরণ কীর্ত্তন হইল। তদন্তে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবার্ষভানবীয় তত্ত্বাভি-সার ও কৃষ্ণাভিসার প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহোদয়ের খাতাকলিপি হইতে সংগৃহীত]

স্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, কটক, সময়—৩।১২।৩৫, সন্ধ্যা ৬॥-টা।

শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে চেতনসম্পন্ন ক'রেছেন। চেতন-ধর্ম্মের স্বভাব হ'চ্ছে—'আমি বুঝে নিতে পারি।' প্রত্যেক-ব্যক্তির বুঝে নেবার শক্তি আছে। আমাদের সব অঙ্গকে পরিচালনা ক'রতে পারি, বুঝে নেবারও পরে কার্য্য ক'রতে পারি—হাত দিয়ে ধ'রতে পারি। চেতনের দ্বারা পরবর্ত্তী সময়ে কার্য্য হয়। পঙ্গু যদি অন্ধের, অন্ধে চালেন, তা'হ'লে অন্ধ যখন চলেন, তখন তাঁর চলা হয়, সেইরূপ। জড়জগৎ চেতনের ক্রিয়মান ধর্ম্মে গতিশীল হ'য়েছে। কিন্তু এখানে আমরা কর্ম্মের কর্ত্তা হ'য়ে প'ড়েছি। কর্ম্মের পথে অগ্রসর হ'য়ে যা' মনে করি, পঙ্গু আমি যেখানে যেতে চাই, সেইখানেই পৌঁছিতে পারি, কামনা সিদ্ধি ক'রতে পারি। করণের সাহায্যে কার্য্য সম্পাদিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে চেতন অচেতনের আকার-বিশিষ্ট ব্যাপারে আবদ্ধ আছে। এই জগতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং

চিন্তনীয় ব্যাপারসমূহ অচেতনের আকারবিশিষ্ট। অচেতনের সহিত, বাহিরের স্থূল পদার্থের সহিত কিংবা তদবলম্বনে সূক্ষ্মভাবসমূহের সহিত চেতনের ক্রিয়া।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলেন যে, জ্ঞেয় পদার্থকে জড়জ্ঞানে যে জ্ঞান লাভ ক'র্‌ছি, তা'তে মলিনতা এসে প'ড়্‌ছে। যদি চেতনের সহিত ক্রিয়া হ'ত তা'হ'লে চেতন অপর পক্ষের কথা ব'ল্‌তে পার্‌ত। এখন এক ভরফা হ'চ্ছে। দর্পের গায়ে পা প'ড়লে বুঝিয়ে দিতে পারে যে, তা'র চেতন আছে, কিন্তু রজ্জুর উপর পা প'ড়্‌লে সে বুঝিয়ে দিতে পারে না। নাক, কাণ ইত্যাদি অচেতন পদার্থ-গুলিকে আশ্রয় ক'রে ক্রিয়া হ'চ্ছে। আমি বাসনা ক'র্‌লাম কিন্তু অপর পক্ষ হ'তে জবাব আস্‌ছে না যে, সে আমার বাসনা চরিতার্থ ক'র্‌তে প্রস্তুত আছে কি না। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানদ্বারা যে জ্ঞান লাভ ঘ'ট্‌বে তার মধ্যে অচেতনের ক্রিয়া ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হওয়ায় unalloyed knowledge (অবিমিশ্র জ্ঞান) পাচ্ছি না। অচেতনের ক্রিয়া সত্যকে দর্শন ক'র্‌তে দিচ্ছে না, চেতনের সহিত participate (পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন) ক'র্‌তে বাধা দিচ্ছে।

রূপ, রস ইত্যাদি কিংবা তা'দের সমষ্টি জ্ঞেয় পদার্থ-রূপে গৃহীত হওয়ায় যে অচৈতন্য উপস্থিত হ'য়েছে তা'হতে ছুটি পাওয়া আবশ্যক। কিরূপে ছুটি পাওয়া যায়, সেই সংবাদ আমরা কর্ণের সাহায্যে গ্রহণ ক'র্‌তে পারি। চক্ষু, নাসা কিংবা ত্বকের ; নৈকট্য না হ'লে বস্তুজ্ঞান গৃহীত হ'চ্ছে না। যে জ্ঞান অল্পনৈকট্যদ্বারা, চক্ষু নাসা প্রভৃতিদ্বারা গৃহীত হ'চ্ছে তা' সকল জ্ঞান। বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য লাভ ক'র্‌লে ইন্দ্রিয় সেই সেই বস্তুজ্ঞান গ্রহণ ক'রে উৎকীর্ণতাত্মবৃত্তিবিশিষ্ট হয়। কিন্তু শব্দ যে সব জিনিষ ছুঁয়ে আছে, তা'দের হ'য়ে ওকালতি ক'র্‌ছে। সেই জন্য শ্রৌতপন্থাকে প্রধান ব'লে বলা হ'চ্ছে।

শ্রৌতপন্থায় যে সংবাদ গৃহীত হ'চ্ছে আমাদের পূর্ব্বের অভিজ্ঞান-দ্বারা তা' পরীক্ষা কর্‌বার সুবিধা পাওয়া যায় না। কিন্তু তদ্দ্বারা পূর্ব্বের যে অজ্ঞানতা আছে তা' দূরীকৃত ক'র্‌তে পারি। শ্রৌতপন্থার বিশেষের কথা জান্‌তে পারি। পৃথিবীর যে সকল কথা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হ'চ্ছে তা' প্রত্যক্ষপরাচ্য। প্রত্যক্ষ না হ'লে পৃথি-বীর কোন সংবাদ evidence (প্রমাণ) ব'লে গ্রহণ করা যায় না। প্রত্যক্ষবাদীর কথা এই যে, নিজের ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত বিষয় গ্রহণ করা যাবে—অন্যের ইন্দ্রিয়-দ্বারা গৃহীত বিষয় গ্রহণযোগ্য নহে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণে অনেক অসুবিধা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য এরূপ সতর্কতা আবশ্যক।

এই জগতে শব্দ শব্দকে লক্ষ্য ক'র্‌ছে। যেখানে শব্দ শব্দীর সহিত জ্ঞেয় স্থাপন ক'র্‌ছে তা'কে বাচিক শব্দ বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ব'ল্‌তেন যে, যে শব্দ জ্ঞেয় উৎপন্ন করে না, তাঁ'র সেবা করে। শব্দে confuse (এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভুল) করবার একটা ব্যাপার আছে। যে শব্দ আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সেই সকল শব্দ জড়ীভূত করাবে—জড়ীয় অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করাবে। সে সকল শব্দ আমাদের বিচারের অধীন হয়। যে শব্দ বিচারের বৈকল্য দূর করে, আলোক প্রদান করে, সেই শব্দ গুরুপাদপদ্ম হ'তে পাওয়া যায়। যখন সেই শব্দ শ্রুত হয়, তখন আমাদের বস্তু-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা দূরীভূত হয়। যখন সেই শব্দ শুন্‌বার আগ্রহ নাই, তখন আমরা বিচার করি যে, আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত আর কিছুই জান্‌বার নাই। যখন সেই শব্দ শ্রবণের আগ্রহ হয়, তখন তা' আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হ'য়ে আমাদের মঙ্গল সাধন করে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, বৈকুণ্ঠশব্দ পরিচ্ছিন্ন বোধগম্য নহে। পরিচ্ছিন্নজ্ঞান কখনই বিশ্বস্তি, অর্থাৎ যে জ্ঞান পাওয়া উচিত, তাহা পাচ্ছি না। ইন্দ্রজগতে যেসে নিয়ে stock of knowledge (জ্ঞানভাণ্ডার) সম্বর্দ্ধন করি—আমাদের ভাণ্ডারে পুরে যাহা অধিকৃত হ'য়েছে, তা' থেকে অধিক যে আশা, তাহা সংগ্রহ করি। বৈকুণ্ঠ শব্দকে বাচিক শব্দের সহিত সমান জ্ঞান করা উচিত নয়। বৈকুণ্ঠ শব্দের সহিত বাচিকশব্দকে এক মনে ক'র্‌লে নরক-গমন হয়। যা' জানা হ'য়ে গেছে, সেই রকম শব্দ ইন্দ্রিয়ের ভোগের ইন্ধন হয়। যে সকল শব্দ পরিবর্ত্তনযোগ্য ভাব নিয়ে আসে, তা'র সহিত বৈকুণ্ঠশব্দ এক বিচার ক'র্‌লে নারকী হ'তে হয়।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

শব্দের সহিত শব্দীর ভেদ জ্ঞান ক'রে সেই প্রকারই একটী শব্দ কথিত হ'চ্ছে, মন্ত্র ও নামকে এইরূপ জ্ঞান করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। মন্ত্রের দ্বারা বিষয়-বোধ হয়। বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিরা চিন্তনীয় ব্যাপার থেকে অবসর দেয়। নাম—সম্বোধন ক'রতে ক'রতে সেবা। নিরহঙ্কারী হ'য়ে শ্রবণ-দ্বারা মনন-ধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ হয়— ইহাই মন্ত্র। নচেৎ ঐতিহাসিক পদার্থ কিংবা রূপক 'বিচার ক'রে কোন্ জড়তার সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে শব্দ আসছে, কি থেকে abstracted (পৃথক করা) হ'য়েছে, কিসের দ্বারা রূপক, তা'র অনুসন্ধান দ্বারা মানসিক বস্তুর অনুশীলন হয়। মন্ত্র ও নামের মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে, মন্ত্রের দ্বারা বস্তুর নিকট একান্তিক উপস্থিত হ'তে পারি না, নামের দ্বারা পারি

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩)

কৃষ্ণচরণ-দ্বারা, চিত্তে অঙ্কিত চরণ প্রভৃতি লক্ষ্য করা হয় না। যে বস্তু সকলকে আকর্ষণ করেন, সেই বস্তুর চরণ। কৃষ্ণের বস্তুর চরণ—যেমন উত্তপ্তলৌহ, অচেতন পদার্থে চেতনশক্তির সমাবেশ হ'য়েছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে বিপ্রলাভ যুক্ত হ'য়েছে। উপমায়-ব্যঞ্জিত পদার্থে চেতনশক্তি সঞ্চারিত হ'লে চেতনতা—স্বতন্ত্রতা—দেখাতে পারে। জড়তা নিজের ইচ্ছায় চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রতে পারে না। 'অভিলাষ' শব্দের অর্থ চিদ্‌তরিক্ত অভিলাষ যারা চেতনকে, চেতনের স্বতন্ত্রতাকে বুঝ্‌তে দেয় না। চৈতন্যের উপরে ব'সছি, চৈতন্য ব'সতে দিচ্ছে। বস্তুর স্বতন্ত্রতা খাটিয়ে দিয়ে তা' নিজকার্য্যে ব্যবহার ক'রতে পারি। সমুচিত চেতনের উপর ক্রিয়া-দ্বারা নিজে অচেতনের অধীন হ'য়ে যাওয়া হয়। সেবায় জিনিষ দ্বারা চেতনের ধর্ম্ম ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়।

সখীকিৎ পরীক্ষা ক'রে নিতে পারতেন, কোন্‌টি অচেতন, কোন্‌টি বৈষ্ণব। তিনি এসে তাঁ'র নিকট স্থান প্রার্থনা ক'রলেন। তখন তাঁ'কে এইস্থানগুলি দেওয়া হ'ল—

অস্ত্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্বিধঃ।
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমযাচ্যত।
অসত্যং মদ এনো বৈরং রজো বৈষ্ণব পঞ্চমম্।
অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি কুতশ্চিৎ তদ্বিদেশকৃৎ।

কলি প্রার্থনা জানালেন, 'আমি তপ্ত-সূত্রে প্রভা হ'য়ে বাস ক'রতে চাই'। পরীক্ষিৎ কলিকে চারটি স্থান নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন। কপটতা—ছুরাখেলা—diplomacy অর্থাৎ মুখে এক কথা মনে অন্য ভাব, নেশার জিনিষ, যৌথিসঙ্গ আর জীবহিংসা।

সমুদ্র-মন্থনের সময় মোহিনীমূর্ত্তি-দর্শন যেরূপ, স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন সেইরূপ। আমরা যা'র বাধ্য হ'য়ে যাই, সেই স্ত্রী আকৃতি-মাত্র নহে। সমগ্রজগৎ পৃথিবী-জাতীয় যোষার অনুগত ব্যক্তি। যোষার আনুগত্যে জগতের সকল ধর্ম্মের অনুশীলন হ'চ্ছে। ভগবান্ পুরুষোত্তমের যোষাজাতীয় বহিরঙ্গাশক্তির অধীন হ'লে হরিসেবা হয় না। মায়া জীবকে পাশবদ্ধ ক'রে সর্ব্বনাশ করে। যোষার ভোক্তা অভিমানে অন্ধ হ'য়ে পড়ি—কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি বিস্তারকাণ্ডে অগ্রসর হই।

[আমার নিত্যস্বভাব—কৃষ্ণদাস্য, কৃষ্ণকথার শ্রবণ ও কীর্ত্তন। তাহা হ'তে বিরত হ'বার বিচারই আত্মহত্যা। নিজে হরিভজন ক'রব না, অন্যকেও ক'রতে দেব না, ইহাই পরহিংসা। ভাগবত বলেন—ক উত্তমশ্লোক-গুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ। অপশুঘ্নাৎ ও পশুঘ্নাৎ উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে।]

আমাদের প্রভুত্ব এখন প্রবল র'য়েছে। তদ্দ্বারা চেতনের বৃত্তি ঢাকা প'ড়ে যায়। Molecules, electrons (জড়-উপাদান) চেতনের ক্রিয়ার বাধা দেয়। এই বাধাকে অতিক্রম করা আবশ্যক। নচেৎ শ্রুতি অধ্যয়নের যোগ্যতা হয় না। 'নিজ জ্ঞানের দ্বারা কোন বিষয় জান্‌তে পারি' বিচারে অমঙ্গলই হ'য়ে থাকে।

কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। 'তুমি যে মন্ত্র পাচ্ছ, তা' কীর্ত্তন কর।' 'তদ্দ্বারা নির্জ্জন-ভজনের অভিনয়কারীকে পরিত্রাণ কর।' হরির নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়। ভেদবিচারে কোন সময়ে নাম-কীর্ত্তন হয়, কিংবা ত্যাগ-বিচারে নাম করা যায়,—এরূপ বিচার-দ্বারা নামে কলঙ্কারোপ হয় না। জড়ত্বগুণ ইত্যাদি আরোপ ক'রে নাম-গ্রহণ-বিচারে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি হয়। তদ্দ্বারা নামকে জড়জগতের সহিত সমান জ্ঞান হয়। বেদশাস্ত্রকে খণ্ডিত জগতে যা' দেখ্‌ছি, তদধীন

পাঁচ প্রকার কথার সহিত সমান বিবেচনা হয়। সেই শব্দ, সেই রস নরক-গমন করায় অর্থাৎ এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়, যারা যারা মনুষ্য নরকের পথে যায়, মনুষ্যের সমূহ অমঙ্গল ঘটে। তখন মানুষ অর্চ্চাবিগ্রহকে শিলাগঠিত, অমুক ভাস্করের রচিত মূর্ত্তি মনে করে। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মনুষ্যবুদ্ধি, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কৃতক পাঠকতা—ঘোরতর অপরাধ। তজনের কথায় বিন্দুমাত্র কিছু নেতে নাই। মনুষ্যজাতিকে সেবার উদ্দেশে চালিত করা কর্ত্তব্য।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

অন্যবাকির দয়া খানিক সময়ের জন্য। চৈতন্যচন্দ্রের দয়া সেরূপ নহে। যেমন তিনি ব'লেছেন যে, নিরন্তর হরিকীর্ত্তন কর। ইহাই তাঁর অমন্দোদয়া দয়া।

সর্ব্বাত্মস্নপনম্। শ্রীকৃষ্ণের সমাক্ কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার উপর শ্রেষ্ঠতা লাভ ক'রবে। 'সর্ব্বাত্ম'-দ্বারা সেবার স্নপ ইত্যাদি বাদ যাবে না, পর পর উহার হ'বে। সেইরূপ সমাক্ কীর্ত্তনের কথাই বলা হ'চ্ছে।

যদি আমরা নিরভিমান হই এবং যাঁ'রা জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁ'দের সম্মান বৃদ্ধি ক'রে নিজেরা তফাৎ হই, তা'তে মঙ্গল হবে। জগতের লোকে পরস্পর লড়াই করে। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন—বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনম্—সকলে মিলে যে পরস্পর আলোচনা; তদ্দ্বারা একের অভাব অন্যে পূরণ ক'রে নেন।

বাস্তব বস্তুর কীর্ত্তন কিরূপ? এই জগতে পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র, সখা, প্রভু-দাস, এবং নিরপেক্ষ প্রভৃতি বিচারে পরস্পরের সহিত ক্রিয়া চ'লছে। একজন ভজন ক'রছে, আর একজন ভজনীয় হ'য়েছে। এই যত রকম রসের সম্বন্ধজ্ঞান আছে, সে সমুদয় যখন সমবেত হ'য়ে হরিকীর্ত্তন হয়—তখন উহা 'সঙ্কীর্ত্তন'-পদবাচ্য হয়। কেহ নবযশোদা যেমন সেবা ক'রেছিলেন, তাঁ'দের আনুগত্যে সেইরূপ সেবা করেন, কেহ অন্যান্য রসের সেবকগণের আনুগত্যে সেবা করেন। তত্তৎ সেবার শক্তি পাবার আশায় সকলে সমবেত হ'য়ে কীর্ত্তন করেন। সকলে যখন এক সঙ্গে কীর্ত্তন করেন, তখন অন্য সকলপ্রকার কীর্ত্তনের ছুটি হয়—যেরূপ গৌড়ীয়মঠে ক'রছেন।

"জিহ্বায় লাগিয়া সেবা ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

শিশ্নোদর-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মঙ্গলের জন্য শুদ্ধ-সঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান আবশ্যক। পক্ষান্তরে non-Absolute (অপূর্ণ) বস্তু-গ্রহণের পিপাসা-দ্বারা পৃথিবী-ভোগ, পশুমাংস-ভোজন ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে। অপূর্ণ বস্তু-গ্রহণের পিপাসা-দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য অনুষ্ঠিত হয়। এবংবিধ ধর্ম্মাচরণ এবং অধর্ম্মাচরণ-দ্বারা স্বর্গ ও নরক লাভ হয়। অধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মাচরণ অপেক্ষা হেয়। যা'রা নরকে কষ্ট পা'বার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে, তা'রাই অধর্ম্ম আচরণ করে। ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হ'লে পরধর্ম্ম আচরণ হ'বে না। অন্য কার্য্যে ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২ মিনিট ৫ মিনিট পরধর্ম্ম আচরণ সম্ভব নহে। ২৪ ঘণ্টা অন্য ধর্ম্ম আচরণের ইচ্ছা হ'তে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—ইহাই বিবেচ্য।

শ্রীকৃষ্ণের সমাক্ কীর্ত্তন হ'লে ভগবদ্বৈমুখ্যপরিহারের প্রবৃত্তি হয়। তৃণাদপি সুনীচ ভাব আসে। সমাক্ কীর্ত্তন উপাধিযুক্ত নহে। সমাক্ কীর্ত্তন দ্বারা শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন হয়।

"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"
"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥"

যিনি বিষ্ণুর সেবা করেন, তাঁ'রই চক্ষু আছে। আমার ক্ষুদ্র চক্ষু। যা' সাম্নে আছে, আমি কেবল তা'ই দেখ্‌তে পাচ্ছি। যে সব খারাপ কাষ ক'রছি, তা' ভুলে গিয়ে নিজেকে ভাল ব'লে অভিমান ক'রছি।

হরি অধোক্ষজ বস্তু। তিনি অপরোক্ষ, পরোক্ষ, প্রত্যক্ষের অতীত বস্তু। সেই অধোক্ষজ বস্তুর সেবা-প্রদান-কারী শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া অমন্দোদয়া দয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার অবলম্বন ক'রলে কোন অসুবিধা নাই। প্রাপঞ্চিক শব্দদ্বারা অধোক্ষজ বস্তু accommodated (পরিমিত) হ'ন না। অন্য কথা ছেড়ে দেওয়া, কপটতা-শূন্য হওয়া, elevationist (কর্ম্মী)

salvationist (ত্রাণকারী বা হওয়া সবারই interest (আগ্রহ থাকে)। Altruism (সার্বজনীন জ্ঞানবাদে) defect (অভাব যাহা আছে, তাহা না দেখে যদি crippled (সঙ্কুচিত) চেতনকে বড় জ্ঞান করি, তা'হলে মঙ্গল হয় না। চৈতন্যদেব একটু সময় চাচ্ছেন সেই finishটার সহিত dovetailed (সম্বদ্ধযুক্ত) হ'বার চেষ্টা করার জন্য। তিনি সবাইকে ব'লছেন, নানাপ্রকার scholastic (অকজ্ঞান-পুষ্ট) thoughts (চিন্তা) নিয়ে ঘুরে বেড়িও না। এই ছয় বৎসরের মধ্যেই কত নূতন নূতন অসুবিধা আরম্ভ হ'য়েছে। এই সব থেকে পরিত্রাণ-লাভে প্রয়োজন।

অন্যোপকের সম্যক্ কীর্ত্তন কি প্রকারে ক'রতে হ'বে, যিনি কীর্ত্তনকারী তাঁ'র লক্ষণ কি?—তদুত্তরে এইসব কথা পাওয়া যাচ্ছে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
"কাহিরব্যর্থকালত্বং বিষয়িকথনস্যচ।
ত্যাগোঽসদ্ভঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতরতাঙ্কুরে জনে॥"

হরিকীর্ত্তন-দ্বারা ক্রমে ভাবভক্তিতে প্রবেশ হবে। ভাবভক্তিতে প্রবেশের ক্রম এইরূপ নির্ণীত হ'য়েছে—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামযং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

সাধন-ভক্তি-পর্য্যায়ে দুইভাগ। প্রথম—অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থেকে বিরত হওয়া। অপ্রয়োজনীয় পদার্থের অনুশীলনকে ভাগবত শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলেন নাই। অনর্থনিবৃত্তি একটু আরম্ভ হ'লে সাধনভক্তির উত্তরার্দ্ধ। তৎপরে সাধুসঙ্গের সহিত রতির সম্মেলন প্রভৃতি অবস্থা আছে।

কর্ম্মকাণ্ডকে বিষের ভাণ্ড ব'লে পরিত্যাগ ক'রব।
নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
(ভাঃ ৩।৫।৫৫)

গুরুজন পরিত্যাগ না ক'রলে জ্ঞানবান্ হওয়া যায় না। সেরূপ জ্ঞানের ফল ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হ'লে ব্যর্থ হয়। যখন কোন ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডে, জ্ঞানকাণ্ডে, অন্যাভিলাষিতায় আবদ্ধ থাকে, তখন আমরা জানতে পারি যে, সে ম'রে গিয়েছে।

প্রয়োজনসিদ্ধিতে কৃষ্ণ আনন্দিত হন। তদনুগত অস্তিত্ব যদি তাঁ'র সহিত dovetailed (যথাযথসম্বদ্ধযুক্ত) হ'য়ে যায়, তা'হলে সেই আনন্দের অংশ অনুগতব্যক্তিদিগের লভ্য হবে। বৃথাসঞ্চিত দ্রব্য ছেড়ে মরীচিকার পশ্চাৎ ধাবন ক'রতে হবে না।

বহুজীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য বৈষ্ণব-সেবা। অবস্তুকে বস্তু-জ্ঞানোপ প্রস্তাবসমূহ পরস্পরের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে। জগতে পতিতগণের হিতবাহী না ক'রলে ভগবান্ দয়া করেন না। অবৈষ্ণবতা থেকে পৃথক্ থাকতে হবে। যা'র অবৈষ্ণবতা-বুদ্ধি এসেছে, সে উহা বুঝতে পারবে না। হরি-ভক্তের সঙ্গ না ক'রলে হরিভক্তি হবার সম্ভাবনা নাই। হরিভক্তের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন, হরিনামকীর্ত্তন সম্ভব হবে।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

সব কথাতে মনোযোগ দেওয়া হ'চ্ছে, কেবল গৌড়ীয়-মঠ যা' ব'লছেন, সেই কথাই বাদ দেওয়া আবশ্যক, ইহাই বিচার হ'য়ে প'ড়ছে।

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১ বিলাসধৃত পদ্মপুরাণবচন)

[বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব'।]

যাঁদের 'দিব্যজ্ঞানে'র উদয় হয় নাই, তাঁরা নিজে প্রভু হ'য়ে সেবা গ্রহণ করে। যাঁরা ভগবদ্ভক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির ভজনের সাহায্য করেন, তাঁর সেবা করেন, তাঁরা ধন্য। যাঁরা মুক্তজীবের আশ্রয়ণীয়া ভক্তি আশ্রয় না ক'রবেন, তাঁরা ভিন্নরসে বর্ষাপতন ন্যায় অনুভাপ ক'রবেন।

কায়বাঙ্মনোভির্যে দণ্ডবৎ প্রণতিঃ কৃতা।
জাতা তেষাং যদি ন করুণা ন ত্রপা নোপযাতি।
উৎসৃজ্যৈতাংশ্চতুর উপতে শাস্ত্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্বামাধাস্তঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

আমাকে দণ্ডবৎ নিয়ে উপস্থিত ক'ত্তে হবে। শোনা না শোনা তাঁ'র কৃত্য, আমার নয়। ওঁ-তৎসতের মাঠ আখ্নান' কার্য্য কিংবা পাণ্ডীবত্তর কার্য্য চাই না।

সঙ্কোচবন্ধন উন্মুক্ত হবতে তো স্থান তুচ্ছাৎ নয়ো
তো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্ত্রে কিমন্যেন মে॥

আমি ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রেছি, আমি লাঞ্ছন ঠেলতে পাত্তো না। আমি আজকে ভগবানের পাদপদ্মসেবায় দণ্ডবৎ নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছি।

"স্মারং স্মারমঘং হরামি"

ও রকম narrow altruism (সঙ্কীর্ণ সাময়িক-ভোগসাধন-বাদ) আমাদের প্রভুসেবা হ'তে বিচলিত ক'রতে পা'রবে না। শতভাগ দিনে ভগবান্ উদ্ধার ক'রবেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

(গীতা ১৮।৫৬-৫৫)

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

যখন ভক্তিলাভ হবে—ভক্তির অনুশীলন-দ্বারা তখন এইসব জান্তে পারবো।

ভগবানের কথাতে আমাদের কর্ণ পরিপূর্ণ থাকুক। সচ্চিদানন্দমঠের অণুপরমাণু আমার চেতনতা সম্পাদন করুন। সরস্বত—স্বানাস্থরিত হ'য়ে গেলেও—যেন হরি-সেবার চেষ্টাসমূহ লক্ষ্য ক'রতে পারি। যাঁ'রা ঘট-সেবক, তাঁ'রা এক সেকেণ্ডও অকাজে নিযুক্ত নাই।

নতাং প্রসন্নাস্য বীর্যাসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রবর্ত্তন-দ্বারা এই মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'য়েছে; গৌড়ীয়মঠ যে শ্রীচৈতন্যমঠের ধারা। সর্ব্বক্ষণই চৈতন্যকথাতে যেন আমাদের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়। জগতে সকল ব্যক্তিই যে হরির সেবক, তা' জান্তে চেষ্টা করুন। যাঁ'দের সেইরূপ চেষ্টা, তাঁ'রাই সচ্চিদানন্দমঠের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পার্ষদসমূহ।

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

গত ৭ই ফাল্গুন, ১৯৩৬ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীপ্রয়াগ-ক্ষেত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠে "পারমার্থিক প্রদর্শনী"র দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রদর্শনীর দ্বারদেশে এক সুবৃহৎ সভামণ্ডপ রচিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর গোভী মহারাজ প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমাল্য বিভূষিত করিলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী রাগরঞ্জনী 'পঞ্চতত্ত্ব' ও 'ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন' প্রভৃতি পদাবলী উদ্বোধন-সঙ্গীত রূপে কীর্ত্তন করেন। তৎপর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসাগর গোস্বামী মহোদয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে মহাপুণ্যাধার প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা-বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তন-মুখে পারমার্থিক প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা-প্রদান-মুখে সভায় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে স্বাগতাভিনন্দন জ্ঞাপন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। (আমরা প্রভুপাদের ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত

অভিভাষণ বঙ্গানুবাদ-সহ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। বিশ্বভাষায় প্রদত্ত অভিভাষণটি পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।) অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর বিপুল জয়ধ্বনি-মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। প্রভুপাদের আনুগত্যে দর্শকবৃন্দ প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। প্রভুপাদের অনুজ্ঞাক্রমে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ দর্শকগণকে প্রত্যেক দৃশ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও শিক্ষা বুঝাইয়া দিতে থাকেন। ৭৭টি দৃশ্য একবার একজনের কোন স্থানে অপেক্ষা না করিয়া ঘুরিয়া আসিতেই আধঘণ্টার অধিক সময় আবশ্যক হয়; আর প্রত্যেক দৃশ্যের শিক্ষা-গ্রহণ-মুখে দর্শন করিতে এক ব্যক্তির যে কতগুণ অধিক সময় প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যের টীকা-বিচার-মূলে যে দর্শন, তাহাই প্রকৃত দর্শন; তদ্ব্যতীত সাধারণ দর্শটি দৃশ্যের অন্যতম রূপে এই প্রদর্শনীকে কোন অতেন্দ্রিয়তর্পণের বিষয় মনে করিলে দর্শককে ভূরিশ্রুতি অঙ্গলে বঞ্চন করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

এলাহাবাদ ও অন্যান্য স্থানের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তমূলক অমূল্য শিক্ষা-সম্বলিত এই প্রকার পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শন করিয়া সহস্রমুখে ইহার প্রশংসা ও প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর হইতে যাবতীয়কাল কাশীধামে শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে যে সকল দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, প্রয়াগে তাহা অপেক্ষা নিম্নলিখিত কয়েকটি দৃশ্য অতিরিক্ত করা হইয়াছে। যথা—

(১২) প্রয়াগ দশাশ্বমেধ ঘাটে অবস্থিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে জীবের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ করিতে শিক্ষা দিতেছেন, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন। অধোক্ষজবস্তুবক্তারী শ্রীমহাপ্রভুর এই উপদেশানুসারে আচরণ করিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গলের উদয় হইয়া থাকে।

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশিমঠ-পথে যাত্র, কম্বু, সিংহ প্রভৃতিকে হরিনাম দিয়া নৃত্য করাইতেছেন।

(১৪) মাধবেন্দ্রপুরী ও ছোট হরিদাস।

(১৫) ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন।

(১৬) ত্রিবেণীতে ছোট হরিদাসের আত্মহত্যা।

(১৭) শ্রীগুরুবর্গের আনুগত্য-ফল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষে আহূতা সভায়

সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

The Presidential Address

My friends, honoured ladies and gentlemen,

I should submit an explanation for eligibility to accept the opener's part of the Theistic Exhibition when I feel that the responsibility lies not on me but on my Master who is delegated eternally for the purpose of transmitting the transcendental message to us. Our eternal Master Sree Rupa Goswamiji was taught the highest evangelical message by the Supreme Authority of the Transcendence in the garb of a preacher of the Absolute Truth. The Supreme Authority of the Transcendence did shake off, out of causeless mercy, His normal disposition by descending to the plane of fallible beings as the World-teacher, and by so doing He vested us with the transcendental blessings by asking us to associate with Sree Krishna in our everyday life.

With this infinite bliss of the transcendental standard, this Exhibition has been formulated for the purpose of truly associating our daily life with the unalloyed service of the Fountain-head without any intervention of entangling with the undesirable experience of this world. So I can boast of this Exhibition for the greatest facility that it has accorded to us in this suffocating region of our sojourn of life in an imperfect atmosphere.

To ponder over the transcendence from our present lower plane, we are obliged to mix up ephimeral dirts of imperfections before we get

the true merit of familiarising our souls with the transcendental situation of reciprocating objects of the Land, fully concealed to our present senses. So a modification or augmentation is necessary for the purpose of eliminating the undesired elements which we have incorporated in our present life. In order to adjust our situation with our eternal life, we should acquaint ourselves with the easier process of associating ourselves with a desirable atmosphere.

I do not see any reason to stir up elements of gratifying our present senses to lord it over them but we require to undergo a process of submission to the eternal manifestive aspects of the Eternity, Plenary knowledge and Permanent Blissful Atmosphere. The scrutinisation should not be confined to serve our appropriate dealings with the phenomenal aspects of the object. If our present senses act to objectify the subjective exploits of the transcendence, we will surely get the benefit of uplifting our situation not in the process of elevationists or salvationists, but in the process of unalloyed devotees.

We hail the congenial atmosphere and associations of Prayag, the place where Brahma held his active performance in ten directions of the universe in order to impede the mental course of an enjoyer of phenomenal objects. The devotional school of theistic thoughts has got its advent in this very spot where the Master-Mind was staged to have the transcendental inception from the Supreme Lord about four hundred years ago.

As sight-seers of different views through transcendental aural reception, we can have the chance of ocularising the statements in the present Exhibits. I therefore solicit the favour of the witnesses to study the whole matter with an unprejudiced mind in order to make the best use of the ontological aspects of the Exhibits instead of putting the same for their mundane quodlibetic enterprises.

The facts of the transcendence were clearly transmitted to the heart of Sree Rupa Goswamiji, after the Supreme Lord had given him the facility of an aural reception of eternal desirabilities of dislocated stars like us shooting from the ever-glowing Infinite Fountainhead of the Transcendence. The shooting stars are again reattracted by the same Fountainhead through the power of instructions and the bliss is to carry them back to their original position to be dovetailed with the Plenary position of the Absolute in manifestive ways.

In fine, I would implore you with all earnestness to acquaint yourselves with the ontological character of the Exhibition in your spiritual eyes to get eternal benefit of your eternal entities in true 'shrauta' and rational activities.

অর্দ্ধ্যানুবাদক

শ্রিয় বন্ধুবর্গ, মাননীয় মহিলা ও সজ্জনবৃন্দ,

এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটনের জন্য যে আমাকে মনোনীত করা হইয়াছে, এই দায়িত্বের জন্য সর্ব্বপ্রথমেই আমার বৈষ্ণবিগণ ক্ষমা প্রয়োজন। কিন্তু এই দায়িত্ব আমার নহে, ইহা আমার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের, মর্ত্যলোকে অমৃতের বার্ত্তা বহন করিবার দায়িত্ব তাঁহারই উপর চিরকালের জন্য অর্পিত হইয়াছে। আমাদের নিত্যগুরু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু আচার্য্যবেশধারী অপ্রাকৃততত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে এই শ্রৌতসিদ্ধান্তবাণী শিক্ষা করেন। অহৈতুক করুণাসিন্ধু শ্রীভগবান্ বিষয়জাল সংগোপনপূর্ব্বক আশ্রয়বিগ্রহ জগদ্গুরুরূপে আমাদের ন্যায় প্রাকৃতজীবদিগকে কৃপা করিবার জন্য প্রকট হইয়াছিলেন এবং "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাময় হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

সত্য সত্যই যাহাতে আমরা এই জগতের অপ্রয়োজনীয় অভিজ্ঞানের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিয়া প্রতিক্ষণ সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরের শুদ্ধ সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে প্রাকৃত ভূমিকায় সেবানুময় আদর্শ বিগ্রহ আকারে এই প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছে। আমরা এই অসম্পূর্ণ ও অনুপায়ের জগতে শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবার অভাবে ক্ষিপ্তাপক্ষিষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিতেছি, এ সময়ে

এই প্রদর্শনী আমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, ইহার জন্য আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অগোচর বৈকুণ্ঠতত্ত্ব অনুশীলন করিতে গিয়া আমরা তাহাতে আমাদের খণ্ড অনুপায়ের ও তাৎকালিক জ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্তি আরোপ করিয়া বসি। সুতরাং মঙ্গলাভের প্রতিবন্ধক যে সমস্ত ধারণা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, সে সমস্ত হইতে আমাদের ছুটি পাওয়া দরকার। নিত্যসেবানন্দময় জীবনের সহিত আমাদের বর্ত্তমান জীবন খাপ খাওয়াইবার জন্য যে সমস্ত সরল উপায় আছে, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন।

জাগতিক অনিত্যবস্তুসমূহের উপর আধিপত্য করিবার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভোগপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার কোন কারণ আমি দেখিনা; কিন্তু সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইবার সাধনে নিযুক্ত হওয়াই আমাদের আবশ্যক। এই জাগতিক সুবিধার অন্বেষণেই আমাদের বিচার-প্রবাহকে আবদ্ধ রাখিতে হইবে না। কর্ম্মী বা নির্ব্বিশেষবাদিগণের বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তভক্তগণের আনুগত্যে যদি আমরা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়-দ্বারা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সেবা করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার পারমার্থিক উন্নতি হইবে।

যে স্থানে ব্রহ্মা মনের অনিষ্টা বস্তুর ভোক্তা সাজিবার প্রবৃত্তি রোধ করিবার জন্য দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই বহুযুগের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত পুণ্যভূমি প্রয়াগক্ষেত্রকে অভিবাদন করিতেছি। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানেই শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর কর্ত্তৃক শক্তিসঞ্চারিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির প্রাকট্য করিয়াছিলেন।

যাঁহারা শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই সব লীলা স্থূলভাবে এই প্রদর্শনীর মধ্যে দেখিতে পাইবেন। আপনারা সকলে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও তর্কপথকে বিশেষ ভাবে বর্জ্জন করিয়া এই প্রদর্শনীর নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সমূহ অনুধাবন করুন, ইহাই আমার আপনাদের নিকট অনুরোধ।

শ্রীগুরুর তটস্থা-শক্তি-সম্ভূত চিৎকণ জীবকুলের নিত্য মঙ্গল লাভের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা শ্রবণ করিয়া জীবগণ পুনরায় চিৎসুধা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের প্রেমসেবা লাভ করিতে পারে।

উপসংহারে আমি সমাগত সজ্জন ও মহিলাগণকে বিনীত ভাবে জানাইতেছি যে, আপনারা শ্রৌতসিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ বাস্তব স্বরূপের উদ্বোধন করুন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ৩০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় প্রয়াগে শুভবিজয় করেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ও উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম প্রমুখ সেবকগণ প্রভুপাদকে কাশীযোগ ট্রেনযোগে অভ্যর্থনা করিয়া রামবাগ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বালিহারানা নামক স্থানে লইয়া যান। প্রভুপাদ তথায় অবস্থান পূর্ব্বক প্রয়াগ-শ্রীরূপশিক্ষা-প্রদর্শনীর কার্য্য পরিদর্শন এবং গত ৭ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়া গত ৯ই জানুয়ারী প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রভুপাদের সঙ্গে আসিয়াছেন—মহা-মহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ও ক্রবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীল প্রভুপাদ কএকদিন কলিকাতা-মঠে অবস্থানপূর্ব্বক অদ্য (১১ই জানুয়ারী) বেলা ৩॥ টার ট্রেণে শ্রীধাম-মায়াপুর যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীপাদ আচার্য্যাত্রিক প্রভু, শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু ও শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার অনুগমন করেন।

গত ২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা হইতে স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীগোপীজনবল্লভের উপাসনার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণেও কতিপয় বন্ধুস্থানেচ্ছিক ব্যক্তির নিকট ঐ বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

গত ৫ই ও ৬ই জানুয়ারী কাশীর কতিপয় মহিলা ভক্ত ও মঠের কয়জনকে ব্রহ্মচারীর নিকট শ্রীল প্রভুপাদ 'উপদেশামৃত' ব্যাখ্যা করেন।

গত ৯ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকায় কার্ম্মাণীর নাৎসী গভর্ণমেণ্টের বিমান বিভাগের মেজর মরেলের পত্নী মিসেস্ নোরা মরেল (Mrs Nora Morell) ও তাঁহার পরিচিত মিঃ ভেরনার পোলেলে, বায়রথ, ব্যাভেরিয়া, কার্ম্মাণী (Mr Werner Polele, Bayreuth, Bavaria, Germany) শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে সস্ত্রীকুসন্ধিৎসু হইয়া আসেন। প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট ইংরাজী ভাষায় প্রায় ১ ঘণ্টাকাল কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ বন মহারাজও তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। মিসেস্ মরেল গত ৮ই জানুয়ারী তারিখেও বেলা প্রায় ২ ঘটিকায় মঠদর্শনে আসিয়া শ্রীপাদ বন মহারাজের সহিত আলাপ করেন। স্বামীজী যখন বালিন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছিলেন, তখন এই বিদুষী মহিলা তাঁহার সাপ্তাহিক ক্লাসে যোগদান করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত স্বামীজীর নিকট ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণে ইঁহারা পরম শ্রীতচিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন।

লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণে অভিজাত-সম্প্রদায়ের সহানুভূতি

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ লণ্ডন হইতে গত ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক কিছুদিন অবস্থান করিয়া পুনরায় গত ৫ই অক্টোবর শনিবার ডুকানমেলে দিল্লী যাত্রা করেন এবং তথা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ৮ই অক্টোবর তারিখে বোম্বে রওনা হন। তথা হইতে ১০ই অক্টোবর বেলা ১০॥ ঘটিকায় ভিক্টোরিয়া জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করিয়া ২৩শে অক্টোবর লণ্ডনে পৌঁছান। তথায় মাসাধিককাল অবস্থান পূর্ব্বক 'হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা ও লণ্ডনে শ্রীভগবন্মন্দির-নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে চেষ্টা কতিপয় বিশিষ্ট অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্য বিষয় ও উক্ত শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ যাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং যাঁহারা তথায় শ্রীবিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণের পরিকল্পনা-শ্রবণে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল,—

দি রাইট অনারেবল্ ভাইকাউণ্ট হ্যালিফাক্স কে-জি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই; দি মোষ্ট্ অনারেবল্ দি মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড, পি-সি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই; দি রাইট্ অনারেবল্ ভাইকাউণ্ট গোসেন পি-সি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই, সি-বি-ই; দি রাইট্ অনারেবল্ লর্ড লামিংটন জি-সি-এস্-জি, জি-সি-আই-ই, একস্ গভর্ণর অব্ বোম্বে; কর্ণেল ডব্লিউ, জি, ষ্টানী পলিটিক্যাল এ-ডি-সি টু দি সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া; স্যর চার্লস্ টেগার্ট সি-এস্-আই, সি-আই-ই, এল্-এল্-ডি, মেম্বার, কাউন্সিল অব্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া; স্যর এড ওয়ার্ড ম্যাক্লেগন কে-সি-এস্-আই; দি লেডি কারমাইকেল অব্ স্কটিং; অনারেবল্ লেডি ষ্টোন্‌লী ক্যাক্সন; স্যর হেগ্ ম্যাক্লারেন্ কে-সি-আই-ই, সি-এস্-আই; স্যর এড্ওয়ার্ড ডেনিসন্ কে সি-আই-ই, সিএইচ-ডি, ডি-লিট্; স্যর ফ্রেডিস্ হুইংফিল্ড্ ব্যাণ্ড্ কে-সি-এস্-আই, কে-সি-আই-ই; স্যার লিওনার্ড রোজার্স সি-আই-ই, আই-এম্-এস; স্যর ইভেলিন্ বেক, সি-এম্-জি, এম্-এল্-ডি; স্যর ক্রাণ্টোকার রবিন্সন্; স্যার র‍্যালফ্‌বিথেন ব্যানার্জি সি-এস্-আই, সি-আই-ই, এম্-এ, আই-সি-এস্; প্রফেসার ডব্লিউ, এইচ উড্‌ওয়ার্ড; মিস্ উইনিফ্রাইড্ বেক্; মিসেস্ ষ্টাটানিক কেনেডি কচ্‌রেন প্যাট্রিক্; মিসেস্ এম্, এ, সেণ্ট্ ক্লেয়ার ষ্টোবার্ট, মিঃ এফ, জি, ষ্র্যাট্ সি-এস্-আই; লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ কর্ণেল সি, সি, ষ্যাণ্ডারসন; মিঃ আর, ও, সেস্‌পী কার; মিঃ এফ্, এইচ, ব্রাউন্, সি-আই-ই; মিঃ এফ্, ডে, পি, রিচ্‌টার

এম্-এ ; মিঃ ফ্রেডারিক গ্রাব্, মেজর ক্লান্সিস্ ইয়াট্স্-ব্রাউন ডি-এস্-সি।

চাকদহ-শ্রীপাটে বার্ষিক মহোৎসব

গত ২২শে ডিসেম্বর শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট চাকদহে তাঁহার অপ্রকট-তিথি-পূজা-উপলক্ষে বার্ষিক মহোৎসব সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ ভারতীমহারাজ উক্ত উৎসব সম্পাদনার্থ প্রেরিত হন। তিনি গত ১৮ই হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত শ্রীপাট এবং অন্যান্যস্থানে পাঠ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। ২২শে ডিসেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ ঔডুলোমী মহারাজ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিমধুর ও শ্রীপ্রহ্লাদকুঞ্জ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ উক্ত উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীবিগ্রহের পূজার, পূজা, ভোগ-রাগ ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি মহোৎসাহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় সহস্রাধিক নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। চাকদহ এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী অনেক সজ্জন উৎসবে যোগদান ও সেবাকার্য্যে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা-আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

'গৌড়ীয়মঠ' ও 'তোতাদ্রিমঠে'র বিচারবৈশিষ্ট্য

গত ১০ই জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যার পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয় কলিকাতা-বাহেষরী-ভবনে তোতাদ্রিমঠের আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীরামপ্রপন্নাচার্য্য মহোদয়ের সহিত সংস্কৃত ভাষায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা-প্রসঙ্গে রসবিচার, পঞ্চরসে কৃষ্ণের সেবন, সার্ব্বদিকরূপে শ্রীনারায়ণের সেবনীয়ত্ব, রসবিচারে কৃষ্ণের উৎকর্ষ—"সিদ্ধান্তস্তুল্যভেঽপি শ্রীকৃষ্ণরূপরসয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥", শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মাধুর্য্য, শ্রীনারায়ণবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবীরও কৃষ্ণসঙ্গ-প্রার্থনা, শ্রীনারায়ণের ঘটী ও কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি অসাধারণ গুণবৈশিষ্ট্য, বস্তুকারণবাদী ঋষিসঙ্ঘ ঋষির অতীত-পূরণে শ্রীরামবিগ্রহের অসামর্থ্য, শ্রীরাম-নাম হইতে কৃষ্ণ-নামের মহিমাধিক্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টার অধিককাল আলোচনা করেন। পণ্ডিতজী তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদন-কল্পে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস অপেক্ষাও শ্রীবাল্মীকির শ্রেষ্ঠত্ব, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরামের বৈভবাবতার, রসকে মনোবৃত্তি-বিশেষ, শ্রীরামায়ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বপ্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতকে অন্যতম পুরাণ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত-দ্বারা স্বমতের প্রাধান্য-স্থাপনে যত্নবান্ হইলেও মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু অকাট্য শাস্ত্রযুক্তি-প্রভাবে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র এক অদ্বয়জ্ঞানবিচারে সিদ্ধান্ততঃ অভেদ হইলেও রসবৈশিষ্ট্য বিচারে শ্রীকৃষ্ণের পরতমতা অবশ্য স্বীকার্য্য; নতুবা রসবিচারে দারিদ্র্যই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"-বিচারে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বাবতারের অবতারী বলিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মসংহিতায়,—"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংভগবত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মা বলিতেছেন,—"যে পরমপুরুষ-স্বাংশ-কলাদি নিয়মে শ্রীরামাদি-মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানা-অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।" শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে দেবতাগণ কৃষ্ণকে সর্ব্বাবতারের অবতারিরূপে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—"মৎস্যাশ্বকচ্ছপ-নৃসিংহবরাহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ। ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥" অর্থাৎ দেবতাগণ বলিতেছেন যে,—"হে ঈশ, আপনি (পূর্ব্বে) মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব), কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয় (রামচন্দ্র ও পরশুরাম), বিপ্র (বামন) এবং দেবতা-গণের মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ত্রিভুবনকে যেরূপ পালন করিয়াছেন, এখন সেইরূপ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন। হে যদুত্তম, আপনাকে আমরা বন্দনা করিতেছি।" শ্রীমন্মহাপ্রভু চাতুর্ম্মাস্যকালে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থানকালে শ্রীরাম-কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনার সৌভাগ্য হইলে আংশিক রসোপাত্ত নারায়ণসেবা ও পরিপূর্ণরসপঞ্চকোপাত্ত অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণসেবার বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা উপলব্ধির বিষয় হইবে।

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৪ঠা মাঘ, ১৩৪২, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ | ২৪শ সংখ্যা

গর্ভস্থ জীবের হরি-স্তুতি

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৩১শ অধ্যায়ে কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ১ম অধ্যায়ে শ্রীগৌরসুন্দর শচীমাতাকে গর্ভস্থ জীবের সপ্তম মাসে জ্ঞানোদয়ের পরে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পাপস্মরণ-পূর্ব্বক অনুতাপ ও ভগবৎস্তুতির কথা বলিয়াছেন, সেইরূপ জীবের ভূমিষ্ঠ হইবার পর ভগবদ্বিস্মৃতি ও সংসারে অভিনিবেশ কিরূপেই বা সম্ভব, তদ্বিষয়ে অনেকেরই হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৩১শ অধ্যায়ের ১২শ হইতে ২১শ শ্লোকে গর্ভস্থ জীব স্তুতি-সহকারে যে-সকল ভগবৎকথা বলিয়াছে, সেইরূপ জীবের ব্রহ্মশ্রম ও সংসারদশা-প্রাপ্তি অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। কোন কোন সিদ্ধান্তে ঐ সময়ে গর্ভস্থ জীব কখনও ভগবদ্দর্শনও লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায় যে, ঐরূপ গর্ভগত স্তুতি-কারী জীব দশমাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি-ভ্রষ্ট হয়। (ভাঃ ৩।৩১।১২-২০)।

ভগবৎস্তুতিকারী গর্ভগত জীবের বা ভগবদ্দর্শনকারী জীবের পক্ষে একান্ত হরিবিস্মৃতি ও অত্যন্ত সংসারাভি-নিবেশ যেন সিদ্ধান্তসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে এই সন্দেহের সমাধান করিয়াছেন,—

"অতো যত্র তৃতীয়ে (ভাঃ ৩।৩১।১২-২১) গর্ভস্থস্য জীবস্য ভগবতঃ স্তুতিঃ শ্রূয়তে, তত্রৈব চ সংসারোঽপি বর্ণ্যতে, তত্রোচ্যতে,—জাতোৎকর্ষেণ তদ্বর্ণনমিতি; বস্তুতস্তু কস্যচিদেব জীবো ভাগ্যবান্ ভগবন্তং স্তৌতি। স চ বিরলত্বাদপি; ন তু সর্ব্বস্যাপি ভগবজ্জ্ঞানং ভবতি।"—(ভক্তিসন্দর্ভ ১৫১ সংখ্যা)

অর্থাৎ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে গর্ভস্থ জীবের ভগবৎ-স্তুতি এবং তাহারই পুনরাবৃত্তি যে সংসার বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবৎস্তুতিকারী ও সংসারদশা-প্রাপ্ত জীব ব্যক্তিগতভাবে এক নহে, পরন্তু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন। বলে জীবস্বভাবানুসারে উভয়ের ঐক্যনির্দ্দেশই একরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ **গর্ভদশায় কোন ভাগ্যবান্ জীবই ভগবান্‌কে স্তুতি করেন এবং উক্ত ভগবদ্ভক্তি-বলে সংসার হইতে উত্তীর্ণও হইয়া থাকেন। পরন্তু সকল গর্ভস্থ জীবেরই ভগবজ্‌জ্ঞান হয় না।**

এস্থলে সংশয় হইতে পারে, তাহা হইলে কি সপ্তম মাসে জ্ঞানোদয়ের পরে একমাত্র ভাগ্যবান্ জীব-ব্যতীত অপরের কোন প্রকার শুভ স্মৃতিরই উদয় হয় না, বা তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব জন্মের কথাও স্মরণ করিতে পারে না? সমাধান এই যে, সকল জীবেরই সপ্তম মাসের পরে স্মৃতির উদয় হয়, এবং সকল জীবই স্মৃতিযুক্ত হয় বলিয়াই এস্থলে ঐরূপ ভগবৎস্তুতিকারি জীবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

গর্ভস্থ জীবের **তিন প্রকার** অবস্থা দেখা যায়। (১) এক প্রকার জীবগণ **পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম মাত্র স্মরণ** করিয়া থাকে, (২) অন্যপ্রকার জীবগণ **সাংখ্য-যোগাদির অভ্যাস** করে এবং (৩) অপর জীবগণ **পরম পুরুষের অনুশীলন** করিয়া থাকেন। ভগবজ্‌জ্ঞান অতি সৌভাগ্যবান্ জীবেরই হইয়া থাকে। **যে সকল জীব একান্ত ভগবদ্‌বিস্মৃতি ও অত্যন্ত সংসারদশা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম মাত্র স্মরণ হয়, গর্ভবাসকালে তাহাদের ভগবজ্‌জ্ঞান হয় না।**

"একে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মমাত্র স্মরন্তি; একে সাংখ্য-যোগাদিকমভ্যস্যন্তি; একে তু পরমপুরুষমিতি। যথোক্ত তত্ত্বৈব হৈঃ—"নবমে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণো ভবতি" ইতি পঠিত্বা, "মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ" ইত্যাদি-ভাবনা-পাঠানন্তরম্,—

"অবাঙ্মুখঃ পীড্যমানো জন্তুভিশ্চ সমন্বিতঃ।
সাংখ্যযোগৈঃ সমস্তানেব পুরুষং বা পঞ্চবিংশকম্।
তত্তশ্চ দশমে মাসি প্রজায়তে" ইত্যাদি।

অত্র "পুরুষং বা" ইতি বা-শব্দাৎ কস্যচিদেব ভগবজ্‌জ্ঞানমিতি গম্যতে।" —(ভক্তিসন্দর্ভ ১৫১ সংখ্যা)

এক প্রকার জীবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মমাত্র স্মরণ করিয়া থাকেন, অন্য প্রকার জীবগণ সাংখ্যযোগাদির অভ্যাস করেন এবং অপর জীবগণ পরমপুরুষের অনুশীলন করেন। অতএব উক্ত শাস্ত্রকারগণ উক্ত শাস্ত্রেই "জীবের নবম মাসে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়"—এইরূপ বলিয়া তৎপর "আমি মৃত হইয়া পুনরায় জাত এবং জাত হইয়া পুনরায় মৃত হইতেছি"—এইরূপে তাহার পূর্ব্বস্মৃতির কথা উল্লেখ-পূর্ব্বক অবশেষে—"উক্ত জীব তৎকালে গর্ভাশয়ে নিম্ন-মুখে অবস্থিত, পীড়িত এবং কৃমি প্রভৃতি জন্তুগণে সমন্বিত হইয়া সাংখ্যযোগের অভ্যাস বা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বরূপ পুরুষের অনুশীলন করেন, অনন্তর দশম মাসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বর্ণন করিয়াছেন। এস্থলে—"পঞ্চবিংশতিতত্ত্বরূপ পুরুষের অনুশীলন"—এইবাক্যে 'বা'—এই বিকল্প-বাচক পদের দ্বারা কোন একটি জীবের মাত্র ভগবজ্‌জ্ঞান অবগত হওয়া যায়।

অতএব যে সকল গর্ভস্থ জীব জ্ঞানলাভের পরে ভগবৎস্তুতি করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণ জীবের ন্যায় সংসার-গ্রস্ত বা পাপ-পুণ্যাদির অধীন হন না, তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুসঙ্গ লাভ ও গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক হরিভজন করিয়া থাকেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাঁহাদের ভগবৎস্মৃতি বিলুপ্ত হয় না,—

"কস্যচিদেবাস্তো জীবঃ স্তোত্যাকরঃ সংসরতীত্যেব মন্তব্যম্।"
—(ভক্তিসন্দর্ভ ১৫১ সংখ্যা)

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে যে গর্ভস্থ জীবের ভগবৎস্তুতির কথা বলা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, কোন জীব ভগবানের স্তুতি করিতেছেন এবং অপর জীব সংসার-গ্রস্ত হইতেছে,—এইরূপই জানিতে হইবে।

শ্রীপত্রিকা-পঞ্চক ●

(১)

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি ॥

স্বস্তি মদীয়সমস্ত-সুখপ্রদ-পদদ্বন্দ্ব-শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-চরণেষু—জীবনামা সোঽহং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি।

ভবতাং কুশলং সদা সমীহে, তত্তু বহুদিনং যাবন্ন প্রাপ্তমিতি তেন বয়মানন্দনীয়াঃ তত্রাহং সম্প্রতি দেহনৈরুজ্যেন বর্ত্তে অন্যে চ তথা বর্ত্তন্তে, কিন্তু শ্রীভূগর্ভগোস্বামিচরণা দেহং সমর্পিতবন্ত আত্মানন্দ শ্রীবৃন্দাবননাথায় জ্ঞানপূর্ব্বকমিতি বিশেষঃ। স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য † (১) কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠতি নবেত্যপি।

পরঞ্চ। শ্রীব্যাসশর্ম্মা সংপ্রতি কথং কুত্র বর্ত্ততে শ্রীবাসুদেবকবিরাজো (২) বা তদপি লেখ্যং ॥

অপরঞ্চ। শ্রীরসামৃতসিন্ধুশ্রীমাধবমহোৎসবোত্তর-চম্পূহরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্ত ইতি বর্ষাশ্চেতি সম্প্রতি ন প্রস্থাপিতানি. পশ্চাত্তু দৈবানুকূল্যেন প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চাত্রকীয়-সর্ব্বেষাং যথাযথং নমস্কারাদয়ো জ্ঞেয়াঃ। তত্রকীয়েষু তু মম নমস্কারাদয়ো বাচ্যাঃ ॥ ইতি ভাদ্র সুদী। শ্রীরাজমহাশয়েষু শুভাশিষঃ ॥

মর্ম্মানুবাদ

(১)

যাঁহার পদযুগল আমার সমস্ত সুখ প্রদান করে, সেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণে জীব নামক এই ব্যক্তি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছে,—"আপনাদের কুশল সর্ব্বদা ইচ্ছা করি। বহুদিন যাবৎ উহা পাই নাই। কুশল লিখিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন। সম্প্রতি আমি শারীরিক রোগমুক্ত হইয়া আছি এবং অপরেও তদ্রূপ আছেন। কিন্তু শ্রীভূগর্ভগোস্বামিপাদ দেহ রক্ষা করিয়াছেন এবং নিজেকে শ্রীবৃন্দাবননাথের চরণে জ্ঞানপূর্ব্বক সমর্পণ করিয়াছেন,—ইহাই বিশেষ সংবাদ। আপনার নিজপরিকর-বর্গের এবং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসের কুশল লিখিবেন। এই লোকের দ্বারা কিছু লেখাপড়া করে কি না করে, তাহাও লিখিবেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস শর্ম্মা সম্প্রতি কিরূপ ও কোথায় আছেন এবং শ্রীবাসুদেব কবিরাজও কিরূপ ও কোথায় আছেন, তাহাও লিখিবেন।

তাহাছাড়া—"শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু", "শ্রীমাধব-মহোৎসব", "শ্রীগোপাল চম্পূ উত্তর ভাগ" এবং "হরিনামামৃত ব্যাকরণে"র শোধন কিছু অবশিষ্ট আছে, বর্ষা ও চলিতেছে, তজ্জন্য ঐগুলি পাঠান যায় নাই। পরে দৈব অনুকূল হইলে পাঠাইতে পারা যাইবে। অধিক কি, এখানকার সকলেই যথাযথ নমস্কার জানিবেন এবং তথাকার সকলকে আমার নমস্কারাদি বলিবেন। ইতি ভাদ্র—সুদী। শ্রীরাজা মহাশয়ের প্রতি আমার শুভাশিষ।

---

(২)

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি।

স্বস্তি সমস্ত-গুণ-প্রশস্ত-বন্ধুবর-শ্রীনিবাসাচার্য্য-মহত্তমেষু, ইতঃ শ্রীবৃন্দাবনাৎ জীবনাম্নস্তস্যসপ্রণামা-লিঙ্গনশুভাশংসনকম্। স্বস্তি মুখমিদম্—

শমিহ সমীহিতং শ্রীবৃন্দাবনবাসরূপং বসতোব। ভবতাং তত্তদনুভবায় সমুৎসুকোঽপি মধ্যে মধ্যে তদশ্রবণ-তদ্বিরুদ্ধশ্রবণাভ্যাং দূনিতচিত্তোঽস্মি। তস্মাদ্ যথাযথং সাম্প্রতেনাপি তস্যশ্রবণেন সান্ত্বয়িতব্যোঽস্মি।

পরঞ্চ। পূর্ব্বতবৎপত্রিকাপ্রতিবচনং পূর্ব্বমেব লিখিতবন্তঃ স্ম। সম্প্রতি চ নিবেদয়ামঃ,—"বিরোধী ভগবদ্ভক্তৈর্বিদ্যাত্রীস্ত্রিয়দেহয়োঃ। শোকস্তথাপি কর্ত্তব্যো যদি শোকো নিবর্ত্ততে ॥" ইতি।

● মূল সংস্কৃত ইহা নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

† (১) শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র; (২) শ্রীব্যাসশর্ম্মা ও শ্রীবাসুদেব কবিরাজ শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শিষ্যদ্বয়।

অধুনা এতে শ্রীশ্যামদাসাচার্য্যাঃ * পারমার্থিকাঃ খলুতঃ সবাসনা ভবন্তি বুৎপন্নাশ্চ, তস্মাদেতৈঃ সহ যাতিশ্লিষ্ট শ্রীভগবদ্ভক্তি-বিচারাদিকং কর্ত্তুং উচিতম্, ঈদৃশেন সহায়েন পার্থিবানশ্চ খণ্ডিতাঃ স্যুঃ। সম্প্রতি শোধয়িত্বা বিচার্য্য চ বৈষ্ণবতোষণী দুর্গমসঙ্গমনী-শ্রীগোপালচম্পূপুস্তকানি তত্রামীভির্নীয়মানানি সন্তি তত্ত্ব পুস্তকবিচারয়োঃ শোধনায় চ ব্যতিরিক্তবাসেভিঃ, আত্মীয়পালাবুদ্ধিশ্চ কর্ত্তব্যাস্তেতি।

অপরঞ্চ পূর্ব্বং যৎ হরিনামামৃতব্যাকরণং ভবদ্ভিঃ প্রস্থাপিতমাসীৎ তদ্যদি পাঠায়িতুং তত্রা তত্র ভাষ্যাদি-বৃত্ত্যাদিরিক্তানি ভবন্তি তদাদিকং শোধ্যম্। অন্তপরিশেষপুস্তকান্তরং চাস্তি তত্তু, তদ্যদি মৃগ্যতে তদাজ্ঞাপ্যতাম্ সম্প্রতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূর্লিখিতাস্তি, কিন্তু বিচারবিরহোস্তি ইতি নিবেদিতম্। পুনস্তাদৃশং ভাগ্যং কদা স্যাৎ, যদা ভবৎপ্রসঙ্গ ইতি দূরাদপি শ্রবণমুখ্যানং কার্য্যম্। শ্রীবৃন্দাবনদাসাদিষু শুভানুধ্যানম্। শ্রীগোপালদাস † প্রভৃতিষু শুভানুধ্যানম্। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু চ

মর্ম্মানুবাদ

(২)

সমস্তগুণধাম বিখ্যাত বন্ধুপ্রবর শ্রীনিবাস আচার্য্য মহোদয়ের প্রতি এই শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে শ্রীজীব নামক ব্যক্তির প্রণামালিঙ্গন-পূর্ব্বসর শুভেচ্ছা-বিজ্ঞপ্তি—শ্রীবৃন্দাবনে বাসরূপ অভিলাষ বর্ত্তমানে আছে। আপনাদের সেই সেই অনুভাব সমূহ (অলৌকিক চেষ্টা সমূহ) জানিবার জন্য আমি সমুৎসুক হইলেও নানা মতে তদ্বিষয়ে শ্রবণ না করিয়া এবং তাহার বিরুদ্ধ শ্রবণ করিয়া ক্লিষ্টচিত্ত (চিন্তে ক্লেশ) হইতেছি। সেই জন্য সম্প্রতি সেই সকল কথা যথাযথ আমাকে শ্রবণ করাইয়া সান্ত্বনা দিবেন।

এতদ্ব্যতীত আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সম্প্রতি নিবেদন এই যে, ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষে ইন্দ্রিয় ও দেহের শোক বিরোগী এবং সন্তাপনাশক, তথাপি যাহাতে শোক কর্ত্তব্য।

এতদ্ব্যতীত এই শ্রীশ্যামদাসাচার্য্য পারমার্থিক, আপনার অনুকূল ইচ্ছাযুক্ত এবং শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন, সুতরাং ইঁহার সহিত অতিশয় স্নেহপূর্ব্বক শ্রীভগবদ্ভক্তির বিচার আস্বাদ করা কর্ত্তব্য। এরূপ সহায়ক হইলে পাষণ্ডিগণের মতও খণ্ডিত হইতে পারে। সম্প্রতি বৈষ্ণব-তোষণী", "দুর্গম-সঙ্গমনী" ও শ্রীগোপাল চম্পূ" গ্রন্থসমূহ শোধন ও বিচার করিয়া সেখানে পাঠান যাইতেছে। তৎপর গ্রন্থের ও বিচারাদির শোধনের নিমিত্ত ইঁহার সহিত আপনার মিলন (সম্পূর্ণ)থাকা উচিত এবং ইঁহার প্রতি আপনার আত্মীয় ও পালাবুদ্ধি কর্ত্তব্য।

এতদ্ব্যতীত—পূর্ব্বে যে হরিনামামৃত ব্যাকরণ আপনার নিকট পাঠান হইয়াছিল, তাহা যদি পাঠান হয়, তবে উহাতে ভাষ্যাদি ও বৃত্তি প্রভৃতি দেখিয়া গ্রন্থাদি শোধন করা কর্ত্তব্য। আর একটি পরিশিষ্ট পুস্তকও এখানে আছে। উহা যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে আদেশ করিবেন। সম্প্রতি "গোপালচম্পূর উত্তরভাগ" লেখা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিচারের বিষয় কিছু আছে, ইহাই নিবেদন করিয়াছি। পুনরায় তেমন ভাগ্য কখন হইবে, যখন আপনার প্রসঙ্গ দূর হইতে শুনিয়াও উহার ধ্যান করিতে থাকিব। শ্রীবৃন্দাবনদাসাদির প্রতি এবং শ্রীগোপালদাসাদির প্রতি আমার শুভানুধ্যান জানাইবেন। —শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু চরণে নিবেদনমিতি।

---

(৩)

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি।

স্বস্তি সমস্ত-বৈষ্ণবগণ-প্রশস্ত-শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজ-শ্রীনরোত্তমদাস—শ্রীগোবিন্দদাসাখ্য—মধিধন্যধাম্নাম-সম্পদ্ভ্যঃ—

শ্রীবৃন্দাবনাজ্জীবনামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়ামি, সমীহাবিশেষস্তু ভবতাং কুশলম্। স্নেহসূচকপত্রস্য সমুপলব্ধ্যাত্তদেব মুহুর্বাচ্যামি, তত্র যন্ময়ি স্নেহং বিধায় শ্রীমন্তি গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন তু অতীব-মঙ্গলসঙ্গতোঽস্মি, কিং বহুনা। নিরুপাধিস্নিগ্ধেষু

* শ্রীশ্যামদাসাচার্য্য—শ্রীশ্যামাচার্য্য-নামক। † শ্রীগোপালদাস—শ্রীগোবিন্দাচার্য্য-তনয়, শ্রীবৃন্দাবনদাস—শ্রীশ্রীনিবাসশিষ্য।

অথ যন্মুহুর্নিত্যস্মরণপ্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্তু রসামৃত-সিন্ধৌ বাক্যমেবাস্তি "সেবা সাধকরূপেণ" ইত্যাদিনা, অত্র সাধকরূপেণ বহির্দেহেন, সিদ্ধরূপেন নিজেষ্ট-সেবানুরূপচিন্তিতদেহেনেত্যর্থঃ। তত্র চ সিদ্ধরূপেণ রাগানুসারেণৈবেতি কালদেশলীলাভেদা বহুধেতি কিয়তী লেখ্যা, সাধকরূপেণ সেবা তু ত্রিবিধপ্রক্রিয়য়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়া, শ্রীমদাচার্য্যমহাশয়াস্তত্র তাং উপদেক্ষ্যন্তি, এতে হি অস্মাকং সর্ব্বস্বমেবেতি কিমধিকম্। বৈশাখস্য চতুর্দ্দশেঽহনি। ইতোকপত্রিকা।

মর্ম্মানুবাদ

(৩)

আমার সুধাস্পদ ও সম্বন্ধরূপ সমস্ত বৈষ্ণবগণে বিখ্যাত শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম দাস এবং শ্রীগোবিন্দ দাসের প্রতি জীব নামক আমি শ্রীবৃন্দাবন হইতে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই নিবেদন করিতেছি—আপনাদের কুশল বিশেষ অভিলাষ করি। আপনাদের স্নেহসূচক পত্র পাইবার সেই মুহূর্ত্তটুকুই অভিলাষ করিতেছি। আমার প্রতি স্নেহপূর্ণচিত্ত শ্রীমদ্-গীত-(গীতা নহে)-সমূহ পাঠাইয়াছেন, তদ্দ্বারা আমি অতীব মঙ্গল লাভ করিয়াছি। অধিক কি লিখিব।

আর নিরুপাধিক সিদ্ধ ভক্তগণের মধ্যে যে মুহুর্মুহুঃ নিত্যস্মরণের প্রক্রিয়ার কথা জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাও "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"তে "সেবা সাধকরূপেণ" ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্তই আছে। এই শ্লোকের "সাধক-রূপেণ" অর্থে—বাহ্যদেহ দ্বারা, "সিদ্ধরূপেণ" অর্থে—নিজ অভীষ্ট সেবার অনুরূপ চিন্তিত অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা। তন্মধ্যে আবার 'সিদ্ধরূপেণ' অর্থে—'রাগাত্মিক ভক্তির অনুসরণে' ইত্যাদি কাল-দেশ-লীলাগত ভেদ বহুপ্রকারের বর্ত্তমান। এ বিষয়ে কিছু কিছু পরে লেখা যাইবে। পরন্তু "সাধকরূপেণ" সেবার কথা ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা আগমাদি (পঞ্চরাত্র প্রভৃতি) অনুসারে জানিতে হইবে। এই সেবার কথা শ্রীমদ্ আচার্য্য মহাশয় সেখানে আপনা-দিগকে উপদেশ করিবেন। কারণ ইনিই আমাদের সর্ব্বস্ব। ১৪ই বৈশাখ। ইতি।

(৪

শ্রীবৃন্দাবনতঃ জীব গোস্বামিনঃ পত্রিকা

স্বস্তি পরমপ্রেমাস্পদ-শ্রীগোবিন্দকবিরাজ-মহাভাগবতেষু, জীবস্য কৃষ্ণস্মরণং শ্রীমতাং ভবতাং শুভানুধ্যানেন অত্রত্যাকুশলং তত্রত্যাং তদীহেতমাম্—

তত্র ভবন্ত এবাস্মাকং মিত্রতয়া বিরাজন্তে তস্মাদ্ভবদীয়কুশলং শ্রোতুং সদা বাঞ্ছামস্তত্রাবধানং কর্ত্তব্যম্। সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাময়-স্বীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্ব্বমপি যানি তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তা বর্ত্তামহে, পুনরপি নূতনতত্তদাশয়া মুহুরপ্যতৃপ্তিক লভামহে, তস্মাত্তত্র চ দয়াবধানং কর্ত্তব্যম্।

পরঞ্চ পূর্ব্বং শ্যামদাসমার্দ্দঙ্গিকহস্তেন শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যগোস্বামিকৃতে বৃহদ্ভাগবতামৃতং প্রস্থাপিতমাসীৎ তত্তত্র প্রবিষ্টং নবেতি বিলিখ্য বয়ং সন্দেহান্নিবর্ত্তনীয়াঃ, কিং বহুনা, স্বস্ত এব দয়ালুঃ শ্রীমৎশুভবৎসু লিখিতমিদম্। চৈত্রস্য তৃতীয়ায়াম্।

ইহ শ্রীমন্নরোত্তমকবিরাজো প্রতি শুভাশীর্ব্বাদো নিবেদনং চেদম্। ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য নমস্কারাঃ।

মর্ম্মানুবাদ

(৪)

পরম প্রেমাস্পদ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাভাগবতের প্রতি—

এই পত্রযোগে শ্রীমান্ আপনার শুভানুধ্যানের দ্বারা শ্রীজীবের কৃষ্ণস্মরণ হউক। এখানকার ভক্তগণের কুশল। আর তথাকার ভক্তগণের কুশল ইচ্ছা করিতেছি।

আপনি আমাদের মিত্ররূপে তথায় বিরাজমান আছেন। সুতরাং যাহাতে আপনার কুশল সর্ব্বদা শুনিতে পাই, তদ্বিষয়ে অবধান করিবেন। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাময় যে নিজ-রচিত গীতসমূহ এবং পূর্ব্বেও যে সকল গীত আপনি পাঠাইয়াছেন, অমৃতের ন্যায় তাহা পাইয়া তৃপ্ত হইয়াছি। পুনরায় নূতন নূতন আরও পাইবার আশায় মুহুর্মুহুঃ অতৃপ্তি লাভ করিতেছি। অতএব এ বিষয়ে আপনার দয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য।

তাহা পূর্ণে হস্তগতহওয়ায় শ্রীল আচার্যদেব তখন টাঁহার সেবাকার্য্যে প্রভুর নিমিত্ত যে গ্রন্থে ভাগবতাদির গ্রন্থ পাঠান হইয়াছিল, তাহা তাঁহার হস্তে পৌঁছিল কিনা জানিবার জন্য আমাদের সকলে নিকট লিখিয়া জানিতে চাহিলেন। আর অধিক কি, পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত গুরুদেবের প্রতি এই পত্র লিখিত হইল। ইতি চৈত্র মাসের শুক্লতৃতীয়া।

তখন শ্রীযুক্ত নরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের কথা আমার এই পত্রখানিয়াত্র জানাইবেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের নমস্কার জানিবেন।

---

(৫)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গজয়তঃ

ভবদীয়-বন্ধুস্থানীয়-শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভবঃ প্রেমালিঙ্গন-পূর্ব্বকং নিবেদয়ন্তি,—শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, যং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ, অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভু-শক্তিরূপি-শ্রীনরোত্তমগোস্বামিদ্বারা গ্রন্থং প্রকাশিতং, অপরয়া শক্ত্যা গৌড়মণ্ডলে, মহাজনসংসদি গ্রন্থ-বিস্তারং করোষি। ইতি ,ভবতোঽস্তিকে মদীয়-বার্ত্তাং প্রেষয়ামি। জয়গোপালদাসেন মৎ প্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং, তচ্চ জগতি বিদিতমিতীহ তেন সার্দ্ধং মদীয়জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন ক্রিয়তে, ময়াপি নিষিদ্ধং, ভবতাপি তথালাপাদিকং ন কর্ত্তব্য-মিতি।

মর্ম্মানুবাদ

(৫)

আপনার অন্যতম বন্ধুস্থানীয় আমি শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু প্রেমা-লিঙ্গনপূর্ব্বক এই নিবেদন করিতেছি—

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভো, আপনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-শক্তি—অতএব প্রভুশক্তিরূপ শ্রীমদ্ নরোত্তমগোস্বামিপ্রভু প্রভৃতিকে নিমিত্ত করিয়া একটি শক্তি-দ্বারা তিনি গ্রন্থ প্রকাশ করাইয়াছেন ; অপর শক্তি দ্বারা (আপনাকে নিমিত্ত করিয়া) গৌড়মণ্ডলে মহাজনের সভাতে গ্রন্থ বিস্তার করিতেছেন—আপনার নিকট আমার সংবাদরূপে ইহাই পাঠাইতেছি। জয়গোপাল দাস নামক ব্যক্তি আমার প্রসাদ উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, ইহা জগতে জানা আছে। সেই জন্য এখানে তাহার সহিত আমার কোন লোক আলাপাদি করিতেছে না। আমিও নিষেধ করিয়াছি। আপনারও তদ্রূপ ইহার সহিত কোন আলাপাদি করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা*

শ্রোতা—শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ বেকট্ সুব্বাটিয়া প্রভৃতি।

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, সময়—৪ই আগষ্ট, ১৯৩৪ প্রাতঃকাল।

(১)

আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করি, কিন্তু বহির্জগৎ হইতে অসৎসঙ্গ বাদানুবাদ, বিকৃত ধারণা ও চিন্তাস্রোত আসিয়া আমাদিগকে নানা-প্রকারে বাধা দেয় এবং অসুবিধা ঘটায়। সুতরাং ভগবদ্বিমুখ বহির্জগতের পরস্পর বিবদমান সিদ্ধান্তে—তাহাদের সত্যতা, বহুত্ব, আত্মীয়তার বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া নিরন্তরকৃত বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত ভগবৎপ্রিয় ভাগবতগণসমীপে ভাগবতোপদেশ শ্রবণই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এবং তাহাই সর্ব্বসমস্যা-সমাধানের একমাত্র রাজকীয় পন্থা। আমরা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গানে শুনিতে পাই—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" ভগবান্ বলিতেছেন—"আমাতে আত্মনিবেদন কর, ইহাতে তোমাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে না। তুমি এযাবৎ পর্য্যন্ত (বহির্বিজ্ঞানদ্বারা বহির্বিষয়) যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছ, সব পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট এস। আমি

* শ্রীযুক্ত সুব্বাটিয়া মহাশয় বক্তৃতার অবতরণিকা বলিয়া প্রভুপাদ ইংরাজী ভাষায়ই যাহা বলিয়াছিলেন। আমরা শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র মজুমদার বি-এ মহাশয়ের সংরক্ষিত শর্টহ্যাণ্ড নোট্ হইতে তাহার তাৎপর্য্যমাত্র এস্থলে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

তোমাকে কোন্ পথ লইতে হইবে বলিয়া দিব।" কিন্তু ভগবানের এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া —তিনি তাঁহার সাক্ষেতিক উপদেশে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন মনে করিয়া পাছে আমরা অন্য কোন উপদেশ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ ইতঃপূর্ব্বেই গাহিয়াছেন—"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।" "যদি তুমি নিজেই নিজের মঙ্গলোপায়ের ব্যবস্থাপক হইয়া পড়, তাহা হইলে তুমি এমন কতকগুলি পন্থাকে উপায় মনে করিয়া বসিবে, যাহা পরিণামে নিরর্থক হইবে, কেননা আমি সমগ্রবিশ্বের অন্তর্যামী—সর্ব্বব্যাপক, আমাকে ছাড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমি সর্ব্বকারণ মূল কারণ, পরিপূর্ণ জ্ঞানময়, অখণ্ড ও অনন্ত আনন্দময়।" আমরা তাঁহা অপেক্ষা অল্প কুদ্রাপি মাত্র কাহারও নিকট হইতে অপেক্ষা সম্যক্‌প্রকারে নির্ভরযোগ্য—বস্তুর সমগ্র-ধারণা-দানসমর্থ উৎকৃষ্টউপদেশ আশা করিতে পারি না। সমগ্র বস্তু, পরিপূর্ণ সত্তা আমরা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাতেও পাইব না, কৃষ্ণই সমস্ত শক্তির মূলাধার, অন্বয় ও বাতিরেকভাবে সর্ব্বশক্তির মূল কারণ তিনি।

তিনি "অখিলরসামৃতমূর্ত্তি"। আমরা তাঁহার গানে শুনিতে পাই—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।" আমরা রসের প্রত্যাবর্ত্তনদ্বারা চালিত হই। আত্মানুভূতি আমাদের সকলেরই প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহাতে যদি বাস্তববস্তুর সৌখ্যোৎপাদনব্যতীত অন্য কোন অভিপ্রায় আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমরা অনর্থাক্রান্ত হইব। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ" ইত্যাদি শ্লোকে দেখিতে পাই যে, পরা ও অপরা—দুইটি প্রকৃতি। জীব ভগবানের পরা প্রকৃতি। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্রত্ব ও অণুত্ব-প্রযুক্ত তাহা অপরা প্রকৃতির—শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বা বহুনা শক্তির অধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ভগবানের "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া-মেতাং তরন্তি তে।"— এই স্থানে আমরা একটি বড় আশ্বাসের বাণী—মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ-লাভের উপায়-সম্বন্ধে একটি বড় সুন্দর মীমাংসা পাইয়াছি। 'যাহারা যে প্রপদ্যন্তে' বাক্যে 'যাম্' এই object (কর্ম্ম)-টি একবচন, সুতরাং বস্তুর সবিশেষত্ব নির্দ্ধারিত। ভগবান্ গাহিতেছেন — তোমার বর্ত্তমানে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানদ্বারা বাস্তব বস্তুকে পরিমাপ করিবার যে জ্ঞানবিচার উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা হইতে তোমাকে মুক্তি প্রদান করিতে পারি। যখন তোমার নিজেন্দ্রিয়জ্ঞান' দ্বারা আমাকে বুঝিয়া লইবার বিচার থামিয়া গিয়া আমাতে সম্পূর্ণভাবে প্রপন্ন হইবে, তখনই আমি তোমাকে আমার স্বরূপ প্রদর্শন করিতে পারি। অল্পবুদ্ধি লোকসকলকে মুগ্ধলিপ্ত করিবার জন্য আমি আমার স্বপ্রকাশের ইঙ্গিতকে নিযুক্ত করিয়াছি; কিন্তু যখন তাহারা আমার উপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা দেখিবে যে, আমাতে (অন্য কাহাতেও নহে) শরণাপত্তি-প্রভাবে তাহারা অনায়াসেই আমার অপ্রাকৃত অচিন্ত্য মায়াশক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। "আপিয়া পাওয়ার বুদ্ধি'র" মায়া হইতে মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। আমরা বর্ত্তমানে যে সকল ইন্দ্রিয় এবং তদুপযোগী যে সকল জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা কখনই আমাদিগকে বাস্তবসত্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। আমরা মায়ার কবলে কবলিত হইতে বাধ্য হইব; মায়া একটি ফাঁদ (বন্ধন) ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি আমরা সেই বন্ধন হইতে নিস্তার চাই, তাহা হইলে আমাদিগের সম্পূর্ণভাবে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং প্রপত্তিই সর্ব্বপ্রধান কথা; সম্পূর্ণ-ভাবে আত্মনিবেদনের নামই প্রপত্তি।

আমরা বহিরিন্দ্রিয় ও তচ্চেষ্টালব্ধ জ্ঞানকে বহুমান করিয়া পরিণামে কিছুমাত্র উপকার পাইব না। যতক্ষণ না এষাবৎপর্য্যন্ত লব্ধ যাবতীয় জ্ঞানকে নিষ্কৈতবরূপে ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণ করি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মায়ার হস্ত হইতে আমাদের নিস্তার নাই। তাঁহাতে আত্মসমর্পণই আমাদের একমাত্র কৃত্য, যখন আমরা সম্পূর্ণ তাঁহার উপর নির্ভর করিব, তিনি আমাদের শুভলোপ্সিতলাভের সর্ব্ববিধ সুযোগ প্রদান করিবেন। আধ্যক্ষিকগণের অনুসৃত প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অরোহপন্থ অনুসরণ করিলে কখনই নিত্যমঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যদিও বদ্ধজীবমাত্রেরই নিজ নিজ ইন্দ্রিয়দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান সংগ্রহের অভিরুচি অত্যন্ত প্রবল, তথাপি ঐ জ্ঞান পদে পদে প্রতিহত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কেননা, আমরা ইহা সতত্বই লক্ষ্য

করিতে পারি যে, জ্ঞানচক্ষের আবরণে আমাদের অক্ষজ-জ্ঞানের উদয় ও পতন হইয়া থাকে। শব্দাদি বা শব্দব্রহ্ম পূর্ণের অভিজ্ঞতা তৎপরবর্ত্তী অভিজ্ঞতা-দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সংযোগ ও বিয়োগাধীন হইতে দেখা যায়। আমরা বিংশবর্ষবয়ঃক্রমকালে মনে করিতে পারি, আমরা এখন প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি; কিন্তু চত্বারিংশবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে বিচার করিতে গিয়া দেখি, আমাদের সেই জ্ঞান বর্ত্তমানের তুলনায় অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত ছিল; এইরূপে আমরা যদি আরও দশ বৎসর জীবিত থাকি, তাহা হইলে তখন পূর্ব্বের আমাদের জ্ঞানের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ জীবিত থাকিলেই ক্রমানুপাতে আমাদের জ্ঞানও যে সমৃদ্ধ হইতে থাকিবে এবং তদ্দ্বারা আমাদের ঔৎকর্ষ সিদ্ধ হইবে, তাহা নহে। কোটিকোটি ভ্রমপ্রমাদসঙ্কুল অক্ষজ-জ্ঞান দ্বারা অধোক্ষজবাস্তববস্তু-বিজ্ঞান লভ্য হইবার নহে। সুতরাং আমাদিগকে সেই বস্তুর নিকট 'প্রশ্ন' হইতে হইবে।

নিজ নিজ অক্ষজ জ্ঞানের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া প্রশ্নটি প্রদর্শনের যে অভিনয়, তাহাতে সরলতার সম্পূর্ণ অভাব বিদ্যমান আমি কবি ব্রহ্মা 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।"—এই বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্—"শ্রুতেঃ কিমপরং; অর্থাৎ "শ্রুতের শ্রবণের ইহাই পন্থা ব্যতীত নহে"। শ্রীব্রহ্মা শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে (৯ম অঃ ১১শ শ্লোঃ) গর্ব্বোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

> ৎ ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে
> আস্তে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
> যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
> তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥

[অর্থাৎ হে নাথ! (শুদ্ধমুখে) তদীয় কথা শ্রবণা-নন্তর লোকে আপনার সেবাপ্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজজনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। হে উরুগায়ো, ভক্তগণ স্ব স্ব (সিদ্ধ-দেহভাবগত) ভাবনানুযায়ী যে সকল নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।]

ভক্তিযোগধারা সম্যক্ প্রণিহিত অমল চিত্তেই সেই অধোক্ষজ পাদপদ্মের উদয় হইয়া থাকে। তিনি "অনহ-ন্তা" (ভাঃ ৩।৯।১২)। "অনহং" বলিতে যাহিপাদ অক্রূরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন,—"অনহন্ত্যায়া"—"অনহং-মমকারানাম্ অনন্তায়া।" আরোহ বা অধ্রোতপন্থা সম্যগ্ভাবে পরিত্যাগ করিয়া অবরোহ বা শ্রৌতপন্থা প্রদর্শিত। আমাদের এতাবৎকালের লব্ধিত যাবতীয় বিষয় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কেতুরহিতভাবে সমর্পণ করিতে হইবে, চাহিয়া থাকিতে হইবে তাঁহারই অহৈতুকী কৃপার দিকে। তাঁহার প্রণাম-সেবা-দ্বারা অনুগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কথা কিছুই জানিতে পারা যাইবে না। তাঁহার নিত্যমঙ্গলস্বভাবত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলেও আমরা আমাদের সংগৃহীত বিষয়কে নিঃসংশয়ে নিঃসঙ্কচিত্তে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। আমরা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই ভ্রমে পতিত হই যে, "আমার যাহা আছে, তাহাও ছাড়িতে গিয়া শেষে কি বিপদে পতিত হইব? যদি তাঁহার আমাকে দিবার কিছুই না থাকে, তবে কি আমার একূল ওকূল দুকূলই যাইবে?" এ প্রকার সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই প্রকার সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া "অবং ব্রহ্মাস্মি"—এই বেদবাক্যের "তৃণাদপি সুনীচেন" তাৎপর্য্য বুঝিবার পরিবর্ত্তে ইতরার্থাবধারণে সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হয়।

আমরা ভুলিয়া যাই যে, তিনি অখণ্ড পরিপূর্ণ অধোক্ষজ সর্ব্বশক্তিমান্ পরাৎপর পরমেশ্বর সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট পুরুষোত্তম বাস্তব বস্তু। তাঁহাতে 'অভাব' বলিয়া কোন বিচার নাই। তাঁহার পাদপদ্মে শরণাগত হইলে তিনি যে আমাদিগকে অপূর্ণ-মনোরথ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন আমাদের অভাব-পরিপূরণের—সর্ব্বতোভাবে আত্মদানের ক্ষমতা তাঁহার নাই, এ প্রকার সন্দেহ নিতান্ত অমূলক। তিনি আমাদিগকে তাঁহার অহৈতুকী দয়া-বিতরণে এপ্রকার সমৃদ্ধ করিতে পারেন, যাহাতে আমাদের প্রাকৃত অভাব-বোধের কারণ পর্য্যন্ত নিত্যকালের জন্য অন্তর্হিত হইতে পারে এবং তাঁহার সেবা করিয়াও 'কিছু করিতে পারিলাম না—তাঁহাতে আমার বিন্দুমাত্রও প্রেমোদয় হইল

না'—এইপ্রকার একটি অমূল্য অপ্রাকৃত অভাব বা অতৃপ্তি নামক সম্পদ্ লাভ হইবে। তখন তাঁহার নাম-রূপ-গুণাদির অনুশীলন 'একাধারে, ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যরূপ অন্ধকারময়ং—তাঁহার কাছে আসিয়া ঠেকিয়াই গেলাম'—ইত্যাকার অনুশোচনার কারণ থাকিবে না। তখন "আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং—প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্" বিচার আসিয়া যাইবে—সর্ব্বাত্মস্নপন সাধিত হইবে—শ্রীনামসংকীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতে থাকিবেন। 'কৃষ্ণ'—'মন্মথ'—'মহাবদান্য' প্রভু আমাদের কখনও নিরাশার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন না।

আমাদের 'স্বতন্ত্রতা' বলিয়া একটি মহামূল্য বস্তু আছে বটে; কিন্তু তাহা ভগবৎপরতন্ত্র। যে মুহূর্ত্তে আমরা এই বিচারের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে যাইব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তু হইতে বস্তুন্তরের নিকট ক্রমাগত মূল্যবান্ বস্তুর দাবি করিয়া আমাদের সকল অভাব পূরণের—সকল সমস্যা সমাধানের বিচার প্রার্থনা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। আধ্যক্ষিকতা আমাদিগকে পদে পদেই বঞ্চনা করিতে থাকিবে। এই জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদিগকে তারস্বরে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবদ্বস্তুর পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হইবার বিচার বলিয়া দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণই সেই ভগবদ্ বস্তু—স্বয়ং ভগবান্; তাঁহাতে প্রপত্তিই জীবমাত্রের একমাত্র লক্ষীভূত বিষয়। তাঁহাতে সমর্পিতাত্মা হইলেই আমাদের জীবনের সকল উদ্দেশ্য—সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারের সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে। অতঃপর নানা অনর্থ—বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া কি উপায়ে সেই আত্মসমর্পণ-ব্যাপার—সম্পূর্ণ শরণাগতি সংসাধিত হইতে পারে, তাহা আলোচ্য।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

[শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমার পর ; পরিক্রমার নবম দিবস]

১৭ই অক্টোবর, ১৯৩২ সোমবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সঙ্ঘ শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুর্দ্দিক পরিক্রমা করিয়া গাঠুলির দিকে চলিলেন। গোবর্দ্ধনে হরিদেবের মন্দিরে শ্রীহরিদেব ও ব্রহ্মকুণ্ড দর্শন করিয়া গিরিরাজ দর্শন করিতে করিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলেই গাঠুলিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পরে সঙ্কীর্ত্তন হইল এবং শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে গাঠুলির বিষয় পাঠ করিলেন। সেদিন পরিক্রমার নবম দিবস। গাঠুলিতে পরিক্রমা-সঙ্ঘের শিবির সংস্থাপন করিয়া তথায় দুইদিন অবস্থানপূর্ব্বক নিজগ্রাম, গোবিন্দকুণ্ড, পুছরী, অপ্সরাকুণ্ড, ঘতিপুরা প্রভৃতি স্থান দর্শন হইয়াছিল। গাঠুলির প্রসঙ্গ ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ লিখিত আছে,—

"এছে পরিক্রমা করি গোবর্দ্ধন গিয়া।
গেলেন গাঠুলিগ্রামে উল্লসিত হৈয়া॥
রাঘব পণ্ডিত শ্রীনিবাস-প্রতি কয়।
কহিয়ে গাঠুলি গ্রাম নাম যৈছে হয়॥
এথা গোপি খেলি গৌরে বৈসে সিংহাসনে।
সখী দিল বস্ত্রে গাঁঠি দিলা সঙ্গোপনে॥
সিংহাসন হৈতে গৌরে উঠিলা যখন।
দেখয়ে বসনে গাঁঠি হাসি সখীগণ॥
হইল কৌতুক অতি গৌরে লজ্জা পাইলা।
কাওয়া লইয়া কেহ গাঁঠি খুলি দিলা॥
এ হেতু গাঠুলি এ গুদাল কুণ্ডতলে।
এবে কাণ্ড দেখে লোক বসনের ছলে॥
এত কহি গোপালের দর্শনে চলিলা।
দেখি গোপালের সৌন্দর্য্যাধৈর্য্য হইলা॥
বিঠ্ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ।
তাঁহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ॥
শ্রীবিঠ্ঠলনাথভট্ট বল্লভ-তনয়।
করিলা যতেক প্রীতি কহিল না হয়॥
মধ্যে মধ্যে গোপালের গাঠুলিতে বাস।
সর্ব্বমতে পূর্ণ করে ভক্ত-অভিলাষ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীর শিরোমণি।
যাঁর তীর্থ-পর্য্যটনে ধন্য এ ধরণী॥
মথুরা শ্রীবৃন্দাবন কুণ্ড গোবর্দ্ধনে।
যে লীলা প্রকাশে তা' দেখয়ে ভাগ্যবানে।

ভক্তভাবে প্রভু না লঙ্ঘয়ে গোবর্দ্ধন।
ইহা হৈতে গোপালের করিতে দর্শন॥
গাঠুলি-গ্রামে গোপাল আইলা ছল করি।
তাঁরে দেখি নৃত্য-গীতে মত্ত গৌরহরি॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেমাবেশ।
দেখিতেই কারু না রহিল ধৈর্য্য-লেশ॥
সে সময়ে গোপালের সেবা-অধিকারী।
দেই দুই বিপ্র ঘরে ছিল কৈলা পুরী॥
মাধবেন্দ্র-প্রশাখাতে গৌড়িয়া বিপ্রবর।
বৈরাগ্যে প্রবল প্রেমভক্তিরসময়॥
করিতে কি, সে দুই বিপ্রের অদর্শনে।
কথোদিন সেবে কোন জনাবস্থ করে॥
ঈশান গোসাঞী আদি পরামর্শ করি।
শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা-অধিকারী॥
নিত্য শ্রীবল্লভ ভট্ট তাঁর অদর্শনে।
কথোদিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে॥
পরম বিহ্বল গৌরভক্তের কীর্ত্তনে।
সদা সাবধান এবে গোপাল-সেবনে॥

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ ৪১২-৪১৪ পৃঃ)

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে জানা যায়, গাঠুলি গ্রামে বিঠ্ঠলেশ্বরের গৃহে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বগুরু শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর গোপাল-বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ ছিলেন। বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ্ঠলনাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিত্যসেবা করিতেন। রাঘব পণ্ডিত শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে বিঠ্ঠলাচার্য্যের সেবিত এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন-দানের জন্য ব্রেহ্মভরের ছল উঠাইয়া গোপাল গোবর্দ্ধন হইতে গাঠুলি গ্রামে অপসরণ করিয়াছিলেন,—

'অন্নকূট'-নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামে বসতি॥
একজন আসি' রাত্রো গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুরুকবায়ী আসিল॥
আজি রাত্যে পলাহ, না রহিহ একজন।
ঠাকুর লঞা ভাগ', আসিবে কালি যবন॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠোলি-গ্রামে থুইল॥
বিপ্র-গৃহে গোপালের বিক্রুতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভ্রমে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি' কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে॥

(চৈঃ চঃ ম ১৮।২৬-৩১)

এখানে শ্রীমতী রাধিকা ও কৃষ্ণ দুইজনে দোলি খেলিয়া সিংহাসনে একত্র উপবিষ্ট হইলে দুইজনের অলক্ষিতে সখীগণ উত্তরের বস্ত্রে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। যখন উভয়ে সিংহাসন হইতে উঠিবার উপক্রম করিলেন, তখন উত্তরের বস্ত্রের মধ্যে ঐ গ্রন্থি দেখিয়া সখীগণ হাসিয়া উঠিলেন। শ্রীমতী ও শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে লজ্জিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ ক্রীড়ার অপ্রাকৃত ব্যাপারগণ সখীগণ এইরূপ নানাভাবে অধিষ্ঠীয় সম্ভোগ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতীর সহিত সম্ভোগ করাইয়া আনন্দ প্রদান করেন,—ইহাই তাঁহাদের নিত্যব্রত। গ্রন্থির অপভ্রংশ গাঁঠ হইতে গাঠুলি-নামের উৎপত্তি হইয়াছে। সখীগণের মধ্যে কেহ কেহ কাশ-বাস লইয়া ঐ গ্রন্থি খুলিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমতের ওলাল বা কাশ যে কুণ্ড-জলে অবগাহন করিয়া ধৌত করিয়াছিলেন, তাহাই ওলালকুণ্ড-নামে বিখ্যাত হইয়াছে। গাঠুলির পূর্ব্বদক্ষিণভাগে ওলালকুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডের উপরে বল্লভাচার্য্যের একটি গাদি আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই স্থানে আসিয়াছিলেন। ওলালকুণ্ডের জল বেশ পরিষ্কার। শ্রীল প্রভুপাদ এই কুণ্ডজল মস্তকে ধারণ করার তদনুগ ভক্তবৃন্দও প্রভুপাদের আচরণ অনুসরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই স্থানের যাবতীয় তথ্য রাত্রিকালে কীর্ত্তন করেন।

ওলালকুণ্ডের উত্তর তীরে বিস্তৃত ভূখণ্ডে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীশ্রীগুরুবর্গ পরিক্রমার শিবির পড়িয়াছিল। সেখানে একটুকু উচ্চ স্থানে একটি পাথরের দেওয়াল দিয়া বেদী বেদীর মত জায়গা আছে। সেই স্থানটি তাঁবুর 'কানাত' দিয়া ঘেরিয়া লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর (পরিক্রমার শ্রীবিগ্রহের) ভজন স্থান করা হইয়াছিল। উহারই বরাবর একটি লম্বা বারেন্দাযুক্ত পাকা একতালা কতকগুলি ঘরে ভাণ্ডার ও ভোগরন্ধনের স্থান হইয়াছিল। নিকটেই ওলাল-

হুত, জল বেশ পরিষ্কার, তবে পানোপযোগী নহে; কুণ্ডের উত্তর পারে সোপানযুক্ত খুব উচ্চ বেদীর উপরে অশ্বত্থবৃক্ষ; তাহার নীচে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক। ওলানকুণ্ডের সিঁড়ি বাঁধান,' নিকটেই 'মিঠাকুণ্ড' আছে, তাহারই জলে ভোগ হইয়াছিল। বল্লভাচার্য্যের বৈঠকে সাত আট জন বয়স্থ গৃহস্থ থাকেন।

নিম্বগ্রাম—১৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালে পরিক্রমার যাত্রিগণ গোবিন্দকুণ্ড, ঘতিপুর প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক নিম্বগ্রামে তথাকার ওষধালয়ের জন্য গিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনের বাজারের মধ্য দিয়া গিয়া গোবর্দ্ধন হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া নিম্বগ্রাম পাওয়া যায়। মথুরার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাপে গোবর্দ্ধন হইতে উত্তরে 'Nimbgaon' নামে যে স্থানটি আছে, তাহাই নিম্বগ্রাম। গোবর্দ্ধনের পাকাধাস্তা ছাড়িয়া নিম্বগাঁওএর রাস্তায় প্রবেশ করিলে রাস্তা বড়ই খারাপ। মোটরযান কোন প্রকারে চলিতে পারে, টাঙ্গা ও গোযান চলিয়া থাকে।

নিম্বার্কসম্প্রদায়ের অনেকে বলেন যে, এই স্থানই তাঁহাদের আদি মূল গদ্দি। এই নিম্বগ্রামে আচার্য্য নিম্বাদিত্য গোবর্দ্ধন-বাস-লালসায় একটি পর্ণকুটীর রচনা করিয়া কতকদিন করিয়াছিলেন,—এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। এখানে একটি নিম্বতরু ছিল, তদনুসারে এই গ্রামের নাম নিম্বগ্রাম হইয়াছে। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত কিংবদন্তীর উল্লেখ করেন,—

"একদা কোন এক জৈন যতি বিদ্বিষয় করিবার অভিলাষে শ্রীমথুরাপুরীতে আগমন-পূর্ব্বক তথাকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। বৈদিকধর্ম্মের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করাই উক্ত জৈনযতির প্রবল উদ্দেশ্য ছিল। আচার্য্য এই কথা জানিতে পারিয়া বিচারে উক্ত জৈন যতির মতবাদ শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা খণ্ডিত করিয়া দিলেন। জৈন যতি পরাভূত হইয়া আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিলেন। আচার্য্যও তাঁহাকে বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, যখন উক্ত জৈন যতি ও আচার্য্যের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইয়াছিল, তখন ক্রমিক শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে সূর্য্যের অস্তগমন লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য আশ্রমগত অতিথির ভ্রান্তি দূরীকরণাভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট কিছু বিষ্ণুপ্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। জৈন যতিগণের সন্ধ্যা অথবা রাত্রিকালে ভোজন করা নিষিদ্ধ, সুতরাং জৈন-সন্ন্যাসী আচার্য্যের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিরত হইলেন। তখন আচার্য্য আশ্রমস্থিত একটি নিম্বতরুর উপর আসীন হইয়া যতির ভোজন-সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত সুদর্শনচক্রকে ধারণ করিলেন। কাহারও মতে তিনি নিম্বতরুর উপর আরোহণ-পূর্ব্বক তদুপরি আকাশে শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্র আহ্বান করিয়া স্থাপিত করেন এবং সেই চক্র সূর্য্যসম প্রভাযুক্ত বলিয়া অতিথি যতির নিকট 'সূর্য্য' বলিয়াই প্রতিভাত হন। নিম্বতরুর উপর আরোহণ করিয়া আদিত্য বা অর্করূপে প্রকাশিত হওয়ায় আচার্য্য 'নিম্বাদিত্য', 'নিম্বার্ক' বা 'নিম্বনিত্যেশ্বর' নামে খ্যাত হন।

যে নিম্বতরুকে অর্ক (সূর্য্য) রুদ্ধ হইয়াছিল, সেই বৃক্ষ এখন লুপ্ত, উহার কেবল একটি শুষ্ক কাণ্ডমাত্র রহিয়াছে। ঐ চিহ্নটি স্থানীয় পূজারী দেখাইলেন। উহার চতুর্দ্দিক গোলাকৃতিভাবে বাঁধান হইয়াছে। এই স্থান ভ্রমরকুণ্ড-নামে পরিচিত। ইহার সংলগ্ন প্রবেশে চূড়া-বিহীন একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দিরের অভ্যন্তরে কতিপয় অর্চ্চা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। পিত্তল-ধাতুময় চক্র, তন্মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি 'চক্র-সুদর্শন'-নামে অভিহিত, তাহা মধ্যস্থলে বিরাজিত রহিয়াছেন। ইহার বামদিকে নিম্বার্কের একটি চিত্র বিরাজিত। চিত্রটিতে দেখা যায়, নিম্বার্ক নিম্বতরুর তলে উপবিষ্ট, আর জনৈক শিষ্য পাশে দণ্ডায়মান হইয়া চামর ব্যজন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত গোপালমূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম ও ছত্রধরী সেবামূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। বর্ত্তমান সেবায়েতের নাম—শীতলদাস। ইনি চৌত্রিশ বৎসর যাবৎ সেখানে সেবাইত আছেন জানাইলেন; ইঁহার গুরুর নাম—জগন্নাথ দাস। প্রায় ২৫ বিঘা আন্দাজ জমি আছে। তাহা হইতে উৎপন্ন ফসল এবং ভিক্ষাদ্বারা সেবা নির্ব্বাহ হয়। শ্রীযুক্ত তারাকিশোর বাবু (সন্তদাস) ২৲ দুই টাকা করিয়া মাসিক সাহায্য করেন। শীতলদাস—উদাসী; এতদ্ব্যতীত হরিদাস নামক আর এক গৃহস্থ বাকি আছেন। মন্দিরের নিকটেই একটি ছোট ঘর আছে, এখানে ত্যাগী অভ্যাগত-গণ আসিলে বাস করিতে পারেন।

নিম্বগ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা প্রভৃতি জাতিতে প্রায় তিনশত ঘর লোকের বাস আছে। কোন বাজার নাই। দুই একটি সামান্য রকমের দোকান আছে। 'ভক্তিরত্নাকর' এবং তদবলম্বনে ও ভক্তমালগ্রন্থের নিম্বগ্রামের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে,—

শ্রীনিবাস-প্রতি কহে রাঘব পণ্ডিত।
এই নিম্বগ্রাম নাম ঐছে এ বিদিত॥
গোবর্দ্ধন হৈতে সবে নির্গত হইয়া।
প্রাণাদিক নির্ম্মিলিল কৃষ্ণবপু চাঞা॥

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকৈঃ প্রিয়ৈরপি পরং পুত্রৈর্মুহুস্তত্র যাঃ
স্নেহাৎ পাদসরোজ-মুক্তবিগলদ্ঘর্ম্মক্ত বিন্দোঃ কণম্।
নির্দ্ধৌতেন শিরঃ-সুকেশ-নিচয়ক্তস্থিন্তি গোপাস্তিরং
তাসাং পাদরজাংসি সম্ভতমহং নির্দ্ধূনামি ক্ষুটম্॥
(ব্রজবিলাসস্তব ৪৩ সংখ্যা)

যাঁহারা স্নেহবশতঃ প্রাণাধিক নিজ পুত্র অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-বিগলিত ঘর্ম্মবিন্দুকণা-সমূহ সূক্ষ্ম-বস্ত্রাদি দ্বারা মার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার শিথণ্ড-শোভিত মস্তক চুম্বন করিতেছেন, আমি সেই সমস্ত গোপিকার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসমূহ নিয়ত মার্জ্জনা করি।

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

বিহার প্রদেশে—মুঙ্গেরের দারোগা-দাতার ৮।১।৩৮ তারিখের পত্র প্রকাশ—শ্রীপাদ নেমি মহারাজ পাটনায় বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে পাটনার নিকটবর্ত্তী শ্রীযুত মধুসূদনজীর আগ্রহে মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত 'বেহুটা' নামক স্থানে ভূম্যধিকারী শ্রীযুত রামাশ্রয় প্রসাদ সিংহ মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে প্রত্যহ অপরাহ্নে হিন্দীভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামীজী যে দিন বাহুটা গ্রামে উপস্থিত হন, সেদিন তদ্রত্য মিলের শ্রীযুত চন্দ্রেশ্বরী প্রসাদ, শ্রীযুত রামাশ্রয় বাবুর দেওয়ান প্রমুখ ৬০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহাকে গ্রামে অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজীর পাঠ সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইতেছে। বিহার-মন্ত্রী তদ্রত্য পত্রে সিংহ স্বামীজীর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"Inspiring and very impressive."

কতুয়ে—শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের জনৈক সেবক গত ১লা জানুয়ারী হইতে দিবসত্রয় কতুয়ে হাইস্কুলের গণিত-শিক্ষক শ্রীযুত বি, কামেশ্বর রাও বি-এ, এল্-টি মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ঋষিভিক্ষুর উপাখ্যান পাঠ করেন। গত ৫ই জানুয়ারী উক্ত মঠের পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ দাসাধিকারী কতুয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত ই, ভি, শেষাবতার পাকর ভবনে তেলেগুভাষায় চতুঃশ্লোকী ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। ৮ই জানুয়ারী চন্দ্রগ্রহণ দিবসে গ্রহণের স্পর্শকাল হইতে মোক্ষকাল পর্য্যন্ত উক্ত পণ্ডিত রামগোবিন্দজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-লীলা পাঠ ও তেলেগু-ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে—গত ২০শে ডিসেম্বর তিরুপতি-নিবাসী শ্রীনটরাজ ভাগবতবিদ্বান্, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গণবাণী বেদঘনপনম্ এবং শ্রীগোপাল কৃষ্ণ শাস্ত্রী ব্যাকরণ-বিদ্বান্ মহোদয়গণ মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরলীলা সম্বন্ধে আলোচনা শ্রবণ করেন। তাঁহাদিগকে "করে গৌরবনে" এই শরণাগতির গীতিটি সংস্কৃতভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। শাস্ত্রীজী 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে তাঁহাকে ঐ গ্রন্থের বিষয় সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই গ্রন্থখানির এক অধ্যায় মাত্র ত্রিবাঙ্কুররাজ্য হইতে সংগ্রহ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় দাক্ষিণাত্যবাসী ঐ গ্রন্থবিষয়ে অজ্ঞ। আগন্তুকগণ একথা স্বীকার করেন।

গত ২১শে ডিসেম্বর মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের 'আণ্ডাল আয়ার' মঠে সান্ধ্যিক ভাগবতক্লাসের অধিবেশনে পাঠ কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ সত্যব্রতস্বরূপ দাস ব্রহ্মচারী মহোদয় পাঠ করেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে মুনিবাহন আলোয়ারের উপাখ্যান আলোচনা হয়। তাহাতে সকলেই সন্তোষ লাভ করেন। ডাঃ শ্রীযুত মধুসূদন রাও ভক্তিমার্গও বহুসংখ্যক উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগোদাদেবী নাম্নী আলোয়ারের নামে 'আণ্ডাল আয়ার মঠ' পরিচিত।

গত ১৬ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ কর্তৃক মাইলাপুর পেটল মাঠের স্বত্বাধিকারী মিঃ পি বুলিয়া পিলে মহাশয়ের গৃহে সাপ্তাহিক ভাগবতক্লাসের অধিবেশন হয়।

গত ১৭ই ডিসেম্বর মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ধনী জমিদার ও ব্যাঙ্কার মিঃ আর কৃষ্ণদাস লালা ও হিরামন লালা কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। ইঁহারা মাদ্রাজের অন্যতম ধনী জমিদার ও ব্যাঙ্কার মিঃ লড্ গোবিন্দদাসের নিকট মঠের কথা শ্রবণ করেন। প্রথমতঃ মঠের ভক্ত শ্রীযুক্ত মদন সিং মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য প্রদর্শন ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এবং পরে শ্রীমৎ সত্যব্রাতব্যাস ব্রহ্মচারী মহোদয় মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচার্য্যবিষয় কীর্ত্তন করেন। ১৬ই ডিসেম্বর ভিজয়ালার নিবাসী বেদান্তাচার্য্য শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রামানুচারিয়া বেদান্তবিদ্যান্ (বেদান্ততীর্থ) মহাশয় এবং মদ্রীমূরের ব্যাকরণ ও উপনিষৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রাঘাচারিয়া মহাশয় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। শ্রীপাদ সত্যব্রাতব্যাস ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সহিত দুইঘণ্টা কাল সংস্কৃতভাষায় আলাপ হয়। বেদান্তবিদ্যান্ মহাশয় বলেন যে, তিনি ভবিষ্য পুরাণাদিতে শ্রীচৈতন্য অবতারের উল্লেখ দেখিয়া তাঁহার লীলা ও উপদেশ জানিতে ইচ্ছুক হন এবং তজ্জন্য এই মঠে আগমন করেন। তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী সংস্কৃত 'শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ' ও 'দশমূলশিক্ষা' গ্রন্থদ্বয় দেওয়া হয়। তিনি বলেন—এখন হইতে তিনি শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিবেন। পণ্ডিতদ্বয় মধ্বমতাবলম্বী। শ্রীমদ্ভাগবত যে মধ্বাচার্য্য স্বীকার-লীলা করেন, একথা তাঁহারা জানেন বলিয়া প্রকাশ করেন। গ্রন্থোদ্ধারাবলী-লিখিত গুরুপরম্পরা তাঁহারা স্বীকার করেন।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ মাদ্রাজ সহরের উত্তরদিকে সল্লীবীরণের পেটস্থিত "আণ্ডাল আয়ার মঠম্" নামক রামানুজীয় মঠে কএকটি বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন করায় স্থানীয় অধিবাসিগণ বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের আগ্রহে আণ্ডাল আয়ার মঠের সেক্রেটারী মিঃ এন্. পি, এথিরাজা মুডালিয়র মহোদয় হাণ্ডবিল এবং স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "হিন্দু"তে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করেন যে, প্রতি শনিবারে উক্তমঠে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ ইংরাজী ও তামিল ভাষায় বক্তৃতা করিবেন।

অন্ধ্রপ্রদেশে—গত ১২ই ডিসেম্বর কক্কুর শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠসেবক শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী রামচন্দ্রপুরের সার্কেল পুলিশ ইন্স্পেক্টর মিঃ এম্, এ ভরদ্বাজী আয়ার মহাশয়ের ভবনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ১০ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে তেলেগু ভাষায় ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১০ই ডিসেম্বর শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ রামচন্দ্রপুর হইতে তাদেশ্বরম্ নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তত্রত্য শিবমন্দির-প্রাঙ্গণে আহূতা এক সভায় শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল মহোদয় "মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য স্থানীয় এক পণ্ডিত উহা তেলেগুভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দেন। প্রচারকগণ বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া ১৭ই ডিসেম্বর কক্কুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর কক্কুরের কাশীনাথ মন্দিরে শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী সম্বন্ধে ইংরাজীভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

কুরুক্ষেত্রে—গত ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্টের রেজিমেণ্ট থিয়েটার গৃহের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু লছমনদাস গুলীর ভক্তিমতী বিদুষী পত্নী লক্ষ্মীব্যাপারে কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠে গমন করেন ইঁহারা শ্রীব্রহ্মকৃত্তমানাদে দিল্লীগৌড়ীয়মঠ হইতে আগত পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল ভক্তিপারিজীর নিকট দুইঘণ্টাকাল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করেন। এই দিবস আরও কতিপয় বিশিষ্টব্যক্তি শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠে আসিয়া ব্রহ্মচারীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ ননীগোপাল দাসাধিকারী মহাশয়ের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

আম্বালার শ্রীযুত বাবু লালা কেদারনাথ আডতি মহাশয়ের ভক্তিমতী সাধ্বীপত্নী শ্রীযুক্তা মথুরা দেবী শ্রীব্যাস-

प्रेरकगणके भावपूर्णके विविध दृष्टि पूर्ण व्याख्यानके विभागके व्यवहार करिया श्रीगुरु-गौराङ्गके कृपाशीर्वाद लाभ करिवाछेन।

पाटनाय—गत ३रा जानुयारी वृहस्पतिवार विहार गोस्वामीसेवकगणवर्गमेण्टेर विशेषाय मधोदयेर प्रासादे श्रीमद्भक्तिविलास गजपतिमेधि महाराज सन्ध्या ७॥ घटिका हइते ८ घटिका पर्यन्त श्रीमद्भागवत पाठ ओ हिन्दीभाषाय व्याख्या करेन। "ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव" प्रभृति श्लोकालोचनामुखे श्रीहरिनाम-माहात्म्य कीर्त्तित हय।

विविध प्रसङ्ग

श्रीरूपगौड़ीय मठ की

पारमार्थिक प्रदर्शनी

का दरवाज़ा उघाड़ने में

सभापति का भाषण

प्यारे मित्रों, माननीय सज्जनों तथा महिलायें,

यह प्रदर्शनी खुलने की ज़िम्मेदारी लेने की वेफ़ियत देना मेरी तरफ से मुनासिब समझता हूं। यह ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, पर मेरे गुरु महाराज की हो है; जो इस मृत्युलोक में अमृत का सन्देशा पहुंचाने के लिये भगवत् आज्ञा से पधारे थे। वास्तव सत्य श्रीमन् महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवजी प्रचारक भक्त के भेष में सजे हुए अपने प्यारे भक्त श्रीरूप गोस्वामीजी को शौत सिद्धान्त की शिक्षा दी है। अहेतुक करुणावरुणालय परमेश्वर इस भ्रान्त जीवों की भूमिका में लगभग साढ़े चार सौ साल पहिले जगद्गुरु के रूप में प्रगट होकर हम लोगों को "कृष्णे मतिरस्तु" यह आशिष करते हुए हमारे जीवन के हरेक क्षण भगवत्सेवा में नियुक्त रखने की शिक्षा दी है।

भगवानजी के यह महत् वेकुंठ आशिष हृदय में जागरूक रखते हुए भोग्य जगत्की बुरी जानकारी से पैदा होने वाली आसक्ति को हर तरफ़ से छोड़कर सब कारणों के कारण श्रीकृष्ण भगवानजी की शुद्ध सेवा में हमारे जीवन का प्रति क्षण नियुक्त रखवाने का मतलब से यह पारमार्थिक प्रदर्शनी इस महातीर्थ प्रयाग में खुली जाती है। सुतराम् यह असम्पूर्ण, बुरा तथा अनुपादेय जगत् के क्षणिक व तात्कालिक कष्टप्रद भ्रमण से मुक्त होने के लिये यह प्रदर्शनी से हम लोगों को जो अनहोनी सुअवसर मिलता है, इस लिये मैं गौरवान्वित समझता हूं।

यह प्रपंच जानकारी से भरा हुआ विचार लेकर वेकुंठ वस्तु को समझने के लिये कोशिश करने से यह हमारी दृष्टि की खण्डता, अनुपादेयता तथा तात्कालिक मैलापन से मिली हुई सी दिखाई देती है जब तक हम लोग हमारी नश्वर इन्द्रियों को सम्पूर्ण अगोचर वेकुंठ भूमिका में अवस्थित वस्तुओं के साथ हमारी आत्माओं का संयोग न करें। अतएव वर्त्तमान वद्धावस्था में जो बुरी जानकारी हम सब का उस मार्ग का अड़चन है, उसको हटाने के लिये हम लोगों को अधोक्षज भगवानजी की सेवा में ही तल्लीन रहना चाहिये। हम लोगों के नित्य चिदानन्दमय भाव प्रकट करने तथा उसी हालत में अवस्थित रहने के लिये वेकुंठ सेवा के सहायक चीज़ों के साथ अक्षय संयोग रखना चाहिये।

इस भोग्य दुनियादारी के प्रभु बनने के लिये हमारा इन्द्रियों का उमंगने की जरूरत् बिलकुल नहीं है, परन्तु समस्त जीवों के एकमात्र आराध्य सच्चिदा-

नन्द श्रीभगवानजी की शरणागति की ही एकमात्र आवश्यकता है। हमारा विचार-प्रवाह को भी केवल दुनियादारी में आवद्ध रखना वाजिब नहीं है. पहिले भगवत् वस्तु को इन्द्रियों का तोषण करने के लिये हमारे तन मन वचन जैसे एकान्त भाव से तल्लीन हो जायं इसी के लिये कोशिश करने से हम लोग अस्थिरता तथा निरानन्द के निवाले से मुक्त हो सकेंगे। यह भाव प्राप्त करने के लिये कर्ममार्ग या ज्ञानमार्ग यथेष्ट नहीं है परन्तु खालिस भक्ति ही एकमात्र उपाय है।

आज बहुतेरे युगों की पुण्यस्मृति से विजड़ित इस पुण्यभूमि प्रयाग क्षेत्र में हम लोग इकट्ठे हुए हैं जहां ब्रह्माजी भोग्य दर्शन की ओर से दश इन्द्रियों का दरवाज़ा बन्द करने के लिये दश अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए मन की गति का मोड़ घुमाकर अधोक्षज सेवा को ही भगवत्कृपा में प्राप्त कर उसी में तल्लीन हो गये थे. उसी परम गौरवमय धाम में चार सौ साल से भी कुछ अधिक काल पहिले जगद्गुरुलीला का अभिनयकारी श्रीमहाप्रभुजी उनका मनोभीष्ट संस्थापक श्रीरूपगोस्वामीजी को साधन, भाव तथा प्रेममक्तिरस की शिक्षा दी थी। सुतराम् जिन सज्जनों आज उसी पुण्य क्षेत्र में पारमार्थिक प्रदर्शनी का दर्शन के लिये पधारे हैं वे वास्तविक धन्य हैं।

यह प्रदर्शनी में दिखलाये हुए दृश्यों के विषय का व्याख्यान देनेवालों की निरपेक्ष वक्तृता का श्रवण करते हुए आँखों से दर्शन करने से हम लोगों की आंखें सार्थक बनेंगी। इस लिये मैं हरेक दर्शक की सब प्रकार कुसंस्कार से रहित होकर यह प्रदर्शनीका निगूढ़ सिद्धान्त का श्रवण तथा दृश्यों का दर्शन करने के लिये प्रार्थना करता हुँ। आप लोग कोई संस्कार-चालित होकर तर्कपंथ से बाहरी भाव का विचार न करें।

सब ईश्वरों के ईश्वर तथा सब कारणों के कारण पुरुषोत्तम-सूरज के किरणों का स्वरूप तटस्थशक्ति से उत्पन्न जीवों के एकमात्र मंगलमय मार्ग है—भगवत्वस्तु के सेवाविज्ञान की बातें सुनना। भगवान श्रीचैतन्यदेवजी ने अपने प्यारे सेवक श्रीरूपगोस्वामीजी को यह सर्वोत्तम अभिधेय (भगवत्प्राप्ति का उपाय) की बातें कीर्त्तन किया था। वे किरणों का फिर चित्-सूरज से आकृष्ट होने के लिये यथार्थ गुरुवैष्णवों के समीप श्रीचैतन्यदेवजी को शिक्षा का श्रवण होने से फिर नित्याराध्य श्रीभगवानजी की प्रेम सेवा को प्राप्त कर सकते हैं।

उपसंहार में मैं समागत सज्जनों तथा महिलाओं को दीनभाव से फिर आर्जि पेश करता हुँ कि आप लोग श्रौतसिद्धान्त का अनुसरण करते हुए अपने नित्य वास्तव स्वरूप का उद्बोधन करें।

श्रीरूपगौड़ीय मठ, प्रयाग
७ जनवरी, १९३६

अकिंचन
श्रीसिद्धान्त सरस्वती

"हार्मनिष्ट" सम्बन्धे अभिमत

"हार्मनिष्ट" पत्रिकार सम्पादक ओ विशुपाद श्रीयुक्त भक्तिमिश्रा प्रभृतिपादगणके निकट आमेरिकार 'मिउइयर्क' स्थित "दि बायलजिकाल इन्स्टिटिउट" हइते निम्नलिखित पत्रखानि आसियाछे।

The Biosophical Institute,
250 West 100th Street
New york,
December 10, 1935.

Dear Sir,

Since we have been receiving your magazine "The Harmonist", each issue has given us new joy and inspiration. The spirit pervading the whole magazine is a most unusual one.

Sincerely yours
Sd/ Sylvia Goodwin,
Secretary to Dr. F. Kettner.

बङ्गानुवाद

महाशय,

যে-সময় হইতে আপনার "হারমনিষ্ট" পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইতেছে, সেই সময় হইতেই উক্ত পত্রিকার

প্রত্যেক সংখ্যাই আমাদিগকে অভিনব আনন্দ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করিতেছে। এই পত্রিকার যে ভাব অনুস্যূত আছে, তাহা অতি অদ্ভুতপূর্ব্ব।

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ১২ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভ-বিজয় করেন। গ্রামবাসী -কর্ত্তৃক খোলকরতাল-সহ সঙ্কীর্ত্তন-মুখে নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল উডুলোমী মহারাজ ও হেড্ আর্চ্চক শ্রীযুক্ত প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালা বিভূষিত করেন। ১২ই জানুয়ারী প্রাতে প্রভুপাদ সমাধিমন্দির শ্রীযোগপীঠ ও মহাপ্রভুর ভক্ত চাঁদকাজির সমাধি-স্থল দর্শন করেন। গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ প্রত্যহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে ভজন-রাজ্যের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন। আমরা আশা করি, শ্রীধামের দৈনিক 'নদীয়া প্রকাশ' পত্রে সেই সকল মহামূল্য রত্নরাজি সযত্নে সংরক্ষিত হইতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বিশেষ কার্য্যবশতঃ গত ৫ই জানুয়ারী ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া ৬ই প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। ৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় স্বামীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা করেন। ৮ই জানুয়ারী রাত্রে ঢাকা মেলে পুনরায় ঢাকা যাত্রা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি মহারাজ গত ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার প্রাতে কলিকাতা আউটরাম ঘাট হইতে এলেপ্পী জাহাজে বেঙ্গুণ যাত্রা করিয়া গত ৩১ শে ডিসেম্বর নির্ব্বিঘ্নে বেঙ্গুণে উপস্থিত হন। স্বামীজী গত ৬ই জানুয়ারী মনিয়া (Monywa) নামক স্থানে গমন করেন। শ্রীপাদ যাচক মহারাজ তথায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই তথায় প্রচার-কার্য্য করিতেছিলেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব

গত ১০ই জানুয়ারী হইতে ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের পাঠ-কীর্ত্তনে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইতেছেন। শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের প্রস্তাবিত মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী নারায়ণগঞ্জে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। গত কল্য শ্রীমঠ হইতে একটি বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাদিয়া শ্রীমঠের নূতন জমিতে গমন করেন এবং তথায় অনেকক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

চয়ন

[৮।১।৩৬ বুধবারের "লীডার" পত্র হইতে উদ্ধৃত]

THEISTIC EXHIBITION AT MAGH MELA

Allahabad, Jan 7.

His Divine Grace Paramahamsa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj opened to-day at 5 P. M. a grand Theistic Exhibition organized by Rup Gaudiya Math, Allahabad in connection with the Ardh Kumbha Mela on Tribeni Road near Fort.

The Exhibition consists of 77 stalls enriched by artistic embellishments offering a beatific impression of spiritual lessons. A number of learned disciples of Paramahamsa Maharaj explain in a systematic way the tenets of each stall to one and all. It will remain open to the public from 8 A. M. to 8 P. M. for one month.

লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির

বোম্বে হইতে প্রকাশিত "দি টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক পত্রের গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ তারিখের 'য়াড্‌ভান্স' পত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে লণ্ডনে যে বিষ্ণুমন্দির-স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৪শ খণ্ড { শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১১ই মাঘ, ১৩৪২ ; ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ } ৩০শ সংখ্যা

চতুর্দ্দশ বর্ষার্দ্ধের পুনরাবৃত্তি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় 'গৌড়ীয়' চতুর্দ্দশ বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ পূর্ণ করিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষের প্রারম্ভে 'গৌড়ীয়ে'র প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামকপ্রবর পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার যে মনোহভীষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন,তাহা বর্ষার্দ্ধশেষে পুনরায় আমাদের স্মৃতিপটে জাগরূপ থাকা আবশ্যক। তাহা এই,—"**ভাবী বর্ষে চতুর্দ্দশভুবনৈক-পূজ্য শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমার কথা অসংখ্য-মুখে স্বমীত হইতে শুনিলে আমরা পরমানন্দিত হইব।**"

আচার্য্যের কৃপাদেশ-প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা তাঁহার মূলস্বরূপে তাঁহারই শক্তিসঞ্চারে অর্থাৎ তাঁহার সাক্ষাৎ চরণস্পর্শে বাধিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র চতুর্দ্দশ-ভুবননাথ শ্রীমায়াপুরাধীশের কথা অসংখ্যবর্ণে বিস্তার করিতেছেন, সেই সকল গুরুকৃপাপ্রসাদলব্ধ সদ্ভক্তি-প্রচারক গণ—ধন্যাতিধন্য এবং তাঁহাদের সেই অনুকীর্ত্তন নিখিল বিশ্বে চিন্মঙ্গলদায়ক।

গৌরস্থ মূলস্বরূপ গুরুকৃপাশক্তি-সঞ্চারিত বিপ্রলম্ভাবে যেরূপ চতুর্দ্দশভুবনপতির সেবার কথা প্রচার করিতেছেন, অপরদিকে বৃহৎ মূলস্বরূপ অক্ষরাত্মক 'গৌড়ীয়'ও চতুর্দ্দশবর্ষকাল চতুর্দ্দশভুবনৈকপূজ্য 'গৌড়ীয়-নাথের কথা প্রচার-কার্য্যে ব্রতী আছেন। আচার্য্যের আশায় বলিতে গেলে—"**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিশুদ্ধ উপদেশ যাঁহাদের রুচিকর, অথবা তাঁহাতে রুচি উৎপাদনের জন্য যাঁহাদের যত্ন, তাঁহাদের সেবা করিবার জন্যই 'গৌড়ীয়' সর্ব্বদা ব্যগ্র।**"

গৌড়ীয়ের বাণী যাবতীয় পৃথিবীর যাবতীয় পাপ ও পুণ্যের কথা, তথাকথিত নীতি ও দুর্নীতির কথা, তথাকথিত ধর্ম ও অধর্মের কথা চতুর্দশ ভুবনের জড়মায়াপুরে জীবকে শ্রবণ করাইয়া থাকে। কিন্তু 'গৌড়ীয়ে' যে শুদ্ধ-গৌরাঙ্গের বাণী প্রকাশিত হয়, তাহা চতুর্দশ ভুবনে গতাগতির নিষ্ফল পথ কেবল অবরুদ্ধ-মাত্র হয় না, 'গৌড়ীয়ে'র বাণী কর্ণপুটে পান করিলে চতুর্দশ ভুবনের ধর্মাধর্মের চিন্তাস্রোত অতিক্রম করিয়া চতুর্দশভুবনৈকপূজ্য শ্রীগৌড়ীয়ানাথের নিত্য অধিষ্ঠানভূমি শ্রীযোগমায়াপুর-পীঠে নিত্যবসতি ও সেবা লাভ হয়।

জড়মায়াপুর ও শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ, গ্রাম ও শ্রীধাম, কাম ও প্রেম, নামাপরাধ ও নাম, অন্যাভিলাষ ও সেবা—ইহাদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই 'গৌড়ীয়' চতুর্দশবর্ষকাল শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী অক্ষরাত্মক বিগ্রহরূপে প্রকাশ করিতেছেন ও নিত্যকাল করিতে থাকিবেন। ইহাতে চতুর্দশ ভুবনের ভাবধারা, গতি ও প্রগতির সহিত 'গৌড়ীয়ে'র বৈষম্য স্থাপিত হইলেও প্রকৃত নিত্যসম্বন্ধই গৌড়ীয়ের লক্ষ্য। ইহা যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই 'গৌড়ীয়' পাঠ করিয়া জড়মায়াপুর চতুর্দশ ভুবনের ধর্মাধর্মের বিচার অতিক্রম-পূর্বক শ্রীযোগমায়াপুরের অপ্রাকৃত সৌন্দর্যরাশি দর্শন করিবার উপযোগী গুরুকৃপা-প্রসাদের উন্মীলিত-চক্ষু লাভ করিতেছেন।

গৌড়ীয়ের চতুর্দশ বর্ষার্দ্ধের মধ্যে আচার্যের কৃপায় চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড যে-সকল ভুবনমঙ্গল অবদান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, গুরুদত্ত নিত্যসেবায়ী ও শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত-প্রকাশক গৌড়ীয়ভাষ্যের সহিত যাবন্ত শুদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের মুদ্রণকার্য্যের সম্পূর্ণতা অন্যতম। প্রায় চতুর্দশবর্ষব্যাপী ভাগবত-পারায়ণ-উর্জব্রত শ্রীগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসবকালে প্রৌঢ়দশীতে সম্পাদন করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পরমারাধ্য আচার্যদেব শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে যে কয়েকটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা চতুর্দশ বর্ষার্দ্ধের গৌড়ীয়ের অঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে।

চতুর্দশ বর্ষার্দ্ধের প্রথম সংখ্যায় "গৃহস্থার্থ ও মঠস্বার্থ" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কোন প্রবীণ মহাশয়ব্যক্তি আমাদিগের নিকট যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আমাদের চক্ষু-কর্ণের আধ্যক্ষিকত্বই যেন লক্ষ্য করিতেছি। ঐ প্রবন্ধ পাঠে নাকি শ্রীযোগমায়াপুরের বা শ্রীযোগপীঠের কোন কোন গৃহব্রতী সেবকের সেবা-বৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়াছে। এইরূপ সঙ্কুচিত হইবার কারণ আমরা কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। যাহা হউক, প্রবীণ মহাশয় ব্যক্তির অনুরোধে আমরা ইহাই 'গৌড়ীয়ে'র অঙ্গে প্রকাশ করিতেছি যে, "মঠস্বার্থ ও গৃহস্বার্থ" প্রবন্ধে শ্রীগুরুপাদপদ্মের হরিকীর্ত্তনমুখরিত মঠের প্রতি অনুরাগ-বর্দ্ধনই আত্মঙ্গলকর বলিয়া স্থাপিত হইয়াছে। গৃহব্রত-ধর্মে জড়মায়াপুরে প্রবেশ, আর মঠব্রতধর্মে শ্রীযোগ-মায়াপুরে প্রবেশ—ইহা প্রদর্শনই উক্ত প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। অপর পক্ষে আমরা কোন কোন সুশিক্ষিত মহাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত প্রবন্ধ-সম্বন্ধে বাস্তবিক ও লিখিত অভিমত পাইয়াছি যে, উক্ত প্রবন্ধ গৃহব্রত-ধর্মাচরণ-পিপাসার প্রতি লক্ষ্যস্থাপন করিয়া মঠসেবাব্রতী হইবার সহজ প্রয়োজনা প্রদান করিতেছে।

চতুর্দশ বর্ষার্দ্ধের মধ্যে 'গৌড়ীয়' ৩য় সংখ্যায়—রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সাহিত্যিকপ্রবরের গৌড়ীয়মঠাচার্যের অভিমর্ত্তা ব্যক্তিত্বের প্রশস্তি-কীর্ত্তন; ৫ম সংখ্যায়—কাশিমবাজারের মহারাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের বিশ্বব্যাপী-ভক্তিভক্তি-প্রচারের প্রশস্তি গান; ৪র্থ সংখ্যায়—কুমার শ্রীযুক্ত বিমলকুমার সিংহ মহোদয়ের গৌড়ীয়মঠকে "মরণের মুখে অমৃতের দূত" বলিয়া সুধীজন-সমক্ষে মধ্যে প্রখ্যাপন, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায়—লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের ভারতীয়-ভক্তবন্ধু-সহ আচার্য্য-পাদপদ্মে আগমন এবং কলিকাতার জন-সাধারণের সম্বর্দ্ধনা-সভা; ৮ম সংখ্যায়—শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের প্রবণ-সদনের ভিত্তিস্থাপন; ৯ম সংখ্যায়—শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে কার্ত্তিক ব্রত উদ্‌যাপনের আগমনী-গীতি; ১০ম সংখ্যায় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের মথুরা-যাত্রা এবং দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে সপ্তাহকাল অবস্থান-পূর্ব্বক ভারতের রাজ-ধানীর সৌভাগ্যবন্ত ব্যক্তিগণের নিকট অবিশ্রান্ত

হরিকথা কীর্ত্তন; ১১শ সংখ্যায়— শ্রীঈশোদ্যানস্থিত শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীব্রহ্মানন্দসুখদকুঞ্জ ও শ্রীবেণায়-প্রচারিণীসভার উদ্বোধন-সন্দেশ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আনুগত্যে লণ্ডনে প্রথম শ্রীবিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণকল্পে স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের যথার্থতার কথা; ১২শ সংখ্যায়— অলৌকিক ও অপলৌকিক ভৌতিক-সাহিত্যিকের শ্রীপ্রভুপাদ ভাগবত-পারম্পর্য্য সম্বন্ধে দুইমত নিরাস এবং প্রত্নবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস এম্-এ, পি-এইচ্, ডির ইতিহাসগ্রন্থের মূল সূত্রসমূহ সঙ্কলন; ১৩শ সংখ্যায়—শিষ্যত্বের সম্বন্ধে প্রাকৃত-সাহজিক দুইমত নিরাস পূর্ব্বক রূপানুগ সিদ্ধান্ত স্থাপন; ১৪শ সংখ্যায়—ভক্তি-বিনোদাবির্ভাব সম্বন্ধে ভেডিওযোগে প্রচারিত বাণী-প্রকাশ এবং শেষশায়ীতে শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয় বার্ত্তা; ১৫শ সংখ্যায়—শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের বিহরন-বার্ত্তা এবং শ্রীবৃন্দাবিহারীমঠে ও শ্রীব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও নগরকীর্ত্তন-মহোৎসবের কথা; ১৬শ সংখ্যায়— দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ; পাটনায় ত্রিদণ্ডিশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের শ্রীচৈতন্যশিক্ষা প্রচার ও লণ্ডনে শ্রীমদ্ বন মহারাজের বক্তৃতা; ১৭শ সংখ্যায়—ইংলণ্ডে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার সম্বন্ধে বিলাতের বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের অভিমত ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথাকীর্ত্তনমুখে ভক্তিরঞ্জনবিরহতিথি-পালন; ১৮শ সংখ্যায়—শ্রীল প্রভুপাদের ষোড়শ বিবরণ ভাগবত-ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ও বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা; ১৯শ সংখ্যায়—মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহোদয়ের লিখিত "ভারতবর্ষ ও ভক্তিসত্ত্ব" নামক প্রবন্ধের দ্বারা আশ্বিনের (১৩৪২) 'ভারতবর্ষ' মাসিক-পত্রের "শ্রীচৈতন্য ও জাতিভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধের অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয় মত নিরাস; ২০শ সংখ্যায়— শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীলগৌরব ভক্তিরঞ্জনের ৫ম বার্ষিক তিথিসভা-উপলক্ষে "শ্রীগৌড়ীয়মঠচরিত" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকাশ-সমাপ্তি-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তির তাৎপর্য্য ও "বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গ; ২১শ সংখ্যায়— স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির সভাপতিত্বে ভক্তিরঞ্জন-তিথিসভার বিবরণ; প্রেসিডেন্সী-বিভাগের কমিশনার মাননীয় রায়ের শ্রীধাম-মায়াপুর পরি-দর্শনের বিবরণ ও পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয়বার্ত্তা; ২২শ সংখ্যায়— শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা এবং শ্রীনবশিক্ষায়নী প্রয়াগে শ্রীনবশিক্ষাকল্পে প্র-য়াগে সুধীসমিতি করিবার জন্য পারমার্থিক নবশিক্ষার্থীর উদ্বোধন; ২৩শ সংখ্যায়—কটক-সজ্জিবনীমঠে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার বিবরণ; প্রয়াগে পারমার্থিক-প্রদর্শনী-উদ্বোধন-উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ; লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণে বিলাতের অভিজাত সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তোতাদ্রিমঠের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামপ্রপন্নাচার্য্য মহোদয়ের সহিত সংস্কৃত ভাষায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের লীলা ও রসবিচার-বৈশিষ্ট্যের আলাপ-প্রসঙ্গে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের রসোৎকর্ষ-স্থাপন; ২৪শ সংখ্যায়—সর্ব্বজ্ঞ জীবের হরিস্তুতি; ভক্তি-রত্নাকর হইতে উদ্ধৃত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ৫ খানি পত্র (মূল ও বঙ্গানুবাদ), শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত অন্ধ্র-ব্রাহ্মণ-কুলতিলক শ্রীযুক্ত বি, রাঘবাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতির নিকট শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা; বিহারে পাটনা-সহরে ও মুঙ্গেরকেল্লায় শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজের, অন্ধ্র প্রদেশে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ, নৃসিংহানন্দ ও রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারিত্রয়ের প্রচার; মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত সত্যবাক্যবাদাস অধিকারীর শাস্ত্রব্যাখ্যা ও প্রচার, কুরুক্ষেত্রে শ্রীপাদ নবীনগোপাল ব্রহ্মচারীর সেবা-চেষ্টা-ফলে শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়-মঠে দুইটি ভবন—সেবকখণ্ড ও ভোগমন্দির নির্ম্মাণ; ঢাকায় শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের প্রস্তাবিত মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যারম্ভ প্রভৃতি শুভকার্য্যানুষ্ঠান এবং ২৫শ সংখ্যায়— চতুর্দ্দশ বর্ষারম্ভের পুনরাবৃত্তি, পরলোকে ভারত-সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ, কলিকাতা-মহানগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, ভারত-সম্রাট্ অষ্টম এডওয়ার্ড, লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব প্রভৃতি বিষয় লিপিবেশিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য যে-সকল ভুবনমঙ্গল হরিসেবাপর

ভক্তাগারের কথা বিস্তার করিয়াছেন, তথাতীত তাঁহা বোধে অর্থাৎ চতুর্দ্দশবর্ষের উত্তরার্দ্ধে আমরা তৎকর্ত্তৃক নবদ্বীপের পীঠস্বরূপ নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপে নয়টি ঐশ্বর্য্যের ও সারস্বত-শ্রবণ-মনন প্রকাশের পরিকল্পনার কথা শ্রবণ করিয়াছি। ইতঃপূর্ব্বেই নবদ্বীপের মধ্যে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে, চতুর্দ্বীপ শ্রীচন্দ্রহট্টে ও মোদ্রুম-দ্বীপে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তাশ্রম ও ভগবৎসেবা-নিকেতন সংস্থাপিত হইয়াছে। সীমন্তদ্বীপে (বেলপুকুরে) গোদ্রুম ও মধ্যদ্বীপে (সুবর্ণবিহার ও রামনপুরায়), কোলদ্বীপে (মিউনিসিপ্যাল নবদ্বীপ সহরে), ঋতুদ্বীপে (বিদ্যানগরের নিকট) ও রুদ্রদ্বীপে ইত্যাকার পুরে) নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ও পরীক্ষনস্থলী প্রকাশের ভূমনমন্দির অতীব সৌষ্ঠবসহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদনের, সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণের, গোদ্রুম-দ্বীপ—কীর্ত্তনের, মধ্যদ্বীপ—স্মরণের, কোলদ্বীপ—পাদসেবনের, ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চনের, ঋদ্রদ্বীপ—বন্দনের, মোদ্রুমদ্বীপ—দাস্যের এবং রুদ্রদ্বীপ—সখ্যসেবার স্থান। শ্রীল প্রভুপাদ এই নয়টি দ্বীপে উক্ত ৯ প্রকার ভক্তাঙ্গের বিষয় ও আশ্রয় প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ সর্ব্বত্রই থাকিবেন। তদুপরি অন্তর্দ্বীপে—বামন ও বলি, সীমন্তদ্বীপে—পরীক্ষিৎ ও শুকদেব, গোদ্রুমে—শুকদেব ও সূতগোস্বামী, মধ্যদ্বীপে—নৃসিংহ ও প্রহ্লাদ, কোলদ্বীপে—শেষশায়ীবিষ্ণু ও তদীয় পাদসেবনরতা লক্ষ্মীদেবী, ঋতুদ্বীপে—বিষ্ণুর পাদপদ্ম-অর্চ্চনরত পৃথুরাজ, ঋদ্রদ্বীপে—শ্রীকৃষ্ণের অভিবন্দনরত অক্রূর, মোদ্রুমদ্বীপে—রামচন্দ্রের দাস্যে রত হনুমান, রুদ্রদ্বীপে—সখ্যার্জ্জুন (গৌরসখ্যের বিষয়াশ্রয়) ও শ্রীকৃষ্ণ-সখাদির (বিশ্রম্ভ সখ্যরসের বিষয়াশ্রয়) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

আমরা আরও শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি যে, গৌরজন উপনিষৎসমূহের গৌড়ীয়ভাষ্য এবং 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র ব্যাখ্যা শীঘ্রই প্রচারের অভীষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সত্যসঙ্কল্প গৌরপ্রেষ্ঠের এই মনোহভীষ্ট-পূরণে যাঁহারা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণুর আরতি করি।

আগামী ২৯শে মাঘ, ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে ভুবনপাবন আচার্য্য-প্রকট-বাসর উপস্থিত হইবেন। সেই পতিতপাবনী তিথিতে শুদ্ধভক্তসম্প্রদায় শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাও তাঁহা বর্ষার্দ্ধের বিশেষ সংবাদ। তৎপরে ২রা ফাল্গুন, ১৫শে ফেব্রুয়ারী শনিবার বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসব। ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হইতে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ এবং ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ রবিবার শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-তিথি। শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন আচার্য্যবর্য্যের আবির্ভাব-তিথির কএক দিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব। তৎপূর্ব্বে ১৮ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী গৌর-সপ্তমীতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব। ১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার গৌরনবমীতে শ্রীনন্দাচার্য্যের তিরোভাব; ২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী ভৈমী একাদশী; ২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বরাহজয়ন্তী।

আমরা এইসকল চতুর্দ্দিনভুবনপাবনীতিথিকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের আরতি করিতে করিতে অদ্য চতুর্দ্দশ-বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধের উপসংহার করিতেছি। উপসংহারে পুনরায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও 'গৌড়ীয়ে'র নিত্যকৃপাশীর্ব্বাদ ও প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিতেছি। তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণুই দুর্ব্বলের বল, পতিতের উদ্ধারক, অসহায়ের সহায় ও সম্বল-হীনের একমাত্র সম্বল। তাঁহাদের শ্রীতিময়ী সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার স্বতন্ত্রতা বা অভিলাষ যেন আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়,— ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে আমাদের নিত্য অকপট প্রার্থনীয় বস্তু হউক।

ভ্রম-সংশোধন—গত ২৩শ সংখ্যা (১৪শ বর্ষ) গৌড়ীয়ের ৩৬৮ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ২৮শ পংক্তিতে "ক্ষত্রিয় (রামচন্দ্র ও পরশুরাম), বিপ্র (বামন) এবং দেবতাগণের মধ্যে" স্থানে "ক্ষত্রিয় (রামচন্দ্র), বিপ্র (পরশুরাম) এবং বিবুধ (বামন) প্রভৃতির মধ্যে" এরূপ পাঠ হইবে।

পরলোকে ভারত-সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ

আমরা গভীর দুঃখবেদনার সহিত শ্রীগৌড়ীয়ের পাঠকবর্গ-সমীপে আজ আমাদের সম্রাজ্ঞীসহ ভারত-সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জের পরলোকগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি গত ৬ই মাঘ, ১৩৪২; ২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ খ্রীষ্টপরবর্ত্তিবাসর একাদশী তিথিতে রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিটের সময় (Greenwich Mean Time) তাঁহার প্রিয় সান্ড্রিংহাম (Sandringham) প্রাসাদে ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছা বলবতী; তদধীন কালের অপ্রতিহতা গতিকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই; সুতরাং সকলকেই তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া তৎপরিচালিত জগচ্চক্রের বিধান অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ সম্রাটের পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যাণ বিধান করুন, ইহাই আমাদের ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা। মহামান্য বর্ত্তমান সম্রাট্ অষ্টম এড্ওয়ার্ড, মহামান্যা মহারাণী মেরী ও রাজ-পরিবারবর্গ আজ সম্রাটের বিরহে অত্যন্ত শোকার্ত্ত, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তি প্রদান করুন। আমরাও তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ বিগত ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন তারিখে লণ্ডন-মার্লবরো ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারত-সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড পরলোকগমন করিলে মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন ওয়েষ্ট্মিনিষ্টার য়াবে গীর্জ্জায় সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং ঐ বৎসরই ১৩ই ডিসেম্বর দিল্লীতে রাজ-দরবার অনুষ্ঠিত হয়। ইঁহারা পূর্ব্বে আর একবার ভারতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতসম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীরূপে ইহাই তাঁহাদের ভারতে প্রথম আগমন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী সেণ্ট্ পল গীর্জ্জায় সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর ভারতে দরবার সম্পাদন করিয়া নিবিঘ্নে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন-জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রার্থনাসভা হয়।

সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে তারিখে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণের পর যখন ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার লোকপ্রিয়তা, প্রজাবর্গের শুভাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্গুণ অনেকেরই লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে (১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে) তাঁহার রাজ্যাভিষেকের রজতজুবিলী (গৌড়ীয় ১৩শ বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রজতজুবিলী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) তাঁহার সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে যে প্রকার আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতেও প্রজাগণের সম্রাটের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন সমগ্র ভারতে কয়েকদিনব্যাপী যে প্রকার আনন্দোৎসব প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মে রাজাকে ভগবৎপ্রেরিত শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ বলা হয়—রাজার প্রতি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ বর্ত্তমান। আমাদের পরলোকগত সম্রাট্ও বিশেষ ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তিনি প্রত্যেক রবিবারে সম্রাজ্ঞী মেরী-সহ গীর্জ্জায় গমন করিয়া ভগবদুপাসনা করিতেন। রাজা রাজনীতির বাহিরে; তিনি "Defender of the Faith" বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। ধর্ম্মের উপর তিনি কোনদিনই হস্তক্ষেপ করেন নাই; তাই তিনি ধার্ম্মিকগণের নিকট এত আদৃত।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইজন্যই মহারাজ্ঞী ইংলণ্ডেশ্বরী ও ভারতেশ্বরীর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেন। 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার মঙ্গলাচরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"আমাদের বর্ত্তমান অধীশ্বরী শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বচ্ছন্দশরীরে ও নিষ্কণ্টক অন্তঃকরণে এই ভারতে রাজ্য করিতে থাকুন। তাঁহার শাসনকালে আমরা নিরুদ্বেগে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের আস্বাদন ও প্রচার করিতে থাকি।"

—(সজ্জনতোষণী চতুর্থবর্ষ, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ)

যে সময়ে ভারতসম্রাট্ কলিকাতা-মহানগরীতে আগমন করেন, সেই সময়ে যে সকল ভক্ত রাজদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছিলেন—

"রাজদর্শন করা ভাল। ইংরাজরাজের শাসনে আমাদের নিশ্চিন্তে হরিনাম-প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের ধর্ম্মাচরণের প্রতি নিরপেক্ষ। ইহাই আমাদের সুবিধা।"

—('সংবাদভাস্করী' বৈভবপর্ব্ব ১ম বৈঃ ১ম পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ও বিশ্বপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তৎকৃতবৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ প্রমুখ নিজগণকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলে তাঁহারা সম্রাট্কর্ত্তৃক তথায় সমাদৃত হন। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী উভয়েই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতিনিধি-মুখে লণ্ডনে আগত প্রচারকগণকে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ প্রদান করিয়া শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের প্রতি বিশেষ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে মহারাজের নিকট শ্রীলপ্রভুপাদের প্রচারবিবরণ-শ্রবণে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপাদ্য বিষয় যাহাতে অন্যধর্ম্মাবলম্বিগণও জানিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। বিলাতে যে সকল হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আছেন, তাঁহারাও যাহাতে নিজধর্ম্ম বিস্মৃত না হন, তজ্জন্যও বিভিন্ন প্রকারে উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

য়ুরোপের কোন কোন দেশে আমাদের ধর্ম্মের কথা, এমন কি কোন ধর্ম্মের কথাও মুক্তকণ্ঠে বলিবার পক্ষে যথেষ্ট বিঘ্ন আছে; কিন্তু আমাদের ধার্ম্মিক নরপতি তাঁহার রাজত্বে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের কথা বিনা বিঘ্নে বলিবার অধিকার দিয়াছেন। ইহাতেই প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, আমাদের পরলোকগত সম্রাটের যথেষ্ট ধর্ম্মানুরাগ ছিল। আমরা তাদৃশ ধর্ম্মপ্রাণ নরপতির অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

তাঁহার রাজত্বে রাজনৈতিক হিসাবে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা থাকিতে পারে; কিন্তু স্বতঃজনবিস্মৃতজনপ্রয়োজনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত পারমার্থিকগণ ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে করেন যে, তাঁহার রাজত্বকালেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ফলে পাশ্চাত্য এই সর্ব্বপ্রথম শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রচারিত অমলোজ্জ্বল শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন। সুতরাং একদিকে রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের নাম চিরপ্রসিদ্ধ, অপরদিকে পারমার্থিক ইতিহাসেও সম্রাটের পরমার্থ-প্রচারে সহানুভূতির কথা হীরকাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

কলিকাতা-মহানগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

আগামী ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ মঙ্গলবার পরলোকগত মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্য-কল্যাণ বিধানার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকার সময় এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অক্টারলোনি মনুমেণ্ট পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

সম্রাটের পরলোকগমনোপলক্ষে প্রেস বন্ধ

মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের পরলোকগমনোপলক্ষে গত ২২শে জানুয়ারী, বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের "শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" মুদ্রণকার্য্যালয় বন্ধ দেওয়া হইয়াছিল। আগামী ২৮শে জানুয়ারী মঙ্গলবার পরলোক-গত সম্রাটের ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া উপলক্ষে প্রেসের সমুদয় কার্য্য বন্ধ থাকিবে।

বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট্ অষ্টম এড্ওয়ার্ড

গত ২১শে জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় (ইংলণ্ডের সময়) সম্মাননীয় যুবরাজ প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ এড্ওয়ার্ড্ এলবার্ট ক্রিস্টিয়ান জর্জ্জ এণ্ড্রুজ প্যাট্রিক ডেভিড যথোদয় পরলোকগত মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের পরলোকিক হইয়া ভগবদনুগ্রহে গ্রেট্ব্রিটেন ও আয়লণ্ডের রাজা, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, খৃষ্টধর্ম্মের রক্ষক ও ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ মহামান্য অষ্টম এড্ওয়ার্ড (His Imperial Majesty King-Emperor Edward VIII) মহোদয়কে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। মহামান্য সম্রাট্ তাঁহার পিতার অসুখের সময় রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে যখন প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্-রূপে ভারতে আগমন করেন, তখন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ভারতবাসীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। পরলোকগত মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের সিলভার জুবিলীর সময় তিনি 'সিল্ভার-জুবিলী ট্রাই কাণ্ড' করিয়া যে প্রকার প্রজা-বাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে প্রজাবর্গ সকল আশান্বিত হইয়াছেন। মহামান্য সম্রাট্ অষ্টম এড্ওয়ার্ড দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউন—তাঁহার রাজত্বকালে বিপুলভাবে ধর্ম্মের প্রসার হউক—আমরা নির্ব্বিঘ্নে শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা সর্ব্বত্র মুক্তকণ্ঠে আচার ও প্রচার করিতে পারি, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

লণ্ডনগৌড়ীয়মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের ভারতাগমনের পর হইতে লণ্ডনগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী প্রত্নবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুৎ সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ, সিএইচ্-ডি মহোদয় মঠের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে ও যত্নে এবার আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীগোবিন্দপঞ্চমী তিথিতে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে মহাসমারোহে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস লণ্ডনগৌড়ীয়-মিশনসোসাইটীর চেয়ারম্যান দি রাইট্ অনারেব্ল্ স্যর সাদিলাল পি, সি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইবে। ঐ সভায় শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত পাঠ ও আলোচনা হইবে।

বর্ত্তমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম্ মহোদয়ের ভারত-প্রত্যাগমনের পর হইতে দি রাইট্ অনারেব্ল্ স্যর সাদিলাল পি-সি মহোদয় লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-সোসাইটীর চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-প্রচার-প্রসারের প্রতি বিপুল সহানুভূতি প্রদর্শন ও বিভিন্নপ্রকারে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব্ ওরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজ্'এর ডিরেক্টর স্যর এড্ওয়ার্ড ডেনিসন্ রস্ সি-আই-ই, সিএইচ্-ডি, ডি-লিট্ মহোদয়ও উক্ত সোসাইটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান থাকিয়া বিভিন্নভাবে সহায়তা করিতেছেন। স্যর সাদিলাল ভারতের সর্ব্বজন-প্রিয় ও নানা সদ্গুণে ভূষিত; তিনি পূর্ব্বে লাহোর হাইকোর্টের চীফ্ জাষ্টিস্ ছিলেন, তৎকালে বিচারপতি-সূত্রে তিনি যে প্রকার সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, বর্ত্তমানে প্রিভিকাউন্সেলার (Privy Counsellor) হিসাবে তদপেক্ষাধিক সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগও সাতিশয় প্রশংসাই।

শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের ষষ্টি ও একষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজা পর পর দুইবৎসর যথাক্রমে লণ্ডন (গ্রোভ্নর হাউসে) ও বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে ঐ দুই স্থানে যে দুই মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার প্রথমটি লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-সোসাইটীর সভাপতি দি অনারেব্ল্ দি মার্কুইস্ অব্ কেটল্যাণ্ড জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং দ্বিতীয়টি মহামান্য দি রাইট্ মিনিষ্টার ডাঃ জে গোবেল্স্ মিনিষ্টার ফর প্রোপাগ্যাণ্ডা নাজিগভর্ণমেণ্ট, জার্ম্মাণী (H. E. The Reichminister Dr. J. Goebbels, Minister for Propaganda, Nazi Govt. Germany) মহোদয়ের অনুমোদন ও সমর্থনে অনুষ্ঠিত হয়।

চয়ন

["লীডার", ২৩শে জানুয়ারী, ১৯২৬ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

THEISTIC EXHIBITION

A Magh Mela Attraction

An important attraction at this year's Ardh Kumbh Mela is the Theistic Exhibition organized by the Gaudiya Math. The aim of the organizers has been to impart spiritual lessons with the aid of simple objects, models and pictures and in this they may be said to have succeeded remarkably. There are in all 77 exhibit stalls arranged in an artistic manner and the explanation of each exhibit is displayed on signboards in English, Hindi, and Bengali. Besides, guides accompany the visitors and explain the religious significance of the exhibited objects. Mythological stories and historical incidents are interpreted in a new light, and no visitor to the exhibition can come away without being deeply impressed with some of the truths underlying the teachings of the Bhakti cult. This treatment of the subject is both instructive and interesting, and the Gaudiya Math deserve to be congratulated on the happy idea underlying their enterprize and on their effort in trying to impart teachings of the highest spiritual value by means of ocular objects. Much thought, care and money have been spent in making the exhibition useful to the general public.

ডাঃ দাসের "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস"

["ষ্টেট্‌স্‌ম্যান", ১৭ই জানুয়ারী, ১৯২৬ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

Dr. S. Das

Interesting Thesis to be published

LONDON (By Mail).

Mr. Sambidananda Das, a graduate of the Calcutta University, recently received his doctorate degree (Ph. D.) from the University of London, presenting a thesis on the history and literature of the Gaudiya Vaisnavas and their relation to other mediæval Vaisnava schools.

The thesis, which covers 1200 pages, deals with the origin and development of Vaisnavism in its various aspects and is perhaps the first of its kind. It is shortly to be published with a foreword by Lord Zetland (the Secretary of State for India) and an introduction by Dr. L. D. Barnett, of the London University and the British Museum.

Dr. Das is a pupil of Paramahamsa Sri Sri Bhakti Siddhanta Gosvami Thakur, the President Acharya of the famous Gaudiya Math Mission of Bengal, which has its centre almost in every Province of India and one in London. Dr. Das is very popular with Indian students in this country.

বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় প্রস্তাব

অদ্য (২৩শে জানুয়ারী, ১৯২৬) বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভার আগামী ৪৮শে জানুয়ারী ১৯২৬ মঙ্গলবার-দিবস পরলোকগত মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ইংলণ্ডে ঔর্দ্ধদৈহিক অনুষ্ঠানকালে কলিকাতা-মহানগরীর কর্ত্তব্যবিষয়ক আলোচনা-সম্পর্কে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ আহূত হন। মঠের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ প্রেরিত হন। উক্ত সভায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কতিপয় বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের আকর্ষিত একটি প্রস্তাব ধার্য্য হয়। উহাতে আকরকারিগণের মধ্যে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ ভূমবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয়ের নাম অন্যতম। সভায় স্থির হয় যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐ দিবস পরলোকগত মহারাজ ভারত-সম্রাটের আত্মার নিত্য-কল্যাণ সম্পাদনার্থ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা লইয়া অপরাহ্ণ ৪-৩০ সাড়ে চারি ঘটিকায় ময়দানে উপস্থিত হইবেন।

গৌড়ীয়

১৪শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৮ই মাঘ, ১৩৪২ ; ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ | ২২শ সংখ্যা

'বড় আমি' ও 'ভাল আমি'

ভেদজ্ঞানের অর্থের নিষ্কিঞ্চনক্রমে জীবের 'বড় আমি'র প্রগতি লাভজনক বলিয়া শ্রুতিশাস্ত্র গান করেন। আধ্যক্ষিকগণ তাঁহাদের ভোগ বা ত্যাগের বিচারে 'বড় আমি'কে ভোক্তা বা ভোগ-রহিত বলিয়া বিচার করেন। আর নিগমকল্পতরুর গলিত ফল ভাগবতার্কমরীচিমালা 'বড় আমি'র বিচার ভোগে বা ত্যাগে নিযুক্ত না করিয়া 'ভাল আমি'র বিচার ব্যক্ত করেন। সেই বিচার অনুসরণ করিতে গিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ আমি' তত্তজগতে 'ছোট আমি'র দৌর্ব্বল্য-বাদে বিদ্ধ হয়। প্রাকৃত-বিচারে 'ছোট আমি'র আদর নাই ; 'বহিস্ত আমি'র আদরমূলে অনুভূতি-রাহিত্যই 'মিছে আমি'র পরিণামে কর্ত্তব্য বলিয়া গীত হয়। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর এরূপ 'আর্ত্ত আমি'কে অধোক্ষজ-সেবা-পরায়ণের অনুগমন করিতে সুযোগ দিয়াছেন।

আধ্যক্ষিকতা ও অনাধ্যক্ষিকতা উভয় বিচারই বাস্তবসত্যজ্ঞানের বাধাজনক বলিয়া অধোক্ষজ ভগবান্ মহাবদান্যরূপে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন। 'ভাল আমি'র বুদ্ধিদাতা যুক্তকশ্রুতি বলেন— সেই বস্তু বৃহৎ হইতেও অতি বৃহৎ, সূক্ষ্ম হইতেও অতিসূক্ষ্ম। আধ্যক্ষিকের বিচার আত্ম-প্রতারিত হইয়া বৃহত্ত্ব ও সূক্ষ্মত্বের অধৈধ অধিকার-লাভে প্রযত্নবান্; আর 'ভাল আমি'র বিচার-প্রণালীতে তৃণাবপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম জীবের অমঙ্গল নাশ করিয়া বদ্ধ বিচার হইতে মুক্ত করে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট গানকালে বলেন যে,—"তদ্ধ্যা মামভিজানাতি"। এজন্যই অজ্ঞতা-পরিহারকল্পে বিজ্ঞজনের নিকট বেদান্তের প্রাকৃত ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তদ্ধ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা

বিমুখোহপরাঃ" এই বিচারবিহীন ব্যক্তিগণ বিচারের কৈতব আবাহন করিয়া ও অতঃকরণে স্বীয় বেতনাদি প্রবৃত্তি দেখাইয়া মায়াবাদী সাজেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয়ে বিচরণ করিলে নিজ স্বরূপের সুষ্ঠু উপলব্ধি করিতে পারেন।

কেবল-চেতনের কেবল-চেতনসেবা কেবল-চেতনের সুষুপ্তানুভূতি হইতে উদিত হয় বলিয়া ইংরাজী ভাষায় "Immanent" শব্দ বা সংস্কৃত ভাষায় "অন্তর্যামী" শব্দ প্রত্যেক অণুচিতের আশ্রয়ে আত্মস্বরূপ জ্ঞাপন করেন। সুতরাং 'ভাল আমি'র পরিবর্ত্তে যদি 'বড় আমি'র জন্য জড়ের প্রতি ধাবিত হওয়া যায় তবে আধ্যক্ষিক-জ্ঞান পরিহার অনুসন্ধান নিবে না।

পরব্রহ্মবধূ কর্ত্তৃক স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন মূলশ্রীভজনে প্রতিষ্ঠা-লাভ না করিলে বৈকুণ্ঠ হইতে মধুপুরীর মহিমা অবতারিত— ইহা বলা যাইবে না। 'ভাল আমি' হইতে পরিণামে বৈকুণ্ঠ-বাস, নতুবা মায়া-বাস মাত্র লভ্য হইবে। তখন আমাদের মুখে বাক্যবেগের বশবর্ত্তী হইয়া মায়াবাদ-বিচার প্রবল হয়, সুতরাং মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কারণে আমাদিগকে প্রাকৃত-সহজিয়া করিয়া ফেলে, অবৈজ্ঞানিক করিয়া ফেলে অথবা কর্ম্মকাণ্ডের আসনে মনঃকুঞ্জরকে আবদ্ধ থাকিবার জন্য উৎকণ্ঠিত করে। মায়াপুরীর মহারাজ হইবার জন্য 'বড় আমি' নিজত্বকে লীন করায়। তখন রাধারাণীকে বড় জড়াভিমানে শূদ্রা-মাত্র-জ্ঞানে তাঁহার সেবিকার বৃত্তি আমাদের ভাল লাগে না বলিয়া 'ভাল আমি'র তদীয় জ্ঞান আমাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষিপ্ত তারকার ন্যায় তমিস্রলোকের দিকে পরিণামে ত্যাগ-তমিস্রের দিকে ধাবিত করায়। তখন আমরা ঈশোপনিষদের মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ ভক্তাভাস ভূতকে তাড়াই।

'বড় আমি'র চাকরাণ জোগী'দলের বেইমানি-বিচারে নানারূপ বে-আদবী ছাড়িয়া দিয়া যদি রাধারাণীর মন্দিরের সৌন্দর্য্যদর্শনে 'ভাল আমি'র বা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই আমি শ্যামসুন্দরের আকর্ষণ অচিরেই লাভ করিব। তখনই আমি 'ভাল আমি' হইবার জন্য 'মায়া-রাণী'র প্রভু হইবার পরিবর্ত্তে রাধারাণীর হাতে আত্মনিয়োগ করিব। অপৌরুষের শ্রুতিগুলি আধ্যক্ষিকতার বা প্রত্যক্ষতর্কের গোলাপিতে নিযুক্ত হওয়ার যে-প্রকার শ্রুতিব্যাখ্যা-দ্বারা মায়াবাদি-সম্প্রদায় অমঙ্গলাদি উপস্থিত করিয়াছেন, বৈমিষারণ্যের আলোকদ্বয় আমাদিগকে পরমহংসী-সংহিতার ষষ্ঠে আশ্রয় 'বয়' অধোক্ষজের সেবায় নিযুক্ত করিবে। এজন্যই শ্রীনারদোপদিষ্ট ভক্তিপঞ্চরাত্রকী গুনিয়াছেন—"অবরোপসর্গং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগ-মধোক্ষজে"।

আমাদের বৈকুণ্ঠবন্ধু ভারতী স্বামী আমার মঙ্গলবিধানের জন্য শ্রুতিমৌলিরত্নমালা বা ভাগবতার্ক-মরীচিমালা গাঁথিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। কাচের মার্ব্বেল যেরূপ সেতুবন্ধনে অসমর্থ, রাবণের চন্দ্রধারণ যেরূপ অসম্ভব, আমারও শ্রুতিমালা-সেবা ভাগবতার্কোদয়-কিরণে আলোকিত হইবার প্রয়াস তদ্রূপ। যাহা হউক, "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচার অনুসরণ করিয়া 'ভাল আমি'র বলের শ্রৌতদর্শন, শ্রৌতশ্রবণ শ্রৌতঘ্রাণ, শ্রৌত-আস্বাদন, শ্রৌতস্পর্শন ও শ্রৌত-মননের অনুগমন-চেষ্টা করিব।

পরম-কারুণিক-গৌরসুন্দর জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন। সেই প্রেমের কথা কি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে না? গুনিয়াছি—কলিযুগ দোষসমুদ্র। কিন্তু এই সমুদ্রের একটি মহাগুণ আছে। কীর্ত্তনবিহারী শুকদেব প্রভু শ্রীশুকদেবকে ভাগবতী কথা বলিয়াছিলেন। সেই ভাগবতী কথাই তৃতীয় অধিবেশনে নৈমিষারণ্যে— যেখানে ব্রহ্মার নেমি বিশীর্ণ হইয়াছিল, সেই অধোক্ষজ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গিয়াই শ্রীব্যাসের কৃপা আমরা যাহাতে লাভ করিতে পারি— ইহাই ভরসা।

শুকদেবকে দিশারূপে ব্রজবাসিগণ দিক্ লাভ করিয়া-ছিলেন। যোগমায়ার কৃপায় তাঁহার পুরশীঠে কি কীর্ত্তনের অভাব হইবে? গোকুলবিহারী সুবর্ণবিহারে তাঁহার যে কন্দর্পের বিগ্রহলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা কি সেই শ্রুতির ব্যাখ্যায় আলোকিত হইতে পারিব না? "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥" সেই আধ্যক্ষিকতা ঘুচাইয়া আমরা কি অধোক্ষজ সুবর্ণ-বিহারীর সেবক হইতে পারিব না? গোকুলবিহারী কি আমাদের গুরুমুখে ভাগবতার্থ দিয়া নিগমকল্পতরুর গলিত-

কালের কথা কর্ণের দ্বারা পান করাইবেন না? অন্তর্দ্বীপে একদিন ব্রহ্মা যে গায়িত্রস্তব করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম-সংহিতার শ্লোকস্তবের গান কি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না? সেই দিন কি আমরা পরমেশ্বরের অনাদিত্ব, আদিত্ব, সর্ব্বকারণ-কারণত্ব, সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব না? কেবলই কি আমরা বৃথা বাগাড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়া মৌখিক তর্কানুমান প্রদর্শন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকিব? প্রবণাদ্য নীরস্তবিজয় প্রভু কি আমাদিগকে প্রবণের অধিকার দিবেন না? মধ্যদ্বীপ-বিহারী গৌরসুন্দর অযোক্ষজসেব্যমূর্ত্তি দেখাইয়া কি প্রহ্লাদানুগতো 'ভাল আমি' হইয়া স্মরণ করিতে দিবেন না? ভক্তবৎসল নৃসিংহ আমাদিগকে কি বিষ্ণুস্বামীর আনুগত্য ভুলাইয়া দিবেন? আমরা কি কোলদ্বীপে লক্ষ্মী-দেবীর আনুগত্যে সেবনাদ্বীর পরসেবনে অ-মর্থ হইব? মহাসাকল্পিত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপানুগসেবক আমাদিগকে যে শ্রীগোষ্ঠবিহারীর সেবা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীলক্ষ্মীর প্রসাদে আমরা কি তাহাতে প্রবেশ করিতে চিরদিনই বাধাপ্রাপ্ত হইব? দীর্ঘ বকারণ্যের প্রথম বকারে গোলোকোপনিষদ্বিতি বুঝিতে না পারিয়া কেবল বাধাই পাইতে থাকিব? দ্বিতীয় দীর্ঘ বকারের আকর্ষণী বা আকর্ষণী আমাদিগের স্কন্ধে আরোপিত হইয়া গরুড়-বাহনের কৃপাক্রমে বাধা অতিক্রম করাইয়া মায়াবাদীর প্রভু-সাদ হইতে মায়াবাদীর পরম সৌন্দর্য্যময়ী পরমব্য-শোভা কৃষ্ণকর্ণামৃতের আদিম শ্লোক কি আমাদের বোধগম্য হইবে না? পরসেবা করিতে করিতেই ত' অন্তর্দ্বীপে আমাদের পূর্ণ মহাভাবের গৌরব-পূজন হৃদয়ের অধিকার করিবে। তখন কি আমরা অন্তর্দ্বীপে অঙ্কুরের পাদ-পদ্মাশ্রয়ে কৃষ্ণমাধুরী লাভ করিতে পারিব না? পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দনপরিণতি কৃষ্ণপ্রাপ্তি কি আমাদের সুসুপ্তপরাহত বিষয় হইবে? যোগপীঠমধ্যে কপিলপতির দাস্য ও কল্পদ্রুমে রাধাদামোদরের সখ্য কি আমাদিগকে অন্তর্দ্বীপে আত্ম-সমর্পণে ধনির চরণানুগতা হইতে বঞ্চিত করিয়া উভয় শিলাসায় ধাবিত করাইবে? আমরা কি যোগমায়ার পুর-পীঠের পরিচিত প্রদেশে কুণ্ডতীরবাসে চিরবঞ্চিত হইব?

শুনিয়াছি— আধ্যক্ষিকগণ-বঞ্চিত ব্যক্তিরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সহজলভ্য। আমরা কি ক্ষেত্রমণ্ডলের শোভায় অপরাপ-বয়স্কের লেখকের রাধাগোবিন্দমিলনের কথা বুঝিতে পারিব না? দৃঢ়ভাবে জানিয়াছি যে, "অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তিযোগমধোক্ষজে"। সুতরাং শ্রবণসেবা কি শ্রুতি-মৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিত পাদপঙ্কজার হরিনাম হইতে পৃথক্ বস্তু? তাহা ত নহে॥ নবধাভক্তির অঙ্কুর বিষ্ণুপুরী হইতে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাঙ্কুর শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম-কল্পদ্রুমের প্রেমফল পাওয়া যায়। অন্য প্রকারে কৃষ্ণ-প্রীতির কোন সুগম পথ বা বর্ত্মের কথা কেহই আবিষ্কার করিতে পারিব না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়ে 'শিক্ষা-মন্ত্রের তৃতীয় মন্ত্র লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে আমাদের অবশ্য আমাদিগের নিত্যকল্যাণ বিধান করুক্। আমি বড় হ'ব না, ভাল হ'ব, তবেই ভবমহাদোষা'ম-নিশ্বাসন বুঝিতে পারিব—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে। সুতরাং সুবর্ণবিহারীর সন্ধান —ভাগবতার্কমরীচিমালা আমাদের অবলম্বনীয় হউন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

তৃতীয় দিবস

১০ই অক্টোবর (১৯৩৫)

প্রাতে—শ্রুতি-ব্যাখ্যা

"নিখিল-শ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

নিখিল বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসমূহ শ্রীহরিনাম-প্রভুর পাদপদ্মের নখাঙ্কুর নিত্য আরতি ক'রছেন। শ্রীহরি-নাম মুক্তকুলের দ্বারা উপাস্যমান্ বস্তু। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ব'লেছেন,—

"কৃষ্ণনাম হৈতে হয় সংসার-তারণ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।"

বৈশেষিকের দ্বারা ভেদ পদার্থের জ্ঞান হয় বিশেষবাদে। শ্রীরামানুজের বিশেষ বিচার। আর অনন্তভাষ্য মধ্বাচার্য্যের ভেদ-বিচার। ভেদ-বিচারে চিদ্‌চিৎ ভেদ-বিচার এবং চিদ্‌বস্তুর মধ্যেও ভেদ-বিচার। যেমন জড়ে, জীবে এবং ঈশ্বরে ভেদ আর ঈশ্বরে ও জীবে এবং জীবে জীবে ভেদ। ঈশ্বর ও জীবে উপাস্য-উপাসক-ভেদ। জীবের সেবনধর্ম, আর ভগবানের সেব্য-গ্রহণ-ধর্ম। একটি বস্তু পূর্ণ ও বৃহৎ, আর একটি বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র।

বাদাগ্রন্থতত্ত্বাগত শতধা কল্পিতত্ব চ।

তাগো জীবঃ ন বিজ্ঞেয়ঃ ন চানন্ত্যায় কল্পতে॥

পরমেশ্বর বিভুচৈতন্য ও জীবসকল অণুচৈতন্য—ইহা শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিশেষভাবে প্রদর্শন ক'রেছেন। তা'তে পরমেশ্বর ও জীবের বিচার অধিকতর সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-যুক্ত হ'য়েছে। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের মধ্যে 'ভেদ'-শব্দের ব্যবহার হ'য়েছে। সাধারণতঃ জড়-বিশেষ-বিবর্জনের জন্যই শ্রুতির নির্ব্বিশেষ-বিচার জড়বিশেষের দ্বারা ভোক্তৃ-ভোগ্যরাজ্যে ভেদ উৎপন্ন ক'রেছে। সেই ভেদ অন্বয়তাকে লক্ষ্য করে। 'ভোগ' ভজনের বিরুদ্ধ না হ'লেও ভজনের সহিত তা'র বৈষম্য আছে। ভোগ— জড়বিশেষ-বিচার-প্রধান, আর ত্যাগ— জড়বিশেষ-নিষেধও নির্ব্বিশেষ-বিচার-প্রধান।

চিদ্‌বিশেষ-বিচার ব'লবার জন্য ভগবান্ এদেশে যুগে যুগে বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে পাঠিয়েছেন। অতি প্রাগাচার্য্য, মধ্বমুনীর আচার্য্য এবং বর্ত্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত আচার্য্যগণ চিদ্‌বিলাসবাদের সৌন্দর্য্য বিচার ক'রেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সাময়িক অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে বিবদমান দ্বাবস্তার মতবাদের সমাধান হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রায় দুইশত বৎসর পরে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ সে-সকল কথা আলোচনা ক'রেছেন। সেই সকল আলোচনার অভাবে লোকে পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়ের মতবাদকে বহুমানন ক'রেছে। বস্তুতঃ পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় বেদশাস্ত্রকে যেরূপভাবে আক্রমণ ক'রেছে তা'তে বেদশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হ'য়েছে।

শ্রুতির বিচার লীলা-পুরুষোত্তম-ভগবানের লীলা-বিরোধি-বিচার নহে তবে শ্রুতি পারমার্থিক-শিক্ষা-মন্দিরের প্রাথমিক পাঠ ব'লে তা'তে অস্ফুট-বিচার আছে। শ্রুতির উদ্দেশ্য— প্রথম ভোগ-সাহিত্যকে দমন। জড়বিনাশ সর্ব্বাগ্রে নিরস্ত না হ'লে চিদ্‌বিলাসের ভূমিকা প্রস্তুত হ'তে পারে না। জড়ের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা ভাল কথা বটে, কিন্তু জড়বিনাশ বা ভোগবিনাশ ক'রলেই যে, সকল সুবিধা হ'য়ে যা'বে, তা' নয়। পরমবাস্তবতা চিদ্‌বিলাসেই আছে। অত্যন্ত ভোগে আসক্ত বা অত্যন্ত বৈরাগ্যী হ'য়ে গেলে ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ হ'বে না।

ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।

* *

স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজবন্ধু (নাম-মাত্র ব্রাহ্মণ) এদের বেদে অধিকার নাই। কিন্তু এদেরও শ্রৌত-বিচারে অধিকার হ'তে পারে যদি এরা ভোগের কথা ছেড়ে দেয়।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

ভগবদ্ভক্তের স্বভাবে শিক্ষা লাভ ক'রলে স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবর এমন কি পাপজীবিকারী পক্ষিগণও ভগবানের কথা জান্‌তে পারেন এবং দৈবীমায়ার হস্ত হ'তে পরিত্রাণ লাভ করেন। স্বাধ্যায়নিরত বেদপাঠিগণের আর কি কথা?

* * *

শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলেন,—

যেষাং সএষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

কুক্কুরে শিয়ালে খেয়ে ফেলে যে দেহটা, তা'তে যে পর্য্যন্ত আত্মবুদ্ধি থাকবে, সে-কাল পর্য্যন্ত আত্মমঙ্গল সুদূর পরাহত। বদ্ধজীবের দুটো দেহ— স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ। তা'দের স্থূলদেহ কুক্কুরে শিয়ালে খে'য়ে ফে'ল্‌তে পারে, আর সূক্ষ্ম-দেহটা অসুরে খে'য়ে ফে'ল্‌তে পারে। বহির্ম্মুখ জীবকে যখন অপরাধ ও পাষণ্ডতা আক্রমণ করে, তখন তা'দের সূক্ষ্মদেহটাকে অসুরে খে'য়ে ফেলে। নিষ্কপট সর্ব্বতোভাবে শরণাগত ব্যক্তিগণের প্রতি ভগবানের দয়া প্রকট হয়।

অহং-গ্রহ-ভাবের বর্ত্তমানে কখনই ভগবানের কৃপা-লাভের সম্ভাবনা নাই।

আত্মকিক বা আরোহবাদে যদি আমরা অগ্রসর হই, তা'হ'লে জড়নির্ব্বিশেষ-সত্তায় পরিণত হ'তে হ'বে।

যে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি। পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা— ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

সেবা-বৃত্তি থাকলে ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি বেদাদি শাস্ত্রকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করা যায়; আর ভক্তি-বিরোধী আত্মকিকতা থা'কলে ঐ সকল শাস্ত্রেই নানা-প্রকার অসুবিধা করিতে দেয়; এমন কি, আমাদিগকে আত্মহত্যায় পর্য্যন্ত প্রলুব্ধ করে। মায়াবাদীর বিচার— আত্মহত্যার বিচার।

• • •

প্রত্যক্ষবাদ, ভোগবাদ, আরোহবাদ জীবকে নাস্তিক-তায় নিয়ে যায়; এরূপই অবতারবাদ। প্রপঞ্চের অতীত বস্তু, গোলোকের বস্তু প্রপঞ্চে বা ভূলোকে অবতীর্ণ হন— প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন ব'লে প্রপঞ্চের দ্বারা অভিভূত হন না; নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রভৃতির সহিত অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন।

• • •

কোটিবার বেদাধ্যয়ন হওয়ার পর বিষ্ণুভক্ত হওয়া যায়, বিষ্ণুভক্ত এত বড় জিনিষ।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেষু সত্রযাজি বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেষু সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

চিন্মাত্রবাদে মাত্র আট্‌কে থাকলে চল্‌বে না আরও অনেক দূরের টিকেট কিন্‌তে হ'বে। ভগবদ্ভক্ত যখন শ্রুতিশাস্ত্র আলোচনা করেন, তখন তাঁ'দের শ্রুতিশাস্ত্রের নিকারণ অপরাধ হয় না; কারণ তাঁ'রা শ্রুতি ও শ্রুতির অনুগত শাস্ত্রের কেবল দর্শন করেন না। তাঁ'রা নিজেদের ঘোলো ব্যাখ্যা গ্রহণ ক'রবার পরিবর্ত্তে শ্রুতির অনুগত শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

• •

পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় বিদ্ধা ভক্তি বা কখন কখন কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির আবাহন করেন। তাঁরা পনর আনা তিন পাই নিজের পেট-পূজা বা কোন-না-কোন অপস্বার্থ-সাধন, আর এক পাই ভক্তি হয় হউক, না হয় না হউক— এই অন্তর্নিহিত ভাবের সহিত ভক্তির ছলনা ক'রে থাকেন। তাঁ'দের ভক্তিতে নিজের ভোগবাদের সহিত স্বার্থাভিসন্ধিমূলক ভক্তির আবেশ।

স্ত্রী-শূদ্র-ব্রহ্মবন্ধু সকলেরই বর্ণশ্রেষ্ঠ-সংস্কার হ'য়ে উঠ্‌তে পারে যদি ভাগবতের নিকট সর্ব্ববেদান্তসার ভাগবত-কথা-শ্রবণ, ভক্তিমান্ হ'য়ে যদি বেদসকল আলোচনা করা যায় বা একায়ন-পদ্ধতি আলোচনা করা যায়, তা' হ'লেই বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়।

দাক্ষিণাত্যের স্মার্ত্তগণ জ্ঞানমিশ্রভক্তির কাচ কাচিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তের স্মার্ত্ত অধিকাংশস্থলেই কর্ম্মপ্রধান-ভক্তির কাচ কাচেন। শ্রীরামানুজ ও মধ্ব জ্ঞানমিশ্রভক্তির বিচারকে নিরাস ক'রবার চেষ্টা ক'রেছিলেন।

•

দক্ষিণভারতে প্রচুর নারায়ণ-পরায়ণ বৈষ্ণবগণ আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। মধ্য-যুগীয় চারিজন আচার্য্যই দক্ষিণভারতে অবতীর্ণ। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে ব'লেছেন,—

"ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥

—(ভাঃ ১১শ স্কন্ধ ৫ম অঃ ৩৮-৪০ শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তিন ভিন্ন দেশে আচার্য্য পাঠিয়ে দি'য়ে জগতের মঙ্গল ক'রেছেন। তাঁ'র অনুসরণ ক'র্‌লে আমাদের মঙ্গল হবে, অনুকরণ ক'র্‌লে সুবিধা হ'বে না।"

শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়া তৃতীয়-দিবসের প্রাতঃকালে প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ সমাপ্ত করেন।

তৃতীয় দিবস

১০ই অক্টোবর (১৯৩৪)

অপরাহ্ণে—হরিকথা

"সপ্তকোটিমহামন্ত্রজপকোটি বাক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণু-ভক্ত শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের সংখ্যা খুব অল্প। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও ব'লেছেন—

"কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।"

সেই দুর্লভ ভগবদ্ভক্তের বিগ্রহবন্ত হ'চ্ছে—শ্রীমদ্ভাগবত। বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত নিজেও একজন ভাগবত। 'বৈষ্ণব' কে, জানা দরকার। পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে যে 'বিষ্ণু'-শব্দের ব্যবহার আছে, সেরূপ কর্মফল-বিধাতা-বিষ্ণু শ্রীমদ্ভাগবত-শিষ্য বৈষ্ণবের "বিষ্ণু" নহেন। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন মূল আকর বস্তুর অধিষ্ঠান স্বীকার করেন না। বিষ্ণুর সঙ্কর্ষণ-কারণত্ব স্বীকার ব্যতীত অন্য দেবতা বা বিষ্ণুর সমান অন্য দেবতা থাকতে পারেন, ইহা বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না; বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতও তা' বলেন না। অন্যান্য দেবতা বিষ্ণু হ'তেই শক্তি লাভ ক'রে দেবতা হ'য়েছেন; তলবকার উপনিষদে বিষ্ণুশক্তি-বৈভবই যে কথা ব'লেছিলেন।

• •

সাংখ্যায়ন-বিচার গ্রহণ ক'রলে সকল সংখ্যাই অবয়-জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কোন মূল বস্তুর সম্মুখে একটি আদর্শ রাখ্‌লে একটি প্রতিফলন এবং একাধিক আদর্শ রাখ্‌লে একাধিক সংখ্যক প্রতিফলন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আদর্শ বা দর্পণের সংখ্যার বহুত্ব, কিন্তু মূল-বস্তুর একত্ব। যদি এক না থাকে, তা' হ'লে একেরই অনুরূপ বহুসংখ্যক প্রতিফলন কিরূপ ক'রে হয়? কিন্তু এখানে বিচার্য্য এই যে, প্রতিফলনটি বস্তু নহে।

• • •

"স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।"

নির্গুণ-স্বরূপে প্রত্যেক জীবাত্মা গোলোকে অবস্থান করে। তা'র আবৃত-ভাবটা প্রতিফলন-সদৃশ। এ'খানে জীবব্রহ্মৈক্যবাদের কথা ব'লছি না।

• • •

শ্রীজ্ঞানতীর্থপাদ ব'লেছেন,— শত-জন্মের পর জীব ব্রহ্ম হ'তে পারেন। জ্ঞানতীর্থের বিচারে ব্রাহ্মণ হওয়া চাই, ব্রাহ্মণ হ'তে হ'তে ব্রহ্ম হওয়া চাই, ব্রহ্ম হ'তে উৎক্রান্ত হলায় বৈষ্ণব হওয়া যায়। শ্রীগৌরসুন্দরের বিচার আরও উন্নত। শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধ জন্ম এক মনুষ্য-জীবনেই লাভ হ'তে পারে। উপনিষদ্ বলেন—

"ন এতদক্ষরমবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।"

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচরন্তি

এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ।

সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচরন্তি।"

সূর্য্যাংশু কিরণ, বৈদ্যে অগ্নিজ্বালাচয়।

স্বাভাবিক জ্ঞানের তিনপ্রকার শক্তি দেয়।

সূর্য্য-দেবতা মূল-বস্তু পরমেশ্বর-স্থানীয়, আর কিরণকণ-সকল—জীবস্থানীয়। একটা Pencil of ray আর একটা Pencil of ray-এর সহিত identical নয়, similar, সূর্য্যের অনন্ত রশ্মি দশদিকে প্রসারিত। মূলে এক ব'লে অভিন্ন বলা গেলেও Particular pencil of ray সূর্য্যের সহিত এক নয়। এক জীবও অপর জীবের সহিত এক নয়।

বেদান্ত বলেন—

"মানাংশ-ব্যপদেশাৎ", "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্ম-কিতবাঃ" ইত্যাদি।

অণুচিৎ-জীব ব্রহ্মের সহিত ভেদবিচার-সম্পন্ন। কোন একটা রশ্মিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়,— তুমি কি? তখন রশ্মি ব'লবে—'আমি সূর্য্য'। তুমি কি সমগ্র সূর্য্য? না, আমি তা' নই, আমি সূর্য্যের বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশে কখনও ছায়া দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সূর্য্য নিত্য প্রকাশমান।

• • •

বিষ্ণুকে যাঁ'রা ভগবত্তার মাত্র বলেন, সেরূপ বিষ্ণুর সঙ্গে বৈষ্ণবের বিষ্ণু'র তফাৎ আছে। মুখে তোতাপাখীর মত যদি গোবিন্দস্তোত্র পাঠ করি, তা'তে গোবিন্দের প্রকৃত আরাধনা হ'বে না, কিংবা ঐশ্বর্য্য-বিচারে গোবিন্দ-স্তোত্র যদি পাঠ করি, তা' হ'লে লক্ষ্মীগোবিন্দের সেবা হ'য়ে যা'বে —রাধাগোবিন্দের সেবা হ'বে না।

• • •

বাংলাদেশের লোক মহাপ্রভুর কথাতে বহির্ম্মুখ সংসারের কার্য্যে লাগাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছেন। মহা-প্রভুকে কেউ কেউ সমাজ-সংস্কারক মনে ক'রছেন! বাংলা-

দেশে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা আলোচনা নাই ব'লে কল্পত্যাগপর মায়াবাদ ও ভোগপর স্মার্ত্তধর্ম্মে লোকে প্রবিষ্ট হ'চ্ছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত কথারও আদর হ'চ্ছে না। ভাগবতের পাঠক ও ভাগবতের শ্রোতা ভাগবত পড়্‌বার ও শুন্‌বার অভিনয় ক'রে বস্তুতঃ ভাগবতের বিদ্বেষই ক'র্‌ছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
এথা তার আর্থ কর চৈতন্য-চরণে॥"

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল জীবপ্রভুর আনুগত্যস্বীকার ব্যতীত ভাগবত-পাঠ হ'তে পারে না। শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে ব'লেছেন,—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্য-বুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

• • •

নরকগমনের জন্য যদি তারো ইচ্ছা থাকে, তা'হ'লে সে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করুক। বর্ত্তমানকালের কদর্থিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ধারণার জন্য হ'তে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী-দিগকে— অন্ততঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য প'ড়ে গে'ছে— নিজের ভজন ছে'ড়ে দিয়েও এ কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌তে হ'বে। কেউ গৌরসুন্দরের নিষ্কপট আনুগত্য ক'র্‌ছেন না, শ্রীরূপের কথা শুনছেন না; কেউ ব'ল্‌ছেন বিওসফিষ্ট্ থাক্‌ব, কেউ ব'ল্‌ছেন—স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক থাক্‌ব, কেউ কেউ ব'ল্‌ছেন—চিজ্জড়-সমন্বয়বাদে থাক্‌ব, তা'হ'লে বারোয়ারীর ইন্দ্রিয়োৎসবে যোগদান করা যা'বে। কেউ ব'ল্‌ছেন,— ঐকান্তিকতা একঘেয়ে ব্যাপার, তা'তে ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম-প্রবৃত্তি স্বৈরিণী বৃত্তি রক্ষা ক'র্‌তে পারে না; কেউ ব'ল্‌ছেন,—ভাগবত-ব্যবসায়ী থাক্‌ব— মন্ত্র-ব্যবসায়ী থাক্‌ব, নির্জ্জন ভজনের নামে প্রচ্ছন্ন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার অট্টকালীয়া লীলা স্মরণ ক'র্‌ব—ইত্যাদি ইত্যাদি। গৃহীবাউল-সম্প্রদায় জগতের যে কি ক্ষতি ক'রেছে, বলা যায় না। কৃষ্ণভক্তি ও গোবিন্দসেবার বিরুদ্ধে যে অভিযান, তা'তে এদের সর্ব্বাত্মিক ক্লেশ হ'য়েছে; এরা ভ্রমে ক'র্‌ছে— মহাপ্রভুর ঐ সকল কথা থামিয়ে দিয়ে যাব-যাব, "তুষ্ণীং চুপ্, তুষ্ণীং চুপ্" নীতি অবলম্বন ক'রে ইন্দ্রিয়তর্পণটাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম ব'লে চালা'ব। যাঁ'রা আচার্য্যের কার্য্যের অভিনয় ক'র্‌ছেন, তাঁ'রাও পঞ্চোপাসকের দলে মিশে গিয়েছেন। তাঁ'রা পঞ্চোপাসকের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত প'ড়েছেন তাই ভাগবতের তাৎপর্য্য জান্‌তে পারছেন না। অন্ধ-বক-পূতনা যেরূপ ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল, গৌড়ীয়-মঠের প্রচারে সেরূপ সব অগৌড়ীয় ধ্বংস হ'য়ে যা'বে।

বৈষ্ণবদিগের প্রিয়বস্তু হ'চ্ছে—ভাগবত, তাঁ'তে ভাগবত-পরমহংসদিগের কথা আছে। ভাগবত-পরমহংসই বৈষ্ণব। যাঁ'রা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী, তাঁ'রাও ভাগবত আলোচনা না ক'র্‌লে অধঃপতিত হ'য়ে যা'বেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণাশ্রমের সমন্ধ বা সগুণ জ্ঞান পর্য্যন্ত আলোচিত হয় নাই, তাঁ'তে অন্বয় নির্গুণ-জ্ঞান ভাগবত-পরমহংস-জ্ঞান পর্য্যন্ত আলোচিত হ'য়েছে। সে জ্ঞান 'নির্ব্বাণসিদ্ধ' বা "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে"র জ্ঞান পর্য্যন্ত নয়—"ত্রয়ীতত্ত্ব" বা "পরিমলে"র জ্ঞান পর্য্যন্ত নয়—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-জ্ঞান-মাত্র নয়;— অপরোক্ষের উত্তরার্দ্ধ, অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত-জ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবতে আলোচিত হ'য়েছে।

• • •

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্"—বিষ্ণুপুরাণে লিখিত এই যে কনিষ্ঠাধিকারগত চেষ্টা, শ্রীমদ্ভাগবত তা'কে অধিক উচ্চে স্থান দেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥"
"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥"

কেবলা ভক্তিরবিচার একমাত্র প্রকৃষ্টভাবে শ্রীগৌর-সুন্দর ব'লেছেন, আর শ্রীমদ্ভাগবতে সেই বিচার আছে।

• • •

কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির দ্বারা নারায়ণের কিছু কিছু কথা আলোচনা হ'তে পারে, কিন্তু কৃষ্ণপাদ-পদ্মের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি অধিক দূর পর্য্যন্ত যা'বে

না 'বর্ণাশ্রমাচারবত্তা' কনিষ্ঠাধিকারগত বৈষ্ণবধর্ম-মাত্রে, মধ্যমাধিকারগত বিশ্বাসও নহে, উত্তম অধিকারের বিচার ত' বহু দূরের কথা।

•

বিষ্ণুই যে মূল আকর-মূর্ত্তি,—তা'ই শ্রীকৃষ্ণপরতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের পরম কারণ নারায়ণের কারণ—বলদেব, বলদেবের কারণ—শ্রীকৃষ্ণ। যাঁরা এসকল কথা আলোচনা করেন নাই, যাঁরা অতি সামান্য দূর পর্য্যন্ত টিকেট কিনেছেন। সঙ্কর্ষণোপাসনা পর্য্যন্ত তাঁদের টিকেট।

"সর্ব্বশাস্ত্রে পরিত্যজ্য" শ্লোকেই গীতা একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত যাবতীয় ধর্ম্ম নিরাস ক'রেছেন। কর্ম্মপথ, জ্ঞানপথ বা যোগপথে শরণাগতি নাই। গীতা শ্রবণে তাঁদের অধিকারই হয় না—যাঁদের কর্ম্মপথে অধিকার। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্ত-ভাগবতের নিকট হ'তে পাঠ না ক'রলে মহাভারত বা গীতা পড়া সম্পূর্ণ হয় না।

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।
পুরাণানাং সাম্যরূপা শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত—উত্তর গ্রন্থ।

•

বিষ্ণুপুরাণ কতটা অধিকার দিয়েছেন, আর ভাগবতই বা কতটা অধিকার দিয়েছেন, তা' বিচার করা আবশ্যক। বিষ্ণুপুরাণ বা রামায়ণমাত্র পাঠ ক'রে শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত ক'রলে হ'বে না,—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'রতে হ'বে। শ্রীমদ্ভাগবতে বৈষ্ণবতার বিচার অতি সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হ'য়েছে। কে কতটা ভগবান্‌কে প্রিয়তমরূপে গ্রহণ ক'রতে পেরেছেন, কে প্রভাব মিশ্র-প্রণয়ের মধ্যে মিশ্র-প্রণয় অপরিস্ফুটভাবে ভজন করেন, কে সম্ভ্রম নিয়ে ভজন করেন,—এ সকল কথা শ্রীমদ্ভাগবতে অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হ'য়েছে। এখানে শঙ্করমতাবলম্বীদিগের সহিত বিচার নয়,—বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈষ্ণবের বিচার।

"যাদাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতার-মকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

শ্রীল গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

"সিদ্ধান্ততস্তদেকত্বেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকর্ষতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রের শিরোমণি, সর্ব্বশাস্ত্রের আরাধ্য শাস্ত্র, যথা প্রভু যাঁকে প্রমাণ-শিরোমণি ব'লেছেন "বিদন্তে তদনন্তরম্" শ্রুতোক্ত এই শ্লোকের লীলাপ্রবেশের বিচার শ্রীমদ্ভাগবতে পরিস্ফুট হ'য়েছে।"

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ 'পাঁচের অল্প সহ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সেবার কথা বলিতেছিলেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের আবেশে ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারমণজী "হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন"—এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন।

ভক্তভাব

জড় জগতে অন্নাদিভাবের আদর্শসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। আর অপ্রাকৃত রাজ্যে নিত্যসিদ্ধ স্থায়িভাব সেবকরূপে প্রকাশিত হয়। সেবকের দিক্ হইতে যে ভাব, তাহা ভক্তভাব। আর সেবক হইতে সেব্যের সেবা-গ্রহণের জন্য যে নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহা ভগবদ্ভাব।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ঔদার্য্যময়ী লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভগবানের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি পঞ্চভাবাত্মক ঔদার্য্যবিগ্রহ গৌররূপে স্বয়ং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিরসে কিরূপে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হয়, তাহা ভক্তস্বরূপের বিভিন্ন ভক্তগণকে জানাইয়াছেন। তাঁহারই প্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্য—এই তিনভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে হইয়া নিজ অনুগত ভক্তবৃন্দের নিত্যসিদ্ধভাবের উজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছেন। অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দাস্য ও সখ্য এই দুই ভাবে নিজ অনুসরণকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীবাসাদি

শুদ্ধভক্ত, শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নিজ নিজ বিশিষ্ট এক একটি রসে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছেন। অতএব ভক্তলীলা অঙ্গীকারকারী স্বয়ংরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চারিটি ভক্তভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। স্বয়ংপ্রকাশ প্রভুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দের দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—তিন ভক্তভাব এবং ভক্তাবতার প্রভুতত্ত্ব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর দাস্য, সখ্য—এই দুইটি ভক্তভাব। ইঁহারা তিনজনেই ভগবদ্বস্তু হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর—মহাপ্রভু বা স্বয়ংরূপ এবং দুইজন প্রভু যথাক্রমে স্বয়ংপ্রকাশ ও আংশ মহাবিষ্ণুর অবতার। পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শক্তিতত্ত্ব ও ভক্ততত্ত্ব শক্তিমজ্জাতীয় বা বিষয়-জাতীয় তত্ত্ব নহেন, তাঁহারা আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরামানন্দ, শ্রীরূপাদি শক্তিতত্ত্বসমূহ মধুররসে কৃষ্ণ সেবা করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি রস, মহাপ্রভু বা প্রভুতত্ত্বের ন্যায় একাধিক রস নাই। শ্রীবাসাদি শুদ্ধ ভক্তের একমাত্র দাস্যরস, তাঁহাদেরও একাধিক রস নহে।

শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিতে ইহা মনে করিতে হইবে না যে, শ্রীবাসাদি বহিরঙ্গ ভক্তমাত্র। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধিকা মধুররসের মূর্ত্তবিগ্রহ। পদ্মাবতী, স্বরূপ, রামানন্দ, শ্রীরূপাদিতে সেই শ্রীরাধিকার অনুরূপ বা অনুগত মধুররস নিত্যসিদ্ধভাবে বর্ত্তমান বলিয়া তাঁহা-দিগকে অন্তরঙ্গভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। আর শ্রীবাসাদির শুদ্ধ দাস্যরস বলিয়া তাঁহারা শুদ্ধভক্তের আদর্শরূপে গণিত হইয়াছেন।

মহাপ্রভু বা নিত্যানন্দপ্রভু বিষয়তত্ত্ব হইলেও তাঁহারা যথাক্রমে চার, তিন ও দুই "ভক্তভাব" দেখাইয়াছেন। ঔদার্য্যময়ী লীলায় ভগবত্তাবে ভক্তগণের নিকট হইতে রসাস্বাদনের লীলা অর্থাৎ মাধুর্য্যময়ী কৃষ্ণলীলার আদর্শ প্রকাশ না করায় মহাপ্রভুকে গৌরনাগরী সাজাইবার ভোগবুদ্ধি নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবন মহাপ্রভুর বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ, রামরূপিনিত্যানন্দরায়াদির রূপপ্রদর্শন-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্যাবতারের ভক্তভাবময়-লীলার কথা জানাইয়াছেন। সুতরাং অবতারী স্বয়ংরূপের রাসাদিলীলা বা গারকীয় রসাস্বাদনলীলা ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলায় প্রকাশিত হয় নাই, তাহা মাধুর্য্য-ময়ী কৃষ্ণলীলারই বৈশিষ্ট্য। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥
• • •
বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য—তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণচৈতন্য-সহায়॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত-অবতার
ভক্ত অবতারিয়া কৈলা ভক্তির প্রচার॥
সখ্য, দাস্য—দুইভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার॥
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন॥
পণ্ডিত-গোসাঞি আদি যাঁর যেই রস।
সেই সেই বলে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ॥
তিন শ্যাম,—সংবীমুখ, গোপবিলাসী।
ইঁহ গৌর,—কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি'।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে "প্রাণনাথ" করি'।

(চৈঃ চঃ আ ১৭শ ২৭৫, ২৯৫-৯৬,২৯৮-৩০৩)

শ্রীগৌরসুন্দর গারকীয় গোপললনাগণের কামোদ্দীপক প্রাকৃতরূপ, বংশীমুখ বা বিলাসিনাগর নহেন। পরন্তু তিনি সেই অপ্রাকৃত কামদেবের মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধিকার স্বাভাবিক গৌররূপ এবং সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতাবর্জ্জিত দ্বিজ ও সন্ন্যাসিরূপধারী। তাঁহার এই নিত্যরূপের ও নিত্য-ভাবের বৈশিষ্ট্য জানে করিবার চেষ্টা হইতেই গৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধিময় অপ্রোত 'গৌরনাগরী'মতবাদ কল্পিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরমেশ্বর বা বিষয়তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে একাধিক ভাবের আদর্শ আছে। কিন্তু শক্তিতত্ত্ব বা আশ্রয়তত্ত্বের একাধিকভাবের যুগপৎ অবস্থান সম্ভব নহে। আশ্রয়-তত্ত্বগণ যাঁহাদের যেই ভাব, সেই ভাবই পূর্ণ ও সর্ব্বোত্তম—এই উপলব্ধিতে সেই ভাবাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবে চারিটি ভক্তভাবের আদর্শ আছে বলিয়া তাঁহার অনুগত ভক্তগণে চারিটি সেবকোচিত নিত্যসিদ্ধ-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, শ্রীবাসাদিতে দাস্য-

ভাব, শ্রীনিত্যানন্দাদিতে সখ্যভাব, পুরীগোস্বামিপ্রভৃতিতে বাৎসল্যভাব, গদাধর-স্বরূপ-রামানন্দাদিতে মধুরভাব। শ্রীনিত্যানন্দে তিনটি ভাব আছে বলিয়া তাঁহার অনুগমণ্ডলীতে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য—এই তিনরসে ভগবৎসেবার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অনুগমণ্ডলীর মধ্যে দাস্য ও সখ্য-রস দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শাখায় প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহাতে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ মধুররসে কৃষ্ণসেবার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্রজের সখা ও বাৎসল্যগোপালের অন্তরঙ্গ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্যামানন্দের শিষ্যসূত্রে সখ্যভাব এবং শ্রীরূপানুগ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর গণে প্রবিষ্ট হওয়ায় মধুরভাব যুগপৎ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সেবা-আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে ঈশ্বরকোটির মধ্যে গণ্য করা হয়। এজন্য তাঁহাতে যুগপৎ একাধিক ভাবের অবস্থান অসম্ভব নহে।

ভগবিদ্বেষরহিত যে শান্তভাব নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণে দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা ভগবদ্দাসাভী অসুরগণ যে প্রহ্লাদাদি অচেতনপ্রায় শান্ত করে, শান্তভাবের ভক্তগণের গতি তদ্রূপ নহে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ লীলার বিরোধী; কিন্তু শান্তভাবাপন্ন ভগবদ্ভক্তগণ লীলার অনুকূল। চিন্মাত্রবাদী মায়াবাদী, বা অচিন্মাত্রবাদী বৌদ্ধের প্রাপ্য অবস্থায় সহিত শান্তভাবের ভক্তগণের অবস্থাকে সমান মনে করিলে বিশেষ অপরাধে পতিত হইতে হইবে এবং তাহা সিদ্ধান্ত ও যুক্তিসঙ্গতও নহে। যমুনার জল, যমুনার বালি, কৃষ্ণের হাতের বেণু, বলদেবের শিঙ্গা প্রভৃতি জড় বা অচিৎ পদার্থ নহে। তাঁহারা চিন্ময় ও কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণসেবার অনুকূল। দাস্যরসে যে মমতা, তাহা শান্তরসে পরিস্ফুট নহে—ইহাই পার্থক্য। কিন্তু মমতা পরিস্ফুট না হইলেও তাঁহারা অবসরকালে অনুকূল কৃষ্ণসেবার আনুকূল্য বিধান করিতেছেন। তাঁহাদের পদবী অত উন্নত বলিয়াই ব্রহ্মা উদ্ধবাদি ব্রজে তৃণগুল্মলতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন।

আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য পথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।
(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণ-পদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণ-রেণুজুষ্ তৃণগুল্মাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্ম লাভ করিব।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার ব্রজবিলাস-স্তবে বলিয়াছেন—

যৎ কিঞ্চিৎ তৃণগুল্মকীটশকুনং গোষ্ঠে মমস্তৎ হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দরহিতং নীলাম্বুজং পশ্যতঃ।
নাট্যৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নির্ব্বর্ণিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সম্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে॥
(ব্রঃ স্তব ১০২)

গোষ্ঠে যাহা কিছু তৃণ-গুল্ম-কীট-পতঙ্গাদি, তৎসমস্তই সর্ব্বানন্দময়, মুকুন্দের প্রিয় ও তাঁহার লীলার বিশেষ অনুকূল। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মা উদ্ধবাদির প্রার্থনাতে উহা পুনঃপুনঃ সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি তৎসমস্ত বস্তুর বন্দনা করি।

গোলোকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চভাব এবং বৈকুণ্ঠে শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্য—এই আড়াই প্রকার রস আছে। সখ্যের দুইটি ভাগ—একটি গৌরব সখ্য, অপরটি বিশ্রম্ভ সখ্য। গৌরব সখ্যে সখা ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ বা নিজ উচ্ছিষ্টাদি প্রদান করিতে পারেন না—গৌরব বুদ্ধিতে সখ্যভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এজন্য সখ্যের উত্তরার্দ্ধ একমাত্র গোলোক বা ব্রজেই দেখা যায়, বৈকুণ্ঠের সখ্যগণে তাহা নাই। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিবার পর কৃষ্ণকে সখা প্রভৃতি বলায় বা তাঁহার দ্বারা সারথ্য করায় অর্জ্জুনের অপরাধ হইয়াছে—বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজের সখাগণের কৃষ্ণের প্রতি সেরূপ গৌরবভাব উচিত হয় না। বৈকুণ্ঠের শান্ত-দাস্য হইতে ব্রজের শান্ত-দাস্যের বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রজের শান্ত-দাস্য অধিকতর চমৎকারিতাময় ও ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন। নারায়ণের বহু ঐশ্বর্য্য আছে দেখিয়া বৈকুণ্ঠের দাসগণ নারায়ণের দাস্যে আকৃষ্ট। কিন্তু গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের

গোধনের সেবা ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্য-বিহীন সেবাকার্য্যে প্রকৃত পক্ষে চিত্রকাদি ব্রজস্থ স্থাবরগণের কৃষ্ণপ্রাপ্তে স্বাভাবিক অনুরাগ। তাহের ঐশ্বর্য্যহীন ব্যক্তিত্বই আকর্ষক—অন্য কিছু নহে।

বৈকুণ্ঠ ও গোলোকে কিম্বা ব্রজের মধ্যেই বিভিন্ন রসের ও ভাবের যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা তত্ত্বদ্রসিক-গণের প্রত্যেকের নিকটই পূর্ণ। কেবল শুনিয়া বিচার করিলে অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট তারতম্যের অনুভব হয়। বৈকুণ্ঠে অপ্রাকৃত দেহের নাভির উর্দ্ধদেশ হইতে উন্নতাঙ্গের দ্বারা নারায়ণের সেবা এবং ব্রজে অপ্রাকৃত দেহের নাভির নিম্নাঙ্গ প্রদেশের দ্বারাও সেবা, অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনন্দতেপাগ্র সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণ-সেবার বৈশিষ্ট্য-বিচার থাকিলেও ইহা মনে করিতে হইবে না যে, বৈকুণ্ঠের সেবকগণ নাভির নিম্নদেশ হইতে পদদেশ পর্য্যন্ত অঙ্গসমূহ নিজের ভোগকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। যেখানে কুণ্ঠ-ধর্ম্ম বিগত হইয়াছে, সেখানে আত্মভোগের কোন কথা নাই। তবে বৈকুণ্ঠের সেবকগণের মর্য্যাদা-বিচারের মধ্যে নিম্নাঙ্গের দ্বারা সেবার আদর্শ প্রকাশিত নহে। যাহারা জড়নামাবদ্ধ কর্ম্মফলবাধ্য জীব, তাহাদের জন্যই বৈকুণ্ঠের সেবকগণ নিম্নাঙ্গের দ্বারা বা সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা আত্ম-ভোগের আদর্শ কুণ্ঠবাক্যে সংরক্ষিত করিয়াছেন। যাহারা স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া গোলোকে স্বরূপের অবস্থান বিধিত নহে, তাহারাই সর্ব্বাঙ্গতে মায়িক জগতের ভোগকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা

আগামী ২২শে মাঘ, ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীভগবান গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-মহা-যজ্ঞপতী, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা-স্থল শ্রীধামমায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী আচার্য্যবর্য্যের দ্বিষষ্টিতম প্রকট বাসরে তদনুগ সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সম্পাদন করিবেন। এতদুপলক্ষে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধামে কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সাধারণ-সভা ও মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অনুগত যাবতীয় মঠেই প্রত্যহ এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্থানান্তরে নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত হইল।

শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ২৬শে পৌষ, ১৩৪২; ১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ শনিবার ৩। ঘটিকার ট্রেণে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধামমায়াপুর যাত্রা করিয়াছেন এবং তদবধি শ্রীধামে শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীগৌরকৃষ্ণ-কথার তারুণ্য, কারুণ্য ও লাবণ্যামৃত-প্রবাহ আনয়ন করিয়া তাহাতে ভাগ্যবন্ত ধামবাসিগণকে নিত্য অবগাহনের সৌভাগ্য প্রদান করিতেছেন। আচার্য্যের অহৈতুকী কৃপাবলান-সমৃদ্ধ সেই সকল ধামবাসীর পদরেণু মস্তকে ধারণের সৌভাগ্য-প্রার্থনা-মূলে আমরা আচার্য্যমুখ-নিঃসৃতা বাণীর সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য 'গৌড়ীয়'পাঠকবর্গের নিমিত্ত ক্রমশঃ গৌড়ীয়ের স্তম্ভে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

১২ই জানুয়ারী—শ্রীল প্রভুপাদ প্রথমতঃ "বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং"—এই শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাব-পাশ্চাত্যিকা-গিরিবরের বন্দনাত্মক শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেন। উহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—'গুরোঃ' পদে একবচন দৃষ্ট হওয়ায় উহাতে দীক্ষাগুরুর কথাই বলা হইয়াছে। 'গুরূন্' পদে বহুবচন থাকায় ইহা দ্বারা শিক্ষাগুরুবর্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। দীক্ষাগুরুর একত্ব, শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। 'গুরূন্' বলিতে পরমগুরু, পরাৎপর গুরু, পরমপরাৎপর গুরু প্রভৃতি গুরুবর্গও লক্ষিত হইতে পারেন। 'বন্দেঽহং' শ্লোকটিতে ছয়রূপে বিলাসকারী সাধারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ও দেবাবত-শ্রেষ্ঠাধি-পরিবেষ্টিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণাম বর্ণিত হইয়াছে। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুবর্গের প্রণামের পর চতুর্যুগের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সমুদয় ভক্তবৈষ্ণবের বন্দনাই ইহাতে আছে। "হইয়াছেন যবেন প্রভুর যত দাস। তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥" শ্রীরূপ গোস্বামী, তদীয় অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী;

'সরূপ রঘুনাথান্বিতং' অর্থাৎ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সহিত শ্রীজীব গোস্বামী; শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু; পরিজন-সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং গণ-সহিত ললিতাবিশাখাযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি। এখানে সরূপ বলিতে 'স্বরূপ' ও 'প্রিয়নর্ম'াদি সখীগণের কথাও বলা হইয়াছে।

উক্ত ব্যাখ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ-ক্রমে পণ্ডিত শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ কাব্য পুরাণতীর্থ ভক্তি-শাস্ত্রীর মূলগায়কত্বে ভক্তবৃন্দ 'যশোমতীনন্দন' এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ কীর্ত্তনটির প্রত্যেক পদের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীনামই যে সাক্ষাৎ ভগবান, নাম-নামী অভিন্ন, নাম-সংকীর্ত্তনই কলিজীবের একমাত্র ভজন, প্রেমোন্মিষেরই নিরন্তর নামকীর্ত্তনে রত থাকা কর্ত্তব্য, দশাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক এবং অন্যাভিলাষ ও চতুর্ব্বর্গবাসনা যাহাকে আক্রমণ করিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া নামকীর্ত্তন আবশ্যক, বুদ্ধিমান ও চতুরমানুষে নামকীর্ত্তন-ভজনার সহিত শুদ্ধনামকীর্ত্তন এক নহে, অকপটভাবে অমল-শ্রীহরিনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-সুধা নিরন্তর পান করাই যে মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্য ইত্যাদি অনেক বিষয় কীর্ত্তন করেন। অতঃপর 'যশোমতী-নন্দন' কীর্ত্তনটি পুনরায় কীর্ত্তন করিতে বলিয়া প্রভুপাদ প্রত্যেকটি পয়ারের পরে "অমল হরিনাম অমিয় বিলাস" এই ধ্রুবকটি কীর্ত্তনের কথা বলিলে ভক্তগণ তদনুরূপ কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত-ভক্তক্রমের অবগতির জন্য ইংরাজীভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তদনের কথা-প্রসঙ্গে "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ" শ্লোকটির মর্ম্মার্থ কীর্ত্তন-মুখে শ্রীল প্রভুপাদ সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির কথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ-ফলে নামভজন-লাভ, নামাভাসে অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে ক্রমশঃ শ্রীনামকীর্ত্তনে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি পর্য্যন্ত সাধনভক্তির উদয় হইয়া থাকে। অতঃপর ক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির উদয় সম্ভব হয়। ভাবভক্তির সংজ্ঞায় শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন—

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১)

প্রেমসূর্য্যের কিরণস্থানীয় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ রুচিদ্বারা চিত্তকে যে তত্ত্ব মসৃণ করে, তাহাকেই 'ভাব' বলে। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষই ভাবের 'স্বরূপ' লক্ষণ এবং রুচির দ্বারা চিত্তকে যে মসৃণ করে,—এইটি ভাবের 'তটস্থ'-লক্ষণ।

'প্রেমভক্তি'র সংজ্ঞায় শ্রীল রূপপাদ বলিয়াছেন—

"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১)

যখন ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতা-দ্বারা পরিচিহ্নিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতসকল 'প্রেম' বলিয়া উক্তি করেন।

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপভাব এবং আর্দ্রতারূপ চেষ্টা উভয়ই প্রেমে লক্ষিত হয়। ভাবই স্থায়িভাব, তাহার প্রথম উদয়কে রতি বলে। উহাকে কৃষ্ণে প্রীতির অঙ্কুরস্বরূপ বলা হয়। রতি গাঢ় হইলেই প্রেম হয়। যথা—

"সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তা'র 'প্রেম'নাম হয়॥
প্রেমবৃদ্ধি-ক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥"

১৩ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ সোমবার—শ্রীল প্রভুপাদ নবধাভক্তির পীঠ-স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ," "শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিৎ" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া সত্যসঙ্কল্প প্রভুপাদ নয়টি দ্বীপে নয় প্রকার ভক্ত্যঙ্গের বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন (গৌড়ীয় ২৫শ সংখ্যায় 'চতুর্দ্দশবর্ষার্জ্জের পুনরাবৃত্তি' প্রবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাগোবিন্দ সর্ব্বত্রই থাকিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দ্বীপ-মুখের নামাবলীর কারণ-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলেন—অন্তর্দ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ একার নিকট কলি-প্রারম্ভে নামপ্রেমপ্রদানার্থ ব্রজরসবিলাসাদি-সহ অবতীর্ণ হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সীমন্তদ্বীপে পার্ব্বতী দেবী গৌরপদধূলি শীর্ষে ধারণ

করিয়াছিলেন। গোদ্রুমদ্বীপে ইন্দ্রদত্ত সুরভীগাভী দ্রুতবেগে শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে সপ্তর্ষি আরাধনা করিয়া মধ্যাহ্নকালে শ্রীগৌরপাদপদ্মের দর্শন লাভ করেন। কোলদ্বীপে শ্রীভোগ অর্থাৎ বরাহ দেবের আরাধনা-হেতু জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরহরিকে শ্রীবরাহদেবরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। কোলদ্বীপে শ্রীবরাহ-বিগ্রহও প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ঋতুদ্বীপে ঋতুমুনি শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করিয়াছিলেন। মোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীরামচন্দ্র জানকীসহ আগমন পূর্ব্বক দ্বীপশোভাদর্শনে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এই দ্বীপের এক বৃহৎ বটবৃক্ষতলে শ্রীরাম জানকী-সহ বিশ্রাম করিয়া কলিতে শ্রীগৌরাবতারে সঙ্কীর্ত্তনানন্দ হইবার ভবিষ্যদ্বাণী করেন। জহ্নুদ্বীপে বৈষ্ণবরাজ ভগীরথ শ্রীগৌরাবির্ভাবস্মরণে প্রণয়ন নৃত্য ও গৌরচরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য-গ্রন্থে এই সকলের সবিস্তার বর্ণন দ্রষ্টব্য।)

১৪ই জানুয়ারী—শ্রীল প্রভুপাদ 'ভক্তিবিজয়'-ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (আদি ৬ষ্ঠ পঃ) "বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্ যস্য প্রপাদাম্বুজোচ্ছিষ্টাৎ তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥"—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের তত্ত্ব ও মহত্ত্বাদি কীর্ত্তন-মুখে সাংখ্যায়ন ও একায়নের বিচার-পার্থক্য, প্রকৃতির কার্য্য, শঙ্করাচার্য্যের বিচারের চমৎকারিতা, কেবলাদ্বৈতবাদীর শঙ্করাচার্য্য-বিচার-বিরুদ্ধে অভিযানের অজ্ঞতাদি কীর্ত্তন করেন।

১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী—১৫ই শ্রীযোগপীঠে ও ১৬ই শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীল প্রভুপাদ 'বন্দে গুরূন্' শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে গুরুতত্ত্বের বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন।

১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী—শ্রীল প্রভুপাদ যোগ-পীঠে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের বিচার বর্ণন করেন।

১৯শে জানুয়ারী—শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমুরারিগুপ্ত-ভবনে মর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

২০শে ও ২১শে জানুয়ারী—শ্রীল প্রভুপাদ যোগ-পীঠে ২০শে জানুয়ারী 'ঈশ ও ঈশতত্ত্ব'-সম্বন্ধে এবং ২১শে ভক্তিগণের বিশেষভাবে দৃশ্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন ও 'অনুকরণ'-'অনুসরণ'-সম্বন্ধে দীর্ঘকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপ্রসঙ্গে অনুকরণিকগণের দুর্গতি ও অনুসরণিকগণের সৌভাগ্যোদয়ের দৃষ্টান্ত পাশাপাশি প্রদর্শন করিয়া শুদ্ধভক্তিরক্ষক প্রভুপাদ শ্রোতৃবৃন্দ-হৃদয়ে নিষ্কিঞ্চন ভজনবিজ্ঞ জনের পদাঙ্কানুসরণ-বাঞ্ছা জাগরূক করেন। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রকাশিত দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ-পত্রের ১০ম বর্ষ, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫ ও ২৭৬ তম সংখ্যা-চতুষ্টয়ে শ্রীল প্রভুপাদ-কথিত শুদ্ধভক্ত ও অনুসরণ-তত্ত্বের বিচার প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সত্বরই গৌড়ীয়পাঠকবর্গের জন্য ঐ সকল সুধন-মন্থন কথার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য গৌড়ীয়ে লিপিবদ্ধ করিবার আশা পোষণ করিতেছি।

২৩শে জানুয়ারী—নবদ্বীপের ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকিশোরকুমার ভট্টাচার্য্য এম্-বি মহোদয় শ্রীনবদ্বীপ-ধামের কথা অবগত হইবার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে সুদীর্ঘ ৩ ঘণ্টারও অধিককাল তৎসম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস রাত্রিতেও শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তিবিজয়-ভবনে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল ভাগবত ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্য বহু ভক্ত-সমীপে ইংরাজীতে 'নন্দ্ব্ বৃন্দুরুত্তমিদং' এই ভাগবতীয় শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

২৪শে জানুয়ারী—সন্ধ্যার পর শ্রীযোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে 'অস্ত্রাগত যতঃ', 'কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং', 'যিয়াং জ্ঞানং যতো ধত্তাং', 'ন তে বিষ্ণো মাথুরাস্তিং হি বিষ্ণুং', 'যৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সর্ব মনোধর্ম্ম', 'বর্ণাশ্রমাচারবতা', 'সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং', 'গ্রাম্যকথা না কহিবে', 'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য', 'গোপনেতে অত্যাচার গোরা যবে চুরি', 'দূরৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ', 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ', 'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ', 'ঈশ্বরে তদধীনেষু', 'অর্চ্চায়ামেব হরয়ে', 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ' 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ', 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং' 'প্রাতঃ শ্রীনবদ্বীপে', 'সঙ্কর্ষণং বিদুরিনামধ যোবিভাক্ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপি অসাধু', 'অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার', 'বন্দেতি স্তুতিকর্ত্তৃপরত্বাকিঞ্চনা', 'বহুভৃত্য-ক্রম-

পরাণে', 'ইহা হৈতে হবে জীবের' প্রভৃতি শ্লোক ও পয়ার-সমূহের ব্যাখ্যা-মুখে প্রভুপাদ সকলকেই আত্মনিবেদন-সহকারে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধামমায়াপুর আশ্রয় পূর্ব্বক স্থনিশ্চল-চিত্তে নিরন্তর ভগবদ্ভজন-দ্বারা শ্রীভগবান গৌরসুন্দরের আনন্দবিধানের জন্য বক্তৃপর হইতে উপদেশ করেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব

গত ১৮ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী শ্রীধাম-মায়াপুরে শুদ্ধভক্তস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদ ঔডুলোমী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে যথাক্রমে পাঠ ও বক্তৃতা করেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠেও ঐ দিবস মধ্যাহ্নে প্রথমে শ্রীগুরুবন্দনা, তৎপর শ্রীপাদ বন মহারাজের 'শুদ্ধভক্ত-চরণরেণু ভজন-অনুকূল' প্রীতি-কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থাবলম্বনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শুদ্ধভজন-রীতির আদর্শ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়। অনন্তর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পরও শ্রীনারদ-প্রবন্ধ-সদনে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা-কালে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রতি ভজনোপদেশ ও ভক্তিরত্নাকর হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ভজনরীতি, শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-তত্ত্ব এবং প্রসঙ্গক্রমে শুদ্ধা ও বিদ্ধা সরস্বতীর বিচার-বৈশিষ্ট্য, শুদ্ধসরস্বতীপতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিগ্বিজয়ীকে কৃপা-বিতরণ-লীলা প্রভৃতি অনেক বিষয় আলোচিত হয়।

শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব-মহোৎসব

গত ১৬ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীঅদ্বৈতভবনে মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব তাঁহার মহিমা-শ্রবণ-মুখে মহা-সমারোহে কীর্ত্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই দিবসও শ্রীপাদ ঔডুলোমী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু যথাক্রমে পাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ধাড়াধিকারী মহোদয় উৎসবের ব্যয়ভার বহন করেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব

আগামী ২২শে মাঘ, ৪ই ফেব্রুয়ারী বুধবার ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব সম্পাদিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীধামে দিবস-চতুষ্টয় কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সমাপ্তি

অদ্য (১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার) ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব-সমাপ্তি-দিবসে মহাসমারোহে সাধারণ মহোৎসব সম্পাদিত হইবার কথা আছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সম্মান করিতেছেন। মঠ-মন্দির সংকীর্ত্তন-মুখরিত। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার অতি অপূর্ব্ব। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের পাঠ, বক্তৃতা ও উৎসবাদির সুব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

'পরমার্থী' পত্রের নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্র

গঞ্জামের অন্তর্গত বরহমপুরের 'অমৃতবিন্দু' ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারী কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা মহোদয় কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত 'পরমার্থী' পত্রের মুদ্রণকার্য্যের জন্য একটী প্রিন্টিং প্রেস্ (মুদ্রাযন্ত্র) প্রদান করিয়াছেন। উৎকলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর বহুল প্রচার-নিমিত্ত কবিরাজ মহাশয়ের এই প্রকার "স্বার্থগতি"-বিষয়ক জ্ঞান অতীব প্রশংসার্হ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের নগর-সংকীর্ত্তন

গত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ মঙ্গলবার পরলোকগত মহামান্য ভারতসম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয়ের ইংলণ্ডে ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া-কালে তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্য-কল্যাণ-বিধান-কল্পে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বেলা-প্রায় ২॥ ঘটিকায় এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। সংকীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দ বাগবাজার, শ্যামবাজার, কর্ণওয়ালিশ ও কলেজষ্ট্রীট হইয়া কলুটোলাষ্ট্রীট দিয়া সেণ্ট্রালএভিনিউএ পড়েন এবং তথা হইতে বরাবর অক্টারলোনি মনুমেণ্ট পর্য্যন্ত গিয়া তথায় অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীব্যাস-পূজার নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা

"দাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্ত বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।"

ঋবিকুল-প্রণম্যপাদাব্জ-পরবিদ্যাবিতেষু—

আগামী ২৯শে মাঘ, ১২ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার হইতে ৩রা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা-স্থল শ্রীধাম-মায়াপুর—শ্রীব্যাস-অঙ্গনে আচার্য্য-প্রকট-দিবসে, শ্রীব্যাস-পূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, শ্রীহরিজন-মহিমা-কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি—

১৮ই মাঘ, ১৩৪২ / ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ — শ্রীশ্রীকৃপানুগষষ্ঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার তিথি-পূজা এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সাধারণ-সভা ও মহামহোৎসব হইবে।

আচার্য্য-আরতির সময় প্রবন্ধাদর ও প্রণামী প্রভৃতি শ্রীবৃন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা বা শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধামমায়াপুর
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপুরিকা বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাঙ্গের ন্যূনাধিক সাধনফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম-এ) এবং শ্রীবৃন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মচিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত ভবন)—১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলীয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ১৬ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, বেপাড়া)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাজীর কোল ও চর তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের বহ)—১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহাটী বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির)—২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার (গোবিন্দ-দ্বাদশী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস)

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাহ্নগর)—২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর)—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইস্রাকপুর গঞ্জের ডাঙ্গা)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ, শনিবার।

২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ, রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
১৭ কেশব, ৪৪১ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও মহামহোৎসবাদি হইবে। ২৬শে ফাল্গুন, ১ই মার্চ্চ, সোমবার অপরাহ্ণ ৩।০ টার সময় শ্রীধর্ম্মপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সমক্ষে পরমানন্দিত হইবেন। **আগামী ১২শে মাঘ ৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ১৩ই ফাল্গুন, শুক্রবার হইতে ২৩শে ফাল্গুন, শনিবার পর্য্যন্ত নয়টি দীপে পরিক্রমা হইবে।**

সজ্জনকিঙ্কর—

শ্রীহরিনীমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক,
ভাগবতী সমিতি

শ্রীসরসিন্দুনারায়ণ রায়, বেদান্তভূষণ
এম্-এ, বি.এল্,
সাধারণসমিতি-সম্পাদক।

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস গোস্বামী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীধামমায়াপুর শ্রীমন্দির, পোঃ অঃ মায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

গত ১৩ই মাঘ, ১৩৪৯; ২৭শে জানুয়ারী, সোমবার মধ্যাহ্নে চাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত আউটসাহি গ্রামনিবাসী শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় (শ্রীপাদ দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী) মহোদয় তাঁহার পরলোকগতা পরম পুণ্যবতী জননী শ্রীযুক্তা কালীগঙ্গা দেবীর শ্রাদ্ধ সাত্বত-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী-জীর পৌরোহিত্যে শ্রীভগবৎপ্রসাদান্ন-দ্বারা যথা-বিধানে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধান্ন এতদুপলক্ষে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব অনেকেই শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃ-দেবী গত ৩রা মাঘ, রাত্রি ১১টায় তাঁহার অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ স্বামীর বর্ত্তমানে দেহ ত্যাগ করেন।

মহাপ্রসাদ-দ্বারাই আত্মবন্ধুর প্রকৃত তৃপ্তি ও নিত্য কল্যাণ সংসাধিত হয়। আত্মীয় জনকে ভগবদ্বস্তু দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শনই শুদ্ধ শ্রাদ্ধ। তদ্ব্যতীত যে সকল অনুষ্ঠান, তাহা কেবল প্রাকৃত কর্ম্মাড়ম্বর-মাত্র, তাহাতে বিদ্যা বা ব্রাহ্মণী শ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়—"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽদ্যি প্রাগল্ল ভগবতেঽর্পণেৎ। তদ্ভোজয়েদ্বৈষ্ণবাংশ্চ কুর্য্যাত্ত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥" এবং "তস্মাৎ ভোজ্যং যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাদ্রব্যোদ্ভবম্। ন দেয়ং পিতৃ-দেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তো ভবেৎ॥" ইত্যাদি সাত্বত-স্মৃতি-বচন সদ্গুরু-মুখে শ্রবণ করিয়া, সাধারণ সামাজিক বা লৌকিক কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত আচারের বশবর্ত্তী না হইয়া, প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধানের কোনপ্রকার অপেক্ষা না রাখিয়া ভক্তিসদাচার-সংরক্ষণে যে চিত্ত-বল প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা বিশেষ শ্লাঘনীয় ও সমাজের আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছে। যে কুলে একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার ঊর্দ্ধ এবং অবস্তন অনেক পুরুষের নিত্য কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে সকলেই তাঁহার ভক্তিপ্রভাবে কৃতকৃতার্থ হন।

গত ২৮শে জানুয়ারী মঙ্গলবার মধুমতীর অন্তর্গত চিলিমা-গ্রাম-নিবাসী শাসন-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত শ্রীগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত পরলোকগত ভক্ত শ্রীযুক্ত সুদর্শন মিশ্র মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তাঁহারই গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাসুদেব উপাধ্যায় মহাশয়-কর্ত্তৃক একাদশাহে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভগবৎ-প্রসাদান্ন-দ্বারা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ইন্দুপতি ব্রহ্মচারীজীর পৌরোহিত্যে যথাশাস্ত্র সম্পাদিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে চতুর্ব্বিধরস-সমন্বিত ভগবৎপ্রসা-বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৫শে মাঘ, ১৩৪২, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ | ২৭শ সংখ্যা

তত্ত্বন

সামবেদীয় জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের ৯ম অধ্যায়কে তলবকার ব্রাহ্মণোপনিষৎ বলিয়া কথিত হয়।

এই তলবকার উপনিষদের প্রথম শব্দ কেন-উপনিষদের সংজ্ঞা-বিশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই এই উপনিষৎটি কেনোপনিষৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেন-শব্দে—'কাহার দ্বারা', সুতরাং প্রশ্নোত্তরমুখে প্রতিপাদ্য বিষয়টি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, জানা যায়।

এই উপনিষদে 'তত্ত্বন' শব্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বন-শব্দে 'অরণ্য', 'নীর' ও 'আশ্রয়' বুঝায়। 'বননীয়' শব্দ 'ভজনীয়' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বন-শব্দে ভজন মুখ্যভাবে ক্বত হয়। 'তত্ত্বন' শব্দের ন্যায় ছান্দোগ্যোপনিষদে তৃতীয় অধ্যায় চতুর্দ্দশ খণ্ডের ১ম মন্ত্রে তজ্জল-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"। তলবকার-উপনিষদের চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রে "যদ্ এতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ ও ইতি ইতি ন্যমীমিষদ্ আ ও"। 'আ' প্লুত স্বরে ব্যবহৃত হওয়ায় শব্দগতির পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে এবং তাহার অর্থ-চমৎকারিতা উৎপন্ন করে।

এতৎপ্রসঙ্গে রস-সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট কথা আলোচ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট

হইতে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের রস-সংজ্ঞা-নিরূপণে "বপ্যচমৎকার-ভারভূঃ" বলিয়াছেন। "তদ্বন" শব্দের 'তৎ'-শব্দটি তন্ ধাতুর বিস্তারার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ-ভেদে তন্ শব্দের উপকারার্থে, শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে, আঘাতের উদ্দেশে, শব্দপরিণতিতে এবং উপসর্গ-যোগে দীর্ঘতাকে লক্ষ্য করে। "আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাৎ আত্মা হি পরমো হরিঃ" প্রভৃতি প্রামাণিক ব্যাখ্যারও তৎ-শব্দের সর্ব্বব্যাপকতা ও আ এই উপসর্গীয় ক্রিয়া-বিশেষণে পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে।

"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" মন্ত্র "এক-দেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা" শ্লোকের সহিত একযোগে পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, তদ্বন-বস্তু হইতে যে আলোক নিঃসৃত হয়, তাহা "ব্যাপ্নোতি আ" মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্যই শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী বস্তুনির্দ্দেশকালে "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" শ্লোকটি ভাগবতের চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়াই লিখিয়াছেন। শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ হওয়ায় ও বারাণসীতে বহু দিবস বেদান্ত অধ্যয়ন করায় এই নিগূঢ় রহস্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও এতদনুরূপ "যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞা" প্রমুখ একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তদ্বন-শব্দে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে।

পুরুষোত্তম বিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদক-শায়ী সমষ্টি-বিষ্ণু বা প্রদ্যুম্ন হইতে পৃথক্ লীলা-পরিচয়ে শব্দব্রহ্মের দ্বারা পরিচিত হন অর্থাৎ পুরুষোত্তম বস্তুই ভজনীয় বস্তু। "তদ্বনমিত্যুপাসিত-ব্যম্" এই কামদেবের উপাসনা করিলেই জীবের ইতর বাসনা হইতে অবসর লাভ হয়। তখনই তাঁহার দৃশ্য বিশ্বের বদ্ধানুভূতি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার যোগ্যতা-লাভ ঘটে। পুরুষোত্তমের সেবাই বিশ্বদর্শন হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র সোপান। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"আত্মন্ত মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং স্বগুসংস্থিতম্ তৃতীয়ং সর্ব্ব-ভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।" জীব-দৃষ্ট সর্ব্ব-নামে যে তৎ-শব্দের প্রয়োগ থাকে, তাহাতে পুরুষোত্তমের সাদ অভিব্যক্ত হয়, উহা বদ্ধজীবেরই চমৎকারিতা উৎপন্ন করায় এবং রস-চমৎকার-ভূমির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন করিয়া সম্বোজ্জ্বল-হৃদয়কে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যবাদে উপনীত করায়।

সঙ্কর্ষণ প্রভু বিভূতিক্রমে তদ্রূপ-বৈভবার্ণব হইয়া স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্বের স্বরূপ প্রদর্শন করেন। তদ্রূপ-বৈভবশব্দ অপর ভাষায় বৃন্দাবন বা গোলোক-শব্দে অভিহিত হয়। বৃন্দাবনীয় দ্বাদশ বন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই দ্বাদশ রসের পূর্ণবিকাশ-বৈভবাধার মাধুর বনসমূহে নিত্য-কাল প্রকাশিত। চিজ্জগতের আস্বাদনীয় দ্বাদশ বন বদ্ধজীবভূমিকার আংশিক দর্শনে পরিদৃষ্ট হয় মাত্র। বদ্ধভাব অপসারিত হইলে আমাদের প্রাপঞ্চিক বিচারগত জড়াশ্রিত জ্ঞান অপসৃত হইয়া বিজ্ঞানে পরিণত হয়। তখনই তদঙ্গ ও রহস্যের বিজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া অধয়জ্ঞান স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনায় আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন—এই ত্রিবিধ বিচিত্রতা কেবল-চেতন-ধর্ম্মে প্রস্ফুটিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভাবনাবস্তুর অতীত লীলাস্বাদন-মুখে অভিব্যক্ত হয়।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ সংখ্যার পর]

গোবিন্দকুণ্ড—আন্যোয়ার বা অন্নকূট-গ্রামের দক্ষিণে গোবর্দ্ধনের সন্নিকটে গোবিন্দকুণ্ড-নামক একটি দীর্ঘিকা অবস্থিত। কিংবদন্তী,— রাণী পদ্মাবতী এই পুষ্করিণী বাঁধাইয়া দিয়াছেন বা সংস্কার করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী প্রভুর ব্রজবিলাসস্তবে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে,—

নীতৈঃ প্রৌঢ়তরাং স্বয়ং সুরপতিঃ পাণৌ বিধৃতোহ যৈঃ
স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুদৃশিব্যাভিষেকোৎসবম্।
গোবিন্দস্য নবং পরাময়িতা রাজ্যে মুদং কৌতুকা-
দ্বৈবৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥

(ব্রজবিলাসস্তব ৭৪ সংখ্যা)

'শ্রীকৃষ্ণের নিকট আমার পরম জনীয় অকিঞ্চিৎকর'— এই বিচার করিয়া পণ্ডিত ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সমধারণপূর্ব্বক সুদৃঢ়িগোচারণ। স্বর্গঙ্গার জলে গোবিন্দকে গোপালকল্প রাজ্যে অতি কৌতুকভরে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। সেই অভিষেক-জলে প্রাদুর্ভূত গোবিন্দকুণ্ড আমার দৃষ্টিগোচর হউন।

বিভিন্ন পুরাণশাস্ত্রে এই গোবিন্দকুণ্ডের মহিমা দৃষ্ট হয়,—

বজ্রাভিষিক্তো ভগবান্ মমোনা ঘতবৈরিণা।
গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্ ॥

(মথুরাখণ্ড)

গোবিন্দকুণ্ড-নামক পুষ্করিণীটি বেশ বড়, তবে বহুকাল যাবৎ পঙ্কোদ্ধার না হওয়ায় জল অপরিষ্কার। গোবিন্দ-কুণ্ডের পূর্ব্বতীরে গোবিন্দদেবের মন্দির—যে গোবিন্দকে ইন্দ্র সুরভিধারা অভিষেক করাইয়াছিলেন, শ্বেতপ্রস্তরময়ী শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীমূর্ত্তি আছেন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিও শ্বেত-প্রস্তরময়ী দৃষ্ট হইল। মন্দিরটি খুব প্রাচীন। সম্প্রতি বলভদাস-নামক এক মনোড়িয়া ব্রাহ্মণ এই মন্দিরের অর্চ্চনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। গোবিন্দকুণ্ডের দক্ষিণতীরে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিশ্রামস্থান। কেলিকদম্ব ও অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নে একটি কুটীর আছে, এই স্থানে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া এখানেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী গোপালশিশুরূপে শ্রীপুরীপাদকে দুগ্ধ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন,—স্থানীয়ব্যক্তিগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। গোবিন্দকুণ্ডের পশ্চিমে গিরিরাজ ও উত্তরে আন্যোয়ার গ্রাম। গোবিন্দকুণ্ড বাঁধান ছিল, কিন্তু চারিদিকের ঘাটগুলি অধিকাংশই নষ্ট ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দকুণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভু আগমন করিয়া স্নান করিয়াছিলেন,— এ কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১৮।৩৫ সংখ্যায় লিখিত আছে।

যে-স্থান হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ জল কাটিয়া গোপালকে বাহির করিয়াছিলেন, সেই স্থানে জগমোহনের আকারে নির্ম্মিত পাথরের একটি বারান্দা আছে। ঐ পাথরের মন্দির বা বারান্দাযুক্ত স্থানের সম্মুখে প্রাঙ্গণ ও তৎসম্মুখে একটি দ্বার আছে। দ্বারের প্রস্তরফলকে হিন্দিঅক্ষরে এইরূপ লিখিত রহিয়াছে, সব অক্ষরগুলি স্পষ্ট বুঝা যায় না,—

শ্রীনাথজীকো আগমঃ (?)
সম্বৎ ১৪৩৫ বৈশাখ বদি ১১
ধনিষ্ঠা নক্ষত্রযে জন্ম

১৪৩৫ সম্বতের ১১ই বৈশাখ শ্রীগোপাল-বিগ্রহ বা শ্রীনাথজী মাধবেন্দ্রপুরী কর্ত্তৃক জল হইতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন,— ইহাই ইহার তাৎপর্য্য বলিয়া স্থানীয় অধিবাসী জানাইলেন। এই স্থানের আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছিল। উক্ত বারান্দার অন্য একটি প্রস্তরফলকে হিন্দিতে আরও কএকটি কথা লেখা আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই— "পুরুষোত্তমজী মহারাজের (বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের) আজ্ঞায় বৈষ্ণব গোবিন্দদাস পয়সোদা ইহা প্রস্তুত করাইয়াছেন। সম্বৎ ১৭২১।" যে-স্থানে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ গোপালজীকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিরিরাজের (গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের) অংশ আছে। গোপালাবিষ্কারের স্থান পরিক্রমাকারী যাত্রি-গণের সকলে দর্শন করেন নাই, পরে সংবাদ পাইয়া কেহ কেহ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

গোবিন্দকুণ্ডে শ্রীযুক্ত মনোহরদাসজীর একটি আশ্রম

আছে। তথায় তিনি তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ের সহিত বাস করেন। নীচে একটি ঠাকুর-সেবা আছে, সেখানে শ্রীগৌর-নিতাই ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ আছেন। উপরের তালায় একটি কুটীরে তিনি অবস্থান করেন। অধ্যাপক আচার্য শ্রীপাদ হরবর দাস ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের সহিত গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও আরও কএকজন ব্যক্তি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া শ্রীযুক্ত মনোহরদাসজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি তখন তাঁহার ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন। দর্শকগণ সঙ্কীর্ণ সিঁড়িতে তাঁহার কুটীরের দ্বারে উপবেশন করিলে গৌড়ীয়-সম্পাদককে দেখিবামাত্রই শ্রীযুক্ত মনোহর-দাসজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

শ্রীযুক্ত বাবাজী—তুমি কি অনন্তবাসুদেব?

গৌঃ সঃ — আজ্ঞে না, শ্রীমৎ বাসুদেব প্রভু আমার গুরুভ্রাতা। আমি গৌড়ীয়মঠের সংবাদপত্র 'গৌড়ীয়ে'র একজন নগণ্য সেবকাভাস। কিন্তু হরিকথা বলুন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী — তোমার গুরুদেবই ত' সকল জানেন। তিনি এসকল বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত।

গৌঃ সঃ — সাধুজনের নিকট সৎকথাই জিজ্ঞাস্য।

শ্রীযুক্ত বাবাজী তুমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে?

গৌঃ সঃ —বিক্ষিপ্তচিত্তে কিরূপে ধ্যান হইবে? আজ্ঞা প্রাকৃত মন কাম-ক্রোধাসক্ত মনে কি কৃষ্ণলীলা স্মরণ হয়?—কৃষ্ণধ্যান হয়? লীলাস্মরণের অধিকার কি?

শ্রীযুক্ত বাবাজী— প্রাকৃতমনে লীলা স্মরণ করিতে করিতেই ক্রমশঃ অপ্রাকৃত লীলার উদয় হইবে। কাহারও কৃষ্ণলীলাস্মরণে ইচ্ছা হইলেই সে স্মরণের অধিকারী জানিতে হইবে।

গৌঃ সঃ — কৃষ্ণলীলা ভোগ করিবার ইচ্ছাকে কি লীলাস্মরণের অধিকার বলা যাইবে?

শ্রীযুক্ত বাবাজী—কৃষ্ণলীলা আবার কিরূপে ভোগ হয়?

গৌঃ সঃ — প্রাকৃত যাত্রা, থিয়েটারে যে কৃষ্ণলীলার অভিনয় দেখা যায় এবং শ্রোতৃবৃন্দের তাহাতে যে অনুরাগ দৃষ্ট হয়, অথবা বিদগ্ধী, মাধবাবলী এবং প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় কাব্যরস বা নায়ক-নায়িকার প্রাকৃত-প্রেম উপ-ভোগ করিবার পিপাসায় যে কৃষ্ণলীলার গানাদি শ্রবণ বা আলোচনা করেন, তাহাকেই কৃষ্ণলীলা-ভোগ বলিয়া সাধু-মহাজনের মুখে শুনিয়াছি।

শ্রীযুক্ত বাবাজী—কৃষ্ণলীলা-স্মরণে এত বিচারের আবশ্যকতা নাই। সরল অনুরাগই অধিকারের লক্ষণ।

গৌঃ সঃ —শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ত' অনেক বিচার করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম" শ্লোক আলোচনা করিলে জানা যায়,—ভাবনাবর্ত্ম বা মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে রসের উদয় হয় না। আমার ন্যায় কাম-ক্রোধাসক্ত-জীব প্রাকৃত মনে কিরূপে অপ্রাকৃত লীলারস আস্বাদন করিতে পারে?

শ্রীযুক্ত বাবাজী—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

গৌঃ সঃ —এখানে 'শ্রদ্ধান্বিত', 'ধীরঃ' 'অনুশৃণুয়াৎ' ও 'বর্ণয়েৎ' প্রভৃতি কএকটি কথা আছে।

শ্রীযুক্ত বাবাজী—লীলাস্মরণের ইচ্ছাই শ্রদ্ধা।

গৌঃ সঃ —শ্রীরঘুনাথপ্রভু অপ্রাকৃত সুদৃঢ় বিশ্বাসকে 'শ্রদ্ধা' বলিয়াছেন। লৌকিকী শ্রদ্ধা সুদৃঢ় বিশ্বাস নহে,—ইহাই শাস্ত্র বলেন। শ্রীগুরুমুখে প্রাকৃত-ব্যবধান-রহিত হইয়া অনু অর্থাৎ নিরন্তর শ্রবণ এবং অনন্তর কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ হয়,—ইহাই শ্রীরূপ ও রূপানুগগণ বলিয়া-ছেন বলিয়া শুনিয়াছি। আজ্ঞা, নাম ও লীলার বৈশিষ্ট্য কি?

শ্রীযুক্ত বাবাজী—নাম বহিঃপ্রবণা ভক্তি, লীলা অন্তঃ-প্রবণা ভক্তি।

গৌঃ সঃ —মহাপ্রভু ত' তাঁহার শিক্ষাষ্টকে নাম-ভজনেরই সর্ব্বোৎকর্ষ গাহিয়াছেন। আজ্ঞা, নির্জ্জন-সঙ্গ ভাল,—না, সৎসঙ্গ ভাল?

শ্রীযুক্ত বাবাজী—সৎসঙ্গ করিয়া পরিপক্ক হইলে নির্জ্জন-সঙ্গ দরকার।

গৌঃ সঃ — সৎসঙ্গ যদি হরিশ্রবণ-কীর্ত্তনময় হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে নির্জ্জন-সঙ্গ করিবার কি দরকার?

শ্রীযুক্ত বাবাজী—কচিভেদে প্রয়োজন হইতে পারে?

এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, কিন্তু অধিক বেলা হইয়া যাওয়ায় গৌড়ীয়-সম্পাদক প্রভৃতি কএকজন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া নীচে আসিলেন। শ্রীযুক্ত মনোহরদাসজী শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর নাম পূর্ব্ব হইতেই কিরূপে জানেন, তাহার সন্ধান নীচে গিয়াই পাওয়া গেল। উক্ত বাবাজী মহাশয়ের জনৈক শিষ্যের সহিত বাসুদেব প্রভুর পূর্ব্ব পরিচয় ছিল, তিনি বোধ হয় তাঁহার গুরুদেবকে বাসুদেব প্রভুর কথা জানাইয়াছেন। উক্ত শিষ্য অযাচিত ভাবেই তাঁহার গুরুদেবের ইতিহাস 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক প্রভৃতির নিকট বর্ণন করিয়া বলিলেন,—"গোবিন্দকুণ্ড কিছুকাল পূর্ব্বে বল্লভ-সম্প্রদায়ের ছাতা ছিল। তাঁহারা গৌড়ীয়গণকে 'আনদাসী' বলিয়া উপহাস করিতেন। শ্রীযুক্ত মনোহরদাসজী এখানে আসিয়া ছোট ছোট ছেলে-দিগকে ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, তৎপরে ভাগবত পড়াইলেন এবং তাঁহাদিগকে ভাগবতব্যাখ্যা ও ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সদ্ভাবে জীবনযাপন করিবার আদেশ দিলেন। বল্লভসম্প্রদায়ের গোস্বামী শ্রীযুক্ত ব্রহ্মোড়লালের পুরোহিত রামস্বরূপ মিশ্র শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাশয়ের (মনোহর দাস) নিকট দীক্ষা লইলেন, তাহাতে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অসন্তুষ্ট হইলেন। রামস্বরূপ গৌড়ীয়ের মালা-তিলক করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাম-স্বরূপের জীবিকার্জ্জনের পথ পৌরোহিত্য-বৃত্তি বন্ধ হয় দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাশয় বলিলেন,— তুমি বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গেই মিশিয়া থাক।

এক সময় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের সভায় পাঠ করিতে গিয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যকে ভ্রান্ত সম্প্রদায় পরিত্যক্ত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য বলায় অনেকেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই এবং শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাসও নানাভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত মনোহরদাসজীর উক্ত শিষ্য আরও জানাইলেন যে, তাঁহার গুরুদেবের জন্মস্থান নদীয়া জেলায়, তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর, তিনি ৪০ বৎসর যাবৎ এখানে আছেন।

পরিক্রমার যে-সকল ভক্ত গোবিন্দকুণ্ড দর্শনে গিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে পুছ্‌রী দর্শনে গমন করিলেন। পুছ্‌রী গোবিন্দকুণ্ডের প্রায় দেড়মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গোবর্দ্ধনগিরির দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। পুছ্‌রীতে গিরিরাজ সমাপ্ত হইয়াছেন। এখানে নওল-কুণ্ড ও অপ্সরাকুণ্ডনামে দুইটি কুণ্ড বিরাজিত। নওল-কুণ্ডের দক্ষিণতীরে নওলবিহারীর মন্দির মন্দিরটি খুব প্রাচীন। রামানন্দ-সম্প্রদায়ের তুলসীদাস-নামক এক মহন্ত সাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা শ্রীবিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন মন্দিরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের-মূর্ত্তি বিরাজিত। নওল-কুণ্ডের জল সবুজবর্ণ, ঘাটের চারিদিক সুন্দর বাঁধান। নওলকুণ্ডের সংলগ্ন পশ্চিমে অপ্সরাকুণ্ড। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অপ্সরার সঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম ঐরূপ হইয়াছে। অপ্সরাকুণ্ডের চতুর্দ্দিক বাঁধান, জল সবুজবর্ণের হইলেও অনেকটা স্বচ্ছ। অপ্সরাকুণ্ডের পশ্চিম তীরে অপ্সরাবিহারীর প্রাচীন মন্দির। মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি বিরাজিত। এখানে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের জনৈক পূজারী অর্চ্চন করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম বলিলেন না। অপ্সরাবিহারীর মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণে দাউজীর (?) মন্দির।

"শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজা"র গৌড়ীয়-ভাষ্য

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিজ্ঞান-বিগ্রহ 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তির অন্তর্গত জীব-শক্তিতে চেতন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-বিলাসেই অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্রনন্দন অবস্থিত। মূর্ত্ত বেদ ভগবান্ শব্দব্রহ্মরূপে অক্ষরাত্মক হইয়া অভিধেয় বেদশাস্ত্ররূপে প্রকটিত। সদ্বস্তুভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক বেদশাস্ত্র যে কালে নির্ব্বিশেষ বিচারে শুষ্ক হইয়া পড়ে, সেইকালে অধোক্ষজ সবিশেষ ধর্ম্ম পরিহার করেন। অদ্বয়বিশেষকেই যাঁহারা প্রাধান্যে স্থাপিত করেন, তাঁহাদের জড়তা-সিদ্ধিরূপ নির্ব্বিশিষ্ট বিচার তাঁহাদের অস্তিত্ব বিনাশ করে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আধ্যক্ষিকগণের জন্য ঋক্, সাম ও যজুঃ

জীবকে তৎকার্য্যে আবদ্ধ করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য-লাভ-বিষয়ে বিবর্ত্ত আনয়ন করে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে গুরু, লঘু প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব না থাকায় তাঁহারা শ্রীবেদব্যাসকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে ভ্রমপ্রমত্ত তাঁহাদিগের অজ্ঞান-তর্ষের মূল প্রচারক বলিয়া মনে করেন। শ্রীব্যাসের তাৎপর্য্যজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া যে-সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রকৃতিবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সেবারহিত হন এবং আপনাদিগকে 'স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত ব্রহ্ম' বলিয়া মনন করেন, তাঁহাদের রচিত মহাবৈষ্ণব সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রকৃত গুরুপাদে অবস্থিত শ্রীভগবদ্ভক্তীর্থ শ্রীব্যাসাবতারগণের সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই মন্ত্র-পারম্পর্য্যে শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতি তীর্থের কথা অথবা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের কথা আমরা সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। যদিও পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিগণের মধ্যে গুরু-পূজা বা ব্যাস-পূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ ব্যাসপূজনে অহমিকার বিচারই প্রবল। গুরুভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাঁহাদিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা-দিবসে ব্যাসপূজাবিধানের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন,—যে মুহূর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই অকৃতোভয়ে বিরাম লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই। অকৃতোভয় নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যাস-পূজা' কহে। শ্রীব্যাস-পূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা মন্ত্রের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব্বগুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা-তিথিই —যতিধর্ম্ম গ্রহণের প্রশস্তকাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতেই গুর্ব্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাস-পূজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপক্ষীয় তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীব্যাস-পূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাস-পূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত দাস্তারসাশ্রয় বিজ্ঞগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরু-পূজার সাধক দিবস। শ্রীব্যাস-পূজার নামান্তর 'শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদার্পণ' বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট যে শ্রীভগবৎ-সেবন, তাহাই উক্তি হয়। ভক্তগণই আমাদের গুরুানুধ্যায়ী নিয়ামক, পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগবরে আদিগুরুকে অর্ঘ্যপ্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥" পরম-কৃপা-পরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা— যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য— নিত্যসেবাবৈমুখ্যরূপ ব্যাধিমোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাস-পূজার উপাদানধর্ম্ম।

জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরিব্রাজকের আশ্রিত এবং শ্রীমন্ত্র-সম্প্রদায়ের অনুগত লীলাভিনয়কারী লক্ষ্মীপতি যতির ব্রহ্মচারী ছিলেন। তজ্জন্য প্রত্যেক পূর্ণিমায় গৌর-বিধানানন্তর যতিকৃত্য-বিচারে ব্যাসপূজার দিন আগত হইয়াছে জানিতে পারিলেন। শ্রীমন্নিত্যপ্রভু পূর্ণিমা আগত দেখিয়া, নিত্যানন্দ প্রভু কোথায় ব্যাস-পূজা করিবেন, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীরই পূর্ণিমা-মুখে যতি-কৃত্যের অন্তর্গত ব্যাস-পূজা। 'শ্রীব্যাসপূজা' শব্দে গুরুবর্গের তর্পণ ও শ্রাদ্ধ উক্তি হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর সেইকালে সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা আবিষ্কার করেন নাই। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থপাদ যতিবরের সেবক-লীলাভিনয়-সূত্রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান-লীলায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মচারী নামে আমরা 'শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। পূর্ব্বকাল হইতেই 'তীর্থ' ও 'আশ্রম'— এই যতিদ্বয়ের ব্রহ্মচারিগণ 'স্বরূপ'-সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বিবিধ যতি-সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে ব্যাসপূজার পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুসারেই শ্রীব্যাস-সূত্রে ব্যাস-পূজা করিবেন, স্থির হইয়াছিল।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীবাস-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বাহিরের দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীবাসের গৃহে তখন প্রভুর অনুগত জনগণ ব্যতীত অন্য কেহই প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সকল অনুষ্ঠানই কীর্ত্তন-মুখে সাধিত হয়। তজ্জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া দর্শন করিবার যাহাদের যোগ্যতা নাই, তাহাদিগের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ দ্বারে অর্গল প্রদত্ত হইয়াছিল।

শ্রীব্যাস-পূজার পূর্ব্ব সময়ে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক ব্যতীত ব্যাস-পূজার অধিবাসে কাহাকেও প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যখন ভক্তগণ উচ্চরবে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তখন বহির্জগতের যাবতীয় চিন্তা এবং প্রতীতি বিদূরিত হইল।

ব্যাসপূজা হইবে, সেই জন্য ভক্তগণের উল্লাসময় কীর্ত্তনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উভয়েই নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তনমুখে আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

—চৈঃ ভাঃ ম ৪।৮-১০ গৌঃ ভাঃ

শ্রীব্যাসপূজায় প্রপত্তি-প্রার্থনা

চতুরশীতিক্রোশব্যাপী শ্রীগৌড়মণ্ডলে ষোড়শক্রোশব্যাপী অষ্টদলপদ্মস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর মধ্যকর্ণিকাংশ-স্বরূপ। নির্ম্মৎসর বেদ্যবাস্তব শুদ্ধভজন-বিজ্ঞজনগণ অপ্রাকৃত ব্রজবনে মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য উভয়স্বরূপ দর্শন করিয়া তাঁহাদের লীলারস-বৈশিষ্ট্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। মাধুর্য্যে ঔদার্য্য ও ঔদার্য্যে মাধুর্য্য—ব্রজবনে গৌরবন ও গৌরবনে ব্রজবনের সৌষম্য-দর্শনই ভজন-বিজ্ঞতা। যাঁহারা একপক্ষ স্বীকার করিয়া অন্যপক্ষের অনাদর করেন, তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে কোন পক্ষই স্বীকার করা হয় না, কেবল মনোধর্ম্মই প্রবল হইয়া থাকে। মাধুর্য্য-প্রধান রসোৎকর্ষবিচারে যেমন ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে অন্যভগবানের জন্মলীলা-বৈশিষ্ট্যহেতু মথুরাদির শ্রেষ্ঠত্ব, তদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের রাস-বিলাস-হেতু বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা উদারশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় রসবান বলিয়া শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের রসোৎকর্ষ, শ্রীগোবর্দ্ধন হইতেও আবার শ্রীগোকুলপতির প্রেমামৃতাপ্লাবনক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ডের রসচমৎকারিতা বিচার্য্য হইয়া থাকে; ঔদার্য্য-প্রধান রসোৎকর্ষবিচারেও শ্রীগৌরবনে রাধাবন-দর্শনকারিগণ তদ্রূপ শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠ অপেক্ষাও নামকীর্ত্তন-মহারাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন, আবার তাহা হইতেও শ্রীচৈতন্যমঠকে অভিন্নগিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও শ্রীব্রজপত্তনকে অভিন্ন শ্রীরাধাকুণ্ড-দর্শনে নিত্যনবনবায়মান উন্নতোজ্জ্বলরস-চমৎকারিতাপূর্ণ শ্রীগৌরবনমধ্যে শ্রীরাধা-কুণ্ডতটকেই ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান-বিচারে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের লীলারস-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান-সহকারে স্বানন্দ-সুখদা সেবা করিয়া থাকেন।

যাঁহারা মায়ামুগ্ধ চক্ষুর দর্শনানন্দে বিভোর হইয়া মুগ্ধতা বা মুগ্ধতা-বিচারে স্থূলে জগদ্দর্শনের বাস্তবতা বরণ করেন, তাঁহারা ব্রজমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের অভিন্নত্ব ও চিন্ময়ত্ব বিচারে অসমর্থ হইয়া মাৎসর্য্যাশ্রয়ে নানাপ্রকারে ভজনবিঘ্ন ঘটাইতে বদ্ধপরিকর হন। শুদ্ধ ভজনপ্রয়াসি-সুজনগণ তাদৃশ বিদ্ধ-বিচার-বিমূঢ়তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থান করেন। যাঁহারা অপ্রাকৃত ভজনরহস্যের চমৎকারিতা উপলব্ধির জন্য নিষ্কপট অনুশীলন, তাঁহারাই সেই ভজন-রহস্যবিৎ আচার্য্যের অনুসন্ধানে রত হন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্‌ও তাঁহাদের বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসা জানিয়া মহান্ গুরুরূপে তৎসমক্ষে প্রকট হইয়া থাকেন। গুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কেহই হইতে পারেন না। সেবাবিষয়বিগ্রহেই সেবক 'আশ্রয়'-অভিমানরূপ নিত্যলীলা-বৈশিষ্ট্য। "সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া সাধুগুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া।" স্বয়ং ভগবান্ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনই আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া কলিহত দুর্গত জীবকে কৃষ্ণানুসন্ধান-প্রদানের জন্য—কৃষ্ণবিষয়ক চৈতন্য প্রদানের জন্য জগদ্গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হন; তবে তত্ত্বটি 'বিষয়'ই—শক্তিমত্তত্ত্ব; আশ্রয়ের ভাব লইলেন বলিয়া আশ্রিত শক্তিতত্ত্ব নহেন। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বস্তু, কিন্তু বিষয়াশ্রিত প্রকাশ-স্বরূপ। স্বয়ং কৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহার নিজজনমুদ্রা আর কে

জানাইতে। তাই স্বজন-বিজন-প্রয়োজনাবতারী স্বয়ং ভগবান্‌ই স্বজন-বিজন তত্ত্ব প্রয়োজন লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। লক্ষতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় লীলা-পুরুষোত্তম ভগবান্ গৌরহরি অনর্পিতচর স্বভক্তিসম্পৎ বিতরণ দ্বারা তাঁহার মহাবদান্য-লীলা বিস্তার করিলেন। তাঁহার সেই মহাবদান্যতা স্বীকার না করিয়া যাহারা ভজনবিজ্ঞতার পরিচয় প্রদানে ইচ্ছুক, তাঁহাদের বিচার কখনই ভ্রমাদি দোষ-দুষ্ট নহে। তাঁহারা নৈগমিক অংপ্রহোপাসক। ভগবান্‌কে সত্য সত্য ভজন করিবার জন্য যাঁহাদের আন্তরিক প্রবৃত্তি হয়, তাঁহারা সেই বাস্তবভজনানুসন্ধান-প্রণালী গৌরোপাদানপ্রহণ করিয়াই থাকিতে পারেন না। সেবার পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়-তোষণের গন্ধলেশমাত্র যাঁহাদের আছে, তাঁহারা তদনুরূপই ভজনতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং তাহা প্রাপ্তও হন। 'যেষাং নাং হৃদয়ন্ত্রে সাম্যুবৈষ ভজাম্যহম্' বাণী এই তত্ত্বই স্বয়ংরূপকারণ ভগবানের শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে মুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তিধন না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"

"গৌরপাদপদ্ম আশ্রয় করিব কেন?" প্রশ্নের উত্তর তখনই প্রশ্নকারীর উপলব্ধির বিষয় হইবে, যখন তিনি সত্য সত্য লক্ষ্যবস্তুরূপে নিষ্কপটে ভগবদ্ভজনের প্রয়োজন বুঝিতে পারিবেন। তদনুসন্ধানে রত হইবেন। মহাপ্রভু তাঁহার অন্তর্ধান কালে কৃষ্ণবিরহোন্মাদলীলায় কেন সব ছাড়িয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তখনই উপলব্ধির বিষয় হইবে, যখন শ্রীমদ্ভাগবতের নমস্কার, বস্তু-নির্দ্দেশ ও আশীর্ব্বাদরূপ ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণ শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব।

ভজনরাজ্যে সর্ব্বত্রই মিল রহিয়াছে। মহাপ্রভু যেখানে যেখানে শুদ্ধপ্রেম দেখিয়াছেন, সেখানেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-পাদের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁরা বিভিন্ন হইলেও যদি অন্য ভাষাবিদের মধ্যে কোথাও শুদ্ধভজন বলিয়া কিছু থাকে, তাহা হইলে তাঁহা শুদ্ধ ভজনরহস্যবিদ্ আচার্য্য নিশ্চয়ই আদর করিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া কতক শুদ্ধ-ভজনের কথা, কতক হাবিজাবি কথা থাকিলে তাহা ভজন-রাজ্যের কথা রূপে আদৌ সমাদৃত হইতে পারে না। পাঁচমিশালী পঞ্চামৃতী কথা ও অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদি-বিবর্জ্জিত শুদ্ধভক্তির কথার মূল্য এক হইতে পারে না। তথাকথিত ধার্ম্মিক বা নীতিবাগীশগণের মধ্যে সাধারণ নৈতিক বিচার-সম্বন্ধে কতকগুলি ভাল ভাল কথাও থাকিতে পারে বটে; কিন্তু "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্-গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"—বিচারানুসারে হরিতে অভক্ত ব্যক্তির কোন সদ্গুণ থাকিলেও তাহা এক কলস দুগ্ধে একবিন্দু গোমূত্র মিশ্রিত হইবার ন্যায় অবাবহার্য্যই হইয়া থাকে। হংস সারগ্রাহী হইলেও মানস-সরোবরের রাজহংস ও পূতিগন্ধময় পঙ্কিল সলিলবিহারী হংসের বিচার এক নহে। মহাভাগবত সমস্ত কৃষ্ণ-কার্ক দর্শন করেন বলিয়া তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" বিচার করিয়া বসিতে হইবে না। প্রকৃত সহরী ব্যতীত কোন্‌টী আসল জহরত বা কোন্‌টি নকল, তাহা অন্ধে বুঝিতে পারে না। বুঝিবার ভাণ করিতে গিয়া ঠকিয়াই আসে। হংসের বিচারাবলম্বনে অসার হইতে সার গ্রহণ করিবার ছলনায় শেষে অসারেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতে দেখা যায় এবং তখন সেই অসারগ্রাহীই সারগ্রাহীর সমালোচক হইয়া পড়েন। এজন্য আমাদের ন্যায় দুর্ব্বলহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গ-বিচার বিশেষ প্রয়োজনীয়। সদসদ্‌বিচারের পরপারে অধোক্ষজ-বিচারে উপনীত হইতে পারিলে অসতের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না বটে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে অসৎকে 'সৎ' করিবার ধার্ষ্টতা করিতে গেলে অসতের বিচারেই আকৃষ্ট হইয়া সতের বিচার-সৌন্দর্য্য বিস্মৃত হইতে হয়। তখন পূর্ব্ব-প্রদর্শিত সতের বিচারেই আবার ভ্রান্তি-প্রদর্শনের বিচার আসিয়া পড়ে। এইজন্য শুদ্ধ কার্য্য লঘু-অনর্থযুক্ত জীবের নহে। অনর্থযুক্ত জীব লোকের নিকট সাধু-পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির আশায় শুদ্ধ সাজিবার অভিনয় করিয়া আত্ম-বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বহু নিরীহ প্রাণ বিনষ্ট করিবার কারণ হইয়া পড়ে—জগতের মহা অনিষ্ট হয়। শুদ্ধের আসন শুদ্ধদেবেরই। 'লঘু আমি' 'বড় আমি' হইবার ধার্ষ্টতায় তাঁহার সমকক্ষ হইয়া তাঁহার সমাসন লইবার বিচার-বিশিষ্ট হইলে, শুদ্ধদেবের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা আমার ভোগে বিমুক্ত করিলে তাদৃশ আদর্শ কখনও জগতের হিতকর হইতে পারে না। শ্রৌত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠাত

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্ব্বাণীক দাসানুদাসই অন্যমঙ্গল-বিধানে সমর্থ; জগতের বহুলোক তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিত্যমঙ্গল বরণ করিতে পারেন। নতুবা 'মুরপ্রতি অঙ্গনে বন্ধন' সার হইয়া থাকে। গুরুদেবের মনোহভীষ্টসাধনই 'ভাল আমি' শিষ্যের কার্য্য; শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-সেবাই শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট। তাই জগদ্গুরু নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং সেবকাভিমানে শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জগতে শিষ্যের কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দররূপে জগৎকে শুদ্ধ ভগবদ্ভজন যাহাকে বলে, তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য কৃপা করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইলেন। সাক্ষাৎ বলদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অনন্তদেহে অনন্ত প্রকারে সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-পরিপূরণরূপ সেবা করিয়া জগতে প্রকৃত গুরু-সেবার আদর্শ শিক্ষা দিলেন। তাই সঙ্কীর্ত্তনপিতা ভগবান্ গৌরহরি যখন নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশের সময় বুঝিয়া সঙ্কীর্ত্তনলীলা প্রকট করিতে মনঃস্থ করিলেন, তখন নিত্যানন্দপ্রভু আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তনলীলা আরম্ভ হইল। সে লীলার মূলত গৌরহরির মর্ম্মজ্ঞ নিত্যানন্দপ্রভু-ব্যতীত আর কে জানিবে—শ্রীগৌরতত্ত্ব আর কেইবা জানাইবে? অবধূতকুলশিরোমণি যতিরাজ নিত্যানন্দ সঙ্কীর্ত্তনরাস গৌরহরির সঙ্কীর্ত্তনলীলার প্রধান সহায়ক-স্বরূপে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরপাদপদ্ম পূজা করিয়া তাঁহার 'ব্যাসপূজা' বা গুরুপূজা সম্পাদনের আদর্শ প্রকট করিলেন। ভক্তরাজ শ্রীবাসের ব্যাসপূজার্থ সংগৃহীত যাবতীয় উপকরণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পূজায় অর্পিত হইল। নিতাইর ব্যাসপূজা-দর্শনে চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি উঠিল। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের গুরুনিতে গগনপবন মুখরিত হইল।

শ্রীবাসঅঙ্গন সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞভূমি, সপ্তশিখ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞাগ্নি ভূলোক-দ্যুলোক-অখিললোক উদ্ভাসিত করিয়া প্রজ্বলিত, তাহাতে আত্মাহুতি-প্রদানই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্য—সঙ্কীর্ত্তনরাস শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপূজা—প্রকৃত ব্যাসপূজা। স্বতন্ত্রবিভজনকারী স্বয়ং ভগবান্ই ব্যাসরূপে বা গুরু-রূপে জগতে অবতীর্ণ, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের জগতের তাবৎ প্রকটতিথিই শ্রীব্যাসপূজার শুভবাসর। শ্রীগোবিন্দ-পঞ্চমী তিথি তাই সর্ব্বশুভদায়িনী।

ভাগ্যবান্ জীবহৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যপ্রাকট্যের কাল অতীত হয় না, তাই তাঁহার হৃদয়ে শ্রীব্যাসপূজা নিত্যসংসাধিত হইতেছে। **আত্মনিবেদনই সেই ব্যাসপূজার প্রকৃত উপায়ন—প্রকৃত পুষ্পাঞ্জলি। তদ্ব্যতীত পূজার অভিনয়-মাত্রই হইয়া থাকে।** আত্মনিবেদনের জন্য সকাতর প্রার্থনাই ব্যাসপূজা-সিদ্ধির সাধন-স্বরূপ। শ্রীব্যাসদেব কৃপা পূর্ব্বক সর্ব্বাত্মসমর্পণের বল প্রদান করেন। বলদাতা বলদেবই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ যে কৃষ্ণকৃপাবল, তাহা দানে সমর্থ। তাই শ্রীনিত্যানন্দানুগত্য-ব্যতীত ব্যাসপূজা হইতে পারে না। এবৎসর (আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী) শুদ্ধ গৌড়ীয়গণ তাঁহ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ব্যাসপূজাদর্শ-শিক্ষা-বল শ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীমন্মাধ্ব-গৌড়ীয়গুরুপারম্পর্য্যানুসরণে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরাস্তিত্ব-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের দ্বিষষ্টিতম প্রকটতিথির পূজা কীর্ত্তনমুখে সম্পাদনে যত্নবান্ হইয়াছেন।

যাঁহারা গুরুতত্ত্বে বেদজ্ঞী, তাঁহারা 'আমার গুরু, তোমার গুরু' প্রভৃতি অজ্ঞতা-মূলে কোনদিনই গুরুপূজার যোগ্যতা পাইবেন না। গুরুতত্ত্ব সাক্ষাৎ কৃষ্ণানন্দ অতিরিক্ত-শ্রীবার্ষভানবীতত্ত্ব। তাহা এক অদ্বয়জ্ঞানবস্তু। শ্রীভগবান্ গৌরহরির গুরুভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী—অপ্রাকৃত-শব্দব্রহ্ম যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া গুরুতত্ত্ববিজ্ঞানের রহস্য জানাইয়াছে, তিনিই গৌড়ীয়ের শুদ্ধ আম্নায়প্রণালীর সমাদর করিয়া শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-জয়ন্তীপূজা—শ্রীব্যাস-পূজার যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। সদ্গুরু-নির্ণয়ের একমাত্র উপায় শব্দব্রহ্ম।

ভগবদ্বাণীই ভগবদ্বস্তুর প্রকাশক। তিনি তাঁহাকে না জানাইলে তাঁহাকে জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু সেই বাণী বা শব্দব্রহ্মের শুষ্ক উপাসনা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাকেই শব্দানুশীলন বলিয়া পরিচয় দিলে তাহাই কি শব্দানুশীলন হইয়া যাইবে? বিরুদ্ধমান সিদ্ধান্তসমূহের সমাধান কে করিবে? নানা মুনির নানা মত, প্রত্যেকেই স্বমতস্থাপনে প্রাণপণ যত্নপর,—এক্ষেত্রে উপায় কি? এক সম্প্রদায় ভালমানুষ সাজিতে গিয়া 'তুমতি চুপ,

ভাবুকি চুপ' নীতি-অবলম্বনে মনে মনে গজ্‌রাইতেছেন, আর এক দল 'যতমত তত্তপথ' ইত্যাদি বলিয়া চক্ষুকর্ণ-সম্বন্ধের ক্রমক তুলিয়া পলায়নের গোট-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়াছেন এবং আপনাদিগকে উদার-পন্থী বলিয়া 'ভাল-মন্দ যাই বেদি পরি চিন্তাহীন' মনের প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য নানাভাবে কলে কৌশলে সংগ্রহ করিয়া পরো-পকারের ধ্বজা উড়াইতেছেন। আর একদল ধর্ম-কর্ম্মের কোন ধার না ধারিয়া নিজেদের খাওয়া দাওয়া থাকাকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য স্থির করিতেছেন। কেহ বা ভগবানের নামরূপাদিকে মনঃকল্পিত মায়াদির সমস্থানে নশ্বর বিবেচনায় ভগবান্‌কে কেবল-নির্ব্বিশেষ-ধারণায় শূন্যচিন্তাস্রোতে, কেহ বা বিশেষ স্বীকার করিয়াও 'অর্দ্ধো দিকো পিপ্পলাদ' বিচার-সম্পন্ন—এইরূপে অজ্ঞাতি-বাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি নানাপ্রকার সম্প্রদায় নানা মত উদ্ভাবন করিয়া ভূতাকাশকে যে তমঃপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার মধ্যে সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়-ব্যতীত পরব্যোমের শব্দাবতরণ কি প্রকারে উপলব্ধ হইতে পারে, সেই অধোক্ষজ শব্দব্রহ্ম কি করিয়াই বা আমাদের সেবাবিমুখ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, কিরূপে অপ্রাকৃত ভগবদ্বাণীশ্রবণে আমাদের সকল সংশয় সমাহিত হইয়া যায়, তাহার জন্য আমাদের কয়জনের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে, কয়জনই বা প্রকৃতির অতীত পরাকাশের শব্দ-শ্রবণার্থ সেবোন্মুখতা-দ্বারা কর্ণকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি, উৎকর্ণ—ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি, তাহা কি চিন্তার বিষয় হইবে না? জগতে অনেক চিন্তাশীল মনীষী আছেন, তাঁহারা অনেকেই শব্দগুলিকার স্রোতে গা ভাসাইতে চাহেন না, Originality বা মৌলিকতার পক্ষপাতী বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই মৌলিকতার পরিচয় কি? মূল কোথায়? সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক চিদাভাস অসংযত মনকে মূল করিয়া যে মৌলিকতা উত্থিত হয়, তাহা কি পরাকাশের শব্দাভিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হইতে পারে? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মৌলি-কতার মূল্য কোথায়? তাহা কি "মৈতে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান —সব মনোধর্ম্ম" নহে?

মূলবস্তু—স্বয়ং ভগবান্, তাঁহা হইতে শুদ্ধ আম্নায়-ধারায় যে সত্য চলিয়া আসিতেছে, তাহা জানিবার জন্য ঐকান্তিকী ইচ্ছার উদয় হইলেই শুদ্ধায়ম্নায়াম্নায় বা সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গুরুরূপে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর সকল সংশয় নিরাকরণ পূর্ব্বক তাহার সত্যের আশ্রয় প্রদান করেন। সদ্‌গুরু-মুখনিঃসৃত অনাবিল নিরন্তকুহক বাণীকে মূল না করিয়া যে সকল মৌলিকতার ধাষ্টিকতা, তাহার মূল্য অল্প-কণিক তুল্য। যিনি যতটুকু নিষ্কপটে বাণীর অনুসরণ করিতে পারিতেছেন, তাঁহার মধ্যে ততটুকু মৌলিকতার উদয় হইয়া অনুকরণ-স্পৃহাকে বিদূরিত করিয়া অনুসরণ-স্পৃহা বলবতী করিতেছে। গুরুপাদপদ্মের বাণীর অনুসরণ না করিয়া যে নিজের চাবিচাবি সিদ্ধান্ত-প্রচার-দ্বারা পাণ্ডিত্য-স্থাপনে ব্যস্ত, তাহার সহিত ভগবদ্ভক্তিরাজ্যের কোন সম্বন্ধ নাই।

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিতবর আচার্য্যের বাণীতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন—"গুরুতীয়াশ্রয় ব্যক্তির সহিতই আমার সম্বন্ধ, যাঁহারা আমার গুরুবর্গের আনুগত্য স্বীকারে—তাঁহার মহিমা-প্রচারে বদ্ধপরিকর না হইয়া স্বমনোধর্ম্ম-প্রখ্যাপনে ব্যস্ত, সেই সকল আত্মম্ভরীর সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে কৃপা করুন, তাঁহার বাণী আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় নির্ম্মল করুন, তাঁহার বাণীর অনুগ্রহেই আমরা তাঁহার শ্রীমুখামৃতস্রবদ্বপুষ্ত কৃষ্ণবংশীধ্বনি-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া যেন অখিল-শ্রীপ্রধানবরী তাঁহার শ্রীপদনখ-সৌবর্ণে আকৃষ্ট হইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার আনুগত্যই আমাদিগকে অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণপদনখসৌধর্ণ-দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবে। শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-জয়শ্রীর জয় হউক, তাঁহার আত্মরূপের সেবকবৃন্দের জয় হউক। তাঁহারা কৃপা করিলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা মিলিবে, নতুবা তাঁহাদিগকে অনাদর করিয়া গুরুদেবের প্রতি আদর দেখাইতে গেলে তাহা "মায়ের চেয়ে ভাল বাসে, তারে বলে ডাইন" ন্যায়াব-লম্বন হইয়া পড়িবে। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক, তাঁহার সেবকবৃন্দও আমার তাঁহার মনোঽভীষ্ট-পালন-তৎপর। সুতরাং আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞান-মাত্রকেই সফল করিয়া যেন শ্রীগুরুদেবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে যাইবার ধৃষ্টতা না হয়, শ্রীগুরুতত্ত্ব যাঁহারা বুঝেন, তাঁহাদেরই কৃপার জন্য যেন সর্ব্বক্ষণ লালায়িত থাকিতে পারি, হে গুরু-দেব আপনার চিরদাসানুদাস ভৃত্যকে এই কৃপাশীর্ব্বাদ করুন।

আপনার গুরুসেবক-অভিমান—গুরুশ্রীগৌড়ীয়ের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৌন্দর্য্য-দর্শনে বঞ্চিত হইতেছি, শ্রীধাম মায়াপুরের—শ্রীচৈতন্যমঠের চিন্ময় সৌন্দর্য্য-দর্শনের চক্ষু হইতেছে না। 'গৌড়ীয়' গৌরাভিন্ন-কলেবর স্বরূপ-রূপানুগানুচর; তাঁহার কৃপা ব্যতীত শ্রীনদীয়াবিহারী গৌরহরির প্রকাশ কি করিয়া উপলব্ধির বিষয় হইবে? গুরুগৌড়ীয়ের ব্যাসপূজাভাষ্যরূপ-ব্যতীত 'গৌড়ীয়'-মুখে ব্যাস-ব্যাখ্যা শ্রবণ ব্যতীত ভ্রম নিরস্ত হইবে না—সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থল শ্রীবাস-অঙ্গনের দ্বার চিত্তের হইতে অর্গল-বদ্ধ থাকিবে—যদবধি শ্রীগৌরহরির সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস দর্শন, শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনের যোগ্যতা পাইব না—গোরলাল মহাপ্রভুর অন্ন ধিক্কার-প্রবেশ-নিষেধের ভগ্ন দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। হে গুরুদেব, আপনার প্রিয়জনের কৃপা-লাভে বঞ্চিত হইতেছি—প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইতেছে না, সাধুকে সর্ব্বতোভাবস্থিত ও আমা হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে না পারায় শ্রীরূপপাদোক্ত সঙ্গ-প্রভাব বুঝিতে পারিতেছি না। তাই বলিয়া বাল্যবয়সের গুরুগৃহে বাস একেবারে যে বৃথা হইয়াছে, তাহাও বলিতেছি না। অবশ্য গুরুগৃহ—সাক্ষাৎ ব্রহ্মপুরী, তাহা হইতে অনেক দূরে থাকিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম পতিতপাবন-হেতু পতিত দুর্গত জীবের নিকট আসিয়া আসিতে পারেন, পতিতকে অহৈতুক-কৃপা-বিতরণ তাঁহার নিত্যব্রত বলিয়া পতিতের অনেক ভরসা আছে—ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে; যেহেতু সে প্রদীপের স্নেহ—আপনারই কৃপা। শ্রীভগবান্ যেমন "সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ প্রভৃতি বলিয়া ভরসা দিয়া থাকেন; শ্রীভগবানের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-স্বরূপের 'প্রভোর্যথা পাদরজঃ'রূপ অহৈতুকী করুণাও সেইরূপ তাহা হইতেও অধিক আশাপ্রদ। কৃষ্ণ প্রপন্নজনকে করুণা করেন, গুরুদেব নিজে প্রপন্ন হইয়া নিজ আচরণ দ্বারা প্রপত্তি শিক্ষা প্রদান করেন—প্রপন্নজীব কি করিয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রপত্তি লাভ করিতে পারে—কি করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমধনে ধনী হইতে পারে—কৃষ্ণাকর্ষণ উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণান্বেষণে প্রধাবিত হইতে পারে, তাহা সর্ব্বদাই চিন্তা করেন। জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীগুরুদেব মঠ-মন্দির-স্থাপন, দ্বারে দ্বারে হরিকথা-কীর্ত্তন, ঈশার-পরিক্রমা-প্রবর্ত্তন, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা ও পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন, শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপন ও পূজা-প্রবর্ত্তন, বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রমধর্ম্ম-সংরক্ষণ, সাময়িকপত্র ও গ্রন্থাদি প্রচারার্থ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, যাহার যে যোগ্যতা আছে, তাহাকে তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবায় উৎসাহপ্রদান প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। তথাপি কলি-কলুষামৃত-চিত্ত আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাধারার প্রতি নানাপ্রকার সন্দেহ আনিয়া দিতেছে। সময়ে সময়ে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ভগবানের গুরুভক্ত-পক্ষপাতিত্বে দোষদর্শনের আনুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐরূপ বৈষম্য দর্শন-দ্বারা গুর্ব্বজ্ঞা ও বৈষ্ণবাপরাধ রূপ অত্যন্ত গুরুতর আত্মবিনাশকর অনর্থ সঞ্চয় করিতেছি। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া—ভজনরাজ্যের বড় বড় কতকটি মুখস্থ করা অননুভূত কথা মৌখিক আবৃত্তি করিয়া পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অজ্ঞ দর্শনে, "মীয়তে অনয়া" বিচার-মাত্র অবলম্বন করিয়া "অনয়ারাধিতঃ" বিচারোদ্দিষ্ট অধোক্ষজ বস্তুকে মাপিয়া লইবার ধৃষ্টতা করিতেছি। কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য-রিপু ষট্‌ক আমার উপর পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—আমাকে তাহাদের দাসানুদাস করিয়া ফেলিয়াছে; নিজের বিচার-ভ্রান্তি বুঝিতে দিতেছে না, নিজের স্কন্ধে যে দুষ্টা সরস্বতী চাপিয়া বসিয়াছে, তাহাকে বিদায় দিয়া শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর অকপট কৃপা বরণ করিতে দিতেছে না, নিজের শুষ্কবুদ্ধিকে সত্যমূখী-দ্বারা পরিমার্জ্জিত করিতে দিতেছে না, "আমি ত' বৈষ্ণব"—এই বুদ্ধিতে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে, "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। নিজের ভুল—বিচার-ভ্রান্তি বুঝিবার দৈন্য দূরে দিয়া গুরুপাদপদ্মের বিচারে প্রকারান্তরে—কপটতার আবরণে ত্রুটী প্রদর্শনের দুর্বুদ্ধি আসিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণকৃপা—গুরুকৃপা যে স্বতন্ত্রা, তাহা আমার মনের খেয়াল অনুসারে কার্য্য করেন না; 'আমার কৃপালাভের যোগ্যতা-সত্ত্বেও কোন কৃপা হয় না?' বলিয়া ধার্ষ্টিকতা বা বিরক্তি-প্রকাশের ভূতা যে গুরুকৃপা নহেন, কৃপার সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা বৃত্তি যে দেশ-কাল-পাত্র অপেক্ষা রাখেন না, 'ইৎসাদাদ্রিচ্ছয়াদ্যৈর্বা' প্রভৃতি বিচারাবলম্বনেই যে কৃপাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা আদৌ বুঝিতে

পারিতেছি না—বুঝিবার চেষ্টাও করিতেছি না, মাত্র 'এতদিনেও কিছু হইল না' বলিয়া কালের দোহাই দিয়া ক্রমে ক্রমে অধৈর্য্য হইয়া কৃপালাভের যোগ্যতা হারাইতেছি, যাবতীয় আসিয়া, Hypocrisy আসিয়া আমার সমগ্র চিত্ত জুড়িয়া বসিতেছে, নিজের দোষের দিকে লক্ষ্য রাখিতে দিতেছে না। "বিকল্পসামান্যং তত্ত্বমিতি চিন্ত্যম্" —এই আত্মার-বিচার চলিতে পারিতেছি না। শ্রীভগবান্ বা তাঁহার নিজজনে বহির্দর্শনে কোন বৈষম্য দৃষ্ট হইলেও তাহার অন্তর্গত চিৎসত্ত্বের সমাধানের সুকৌশল ধরিতে না পারায় তাঁহার কৃপোপলব্ধি হইতে ক্রমশঃই দূরে সরিয়া পড়িতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাধুর্য্যসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইবার বিচার বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য কতটুকু কি আছে না আছে, তাহারই পরিমাপে ধরিবার চলিয়া তদনুপাতে তাঁহার গুরুত্ব অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি। "আত্মা ত্বরণাৎ ন বিচারণীয়া" বিচার বিসর্জ্জন করিয়া নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে বসিয়াছি। যাঁহার নিকট হইতে গুরুতত্ত্বের সন্ধান পাইলাম, যাঁহার কৃপায় আজ জ্ঞান বৈরাগ্যের অতিমান প্রয়োজন মনে হইতেছে, হরিভজন হইল না বলিয়া নৈরাশ্য আসিতেছে, যিনি আমার হৃদয়ে হরিভজনের বীজ বপন করিলেন, তাঁহার কৃপা উল্লঙ্ঘন করিলে আমার অনন্তকোটী নরকেও স্থান হইবে না। তাই আজ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসংশোধন রূপ দৃঢ়তুচ্ছি প্রার্থনা করিয়া প্রকৃত ব্যাস-পূজার যোগ্যতা ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীগুরুদেব অহৈতুকী কৃপাময়, অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন, আমার সকল অপরাধ কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করিয়া তাঁহার চিরদাসানুদাসরূপে তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপদকল্পতরুর ছায়া প্রদান করুন।

পূজার কতকগুলি প্রক্রিয়া পালনের সহিত বাস্তব-পূজার যখন ভেদ আছে, তখন যে গুরুদেব, সেই বাস্তব-পূজায়—আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপটে সর্ব্বাত্মসমর্পণরূপ প্রণিপাত, প্রকৃত ভজনসম্পদ্ লাভেচ্ছায় ভজন-রহস্য-জিজ্ঞাসা রূপ পরিপ্রশ্ন ও আপনার মনোঽভিলাষানুযায়ী আপনার প্রকৃত আনন্দদায়ক প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে ঐকান্তিকতারূপ সেবাবুদ্ধি-সহ অহংতা-মমতাস্পদ আমার যথাসর্ব্বস্ব ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদানরূপ বাস্তবপূজার যোগ্যতা প্রদান করুন। আপনি কৃতজ্ঞ, দয়ার্দ্র, বদান্য, পরদুঃখদুঃখী ও কৃপাবারিধি; মাদৃশ হীন হীন পতিত অধম ভাই আপনার অহৈতুকী কৃপা ভরসা করিতে পারে। শ্রীবাস-অঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞস্থলে আত্মসমর্পণরূপ ব্যাসপূজা সাধিত হইলেই হে গুরুদেব, শ্রীব্রজপত্তনে ভক্তিবিজয়-ভবনের গুরুসেবা-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া আপনার মনোঽভীষ্ট-পূরণকারী সেবকবৃন্দের-দাসানুদাস হইবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিব। শ্রীযোগপীঠে সম্বন্ধ, শ্রীবাস-অঙ্গনে অভিধেয় ও শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীকৃষ্ণতটে প্রয়োজন-বিচার তখনই উপলব্ধির বিষয় হইবে।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের আদর্শসেবা

নবদ্বীপ-বেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর চৌধুরীপাড়া-নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় সম্প্রতি শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহ-সেবার নির্ব্বাহের নিমিত্ত বিষ্ণুপুর, রাউতারা, ঘড়িপোতা এবং শ্রীনাথপুর প্রভৃতি কতিপয় মৌজার পত্নী ও তরপত্নী স্বত্ব শ্রীচৈতন্যমঠকে সম্প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরবিনোদজীউ নিত্য-আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। তিনি এই সম্পত্তি দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃব্য (জ্যেঠতাত) পরলোকগত শ্রীযুক্ত হরিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উত্তরাধিকারি-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরিনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবার জন্য শ্রীযোগপীঠের অনতিদূরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার সহধর্ম্মিণীও ঐ গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক বহুকাল তীর্থবাস করেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার

সমস্ত সম্পত্তি যাহাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হয়, ইহা তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় থাকিলেও জীবদ্দশায় তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার পরলোকগমনান্তে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া একটি পোষ্যপুত্র রাখেন। শ্রীভগবদিচ্ছায় ঐ পোষ্যপুত্রও অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হইলে উক্ত সমস্ত সম্পত্তি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হস্তগত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় শ্রীযুক্ত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, জমিদার
কৃষ্ণনগর, চৌধুরীপাড়া (নবদ্বীপ)

নগেন বাবু ঐ সমুদয় সম্পত্তি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মহোদয়ের মনোভিষ্ট-পূরণ-কল্পে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-প্রাণ জিউর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যাণ সম্পাদন করিয়া নিজেও অনন্ত কল্যাণভাজন হইলেন। শ্রীভগবান্ বামনদেব বলির নিকট ত্রিপাদভূমি-মাত্র দান-গ্রহণের ছলনায় বলির আত্মদান গ্রহণ করিয়া বলির দানের সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছিলেন। আমাদেরও সর্ব্বাবতারাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে ইহাই প্রার্থনা যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুও অতি শীঘ্রই ভক্তরাজ বলির আদর্শানুসরণে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গপাদ-পদ্মে আত্মসমর্পণের সৌভাগ্য বরণ করিয়া তাঁহার দানের প্রকৃত সার্থকতা-সম্পাদনে যত্নবান্ হইবেন। গৌড়োদয়ে পূর্ব্বশৈলে শ্রীধামমায়াপুরে শুদ্ধ যোগপীঠে পরিপূর্ণ অধোক্ষজ-পরতত্ত্ব অকলঙ্কগৌরপূর্ণশশী আজ নিখিল জীবকল্যাণ-সম্পাদনার্থ সম্যক্ উদিত হইয়াছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্বান্ত-নিবেদনেই জীবমাত্রেরই নিখিল কল্যাণ সমুদিত হইবে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর প্রতি শ্রীধাম ও ধামেশ্বর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধর সুপ্রসন্ন হউন, তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করিয়া তাঁহাকে নিত্য কল্যাণ-ভাজন করুন, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নিত্য-সেবা-সহচর হউন, ইহাই আমরা শ্রীভগবচ্চরণে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। লোকে নশ্বর জাগতিক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য কত শত সহস্র বহুমূল্য ধন-রত্ন ভূখণ্ডাদি ঐশ্বর্য্য-দানের আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারেন; কিন্তু ভগবৎপাদপদ্ম-সেবার জন্য চক্রিসহকারে প্রদত্ত অত্যল্পবস্তুও ভগবান্ প্রচুর বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্বিনিময়ে তাঁহার আত্মাকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া থাকেন। জীবাত্মার শুদ্ধা নির্ম্মলা ভক্তিই ভগবানের জীবসকাশে একমাত্র গ্রাহ্য বা আদান বিষয়, তদ্ব্যতীত নিখিলাভ-পরিপূর্ণ ভগবান্‌কে আস্বাদন করাইবার মত বস্তু আমরা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কুত্রাপি সংগ্রহ করিবার শক্তিকতা, বরণ করিতে পারি না। ভাগ্যবন্ত ও বুদ্ধিমন্তগণই ইহার মর্ম্ম অবধারণ পূর্ব্বক জাগতিক জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভিমান অতিমানে জলাঞ্জলি দিয়া সমস্তই ভগবদ্ভোগার্পণে সর্ব্বস্বের সহিত ভগবৎপাদপদ্ম সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন—"গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ" রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খ্যাতি অর্জ্জনের জন্য যত্নবান্ হন।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী" ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হইবেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রায় একমাসকাল শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া প্রত্যহই বাসবাসিভক্তবৃন্দকে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য প্রদান করিতেছেন। শ্রীযোগপীঠে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য-শ্রবণে শ্রীল প্রভুপাদ খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পঞ্চতত্ত্ব-ব্যাখ্যা-মুখে প্রভুপাদ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে যে প্রাকৃত ধারণার লেশ বা বৈষম্য নাই, তাঁহার স্বসংবেদ্যরূপে অনুষ্ঠিত চিদ্‌বিলাস-লীলায় যে পুরুষত্বব্যবহারিতা আছে, তাহা যে জড় ধারণার কোন বস্তু নহে ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে বর্ণন করেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—শ্রীল প্রভুপাদ মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব যে শুধু হরিভজনে, তদ্ব্যতীত মনুষ্যের পরিচয় যে বিশ্ব পশু ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং মনুষ্যজন্ম প্রাকৃত ভোগ ও ত্যাগ-বিচারে অতিবাহিত করিলে যে সংসার-কবলি হইতে জীবের কোন উপায় থাকে না, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর গৃহমেধীর বৃত্ত হইতে আদর্শ পার্থক্য ধর্ম যে সম্পূর্ণ পৃথক, একচিতে নরকাদি ভোগ ও অন্যচিতে স্বর্গাদিসেবানন্দ লাভ, অদ্বৈত বোধিৎসঙ্গ, রুক্ষাভক্ত ও বোধিৎ সঙ্গীর সঙ্গ পর্য্যন্তও যে আত্মকল্যাণকামীর পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য, সাধুসঙ্গে জ্ঞান-প্রভাবেই যে প্রকৃত আত্মকল্যাণ লাভ হয়, মনের খেয়ালকে যে ভজন বলে না, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশানুসারে জীবন-নিয়ন্ত্রণেই—শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগতি-মূলেই যে শুদ্ধ ভজন হইয়া থাকে ইত্যাদি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে মায়াবাদীর অসৎসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয়ের সৎসিদ্ধান্তের পার্থক্যও প্রদর্শন করেন। ঐ দিবস শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্যের অপ্রকট তিথি ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তৎপ্রসঙ্গেও অনেক কথা কীর্ত্তন করেন।

ভৈমী একাদশী, বরাহদ্বাদশী ও নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী

লোকশিক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভৈমী একাদশী, শ্রীবরাহ-দ্বাদশী ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী—এই ভগবৎপ্রিয়বাসরত্রয়ে নিরন্তর ভগবৎকথা-কীর্ত্তন-মুখে উপবাসের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শ্রীবিষ্ণুতিথির মর্য্যাদা-সংরক্ষণ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভায় যাবতীয় শুদ্ধভক্তিমঠে এই তিথিত্রয় সম্মানিত হইয়াছেন। ভগবন্নামাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনামশ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখেই সকল বিধির চরমবিধিরূপে জানেন এবং কর্ম্মে-ন্দ্রিয়তর্পণ-ব্যতীত বুভুক্ষু বা মিশ্রভক্তগণের ন্যায় কোন আবাহন ফলাশায় প্রলুব্ধ নহেন বলিয়া তাঁহাদের একাদশাদি ব্রতধারণ কর্ম্মী-জ্ঞানী প্রভৃতির ন্যায় ফলভোগ বা ফলত্যাগ-বিচারমূলে নহে।

ভৈমী একাদশী দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত তীর্থ-প্রতি শ্রীভগবানের এই তিথিপালনের বিশেষত্ব আলোচিত হয়। উক্ত প্রসঙ্গক্রমে পুরাণোক্ত ব্রতকৃত্যবিধি "বৈষ্ণবৈর্নাত্যপেক্ষণাৎ"—অর্থাৎ একান্তি বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিশেষ অপেক্ষণীয় নহে বলিয়া উহার আবশ্যকতাভাব কথিত হয়।

শ্রীবরাহ-দ্বাদশী-দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভগবান্ বরাহ-দেবের কথা আলোচিত হয়। দশাবতারস্তোত্র, 'বেদানুদ্ধরতে', 'রামাদিমূর্ত্তিষু', 'মৎস্যাশ্বকচ্ছপ' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুরারিগুপ্তভবনে বরাহভাবাবেশ ও উপদেশাদি এবং শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ (১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায়) হইতে ব্রহ্মার স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রজাসৃষ্টির আদেশ, মনুর জলনিমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধার প্রার্থনা, ব্রহ্মার তদ্বিষয়ক চিন্তাকালে তাঁহার নাসিকাবিবর দিয়া ভগবান্ শ্রীবরাহদেবের প্রথমে অঙ্গুষ্ঠাকারে আবির্ভাব ও ক্ষণমধ্যে বৃহদাকার ধারণ, জল-মধ্য হইতে লম্ফ করিয়া পৃথিবী উত্তোলন, হিরণ্যাক্ষ-বধ, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর জন্মবৃত্তান্তাদি বহু বিষয় আলোচিত হয়।

শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী দিবসও শ্রীগৌড়ীয়মঠে মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করেন। সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব ও মাহাত্ম্য এবং রাঢ়দেশে একচক্র গ্রামে আবির্ভাব, বাদশবৎসর গৃহাবস্থান ও বালালীলা, তৎপরে বিংশতিবর্ষ যাবৎ তীর্থ-ভ্রমণ, পরে নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু-সহ মিলন, শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট স্থাপন, শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজা ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচনা করা হয়। পাঠের পর নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য-সূচক কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

শ্রীপাদ বন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ গত ১৯শে পৌষ, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে গমন করেন। দার-বাদি-ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে প্রায় ৩ বৎসর-পরে শ্রীধামে পাইয়া অতীব আনন্দে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন। ঐ দিবস শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ নগরকীর্ত্তন-সহ নবদ্বীপঘাট-ষ্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজী পথে আসিবার কালে বিশেষ আর্ত্তির সহিত "ধামবাসিজনে প্রণতি করিয়া মাগিব কৃপার লেশ" এই স্তুতিটি গান করিয়াছিলেন। ঐদিবস সন্ধ্যায় স্বামীজীকে অভিনন্দন-প্রদানার্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজের সভাপতিত্বে একটি বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। স্বামীজীকে ৩টি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইয়াছিল—একটি শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে বঙ্গ-ভাষায়, দ্বিতীয়টি পরিব্রাজকাচার্য্যের পক্ষ হইতে সংস্কৃত ভাষায় এবং তৃতীয়টি শ্রীধাম-মায়াপুরবাসিগণের পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায়। স্বামীজী অভিনন্দন-সমূহের উত্তরে তাঁহার স্বাভাবিকী ধাম প্রীতির পরিচয় দিয়া একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ ৩০শে ডিসেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৬ বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ও ১১ই জানুয়ারী স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির চীফ্ সেক্রেটারী মাননীয় রায় যোগেশ বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণ সহ সাক্ষাৎ ও ভগবৎপ্রসঙ্গ আলাপ করিয়া ১৩ই জানুয়ারী এলাহাবাদ যাত্রা করেন। তথায় শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শন ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি-সহ সাক্ষাৎ করিয়া ১৫ই জানুয়ারী তথা হইতে শ্রীপাদ গৌড়ী মহারাজ সহ রওনা হইয়া ১৬ই প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হন এবং ঐ দিবসই বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর স্যর জন এণ্ডারসন্ বাহাদুর-সহ গভর্ণমেণ্ট হাউসে সাক্ষাৎ করেন। গভর্ণর বাহাদুরের সহিত স্বামীজীর শুভনে হিন্দু-মন্দির-সম্পর্কে কথাবার্ত্তা হয়। ২০শে জানুয়ারী স্বামীজী ৪নং থিয়েটার রোডে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, জে, ডাস্ সি-আই-ই, আই-সি-এস্ বাহাদুর-সহ সাক্ষাৎ করেন। তিনি গত ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তৎপ্রসঙ্গ এবং পাশ্চাত্যে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। ২২শে জানুয়ারী স্বামীজী শ্রীগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত-ভক্ত শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ঘোষ মহাশয়ের গৃহে গমন ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ইতঃপূর্ব্বে গত ২রা জানুয়ারী স্বামীজী শ্রীযুক্ত সখাচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের গৃহেও গমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২৩শে জানুয়ারী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গিরোনিয়ি এম্-এ, বি-এল মহোদয়ের সহিত স্বামীজী শ্রীনামতত্ত্ব ও অর্জ্জন বিষয়ক আলোচনা করেন। ২৪শে জানুয়ারী স্বামীজী ত্রিপুরা ষ্টেটের চীফ্ সেক্রেটারী মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও ব্রটিশ-ইণ্ডিয়ান-ষ্যাসোসিয়েশনের সভায় গমন করেন। ২৮শে জানুয়ারী পরলোকগত ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া-দিবসে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়, তৎসহ যোগদান করেন। ২৯শে জানুয়ারী স্বামীজী কলিকাতা গ্রেটইষ্টার্ণ-হোটেলে লণ্ডন ওভারসীজ্ লীগের ষ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এরিক রাইস্ ও-বি-ই (Mr Eric Rice O. B. E.) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এবং ঐ দিবসই আবার কলিকাতা সেণ্ট্ পল স্কুল-প্রাঙ্গণে কলিকাতা বয়স্কাউট সঙ্ঘাধিপের পরলোকগত সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জের সম্মানার্থ আহূত স্মৃতিসভায় বয়স্কাউটগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক তৎ-কালোচিত বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় কিছু উপদেশ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামীজী পরলোকগত সম্রাট্ পঞ্চম-জর্জ্জের রাজোচিত চরিত্র, অমায়িক প্রকৃতি এবং বিবিধ সদ্গুণাবলীর উল্লেখপূর্ব্বক বঙ্গভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। স্বামীজীর বক্তৃতার পূর্ব্বে বয়স্কাউটের পক্ষ হইতে গীতার শ্লোক ও সংস্কৃত সমবেদনা পঠিত এবং

বক্তৃতার পরে ৪৫ মিনিট কাল নিস্তব্ধতা পালিত হইয়াছিল। অতঃপর ভারতীয় সঙ্গীত গীত হইবার পর সভার উপসংহার হয়। সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলবী আজিজুল হক, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত বারকানাথ মিত্র প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

৯ই জানুয়ারী—স্বামীজী ত্রিপুরারাজ্যের চীফ্-সেক্রেটারী মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

৩০শে জানুয়ারী প্রসিদ্ধ "বেঙ্গল ল্যান্সার" গ্রন্থের লেখক মেজর ফ্রান্সিস্ ইয়েট্স্ ব্রাউন ডি-এফ্-সি (Major Francis Yeats-Brown D. F. C.) মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে দর্শনার্থ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। ইঁহাকে বন মহারাজ ইঁহার সহিত দুই ঘণ্টা কাল গৌড়ীয়তা ও শুদ্ধভক্তিপুষ্টিত সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহ-সেবার পার্থক্য সম্বন্ধে প্রোতসিদ্ধান্ত আলোচনা করেন। মেজর মহোদয় তচ্ছ্রবণে সবিস্ময়ে বৈষ্ণবদর্শনের গভীরতা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেন এবং বলেন, শাঙ্কর-দর্শন অপেক্ষা বৈষ্ণবদর্শন অত্যন্ত কঠিন। তাঁহাকে মঠের চতুর্দ্দিক্ দেখান হয়। তিনি মঠের পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য, গাম্ভীর্য্য ও পরম পারমার্থভাব-দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। মেজর সুপ্রসিদ্ধ স্পেক্টেটার পত্রেরও লেখক। ইনি ইঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহার্থ বাঙ্গালায় আসিয়া কলিকাতায় মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল আর বি বাট্লারের অতিথিরূপে গভর্ণর-হাউসে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামীজীর লণ্ডনে অবস্থান-কালে ইনি স্বামীজীর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন-লাভার্থ তাঁহার শ্রীধাম-মায়াপুর-গমনের বিশেষ ইচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহার ভ্রমণতালিকা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট থাকায় তিনি এ যাত্রায় তাহা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। গত ৩১শে জানুয়ারী তিনি দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করিয়াছেন।

৩১শে জানুয়ারী স্বামীজী কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংএ ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্ষ্ট্রাক্শন ডাঃ ডব্লিউ এ, জেন্ কিন্স্ ডি-এস্সি, আই-ই-এস্ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় এবং শ্রীধাম-মায়াপুরের আদর্শ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে আলাপ করেন।

১লা ফেব্রুয়ারী স্বামীজী বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক তাঁহার গৃহে মিঃ এরিক্ হাইন্স্ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎকার-নিমিত্ত একটি 'গ্যাট্ হোম্' পার্টিতে নিমন্ত্রিত হন। মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, কাশিমবাজারের মহারাজ, সন্তোষের মহারাজ, মহারাজ কুমার পি এন ঠাকুর, স্যর যুমার হায়াত খান, ষ্টেট্স্‌ম্যান পত্রের মিঃ ওয়ার্ড্স্‌ওয়ার্থ প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী ঐ দিবস অপরাহ্নে চুঁচুড়া যাত্রা করেন।

২রা ফেব্রুয়ারী স্বামীজী হুগলীতে অধ্যাপক কে, এন সিকদার মহাশয়ের গৃহে প্রহ্লাদোপাখ্যান এবং আদর্শ গৃহস্থ জীবন-বিষয়ক আলোচনা করেন। ঐ রাত্রে স্বামীজী তথা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী স্বামীজী আহিরীটোলার শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র এবং রায় বাহাদুর ডাঃ এইচ, এন, দাস এম্-এ, এম্-ডি মহোদয়গণের সহিত লণ্ডনে শ্রীবিষ্ণু-মন্দির এবং লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশনকেন্দ্রে একটি আয়ুর্ব্বেদবিভাগের পরিকল্পনা-বিষয়ক আলোচনা করেন। কুমার বাবু তচ্ছ্রবণে বিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী কলিকাতায় ত্রিপুরা-রাজ-প্রাসাদে ত্রিপুরেশ্বর-সহ সাক্ষাৎ করিয়া লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দিরের নক্সাসম্বন্ধে আলোচনা করেন।

লণ্ডনে প্রথম হিন্দু-মন্দির

নক্সা চাই

সর্ব্বসাধারণ জ্ঞাত আছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ লণ্ডন সহরে সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠায় সংকল্প করিয়াছেন। মন্দিরটি যাহাতে হিন্দু-স্থাপত্যবিদ্যার একটি সুন্দর নিদর্শন হয় অথচ লণ্ডনের আবহাওয়ার উপযোগী হয় ও পাশ্চাত্যদেশীয় লোকের রুচিবিরুদ্ধ না হয়, এই অনুসারে একটি নক্সা তৈয়ার করিয়া পাঠাইবার জন্য সুপতিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞদিগকে অনুরোধ করা হইতেছে। অদ্য হইতে একমাসের মধ্যে এই নক্সা ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে এবং নক্সা-প্রেরয়িতা লণ্ডনে যাইয়া মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য-পর্য্যবেক্ষণ কি সর্ত্তে করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাও দয়া করিয়া জানাইতে হইবে। যাঁহার নক্সা অনুমোদিত হইবে, তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

মন্দিরটি ৩০ ফিট্ × ৩০ ফিট্ হইবে এবং মন্দিরের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম অংশ (গর্ভমন্দির) যেখানে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাহা ১২ ফিট্ × ১২ ফিট্ হইবে। মন্দির উচ্চতায় ৭৫ ফিট্ হইতে ৮০ ফিটের মধ্যে হইবে।

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

১৪শ খণ্ড] শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা [২৮শ সংখ্যা

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অকৈতব ও
অধোক্ষজ-ভক্তি মীমাংসক, বিশ্বজীবে একমাত্র অহৈতুক নিঃস্বার্থ, হরিজনোপাসক ;
পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য,
শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন,
ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি
প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক।

সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীভক্তিসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিপ্রভ
সহকারী সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

গৌড়ীয়-কার্য্যালয় :— শ্রীগৌড়ীয়মঠ,

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

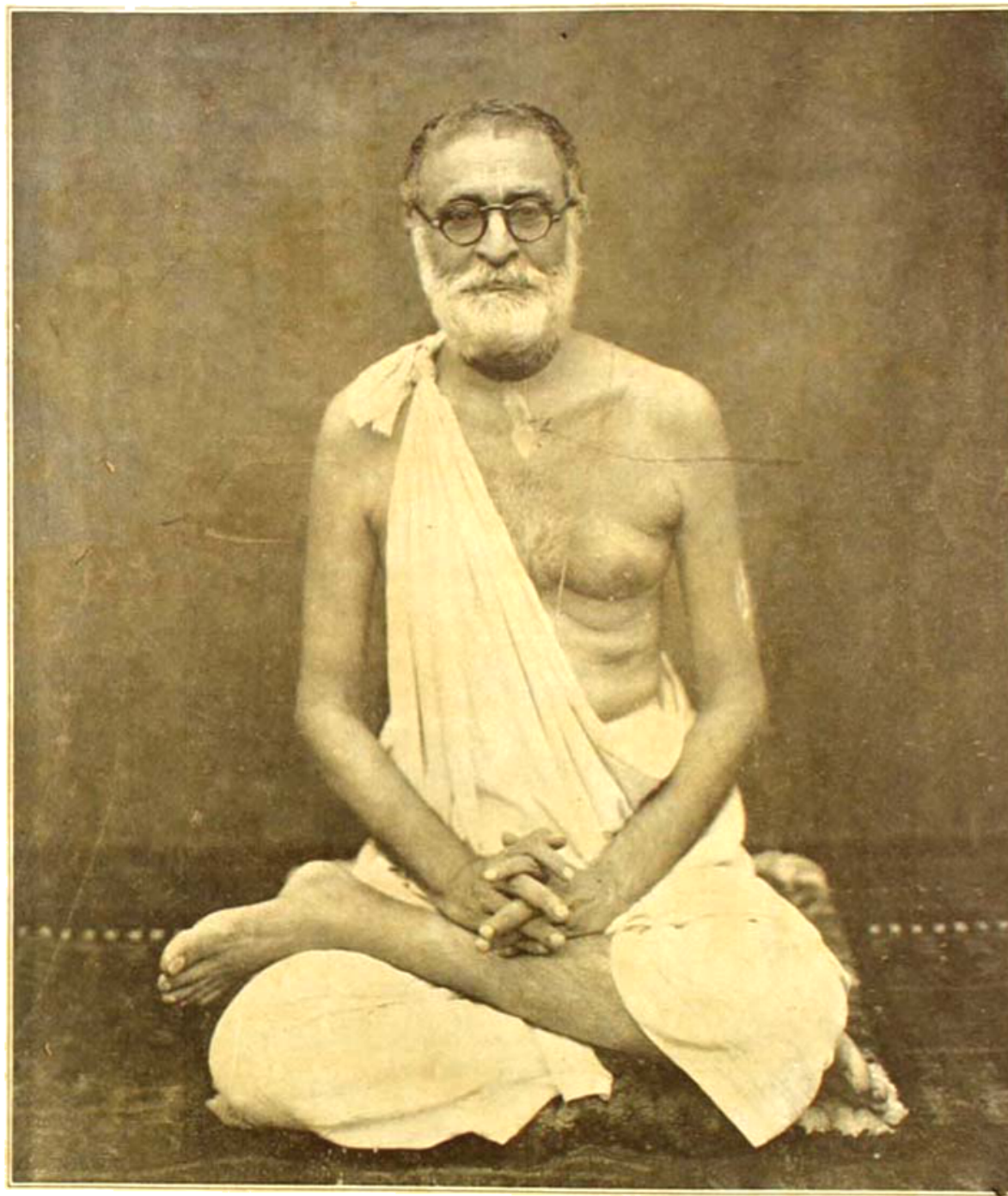

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৭। ফাল্গুন ১৩৪২। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ | ২৮শ সংখ্যা

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী চিদ্‌বিলাস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিখিল-ভুবনমঙ্গলময়ী শ্রীশ্রীযুক্তা দ্বিষষ্টিতমা আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে তদীয় গৌর-রাধা-নিত্যজনত্বের

বৈশিষ্ট্য-শ্রী-চরণার্চ্চন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণবের বলিয়াছেন,—

"আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ।
* * *
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, পক্ষী যাবাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী।
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইনু লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার।"

(চৈঃ চঃ আ ৪।৮৫, ১০০-১১)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সেই বৈষ্ণবের অকপট জড়মায়াবদ্ধ প্রতি অযোগ্য জীবে কেবল যে অযোগ্যতাই, তাহা নহে; পরন্তু তাহা কপটতাপূর্ণ বুদ্ধিমাত্র আমরা আমাদের আচার্য্যবর্য্যের 'গম্ভীর-লীলা'র তাৎপর্য্য,

ঔদার্য্য ও সৌন্দর্য্য-উপলব্ধিতে প্রকৃতপক্ষেই অসমর্থ ও অযোগ্য তথাপি তাঁহার নিজ-জন ও নীলাচলবাসীর আচরণ ও কৃপাশক্তি-সঞ্চারে অসীম সাহসী হইয়া আচার্য্যের গৌর ও রাধানিত্যজনত্ব-বৈশিষ্ট্য-উদ্ঘাটন ও অপার সিন্ধুর একটি কণামাত্র মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার পতিতপাবনী আবির্ভাব-তিথিতে পূজার অভিলাষ করিয়াছি।

'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' ও 'শ্রীরাধারসসুধানিধি'র লেখকবর শ্রিল গোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

"যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথাতথোৎসর্পতি হৃদ্ভবস্মাৎ রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ৮৮ শ্লোক

পুণ্য পুণ্য সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষ শ্রীগৌরপদকমলে যে পরিমাণ ভক্তিলাভ করেন, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাপাদপদ্মের প্রেমসুধাসমুদ্রও সেই পরিমাণই অকস্মাৎ উদিত হইয়া থাকে।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন,—

গৌড়মণ্ডল-ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।
• • •
গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।

আমাদের আচার্য্যের বাণীতেও শুনিতে পাইয়াছি,—"শ্রীগৌরহরির বৈভবাশ্রিত ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে। গৌরপদাশ্রয় ও কৃষ্ণসেবা—একই কথা। রাধাকৃষ্ণমিলিততনুই গৌর-বিগ্রহ। একই তিনিষকে কম-বেশী মনে করিতে হইবে না। গৌরসুন্দরের দয়া অত্যধিক, কৃষ্ণচন্দ্রের মধুরিমা অতুলা।"—(পত্রাবলী ২য় খণ্ড ৬-৭ পৃষ্ঠা)।

শ্রীগৌরপ্রেমরসার্ণবের—শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তরঙ্গে সতত সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে অবগাহন ও সন্তরণই যাঁহার নিত্যলীলা ও চরিত্র, সেই গৌর-নিত্যজন ও রাধানিত্যজন চিদ্বিলাস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কৃপা-পূর্ব্বক জগতে যে-সকল অনর্পিতচরী করুণা-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারই কৃপার নিত্রে তাহার দিগ্‌দর্শনের প্রয়াস হইল।

১। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃতজ্ঞানে শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমিকে চিন্তামণিস্বরূপ জানিয়া স্বীয় নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসি-স্বরূপ এবং গৌরকথা-প্রেমরসার্ণবে অনুক্ষণ নিমজ্জিত থাকিয়া নিত্যসিদ্ধ রাধামাধব-অন্তরঙ্গ-স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গৌড়মণ্ডলভূমির সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলিসহ বিচরণ করিয়া গৌড়ভূমির চিন্তামণিত্ব এবং গৌড়মণ্ডলে ব্রজমণ্ডল-দর্শনের বিচার সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌড়মণ্ডলকে সাধক বা প্রবর্ত্তকের ভূমিকামাত্র জ্ঞানে তিনি গৌড় ও ব্রজে ভেদ-দর্শন শিক্ষা দেন নাই। গৌড়মণ্ডলকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্রজমণ্ডলবাসের ছলনাকে তিনি তাঁহার আচার ও প্রচারের দ্বারা সর্ব্বত্র নিরাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বজনলীলায় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরের ব্রজপত্তন শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীরূপানুগভজনবিরোধী সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক অনুক্ষণ শ্রীরূপানুগ-ভজন-পদ্ধতি শ্রীনাম-কীর্ত্তনের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রীরূপানুগ বিচার অনুসরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মধুপুরী শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুর শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে গৌর-লীলার রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে গোবর্দ্ধন-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজপত্তন শ্রেষ্ঠ। শ্রীরূপের উপদেশামৃতের এই বিচার তিনি ১৪৪ গৌরাব্দে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুর-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়াও বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রজপত্তন শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে বিভিন্ন শ্রীরাধাপ্রিয়সখীগণের কুঞ্জ এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলা-বিচার-বৈশিষ্ট্য, আবার ব্রজমণ্ডলে ও ব্রজপত্তনে তদ্রূপকার উপনিষদের "তদ্বন" শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া দ্বাদশরসাত্মক দ্বাদশ ব্রজবন ও নবধা ভক্তির রসাত্মক নবদ্বীপবনের কথা প্রভুপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্" মন্ত্রে কামদেবের উপাসনার কথা জানাইয়াছেন। অত্যন্ত বহির্ম্মুখ মানব-জাতিকে ঔদার্য্যময় গৌড়মণ্ডলের প্রতি এরূপভাবে আকর্ষণ এবং অপ্রাকৃত গৌড়মণ্ডলে অপ্রাকৃত ব্রজমণ্ডল-দর্শনোপ-যোগী দিব্যচক্ষুদানের জন্য এরূপ করুণা অনর্পিতচরী বলিয়াই সজ্জনগণ বিচার করিয়াছেন। ইহা আমাদের আচার্য্যের গৌর-নিত্যজনত্বেরই একটি বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতেছে।

২। গৌর-নিজ-জন যেরূপ জীবকে গৌরধামের প্রতি আকর্ষণ করিবার জন্য লুপ্ত নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন এবং গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তেমনি গৌরধামে ভোগ-বুদ্ধি-নিরাসের জন্য অর্থাৎ গৌরধামের নিষ্কপট-কৃপা-লাভে জীবকে সাহায্য করিবার জন্য দশবিধ ধামাপরাধের বিষয় জানাইয়াছেন—শ্রীধাম-সেবা ও শ্রীধাম-ভোগ-চেষ্টার পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাও একটি তাঁহার পরম-কৃপাময় গৌর-জনত্বের বৈশিষ্ট্য।

৩। এই গৌর-নিজ-জনের গৌরবাণী-প্রচারকালেই অন্তর্দ্বীপ শ্রীযোগমায়াপুর-শ্রীযোগপীঠের অন্তর হইতে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের সেবিত অভিন্ন-শ্রীগৌরসুন্দর অধোক্ষজ-শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব, শ্রীযোগপীঠের অব্যবহিত নব শ্রীমন্দিররচনা, শ্রীধামের যাবতীয় শ্রী-প্রকাশ এবং পৃথিবীর সর্ব্বদেশ-দেশান্তর হইতে কতই না ভক্ত, কতই না মনীষী, কতই না রাজন্যবর্গ ও রাজপুরুষ সমবেত হইয়া গৌর-গাথা-শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছেন! "পৃথিবীর সর্ব্বত্র যত নগরাদি গ্রাম" আছে, তথায় শ্রীগৌর-ধামের কথা প্রচারিত হইয়াছে। ইহাও তাঁহার গৌর-নিত্যজনত্বের বৈশিষ্ট্য।

৪। শ্রীরূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে যে নবধা ভক্তির যাজনকারী শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তগণের শিক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য তাহা নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপে নবধা ভক্তির বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহগণের সহিত প্রকাশ করিতে অভিলাষ করিয়া তাঁহার গৌরনিত্যজনত্বের অভূতপূর্ব্ব মৌলিকত্ব, বৈশিষ্ট্য, তথা শ্রীরূপের অভিন্ন-বিগ্রহত্ব বা সেই শ্রীরূপ বা স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট ভূতলে সংস্থাপনকারী বিশেষ চিহ্নিত আচার্য্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

৫। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার এক প্রবন্ধে আমাদিগকে শিক্ষার জন্য সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—"শ্রমরূপকে দিশাহারা ব্রজবাসিগণ কিরূপ লাভ করিয়াছিলেন। যোগমায়ার কৃপায় তাঁহার পুরশ্চীতে কি কীর্ত্তনের অভাব হইবে? গোলকবিহারী সুবর্ণবিহারে তাঁহার যে কৃষ্ণবর্ণের বিগ্রহলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা কি সেই শ্রুতির ব্যাখ্যায় আলোকিত হইতে পারিব না? 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।' সেই আধ্যক্ষিকতা ঘুচাইয়া আমরা কি অধোক্ষজ সুবর্ণ-বিহারীর সেবক হইতে পারিব না? গোলকবিহারী কি 'আমাদের শুকমুখে ভাগবতার্থ নিয়া নিগমকল্পতরুর গলিত ফলের কথা কর্ণের দ্বারা পান করাইবেন না? অন্তর্দ্বীপে একদিন ব্রহ্মা যে গোবিন্দ-স্তব করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মসংহিতার গোবিন্দ-স্তবের গান কি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না? সেইদিন কি আমরা পরমেশ্বরের অনাদিত্ব, আদিত্ব, সর্ব্বকারণ-কারণত্ব, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব না? কেবলই কি আমরা বৃথা বাগাড়ম্বরে রাত থাকিয়া **মৌখিক কৃপানুগত্য** প্রদর্শন করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতে থাকিব? শ্রবণাখ্য সীমন্তবিহারপ্রভু কি আমাদিগকে শ্রবণের অধিকার দিবেন না? মধ্যদ্বীপবিহারী স্বয়ংরূপমূর্ত্তি অধোক্ষজ সেবামূর্ত্তি দেখাইয়া কি প্রহ্লাদানুগতো 'ভাল আমি' হইয়া স্মরণ করিতে দিবেন না? ভক্তবৎসল নৃপকান্ত আমাদিগকে কি বিষ্ণুস্বামীর আনুগত্য ভুলাইয়া দিবেন? আমরা কি কোলদ্বীপে লক্ষ্মীদেবীর আনুগত্যে শেষশায়ীর পদসেবনে অসমর্থ হইব? মহাকাব্যিক শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপানুগ-সেবক আমাদিগকে যে শ্রীগোষ্ঠবিহারীর সেবা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীলক্ষ্মীর প্রসাদে আমরা কি তাহাতে প্রবেশ করিতে চিরদিনই বাধাপ্রাপ্ত হইব? দীর্ঘবকারবন্ধুরের প্রথম বকারে গোলোকোপরিস্থিতি বুঝিতে না পারিয়া কেবল বাধাই পাইতে থাকিব? দ্বিতীয় দীর্ঘ বকারের আকর্ষণ বা অবরুদ্ধ আমাদিগের স্কন্ধে আরোপিত হইয়া গরুড়বাহনের কৃপাক্রমে বাধা অতিক্রম করাইয়া মাধুরাণীর প্রভু-সাঙ্গ হইতে রাধারাণীর পরম সৌভাগ্যময়ী পদনখ-শোভা কৃষ্ণকর্ণামৃতের আদিম শ্লোক কি আমাদের বোধগম্য হইবে না? পদসেবা করিতে করিতেই ত' ঋতুদ্বীপে আমাদের পৃথু মহারাজের গৌরব-পূজন হৃদ্দেশ অধিকার করিবে। তখন কি আমরা জহ্নুদ্বীপে অক্রূরের পাদপদ্মাশ্রয়ে কৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব না? পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দন-পরিণতি কৃষ্ণাপ্তি কি আমাদের সুদূরপরাহত বিষয় হইবে? মোদদ্রুমদ্বীপে কপিপতির দাস্য ও রুদ্রদ্বীপে দাদশ-

গোলোকের সখা কি আমাদিগকে অন্তর্দীপে আত্মসমর্পণে বলির ছলনাগুলা হইতে রক্ষিত করিয়া ইষ্টদেব-পিপাসায় পাবিত করাইবে? আমরা কি **যোগমায়ার পুরঃ-পীঠের সন্নিহিত প্রদেশে কুণ্ডতীরবাসে** চিরবঞ্চিত হইব?

শুনিয়াছি—আধ্যক্ষিকগণ-বঞ্চিত-ব্যক্তিরই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সহজলভ্য। আমরা কি ক্ষেত্রমণ্ডলের গোড়ায় জগন্নাথ-বল্লভের নেপথ্যের রাধাগোবিন্দ-মিলনের কথা বুঝিতে পারিব না? দৃঢ়ভাবে জানিয়াছি যে, "অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তিযোগমধোক্ষজে" সুতরাং বৈধান-সেবা কি 'প্রতিমৌনিবদ্ধমাল্যদ্ধাতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজাগ্র' শ্রীহরিনাম হইতে পৃথক্ বস্তু? তাহা ত' নহে।" নবধাভক্তির অঙ্কুর বিষ্ণুপুরী হইতে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাঙ্কুর শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মকল্পদ্রুমের প্রণব ফল পাওয়া যায়। অন্যপ্রকারে কৃষ্ণ-প্রীতির কোন সুগম পথ বা বর্ত্মের কথা কেহই আবিষ্কার করিতে পারিবে না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়েই শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে আশাবন্ধ অবস্থা আমাদিগের নিত্যকল্যাণ বিধান করুক।"

শ্রীল প্রভুপাদের উপরি-উক্ত বাণী একাধারে তাঁহার গৌর-নিত্য-জনত্ব ও রাধানিত্যজনত্বের বিচার-বৈশিষ্ট্য সম্যক্ ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতেছে। জীবকে গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-সেবায় এরূপ-ভাবে প্রবল প্ররোচনা গৌরসুন্দর তাঁহার অন্য কোন নিজ-জন আচার্য্য প্রেরণ করিয়া জীবের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন কি না, আমাদের জানা নাই।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা-কীর্ত্তনে শ্রীরাধা-গোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণের ব্যাঘাত হয় না'—ইহা শ্রীল প্রভুপাদ নিজ-আচার ও প্রচারের মধ্যে এবং পূর্ব্বাচার্য্য-গণের চরিত্র হইতে প্রদর্শন করিয়া একাধারে নিজ-গৌরনিত্যজনত্ব ও রাধানিত্যজনত্বের বিচার-বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলানুকীর্ত্তনে গোবিন্দ-লীলার সেবা-স্ফূর্ত্তিই শ্রীরূপানুগ-গণের ভজন-বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলার সহিত শ্রীগোবিন্দ-লীলার ভেদ স্থাপন করিয়া অকাল-পক্কতা প্রদর্শন অষ্টকালীয় লীলানুস্মরণের পথ নহে।

৭। শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজ-জন শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় শ্রীনামকীর্ত্তনমুখেই স্মরণ সম্ভব, জানাইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই মহাবাক্য পালন করিয়া অনুক্ষণ অর্থাৎ অষ্টকাল হরিকীর্ত্তন করিলে তদ্দ্বারা অষ্টকাল স্মরণের ব্যাঘাত হয়, যাহারা মনে করেন, তাঁহাদের বিচার মহাপ্রভুর শিক্ষানুযায়ী বিচার নহে। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন-মুখেই স্মরণ সম্ভব এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলানুকীর্ত্তনকালেই শ্রীগোবিন্দ-লীলার স্ফূর্ত্তির কথা বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। এই সকল বিচারেও তাঁহার গৌর ও রাধানিত্যজনত্বের বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকা শ্রীরাধার সেবা-সুখে চিরঋণী থাকিয়া মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর-রূপে শ্রীব্রজধাম হইতে শ্রীনবদ্বীপধামে আবির্ভূত হন, সেই নিত্যলীলার অনুকূল নিখিল চেষ্টা শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে ও আদর্শে অনুক্ষণ আমরা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ইহাতে আমরা সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্যের ন্যায় অদ্বিতীয় সৌভাগ্যই লাভ করিয়াছি, বলিতে পারি। সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়া যাহাতে তাহা হইতে বঞ্চিত না হই, তজ্জন্য আমাদের কর্ণে গৌরজনের গৌরগাথা-সুরধুনী প্রবাহিত রাখিবার অবিশ্রান্ত চেষ্টা। গৌর-গাথা-কীর্ত্তনমুখে প্রভুপাদ সর্ব্বক্ষণই শ্রীরাধা-পাদপদ্মের সর্ব্বোৎকৃষ্টা সেবার আদর্শ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌর-নিত্যজনত্ব ও শ্রীরাধা-নিত্যজনত্ব একাধারে নিত্যসিদ্ধ। অভক্ত-সমাজে শ্রীরাধা-সম্বন্ধে যে-সকল বিকৃত ও ভ্রান্ত ধারণা, ভাক্ত বা ভক্তধ্রুব-সমাজে শ্রীরাধার নামাক্ষরানুকরণে যে-সকল বাধা উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদ তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ শ্রীরাধা-সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অভিন্ন-বিগ্রহরূপে তাঁহাদের অপ্রকাশিত তথ্যসমূহ নিজ-নিত্য-সিদ্ধ মৌলিকতার সহিত সম্প্রকাশিত করিয়া সজ্জন-সমাজে তাঁহার রাধানিত্যজনত্বের বৈশিষ্ট্যশ্রী প্রকট করিয়াছেন। প্রভুপাদ শ্রীরাধা-সম্বন্ধে যে সকল মৌলিক তথ্য তাঁহার বাণীর মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কএকটি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

৯। প্রচলিত-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধারণা এই যে, উপনিষদাদি শাস্ত্রই পারমার্থিকগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয়; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকৃতে শ্রীশ্রুতিমৌলিমালা ও শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্তানুযায়ী ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, নিখিল শ্রুতি শ্রীরাধার পদরেণু আরতি করিয়াই ধন্যাতিধন্যা হইতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"হরা নামের পাশীই শ্রুতি।"

১০। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা—সকলই তাঁহার রাধানিত্যজনত্বের প্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার 'বার্ষভানবীদয়িতদাস' নাম, শ্রীরূপের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণকারী অপ্রাকৃত রূপ, গুরু-মঞ্জরীর সেবাপরাকাষ্ঠার উপযোগী গুণ, ভক্তিবিনোদবাণী-কুঞ্জের সেবাময় পরিকরবৈশিষ্ট্য এবং কুণ্ডেশ্বরীর নিত্য-সেবার্থ তৎপ্রিয়তমা শ্রীললিতার কৃপাভাগে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে নিত্যহরিকীর্ত্তনপ্রকাশাদি মহাবদান্যলীলা তাঁহার নিত্য-রাধাজনত্বের গম্ভীর ও গূঢ়ভাবকে প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

১১। আরিট্‌গ্রামে অরিষ্টাসুর-বধের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার রাধানিত্যজনত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামনারূপ যে চতুর্ব্বর্গ বা চতুষ্পাদযুক্ত ধর্ম্মের কথা সাধারণ ধার্ম্মিক-সম্প্রদায় জানেন, সেই চতুষ্পাদযুক্ত ধর্ম্মের প্রতীকরূপ বৃষরূপী অরিষ্টাসুর। শ্রৌতব্রত অশ্রৌতপন্থাই আপাত-প্রতীয়মান পুণ্য ও ধর্ম্মের প্রতীক—অরিষ্টাসুর। প্রাকৃত নীতিবাদ, আধ্যক্ষিকতা বা তর্কপন্থা যখন ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া স্বরাট্‌লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাকে-মাপারাজ্যের বস্তু মনে করে, তখনই শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুর বধ করিয়া থাকেন। এই অরিষ্টাসুর বধের পুরস্কাররূপে মদনিকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে প্রাপ্ত হন।

১২। "গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণে"র প্রকৃত তাৎপর্য্যও শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন। যেরূপ পাঞ্চরাত্রিক বিচারে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-লাভের পর দ্বিজত্ব-লাভ হয়, সেইরূপ মধুর রতিতে রাগমার্গীয় সাধকের গুরুকৃপায় যে স্বরূপ-সিদ্ধি, তাহাই গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ। পুরুষাভিমান-পরিত্যাগে যখন কাহারও নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত মধুর-রতি প্রকাশিত হয়, তখন তিনি নিজ-অপ্রাকৃত-সেবাময় প্রকৃতি-স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া অপ্রাকৃত-গোপীর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ আরও ৯ নাইয়াছেন যে, 'গোপী-গর্ভে জাত না হইলে তাঁহার মাধুর্য্যামৃত, কারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃত পানের বিচার আসে না'।

শ্রীল প্রভুপাদ 'মাধা' ও 'রাধা'—এই শব্দ-দ্বয়ের পৃথক্ পৃথক্ তাৎপর্য্য প্রচার করিয়া স্বীয় রাধাজনত্বের আর একটি বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রচার করিয়াছেন "অনয়া মীয়তে ইতি মাধা", আর "অনয়া রাধিত ইতি রাধা।" যাহা দ্বারা সমস্ত কিনিষ মাপিয়া লইবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয়, তাহাই মায়া। মায়াপিশাচী ঘাড়ে চাপিলে অপ্রাকৃত বস্তুকেও মাপিবার প্রবৃত্তি হয়—রাধাকেও মাপিবার দুরাকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। যিনি স্বয়ংরূপ লীলা-পুরুষোত্তমের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আরাধনা করেন, সেই অদ্বিতীয়া প্রেমময়ী প্রেমময়ী স্বয়ংরূপাই শ্রীরাধা। শ্রীল প্রভুপাদ মায়াকে 'মাপারাণ্ডি', আর তৃপ্তি-বাঞ্ছার অদ্বিতীয় আরাধনাকারিণীকে 'রাধারাণ্ডি' বা মায়াকে কৃষ্ণসেবার যবনিকা বা বাধক বলিয়া 'বাধা' এবং পূর্ণতমা কৃষ্ণসেবার মূর্ত্তিমতী শক্তিকে 'রাধা' আখ্যা দিয়াছেন।

১৩। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতে 'রাধা'-নাম দর্শন করিবার মত চক্ষু লাভ করেন নাই, সেই সকল ব্যক্তির চক্ষের বাধা "অনয়ারাধিতো নূনং" বাক্য স্বপ্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় অপনোদন করিবার চেষ্টা করিলেও তথায় উল্লুকের চক্ষের ন্যায় আবরণ বিঘ্নকর হইয়াছে। শ্রীরাধা-নাম শ্রীমদ্ভাগবতে সংগুপ্ত থাকিবার কারণ শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর দ্বারায় পুনরাবৃত্তি করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—

যে লাগি' কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে।

১৪। চিন্তাদ্বৈতাদ্বৈত-মতাবলম্বী বা পুষ্টিমার্গীয় ব্যক্তিগণ শ্রীরাধার কথা বলিলেও গৌড়ীয়ের ভজন-বৈশিষ্ট্য হইতে তাঁহাদের কল্পিত রাধার পার্থক্য আছে। যাঁহারা রাধাভাব-কান্তি-বিমণ্ডিত কনকবর্ণ গৌরহরির অনর্পিতচরী ভক্তিশ্রীতে আকৃষ্ট হন নাই, তাঁহারা কখনই শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ-ভজন-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। এইজন্য শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য আধুনিক পুষ্টিমার্গীয়

বিচারকে চরমে পঞ্চম বিচার এবং চিন্নাদ্বৈতবাদিগণের অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশে অনধিকারের কথা জানাইয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে চিন্নাদ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধচিন্না-দ্বৈতাদ্বৈতের বৈশিষ্ট্য-প্রচারও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীরাধা ও শ্রীগৌর-নিত্যজনত্বের বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছে। সখীস্থলী দর্শন না করিবার বিচার একমাত্র প্রকৃত শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়গণের মধ্যেই প্রকাশিত থাকিয়া শ্রীরাধা-কৈঙ্কর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। ইহা শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর মধ্যে আমরা বিশেষভাবে শুনিতে পাইয়াছি।

১৬। নৈশ-লীলা অপেক্ষাও শ্রীরাধাকুণ্ডের মাধ্যাহ্নিক-লীলার উৎকর্ষের কথা জানাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার রাধানিত্যজনত্বের আর একটি বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন। রাধার নবদ্বীপের মধ্যাহ্নে ও গোলকে তাঁহার রাধাকুণ্ডের মাধ্যাহ্নিক-লীলা-স্ফূর্ত্তি, কোণারকের অর্কমন্দিরে অর্কপূজার ভাবোদ্দীপন, সূর্য্যকুণ্ডে মধ্যাহ্নকালে গমন-পূর্ব্বক মাধ্যাহ্নিক লীলার নিত্যসিদ্ধভাবে বিভাবিত হইবার আদর্শ প্রভৃতি তাঁহার রাধানিত্যজনত্বের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতেছে। শ্রীরূপানুগ ভজনে প্রবেশাধিকার-ব্যতীত মধ্যাহ্নলীলার সৌন্দর্য্য হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না, —ইহাও শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন।

১৭। শ্রীরাধার সখীর অপেক্ষা তাঁহার দাসীর অধিকতর কামা—ইহা শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বিচার হইতে সম্প্রকাশিত করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ সখীভেকীদলের কুনাটো রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল শ্রীজীব-প্রভুর শ্রীচরণোপদেশ লঙ্ঘনের কথাও জানাইয়াছেন। যাহারা আপনাদিগকে 'ললিতাসখী,' 'বিশাখাসখী' প্রভৃতি বলিয়া অহংগ্রহোপাসনা আবাহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারা 'দুর্গমসঙ্গমনী'র বিচার অবমাননা করিয়া আপনা-দিগকে মূল আশ্রয়-বিগ্রহগণের অনুকরণ বা তাঁহাদিগের প্রতি নকটিবৎ মূর্খজনী দেখাইতেছে। শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু জানাইয়াছেন,—"কেবল যে জীবের বিষয়া-ভিমান অর্থাৎ আপনাকে 'ব্রহ্ম,' 'নারায়ণ' বা 'কৃষ্ণ'-বুদ্ধি শৃগাল বাসুদেবের অনুগমনরূপ অহংগ্রহোপাসনাপরাধ, তাহা নহে; পরন্তু জীবের আপনাকে মূল আশ্রয়বিগ্রহরূপে কল্পনাও অর্থাৎ আপনাকে 'শ্রীরাধা,' 'ললিতা,' 'বিশাখা'দি সখী, 'নন্দ'-'যশোদা'দি, 'শ্রীদাম'-'সুদামা'দি আশ্রয়বিগ্রহ-রূপে চিন্তাও নামাপরাধজনিত অপরাধ।" শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

পাপাস্তরোদ্ভব বিনা বরপাস্তমেব
নান্যৎ কদাপি সম্ভবে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্।

(বিলাপকুসুমাঞ্জলি ১৬ সংখ্যা)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রৌত প্রণালীতে এই সকল বিচার-বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রকাশ তাঁহার রাধা-নিত্যজনত্বের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতেছে।

১৮। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষপাতিত্ব অপেক্ষা শ্রীরাধার পক্ষপাতিত্ব অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকার পক্ষ-পাতিত্বকে নিরপেক্ষতা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ জানাইয়াছেন। সেবা অপেক্ষা সেবকের পক্ষপাতিত্ব করিলে সেব্যের অধিকতর সেবার আনুকূল্য হয়। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান-কালে দীপমালিকা-উৎসব উপস্থিত হইলে যখন বহুতীর্থযাত্রী গোবর্দ্ধনে গমন করিতেছিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—"রাধার পক্ষের লোক খুব কম। সকলেই গোবর্দ্ধন-দর্শনে যাইতেছেন।"—ইহা শুনিয়া কেহ কেহ বলিয়া ছিলেন,—"কেন, শ্রীরাধাকুণ্ডেও ত' অনেকে আসিতে ছেন?" তাহা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—"যাঁহারা রাধাকুণ্ডে আসেন, তাঁহারাও 'শ্রীকৃষ্ণের রাধা'—এই বিচারেই আসিয়াই থাকেন। কিন্তু শ্রীরূপানুগ-গণের বিচার স্বতন্ত্র; তাঁহারা কৃষ্ণের সম্বন্ধে রাধাকে জানেন না, রাধার সম্বন্ধে কৃষ্ণকে জানেন। 'রাধার কৃষ্ণ'—ইহাই শ্রীরূপানুগ-গণের বিচার। যেই কৃষ্ণের সহিত রাধার সম্বন্ধ নাই, সেই 'অরাধ-কৃষ্ণে'র তাঁহারা আরাধনা করেন না। তাঁহারা রাধাসেবাহীন ব্রজে বাস, অধিক কি, শ্রীকৃষ্ণসেবাও চাহেন না।" শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল রূপানুগ ভজনাদর্শের বিচার তাঁহার রাধা-নিত্যজনত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে।

১৯। 'জয়শ্রী' পাঠে আমরা অবগত হই যে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবার্ষভানবীর সেবা-স্মৃতিতে নিত্য বিভাবিত।

গুরুজন-দর্শনে তদীয় ইষ্টর শ্রীবার্ষভানবীর রক্তোৎপল শ্রীচরণকমলের কথা উদ্দীপ্ত হইবার লীলা ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার নিত্য-জন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে মহাপ্রভুর গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা-প্রদানের তাৎপর্য্যকে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ মায়া বিমোহিত বুদ্ধিতে অবধারণ করিতে না পারিয়া অপরাধ করিয়া বসে। শ্রীল প্রভুপাদ সেই প্রভু-দত্ত গোবর্দ্ধনশিলাকে 'ভাবসেব্যয় গিরিধারী' এবং গুঞ্জামালাকে 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া জানাইয়াছেন। ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীরাধানিত্যজনত্বের একটি বিচার-বৈশিষ্ট্য।

২০। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধা এবং সখীর অনুগা মঞ্জরীগণের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ-তাৎপর্য্যও শ্রীরূপানুগ-বিচারে প্রদর্শন করিয়াছেন। মঞ্জরীগণ শ্রীরাধার নিরন্তর দাস্যকামনা করিলেও মঞ্জরীকে অপর সেবক জনও রাধার শ্রীচরণ-সেবায় নিযুক্ত করিবার বাঞ্ছিকতা প্রদর্শন করিয়া মঞ্জরী তথা শ্রীরাধার চরণে অপরাধ করিবেন না। শ্রীরাধা ও মঞ্জরী উভয়ই অপ্রাকৃত আশ্রয়-জাতীয় বস্তু। শ্রীরাধা স্বরূপা মূল আশ্রয়বিগ্রহ, এইমাত্র পার্থক্য। এইজন্য শ্রীরাধার চরণে বা কৃষ্ণশক্তিগণের চরণে জনও তুলসী প্রদান করিতে নাই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের রূপানুগ-বিচার বিরোধ ও সেবাপরাধ নিরাস করিয়া প্রকৃত রূপানুগ-ভজন জানাইবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ইহা প্রচার করিয়াছেন। ইহাও তাঁহার রাধানিত্যজনত্বের একটি বিচার-বৈশিষ্ট্য।

২১। গৌরনাগরীগণ শ্রীরাধা ও কৃষ্ণশক্তিরূপিণী গৌর-নারায়ণের লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় তত্ত্ববিরোধ করিয়াছেন। রাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরকে 'নাগর' কল্পনা করিয়া কল্পনা রসাভাস-দোষ আবাহন করিয়াছেন। গৌরনাগরীর রাধাতত্ত্বে প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু গৌর-জন ও রাধানিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার এই পরম কারুণিক আচার্য্য লীলায় এতদ্বিষয়ে অসংখ্য সাহিত্য প্রকাশ করিয়া গৌর-কৃষ্ণ-লীলার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—মহাপ্রভুর পতিত্ব বৈধবিচারে। লক্ষ্মীপ্রিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়ার অধিষ্ঠান ব্যতীত তদধীনাগণ শুদ্ধদাস্যরসাশ্রিতা দাসী মাত্র। শ্রীরূপ যাঁর ভক্তভাব অর্থাৎ শ্রীরাধিকার ভাব হইতে কান্তি পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করায় স্বীয়-স্বভাবের ও স্বীয়াকৃতির সকলগুলিই পরা চিচ্ছক্তির ভাবাবিশেষে আবৃত করিয়াছিলেন। নবা ছড়াকীর্ত্তনকারিগণের 'নিতাই-রাধা, গৌর-শ্যাম' প্রভৃতি তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাসপূর্ণ দুষ্ট কল্পনাও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সত্যাগুপদ্ধিৎসুগণের উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে।

২২। 'শ্রীরাধাতত্ত্ব'-সম্বন্ধে শ্রীরূপানুগ-ভজন-বিরোধী অসংখ্য কল্পিত ও প্রাকৃত মত প্রভুপাদের আচার্য্য-লীলায় নিরস্ত হইয়াছে। মধুর রতিতে স্বরূপা শ্রীরাধা ও স্বরূপপ্রকাশা অনঙ্গমঞ্জরী এবং "গুরুরূপা সখী" প্রভৃতির বিচার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতিতে প্রদর্শন করিয়া তাঁহার রাধানিত্যজনত্বের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে নবপ্রকাশিত "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী" তৃতীয় খণ্ডের ১লা আশ্বিন, ১৩৪১ সালের পত্রে ইহার সংক্ষিপ্ত আভাস পাঠকগণ পাইতে পারিবেন।

২৩। কি গৌড়মণ্ডল, কি ক্ষেত্রমণ্ডল, কি ব্রজমণ্ডল—সর্ব্বত্রই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীরাধা-ভাব-বিভাবিত শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ-লীলানুসরণে শ্রীরাধার সেবাদর্শে অকৃত্রিম নিত্যসিদ্ধা গৌরাম্বয়ী উদ্দীপনা প্রকটিত হইয়াছে। আচার্য্য-লীলা প্রকটের অতি প্রারম্ভকালে গৌড়মণ্ডলের শ্রীধাম-মায়াপুর-ব্রজপত্তন শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীরূপের উপদেশামৃতের—"কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সিভ্যোঽপি রাধা" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যা ও সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন এবং শ্রীরাধার সর্ব্বোত্তমা সেবার কথা প্রচারার্থ শ্রীচৈতন্যমঠ-স্থাপন, ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীরূপের কথিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং সহচরী" শ্লোকের তাৎপর্য্যে উদ্দীপ্ত হইয়া অনুক্ষণ শ্রীরাধামাধবের লীলা-কীর্ত্তন এবং শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভের চমৎকারিতা নানাভাবে জ্ঞাপনের জন্য পুরীতে ও আলাল-নাথে মঠাদি স্থাপন, ব্রজমণ্ডলের শেষপর্য্যায়ে গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভময়ী লীলার চিন্তাস্রোতে উদ্দীপ্ত হইয়া "যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু" ভাগবতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য স্বয়ং আস্বাদন ও অনুকীর্ত্তন এবং সেই বিপ্রলম্ভময়ী সেবার কথা প্রকাশের জন্য শেষপর্য্যায়ে শ্রীগোষ্ঠবিহারীমঠ স্থাপন, শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণবিহারীমঠ ও শ্রীব্রজস্থানন্দসুখদকুঞ্জ প্রকাশ প্রভৃতি আদর্শের দ্বারাও আমাদের আচার্য্য তাঁহার

শ্রীগৌরনিত্যধামত্ব ও শ্রীরাধানিত্যধামত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন।

২৬। শ্রীরাধার প্রিয়তমা ও ঘনিষ্ঠা সখী ললিতার শ্রীরাধার সেবার প্রকারের প্রতি বোধ হয় অধিকতর অনুরাগী হইয়াই শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরভাগে ললিতাকুণ্ডের তীরে শ্রীব্রহ্মানন্দস্বরূপের প্রকাশ এবং তথায় শ্রীরাধা-ললিতার ভক্তিবিনোদাদি-সেবাকুঞ্জে ভাবসেবা ও ভক্তি-বিনোদ-পুষ্প-সমাধি প্রভৃতি করিয়া শ্রীরাধাভাবকান্তি-ললিতাসহ প্রভু স্বীয় রাধানিত্যধামত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, শ্রীরূপপ্রভু বলেন,—

তয়োস্তা ললিতাদেবী প্রাণেভ্যঃ পরমাপ্রিয়া।

• • •

অন্যকান্তাতয়া খ্যাতা বামপ্রখরতাং গতা।

• • •

তস্যাদি পরমপ্রেষ্ঠসখ্যঃ শ্রেষ্ঠতয়োদিতাঃ।
সর্ব্বত্র ললিতাদেবী পরমাধ্যক্ষতাং গতা॥

(কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৭৯, ৮০ ও ১২৭ সংখ্যা)

অষ্ট সখীর মধ্যে ললিতাদেবী সকলের শ্রেষ্ঠা। ইনি অপরা শ্রীরাধা বলিয়া গণ্যা এবং বামপ্রখরা নামক নায়িকার গুণে ভূষিতা। অন্যান্য প্রিয়তমা বয়স্যা বা পরমপ্রেষ্ঠাসখী শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। সমস্ত বয়স্যাদির শ্রীললিতাদেবীই সকলের অধ্যক্ষপদে আরূঢ়া।

২৭। 'রাধারসসুধানিধি'র রচয়িতা ব্রজলীলার তুঙ্গবিদ্যা গৌরলীলায় গোস্বামী ত্রিদণ্ডী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের একটি বিশেষ অনুরাগ নানা আকারে দৃষ্ট হয়। কাম্যবনের শ্রীকুণ্ডে শ্রীল প্রবোধানন্দের অনুসন্ধান প্রভৃতি ব্যাপারে এবং তাঁহার আচার্য্য-লীলার বেষ ও আবেশাদিস্মরণেও শ্রীরাধাপ্রিয়সখী তুঙ্গবিদ্যার সেবায় প্রভুপাদের বিশেষ আদর প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরূপ-প্রভু এই তুঙ্গবিদ্যা সম্বন্ধে জানাইয়াছেন,—

সন্ত্যাঃ সখ্যাময়ো যাশ্চ তত্রৈবাধ্যক্ষতাং গতা।
তুঙ্গবিদ্যা তু বিজ্ঞানামষ্টাদশতয়োদিতা॥

(কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা)

শ্রীরাধিকার বয়স্যগণের মধ্যে তুঙ্গবিদ্যা সখীগণের অধ্যক্ষতা লাভ করিয়াছেন; কেন না, তিনি অষ্টাদশ * বিদ্যার পারঙ্গতা। প্রভুপাদের চরিত্রেও ঐ সকল বিদ্যার কৃষ্ণসেবোপযোগিতা অতিমর্ত্য পারঙ্গতি লক্ষিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ 'রাধারসসুধানিধি'র এই শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়া অনেক সময়ই নিজেশ্বরীর প্রণাম কীর্ত্তন করেন,—

যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ-
ধন্যাতিধন্য-পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্র-দুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানু-ভুবো দিশেঽপি॥

যে বৃষভানু-নন্দিনীর গাত্র-বসন আনন্দ-প্রবাহে মধুসূদনের গাত্র-স্পৃষ্ট হওয়ায় ভগবান্ আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্যাতিধন্য মনে করিয়াছিলেন, সেই বৃষভানু-নন্দিনীর উদ্দেশে আমি প্রণাম করি।—(শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা—১১ই ভাদ্র, ১৩৩২।)

২৬। শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিগণ ধর্ম্ম ও পরমধর্ম্ম-বিচারে অনেক প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ" শ্লোকে ভাগবতধর্ম্ম বা আত্ম-ধর্ম্মকেই পরমধর্ম্ম বলিয়াছেন। সেই ভাগবতধর্ম্ম বা আত্ম-ধর্ম্মের চরম কথা শ্রীল প্রভুপাদ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন —**"মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরমধর্ম্ম।"**— (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র—ইং ১৭।১০।২৮) বিরহবিধুরা ব্রজবাসিগণের মধ্যে সদৈব শ্রীরাধারাণীই লক্ষিতা হন। সুতরাং ঐ উক্তির দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের রাধা-নিত্য-ধামত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে।

২৭। মঠবাসিগণের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশা-বলী নিরন্তর কীর্ত্তনের মধ্যেও তাঁহার যুগপৎ গৌর ও রাধানিত্যধামত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের কোন সেবকের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন, —**"সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়-জাতীয়ের অনুসালোচনা**

---

* সঙ্গীতং চতুর্ব্বেদী মীমাংসা ন্যায়-বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা অষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥

(১) ঋগ্বেদ, (২) সামবেদ, (৩) যজুর্ব্বেদ, (৪) অথর্ব্ববেদ, (৫) শিক্ষা, (৬) কল্প (৭) ব্যাকরণ, (৮) নিরুক্ত, (৯) জ্যোতিষ, (১০) ছন্দ, (১১) বেদান্তদর্শন, (১২) মীমাংসা দর্শন, (১৩) ন্যায়দর্শন, (১৪) বৈশেষিক দর্শন, (১৫) সাংখ্যদর্শন, (১৬) পাতঞ্জল দর্শন, (১৭) পুরাণ, (১৮) ধর্ম্মশাস্ত্র।

করিবে, তাহা হইলে বড়বিধরজাতীয় অভিমান তোমাকে ক্লেশ দিবে না। বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র ভোগী। ভোগ্য **গৌরভক্তকুল আশ্রয়রসাভিষিক্ত ভোক্তা গৌর-কৃষ্ণের সহচরীবিশেষ।**" —(শ্রীল প্রভুপাদের পত্র—৬ষ্ঠা আষাঢ়, ১৩৬০।) বিষয়-বিগ্রহের অর্থাৎ কৃষ্ণের রসালোচনার নামে বিষয়বিগ্রহের অবৈধ আত্মকরণিক চেষ্টাই জড়রসে 'ঢলঢল' প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। ভক্ত-সম্প্রদায়ের আবড়া ও মঠ-মন্দিরাদিতে বিষয়জাতীয়ের রসালোচনার অনুকরণে নানাপ্রকার ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ মঠবাসিগণকে সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়জাতীয়ের রসালোচনা করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া একাধারে তাঁহার পতিতপাবন আচার্য্য এবং মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীর সেবা-পুষ্টির প্রয়োজন প্রদান অর্থাৎ স্বীয় রাধা-নিত্যজনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

২৩। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মঠে যে সকল শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত দেখিতে পাই। শ্রীরূপ-প্রভু "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী" শ্লোকে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাহাই অর্চ্চাবতাররূপে প্রকাশিত করিয়া আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। কোন সময় কোন এক মঠে কেবল শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত ছিলেন। তথায় যাহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহের পার্শ্বে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের প্রকৃষ্ট-সেবা-প্রণোদিত হইয়া প্রাণারাম শ্রীগৌরবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে কবে অধিষ্ঠিত হইবেন, তাহার জন্যই আমি চিন্তা করিতেছি। **শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠের শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধর শ্রীরাধারমণদেব নিম্নভাস্কন্ধের দলের সেবিত বিগ্রহ-মাত্র নহেন।** সুতরাং সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের একটী প্রয়োজনীয়।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্র—৩১শে বৈশাখ, ১৩৩৬)। সুধীগণই বুঝিতে পারিবেন,—উপরি উক্ত উপদেশ আচার্য্যের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকত্বের সহিত কিরূপ তাঁহার গৌর-নিত্যজনত্ব এবং রাধা-নিত্যজনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

২৪। বিভিন্ন মত-সমাকীর্ণ স্থানে জনমঙ্গলের জন্য (জনরঞ্জনের জন্য নহে) পারমার্থিক-সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন আমাদের আচার্য্যের একটি মৌলিক কৃপাবদান। সম্প্রতি প্রয়াগে পারমার্থিক-প্রদর্শনী উন্মোচন-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"শ্রীনামাশ্রিতজনেরই শ্রীরূপানুগতা সম্ভব। স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ-প্রমুখ অর্থ-পঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশ-চতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায় 'তারঃ পুরুষ তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তি-হেতবঃ।' বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপ-শিক্ষারূপ 'প্রয়াগ' তাহারই ফলস্বরূপে কৃষ্ণ-ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন।" যেস্থানে অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের নানাপ্রকার গ্রাম্য কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিবার জন্য গমন করিয়া থাকেন, সংকর্ষি-সম্প্রদায় নানাপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধ্য কর্ম্মের প্রদর্শনী খুলিয়া আত্মমঙ্গলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুশীলন হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখেন—অষ্টাঙ্গযোগ, পূর্ণযোগ প্রভৃতি কর্ম্মযোগসমূহ করিয়া আত্মমঙ্গলকরী ভক্তিযোগপদবীর সর্ব্বোত্তমাবস্থায় যে কারুণ্যামৃত, নামামৃত ও তারুণ্যামৃত-স্নানে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সর্ব্বাত্মস্নপন, তাহার কোন কথাই জানেন না—মায়াবাদি-সম্প্রদায় জ্ঞানত্যাগের প্রদর্শনী খুলিয়া ছোট হরিদাসের শিক্ষার আদর্শের বিকৃতিকে বহুমানন করিয়া আত্মহত্যা বরণ করিয়া থাকেন, সেই স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ ভজনপরাকাষ্ঠার কথা অনুক্ষণ কীর্ত্তনের জন্য শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ স্থাপন এবং বর্ত্তমান যুগে ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়াছেন। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী—এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানের প্রকৃত ফল শ্রীরূপের কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অবগাহনে পর্য্যবসিত না হইলে কেবল প্রাকৃত ফলদায়ক হয়,—ইহা শ্রীল প্রভুপাদই সমগ্র গৌড়ীয়-সমাজের পক্ষ হইতে প্রদর্শন করিতেছেন। স্বধামগত কাশিমবাজারাধিপতি স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী-বাহাদুরের পূর্ব্বতন কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী সেদিন শ্রীরাধা-কুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিয়া-

ছিলেন,—"ইতঃপূর্ব্বে প্রয়াগে যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি তথায় ভারতের সকলপ্রকার সম্প্রদায়ের সন্ধানকেই দেখিতে পাইয়াছিলেন ; কিন্তু গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কোন সঙ্ঘ তথায় উপস্থিত নাই দেখিতে পাইয়া তিনি যখন হৃদয়ে দুঃখানুভব করিতেছিলেন, তখন শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের বিরাট্ ছাউনী তাঁহার দৃষ্টিপথ আকর্ষণ করিল। তিনি তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অনুগত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ই 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।' —গৌরসুন্দরের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সংরক্ষণ করিতেছেন।" শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ প্রয়াগের গত বা বর্ত্তমান কুম্ভমেলাক্ষেত্রে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির অন্যতম সঙ্ঘরূপে তাঁহাদের ন্যায় চতুর্ব্বর্গমাত্রের যাজনাভিলাষ লইয়া তথায় উপস্থিত হন নাই, তাঁহারা শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা রূপ প্রয়াগ বা প্রকৃষ্ট যাগ যাজন অর্থাৎ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞমুখে কৃষ্ণভক্তি-সোমরসপিপাসুতে সর্ব্বাত্মস্নপন-লালসায়ই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ও আছেন। গৌড়ীয়ের ব্যক্তিগণ আচার্য্যের শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারায়ই গৌড়ীয়মঠেই যে, বর্ত্তমানযুগে 'একমাত্র শুদ্ধভক্তিপ্রচারক ও সংরক্ষক'—ইহা ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহারা গৌড়ীয়মঠকে—কৃষ্ণকে বাস্তবসত্যকে পাঁচমিশালিদলের সহিত এক কক্ষায় স্থাপিত না দেখিয়া অন্যায়ভাবে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহারা ছোট হরিদাসের আদর্শকে ঠাকুর হরিদাসের আদর্শের সঙ্গে সমন্বয় করিতে না দেখিয়া ছোট হরিদাসের পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য আদর্শের প্রতি যে অতিভক্তি দেখাইয়া থাকেন, তাহাই তাঁহাদের অপরাধময় বিচারের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। একমাত্র শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-নিত্যজনের কৃপায়ই আমরা এই সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি।

৩০। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌর-মনোঽভীষ্ট-প্রচার ও শ্রীবার্ষভানবীর সেবার অনুরূপ ঐকান্তিকী ও সর্ব্বোত্তমা কৃষ্ণসেবার কথা প্রচার করিতে গিয়া অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় তথা ভক্ত বা বৈষ্ণবব্রুব-সমাজের কলঙ্কভাজন হইয়াছেন। তাহাদের সকলের সমবেত সর্ব্বপ্রকার আক্রোশ-বিরোধ-চেষ্টা তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও তাঁহার নিত্যসিদ্ধা ঐকান্তিকতা হইতে বিচ্যুত করিতে ত' পারেই নাই, অধিকন্তু তাঁহার আচার্য্য-লীলার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। তিনি একস্থানে তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন,—"লোকগঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবীদেবী শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না। আমাদের সহিত বিরোধ করিয়া যে অবিষ্ট বৃন্দ 'উলুইচণ্ডী'-সেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের মৈত্রাস্ত্রের কারণ নাই।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্র ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪) অন্যাভিলাষী গৌড়ীয়ব্রুব সমাজ গৌড়ীয়মঠের সহিত বিরোধ করিয়া উলুইচণ্ডীপূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং ঐরূপ অবৈধ প্রতিযোগিতা (?) বা আনুকরণিক চেষ্টাকেই বৈষ্ণবধর্ম্মের যাজন বলিয়া মনে করিতেছে। কেহ কেহ বা অভিমন্যুর অনুসরণ করিয়া নিখিলজীবের একমাত্র পরমারাধ্যা শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসিতেছে। অভিমন্যুর ন্যায় মায়া বা ছায়ারাধাভোগকে তাহারা রাধার ভজন মনে করিয়া রাবণের ছায়াসীতা বা মায়াসীতা-ভোগ-চেষ্টা অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধ-বিবর্ত্তে পতিত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার সদ্যুক্তিসমূহ অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার রাধানিত্যজনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

৩১। অপ্রকট-লীলায় ও ভৌম-লীলায় অভিমন্যু-ভৈরবাদির অস্তিত্ববিশেষের তাৎপর্য্য ও বৈশিষ্ট্য শ্রীল সনাতন প্রভুর 'গোলোক-মাহাত্ম্য' হইতে সম্প্রকাশিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন করিতেছেন। বদ্ধজীবের ক্রিয়া অপ্রাকৃত লীলারই হেয়, বিকৃত, খণ্ড প্রতিফলন—এই বিচার-প্রদর্শনমুখে অভিমন্যু-ভৈরবাদির প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়া ভৌম-লীলায় তাহাদের মূল অস্তিত্ব থাকিলেও অপ্রকট-লীলায় তাহাদের লীলা-পুষ্টিকর জীবনহীন পুত্তল-সদৃশ ভাবমাত্রে অবস্থানের কথা শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকৃতেও কীর্ত্তন করিয়াছেন। যদিও এ সকল কথা বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ে প্রকাশিত আছে, তথাপি শ্রীল প্রভুপাদের এতৎপ্রসঙ্গে বিচার-বৈশিষ্ট্য স্রোত মৌলিকতাপূর্ণ। শ্রীরাধাকৃতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইবে। ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীরাধা-নিত্যজনত্বের একটি বৈশিষ্ট্য।

৩২। স্বকীয় ও পারকীয় বিচারে শ্রীল প্রভুপাদ যে শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত সম্প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার গৌর ও রাধা-নিত্যজনত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"সর্ব্বকারণ-কারণ কৃষ্ণ আকর বস্তু হওয়ায় পার্থিব দুর্নীতিসমূহ তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। প্রপঞ্চে বহু নায়ক বিরাজমান থাকায় একের প্রাধান্যে অপরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কৃষ্ণের বেলা সেরূপ নহে। কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, অবৈধ-নাড়ের সুখনিদ্রা তাহাদের ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে মাত্র। ইহজগতে স্বকীয়ের মহিমা নয়কোবিদগণ গান করেন। এখানে পারকীয় বিষয়ে পক্ষবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভগবদ্ধামে পক্ষাপক্ষ না থাকায় ক্ষতির কথার অবকাশ নাই। আবার অন্যদিকে স্বকীয় বিচার ধরিতে গেলে তিনিই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বতোভাবে মালিক। ষড়ঐশ্বর্য টোপ বা ধাতা কলে পড়িবার যোগ্যতা পইয়া যে-সকল অভিমন্যু দুঃখিত হন, তাঁহাদের বিচারের দুর্ব্বলতামাত্র জানিবে। কৃষ্ণের স্বকীয় বিচারে উদ্বাহ এবং গান্ধর্ব্বাচরণে গান্ধর্ব্বিকা-লাভ একই জিনিষ। কিন্তু গান্ধর্ব্ব-বিবাহের চমৎকারিতায় তামসপক্ষ অধিক আনন্দ বোধ করেন; মিত্রসত্বে উহার হেয়তা উপলব্ধি হইলেও শুদ্ধসত্বে হেয়তা নাই।"

৩৩। শ্রীল প্রভুপাদ বৈকুণ্ঠস্বরূপ শ্রীপুরুষোত্তমে, মথুরাস্বরূপ শ্রীমায়াপুরে, শ্রীমথুরায়, শ্রীবৃন্দাবনে কার্ত্তিকব্রত-উদ্‌যাপন-লীলা প্রকাশ করিয়া এ বৎসর 'কার্ত্তিকোৎ কীর্ত্তনেশ্বরী' নিজেশ্বরী শ্রীরাধার কুণ্ডে অনুক্ষণ স্নান, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা-কীর্ত্তনমুখে কার্ত্তিকব্রত-উদ্‌যাপন-লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরাতে কার্ত্তিকব্রত-পালনের শ্রেষ্ঠতা, মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে কার্ত্তিকব্রত পালনের শ্রেষ্ঠতা, শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকব্রত পালনের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতার কথা প্রচার করিয়া স্বীয় রাধানিত্যজনত্বের বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন।

৩৪। এক সময় কোন অত্যাত্মিক পণ্ডিত সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীমথুরায় কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপন করিতে দেখিয়া প্রাকৃত-সাহজিক চিন্তাস্রোত হইতে প্রভুপাদকে লিখিয়াছিলেন, যে-স্থানে কংস শ্রীকৃষ্ণের বিদ্রোহাচরণ করিয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিতেও তাঁহার বিতৃষ্ণা হয়। তদুত্তরে শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার শ্রীরাধা-নিত্যজনত্বের বা শ্রীরূপানুগবরত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে। "শ্রীমথুরা—ভগবজ্জন্মভূমি। এস্থান নিয়মমাত্রগ্রাহী স্মার্ত্তের পতনভূমি। এ পুরী সাধারণী গণিকাভাববুক্তা কুব্জার চিন্তাস্রোতদমনী, লৌকিক জ্ঞানদুষ্ট জনসঙ্ঘের প্রতাপবান্ পথরূপস্বরূপ চানূর ও মুষ্টিকাদি মল্লের মায়াবাদ-অপসারণী, আর কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃত প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারীর সমাধি-ক্ষেত্র, সর্ব্বোপরি বিপ্রলম্ভবিধায়িনী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও ভক্তগোষ্ঠিসহিত শ্রীরূপের বাসাধিককাল-যাবৎ অধিষ্ঠান-ভূমিকা।" পাঞ্চরাত্রিকধর্ম্ম-সম্প্রদায় মথুরাকে যেরূপভাবে মোক্ষদায়িকা পুরী বলিয়া জ্ঞান করেন বা পুরুষোত্তমক্ষেত্র কিংবা কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি ধর্ম্মক্ষেত্রকে বিচার করিয়া থাকেন, শ্রীরাধানিত্যজন রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের বিচার তাহা হইতে কিরূপ স্বতন্ত্র, তাহা 'সর্ব্বোপরি বিপ্রলম্ভবিধায়িনী' ও 'শ্রীরূপের অধিষ্ঠানভূমিকা' বাক্য-দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

৩৫। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণেশ্বরীর অপ্রাকৃত বিচার জীব-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার জন্য এবং প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মাৎসর্য্যচক্ষের প্রাকৃত দর্শন হইতে নিজ-জনকে সতর্ক করিবার জন্য অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রাকৃত-বুদ্ধির সহিত শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নানের অভিনয় বা দর্শন-স্পর্শনের আগুকরণিক চেষ্টা শ্রীল প্রভুপাদ নিজ-আচার বা প্রচারে কোনদিনই অনুমোদন করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন,—"স্বরূপকৃত 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' শ্লোকটি স্মরণ কর, তবে আমার বিচার-ধারা বুঝিতে পারিবে।"—(পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)। সর্ব্বতোভাবে নিজেশ্বরীর অনুমোর্দ্ধ অপ্রাকৃতত্ব সংস্থাপন শ্রীল প্রভুপাদের রাধা-নিত্যজনত্বের পরম বৈশিষ্ট্য।

৩৬। শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চাবতারের অধোক্ষজত্ব, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব-বিচার সতত সংরক্ষণ করেন বলিয়াই তিনি বিলাতেও **অধোক্ষজ** অর্চ্চাবতার প্রকটন এবং অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-কুণ্ডের অবতরণ করাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীজন্মভবনে কিরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের অবস্থান

হইতে পারে, কতিপয় প্রাকৃত সহজিয়া তাহা বুঝিতে না পারিয়া উপহাস্য হইয়া পড়িয়াছেন। কপাতঃ বিচার দ্বারা অপ্রাকৃত চিদ্রাজ্যে প্রবেশ না হইলে বিনাশেও কিরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অবতার হইতে পারে, তাহা বুঝা কঠিন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল বিচার-বৈশিষ্ট্য তাঁহার রাধানিত্যজনত্বেরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

৩৭। লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা বা সীতা-রামের সেবা, কিম্বা মহিষীগণের দ্বারকানাথের সেবা হইতেও শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবার চমৎকারিতার কথা এরূপ সুযুক্তির সহিত প্রকাশ করিয়া যুক্তিবাদিসম্প্রদায়কেও শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চমৎকারিতার সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনের চেষ্টা পূর্ব্বে কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের গৌর ও রাধা-নিত্যজনত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে।

৩৮। আধুনিক যুগের যুক্তিবাদিসম্প্রদায়কেও তাঁহাদের উপযোগী পরিভাষায় শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজনের সর্ব্বোত্তমতা বুঝাইতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ সেদিন (১লা ফাল্গুনী ১৩৩৬, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬) শ্রীরূপ-শিক্ষা-স্থলীতে ও শ্রীচৈতন্যমঠে "True and proper adjustment for being dovetailed with Krishna"-ই মানব-জীবনের চরম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অকৃত্রিম সুসংস্থিতিই বৈজ্ঞানিকের পরিভাষায় "True and proper adjustment"; তাহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের পরিভাষায় সম্বন্ধ-অভিধেয়। Adjustmentকে শ্রীরূপের ভাষায় 'যুক্তবৈরাগ্য' বলা যাইতে পারে। এই Adjustment এর আধিক্য বা ন্যূনতা হইলে 'ভাবতে পরমার্থতঃ' অর্থাৎ পরমপ্রয়োজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে। Dovetailed হওয়াই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্'; এই 'কৈবল্য' ব্রজলীলার তত্ত্ববিচার কথিত 'কৈবল্যং নরকায়তে' নহে; পরন্তু তাঁহার প্রেমময়ী সেবা ঈশার কেবল-প্রেমা। শ্রুতি 'আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ' মন্ত্রোক্ত 'আহার-শুদ্ধি' শব্দদ্বারা adjustment বা সুসংস্থিতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সুসংস্থিতি-দ্বারাই সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ বাসুদেবের আবির্ভাব। ইহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় বলিতে গেলে "যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" অখিলরসামৃতমূর্ত্তি যাবতীয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত adjustment হইলে অপরাপর রসবিগ্রহ মাত্রই, কর্ম্মাদি স্বাংশতত্ত্বের সেবা তৎক্রোড়ীকৃত থাকিয়াই সেবককে সর্ব্বোত্তমা অবস্থায় উপনীত করায়। এই সকল কথা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রুতি ও ভাগবত-ব্যাখ্যার মধ্যে প্রকাশিত থাকিয়া তাঁহার রাধানিত্যজনত্বের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতেছে।

৩৯। শ্রীল প্রভুপাদের 'My Guru Puja' বাক্যের অনুকরণ করিয়া আমরা যেন 'My' লিখিবার ধৃষ্টতা না করি। শ্রীবার্ষভানবীর নিত্য-জনই উত্তম পুরুষের একবচন প্রয়োগ করিয়া 'মঞ্জরী' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন নতুবা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচারের ন্যায় 'আমার গুরু', 'তোমার গুরু', 'আমার সেবা', 'আমার কার্য্য' প্রভৃতি বলিতে গেলে আমার বাহাদুরীতে আমাকে কর্ম্মজালে বদ্ধ করিবারই বিচার হইবে। ভক্তিবিনোদ বা বার্ষভানবীর পূজাই বার্ষভানবী-নিত্য-দাস প্রভুর ব্যাস-পূজা। এজন্যই বোধ হয় দ্বিষষ্টিতমা ব্যাস-পূজা-তিথিতে "Thakur Bhakti-Vinode Research Institute" অর্থাৎ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-অনুশীলন-প্রতিষ্ঠান"এর উদ্বোধন হইল।

৪০। শ্রীরূপানুগ-ভজন-পদ্ধতি শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-মুখেই অনুশীলনের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যলীলায় যে সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই শ্রীবাস-অঙ্গন। শ্রীবাস-অঙ্গনে গৌরসুন্দর কেবল নিজজনগণকে তাঁহার সংকীর্ত্তন-রাসে প্রবেশাধিকার দেওয়ায় শ্রীবাসের খড়্গমাতা মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীবাসের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিজজন বা প্রিয় কুটুম্ব; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসের দ্বারা তাঁহার খড়্গমাতাকে বহিষ্কৃত করাইয়া প্রকৃত নিজজনগণকে তাঁহার সংকীর্ত্তন-রাসে অধিকার দিয়াছিলেন। অন্য-অভিলাষী কর্ম্মী, জ্ঞানী ও নানাপ্রকার বিরোধী সম্প্রদায় শ্রীবাস-ভবনের কপাট রুদ্ধ দেখিয়া নানাপ্রকার কুবাক্য বর্ষণ করিয়াছিল। বিধর্ম্মিগণও শ্রীবাস-অঙ্গনের সংকীর্ত্তন-মৃদঙ্গ ভগ্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছিল। শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-পীঠে অকৃত্রিম ভক্তিবিনোদ-দাসানুরাগিগণের প্রবেশাধিকার দেখিয়া সেইরূপ মাৎসর্য্যময়ী চিত্তবৃত্তি উদ্ভূত হইতে পারে এবং ভক্তিবিনোদ-বাণী-পীঠের 'বৃহৎ চিত্ত মৃদঙ্গ' বা 'বড় খোল' ভগ্ন করিবার প্রয়াসও কালে

কালে অসম্ভব নহে। তবে বলদেববাড়ির শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীব্যাসপূজাবলী শ্রীব্যাস-অঙ্গনে ব্যাস-পূজার দিনে যে ভক্তিবিনোদ-বাণী-পীঠের উদ্বোধন হইল, তাহাতে ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন নৃসিংহদেব বিধর্মী অর্থাৎ কপাটগ-ভজন-বিরোধিনী চিত্তবৃত্তিকে বিনাশ করিয়া শ্রীব্যাস-পূজার সৌকর্য্য বিধান করিবেন।

৭১। যাঁহারা ভক্তিবিনোদানুশীলন-মন্দিরে প্রবেশের সহজ-সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহাদেরও ক্রমিক মঙ্গলের জন্য শ্রীব্যাসাভিন্ন—শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ আচার্য্যের কৃপার অভাব নাই। শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে পরমহংসানুগত **দৈব-বর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ** প্রকাশিত হইলে এবং দৈববর্ণাশ্রমিগণের যাবতীয় চেষ্টার ফল পরমহংসগুরুবরের মনোহভীষ্ট-সেবায় নিযুক্ত হইলে পারমার্থিক সমাজ সমুন্নত হইবে।

'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত', 'ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও নিবন্ধসমূহ দৈব-বর্ণাশ্রম-সঙ্ঘের প্রচার-কার্য্য বহু পূর্ব্ব হইতেই করিয়া আসিতেছেন। ঐ সকলও ব্যাসকূটের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। ভাগবতের অনুগত পঞ্চরাত্রের বিচার প্রদর্শন করিয়া ব্যাসকূটসম্প্রদায় দাসকূটসম্প্রদায়ের সর্ব্বোত্তম ভজন ঈশা-দাস্যে কৃপানুগবরের কৃপায় হয়ত প্রলুব্ধও হইতে পারেন।

৭২। শ্রীগুরু ও শ্রীরাধাতত্ত্ব লইয়া অতাত্ত্বিক কুরসিক-সম্প্রদায় যে-সকল ভ্রমের আবাহন করিয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় কৃপানুগ সংসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া তাহা নিরাস করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন,—"কোন সৌভাগ্য-ক্রমে মুক্তজীব কুণ্ডতীরে গমন করিলে মধুর-রতিতে অপর রতিসমূদয়কে অঙ্গীভূত করিয়া লন। ভেদাভেদ-প্রকাশ শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে মধুর-রতিতে স্বয়ংপ্রকাশ বলিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপা ও স্বয়ংপ্রকাশার বিচার অনুগগণ পরপর দর্শন করেন। ঠাকুর মহাশয়ের 'গুরুরূপা সখী বামে' প্রভৃতি বাক্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সখী, বার্ষভানবীরই কায়ব্যূহ এবং তাঁহা হইতে অভিন্না বিচার অনুগের ধারণা।"—(প্রভুপাদের পত্র, ১লা আশ্বিন, ১৩৪১)। এই সকল কৃপানুগ সিদ্ধান্ত-প্রচার শ্রীল প্রভুপাদের গৌর নিত্যজনত্ব ও রাধা-নিত্যজনত্বের যুগপৎ প্রকাশক।

৭৩। শ্রীল প্রভুপাদ "যদ্বো গুরুনীশম্" শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন,—"ঈশভক্ত-বিচারে ঈশা-দাস্য ও ঈশ-সখ্য অবস্থিত। ঈশা-দাস্য লাভ হইলে ঈশ-দাস্য-লাভ ঘটে। অর্থাৎ **ঈশা-দাসীত্বই ঈশ-দাস্যে অধিকার।** গোপীগণ আত্মহত্যাতীত সেবিকা।" যাহারা ঈশা-দাসীত্ব-কামনা অপেক্ষা নিজ-কল্পিত ঈশাত্ব বা ঈশাকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশের ভজনার ছলনা করে, তাহারাই সম্ভোগবাদী হইয়া পড়ে। ঈশার দাসীত্ব-চিত্তবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিই "ঈশাবাস্য" শ্রুতির তাৎপর্য্য অবগত হইয়া মহাভাগবতস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ও বিপ্রলম্ভের পুষ্টিকারী শ্রীগুরুদেবের আচার-প্রচার-লীলানুসরণে ঈশার অর্থাৎ স্বয়ংরূপা শ্রীরাধার কৈঙ্কর্য্য করিয়া সর্ব্বত্র ঈশ দর্শন করিতে পারেন। তখন তিনি "ঈশাবাস্য" শ্রুতির পরিস্ফুট অর্থ—

"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।"

এই কথার মধ্যে উপলব্ধি করেন। এবৎসর শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ মহাভাগবতাধিকারের বিচার-প্রসঙ্গে এসকল কথা প্রচার করিয়া তাঁহার ঈশা-নিত্যজনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

৭৪। কেবল নাম-ভজনই যে কৃপানুগ-পদ্ধতি তাহা শ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ প্রচার করিয়া লীলা-প্রবেশের ক্রমিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'নাম্নঃ শ্রবণং' হইতে 'লীলায়াঃ প্রবেশঃ'—শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর এই বাক্য প্রভুপাদের আচার ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীরাধাকুণ্ডের মাধ্যাহ্নিক লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। কীর্ত্তন-পীঠ শ্রীগোদ্রুম তাঁহার প্রিয় ভজনস্থান। সেই গোদ্রুমদ্বীপের কৃপা লাভ হইলেই রাধাবনে কীর্ত্তন-বিগ্রহ-শ্রীগুরুদেবের কৃপায় মাধ্যাহ্নিক লীলায় প্রবেশাধিকার হয়। উজ্জ্বলনীলমণির প্রারম্ভে 'নামাকৃষ্টরসজ্ঞ' বাক্য হইতেও জানা যায় যে, নামে আকৃষ্ট হইলে লীলারসে প্রবেশাধিকার হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা অনুক্ষণ প্রচার করিয়া তাঁহার রাধানিত্যজনত্বের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন।

৭৫। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভক্তিবিনোদ আরাধনাই আচার্য্যের ব্যাসপূজা এবং শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীপূজাই

আমাদের ব্যাস-পূজা। ইহা অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা মাত্র নহে। যিনি অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিয়া আমাদের সকল সমস্যা নিরসন করিতে পারেন এবং বাস্তব-রাজ্যের সন্ধান দিতে পারেন, তাঁহার সাক্ষাৎ পূজা। শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভু যে কীর্ত্তনময় ব্যাস-পূজা করেন, তাহাতে বার্ষভানবী নন্দিতা হন। সুসদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধুসঙ্গ ব্যক্তিগণ শ্রীদয়িতদাস প্রভুর ভক্তিবিনোদ আরাধনারূপ বার্ষভানবী-বিনোদন-আশাকে বুঝিতে না পারিয়া কিরূপ বাধা প্রদান করে, তাহা ঐ প্রভুপাদের লিখিত পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে তাঁহার নিজ-ভজনের কথাও মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহার বার্ষভানবীর সন্তুষ্টি বিধান করিতেছে। সেই কথাগুলি পুনরুক্তি করিতেছি,— "দীর্ঘ বকারদ্বয়ের প্রথম বকারে গোলোকোপরিস্থিতি হইতে না পারিয়া কেবল বাধাই পাইতে থাকিব? দ্বিতীয় দীর্ঘ বকারের আকর্ষণী বা আকর্ষণ আমাদিগের স্কন্ধে আরোপিত হইয়া গরুড়-বাহনের কৃপাক্রমে বাধা অতিক্রম করাইয়া যাদারাণীর প্রভু-সাঙ্গ হইতে রাধারাণীর পরম সৌন্দর্য্যময়ী পদনখ-শোভা-কৃষ্ণবর্ণামৃতের আদিম শ্লোক কি আমাদের বোধগম্য হইবে না?" মাৎসদৃক্ ব্যক্তিগণের বাধা যা প্রকৃতি প্রাকৃত দর্শন opaque (অস্বচ্ছ) গুরুদর্শন—তাহাই বাধা। বার্ষভানবীর পূজা— গুরু-পূজা—ব্যাস-পূজা—ভক্তিবিনোদবাণী-পূজায় সেরূপ বাধা বা অস্বচ্ছতা নাই।

৪১। কমলার কোমল শ্রীচরণপদ্ম-লাভে কমলা-কান্তের সেবা, তাঁহার লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিলাস-কলার সেবা করিতে হইলে জয়দেবতার—জয়শ্রীর সরস্বতী আরাধনাই একমাত্র উপায় ও উপেয়। তাই সরস্বতী-জয়শ্রী বা জয়শ্রী-সরস্বতী-প্রবণ-কীর্ত্তন-মুখেই আমরা শ্রীব্যাস-পূজার আরতি করিতেছি।

৪৭। শ্রীব্যাসপূজায় যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে পরীক্ষিতের আনুগত্যে অনুক্ষণ আত্মপরীক্ষা আবশ্যক। তাহা হইলে শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভ হইবে এবং কীর্ত্তনাথা গোরুবনীদের অনুকম্পায় ভক্তিবিনোদবাণী-কীর্ত্তনে অধিকার পাইব। অন্তর্দ্বীপের কৃপায় আত্মনিবেদনের বুদ্ধি জাগ্রত হইলে সীমন্তদ্বীপে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীগুরুর কৃপায় শ্রীব্যাসের কৃপা পাইতে পারিব। কতুদ্বীপে জয়দেবতার সরস্বতীর আনুগত্যে গদাধরমিত্র-বরের সেবা লাভ করিতে পারিব। এখন দিন আমাদের কবে হইবে? কবে গৌরবনে রাধাবন, গৌরজনে রাধাজন দর্শন হইবে? কবে শ্রীকৃষ্ণের ঔরাধা-লীলার রাসস্থলী বলদেব নিত্যানন্দের শ্রীব্যাসপূজার স্থান শ্রীবাদাঙ্গনে নিত্যানন্দ-কৃপায় রাধাকৃষ্ণপদনখশোভা দর্শন করিব? কবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে জয়শ্রীর শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিব? কবে আমাদের পূর্ণতমা ব্যাসপূজা হইবে?

৪৮। ব্যাসের পূজাই আমাদের প্রয়োজন। "তাঁহার অনুগসম্প্রদায়কে স্বীকার না করিয়াও ব্যাসপূজা হয়, শ্রীমধ্বমুনিকে, শ্রীরামানুজপুরীকে উপেক্ষা করিয়াও বা তাঁহাদিগের প্রতি নিরপেক্ষতার ছলনা দেখাইয়াও শ্রীব্যাসের সম্মান হয়, শ্রীগুরুর সেবক-সম্প্রদায়কে মান্য না করিয়াও শ্রীগুরুদেবের পূজা হয়, শ্রীমতীর কায়ব্যূহকে না মানিয়াও শ্রীমতীর পূজা হয়,"— এইরূপ চিত্তবৃত্তি থাকিলে কখনই আমরা ব্যাসপূজার অধিকার পাইব না। উত্তম অধিকার দূরের কথা, মধ্যমাধিকারের চতুর্ব্বিধ বিচার দূরের কথা, এমনকি কনিষ্ঠ অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া নাস্তিক প্রাকৃত সাহজিক চিত্তবৃত্তিতেই ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি লক্ষিত হয়। সাধু সাবধান !! এই দুর্ব্বুদ্ধির সংক্রামক ব্যাধি হইতে সর্ব্বাগ্রে মুক্ত না হইলে শ্রীব্যাসপূজায়—শ্রীগুরুপূজায় আমাদের অধিকার হইবে না। 'শ্রীব্যাস বা শ্রীগুরুদেবের বাহ্য আকৃতিকে নিজের ভোগ-চেষ্টায় লাগাইবার প্রচ্ছন্ন-অভিলাষ হইতেই কেবল শ্রীগুরুদেবের (মৌখিক বা বাহ্য আনুষ্ঠানিক পূজাই আমার দরকার,'— এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আমার উদিত হয়। যাহাদ্বারা ভক্তিবিনোদ নন্দিত হন, সেই বিনোদ-বৈভব কৃষ্ণপ্রিয়া-সরস্বতীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভক্তিবিনোদের সেবা হয় না: তাই ঠাকুর গাহিয়াছেন—

ভক্তি বাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।
(কল্যাণকল্পতরু)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর সেবক-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের উচ্চাবচ অধিকারকে শ্রীমতীর কৃপাশক্তি-বৃত্তি-বিশেষ-জ্ঞানে যথাযোগ্য সম্মান বা প্রণতি না করিলে— শ্রীরাধার

কৃপাবৈভব না বুঝিলে কখনও শ্রীগুরুপূজা হইতে পারে না।

৩৯। যাঁহারা হৃদয়ের দুর্ব্বলতাবশতঃ অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগে অশক্ত, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, গৃহব্রতধর্ম্ম, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের অভিমান হইতে মুক্ত হইয়া গোপীভর্ত্তার দাসানুদাস অভিমানে পারমহংস্যসঙ্গ লাভ না করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য পারমহংস্য-সংহিতা বা কৃষ্ণ-সংহিতা যে আশ্বাসবাক্য প্রচার করিয়াছেন, সমগ্র ভক্তিবিনোদ-বাণীর মধ্যে সদ্গুরুপদাশ্রিত প্রেমাকাঙ্ক্ষীগণের জন্য তাহাই একমাত্র অভয়বাণী। ভক্তিবিনোদবাণী ব্যতীত আর কেই বা সেই কথা পুনঃ পুনঃ আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল জীবকে জানাইয়াছেন ?

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

[মদীয় চরিত-কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত, কর্ম্মান্তরে উদ্বিগ্ন পুরুষ বিষয়বাসনা-রাশিকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অশক্ত হইলে "মদ্ভক্তিদ্বারাই সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইবে",—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় সহকারে দুঃখপরিণামক বিষয়-ভোগের সহিত তাহাতে অপ্রীত হইয়া প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করিবেন। পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগে যিনি নিরন্তর আমার সেবা করেন, তাঁহার হৃদয় আমার প্রতি একাগ্রভাবে অবস্থিত হইলে হৃদয়স্থিত যাবতীয় বিষয়বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে।]

৪০। ভক্তিবিনোদ-বাণীতে জাতশ্রদ্ধ হওয়াই Adjusted বা সুসংস্থিত হওয়া। সেই সুসংস্থিতি শুচিতা, কৃষ্ণাকর্ষিণী ও সাম্রানন্দবিশেষাত্মা ; আনুষঙ্গিকভাবে মোক্ষলঘুতাকৃৎ। ব্যাসপূজাবাসরে সেই ব্যাসবাক্য আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন।

৪১। শ্রীবার্ষভানবীর করুণার মধ্যে ইহাই একটি বিশিষ্ট করুণা যে, তিনি একদিকে যেমন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য বাম্য-স্বভাব-বিশিষ্টা হইয়া নিজেকে সম্ভোগ করান, অপরদিকে তদীয়কায়ব্যূহকে সম্ভোগ করাইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য করুণাবিশিষ্টা হন। তাঁহার এই করুণা না থাকিলে কেহই কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারিতেন না। ভক্তিবিনোদবাণীর স্বজন ও স্বজন-বিজনরূপ করুণা এক অন্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। অতএব আমরা সেই করুণাবৈশিষ্ট্যকে বন্দনা করিয়া যেন তাঁহার আনুগত্যে অকপটে গাহিতে পারি—

"রাধাদাস্যে রহি' ছাড়ি ভোগ অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তনগৌরব।
রাধানিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব॥"

"অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥"

"গান্ধর্ব্বিকা-চিত্তহারী, কৃষ্ণ—যোগো কৃপাকারী,
রাধা বিনা তিঁহো কারো নয়।
কাঙ্গাল দীনের সখ, শ্রীচৈতন্য দয়ার্ণব,
তাঁরে সেবি' তাহা সিদ্ধ হয়॥
শ্রীবার্ষভানবী-দেবী- আশ্লিষ্ট-বপুষে সেবি,'
যেন ছাড়ি অপরাধ ঘোর।
শ্রীব্রজপত্তনে বসি', গান্ধর্ব্বিকে, দিবানিশি,
গিরিধর, সেবা পাই তোর॥"

গুরুদেব !

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ-মানে স্পৃহাহীন॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ যথাযথ।
তবে ত গাইব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হবে হত॥
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥

যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
কান্দিয়া কান্দিয়া,
হা হা প্রভো! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন।

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দো মুক্তি সাবধান মতে।
যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হৈতে।
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।

ও অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

নম ও বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে।
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে।

"বৈরাগ্যাদ্যুগ্ভক্তিরসং প্রবক্তু-
মপ্যাত্মন্যমনভীষ্টমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।"

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীযোগপীঠ
শ্রীধামনবদ্বীপ ঈশোদ্যানপুর, নদীয়া
২৯শে মাঘ, ১৩৪১ সাল।

সভাপতি—
স্বাধীনত্রিপুরাধিপতি পরমীক মহারাজ স্যর বীরবিক্রম-
কিশোর দেব বর্ম্মণ বাহাদুর, কে,সি,আই,ই,

বিপুল বৈষ্ণব-সম্মানপুরঃসরবিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী-কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থ-পাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব অতিথিসেবা ও মহোৎসবাদি হইবে। ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সভায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত-সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

সজ্জনকিঙ্কর
শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়
সাধারণসমিতির সম্পাদক

ওঁবিষ্ণুপাদপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশবগোস্বামী মহারাজ

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-গৃহ—বড়দাঁড়, পুরী।

Printed at the Gaudiya Printing Works, 14/4, Kaliprosad Chakravarty Street,
and Published from Sree Gaudiya Math, Baghbazar, Calcutta
By A. V. Vidyabhusan B.A.

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৩৪২, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ { ২৯শ সংখ্যা

'অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার' ও 'দৈববর্ণাশ্রমসঙ্ঘ'

এবার শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবাসপূর্ণোপলক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা:—দুইটি প্রতিষ্ঠানের সংগঠন। তাহাদের একটি "অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার", দ্বিতীয়টি "দৈববর্ণাশ্রমসঙ্ঘ"। প্রথমটির কার্য্য-স্থান (অফিস) শ্রীবাস-অঙ্গনের সন্নিহিত স্থানে, দ্বিতীয়টির স্থান শ্রীচৈতন্যমঠের অবিস্তাহরণ শ্রবণ-সদন। উক্ত প্রতিষ্ঠানেরই প্রকট হইয়াছে গত ৪ই গোবিন্দ (৪৪৯ গৌরাব্দ) ২৯শে মাঘ (১৩৪২ বঙ্গাব্দ), ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ) বুধবার—দৈববর্ণাশ্রমসঙ্ঘ-রক্ষক গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সত্তাপস্থিতে শ্রীভক্তিবিনোদ-ভবনে আহূতা বিশেষ সভায়।

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযোগপীঠে এবং গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী "অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার" (Thakur Bhaktivinode Research Institute) অফিসে এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই স্থানে বিশেষ লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, 'অনুকূল' শব্দটি 'অনুশীলনে'র বিশেষণ নহে—'কৃষ্ণে'র বিশেষণ। "অনুকূল কৃষ্ণ" বলিতে শ্রীরাধার কৃষ্ণ—চন্দ্রা বৈবাহিনি কৃষ্ণ নহেন। অনু—অনুগত, কূল—স্নেহবদ্ধ; শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্ পুরুষোত্তম হইয়াও একমাত্র দেবিকাশিরোমণি শ্রীরাধিকারই অনুগত, শ্রীরাধিকার প্রেমে তিনি উন্মত্ত।

"রাধা বিনা তিঁহো কারো নয়"

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্যই শ্রীরাধার বাম্য স্বভাব। সেই বাম্য স্বভাবের প্রেমেই শ্রীকৃষ্ণ

সর্ব্বাধিক বশীভূত, অতএব হইয়াও শ্রীরাধিকার প্রেম-বিচ্যুতির ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত, এমনই চমৎকারময় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা। রসিক-স্বভাব চন্দ্রাবলী প্রভৃতির প্রেম শ্রীরাধার প্রেমের সমকক্ষ হইতে পারে না। তাই গৌড়ীয়গণ সর্ব্বদাই শ্রীরাধিকার আনুগত্য করিয়া থাকেন—'অনুকূল-কৃষ্ণের' সেবা করিয়া থাকেন। একল কৃষ্ণ, দ্বারকেশ কৃষ্ণ, মথুরেশ কৃষ্ণ—এমন কি চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণও তাঁহাদের 'অনুকূল কৃষ্ণ' নহেন। গৌড়ীয়গণের প্রয়োজন তত্ত্বের আচার্য্য শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ একাকী থাকিয়া যদি পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন, তথাপি আমি তাঁহার নিকট যাইব না, তাঁহার সঙ্গে যদি বৃষভানুসুতাকে দেখিতে পাই—তাহা হইলে আহ্বান না করিলেও পবনাপেক্ষা দ্রুতগতিতে তথায় ছুটিয়া যাইব। অবশ্য "অনুকূল কৃষ্ণের" এই সকল বিচার সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নহে। যাঁহারা নিযুক্তানর্থ হইয়া 'বর্ণাশ্রম', 'কর্ম্মার্পণ', 'আনন্দিসুখ কর্ম্ম', 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি' স্তরগুলি অতিক্রম করিয়াছেন—বেদ-বেদান্তোপনিষদ্ গীতা-মহাভারতাদির বিধি অতিক্রম করিয়া অপাস্তিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃতাদি অপ্রাকৃত শুদ্ধা ভক্তিতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অপ্রাকৃত প্রেমের পরাকাষ্ঠা পারকীয় বিচারোল্লাসে বৃষভানুসুতার ধ্যান করিতে সমর্থ, অনুকূল কৃষ্ণের বিচার তাঁহাদেরই গোচরীভূত। শ্রীনিজজনময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই অনুকূল কৃষ্ণের বিচারই প্রদর্শন করিয়াছেন; তাঁহার শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, কল্যাণ-কল্পতরু প্রভৃতি অনুকূল কৃষ্ণের গীতিতে অলঙ্কৃত। তাই "অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগারের" নামান্তর The Thakur Bhaktivinode Research Institute. 'অনুকূল কৃষ্ণ' স্বয়ং "অনুকূলা"র বিপ্রলম্ভ ও প্রেমবৈচিত্ত্য প্রদর্শনকল্পে শ্রীধাম-মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এতদ্ব্যতিত এইস্থানে "অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগারের কার্য্যকরী সমিতি

সভাপতি—

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।

সহকারী সভাপতিদ্বয়— (১) মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিভূষণব, ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, (২) মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী। **সম্পাদক—**মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্মিক পণ্ডিত শ্রীমৎ দুঃখবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত-রত্ন ভক্তিশাস্ত্রী।

রক্ষকদ্বয়—(১) মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, (২) শ্রী'গৌড়ীয়' সম্পাদক (মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ)।

সভ্যগণ—(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ; (২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী ; (৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম ; (৪) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন ; (৫) ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি ; (৬) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি ; (৭) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর ; (৮ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী, (৯) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি ; (১০) উপদেশক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন ; (১১) মহোপদেশক শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল ; (১২) শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুরণ ভক্তিবান্ধব বি-এ ; (১৩) উপদেশক শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ; (১৪) উপদেশক শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি-এ কাব্যতীর্থ ; (১৫) শ্রীযুক্ত আইধবিহারীলাল কালুর ভক্তিলাট এম্-এ ; (১৬) মহোপদেশক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তি-বান্ধব বি-এল ; (১৭) উপদেশক শ্রীযুক্ত নিবেদ্রনাথ দাস গুপ্ত বি-এ বিদ্যার্ণব ; (১৮), উপদেশক শ্রীযুক্ত ওয়াই জগন্নাথম্ বি-এ (মাদ্রাজ), ভক্তিতিলক ; (১৯) শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল ; (২০) মহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এসি (বোম্বে), বি-টি (ক্যাল) ; (২১) ডাঃ এস্ দাসাধিকারী, প্রত্নতত্ত্ববিশারদ এম্-এ (ক্যাল), পি-এইচ-ডি (লণ্ডন) ; (২২) মহোপ-দেশক শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যালঙ্কার ; (২৩) আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ; (২৪) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল (ক্যাল) ; (২৫)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বহুনন্দন ব্রহ্মচারী বি-এ; (২৬ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সহায়রাম ব্রহ্মচারী এম্-এ, বি-এল।

বৈষ্ণববর্ণাশ্রম-সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতি

সভাপতি—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।

সহকারী সভাপতি—ত্রিদণ্ডিগণ; **সম্পাদক-গণ**—মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ-দাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ; মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিরঞ্জন গোস্বামী; মহামহোপদেশক আচার্য্য-রত্ন শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন; মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বহুনন্দন ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্। **কার্য্যকরী সমিতির সদস্য**—মহামহোপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, (মহামহোপদেশক) শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ ভগবদ্ভাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রনাথ বেদান্তবাচস্পতি, ডাঃ এম্, ব্রহ্মচারী প্রত্নতত্ত্ববিশারদ এম্-এ (ক্যাল), পিএইচ-ডি (লণ্ডন); আচার্য্য উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ **সাধারণ সমিতির সদস্য**—শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী বি-এ, শ্রীযুক্ত হরিপদ ব্রহ্মচারী বি-এস্-সি, শ্রীযুক্ত বহুনাথ ব্রহ্মচারী বি-এ, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসন্ন সরকার এম্-এ, বি-এল্; শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার বি-এল্; রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সর্ব্বাধিকারী বি-সি-এস; ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি (ক্যাল), শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে বি-এল; শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস পঞ্চতীর্থ-আচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত জগদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার গাঙ্গুলী বি-এ, শ্রীযুক্ত নিবেদ্রনাথ ব্রহ্মচারী বি-এ, শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন মৌলিক ভক্তিসুধি, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুপ।

শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

গত ২৯শে মাঘ (১৩৪২), ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৬) বুধবার শ্রীগৌরকিশোরাশ্রমে শ্রীধামমায়াপুর-শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদেবীসমেত-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগৌড়ীয়সঙ্ঘাধীশ-দয়িতকৃপা-আচার্য্য-বর্য্যের দ্বিসপ্ততিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথিপূজা তদীয় সেবক-বৃন্দ-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মাধুর্য্য-শাসন-মুখে মহামহো-ৎসব সুসম্পাদিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ৩রা ফাল্গুন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়-ব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১২ই ফেব্রুয়ারী তিথিপূজা এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী সাধারণসভা ও মহামহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীব্যাসপূজার প্রথম-দিবস

শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীভক্তিবিজয় তোরণ এবং শ্রীবাস-অঙ্গনের প্রবেশদ্বারে বিচিত্রপুষ্পপত্রাদি-সুশোভিত দুইটি সুবৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীচৈতন্যমঠবাসিগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। মঙ্গলারা-ত্রিকের পর তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সঙ্কীর্ত্তনসহ শ্রীবাস-অঙ্গনে গমন করেন এবং তথায় পণ্ডিত শ্রীযদুরাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ-ভক্তিশাস্ত্রীজীর মূলগায়কত্বে শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম-মাহাত্ম্য-সূচক পদাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমন্মহা প্রভুর গলদেশে মালাপ্রদান-মুখে শ্রীব্যাসপূজা-সম্পাদন-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। এই সময় (প্রাতঃ প্রায় ৭॥০ ঘটিকায়) শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধিমন্দির ও শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-গ্রাম বিটের শ্রীমন্দির-সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতির আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবেশ করিলে ভক্তবৃন্দ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতিপূর্ব্বক শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম অভিবাদন করেন। শ্রীবাস-অঙ্গনের প্রবেশ-দ্বারে শ্রীল প্রভুপাদের জন্য আসন সজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রভুপাদ আসন গ্রহণ করিলে পুনরায় কীর্ত্তন

আরম্ভ হয়। কিয়ৎকাল কীর্ত্তনের পর প্রভুপাদ শ্রীব্যাস-পূজা-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে কএকটি মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশের মর্ম্ম

"পূর্ব্বকালে শ্রীব্যাসপূজা হইত। প্রাচীন কাল হইতেই শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অবশ্য শ্রীব্যাস-পূজার মন্ত্রাদি আছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়নপূর্ব্বক পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রচারের মূল পুরুষ বা আদি-গুরুরূপে আমরা শ্রীব্যাসদেবের করণা লক্ষ্য করি। তিনি পুরুষোত্তমের পূজা করিতেন এবং করেন। তিনি শ্রীভগবদবতার ও শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার। সকলে তাঁহাকে গুরু বলিয়াই পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীব্যাসদেবের পার্শ্বেই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মগণের অবস্থান। সেবকগণ শ্রীব্যাসপূজায় তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীব্যাসপূজা করিতে বলিলেন। তদনুসারে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতকে তদীয় আলয়ে পূজার আয়োজন করিতে বলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত যখন শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে শ্রীব্যাসদেবকে প্রদানের জন্য মালা প্রদান করিলেন, তখন 'হা' বলিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মহাপ্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলে উক্ত মালিকা মহাপ্রভুর গলদেশে দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে জগদ্গুরু-বিচারেই মালা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্-ভাগবতের প্রারম্ভে বলিয়াছেন :—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

এইস্থানে "ধীমহি" বহুবচনান্ত পদ। আমরা সকলে মিলিয়া অধোক্ষজ পরমেশ্বর বস্তুর ধ্যান করি—এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকার্য্য অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যে পরমেশ্বর জগৎকর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান এবং যিনি আদিকবি ব্রহ্মার বুদ্ধি-বৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বর-তত্ত্বে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মোহপ্রাপ্ত হন, তেজঃ, জল, মৃত্তিকাদির পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে অন্য-বস্তুর সত্যবৎ প্রতীতি হইবার ন্যায় যে পরমেশ্বরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অবস্থান সত্যের ন্যায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ যাঁহাতে জড়ধর্ম্ম অসম্ভব, সেই নিরস্তকুহক পরম সত্য অধোক্ষজ পরমেশ্বর বস্তুরই আমরা ধ্যান করি। পরমেশ্বরেরই ন্যায় গুরুপাদ-পদ্মশ্রীব্যাসদেবও শিক্ষা দেন।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে ধ্যান ত্রেতাতে যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন ও কলিতে সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। শ্রীশ্রীগৌরনিতাই সঙ্কীর্ত্তনের বাহাদাই প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর গলদেশে মালিকা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহা-প্রভু শ্রীজগতে বিরাজিত। ব্যাসাদি গুরুগণ আমাদের গুরুবর্গ। আমরা তাঁহাদের আনুগত্যেই শ্রীব্যাসপূজা করিব। চলুন, আমরা তাঁহাদিগকে মালিকা প্রদান করি।"

উক্ত ভাষণের পর শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীব্যাসভজনের শ্রীমন্দিরে গমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীশ্রীমন্মহা-প্রভুকে সচন্দন পুষ্পমালা-প্রদান ও দণ্ডবদ্ভক্তি-মুখে শ্রীব্যাস-পূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া পুনরায় প্রথম-সদনে আসন গ্রহণ করিলে ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানে শ্রীভজন মুখরিত করিতে থাকেন। এই সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ একে একে আচার্য্যপাদপদ্মে সচন্দন পুষ্পমালা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ সকলের ধূপ, দীপ, গন্ধপুষ্প, বস্ত্র, ব্যজনাদি উপচার-দ্বারা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের আরাত্রিক সম্পাদন করিলে আচার্যচরণাশ্রিত সেবকবৃন্দ একে একে আচার্য্যপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও দণ্ডবদ্ভক্তি-ভক্তি-দ্বারা শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বা গুরুপূজার সৌভাগ্য বরণ করেন। সর্ব্বাগ্রে আচার্য্যদেবের শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীপাদ আচার্য্যগিরি প্রভুই শ্রীল প্রভু-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। যে সমস্ত ভক্ত তৎকালে শ্রীবাসভজনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাগমন করিলে তথায় আসিয়া শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম পূজার সৌভাগ্য লাভ করেন। বস্তুতঃ পক্ষে প্রায় দশদিনই এই পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান-সেবা চলিয়াছিল।

শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাককোবিদ মহোদয় শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজার অদ্ভুতপূর্ব দৃশ্যের দুইটি আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। বেলা ১১ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই দিবস লণ্ডন, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ময়মনসিংহ, আরা ও পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে তত্তৎস্থানের সেবকবৃন্দ তারযোগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীব্যাসপদ্মে বিজ্ঞপ্তি ও প্রণতি জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৪ ঘণ্টাকাল শ্রীভক্তিবিনোদভবনে অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীব্যাসপূজার দ্বিতীয়-দিবস

১০ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীবাস-আঙ্গিনায় শ্রীব্যাসপূজার দ্বিতীয় দিবস। বিভিন্নস্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যার পর হইতে যোগপীঠে শ্রীগুরুপাদপদ্মস্তুতি-প্রবর্ণন-মুখে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল "শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়রূপঃ (সোঽয়ং কৃষ্ণঃ) কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥", "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥", "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত-স্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥" প্রমুখ শ্লোকসকল ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—সর্ব্বাগ্রে অন্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের অবস্থান, তিনিই লীলারসাস্বাদন-নিমিত্ত শ্রীরাধাগোবিন্দরূপে দুই দেহে বিরাজিত। আবার শ্রীরাধিকার প্রেমের মহিমা জানাইবার নিমিত্ত তিনিই শ্রীরাধার ভাবে স্বীয় শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ এবং শ্রীরাধার চন্দ্রকান্ত বা তপ্তকাঞ্চনবর্ণে স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। মহাপ্রভুর প্রপঞ্চে আবির্ভাবের মূখ্যকারণ-বর্ণন-প্রসঙ্গে "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" শ্লোকটী কথিত। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীতে অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা রূপ আট প্রকার নায়িকার অবস্থা যুগপৎ পরিপূর্ণ মাত্রায় অবস্থিত। শ্রীবৃষভানু-সুতার কৃষ্ণসেবা অদ্ভুতনীয়। কৃষ্ণের সমস্ত প্রকার আনন্দ-বিধানে একমাত্র তিনিই সমর্থা। শ্রীকৃষ্ণের যেমন কায়ব্যূহ আছেন, শ্রীবৃষভানুনন্দিনীরও সেইরূপ কায়ব্যূহ আছেন। উপরিউক্ত আটবিধা নায়িকার এক এক প্রকার ভাবে শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠা সর্ব্বপ্রধানা ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই অষ্টসখী প্রত্যেকে যোলহাজার অনুগা-সহ শ্রীমতী বৃষভানুসুতার সেবা করিতেছেন। শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ ব্যতীত এই সকল ভজনরাজ্যের নিগূঢ় রহস্য আদৌ উপলব্ধির বিষয় হয় না। শুদ্ধ ভজনবিজ্ঞ সাধুসঙ্গের অপেক্ষা না রাখিয়া যাহারা কথাকথিত অপরিপক্ক বা অকালপক্ক সাধুনামধারিগণের কাপটো মুগ্ধ হইয়া ভজন-রহস্যের ক্রমপন্থা জানাভাবে অনধিকার-প্রবেশ করিবার ফলে প্রাকৃতসহজিয়াগণ জগতে মহা অনর্থ উপস্থিত করিয়াছে

সাধুসঙ্গের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥" এবং "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥" প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে এই মর্ম্মে বলিতে থাকেন—ভগবদ্ভক্ত ভগবানের শক্তি হইলেও তাঁহার শক্তি সেবার বিচারে ভগবান্ হইতেও বেশী। কেননা তাঁহা না হইলে তিনি ভগবান্‌কে সেবা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। ভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়া ভক্তের সেবা গ্রহণ নিকট অবতরণের প্রায় হইয়া পড়েন। তিনি বলিতে থাকেন—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব"। যাঁহারা মাতা-পিতাদিরূপে বাৎসল্যরসে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের ভগবদ্বিগ্রহের উপর পাদ্যজ্ঞানে আধিপত্যের কথাই বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ পক্ষে সেবোন্মুখ না হইতে পারিলে সেবা হয় না। উৎকৃষ্ট সেবক সেবার আদেশ-প্রতীক্ষায় থাকেন, সেবোন্মুখ আত্মভাব বুঝিয়া সেবা করেন। ভগবান্ যেমন ভক্তের অধীনতাকারী, ভক্ত তেমন ভগবানেরও অন্তর্বিহারী—অন্তর্যামীরও অন্তর্যামী। অবশ্য ঐশ্বর্য্যভাবে বিভ্রান্ত থাকা পর্য্যন্ত ভজনরাজ্যের এই উচ্চতত্ত্বের কথা

হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না, ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে ভগবান্ প্রীত হন না।

"ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।"
"আপনাকে বড় মানে, আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥"

যাঁহারা আত্মসর্ব্বিক হইবার পরিবর্ত্তে আনুকরণিক হইয়া ভজনবিজগতের চেষ্টার অনুকরণে প্রবৃত্ত হন, সেই সকল কপটীর নিকটই পরাস্ত হইয়া থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সেবাপরাকাষ্ঠার মাহাত্ম্যবর্ণনে সতমুখ হইয়া প্রসঙ্গক্রমে স্বয়ংরূপ ও স্বয়ং-প্রকাশ এবং স্বয়ংপ্রকাশের প্রকাশ-বিগ্রহ—অনেক কথার বিচার বর্ণন করিতে থাকেন। স্বয়ং-প্রকাশ শ্রীবলদেব ও অদ্বিতীয়-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ শক্তিমত্তত্ত্ব হইয়াও শক্তি-তাত্ত্বের ন্যায় যে-প্রকার নিত্যকাল অনন্তদেহে অনন্তপ্রকারে স্বয়ংরূপের সেবায় প্রমত্ত, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রণিধান-যোগ্য। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, বিধি-ভব-নারদ-শুক-সনাতনাদি, স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ, মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্য, শ্রীব্যাসাদি মহাজনগণ, বৎসলরসাশ্রিত শ্রীনন্দমহারাজ, সখ্যরসাশ্রিত শ্রীদামাদি ব্রজসখা, কান্তরসাশ্রিত ব্রজগোপীগণ, সর্ব্বরসের পরিপূর্ণ বিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীবার্ষভানবীদেবী, শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীবর্গ, স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলরাম, শেষরূপী অনন্তদেব, কৃষ্ণের বিবিধ অবতার প্রভৃতি সকলেরই দাস্য-ভাব প্রবল—সকলেরই স্বয়ংরূপের দাস্যভাবের সেবায় উল্লাসাধিক্য।

অতঃপর চতুর্থ্যাম-তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে শাস্ত্র বিশ্লেষণের চতুর্থ্যাম-তত্ত্ব-বোধে অসমর্থ হইয়া তত্ত্বদর্শনপ্রয়াসের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য", "শ্রেয়ঃ সৃতিং", "বেদেষ্বেদবিদাত্মক", "তথা ন তে মাধব" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া অবরোহ বা শ্রৌতপন্থাবলম্বনে ভগবানের কৃপাশক্তিক্রমে যে প্রকারে স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বয়ংপ্রকাশ-প্রকাশগণের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা বর্ণন করেন এবং বলিতে থাকেন—"আমরা জগতে যতবড় বুদ্ধিমান্ই হই না কেন, আপনিক বুদ্ধিমত্তার ভূমিকায় ভগবানের যে রূপ' অনুমান করিতে যাইব, তাহা আমাদের স্বকপোলকল্পনাশ্রিত পুতুল-রূপেই প্রকাশিত হইবে মাত্র, কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং কৃপা করিয়া যে রূপ প্রদর্শন করিবেন, তাহাতে ঐ প্রকার কাল্পনিক পৌত্তলিকতার অবকাশ নাই। তাহা তাঁহার নিত্যরূপ। স্বয়ংরূপের সন্ধান-সন্ধানই শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট। স্বয়ংরূপ শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাপরবশহৃদয়ে স্বীয় কৃষ্ণরূপ প্রকট করিয়া স্বয়ং স্বীয় মনোঽভীষ্টদ্যোতকরূপ। আবার "নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম"; সুতরাং স্বয়ংপ্রকাশ-মূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টদ্যোতক। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ; তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আচার্য্য-ভাস্কর, তাঁহার অনুগ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলেই জীবন সার্থক হয়। সেই মহার মহিমি শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়ন, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও ভক্তিশাস্ত্র-প্রচার—এই কার্য্য-চতুষ্টয়দ্বারা শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার পাদপদ্মপরাগ-লাভের সৌভাগ্য আমাদের কবে হইবে?"

শ্রীব্যাসপূজার তৃতীয়-দিবস

১৪ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীব্যাসপূজার তৃতীয়-দিবস। এই দিবসও শ্রীধামে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। পূজাদিবসের ন্যায় প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযোগপীঠে প্রত্যূহ 'প্রেয়ঃ' ও 'শ্রেয়ঃ' বিচার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া কীর্ত্তন করেন।

শ্রেয়ের বিচারে আপাত-প্রীতিকর বস্তুর প্রতি আমরা প্রধাবিত হই। যাহাতে আমাদের বাস্তবিকই সুবিধা হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ। আমাদের যাহা ভাল লাগে আর যাহা হইলে আমাদের ভাল হয়—এতদুভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতার অবস্থান। স্বতন্ত্রতা হইতে দুই প্রকার চিন্তাস্রোতের উদয় হয়। —এক প্রকার শ্রেয়ো বিচার, অপর প্রকার প্রেয়ো বিচার। যেখানে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এক হইয়াছে অর্থাৎ ভগবৎসেবাই প্রীতির বস্তু হইয়াছে, সেখানে সব ঠিক। শ্রেয়ঃ প্রেয়ের ভিতর আত্মসমর্পণ করিলে বস্তুতঃপক্ষে আমাদের কল্যাণ হয়। তাহা না করিয়া শ্রেয়ঃকে বাদ দিয়া যদি 'প্রেয়ঃ' লইয়া থাকি, তাহা হইলে অসুবিধার মধ্যেই থাকিলাম। যেখানে 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ' এক হইয়াছে, সেখানে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত আর কাজ নাই। মায়াদাসীর অধীনে যে স্বতন্ত্রতা-

সন্ধান, তাহাতে সর্ব্বনাশকর প্রেয়ের প্রলোভন রহিয়াছে। ইহার ভিতর শ্রেয়ের কোন কথা নাই। ভগবানের প্রীতি নিত্য। ঐ প্রীতি বর্দ্ধিতা বা কালকোভ্যা নহেন। যেখানে নিষ্কপট ভগবৎসেবা, সেখানে ভগবানের পক্ষেও সেবাগ্রহণ-আনন্দদায়ক প্রেয়ঃ, আমাদের পক্ষেও সেবানন্দদায়ক শ্রেয়ঃ। শ্রেয়কে বাদ দিয়া প্রেয়ের দিকে প্রধাবিত হইলেই আমরা ভগবদ্বিগ্রহের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া অসুর হই, ভগবান্‌কে সকল ভোগ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য বিগ্রহহীন করিবার চেষ্টা করি, মায়াবাদী নাস্তি।

বদ্ধ অবস্থায় প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ের মধ্যে পার্থক্য, কিন্তু মুক্ত ভূমিকায় শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এক হইয়া যায়। তৎফলে ভগবৎসেবা ছাড়া আর কিছুই কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হয় না। যাঁহারা শ্রেয়ের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রার্থনা "অজ্ঞোঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥" জীব আপন কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা শ্রেয়ের বিচার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মফল-ভোগকে ভগবানের কৃপা জানিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে নমস্কার বিধান করেন। কর্ম্মফলভোগ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা না করিয়া অহৈতুকী সেবাই প্রার্থনা করেন। এই প্রকার শ্রেয়ের আশ্রয়কারী ব্যক্তিগণই ভগবৎপাদপদ্ম-লাভের অধিকারী। শ্রেয়োমার্গাবলম্বনকারীর প্রার্থনা মুকুন্দমালা-স্তোত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকেও বেশ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

নাথং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমন্দ্বেতরাণাং
কুণ্ঠীপাকঃ কুতপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

ভগবদ্ভক্ত বিষয়সুখের জন্য শুকর বা অন্য কোন প্রকার নরক হইতে মুক্তিলাভের জন্য শ্রীভগবানের চরণযুগল বন্দনা করেন না। কিম্বা নন্দনকাননের সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতাসমূহে বিহার করিবার যোগ্যতা লাভের আশাও তাঁহাদের প্রার্থনা নহে। কেবল ভগবৎপ্রীতির প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই তাঁহারা মার্জ্জিত হৃদয়ভবনে ভগবৎপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া থাকেন।

যাঁহারা শ্রেয়োমার্গে বিচরণ করেন, তাঁহারা ভগবানে যে প্রকার ভক্তিপরায়ণ, তদপেক্ষা অধিক ভক্তিযুক্ত। গুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভা 'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং' শ্লোকে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শিক্ষাগুরুকেও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাই শম্ভু ঐ শ্লোকে পার্ব্বতীকে 'দেবী' সম্ভাষ অতিরিক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সকল প্রকার আরাধনা অপেক্ষা—প্রাকৃত দেহসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনের কথা কি, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা অপেক্ষাও বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। আবার সেই বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও তদীয় বৈষ্ণবগণের সেবা আরও শ্রেষ্ঠ।

ভগবান্‌কে আশ্রয় করা এক জিনিষ আর ভগবানের সেবার নামে নিজের খেয়ালে চলা আর একটা জিনিষ। যিনি শ্রেয়ঃপথের কথা বলেন—বিষ্ণুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তিনি বাস্তবিকই উপদেষ্টক। যিনি তাহা না করেন, অন্য কিছু উপদেশ দেন, তিনি দুঃসঙ্গ। শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।' পৌত্তিকালয়ে বা বেশ্যালয়ে যাইবার জন্য বহু বন্ধুরূপ পাওয়া যাইবে। ভগবানের কথা গুরুীভূত করিয়া প্রেয়ের কথা—আপাত-সুখের কথা বলিয়া আমাদের মন হরণ করিবে, এই প্রকার লোকের অভাব নাই। তাহাদিগকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যাঁহারা নিরন্তর ভগবৎসেবা করেন এবং অপরকে ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু। তাঁহাদের সঙ্গ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥

মৃত্যুকে ভয় করিতে হইবে। শ্রেয়ঃপথায় মৃত্যু ভয় করা যায় না; বরং মৃত্যুকে ভেকের কলরবে কালসর্পের আহ্বানের ন্যায় আহ্বান করা হয় মাত্র। শ্রেয়োবিচার গ্রহণ করিলেই মৃত্যু জয় করা যায়। গুরু গুরুপদবাচ্য নহেন, স্বজন স্বজন নহেন, পিতা পিতা নহেন, জননী জননী নহেন, দেবতা দেবতা নহেন, পতি পতি নহেন যদি ইহারা যথাক্রমে শিষ্য, স্বজন, পুত্র, সন্তান, আরাধক ও স্ত্রীকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে না পারেন। অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিপথের—শ্রেয়োমার্গের সন্ধান রাখেন না, যাঁহারা

প্রেমোন্মাদে বিচরণশীল, তাঁহারা শুষ্ক-যুক্তিনাশে সংসারে অভিহিত হইবার যোগ্য নহেন। এইজন্য বলিয়াছেন—ভগবদ্-বিমুখ জনগণের সঙ্গ ভয়ঙ্করভাবে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতা মাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই করয়ে ভকতি॥
সকল জনমে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

ভগবদ্ভক্তগণ কখনও অনৈতিক নহেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের বিমুখ, তাঁহারাই বস্তুতঃপক্ষে "অর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ" এই মুখ্য নীতির লঙ্ঘন করিয়া অনৈতিক। এই সকল অনৈতিকগণের সঙ্গ ভয়জ্ঞানে পরিত্যাজ্য। তথাকথিত নৈতিকতায় ভগবৎপ্রীতির পরিবর্ত্তে স্ব স্ব চরিত্রগঠনের বড়াই রহিয়াছে বলিয়া ভগবদ্-ভক্ত তাহার আদর করেন না।

যিনি বলেন—"ভগবানের আরাধনা কর," তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যোগী বা জ্ঞানী হইয়া পরমাত্মা-সাযুজ্য বা ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির যে চেষ্টা, তাহাতে প্রকৃত প্রেমের সন্ধান নাই। যদি ভগবানের সহিত ব্রহ্মের ও পরমাত্মার পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রকার ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কাছে যাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ ঐ প্রকার চিন্তাস্রোত নাস্তিকতা হইতেই হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী মায়াবাদীর সঙ্গ ও কুযোগের সঙ্গ পরিত্যাজ্য। একমাত্র ভক্তিযোগীরই সঙ্গ করিতে হইবে। শুকদেব-সাধু। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

তিনি প্রচার করিতে করিতে মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণে গাহিতে থাকেন—

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্!

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্!
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব পাহি মাম্!

ভক্তের প্রার্থনা—"হে রাঘবেন্দ্র! আমাকে রক্ষা কর। আমি যেন সমাবর্ত্তন করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ না করি।" যাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রার্থনা হইবে—"হে ভগবন্! আমি যেন সংসারে অত্যাসক্ত না হইয়া পড়ি, আমার সংসারবাসনা যেন ক্ষয় হয়; তোমার সেবার দিকে যেন নিরন্তর আমার দৃষ্টি থাকে। আমাকে রক্ষা কর।"

মীরাবাঈ নামক জনৈক প্রচারক কাঠি বাজাইয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—"ওরে মুরারে মধুকৈটভারে। গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে॥"

পরতত্ত্বকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্ব-স্ব-যোগ্যতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করেন। তিনি মায়াবাদীকে বঞ্চনা করিয়া নির্ব্বিশেষ স্বরূপ দর্শন করান অর্থাৎ মায়াবাদী স্বয়ংরূপ-দর্শনে অসমর্থ, কারণ সে স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্বের চরণে অপরাধী। স্বয়ংপ্রকাশ বলরাম ও স্বয়ংরূপ রাধা-পুত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন কংসের রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন বিভিন্ন আকারের ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দেখিতে লাগিলেন—

"মল্লানামশনির্ণৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্।
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥"

বল-বিক্রম-সৌন্দর্য্যাদি সকল বিষয়েই ভগবান্ অসমোর্দ্ধ। তাঁহার সহিত জীবমাত্রের তুলনাই হইতে পারে না। অগ্রজ বলরামের সহিত যখন শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন কংসের বড় বড় মল্লগণ—যাহাদের হাস্তিকতায় পৃথিবী প্রকম্পিত হইত, সেই সকল দুর্দ্ধর্ষ মল্লগণ তাঁহার বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর রূপ দেখিতে পাইল। মানবগণের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ 'নরোত্তম' বিবেচিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কামিনীগণের মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পরূপে, গোপগণের স্বজনরূপে, দুষ্ট নৃপতিগণের নিকট তাঁহাদের অন্যায় কার্য্যের সমুচিত দণ্ডবিধানকারী শাসক-রূপে, বসুদেব-দেবকীর নিকট পুত্ররূপে, পাষণ্ডোপাসক ও

নিখিলেষবাণী বাক্যের নিকট সাক্ষাৎ মূর্ত্তরূপে, ভক্ত ব্যক্তিত্বরূপের নিকট বিগ্রহরূপে, যোগিগণের নিকট পরমতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিগণের নিকট পর-দেবতারূপে পরিদৃষ্ট হইলেন।

শ্রীব্যাসপূজার চতুর্থদিবস

১৪ই ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীব্যাসপূজার চতুর্থদিবস। ১৩ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পঞ্চমদিবসের মহাসভার যোগদানের জন্য ঐ দিবস ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আশ্রিত ও অনুগত সেবকবৃন্দ শ্রীধামে সমাগত হইতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও সমবেত ভক্তবৃন্দ-সমীপে শত-সহস্র মুখে হরিকথা বলিতে থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রিয়তম সেবক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় এবং তৎসহ শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ ভববন্ধুজিৎ ভক্তিসৌরভ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ গত ১১ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজার জন্য শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন, তাঁহারা ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মঠের কার্য্য-নির্ব্বাহ-নিমিত্ত ঐ দিবসই আবার কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পুনরায় ১৪ই ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ ৩॥ টার ট্রেণে শ্রীধাম যাত্রা করেন। এই দিবস তাঁহাদের সহিত কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্‌-এ ভক্তিসুধাকর মহোদয়, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্‌-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায়, (বারাকপুর হইতে) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমর জ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিবাসরঞ্জন দাসাধিকারী, শ্রীযোগেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ও নিতাই দাস রায়, শ্রীসচ্চিদানন্দ ও ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ অনেক মঠবাসী ও মঠাশ্রিত-ভক্ত শ্রীধাম যাত্রা করেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত নাগরিক মিঃ ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জী মহোদয়ও এই দিবস শ্রীধাম মায়াপুরের যাত্রী হন; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যোৎসাহী এবং ধর্ম্মানুরাগী সজ্জন; শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আমরা তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগের পরিচয় পাইয়া থাকি। কলিকাতা ব্যতীত অন্যান্য বহু স্থানের ভক্তবৃন্দও এই দিবস শ্রীধামে আগমন করেন।

মিঃ ব্যানার্জী শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভক্তিবিজয়-ভবনে আগমনপূর্ব্বক আচার্য্যাসনপার্শ্বে বক্সাদি-দ্বারা মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া আসন গ্রহণ করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত-মর্ম্মে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রসার—অমলোক্ত গ্রন্থরাজ, তাঁহার প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকের তাৎপর্য্য অনুসৃত, উহাতে বিশ্বসৃষ্টিক্রমে চতুঃশ্লোকী এবং তাহার বিবৃতি—সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত। সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের সেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কর্ত্তব্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—'তদ্-বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।' শ্রীমায়াপুরে শ্রীব্যাসভজন-সমীপে এবার আমাদের "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ্চ ইন্‌স্টিটিউট" স্থাপিত হইয়াছে। উহাকে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন-আকর বলা হইয়াছে। উহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কেন সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, তাহার সম্যক্ আলোচনার জন্য অন্যান্য দর্শনেরও তুলনা-মূলক আলোচনার ব্যবস্থা থাকিবে। অকাতিতাবিদ্যাসূত্র, কর্ম্ম, জ্ঞানাবৃত অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনময়ী, সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হৃষীকেশ-সেবন-রূপা উত্তমা ভক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও অনেক বিষয় আলোচিত হয়। মিঃ ব্যানার্জীর 'দেববর্ণাশ্রম' সম্বন্ধে পরিপ্রশ্নোত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ "যো ভূতসর্গো লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥" শ্লোকালোচনা-প্রসঙ্গে সিরিয়া ও এসিরিয়া তথা ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক চিন্তা-স্রোত সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। প্রসঙ্গক্রমে দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাপদ্ধতিও আলোচনা হয়।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার পঞ্চম দিবস

সাধারণ সভা ও মহামহোৎসব

১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজার পঞ্চম দিবস। আজ শ্রীচৈতন্যমঠ ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ—লোকে লোকারণ্য। যাঁহারা গত বুধবার শ্রীব্যাস-ভজনে শ্রীগোবিন্দ-পঞ্চমী তিথি-

পূজার যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের অনেকেই আজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভুবনপাবন পরাগকণ মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য বরণার্থ শ্রীধামে সমবেত। ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ কীর্তনে মুখরিত—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্তন বা সঙ্কেতিত্রে সমাক্ অনুশীলন-মুখেই শ্রীব্যাসপূজার যথোচিত শুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় অনিষ্ট, অধম ও উত্তমাধিকার-প্রাপ্ত সেবকগণ শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত বাণীর উপলব্ধি-তাৎপর্য্যানুযায়ী অনুকীর্তন-মুখেই শ্রীব্যাসপূজা-সম্পাদনে যত্নবান্। শরণাগতপ্রায় জনগণ শরণাগতি প্রার্থী, শরণাগত সেবকগণ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়াও "শরণাগত হইতে পারিলাম না, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কিঙ্করমাত্র সেবাও আমার দ্বারা হইল না, শ্রীগুরুদেব আমার ন্যায় পতিতাধমকে তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্যেরও ভৃত্যানুভৃত্যাভিমান-লাভের সৌভাগ্য প্রদান করিয়া আমাকে কি তাঁহার দাসানুদাসাভাস বলিয়াও স্বীকার করিবেন? মাদৃশ অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত—শতসহস্র দুঃখ-দৈন্য-তমসাচ্ছন্ন-দুর্দৈব-প্রপীড়িত জীবাধম কি কোন-দিন তাঁহার চরণ হইতেও দুর্ল্লভ শ্রীচরণরেণু মস্তকে ধারণ করিবার—তাঁহার সেবকানুসেবকগণের কিঙ্কিৎ সেবাধি-কার লাভ করিয়া বদ্ধাভিমান হইবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিবে? শ্রীগুরুদেবের প্রিয়সেবকগণ কি আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিবেন?"—ইত্যাকার দৈন্য-ভারাক্রান্ত হইয়া সকলেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার জন্য লালায়িত। শ্রীগুরুদেবও তাঁহার সেই-সকল নিষ্কিঞ্চন সেবকগণকে তাঁহার স্নেহোজ্জ্বিতবেণু, বিদ্যা, প্রোজ্জ্বীল-দ্যোদ্যা, শাম্যজ্জ্বাস্ত্রবিবাদা, ঔদন্যা, চিন্তার্পিতোন্মাদা, পদ্যতক্তিবিনোদা, সদ্যদা, মাধুর্য্যমর্য্যাদা অমন্দোদয়া দয়া প্রচুর পরিমাণে—পরিপূর্ণরূপে বিতরণ করিতেছেন। আর যে সকল সেবকগণ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-শ্রীর সৌন্দর্য্য-দর্শনে—তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদের স্বরূপোপলব্ধির অভাব-হেতু বঞ্চিত হইয়া ম্রিয়মাণ, তাঁহাদিগের প্রতিও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযাচিত কৃপার অভাব নাই। শ্রীগুরুদেব যোগ্যাযোগ্য সকলের সম্মুখেই আজ তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমময়ী শুদ্ধ-কৃষ্ণানন্দ-স্বরূপিণী হ্লাদিনীর সারসর্ব্বস্ব সেবা-বৈভব শ্রীরূপ প্রকট করিয়া সকলকেই শুদ্ধসেবা-রস-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট করিতেছেন। তাঁহার সেই বৈভবময়ী লীলায় অত্যন্ত পাষাণ-হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়। মাদৃশ নিতান্ত ভাগ্যহীন যাঁহারা, তাঁহারাই নিজদোষে নিষ্কপটা হইতে না পারায় শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইতে বঞ্চিত হন; নতুবা সে অহৈতুকী, অবোধবর্দ্ধিনী, সর্ব্বশুভদায়িনী কৃপা হইতে কাহারও বঞ্চিত হইবার কথা নাই। পতিত-পাবন প্রভুর পতিতোদ্ধারণলীলার বৈশিষ্ট্যই নিঃসন্দেহে উপলব্ধি হইবার যাঁহার সৌভাগ্যোদয় হইতেছে, তিনিই আজ শ্রীগুরু-দেবের শ্রীগৌরবাণী-নিত্যাভিনত্বের বৈশিষ্ট্য শ্রী-চরণার্চ্চনে যোগ্যতা লাভ করিয়া শ্রীব্যাসপূজার সমাক্ শুষ্ঠুতা-সম্পাদনে অধিকারী হইতেছেন।

মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়, তৎপর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাহরি মহোদয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য-সূচক পদাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। এদিকে কতিপয় সেবক বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ব্যাসপূজার বার্ষিক উপায়ন-সমূহ এক্যত্র গ্রথিত করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিজয়ভবনে কতিপয় ভক্তসমীপে 'গৌড়ীয়' ২৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভজন' প্রবন্ধটির ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। 'ধননীয়' শব্দের 'ভজনীয়' ব্যাখ্যার রহস্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ 'ভজনমিত্যুপাসিতব্যম্' বাক্য দ্বারা অপ্রাকৃত-কামদেবের উপাসনাই যে শ্রুতি-সকলের একমাত্র তাৎপর্য্য, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকেন। অপরদিকে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে শত শত দরিদ্র-ব্যক্তিকে চাউল ও বস্ত্রাদি বিতরণ হইতে থাকে। ভোগারাত্রিকের পর বেলা প্রায় ১১টা হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত সমাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধরস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর সুব্যবস্থায় শ্রীপাদ অবধূত ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভৃতি সেবকগণের অক্লান্ত সেবা-চেষ্টায়, সর্ব্বোপরি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে এই সকল সেবা-কার্য্য বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিতই সম্পন্ন হইতেছিল।

বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় নদীয়ার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট

মাননীয় শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মহাদেব আয়ার এম-এ (মাদ্রাজ), আই-সি-এস্ মহোদয় আয়ার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা আইয়ার মহোদয়া, কৃষ্ণনগর সদর-সাব্‌ডিভিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ও সার্কেল অফিসার মিঃ মুখার্জী প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট শ্রীধাম মায়াপুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর প্রচার-প্রচেষ্টা, পাশ্চাত্যের মনীষিগণ-কর্ত্তৃক উহার সমাদর প্রভৃতি বর্ণন-মুখে কিয়ৎক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। হরিকথা-শ্রবণের পর তাঁহাদিগকে কিছু ভগবৎপ্রসাদ প্রদান করা হয়। তৎপর তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থলী ও তত্রত্য শ্রীমন্দিরাদি দর্শন ও তত্তন্মাহাত্ম্য শ্রবণ করান হয়। এই দিবস কৃষ্ণনগরের বহু উকীল, মোক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পাটনা হইতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ব্রহ্মেশ্বরী প্রসাদজীও এই দিবস বেলা প্রায় ১১।০ ঘটিকায় সদল শ্রীধামে আগমন পূর্ব্বক প্রভুপাদসহ বন্দনা করেন।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানভবন-নাট্যমন্দিরে শ্রীব্যাসপূজার সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। পূর্ব্বদিবস হইতে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তৎপরদিবসও বেলা প্রায় ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভাগৃহ সজ্জিত করা হয়। বিবিধ কারুকার্য্যখচিত বস্ত্রাভরণে মণ্ডিত হইয়া সভাগৃহ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সভার পূর্ব্বদিকে একটি সুসজ্জিত উচ্চবেদীতে সভাপতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আসন রচিত হইয়াছিল, উহার উপরিভাগে ছত্রাকারে শোভিত চন্দ্রাতপের সম্মুখভাগে 'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ'—এই ভাগবত-বাক্যটি বর্ণোপরি লিখিত ছিল। সভাগৃহে প্রবেশপথে একটি সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যে শ্রীপাদ পীতাম্বরানন্দ ব্রহ্মচারী কারুকোবিদ ভক্তিশাস্ত্রীজীর সেবা-নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অপরাহ্ণ ৩।৩০ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনয়-ভবন হইতে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সভাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠদেশে পুষ্পমালা বিভূষিত করেন। তৎপর মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় "যশোদাতনয়ন" এই গীতিটি উদ্বোধনসঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করিলে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী মহোদয় শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক উহাঁহাতাবায় শ্রীআচার্য্যদেবের দ্বিষষ্টি বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে সমবেত সজ্জন-বৃন্দকে ধন্যবাদ-প্রদান-মুখে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার বিভিন্নশাখা, মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচার-প্রণালী, "যত দেবে পরাভক্তিঃ" প্রভৃতি শ্রুতিবচনোল্লেখে আদৌ ভগবৎসম্বন্ধের সেবার প্রয়োজনীয়তা, শ্রীগুরুতত্ত্ব, আত্ম-বৈজ্ঞানিকযুগে আধ্যক্ষিকতার নিরর্থকতা, শ্রীভগবান ও তৎপ্রেষ্ঠবর্গ শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ অধোক্ষজবস্তু, অক্ষজজ্ঞানের দুর্বিগম্যতা, শ্রীগুরুদেব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী, তিনি সব শুনিতে ও দেখিতে পান, তিনি অহৈতুক কৃপাময়, ভবত্যাগ্নি ওষধয়ী ধারা হইতে উদ্ধার-লাভ একমাত্র তাঁহারই কৃপা-সাপেক্ষ, গুরুসেবার ভাণ ও প্রকৃত সেবা এক নহে ইত্যাদি বিষয় বর্ণনপূর্ব্বক "কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলিসদৃশং মাং বিচিন্তয়" বলিয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর যে সকল দূরদেশস্থ ভক্ত শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে সাক্ষাদ্‌ভাবে উপস্থিত হইতে না পারিয়া তারযোগে তাঁহাদের প্রণিপাত ও আন্তরিক সেবানুরাগ জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা পঠিত হয়। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী প্রভুবিদ্যাবিলাসের শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী এম্-এ, সিএইচ-ডি (লণ্ডন), ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের প্রেরিত এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ যথাক্রমে পাটনা-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ, ব্রহ্মপুরহাট হইতে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, দিল্লী-গৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব দুর্গাশ্রমী মহারাজ ও শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারীজী, আগ্রা হইতে শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী মহাশয়, লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ মহোদয়, এবং ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত ম্যাণ্ডালে হইতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজপ্রমুখ সেবকগণ-প্রেরিত

তারের [illegible] পাঠ করেন।

(গৌড়ীয়ের পরবর্ত্তীসংখ্যায় সমাপ্য।)

অনন্তর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'গৌড়ীয়'-পত্রের শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা (১৮শ বর্ষ ২৮শ সংখ্যা) হইতে "পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্বিলাস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী শ্রীশ্রীযুক্তা বিংশতিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে তদীয় শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাসের বৈশিষ্ট্যময়-চরণার্চ্চন" প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর যথাক্রমে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাণীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী "প্রণতার্ত্তিপ্রশমনাঞ্জলিঃ" (সংস্কৃত গদ্য—পরবর্ত্তীসংখ্যায় প্রকাশ্য), মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপাল চন্দ্রের দাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ মহোদয় শ্রীব্যাসপূজা" (ইংরাজী গদ্য), ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের হেড্‌মাষ্টার শ্রীপাদ বিশোষীমোহন ভক্তি-বান্ধব মহোদয় "শ্রীশ্রীব্যাসপূজা অকাডিমি" (ইংরাজী গদ্য), শ্রীমান সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী "স্যান্ আন্ড্রুস হোমেজ" (ইংরাজী গদ্য) ও শ্রীমান্ বিজয়গোপাল বে "প্রণতি-প্রসূনাঞ্জলি" (বাঙ্গালা পদ্য) পাঠ করেন এবং পরিশেষে হেড্ আফিস্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত ও বাংলা এইচ, ই, ভন কোরেল আসাম-সেবকবর্গ এবং পাটনার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারেট শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী যথাক্রমে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূজাপত্তি-জ্ঞাপক ইংরাজী অভিনন্দনপত্রদ্বয় পাঠ করেন। (আসামসেবকবয়ের প্রবন্ধ পরবর্ত্তীসংখ্যায় সানুবাদ প্রকাশিত হইবে।)

উপরিউক্ত অভিভাষণসমূহ পাঠের পর শ্রীল প্রভুপাদ এক অতীব মর্ম্মস্পর্শী হৈকবতী ভাষায় নিম্নলিখিত প্রত্যভিভাষণটি প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার সান্ধ্যাধিবেশনের সভাপতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

আজ এই বিদ্বজ্জনমণ্ডলিমণ্ডিতা মহতী সভায় অনেকে অনেক কথা বলিলেন। তজ্জন্য বহু শ্রোতৃবর্গের অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে; আমার বেশী কথা নাই। অবশ্য আমার কথা গুলি ইঁহাদের বাক্যের দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। অনেকে ইংরাজী ভাষায় কথা বলিয়াছেন। তজ্জন্য আমার বাঙ্গালা ভাষায় বলিবার আবশ্যক হইয়াছে। তবে আমার বাঙ্গালাভাষাও তত সরল নয়, উহা সর্ব-লোকবোধ্য হইবে কিনা জানি না।

আমার যাহা কিছু বক্তব্য বিষয় আছে, তাহার সর্ব্বাগ্রে আমার একটি বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিবার আছে—আমি কেন অবলীলা-ক্রমে এই সকল স্তুতিবাক্য এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শ্রবণ করিয়াছি? আমার তাহা জ্ঞান নাই,—তথাপি আমার গুরুবর্গ আমাকে কৃপাপূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে যে-সকল স্তুতিবাক্য শ্রবণ করাইলেন, তাহাতে আমারই অযোগ্যতার পরিচয় প্রকট হইয়াছে। আমার পক্ষ হইতে উহার সর্বশুদ্ধ কৈফিয়ৎ এই যে, আমি যদি নিজের কথা বলিতাম, তাহা হইলে তজ্জন্য আমাকে দায়ী হইতে হইত, কিন্তু আমারই গুরুবর্গের কথা অন্যলোকের মুখ দিয়া বলা হইয়াছে মাত্র, ইহাতে আমার কোন হাত নাই।

আমি যে ব্যবহারের কথা বলিতেছি, তাহা যদি আমার নিজস্ব ব্যবহার হয়, তাহা হইলে তাহা অন্যের দ্বারা আক্রমণ-যোগ্য হইতে পারে; কিন্তু তাহা আমার নিজের স্বকৃত ব্যবহার নহে। উহা আমার গুরুর কার্য্য। এজন্য উহা অন্যের অপ্রিয় বিচার হইলেও আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আমরা শুনিয়াছি—বীজ হইতে বৃক্ষের উদ্ভব হইয়া থাকে, নতুবা উহা সম্ভব হইতে পারে না। বৃক্ষ হইতেই আবার বীজ এবং তাহা হইতে পুনরায় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। যদি আমাদের বিচার হইয়া পড়ে, বৃক্ষে বীজ উৎপন্ন না হউক, তাহা হইলে প্রগতি স্তব্ধ হইয়া যায়, ধারাবাহিক প্রবাহ নষ্ট হয়। তজ্জন্য আমার বাধ্য হইয়াই "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ-প্রতিপালন-কল্পে বুদ্ধিমান্ সাজিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, স্তুতি শ্রবণ করিতে হয়। স্তুতি শুনা ভালিনিষ মনে করিলে নিজের অযোগ্যতাই ভাল করিয়া আহির করি।

হরিকথার প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য—এই সকল কথার প্রবাহ যাহাতে থামিয়া না যায়, তজ্জন্য আমাকে গৌরব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়। নিজের স্তুতিগান নিজে শ্রবণ করিয়া যাঁহারা শ্রবণ করিবার বিচারে দায়িত্বভার

আবাহন করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের বিচারের পার্থক্য আছে।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবই আমাদের একমাত্র শ্রোতব্য। আমার গুরুবর্গ আমাকে যেভাবে থাকিবার জন্য মনে করেন, আমাকে তাহা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য যে অসুবিধা হয়, তাহার ফল আমি লইতে প্রস্তুত নহি।

আমি শুনিয়াছি "তৃণাদপি সুনীচ" হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে। যিনি কীর্ত্তন করেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। কীর্ত্তিত বিষয়ের শ্রবণই শিষ্যের বিচার। শ্রীগুরুমুখের কীর্ত্তন-শ্রবণেই সেই সকল কথা হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। আমিও তাই শিষ্যের মতই এই সকল কথার শ্রবণ করিবার অধিকারী হইয়াছি। ভগবান্ বা ভগবানের ভক্তের নিকট কি করিয়া দৈন্য-সহকারে যাইতে হয়, কি করিয়া তাঁহাদের স্তুতিগান করিতে হয় ও তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে হয়, শ্রবণমুখে তাহা শিক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

অন্য আমি যথেষ্ট শিক্ষার বিষয় পাইলাম। কি করিয়া নিজে অমানী হইয়া অন্য লোককে সম্মান দিতে হয়, সর্ব্ব-প্রকার নিশ্চেষ্টতাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবান্ ও ভক্তের উদ্দেশে কিরূপ স্তুতিগান করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবার বিষয় হইয়াছে।

ভগবদ্ভক্তের স্তুতিগানই প্রয়োজনীয়। আমার পূজ্যবর্গ আমার উদ্দেশে স্তুতিগান-মুখে আজ আমাদিগকে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের স্তুতি শিক্ষা দিয়াছেন। অভক্তগণের স্তুতি বাধক ও ক্ষুব্ধ উত্তরেরই অসুবিধার কারণ হইয়া থাকে। আমার মহামান্য পূজ্য-গুরুবর্গ আমাকে দৈন্য শিক্ষা প্রদান করিয়া, আমার হৃদয় কিরূপে শোধিত হইবে, তজ্জন্য যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—'আমরা মানদ হইয়া আপনাকে যে সম্মান দিতেছি, তদ্দ্বারা আপনি জগতের লোককে এই প্রকারে সম্মান দিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবানের ও ভক্তের সেবায় নিরত থাকুন এবং এই ভাবে প্রণত হইয়াই তাঁহাদের সেবা করিতে হয়।'

'বন্দন' দ্বারা বন্দ্য পদার্থের কি কি ভাবের পূজা করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবার সুযোগ হয়। আমরা আমাদের পূজ্যগুরুগণের ভাষায় শুনিয়াছি,—

"পুরীষের কীট হ'তে মুক্তি সে কনিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হ'তে মুক্তি সে পাপিষ্ঠ॥"

এই প্রকার গুরুর নিকট হইতে যে বন্দ্য বস্তুর বন্দ্যবাক্য শুনি, সেই বাক্য যখন হৃদয়ে ক্রিয়া করে, তখনই জানি যে, আমরা কি অপদার্থ। তাঁহারা যেরূপ দৈন্য ও আনুগত্য শিক্ষা দেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তথাতীত ভগবানের ও ভক্তের নিকট আদৌ উপস্থিত হওয়া যায় না।

যদি আমরা বাস্তিক হইয়া পড়ি, তাহা হইলে সেবা হইতে চিরতরেই বঞ্চিত হইতে হইবে।

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

ভগবান্‌কে যে-প্রকার ভক্তি করিতে চাই, ভগবদ্ভক্তের চরণে যদি তাদৃশী ভক্তির উদয় না হয়, তাহা হইলে আমরা অপদার্থই হইয়া গেলাম—জীবন বৃথা হইয়া গেল।

"তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুত-ধারণা যে॥"

আমি যতই না কেন অযোগ্য হই, অযোগ্য—অকৃত্য-মতিত্ব—অমঙ্গল-মতিত্ব আমার মঙ্গলের জন্য বহু ভক্ত কৃপা-পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন। আমার দুর্দ্দমনীয় বাস্তিকতা শমনার্থ বহুভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। তাঁহারা আমাকে সকলেই ভগবদ্ভজন শিক্ষা দিতেছেন। ভগবদ্ভক্তের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পাইব এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধিকে যেদিন শতসহস্র-শতমুখী-দ্বারা নীরস্তীকৃত করিতে পারিব, ভক্তের নিকট সম্মানের দুরভিসন্ধি হইতে যেদিন উদ্ধার লাভ করিব, সেইদিনই আমাদের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ হইবে, আমরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইব। অযোগ্য-ব্যক্তিকে যোগ্যতা প্রদানের দ্বারা তাহার অযোগ্যতা হইতে অবসর লাভ ঘটে। স্ত্রী-পুত্রাদি নিজ নিজ কার্য্য দ্বারা জগতের চক্ষে অত্যন্ত নিন্দিত ঘৃণিত হইলেও তাহারাও ভক্তের অমানী মানদ স্বভাব দর্শনে ভক্তের আচরণ ও শিক্ষার অনুসরণ-পূর্ব্বক নিত্য-মঙ্গললাভে সমর্থ হয়।

'অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

ভক্তি আশ্রয় করিয়া যদি বাস্তিক হই,—শুধু ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা

হইবে—ভক্তিতে
করিতে হইবে।

যদুক্ত-জীবন যে অমঙ্গল নিবারণের জন্য নহে, পরম-মঙ্গল-লাভের জন্যই,—ইহা বুঝিয়া যাই কেন? আমি যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অধম, ইহার বুঝ হয় কেন? আমার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ভোগী হইবার—বড় হইবার বিচার নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অপ্রয়োজনীয়। ঐ সকলে বদ্ধ হইবার প্রবৃত্তি কমাইবার দরকার থাকে—প্রকৃত স্বার্থ লাভের দরকার থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণবের বিচারই গ্রহণ কর্ত্তব্য।

যোগ্যতাভিমানী যাঁহারা, তাঁহাদের সেবাবল যথেষ্ট, তাঁহারা সেবার আধিক্যে এত বল লাভ করিয়াছেন—যে-বলে ক্ষুব্ধ হইয়া বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন—বৈষ্ণবতাকে দোষ দিবেন—যে-প্রকারে সেবা হয়, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া স্বমত স্থাপনে যত্নবান্ হইবেন। ইহাতে যদুক্ত-জীবনের যে কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তাহা বলিবার নহে। আপনাদের ছুটী চরণ ধরিয়া অত্যন্ত বিনয়-সহকারে বলিতেছি, আপনারা দয়া করিয়া অনুকরণ করিবেন না, বৈষ্ণবের বিচার অনুসরণ করুন। আমাদের ভক্তেতর অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। তাদৃশ সম্বন্ধে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশাই বাড়িতে পারে।

আমার একে একে অনেকগুলি বৎসর অতীত হইল। বুঝিয়াছি—বৈষ্ণবের পাদপদ্ম ব্যতীত আমার গত্যন্তর নাই। আমার প্রত্যেক ক্রিয়া আরুরুক্ষু-যোগ্য; যাঁহারা আমাকে হীনচক্ষে দর্শন করেন, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা—যদি তাঁহারা বিচার করেন যে, আমি বৈষ্ণবের আনুগত্য করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহাদের আর সেভাব থাকিবে না। তাঁহারা দয়া করিয়া মূর্খ, জ্ঞানহীন ও দুর্ব্বলকে বল দান করিবার যোগ্যতা দিবেন—শক্তিসঞ্চার করিবেন।

যিনি তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুতা করেন, তিনি নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন। সর্ব্বাপেক্ষা হীন অভিমান হইলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইতে পারেন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিভক্তির কথা বলিতে পারেন।

"সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।"

সর্ব্বোত্তম হইলে নিজের অযোগ্যতা পরীক্ষা করা দরকার। নিজের পরীক্ষা হইতেছে না অথচ পর-ছিদ্রানুসন্ধানে এত প্রবৃত্তি কেন? এই কি বৈষ্ণবের স্বভাব? পক্ষান্তরে বৈষ্ণবের পাদপদ্মের আশ্রয়ে অনুক্ষণও উন্নত হয়।

"যদনুচরস্য-পরাবরেশশিক্ষা-
স্থিরাজনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে।"
'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞেহনা বুঝয়।'

ভক্তপদ অনুচরস্য ভগবৎ-পরাবরেশ। আমরা Apperent বা বাহ্য-দর্শনে ভ্রান্ত না হই। বাহ্য বিচারে অনেকেই বিবর্ত্তে পতিত হইয়া গুরুতে মুক্তা, সর্পে রজ্জু এবং মরুতে অমঙ্গল ভ্রম করিয়া থাকেন। যখন মানুষকে ভ্রান্তিতে গ্রাস করে, তখন বহির্জগতের অধিবাসী বিচারে বহির্জগতের অভাব পরিপূরণের জন্য ইন্দ্রিয়সকল লালায়িত হয়। আমার এই দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ পাইব কি করিয়া, তাহাই বিবেচ্য। যদি মনে করি, ভগবদ্ভক্ত দাসমনোবৃত্তি (Slave mentality) গ্রহণ করিয়াছেন, আমি Lord's mentality লইয়া এই Ineligibility পরিপূরণ করিব, তবে উহাদ্বারা কখনই সুবিধা হইবে না; ঐ বিচারে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরিচালনার নরকের পথেই অগ্রসর হইতে হইবে।

নিজের শ্রেষ্ঠতা লাভের জন্য যদি ভগবদ্ভক্তকে অসম্মান করি—অবজ্ঞা করি, তাহা হইলে তিনের dimension-এর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া সঙ্কীর্ণতার পরিবর্ত্তে বহুত্বের দিকে ছুটিতে হইবে। আমি ভাল হইব, আমার বাড়ি যাউক, মঙ্গল হউক—এই বিচারই ভাল; পরন্তু আমি বড় হইব, জগতের সকলকে খাটাইয়া দিয়া আমার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হউক—এই ধারণা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। নিজের শ্রেষ্ঠতা লইয়া ভক্তের পূজ্যত্বকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। শ্রৌতপথ বিরুদ্ধ হইয়াছে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের কথনে। আমি গুরুপাদপদ্মে উহার সমর্থ শুনিতে পাইয়াছি,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

আজ কতবড় মহৎ-ব্যক্তি-সকল এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের কি বিনয়! কি সৌম্য! তাঁহাদের কথা শুনিলে আমাদের কত উপকার হয়, কত মঙ্গল হয়। আমরা তদবধার উপনিষদ্ হইতে এই বিচার পাইয়াছি যে, যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের প্রভু—ভগবানের প্রভুর প্রভু হইতে

ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অত্যন্ত ধার্ম্মিক। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"জ্ঞানত এব জ্ঞানস্য কিং বহ্বর্থাশ্চ মে শ্রুতাঃ।"

জড়জগতের যে-সকল রাস্তা, তাহার একটিও ভগবৎ-সেবার রাস্তা নহে; ভগবদ্ভক্তের প্রভু হইবার বিচার কেবল নরকগমনের রাস্তা।—ঐ সকল পথে অনুগমন অমঙ্গলকর।

ভগবদ্ভক্তের অনুগমনই মঙ্গলের পথ, তাঁহার সকল ব্যবস্থাই আদরের।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
শ্রীমদ্ভক্তপদরজোঽবলুণ্ঠিঃ স্যাং জন্মকোটিভিঃ॥"

আমাদের জন্ম জন্মান্তর হউক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের ধূলি হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মস্থিত অনুগমন করিতে পারি। স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যই উহার মূল। আমি অযোগ্য—এই বিচার যতঃ পরতঃ যদি আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের ধোতা লাভ করিতে পারিব। সাধারণ মনুষ্যজাতির যে কথা, তাহাতে ইন্দ্রিয়তর্পণ কি প্রকারে সাধিত হইবে, তাহার বিচারই প্রবল। তাহাকে যদি ধর্ম্মপথ বলিয়া বিচার করি, তাহা হইলে আর প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া হইল না।

ভগবানের শ্রীচরণের অর্চ্চন সকলেই করিয়া থাকেন, কিন্তু 'ভগবান্ আমাদের কিছু সুবিধা করিয়া দিন্'—এই বিচার দোকানদারী ছাড়া আর কিছুই নহে। কোন জিনিষের বদলে কোন জিনিষ পাইব—এই বিচার ভগবদ্ভক্তের বিচার নহে। ঐরূপ রাস্তা ধরিবার চেষ্টা করিলে কৃষ্ণের সেবা বুঝা যাইবে না। ভগবান্ পরমমঙ্গলময়, তাঁহার নিকট পরম-মঙ্গল প্রার্থনা করিবার পরিবর্ত্তে কামাদি প্রার্থনা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। কৃষ্ণকে কি প্রকারে ভজন করা যায়, সেই বিচারই অনুসরণীয়।

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

হে ভগবন্! আমাকে তোমার সেবায় নিযুক্ত কর, আমি আর কুকুর, ঘোড়া, লোহার সোনার, মানুষের বা দেবতার সেবা করিতে পারিব না। আমি তাহাদের সেবা করিতে গিয়া আজ যে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে বরণ করিয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়—হে ভগবন্, তোমার দাস্য, কিন্তু যাঁহারা তোমার সেবায় সমর্পিতাত্মা, তাঁহাদের সেবা ব্যতীত তোমার সেবা-লাভ সুদূরপরাহত। ভক্ত-সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলপ্রদ।

এখানে আমরা ভগবান্‌কে দেখিতে পাইতেছি না। ভগবান্‌কে যাঁহারা সেবা করেন, সেই ভক্তবৃন্দ কৃপা করিয়া আমাদিগকে দর্শন দান করেন। তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ অনুসরণীয় এবং আমাদের একমাত্র মঙ্গলের উপায়। অন্য-শিক্ষাচ্ছলে নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় অনেকেই ভগবদ্ভক্তের বিচারকে slave mentality এবং mental aberrationএ চালিত হইয়া যাহা ইচ্ছা হয় বলুন; কিন্তু আমাদের বিচার হইবে—

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা
নহু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরস-মদিরা-মদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম॥"

আমরা ভক্তের চরণরজকে মস্তকে ধরিব; কাহাকেও শিষ্য করিব না; করি নাই, করিবও না। কারণ তাহা না হইলে অভক্তের প্ররোচনাক্রমে অন্য পথে অন্য দিকে ধাবিত হইব। আপনারা সকলেই আমার গুরুবর্গ; অধমকে শিষ্যজ্ঞানে আপনারা কৃপা করুন।"

শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণের পর মিঃ ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জী মহোদয় বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ-প্রদর্শন-মুখে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা-প্রদান-মুখে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে আচার্য্যের মঙ্গলময়-বিধানার্থ প্রকাশ্যে সুদীর্ঘকাল প্রার্থনা করিয়া অদ্যকার শ্রীব্যাসপূজা-মহাসভায় যোগদানের সৌভাগ্য-লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন মুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা-প্রার্থনা-মুখে সংক্ষেপে বঙ্গভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয় "প্রভু হে, তুয়া পদে এ মিনতি মোর" এই গীতিটি উপসংহার-সঙ্গীত-রূপে কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় উপস্থিত ষষ্ঠাধিক ভক্ত ও সজ্জনগণের মধ্যে শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভু, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন,

শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ হরি মহারাজ, শ্রীপাদ ঔড়ু-মি মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ বি-এ, শ্রীপাদ মহেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মচারী বি-এ, শ্রীপাদ রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রমুখ বহু মঠাশ্রিত ভক্ত এবং মিঃ ডব্লিউ, সি, বানার্জী, ডাঃ শান্তিপ্রসাদ চ্যাটার্জী এম্-বি, উকীল শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সাহা বি-এল, উকীল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর-ভূষণ সরকার বি-এল, শ্রীযুক্ত মধুসূদনচন্দ্র বিদ্ মোক্তার, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ রায় মোক্তার, শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত মোক্তার, ডাঃ কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহা বি-এ, শ্রীধাম মণ্ডল বি-এ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সরকার বি-এ প্রমুখ বহু সত্যানুরাগী সজ্জনের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভা

আগামী ১৪ই ফাল্গুন, (১৩৪৭) ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪১) শুক্রবার হইতে ২৩শে ফাল্গুন, (১৩৪৭), ৭ই মার্চ্চ (১৯৪১) শনিবার পর্য্যন্ত নয়দিবসব্যাপী শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ সংকীর্ত্তন-মুখে পরিক্রমা করা হইবে। ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ রবিবার শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসর; ঐ দিবস হইতে দিবসত্রয় শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে গৌরজন্মমহোৎসব হইবে। উক্ত ৮ই মার্চ্চ রবিবারই আবার প্রত্যক্ষের ন্যায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। শ্রীশ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবাভিন্নতা ও শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা সজ্জনসাধারণকে এই সকল ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য সবিনয় আহ্বান জানাইতেছেন। সর্ব্বজগদ্বাসীর নিত্যমঙ্গলকর এই বিরাট্ শুদ্ধসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞানুষ্ঠানে যাঁহারা যে যে দ্রব্য ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিয়া একান্তভাবে শ্রীগৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরনামসেবার নিত্যা প্রকৃতি সকলের সৌভাগ্য বরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা অবিলম্বে তাহা পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীধামমায়াপুর শ্রীমন্দির; পোঃ অঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া" ঠিকানায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা

শ্রীধাম-মায়াপুর

শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবার অনুকূলাথে মাসিক সাহায্য ডাকযোগে পাঠাইয়া থাকেন, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্র ও মণিঅর্ডারাদি নবাভিষিক্ত রক্ষক মহোদয়ের নামে পাঠাইতে থাকেন।

শ্রীমন্দিরের রক্ষক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ একবাসী মহোদয়ের শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে। তজ্জন্য গত মাঘ মাসের ২৩শে তারিখ হইতে শ্রীপাদ জগদ্গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্র প্রভুকে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরের রক্ষকপদে ব্রতী করা হইয়াছে। যে সমুদয় পূর্ব্ব ও মহিলা ভক্ত

নিবেদন ইতি—

শ্রীভক্তিসম্বল ভাগবত

শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি

পরলোকে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বরুয়া

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় আসাম-প্রদেশের স্বনামধন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বরদলই এম্-এল্-এ মহোদয় গৌহাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ যখন আসাম প্রদেশে শুভবিজয় করেন, তখন এই মহাত্মা শ্রীল প্রভুপাদের জন্য যানযানের ব্যবস্থা ও হরিকথা-প্রচার-সম্পর্কে নানাভাবে সহায়তা করিয়া ভক্তানুকূল্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে তাঁহার আত্মার নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করি তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকেও আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৪২; ৭ই মার্চ্চ, ১৯৩৬ | ৫০শ—৫১শ সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা

সম্বৎসর পরে আবার শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা আসিয়াছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ সর্ব্ব-জগদ্বাসীকে এই শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের আগন্তুক আত্মীয়স্বজনগণ আমাদিগকে বিদেশের পরগৃহ হইতে স্বদেশের স্বগৃহে আহ্বান করেন; আমরাও স্বগৃহে গমন করিয়া স্বজনের স্নেহসিক্ত হইয়া কতই না আনন্দ লাভ করি। কিন্তু হায়, কালচক্রের এমনই কুটিলবিক্রম যে, আজ যে স্বজন, যে স্বগৃহ, যে স্বদেশ, যে স্বজনের সস্নেহ-আহ্বান ও স্বজনপ্রীতি আমার হৃদয়ে কত আনন্দের উৎস প্রবাহিত করে, কাল আর তাহা তেমনটি থাকে না, সব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; আমার বর্ত্তমান আনন্দের কারণসমূহ মুহূর্ত্তপরেই নিরানন্দের কারণস্বরূপে প্রেতের অট্টহাস্য হাসিয়া আমার কত বুকভরা আশা-ভরসার মুখে শ্মশানের ভস্মরাশি নিক্ষেপ করে—হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। সংসার-সাগরে সুখদুঃখের এইপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাতময় উত্তালতরঙ্গক্রীড়ার অবসান নাই। কত আশার প্রদীপ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার চিরতরে নির্ব্বাপিত হইতেছে; কত উত্থান-পতন, কত জয়পরাজয়, লাভ-অলাভ, জন্ম-মৃত্যুর অন্তঃপ্রদেশিকাময় ঐতিহ্যপূর্ণ এ সংসার। শ্রীভগবানের অঘটনঘটন-পটীয়সী দৈবী-গুণময়ী-ত্রিগুণাত্মিকা-মায়ার গুণপ্রবাহ হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই ঘোর অন্ধতমসময় সংসারে আমাকে অকপট স্নেহ করিবার—আমার প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার—আমার সমুপেত মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা

করিয়া আমাকে অমৃতের অন্বেষণ দিবার মত প্রকৃতস্বজন—প্রকৃত বান্ধব কেহই নাই। জগতে আত্মীয়-স্বজন বড় জোর আমার দেহ-মনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় ব্যাকুলতা প্রদর্শন করেন; কিন্তু হায়! যাহা ব্যতীত দেহ-মন কোন ক্রিয়া করিতে পারে না, যে বস্তুটি ছাড়িয়া গেলে তাহাদের কোন মূল্যই স্বীকৃত হয় না, সেই আত্ম-বস্তুর প্রকৃত স্বাস্থ্যোন্নতিসাধনে—তাহার প্রসন্নতা-সম্পাদনে তাহার হৃদয় সদা-সর্ব্বদা কাঁদিয়া উঠিতেছে—কে আমাদের এমন স্নেহময় স্বজন আছেন, যিনি আমাদিগকে এই পিশাচিনী-মায়ের পৈশাচিক কপটস্নেহবন্ধনতার আকর্ষণ হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগের আত্মার প্রকৃত মঙ্গলের বার্ত্তা জানাইয়া দেন। মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় আমাদের এমন বান্ধব কে আছেন, যিনি আমাদিগকে "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"—এই শুকমুখামৃত-শ্রবণযুত ভাগবত-কথামৃত পরিবেশন করিয়া আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতালাভের সন্ধান জানাইয়া দিবেন? দেহ মনের প্রসন্নতার অনেক উপায়ের কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন; কিন্তু আত্মার প্রসন্নতা-লাভের সন্ধান যিনি প্রদান করেন, তিনিই ত' আমাদের নিত্যকালের বান্ধব—নিত্যকালের স্বজন—আমাদের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ভাগবতকথামৃত পরিবেশন পূর্ব্বক যিনি আমাদের হৃদয়-মরু অভিষিক্ত করিয়া ভগবদ্ভক্তিবীজ রোপণ করেন এবং তাহা নির্ব্বিঘ্নে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইবার জন্য শুদ্ধ অকপট স্নেহময় সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল-সেচনেরও ব্যবস্থা করেন, আবার যাহাতে সেই ভক্তিলতা সমর্দ্ধিত হইয়া বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোম এবং তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণকল্পতরু লাভ করিতে পারে, মধ্যপথে যাহাতে অপরাধরূপ মত্তমাতঙ্গ আক্রমণ করিতে না পারে, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা কুটিনাটি প্রভৃতি আগাছার উদ্ভব না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ সাবধান করেন—আমার আত্মস্বজন-লাভের জন্য, আমাকে সর্ব্বপর্ব্বত হইতে অবতরণ করাইবার জন্য যিনি সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাদিক হীনজ্ঞানের আদর্শ প্রকট করেন, আমার শতসহস্র অবিচার—যাহা-মোহে মুগ্ধ হইয়া ভক্তি-সদাগর ছাড়িবার অনেক কুবিচার পর্ব্বত তত্ত্বোরূপি সহিষ্ণুতাবলম্বনে সহ্য করিয়াও আমার মঙ্গল করিবার জন্য ব্যাকুল হন—আমাকে তৃণ অপেক্ষাও ক্ষমা-গুণ শিক্ষা দিবার তরু কত ক্ষমাশীল হন, সর্ব্বপূজ্য হইয়াও হরিকীর্ত্তন করিতে হইলে কিরূপ অমানী ও মানদ হওয়া আবশ্যক, তাহা আত্মদৈন্য-প্রকাশ-মুখে শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহার ন্যায় পরতঃপরতঃখী কৃপাসিন্ধু স্নেহময় বান্ধব আমাদের আর কে আছেন? আজ তিনি আমাদিগকে প্রবাস হইতে আমাদিগের নিত্যনিকেতনে—নিত্যনিলয় শ্রীগৌরধামে আহ্বান করিতেছেন।

ভাগবতপ্রবর দেবর্ষিনারদ জগজ্জীবকে প্রকৃত-মঙ্গলের অনুসন্ধান প্রদানার্থ শ্রীবেদব্যাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥

অর্থাৎ হে ব্যাস! নিজে পরমমঙ্গলের বিষয় জানিয়া সাধারণ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানহীন লোকদিগকে মহাভারতাদি গ্রন্থে যে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলিয়াছ, তাহাতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল অনুসন্ধান করা হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞ রোগীর ইচ্ছা-সত্ত্বেও কখনও কুপথ্যের ব্যবস্থা করেন না।

রোগে সাধারণতঃ কুপথ্যেই রুচিবিশিষ্ট হয়, তাহা না পাইলে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। তখন রোগীর আত্মীয়-নামধারিগণ যদি তাহাকে কুপথ্য দিয়া তাঁহাদের স্নেহ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে হয়ত রোগ বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাদের সেই কপট স্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ রোগীর প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। ঐ প্রকার স্নেহের কোন মূল্য নাই; যে স্নেহ আপাত-মঙ্গলের ভাণ প্রদর্শন করিতে গিয়া চির-অমঙ্গলের কারণ হয়, তাহাকে কখনও স্নেহ বলে না। শ্রীভগবান্ বা তাঁহার নিজজনই প্রকৃত স্নেহের মর্ম্মজ্ঞ, আমাদের স্বগৃহ ও স্বদেশের প্রকৃত সন্ধান তাঁহারাই জানেন। তাঁহারা আমাদিগের প্রতি যে স্নেহ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে আমাদের নিত্য নিজবাসে আহ্বান করেন, সে স্নেহ অবহেলা করিলে হে সুধীবৃন্দ! আমরা প্রকৃত স্বগৃহের সন্ধান পাইব না—প্রকৃত আত্মীয়তা, স্বজনের স্নেহ-রস আস্বাদন করিতে পারিব না—আমাদের জীবন-প্রদীপ সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ব্বাণোন্মুখ হইতে হইতে একদিন স্নেহশূন্য অবস্থায় চিরনির্ব্বাপিত হইবে, কিন্তু তাহাতেই কি নিস্তার আছে? আবার ঐরূপ নূতন-জীবন পাইব, কত

স্নেহদাতের আশায় বুক বাঁধিব, কত কপটতের পাশে, শেষে বঞ্চিত হইতে হইতে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব! এইরূপে কত জন্মজন্মান্তর—যুগযুগান্তর কাটিয়া যাইবে।

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন জগজ্জীবের প্রতি কিরূপ স্নেহপরায়ণ, জীবপ্রতি তাঁহার কি করুণা, তাঁহার পরিচয় তাঁহারই শ্রীগৌররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়স্বরূপ-শ্রীরূপ তাঁহার বিদগ্ধমাধব নাটকের "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥" শ্লোক এবং শ্রীস্বরূপ-দামোদর তাঁহার কড়চার "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥" শ্লোকদ্বয়ে তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥"—এই শ্লোকে সেই অপ্রাকৃত স্নেহময় ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌর-সুন্দরের যে মহাবদান্যতা 'গুণ', কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান 'লীলা', গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ-'স্বরূপ', কৃষ্ণচৈতন্য 'নাম' এবং গৌর-কান্তি-'রূপ'-মাধুর্য্যের প্রণাম শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শিক্ষার অনুসরণ ব্যতীত—ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যস্বরূপ গৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ ব্যতীত তাঁহার মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য-স্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের বংশীধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না—"কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন" বলিয়া ছুটিবার উন্মাদনা আসিবে না। তাই শ্রীস্বরূপরূপাগ্রজবর পরম স্নেহময় গৌরবিজন শ্রীধাম-মায়াপুরে "অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার" প্রতিষ্ঠা করিয়া জগজ্জীবকে 'অনুকূল কৃষ্ণ'—'শ্রীরাধার কৃষ্ণ' অনুশীলনের গৃহে আহ্বান করিয়াছেন। আচার্য্যপাদপদ্মের জগজ্জন-প্রতি এই স্নেহের স্বরূপ যাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, তাঁহারাই আজ অন্তরের অন্তস্তল হইতে গান করিতে পারিয়াছেন—

"কৃষ্ণ সে তোমার,　　কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।"

কৃষ্ণ দিবার অভিনয় অনেকেই করেন; কিন্তু দিবার শক্তি আছে কাহার? সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কৃষ্ণ আমাদের মত রাগাগ্রাম্যার অনুমের চাকর নহেন। যাহারা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ, কৃষ্ণলীলা-গানের বিপণি খুলিয়া কৃষ্ণকে তাহাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের বিনিময়ে বিক্রয় করিবার ধার্ষ্টিকতা বরণ করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণ বহুদূরে সরিয়া থাকেন, কাম-ক্রোধাদি রিপু-প্রণীড়িত কপট তাহারা, কৃষ্ণের কি সন্ধান রাখিবে? তাহাদের কথা দূরে থাকুক, সর্ব্বজীবোত্তম বিবিধ-গুণোপেত দেবতাগণ, এমন কি বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া যাঁহারা পরব্যোমের অধিবাসী, তাঁহারাও, অধিক-কি, স্বয়ং শ্রীদেবীও কৃষ্ণমাধুর্য্য সম্যক্ অবধারণে অসমর্থা হন, দ্বারকা ও মথুরাবাসীও কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই; একমাত্র ব্রজবাসিগণই কৃষ্ণকে বুঝিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা পরিপূর্ণরূপে বুঝিয়াছেন—শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার একান্ত আনুগত্য-বলে তদীয়া কায়ব্যূহরূপ। তাই বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র বলিয়াছেন—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীই পরদেবতা, সাক্ষাৎকৃষ্ণময়ী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, কৃষ্ণসম্মোহিনী ও পরাশক্তি বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উহার যথার্থ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'দেবী' কহি দ্যোতনাবান্, পরমা সুন্দরী।
কিবা, কৃষ্ণক্রীড়া-ঋদ্ধির বসতি নগরী॥
কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিবা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্ব জগতের মাতা॥
'সর্ব্বলক্ষ্মী' শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান॥
কিবা, 'সর্ব্বলক্ষ্মী'—কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্যা॥

সঙ্গ-সৌরভ্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিম্বা 'কান্তি' শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
'সর্ব্বকান্তি' শব্দের এই অর্থ-বিবরণ॥
জগন্মোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥

অপ্রাকৃতরস-রসিকাগ্রগণ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধার "গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দ-মোহিনী। গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি।"—এই পঞ্চবাণ কীর্ত্তন-দ্বারা ভাগ্যবান্ জগজ্জীব-সমীপে যে সর্ব্বোত্তমা স্নেহময়ীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বজগন্মনোমোহন মদনমোহনেরও মনোমোহিনী, তিনিই এবং তাঁহার একান্ত অনুগত জনই কৃষ্ণকে বিতরণ করিবার শক্তি ধারণ করেন। তাঁহার আনুগত্য, আবেদন ও অনুমোদন ব্যতীত কৃষ্ণ কাহারও নিকট তাঁহার স্ব-স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবেন না', কৃষ্ণ মুক্তি দিয়াই বসিয়া পড়িবেন, 'ভক্তিধন' দিবেন না। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর যদি দয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারই আবেদনক্রমে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ দয়া-লাভে অধিকারী হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্যক্-প্রকারে জানাইবার নিমিত্তই তাঁহার প্রিয়তমার ভাব ও কান্তি অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আশ্রয়ের ভাব-বিভাবিত রসের অনুগত হইলেই তিনি তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার রসরাজ ও মহাভাবস্বরূপ স্বরূপ প্রদর্শন করেন। শ্রীরায় রামানন্দ যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—

"পহিলে দেখিনু তোমার সন্ন্যাসী-স্বরূপ
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥
এইমত তোমা দেখি' হয় চমৎকার।
অকপটে কহ, প্রভু, কারণ ইহার॥
• •
• • • প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি' অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার—প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর,—তোমার কোন্ ব্যবহার॥"

—তখন মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রিয়তম রায়ের নিকট তাঁহার হংসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা দুই মিলিত হইয়া যে একতনু, সেই রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত-শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দেখাইলেন। ইহাতে যে, এক-তত্ত্বে দুই এবং দুইতত্ত্বই এক—এরূপ একটি অপূর্ব্বস্বরূপ প্রকটিত হইল। তাই শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীগৌর-রাধা-নিত্যজন শ্রীরাধাভাবনীল-বপুরিত্যানন্দ প্রভুবর আজ পরম করুণা বিস্তার করিয়া—সর্ব্বোত্তম স্নেহ প্রকট করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরাবতারের সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থল শ্রীবাস-অঙ্গনের সন্নিহিত-প্রদেশে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার উদ্বোধন করিয়া বিশ্ববাসীকে তাহাতে আহ্বান করিতেছেন তাঁহার অনুকূল-কৃষ্ণের কথা জানাইবার জন্য। কেননা, "শ্রীরাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা। কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥ আতপরহিত সূরয নাহি জানি। রাধাবিরহিত মাধব নাহি মানি॥ কেবল মাধব পূজয়ে সে অজ্ঞানী। রাধা অনাদর করই অভিমানী॥ • • রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান। শীঘ্রই মিলই তব গোকুলকান॥"—ইহাই গৌররাধানিত্য-জনের সিদ্ধান্ত-বৈশিষ্ট্য। যেমন একদিন গৌরসুন্দর সর্ব্ব-নবদ্বীপে নাচিয়া নাচিয়া কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তেমনই গৌরনিজজন প্রভুপাদও আজ সর্ব্বনবদ্বীপে রাধা-কৃষ্ণমিলিততনু সঙ্কীর্ত্তনরাস গৌরগণগাধা-কীর্ত্তন-মুখে নৃত্য করিতে করিতে অযাচিতভাবে তাঁহার অনুকূলকৃষ্ণ-কথামৃত বিতরণ করিয়া—মহাবদান্য গৌরহরির স্বরূপ-রূপ-নাম-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন-বন্যা আনয়ন করিয়া আজ কলিহত জগজ্জীবের প্রতি যে অহৈতুকস্নেহময় করুণা বিস্তার

করিতেছেন, সে স্নেহের মর্ম যে ভাগ্যবানের হৃদয়ে উদিত হইতেছে, যিনি তাঁহার অনুপমনে আত্মনিবেদনার্থ ভক্তি-বঞ্চনহৃত অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদন-মুখে পরিক্রমা করিয়া শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গযজনফল মন্ত্রাক্ষ দীপসমূহ পরিক্রমায় যোগদান-পূর্ব্বক শ্রীগৌরপুরে—অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন-পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিতেছেন, তাঁহারই হৃদয়ে অবলম্ব ফাল্গুনী পূর্ণিমার বিজয়রাজ—গৌরপূর্ণশশী ষোড়-কলায় উদিত হইয়া তাঁহাকে পরানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিতেছেন।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।"

শ্রীবৃন্দবন ও গৌরবন অভিন্ন চিন্ময়ভূমি বলিয়া যাঁহার জ্ঞান হয়, যিনি ইহাদের মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য ও ঔদার্য্য-প্রধান-মাধুর্য্য-রস-বিলাস উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত রাধের স্বরূপ বুঝিতে পারেন, তাঁহারই হৃদয়ে কৃষ্ণের কথা ও সেই কথার পরিবেশনকারী গুরুপাদপদ্মের মাধুর্য্য-সৌষ্ঠব উদিত হইয়া তাঁহাকে গৌরবনে কৃষ্ণানুসন্ধানে প্রণোদিত করে, অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনশূন্য গৃহে বসিয়া থাকিতে দেয় না—গৌরগৃহের গৃহমেধী করিয়া ফেলে। তাই তিনি শ্রীরাধার হরি অন্বেষণ করিতে করিতে গৌরবন মুখরিত করিয়া কল্যাণকল্পতরুর পাদমূলে বসিয়া গান করিতে থাকেন—

"হরি হরি! কবে হবে হেন দশা মোর।
ত্যজি অন্য আশা, বিবিধ বন্ধন,
ছাড়িব সংসার ঘোর॥
কৃষ্ণবনাভেদে নবদ্বীপধামে
বাঁধিব কুটীরখানি।
শচীর নন্দন- চরণ-আশ্রয়
করিব সম্বন্ধ মানি॥
জাহ্নবী-পুলিনে চিন্ময়-কাননে
বসিয়া বিজনস্থলে।
কৃষ্ণনামামৃত নিরন্তর পিব,
ডাকিব গৌরাঙ্গ বলে॥
হা গৌরনিতাই তোরা দুটি ভাই
পতিত-জনের বন্ধু।
অধম পতিত আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥
কাঁদিতে কাঁদিতে ষোল-ক্রোশধাম
জাহ্নবী উত্তরকূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু ভাগ্যফলে
দেখি কিছু তরুমূলে॥
তাহা মনোহর কি দেখিনু আমি
বলিয়া মূর্চ্ছিত হব।
সম্বিত পাইয়া কাঁদিব গোপনে
স্মরি দুঁহু কৃপা-লব॥"

ঐ গান গাহিতে গাহিতে আবার সিদ্ধি-লালসায় তাঁহার হৃদয়ে নির্ব্বাণোন্মুখ শ্রবণাগতি উদিত হইয়া গান হইতে থাকিবে—

"কবে গৌরবনে, সুরধুনী-তটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে।
কাঁদিয়া বেড়াব দেহ-সুখ ছাড়ি,
নানা লতাতরু-তলে॥
খদির-গহ্বরে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি কৃষ্ণ-কোলাহল॥
বাহ্যবাসী জনে, প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ, রেণু গায় মাখি,
ধরি অবধূত-বেশ॥
গৌড়-ব্রজ-জনে ভেদ না দেখিব,
হইব ব্রজবাসী।
রাধের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী।"

গৌরবনকে যাঁহারা প্রবর্ত্তকের ভূমিকামাত্র জ্ঞান করেন, তাঁহারা শ্রীধামচরণে অপরাধী হন, ব্রজভূমির স্বরূপ-জ্ঞানে অসমর্থ হন, প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়েন। গৌড় ও ব্রজে অভেদজ্ঞানে গৌরবনে ব্রজবন আবার ব্রজবনে গৌরবন-দর্শনই তখন-বিজ্ঞতা। যাঁহারা চর্ম্মচক্ষে শ্রীধাম-দর্শন বা প্রাকৃতমনে শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে যান, তাঁহারা বহু অনর্থ ঘটাইয়া থাকেন। শ্রীধাম অপ্রাকৃত

শঙ্কাকুণ্ঠতা-বাহীত প্রত্যক্ষানুমান ঐতিহ্যাদি-প্রমাণের বহির্ভূত নহেন।

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীব্রজধামে বহুকাল ভজন করিয়া পরিশেষে শ্রীগৌরধামপ্রেমে ভজন করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজই শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থিটি নির্দ্দেশ করেন। তিনি এবং শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে আসিয়া কত নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ গৌরজন, গৌরধামের দিব্যস্বরূপ তাঁহারা দিব্যনেত্রে দর্শন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই দিব্য-দর্শনের পরিপন্থী হইয়া যে সকল উদ্যুক্তম্মী ধামাপরাধী বৈষ্ণবাপরাধী অনভিজনগণ এতদিন লোকরঞ্জনকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার কৃপায় এক্ষণে তাহাদের সকল বিরুদ্ধ-চেষ্টাই বৈফল্য সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইয়া স্বতঃপ্রকাশ শ্রীধামের চিন্ময়-শোভা ভাগ্যবন্ত সুজনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তবে "যারা যার অভাগ্য দিয়াছে নয়নে। অন্ধময় দেখে সেই নবদ্বীপ-ধনে॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—"শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাধন। তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে জন॥ মায়া পিতা বন্ধু দয়া নিত্য গুরু আর। কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার॥ আমায় স্বজনগণ ছাড়হ আমারে। কেবলভক্তি অতল হউক একেবারে। তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ চাহে। চরণ আমার নাহি যাই অন্য পথে॥" ইহাই নাম ধামনিষ্ঠা। তথাকথিত-মায়ে ভ্রমণরত—কাম-ক্রোধাদি-রিপু-প্রপীড়িত—নানা অশান্তির অনলে অহর্নিশ সন্তপ্ত নিতান্ত দীনহীন আমরা; পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীমায়াপুরাধীশ গৌরহরি এবং তাঁহার নিজজন বৎসরান্তে একদিন চিরভাব-দগ্ধ আমাদিগকে উজ্জ্বলভক্তিরসাবগুণ্ঠন গৌড়াটবী মধ্যে তাঁহাদের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণচ্ছায়ে আহ্বান-পূর্ব্বক আমাদিগের কর্ণে যে শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কাম-মায়াচ্ছাদন পাবুষদারা বর্ষণ-দ্বারা আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে চাহেন, সেই আহ্বান অবহেলা করিলে প্রকৃত আত্মীয়তা-বোধে আমরা চিরবঞ্চিতই থাকিয়া যাইব।

মহাপ্রভুর ভক্তগণ সম্বৎসর চাহিয়া থাকিতেন, কবে রথযাত্রা আসিবে, কবে তাঁহারা নীলাচলে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদের প্রাণবন্ধুকে দর্শন করিবেন? আমরাও সম্বৎসরের মধ্যে একবারও কি শ্রীগৌরধামে ছুটিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিব না? সময় পাইব না? অন্য সব কার্য্যেরই সময় ত' পাইয়া থাকি? নিত্য-মঙ্গলানুসন্ধানের সময়েরই কি চির-অভাব থাকিয়া যাইবে? আমাদের আত্মার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রকৃত আত্মীয়গণের দর্শনলাভ ও তাঁহাদের শ্রীমুখে গৌরগাথা-শ্রবণের সৌভাগ্য কি বরণ করিব না? শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভারাজ—শুদ্ধ-গৌড়ীয়গণের একমাত্র সংরক্ষক শ্রীগৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ আজ শ্রীধামে অত্যন্ত কৃপাপূর্ব্বক অনুক্ষণ যে হরিকথামৃতের উৎস প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গস্নপনের সৌভাগ্য হইতে কি আমরা বঞ্চিতই থাকিয়া যাইব?

হে ভাগ্যবান্! হে মতিমান্! হে ধীমান্! এই সুবর্ণ-সুযোগ অবহেলা না করিয়া সকলে ব্রজের পথে অগ্রসর হউন—ভবভবনের ভ্রমাত্মিকা রাক্ষসী মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া শ্রীগৌরবনে শ্রীগৌর-রাধা-নিত্যজনের আনুগত্যে শ্রীরাধা-বনের মাধুর্য্য-সৌরভে আকৃষ্ট হইবার ভাগ্য অন্বেষণ করুন। "ব্রহ্মপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরু মনস্থিরং ন সদিরং জগদিত্যবধারয়॥" শ্রীরূপের এই পত্রীর মর্ম্ম আচার্য্য-সমীপে অবধারণ করুন। এই শুভমুহূর্ত্ত—মায়েন্দ্রজাল হারাইলে পরে আবার এজীবনে সে শুভক্ষণ সম্ভব হইবে কি না, তাহার কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধুগুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
"হরে কৃষ্ণ" নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥

শ্রীব্যাসপূজার অভিনন্দনপত্রাবলী

শ্রীশ্রীআচার্যপাদপদ্মের দ্বিষষ্টিবর্ষপূর্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজা-উপলক্ষে বিভিন্নস্থানের ভক্তবৃন্দ বিভিন্নভাষায় যেসকল অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীব্যাসপূজার সাধারণ সভায় পঠিত ও বিতরিত হয়; সময়াভাববশতঃ সভায় সকল-গুলি পঠিত হইতে পারে নাই। আমরা নিম্নে তন্মধ্যস্থিত কতিপয় অপঠিত পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদান করিতেছি।

Sree VyasPuja Offering (ইংরাজী)—কটক-সচ্চিদানন্দমঠের নবপরিচালিত "পরমাণী"-মুদ্রাযন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত; "অর্চন" (উৎকলভাষায় পদ্য—শ্রীরসানন্দ ভোক্ত-লিখিত)—ঐ; Eight Stanzas of His Divine Grace (ইংরাজী পদ্য)—বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ, প্রোটর রোড হইতে শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দাসাধিকারী বি-এ মহাশয়-লিখিত; 'Sree Vyas Puja Homage (ইংরাজী গদ্য)—রত্নাপেট্টা মাদ্রাজগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রেরিত; "Sree Vyasa Puja Homage (গদ্য)—এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু লিখিত; 'ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি' (বাংলা গীতি)—শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ লিখিত; "অধাক্ষজের নীরাজন" (বাংলা পদ্য)—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় লিখিত; 'ভক্ত্যর্ঘ্য' (বাংলা গদ্য)—ময়মনসিংহ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ-সেবক-গণ প্রেরিত; "শ্রীশ্রীব্যাসপূজাবাসরে শিশুর প্রার্থনা" (বাংলা পদ্য)—প্রয়াগের শ্রীবিশ্বাস দেব নামক জনৈক বালক-লিখিত; "প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি" (বাংলা পদ্য)—শ্রীযুক্ত পাঁচা নামক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টি-টিউটের জনৈক ১০ম শ্রেণীর ছাত্র লিখিত; 'অঞ্জ-অর্ঘ্য' (বাংলা পদ্য)—এলাহাবাদ হইতে শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী-দাসী-প্রেরিত; 'বালকের ভক্তিকুসুমাঞ্জলি' (বাংলা পদ্য)—শ্রীশ্যামমায়াপুর, 'গৌরভবন' হইতে শ্রীজনবিহারী বন্দ্যো-পাধ্যায় লিখিত; 'ভক্তিকুসুমাঞ্জলি' (বাংলা পদ্য)—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ-লিখিত; "প্রণতি-প্রসূনাঞ্জলি" (বাংলা পদ্য)—কুমারী শোভনাদেবী জনৈকা বালিকা লিখিত; 'ভক্তি-অঞ্জলি' (বাংলা পদ্য)—প্রয়াগের কুমারী বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী জনৈকা বালিকা-লিখিত; "প্রার্থনা-প্রসূনাঞ্জলি" (বাংলা পদ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুর 'গৌরভবন' হইতে শ্রীযুতী কমলা দেবী লিখিত; "শ্রদ্ধা-ঞ্জলি" (বাংলা পদ্য)—বালিয়াটি-শ্রীগৌরগোবিন্দ-মঠ হইতে শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন, কাদিনীমোহন, মোহিনীমোহন, মনোমোহন, গোকুলমোহন ও সত্যমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়গণ-প্রেরিত; 'দীনের অর্ঘ্য—ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা পদ্য)—কুচবিহার হইতে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহোদয় লিখিত; ব্রহ্মদেশের ম্যাণ্ডালে হইতে ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় লিখিত অভিনন্দন পত্র; "ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি" (উৎকল ভাষায় গদ্য)—গঞ্জামবাসী সেবক-বৃন্দ-প্রেরিত এবং "পুষ্পাঞ্জলি" (হিন্দী গদ্য—বিকানীর গভর্ণমেণ্টপ্রেসে মুদ্রিত)—সংযুক্তপ্রান্তীয় সেবকবৃন্দ-প্রেরিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের ব্যাসপূজা-সংখ্যাও সভায় বিতরিত হইয়াছে। উহা শ্রীল প্রভুপাদের তিনখানি আলেখ্য, তাঁহার শ্রীজগন্নাথমন্দির-সমীপস্থ আবির্ভাবগৃহ ও শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের আলোকচিত্রসমূহ এবং কতিপয় শিক্ষা-প্রদ গবেষণামূলক বিচিত্র প্রবন্ধসৌরভে বিকশিত হইয়া এক অপূর্ব্ব বস্তু হইয়াছে। উহার প্রথম প্রবন্ধ—শ্রীশ্রীব্যাসপূজা; মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর মহোদয়-লিখিত। অধ্যাপক মহোদয় বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রমুখের স্রোত গবেষণা, সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা, সদ্‌গুরু-লক্ষণ, দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য, শব্দব্রহ্মের অনুশীলন, শ্রীব্যাস-পূজার শ্রৌত সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিষয়ে এমন সুন্দর নিরপেক্ষ ও যুক্তিপূর্ণ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহার আলোচনা বর্ত্তমান সময়ে একান্ত আবশ্যক। লেখক প্রবন্ধের উপ-সংহারে "ব্রাহ্মণ কে? বৈষ্ণব কে? দীক্ষা কি? উপ-নয়ন কি? আচার্য্য কে? বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কি? বেদ কি? শ্রৌতপন্থা কাহাকে বলে? উপনয়ন-সংস্কার কিসের জন্য, কাহা কর্ত্তৃক সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য?—এই সমুদয় প্রশ্নের প্রকৃত সমাধানের জন্য কি এখনও আমাদের আন্তরিক চেষ্টা হইবে না? গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-সহকারে প্রকৃত আচার্য্যের নিকট অভিগমন হইবে না? শ্রীব্যাস-

পূর্ব্বার এই অতি প্রয়োজনীয় আহ্বান কি আমাদের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিবে না? ০ ০ কৃষ্ণের স্থান কি আমাদের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না? ০ ০ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের বেদনরাশি কি আমাদের চেতন সম্পাদন করিবে না? শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা কি আমাদের চেতনের কর্ণ উন্মুক্ত করিবে না? অভাগা কে, ইহা আমাদিগকে অবিসংবাদিত রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য শ্রীগুরু স্বয়ং আচার্যাসনে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—এই সংবাদের তাৎপর্য্য কি আমরা একেবারেই অনুসন্ধান করিব না? যদি না করি, তাহা হইলে কিরূপে আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে? এই মহেন্দ্র-যোগ কি চিরদিনই প্রকট থাকিবে? ইহা কি একবারেও আমাদের চিন্তার বিষয় হইবে না?"—এই কথাগুলি অত্যন্ত আবেগভরে প্রকাশ করিয়া তাঁহার বাস্তব সেবা-স্বাভাবিক প্রতি অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তজীবের বাস্তব-হিতাকাঙ্ক্ষার যে প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সকল নিরপেক্ষ সুধীবৃন্দেরই বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তি-কুসুম ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের "শ্রীব্যাসপূজার নিবেদন" শীর্ষক দ্বিতীয়-প্রবন্ধে যেমন ভাষা, তেমনই ভাবের সৌষ্ঠব-সম্পুষ্ট সম্প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার দৈন্যপূর্ণ প্রার্থনা-পঞ্চক-দ্বারা বৃত্তশুদ্ধির প্রার্থনা-মূলে যে-প্রকার সেবকোচিত যোগ্যতার পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে অনুধাবন-যোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাসপূজার প্রকৃত রহস্য, গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-লীলা, গুরুতত্ত্ব, গুরুদেবের পাদপদ্মবন্দন ও প্রেমপ্রচারণলীলা, তাঁহার বিশ্বব্যাপী গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামসেবার প্রচার-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি আচার্যাবর্য্যের জীবন-ভাগবতের সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বিচার-সৌষ্ঠবে অলঙ্কৃত হইয়া প্রবন্ধটি নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে।

তৃতীয়-প্রবন্ধ—শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় টীকা ও নিবন্ধ-গ্রন্থ—উহা গৌড়ীয় পাঠকবর্গেরও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় মাত্রা স্থানান্তরে প্রকাশ করিতেছি।

চতুর্থ-প্রবন্ধ—শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ-সেবক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ভক্তাধিকারী লিখিত—শ্রীশ্রীআচার্য্য-বন্দনা; পঞ্চম-প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত অমৃতানন্দ ভক্তাধিকারী লিখিত 'দীনের কৃতাঞ্জলি', ষষ্ঠ-প্রবন্ধ—পরমার্চ্চনীয় আচার্য্য-দেবের প্রকট তিথিতে দীনের বিজ্ঞপ্তি (পদ্য); সপ্তম-প্রবন্ধ—'প্রার্থনা-প্রসূনাঞ্জলি', লেখক—শ্রীমৎ সিংহাসনন্দ ব্রহ্মচারী; ব্রহ্মচারীজী তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে সবেদে লিখিয়াছেন—"ব্যষ্টিগত জীবনে বৎসরের শেষে কতটুকু অনর্থ নির্ম্মুক্ত হইয়াছে এবং শুদ্ধ-ভক্তির অনুশীলনে কতটুকু ব্রত ও আদর করিতেছি, তাহারই সমালোচনা বা হিসাব-নিকাশের দিন আজ। ০ ০ সেবার খতিয়ান খুলিয়া দেখিলে দেখিতে পাই—আমার শ্রীহরিনামে রুচি নাই, শ্রীহরিসেবায় চেষ্টা নাই, শ্রীহরিকীর্ত্তনে প্রবৃত্তি নাই। ইত্যাদি" এবং অন্যস্থানে লিখিয়াছেন—"আপনার অপ্রাকৃত অনন্ত গুণাবলীকে সম্যক্ বর্ণন করিতে সমর্থ আমি না। যাঁহার দ্বারা যতটুকু নিজমহিমা কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন, ততটুকুই প্রকাশ পাইবে। আপনার কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপর মধুর গুণাবলীর মাধুর্য্য যিনি বিন্দুমাত্রও পান করিয়াছেন, তিনিই ধন্য।" প্রবন্ধের এই দুইটি স্থান বিশেষ অবধান-যোগ্য। অষ্টম-প্রবন্ধ—'দীনের প্রার্থনা' (পদ্য); লেখক—চাঁপাহাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী—তৃতীয় খণ্ড; শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা—প্রথমখণ্ড এবং 'ভারতবর্ষ' ও ভক্তিপথ গ্রন্থত্রয় প্রকাশিত হইয়াছেন। ৪৫০ শ্রীগৌরপ্রকটাব্দোত্তাঙ্কের সচিত্র শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে প্রকাশিত হইবেন।

ওঁ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামিপ্রভুচরণানাং দ্বিষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যা-বির্ভাববাসরে আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমমঠে পঠিতং "প্রণতিজ্ঞাপনম্"

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।
(বিশ্বনাথঃ)

নিত্যং ধরণ্যাং নরদেবরূপৈরারাধ্যতে যস্য পরাত্মবিদ্ভিঃ।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি গুরোঃ প্রবন্দে চরণারবিন্দম্।
(গৌড়ীয়ম্)

নমামি শ্রীল গৌরাঙ্গং মুনিবর্য্যমানবম্।
মাকরং পঞ্চবিংশাব্দং পরাব্দে ভার্গবং দিবা।
বৈষাক্তীং সুতারত্নাং গোবিন্দপঞ্চমীং শুভাম্।
লগ্নং চান্দ্রমসং রাশিং বুধোচ্চং গ্রহসাগ্রহান্।
বাংস্ত বর্গান্ পারয়িত্বা মহীশশ্রীজগদ্গুরুঃ।
গোলোকাদবতীর্ণোঽভূন্নমামি পাবকান্ হি তান্।
পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থাং ব্রাহ্মমার্গপ্রদীপজাম্।
শ্রীভূমিং নিরতং বন্দে বিদ্যাধানীং চ তদ্ভিত্তাম্।
মায়াপুরমুখান্ নৌমি কৌমার-কেলিদর্শকান্।
বিদধ্ব তব পাদাব্জে ভক্তিং মেঽহৈতবীং ধ্রুবাম্।
হে প্রভো করুণাসিন্ধো জগদ্ধাতরবারক।
কুরু মাং পামরং দীনং ত্বৎকৃপালেশভাজনম্।
দ্বিষষ্টিং বৎসরাং ব্যাপ্য যা দিব্যা মহতী ত্বয়া।
প্রদর্শিতা দয়া মর্ত্ত্যে কো বিধাতুমিহেশ্বরঃ।
কোঽহমনার্য্যঃ পাপজঃ কে ধৃগং গোলোকাগতাঃ।
হাস্যতার্থং সুলোকানাং প্রণীতো হরয়ুদ্যমঃ।
তব প্রসাদলেশাদ্ধি মূকো বাবদূকায়তে।
তদ্ধা প্রাজায়তে কামমন্ধোঽপি দিদৃক্ষতে।
কিন্তু ক্ব মে পামরস্য তাদৃশী সুকৃতির্যথা।
যাচেঽনুক্রোশমাত্রকং ত্বদ্গুণগ্রহোকবর্ণনে।
ক্ষমতি তথাপি মে চিত্তং স্বীয় বিশোধনে।
ত্বদন্যা নাস্তি সংসারে গতির্নারকভঞ্জনাম্।
মহাবদান্যবর্য্যাত্তিরতদুর্দীনপ্রিয়ঃ।
যতোঽসি ত্বং চ কারুণ্যাজ্জনং নাস্তি ত্বৎপরম্।
অতো দুরাশয়স্য মে নির্বন্ধো ভাব্যতে যথা।
তবস্মিন্নিপাখোধেঃ সংগ্রহীতুং কণায়কম্।
ইবলদেবনামা যো মূলসঙ্কর্ষণাভিধঃ।
নিত্যানন্দাখ্যয়ানৌ হি গৌরলীলসহায়কঃ।
সর্ব্বাঙ্গীণান্ সুচরিতান্ দর্শং দর্শং যকারুণঃ।
তাদৃঙ্নিজং সমায়াতো ভারতক্ষিতিমণ্ডলে।
সংগোপনং গতে তস্মিন্ নিখিলৈঃ পার্ষদৈঃ সমম্।
উদ্ভৈঃ প্লাবিতঃ কৃত্বো বিশ্বং কলিপ্রপীড়িতম্।
শ্রীনিত্যানন্দনাম্না চ গোস্বামিনামভিঃ সহ।
যোজয়িত্বা কথাচারান্ প্রাক্তনসাধুভিঃ কৃতান্।
আউলাদিবরোদশাসম্প্রদায়িনস্তথা।
শুদ্ধবৈষ্ণবমার্গেষু স্থাপিতং সমানয়ন্ পরাম্।
তদ্বহুলপ্রচারেণ কৃপাটাং দর্শিতং যথা।
সামান্যনৈতিকশ্চাপি বৈষ্ণবানতিলঙ্ঘতি।
প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষিভিঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদন্যাভিলাষিভিঃ।
স্ববাপটাদ্যুদ্ধার্থং নেপথ্যং বৈষ্ণবং শ্রিতম্।
সংপ্রচাল্য কুপন্থাভিং যেন্দ্রিয়তোষণায় হি।
অকর্ম্মাণি বিকর্ম্মাণি কুকর্ম্মাণ্যপি ভূরিশঃ।
ধর্ম্মঃ সনাতনশ্চেতি প্রথিতং বহুভির্জনৈঃ।
পণ্ডিতমানিভিশ্চাত্তৈর্বিচারমূঢ়চেতসা।
প্রাক্তং তন্নারকং মার্গং ত্বদ্বা শ্রেয়স্করং হিতম্।
দৃষ্ট্বা কলিকৃতান্ দোষান্ দৈবদ্বা তন্ত্যাবাজান্।
কৃপয়াবাতরদ্ভূয়ো লোকানাং হিতকাময়া।
বাচাটৈঃ প্রচারৈর্বাচঃ শাস্ত্রাণাং সফলীকৃতাঃ।
আচণ্ডালং প্রকীর্ত্য শ্রীমহাপ্রভূণা যথা।
কৃষ্ণলীলাসু বৈশিষ্ট্যপ্রদর্শনে সনাতনঃ।
রসবিদ্যে স্বয়ংরূপো বৈরাগ্যে রঘুনাথকঃ।
অসমতনিয়ামকো জীববেষ্টনস্বনো।
মায়াবাদতিরস্কারে শ্রীরামানুজদেশিকঃ।
মধ্বাচার্য্যশ্চ বাদিরাট্ ব্যাসতীর্থাদয়ো যথা।

তথাচিন্তাব্যোতেরবাধবিচারদে ভবান্।
বাগ্মিনিরসনে চৈব শ্রীবক্তাচূড়ণঃ স্বয়ম্।
প্রেমদানে গুণানন্দ শ্রীনিবাসনরোত্তমাঃ।
গুরুনে স্বান্তরঙ্গেষু রামানন্দস্বরূপকৌ॥
নিখিলাচার্যকৃত্যানি স্বাঙ্গীকৃত্য মহাধীঃ।
কলিজীবান্ সমুদ্ধর্ত্তু মত্যাত্মাতো হি ভূতলে॥
মণ্ডলত্রয়তীর্থানাং সমুদ্ধারে সদা রতঃ।
গৌড়োড়্রিপুণ্ড্রবঙ্গানাং বিপ্রলুপ্তকৃতাং তথা॥
বৈদগ্ধ্যাশ্রমাচারান্ প্রচার্য্য ভবতাদৃতাঃ।
মঠে সংস্কারকর্ত্তব্যাস্তে চ পরাঙ্মুখীকৃতাঃ॥
জীবন্মুক্তান্ সুধী। শ্রেষ্ঠ্যাপাদ্যেকমণ্ডলম্।
মহাবদান্যবাণী চ খ্যাপিতা ভবতা ত্বয়া॥
প্রাদেশভাষা পুনর্বার্ত্তাবলম্বেন হি।
সিদ্ধান্তামৃতলেখেষু ভবাংস্তাতিসমুৎসুকঃ॥
সাপ্তাহিকী চ দৈনিকী পাক্ষিকী কালিকী পৃথক্।
বিতারিতাঃ সুপত্রিকাঃ পরমার্থপ্রদর্শিতাঃ॥
পুস্তিকাপ্রদর্শকা ছায়াচিত্রাদিভিস্তথা।
অভিনবপ্রণালীভির্ব্যাখ্যাতা গৌড়ভারতী॥
তথৈবিংবিধিভির্ভাবৈরনুভাষ্যাদিভিঃ সহ।
গীতাভাগবতাদীনাং সিদ্ধান্তা বিশদীকৃতাঃ॥
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদেন জগদ্ধ্যেয়ো বিদিৎসতা।
তত্ত্বসাগরমুন্মথ্য মণয়ো যে সমুদ্ধৃতাঃ॥
গ্রন্থাকারৈস্তথানীং ন সুবহুল-প্রচারিতাঃ।
অনুবাদ পুনর্বাগ্ভিবিবিধাভিঃ পৃথক্ পৃথক্।
বাগৈরপি সুলক্ষ্যান্তে বিতিতাঃ ভবতা মুদা॥
গ্রামে গ্রামে কৃতসংসারান্ প্রান্তেষু নগরেষু চ।
তপস্বিনি বহূন লোকান্ পরমার্থসুশিক্ষকা॥
বিরচ্য পরমাহিত্য-পীঠানি প্রতিমঠং ত্বয়া।
যোধাতে প্রাকৃতা বিদ্যা বাধকা ধরিপুজনে॥
সন্ন্যাসিভির্ব্রহ্মচারিপ্রবরৈস্ত্বচারিপুরুষৈকৈঃ।
প্রতিষ্ঠায়ং নিপাদ্যতে শুদ্ধহরিকথামৃতম্।
প্রণালোদ্ধৃতপুস্তাশ্চ সমুদ্ধাবা দিনে দিনে।
বিস্মাপয়ন্তে লোকোঽপি কিংপুনর্ভাবাধিনঃ॥
সংপ্রচার্য্য পরিক্রম্যং গৌড়ভারতিমণ্ডলে।
বিরাজন্তি নবদ্বীপে নৃহাসংকীর্ত্তনৈঃ সমম্।
সুকৃতিনঃ সমাকৃষ্য গৌরসুন্দরোৎসবে।
আব্রহ্মলোকপাতালং ক্রিয়তে নৈত্যকং ত্বিতম্॥
সহস্রবদনেনাপি ন ক্ষেমং বর্ণনে যতঃ।
তবাবদানকোটীনাং কিং মে মূর্খস্য চেষ্টিতম্॥
প্রার্থয়ে কেবলং ভক্ত্যা যথাং জন্মজন্মসু।
তবৈব তব দাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকঃ॥
শ্রীবার্ষভানবী-প্রেষ্ঠদাসায় প্রভবিষ্ণবে।
নিখিলাজ্ঞাননাশায় কৃপাসুধায় তে নমঃ॥

ভবদীয়সেবকানুসেবাভিলাষী
শ্রীমদ্দাস দাসাধিকারী
আদানসোল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতমাস্মদীয়াতীষ্টদেব-চিদ্বিলাস-ওঁ বিষ্ণুপাদ-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীগোস্বামি-চরণানাং বিষষ্টিতমপূর্ত্ত্যাবির্ভাববাসরে শ্রীব্যাসপূজাবাসরে

প্রণতাক্তি-প্রসূনাঞ্জলিরিয়ম্

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

অথো। যদ্যং প্রাতস্তন্ত্র, যদ্বা সর্ব্বচিত্তোল্লাসময়ী মকর-রঞ্জপঞ্চমী বা নিখিলদেবমুনিমানবাদিজীবকুলৈ-রারাধিতা। যিমি যিমি নদীর্ত্ত্যতে ভবতাং পুণ্যযশোরাশিঃ। তদচ্ছ্রীচরণারবিন্দমিন্দুকরচ্ছায়ন্তরি দূরাদ্ দূরতরাদপি কৃপ্রদেশাদ্ ভক্তজনাঃ। আডাব-শিশিরাপাঙ্গে বাসন্ত-সুষমারূপপুষ্পপল্লবিকলাদৈঃ সুরভিপরিমলমূতচূতমুকুলবিজৃম্ভ-বেণুবাহি-মলয়মারুতৈশ্চ প্রত্যুদ্গন্তুং সমাগত ঋতুরাজো বসন্তোঽপি। অভিনন্দন্তি ভবচ্ছ্রীচরণকমলনখং বিরাড়-

বিমলপাদৈঃ প্রণায়রেত্রনিটৈর্নটৈঃ। রন্ধ্রতি বসুন্ধরা ভবানামন্তর্ভবিষ্ণ ভবচ্ছৈলাবপত্তনধারণেন পবনোৎক্ষিপ্ত-কাশীরজপ্রতিষ্ঠৈ রেণুভিশ্চ।

হে শ্রীমদ্গোকনাথ-লোকৈকজীবনপ্রভবঃ! যথা ঘনান্ধকারগহনীভূতমসাচ্ছন্নানামধিনজীবনিকরাণামেকঃ ভাস্কর এব জীবনপ্রদো বর্ত্ততে, তথা অজ্ঞানান্ধতমোনিবিষ্টানাং জীবানাং শ্রীমৎপদচরণা এব গুরুজনেরপি প্রদাঃ সদা। অস্মিন্নভিন্ন-ব্রজধামি শ্রীমন্নবদ্বীপমণ্ডলে মধুপুর্য্যাদিস্থলাৎ স্বয়ংভগবচ্ছ্রীগৌরাবির্ভাবক্ষেত্র-মহাযোগপীঠাৎ নিত্যসঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলং শ্রীবৃন্দারণ্যাদিস্থং শ্রীবাসাঙ্গনং প্রকটতরম্। ইহৈব শ্রীচৈতন্যসংকীর্ত্তনরাসক্ষেত্রে শ্রীবাসভবনে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুঃ শ্রীবাসপূজামিষেণ ব্যাসগুরোরপি গুরুং জগদ্গুরুং সম্বন্ধতত্ত্বময়ং শ্রীমচ্চতুর্ভুজরূপং দর্শয়ামাস। শ্রীমদ্-বলদেবতত্ত্বাবিষ্টশ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতয়ো যদ্বৃত্তকলপদ্যবর্ণনং জ্ঞাপয়ন্তি—"অথবেব বলদেবস্তাদি বলমপি চ বলদেবাভিন্নবিগ্রহঃ শ্রীনিত্যানন্দোঽপি যস্যো নাম, এবঞ্চ বলদেবাভিন্নত্বেন স্বভাবস্বরূপঃ কোঽপি জীবো যাং নৈগোপৈস্তি" ইতি। অত্র শ্রুতিশ্চ—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ইতি।

শ্রীমদ্ভাগবতপূর্ব্যাসপূজাপ্রকরণলীলয়া সর্ব্বেষামেব সেবকানাং নিত্যারাধ্যকৃষ্ণপ্রেষ্ঠাগ্রজবিগ্রহাভিন্নশ্রীব্যাসচরণানাং সেবাদ্বারেব সেবা-সার্থকতাস্তীত্যপি ব্যঞ্জয়ন্নং। সেবাবিগ্রহঃ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুস্বাবং স্বাভীষ্টদেবং প্রাণাধিকং শ্রীশচীনন্দনমভ্যর্চ্চ্য অখিলপতিতপাবনস্নিগ্ধজীবান্ প্রতি পূর্ণগৌভাগ্যোদয়ায় পরমকরুণাকারণং প্রকটং বিধায় প্রীতিমপারাং যশার্থকাঞ্চ লেভে। পূর্ব্বং শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুস্বদ্বারায়াং ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরচন্দ্রমাধাবধামাস, তথা পশ্চাদ্ ব্যাসাবতারঃ শ্রীবৃন্দাবনবাসিঠকুরো বলদেবাভিন্নবিগ্রহমবধূতকুলচূড়ামণিং পরাবতীনন্দনসেবাগ্রহং তমেবা-ন্তোষীচ্চ। তত্রভবাংঠকুরঃ শ্রীবৃন্দাবনবাসঃ শ্রীনিত্যানন্দানুগত্যেনৈব শ্রীগৌরকৃপাশিষমবারয়ৎ। যথা—

যৎ প্রভোরপি নাথঃ শ্রীগৌরসুন্দর ঈর্ষ্যতে।
আশাবন্ধো মমৈষ ত্বং হৃদি বিরাজতে সদা॥

এবম্বিধার্ত্তি-জ্ঞাপনেন স্বান্তরঙ্গ বাক্চাতকাঃ।

কলিযুগপাবন-পতিতজনবিতরণ-প্রয়োজনাবতারি-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণস্বরূপস্তাবনপিতচরীমুদ্ভতো-জ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুং শ্রীনামপ্রেমপ্রচার-দ্বারেণৈবাবতীর্ণোঽভবৎ। কিন্তু শ্রীবার্ষভানবীভাবদ্যুতিসুবলিত-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবো অন্তরীয়াঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়াবলীলায়াঃ শ্রীবার্ষভানব্যা অভিন্নত্বেনাপিতত্বেন বর্ত্তত ইতি সতাং মতম্। ন কেবলং শ্রীগুরুচরণা দুর্লভান্ গুণহীনানপ্যান্ বৈকুণ্ঠস্থাদুর্লভরসদর্শনপর্যন্তমাধুর্য্যেকতাৎপর্য্যা সার্দ্ধদ্বিসহস্রাব্দ-বৈকুণ্ঠং নয়ন্তি, পরন্তু তদূর্দ্ধদেশে স্থিতস্য শ্রীগোলোকবৃন্দাবনস্যাপি পরমলোভনীয়মর্ম্মরূপং শ্রীরাধাবাস্তমপি প্রদাতুং সমর্থাঃ। অন্যেনাপি যস্য কৃপাবলেন শাস্ত্রার্থা বিনির্যান্তে, মূকেনাপি পণ্ডিতম্মন্যাঃ পরাভূয়ন্তে, পঙ্গুনাপি অনর্থনিরিণ্ণ্যন্তে চ, স শ্রীআচার্য্যদেব এব ভবত্তাপাকমাশ্রয়ঃ। স্তুতৌ তাবদ্ভীগুর্ব্বর্চ্চনমেব সর্ব্বোত্তম-সাধনমাধারূপেণ নির্দ্দিশ্যতে; যথা—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

হে অখিলসদ্গুণৈকসিন্ধবঃ! গগনস্য নক্ষত্রাণি, সাগরস্য তরঙ্গান্, ভূমের্ধূলিকণাংশ্চ যদি কোঽপি সমর্থিতুং শক্নোতি তথাপি ন কোঽপি গন্তা পারং পরং ভবতাং গুণসমূদ্রস্য।

হে বিভাবসুজীবন-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনমহাবিগ্রহ-শ্রীগুরুদেবাঃ! ভবত্তামশেষকৃপাবিজয়স্তুস্তামমতয়ো হি পরবিদ্যাপীঠাঃ। বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-প্রদায়কস্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রস্য মনোঽভীষ্টপূরণার্থমেব গৌড়দেশতত্তীর্থে স্থাপিতোঽয়ং বিশ্বপরবিদ্যাদ্বেষাসিবাসনাকল্পদ্রুপো নিত্যারাধ্য-কৃষ্ণনামপরশব্দময়ো বিগ্রহঃ। বয়মত্যযোগ্যা বিদ্যার্থিনঃ স্বান্ত-নিবেদনোপায়নপাণয়ো ভবত্তাং নিত্যকৃপাশিষমিমং শ্রীমদ্রঘুনাথদাসগোস্বামিচরণবাণ্যনুসরণেন যাচামহে—

নামশ্লোকং মধুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমনুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।

রাধাকুণ্ডং গিরিবরযুতো রাধিকাযাধবাশাং
প্রাপ্তো যত্র প্রণিতরূপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ।
আনন্দাম্বুপ্লুতমতিরিহ যাচে পুনঃ পুনঃ ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি ।

গৌরাব্দে ৪৩৯৯ বঙ্গাব্দে ১৩২৯ ফল্গুন্যাং ৪র্থ্যাং তিথৌ ৪র্থ্যাং বাসরে চক্রপক্ষ্যাং ৪র্থ্যাং তিথৌ শ্রীগৌরাব্দে শ্রীপরিত্রাপীঠতঃ

ইতি—ভবদীয়নামযোগ্যানাং
শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ-পরিত্রাপীঠাশ্রিত-
দাসিনাম্ ।

শ্রীব্যাসপূজায় আর্ষ্টাণ সেবকদ্বয়ের
প্রপত্তিপ্রসূনাঞ্জলি

(১)

ALL GLORY TO SRI SRI GURU AND GOURANGA

My most affectionate Divine Master,

Attracted by your, my most affectionate Divine Master's causeless Mercy, I have come from amidst a decade's metaphysical research, to serve your Divine Grace's Ever Blissful Lotus Feet.

I am not satisfied with any partial inspection into the Transcendental Epistemology. As loving service is the only possible relation between the Absolute infinite and the Absolute infinitesimal, I do not want that my original spiritual freedom to serve nothing else and nothing less than the Absolute and His Absolute servant may be curtailed by the eclipsing screen of the idola tribus, specus, Fori et theatri and by any other mundane agent.

Faith that you, my most affectionate Divine Master, can reestablish the spiritual ever-progressive activity of the soul, renounciation of any kind of ownership, and positive, active attitude are the poor gifts for your altar, your most unworthy servant is keeping in his trembling hands, chained by poetical acquisitions. I am praying that you may graciously be pleased to accept my submissive endeavourings.

Sanctified by Thy Name by the true philosophers and sincere sickers after the Absolute Truth in all quarters of this globe, for Thy is the function of enlightening them by the Message of the Truth Himself,

ERNST GEORGE SCHULGE
lowest of the servants of the servants
of our Most affectionate Divine
Master's Servants.

—:o:—

(২)

My most Revered and affectionate Divine Master

I am quite unfit to add anything to the flower boaquet of address.

I have no adequate language to express my gratitude, that I have become the undeserving recipient of Your Blessings.

The unimportance of my serving attitude does not allow me, to say anything else but this. Graciously accept my humble submission to Your Divine Feet.

H. E. VON QUERTII.

বঙ্গানুবাদ

শ্রদ্ধেয় স্নেহময় আচার্য্যদেব,

দশবৎসর যাবৎ আমি দার্শনিক গবেষণায় নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু আপনার স্নেহময়ী অহৈতুকী কৃপায় আকৃষ্ট হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমি আপনার নিত্যমঙ্গলময়

শ্রীপাদপদ্ম-সেবা করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

অপ্রাকৃত জগতের কথঞ্চিৎ পারমার্থিক-দর্শন লাভ করিতে পারিলেই আমার সন্তোষ হইবে না। ভগবান্ ও জীবের মধ্যে প্রেম-সেবাই একমাত্র বাস্তব সম্বন্ধ। পরস্তু অপেক্ষা কোনও ন্যূন বা ইতর তত্ত্বের সেবা না করিয়া পূর্ণবস্তু এবং তাঁহার নিত্য সেবকের সেবা করিবার স্বতন্ত্রতা আমার স্বরূপে আছে। আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, সমষ্টি-মানবের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও প্রামাণিকগণের কুসংস্কার বা অন্য কোনও পার্থিব বিষয়ের আবরণাত্মিকা বিচারধারা যেন আমার উক্ত অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে।

স্নেহময় গুরুদেব, আপনি আমার চিন্ময়ী নিত্যবর্দ্ধমানা বৃত্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে, সর্ব্ববিধ কিঙ্করতা পরিত্যাগ করাইতে, অমিত অনুশীলনবৃত্তিকে প্রস্ফুটিত করিতে সমর্থ। এই বিশ্বাসই আপনার পূজায় আমার দীন উপকরণ—পার্থিব সংস্রবে মুহ্যমান এই অযোগ্য সেবক, তাহাই কম্পিতহস্তে বহন করিতেছে। প্রার্থনা, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার প্রণত প্রচেষ্টাগুলি অঙ্গীকার করুন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র যথার্থ দার্শনিকগণের এবং নিরপেক্ষ-সত্যের নিষ্কপট অনুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে আপনার পবিত্র নাম অনুরক্ত হউন। কেননা বাস্তবসত্যের বাণীদ্বারা তাঁহাদিগকে আলোকিত করাই আপনার অভিপ্রায়।

শ্রীমায়াপুর
১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

অযোগ্য সেবকগণের দীনতম দাসানুদাস
আর্যষ্টি, ভক্তি সুহৃৎ

বঙ্গানুবাদ

পরমারাধ্য স্নেহময় গুরুদেব,

অভিনন্দন পুষ্পাঞ্জলিতে কিছু অর্পণ করিতে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য।

আমি যে অযোগ্যতা সত্ত্বেও আপনার কৃপার পাত্র হইয়াছি—এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার আমার উপযুক্ত ভাষা নাই।

আমার সেবাবৃত্তির অকিঞ্চিৎকরতাহেতু আমি এতদপেক্ষা অধিক কিছু করিতে পারিতেছি না। কৃপাপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্মে আমার প্রণতি গ্রহণ করুন।

ব্যাসদেব ঘোষেশ

শ্রীব্যাসপূজার সাধারণ সভায় পঠিত বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত টেলিগ্রাম

No 1.

London 12-2-36

Gaudiya, Calcutta.

Members and Admirers of the London Gaudiya Math assembled at a gathering held on the 12th February under the Chairmanship of Right Hon. Sir Shadilal on the occasion of the Sixty-second Birth-day Anniversary of His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, President and Acharya of the Gaudiya Mission. They and their heartiest greetings and good wishes for long life. The function was fittingly concluded.

No 2.

Lucknow 11. 2. 36.

Sreela Prabhupad, Sree Mayapur, Nabadwip

We offer **Bhaktikusumanjali** to Holy Feet of Our Divine Master and pray for causeless mercy and shade of His Holy Feet.

Adhokshaja Das.

No 3.

Arrah 12. 2. 36.

Sreela Bhakti Siddhanta Saraswati

Sreedham, Nabadwip.

My Master, with prostrated obeisances to Your Holy Lotus Feet, pray fervently for Your causeless mercy.

Vilasvigraha Das.

No 4.

MYMENSINGH 12 36.

Prabhupad Sree Mayapur Nabadwip.

On this auspicious day that dawned with Thy Advent of most liberal flow of Divine embrosia into mortals. We Thy unworthy servants at Mymensingh fervently pray Thy Grace and Favour for accepting our humble soul-offering to Thy Divine Lotus Feet adored and worshipped by Thy beloved servitors on this rare occasion of Sree Vyaspuja at Sreebasangan at Thy Arie Divinity.

No 5.

PATNA 12. 2. 36.

Sreedham, Nabadwip.

Most humble homages and innumerable prostrated obeisances. Craving Your mercy. Function here successful.

Servitors

No. 6

NEW DELHI, 12. 2. 36.

Daily Nadia Prakash Sridham Nabadwip.

Amidst lacs of best offerings from different quarters on this most auspicious Advent Anniversary His Divine Grace, the members of Delhi Gaudiya Math tender their heartiest homage to the holy Lotus Feet of their Divine Master and pray for acceptance.

Turyasrami and Nandagopal.

No 7

MANDALAY 15, 2. 36.

Sreedham, Nabadwip.

To the Holy Feet of our Most Affectionate Divine Master. In an age of nescience when the minds of the greatest thinkers are distracted with various problems and the people of different corners of the world are more or less overwhelmed in deep materialism Thou hast appeared on this earth as Divine Messenger of lasting peace and with Your dynamic personality have broadcasted this sublime truth to the greatest benefit of this troubled world. Centuries may elapse before Thy significant message may work out complete revolution in the spiritual outlook of the world but it is a hopeful sign that different nations of the globe are heartily welcoming the message of hope and peace Thou hast to give them at a time of their greatest crisis. Our words are too poor to fathom the depth of the greatest spiritual Personality of Your Divine Grace and the solemnity of this occasion of Sree Vyas Puja. It is but vain attempt to unfold the infinite in terms of the finite. May we in this most auspicious moment crave for a glance of Thy unfailing mercy not only because we are in this distant land but because we are spiritually so far from Thy Divine Feet. Thy humble servitors and followers in Burma are celebrating Sree Vyas Puja with all sincerity and hearty gratitude. Pray accept them as Thy humble servitors. —Giri

---

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৬) বুধবার শ্রীগোবিন্দ-পঞ্চমীবাসরে লণ্ডনগৌড়ীয়মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সম্পন্নোপলক্ষে আচার্য্যবর্য্য ও বিশ্বগুরু পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বিষষ্টিতমপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজা তদীয় অনুকম্পিত সেবক লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী প্রত্নবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুৎ সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ পি-এইচ্-ডি মহোদয়ের সেবাচেষ্টায় বিপুল সমারোহে ও বিশেষ সাফল্যে সুসম্পাদিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে তথায় বিদ্বজ্জনমণ্ডলী-শোভিতা এক মহতী সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নতনু ব্যক্তিদ্বয়ের বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকার ঘণ্টা দান পূর্ব্ব হইতেই সুসজ্জিত পূজা-বাসরে প্রবেশ করেন। শ্রীনাথ দাসবিদ্যারী ব্রহ্মচারী মহোদয় ও মিসেস্ লিণ্ডসে কর্ত্তৃক মহোদয়া অন্যান্যবিধ পরেই তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন। এতদুপলক্ষে

লণ্ডনের ও লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সমাগত সজ্জনগণকে সম্বর্দ্ধনার জন্য সভাগৃহে একটী আসনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ডাঃ দাস পূজামন্দিরের উচ্চ আসনে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য অর্চ্চা বিগ্রহ বহুবিধ পুষ্পমাল্যে ও আলোকমালায় সুসজ্জিত করেন এবং তদীয় পাদপদ্ম বন্দনার জন্য বহুবিধ উপায়ন পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখেন। ডাঃ দাস সমাগত ব্যক্তিদিগকে সম্বর্দ্ধনার জন্য বেলা ৪ ঘটিকায় সম্বর্দ্ধনাগৃহের দ্বারদেশে অবস্থানপূর্ব্বক উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া পূজাগৃহে আনয়ন করেন।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-সোসাইটীর চেয়ারম্যান দি রাইট্ অনারেবল্ স্যর্ সাহিবাল পি, সি মহোদয় শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে আহূত সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সমস্ত আসনগুলিই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে সভার ঘোষণাকারী (announcer) সকলকে নিস্তব্ধ হইতে প্রার্থনা করিলে পর সভাপতি মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া সভার কার্য্যারম্ভ ঘোষণা করিলেন এবং মিঃ এম্, সেন নামক ডাঃ দাসের জনৈক বন্ধুকে শ্রীআচার্য্যপ্রকটতিথিবন্দনোপযোগী একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে বলেন। সঙ্গীতটি (৯ম বর্ষ শ্রীব্যাস-পূজা সংখ্যা নদীয়া প্রকাশের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) সুন্দর কীর্ত্তনসুরে গীত হওয়ায় সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। অতঃপর সভাপতি মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্মাংশ উদ্ধৃত হইল :—

"সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাখামঠ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের সম্পাদক ডাঃ সচ্চিদানন্দদাসকে আমি সর্ব্বপ্রথমে আপনাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিবার জন্য বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। অদ্য আমরা যাঁহার বিরহতিথিপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহোদয়ের অভিধর্ত্তা চরিতামৃত এবং তাঁহার অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যাবলীর বর্ণনা ডাঃ দাসের নিকট শুনিতে পারিব। আমি জানি না, আপনারা সকলে তাঁহার গৌড়ীয়-মিশনের অত্যদ্ভুত কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অবগত আছেন কিনা। সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশব্যাপী এই মিশনের চত্বারিংশদধিক কেন্দ্র বর্ত্তমান। আমাদের হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশবাসীকে পরিচিত করিবার জন্য গত ১৯০৯সালে লণ্ডনে ইহার একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মিশনের সর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায় তিনশতেরও অধিক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি জাগতিক সমস্ত সম্বন্ধ বর্জ্জনপূর্ব্বক মিশনের মহত্তম প্রচারবিভাগের জন্য, সমগ্র মানবজাতির পারমার্থিক উন্নতিকল্পে ও ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মিশনের কার্য্যকলাপ সত্যই প্রশংসার্হ। মিশনের সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিধর্ত্তা ব্যক্তিত্ব সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান এবং সে সম্বন্ধে মিঃ দাস অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে বিস্তৃতভাবে জানাইবেন। আমি অধিকক্ষণ আপনাদের সময় গ্রহণ করিব না। মিঃ দাসকে আমি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিতেছি।"

অতঃপর ডাঃ দাস অপ্রাকৃতরূপাবস্থিতি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রেষ্ঠ-সেবক তদীয় অপ্রাকৃত আচার্য্যাত্মজ শ্রীপাদ ভক্তিবিলাসী বিশ্বাবুধ তীর্থমহারাজ মহোদয়ের পাদ-যুগল স্মরণ ও বন্দন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের অত্যদ্ভুত কার্য্যাবলীর বিষয় ও তদীয় অহৈতুকী করুণার সাধারণভূমিতে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল অনর্গল বক্তৃতা করেন। উদীয়মান যুবক ডাঃ দাস বয়সে অতি অল্প হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবল তাঁহাকে এতই বলীয়ান্ ও শক্তিশালী করিয়াছে যে, এরূপ উচ্চশিক্ষিত বিদ্বন্মণ্ডলীপরিশোভিত সভায় তিনি বক্তৃতাকালে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই; বরং বিপুল উৎসাহে আবাল্য গুরুসেবাচেষ্টার ঐকান্তিকী মতির অপূর্ব্ব ফল হৃদয়ে অনুভব করিয়া শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-দেবের অলৌকিক গৌরপ্রীতি, শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট-প্রচারে ও কীর্ত্তনে তাঁহার অনন্যাধীন বন্ধন প্রার্থনা, শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদেবা ও শ্রীগৌরসেবার এক তাৎপর্য্যপর-তার বিষয়, অসৎসিদ্ধান্তের বিশেষতঃ ভক্তির বিরোধ মায়াবাদ-মতবাদরূপ আত্মবিধ্বংসী ভীষণ আততায়ীর কবল হইতে শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিসকলকে উদ্ধার-কল্পে শ্রীগুরুদেবের সমগ্র পৃথিবীব্যাপী গৌরবাণীর প্রচারাভিযান প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন। তাঁহার বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য তাঁহার আত্ম-

প্রচার বিষয়ে না ... তাহা যে তাঁহার অতীতের শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও তাঁহার অপ্রাকৃতই অভিন্নাবস্থানের, ইহা তিনি হৃদয়ে বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন। তাই শ্রোতৃবর্গ—সকলেই তাঁহার বক্তৃতায় এক অভিনব ভাবের অভিব্যক্তি অনুভব পূর্বক চিত্তাকর্ষিতের ন্যায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

ডাঃ দাসের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সভাপতি মহোদয় বলিয়াছিলেন—"ডাঃ দাসের বক্তৃতা বাস্তবিকই বিশেষ ও চমৎকারী।" ডাঃ দাস যখন বৈকুণ্ঠবর্ণনে ... অধিষ্ঠানে শ্রীল প্রভুপাদের অধ্যক্ষতায় কার্য্যের বিষয় বলিতেছিলেন, তখন তিনি লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত-দর্শন শাস্ত্রের ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ডাঃ বেটি হেমান (Dr. Betty Heimann) নাম্নী এক জিহুদী মহিলার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি একজন জার্ম্মাণ জেহুদী ভদ্রমহিলা।

ডাঃ দাসের বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের আরাধ্য পুলাদেবের দ্বিসপ্তীবর্ষ-পূর্ত্তি প্রকট তিথি-বাসরে তত্ত্ব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের ভক্তিপূর্ণ আবেদনসংবাদ তারযোগে প্রেরণের জন্য আমাদের হার্দ্দী বাসনা জ্ঞাপন করিতেছি। এতদ্বিষয়ে আপনাদের সম্মতি প্রার্থনা করি।" (শ্রোতৃবর্গ সকলেই সম্মতিজ্ঞাপক ধ্বনি করিলেন।) অতঃপর সভাপতি মহোদয় সংবাদটী উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের নিকট পাঠ করিলেন। (পুনরায় শ্রোতৃবর্গ হর্ষধ্বনি করিলেন।) [স্থানান্তরে লণ্ডন তারের সংবাদ দ্রষ্টব্য।]

অতঃপর সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ-প্রদানমুখে সার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড মহোদয় বলেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জড়জ্ঞান-সম্পন্ন এই লণ্ডন-নগরীতে এইরূপ চিত্তাকর্ষক পারমার্থিক আলোচনার বিষয়ে সুযোগ প্রদান করায় আমরা সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি।

বেলা ৬-৩০ মিনিটের সময় সভার সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। তখন উপস্থিত সজ্জনগণ ডাঃ দাসকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, তিনি যেন তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ অর্ঘ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সমীপে প্রেরণ করেন।

রয়টার, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ও অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদ-দাতৃগণ সকলেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই সভার কার্য্যাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত সজ্জনগণ সভায় নিম্নরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন—

স্যর বি, এন. মিত্র (হাই কমিশনার ফর ইণ্ডিয়া), রাইট্ অনারেবল্ স্যর সার্বিলাস, স্যর অতুল ও লেডি চ্যাটার্জ্জি স্যর আজল ও লেডি কাদির, স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড, প্রিন্সেস্ বলিন সিংহ, সরদার বাহাদুর ও সর্দারনী মোহন সিং, মিঃ এফ্, এইচ, ব্রাউন; মিঃ এফ্, জি, প্রাট্; মিঃ এফ্, জে, পি, রিচার্ড; ডাঃ কোরেল, ডাঃ রাণ্ডেল, ডাঃ বেটি হেমান, মিঃ পি, কে, বসু; মিঃ আর, এল, নেহাল্লা; ডাঃ ও মিসেস্ ডি, এন, বসু; ডাঃ ও মিসেস্ কে, সি, ভট্টাচার্য্য; মিসেস্ এইচ্, বি, এড্‌ওয়ার্ডস্; মিসেস্ ডরোথি চ্যাপলিন্, মিঃ এইচ্, জি, কিং; ডাঃ ও মিসেস্ এম, এল, কাপুরা; প্রফেসর ডাঃ এস্, কে, মিত্র; মিঃ এস্, এম, রাও; মিস্ কোলেক্, মিসেস্ ও মিস্ মেহটা; মিসেস্ ব্রোকার্ড; মিসেস্ টারেল, মিঃ এ, এম, বসু; মিঃ রালফ্ উল্‌ফটেন্; মিঃ আর ব্রহ্মচারী; মিঃ এম্, সেন; মিঃ আর, বাগ্‌চি; মিস্ সিলিয়া বাউটেল; মিঃ বি, কে, সিংহ; ডাঃ পি, ঘোষ; মিঃ ফ্রান্সিস্ কে, মট্; মিস্ সারা ডি, লোরেডো; মিঃ ও মিসেস্ এ, ডি, ব্যানার্জ্জি; মিসেস্ রাজলক্ষ্মী টমাস্ (ইংলণ্ডের থিওসফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিনিধি); মিস্ কিঙ্‌স্‌ল্যান্ড; মিঃ ও মিসেস্ ঠাকুরচাঁদ কর্ণানি; মিসেস্ এইচ, কার্ম্মেল; মিঃ এন্, সরকার; ডাঃ সি, সাহা; ডাঃ এস্, সেন; মিঃ এবং মিসেস্ ডি, পি, ভাণ্ডারকার।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণাবলে ডাঃ দাস বয়সে অল্প হইলেও প্রবীণের ন্যায় এরূপ একটী গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্য লণ্ডনের ন্যায় স্থানে বিশেষ প্রশংসার সহিত সমাধা করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই তাঁহার প্রতি শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকীকৃপার প্রকৃষ্ট পরিচয়। আমরা লণ্ডন-ব্যাসপূজা-সভার সভাপতি স্যর আজিলাল ও উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব

অদ্য পঞ্চত্রিংশপুর শ্রীমায়াপুর-গৌরধামে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর মহোৎসবের অধিবাস-মহোৎসব। আগামীকল্য শ্রীগৌর-জন্মোৎসব। শ্রীরূপানুগবর গৌরনিজজন সঙ্ঘ সহস্র সহস্র ভক্ত-সঙ্গে শ্রীগৌরনাম-কীর্ত্তন-রঙ্গে নয়দিবসকাল নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ গৌরলীলাস্থল শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিভ্রমণ করিয়া আজ গৌরগৃহে প্রবেশ করিতেছেন আগামীকল্য দশম-দিবসে তাঁহার প্রাণপ্রভু দশম লক্ষ্য আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-মহোৎসব সম্পাদন করিবেন বলিয়া। শ্রীগৌরসুন্দর যেমন সপার্ষদে নবদ্বীপধামে কৃষ্ণাবেষণলীলা প্রকট করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস করিয়াছেন, শ্রীগৌরাভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ—শ্রীগৌরকরুণাশক্তি আচার্য্য-পাদপদ্মও তেমন গৌরকৃষ্ণা-বেষণলীলা প্রকট করিয়া আজ নবদ্বীপ গৌরধামে মুখরিত করিতেছেন—নবদ্বীপের সর্ব্বত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-পাঞ্চজন্যিকা-গিরিধরের সেবা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। মন্দিরঘণ্টা-দুন্দুভি-করতালাদির মধুরবাদ্যধ্বনি-সহ সহস্র সহস্র কণ্ঠোত্থিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাঞ্চজন্যিকা-গিরিধরের জয় জয় ধ্বনিতে আজ দিগ্‌বিদিক প্রপূরিত হইতেছে—চতুর্দ্দিকে আনন্দের লহর উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে—সকলেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরসে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। ভাগ্যবান্ ভক্ত-হৃদয়ে সঙ্কীর্ত্তন-নাথ গৌরহরির সেই চতুঃশতাব্দী পূর্ব্বের সঙ্কীর্ত্তন-লীলারস সমুদিত হইয়া তাঁহাকে আত্মহারা করিয়া দিতেছে। দেশদেশান্তর হইতে কত পথকষ্ট সহ্য করিয়া গৌরজন্মদিনে গৌরগৃহে গৌরমুখচন্দ্র-দর্শনাশায় কত শত সহস্র স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা শ্রীধামে সমবেত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দও বৎসরেক পরে গৌরগৃহে মিলিত হইয়া পরস্পরে কৃষ্ণকথালাপনে কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। প্রভুপাদের বিশ্বম্ভর-ভাণ্ডার আজ যেন সমগ্র বিশ্বের ভরণ-পোষণের ভার লইয়াছেন। অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনে, শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট-সেবার সেবকগণকে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক উৎসাহদানে প্রভুপাদ যে এক অপূর্ব্ব অভিযন্ত্র্য ভাব ধারণ করিয়াছেন, যে অধিরাঢ় উন্মদের আদর্শ প্রকট করিতেছেন, তাহা সাধারণ আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-ভূমিকার বিচার ও ধারণাতীত। শ্রীগৌরনাম-কাম-ধাম-সেবোন্মত্ত লীলায় প্রভুপাদ আজ নিতান্ত অযোগ্য-ব্যক্তিরও স্বয়ংসেবাকে বহুমানন করিয়া তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে কৃপাশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতেছেন। ভীষণ রৌদ্রতাপ অগ্রাহ্য করিয়া—বহুসেবক সত্ত্বেও স্বয়ং দণ্ডায়মান থাকিয়া কৃপানুগবর সত্যানন্দ প্রভুপাদ, সুবর্ণবিহারে শ্রীসুবর্ণবিহারী গৌরহরি ও শ্রীরাধামাধবের মূর্ত্তিনির্ম্মাণ-কার্য্যদর্শনাবেক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব-সম্পাদন পর্য্যন্ত যে অপূর্ব্ব শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সেবানুরাগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, যে অপূর্ব্ব কৃষ্ণকথামৃততরঙ্গিণী প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহাতে যাঁহারা স্নানসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য—তাঁহারাই ধন্য।

শ্রীগৌরপাদপদ্ম তাঁহারাই হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকেন, যিনি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপানুগবর গৌর-জনের পাদপদ্মে তাঁহার মানস-দেহ-গেহ—সর্ব্বস্ব নির্ব্বাণীক-ভাবে সমর্পণ করিয়াছেন। গৌরবাণীর শ্রবণকীর্ত্তনানুস্মরণ-সেবায় সপ্তসমুদ্রের মধ্যে যাঁহার হৃদয় একবারও ব্যাকুল হয় নাই, কি করিয়া জড়বিষয় সমৃদ্ধ হইবে, এই চিন্তায় যিনি সর্ব্বদা তন্ময়পুর, তাঁহার হৃদয়ে গৌরাবির্ভাবের স্থান কোথায়? তিনি শ্রীধামে আসিয়াও কোথায় থাকিব, কি খাইব, নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কোন ত্রুটী না হয়, স্বাস্থ্য খারাপ না হয়, সঙ্গের আত্মীয় স্বজনের খাওয়া-থাকার কোন কষ্ট না হয়, এই দাঁড়াতেই সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহার নাম গৌরজন্মোৎসবে যোগদান নহে। আমাদের সম্বৎসরের 'সেবার অধিষ্ঠান' প্রস্তুত করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে উপস্থাপিত করিবার দিন আজ। "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত-দেহে প্রভুর চরণ ভজয়॥"—ইহাই যখন মহাজন-বাক্য, অপ্রাকৃত দেহ ব্যতীত যখন কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা-লাভ কখনই সম্ভব হইবে না, তখন সেই অপ্রাকৃত বিচার-লাভের জন্য আমি কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি, গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণরূপ বাস্তবদীক্ষালাভে আমার চিত্ত কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, ইহার সম্যক্ মীমাংসাই আজ আমার অধিবাস-মহোৎসব।

আমার শিক্ষাগুরুদেব তাঁহার অনুগত সেবকবৃন্দকে বেশ বিশেষে পাঠাইয়া গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-সেবা-যাচ্ঞায় কীর্ত্তনমুখে মাধুকরবৃত্তিক্রমে দণ্ডপ্রণামপূর্ব্বক শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদানের জন্য প্রত্যহ যে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া থাকেন তাহা কি কেবল আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন সংগ্রহ করিবার জন্য? কতকগুলি লোকজন লইয়া হৈ হৈ করিবার জন্য? না তাঁহার আর কিছু মনোভীষ্ট আছে? আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধানই শ্রীগুরুপাদপদ্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার সে উদ্দেশ্য অবধারণ করিতে না পারিলে শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহে এবং তদাশ্রিত ভক্তসেবকে আমাদের কোনদিনই চক্ষুর্দ্দর্শন উদিত হইবে না।

নবদ্বীপ ও ব্রজ প্রভৃতি ধামে বহুব্যক্তিই ত বাসের ন্যায় ধামবাসের অভিনয় করিয়া থাকেন; কিন্তু তথাপি তাঁহাদের ভক্তভক্তি অঙ্কিত হইতে দেখা যায় না, তাঁহারা ধামে বসিয়াও কত অনর্থের আবাহন করিয়া থাকেন, ইহার কারণ কি? শুদ্ধ ধামবাসীর সঙ্গাভাবই ইহার একমাত্র কারণ। শ্রীধাম বিশুদ্ধ চিন্ময় ক্ষেত্র, সর্ব্বত্র সেখানে কৃষ্ণপরিকরের অস্তিত্ব। শ্রীধামের যেখানে সেই চিন্ময়, পুষ্পবাহ নবনবী কানন চত্বর—সকল স্থানেই চিন্ময়মূর্ত্তি। কৃষ্ণের অচিন্ত্য ইচ্ছাশক্তি-ক্রমে জীবের নিস্তারার্থ এ জগতে শ্রীধাম অবতীর্ণ হন, তন্মধ্যে জড়ের অবস্থান নাই; সুতরাং জড়বদ্ধ জীব এখানে প্রবেশাধিকার পান না। ধামের উপর গুরুমায়া জাল পাতিয়া চিরকালই শুদ্ধচক্ষুর দর্শনকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। ইহা তাঁহার বাহিরেরকথার ধাম-সেবা। শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও তদনুগগণ-সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধজ্ঞান নাই, তাহারা সেই মায়ারচিত জগতের উপরেই বাস করিয়া থাকে। মনে ভাবে 'আমি নবদ্বীপেই আছি', কিন্তু চিদ্ধাম নবদ্বীপের একটি রেণুকণও তাহার স্পর্শ হয় না, সে তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়া থাকে, প্রৌঢ়-মায়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন। যদি কোন কালে কোন ভাগ্যে তাহার সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইয়া শুদ্ধ-গৌরভক্ত সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তবেই সাধুকৃপা-বলে তাহার শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে সম্বন্ধজ্ঞান আসিয়া শুদ্ধভক্তিরসাস্বাদনের সৌভাগ্য উদিত হয়। মুখে 'শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমার প্রভু' বলিয়া অনেকেই বাহাদুরী লইতে চান বটে, কিন্তু শুদ্ধগৌরভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত হৃদয় গৌরসম্বন্ধশূন্য থাকায় শুদ্ধভক্তিলাভ তাঁহাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পরন্তু ধর্ম্মধ্বজী, কুকপটী, নকলী বৈষ্ণবগণ, দাম্ভিক, 'হাম বড়' হইয়া শ্রীধাম-সেবা হইতে বঞ্চিতই থাকেন। সাধুচরণ-প্রসাদ ব্যতীত বহুজীবের দাম্ভিকতা দূর হইয়া 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকোক্তিই ওষ্ঠচত্বরের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

সাধুসঙ্গেই দাস্যজ্ঞানের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে 'শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর'—এই পাঁচপ্রকারে উদিত হয়। শান্ত-দাস্য ভাবে গৌরাঙ্গ ভজন করিয়া কৃষ্ণে বাৎসল্যাদি রস লাভ হয়। যাঁহার সম্বন্ধজ্ঞানিত যে সিদ্ধভাব, তাঁহার ভজনে সেই ভাবের প্রভাব লক্ষিত হয়। গৌর-কৃষ্ণে যাঁহার ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়, তাঁহার কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান কোনকালেই উদিত হইতে পারে না। সাধুসঙ্গক্রমে যাঁহার বৈরাগ্যাদি ভাবের উদয় হয়, তিনিই দাস্যরসে গৌরভজন করেন। গৌরাঙ্গ-ভজনে দাস্যরসের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত। তত্ত্বরসিকগণ "মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিয়া সম্বোধন করেন। যাঁহার মধুর প্রেমেতে অধিকার হয়, তাঁহারই রাধাকৃষ্ণরূপে গৌর-ভজন। রাধাকৃষ্ণ-বিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর; যুগলবিলাসের সহিত এই ঐক্যের নিত্য-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যাঁহারা স্বেচ্ছা-চারে এই বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা 'গৌর-নাগরী' রূপ অত্যন্ত সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদের প্রশ্রয় দান করেন। জীবহৃদয়ে দাস্যরসের পরিপক্কাবস্থায় মধুররস মূর্ত্তিমান্ হইয়া উদিত হয়। সে সময়ে ভজনীয় তত্ত্ব গৌর-হরি—ব্রজে রাধাকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই ভজনে নিত্যলীলারসে নিমজ্জিত করেন। নবদ্বীপ ও ব্রজের এই নিগূঢ় সম্বন্ধ—এক হইয়াও দুই রূপ, ইহা শুদ্ধ-সাধুসঙ্গ-রহিত তত্ত্বজ্ঞানহীনের দেখিবার চক্ষু নাই। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভুরও এই সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রকট করিয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

—রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতিরূপ হ্লাদিনী-শক্তি-ক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্ব-

প্রভুরূপ রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে পরব্যোমে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব পরস্পরে একস্বরূপে চৈতন্যতত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি-দ্বারা সুললিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
রাধাকৃষ্ণ এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥"

বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ একই তত্ত্ব, পরস্পরে কোনও পার্থক্য নাই। শ্রীবৃন্দাবনধাম রসের আধার, যাঁহার অধিকার উদিত হয় নাই, তিনি সে রস লাভ করিতে পারেন না। এইজন্য জীবের প্রতি করুণ হইয়া সেই বৃন্দাবনধামই উন্নতোজ্জ্বলরসধাম নবদ্বীপরূপে উদিত হইয়া জীবকে সেই উন্নতরসে অধিকার প্রদান করেন। সর্ব্বরসসার রাধাকৃষ্ণলীলায় সহসা অধিকার হয় না। বহুজন্ম তপস্যা করিলে জ্ঞান লাভ হয়, সেই জ্ঞানের সম্যক্ পরিপাকাবস্থায় রসের সন্ধান মিলিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ নানা ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আছে। ব্রজে সেবন করিয়াও সুরস্থ ও ব্রজ-রস-মহাধনে বঞ্চিত হইয়া অপরাধবশতঃ অসুরদেহে আসক্তি ঘটিয়া যায়। তাই ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিফলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

[—কাল কলি। ইন্দ্রিয়গণ সকলকে অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম্মজ্ঞানাদি কোটি-কণ্টকজালে অবরুদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি অদ্য কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! এই অবস্থায় বিফল (অর্থাৎ কলিকালে ভক্তিপথ নানা মনোধর্ম্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণে সমুচিত) আমি কি করি, কোথায় যাই?]

শ্রীরাধাকৃষ্ণই জীবকে অপ্রাকৃতব্রজরসাস্বাদনের সৌভাগ্যপ্রদানের নিমিত্ত গৌরধাম শ্রীবৃন্দাবনসহ রাধাকৃষ্ণমিলিততনু গৌরবরূপে শ্রীনবদ্বীপধামে শচীগর্ভসিন্ধুমাঝে অবতীর্ণ। শ্রীগৌরধামাশ্রয়ে গৌরবনে ভজনপ্রভাবেই জীব মায়াপাশের অপরাধবাধা নির্ম্মুক্ত হইয়া রাধাপাদপদ্ম আনুগত্যে অপ্রাকৃত ব্রজরসাস্বাদনে সমর্থ হন। ব্রজরস অধিকারে নবদ্বীপবাস, ব্রজরসপ্রাপ্তিমূলে বৃন্দাবনে বাস। অপ্রাকৃত গৌরজন করুণার সমুদ্র শ্রীল প্রভুপাদ এই অপ্রাকৃত ভজন-রহস্য জানাইবার নিমিত্তই তাঁহার অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারে সকলকে আহ্বান করিতেছেন। সেই সূত্রে একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলেই শ্রীগৌরপাদপদ্ম হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন—গৌরকন্দোৎসবে যোগদান সার্থক হইবে; নতুবা "সুকৃতিহি অঙ্কুলে বন্ধন" ধার করিয়া "শুষ্কতর্কতরঙ্গেষু ভজন-অনুকূল" কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে পুনরায় "ভবের পাকে ঘুরে বিয়ে যা পাক দিতেছ অবিরত" গান করিতে করিতে ভবাটবী ভ্রমণ করিতে হইবে।

শ্রীগোকুলের একদিকে মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যপ্রকোষ্ঠে যেমন অখিলরসামৃতমূর্ত্তি সম্ভোগরসময় বিগ্রহবিগ্রহ রসরাজ ব্রজেন্দ্র-নন্দন বৃন্দাবননটবর গোকুলরঞ্জন নবঘনশ্যামকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দদায়িনীশক্তি নিখিল রসামৃতের পরমাশ্রয়বিগ্রহ শ্রেষ্ঠবিয়োমণি সাক্ষাৎ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সহিত গোকুল গোপাল গোপাইয়া বিলাস করাইবার জন্য শ্রীমতীর কায়ব্যূহ একান্ত অনুগতা সখীগণের কতই না আয়োজন, অন্যদিকে তেমনই আমার ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যপ্রকোষ্ঠে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয় সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশম্" অর্থাৎ "শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুতমধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়"—এই বিষয়বিগ্রহে লুব্ধ হইয়া বিপ্রলম্ভরসময় মহাভাবস্বরূপে শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে শচীগর্ভসিন্ধুমধ্যে উদিত হইবার এক অপূর্ব্ব লীলা-রহস্য সংঘটন। লীলাময় ভগবান্; কে বুঝিবে সুগভীর শ্রীচৈতন্যের লীলা! কে বুঝিবে সত্যসঙ্কল্প শ্রীভগবানের "শ্রীরাধিকা-প্রেমবস্তু আমার ভজন। তাঁর ভাবকান্তি লঞা হইব উদয়॥ কিবা সুখ রাধা পায় আমারে দেখিয়া। সেই সুখ আস্বাদিব রাধাভাব লঞা॥"—এই নিগূঢ় সঙ্কল্প-রহস্য! জগজ্জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণ হইয়া শ্রীরাধার হরি আজ শ্রীরাধার সেবা-ই

জানাইবার জন্যই স্বয়ং শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত হইয়া "কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন" বলিয়া কৃষ্ণান্বেষণে ছুটিবার আদর্শ প্রকট করিলেন। ফাল্গুনী-পূর্ণিমার রসরাজেরই মহাভাবস্বরূপ জানাইবার জন্য—ব্রজরসে মাত্রস্বত্ত্ব সকলকে উন্মত্ত করাইবার জন্যই বিরহরাজরসে গৌড়োদয়ে পূর্ণচৈতন্যে ঈশ্বর-লীলা। এই বিরহরাজের চরণাশ্রিত জনই তাঁহার রসরাজ ও মহাভাব-স্বরূপের লীলা-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন।

জগতের যথাতথ্য কবিগণ তাঁহাদের প্রাকৃত জগদ্বর্ণনের ভূমিকায় শ্রীবৃন্দাবন-সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিতে গিয়া আজ কতই না বৈরঙ্গের আবাহন করিতেছেন। শীতের অবসানে বসন্তের প্রভাবে মৃদুমধুর মলয়-হিল্লোল, প্রকৃতি-রাণীর নবপল্লব-পুষ্পাদি-সমৃদ্ধা সুষমা, নবনলীতরুপাদির স্পন্দনাদি, ভ্রমরগুঞ্জন, পিকাদির মধুর কূজন, জীব-জন্তুগণের চিত্তের প্রফুল্লতা, প্রিয়-প্রিয়া-মিলনানন্দাদি জড় ভাষা-সমন্বিত কতই না প্রবন্ধ ও নিবন্ধের উদ্ভব হইতেছে! ইন্দ্রিয়তর্পণের নাম করিয়া তৎসমুদয় দ্বারা নিজেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য প্রাকৃত কবির লেখনী কি তাণ্ডবনাট্যই না আরম্ভ করিয়াছে! শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সম্ভোগরসের অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া কত গায়ক বসন্ত রাগের আলাপে লোকচিত্তে কি ভীষণ অভ্রকামের উদ্দীপনা আনিয়া দিতেছেন! কত যুবকযুবতীবৃন্দ আভীরকন্যাগণের প্রকৃতিকে কৃষ্ণসম্ভোগরঞ্জিত করিবার লীলানুকরণে নিজেরা কিরূপ ঘৃণিত অস্তিত্বের জড়সম্ভোগরসে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছেন, কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী আবার অশিক্ষিত অভদ্রলোকের লোকদকলের ঐ প্রকার অপ্রাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্ভোগলীলা-রসময় গান, হোলি-খেলা প্রভৃতি ব্রজলীলার বিকৃত অনুকরণ ও অনধিকার চর্চ্চা বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় একমাত্র ভোক্তা ভগবান্‌কেও তাঁহাদের প্রাকৃত অতিক্ষুদ্র নৈতিকবিচারের গণ্ডীর মধ্যে আনিবার চেষ্টায় মহানর্থ বরণ করিতেছেন॥ তাই অজ্ঞাতিলাষী কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি সকলের সকল বিচার-ভ্রান্তি অপনোদন ও সংশোধন করিয়া জগজ্জীবের প্রকৃত মঙ্গল-বিধানের জন্যই শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর প্রবন্ধের স্থলে সর্ব্ব জগৎকে হরি-ধ্বনি মুখরিত করিয়া তদ্ধামে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রগৃহে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেন।

"চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ
সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্বসুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন॥
প্রেম জয়ধ্বনি হৈল সকল ভুবন।
চমৎকার হৈয়া লোক ভাবে মনে মন।
জগৎ ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি॥
* * *
প্রসন্ন হৈল দশদিক্ প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥"
"কিবা আনন্দ হৈল সে জগন্নাথ-ঘরে।
বেদেতে অনন্ত তাহা বর্ণিতে না পারে॥"

ব্রহ্মাদি দেবতা শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি ফাল্গুনী-পূর্ণিমার বন্দনা করিয়া থাকেন। এই তিথি সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী। জীবহৃদয়ে শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব, শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব, শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবের পরই তদ্বিগ্রহ-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীশ্রীবার্ষভানবীসহিতসখী প্রকৃপাদপদ্মের আবির্ভাব পূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইলেই শ্রীগৌরপাদপদ্মের আবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের একান্ত অনুগত গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সদুৎ-সঙ্গের সদাচরিত গৌরপ্রিয়কার্য্যশংসন ও তাঁহাদিগকে গৌরাশীর্ব্বাদ-বিতরণ শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরের একটি প্রধান কৃত্য। গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামসেবক গৌরপ্রিয়-গণের গুণকীর্ত্তনেই হৃদয় নির্ম্মল হয়। সেই নির্ম্মল হৃদয়েই ফাল্গুনী-পূর্ণিমার বিরহরাজ উদিত হইয়া থাকেন।

আগামী কল্য ৪৪৯ গৌরাব্দের শেষ দিবস এবং পূর্ণিমাতে শ্রীগৌরপ্রকটাব্দীয় ৪৫০তম বর্ষারম্ভ। গত গৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীগৌরসমিতিটার প্রিয় প্রকৃপাদ এক অভ্রভেদী অপূর্ব্ব শ্রীমন্দিরের উদ্বোধন-উৎসব সমাপ্ত করিয়া

গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ। গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ॥"—এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়াছেন। এই মন্দিরের ভিত্তিখনন-সময়ে (৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ ; ইং ১৩-৬-৩৪ বুধবার) ভূগর্ভ হইতে যে অধোক্ষজ ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারও সেবা শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গতবর্ষ গ্রৌঢ়বকুলতিলক বিষয়মদমরবিজয়ী স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পরমশ্রীল মহামহোদয় 'ধর্ম্মনগর' মহারাজ শ্রীল বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর কে-সি-এস-আই মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করিয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠের উক্ত নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীভগবৎপ্রবেশোৎসব-সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়, স্বধামপ্রাপ্ত ত্রিপুরেশ্বর পরমশ্রীল বীরচন্দ্র দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, তৎপুত্র স্বধামগত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর, তৎপুত্র স্বধামগত মহামহোদয় বীরকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর এবং তদীয় সুযোগ্য পুত্র আমাদের বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর মহামহোদয় বিগত ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার উদ্ভবকাল হইতে উক্ত সভার সভাপতিত্ব করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা কেবল নামে মাত্র সভাপতি নহেন, পরন্তু বরাবর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ও ধাম প্রচার-সেবায় কার্য্যতঃ নানাভাবে উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহামহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর স্থায়ী প্রচার-কল্পে লণ্ডনে একটি বিষ্ণু-মন্দির-প্রতিষ্ঠা সঙ্কল্পের সেবা-সম্পাদনার্থ তথায় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের সমগ্র ব্যয়ভার অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের যে অচুর কৃপাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন, তাহা শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে আমাদিগের একটি প্রধান স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য বিষয়। আমরা মহারাজের এই মহান্ সেবা-ব্রত স্বীকারের জন্য অন্তরের আনন্দোৎসবে তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ জ্ঞাপন করিতেছি—মহারাজ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ রূপ বিজয় তিলক ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র জয়লাভ করুন।

প্রতিবর্ষেই শ্রীধামে ভগবন্মন্দির ও ভজন-পরায়ণ ভক্তগণের পুর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট, পাঠশালা গুলের পানীয় জল, চিকিৎসালয়, বৈদ্যুতিক আলোক প্রভৃতিও ধামসেবার অনুকূলরূপে বর্ত্তমান। পরিক্রমাপীঠে প্রতিবর্ষে এই গৌরজন্মোৎসবকালে ভক্তিশাস্ত্রাদির পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। আমরা শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরের পূর্ব্বাহ্নে আজ শ্রীধামবাসী সর্ব্ব-বৈষ্ণবগণে প্রণিপাত করিয়া এই কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি, যেন তাঁহাদের কৃপায় আমরা শ্রীগৌরবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগৌড়ীয়ের সেবায় ঐকান্তিকতালাভ করিয়া 'আমার প্রভুর প্রভু'—'শ্রীগৌড়ীয়ার নাথ'—একাধারে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনবিগ্রহ শ্রীভগবান্-গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-মহোৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রতিষ্ঠিত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারে প্রবেশাধিকারলাভে ধন্য হইতে পারি। আমাদের যেন গৌরজনের আনুগত্যে ইহাই নিত্য প্রার্থনার বিষয় হয়—

"বৈষ্ণব-চরণে মোর এই সে প্রার্থনা।
শ্রীগৌরসম্বন্ধ মোর হউক ঘোষণা॥
শ্রীগৌরসম্বন্ধ-সহ নবদ্বীপ-বাস।
হউক অচিরে মোর এই অভিলাষ॥
বিষয়-গর্ব্বের কাট অতি দুরাচার।
ভক্তিহীন কামরত ক্রোধে মত্ত আর।
এ হেন দুর্জ্জন আমি মাগোর কিঙ্কর।
শ্রীগৌরসম্বন্ধ কিসে পাই অতঃপর॥
নবদ্বীপধাম মোরে অনুগ্রহ করি।
উদয় হউন হৃদে তবে আমি তরি॥
প্রৌঢ়মায়া কালদেবী-কৃপা অকপট।
ত্বরসা তরিতে মাত্র অবিদ্যা-সঙ্কট॥
বৃদ্ধশিব কেত্রপাল হউন সদয়।
চিদ্ধাম আমার চক্ষে হউন উদয়॥
নবদ্বীপবাসী যত গৌরভক্তগণ
এ পামর শিরে সবে ধরুন চরণ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধাম, নাম ও মনোঽভীষ্ট-সেবা-সম্পাদন-কল্পে—যাঁহারা আমাদিগকে দ্রব্য, অর্থ, ভূমি প্রদান বা নানাভাবে উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন দ্বারা প্রাণৈরর্থৈ-র্ধিয়া বাচা' যে-কোন প্রকারে হউক না কেন, যে কিছু

সহায়তা করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আজ তাঁহাদের সকলের নিকটেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি; তাঁহারা সকলেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হউন, তাঁহাদের সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর উন্মেষিত হউক।

গত বর্ষে (১৪ই ফাল্গুনী, ১৩৩৪) বঙ্গদেশের মহামান্য গভর্ণর হিজ্ এক্সেলেন্সী দি রাইট্ অনারেব্‌ল স্যর জন এণ্ডারসন্ পি, সি ; জি, বি, ই ; জি, সি, আই, ই, মহোদয় স্বয়ং ইহার মায়াপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী দর্শন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূয়োবহুল কার্য্যাবলী শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীমঠের অভ্যর্থনা-সভায় তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"Guru Maharaj, Pandits and Gentlemen ! I can assure you that it gives me the greatest pleasure to visit this holy place of Birth of Sree Chaitanya and to see for myself the place from where you carry on your activities and beneficent works. * * * You have told me that the Mission exists for this propagation of the Universal Gospel of Divine Love for which there is room in every corner on the earth and they can expect intellectual and spiritual sympathy in all countries and races from all genuine followers of the Gospel."

গভর্ণর বাহাদুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী দর্শন করাইয়া লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং ব্যাড্‌মিন্টন হইতে সংগৃহীত সপ্তদশশতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মানচিত্রদ্বয় এবং মেজর রেণেলের মানচিত্র হইতে প্রাচীন নবদ্বীপের স্থিতিস্থান দেখান হয়, তাহাতেও তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিত্তবিভাগের সুযোগ্য কমিশনার মিঃ এ, জে, ড্যাশ আই-সি-এস্ বাহাদুরও শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিয়া শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী দর্শনে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণে বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন করেন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ইঁহাদের সকলেরই মঙ্গল বিধান করুন।

পরিশেষে আমরা আমাদের পরলোকগত (গত ২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৬) মহামান্য ভারতসম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জের পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যাণ-বিধান-কল্পে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি। পরলোকগত সম্রাট্, তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ য়ুরোপে আমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গমনোহভীষ্ট প্রচারের সুযোগ দেওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। শ্রীগৌরাবির্ভাব-দিবসে তাঁহার গুণাবলীর কথাও আমাদের স্মরণযোগ্য।

উপসংহারে শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরের আনন্দোৎসবে আমরা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আমাদের বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ মহামান্য অষ্টম এড্‌ওয়ার্ড (His Imperial Majesty King Emperor Edward VIII) মহোদয়ের দীর্ঘজীবন ও সর্ব্বত্র জয় প্রার্থনা করি। তাঁহার রাজত্বকালেও আমরা সর্ব্বত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-প্রচারে সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি পাইবার সুদৃঢ় আশা পোষণ করিতেছি।

"কোঽসি ?"

"কোঽসি" আরও একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলিলে—ত্বং কঃ অসি ?"—আপনি কে ? কোন নূতন লোক দেখিলেই সাধারণতঃ আমরা এই প্রশ্নটি করিয়া থাকি, কারণ অজ্ঞাতকুলশীলের সহিত বাস বা বিশ্বস্ততা করিতে নাই, অজ্ঞাতকুলশীল বিশ্বাসযোগ্যও নহেন। কিন্তু রূপানুগবরের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের পর যে তাব প্রকাশার্থ বিষয়টি আলোচিত হইতেছে, তাহার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। জীবের স্বরূপ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কে আমি ?" ইহার উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।"

"কোঽহম্ ?" গ্রন্থ জিজ্ঞাসিত হইলে কৃষ্ণভাবাপন্ন মায়াবাদী ব্যক্তি এক নিঃশ্বাসে উত্তর করিবেন—"সোঽহম্"। ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণ-সাধনকারী এই ব্যক্তির উত্তর শ্রবণ করিয়া দ্বিজগণ নিশ্চয়ই একটু মৃদু-হাস্য করিবেন। কারণ যেখানে প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতার অস্তিত্ব দেখা যাইতেছে, সেখানে সাধারণ জ্ঞানেও ঐ উত্তর উপহাসাস্পদ। "কোঽহম্" জীবসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে মহাপ্রভুর জীবতত্ত্বসম্বন্ধে প্রকাশিত উপরিউক্ত শ্লোকদ্বয়ই উক্ত প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর। কিন্তু জীব-সম্বন্ধ ব্যতীত অপর সম্বন্ধেও প্রশ্নটি জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের শক্তিকে সম্বোধন করিয়া যদি বলা হয়—"ভবতি! ত্বং কাঽহম্ ?" তদুত্তরে তৎপক্ষীয় জনগণ উত্তর করিবেন—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন-শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥

অন্তরঙ্গা শক্তি

উক্ত শক্তিত্রয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি অদ্বৈতভাবে শক্তিমানের আশ্রিত—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্ব্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥
(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ)

[মৈত্রেয়ের প্রশ্নের উত্তরে পরাশর বলিয়াছেন—হে তাপসশ্রেষ্ঠ, সমস্ত ভাবের অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তিসকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান। এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তিসকল সৃষ্ট্যাদি-ভাব-শক্তি-রূপে ক্রিয়া করে। অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ, শক্তিসকলও ব্রহ্মে সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম।]

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির তিনটি রূপ—(১) আনন্দ বা রসাস্বাদ-দান, (২) কর্ত্তৃত্বপরিচালন বা ভোক্তৃত্ব-সম্পাদন (৩) সত্তা-প্রকাশন বা অস্তিত্ব বিধান। ঐ রূপত্রয়ের কার্য্যানুসারে অন্তরঙ্গা শক্তি যথাক্রমে হ্লাদিনী, সন্ধিৎ ও সন্ধিনী নামে পরিচিতা হন।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদ্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

সন্ধিনীর কার্য্য—

সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥

সম্বিদ্ভক্তির কার্য্য—

কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥

হ্লাদিনীর পরিচয়—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥
• •
হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম-কাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥

তটস্থা জীবশক্তি

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষেত্রজ্ঞ জীবশক্তি মায়া-দ্বারা আবৃত হইয়া চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে দূরে থাকে এবং সংসারের ত্রিতাপ ভোগ করে। এই অবস্থায় কর্ম্মচক্রে উচ্চ নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কোঽহম্ ? সে মোহমদিরায় আচ্ছন্ন থাকিলে উত্তর করিবে—"আমি রাজা, প্রজা, জলচর, স্থলচর, খেচর, মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, স্বর্গবাসী, মহ-জন-তপঃ-সত্য-লোকবাসী প্রভৃতি। আর যদি নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে বলিবে—"সংসারোরগো মায়াপদ-দাষ্টিত-বর্ত্ম লোঽহম্"।

জীবশক্তি যদি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে উত্তরে বলিবেন—গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসোঽহম্"।

বহিরঙ্গা-শক্তি

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতরূপ স্থূল জগৎ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ লিঙ্গ জগৎ। এই অষ্ট

প্রকারে বিরক্ত প্রকৃতি—অপরা বা জড়া। ইহার নাম মায়া প্রকৃতি। এই মায়া-প্রকৃতি স্বরূপা বা অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে পৃথক্ অথচ তাঁহার ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া ও নিজের ভক্ত ব্রহ্মাণ্ড এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-প্রসূত। এই শক্তির আরও পরিচয়—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৫।১৩)

ঐ বহিরঙ্গা মায়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনপথে থাকিতে বিলজ্জমানা হয়—মোটেই থাকিতে পারে না। সেই মায়াকর্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'আমি'-'আমার' এই প্রকার বহুবিধ বাগ্‌জাল প্রকাশ করিয়া থাকে।

রহস্য

এই জিজ্ঞাস্য—"কোঽসি" কি ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় না? উত্তর—হাঁ পারা যায়। তবে সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। সম্মুখে না পাইলে ত এই প্রশ্ন করা যায় না? সংসারাসক্ত জীবের সম্মুখীন তিনি হন না; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ইহা জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে না। গৌরবিচারদুষ্ক-সেবকগণ সম্মুখে ভগবান্‌কে পাইয়াও তাঁহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। তাঁহাকে যিনি সম্মুখে পান, তিনি ত' তাঁহাকে জানিতেই পারিলেন, তবে আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজনীয়তা কি?—এই পূর্বপক্ষ কেহ কেহ করিতে পারেন। এই প্রশ্নজিজ্ঞাসা-দ্বারা যে মাধুর্যাশ্রয়-বিগ্রহের সেবা হয়, তাহা যে পর্যন্ত আমাদের বোধগম্য না হয়, সে পর্যন্ত ঐ প্রশ্ন স্বাভাবিক। ভগবৎ পক্ষে "কোঽসি" প্রশ্নের যে উত্তর হইবে, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সে বিষয় অদ্য এস্থলে আলোচনা করিব না। বিষয়-বিগ্রহ ভগবান্ আশ্রয়জাতীয়া সেবিকাগণের সহিত লুকোচুরি খেলিবার জন্য নিভৃতে গুপ্তভাবে রাখিয়া যে রহস্যের সৃষ্টি করেন, তাহারই আভাস আমরা উপসংহারে প্রদান করিতেছি। একবার তিনি রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া চতুর্ভুজরূপ ধারণ করত দুষ্মন্তানুসৃতা ব্যতীত অপর সকল গোপীকেই বঞ্চনা করিয়াছেন। কেবলমাত্র চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণমূর্তি দর্শন করিয়া এবং সার্বভৌমবীর্যের ভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুর 'অবসর'-সময়ে জগন্নাথদর্শন না পাইয়া তথায় যাইবার লীলা সেবাবৃত্তির সহিত আলোচনা করিয়া কৃপানুগগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐ লুকোচুরি খেলাই দেখিতে পান। এই লুকোচুরির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আমাদের সহিত নহে—আরও অধিক বিভ্রান্তিগণের সহিত। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা যাঁহাদের সহিত হইয়াছে, তাঁহারা মধুর-রসসেবার আশ্রয়বিগ্রহ, সুতরাং তাঁহাদের স্থান সর্বোপরি।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভাবে অন্তঃকরণ এবং কান্তিতে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া শ্রীগৌররূপে প্রকটিত হন। এই গুপ্ত-কাঞ্চনকায় যখন ব্রজে গমন করেন, তখন গোপীগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া অথবা চিনিতে পারিয়াও আচ্ছাদিত বেশ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কোঽসি"?

যাঁহারা ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই 'কোঽসি' স্থানটির নাম জানেন; কিন্তু উহার ঐ প্রকার নাম-করণ হইবার কারণ কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? অনুসন্ধান করিলেও প্রকৃত তথ্য—অপ্রাকৃত তথ্য প্রাকৃত-জ্ঞানের গোচরীভূত হইবার নহে। আশ্রয়শিরোমণির হৃদয়েই 'উদ্দীপন' কার্য করে—সকলের হৃদয়ে নহে। বন দেখিলেই সকলের হৃদয়ে বৃন্দাবনের স্ফূর্তি হয় না, নদী দেখিলেই কালিন্দী জ্ঞান হয় না, গিরি দেখিলেই 'গোবর্দ্ধন'-স্ফূর্তির উদয় হয় না, সরসী দেখিলেই রাধাসরসীর কথা স্মৃতিপটে জাগে না। উপযুক্ত পাত্রেই অপ্রাকৃতভাব স্বীয় মহিমা বিস্তার করে। "কোঽসি?" রহস্য জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টস্থাপকবরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে হইবে। তাঁহার কৃপায় ঐ প্রসঙ্গে সম্ভোগবিচারীর লীলা-চমৎকারিতা জানিবার সুযোগ হইবে।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

গত ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪২ ; ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ শুক্রবার হইতে পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় মহাসমারোহে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। দেশদেশান্তর হইতে শতশত মঠাশ্রিত-ভক্ত ও মঠ-প্রতি শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনগণ শ্রীধাম মায়াপুরে সমবেত হইয়াছেন। ১৪ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীঅধিবাসকীর্ত্তন-শ্রবণ-মননে সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীধাম-তত্ত্ব, ধাম পরিক্রমার উদ্দেশ্য, পরিক্রমার বিধি ও অবশ্যপালনীয় নিয়মাবলী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। ১৫ই ফাল্গুন হইতে প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগতো শ্রীধামমায়াপুর-কীর্ত্তন-মুখে প্রত্যেক দ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। অদ্য (২৩শে ফাল্গুন শনিবার) শ্রীরুদ্রদ্বীপ-পরিক্রমা। যাত্রিসংখ্যা পরিক্রমার প্রথম-দিবসই সর্ব্বাধিক, অতঃপর ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

শ্রীনবদ্বীপধামের বিভিন্ন দ্বীপে মঠ-প্রতিষ্ঠা

শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীবিদ্যানগর, রুদ্রদ্বীপ, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থানে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠসমূহ স্থাপিত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্নে-কতিপয়-ভক্তসহ মোটর-যোগে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীরুদ্রদ্বীপে শুভবিজয় করিয়া তথায় সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত শ্রীবিদ্যানগরে শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়-মঠালয় স্থাপিত হইয়াছে। সুবর্ণ-বিহারের উচ্চ টিলার উপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীসুবর্ণবিহারী গৌরহরির শ্রীরাধামাধবসেবা প্রকট করিয়াছেন; ইতোমধ্যেই তথায় বহুদিনের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কৃপাশীর্ব্বাদ-বিশিষ্ট একটি কুটীর-নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পরিক্রমার তৃতীয় দিবস শ্রীগোদ্রুম-পরিক্রমাকালে ঐ স্থানে মহোৎসব হইয়াছে। ঐদিবস অগণিত লোক সমাবেশ হইয়াছিল।

পরিক্রমা-বিধি

অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর করিয়া দর্শন।
শ্রীসীমন্তদ্বীপে চল বিজ্ঞতজ্জন॥
গোদ্রুমাখ্য দ্বীপ হয় মায়ার দক্ষিণে।
তাহা ভ্রমি' চল মধ্যদ্বীপে দুইজনে॥
এই চারিদ্বীপ জাহ্নবীর পূর্ব্বতীরে।
দেখিয়া জাহ্নবী পার হও ধীরে ধীরে॥
কোলদ্বীপ অনায়াসে করিয়া ভ্রমণ।
ঋতুদ্বীপ-শোভা তবে কর দরশন॥
তারপর জহ্নুদ্বীপ পরম সুন্দর।
যেথি মোদ্রুমদ্বীপে চল বিজ্ঞবর॥
রুদ্রদ্বীপ দেখ পুনঃ গঙ্গা হ'য়ে পার।
ভ্রমি মায়াপুর ভক্ত চল আর বার॥
তথায় শ্রীজগন্নাথ-শচীর মন্দিরে।
প্রভুর দর্শনে প্রবেশহ ধীরে ধীরে॥
সর্ব্বকালে এইরূপ পরিক্রমা হয়।
জীবের অনন্ত সুখপ্রাপ্তির আলয়॥
বিশেষতঃ মাঘকৃষ্ণা সপ্তমীতিথি গণ্ড।
ফাল্গুনীপূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে॥
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
জন্মদিনে মায়াপুর করেন দর্শন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ তাঁরে কৃপা বিতরিয়া।
ভক্তি অধিকারী করে পদ ছায়া দিয়া॥

শ্রীধাম-মাহাত্ম্য

যাবেশের শ্রীগৌরসুন্দর জীবের চক্ষু হইতে যখন মায়াজাল উঠাইয়া লন, তখনই জীব অতিগূঢ় রহস্যপূর্ণ গৌরতত্ত্ব ও গৌরধাম-সৌন্দর্য্য উপলব্ধির সৌভাগ্য লাভ করেন। অদৈবকুলের দর্শন ও দৈবকুলের দর্শন এক নহে। অদৈবগণ মাংসময় চর্ম্মচক্ষে যে দর্শনের প্রয়াস করেন, তাহাতে গৌরগোকলিবি শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ধামের

স্বতোনিঃসৃতের যোগ্যতা হয় না। যেহেতু জৈবপথেই উপলব্ধন অর্থাৎ যথার্থানুভব (সারার্থদর্শিনী ১০।৩৮) সম্ভব হয়। প্রকটাপ্রকট বহুশাস্ত্রেই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার শ্রীধামের তত্ত্ব আছে, কিন্তু মায়াদেবী অনুচানমানিগণের নয়ন এমন করিয়া আবৃত করিয়া রাখেন যে, তাহারা বৃথা তর্কজালে আবদ্ধ থাকিয়া ভগবল্লাম, ধাম ও কাম-মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারে না। ইহা সত্যই স্বীকার করিবে না, না হয় 'অসতেরে সত্য করি' মানে'। শ্রীগৌর-বিদ্যানন্দ কেন অসম্বোধন করার বারিধি, কেন কলিহত জীবের শ্রীগৌরধামে গৌরনিত্যানন্দপাদাশ্রয় ব্যতীত অন্যত্র নাই, তাঁহারাই যে একমাত্র পরমমঙ্গলদাতা, শ্রীগৌরধামই যে একমাত্র ভজনস্থল, তাহা সুস্থ-চিত্তে নিরন্তরকপটানুসন্ধান-মুখে সুতর্কপণ্ডিতগণের নিকট বিচার ব্যতীত কি করিয়া উপলব্ধির বিষয় হইবে ?

বর্ত্তমান বহির্জগতকে ভোগময় জানিয়া সুখানুসন্ধানের প্রয়োজন বুঝিলে সেই সুখের বাস্তব-স্বরূপ কি, প্রাপ্তির উপায় কি, তাহা কি বিচার্য্য-বিষয় সুখের ক্রম বিচারে অন্যান্য সুখের সহিত সর্ব্বোত্তম সুখের কি পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য, তাহার কি নিরপেক্ষ সমালোচনা হইবে না ? যদি কোন ভাগ্যবান্ আধ্যক্ষিকতার আপেক্ষিক-বিচার-মোহে মুগ্ধ না হইয়া নিরপেক্ষভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"—এই বাক্যের মর্ম্মার্থ উপলব্ধির বিষয় হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ তাই বিশ্বের সকল সত্যানুসন্ধিৎসু-জনমাত্রিকেই অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগারে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের কথা কেন অসম্ভোর্দ্ধ—কেন অধোক্ষজ-পরতত্ত্ব বলা হইতেছে, তাহার আলোচনা হউক। এইজন্যই প্রভুপাদ পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে মঠাদি প্রতিষ্ঠা, শ্রীগৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলপরিক্রমার প্রবর্ত্তন, শ্রীভগবানের ও ভগবৎপ্রিয়তমজনের জন্মযাত্রা-মহামহোৎসবাদির বিরাট আয়োজন, পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন,পারমার্থিক পত্রিকা-প্রবর্ত্তন, গান, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি শতসহস্র উপায়াবলম্বনে অনুক্ষণ জীবের সর্ব্বোত্তম মঙ্গলের কথা জানাইবার প্রয়াস করিতেছেন। তাঁহার এই জীবহৃদয়কাতরতা, স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের ভুবনমঙ্গল অবতার যথাযথভাবে বিতরণ-চেষ্টা না বুঝিয়া বহু স্বল্পবুদ্ধি অজ্ঞব্যক্তিগণ তাঁহার কার্য্যে সময়ে সময়ে বাধা-প্রদান করিয়াছে ; কিন্তু সাক্ষাৎ ভক্তিশক্তি প্রভুপাদ সেসকলে নিরুৎসাহ হওয়া দূরের কথা, আরও চতুর্গুণ উৎসাহে বাস্তবসত্যের প্রচার করিতেছেন।

"কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে নাম-প্রবর্ত্তন" এই বাক্যের—সর্ব্বোত্তমসার্থকতা আমরা তাঁহারই আচার্য্যলীলার পরিপূর্ণ-ভাবে দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। অধঃমুখে শুষ্কতর্কিয়ন্ত-সৃষ্টির নিমিত্তই যে ব্যতিরেকমুখে তদ্বিরোধিভাবগুলি সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা যে কৃষ্ণের নিত্যশক্তির কার্য্য, ইহা প্রভুপাদের আচার্য্যলীলায় আমরা দর্শন করিতে পাই। আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুব্যক্তি অন্বয় ও ব্যতিরেক অর্থাৎ ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারমুখে যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। এই অভিধেয়-বিচার চতুঃশ্লোকীর এতাবতেব জিজ্ঞাস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাস্তীতি। অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ তৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥" শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে নবদ্বীপে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব লুব্ধান্ সনাতনঞ্চ॥
প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ভক্তানরূপে স্ববিলাসরূপে॥"

[অর্থাৎ কালে (ভগবদিচ্ছারূপ কালবশে) বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা লুপ্ত হইয়াছিল, সেই লীলা বিশেষ করিয়া বিস্তার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপামৃতের দ্বারা তথায় শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপ-বিশিষ্ট এবং নিজের অনুরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীতে প্রভু (শ্রীমন্মহাপ্রভু) (ভক্তিরসশাস্ত্র) বিস্তার করিয়াছিলেন।]

ভগবদিচ্ছারূপ কালবশে লুপ্ত শ্রীবৃন্দাবনধাম ও বৃন্দাবন-সম্বন্ধিনী রসক্রীড়া-কথা যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তাঁহার প্রিয়তম শ্রীরূপ-সনাতন-দ্বারা প্রকাশিতা হইয়াছেন, শ্রীগৌরধাম ও গৌরলীলা-মাহাত্ম্যও সেইরূপ আজ

ভক্তিরক্ষার সাক্ষাৎকৃষ্ণশক্তি-শ্রীস্বরূপরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীগৌরকিশোর ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক সম্প্রকাশিত হইতেছেন। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাক্যও আজ সফল হইতেছে।

"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর-ব্রহ্মপত্তনে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। "আমি কি করিয়া শ্রীগুরুবর্গের মনোঽভীষ্ট-স্বরূপ শুদ্ধ শ্রীচৈতন্যবাণী জগতে পুনরায় প্রচার করিতে সমর্থ হইব? আমার কোন জনবল নাই, উপযুক্ত ধনবল নাই, প্রাকৃত-লোকমোহকরী বিদ্যাবুদ্ধি নাই, জাগতিক কোনপ্রকার সম্পদই নাই, আমা' দ্বারা কিরূপে ঐরূপ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইবে? গুরুবর্গের মনোঽভীষ্ট বুঝি প্রচার করিতে পারিলাম না,"—ইহা ভাবিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে অবস্থান এবং ভক্তিগ্রন্থ প্রচারাদিও সম্ভব হইল না ভাবিয়া অত্যন্ত হতাশের ন্যায় লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুর উপদেশামৃতের একাদশটি শ্লোকের মধ্যে আটটি শ্লোকের অনুবৃত্তি রচনা করিয়াও স্থগিত রাখিলেন। এই সময় একদিন প্রভুপাদ রাত্রিকালে স্বপ্নসমাধিযোগে দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীধামমায়াপুর-যোগপীঠের নাটমন্দিরের পূর্ব্বদিক্ হইতে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কীর্ত্তনদলীর সহিত শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলীতে আরোহণ করিতেছেন; সঙ্গে গোস্বামি-আচার্য্যবৃন্দ এবং বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি গুরুবর্গ সকলেই দিব্যমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া শ্রীলপ্রভুপাদকে প্রত্যক্ষভাবে আদেশ করিয়া বলিতেছেন—"তুমি ভাবনা কর কেন? শুদ্ধভক্তি-সংস্থাপন কার্য্য আরম্ভ কর—সর্ব্বত্র গৌরবাণী প্রচার কর—গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামের সেবা বিস্তার কর; আমরা সকলেই নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি; তোমার এই শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কার্য্যে সর্ব্বক্ষণই আমাদের সাহায্য পাইবে, তোমার পশ্চাতে অনন্ত লোকবল, অপরিমিত ধনবল, অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রভৃতি অপেক্ষা করিতেছে; যখন যাহা আবশ্যক হইবে, তখনই সেই সকল উপস্থিত হইয়া তোমার ভক্তি-প্রচার-সেবায় নিত্য নিযুক্ত রহিবে। তুমি পূর্ণ উদ্যমে জগতের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল-প্রেমধর্ম্মের কথা-প্রচারে অগ্রসর হও। কোন প্রকার জাগতিক বাধা-বিপত্তি তোমার এই কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না। আমরা সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে রহিয়াছি।"—"শ্রীসজ্জনতোষণী-জয়শ্রী"

শ্রীল প্রভুপাদ উপরি উক্ত স্বপ্নসমাধির কথা পরদিবস প্রাতে তাঁহার কতিপয় অনুগত ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন। তদবধি তিনি কোটিগুণ প্রোৎসাহের লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষ্য-প্রণয়ন, বহু শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ-প্রচার, সজ্জনতোষণী, গৌড়ীয়, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ প্রভৃতি মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রসমূহে প্রবন্ধ প্রদান, সহস্র-সহস্র অসমতবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপন প্রভৃতি নানা উপায়ে জগন্মঙ্গল বিধান করিতেছেন। শ্রীভগবন্নাম, ধাম ও কাম-সম্বন্ধে প্রাকৃত দর্শনোত্থ বিচার-ধারাকে প্রভুপাদ "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" ভাবে মুহুর্মুহুঃ শতশত গুরুগম্ভীর ভাষ্যনির্ঘোষে সাবধান করিতেছেন। জগতে যত বড় প্রতিষ্ঠাশালী লোকই হউন না কেন, প্রভুপাদ কখনও তাঁহারও নিকট নিরস্ত-কুণ্ঠক বাস্তবসত্যের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনে ইতস্ততঃ করেন নাই, চক্ষুলজ্জার খাতিরে বা প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির আশায় তথাকথিত বড়লোকের পায়-ধোয়া বা জগতের চাহিদামত অনুত্তিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাবৃত কথাকে মহাপ্রভুর কথার সহিত সমাসনে বসাইতে প্রভুপাদ কখনই অনুমোদন করেন নাই। শুদ্ধভক্তির বিচার হইতে যিনি একবিন্দুও এদিক্ ওদিক্ হইতে চাহেন, তিনি প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয়জন হইলেও প্রভুপাদ তাঁহার কার্য্যে প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই বা করেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার "শ্রীগুরুপাদপদ্ম গুরুরূপ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকরস্থানে সকল

দর্শনের আরোপ করেন। আমরাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন-বিনোদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশেই সকল কার্য্য করি।"—এই শ্রীদুর্ব্বাসা যে স্বরূপ-রূপানুগত্যময় আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই ভক্তিপথের পথিকগণের একমাত্র পথপ্রদর্শক হইলে শ্রীধামের ও শ্রীগৌরসুন্দরোদ্দীষ্টের চিন্ময়রোপলব্ধি সম্ভব হইবে এবং সেবার সহিত ঐকান্তিকতার উদয় হইবে।

শ্রীধামের ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়াছে, ইঞ্জিনে হুইসল (whistle) দিয়াছে, এই মুহূর্ত্তে উঠিয়া না পড়িলে প্লাটফর্ম্মে পড়িয়া হাহুতাশ করিতে হইবে, সদাগতে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, দুঃসঙ্গ আসিয়া আক্রমণ করিয়া বহুজন্মের সাধন ভজন পিছাইয়া দিবে, এই বিষয়টি বিশেষ-ভাবে দেখাও হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণ হইতে কোন সময় জীব-প্রতি অভাব বশতঃ হইয়া তাঁহার নিত্যশক্তিকে জীবোদ্ধারার্থ পাঠাইয়া থাকেন; তাহা এত সুলভ নহে যে, যখন তখন পাওয়া যাইবে। সুতরাং যাঁহারা সেই বস্তুকে সর্ব্বকাল-সুলভ বিবেচনায় বর্ত্তমান সুযোগ হারাইবার বিচার করেন, তাঁহাদের বিচার পরিণামে অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। তাই মহাজনগণ বলিয়া থাকেন—

জীবন সমাপ্তি-কালে করিব ভজন,
এবে আমি গৃহসুখ।
কখনও একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এযে পশুজনোচিত।
আজি বা শতেকবর্ষে অবশ্যমরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যতদীন পরে সেব গোবিন্দ-চরণ,
জীবনের স্থির নাই।
সংসার নির্ব্বাহ করি' যাব আমি বৃন্দাবন,
এমনে করিবারে করিতেছি সুযতন,
—এ আশায় নাহি প্রয়োজন;
এমন দুরাশা-বশে যাবে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন।
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণগুণ গাও,
"গৃহে স্থিতা বনে যাত, ইবে তর্ক অকারণ॥"

"ন সদিদং জগদিত্যবধারয়"—এই বাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া যাঁহারা ভোগাগার গৃহ-পরিক্রমার বিচারের পরিবর্ত্তে শ্রীধামের অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার পরিক্রমার বিচার বরণ করেন, তাঁহারাই চিন্ময়চক্ষুষ্মান্ হইয়া চিদ্ধামের সৌন্দর্য্যদর্শনে আত্মহারা হন।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের মর্ম্মার্থ বিচারে—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের ঐকান্তিক আনুগত্যে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্য পরিহার-পূর্ব্বক যে স্বতন্ত্রতার আবাহন করা হয়, নিজ ক্ষুদ্র ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিকেই বহুমানন-পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের শিক্ষা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির আনুগত্যে ঔদাসীন্য-প্রকাশ-দ্বারা যে কৃষ্ণানুশীলনের ব্যাঘাতকতা, তদ্দ্বারা যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ আদৌ সম্ভব হইতে পারে না, তাহাই শ্রীধাম-পরিক্রমার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কথা। যিনি নিষ্কপটে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-মূলে সর্ব্বপ্রথমে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারে প্রবিষ্ট হইতে চাহেন, তাঁহারই ভাগ্যে শ্রীগৌরধামের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধির বিষয় হইবে—তিনিই "ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু ভাগ্যফলে যেবি কিছু সুকৃতমূলে"-রূপ মহাভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিবেন।

যাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া প্রাকৃত-চক্ষুর্দ্বারা ধাম-দর্শনের বাস্তবিকতা বরণ করেন, প্রাকৃত ভৌগোলিক তথ্য, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তীর মাত্রায় লইয়া শ্রীগৌরগতপ্রাণ মহাজনগণের চিন্ময় দর্শনের প্রাতিভাষ করেন, তাহাকে তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ দর্শনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহেন, তাঁহারা কখনই ধামের স্বরূপ বুঝিবেন না, ধাম চিরকালই তাঁহা-দিগকে বঞ্চনা করিবেন। শ্রীধামের স্বরূপোপলব্ধির জন্য একান্ত অভিলাষী হইয়া যাঁহারা শ্রীধামেশ্বরের শ্রেষ্ঠজনের শরণাপন্ন হন, তাঁহারাই—

"কভু স্বপ্নে, কভু ধ্যানে; কভু দৃষ্টিযোগে।
ধামের দর্শন পান ভক্তির সংযোগে॥"

নিত্যসিদ্ধ গৌরপরিকর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম-সার।
শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মার আদি হ'য়ে পার॥
বৈকুণ্ঠের পর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলোক।
তদূর্দ্ধে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক॥

সেই লোক দুই ভাবে রসত্ব প্রকাশ।
মাধুর্য্য ঔদার্য্য ভেদে রসের বিলাস।
মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পূর্ণরূপে অবস্থিত।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পূর্ণরূপেতে বিহিত।
তথাপিও যে প্রকাশে মাধুর্য্য প্রধান।
বৃন্দাবন বলি তারে জানে ভাগ্যবান্॥
যে প্রকাশে ঔদার্য্যপ্রধান নিত্য রয়।
সেই নবদ্বীপধাম সর্ব্ববেদে কয়॥
বৃন্দাবন নবদ্বীপে নাহি কিছু ভেদ।
রসের প্রকাশ-ভেদে করয় প্রভেদ॥
এই ধাম নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় অনন্ত।
জড়বুদ্ধি জনে তার নাহি পায় অন্ত॥
হ্লাদিনীপ্রভাবে জীব ছাড়ি জড়কর্ম্ম।
নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান-বলে পায় তার মর্ম্ম॥

চতুর্দ্দশভূবনাত্মক শ্রীব্রহ্মমণ্ডলের মধ্যে ষোলক্রোশ-ব্যাপী শ্রীবৃন্দাবনধাম যেমন যমুনা-বেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা শোভমান, সেইরূপ একবিংশতিযোজনব্যাপী শ্রীগৌড়মণ্ডলের মধ্যেও ষোলক্রোশব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম শ্রীজাহ্নবীদেবিত হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বচিন্ময়-সৌন্দর্য্যের আকরভূমিরূপে বিদ্যমান। শ্রীব্রজভূমির ন্যায় শ্রীনবদ্বীপধামেও সপ্ততীর্থ বিরাজিত। শ্রীধামের স্বভাব—শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির যে লক্ষিনী-প্রভাব, তাহারই পরিণতি। এস্থানের জল স্থল বৃক্ষ প্রভৃতি সকলই চিন্ময়। তথায় কৃষ্ণশক্তির সর্ব্বদা বিদ্যমান। এই শ্রীনবদ্বীপধাম—"অষ্টদলপদ্ম যেন জলেতে ভাসয়।" অষ্ট-দলপদ্ম-স্বরূপ অষ্টদ্বীপ-মধ্যে কর্ণিকারূপে অন্তর্দ্বীপ অবস্থিত, তাহার মধ্যে "মধ্যবিন্দু-টীপ" রূপে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে "শ্রীধাম মায়াপুর" বিরাজিত। এই শ্রীমায়াপুরযোগপীঠ সর্ব্বদা গোলাকার। 'নিজসহস্রবসু ইথার পরিধি প্রমাণ।' এই স্থানে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেব নিত্য বিহার করেন। যদিও লোকদৃষ্ট্যে শ্রীগৌরবিগ্রহের সন্ন্যাসী হইয়া দেশদেশান্তর ভ্রমণ করেন, তথাপি 'বস্তুতঃ গৌরাঙ্গ মোর নবদ্বীপ ধাম। ছাড়িয়া না যায় কভু মায়াপুর-গ্রাম॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার চিন্ময় অনুভূতিবলে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্যে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা গৌরভক্ত-মাত্রেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিত্য পাঠ্য ও আস্বাদনীয়। বৎসরান্তে পরিক্রমার সময় কেবল একবার শ্রীধাম-মাহাত্ম্য অনুরাগ-প্রদর্শন, পরে আর শ্রীধামের কোন কথা মনে রাখার দরকার হইবে না, তাহা শ্রীধাম-প্রীতির পরিচায়ক নহে। শ্রীধাম নিত্য অনুশীলনীয়; শ্রীধাম আশ্রয়ে শ্রীধামবাসীর একান্ত আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধাম ও শ্রীধাম-সেবার বিচার উদিত হইতে পারে না।

শ্রীগৌরজনসঙ্গে গৌর-ধাম-পরিক্রমায় চৌষট্টি প্রকার ভক্তাঙ্গ অতি সহজে যাজিত হইয়া থাকে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের আনুগত্যে শ্রীধাম-মাহাত্ম্য যাঁহার নিত্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের বিষয়, তিনি পৃথিবীর যে কোন স্থানে থাকুন না কেন, মায়ার প্রভাব তাঁহাকে কখনও গ্রাস করিতে পারে না, শ্রীধাম তাঁহাকে সযত্নে কৃপাকর্ষণ করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার ক্রোড়ে স্থান দিয়া থাকেন। শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিয়া প্রত্যহ শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে যোগদান ভজনোন্নতি-লাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। যাঁহারা বিশেষ কোন কারণে দূরদেশে বর্ত্তমান, তাঁহারা ভক্তিপুস্তকদ্বারে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত "শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য-প্রচারিণী" শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-মুখে শ্রীগৌরনিজজনের সহস্র সহস্র ভক্তসঙ্গে হরিকীর্ত্তনরঙ্গে গৌরধাম-পরিক্রমার বিবরণ ও উদ্দেশ আলোচনা এবং শ্রীধামসেবার আনুকূল্য করিলে গৌরধাম পরিক্রমার ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগৌরধামের সেবার জন্য যে সমস্ত-ধামাশ্রিত সেবক দূরে আছেন, তাঁহারা বহির্দ্দর্শনে দূরে থাকিয়াও প্রকৃতপক্ষে শ্রীধামেই বাস করিয়া থাকেন। শ্রীধামের সেবার জন্য যাঁহারা তাঁহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যাঁহার যাহা কিছু আছে, তাহা নিয়োগের বিচার-বিশিষ্ট, তাঁহারা শ্রীধামের অনুগ্রহ লাভ করেন। বহির্দ্দর্শনে যাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, রোগাদি-প্রপীড়িত—শ্রীধামে আসিতে একান্ত অসমর্থ, তাঁহারাও যদি "হা গৌরসুন্দর, হা গৌরধাম, হা গৌরপরিকর, আমাকে কৃপা কর" বলিয়া আন্তরিক ক্রন্দন-দ্বারা আত্মনিবেদন করেন—শ্রীধাম-

পরিক্রমা স্মরণ পূর্ব্বক মানসে পরিক্রমা করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও সকল সজ্ঞানভাবী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের, শ্রীগৌরধামের অহৈতুকী কৃপা পাইতে পারিবেন।

আর যাঁহারা দশবিধনামাপরাধের ফলে (১) ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্যবোধ, (৩) ধামবাসী ও ভজনকারীর প্রতি হিংসা ও ঈর্ষাবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) ভক্তবুদ্ধিতে ধামের নরদেহের অথবা অন্য দেবতার সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্র-নিন্দা এবং (১০) ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস-মূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান—এই দশবিধ ধামাপরাধে বদ্ধজীব, তাঁহারা ধামে গমন, বাস, পরিক্রমা প্রভৃতির ফলনা করিয়াও শ্রীধামের কৃপা হইতে চিরবঞ্চিত। পালিশ অর্থাৎ ভগবদ্বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির প্রতি শ্রীধামের প্রভাব বা বজ্রশক্তি হয়ত কোন সময় ভাগ্যোদয় হেন; কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরাধকালীতে শ্রীধামের ছায়াস্পর্শ দ্বারা চিরকালই বঞ্চনা করিয়া থাকেন।

শ্রীধামের ক্ষেত্রপাল মহাদেব ও যোগমায়া চিচ্ছক্তিই শ্রীধামের দেবোন্মুখ জীবকে কৃপাপূর্ব্বক শ্রীধামে প্রবেশের অধিকার প্রদান করেন এবং চিন্ময় নেত্র দান করিয়া শ্রীধামের দিব্য চিন্ময় সৌন্দর্য্য দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করেন। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত কেহই শ্রীধামে প্রবেশ করিতে পারেন না—ধামের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হন।

শ্রীধাম নবদ্বীপকে ভক্তিরসতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নববিধা ভক্তির পীঠস্থানরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যথা—"নবদ্বীপ নাম ঐছে ত্রিজগতে। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি যাতে॥" ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ—এই দ্বীপচতুষ্টয় যথাক্রমে আত্মনিবেদন, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণরূপা ভক্তিযজনময়। এবং পশ্চিমপারে কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদ্রুম ও রুদ্রদ্বীপ—এই দ্বীপপঞ্চক যথাক্রমে পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্যরূপা ভক্তিযজনময়। চৌষট্টিপ্রকার প্রধান ভক্তাঙ্গের মধ্যে উপরিউক্ত নববিধা ভক্ত্যঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই নামকে নামীর অভিন্নজ্ঞানে নিরপরাধে গ্রহণ করিতে পারিলেই প্রেমধন-লাভে সম্ভব হইতে পারে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—যিনি নিজেকে জানাইয়া বিশ্ব ধন্য করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজনামগানে নিজেই উন্মত্ত, যিনি জগজ্জীবের একান্তধামে সাধন ও সাধ্যরূপ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক, সেই সঙ্কীর্ত্তনাথ মহাবদান্য গৌরহরির অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলরস-স্বভক্তিশ্রী-পরিব্যাপ্ত — সঙ্কীর্ত্তনরসামৃত-পরিপ্লাবিত — শ্রীচরণরেণু-পরিপূরিত অপ্রাকৃত বিলাসময় নবদ্বীপধামের স্থাবর জঙ্গম—গগন, পবন, প্রতিরেণুকণ সঙ্কীর্ত্তনরাসরসোদ্দীপী গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনলীলারসোদ্দীপক হওয়ায় শ্রীগৌরহরির নিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীবার্ষভানবী দয়িতদাস প্রভুবর প্রমুখ আচার্য্যবর্গ সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌরধাম পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে আত্মনিবেদন ব্যতীত শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গযজন-চেষ্টা প্রস্ফুটিত পুষ্পে পুষ্প গ্রথিত করিবার চেষ্টার ন্যায় নিরর্থকই হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রথমদিন আত্মনিবেদনের কথা আলোচিত হয় এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যথাক্রমে শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গের কথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অদ্য (৭ই মার্চ্চ) পরিক্রমার নবম দিবস। পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী শ্রীযোগমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-মহোৎসবে যোগদান করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের

কতিপয় টীকা ও নিবন্ধ-গ্রন্থ

১। শ্রীল-সনাতন-গোস্বামি-কৃতং বৃহদ্ভাগবতামৃতম্, ২। ঐ কৃতা দশমস্কন্ধস্য বৃহদ্-বৈষ্ণব-তোষণী; ৩। শ্রীল-রূপ-গোস্বামিকৃতং সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্; ৪। ঐ কৃতঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ৫। শ্রীল-জীবগোস্বামিকৃতঃ গোপালচম্পূঃ; ৬। ঐ কৃতঃ ষট্‌সন্দর্ভাত্মকঃ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভঃ—(ক) তত্ত্বসন্দর্ভঃ, (খ) ভগবৎ-সন্দর্ভঃ, (গ) পরমাত্ম-সন্দর্ভঃ, (ঘ) কৃষ্ণ-সন্দর্ভঃ, (ঙ) ভক্তি-সন্দর্ভঃ, (চ) প্রীতি-সন্দর্ভঃ; ৭। ঐ কৃতঃ ক্রম-সন্দর্ভঃ; ৮। ঐ কৃতঃ দশম-স্কন্ধস্য বৃহৎ-ক্রম-সন্দর্ভঃ (?); ৯। ঐ কৃতা সর্ব্ব-সম্বাদিনী; ১০। ঐ কৃতা দশম-স্কন্ধস্য (লঘু বা সংক্ষেপ) বৈষ্ণব-তোষণী; ১১। শ্রীল-কবি-কর্ণপূরকৃতঃ আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ; ১২। শ্রীল-বৃন্দাবন-দাস-ঠাকুর কৃতং শ্রীচৈতন্যভাগবতম্, ১৩। শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-প্রভু-কৃতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্; ১৪। শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকা; ১৫। শ্রীবলদেব-বিদ্যা-ভূষণ-কৃতং সিদ্ধান্তরত্নম্; ১৬। ঐ কৃতা দশম-স্কন্ধস্য বৈষ্ণবানন্দিনী টীকা; ১৭। ঐ কৃতং সিদ্ধান্ত-দর্পণম্; ১৮। শ্রীল-ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃতা শ্রীভাগবতার্কমরীচি-মালা; ১৯। ঐ কৃতা শ্রীকৃষ্ণসংহিতা; ২০। Thakur Vaktivinode's Bhagabat Speech; ২১। শ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত গৌড়ীয়-ভাষ্য; ২২। ব্রহ্মসংহিতা; ২৩। মন্ত্র-ভাগবতম্; ২৪। শ্রীজয়দেবকবি কৃতং গীতগোবিন্দম্; ২৫। গোবিন্দ-বিদ্যাবিনোদ-কৃতঃ ভাগবতসারঃ; ২৬। বৃন্দাবনগোস্বামি-কৃতং ভাগবত-রহস্যম্; ২৭। অমৃততরঙ্গিনী; ২৮। আত্মপ্রিয়া; ২৯। কৃষ্ণপদী, ৩০। দশমূল শিক্ষা, ৩১। অমৃতধারা, ৩২। তত্ত্বপ্রদীপিকা, ৩৩। তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা; ৩৪। তাৎপর্য্যপ্রদীপিকা, ৩৫। ভগবল্লীলাচিন্তামণিঃ; ৩৬। রসমঞ্জরী, ৩৭। ভক্তপ্রিয়া; ৩৮। শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃতঃ ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ; ৩৯। নরহরিকৃতা ভাবার্থ-দীপিকা; ৪০। প্রবোধিনী; ৪১। জনার্দ্দন ভট্টকৃতা টীকা; ৪২। নরহরিকৃতা টীকা, ৪৩। শ্রীনিবাসকৃতঃ প্রকাশঃ; ৪৪। কল্যাণরায়-কৃতা তত্ত্বদীপিকা; ৪৫। কৃষ্ণভট্টকৃতা টীকা; ৪৬। কৌরসাধুকৃতা টীকা; ৪৭। গোপালচক্রবর্ত্তিকৃতা টীকা; ৪৮। চূড়ামণি-চক্রবর্ত্তিকৃতা অন্বয়বোধিনী, ৪৯। নরসিংহাচার্য্যকৃতা ভাবপ্রকাশিকা, ৫০। নারায়ণকৃত চক্রবর্ত্তি-ভাষ্য; ৫১। কেশবাদি-কৃতা টীকা; ৫২। যদুপতিকৃতা টীকা; ৫৩। বল্লভাচার্য্য-কৃতা সুবোধিনী; ৫৪। বিশ্বম্ভরকৃতা পদরত্নাবলী; ৫৫। বিঠ্ঠলকৃতা টীকা; ৫৬। বিশ্বেশ্বরনাথকৃতং ভাগবত-পুরাণ-প্রামাণ্যম্; ৫৭। বীররাঘবাচার্য্যকৃতা ভাগবত-চক্র-চন্দ্রিকা; ৫৮। বিষ্ণুস্বামিকৃতা টীকা; ৫৯। ব্রহ্ম-কৃষ্ণকৃতা টীকা; ৬০। শিবরামকৃতা ভাবার্থদীপিকা; ৬১। শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃতা টীকা; ৬২। শ্রীধরস্বামিকৃতা ভাবার্থ-দীপিকা; ৬৩। কেশবধারকৃতা ভাবার্থদীপিকা-মেহপুরস্থ; ৬৪। সত্যাভিনবতীর্থকৃতা টীকা; ৬৫। সুদর্শনসূরী-কৃতা টীকা; ৬৬। হরিভাস্করকৃতা ভাগবতপুরাণার্ক প্রভা; ৬৭। গিরিধরকৃতা বালপ্রবোধিনী, ৬৮। তন্ত্রভাগম্; ৬৯। বাসনাভাষ্যম্; ৭০। ভাগবতচূর্ণিকা; ৭১। মহদুক্তিঃ; ৭২। বিদ্বৎকামধেনুঃ; ৭৩। শুকহৃদয়ম্; ৭৪। পরমহংস-প্রিয়া; ৭৫। রামকৃষ্ণকৃতা ভাগবতকৌমুদী; ৭৬। সদানন্দ-কৃতং ভাগবতপঞ্চরত্নব্যাখ্যানম্; ৭৭। কবিরামকৃতা ভাগবত-প্রথম-শ্লোক-টীকা; ৭৮। বংশীধরশর্ম্মকৃতং ভাগবতান্ত-পদ্য-ব্যাখ্যানতন্ত্রম্, ৭৯। ভাগবতলীলাকল্পক্রমঃ; ৮০। বাণকৃষ্ণ-দীক্ষিত-কৃতা সুবোধিনী, ৮১। বাসুদেব-কৃতা বৃহদ্রঞ্জনী, ৮২। বল্লভাচার্য্যকৃতঃ ভাগবততত্ত্বদীপঃ; ৮৩। ঐ কৃতঃ ভাগবততত্ত্ব-নিবন্ধঃ; ৮৪। পুরুষোত্তমকৃতা ভাগবতনিবন্ধ-যোজনা, ৮৫। শ্রীধরকৃতঃ ভাগবততত্ত্বদীপ-প্রকাশ-আবরণভঙ্গঃ, ৮৬। বিঠ্ঠল দীক্ষিতকৃতঃ নিবন্ধবিবৃতি-প্রকাশঃ; ৮৭। বল্লভাচার্য্যকৃতা অণুভাষ্যটিকা; ৮৮। বেদস্তুতি-ব্যাখ্যা; ৮৯। রাধাচরণ গোস্বামিকৃতং ভাবার্থ-দীপিকাকীর্ত্তনম্; ৯০। সংক্ষোপকারিণী; ৯১। ব্রহ্মানন্দ-

তাহরীকৃতঃ শ্রীভাগবতক্রমসারঃ; ১২। শিবরামকৃতা ভাগবতপদ্যানির্বাচন-মঞ্জরী; ১৩। গোপালকৃতঃ অনুক্রমঃ; ১৪। ঐ কৃতং বৃত্তাকলনম্; ১৫। ঐ কৃতা ধরিণীলা; ১৬। পুরশ্চর্যা; ১৭। প্রহর্ষণী; ১৮। মুনিপ্রকাশিকা; ১৯। বোধিনীসারঃ; ১০০। মাধবীয়ম্; ১০১। বামনী; ১০২। একশ্লোকী; ১০৩। শিবপ্রকাশ-নিরূপিতঃ ভাগবত-তত্ত্ব-ভাবঃ; ১০৪ রামানন্দাবধূত-কথিতঃ ভাগবততত্ত্ব-সারঃ; ১০৫। কেশবকথিতঃ ভাগবত-দশমস্কন্ধ-কথা-সংগ্রহঃ [illegible] কাশীনাথকৃতঃ শ্রীভাগবতচম্পূঃ; ১০৭। অজ্ঞাতগ্রন্থকৃতঃ শ্রীভাগবতচম্পূঃ; ১০৮। চিরঞ্জীবকৃতঃ শ্রীভাগবতচম্পূঃ; ১০৯। রঘুনাথকবিকৃতঃ ভাগবতচম্পূঃ; ১১০। ভাগবতম্; ১১১। ভাগবতপুরাণ-শ্লোকপঞ্জরী; [illegible] ভাগবতপুরাণ-বিচারবিবরণম্; ১১৩। শ্রিয়াদাস-ভাগবতপুরাণ প্রকাশঃ; ১১৪। বিষ্ণুপুরীকৃতা ভাগবতানুক্রম্ ঐ কৃতা ভক্তি-রত্নাবলী; ১১৬। ভাগবতপুরাণপ্রসঙ্গ দৃষ্টান্তাবলী; ১১৭। ভাগবতপুরাণ-দুর্বহ-সংগ্রহঃ; ১১৮। ভাগবতপুরাণ-বন্দনম্; [illegible] রামানন্দতীর্থ-কৃতা ভাষার্থদীপিকা-প্রকরণ-ক্রম-সংগ্রহঃ; ১২০। ঐ কৃতঃ ভাষার্থদীপিকা-সংগ্রহঃ; ১২১ ঐ কৃতা ভাগবতপুরাণ-মঞ্জরী; ১২২। ঐ কৃতঃ ভাগবত-পুরাণ-তত্ত্ব-সংগ্রহঃ; ১২৩। ঐ কৃতঃ ভাগবতপুরাণপাঠঃ; ১২৪। বৃহদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্; ১২৫। লঘুভাগবতমাহাত্ম্যম্; ১২৬। অজ্ঞাতনারায়ণ-কৃতা ভাগবতপুরাণ-সূচিকা; ১২৭। পুরুষোত্তমকৃতঃ ভাগবতপুরাণ-বস্তুনির্বিষয়ক-সঙ্গতিনিরাসঃ; ১২৮। শ্রীনাথকৃতঃ ভাগবতপুরাণ-বস্তুন-বিষয়ক-সঙ্গতি-নিরাসঃ; ১২৯। গণেশকৃতা ভাগবতাদিতোষিণী; ১৩০। ভাগবতপ্রতি-গীতা; ১৩১। ভাগবত-সংক্ষেপ-ব্যাখ্যা; ১৩২। ভাগবত-সংগ্রহঃ; ১৩৩। ভাগবতসার-সংগ্রহঃ ১৩৪। ভাগবতসারসমুচ্চয়ঃ; ১৩৫। ভাগবতনিত্যানুসন্ধানপ্রয়োগঃ; ১৩৬। ভাগবত-স্তোত্রম্; ১৩৭। ভাগবতামৃতকর্ণিকা; ১৩৮। ভাগবতাষ্টকম্; ১৩৯। ভাগবতোৎপলম্; ১৪০। ভাগবতাদি-ত্রয়ম্; ১৪১। রামাশ্রমকৃতা দুর্জ্ঞেয়-সুখবোধিকা টীকা; ১৪২। ভাগবত-শ্লোকানুক্রমণিকা; ১৪৩। ভাগবতপুরাণানু-ক্রমণিকা, ১৪৪। নিম্বার্কীয় শুকদেবকৃতঃ সিদ্ধান্ত-প্রদীপঃ ইত্যাদি।

ভ্রম-সংশোধন

গত "শ্রীশ্রীবাসপূজা-সংখ্যা" (১৪শ বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা) গৌড়ীয়ের "বৈশিষ্ট্যে শ্রী-চরণার্চ্চন" প্রবন্ধের '৫০' এই মুদ্রিত অনুচ্ছেদের (Para)-সংখ্যার পরিবর্ত্তে '৫০' এই মুদ্রণসংখ্যা হইবে। অর্থাৎ ৪৯তম অনুচ্ছেদের নিম্নাংশে যে ৫০তম অনুচ্ছেদে বিভাগ করা হইয়াছিল, তাহা হইবে না; উহা ঐ ৪৯তম অনুচ্ছেদেরই অন্তর্গত। ৫১তম অনুচ্ছেদটিই '৫০তম' হইবে। আর উক্ত সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৪০৮ পৃষ্ঠার ৪৬তম অনুচ্ছেদে "কমলার কোমল শ্রীচরণযাক্তলাভে কমলাকান্তের সেবা" পাঠ-স্থলে "কোমলার কোমল শ্রীচরণযাক্ত-লাভে কোমলাকান্তের সেবা"—এইরূপ পাঠ হইবে। 'কোমলা' শব্দে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে অর্চ্চন-পদ্ধতি বৃহৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ব্যক্তিমাত্রেরই এই অর্চ্চন-পদ্ধতি-সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতিবর্ষের ন্যায় এবার 'গৌড়ীয়' একসপ্তাহ অপ্রকাশিত থাকিবেন, অর্থাৎ ৩১শ সংখ্যা আগামী ১৬ই মার্চ্চ শনিবারের পরিবর্ত্তে তৎপরবর্ত্তী ২১শে মার্চ্চ শনিবার প্রকাশিত হইবেন।

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই চৈত্র, ১৩৪২, ২১শে মার্চ্চ, ১৯৩৬ | ৫২শ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার দ্বিচত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী

স্থান—শ্রীধামমায়াপুর-যোগপীঠের শ্রীমন্দির

কাল—৩০ গোবিন্দ, ৪৪৯ গৌরাব্দ ; শ্রীগৌরপূর্ণিমা

গত ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪২ ; ৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৬ রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার দ্বিচত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পাদিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমপার্শ্বে কৃপাচ্ছাদনবিশিষ্ট উচ্চ-বেদীর উপর সভাপতির আসন সজ্জিত হইয়াছিল। সভায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সান্যাল বি-এল্ মহাশয়ের সমর্থনে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সভাপতির আসন গ্রহণকৃত করিলে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয় 'যশোমতী-নন্দন' এই শ্রীতিটি উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করিয়া সভাপতির নির্দ্দেশ অনুসারে গৌড়ীয়পত্রের ১৩শ খণ্ড, ৩৩শ—৩৪শ সংখ্যা হইতে বিগত বর্ষের সভার বিবরণ পাঠ করেন। অতঃপর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয়ের প্রস্তাবে ও গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহোদয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সজ্জনগণ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হন :—

(১) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, পাটনা
(২) শ্রীযুক্ত বিনোদগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটনা
(৩) শেঠ শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস ডালমিয়া
(৪) শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ সরকার, ব্যাড্‌ভোকেট, বগুড়া
(৫) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনগুপ্ত, রিটায়ার্ড পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার, বরিশাল
(৬) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস, মার্চ্চেণ্ট, খুলনা
(৭) শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দাস, মার্চ্চেণ্ট

অনন্তর সভাপতি প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় বর্ষারম্ভে শ্রীধামমায়াপুর পরিক্রমাপীঠ হইতে গভর্ণমেণ্ট-প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা-প্রবর্ত্তিত ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নামের তালিকা পাঠ করেন :—

গভর্ণমেণ্টাধীন সংস্কৃত-পরীক্ষার ফল

পুরাণ—উপাধি-পরীক্ষায়

১। শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ (২য় বিভাগ)

হরিনামামৃত-ব্যাকরণ—মধ্য পরীক্ষায়

১। শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী (২য় বিভাগ)

হরিনামামৃত-ব্যাকরণ—আদ্য পরীক্ষায়

১। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী (২য় বিভাগ)
২। শ্রীবনমালীদাস অধিকারী (ঐ)
৩। শ্রীঅমৃতানন্দ দাস অধিকারী (ঐ)

কাব্য—আদ্য পরীক্ষায়

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় (২য় বিভাগ)
শ্রীরাধবিহারী দাস (২য় বিভাগ)

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

মধ্যম বিভাগ

শ্রীবসুধবিহারী চক্রবর্ত্তী

সাধারণ বিভাগ

শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী
শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী
শ্রীঅতিকাচরণ মণ্ডল
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী
৪। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
৬। শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী
৭। শ্রীযুক্ত শ্রীবনমোহন রায়
৮। শ্রীনিবেদনাথ দাশগুপ্ত বি-এ
৯। শ্রীকানাইলাল দাস

অতঃপর সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ-ক্রমে মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের পরলোকগমনে বিরহ প্রকাশ করেন।

(১) শ্রীপাদ সকলসুহৃৎ দাসাধিকারী (সুপ্রসন্ন রায়, ঢাকা)
(২) শ্রীপাদ জীবনকৃষ্ণ দাস অধিকারী
(৩) শ্রীবিহারীদাস ব্রজবাসী
(৪) শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর ব্রজবাসী ভক্তিযজ্ঞ
(৫) শ্রীযুত মন্মথনাথ সেন
(৬) স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
(৭) শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী
(৮) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম প্রভৃতি মাতৃদেবী।

তৎপর (গত ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ ; ইং ২৪শে নবেম্বর, ১৯৩৫) পারমহংস্য বেষাশ্রম-প্রাপ্ত শ্রীপাদ ভক্তিবিহারী দাস বাবাজী মহাশয়ের নাম ও সেবাচেষ্টা কীর্ত্তন করা হয়।

অনন্তর শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানবর্ষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান-নিমিত্ত শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা হইতে যাঁহারা ভক্তিসূচক উপাধি ও নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের ললাটে প্রসাদি-চন্দন লেপন-পূর্ব্বক হস্তে প্রসাদি-নির্ম্মাল্য-সহ শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র প্রদান করেন। নিম্নে তাঁহাদিগের নাম ও ভক্তিসূচক উপাধির তালিকা প্রদত্ত হইল। (শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র-সমূহ পরবর্ত্তিসংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।) পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গৌরাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত সজ্জনবৃন্দের নাম ও উপাধি উল্লেখ পূর্ব্বক স্তব কীর্ত্তন করেন।

(১) শ্রীগুরুবিলাস ভক্তিরত্নাকর—"মহোপদেশক"
(২) " কৃষ্ণকান্তি ভক্তিভূষণ—"মহোপদেশক"
(৩) " সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী—"বিদ্যাবারীশ"
(৪) " রাধাগোবিন্দ কবিরত্নাকর্ণ—"রাগতীর্থ"
(৫) " নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—"মহাত্মা"
(৬) " ক্ষেত্রপাল ঘোষ—"ভক্তিহৃদয়"
(৭) " রাধারতন ঘোষ—"ভক্তিচিত্ত" "
(৮) " কবিরাজ মধুসূদন শর্ম্মা—"ভক্তিবিলাসরত্ন"
(৯) " শেঠ শ্রীনিবাস ডালমিয়া—"শ্রেষ্ঠার্য্য"
(১০) " গৌরেন্দ্রনাথ সরকার—"ভক্তিবারিধি"
(১১) " ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ—"ভক্তিভাস্কর"
(১২) " পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার—"ভক্তিমযুখ"
(১৩) " ললিতমোহন বসু—"ভক্তিভূষণ"
(১৪) " উপেন্দ্রনাথ ঘোষ—"ভক্তিভূষণ"
(১৫) " তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মচারী—"ভক্তিসৌধ"
(১৬) " প্রমথনাথ সান্যাল—"ভক্তিভূষণ"
(১৭) " কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব—"বিদ্যাবিশারদ"
(১৮) " বিনোদগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—"ভক্তিবিবেক"
(১৯) " অনন্তরাম ব্রহ্মচারী—"ভক্তিসার"
(২০) " কবিভূষণ ব্রহ্মচারী—"ভক্তিজীবন"
(২১) " নরসিংহ ব্রহ্মচারী—"ভক্তিকাঞ্চন"
(২২) " অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী—"ভক্তিকমল"
(২৩) " হরিচরণ ব্রহ্মচারী—"ভক্তিকিরণ"
(২৪) " নিতাইদাস ব্রহ্মচারী—"রাগালঙ্কার"
(২৫) " ভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী—"ভক্তিবিকাশ"
(২৬) " রাধারমণ ব্রহ্মচারী—"রাগকুসুম"
(২৭) " নন্দকিশোর অধিকারী—"কৃতিদেশিক"
(২৮) " প্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী—"কৃতিকোবিদ"
(২৯) " শ্রীরামদাস অধিকারী—"কৃতিকুশল"
(৩০) " হরিপদ ব্রহ্মচারী—"ভক্তিমযুখ"
(৩১) " রামদাস ব্রহ্মচারী—"ভক্তিমৌলি"
(৩২) " গদাধর অধিকারী—"ভক্তিসুহৃৎ"
(৩৩) " অধমন ব্রহ্মচারী—"ভক্তিসর্ব্বস্ব"
(৩৪) " মনীগোপাল অধিকারী—"ভক্তিস্বরূপ"
(৩৫) " নিতাগোপাল ঘোষ—"ভক্ত্যলঙ্কার"
(৩৬) " সত্যবিপ্রিয় ব্রহ্মচারী—"রাগসুহৃৎ"
(৩৭) " শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী—"ভক্তিবিজ্ঞান"
(৩৮) " রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী—"বিজ্ঞানন্দ"
(৩৯) " হরিকিশোর ব্রহ্মচারী—"ভক্তিপ্রকট"
(৪০) " সত্যমোহন রায়চৌধুরী—"ভক্তিকুতুক"
(৪১) " ডাঃ নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস—"ভক্তিকেবল"
(৪২) " রায়বাহাদুর ডাঃ বসন্তকুমার মৌমিক—"ভক্তিভূষণ"

অনন্তর সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ-ক্রমে আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ বৃন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় বিগতবর্ষে যে সকল গ্রন্থাশ্রিত সেবক ও সজ্জন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় বিভিন্ন-প্রকারে সহায়তা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া শ্রীব্যাসপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এইসকল ধন্যবাদ-প্রাপ্ত সেবক ও সজ্জনগণের নাম পরবর্ত্তিসংখ্যায় প্রকাশ হইবে।

অতঃপর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় সভাপতি প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ-সেবক বৈষ্ণবকুল শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ এবং নিম্নলিখিত ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ মনোহভীষ্ট-প্রচারকার্য্যে ঐকান্তিকী সেবাচেষ্টা উল্লেখ-পূর্ব্বক শ্রীব্যাস-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর ভূর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔডুলোমি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ এবং শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর বাচক মহারাজ।

তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী

মহারাজ সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুযায়ী নিম্নলিখিত মহামহোপদেশক, মহোপদেশক ও উপদেশক পণ্ডিতমণ্ডলীকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান-মন্ত্র শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন :

মহামহোপদেশক—পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ, শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ; **মহোপদেশক**—শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস, শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরোত্তম বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, আচার্য্য শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী ও আচার্য্য শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ এবং **উপদেশক**—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কবিরত্ন, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক ও শ্রীপাদ নরহরি সেবা-বিগ্রহ।

এইপ্রকারে সভার আনুষঙ্গিক কার্য্যাবলী সম্পাদনের পর সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। (অভিভাষণের মর্ম্ম পরবর্ত্তী-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, বারিধারা বর্ষিত না হইলেও বায়ুবেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইবার আশঙ্কা উৎপাদন করিতেছিল, তজ্জন্যই সভার আনুষঙ্গিক-কার্য্য খুব ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদিত করা হইয়াছিল ; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কি অপার অনুগ্রহ যে, যখন তাঁহার নিযুক্ত শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অভিভাষণ আরম্ভ করিলেন, তখন ঝটিকাবেগ প্রশমিত হইয়া আকাশ যেন শান্তভাব ধারণ করিল। শ্রোতৃবৃন্দ প্রশান্ত অন্তঃকরণে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের নির্ব্বাচনানুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহোদয় "শুদ্ধভক্ত চরণরেণু ভজন অনুকূল" এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রাগতীর্থ "অন্তদ্বীপ-শতার্ণব সীমবিদিত" এই গীতিদ্বয় উপলক্ষ্যে সঙ্গীত-রূপে কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গের পরও শ্রীল প্রভুপাদ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সহকারি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ইঞ্জিনীয়ার মহোদয়ের নিকট প্রায় ঘণ্টাদ্বিতীয় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। "উপাস্য ও উপাসনার পরতত্ত্ব, উপাসকের যোগ্যতা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অযাচিতদান-দয়া, "হেনোহ লিঙ্গ-বেদয়া" শ্লোকের তাৎপর্য্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আস্বাদের নাম রূপ, তদ্ধ্বনে জনৈক পণ্ডিতের প্রতিবাদ ও তাহাতে মহাপ্রভুর "নূনং নানা মতোদ্ভাং" শ্লোকোক্তির বিচার প্রভৃতি, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনোক্ত "এত পরিহারেও" পয়ারে ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টির সুনীতিতা ও জগন্মঙ্গল-বিধানের প্রকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শন, শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা ব্যতীত চৈতন্য-কৃপার অনুপলব্ধি, নিত্যানন্দ প্রভুর পতিতোদ্ধারণ-লীলা, শ্রীধাম—প্রাকৃত প্রত্যক্ষানুমান-ঐতিহ্যাদি প্রমাণাতীত অপ্রাকৃত অধোক্ষজ বস্তু, মানবজাতির বুদ্ধিমত্তার চরমোৎকর্ষ কোথায় ? শ্রীরাধাগোবিন্দের গান—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী কেন সর্ব্বোত্তম ইত্যাদি বহুবিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে প্রভুতত্ত্ব, বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-প্রচার-চেষ্টা, শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের পার্থক্য, অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিও আলোচিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এক অপূর্ব্বভাবে বিভাবিত হইয়া এই সকল কথা বলিতেছিলেন। এইসময়ে সন্ধ্যারাত্রিকের শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা বাজিয়া উঠিলে ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশে জয় জয় ধ্বনিতে গৌরগৃহ মুখরিত করিয়া সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনে যোগদান করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া "জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিক শোভা" এই কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ, শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ প্রভৃতি তাঁহার সহিত কীর্ত্তনে যোগদান করেন। ভারতী মহারাজ "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হইল সেই" প্রভৃতি পদে আখর-সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবলীলা কীর্ত্তন করিতে থাকেন ; অনন্তর যখন সকলেই এককালে বাহু তুলিয়া উদ্দণ্ড-নৃত্য-সহকারে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, মুহুর্মুহুঃ সহস্র-সহস্র-সম্মিলিতকণ্ঠে জয়-জয় ধ্বনি উঠিতে লাগিল, তখনকার সে দৃশ্য এক অতি অপূর্ব্ব—ভাষা দ্বারা বর্ণনার অতীত।

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

আমার নমস্কার ভগবদ্ভক্তগণ, সমবেত মহিলাগণ ও সজ্জনবৃন্দ, অদ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মবাসর, শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশন-দিবস। অনেক যোগ্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমার ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অকিঞ্চন ব্যক্তিকে সভাপতির স্থানে অধিষ্ঠিত দেওয়া, আপনাদের মহত্ত্বেরই পরিচয়। তাহাতে দুইটি কাজ হইতেছে—সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য ব্যক্তিও ভগবানের দয়ার ও স্নেহের অধিকারী হইতেছেন, অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ দয়া করুন—এই কথা বলা হইতেছে; আর একটি কথা এই যে, যোগ্যতার অভাব যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকেও যে মর্য্যাদা প্রদত্ত হয়, তাহাতে নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিও যোগ্যতাযুক্ত অর্থাৎ ভগবানের করুণায় প্রচুর পরিমাণে লাভবান্ হইবার যোগ্য হন। ইহাও একটি কৃপাশীর্ব্বাদ, যাহা আজ স্নেহশীল আপনাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অবশ্য "আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া" এই বিচারে এখানে নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আপনাদের স্নেহনিরুদ্ধ হইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইতেছি।

অদ্যকার দিবসের কার্য্য এই যে, বিগতবর্ষে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা প্রচারার্থ নানাভাবে প্রচুরপরিমাণে যত্ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। ইহা শ্রীধামপ্রচারিণীসভার সভ্যগণের বিশেষ কর্ত্তব্য। যে-সকল ব্যক্তি প্রচুরপরিমাণে মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের সেবাকার্য্যের বিচার ও স্বীকার-সূচক, তাঁহাদিগের মধ্যে কতককে ধন্যবাদ ও কতককে ভক্তিসূচক নাম প্রদত্ত হইতেছে। যদি আমরা এগুলি না করি, তাহা হইলে অকৃতজ্ঞতা হইবে।

অবশ্য শ্রীধামের সম্বন্ধে আপনারা জানেন যে, কতকগুলি Mischief monger—চরান্বা নানাপ্রকার গোরাঙ্গা করিয়া শ্রীধামের প্রতি লোকের ধারণাতে 'এইটি প্রাচীন স্থান কি না'—এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে স্থানে তাঁহার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই স্থান এখানে কি না, ইহাই তাহাদের সন্দেহের কারণ। এই স্থানটি বহুদিন হইতেই অনাদৃতভাবে লোকের নির্জ্জিতাক্রমে অথবা অন্যান্য নানাকারণে লোকলোচনে লুপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে লোকের আদরের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। এই অনাদৃত স্থানটিই যে সমগ্র বঙ্গদেশের—সমগ্র ভারতের—সমগ্র জম্বুদ্বীপের—সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান, তাহার উপলব্ধি অনেকেরই ছিল না। যেখানে একদিন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা পরম সৌভাগ্যবন্ত ব্যক্তিগণের নিকট স্থাপিত হইয়াছিল, এই সেই স্থান; কিন্তু কতকগুলি ভাগবতবিরোধী মৎসর সাহিত্যিকক্রব অসদ্ব্যক্তি নানাপ্রকার কুচেষ্টা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের বহুপ্রযত্নলব্ধ অনেক অর্থের অপব্যয় করাইয়া এখানের মায়াপুর-প্রচারের বিরুদ্ধে দৌরাত্ম্য করিতেছিল। শ্রীভগবদ্বিচারের কালের কঠোর দণ্ডে তাহারা সকলেই দণ্ডিত হইয়াছে। পাষণ্ডী ভক্তিবিরোধিজনগণের চিন্তাস্রোত এই যে,—ভগবদ্ভক্তি জগৎ হইতে উঠিয়া যাউক, ভগবদ্ভক্তের প্রচারে যত প্রকার বাধা দেওয়া সম্ভব, তাহার কোনই ত্রুটি না হউক। উহাদের বিদ্যাবুদ্ধি নিতান্ত অল্প, বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান-সামর্থ্য কিছুই নাই, কেবল গায়ের জোরে কতকগুলি নিরীহ নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে বিপথগামী করিবার জন্য অন্যথা কুচেষ্টা করিয়াছে গত ৩০ বৎসর ধরিয়া। তাহাদের জ্ঞানকথা কিছুই নাই অথচ অকারণ কতকগুলি মতবাদ উত্থাপন করিয়া বাস্তবসত্যের প্রতি বিরোধ উপস্থিত করিবে। সেই সকল মৎসর-স্বভাববিশিষ্ট-ব্যক্তিগণের দ্বারাই যদি বঙ্গদেশ আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে এদেশের বড়ই দুর্ভাগ্য জানিতে হইবে। যদি একটিও ভাল কথা উহাদের মধ্যে থাকিত, তাহা হইলেও না হয় তাহা বিচারের বিষয় হইত! এখানে আমাদের একটি গল্পের কথা মনে পড়ে—পূর্ব্বদেশের কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য অশিক্ষিত-ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একটি লোককে সংস্কৃত পড়াইবার জন্য কিছু অর্থ দিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করে। সেই লোকটি কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাশিক্ষার পরিবর্ত্তে থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিয়া সমস্ত অর্থের অপব্যয় করিয়া ফেলিল। পরবর্ত্তী সময়ে সে লেখাপড়া না শিখিয়াই যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সেই দেশের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি 'সে না জানি কতবড় পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে' জানিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কত্থ'।

—উহার জবাবে যে 'খন্নং' হইতে ধরণ পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণে 'খং' যোগ করিয়া বলিতে লাগিল তখনকার গ্রামের অশিক্ষিত লোক সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল—"ওঃ কতবড় পণ্ডিত হ'য়ে এসেছে দেখ!" এই রকমই পণ্ডিত এখন অনেক জুটিয়া গিয়াছেন। ইঁহারাই বাস্তবসত্যের বিরোধ আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের পাণ্ডিত্যের কিছু পরিচয় দিতেছি,—ইঁহারা বলেন, বোড়শ শতাব্দীর সহিত সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী অভিন্ন এবং বিংশের সহিতই ভিন্ন। এই রকমই পণ্ডিত! ইঁহারা ম্যাপ মানিবেন না। যে ম্যাপে বাস্তবসত্যের নির্দ্দেশ আছে, তাহাকে ছাপা দেওয়াই ইঁহাদের উদ্দেশ্য; অষ্টাদশ শতাব্দীর ম্যাপ লইয়া বসেন—'এইটিই প্রমাণ'! প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের প্রমাণ সম্বন্ধে ইঁহারা একেবারেই নীরব; সেগুলি ছাপা দিয়াই রাখিতে চান। 'সাহিত্যিক' পরিচয়ে পরিচিত হইয়াও সাহিত্যে ইঁহাদের এই কম—এতই সুদীর্ঘ বিচার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! বঙ্গদেশের ইহা বড় দুর্ভাগ্যের পরিচয়। এই ভাগ্যহীন বঙ্গদেশের চৈতন্য-সম্পাদন-কার্য্যে বাধা দিবার কুচেষ্টা-পূর্ণ-চিন্তা-স্রোতকে আমরা মোটা প্রশংসা করিতে পারি না। বাস্তবসত্যের বিরোধকারী মনের একটি কথা থাকিলেও বুঝিতে পারিতাম যে, অন্ততঃ একটা কথাও তাঁহাদের আছে—যদ্দ্বারা সঙ্ঘের উপস্থিত হওয়া সম্ভব এবং সেই উপস্থাপিত সঙ্ঘের বিচার্য্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত ও স্বীকৃত হইতে পারে।

ইঁহারা কেন যে বিরুদ্ধতা আচরণ করেন, তাহা শ্রবণ করুন। আমরা অনেকের কাছেই বলিয়া থাকি যে," পরম সচ্চরিত্রতা ব্যতীত কৃষ্ণে অনুরাগ হইবে না। সচ্চরিত্রতা নিজের রাখিব—পরম অসচ্চরিত্র থাকিব; আর ভগবানে অসচ্চরিত্রতা আরোপ করিয়া ভগবান্‌কে নিন্দা করিব—শুষ্কতর্ক-ব্যাপারকে নিন্দা করিবার জন্য নিজেকে সচ্চরিত্র বলিয়া পরিচয় দিব,—ইহা অত্যন্ত কপটতা। Seeming sight ও প্রকৃত বস্তুজ্ঞান এক নহে। অবশ্য আপাততঃ মূর্খতার আবরণে পাণ্ডিত্য সত্যের প্রচারে বাধা দেয় বটে; কিন্তু পরিণামে সত্যেরই জয় হইয়া থাকে।

আমাদের প্রচার এই যে, পরম-পবিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুনৈতিকই বৈষ্ণব, কিন্তু অপরপক্ষেরা বলেন যে, দুর্নীতির পরাকাষ্ঠাই বৈষ্ণবতা। যেখানে যত বেশ্যা, তাহার নামের পার্শ্বে লেখা থাকিবে 'বৈষ্ণবী'। কিন্তু বৈষ্ণব সর্ব্বোত্তম, তাঁহার সঙ্গে বেশ্যার কি সম্বন্ধ? 'হরিজন' পরমশুদ্ধ—পরম নির্ম্মল, কিন্তু অধুনা ইহাকে বিকৃত করিবার জন্য কতকগুলি নিতান্ত দুষিত কদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধেই 'হরিজন' শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। বৈষ্ণব হওয়া—'হরিজন' হওয়া যে অত্যন্ত দুষিত কার্য্য ইহাই প্রকারান্তরে সাব্যস্ত হইয়াছে! আজকালকার বিচার এমনই উল্টাপাল্টা। আত্মবিৎই 'হরিজন'; কিন্তু অনাত্মবিৎকেই 'হরিজন' করিয়া দিতেছে! কি কুচেষ্টা!! "যে কোন কুলেই উদ্ভূত হউন না কেন, সর্ব্বে ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণাদ্য"—এই বিচার ছাড়িয়া দিয়া যে সকল পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে বলা যাউক ব্রাহ্মণ, ইহাই হইয়াছে অধুনাতন বিচার।

শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার মধ্যে এরূপ অনেকব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের হরিসেবার আচার-মুখে প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা আছে। ইঁহারাই প্রকৃত শ্রীহরির জন। 'হরিজন' শব্দের ন্যায় 'জয়ন্তী' শব্দটিরও আজকাল যথেষ্ট অপব্যবহার হইতেছে। যাহারা একাদশে মরিয়া যায়—নানা অনর্থ-প্রপীড়িত হয়, সে-সকল মরণশীল মানুষের জন্য 'জয়ন্তী' শব্দের প্রয়োগ-দ্বারা ভাষার কি দুর্গতিই না হইয়াছে! কোটি কোটি ব্রাহ্মণ-জন্মের পর যে বৈষ্ণবপাদপদ্মে উপনীত হইবার যোগ্যতা লাভ হয়, সেই 'হরিজন' বা 'বিষ্ণুজন' শব্দদ্বারা Depressed classকে মাত্র উদ্দিষ্ট করা যে শব্দের কিরূপ অপব্যবহার, তাহা ভাষাদ্বারা বর্ণন করা যায় না। 'হরিজন' শব্দ Caste Hinduদের জন্য উদ্দিষ্ট নহে। আমরা কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে যে হরিজনকাণ্ড ও প্রকৃতিজনকাণ্ড লিখিয়াছিলাম, এতদিনে আমাদের সেই কথার আক্রমণার্থই এই নিকৃষ্ট আয়োজন। অতি নিকৃষ্টপদবীকে সর্ব্বোত্তম পদবীর সহিত এক করিবার বিচার যে কিপ্রকার মাৎসর্য্য-পরিপূর্ণ, তাহা বিচার করিবার জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কি নিতান্তই অভাব হইবে?

কলিকালের বিচারটা ঠিক উল্টা। এই শ্রীধাম মায়াপুরই যে গৌরাবির্ভাবস্থানী প্রাচীন নবদ্বীপ, তাহা উল্টাইয়া দিয়া যে স্থানে বেণানদের বাটী ছিল, সে স্থানকেই নবদ্বীপ বলা হইতেছে। শাস্ত্র মানিব না—কেবল গায়ের জোরে সত্যকে

মিথ্যা বলিয়া চালাইব, এইগুলি যে কি সাঙ্ঘাতিক কপটতা, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই।

প্রত্যেক বৎসরই আমরা দেখিতে পাই, এই বঙ্গদেশে ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধে কতকগুলি ব্যক্তি তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, ধনবল ও শরীরবল ইত্যাদির দ্বারা সত্যের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আয়োজন করিয়া বহুলোককে বিপথ-গামী করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা মূলবিষয়টি বুঝিবার আদৌ চেষ্টা করিবে না; কি করিয়া সত্যের বিরুদ্ধাচরণ হয়, ইহাই তাহাদের প্রধান চেষ্টা। গত বিশ, পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যে কত কপটতার দ্বারা এই সত্যবিদ্বেষ-চেষ্টা—প্রত্যেক সত্যকার্য্যকে বাধা দিবার জন্য 'উই আর ইহুদের খলতা' প্রকাশিত হইতেছে, তাহা আপনারা কল্পনাও আনিতে পারিবেন না। এত Topographyর কথা আছে—ঐতিহাসিক ভৌগোলিক এত প্রমাণ আছে, তাহা চাপা দিয়া কতকগুলি মূর্খ কপট মতলববাজ তর্কবিরোধীর কথায় প্রমত্ত হইয়া শুদ্ধভক্তির বিরোধ করিবার আবশ্যকতা হইয়াছে! এত কপটতা!! ইহাদের মধ্যে তথাকথিত নামজাদা লোকও অনেক আছেন। তাহাতে আবার অনেকে মনে করেন যে, "ইহাদের মধ্যে যখন এত পণ্ডিত ও নামজাদা লোকও আছেন, তখন ইহাদের কথার মধ্যে অন্ততঃ কিছু সত্য থাকাও সম্ভব"; কিন্তু উহাদের যে কোন কথাই নাই, ইহা যে কোন ব্যক্তি একটু নিরপেক্ষ হইয়া দশ পাঁচ মিনিট আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারেন। ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপ এখনও এখানে এবং ইহার পূর্ব্বেও এখানে ছিলেন। ইহার কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আমাদের আলোচনার মধ্যে আসে নাই। আমার পাঠদশার অব্য-বহিতপরবর্ত্তি-কালে মহাপ্রভু এখানে বর্ত্তমান ছিলেন; সে আজ ৪২ বৎসরের কথা, তখন হইতে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কত আলোচনাই না করিলাম; কিন্তু তথাপি এ যাবৎ সত্যের বিরুদ্ধ একটি কথাও আমাদের বিচারের মধ্যে আসে নাই। লোক আমাদের কথা শুনিবে না; কাকে কাণ লইয়া গেল এই চিন্তাতেই ব্যস্ত। কাকে যে কাণ লইতে পারে না, কাণের সঙ্গে যে শরীরটিও সংশ্লিষ্ট, ইহা শুনাইয়া দেখিবার বিচার নাই। আমরা কেবল হাস্য করি যে, এরূপ মিথ্যা কথারও প্রচার এত অধিক হইতে পারে? মানুষ এই জগতেই অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া আছে, মিথ্যা ও অন্যায়ের এতই প্রশ্রয় দিতেছে, সুতরাং তাহাদের এতই ঔদাসীন্য, মঙ্গলের কথা ছাড়িয়া এইরূপ বাজে কথায়ই সময় কাটাইতেছে! শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার মহাত্মা মনীষিগণ যে সকল বিচার প্রবর্ত্তন করিতেছেন তাহা উহাদের মতে অতি সামান্য; আর কটিক ঘোষ গোয়ালা, অমুক কৌপীন-ওয়ালা—যাহাদের কথার মধ্যে মৎসরতা ছাড়া আর অন্য কোন কথা নাই—যাহাদের কথার মূল্য এক অণু অর্দ্ধকও নহে, তাহাদের কথাই অধিক মূল্যবান্ বলিয়া বিচার্য্য হইতেছে! তৃতীয় চতুর্থশ্রেণীর একটি বালকও ৩।৪ মিনিট সময় দিলে যে বিচারটি বুঝিতে পারে, উহাদের মস্তিষ্কে তাহা কিছুতেই প্রবিষ্ট হইবে না। আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে ইহাদের অন্যায় কার্য্যেরই প্রতিবাদ করিতে। কিন্তু আজ দশদিনের বলিয়া ব্যয় করিয়াও মৎসরগণের দুশ্চিন্তাকে কিছুতেই নিবারণ করা যাইতেছে না। মাৎসর্য্যে উহারা এতদূরই অগ্রসর হইয়াছে যে, আমাদের আরও বহু অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। কোথায় ঐসকল অর্থলোভী চরিত্রহীন—বাস্তব-সত্যের কথা প্রচার করিব, তাহা না হইয়া কতকগুলি মতলববাজ লোকের দুশ্চেষ্টাকে থামাইবার জন্যই আমাদের অনেক অর্থ, অনেক সময় ব্যয় করিতে হইতেছে! ধাম-প্রচারিণী-সভার প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই সকল কথা জানা আবশ্যক। কতকগুলি ব্যক্তি মূর্খের প্ররোচনায় পড়িয়া প্রতিস্রোত লইবার জন্য বাস্তবসত্যের সহিত বিরোধ করিবার কুবিবেচনার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। ধূর্ত্ত ব্যক্তির দ্বারা আক্রমণ করাইবার উদ্দেশে বহু ধনীর অর্থ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ব্যয় করিতেছে! তাহারা মনে করে, অসত্য ও বাস্তবসত্য এক একটি Party; কিন্তু সূর্য্য আর অন্ধকার কখনও দুইটি Party বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অন্ধকার কখনও সূর্য্যের সমকক্ষ হইতে পারে না—সূর্য্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার পক্ষে নিতান্ত উপহাসাস্পদ বলিয়াই বিচার্য্য হইয়া থাকে। মিথ্যামোকদ্দমা যাহারা করে, তাহারা এমন সব মিথ্যাকথা সাজাইয়া দিতে পারে যে, তাহাতে লোকের ভ্রম উৎপন্ন হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। মূর্খতা—কপটতা-দুষ্টব্যক্তি এত মিথ্যা কথা বলে—এমন করিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া সাজায় যে,

অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। জগতের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই দেখা যায়, যেদিকে কপটতা অধিক প্রযুক্ত হয়—কপটতার Majority পড়ায়, সেই দিকেরই আপাত জয় দাঁড়ায়; কিন্তু বাস্তবসত্যেরই চিরকাল জয় হইয়া থাকে। অসত্য অধিককাল টেঁকে না—অসত্যের কখনই স্থায়িত্ব হইতে পারে না। প্রথম প্রথম অসত্যকে প্রধান স্থান করিয়া তদনুযোদিত অসার কার্য্যের খুবই প্রচার চলে; কিন্তু সেই অসত্যের মৃত্যুর পর আর সে কথা বলিবার লোক থাকে না। "সত্যেরই জয়তে"—"Truth always conquers", ইহাই দেখা যায়। রবি চক্ষুকে ঢাকিয়া রাখিয়া বলা যায়, সূর্য্য উদিত হয় নাই, তাহাতে সূর্য্যের উদয় কিছু বাধা-প্রাপ্ত হয় না। প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিই সূর্য্যের উদয় প্রত্যক্ষ করেন; অন্ধ-পরাহত ব্যক্তির অনেক কাল্পনিকতা আছে। তাহার নিজের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অযথেতন উদ্ভাবন করিয়া—লোকের চোখে ধোঁয়া দিয়া আধ্যক্ষিকতা দ্বারা সে নানাপ্রকারে সত্যকে আক্রমণ করিতে পারে। স্ব-উদ্ভাবিত মিথ্যা-প্রবাদও খানিকক্ষণ চলে; কিন্তু বাস্তবসত্যেরই জয় হইয়া থাকে।

বিগত ৪০ বৎসরের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যখন এই স্থানে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি বলিয়া আবিষ্কৃত হইলেন, তখন প্রথম বৎসর কোন কথা উঠে নাই; দ্বিতীয় বৎসর হইতেই বিরোধ আরম্ভ হইল। কতকগুলি বিরোধিলোক বলিতে আরম্ভ করিল,—"এখানে যে এই নবদ্বীপের আবিষ্কার, ইহা ব্যবসায়িগণেরই কল্পনা-প্রসূত। ইহাকে ব্যবসাক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্যই এই নবদ্বীপের আবিষ্কার।" ইহার একত্রিশ বৎসর পরে যখন আমি স্থায়িভাবে আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য সেই কথার পুনরাবৃত্তি হইতে লাগিল। কতকগুলি মৎসর-স্বভাব-ব্যক্তি আমাকে নানাভাবে আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিল। অষ্টম বা নববর্ষ হইতে সেই পাপবীজ, আবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল—কপটব্যক্তিগণের দৌরাত্ম্যের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হইল। তখন ঐ সকলকে weed out করিবার প্রয়োজন হইল। অনেকে বলেন—আপনারা এই সকল বর্ব্বর ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করেন কেন? উহাদের দলের ঐ প্রকার দশ পাঁচটি মূর্খ লোক বাস্তব-সত্যের কি ক্ষতি করিতে পারে? মানিলাম, তাহা সত্য বটে; কিন্তু উহারা যখন বিজ্ঞ ভদ্রলোকের নিকট গিয়া বলিতে থাকে—"ইহারা এত নাস্তিক যে, তোমাদের পাণ্ডিত্যকে গ্রাহ্য করে না। তোমাদের কোন কথাকেই আমল দেয় না।", তাহাতে তাঁহাদের মৎসরতাই ভাগাইয়া দেয়। তাই আমাদের কিছু কর্ণপাতের বিষয় হইয়া উঠে।

বিকৃতভক্তি বা বৈষ্ণবতার মধ্যে কোন প্রকার unethical principle নাই—তাঁহাতে সম্পূর্ণ মঙ্গল বিদ্যমান। নির্ব্বোধ দলের লোকের majorityতেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষাদি নানাপ্রকার অমঙ্গল—বাস্তবসত্যকে ঢাকা দিবার জন্য নানা-প্রকার কুমতলবের সৃষ্টি হইতেছে।

অনেকে বলেন, জনমতই গ্রহণ কর্ত্তব্য; কিন্তু vox populi is not always vox Dei। জনমত গ্রহণ করিতে গিয়া মূর্খতাই বেশী হইয়া যায়। এক রাজা একটি পুষ্করিণী খনন করিতেছিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের সকল গোপ এই পুষ্করিণীকে দুগ্ধ দ্বারা পূরণ করিবে। এক গোপ মনে মনে স্থির করিল, সকলেই ত' দুগ্ধ দেয়, আমি উহার মধ্যে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে যদি একটু জল দিই, তাহা হইলে রাজা কিছুই ধরিতে পারিবেন না, আমারও লোকসান হইবে না। ঘটনা-ক্রমে ঐ গোপের স্বগত-চিন্তা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে বাকী সব লোকই ঐ প্রকার বিচার স্থির করিল; সুতরাং তৎফলে রাজার পুষ্করিণী দুগ্ধের পরিবর্ত্তে জলেই পূর্ণ হইল। অবিমৃশ্য জনমত গ্রহণে এইরূপই বিপত্তি। বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অত্যল্প বলিয়া মূর্খজনমতের বাহুল্য দর্শনে তাহার অনুবর্ত্তন কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। বাৎসর্য্যবশে অনেকে মনে করেন, post graduateএর সংখ্যা বেশী হইবার প্রয়োজন নাই, মূর্খেরই সংখ্যা বৃদ্ধি হউক; কিন্তু মূর্খদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কিছু একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। "তামাক-গাঁজাখোরের সংখ্যাই বেশী, সুতরাং নেশা করা ভাল" এই বিচারে যাবক দ্রব্যের পক্ষে—মিথ্যার পক্ষে অনেক লোকবল বৃদ্ধি হইতে পারে। জনমতের সংখ্যাধিক্য লইয়া সত্য বিচার্য্য হইলে সত্যের পক্ষেই—বিশেষজ্ঞ-গণেরই হার হইবে, এ কথা ঠিক; তাই বলিয়া সত্যকে কখনও উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। মিথ্যা-পক্ষ সত্যকে চাপা দিবার জন্য কত প্রযত্নই না করিয়া থাকে, কিন্তু

পরিশেষে সত্যেরই জয় দেখা যায়। বেণীমিশ্রের কথা নয়, আমরা মায়াপুরের বহুযাত্রীর মুখেই শুনিয়াছি যে, তাঁহারা নবদ্বীপঘাট হইতে মায়াপুরের দূরত্ব জিজ্ঞাসা করিলে অঞ্চলবাসী লোকেরা বলিয়া দিয়াছে, মায়াপুরগ্রাম নবদ্বীপ হইতে ২২ মাইল দূরে! তজ্জন্য অনেকেই মায়াপুর-দর্শনে হতাশ হইয়াছেন। আমরা অনেক সময় আমাদের বন্ধু বান্ধবদিগকে যখন এই স্থান দেখিতে বলিয়াছি, তখন তাঁহাদিগকেও ঐরূপে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। পাছে উহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের স্থানের দান কমিয়া যায়, অর্থের নামে ব্যবসা করিবার অসুবিধা ঘটে, এইজন্য এই-রকম ধরণের ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় দিয়াছে ও এখনও দিতেছে। এইস্থানে কেহ আসিতে চাহিলে তাহাকে নানাপ্রকারে বাধা দেওয়াই উহাদের একটি প্রধান কৃত্য। তাই এইস্থানে ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে একটি প্রদর্শনী করা হইয়াছিল; বর্ত্তমানে শ্রীমন্দিরে আলোকও প্রদত্ত হইয়াছে, যাহাতে ২২ মাইল দূরত্বের ভ্রম অপগত হয়। সত্যকে এই প্রকারে সুরক্ষিত করিবার নাম যদি 'পাণ্ডিত্য' হয়, তবে আর মৎসরতা কাহাকে বলে? মৎসরতা—কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপু প্রবল হইলেই হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদের সমষ্টিই মাৎসর্য্য। সত্যের অনুসন্ধিৎসু জগতে অত্যন্ত বিরল। এইগুলি আমাদের বিশেষ বিবেচনার বিষয় হউক। আমরা বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান-পদ্ধতিকে যেন অনাদর না করি।

চৈতন্যদেবের পরলোক-সম্বন্ধে বিচারকে বাধা দিবার জন্য দুইপ্রকার বিরোধি-সম্প্রদায় আছে। একদল বলিতেছে,—"যেহেতু Theism নির্বিশেষ মানবের বাধা দেয়, সেহেতু Ethical Principle adopted হউক।" আর একদল বলেন—"Ethical Principleকে নানা-প্রকারে বাধা দাও, ধর্ম-টর্ম জগতে কিছু নাই—খাও দাও পরের rightএর উপর সাবধানে encroach কর।" ইহারা নানাবিধ অবৈধ কার্য্যে নিপুণ, নিজেদের অপস্বার্থ লইয়া মারামারিই ইহাদের চিত্তাস্রোত।

বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আপনাদিগকে Sanatanist বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা পরোপাসনার নাম করিয়া ভগবানের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইবার পক্ষপাতী—দেবতার সেবার নামে দেবতাকে চাকর করিয়া লইবার বিচার-বিশিষ্ট। এই বিচারটিকে সম্পূর্ণভাবে উল্টাইয়া দেওয়া দরকার। সত্যকে চাপা দিবার জন্যই জগতের বহির্মুখলোক উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। "সকলেই বৈকুণ্ঠের পথে যেন—খাও ও খাও"—এই বলিয়া মানুষকে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য ছুটিয়াছে। এই কার্য্যে তাহারা সাহায্য পাইতেছে কাহাদের? যাহারা অত্যন্ত মূর্খ, হরির অনুকূল অনুশীলন না করিয়া কর্ম ও জ্ঞানের দ্বারা দেবা-ধর্মকে আবরণ করিতে চায়—তাহাদেরই সাহায্য পায়। Altruismএর নামে তাহারা ভক্তির সুগম পথ হইতে মানবজাতিকে অন্যপথে চালিত করিতেছে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একটু চেষ্টা করিলেই এই সকল কথা ধরিতে পারিবেন। কমবুদ্ধি ব্যক্তিসকলও বিষয়টি বুঝিবার অনুকূল চেষ্টাবান হইলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রতারকগণের সমস্ত প্রতারণাকে বাধা দিবার জন্যই বিষ্ণু-ভক্তির প্রচার হইতেছে। জগতে বিষ্ণুভক্তিরই বহুল-প্রচার হইয়া প্রকৃত শান্তি প্রচারিত হউক, অশান্তি স্থাপনের সর্ব্ববিধ প্রয়াস প্রশমিত হউক।

'ধাম' শব্দের অর্থ আলোক, যে আলোক আমাদিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাইয়া দেন, সেই আলোকেরই অনুসন্ধান হউক। উলূকের বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া আমরা কত ভ্রম-তমসার কাটাইয়াছি, অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইবারই যত্ন করিয়াছি। আমাদের দুরবস্থা দেখিয়াই পুরাণপুরুষ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহির্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩১-৩২)

যাঁহারা এই জগতের বহুজনাভিত্তির চেষ্টা, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য প্রভৃতিতে মত্ত—মাতাল হইয়া আছেন, তাঁহাদের সত্যানুসন্ধানে বাধা ঘটিতেছে। আবার যাঁহারা সত্য জানা কঠিন—অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, এরূপ দুর্বলতার প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদেরও হরিভক্তির বিচার কম। বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে ভক্তিরসপাত্র ভাগবতের

নিকটেই ভক্তিরত্নাকর ভাগবত পাঠ করুন। ভাগবত-পাঠকে ব্যবসায়ের অন্তর্গত জ্ঞানে যে প্রকার পাঠ হয় বা হইতেছে, তাহাতে জগতের সমূহ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে—বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই অসুবিধা ঘটতেছে। ভগবানের অনুগ্রহ-লাভ ব্যবসায় নহে, আর যাহা বাকী সবই ব্যবসায়। যদি ব্যবসাই করিতে ইচ্ছা হয়, তবে—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥"

—ইহারই নাম ব্যবসায়।

"প্রাগ্বিন্দুবৎ প্রপঞ্চে শবলাচ্ছায়ং প্রপশ্যে।"

প্রাগ্—একঃ শবল—বহু বর্ণবৈচিত্র্য; Prism-এর সাহায্যে সূর্য্যের divergent colours—V-I-B-G-Y-O-R দেখা যায়। বহু হইতে এক, এক হইতে বহু। তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমার নানারসকে converge করিলে চৈতন্যদেবের পাদপদ্ম দেখা হইবে। শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম হইতে দূরে গেলেই মারামারি করিয়া মরিব, তখন তাহার শান্তির জন্য দণ্ডনীতির আবশ্যক হইবে।

নূনং নানা-মতোদ্ভূতাঃ শান্তিং নেচ্ছন্তি মাধবঃ।
হেয়াং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥

যাহারা অশান্তির উদ্দেশে বহু বস্তুতে ব্যক্তিগতভাবে একায়ন পথের অপব্যবহারমূলে বহুজন পথ অবলম্বন করে, তাহারা বহুজন-সাধ্যের অপব্যবহার-ক্রমে পরস্পরে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়—ভগবানের সেবা হইতে চিরকালের জন্য অবসর পায়। সাপত্ন্য ধর্ম্মের সুষ্ঠুব্যবহার পতির অনুকূলে হইলে পরমপ্রয়োজন লাভ হয়। কিন্তু যেখানে পরস্পরে বিরোধ উপস্থিত হইয়া যায়, সেখানে পতি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হন। বৈষ্ণবের বিদ্বেষ-দ্বারা মহারৌরবে পতিত হইতে হয়।

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥

বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বহুল পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে। বহুলোক বৈষ্ণব-বিদ্বেষে প্রযুক্ত হওয়ায় অবৈষ্ণবতা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ব্যতীত অবৈষ্ণবগণের দানা-পানি কম্‌ বন্ধ হইয়া যায়, তাই তাহাদের এত উদ্যম। এই অভক্তির বিচার—বৈষ্ণব-বিদ্বেষ জগৎ হইতে থামিয়া যাউক। ধর্ম্মজগতের দৌরাত্ম্যের কথা দূরভাবে আলোচিত হউক। অনন্তের অনুসরণের নাম সত্যানুসন্ধান নহে। অনন্তপথের অনুসরণকারিগণ কপটতা পূর্ব্বক সত্যপথের নাম করিয়া ভ্রান্ত-পথেই লইয়া যাইবে। বাস্তবসত্য শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম ছাড়িয়া আর কোন স্থানে থাকিতে পারে না। জগতে যাঁহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমন্ত বলিয়া নিজদিগকে পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা যে আদৌ বুদ্ধিমন্ত নন—আমি এত বড় একটি কঠোর কথা বলিতে বসিয়াছি। কিন্তু ইহা আমার কথা নহে, আমার গুরুপাদপদ্মের কথাই বলিতেছি। তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া যদি ইতর কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই একথা বুঝিবার যোগ্যতা হয়—ভগবৎপাদপদ্ম-দর্শনের সৌভাগ্য উদিত হয়। ত্রিদণ্ডি-প্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ একদিন তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালদর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

এই সকল কথা তারস্বরে কীর্ত্তন হউক। চৈতন্য-চন্দ্রোদিত সমগ্র জগতের আলোচ্য বিষয় হউক, তবেই জগতের অমঙ্গল বিদূরিত হইবে—দারিদ্র্য চলিয়া যাইবে।

প্রেমারিতমহাপ্রেমপীযূষরসসাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে কো দীনো দীন এব সঃ॥

সেই ব্যক্তিই দরিদ্রের মধ্যে প্রধানতম দরিদ্র—সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্ব, যে ব্যক্তি চৈতন্যদেবের কথায় অমনোযোগী হইয়া অচৈতন্যের কথায়, নরকের পথে, বিবদমান বিষয়ে নিযুক্ত হয়; তাহার কখনও সুবিধা হয় না। কৃষ্ণচৈতন্যই একমাত্র বিষয়; অন্য বিষয় 'বিষয়' নহে। মূঢ় মানব-জাতির একমাত্র বিষয় কৃষ্ণ কি বস্তু—তাহা যিনি জানাইয়াছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। আমরা উলূক—পেচক সদৃশ, অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করিবার জন্যই ঘর-বিশিষ্ট—জ্ঞানালোকের জন্য আদৌ যত্ন নাই। জ্ঞানের বিপরীত দিক্ দিয়া অন্তর প্রবিষ্ট হইতেছি; প্রকৃত জ্ঞানীর সঙ্গ করি না, অজ্ঞানীর উপর প্রভুত্ব লাভের জন্যই আমাদের যত প্রয়াস। এমন একদিন আসিবে, যে দিন বাস্তবজ্ঞান জগতে প্রচারিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পদনখশোভায়

সমগ্র জগৎ আলোকিত হইতে পারিবে—জড়-ভোগ সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যাইবে।

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্নিরয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিরসনক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ বতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবাক্ত আসীজ্জনঃ॥

ভগবদ্ভক্তির অপার্থিব আলোক যেদিন মানবজাতি দেখিতে পাইবে, সেদিন তাহার সকল সুবিধা হইয়া যাইবে। চৈতন্যদেব কি বলিয়াছেন, তাহার প্রচার হইলে কর্ম্মবীরগণের কর্ম্ম থামিয়া গিয়া অচ্যুতভাব-সহিত-নৈষ্কর্ম্ম্যের উদয় হইবে; জ্ঞানী তাঁহার অজ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারিয়া পরমমঙ্গলময় বাস্তব-জ্ঞান (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিজ্ঞান) লাভ করিবেন, পুরী স্ত্রীপুত্রাদির প্রাকৃত মঙ্গল-কামনায় বিকৃত হইয়া 'সকলেই হরিভজন করুক' এইপ্রকার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট হইবেন; তপস্বিগণ তপঃক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া "আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥ অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"—বিচার-বিশিষ্ট হইবেন; যোগীন্দ্রগণ বায়ুর নিরসনজন্য ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগপদবীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইবেন। সেই সকল ব্যক্তিই বিদ্বান্, যাঁহারা প্রাকৃত স্ত্রীপুত্রাদির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিত্যমঙ্গল-লাভের সময়কে বৃথা ব্যয় করেন। বৈষ্ণব হওয়াই সর্ব্বোত্তমতা।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

ব্রাহ্মণ-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য 'বৈষ্ণবতা' কোটি কোটি জন্ম বৈদান্তিক হইবার পর লাভ হয়। বাংলার কেবলাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন—আমরাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু অন্য কাহারো কথা নয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেব লিখিয়াছেন,—"সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের মধ্যে একজন বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; এইরূপ কোটি বৈদান্তিকের মধ্যে একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, আবার বিষ্ণুভক্ত সহস্রের মধ্যে একজন একান্তি-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।"

বিষ্ণুসেবা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আকাশের সঙ্গে সমান বলিয়া সমস্ত পদার্থই উড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু চৈতন্যদেব ত' আকাশ নহেন; সুতরাং তুল হইবেন কিরূপে?—ইহাই শূন্যবাদের বিচার। কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক মাধ্যমিক শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আবার কিরূপে সর্ব্বকারণ-কারণ হইবেন?—ইহাও অনেকের বিচার হয়। চৈতন্যদেব কি করিয়া বিষয় হইবেন, একথা জগতের লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

ইংরাজীতে 'adjustment' বলিয়া একটি কথা আছে অর্থাৎ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কথা। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষগুণ বৃহৎ; কিরূপ সেই সূর্য্য হইতে আগত। যদি আমরা সূর্য্যের সান্নিধ্য লাভ করি, তাহা হইলে এত গরম হইবে যে, পুড়িয়া যাইব, কিন্তু Properly adjusted হইলে—এখন যেমন আছি, সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষগুণ বৃহৎ বলিয়া তাহা হইতে কিরণ আসিতে আটমিনিট সময় লাগে, তজ্জন্য সূর্য্যের দূরে অবস্থান-হেতু আমাদের চক্ষু সূর্য্য-দর্শনে সমর্থ হয়। Telescopeএ আলো কম করিয়া দিলে, আলোকযুক্ত দিবাভাগেও অনেক গ্রহ-তারকাগুলি দৃষ্ট হয়। বল দেখা না গেলেও Mercury বা বুধগ্রহকে কালেভদ্রে দেখা যায়, vulcanকে আদৌ দেখা যায় না। তাই ভগবানের সঙ্গে আমাদের adjustmentএর প্রয়োজন হইয়াছে। Theory of adjustment গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। ভগবদ্ভক্তিই—True adjustment। তাহাতেই, কেন ভগবান্ মাধ্যমিক হইয়া প্রাদুর্ভূত হন, আবার কেনই বা অতিসূক্ষ্ম বা অতিবৃহৎ বিচারে গ্রহণীয় নহেন?—এই সকল বিচার দূরে যাইবে। আমরা Microscopic Particles গ্রহণ করিতে পারি না বটে; কিন্তু adjustment এর দ্বারা এই সকল পদার্থের অস্তিজ্ঞান লাভ করি।

কৃষ্ণ যদি অনুকূল হন, আর আমরা যদি প্রতিকূলতাকে বর্জ্জন করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনের বিচার বরণ করিতে পারি, তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলেই কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন, আর যদি প্রতিকূল-বিচার বরণ করি, যেমন চক্ষু-কর্ণ নাসিকাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়েরই তিনি অগ্রাহ্য—(তিনি একটি নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব), তাহা হইলেই সব চুটি হইয়া গেল।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

হৃষীকেশের সেবা সর্ব্বোত্তম হৃষীকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আবার অন্যত্রকেও শুনিয়া থাকি—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

আপাতিকগণ অধোক্ষজ বস্তুকে দর্শন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-দ্বারা গৃহীত পদার্থ খণ্ডিত হইয়া যাইবে। ভগবান্ খণ্ডিত বস্তু নহেন বলিয়া প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদি দ্বারা তাঁহার অনুশীলন সম্ভব হয় না—এই চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, এই জিহ্বা-দ্বারা তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করা যায় না, এই বস্তু সে পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। কতকগুলি গুড়িখোর নর্দ্দমার একপাশে বসিয়াছিল। তাহাদের টিকা ধরাইবার দরকার পড়িয়া গেল। তখন তন্মধ্যে একজন নর্দ্দমার পরপারস্থিত দীপালোকে প্রদীপ অগ্নিতেছে দেখিয়া এপার হইতেই টিকা ধরাইবার অভিপ্রায়ে তদভিমুখে হাত বাড়াইয়া বসিয়া থাকিল; কিন্তু কত সময় চলিয়া গেল টিকা আর কিছুতেই ধরে না দেখিয়া আর এক বুদ্ধিমান্ তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া টিকাখানি কাড়িয়া লইল এবং তাহার অকর্ম্মণ্যতা জানাইয়া নিজের বুদ্ধিমত্তা দেখাইবার জন্য হাতখানি আর একটু বাড়াইয়া ধরিল। বলা বাহুল্য, টিকা ধরান' আর হইল না! এই রকমই গুড়িখোরের বিচার-বিশিষ্ট অনেকেই আছেন। ভগবান্ যে কাদা মাটি পাথর নয়, আবার এইগুলিকে ছাড়িয়া চুড়িয়া যে 'অপরিচ্ছিন্ন' বলিয়া একটি বাহাদুরীর কথা আছে, সেরূপ কোন বাহাদুরীর বিষয়ও তিনি নহেন, বাস্তবসত্য এবং এগুলির মধ্যে যে বিশেষ ব্যবধান আছে, ব্যবহিত-রহিত হইলেই যে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাহা ঐসকল বাহাদুরীওয়ালা লোকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না।

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাপ্যশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্ছেদ্ধৈরুচ্চারণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং ন্যূন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

বাস্তবিক "নামৈকং"—একমাত্র শুদ্ধনামই যদি শ্রোত্রপথে আগত হন, সেই বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিলেই আমাদিগের সমস্ত অর্থ বিভূষিত হইবে।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"

কুণ্ঠনাম-গ্রহণ দ্বারা একইকিও progress করিতে পারিব না। যদি আমরা অনন্তকাল ধরিয়া যিনি বাজাই, চেঁচাই, হরিবোল বলি, তাহাতে আমাদের অসুবিধা যাইবে না। কাহাকে কুণ্ঠনাম বলে, আর তাহাকেই বা অকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠনাম বলে, তাহা শুদ্ধপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হয়। নামনামী শুদ্ধ বলেন, যে নাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে গিয়া শব্দের সহিত শব্দীর ভেদ উৎপাদন করে, তাহা কখনও 'নাম' নহে—বিষ্ণুবস্তু নহে। বিষ্ণু ব্যতীত অন্যকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুশব্দ ব্যবহার করিলে চলিবে না। মায়াধীশ বিষ্ণু ও বিষ্ণুমায়া-রচিত বস্তু এক নহে। 'হরি' শব্দে 'মধুর ভাউল', 'সিংহ' প্রভৃতি বুঝায়; সুতরাং উহার সম্বোধনে 'হে হরে' বলিতে যদি 'হে মধুরিকে' কিম্বা 'হে সিংহ' এই প্রকার বিচার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে 'হরি'শব্দের সার্থকতা হইবে না; রাধাবল্লভের বিচার মনে না আসিলে 'হরি'শব্দের বিকৃতার্থ গ্রহণ হইয়া যাইবে, সেই জিনিষটির বদলে অন্য কোন জিনিষের অনুশীলন হইয়া পড়িবে, তাহাতে কিছুমাত্র সুবিধা হইবে না। যেমন আনাড়ী (অনভিজ্ঞ) কৃষক ধান্যক্ষেত্র পরিষ্কার করিতে গিয়া ধান্য ও শ্যামাঘাসের পার্থক্য না জানায় শ্যামা-ঘাসকে রাখিয়া ধান গাছই উপড়াইয়া ফেলে—নিড়ান দিয়া ধান্যকেই weed out করিয়া দেয়, তাহাতে কিছুদিন পরে ধান্যক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে শ্যামাক্ষেত্রই হইয়া পড়ে, শ্যামার বীজ পড়িয়া জমি নষ্ট হইয়া যায়, পরে আবার অনেক অর্থ ও সময় ব্যয়ের আবশ্যকতা হয়। সেইরূপ সকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠশব্দকে চিনিতে না পারিলে দুর্গতির সীমা থাকে না। অহরী না হইলে অহর চিনিতে গিয়া ঠকিয়াই আসিতে হইবে, গিল্টিকে আসল বলিয়া কিনিয়া আনিলে তদ্দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যায় না। নীলামে সস্তায় জিনিষ খরিদ করা যায় মনে করিয়া অজ্ঞ লোক নিলাম ধরিতে যায়। লোক সর্ব্বত্র হইলে অল্পলোকের মধ্যে অল্পমূল্যে জিনিষ বিক্রয় হয়। জিনিষের মূল্য বাড়াইবার জন্য কতকগুলি জুয়াচোর

থাকে। তাহারা প্রত্যেক তুচ্ছপদার্থের দর অথবা বাড়াইয়া দেয়।

যাহারা বোকা, ভাল মানুষ, তাহারা বস্তু ক্রয় করিবার ব্যাপকারীর (pretenderএর) পরামর্শ মত অধিকমূল্যে জিনিষ ক্রয় করিয়া ফেলে। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে আমাদের বিচার হওয়া আবশ্যক—কাহার কথা শুনিব ? হাঁকদারের কথা, না আমার প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী গুরুপাদপদ্মের কথা ? মিথ্যা ধরিদারের কথা শুনিতে গেলে সকল ক্ষেত্রে বস্তুকে অসৎ বিবেচনায় কিনিয়া অর্থ ও নষ্ট হইবে, প্রকৃত বস্তুও না পাইয়া বঞ্চিত হইতে হইবে। "যাহাতে ভক্তি নাই, শ্রদ্ধা নাই, তাঁহার কথা কি প্রকারে শুনিব",—এইরূপ সংশয়াত্মা হইয়া মানুষ প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে বঞ্চিত হয়, "তিনি এক কথা, তিনি এক কথা বলিতেছেন, কাহার কথা শুনিতে যাইব ?"—এইরূপে বিরক্ত হইয়া শেষে যে তাহার আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহায়তা করে, তাহারই কথা শুনিয়া বঞ্চিত হয়। এক-পক্ষ বলিতেছেন—বিষ্ণুপাসনা ব্যতীত কর্ত্তব্য নাই, অন্য দেবতারা তাঁহার শক্তি পাইয়াই শক্তিমান্ হইয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদী পঞ্চোপাসকসম্প্রদায় অন্য দেবতার পূজা-দ্বারা দেবতা হইয়া যাওয়ার বিচারই গ্রহণ করেন। দেবতার উপাসনা না করিয়া দেবতাকে প্রতারণা-পূর্ব্বক নিজেই সেই দেবতার আসন গ্রহণ করা বা দেবতাকে দিয়া নিজের চাকুরী করাইয়া লওয়া প্রভৃতি বিচার সম্পূর্ণ ভক্তি-বিরোধী। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—

বৈরাগ্যযুদ্ধভক্তিরঙ্গ প্রযন্নৈরপাস্তসমস্তসভীপ্সিতম্।
কৃপাধুধিঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং প্রভুরাশ্রয়ামি॥

যাঁহা গোস্বামী প্রভু দৈন্যভরে বলিতেছেন—তিনি একসময়ে নানাপ্রকার পাণ্ডিত্যের মধ্যে ছিলেন, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতিকে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিচার ছিল; একমাত্র শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুই Veterinary Surgeonএর পশুর মুখে জোর করিয়া ঔষধ প্রদানের ন্যায় আমার মুখ বলপূর্ব্বক ব্যাদান করিয়া আমার গলায় ভক্তিরস ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এমন দয়াল গুরুদেব। আমি অন্ধ, দেখিবার চক্ষু ছিল না, রাগানুগপদ্ধতিতে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা ছিল না, তিনি আমাকে বলপূর্ব্বক অভক্তিপথ হইতে টানিয়া আনিয়া ভক্তিপথ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিলেন বলিয়াই আমাকে ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর করাইয়া দিয়াছিলেন। এমন দয়ার্দ্র আমার প্রভু সনাতন।

এই ভগবদ্ভক্তির কথাই শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার প্রচার্য্য বিষয় হওয়ায় মৎসর-সম্প্রদায় ইহাতে বাধা দিবার জন্য অনেক প্রকারে কপটতা ও বিদ্বেষ করিতেছে। তাহাদের কোন কথাই নাই অথচ তাহারা বিরোধী হইবে ! তাহাদের কথার মধ্যে একটী ভাল কথা থাকিলেও আমরা তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

আপনাদের বহুসময় গ্রহণ করিলাম। আপনারা শ্রীধাম দর্শনে আসিয়াছেন, ইহা আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়। 'ধাম' শব্দে আশ্রয়, আলোক, inculcator of theism proper—এই শব্দের শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয়ই একমাত্র মঙ্গলের পথ। কৃষ্ণচৈতন্যের অনুশীলন করিলেই সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রকাশিত হইবে। কিন্তু চৈতন্যানুশীলন করিতে হইলে চৈতন্যদেবের নিষ্কপট ভক্তের পদাশ্রয় করা একান্ত আবশ্যক। অমঙ্গলের কারণ বাদ দিয়া চৈতন্যদেবের সেবকবৃন্দের কি কথা আছে, তাহাতে অনুসন্ধানের জন্যও একটু কাণ দেওয়া আবশ্যক। তাঁহারা অবশ্য বহির্দ্দর্শনে 'কতো', না আছে তাঁহা—না আছে ধনবল; তাঁহারা প্রাকৃতও নহেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব্ব জিনিষ আছে—এমন আশ্চর্য্য কথা আছে, যাহা সমগ্র মনুষ্যজাতিকে সর্ব্বতোভাবে relief দিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। নবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার ইহাই উদ্দেশ্য। নবদ্বীপের জল, কাদা, মাটী—Topography যেখান' মাত্রই আমাদের উদ্দেশ্য নহে, ঐরূপ প্রাকৃত-দর্শনের কোনই মূল্য নাই। বাস্তবসত্যের একমাত্র আধার—শ্রীচৈতন্যদেবের পদনখ-শোভা দেখাইবার জন্যই Aesthetic culture হউক। ইহাই ধামপ্রচারিণী সভার একমাত্র উদ্দেশ্য হউক। এইকথা বলিবার জন্যই বুদ্ধিমান্ মানব-জাতিকে আহ্বান করা হইতেছে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সকল কথা আলোচনা করিয়া দেখুন—adjustment দিখুন। যেখানে অভক্তিকে ভক্তি বলিয়া চালাইতেছে, সেখান হইতে একটু পৃথক্ থাকুন। ইহা কপটতার কথা নহে—অতিশয়োক্তিও নহে, এইটিই একমাত্র কথা। আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমাদের এমন কোন জিনিষ

নাই যাহাকে আমরা আঁকড়িয়া থাকিতে পারি। একচক্ষে, এক বজ্রাঘাতে আমাদিগকে মরিয়া যাইতে হইবে। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিষ নাই যাহা আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে। আমার কথা আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে না, আপনারা চৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করুন—চৈতন্যচরণ আশ্রয় করুন। তাহলে বিচারের ক্ষমতা সকলেরই আছে। পশুও তাহাদের instinct দ্বারা ভালমন্দের বিচার করে। মানুষের মধ্যেও সেইরূপ বিবাহিতের বিচার হউক।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

ভগবদ্ভক্তগণ যেরূপ আরাধনা করেন, আপনারা তাহারই অনুবর্ত্তন—অনুসরণ করুন। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'র বিচার হউক। অন্য কোন religious systemএর মধ্যেই এমন সুষ্ঠু সরল সত্য কথা নাই; শেষে ঐসকলের বোধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ভক্ত—বৈষ্ণব, সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ভক্তি, সর্ব্বগুণ-সমন্বিত শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীকামদেবের আলোচনা করুন, চেতনের অনুশীলন করুন। অচৈতন্য থাকিবেন না, অজ্ঞান থাকিবেন না—অন্যমনস্ক থাকিবেন না, ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ শনিবার মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ-সহ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয় করেন এবং তদবধি পূর্ণ ছয়মাসকাল শ্রীধামে অবস্থান-পূর্ব্বক প্রত্যহ তত্রত্য-ভক্তবৃন্দকে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ-দান, শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভা এবং পরিক্রমার মধ্যেই সুবর্ণ-বিহার, বিদ্যানগর ও কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবাদির কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিয়া গত ১১ই মার্চ্চ, ২৭শে ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মোটরযোগে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে শ্রীকপোতাক্ষ শ্রীধামনবদ্বীপস্থ ও শ্রীসুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ পরিদর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণনগর শ্রীসুরভীতে শুভ-বিজয় করেন। তথায় রাত্রিবাস করিয়া পরদিবস (গত ১২ই মার্চ্চ, ১৯৩৬ বৃহস্পতিবার) বেলা ১০৷৷ ঘটিকার ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করেন এবং বেলা প্রায় ১৷৷ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হন। পুনরায় গত ১৪ই মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা হইতে আসামমেলে শ্রীল প্রভুপাদ আসামপ্রদেশান্তর্গত সরভোগ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সম্পাদনার্থ যাত্রা করেন। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ভূজবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কৃতিকোবিদ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ ক্ষমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। তত্রত্য উৎসবাদি সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৮ই মার্চ্চ বুধবার বেলা প্রায় ১৷৷ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

সরভোগ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

শ্রীল প্রভুপাদ ১৫ই মার্চ্চ রবিবার প্রাতঃ ৬৷৷ ঘটিকায় সরভোগ ষ্টেসনে উপনীত হন। ট্রেণ আসিবার পূর্ব্ব হইতেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হরপ্রীয় ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল্, বি-টি এবং আসাম-দেশের শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত বহু ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্ত এবং অন্যান্য বহু সজ্জন—প্রায় সহস্র ব্যক্তি ষ্টেসন-প্লাটফর্ম্মে সোৎকণ্ঠচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভুপাদের গাড়ী ষ্টেসনে উপস্থিত হইবামাত্র সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল এবং শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-মন্দিরার বাদ্যধ্বনি-সহ হরিসঙ্কীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইল। ব্যাণ্ড্ বাজিতে লাগিল। ভক্তবৃন্দ

সাহায্যে প্রণত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবাহন-বিগ্রহকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ প্রভুপাদের কণ্ঠদেশ পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত করিলেন। প্রভুপাদকে মঠে লইয়া যাইবার জন্য বিরাট্ সংকীর্তনশোভাযাত্রা সুসজ্জিত হইল। মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি হইতে লাগিল। ষ্টেশনে সপার্ষদ প্রভুপাদের একটি আলোকচিত্র লওয়া হইয়াছিল। আসামবাসী ভক্তবৃন্দের প্রভুপাদদর্শন-দর্শন জন্য যে উন্মাদ, তাহা বর্ণনার ভাষা নাই। ষ্টেশন হইতে মঠ ১৪ মাইল দূরে। প্রভুপাদকে একটি সুসজ্জিত মোটরে আরোহণ করাইয়া সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রা উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্তন-সহকারে মঠাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কতিপয় ভক্ত প্রভুপাদের যানের অগ্রে পথে মঙ্গলবারি ছিটাইতে ছিটাইতে অগ্রসর হইলেন। স্বেচ্ছাসেবকদল শোভাযাত্রার শোভা সংরক্ষণ-জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলেরই শিরস্ত্রাণে ও উরসীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাম অঙ্কিত ছিল। শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে একটি সুসজ্জিত হস্তী, তাহার ললাটে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাম লিখিত, তৎপশ্চাৎ ব্যাণ্ডপার্টি ও স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, তৎপশ্চাৎ পতাকাহস্তে কীর্তনকারি-ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রভুপাদের মোটর যান। প্রভুপাদের জন্য মঠে একটি সুন্দর গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের বেদিটিও অতীব সুন্দর হইয়াছে। প্রায় ৫০ জন সেবকের বাসোপযোগী কএকটি সেবকগৃহও নির্মিত হইয়াছে। প্রভুপাদ মঠে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থানের মধ্যে আসন গ্রহণ করিলে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভু কিছুক্ষণ কীর্তন করিবার পর প্রভুপাদ কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন। অতঃপর বেলা প্রায় ১০ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সঙ্কীর্তনমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গপাদপদ্মার্চিকাগিরিধরের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বেচ্ছায় সকলকে তাঁহার ভুবনমোহন বিগ্রহের দর্শন দান করেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ হোম-কার্য্য সমাধান করেন। মঠাশ্রিতভক্ত শ্রীযুক্ত দীননাথ ব্রহ্মচর্য্য অর্চনের কার্য্য করেন। অনন্তর ভোগারাত্রিক-কীর্তনের পর প্রসাদ বিতরণ হইতে থাকে। প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তি প্রসাদ পায়। ১৪।১৫ ক্রোশ বা ততোঽধিক দূরবর্তী স্থান হইতে পদে হাঁটিয়া বহুব্যক্তি শ্রীল প্রভু-পাদের দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীনট-প্রাঙ্গণে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্তনের পর আসামদেশীয় ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের গুরুবিগ্রহকে অভিনন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। অতঃপর প্রভুপাদ প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা কীর্তন করেন।

সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে প্রভুপাদকে দর্শনার্থ সমবেত আসামদেশীয় সজ্জনগণের নিকট প্রভুপাদ অনেক হরিকথা কীর্তন করেন। অপরাহ্ণে পূর্ব্বদিবসের ন্যায় সভার অধিবেশন হয়। প্রভুপাদ ঐদিবসও অনেকক্ষণ যাবৎ হরি-কথা কীর্তন করেন। শ্রীপাদ সেবাতীর্থমহোদয় সর্ব্বসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ প্রভুপাদের কথাগুলি আসামীভাষায় অনুবাদ করিয়া বলেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্তন করেন। উপসংহারে "হইমন তুমি কিসের বৈষ্ণব" এই মহাজন-পদাবলী কীর্তিত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

মঙ্গলবার প্রাতে প্রভুপাদ চক্রচকাগ্রাম পরিদর্শন-স্থলে অনেক ভাগ্যবানের সুকৃতি সম্পাদন করেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার পূর্ব্বের প্রবলজ্বর সত্ত্বেও সপরিবারে গোয়ালপাড়া হইতে সত্বরযোগে আসিয়া চক্রচকাবাজারে বাসা লইয়াছিলেন প্রভুপাদ তাঁহার বাসায় পদার্পণ করেন। শ্রীযুক্ত গোপীরমণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত গোলোকবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাসাধি-কারী প্রভৃতি ভক্ত সপরিবারে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। বহু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয়ে দীক্ষা ও হরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন। পানবাড়ী প্রমুখ কএকটি গ্রামের যাবতীয় ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত। আসামদেশীয় ভক্তবৃন্দের শান্ত সরল প্রকৃতি, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবায় আত্মসমর্পণ সর্ব্বতোভাবে প্রণম্য ও আদর্শস্থানীয়। আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা-চেষ্টায় আসামের বহু ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রয়ে শুদ্ধভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ মঙ্গলবার (১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩৬) অপ-রাহ্ণে সত্বরযোগে গৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা ৬৷৷ ঘটিকায় ট্রেণে কলিকাতা রওয়ানা হন। আসামের চারি-জন ভক্ত প্রভুপাদের সহিত আসিয়াছেন। ট্রেণ শকটায় আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র-

হোসেন সরকার এম্-এ, বি-এল মহোদয় তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী ও আত্মীয়স্বজন এবং বহু উচ্চ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি-সহ ষ্টেসনে প্রভুপাদের দর্শন লাভ ও তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন। মৌলেশ্বর বাবু প্রভুপাদকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই প্রভুপাদের কার্য্যতালিকা নির্দ্ধারিত থাকায় এবারে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইতে পারে নাই।

শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভু—প্রভুপাদ যেদিন (১২ই মার্চ্চ, ১৯৩৬) কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতা আসেন, সেইদিনই একগাড়ীতে বসিয়া আসিয়া যাত্রা করেন। তাঁহার তথা হইতে প্রভুপাদের সহিতই একগাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধুমল্লিকে প্রচার-কার্য্যার্থ রাত্রি ৩৮ ঘটিকায় বোলপোড়া ভবনে অবতরণ করেন।

শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ভক্তিকমল প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আসিয়া রাণাঘাটে মিলিত হন।

১৮ই মার্চ্চ বুধবার কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী, শ্রীধর মহারাজ ও যোগেশ্বর মহারাজ প্রমুখ সেবকবৃন্দ শিয়ালদহ ষ্টেসনে গমনপূর্ব্বক প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া মঠে লইয়া আসেন। প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিজয়ের কথা আছে।

গত ১৬ই মার্চ্চ, ১৯৩৬ শনিবার বেলা দুই ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীমান্ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী রাজকুমার ও শ্রীমান্ গতাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে রেঙ্গুন হইতে এলেপ্পো জাহাজে যাত্রা করিয়া গত ১৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীধামে বিশিষ্ট দর্শক

যুগ-যুগান্তরের ঐতিহ্যপূর্ণ সর্ব্বতীর্থসার পরবিদ্যাপীঠস্থান সুপ্রাচীন-গৌরপুর-শ্রীমায়াপুরে গৌরজন্মোৎসব দর্শনার্থ এবার ভারতের বহুস্থান হইতে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, কবি প্রভৃতি শ্রীধামে সমবেত হইয়াছিলেন। গত ৭ই মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা-মিউজিয়ামের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত টি, আর, রামচন্দ্রন্ মহোদয় শ্রীধামে গমন করিয়া শ্রীধামের প্রাচীনস্থানসমূহ দর্শন ও তত্তৎস্থান-সম্বন্ধীয়-প্রবন্ধ-শ্রবণে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তিনি ৮ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার সৌজন্যপূর্ণ অমায়িক ব্যবহার বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে পূর্ব্বাহ্ণে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মাননীয় মিঃ এন্, এম্, আক্তার এম্-এ, আই-সি-এস্ মহাশয় সপরিবারে শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ ও শ্রীভগবৎপ্রসাদ সম্মান করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

নবগৃহ-প্রবেশ

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীপাদ শার্ঙ্গধারি দাসাধিকারী ব্রহ্মচারী শ্রীধামে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবদ্ভজন-মানসে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া গত শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের চরণরজোদ্বারা এই নবগৃহের উদ্বোধন-উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্ত্তন-মুখে শুভগৃহে পদার্পণ পূর্ব্বক "ভগবদ্ভজনই যে গৃহের একমাত্র সৌষ্ঠব, 'যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভাই'—ইহাই যে প্রত্যেকেরই একমাত্র বিচার্য্য-বিষয়, কৃষ্ণকেই গৃহের একমাত্র প্রভু-জ্ঞানে তাঁহার নাম, ধাম ও কাম-সেবাই যে গৃহস্থের একমাত্র কৃত্য, 'তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী' ইহাই যে গৃহস্থ জীবনের একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয়,—এইসকল কথা গৃহপতির হৃদয়ে জাগরূক করিয়া গৃহপ্রবেশ-উৎসব সম্পাদন করান। শ্রীযুক্ত শার্ঙ্গধারি মহোদয় আচার্য্যপাদপদ্মের যথাশক্তি পূজা ও দণ্ডবদ্ভূমি-দ্বারা নীরাজন সম্পাদন ও বহুব্যক্তিকে মহা প্রসাদ-বিতরণের আনুকূল্য করিয়া প্রকৃত গৃহস্থভক্তের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

রেঙ্গুনে গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

গত ৮ই মার্চ্চ রবিবার (১৯৩৬) গৌর-প্রকট-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ-ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ব্রহ্মদেশের শিক্ষাময়ী ডাঃ মায়ো, শেঠ কিলিদাস, শেঠ ভক্তকিষণদাস পাঞ্জী, শেঠ হরিলাল, শেঠ নারায়ণদাস, রায়বাহাদুর ক্ষেত্রমোহন বসু প্রমুখ বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় রেঙ্গুনে (আপাততঃ ২৯নং জুবিলি ষ্ট্রীটে) একটি গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৪২, ২৮শে মার্চ্চ, ১৯৩৬ | ৩৫শ সংখ্যা

অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

এবৎসর শ্রীব্যাসপূজার প্রধান বিষয়—শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার-প্রকটন ও বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার-সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা। আর শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-সময়ের প্রধান কার্য্য নবদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপে নবদ্বারকিয় বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহগণের সেবা-প্রকাশ।

অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার-প্রকটন-কার্য্য কিছু নূতন নহে। শ্রীল প্রভুপাদ যেদিন হইতে তাঁহার প্রচারকার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই ঐরূপানুগ বা শ্রীভক্তিবিনোদানুগ অথবা শ্রীরাধানুগ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কথা বলিয়া আসিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-মঠাদি-প্রকাশ-কার্য্যও তাঁহার অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার-প্রতিষ্ঠারই অন্যতম। তবে, এবৎসর শ্রীমায়াপুরে ব্যাসপূজা-বাসরে নূতন করিয়া অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার প্রকাশ করিবার লীলার গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সেই গূঢ় উদ্দেশ্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিচারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের পরিবর্ত্তে প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলনের পথেই ধাবিত হইতেছিলাম। প্রেয়ের অনুকূলপথকেই অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন বলিয়া আত্মবঞ্চনা করিতেছিলাম; প্রেয়ের অনুকূল পথ হইতে ক্রমশঃই দূরে সরিয়া পড়িতেছিলাম। শ্রীরাধার অনুগ না হইয়া রাধার অনুগ, রাধার কৃষ্ণের সেবা না করিয়া রাধারক্ত অর্থাৎ অন্যাভিলাষ-ভোগবাসনের অনুগমন করিতেছিলাম; তাই পরমারাধ্যতম-শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভক্তি-বিনোদানুগ-অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কথা আবার স্মরণ করাইয়া দিলেন।

স্মরণ করাইয়া দিলে কি হইবে? অনুকূল বিষয়ে সঙ্কল্প অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয় আমার নাই। যতটুকু সঙ্কল্প আছে মনে করি, তাহাতে মনোধর্ম্মবিকল্প আসিয়া আমাকে অনুকূল বিষয় হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। তাই অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্পের অভিনয় করিলেও প্রতিকূলকে বর্জ্জন করিতে পারি না। লোক দেখান বা মনোধর্ম্মানুগত-প্রতিকূল-ভাবের অভিনয় করিলেই বা কি হইবে? অন্তরে কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস নাই। শরণাগতির স্বরূপ-লক্ষণ—গোপ্তৃত্বে বরণ অর্থাৎ একমাত্র কৃষ্ণকেই পালন-কর্ত্তা বলিয়া বরণ আমার নিকট অবাস্তবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরণাগতির স্বরূপ-লক্ষণের মূলোৎপাটন করিয়া কি করিয়াই বা অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন হইবে? তাই আত্মনিক্ষেপ বা আত্মনিবেদন হইতেছে না। বলির আত্মনিবেদনের কথা কেবল পরোপদেশের সময় প্রচার করিতেছি, কিন্তু নিজে ছলনায় পড়িয়া যাইতেছি। আত্মনিবেদন অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপ যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরে আত্মনিক্ষেপ না করিলে এই মহামায়ার পুর হইতে যে কিছুতেই উদ্ধারের উপায় নাই, ইহা কার্য্যতঃ ভুলিয়া গিয়াছি, কেবল বাক্যবাগীশতার কারক-কলমে অনুচ্চারিত হইয়া শুকপক্ষীর বুলির ন্যায় অথবা গ্রামোফোনের কলের ন্যায় লোকের নিকট আওড়াইতেছি। বস্তুমানে আমার মহামায়ার অন্তঃপুরে আত্মনিবেদন বা আত্মবিক্রয় হইয়াছে। প্রেয়ের অনুকূল-অনুশীলন করিবার জন্য ভোগাগারের রক্ষক হইয়াছি।

অনেকসময় কার্পণ্য বা দৈন্য দেখাই বটে, কিন্তু তাহা অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কার্পণ্য নহে, তাহা প্রেয়ের আনুকূল্য বা ভোগের আনুকূল্যের কার্পণ্য। অর্থাৎ কপট-দৈন্যের কবচ পরিয়া অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন হইতে যেন আত্ম-রক্ষা করিতে চাই। কার্পণ্য প্রকাশ করিয়া অনেক সময় নিজেকে নিজে বঞ্চনা করি এবং আমি "দুষ্করাণ্যস্ত তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংস্ত পচেন্" এই বাক্য প্রতিপালন করিতেছি মনে করিয়া মনকে আশ্বাস প্রদান করি। বস্তুতঃ হরিকথা-শ্রবণে, হরিসেবায়, গুরুবৈষ্ণব-সেবার আনুকূল্য-করণে কার্পণ্যই আমার স্বধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। আমি প্রতিকবিত কৃপণ হইয়া পড়িয়াছি। পরমহংস-গুরুর দান, বিদগ্ধাশী ব্রাহ্মণের সরলতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। তাই দৈব-বর্ণাশ্রম-সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য আমি ধরিতে পারি নাই। 'কোঽহম্' প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে যে, ব্রহ্মসূত্র বা 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' কণ্ঠে ধারণ করিতে হয়—কর্ণ-বেধ-সংস্কার লাভ করিতে হয়, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

"True and proper adjustment"ই যে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের ভূমিকা, তাহা অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার-প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে পুনঃপুনঃ জানাইয়াছেন। এই "proper adjustment" কি করিয়া হয়? অভিনিবেশ-সহকারে অনন্যমনে মজিয়া থাকিব, আর মুখে কার্পণ্য বা দৈন্যের ছলনা করিব—'আমি পতিত, আমি অধম, আমাকে দয়া কর' বলিব, কৃপা কর, তাহা হইলেই কি হইবে? স্বয়ং-বস্তু কৃপা দিতে আসিলে তাহা গ্রহণ করি কৈ?

শ্রীগৌরলীলামৃতসাগরের নবনিধির নবধা দয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অমন্দোদয়-দয়ারূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই ভক্তিবিনোদ অমন্দোদয়-দয়া পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য—স্বরূপদামোদর প্রভু পুরুষোত্তমে প্রকাশ করিয়াছেন। 'ইংকলে পুরুষোত্তমাৎ' এই ধ্যান-বাক্য হইতে জানা গিয়াছে যে, ইৎকলে পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য যে শ্রীচৈতন্যকৃপাশক্তির কথা জানাইয়াছিলেন, তাহা হইতেই গৌড়ীয়ের ধর্ম্ম পুনঃপ্রচারিত হইতেছে। যে নবধা দয়া পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য হইতে প্রচারিত হইয়াছিলেন, তাহাই আবার ভক্তিবিনোদ হইতে পুরুষোত্তমে আত্ম-প্রকাশ করিয়া, নবধা ভক্তির পীঠ নবদ্বীপে সমর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছেন। সেই স্বরূপরূপানুগ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের বাস্তব-সেবা কবে নিষ্কপটে বরণ করিয়া লইতে পারিব? জয়দেব সরস্বতী গীত-গোবিন্দের উপক্রম-শ্লোকে যে 'সুহৃৎ প্রাপয়' বলিয়াছেন, তাহাই কি যোগমায়াপুরপীঠের অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার? এই গৃহেই কি অবশ্যই সেবা হয়? এখানেই কি 'রাধার হরি' অনুকূল-কৃষ্ণরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন? এখান হইতেই কি ভক্তিরসাকরের বর্ণনানুসারে সুবর্ণবিহারী কনকবর্ণ-পুরুষের পুরপীঠ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে? এই কৃষ্ণানুশীলনাগার হইতেই কি গৌর-লীলায় কৃষ্ণ-লীলার স্ফূর্ত্তি ও গৌর-ব্রজত্বনের একতাৎপর্য্য-পরতা উপলব্ধির বিষয় হয়? এখান হইতেই কি সার্ব্ব-

ভৌম বিদ্যাপতি নির্বিশেষ-বিচারপর প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলন বর্জন করাইয়া অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন? সেই ভক্তিবিনোদ-অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারে কবে প্রবেশ-লাভ হইবে?

কলিকাতায় ভক্তিবিজয়-ভবনে প্রভুপাদ

গত ২২শে মার্চ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পরমকরুণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ সচীচরণাশ্রয় ভক্তিবিজয় প্রভুর কলিকাতাস্থ ভবনে তাঁহার বিশেষ প্রার্থনানুসারে সপার্ষদে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রথমে মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুবন্দনা ও পঞ্চতত্ত্বাত্মক কীর্তন করেন। তৎপরে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু "বন্দে গুরীনন্দন" এই শ্লোকটি কীর্তন করেন। সপুত্রক শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু পরমারাধ্য আচার্যদেবের পাদপদ্ম সচন্দনপুষ্প-দ্বারা পূজা ও পুষ্পমালিকায় আচার্যের কণ্ঠদেশ বিভূষিত করেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। যিনি বা যাঁহারা নিষ্কপটে হরিকীর্তন প্রচার বা চতুর্ভুজভুবনপতি শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চা ও বাণীপূজার সেবানুকূল্য করেন, গৌরজনগণ স্বতঃই তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি স্নেহ-বিশিষ্ট এবং সেই স্নেহ ও কৃপার পারিপার্শ্বিকতায় অন্যান্য লোকেরও সেবায় সমুন্নতি হইয়া থাকে।

নিষ্কিঞ্চন পতিতপাবন মহাপুরুষগণ যখন কোথায়ও পদার্পণ করেন, তখন সেই স্থল হরিকথা ও হরিকীর্তনে মুখরিত হইয়া থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর ভবনে উপস্থিত হইয়া "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং" শ্লোকের প্রসঙ্গ কীর্তন-মুখে কৃষ্ট গ্রহ নক্ষত্রাদিরও নিখিল গ্রহনক্ষত্রের প্রভু শ্রীঅচ্যুতের সেবায়ই আনুষঙ্গিকভাবে সন্তোষ-বিধান হয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থস্কন্ধোক্ত "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞাপন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—ভক্তগণের তথাকথিত অমঙ্গল নাই। কিন্তু অভক্তগণের অজ্ঞাতিনাশ ও কর্ম-জ্ঞানাদি-স্পৃহা-জনিত তথাকথিত শুভ ও মঙ্গলের মধ্যেও অমঙ্গলের খনিই প্রচ্ছন্ন থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য', 'যেষাঞ্চ ত্বৎকৃতরবিনাশক' ও 'তথা ন তে মাধব' শ্লোকত্রয় ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেন—ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত ভগবানের যাবতীয় বিধান অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। ভগবানের বাবহার চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে তাঁহাতে শ্রদ্ধার অভাব ও নিজের অজ্ঞাতিনাশ প্রমাণিত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'তত্তেঽনুকম্পাং' এই ভাগবতীয় শ্লোক ও 'বিতরতি যদি যদ্বা' শ্রীল রূপ প্রভুর এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীরূপের শ্লোকের তাৎপর্য এই যে—বৃষ্টি বজ্রগর্ভই হউক আর সুশীতল বারিগর্ভই হউক, চাতক সেই বৃষ্টির জল ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর স্পৃহা করে না। ভগবদ্ভক্তও ভগবৎকৃপা আপাতদৃষ্টিতে দণ্ড বা নিষ্ঠুরতা বলিয়া প্রতীয়মান হউক কিম্বা সম্পদ্যুক্তই হউক, তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানেই শরণাপন্ন থাকেন। জাগতিক কোন প্রকার অসুবিধা তাঁহাকে শরণাগতি হইতে—কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ হইতে বিন্দুমাত্রও চ্যুত করিতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেন—শ্রীহরিনামের কীর্তনদ্বারাই অতি আনুষঙ্গিকভাবে সকল গ্রহ-নক্ষত্রের শান্তি হয়। যার আদালতে আপীল করায় দরুণ নীচের আদালতের যাবতীয় 'রায়' অতিসহজেই মীমাংসিত হয়; কিন্তু ভক্ত কখনও ভগবানের দ্বারা নিজের কোন প্রকার অপরার্থ পোষণ করাইবার চেষ্টা করেন না।

ভগবান্ সর্বজ্ঞ; কিন্তু বদ্ধজীবের দর্শন নানাপ্রকার বাধাযুক্ত। কাজেই ভগবানের বিধানে অসন্তোষ বা চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে নিজের অমঙ্গলই বরণ করা হয়। শরণাগত ব্যক্তির ভগবানের বিধানে সন্তুষ্ট হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবা ব্যতীত অন্যকোন বিচার নাই। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ "ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ" ও "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে"—এই শ্লোক দুইটি ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর মহাশয়ের কথিত "হরীকে গোবিন্দসেবা, না পূজিব দেবী-দেবা, সেই ত'

অনন্যভক্তি-সহকারে এই শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়া অন্যদেবতার সেবায় কোন কোন প্রকার অন্যাভিলাষ নিহিত রহিয়াছে, ইহা যাহারা ও যুক্তিমূলে প্রমাণ করেন।

ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মফল-বাধ্য নহেন। কিন্তু তিনি নিত্যই চৈতন্যদেবে জানেন যে, আমি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি—"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।" কিন্তু তিনি হরিসেবা-ব্যতীত অন্য কোন প্রকার শুভাশুভ-কর্ম্মেই আবাহন করেন না।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"
"তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥"

কতকগুলি জীব স্থূলতর, কতকগুলি জলচর, কতকগুলি উভচর। এই স্থূল ও জল—উভয়ই জড় বা মাটী। যাহারা তির্য্যক্ অর্থাৎ যাহারা আকাশে উড়িতে পারে, তাহারা স্থলচর ও জলচর অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিকতর বাহাদুর বা উন্নত মনে করে। শূন্যে উড়িলেও তাহারা মাটিয়া বা materialistic, তাহারাও পাপজীব। ইহাদের সকলেরই মঙ্গল হইতে পারে, যদি ইহারা অদ্ভুত-বিক্রম শ্রীবিষ্ণুর সেবা শিক্ষা করে।

যাঁহারা কুকুরের সেবা, ঘোড়ার সেবা, মানবের সেবা বা দেবতার সেবা করেন না, কিন্তু ইহাদের সকলেরই একমাত্র প্রভু শ্রীভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই নিজের ও পরের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারেন। ভগবদ্বিমুখ দরাবিদ্যাকে যাঁহারা ভগবানের সেবা বলিয়া প্রচ্ছন্নকাম-পিপাসা চরিতার্থ করিতে চাহেন, তাঁহারা ভগবানের শরণাগত নহেন, তাঁহারা অন্যাভিলাষী। ভগবানের সেবায়ই সকলের সেবা হয়। মুখ্যপ্রাণের সেবায়ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সেবা হয়। বৃক্ষের মূলে জলসেচনেই পত্র-পুষ্প-ফলাদির সেবা হয়,—ইহাই ভাগবতগণের বিচার আর অভক্তগণের বিচার ইহার বিপরীত। তাঁহারা বলেন—জীবের সেবায় (?), দেবতার সেবায় (?) ভগবানের সেবা হয়। ইহা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা—অবতারবাদের কথা নহে। বহু অপূর্ণের সেবায় এক পূর্ণের সেবা—ইহাই অধিরোহবাদের কথা; আর এক পূর্ণতম মূলবস্তুর সেবায় সমস্ত বস্তুর প্রকৃত মঙ্গল—ইহাই অবতারবাদের কথা। আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা তাঁহার সেবা করিব, সকল বিষয়ের মীমাংসা ভগবানের বিধানের উপর নির্ভর করা, ইহাই ভাগবতী চিত্তবৃত্তির লক্ষণ।

শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল কথা বলিবার পর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে "মানস-গেহ-গেহ যো কিছু মোর। অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥" শরণাগতির এই পংক্তিটি কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর ভবন হরি-সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবে মুখরিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ শ্রীমঠে ও স্ব-স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ শুক্রবার হইতে শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীধাম মায়াপুর-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ হয়। পরিক্রমার যাত্রিগণ প্রথম দুই দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে, তৃতীয় ও চতুর্থ-দিবস যথাক্রমে পানিহাটী-সুখবকুঞ্জে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবস শ্রীকুলীন-গৌড়-গদাধরমঠে এবং সপ্তম ও অষ্টমদিবস শ্রীমোদদ্রুমে রাত্রিবাস-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থানসমূহ পরিক্রমা করিয়া নবমদিবসে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাপ্তে শ্রীধাম-মায়াপুর গৌর-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

প্রথম-দিবস—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ভবন করিয়া পরিক্রমা-বাহিনী ১২ ঘটিকার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী স্থানে স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে নিবাসিবাসী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল উডুলোমি

মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আত্মনিবেদন-বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীপাদ বাচক মহারাজ বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয়-দিবস—২৬শে ফেব্রুয়ারী শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু স্থানে স্থানে বক্তৃতা-মুখে স্থান-মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দেন। শ্রীধাম-মায়াপুর যথাবিধি পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজ পাঠ ও শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বক্তৃতা করেন।

তৃতীয়-দিবস—১লা মার্চ্চ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা ও সুবর্ণবিহারে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব। পরিক্রমা-সঙ্ঘ প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যাত্রা করেন। সরস্বতী নদী পার হইতে সাংঘাতিক যাত্রীর অনেক সময় লাগিয়াছিল। বিপ্রহরে সকলে শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া তথা হইতে অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকায় শ্রীসুবর্ণবিহারে যাত্রা করেন এবং প্রায় ৫ ঘটিকায় সুবর্ণবিহারে উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ ও আচার্য্যাত্রিক প্রভু প্রাতঃকাল হইতেই সুবর্ণবিহারে উপস্থিত থাকিয়া তথায় শ্রীবিগ্রহ-স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপারের আয়োজন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এইদিবসের পরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা প্রায় দুইসহস্র। পরিক্রমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, অপ্রাকৃত প্রভু, বন মহারাজ, ভাগবত মহারাজ, ঔডুলোমি মহারাজ ভক্তিবিকাশ প্রভু, ভক্ত্যালোক প্রভু, সেবাবিগ্রহ শ্রীনরহরি প্রভু, ভাক্তবান্ধব প্রভু, হয়গ্রীব প্রভু, গৌরেন্দ্রমোহন সরকার এম্-এ, বি-এল প্রভৃতি সেবকগণ প্রভুপাদের পশ্চাদ্ভিকে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীবন মহারাজ, বাচক মহারাজ, সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী পরিক্রমা পরিচালনা করিতেছিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে প্রভুপাদ পরিক্রমার যাত্রিমণ্ডলীর মধ্যে আসন গ্রহণ করেন। জয়ধ্বনি ও জগন্নাদ কীর্ত্তন হইবার পর প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ভারতী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য হইতে সুবর্ণবিহারের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ইতোমধ্যে শ্রীপাদ শ্রীবন মহারাজ শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে হোমাদিকার্য্য সম্পাদন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে শ্রীসুবর্ণবিহারী-গৌরহরি ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। জয় জয় ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইল। ভক্তবৃন্দ শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব নয়নমনোভিরাম-শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় সভামধ্যে আসন গ্রহণ করিলে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও তৎপর শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু "রাধাকৃষ্ণ বল বল" কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকের সময় উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ আরাত্রিক-কীর্ত্তন করেন। পরিক্রমার যাত্রিগণ ব্যতীত স্থানীয় প্রায় তিন শত অধিবাসী সমবেত হইয়া শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও শ্রীসুবর্ণবিহারীর মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। এখানে কলাভাব-নিবারণার্থ ইতোমধ্যেই একটি কলকূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভামধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"এখন এই পর্ণ-কুটীরেই শ্রীসুবর্ণবিহারী অধিষ্ঠিত হইলেন; অতঃপর ক্রমে এখানেই পাকা শ্রীমন্দির ও শ্রীমঠভবন নির্ম্মিত হইতে পারিবে।" অতঃপর ৭॥০ ঘটিকার সময় পরিক্রমার যাত্রিগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন ও রাত্রিবাস করেন। আর্য্যাসেবকবৃন্দও সুবর্ণবিহারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পৃথক্‌ভাবে পরিক্রমা করিতেছেন।

চতুর্থদিবস—২রা মার্চ্চ মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। ১লা ও ২রা মার্চ্চ উভয়দিবসই শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে মহামহোৎসব হয়। ২রা মার্চ্চ সন্ধ্যায় শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জের শ্রীমন্দির-সম্মুখে প্রভুপাদ প্রথমে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুকে 'যশোমতী-নন্দন' এই কীর্ত্তনটি করিতে বলিয়া কীর্ত্তন-সমাপ্তির পর রাত্রি প্রায় ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এই দিবস শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, সাগর মহারাজ, অরণ্য মহারাজ ও পর্ব্বত মহারাজ বহু ভক্ত-সঙ্গে শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে উৎসবে যোগদান করেন।

পঞ্চমদিবস—৩রা মার্চ্চ কোলদ্বীপ-পরিক্রমা। এই দিবসের সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। শোভা-যাত্রার প্রথমে ব্যাণ্ড্‌পার্টি শ্রীনবদ্বীপবিহারী গৌরসুন্দরের বিজয়-বিগ্রহের জগদ্বিজয় ঘোষণা করিতেছিল। তৎপরে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত শত শত ভক্ত বিজয়-বৈজয়ন্তীহস্তে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-রত। তৎপর শ্রীনবদ্বীপবিহারীর সুসজ্জিত বিমান ব্রাহ্মণকুলভূষণ-ত্রয়ী-দ্বারা বাহিত হইতে-ছিলেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিপাদগণ সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ

কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র-সঙ্কীর্ত্তন-সহ। তৎপর ভক্তমণ্ডলীর ও তৎপশ্চাৎ ভক্তমহিলাবৃন্দ এবং বাহিরপথের বিভিন্নস্থানাধিবাসী শ্রেণীবদ্ধ গো এবং মহিষযান-সমূহ। বাহিরপথ পৌঁছাইবার আসিলে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ 'ভক্তিপ্রসাদ' হইতে কোলদ্বীপ-মাহাত্ম্য পাঠ করেন। সহরের কোন কোন দুষ্টপ্রকৃতি লোক যাহাতে পরিক্রমার যাত্রিগণের কোন অনিষ্ট না করিতে পারে, তজ্জন্য সরকার বাহাদুর প্রতিবেধে শান্তিরক্ষার পুলিশের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এবৎসরও তদ্রূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমরা তজ্জন্য সরকার বাহাদুরকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া যাত্রিগণ (৫ মাই ঘাট) নবদ্বীপটৈলনের নিকট আম্রকাননে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ একটি বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ লণ্ডন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গতবৎসর এইস্থানেই পরিক্রমার যাত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এখানে যাত্রিগণকে মহাপ্রভুর বালভোগের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। যাত্রিগণ বেলা প্রায় ১টায় নির্ব্বিঘ্নে চাঁপাহাটী শ্রীগৌরাঙ্গমঠে উপনীত হন। এই দিবস মঠে মহামহোৎসব হয়। পরিক্রমার প্রায় দুইসহস্র যাত্রী ব্যতীত চাঁপাহাটী ও পার্শ্ববর্ত্তীস্থান-সমূহের সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। রাত্রিতে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন ও শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন।

ষষ্ঠদিবস—৬ই মার্চ্চ হরিবাসর, ঋতুদ্বীপ-পরিক্রমা। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীধর মহারাজ ও ভারতী মহারাজ পরিক্রমণীয় স্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। রাত্রিতে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ ও ভারতী মহারাজ শ্রীগৌরপার্ষদ-মঠে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সপ্তমদিবস—৭ই মার্চ্চ শ্রীবিদ্যানগর ও জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা এবং **বিদ্যানগর-সার্ব্বভৌমগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা**। পরিক্রমার যাত্রিগণ যাবতীয় পাথেয় ও বিশ্রামাদি অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বিদ্যানগর গমন করেন। এই দিবস শ্রীল প্রভুপাদ বিদ্যানগর-শ্রীসার্ব্বভৌমগৌড়ীয়মঠে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীপাদরূপিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীসার্ব্বভৌমালয়ে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবিষ্ট মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের পার্থক্য প্রদর্শন-মুখে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অতঃপর জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা ও তৎস্থানমাহাত্ম্য শ্রবণাদুকীর্ত্তন করিয়া যাত্রিগণ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন।

অষ্টমদিবস—৮ই মার্চ্চ শ্রীযোগপীঠ পরিক্রমা। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীপাদ মুরারির শ্রীপাটে যোগপীঠমাহাত্ম্য পাঠ হইবার পর শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ আবেগময়ী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। রাত্রিতে শ্রীযোগপীঠে শ্রীপাদ তীর্থমহারাজের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজ ও শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ এবং শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব ও শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ সকলের বক্তৃতার সারাংশ বর্ণনমুখে "ষড় আমি ও ছয় আমি" প্রবন্ধোল্লিখিত দার্শনিকতত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন।

নবমদিবস—৯ই মার্চ্চ শ্রীঋতুদ্বীপ-পরিক্রমা এবং **শ্রীঋতুদ্বীপগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা**। যাত্রিগণ প্রাতে শ্রীযোগপীঠ হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা করেন। তথায় মধ্যাহ্নকালে শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীঋতুদ্বীপগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীগৌর-রাধামাধব শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-মহোৎসবে যোগদান করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ যোগপীঠে সহস্র সহস্র যাত্রিসমুখে সুদীর্ঘকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিয়া অধিবাস-মহোৎসব সম্পাদন করেন।

পরিক্রমা-কালে সহস্রাধিক যাত্রীর পরিচালনা-কার্য্যে শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, যথাসময়ে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ যাত্রিগণের বিশ্রাম পত্রাদি যথাস্থানে যথাসময়ে পৌঁছান' ও বিশ্রামস্থানাদির ব্যবস্থা

বিষয়ে মহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, বাত্রিগণের শ্রীধামমায়াপুরে অবস্থান-কালে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ সুবিধার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীনবহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু ও শ্রীযোগপীঠের রক্ষক শ্রীমৎ জগদ্গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়, সঙ্ঘের ভাণ্ডার রক্ষণ-কার্য্যে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর এবং হরিকথা-কীর্ত্তনে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, ভারতী মহারাজ, বন মহারাজ, সাগর মহারাজ, শ্রীধর মহারাজ, অরণ্য মহারাজ, পর্ব্বত মহারাজ, ঔডুলোমি মহারাজ, ভাগবত মহারাজ ও বাচক মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ এবং মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, মহোপদেশক শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতিসহ প্রমুখ সেবকগণের ঐকান্তিকী সেবা-চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও আদর্শ-স্থানীয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আসাম সরভোগে শুভবিজয়োপলক্ষে স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র

সপার্ষদ গৌড়ীয় আচার্য্য-ভাস্কর পরমহংসকুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

আর্য্য দেব!

আপনি ঘোর তামসিক বুদ্ধি বিশিষ্ট আমি জানিবেন অক্ষম হলেও, আপনি যে অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রতিভার দ্বারাই জগতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মমত হেয় তা প্রতিপাদন করি মহাপ্রভুর আচরিত আর প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর গৌরব জগতে পুনর প্রতিষ্ঠা করিছে, সিহেই অগ্রদূতা হৈ বিশ্ব মানবর হৃদয় মন্দিরর দ্বারে দ্বারে আপোনাক নিজর মালোরে বিভূষিত করিছে। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সকলো ঠাইতেই শুদ্ধভক্তি প্রচারর কারণে আপোনার বিপুল প্রয়াস আরু আপোনার লোকোত্তর চরিত্র আমার চিন্তার বিষয় হলে আমি এক পরম সম্পদর অধিকারী বুলি গর্ব্ব অনুভব করো। আজিলৈকে আপনাতকৈ শ্রেষ্ঠতর কোনো অতিথিক অসমে সম্মান করার সৌভাগ্য লাভ করা নাই। বিশ্বর মংগল আরু মঙ্গল আপোনাক আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিছো।

বর্ত্তমানে শুদ্ধভক্তির আলোচনার অভাব হোয়াতেই মনুষ্য সমাজত আধ্যক্ষিক বিচার প্রণালীয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিছে। মহাজনর নির্দ্দিষ্ট অধোক্ষজ বিচার প্রণালী অনুধাবন করিবলৈ অসমর্থ তথাকথিত ধর্ম্মব্যবসায়ীসকলে নিজ নিজ ভাবনাধর্ম্মর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করি নিজ সংগ্রহ কার্য্যত ব্যস্ত। অন্ধ আরু ভোগী জনসাধারণে তেওঁলোকর প্রচার ইন্দ্রিয়তর্পণর অনুকূল ভাবি সমর্থন করাত, তেওঁলোকে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি নানারূপে হিন্দু সমাজত প্রবেশ লাভ করি, বেদবিগর্হিত তামস ভজন আচার-বিচার প্রবর্ত্তন করিবলৈ সুবিধা পাইছে। আপুনি শাস্ত্র যুক্তির দ্বারাই তেওঁলোকর এইবিলাক অসৎ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করি হিন্দুসমাজক বিমল ভাগবতী ধর্ম্মর পরম উপাদেয়তা স্বীকার করিবলৈ বাধ্য করিছে।

ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হলেই বিভু নাইবা তেওঁর ভক্তর আবির্ভাবর কথা শাস্ত্রত উল্লিখিত আছে। বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজ পারমার্থিক দুর্গতির শেষ সীমাত উপনীত হৈছেহি। সনাতন ধর্ম্মর নামে শাস্ত্র-বিগর্হিত নানাবিধ আচার বিচার সমাজত প্রবর্ত্তিত হৈ হিন্দু সমাজক আন আন ধর্ম্মাবলম্বী লোক সকলর ঘৃণার পাত্র করি তুলিছে। যুগধর্ম্ম-পালক, সংকীর্ত্তন-পিতামহ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যর বাণীয়েই ভাগবত-ভক্তির পূর্ণতম বিকাশ। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—এই মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়। শ্রীগৌর বিহিত কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিবলৈকেই যে আপুনি মহাপ্রভুর আদেশত প্রণকত অবতীর্ণ হৈছেহি, সেই সম্বন্ধে আমার অকণো সন্দেহ নাই। বিকৃত বাজে বিভুর কথা কব কোনে?

কর্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি গুণময় বিচারের সমাধির গুণত্রয় আপনি বিকুণ্ঠভক্তির যে বিচিত্র মন্দির নির্মাণ করিতেছে, সিংহে আপনার ভক্তত্বের অনন্ত নিদর্শনরূপে জগতত্ত্ব দেদীপ্যমান থাকিবে।

বর্ত্তমানে আপনিহেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের একমাত্র সাধক। 'ন যেষ্ণভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ' এই বিচারের অনুকূল আচার প্রবর্ত্তন করিলেই যে আপনি বৈষ্ণব স্মৃতি সম্মত বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রম পুনর প্রতিষ্ঠা করি, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কর্ণধার আর্ত্তের অহৈতু শাসনের ভার বিমুক্ত করিবেন। ইহার বারে বৈষ্ণব সার্ব্বভৌমরূপে আপনি অনন্তকাল সম্পূজিত থাকিবে।

আপনার আগেরে এই দেশত ভাগবতের আলোচনা নাহিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বলি অভিমান করা মাত্রের সংখ্যা এই দেশত কম নহয়। কিন্তু বৈষ্ণবের শিক্ষা সম্বন্ধে এইলোক সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হোরাত, এওঁলোকেও বৈষ্ণবক নিজ নিজ ভাবনাবমূহর সমর্থক বুলিয়েই বিচার করি, অবৈষ্ণব হৈ পরিছে। আপোনার অহৈতুকী কৃপাতহে এক্ষণে বৈষ্ণবের তথা এই দেশত আলোচিত হৈছে। আলোচনার লগে লগে আপুনি ইয়াত বৈষ্ণবের অর্চ্চা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিবলৈ সাহি অসমর পারমার্থিক যুবকীহ্ব এক নতুন অধ্যায় রচনা করিলে। প্রাদেশিকতা নাইবা ভাষাভাষার ব্যবধানের দরা মুক্ত হৈ যেবে সকলোরে সত্যানুসন্ধান কার্য্যত নিরত হব, তেবেই এই অধ্যায়র সার্থকতা উপলব্ধি করিব।

আপুনি জগদ্গুরু, জীবর একমাত্র বান্ধব। আপুনি কোনো জাতি নাইবা দেশ বিশেষর সম্পত্তি নহয়। সকলর সকলোরে আপোনার কৃপা ধারা করিব পারে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ কিন্তু বর্ত্তমানে হতগৌরব এই কামরূপ দেশে যে দ্বিতীয়বার আপোনার পদরজ ধারণ করিবর সৌভাগ্য অর্জ্জন করিছে, ই আপোনার অহৈতুকী কৃপারহে নিদর্শন আপোনার কৃপা নহলে, আপোনার স্নেহচ্ছায়ত সঙ্গ লাভ করা অসম্ভব। মন্দমতি আমি অতিশয় দুর্ভাগী হলেও, আপোনার এই অহৈতুকী কৃপা লাভ করি আমি আপোনার শ্রীপাদপদ্মর অতি ওচরত থকা যেন পাইছোঁ। আশীর্ব্বাদ করক যেন এই দেশর পরিত্রীকৃত বক্ষের সৈতে আপোনার শ্রীপাদপদ্মর এই মধুর স্মৃতি বিজড়িত ধূলি আমার সকলো ভক্তির আলোচনা করিবলৈ অনুপ্রাণিত করে।

আমি অতি হীন, মূর্খ, পতিত জীব; আমার ভার নাইবা ভাষার কোনো পারিপাট্য নাই। আপোনার পতিতপাবন বুলি জানিছোঁ, এই অতি অযোগ্য হীন উপায়নেরে আপোনার আরতি করিবলৈ সাহ করিছো। আপুনি ভারগ্রাহী; আমার সকলো ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করি যেন আমার প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করে, এয়ে আপোনার শ্রীচরণত আমার কাতর কাকুতি। ইতি—

প্রণতিকারী—

শ্রীকালাচাঁদ মণ্ডল	শ্রীগোলোকবিহারী দাস
শ্রীবিমানন্দ দাস	শ্রীনরেশ্বর বকুয়া
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস	শ্রীপতিতপাবন দাসাধিকারী
শ্রীদীননাথ শর্ম্মা	শ্রীসনাতন রায়
শ্রীদেবীচরণ দাস	শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় সিংহ
শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী	শ্রীরাধাচরণ দাসাধিকারী।

সবতোগ—
২ চত্র, ১৩৪২।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভায় ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত সজ্জনগণের নাম

বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ, তদীয় ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাধা-কুণ্ডেশ্বরী রায় চৌধুরাণী, শ্রীযুক্ত নৃসিংহমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিক্রম ও শ্রীযুক্ত যোড়শীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিভূষণ (ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের জমি ও নাট্যমন্দির-সেবা); ঐ শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ, শ্রীযুক্ত মনো-মোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ ও শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিভূষণ (ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির সেবা); ঐ শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ ও তদীয় ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা নলী-বালা রায় চৌধুরাণী (বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের শ্রীমন্দির-সেবা); শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার ঘোষ, ঢাকা; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ, ঢাকা; শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমাধব দাশাধিকারী, করিমপুর, কাশী; সপত্নীক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু, বালিগঞ্জ; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন চৌধুরী, জমিদার, গয়াহাটা; সপত্নীক শ্রীযুক্ত অধিলচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল, জমিদার, তালতলা; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্যাল জমিদার, মুক্তাগাছা; শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী জমিদার, আলোয়া; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী জমিদার, বলা; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার বি-এল, বক্তড়া; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ডাঃ এম্-এস্-সি, বক্তড়া; শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বক্তড়া; শ্রীযুক্ত অধিলচন্দ্র দে (দাশাধিকারী) ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী সোণারং, ঢাকা; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দে, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন ধুবড়ী, আসাম; শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সিংহ ডাক্তার, কটক; শ্রীযুক্ত সাধু-চরণ মহান্তি সাব্-জজ, কটক; শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সেন এম-এ, খুলনা; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুন্সী, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ ঢাকী, বক্তড়া; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি-এল জমিদার, কাটিপাড়া, খুলনা; শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর বর্দ্মণ নবাবপুর, ঢাকা; শ্রীযুক্ত শেঠ চরণদাস গুপ্ত, দিল্লী (কমলদান); শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন মুখার্জ্জী, প্রোপ্রাইটার মেসার্স ও, এন্ মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স্, কলিকাতা; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস বি-ই, মিউনিসিপাল ইঞ্জিনীয়ার, ঢাকা; শ্রীযুক্ত ধরণীকুমার গুহ বি-এ, সেক্রেটারী ঢাকা মিউনিসি-পালিটী, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা; মহারাজাধি-রাজ বাহাদুর অব্ বর্দ্ধমান—স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর, মহারাজা অব্ মযূরভঞ্জ—স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী; মাননীয় রাজা অব্ মণীপুর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ; কুমার শ্রীযুক্ত বিরণাকুমার মিত্র, বাঘাপুকুর; স্যর গণেশ দত্ত সিংহ, মন্ত্রী, বিহার লোকাল-সেল্ফ গভর্ণমেণ্ট; রায় সাহাদুর ষাউঙ্গী সি-আই-ই অব্ তরুতপুর; মহাত্মা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ চক্রবর্ত্তী, নদীয়া; মাষ্টার অফ্ আর্টস্ সাহাবে ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ; শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ রায়, নীলকামারী; শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার পাল (পুষ্পব্যবসায়ী); শ্রীযুক্ত বিক্রম্ব ব্যানার্জ্জী, মগরা-হাট, শ্রীযুক্ত কে, ডি, গাঙ্গি প্রোপ্রাইটার, গিরি এণ্ড টেক্ কোম্পানী, রেঙ্গুন; শ্রীযুক্ত হরিদাস নারায়ণ দাস, রেঙ্গুন; মিঃ পি, কে বোস্, ব্যাড্ভোকেট, মাণ্ডালে, শ্রীযুক্ত হীরালাল বসু কণ্ট্রাক্টার, Myitnge (মিংগে), বার্ম্মা; মিঃ এ, কে, দাস, ব্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার, Myitkyina; শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ নন্দী, Kyunhla (চ্যুংলা), বার্ম্মা; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন নন্দী, চুংলা; মিঃ এম্, এল্, বসু ব্যাড্ভো-কেট্, Taunggyi (টাঙ্গী, বার্ম্মা); শেঠ ডি, নারায়ণ দাস, রেঙ্গুন; মি অনারেবল্ ডাঃ বামো, শিক্ষা-মন্ত্রী, বার্ম্মা; রায়বাহাদুর কে, এম্, বসু, রিটায়ার্ড ব্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, বার্ম্মা গভর্ণমেণ্ট, ডাঃ রমেশচন্দ্র চৌধুরী, রেঙ্গুন, মিঃ বি, এন্, দাস এম্-এল্-সি, ব্যাড্ভোকেট্ Bassein (বেসিন); ডাঃ এস্, রায়, রেঙ্গুন; শেঠ বি, এম্, খারওয়ার, রেঙ্গুন; ডাঃ এম্, টি, চারী; শেঠ টি, এল্, ন্যাজী; শেঠ টি, এন্, আহজা; মেসার্স ডি, এম্, আর, নাইডু এণ্ড সন্স; O O Kyaw Khine Esq. B.A., I.C.S., D.C., Monywa; U. Ba Hlaing, Chief Executive Officer, মাণ্ডালে মিউনিসিপালিটী; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার

ঘোষ, রেঙ্গুন ; শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়, রেঙ্গুন ; শ্রীযুক্ত সুখবিলাসীকান্ত-কর, রেঙ্গুন।

স্বধামগত শ্রেষ্ঠার্থী শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পত্নীদ্বয়—শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণি দেবী ও শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদপ্রভাময়ী দেবী ; শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভক্তিবিনয় মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী ; আলের রাণী সাহেবা মহোদয়া ; ঢাকার শ্রীযুক্ত সুপতিবাবুর মাসীমাতা ; শ্রীযুক্তা যামিনীসুন্দরী দেবী (গোপালের মাতা) ; শ্রীযুক্তা নিধুরাণী মাতা, কাশী ; শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা-বালা দাসী—মুরারিগুপ্ত ভবনের নলকূপধাত্রী ; শ্রীযুক্তা সত্যবতী দেবী, কমিলার, তেলেনীপাড়া—মহাপ্রভুর বাড়ীর নলকূপধাত্রী ; শ্রীযুক্ত মদনমিনী দাসী, জামগ্রাম ; শ্রীযুক্তা কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী ; শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ মহাশয়ের পুণ্যবতী পত্নী শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ, গোপীবাগান এবং তৎকন্যাদ্বয়—শ্রীযুক্তা উষারাণী বসু ও শ্রীযুক্তা পুষ্পলতা বসু ; শ্রীযুক্তা মোক্ষদা-সুন্দরী হাল্দার, ময়মনসিংহ ; শ্রীযুক্তা সাবণ্যময়ী গুহ, ময়মনসিংহ ; শ্রীযুক্তা মোহিতমোহিনী সেনগুপ্তা, শাঁখারী-টোলা, বৌবাজার ; মেডী এন, এন, সরকার, দিল্লী (দিল্লীমঠসেবা)।

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুধন ভক্তিবান্ধব, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিনয় ; শ্রীযুক্ত ভবভঞ্জিন্ ভক্তিসৌরভ ; ডাঃ শ্রীযুৎ সন্নিধানন্দ দাস এম্-এ, পিএইচ-ডি (লণ্ডন), প্রত্নবিদ্যা-বিশারদ, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীযুক্ত উদ্ধব-দাস অধিকারী সেবাবান্ধব ; শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্তহান্ দাসাধিকারী ; শ্রীমহানন্দের দাসাধিকারী ; শ্রীসুখরানন্দ দাসাধিকারী ; শ্রীউদ্ধবের দাসাধিকারী ; শ্রীসহজানন্দ অধিকারী ; শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষক অধিকারী ; শ্রীত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজনার্দ্দন দাস অধিকারী, শ্রীজানেন্দ্রনাথ দত্ত ; শ্রীবাধবেন্দ্র দাস অধিকারী ; শ্রীনিখিল-রঞ্জন দাসাধিকারী ; শ্রীনিবেদ্রনাথ দাশগুপ্ত বি-এ ; শ্রীমধুসূদনানন্দ দাসাধিকারী ; শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীদীনবন্ধুদাস দাসাধিকারী ; শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাপাত্র, শ্রীমতিমন্থ দাসাধিকারী, শ্রীসচীন্দ্রনাথ ঘোষ ; শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী, শ্রীমধুসূদনানন্দ দাস অধিকারী (ছাত্র) ; শ্রীবিনোদচন্দ্র দে ভক্তিযোগ ; শ্রীরূপালিঙ্গ দাস অধিকারী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; শ্রীমতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর, শ্রীশার্ঙ্গধরারি দাসাধিকারী, শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী—Typist ; শ্রীদারকেশ দাসাধিকারী, শ্রীবিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীসুদেব দাস অধিকারী ; শ্রীজনন্তদেব দাসাধিকারী, শ্রীপ্রহ্লাদ গদাধর দাসাধিকারী ; শ্রীগৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরঞ্জন ; শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তি-বিলাস ; শ্রীমধুমঙ্গলানন্দ দাস অধিকারী ; শ্রীগোষ্ঠবিহারী দাসাধিকারী ; শ্রীবংশীবদনাথ নন্দী ; শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস অধিকারী বি-এ, শ্রীরজনীকান্ত দাসাধিকারী ; শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল ; শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী ; শ্রীযোগানন্দন ভাগবতভূষণ ; শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব ; শ্রীরাজগোপাল মুখুটি ; শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি পাত্র ; শ্রীভবদেব চট্টো-পাধ্যায়, শ্রীহরিদাস অধিকারী ; শ্রীবৃহদ্বনি পট্টনায়ক ; শ্রীকপিঞ্জল পট্টনায়ক ; শ্রীরাধাবল্লভ বসাক ; ডাঃ নগেন্দ্র-গোপাল বিশ্বাস এম্-বি ; শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণ-দাস অধিকারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ দাসাধিকারী ; শ্রীবৈদ্যেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীনবীগোপাল দাসাধিকারী ; শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী (মাদরাজি), শ্রীমধুমঙ্গল সাহি, পাটনা, শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস, পাটনা ; শ্রীনবদ্বীপেন্দু দাসাধিকারী, শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ; শ্রীজনার্দ্দন দাসাধিকারী।

শ্রীসোমেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমনাদিরুদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ; শ্রীসত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামরুদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যবিগ্রহ ব্রহ্মচারী ; শ্রীঅভিরুদ্র ব্রহ্মচারী ; শ্রীগুরুদর্শন ব্রহ্মচারী ; শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী ; শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী (শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ) ; শ্রীমনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী, ঢাকা, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, ঢাকা ; শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, কটক, শ্রীসতীশচন্দ্র মাইতি (ব্রহ্মচারী) ; শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী (দিল্লীমঠ), শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ; শ্রীউদ্ধবানন্দ ব্রহ্মচারী (খোসাই) ; শ্রীআনন্দ পাণ্ডা ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী ; শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনা-নন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামোদর ব্রহ্মচারী ; শ্রীজগাথর ব্রহ্মচারী ; শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী (মেদিনীপুর) ; শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; শ্রীনন্দপ্রাণ ব্রহ্মচারী ; শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী ;

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার ব্রহ্মচারী ; শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী ; শ্রীঅধিরজ ব্রহ্মচারী ; শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ; শ্রীসর্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ; ডাঃ শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী ; শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ; শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ; শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী ; শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী ; শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী ; শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী ; শ্রীমিহিরাম ব্রহ্মচারী ; শ্রীঅনিলচন্দ্র গাঙ্গুলী বি-এ ; শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ; শ্রীপরেশানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ; শ্রীসূর্য্যকান্ত ব্রহ্মচারী ; শ্রীইন্দ্রনাথ ব্রজবাসী ; শ্রীজগদানন্দ ব্রজবাসী ; শ্রীসত্যনারায়ণদাস ব্রজবাসী ; শ্রীবলাইদাস ব্রজবাসী ; শ্রীভগবান্ দাস ব্রজবাসী ; শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী ; ভক্ত শ্রীহরিশ্চন্দ্র ; ভক্ত শ্রীজগবন্ধু ; ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস ; ভক্ত শ্রীমহেন্দ্র ; ভক্ত শ্রীনিতাই ; শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্র (স্কুল শিক্ষক) ; শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ছাত্র) ; ভক্ত শ্রীসুরেশ ; ভক্ত শ্রীবিভূতি ; ভক্ত শ্রীদীনবন্ধু ; ভক্ত শ্রীরঞ্জিত ; ভক্ত শ্রীবিহারী ; ভক্ত শ্রীবিভূপদ ; ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস ; কটকের মাষ্টার মহাশয় ; ভক্ত শ্রীপঞ্চানন (অধিকারী) ; চৌধুরী লোকমান মণ্ডল সাহেব।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(৩০ গোবিন্দ, ৪৪৯ গৌরাব্দ—শ্রীগৌরপূর্ণিমা)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গুরাম্নায় বিনীতায় মধুরবচসাদিশে।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থায়ানন্তরামেতি নামিনে।
ধাম-প্রচারিণী-সংসৎ-সদ্যোক্তয়ৈষ প্রদীয়তে।
ভক্তিসার ইতিখ্যাতমুপাধিভূষণং মুদা॥
মুনীন্দুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে রবৌ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গুরুবৈষ্ণবসেবায়াং মতির্যস্যাবিচলিতা।
বর্ণী যো নরসিংহাখ্যো হরের্দাস্যৈকজীবনঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সদ্যোক্তয়ৈষ প্রদীয়তে।
ভক্তিকাঞ্চন ইত্যাখ্যামুপাধিভূষণং মুদা॥
মুনীন্দুগজসোমে তু শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুসেবনে দক্ষঃ শ্রীহরেঃ কীর্ত্তনপ্রিয়ঃ।
কবিভূষণনামা যো ব্রহ্মচারী সদাশয়ঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সদ্যোক্তয়ৈষ প্রদীয়তে।
ভক্তিজীবন ইত্যাখ্যামুপনামাঞ্চ সাদরম্॥
খাগেন্দুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে রবৌ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

হরিচরণদাসাখ্যো ব্রহ্মচারী সুধীবরঃ।
অকপটঃ স্থিরপ্রজ্ঞো বৈষ্ণবসেবনপ্রিয়ঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সদ্যোক্তয়ৈষ প্রদীয়তে।
ভক্তিকিঙ্করণ ইত্যাখ্যামুপাধিপ্রবরং মুদা॥
মুনীন্দুবসুচন্দ্রাব্দে-শকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীনারায়ণচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

প্রচারোৎসাহযুক্তায় সভ্যানুরাগসংযুতে।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থায় ভূতভূষিতি নামিনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎ-সৌভাগ্যস্তম্ভৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিসৌধ ইত্যাখ্যামুপাধিভূষণং মুদা॥
মুনীষুবসুশুভ্রাঙ্ক-শকাব্দেঽস্মিন শুভাহ্বয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মহোপদেশকাহ্বায় ভক্তিবান্ধবনামিনে।
প্রাণৈরর্থৈর্গিরাঘাচো হরিসেবাং প্রকুর্ব্বতে॥
আদর্শগৃহিণস্কায় বিবুধায় মহাত্মনে।
ভক্তিবিনোদ ইত্যাখ্যবিদ্যায়তনশালিনে॥
কিশোরীমোহনাখ্যায় ধামাধিকারিণে সতে।
বিদ্যাবিশারদোপাধিভূষণং সত্বরক্ষম্।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসৌভাগ্যস্তম্ভৈ সদুদ্যমকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
সপ্তেষুবসুসোমাঙ্কে শাকে মায়াপুরে রবৌ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীধামবৈভবানাং যো চিত্তাকর্ষী মহাশয়ঃ।
ভক্তিবিনোদ ইত্যাখ্যো বিদ্যাগারঃ সুবিশ্রুতঃ॥
তস্য সর্ব্ববিধাং সেবাং সাবহিতঃ করোতি যঃ।
বর্ণয়তি মহাদাক্ষ্যং ছাত্রনিবাসরক্ষণে॥
ছাত্রশিক্ষকয়োঃ প্রীতিং চরিতেনার্জয়ন্নিহ।
শ্রীমান্মন্মথকিশোরাখ্যো ধামাধিকারিনামকঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসৌভাগ্যস্তম্ভৈ প্রদীয়তে।
কৃতিদেশিক ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
সপ্তেষুবসুচন্দ্রাঙ্কে শাকে মায়াপুরে রবৌ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীচৈতন্যমঠস্থ-প্রভাতকুসুমনামিনে।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থায় সুবন্ধায় সহিষ্ণবে॥
বৈরাগ্যাবোধযুক্তায় প্রশান্তায় মহাত্মনে।
ভক্তসেবানুরক্তায় ধীরায় শুভবৃত্তয়ে॥
ধামপ্রচারিণী-সংসৎসৌভাগ্যস্তম্ভৈ প্রদীয়তে।
কৃতিকোবিদইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
সপ্তেষুবসুচন্দ্রাঙ্কে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টধামসেবারতায় হি।
পূর্ত্তকর্ম্মণি যুক্তায় নানাকৃতিং প্রকুর্ব্বতে॥
সরলায় বিনীতায় বৈষ্ণবপ্রীতিভাজিনে।
বানপ্রস্থাশ্রমস্থায় শ্রীধামদাসনামিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসৌভাগ্যস্তম্ভৈ প্রদীয়তে।
কৃতিকুশল ইত্যাখ্যামুপাধিভূষণং মুদা॥
মুনীষু-গজ-চন্দ্রাঙ্কে শাকে মায়াপুরে রবৌ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীনদীয়াপ্রকাশাখ্যপরমবার্ত্তাসুসেবনে।
শ্রীভিক্ষাং তথা বস্ত্রং যত্র সংলভ্যতে সদা॥
সুস্থিতায় বিনীতায় নিরহঙ্কৃতিশালিনে।
ব্রহ্মচার্য্যাশ্রমায়ৈব শ্রীহরিপদসংস্থিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভৈত্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিমযুখ ইত্যেব উপাধিঃ সাধুসাধিতৈঃ॥
মুনীষুবসুচন্দ্রাব্দ-শকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

নির্বাণীকায় শান্তায় সেবাসুরাগিণে সতে।
ব্রহ্মচারিসুরত্নায় শ্রীরামদাসশালিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভৈত্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিসৌলি ইতিখ্যাতমুপাধিভূষণং মুদা॥
মুনীষুবসুচন্দ্রাব্দ-শকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সেবাব্রত-সুশীলায় দৃঢ়ভাগবতসঙ্গিনে।
অঘদমন-সংজ্ঞায় ধর্ম্মিনে ব্রহ্মচারিণে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভৈত্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিসর্ব্বস্ব ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
দীপেন্দু-নবচন্দ্রেঽব্দে-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ভক্তিশোভাতপস্যায় সজ্জনায় বিরাগিণে।
ব্রহ্মচারিপরব্যোমকুলানন্দেতি নামিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভৈত্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিকঙ্কণ ইত্যেব উপাধিরস্য সাধুরম্॥
মুনীষুবসুচন্দ্রাব্দ-শাকে মায়াপুরে রবৌ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরোর্ভক্তিনিষ্ঠায় সেবাধর্ম্ম-প্রকাশিনে।
ব্রহ্মচারিব্রতজ্ঞ-শ্রীভগবান্দাসনামিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভৈত্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিবিকাশ ইত্যেব উপাধিরস্য সাধুরম্॥
মুনীষুবসুচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে রবৌ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গীতিবাদনদক্ষায় ধর্ম্মকথনবাগ্মিনে।
ব্রহ্মচারিপরাশ্রী-নিত্যানন্দাদ নামিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভৈত্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
রাগালঙ্কার ইত্যেব উপাধিরস্য সাধুরম্॥
মুনীষুবসুচন্দ্রাব্দ-শাকে মায়াপুরে রবৌ।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমদ্ভাগবতপ্রচারণায় যঃ পূর্ণঃ।
সম্পাদনাহুকূলেন বিষ্ণুভক্তিপ্রকাশকঃ।
ত্রিদণ্ডে ব্রহ্মচারিণে কৃষ্ণভক্তাভিধায়িনে।
মহোপদেশকব্যাহিতায় প্রণীয়তে বুধৈঃ।
মুনীষুবসুতত্রাক্ত-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বাল্যলীলেনাসক্তে সদাশয়ে জিতেন্দ্রিয়ে।
নিস্পৃহে শুচিচিত্তে শ্রীকুসুমকুল-সম্ভবে।
ত্রিদণ্ডযুগযুক্তে শ্রীভক্তিবিলাসনামনি।
ধামপ্রচারিণীসংসদৈতাত্মনি সমর্পাতে।
মহোপদেশকাখ্যাং তদুপনামাঙ্ক সাদরম্।
মুনীষুবসুতত্রাক্ত-শকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শীতলেবাহুরক্তায় বিপুলোৎসাহসঙ্কুজে।
ব্রহ্মচারিণাঙ্ক শ্রীরাধারমণ-সংজ্ঞিনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসৈতাত্মনে প্রণীয়তে।
রাগকুসুম ইত্যেতদুপনামাঙ্ক সাদরম্।
মুনীষুবসুতত্রাক্ত-শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

উৎকলাদিপ্রদেশেষু হরিভক্তিপ্রচারণে।
বঙ্গোদ্রাদিমুনক্তে মঠাদিরক্ষণেঽপি।
উপাধিদীয়তে তস্মৈ শ্রীমদ্ভাগবতাশ্রিনে।
ভক্তিসুহৃদিতি শ্রীমদ্ভা দাসাধিকারিণে সতে।
মুনীষুবসুতত্রাক্ত-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিপুলোৎসাহচেতোঽসৌ সাধুবোধায়ুদ্যতে।
শাস্ত্রযুক্ত্যা সদাস্যাপি দুর্মতবিনাশিনে।
মহোপদেশকাখ্যায় শ্রীমতে ব্রহ্মচারিণে।
সিদ্ধস্বরূপসংজ্ঞায় সিদ্ধরূপ-সুসেবিনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসৈতাত্মনে প্রণীয়তে।
বিদ্যাবাগীশ ইত্যেতদুপাধিপ্রবরং মুদা।
সপ্তেষুবসুতত্রাক্ত-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

প্রচারোদ্যমযুক্তায় বৈষ্ণবানুগতায় চ।
ব্রহ্মচারিণাঙ্ক-শ্রীগৌরাঙ্গগ্রহ-নামিনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসৈতাত্মনে প্রণীয়তে।
ভক্তিবিজ্ঞান ইত্যেতদুপাধি-ভূষণং মুদা।
মুনীষুবসুতত্রাক্ত-শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

গত ১৪ই মার্চ শনিবার শ্রীল প্রভুপাদের আসাম-সফরযোগে যাত্রার প্রাক্কালে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ (Secretary, Local Self-Government, Govt. of Bengal) মহোদয় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনাভিলাষী হইয়া আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট মিত্য সচ্চিদানন্দময় ভগবান্, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, জীবাত্মা, শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তি, জীবের ঈশবিস্মৃতা ও ঈশোন্মুখতা প্রভৃতি বিচার-প্রসঙ্গে মায়াবাদ, ভক্ত-পরাধিতা, ভক্তবিলাস ও ভক্তবিরাগ প্রভৃতির নিরসন-মূলে মহাপ্রভুর অনুমত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের সর্বোত্তমতা-বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীহরিকথা কীর্তন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব, স্বরূপ, তটস্থবৈভব, জীব ও প্রধান-তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, চতুঃশ্লোকীতে উদ্দিষ্ট সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচার, 'অহংপূর্বার্তকরণাং'-শ্লোকব্যাখ্যা, জীবের স্বরূপ ও তাহার নিত্যত্ব, উহা কত প্রকারেতে, আদৌ শুদ্ধপাপাত্মঃ, তোমার কনক তোমের কনক, প্রকৃত পরাধিতা, প্রকৃত আত্মমঙ্গল, 'শ্রবণঃ কীর্তন'-শ্লোকোদ্দিষ্ট প্রহ্লাদের বিচার, অর্জে বিজো পৈলাধীঃ, আমায়ঃ প্রাহ, স্ত্রীপুত্রাদিকথার তুল্যঃ প্রভৃতির বিশ্লেষণমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনপূর্বক শ্রীনামভজনের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন-দ্বারা শ্রীনাম-প্রণবকীর্তনানুসংগেই যে সকলজীবের সর্বমঙ্গল সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা কীর্তন করেন। শ্রীযুক্ত সেক্রেটারী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল কথা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া পুনরায় শ্রবণাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। তাঁহাকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয় সংক্ষেপে জানিবার নিমিত্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু তিনখানি গ্রন্থ উপহার প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঐদিবসই আসাম যাত্রা করিয়া গত ১৮ই মার্চ বুধবার আসামমেলে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ২০শে মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দু লাহিড়ী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমনপূর্বক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন। প্রভুপাদ ভাগবতের স্বাতন্ত্র্যতা এবং তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর যোগ্যতার লক্ষণ প্রভৃতি বিচার-প্রদর্শনমুখে তত্ত্বের বিপ্রলম্ভময় কীর্তন-পূর্বক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে 'শ্রীরাধাস্তনে যদি মতি নাহি ভেলা, কৃষ্ণ-ভজন তব অকারণ গেলা' প্রভৃতি গীতি কীর্তনের আদেশ করেন।

২১শে মার্চ শনিবার কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজের সম্মান-ভাজন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্বক প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট 'নহ্যতঃ সুদুর্লভমিদম্'—এই ভাগবতোক্ত শ্লোক ব্যাখ্যামুখে জীবের হরিভজন-ব্যতীত যে কর্তব্যান্তর নাই, প্রাকৃত পরাধিতা ও অপ্রাকৃত পরাধিতার যে সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, বাস্তব-সত্যের ধারণার সহিত যে অবাস্তব ধারণা-সমূহের আদৌ সামঞ্জস্য হইতে পারে না, কৃষ্ণভক্তসঙ্গে কৃষ্ণভজনের নৈরন্তর্যেই যে নিখিল কল্যাণের সারসদ্ভাবেশ, প্রাকৃত নীতি ও অপ্রাকৃত নীতির সহিত যে পূর্ণ পার্থক্য বর্তমান ইত্যাদি বিচার প্রদর্শনপূর্বক অজ্ঞাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞানাদি নিরসনমূলে শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য, শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের অপূর্বতা কীর্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবজ্জ্ঞানের অবয়ত্ব বিচার-মূলে 'জ্ঞানং যে পরমগুহ্যং', 'যদ্যেষোহবাঙ্মনসোঃ', 'হেলোদ্ধূলিত খেদয়া', 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্', 'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা', 'হতো দুঃসঙ্গদুৎসঙ্গাৎ', 'তাম্রোদরদল ব্রহ্মইত্যাপাম্', 'দৃষ্টমনুপাস্তিভবাম্', 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ', 'অকাজি-লাবিতা পূর্বং', 'সদসদ্ভ্যাং পরম্', 'যথা মহান্তি ভূতানি', 'কালেন নষ্টা', 'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন' প্রভৃতি শ্লোক আলোচিত হয়। সন্ধ্যার পরও শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবাবুর নিকট 'নহ্যতঃ সুদুর্লভম্', 'কামাদীনাং কতি ন কতিধা', ভক্তস্বরূপের কথা, 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব', 'মধুরং মধুরং', 'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥' ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনামুখে কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি নিরসনপূর্বক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন বা শ্রীচৈতন্যদেব যে প্রাকৃত ঐতিহ্যাদি প্রমাণের উদ্ধিষ্ট বিষয় নহেন, হরিভজন-ব্যতীত মনুষ্যজাতির যে অন্য কোন শ্রেয়ঃ থাকিতে পারে না ইত্যাদিও বিশেষরূপে আলোচিত হয়।

২২শে মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ভক্তিবিভব মহোদয়ের গৃহে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। (স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য)

২৩শে মার্চ সোমবার মেসার্স ও, এন্, মুখার্জ্জি এণ্ড্ সন্স্ কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। এই দিবস কলেজীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বালচন্দ্র পাত্রী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমনপূর্ব্বক প্রভুপাদের প্রতি আচার্য্যোচিত সম্ভ্রম-প্রদর্শন-মূলে একটি সংস্কৃত-শ্লোক-দ্বারা প্রভুপাদের স্তুতিবিধান করেন। পণ্ডিত মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকর্ত্তা করেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু সহিত তাঁহার কিছুক্ষণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা হয়।

২৪শে মার্চ মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে গমন পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শরণাগতির গীতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রভুপাদ অন্যত্র শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহোদয়ের গৃহ পরিদর্শন পূর্ব্বক বেলা প্রায় ১টার সময় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৫শে মার্চ বুধবার রাত্রি ৪॥০টার ৯ ঘটিকার যাত্রাযোগে শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে কটক যাত্রা করেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, 'শ্রীগৌড়ীয়'-সম্পাদক, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, শ্রীযুৎ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করেন। শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস মহোদয় আসাম-প্রবাসীয় ৩জন ভক্ত-সহ ঐ দিবস পুরী-প্যাসেঞ্জারে পুরী যাত্রা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের কটক-যাত্রাকে অভিনন্দিত করিবার নিমিত্ত মঠের বহু ভক্ত ও অন্যান্য সজ্জন হাওড়াষ্টেশন পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের অনুব্রজ্যা করেন।

গত ২৬শে মার্চ শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে তারযোগে জানাইয়াছেন—শ্রীল প্রভুপাদ ২৬শে মার্চ প্রাতে নির্ব্বিঘ্নে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম-এ মহোদয় শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের কতিপয় ভক্ত এবং সহরের কতিপয় বিশিষ্ট সজ্জনসহ কটক-ষ্টেশনে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন-লাভ ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু হইয়া প্রত্যহ বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক শ্রীমঠে সমবেত হইতেছেন। প্রভুপাদের ২৮শে মার্চ্চ কটক হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে যাত্রা করিবার কথা আছে।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরাবির্ভাব-মহোৎসব

গত ৮ই মার্চ্চ রবিবার লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ (Cal.), সিএইচ-ডি (London) প্রভৃতি-বিদ্যা-বিশারদ মহোদয়ের ঐকান্তিকী সেবা-চেষ্টায় লণ্ডনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মহিমা-শংসনমুখে মহাসমারোহে শ্রীগৌরাবির্ভাব-মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ডাঃ দাস তথায় লণ্ডন-সময়ের অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকায়—যাহা কলিকাতা সময়ের সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা, শ্রীধাম মায়াপুর-গৌরভূমে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌরাবির্ভাব-মহোৎসব-সম্পাদন-লীলা-স্মরণমুখে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পূজা ও ভোগরাগ সম্পাদন করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় (লণ্ডন সময়ের) একটি বিশ্বমণ্ডলসমিতির মহতী সভায় অধিবেশনে ডাঃ দাস ফুলস্ক্যাপ কাগজের ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুমোদিত বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রমধর্ম্মের ঐতিহাসিক গবেষণা ও ক্রমবিকাশ আলোচিত হইয়াছিল। মাননীয় ডক্টর পার্ডী (Dr. Pardhy) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ; ৩৮ বৎসরের অধিককাল যাবৎ ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। আরও কতিপয় সংস্কৃতভাষাবিৎ বিদ্বান্ সজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডক্টর রাধাবিনোদ পালে ডি,এস মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ডাঃ দাসকে জানাইয়াছেন যে, তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীধামমায়াপুর দর্শন করিয়াছিলেন। ডাঃ দাসের প্রবন্ধ শ্রীনবদ্বীপপ্রভুর উচ্চতম দার্শনিক-শিক্ষা-সম্বলিত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে চৈত্র, ১৩৪২, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৬ ৫৪শ সংখ্যা

সাহিত্যিকতা

অনেকে বলেন, দেশ বা সমাজের জাতীয় জীবন সাহিত্যের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়। অর্থাৎ দেশের ও সমাজের চিন্তাস্রোত, নৈতিকগতি বা ধর্ম্মের ভাবনা কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়াছে, কোন্ পথে প্রধাবিত হইয়াছে, তাহা সাহিত্য-দর্পণের মধ্যে যত সহজে প্রতিফলিত হয়, তত আর কিছুতেই নহে। একথাটা অনেকাংশে সত্য।

সাহিত্যিকতা জিনিষটি একদিকে যেমন মনোহারিণী, অপরদিকে বিপথে চালিত হইলে, তেমনই ভয়ঙ্করী। প্রচলিত সভ্যতার ন্যায় পার্থিব সাহিত্যিকতাও কপটতাময়ী এবং বৈরিণীর ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনী, আবার তথাকথিত যাযাবরিকতার ন্যায় ভুবনমোহন বেশে সজ্জিত হইয়া মনুষ্যের অসাধ্য অহিতকারিণী। 'বিষকুম্ভ-পয়োমুখ' বলিয়া যে কথাটি আছে, আধুনিক গ্রাম্য-সাহিত্যিকতা ঠিক সেই উপাধিতে বিভূষিত হইবার যোগ্য। পুষ্টিতুষ্টি-সাধক পরিত্র দুগ্ধভ্রমে লোকে যখন সেই গ্রাম্য সাহিত্যরস-পানে প্রলুব্ধ হয়, তখন উহার অন্তরে যে কালকূট রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারে না। বরং ধীরে ধীরে সেই বিষে অভ্যস্ত হইয়া অকৃত্রিম রসের সরলতা চিরতরে ভুলিয়া যায়।

কপটতাই যেন গ্রাম্য-সাহিত্যিকতার আবাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজের স্বরূপ গোপনপূর্ব্বক বাঘছের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের ন্যায় আমরা সাহিত্যিকতার মনো-রঞ্জন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া সমাজের আসরে উপস্থিত হই এবং সেইরূপ ভাবে কপটতার অনুশীলন ও অভ্যাস

শিক্ষা করিয়া লোকের 'বাহবা' অর্জন করাই জীবনের সার্থকতা মনে করি। বাল্যকালে আমরা একজন অতি সৌখীন থিয়েটরি-এক্টার মেথরকে দেখিয়াছিলাম, সে সাহেবের পুরাণ কোট পরিত, কিন্তু সন্ধ্যার পরে সে এমন ফিট বাবু সাজিয়া থিয়েটার-বাড়ীতে বহির্গত হইত যে, কেহই তাহাকে কোন জমিদারের বিলাসী পুত্র এবং সম্ভ্রান্তোচিত সভ্যতা-সমাজে অভিজ্ঞ না বলিয়া ভাবিতেই পারিত না। কিন্তু যাঁহারা একটু বিচক্ষণ ছিলেন, তাঁহারা তাহার সেই সাময়িক কৃত্রিম সজ্জার ভিতরেও তাহার দৈনন্দিন কর্ম্মের পরিচয় পাইতেন। আমাদের সাহিত্যিকতারও অনেকটা সেইরূপ। আমাদের ব্যক্তিগত দৈনন্দিন চরিত্র ও অন্তরের বিদ্যাবত্তার দৌড় যতই পূতিগন্ধময় হউক না কেন, আমরা বৈষ্ণবোচিতা' এই ন্যায়ের অনুকরণ করিয়া সাহিত্যিকতার কলমে যে সকল চিত্র ও 'পরোপদেশে পাণ্ডিত্য' ফুটাইয়া থাকি, তাহাতে সাধারণ লোক আমাদের চরিত্রের অন্তঃপুর দর্শন করিতে পারে না। কেবল অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগণ আমাদের সেই কৃত্রিম ও সাময়িক পরিচ্ছদের ব্যূহ ভেদ করিয়া সেই অন্তর্গাত্রস্থ কীটাণুকে দেখিতে পান।

কেবল গ্রাম্য সাহিত্যিকতার কথাই বা বলি কেন, অনেক সময় পারমার্থিক সাহিত্যিকতার নামে আমরা কপটতাকে ছদ্ম কলা দিয়া পুষিয়া থাকি। সেদিন আমাদের কোন নিকপট আদর্শ-চরিত্র সদাচারবান্ বৈষ্ণব-বন্ধু কোন পারমার্থিক পত্রিকায় নিরমিত লেখকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন যে, সেই ব্যক্তি কাগজকলমে যেরূপ বৈষ্ণবতা তথা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রাপ্ততা এবং গুরু-ভক্তির উচ্চ আদর্শ প্রতিফলিত করিয়া থাকেন, সেই আদর্শের শতাংশের একাংশও যদি তাঁহার চরিত্রের অন্তঃপুরে তিনি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি সাহিত্যিকতাকে এত ভয় করিতেন না। আমাদের বৈষ্ণব-বন্ধুবর আরও বলিয়াছিলেন যে, উক্ত কবিতা বা প্রবন্ধ-লেখকের সঙ্গে কএকদিন একত্র বাস করিয়া তিনি তাঁহার যে অধ্যবসায়যুক্ত গৃহমেধিতার পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার (বৈষ্ণববন্ধুর) অধিকাংশ প্রবন্ধ-লেখকের প্রতিই যেন আস্থাহীনতা আসিয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের চরিত্র অন্তঃপুরে একপ্রকার আর আসরে আর একপ্রকার। প্রবন্ধ বা কবিতা লিখিবার সময় ইহারা গুরুভক্ত-ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণব-সেবা-বিমুখতার ভাণ্ডার পুরুষ উজার করিয়া থাকেন, কিন্তু যখন নিজেদের চরিত্রে সেই আদর্শ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহারা তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধের সহিত নিজেদের আচরণ ঠিক রাখিতে পারেন না।

গত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া কত সহস্র প্রবন্ধই ত লিখিলাম, 'বাহবা'ও অনেক পাইলাম, বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে 'উৎসাহ' ও অনেক লাভ করিলাম। কিন্তু 'গৌড়ীয়ে'র একটি প্রবন্ধের একটি কথায় মত্তও কি আমার নিত্যাবত্তাব উদিত হইয়াছে? না, কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্য ফলাইয়া নিজের সম্মুখে যবনিকা টানিয়া দিয়াছি? এই জন্য বলিতেছিলাম—সাহিত্যিকতা জিনিষটা ভয়ঙ্করী, অনেক সময় বিশ্বাসঘাতিনী।

রায় গুণাকর তাঁহার পূর্ব্বজীবনে অপ্রাকৃত সাহিত্যিক-গুরু শ্রীল রূপের উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধমাধবাদি নাটক ও শ্রীল কবিরাজপ্রভুর গোবিন্দলীলামৃতাদি মহাকাব্য পাঠ করিবার পর কবিত্ববিজ্ঞানকে অধিতীয় সাহিত্যনায়ক শ্রীরাধামাধবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত না করিয়া বিদ্যাসুন্দরের রসমঞ্জরী প্রভৃতি প্রাম্য-সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শুনা যায়, বৈষ্ণব-ভিক্ষুকের বেশ পরিত্যাগ করিয়া সম্ভোগবাদের তপোবনে (?) বা নিধুবনে পুনরায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রজ্ঞর অক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী সাহিত্যিকতার এরূপ পরিণাম কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে।

শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু গ্রাম্য ও অপ্রাকৃত—এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যিকতার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের টীকায় 'সাহিত্য' শব্দের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া 'সহিতা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'ভক্তি'। বস্তুতঃ যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহাই 'সাহিত্য'। কৃষ্ণ সেই সাহিত্যের একটেটিয়া অধিতীয় ভোক্তা। কিন্তু বর্ত্তমানে সাহিত্য-শব্দের তাৎপর্য্য ঠিক বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা দ্বারা অক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, তাহাই 'সাহিত্য'। আধুনিক সাহিত্যিকগণের ভাষায়ই—'ছাপসাহিত্য' বা 'Bath room literature' প্রভৃতি অনেক শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সে সকল সাহিত্যের কথা ছাড়িয়াই দিই, কেন না, তাহা যে

পূতিগন্ধময়—ইহা নাবালক বালকেও বুঝিতে পারে। কিন্তু এমন কতকগুলি চিন্তাধারা আধুনিক বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারকে প্লাবিত করিয়াছে যে, জনসাধারণের যাঁহারা পুরোহিত, তাঁহারাও ঐ সকল সাহিত্যিকতার ভাণ্ডারে যে কিরূপ বিষকুম্ভ-পয়োমুখের কপটতা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা ধরিয়া উঠিতে পারেন না। বরং তাঁহারাই সেই সকল সাহিত্যের প্রচারিতা, উৎসাহদাতা, পরিপোষ্টা; এমন কি, সেই সকল সাহিত্যই সমাজের ধর্ম-কর্ম ও নীতি-শিক্ষার মেরুদণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোমলমতি শিশুগণকে তাহাদের শৈশবকাল হইতে সেই সকল সাহিত্যের মধ্য দিয়া নীতি ও ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই সকল সাহিত্য শিশুগণের, এমন কি, যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণেরও শ্রেয়ঃসাধক স্বাধীন চিন্তাস্রোতের গতি রোধ করিয়া থাকে। ভোগ বা ত্যাগময় চিন্তাস্রোত সেই সকল সাহিত্যের কল্পভূমি। শ্রেয়ঃ-সাধন সেই সকল সাহিত্যের মূল মন্ত্র। শ্রেয়ঃ-সাধনের প্রতিজ্ঞা কেবল মৌখিকতা।

অনেক সময় আধুনিক-সাহিত্যিকগণও গ্রাম্য-সাহিত্য হইতে পারমার্থিক সাহিত্যের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের পরমার্থের ধারণা প্রকৃত 'সাহিত্য' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে ভ্রষ্ট। সাহিত্য বা নির্বিশেষ-চিন্তা-স্রোতই জগতের শতকরা প্রায় শতজনেরই বিচারে পরমার্থ! কাজেই তাঁহাদের কথিত পারমার্থিক সাহিত্য গ্রাম্য-সাহিত্য অপেক্ষাও অধিকতর বিপজ্জনক। তাঁহাদের কথিত পারমার্থিক সাহিত্য (?) গ্রাম্য সাহিত্যের নিন্দা করিলেও 'Out of the frying pan into the fire' এই ইংরেজী প্রবাদের ন্যায় ব্যক্তি ও সমষ্টিকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া চিরশান্তির আকাশকুসুম দেখাইয়া থাকে।

আমরা ঐ জাতীয় সাহিত্যের কএকটি নমুনা আধুনিক বহু-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে উদ্ধার করিয়া মূল-সাহিত্যের (?) গতি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। অবশ্য ঐ জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক নবীন ও প্রবীণ পাঠকমাত্রেরই নিত্য সাক্ষাৎকার ঘটে; কিন্তু সেই সকল সাহিত্য যে কিরূপ ভীষণাদপি ভীষণ সংক্রামক রোগের দূষিত বীজাণু বহন করিতেছে, তাহা বোধ হয় আধুনিক শতকরা প্রায় শতজন ব্যক্তিমাত্রেরই ভাবনার বিষয় হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে শিক্ষক হইয়া ছাত্রের হস্তে, পিতা হইয়া পুত্রের হস্তে, স্নেহময়ী মাতা হইয়া সন্তানের হস্তে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের হস্তে, গুরু শিষ্যের হস্তে সেই প্রচ্ছন্ন বিষের ভাণ্ড সাদরে ও সযত্নে তুলিয়া দিতেন না।

আধুনিক শিক্ষার পুরোহিত-সম্প্রদায় যে-সকল সাহিত্য মহামূল্য রত্নজ্ঞানে আহরণ করিয়াছেন, তাহাকে দোষের আকর প্রমাণ করিতে গেলে অনেকেরই অপ্রিয়ভাজন হইতে হইবে,—একথা বুঝি। অনেকে হয়ত' বলিবেন,—বিশ্বদরবারে যাঁহারা একচেটিয়া মনীষী, মহাপুরুষ ও শিক্ষক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারে ভুল প্রদর্শন করিতে যাওয়া তোমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির মূর্খতা-মাত্র। কিন্তু আমি অতি নগণ্য হইলেও এবং বহু লোকের অপ্রিয়ভাজন হইবার বিপদ্ বরণ করিলেও যে এক অদ্বিতীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তব-সাহিত্য-কল্পতরুর পাদমূলের আশ্রয়তলে বসিয়া তথাকথিত বিশ্ব-সাহিত্যের বহির্মুখতার সঙ্গত্যাগে সংসাহসী হইবার চেষ্টা করিতেছি, তাহার নাম ভাগবত-সাহিত্য। নিত্যসিদ্ধ ভাগবতগণ, যেমন পরমহংসসখ, নির্মৎসর সাধুগণ সেই বাস্তবসাহিত্যের চর্চা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহাই একমাত্র 'সাহিত্য'-পদবাচ্য। কেননা, যিনি সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক, সেই অদ্বিতীয় পরাৎপর তত্ত্বের পূর্ণ তুষ্টিই সেই সাহিত্যের সাধনা ও প্রয়োজন। যেখানে লোকপ্রীতয়ে সাহিত্যানুশীলনের মুখ্য প্রয়োজন, সেখানে বহুরূপী কপটতার প্রচ্ছন্ন নাটা থাকিবেই থাকিবে।

কোন আধুনিক সাহিত্যিক লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী চিরদিন লোকশিক্ষকের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই সংসারবিরাগী। তাঁহারা বলিতেন, এই যে জগৎ, ইহা মিথ্যা, সত্যের আভাসমাত্রও এখানে পাইবে না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাও মিথ্যা, তাহাদের মায়াবন্ধনে আবদ্ধ হইও না। যদি চক্ষুর সম্মুখে অনাহারে দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া তাহারা মরে, তবুও বিচলিত হইও না, চিত্তের শান্তি ক্ষুব্ধ হইতে দিও না, শান্ত-সমাহিত হইয়া কেবল ভগবানের নামকীর্তন কর। **অনাহারে ক্লিষ্ট পুত্র কলত্রের করুণ ক্রন্দনধ্বনি মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যে ডুবাইয়া দেও।** উপবাস? উপবাসে ভয় পাইও না, ইহকালে উপবাস কর, পরকালে ইন্দ্রপুরীতে

যাইবে।
পারবে।"

উক্ত সাহিত্যের লেখক তাঁহার লেখনীতে যে ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পারমার্থিক ভাগবত বা ভাগবত-সাহিত্যের উপদেশ নহে। বর্ত্তমানে তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজ বা তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারকগণ সকলেই ত্যাগাদিক ভোগ ও ভাগবতধর্ম্মের সাহিত্যের খবর রাখেন। ঐ উভয় সাহিত্যের বিচুড়ি-সংযোগসহ যোগদান করিয়া বর্ত্তমানে অনেকেরই এক বদহজম হইতেছে যে, ভোগ ও ত্যাগ—এই মনোধর্ম্ম-মূলের পুস্তিকল্পিত নানাপ্রকার উপায় সাহিত্যের মধ্য দিয়া সকলেই প্রকাশিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া ভাগবত-সাহিত্যিকগণ দূরে থাকিয়া মুচকি হাসেন।

ভাগবত-সাহিত্যিক-সম্প্রদায় সম্ভোগবাদী নহেন।

ইংরাজি বা পরকালে ইন্দ্রপুরী-বাস, স্বর্গ-রাজের মালাচন্দন বা পেটভরিয়া অমৃত পানের ভোগ দেখিয়া কোন দিনই মুগ্ধ হন না। অধিক কি, জগতের সকল দুঃখ-সম্প্রদায়ের একমাত্র কাম্য মুক্তিকামনাকেও তাঁহারা নরক বা পিশাচীর ন্যায় পরিত্যাগ করেন। "মুক্তির্যত্র ন মৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ"—ইহাই ভাগবত-সাহিত্যিকের কথা। তাহাতে সম্ভোগবাদীর বা সম্ভোগবাদের বিকৃত অভিব্যক্তি দাতৃহকারীর ঝঙ্কারে ক্লিষ্ট পুত্র-কলত্রের করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টার ন্যায় কোন কৃত্রিম বৈরাগ্য বা প্রচ্ছন্ন ভোগ-চেষ্টা ভাগবতগণের অপ্রাকৃত সহজ সাহিত্যময় জীবনে নাই।

পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিক আরও লিখিয়াছেন,—"কর-তালের শব্দে পেট ভরে না। তুলসীর পাতা যতই পবিত্র হউক না, তাহার কাষ্ঠে রান্না হয় না। আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতির মত তাহাতে সুস্বাদু ফল ফলে না।"

দুঃখের বিষয়, এই ভাতীয় সাহিত্যও বিকল্প নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতি-কর্ত্তৃক তরুণ-সাহিত্যিকগণের শিক্ষার জন্য সযত্নে চয়ন করা হইয়াছে! পরমার্থপ্রাণ ভারতবর্ষের তরুণ সন্তানগণকে নূতন যুগোচিত করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভক্তই কি তাহাদের সুকুমার বয়স হইতেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে,—পেটই ধর্ম্মাশ্রয় ? পেট ভরিলেই যেন সবকিছু হইয়া গেল! বলিতে কি, পেটই পরমার্থের স্থান অধিকার করিয়াছে। তুলসীর পাতায় যারা 'ভক্তের ভোগ হয়', কিন্তু 'আমার ভোগ হয় না' বলিয়া তুলসীর পাতার আমার প্রয়োজন নাই! তুলসীর কাষ্ঠে বিষ্ণুনৈবেদ্য-রচনের কথা হরিভক্তিবিলাসাদি বৈষ্ণবস্মৃতি-নিবন্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তুলসী ব্যতীত কোন বস্তুই অর্চ্চাবতারের ভোগ লাগে না—ইহাই আমরা বেদানুগশাস্ত্র-সমূহে দেখিতে পাই। শুকপুরে শিক্ষাদাতার তরুণ-সম্প্রদায়কেও ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ইহাই শিক্ষা দিয়াছে; কিন্তু আধুনিক সাহিত্য তরুণ-শিক্ষার্থিগণের মস্তকে বাল্যকাল হইতেই পেট ভরিবার চিন্তা চুকাইয়া দিতেছে! কাজেই বর্ত্তমানে 'পেটসাহিত্য'-চর্চ্চার ফলে 'ভাগসাহিত্য', না হয় 'নাস্তিক-সাহিত্য' বা সাহিত্যেরই প্রগতি হইতেছে। যতই ধর্ম্ম-শিক্ষা, যতই নীতিশিক্ষা দেওয়া যাউক না কেন আধুনিক পুরোহিতগণের শিক্ষার আদর্শে তরুণগণ ইহাই শিক্ষা করিতেছে যে, পেটপালনই তাহাদের পরমধর্ম্ম! সেই পেটের পুষ্টির জন্যই ধর্ম্মকর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও যত কিছু। যদিও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে 'যুনো হামনাথের গল্প' প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি সেই সকল কেবল 'আঙ্গুর ফল টক'—এই শার্গালী-নীতি পোষণের জন্য ও ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন কল্পিত সন্তোষ বা নাস্তিকতা পরিবর্দ্ধনের জন্য।

কোন আধুনিক ব্রাহ্মণ আমাদের এক বৈষ্ণব-বন্ধুর গলদেশে তুলসীর মালিকা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন,—"আপনি তুলসীর মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া তুলসীকাষ্ঠের সার্থকতা বিধান করিয়াছেন; কারণ, এই কাষ্ঠের দ্বারা অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য হয় না; তবে ইহা কণ্ঠে ধারণ করিলে তৎক্ষণে কফরোগ বিনষ্ট হয়।" কেহ কেহ ম্যালেরিয়া-নাশক বলিয়া তুলসীকে আদর করেন। অর্থাৎ যেন এই বিনশ্বর পঞ্চ দেহটার পোষণ-তোষণই জীবের সর্ব্বস্ব, ইহাই বর্ত্তমানের চিন্তাস্রোত। তাহাই সাহিত্যের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে। সুতরাং সাহিত্যের নাড়ি-স্পন্দন দেখিয়া আমরা সমাজের অবস্থা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি।

নিম্নলিখিত সাহিত্যের অংশটিও জনসাধারণের এতই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে যে, নবীন ও প্রবীণগণের কণ্ঠে কণ্ঠে, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে—সর্ব্বত্রই ইহা গীত ও উদ্ধৃত হইয়া থাকে,—

"করিলাম কত নৃত্য প্রভুর আবেশে,
রাধাভাবে নিরখিয়া হইয়া চেতনা
শ্রীগীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া,
ভ্রমিলাম বৃন্দে বৃন্দে, সাতারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বনফুলমালা।
তবু তৃপ্তি না চিত্তে। সমস্তীর্থসার,
তাই বা তোমার পাশে এসেছি আবার।"

অর্থাৎ লেখক তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে নানা স্থান দর্শন করিয়া তত্তৎস্থানের ভাবে বিভাবিত হইয়া কত নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন। অবশেষে নিজ জন্মভূমি বা সাতারার নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে কাশীবৃন্দাবনাদি তীর্থ অপেক্ষাও তাঁহার জননী ও জন্মভূমি অধিকতর শান্তিদায়ক। তাঁহার স্বদেশ ও জননীই সকল তীর্থের সার। এ স্থানের ব্যাখ্যায় কোন প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক লিখিয়াছেন যে, 'জননীর পদতলে গঙ্গা-গঙ্গা-বারাণসী সকল তীর্থই বিরাজিত'।

ঐ জাতীয় সাহিত্যিকগণ সম্ভোগবাদের প্রচ্ছন্ন পুতিগন্ধ পাইয়া ভাগবত-সাহিত্যিকগণ দূর হইতে হাস্য করিবেন। যাঁহারা মাতৃত্বের নামে প্রচ্ছন্ন সম্ভোগ-পিপাসায় প্রমত্ত হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন বা জনসঙ্ঘকোটি তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের ভিক্ত অভিজ্ঞতা ইহাই শিক্ষা দেয় যে, 'জড়নিষ্ঠাই জীবন-ধারণে কামাবস্তু—দেহাত্মবোধের নামে নিতান্ত গর্হণ-যোগ্য অজ্ঞানবোধ, দেহাত্মবোধ বা মৃন্ময়েন্দ্রিয়ই যথাসর্ব্বস্ব।' জননীর নিকট হইতে আমরা আমাদের অনেক কামনা মোচন করিতে পারি বলিয়া, জননী আমাদের এত প্রিয়। ভারতের পরমার্থশাস্ত্র শ্রুতি ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন এবং পূর্ব্বকালে ঋষিগণও গুরুগৃহে বাস করিয়া এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিকতা জন্ম-ভূমি বা জননীপ্রীতির নামে জড়বৃত্তিকা ও জড়রক্ত-মাংসকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আত্মানুশীলনের কথা হইতে সমাজকে বঞ্চনা করিতেছে। প্রাচীন ভারতে মুক্তপুরুষের রচিত সাহিত্য বা অপৌরুষের সাহিত্য পঠিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই সকল সাহিত্যকে নির্ব্বাসিত করিয়া বা তাহার কদর্থ বা দোষ দর্শন করিয়া বদ্ধজীবগণের লিখিত আপাতচিত্তরঞ্জক সাহিত্যই শিক্ষা ও কৃষ্টির বাহন হইয়াছে!

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বাক্যে জড়-ভোগাগার কতিপয় স্বর্গ হইতে মাত্র জননী ও জন্মভূমিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে কাশী বৃন্দাবনাদি বৈকুণ্ঠতীর্থ-সেবা হইতেও প্রচ্ছন্ন-সম্ভোগবাদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিবার জন্য সাধনা আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভোগময় চিত্তবৃত্তিতে কাশীবৃন্দাবনাদি তীর্থভ্রমণ ভাগবতজীবনের আদর্শ নহে। ঐরূপ জননী ও জন্মভূমিপ্রীতির মূলে যে কপটতাময়ী ভোগচেষ্টা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা একমাত্র ভাগবত-সাহিত্যিকগণই ধরিতে পারেন।

কোন প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক লিখিয়াছেন,—"জড় পাষাণ-বিগ্রহে ভগবান্ আছেন, অথচ জীবন্ত মনুষ্যের মধ্যে তিনি নাই,—এই ভ্রান্তবুদ্ধি পোষণ করিলে ভগবান্‌কে হারাইতে হয়। এ সংসারে ভগবান্ দীন-দরিদ্রের সাথেই ঘুরিয়া বেড়ান। নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দিলেই ভগবান্ মিলিবে থাকেন।"

এই জাতীয় সাহিত্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেশের নামে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে। সেদিন নিম্নলিখিত কএকটি গান কোন ধনবান্ ব্যক্তির গৃহে কাচাগারে গোপিত দেখিতে পাইয়াছিলাম—

"ঈশ্বরের সেবা যদি সাধ থাকে মনে।
মানবের সেবা আগে শিখহ যতনে।"
"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

দরিদ্রনারায়ণ, মানুষের ভগবান্, সেবক-মুদ্রাকরাদের বহির্মুখতা ও ভক্তঅভিমান পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণ করিয়া তাহাদিগের 'দরিজন'-নামকরণ প্রভৃতি ব্যাপার ও গল্পগুলি আধুনিক সাহিত্যিকতার মূলধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ সকল সাহিত্যে বিন্দুমাত্রও কোন অভাব আছে কল্পনা করা দূরে থাকুক, উহা শ্রেষ্ঠ নীতি ও ধর্ম্মসাহিত্য বলিয়া জগতে প্রায় শতকরা শতজন ব্যক্তির নিকটই সমাদৃত হইতেছে! কিন্তু শ্রুতি-সাহিত্য, ভাগবত-সাহিত্য পূজ্যপাদ সাহিত্যকে কোথায় স্থান দিয়াছেন, উহাদের সম্বন্ধে কি

বিচারে আসিয়াছেন, তাহা আধুনিক সাহিত্যিকগণের একেবারে ধারণা-চাপা পড়িয়াছে। আধুনিক সাহিত্যিকগণ বাস্তব-সাহিত্য-বিরোধী পরিণামে নির্বিশেষবিচারপর কতকগুলি বাউলিয়া ও সহজিয়া সাহিত্যকে বৈষ্ণব-সাহিত্য বলিয়া আখ্যা করিয়া "সবার উপরে মানুষ সত্য" প্রভৃতি বাক্য-গুলির সৃষ্টি করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীভাগবত-সাহিত্য বহুপূর্বেই জানাইলেন,—'জীবসেবা' বা 'জীবে প্রেম' কথাটি সত্য নয়। 'পরমেশ্বরে প্রেম', 'পরমেশ্বরের ঐকান্তিক ভক্ত বা বৈষ্ণবের সেবা' আর 'বদ্ধজীব বা বালিশের প্রতি দয়া'। 'সত্য কাচ, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবা'—ইহাই মহাপ্রভুর

কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণ প্রথমেই পরমেশ্বরকে নাম-রূপ-লীলা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে এমন সাহিত্যিকগণ বিশেষ দয়া করিয়া মানবের রুচির অনুকূল কল্পিত ঈশ্বরের কল্পিত নাম ও রূপের অনুমোদন করিয়াছে। আর এদিকে বদ্ধ নাম-রূপ-ক্রিয়া প্রভৃতি বদ্ধজীবগণের জন্যই যেন তাহাদের সমস্ত-স্বত্ব সংরক্ষণ করিয়াছে বলিয়া তদুপরি মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে; সাধু চক্রবর্ত্তীকে উপবাসী ও অনিকেত করাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তবে যদি তাঁহারা ব'দমুখ-সমাজের কিছু নিমকহারামি করিয়া দেন, তবে তাঁহাদের জন্য দয়া করিয়া কিছু নাম-রূপিণার অনুমোদন করিয়াছে। এই জাতীয় চিন্তাস্রোতের প্লাবনকে ভিত্তি করিয়া আধুনিক সাহিত্যিক-তার মনোহর সৌধ পড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই বদ্ধজীবকে 'শিব' কল্পনা করিয়া মায়াবদ্ধ-জীবের সেবা করিবার সাহিত্য পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ভক্ত-সাহিত্যের উপরে শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য আত্মগোপন করিয়াছেন।

দেশের এইরূপ একটি সাহিত্য বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে—"জীবে দয়া—শুধু জীব-সেবা! শিব-জ্ঞানে জীবসেবা।"

শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগসাহিত্যে 'জীবে দয়া' কথাটি পাওয়া যায়, কিন্তু উপরি-উক্ত সাহিত্যে সেই উপদেশের প্রতি 'থু থু' নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আমরা জানি,—আকাশের প্রতি 'থু থু' নিক্ষেপ করিলে নিজের মুখেই 'থু থু' পড়ে; সুতরাং ঐ জাতীয় উপদেশকে কি করিয়া পারমার্থিক সাহিত্য বলিতে পারি? যাহারা শিবজ্ঞানে জীব-সেবা করিতে চান, তাঁহারা অনেকেই বা সকলেই "শিবোঽহং" অর্থাৎ 'আমিই শিব'—এইরূপ মন্ত্রের জপ-কারী। তাহা হইলে সেবারাধ্যতাই তাঁহাদের কল্পিত জীবসেবা হইয়া দাঁড়ায় না কি? দ্বিতীয়তঃ, যদি আমরা জগজ্জননী-বিচারে মহামায়াকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করি, আবার "শিবোঽহং" মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিজেরাই চক্ষে 'শিব' হইয়া যাই বা অপরকে 'শিব' সাজাই, তাহা হইলে আমরা শেষ-পর্য্যন্ত মাতৃসম্বন্ধ বজায় রাখিতে পারিব কি? সন্তান কি করিয়া মাতার কর্ত্তা হয়? মা কি করিয়া আবার বাঁদী হন? শ্রীচৈতন্যদেব ত' তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের ঐরূপ 'ভবানীকর্ত্তা'-শব্দযুক্ত সাহিত্যকে পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সেবার শ্রীমূর্ত্তিবিধানের নাম 'সেবা'। সাধারণ গ্রাম্য-সাহিত্যে শরীরচর্য্যার নাম 'সেবা'। তাহাও সেবার শ্রীমূর্ত্তিবর্দ্ধনমূলক। বদ্ধ জীবের সৌখ্যবিধান করাই যদি সেবা হয়, মাতালকে মদ যোগাইয়া দেওয়াই যদি সেবার আদর্শ হয়, তাহা হইলে 'সেবা' শব্দটি পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাওয়াই ভাল। ভগবদিচ্ছার কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে। জগতে সেবার আদর্শ প্রায় নাই; আধুনিক সাহিত্যে যে সেবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রচ্ছন্ন কাম। ভাগবত-সাহিত্য ও শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—সেবা একমাত্র অধিতীয় সেব্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর ও তাঁহারই অভিন্ন তত্ত্ব নিত্যশুদ্ধ চেতন ভগবজ্জনগণেরই জন্য সর্ব্বস্ব-সংরক্ষণ করিয়াছে। জাগতিক হীনস্বার্থকে ভগবৎপ্রসাদাদি দ্বারা দয়া করিলে তাহাদেরও মঙ্গল সম্ভাবনা। তাহাদের কেবল দৈহিক ও মানসিক ভোগসম্ভার যোগাইলে ও উহাকেই সেবা বলিয়া চালাইলে তদ্দ্বারা কোন পক্ষেরই নিত্যমঙ্গল হইবে না, উভয়েই অধঃনিষ্ঠ ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিক হইয়া পড়িবে।

মূলে পরমেশ্বরের নিত্যবিগ্রহ নাই, নিত্য-ভগবৎপার্ষদ নাই, নিত্য শুদ্ধসত্ত্বের বাস নাই, নিত্য ভগবল্লীলা নাই—এইরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিলে 'মানুষের সেবা' অর্থাৎ কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের সৌখ্যবিধানই 'পরমেশ্বরের সেবা', বহির্ম্মুখতা বজায় রাখিয়াই সেবার মুখাকরণের আপেক্ষিক সুবিধা করিয়া দেওয়াকেই 'হরিজনের (?) সেবা,' নশ্বর জড়দেহের

নশ্বর জন্মভূমির সেবার নামে প্রচ্ছন্ন ভোগকেই কার্পণ্য-বুকাবনাদিধাম-সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেবা এবং প্রচ্ছন্ন হিংসামূলে কর্ম-প্রবৃত্তিকেই নিষ্কাম কর্মযোগের প্রবৃত্তি বলিয়া ভ্রান্তি হয়। এই জাতীয় ব্যাপক ভ্রান্তি ও বহির্মুখতা যখন কোন দেশ বা সমাজকে গ্রাসিত করে, তখনই সাহিত্যের দ্বারা দিয়া পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার প্রলপিত বাক্য প্রকাশিত হয়।

ভাগবত সাহিত্য বৈষ্ণব-সেবা বা বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শিবের সেবার কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু শিবের আসন সকলকে প্রদান করেন নাই। যে কোন লোককে শিবের আসনে বসাইয়া শিবের নামের দোহাই দিয়া সেবা বা সহানুভূতির ছলনায় 'ভোক্তা আমি'র ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া লইব,—ভাগবত-সাহিত্য এইরূপ কপটতাকে সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন। যে উমাপতি শিব মস্তকে বিষ্ণু-পাদবাহিনী গঙ্গাকে ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই গঙ্গাকে, সেই শিবের ধামকে কখনও ভাগবত-সাহিত্য প্রাকৃত জননী বা জড় জন্মভূমির সেবিকা বলিয়া ভ্রমেও কল্পনা করিতে পারেন নাই।

আধুনিক সাহিত্যের আর কতশত উদাহরণ উদ্ধার করিব। কারণ এ জাতীয় সাহিত্যে বঙ্গসাহিত্য প্লাবিত হইয়াছে। কোন এক লোকপ্রিয় গ্যাডনামা সাহিত্যিক লিখিয়াছেন যে, সঙ্কীর্ত্তন অপেক্ষা কর্ত্তব্যসাধন শ্রেষ্ঠ। উদাহরণ-স্বরূপ প্রসঙ্গান্তরে তিনি লিখিয়াছেন,—"যদি তুমি সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া থাক, আর এমন সময় কেহ আসিয়া তোমাকে সংবাদ দেয় যে, তোমার প্রতিবেশীর কলেরা হইয়াছে, তুমি যদি তৎক্ষণাৎ সঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রতিবেশী-নারায়ণের সেবায় না যাও, ভগবান্ তোমার নামকীর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইবেন না।"

জগতের প্রায় বোধ হয় শতকরা শতজন লোকই এই জাতীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠধর্ম্মোপদেশ দেখিতে পাইবেন। বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি তরুণগণ এই সকল সাহিত্য মুখস্থ করিয়া পরীক্ষাগারে তাহা উদ্গীরণ করিয়া আসে। ঐ সাহিত্যের প্রতিবাদ করিয়া পরীক্ষার খাতায় কেহ কিছু লিখিলে তাহার ভাগ্যে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের তালিকার মধ্যে স্থান ঘটিবে না বলিয়া কোন কোন ছাত্রও আমাদের নিকট সরলভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে শিক্ষালয়সমূহ 'ধর্ম্মশিক্ষায় নিরপেক্ষ'—এরূপ উক্তি প্রচার করিলেও আধুনিক সাহিত্যিকতা সাধারণ সামাজিকগণের অজ্ঞাতসারে নাস্তিকতাধর্ম্মই শিক্ষা দিতেছে।

অহিন্দু-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন যে, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য গুপ্তভাবে হিন্দুনীতি ও হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকে; কিন্তু আমরা উপরে যে সাহিত্যের মর্ম্মটুকু উদ্ধার করিলাম, তাহা কোন বিশেষ উচ্চপদারূঢ় বঙ্গসাহিত্যের অহিন্দু অধ্যাপকের দ্বারাই তরুণগণের সাহিত্যে সঞ্চার করা হইয়াছে। ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িকধর্ম্মের গন্ধ নাই বলিয়া বোধ হয় তিনি মনে করিয়া থাকিবেন এবং ঐরূপ নীতি সার্ব্বজনীন বলিয়াই বোধ হয় তিনি বিচার করিয়া থাকিবেন। কারণ হরিসঙ্কীর্ত্তন জিনিষটা আধুনিক ধারণায় সাম্প্রদায়িক! আর প্রতিবেশীর রোগ-সেবা —ইহা সার্ব্বজনীন সদাচরণের ধর্ম্ম!

এইরূপ ধারণারও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে চিত্তরঞ্জনবেশ পরিধান করিয়া কোথায় কপটতাময়ী ভুবনমোহিনী নাস্তিকতা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা আমরা অনেকেই ধরিতে পারি না—ইহাই পরম দুঃখের বিষয়।

যাঁহাদের বিচারে হরিসঙ্কীর্ত্তন নিজের বা অপরের ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয়, তাঁহাদের পক্ষে সঙ্কীর্ত্তন ছাড়িয়া কলেরা রোগীর সেবা করা ভাল। কারণ, তাঁহারা এক মানুষের ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়িয়া আর এক মানুষের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণই করিতে যাইতেছেন। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র হরির ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা হরির সেবা ছাড়িয়া অন্য কোন কার্য্যে যাইতে পারেন না, প্রচ্ছন্ন নাস্তিকসমাজ ঐ কার্য্যকে যতই শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্মের পোষাকে সাজাইয়া দিউন না কেন। যেখানে কলেরা রোগীর সেবা বড় হইয়া দাঁড়াইল বা কর্ম্মফলবাধ্য-রোগী বা রোগীকে 'নারায়ণ' কল্পনা করা হইল, সেখানে কল্পিত হরির নামসঙ্কীর্ত্তনমূলে যে সম্ভোগবাদ বা নাস্তিকতা ছিল, তাহা স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। যাহারা কলেরা সারাইবার জন্য হরিকীর্ত্তনের নামে অপরাধ করে, তাহাদের পক্ষে কীর্ত্তনাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কলেরা রোগীর সেবা করাই ভাল। কিন্তু কলেরা রোগীকে 'নারায়ণ' সাজাইলে আবার মায়াবাদ-অপরাধ আসিয়া

প্রায় সবে। আধুনিক সাহিত্যিকতা অন্ধ সকল সময়ই যুক্তিবিচারের দোহাই দিয়া থাকে—কেবল যাহাতে পরমেশ্বরের সেবার আনুকূল্য হয়, সেই স্থানে উহা বিচার-যুক্তিতে প্রবেশ করিতে নারাজ।

বর্ত্তমানযুগের শুষ্কভক্তিসাহিত্যের গুণমুগ্ধ কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ভক্তিবিনোদ-সাহিত্য বা গৌড়ীয়মঠের সাহিত্য যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকাদিতে প্রকাশিত হইয়া পণ্ডিত ও আলোচিত হইত, তবে তরুণ ও প্রবীণ সকল পাঠকেরই বিশেষ মঙ্গল হইতে পারিত। আমাদের বিচার কিন্তু একটুকু স্বতন্ত্র। ভক্তিবিনোদ-সাহিত্যের বা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সাহিত্যের অন্যূন অধ্যাপকগণের নিকট সেই সকল অভিনব সাহিত্য যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার ফলে আমরা সেই সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি যে, ঐ সাহিত্যের স্বভাবই একটা প্রভাব এই যে, তাহা সকলপ্রকার অসৎসঙ্গের সহিত সংঘর্ষ-চেষ্টাকে পরিহার রাখে। নানা মনোধর্ম্মপর প্রাচ্য ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিক-সাহিত্যের সঙ্গে গৌড়ীয়মঠের সাহিত্য সমান আসনে স্থান পাইলে তদ্দ্বারা শুদ্ধ-সাহিত্যের অবমাননাই হইত। 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'—এই গ্রন্থদ্বয় কি কলেজ-দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কোচ উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকায় গৃহীত হয় নাই? চণ্ডীদাস—বিদ্যাপতির নাম করিয়া অনেক প্রাকৃতসহজিয়া-সাহিত্যও ত' আধুনিক পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাইয়াছে; আবার তৎসঙ্গে কোন কোন প্রাচীন মহাজনের পদও চয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা-দের তরল ও গ্রাম্য সাহিত্যের সহিত সমন্বয়-চেষ্টাই সেই সকল সাহিত্যচর্চ্চার ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একসময় শিশিরকুমারের লোকপ্রিয় মতের সহিত ভক্তি-বিনোদ-সাহিত্য পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিল,—"কাণা-গরু অপেক্ষা খুঁত খোয়ানই ভাল।" সত্যের একজন অকৃত্রিম-গ্রাহক থাকিলেই তদ্দ্বারা প্রকৃত বিশ্বমঙ্গল হইতে পারে। পাঁচমিশালি-সত্যগ্রহণের অভিনয়ে বাস্তবসত্য লাভ হয় না।

আমাদের আচার্য্য-দেবের শ্রীমুখে শত-সহস্রবার শুনিয়াছি যে, তিনি তাঁহার বাল্যকাল হইতে কখনও কোন প্রাকৃত সাহিত্যিকের সাহিত্য পড়িয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই। তিনি চিরকাল সেই সকল সাহিত্যকে পঙ্‌ক্তিবাহ্য ঘৃণে রাখিয়াছেন। তাঁহার পাঠ্যদশায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতি পারমার্থিক সাহিত্যগ্রন্থই তাঁহার বঙ্গ-সাহিত্য-পুস্তকের স্থান অধিকার করিয়াছিল। শ্রীধামপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' রচনা করিয়া সেই গ্রন্থ তদানীন্তন বিদ্যালয়ের ছাত্র সরস্বতী ঠাকুর প্রভৃতিকে পড়াইতেন। সেই সকল সাহিত্য পড়িয়াই তাঁহার বিদ্যালাভের অভিনয় এবং স্বতঃসিদ্ধ অপ্রাকৃত শাশ্বত সাহিত্যভাণ্ডার প্রকাশিত হইয়াছে। কাজেই সেই সাহিত্য সর্ব্বতোভাবে জাগতিক কোলপর ও তাপ-পর সাহিত্য হইতে নিজ-স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিয়াছে।

প্রচলিত বঙ্গসাহিত্যের গুরু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের বোধোদয়ে লিখিত "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ" বাক্যের প্রতিবাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার পূর্ব্ব অধ্যাপক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবনে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই নিকটে সাক্ষাদ্ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। বালক নরস্বতীঠাকুরও সেই সময় উপস্থিত থাকিয়া আধুনিক যুগের পারমার্থিক ও আর্থিক সাহিত্যগুরুদ্বয়ের বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন।

'Educate men without religion and you make them but clever devils" মনীষী ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের এই নীতি আমরা অনেক সময় উদ্ধার করিলেও আমাদের অর্থ বা পরমার্থের আদর্শে ভুল অর্থাৎ গোড়ায়ই গলদ থাকায় আমরা ধর্ম্ম-জগতে নিরপেক্ষতা সংরক্ষণের নাম করিয়া নির্ব্বিশেষবিচারপর অসাম্প্রদায়িক-তারই পক্ষপাতিত্ব করিয়া সাহিত্যের নামে রাক্ষিত-বিচারকেই বহুমানন করি। পরমমোহিনী পরাবেতা সাহিত্যিকতা এরূপ বিশ্বাসঘাতিনী ও প্রচ্ছন্ননাস্তিকতার জননী।

উৎকলে শতাহব্যাপী ভক্তিবিনোদবাণী-কীর্ত্তনোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্রবাক্ গৌরকৃপাশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোহঃ-ষ্টীষ্টানুসারে গত ৭ই চৈত্র (১৩৪০), ২০শে মার্চ্চ (১৯৩৪) রুক্ষবারণী তিথি হইতে উৎকলে শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-কীর্ত্তন-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ১৭ই আষাঢ় ১লা জুলাই রাসলী পর্য্যন্ত শতাহব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। উৎকলের গ্রামে গ্রামে দ্বারে দ্বারে শুদ্ধভক্তগণ গুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে ভক্তিবিনোদবাণী প্রচার করিবেন।

উক্ত শতাহ-উৎসবের মধ্যে ১৮ই চৈত্র, ৩১শে মার্চ্চ শ্রীরাম-নবমী; ২২শে চৈত্র, ৪ঠা এপ্রিল শ্রীবলদেবের স্নানযাত্রা; ৪ঠা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের অপ্রকট-তিথি; ১১ই বৈশাখ, ২৪শে এপ্রিল শ্রীগৌর ও শ্রীনৃসিংহের চন্দনযাত্রা; ১২শে বৈশাখ, ৪ই মে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী; ২৮শে বৈশাখ, ১১ই মে শ্রীল রায় রামানন্দের অপ্রকটোৎসব; ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন রথযাত্রা মহাবারণী; ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ৫ই জুন শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা; ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১০ই জুন শ্রীল ব্রহ্মচর পণ্ডিতের আবির্ভাব; **৫ই আষাঢ়, ১৯শে জুন শুক্রবার শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব;** ৭ই আষাঢ়, ২১শে জুন শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা; ১০ই আষাঢ়, ২৪শে জুন হেরাপঞ্চমী; ১৫ই আষাঢ়, ২৯শে জুন শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা; ১৬ই আষাঢ়, ৩০শে জুন শয়ন একাদশীর উপবাস ও ১৭ই আষাঢ়, ১লা জুলাই চাতুর্ম্মাস্য-পক্ষে চাতুর্ম্মাস্যব্রতারম্ভ।

"উৎকলে পুরুষোত্তমাবৎ"—মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল পুরুষোত্তমভট্টাচার্য্য (শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু) শ্রীচৈতন্যের নবধা ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়া উৎকলে শ্রীচৈতন্যচরণে আত্মসমর্পণের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই পুরুষোত্তমভট্টাচার্য্য হইতেই শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইয়াছে। নবসিদ্ধির নবধা ভক্তি মূর্ত্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম-ভট্টাচার্য্যের শ্রীমুখ হইতে কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ই ভক্তিবিনোদ ভক্তির কথা জীবের শ্রুতিগোচর হয়। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর যখন শ্রীপুরুষোত্তমে ভজন করিতেছিলেন, তখন সজ্জনগণ তাঁহাতে শ্রীচৈতন্যভক্তিবিধির সেই অমন্দোদয়দয়ার মূর্ত্তি অনুভব করিয়াছিলেন। অচৈতন্যপুরুষনের মধ্যে সেই দয়ার নিদর্শন নাই, শ্রীচৈতন্য-বাণীর মধ্যেই সেই দয়া প্রকাশিত। তাই ভক্তিবিনোদ-মনোহঃষ্টীষ্টপুরুষকারী গৌরজন উৎকলের গ্রামে গ্রামে দ্বারে দ্বারে সেই ভক্তিবিনোদদয়ার বাণী কীর্ত্তনের আবেশ প্রচার করিয়াছেন।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ২৩শে মার্চ্চ কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে পদার্পণ করিয়া শতাহব্যাপী-কীর্ত্তনোৎসবের জন্য নানাস্থানে প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। সাক্ষীগোপালের পূর্ব্বাবস্থিতি-ক্ষেত্র, মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের রাজধানী, শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কিতপুরী, সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদের পরিসেবিত তীর্থ কটকে শ্রীল প্রভুপাদ কএক বৎসর পূর্ব্বে যে সচ্চিদানন্দমঠ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা ভক্তিসুধাকরের গুরুসেবাপ্রাপ্তার সুধাকরের ন্যায় নিত্যোজ্জ্বল-সেবা-কৌমুদী বিতরণ করি-তেছে। শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গমন্দির, সেবকখণ্ড প্রভৃতি পরিসেবার বিশেষ অনুকূল হইয়াছে বিশেষতঃ পরমারাধ্যদেবের কৃপায় পরমার্থী মুদ্রাযন্ত্রালয় বা বৃহৎমৃদঙ্গ প্রকাশিত হওয়ায় উৎকলের সকল উৎকলসাহিত্যের মধ্য দিয়া অপ্রাকৃত ভক্তিবিনোদ-সাহিত্য-প্রচারের সুবর্ণসুযোগ হইয়াছে। পরমার্থী মুদ্রাযন্ত্রটির উন্নতির জন্য শ্রীলপ্রভুপাদ নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

নবপ্রবর্ত্তিত সাধনবিধি অনুযায়ী উড়িষ্যা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে সংগঠিত হইতে যাইতেছে। তদুপলক্ষে কটকে এতৎপ্রদেশের বাস্তবর্গ, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিতব্যক্তির সমাবেশ হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা লইয়া 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু ও মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু সেই সকল মনীষার নিকট শ্রীগৌরবাণী-প্রচারে ব্যস্তবান্ হইয়াছেন। অনেক সম্ভ্রান্তব্যক্তি প্রত্যহ শ্রীল প্রভুপাদের বাণী-শ্রবণার্থ কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে আগমন করিতেছেন।

আচার্য্য অধ্যাপক ভক্তিসুধাকরপ্রভুর দ্বারা শ্রীযুক্ত হর-মোহন পট্টনায়ক ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার মহোদয় গত ২৬শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। ঐ দিবস শ্রীমঠের সভামণ্ডপে

শ্রীল প্রভুপাদ "শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও সচ্চিদানন্দানুশীলনের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে একটি মাহিতীর্থ অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, প্রকৃতিরচিতবিশ্বে গুণের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। যিনি সেই গুণের ক্রিয়ার আবাহন করেন, তিনি পুরুষাভিমানী, নিজেই কর্তৃকর্ত্রী প্রভৃতি বিচার করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ "বিষয় একাদশ পঞ্চেৎ" শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, এক অদ্বিতীয় বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়া সকলের চেষ্টা একই বস্তুর তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত না হওয়ায় বহুল বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" শ্লোকের দ্বারা জানা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলেই সেই কর্ম প্রাকৃত হয়। 'কিন্তু কৃষ্ণই সর্ব্বকারণকারণ। জীব নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়াই আপনাকে কর্মকর্ত্তা মনে করে। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, আদি, গোবিন্দ, সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর। তাঁহার 'দেহদেহি' বিষয়বর্গে অন্তর্ভূত না হইয়া সর্ব্বতাৎপর্য্যপর। পরমেশ্বর একজন, কিন্তু প্রাকৃতজগতে কর্তৃত্বকামী জীব অসংখ্য। যেখানে প্রেমের ধর্ম্ম, প্রীতির দ্বন্দ্ব, নিঃস্বার্থধর্ম্ম বা পরমা শান্তির ধর্ম্ম, সেখানে কর্তৃত্ব একজনের। বহুজীববন্ধু—গুণজাত; কিন্তু পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। মুক্ত-পুরুষগণের ক্রিয়া সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের উদ্দেশে চলায় তাহাও একতাৎপর্য্যপর। 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ' পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। এখানে সত্ত্বের সঙ্গে রজের মিল নাই, রজের সঙ্গে তমের মিল নাই—এইরূপ পরস্পর বৈষম্য।

জীব সর্ব্বদা আনন্দধর্ম্মের প্রার্থী। জীব কখনও নিজ সত্তার বিনাশ আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং কখনও অচিৎ-ধর্ম্মেরও অভিলাষী নহেন। বিশ্রাম বা নিদ্রার পর পুনরায় নবজীবনই জীব আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। পৌণজগতের প্রভু হইবার চেষ্টাই অভক্তি। এখানে প্রভুত্ব বা স্বাধীনতা-কামনা ভূতাত্ব বা অধীনতা-কামনা ছাড়া আর কিছু নহে। এই জগতের স্বাধীনতা অধীনতারই প্রচ্ছন্নস্বরূপ। কিন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বরের অধীনতা বা ভৃত্যত্বকামনাতেই পূর্ণতমা স্বাধীনতা লাভ হয়। কারণ ভগবান্ স্বরাট্ পুরুষোত্তম সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ "যেহপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ" ও "তথা ন তে মাধব তাবকাঃ" এই ভাগবতীয় শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করেন। জীব ভগবানের অনুগ্রহেচ্ছু যেকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইবেন, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নাম হয় 'সেবক'। যাঁহারা মনে করেন, আমরা জড়জগতে স্বাধীন, নিরপেক্ষ, তাঁহারাই বস্তুতঃ পরাপেক্ষা-যুক্ত। আর পরমেশ্বরের অধীন ব্যক্তিগণই নিত্য স্বাধীন।

সচ্চিদানন্দমঠে সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সেবা বা অনুশীলন হয়, উহা Theismএর (অকপট আস্তিকতার) Research Institution (অনুসন্ধান বা অনুশীলন-প্রতিষ্ঠান)।

বাস্তবিক স্বাধীনতা লাভ হইলে "আমরা শ্রীহরির নিত্য অধীন"—এই বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের ইন্দ্রিয় প্রতি পদে পদে পরাপেক্ষাযুক্ত, এমন কি আমরা যাহাকে 'অদৃষ্ট' বলি, তাহা পর্য্যন্ত পরাপেক্ষাযুক্ত। সেই 'পর' বস্তুটি কি? তাহাই পরাৎপরবস্তু। যে বস্তুর পরিপূর্ণতা আছে, তাহার 'পর'।

সচ্চিদানন্দমঠে সচ্চিদানন্দের অনুশীলন হয়, আর ইহার বাহিরে যাহা আছে, তাহাতে মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমোধর্ম্মের অনুশীলন হইয়া থাকে। জাগতিক সত্ত্বগুণান্বিতব্যক্তি রজঃ ও তমের share-holder.

জগতে সাত্ত্বিক-কর্ম্মবীর, রাজসিক-কর্ম্মবীর ও তামসিক-কর্ম্মবীরগণ আছেন। সাত্ত্বিককর্ম্মবীরগণ সৎকর্ম করেন, কিন্তু তাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্বের সাহায্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, যেমন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বাসুদেবকে অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞের আবাহন করিয়াছিলেন। রাজসিককর্ম্মবীর-গণ অপরের rightsএর উপর encroach করেন। তাঁহারা অনেক সময় অতিবিদ্বাগবিশিষ্ট হন। আর তামসিক কর্ম্ম-বীরগণ অন্যায় বা পাপ করিতে করিতে নিজের অস্তিত্বের ধ্বংস করিয়া থাকে।

সচ্চিদানন্দমঠের সচ্চিদানন্দ-সেবার বিচারপ্রণালী "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব"। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ "কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, রজোগুণের দ্বারা তমোগুণের ধ্বংস, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণের ধ্বংস, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মিশ্র-সত্ত্বগুণেরও নিরাস —ইহাই সচ্চিদানন্দমঠের বিচারপ্রণালী। শরণাগত-ব্যক্তি-গণের ধর্ম্মালোচনাস্থান—সচ্চিদানন্দমঠ। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ "অধর্ম্ম কি?" এই প্রশ্নের উত্তরমুখে "স্ত্রীতে পানে" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন এবং "শরণাগতি" হইতে "আমার জীবন সদা পাপে রত" এই সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করিতে

আদেশ করেন। শ্রীসচ্চিদানন্দঘনের সেবকগণ সমবেত সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

শ্রীযুক্ত হরমোহনপট্টন্ডক (কটকের ইনকামট্যাক্স অফিসার) বলিলেন,—আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষিত-ব্যক্তিগণ বলেন—বৈষ্ণবধর্ম্ম mysticism মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলেন, mysticismএর worldly efficacy আছে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের কোনপ্রকার worldly efficacy নাই অর্থাৎ তদ্দ্বারা মানবের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় না। যাহা হৃষীকেশ-তর্পণের জন্য সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ধর্ম্ম অথবা যাহারা ধর্ম্মকে anthropomorphism বিচার করিতেছে, তাহাদের প্রদর্শিত ধর্ম্মের আদর্শ দেখিয়া লোকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া ভুল করেন এবং তাহাকেই mysticism মনে করেন।

প্রকৃত-বৈষ্ণবধর্ম্ম mysticism নহে, তাহাকে Transcendentalism বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিকের Transcendentalism নয়। অধিকন্তু চরিতে স্থানে স্থানে যে বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শ আছে, তাহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ বৈষ্ণবধর্ম্মকে mysticism মনে করিতে পারেন। মস্তুতঃ তাহার ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যাহা বুঝিতে পারে, তাহাই প্রচ্ছন্ন mysticism; সেই mysticismকে ধ্বংস করিয়াছে বৈষ্ণবধর্ম্ম।

কেনেডি সাহেব "চৈতন্য-মুভমেণ্টে" যে ধরণের আদর্শকে "বৈষ্ণবধর্ম্ম" মনে করিয়াছেন, তাহা কতকটা mysticism.

শ্রীযুক্ত হরমোহনবাবু বলিলেন,—mysticism বলিতে আমি মনে করিতেছি, যে জিনিষ বুঝা যায় না। বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা আমরা বুঝিতে পারি না।

প্রভুপাদ বলিলেন, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যাহা বুঝা যায়, তাহাও এই জগতের বস্তু, আমরা তাহাকে মাপিয়া লইতে পারি। বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বলিলেন,—"লোকস্যাজানতোবিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্"। লোকসকল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কিছুই জানেন না, তাঁহাদের জন্য ব্যাসদেব সাত্বতসংহিতা রচনা করিলেন। লোকসকল ত্রিগুণমায়ার বিক্রমে মোহিত হইয়া যাহা বুঝিতে পারে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইতে পারে, তাহা আধ্যক্ষিকতা, অভক্তি—উহা কখনও বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। তবে কি যাহা মানুষ বুঝিতে পারে না, ধারণা করিতে পারে না, তাহাই "বৈষ্ণবধর্ম্ম"? তাহাও নহে। জড়জগতের অনেক ব্যাপারও অনেকে ধারণা করিতে পারেন না, কিন্তু অপর আধ্যক্ষিকগণ তাহা ধারণা করিতে পারেন। যখন জীব সদ্গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করেন, যখন শ্রীগুরুকৃপায় তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তখন তাঁহার নির্ম্মল-স্বরূপে হৃষীকেশ-তর্পণের যে নির্ম্মলজ্ঞান প্রতিফলিত হয়, উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা অজ্ঞের তত্ত্ব নহে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রত্যক্ষজ্ঞান। তাহা বিশুদ্ধ আত্মার প্রত্যক্ষ ও বাস্তবজ্ঞান। এই জন্য আত্মবৃত্তি ভক্তির দ্বারাই বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

'সেবা' জিনিষটা abstract; তাহার একদিকে concrete ভজনীয় বস্তু, আর একদিকে concrete ভক্ত।

ভোগের মধ্য দিয়া বা ত্যাগের মধ্য দিয়া যে-সকল ধর্ম্ম-যাজনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা অবৈষ্ণবধর্ম্ম। ভোগের মধ্য দিয়া যে-সকল ধর্ম্ম-যাজনের আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহার অন্যতম mysticism; এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ "ভক্তিযোগেন মনসি" শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—কৃষ্ণ আমাদের cross examinationএর dockএর আসামী নহেন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবাই বৈষ্ণবধর্ম্ম, অক্ষজের মধ্যে যাহা আপাত রহস্য বা প্রহেলিকাচ্ছন্ন, তাহাই mysticism.

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত হরমোহন বাবুকে এইরূপ নানা বিচার প্রদর্শন করিয়া "বৈষ্ণবধর্ম্ম mysticism" এই মতবাদ নিরাস করেন।

২৮শে মার্চ্চ প্রাতে কটক রাভেন্সা কলেজের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বি-এ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণার্থ আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সারস্বার্থিক ভারত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও মহাপ্রভুর অনর্পিতচরদানের কথা বহু ঐতিহাসিক তথ্য কীর্ত্তন করিয়া ব্যক্ত করেন।

অতঃপর উক্ত অধ্যাপক মহাশয় আনবাড়ী জগন্নাথ দাসের মতের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচারের পার্থক্য কি, তাহা জানিতে চাহিলে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, শ্রীজগন্নাথদাস আপাত ভক্তির কথা বলিলেও এবং

ভাগবতের পদ্যানুবাদাদি ক'রলেও তাহাতে নির্ব্বিশেষবাদের গন্ধ আছে। প্রচ্ছন্ন-নির্ব্বিশেষবাদবিচার সংরক্ষণ করিয়া আপাত ভক্তির কথা কীর্ত্তন মহাপ্রভুর ও তদনুগ ভক্তগণের বিচার নহে। নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারে ব্রহ্মের নিত্যত্ব (?) স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্‌কে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ দর্শন করিয়া ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহাদের বিচারে "ব্রহ্ম—Substratum, ভগবানের লীলাকালের মধ্যে কৃত হন; ভগবানের নাম, রূপ, গুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা সব সাময়িক বা মায়িক।"

আমরা শ্রীধরস্বামীর ভাগবত-ব্যাখ্যা অনেকস্থলে গ্রহণ ক'রে কিন্তু শ্রীজগন্নাথদাসের ভাগবত-ব্যাখ্যা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। তবে Henotheis ic School-এর হিসাবে শ্রীজগন্নাথদাস পরম বৈষ্ণব। কিন্তু প্রকৃত-বৈষ্ণবধর্ম্মের বিচারে তাঁহার মতে নির্ব্বিশেষবাদের গন্ধ আছে। শ্রীগুরুর বিচারের ছেয় প্রতিফলন বা বিকৃতিকে অবলম্বন করিয়া যদি শ্রীজগন্নাথদাস ভাগবতের বিচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা শুদ্ধ-ভক্তসমাজে শুদ্ধ-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে না।

কাহাকেও 'বৈষ্ণব' বলিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে জানিতে হইবে, তিনি ভগবানের নিত্য নাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্যপরিকরবৈশিষ্ট্য ও নিত্যলীলা স্বীকার করেন কি না? তাহা না হইলে 'তিনি যদি নিজে নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলেন জগতের অধোক্ষজ নির্ব্বিশেষবিচার-প্রধান বিরক্ত বা অভক্ত-সমাজ তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলেন, তাহা হইলে আমরা সেই মতে ভোট না দিয়া সতর্কতার সহিত সেই বিচার গ্রহণ করিব।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

শ্রীজগন্নাথদেবের কলেবর বিষ্ণুকলেবর, আর নিম্ব-কাষ্ঠ-দর্শন প্রাকৃত। Henotheistগণ ঠাকুরঘরে প্রবেশের অভিনয় ক'রলেও বিষ্ণুপূজা করেন না; তাঁহারা ভাগবত-পাঠ, ভাগবতব্যাখ্যা, কীর্ত্তন-নৃত্যাদির অভিনয় করিলেও শুদ্ধ নহেন। কামুক-ব্যক্তির স্ত্রী-দর্শন ও শ্রীরামানন্দ রায়ের দেবদাসী-দর্শন এক নহে। রামানন্দ রায় জানেন, মানুষ, দেবতা, পশু-পক্ষীর ভোগ্য কোন স্ত্রী নাই, সমস্ত যোষিৎই একমাত্র কৃষ্ণভোগ্য। শালগ্রাম শিলা বাহির ভাঙ্গিবার জন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ বা পূজার অভিনয় আর সত্য-সত্য পূজা করিবার জন্য ঠাকুর ঘরে প্রবেশ বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে এক হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক্। অতএব Henotheist ও শুদ্ধ-ভক্তের জগন্নাথ-দর্শন এক নহে। প্রাকৃত ঔপ্রকৃতপ্রাহ্য-পুরুষ "শ্রীবিগ্রহ" নহেন শুদ্ধভক্তের উপলব্ধিতে "আমি দৃশ্য, জগন্নাথ দ্রষ্টা", "আমি ভোগ্য, জগন্নাথ ভোক্তা"; আর Henotheist মনে করেন, আমি দ্রষ্টা, জগন্নাথ দৃশ্য।" "অন্যো হ্যিকো বিদ্যো" শ্লোক ভক্ত ও নির্ব্বিশেষবাদীর পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যেখানে শ্রীজগন্নাথে কাষ্ঠবোধ, সেখানেই সে অপরাধ। বিধর্ম্মিসম্প্রদায় যে তথাকথিত বিষ্ণুমন্দিরে পৌত্তলিক বলেন, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। যাহারা নিরাকার পুরুষ পূজা করে, তাহারাও পৌত্তলিক। উহারা প্রাকৃত সাকারের নিন্দা ক'রলেও পৌত্তলিক। আমি তা' জানি না —শ্রীজগন্নাথদেব কাষ্ঠ, গোপীনাথ পাথর; আমি জানি —আমার নিত্য উপাস্য বস্তু, আমার সহিত নিত্য-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট-বস্তু, পূর্ণ-চেতন-বস্তু, তিনি দ্রষ্টা, তিনি ভোক্তা, আমি দৃশ্য, ভোগ্য।

আমরা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিব না। য়ুরোপের লোকেরা বৈষ্ণব হইতে পারে না, তাহা আমার বিচার নহে।

বর্ত্তমানে উৎকলে নির্ব্বিশেষমতদুষ্ট বিচারের আদর লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু শ্রীরামানন্দ রায়ের কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

ক্ষ

গত ১৯শে মার্চ্চ রবিবার শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে কটক হইতে পুরী যাত্রা করিয়াছেন।

কটকে শ্রীল প্রভুপাদ

কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারমহংস্য ধর্মচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভাগবতধর্ম-বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

গত ১০ই মার্চ অপরাহ্ণে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ছাত্রবৃন্দ, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক, উকিল ও স্কুলের ছাত্রবৃন্দ শ্রীমঠে আগমনপূর্বক শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯।০ ঘটিকা পর্যন্ত অনর্গল হরিকথা কীর্তন করেন।

প্রথমে রাভেন্সা কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র ত্রিপাঠী মহাশয়ের পিতাঠাকুর আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন। ইনি বহুদিন যাবৎ 'গৌড়ীয়'-পত্রের নিয়মিত পাঠক। তৎপরে স্থানীয় ষ্টেটের প্রধান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সরৎচন্দ্র দে আসিয়া প্রভুপাদকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ পূর্বদিবসের হরিকথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছিলেন যে, বৈকুণ্ঠে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ —এই শক্তিত্রয়ের অবস্থান; আর গুণ-জগতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের অবস্থান। বৈকুণ্ঠের উক্ত শক্তিত্রয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু বৈষম্য নাই কিন্তু কুণ্ঠজগতের ত্রিগুণের মধ্যে পরস্পর বৈষম্য বর্তমান। বৈকুণ্ঠ রাজ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরপ্রেম; আর অবৈকুণ্ঠ জগতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য বর্তমান।

শ্রীযুক্ত সরৎ বাবু "মথুরা, বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের উৎকর্ষ কেন"—এই প্রশ্ন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন —বৃন্দাবন ভগবানের নৈশ বিহার-স্থলী; আর রাধাকুণ্ড মাধ্যাহ্নিক বিহারক্ষেত্র। কুণ্ডতীরে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তমা সেবিকা শ্রীরাধার নিজস্বের Exclusive position.

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি পারকীয়বিচারে অবস্থিত হইলেও এবং মুখ্যা গোপীর মধ্যে পরিগণিত থাকিলেও চন্দ্রা, ভৈরবা প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মিলনের জন্য শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করেন। চন্দ্রাসরোবর, নিম্বগ্রাম প্রভৃতি স্থান গোবর্দ্ধনের নিকট। চন্দ্রাদি যূথেশ্বরীর সহিত তৎসংস্থানে তাঁহাদের কুঞ্জে বাস করা অপেক্ষা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে চলিয়া গেলেন।

আট প্রকার নায়িকার ভাব মূলতঃ শ্রীরাধাতে বর্তমান। তাই সকল গোপীর প্রাণ একমাত্র 'রাধার কৃষ্ণ' রহেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে "ইতস্ততস্তাম্" ও "বাসাংবরণি" শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করেন। বৃন্দাবনের রাসস্থলী এবং পরব্যোমের রাসস্থলী ঐশ্বর্যস্থানেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাসঙ্গলোভে লুব্ধ হন। গোবর্দ্ধনের রাসস্থলীর নিকট সৈন্যা গ্রামে গোপীদিগকে কৃষ্ণ চতুর্ভুজমূর্তি প্রদর্শন করিয়া গোপী-দিগকে বঞ্চনা করেন। কিন্তু শ্রীরাধিকা উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ আর চতুর্ভুজ রাখিতে পারেন না।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ অভিমন্যুর পরিচিত অরিষ্টাসুর বৃষের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীরাধিকা পারকীয় বিচারে কৃষ্ণের সহিত সঙ্গত না হন, এজন্য অভিমন্যু অরিষ্টাসুরের দ্বারা বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সেই চতুষ্পাদ অরিষ্টাসুরকে বধ করেন।

শ্রীরাধা নিত্যা কৃষ্ণপত্নী। ভজজগতে বহু নায়ক। কিন্তু গোলোকে একমাত্র কৃষ্ণই নায়ক আর সকল নারী—লক্ষ্মী, ভূদেবী প্রভৃতি সকলেই রাধার কায়-ব্যূহ। এজগতের সাধারণ সুনীতি অপেক্ষা গোলোক-নীতি অনুসরণে শ্রেষ্ঠ স্থানটীর জন্য অপ্রাকৃত পারকীয় বিচার প্রকাশিত হইয়াছে।

গোপীজনবল্লভই একমাত্র পতি। "গোপী" শব্দের অর্থ 'রক্ষিতা', অর্থাৎ তাঁহাদের সঙ্গ-সুখ একমাত্র কৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত। কৃষ্ণই একমাত্র তাঁহাদের একচেটিয়া ভোক্তা।

"জগন্নাথবল্লভ"-নাটকে শ্রীরাধার বামান্ধ অরিষ্টাসুরের বাধা অপসারিত করিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন-প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু এত আদর করিয়াছেন।

কৃষ্ণতত্ত্বে যে কয়টী কাল রাধার নিকটে কৃষ্ণের অবস্থান। রাধাকুণ্ডে মধ্যাহ্নকালে লীলাকালে অন্যস্থানে শ্রীকৃষ্ণের অনবস্থান হয়। কিন্তু সকলকালই কৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন।

চন্দ্রা, বৈদ্যা, ভদ্রা প্রভৃতি রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারেন না। বল্লভাচার্য্য, হরিবংশ, নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের শ্রীরাধাকুণ্ডের তত্ত্বরহস্যে প্রবেশ নাই। তাঁহারা যদিও রাধার অনুগত বলিয়া বলেন, তথাপি গৌড়ীয়গণের সহিত তাঁহাদের বিচারের সার্থক্য আছে। যদিও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের দশ-শ্লোকীর মধ্যে গৌড়ীয়-তত্ত্বের অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাঁহারা গৌড়ীয়ের ন্যায় রাধার একচেটিয়া সম্বন্ধ মধ্যাহ্ন-বিহার শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করেন না। শ্রীরূপানুগতজন-গ্রন্থাদিতে শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত ও অনুসৃত কৃষ্ণানুশীলন—'রাধার কৃষ্ণের' অনুশীলন, তাহা সহজসম্প্রদায়ের অন্তঃকরণিক বিচারে নাই।

বৈকুণ্ঠ সত্যের অবস্থান-ক্ষেত্র বটে। কিন্তু অক্ষ বস্তু অক্ষজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশ করিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিয়াছেন মথুরা মণ্ডল কেবলজ্ঞান-ভূমি।

জন্মগ্রহণ করায় মানবজ্ঞানের দ্বারা অধিক বোধ্য হইয়াছে মথুরাই বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা।

বৃন্দাবনে গোপনে বৈদগ্ধিবিহার, আর গোবর্দ্ধনে পক্ষ ছয়বার সময় গোপীগণের সঙ্গে বিহার; এজন্য এখানে কৃষ্ণ-উদ্ঘাটনাদি—broad-day-light এ গোপীজন কৃষ্ণ। আবার গোবর্দ্ধন হইতে রাধা কৃষ্ণকে লইয়া নিজস্থানে শ্রীরাধাকুণ্ডে লইয়া যান মধ্যাহ্ন-বিহারের জন্য। শ্রীরাধার স্বাধীনীকৃত কৃষ্ণ একমাত্র রাধাকুণ্ডে। রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজনহৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ দুর্গ। এজন্য স্বয়ং মহাপ্রভু আবিষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়া দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ অরিষ্টাসুরের বধের পর রাধাকুণ্ডে সর্ব্বতীর্থের আগমনাদির কথা বলেন। প্রভুপাদ বলেন, শ্রীরাধিকার সম্বন্ধ-গৌরবে সকল ethical principle আবদ্ধ আছে, এজন্যই রাধাকুণ্ডে সর্ব্বতীর্থের আগমন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ "গীতাবলী" হইতে

"বরজ-বিপিনে যমুনাকূলে
মঞ্জু-মনোহর শোভিত ফুলে।"

"শতকোটি গোপী মাধব-মন।
রাখিতে নারিল কা'র' ধরন ধ" এবং
"রাধা-জনে যদি রতি নাহি ভেল।
কৃষ্ণজনম তব অকারণ গেলা॥"

—এই সঙ্গীতত্রয় পাঠ করেন।

রাস তিনটি—(১) যামুনরাস (বৃন্দাবনের ধীরসমীরে), (২) পরাসৌলিতে রাস (গোবর্দ্ধনে) ও (৩) রাধাকুণ্ডে রাস। রাধাকুণ্ড হইতে রাধার চলিয়া যাওয়ার কথা নাই।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের back ground এ এই পাঁচটি গ্রন্থের কথা কবিরাজগোস্বামী সদ্য উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ মহাপ্রভুর আলোচ্য ছিল—

(১) চণ্ডীদাস, (২) বিদ্যাপতি, (৩) রায়ের নাটক-গীতি
(৪) কর্ণামৃত, (৫) শ্রীগীতগোবিন্দ।

স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
নাচে গায় পরম আনন্দ॥

বিষ্ণুস্বামী বা নিম্বার্কের সময় রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভু রহস্য উদ্ঘাটিত করিলেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমময়ী উপাসনাই সেই রহস্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের সময় বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু রহস্য অনুদ্ঘাটিত ছিল। কারণ, স্বয়ংবস্তু না হইলে কেহ রহস্য প্রদান করিতে পারেন না। ইহা ভগবান্ ভক্তাংশোক্তিতেও বলিয়াছেন—

জানাং যে পরমগুহ্যং ময়বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

কপাল পোড়া থাকিলে এই রহস্যের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিতে পারিব না। ২৪টি ঘণ্টা অনুকূল কৃষ্ণের অনুশীলন না করিলে এই রহস্য অনুদ্ঘাটিত থাকিবে। যাঁহারা মহাপ্রভুর আশ্রিত নহেন, আবার মহাপ্রভুর নিজজনগণের আশ্রিত নহেন, স্বরূপরূপানুগবর শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বিশেষ বিশ্রম্ভ-সেবক নহেন, তাঁহারা এই রহস্য জানিতে পারেন না।

এই সেই উৎকল দেশ, যেখানে রায় রামানন্দের ন্যায় মহদ্ ব্যক্তি মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও সাধ্যশ্রীর মধ্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের কথা আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে উৎকল দেশে রামানন্দরায়ের সেরূপ মর্য্যাদা নাই। উৎকল দেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সেরূপ চর্চ্চা নাই।

বড় উঠিবার পূর্ব্বে যে অবস্থা হয়, উৎকলের সেই অবস্থা হইয়াছে। সুতরাং উৎকল দেশকে রক্ষা করিতে হইলে তথায় পুনরায় প্রেমের প্লাবন আনিতে হইবে। তাহাতে শুধু উৎকল দেশ নয়, উৎকল হইতে সমগ্র পৃথিবীতে প্রেমবন্যা বিস্তৃত হইবে। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদ্বারা উৎকল-দেশের অবনতি হইয়াছে"—এই আধুনিক চিন্তাস্রোত উৎকলের নিজস্ব বিচার নহে। ইহা ধার করা বিজাতীয় বিচার। লাঠিসোটায় উন্নতিই কি উন্নতি? যে-সময় শ্রীচৈতন্যদেব জগতে কৃষ্ণপ্রেমের বার্ত্তা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তিবান্ হইয়াছিল উৎকল ও বঙ্গদেশ।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ উনবিংশ শতাব্দীর "Young Bengal"এর অবস্থা এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শে উদ্ভ্রান্ত বঙ্গদেশের অবস্থা বর্ণন করিয়া "বিকৃতশিক্ষার দ্বারাই জগতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে," এই সত্যের মতবাদকে সমর্থন করেন।

এই সময় কলিকাতার যুবরাজ সভাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক যুবরাজকে সদুপদেশ-প্রদানমুখে পরলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়া ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য, ইহা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, মনুষ্যজাতি মরিয়া যাওয়া না পর্য্যন্ত তাহাদের ইহ জগতের দৈহিক ও মানসিক সুখসাধিনী উন্নতির নানারূপ পরিকল্পনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা মানব-সমাজে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন; কিন্তু এই সাময়িক জীবনের পর নিত্যজীবন-লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের কি মঙ্গলের উপায় আছে, তাহার আলোচনা ও তদ্বিষয় যাঁহারা ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদের বিচার আরও উন্নত।

প্রচার প্রসঙ্গ

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীভক্তিভবন বন মহারাজ গত ৯ই ফেব্রুয়ারী সন্তোষের মাননীয় রাজাবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির-নির্ম্মাণ-পরিকল্পনার বিশেষ সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে স্বামীজী কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। তথায় ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীব্যাস-পূজা ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীব্যাসপূজার সাধারণ মহোৎসবে যোগদান করিয়া স্বামীজী ১৭ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ঐ দিবসেই রাত্রির ট্রেণে মধুরভঞ্জ যাত্রা করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী বারিপদায় উপস্থিত হন। এক বৃহৎ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা স্বামীজীকে ষ্টেসনে অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজী অতঃপর মেজরানবাহাদুর মিঃ কে, সি, নিয়োগী মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐদিবসই মধ্যাহ্নে মধুরভঞ্জ রাজপ্রাসাদে স্বামীজী হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা শ্রীল প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুর কে-সি-আই-ই মহোদয়-কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া মহারাজের নিকট প্রায় দুই ঘণ্টা ভগবৎপ্রসঙ্গ আলাপ করেন। লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি আশ্রম ও বক্তৃতাগৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা-শ্রবণে মহারাজ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার মর্য্যাদা ও মহত্ত্বানুরূপভাবে যথাশক্তি সহায়তা করিতে স্বীকৃত হন। মহারাজ শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত; সুতরাং শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারকার্য্যে তাঁহার আগ্রহ ও সহানুভূতি অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়াই আমরা আশা করিতে পারি।

মধুরভঞ্জ হইতে স্বামীজী কটকে আগমন করেন এবং কটক-শ্রীরঙ্গবিহারমঠে অবস্থান পূর্ব্বক উড়িষ্যার বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর এবং কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, সি, ওয়ার্ড মহোদয়দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা স্বামীজীর নিকট লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মন্দির ও আশ্রম-নির্ম্মাণের পরিকল্পনা-শ্রবণে সর্ব্বান্তঃকরণে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নন্দীধর মহান্তি বি-এ, বি-এল, ডেপুটি প্রেসিডেন্ট লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল মহোদয়ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের লণ্ডনে স্থায়ী প্রচার-প্রচেষ্টার বাস্তব সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর স্বামীজী কাপিকার মাননীয় যুবরাজ বাহাদুর,

পুরীর এডোকেট, রাধাকান্তমঠ, ব্রহ্মদপার্শ্বমঠ এবং উত্তর-পার্শ্বমঠের মহান্ত মহারাজগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা সকলেই স্বামীজীর নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের নূতনে বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণ-বিষয়ে আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া ও স্ব স্ব মর্য্যাদানুযায়ী সহায়তা-প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। স্বামীজী কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে কটক রামকৃষ্ণভবন হলে "বিষ্ণুস্মরণ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১লা মার্চ্চ স্বামীজী কটক হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ঐ দিবসই বেলা ১০টার ট্রেণে শ্রীধাম মায়াপুরে যাত্রা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গমন্দিরে শ্রীগৌর-অভিষেক মহোৎসবে যোগদান করেন। অতঃপর শ্রীগৌর-অভ্যুদয়োৎসবের সভাধিবেশ ৩রা মার্চ্চ সোমবার স্বামীজী শ্রীধাম হইতে পাটনা যাত্রা করেন এবং তথায় পাটনা-গৌড়ীয়মঠকে কেন্দ্র করিয়া বিহার-প্রদেশের নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

গত ১২ই মার্চ্চ তারিখে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় স্বামীজী পাটনা গর্দ্দানীবাগের হিন্দু অধিবাসিগণের বিশেষ আগ্রহে গর্দ্দানীবাগ ঠাকুরবাড়ীতে আহূত এক মহতী সভায় বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও সজ্জন-সমীপে 'হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সভারম্ভে অল্প কথায় স্বামীজীর পরিচয় প্রদান করেন। পাটনা হইতে প্রকাশিত ১৪।৩।৩৬ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান্ নেশন' পত্রে স্বামীজীর এই বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামীজী সম্প্রতি ছাপরায় গমন করিয়া তত্রত্যার মাননীয় মহারাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মহারাজ বিশেষ ধর্ম্মানুরাগী. স্বামীজীর নিকট নগরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিষ্ণুমন্দির, আশ্রম ও বক্তৃতামৃত নির্ম্মাণের পরিকল্পনা তথা যথাযথ পঞ্চশ্রীক স্বাধীন বিগ্রহেশ্বরের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের সমুদয় ব্যয়ভার-বহনাঙ্গীকারের কথা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। মহারাজ বক্তৃতামৃত-নির্ম্মাণ-সম্পর্কে স্বামীজীকে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজ বাহাদুরের নামেই ঐ বক্তৃতামৃত-নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। মন্দির, আশ্রম ও বক্তৃতামৃত প্রভৃতির সহিত মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয় বর্ত্তমানে ১৫ লক্ষ এইরূপ ধরা হইয়াছে। স্বামীজী ছাপরায় টাউনহলে "মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রোতা ছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পরদিবস (২রা মার্চ্চ) শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ঢাকা যাত্রা করেন এবং তদবধি ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত থাকিয়া সঙ্ঘের বিভিন্নস্থানে প্রত্যহই পাঠ কীর্ত্তনাদি করিতেছেন। গত ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চ তারিখে স্বামীজী ঢাকা সঙ্ঘের আহিরিয়ার মিউনিসিপ্যালিটীর ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীনবাত্তন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঢাকা সঙ্ঘের বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পাঠকীর্ত্তন-শ্রবণে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৫ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে স্বামীজী দক্ষিণ বৈষ্ণবপল্লীতে শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত পাহ বণিক মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'কৃষ্ণচরিত্র-প্রসঙ্গ' পাঠ করিতেছেন। গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত পাহ বণিক ও তাঁহার সুযোগ্য ভক্তিসম্পন্ন পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল পাহ বণিকের উৎসাহ ও আগ্রহে সকলেই মুগ্ধ। তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ জগতে ভক্তেন্দ্রিয়-তর্পণরত ব্যক্তির অভাব নাই কিন্তু যাঁহাদের জীবন-যাত্রা একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনোৎসবেই নির্ব্বাহিত হয়—জগতে তাঁহারাই ধন্য। উত্তরোত্তর পাঠে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, বর্ত্তমানে প্রায় পঞ্চশতাধিক সত্যানুসন্ধিৎসু আত্মমঙ্গলেচ্ছু শিক্ষিত নরনারী পাঠে যোগদান করিতেছেন। অতঃপর শ্রীমঠে নাগরিক অভিনন্দনেও স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শ খণ্ড শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই বৈশাখ, ১৩৪৩; ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৬ ৩৫শ-৩৬শ সংখ্যা

চটকপর্ব্বত

পুরীর সমুদ্রতীরে যে সকল বালুর পাহাড় (বৃহৎ স্তূপ) আছে, তাহাকে 'চটকপর্ব্বত' বলে—(অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য—মধ্য ৯।১)। মন্দিরের মহাদেবের মন্দিরের দক্ষিণে ও টোটাগোপীনাথের মন্দিরের সম্মুখে যে একটি সুবৃহৎ বালুকা-স্তূপ রহিয়াছে, তাহাই এখানে 'চটকপর্ব্বত' নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে। এই চটকপর্ব্বতে মহাপ্রভু ব্রজমণ্ডলের কৃষ্ণলীলাস্থলী গোবর্দ্ধন দর্শন করিতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"'চটকপর্ব্বত দেখি' গোবর্দ্ধন-ভ্রমে।
(মহাপ্রভু) ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২।১)

নীলাচলে অবস্থান-কালে একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রাভিমুখে যাইতে যাইতে দূর হইতে অকস্মাৎ 'চটকপর্ব্বত' দর্শন করিলেন। অমনি গোবর্দ্ধন-শৈলের স্ফূর্ত্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে চটকপর্ব্বতের দিকে ধাইয়া চলিলেন—

"হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্ রামকৃষ্ণচরণ-স্পরশ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূয়বস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ॥"

(ভাঃ ১০।২১।১৯)

হে সখীগণ, আহা! এই গিরি নিশ্চয়ই হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; যেহেতু ইনি বলরাম ও কৃষ্ণের চরণস্পর্শানন্দে উৎফুল্ল হইয়া তৃণাদির উদ্গমের দ্বারা রোহিণ

প্রকাশ করিতেছেন, গানাদি ও কন্দমূলাদি আস্বাদনের গোপগণের সহিত রামকৃষ্ণের তর্পণ বিধান করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া গোবর্দ্ধন-দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনও ঐ শ্লোকটি কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৩৭)। নীলাচলে মহাপ্রভু ঐ শ্লোক পাঠ করিতে করিতে সমুদ্রতীরস্থ চটকপর্ব্বতের দিকে বায়ুবেগে ধাবিত হইতে লাগিলেন, প্রভুর নিত্যসেবক ও সখী গোবিন্দও প্রভুর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; কিন্তু মহাপ্রভুর 'লাগ' পাইলেন না। ভক্তগণ প্রভুর গতি রোধ করিয়া উচ্চরব করিতে লাগিলেন। যিনি যেখানে ছিলেন, সকলেই মহাপ্রভুর পশ্চাতে ধাবিত হইলেন—শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু, শ্রীল পণ্ডিত জগদানন্দ, শ্রীল ভট্টর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরামাই, শ্রীনন্দাই, শ্রীপণ্ডিত শঙ্কর, শ্রীপুরী ও শ্রীভারতী গোস্বামী, আচার্য্য শ্রীভগবান্ প্রভৃতি সকলেই সমুদ্রতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

এদিকে পথে ধাবিত হইতে হইতে মহাপ্রভুর অঙ্গে যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব হইল, মূর্চ্ছিত হইয়া মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলেন। গোবিন্দ জলসেচন ও ব্যজন করিয়া প্রভুর চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণ ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া প্রভুর অবস্থা দর্শনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর অঙ্গের অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দর্শনে ভক্তগণ পরমবিস্মিত হইলেন। গোবিন্দ জলসেচন ও ভক্তগণ উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে ক্রমশঃ মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় অবতরণ করিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভুকে বলিতে লাগিলেন,—

"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহা আনিল?
পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল॥
ইহাঁ হৈতে আজি মুই গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখোঁ,—যদি কৃষ্ণ করেন গোধন-চারণে॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধা-ঠাকুরাণী।
সব সখীগণ-সঙ্গে করিলা সাজনি॥
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।*
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥
হেনকালে তুমি-সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি' মোরে ইহাঁ লঞা আইলা॥
কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাঞা কৃষ্ণের লীলা, না পাইনু দেখিতে!"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪।১০৪-১১১)

"শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে" শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের চটকপর্ব্বত-গমনের কথা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দহো গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুষিতঃ।
ব্রজন্নম্যুত্যুক্তঃ প্রণয় ইব ধাবন্নধৃত।
পদৈঃ স্বৈর্যো মাদ্যো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

(স্তবকল্পবৃক্ষ ৮ম শ্লোক)

তাৎপর্য্য—নীলাদ্রির সমীপে চটকগিরিরাজ দর্শন করিয়া নিজ-গণ-পরিবেষ্টিত যিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ওহে স্বরূপাদি ভক্তগণ! আমি গোবর্দ্ধনগিরিরাজ দর্শনের জন্য এই স্থান হইতে গমন করি"; ইহা বলিয়া যিনি দিব্যোন্মাদে উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দর আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মদিত করিতেছেন।

শ্রীগোবর্দ্ধনের অতিমর্ত্ত্য মহিমা শ্রীস্বরূপরূপাদ্যগণের শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার "গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্" ও "গোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনাদশকম্" গ্রন্থে প্রণিত করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন—গোকুলবান্ধব, ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রাম-স্থান। গোবর্দ্ধন—অসংখ্যতীর্থের আশ্রয়-ক্ষেত্র। ইনি কোটিগঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সম্ভূত শ্যাম-জল এবং শ্রীরাধাকুণ্ডমণিকে বহন করিয়া মহাদেব অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় ও ভক্তগণপূজ্য হইয়াছেন। এই গিরিরাজ পূর্ণতম-রসের সিংহাসন-স্বরূপ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ মধুমাসে শ্রীরাধিকার সহিত রাসক্রীড়া করেন। ইহার নিভৃত গুহায় শ্রীরাধিকার সহিত মাধব কন্দর্প-কেলি করেন। ইনি শ্রীরাধাগোবিন্দের দানক্রীড়ার সাক্ষী-স্বরূপ। গোবর্দ্ধনগিরি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-হস্তে হস্তত্ব লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জনগণের নিত্য-আশ্রয়-দাতা।

গিরিরাজকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ বা হরিদাসবর্য্য

* কন্দরাতে—গুহাতে।

ভাগবতস্বরূপ-বিচারে মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভিত জগন্নাথকে গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করিয়া গোপাল দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এমন কি মহাপ্রভু স্বয়ং অকাতিমান করিয়া গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীগোপাল-দর্শনে বিরত হইয়াছিলেন ;—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ পঃ) শ্রীজগন্নাথস্বরূপও গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করিয়া গোপাল দর্শন করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র—বজ্রের সময় হইতে বিগ্রহরূপে শ্রীগোপালদেব ও শ্রীহরিদেব শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর সেবিত হইতেছিলেন। শ্রীগোপাল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে স্বপ্ন প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

'শ্রীগোপাল' নাম মোর—গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি, ইহাঁ অধিকারী॥
শৈল-উপরি মৈতে আনা কুঞ্জে লুকাঞা।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা॥
•　　•　　•　　•
গ্রামের লোক আনি' আমা কাঢ়' কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত-উপরি দঞা রাখ ভাল মতে॥
এক মঠ করি' তাহাঁ করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন॥—চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীগোপালকে পুনরায় গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের উপর স্থাপন এবং অন্নকূট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—এই প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকমাত্রেই জানেন। সেই সময় কেবল শ্রীল পুরীপাদ নহেন, বিভিন্নস্থানের অসংখ্য লোক শ্রীগোপালদেবের দর্শন ও সেবা করিবার জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। "একজন মহাধনী ক্ষত্রিয়" পর্ব্বতোপরি শ্রীগোপালদেবের শ্রীমন্দির, পাকশালা, ভাণ্ডারগৃহ ও প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল পুরীপাদ দুইজন তাক্তগৃহ গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে গোপালের সেবা সমর্পণ করিয়াছিলেন।

এখানে সাধারণের মনে একটি সমস্যার উদয় হইবার সম্ভাবনা যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল পুরীপাদের আচরণকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই আবার পুরী-পাদের আচার ও আদর্শের বিপরীত কথা প্রচার করিলেন কেন?

যিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন বিগ্রহ-তত্ত্ব আর যাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজনগণকে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন অনুক্ষণ কণ্ঠে ও মস্তকে রাখেন, তাঁহাদের ঐরূপ আদর্শ-প্রকাশের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কতকগুলি লোক "গোপালোঽহং" "বাসুদেবোঽহং" প্রভৃতি বিচারে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া মায়াবাদ-কূপমধ্যে পতিত হয়। কেহ কেহ শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের (?) আস্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিয়া "মণিকোঠায়" (শ্রীজগন্নাথের মূল মন্দিরের গৃহ, যেখানে শ্রীজগন্নাথ বিরাজিত) প্রবেশ (?) করে, 'শ্রীজগন্নাথের পদদেশ স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছি' মনে করে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিষ্ণুপার্ষদবর গরুড়ের অনুগত হইয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের আচার্য্যদেবের আচরণেও দেখিয়াছি, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ অনুসরণ করিয়া স্বয়ং গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথদর্শনের আদর্শ ও শিক্ষা প্রচার করেন এবং মহাপ্রভুর বিচারানুসরণে ব্রজমণ্ডলেও গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের প্রতি সেরূপ মর্য্যাদাময় বিচার শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা ও কতকবৎসর শ্রীব্রজ-মণ্ডলে কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপনকালে সকলেই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেই শিক্ষার অনুসরণ করিয়াছেন।

চটক পর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্থানান্তরিত হইয়াছেন। তথায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীবিনোদমাধবের শ্রীমন্দির, পাকশালা ও ভাণ্ডার গৃহাদি এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবকগণের আবাস-স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। তদুপরি প্রদেশে "চটকপুরীতে" গত বৎসর শ্রীব্যাসপূজার সময় শ্রীব্যাসদেব, শ্রীমদ্ভাচার্য্য ও আচার্য্য-গণের আসন হইয়াছে। তদুপরি প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

যে চটকপর্ব্বত-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোবর্দ্ধন-বিচার হইত, তথায় মঠ বা আচার্য্যবৃন্দ কিংবা হরিগুরুবৈষ্ণবগণের আবাসস্থান নির্ম্মিত হওয়া সঙ্গত কি? আমাদের ন্যায় একদেশীয় বাস্তবিচারকগণের হৃদয়ের ঐরূপ সংশয় জানিতে পারিয়াই বোধ হয় অন্তর্য্যামী শ্রীআচার্য্যদেব গত ১৭ই চৈত্র (১৩৪২) প্রাতঃকালে চটকপর্ব্বতে শ্রীরাধারাণীর

* দর্শনোপল-হেতু সাদৃশ্য ব্যবহার।
পুরী-গোস্বামিকৃত যে আচরণ, সেই কর্ত্তব্য সার।—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৮৮।

শ্রীরূপের মনের পরিকল্পনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন — "শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের নিকট-প্রদেশেই শ্রীরাধাকুণ্ড। সেই কুণ্ডস্থিত উদ্যানস্থ গাছের জন্যই আমরা এখানে আসিয়াছি

'রাধায়াঃ প্রণয়বিকল্পয়োঃ
শ্রীমদ্বৃন্দাগার্হসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।'

প্রেষ্ঠালীগণের দ্বারা সেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দের কীর্ত্তন-মুখে স্মরণেই আমাদের অষ্টকালীয় কৃত্য। 'আমার ভজের পূজা আমা হইতে বড়'। বিগ্রহ-বিগ্রহের মন্দির হইতেও আশ্রয়বিগ্রহগণের মন্দির অত্যুন্নত প্রদেশে বিরাজিত আবশ্যক। চটকপর্ব্বতের কিঞ্চিৎ নিম্নপ্রদেশে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির, তদুপরি প্রদেশে শ্রীব্যাস ও উদ্ধবাচার্য্যাদি আশ্রয়বিগ্রহ আচার্য্যাদির স্থান। তত্ত্ব-বাদিসম্প্রদায়ে শ্রীব্যাস বিষয়বিগ্রহরূপে বিচারিত হইলেও রসনাগ্র-গৌড়ীয়গণ তাঁহাকে আশ্রয়বিগ্রহরূপেই নিত্যস্থ করেন। মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির চটকপর্ব্বতের সর্ব্বোন্নতপ্রদেশে নির্ম্মিত হইবে। তথায় শ্রীবার্ষভানবী নিজগণের সহিত অবস্থান করিবেন। শ্রীগোবিন্দদেব গণ-যুথেশ্বরীর সম্মুখে সেস্থানে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। যূথেশ্বরীর সেবা করিবার জন্য তাঁহার নিজগণও তাঁহারই সঙ্গে সেই উন্নত প্রদেশে থাকেন। বিগ্রহ-সেবা করিবার জন্য সেবক সেবোর ঘাড়েও চড়িতে পারেন। অপ্রাকৃত সেবকের কোনও প্রকার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা না থাকায়, তাঁহার সকলচেষ্টাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে পর্য্যবসিত।

'গোবিন্দ কহে আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত অপরাধাভাসে ডর মানি।'

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।৩৪-৩৬)

নাগর-নাগরীগণ উপভোগ বা কোনও না কোনপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা দৈনন্দিনাবলম্বিগণের বিচার অনুসরণ করিবার জন্য পর্ব্বতে আরোহণ করিলে আত্মমঙ্গল হয় না। সুবর্ণবিচারে রাধাগোবিন্দ-মিলিততনু গৌরহরি বলিয়াছেন।

বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের চটকপর্ব্বতের সন্নিহিত-প্রদেশে আসিলেই শ্রীরাধাকুণ্ডের বিচার উচিত হইত। আর সমুদ্রোপকূলের দিকে গমন করিলে মায়নবিচার উপস্থিত হইত। চটকপর্ব্বতে শ্রীরাধার সখীমঞ্জরীগণের অবস্থান। এখানে আমরা মাধ্যাহ্নিক লীলাক্ষেত্রের সন্নিহিতে উদ্যানস্থ গাছের জন্য আসিয়াছি। আচার্য্য-রাজাভিমানে আচার্য্যগণের সেবা করিবার জন্য আমরা উপরে উঠিয়াছি।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

হরিদয়িতসপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডমাস্ত-
প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ত্তয়ন্নাস্তি গুপ্তঃ।
নবযুবযুগ-খেলাস্তত্র পশ্যন্নহো যে
নিজ-নিকট-নিবাসং মেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥

(গোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাশ্রয়দশকম্—৯ম শ্লোক)

হে গোবর্দ্ধন, তুমি শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অপূর্ব্ব নিজপ্রিয়-সখা রাধাকুণ্ডকে প্রেমভরে স্বীয় কণ্ঠে (সানুদেশে) আলিঙ্গনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে বর্ত্তমান আছ। সেই কুণ্ডতটে গোপনে নবযুবযুগলের অপ্রাকৃত ক্রীড়া দেখিতে থাকিব, সেই আমাকে কৃপা করিয়া তোমার নিজ নিকটে (কুণ্ডতটে) নিত্য-বাস দান কর।

ব্রজলীলার সত্যভামা, ঐশ্বর্য্যভাব-বিপ্লুত ভক্ত শ্রীল ভগবানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন,—

শীঘ্র আসিহ, তাঁহা ৩ না রহিহ চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৩৯)

এ স্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—'যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজে বাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শনপূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া আসাই ভাল।' অথচ গৌর-রামানন্দ-সংবাদে দেখা যায়—

সর্ব্বত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?
শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্য-লীলারম্ভ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৪৪)

জীবের নিত্য-সেবা-বাসস্থান শ্রীরাধা-বৃন্দাবনে (গৌর-

৩ শ্রীরাধা-বৃন্দাবনে।

বৃন্দাবনে) অধিক দিন বাস না করাই কি মহাপ্রভুর অভিপ্রেত? তাহা হইলে শ্রীসনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দ মহাপ্রভুর আদেশেই শ্রীবৃন্দাবনে রাস-লীলা প্রকাশ করিলেন কেন?

শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিরাজ—সাক্ষাৎব্রজেন্দ্রনন্দন, আর শ্রীরাধা-কুণ্ড—শ্রীমতী বার্ষভানবী। রাগমার্গীয় সখী ও মঞ্জরীগণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের উপরে আরোহণ করিয়াও সুখের ইন্দ্রিয়-তর্পণময়ী সেবা করেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিমিশ্র সম্ভ্রমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে উল্লঙ্ঘন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। তাঁহার সম্ভ্রমবিচার প্রবল।

'রাধার কৃষ্ণের' উপাসনাই অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন। পাঁচমিশালী ভক্তগণের জন্য জগন্নাথ রত্নাকর-তটে বিরাজিত আছেন। তিনি গৌড়ীয়-ভক্তগণের দর্শনে সর্ব্বাধিদেবতা শ্যামসুন্দর মদনমোহন। এখনও তিনি মদনমোহন-বিজয়-বিগ্রহরূপে চন্দনযাত্রাদিতে গমন করিয়া থাকেন। আর এদিকে শ্রীল পণ্ডিত গদাধরের সেবিত প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগৌরীনাথ। চটকপর্ব্বতে শ্রীরাধা-রাণীর শ্রীমন্দিরে 'রাধার হরি' শ্রীরূপের প্রাণধন অভিধেয়-দেবতা গোবিন্দ আসিবেন। শ্রীরাধার কিঙ্করীগণ রাধার ঐকান্তিকের জন্য—শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলন-সুখ-বিধানের জন্য তৎসঙ্গেই অবস্থান করেন। শ্রীকুণ্ডতটে শ্রীরাধার বিভিন্ন-সখীগণের কুঞ্জ বর্ত্তমান, এখানেও রাধাসখীগণের কুঞ্জ আছে।

ভক্তাভিমান বা ভজনকারীর অভিমান আর আচার্য্যাভি-মান বা আচার্য্যদাসাভিমানের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে। ভজনকারীর অভিমানে 'আমি ব্রজের প্রার্থী' এইরূপ বিচার আর আচার্য্যাভিমানে 'আমি জীবে দয়া করিয়া ভগবানের প্রীতিবিধান করিব'—এই বিচার প্রবল। যদিও উভয়-বিচারেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্যপর, তথাপি একটি মাধুর্য্য ও অপরটি ঔদার্য্যভাব-প্রধান। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীরূপ-সনাতনাদি বিষয়বিগ্রহ ও আশ্রয়বর্গ ভক্তাভিমান করিয়া গোবর্দ্ধনে আরোহণ করেন নাই। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ আচার্য্যাভিমানে গোপালদেবের আদেশে তাঁহার সেবার জন্য গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিয়াছেন। চটকপর্ব্বতে আচার্য্যগণের আসন হইয়াছে। তাঁহাদের সেবকাভিমানে তথায় আচার্য্য ও আচার্য্য-সেবকগণ আরোহণ করেন।"

পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ১৬ই চৈত্র ২৯শে মার্চ্চ রবিবার বেলা দুই ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ কটক হইতে পুরী-অভিমুখে যাত্রা করেন। ষ্টেশনে কটকবাসী সজ্জনবৃন্দ ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, আচার্য্য শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এবং সচ্চিদানন্দমঠের মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভু, বৃহদ্ব ও অধিবাসী ভক্তবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা আচার্য্যপূজা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভাক্তকোবিদ প্রভৃতি প্রচারক ও সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে কিছুদিন কটকে অবস্থান করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদবাণী প্রচার করিবেন।

ইতঃপূর্ব্ব হইতেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বৈখানস মহারাজ ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে অবস্থান করিয়া আচার্য্য-আদেশে হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন। কএক-দিবসপূর্ব্বে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহাশয় শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে বোম্বাই প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর আনুগত্যে আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের ও পারমার্থিক প্রিন্টিং ওয়ার্কসের সেবায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানকালে ব্রহ্মচারীজীর কৃতিত্ব দর্শনে বৈষ্ণবগণ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

পরমার্থীর সহকারী-সম্পাদক শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী

ব্রহ্মচারী মহাশয় "পরমার্থী"র সেবায় ও মঠের যাবতীয় সেবায় নিষ্কপটভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজীর উৎকল সাহিত্যে বিশেষ অধিকার আছে। তাঁহার সরলতা ও সেবা-প্রবণতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল প্রভুপাদ ১৬ই চৈত্র, ইংরেজী মার্চ্চ মাসের প্রায় এক সপ্তাহ সময় পুরী ষ্টেশনে পৌঁছিলে ভক্তিমান্ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দদাস বাবাজী মহাশয়, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী ভক্তি-সুহৃৎ, শ্রীযুক্ত উদয়বাবু এবং পুরীর সজ্জনবৃন্দ প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। পুরীর উত্তরপার্শ্বমঠের ব্রহ্মচারী মহারাজ শ্রীযুক্ত গোবিন্দ রামানুজ দাসজী তাঁহার নূতন ও সুন্দর মোটর খানটি পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারায় ভূষিত করিয়া ষ্টেশনে প্রেরণ-পূর্ব্বক গৌড়ীয় আচার্য্য-ভাস্করকে অভ্যর্থনা করেন। মহান্ত মহারাজের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার আমরা বহু নিদর্শন পাইয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্শ্বে শ্রীকানাই খুঁটিয়ার সুযোগ্য বংশধর সজ্জনবর শ্রীযুক্ত হনুমান্ খুঁটিয়া মহোদয় চটক-পর্ব্বতস্থিত শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আসিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দিত করেন। শ্রদ্ধাস্পদ খুঁটিয়া মহাশয়ের প্রভুপাদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা; মঠবাসিগণের প্রতি তাঁহার সৌজন্য, বিনম্র ব্যবহার এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি-দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত খুঁটিয়া মহাশয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্নস্থানে প্রচারের কথা এবং কটকে দেওয়ানবাজারস্থ শ্রীযুক্ত মহাপাত্রের প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাতের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। যে-সময় কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে পারমার্থিক প্রদর্শনী হইয়াছিল, সেই সময় দেওয়ান বাহাদুর উৎকলে ঐরূপ অনুষ্ঠিতপূর্ব্ব প্রদর্শনী উন্মোচনের দ্বারা পারমার্থিক শিক্ষাপ্রণালী বিস্তারের জন্য প্রভুপাদকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত খুঁটিয়া মহাশয় ও ভবিষ্যতে পুরীতে ঐরূপ পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মোচনের জন্য প্রভুপাদের নিকট আবেদন করেন।

এই সময় শ্রীমান্ অরুণ মহান্তি নামক জনৈক একাদশবর্ষীয় বালক একটি মধুর উৎকল কবিতায় শ্রীল প্রভুপাদকে বন্দনা করেন। কবিতাটি দৈনিক 'নবীন-প্রকাশে' ও 'পরমার্থী' পত্রে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ চটকপর্ব্বতের উপর শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের জন্য এসময়ে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। চটকপর্ব্বতে "চটক-কুটীর", "বোধায়ন-কুটীর" এবং শ্রীগুরুবর্গ, শ্রীশ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীবিনোদ-গাধবের শ্রীমন্দির প্রভৃতি হরিসেবার স্থানের দর্শন অতীব চিত্তাকর্ষক। সন্নিকটস্থ প্রদেশেই শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর ক্ষেত্রসন্ন্যাসক্ষেত্র শ্রীল টোটাগোপী-নাথের শ্রীমন্দির। চটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সকল স্থান হইতে সর্ব্বক্ষণ নীলাম্বুধির দর্শন হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমে সম্বন্ধজ্ঞানাধিদেবতা শ্রীমদনমোহন-জগন্নাথের শ্রীমন্দির, প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগোপীনাথের শ্রীমন্দির পূর্ব্ব হইতেই বিরাজিত ছিল। গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর শ্রীরূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীরূপের অভিন্নবিগ্রহরূপে চটকপর্ব্বতে অভিধেয়দেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের জন্য নানাভাবে প্রয়োচনা প্রদান করিতেছেন। ইহাই শ্রীমন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হইবে। এজন্য শ্রীপাদ অনুষ্ঠানন্দ সেবাবিলাস, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিসুহৃদ প্রভৃতি স্থপতিকার্য্যনিপুণ সেবকগণকে শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্গে আনয়ন করিয়াছেন।

"বোধায়নকুটীরে"র ন্যায় তৎসম্মুখেই "ভাগবতনিবাস" নির্ম্মিত হইতেছে।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সম্মুখেই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্য-সেবার উপযোগী নানাপ্রকার শাকসব্জী, ফলমূলসুশোভনীয় একটি সুবৃহৎ বাগান রচিত হইয়াছে। শ্রীপাদ বন্ধুগোপাল অধিকারী মহাশয় (শ্রীবনমালিবাবু) এই বাগানের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই বাগানটির নামকরণ করিয়াছেন "আনন্দবাগ" বা "বন্ধুমণিবাগ" কেননা, এই বাগান-দর্শনে হরিসেবকগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। ইহা বন্ধুমণি শ্রীহরির প্রীতিদায়ক।

বর্ষীয়ান্ শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তমধামে অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে শ্রীপুরুষোত্তমের পল্লীতে পল্লীতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কীর্ত্তিত ও ঠাকুর হরিদাসের সেবিত ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর প্রচার করিতেছেন। তিনি ভগবৎপ্রসাদ মিষ্টান্নাদি বিতরণ করিয়া উৎকল-পল্লীর বালকবালিকা-গণকে পর্য্যন্ত তারকব্রহ্ম-নাম কীর্ত্তন করাইতেছেন। উৎকলদেশে যে অপরাধময় কল্পিত ছড়া-কীর্ত্তনের বিষ বিস্তারিত হইয়াছে, তাহাতে নিষ্কপটশুদ্ধসেবক শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের ন্যায় বর্ষীয়ান্ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে শ্রৌত হরিকীর্ত্তনামৃত-রস পান করিলে সকলেরই মঙ্গল সম্ভাবনা। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে ও সিদ্ধান্তে বাবাজী মহাশয় বিশেষ প্রবীণ।

উৎকলের গ্রামে গ্রামে মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া ভক্তিবিনোদবাণী-প্রচারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় গঠন করাইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে উৎকলের বিভিন্নস্থান হইতে বহুভক্ত, সজ্জন ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি শ্রীভক্তিভবনমঠে আসিয়া সমবেত হইতেছেন। এজন্য প্রভুপাদের আজ্ঞায় বিস্তৃত ভক্তাবাস ও ভবন-সদন নির্ম্মিত হইতেছে। শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দিরের পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের কার্য্যও শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে চটক-পুটায় নিজ-ভক্তগণের মুখে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত পদাবলী-সঙ্গীত-কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। উৎকলের গ্রামে গ্রামে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারের প্রারম্ভিক আয়োজনের জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ ঐরূপ সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ গঠন করাইতেছেন। "রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা। কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা।", "অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা" শ্রীল প্রভুপাদ এই সঙ্গীতদ্বয় মহামহোপদেশক শ্রীল বাসুদেব প্রভুর কণ্ঠে শ্রবণ করিতে বড়ই আনন্দ বোধ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ পরাবর রায়াধিকারী ভক্তিসুহৃৎ, ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দজী প্রমুখ ভক্তগণ দ্বারে দ্বারে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ২৯শে ও ৩১শে মার্চ্চ চক্রতীর্থে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাসস্থানে, গত ১লা এপ্রিল শ্রীযুক্ত সত্যবাদী গোস্বামী মহাশয়ের বাসভবনে এবং ২রা এপ্রিল সম্বোধের জমিদার কুমার শ্রীযুক্ত ধ্যেয়েশ্বরনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের আলয়ে স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১লা এপ্রিল প্রাতঃকালে প্রসন্নকুমার পুরীর কন্যাধারী শ্রীরঘুনাথ দাসজীর প্রসন্ন উত্থাপিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন পুরীতে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার আরম্ভ করেন, তখন শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রচারের প্রতি অশ্রদ্ধাবিচার-সম্পন্ন ছিলেন। শ্রীরঘুনাথ-দাসের কঠিন অন্ত-রোগ হয়। শ্রীজগন্নাথ-দেব শ্রীরঘু-নাথকে স্বপ্ন দিয়া বলেন যে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঔষধে তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন। শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট সংবাদ পাঠাইলে অমানী মানদ ঠাকুর শ্রীরঘুনাথদাসের সমীপে আসেন। তখন শ্রীরঘুনাথ দাস বলেন—"আপনি এসেছেন! আমি ত' জানি, হাকিমেরা কখনও আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের নিকট আসেন না। কারণ, তাঁহারা মনে করেন, 'হা কিম্!'—আমি কি মনুষ্যলোক!" ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সঙ্গে আলাপ করিয়া শ্রীল রঘুনাথ দাসের পূর্ব্ব-ধারণা পরিবর্ত্তিত হয়। শ্রীরঘুনাথ দাস মুক্ত হন এবং তদবধি তিনি ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে থাকেন। যে গৌর-জনের দর্শনমাত্র আমাদের সমস্ত অনর্থাদি বিদূরিত হইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে, ঐরূপ ঘটনা দ্বারা তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ করা এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। শুনা যায়, শ্রীরঘুনাথ দাস পূর্ব্বে নাগাসন্ন্যাসীদের মধ্যে ছিলেন। পরে কাশীনাথ শ্রীভগবান্ দাসজীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব হন।

গত ২রা এপ্রিল অপরাহ্ণে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরিশ-চন্দ্র দাস মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের

সঙ্গেই আমাদের পাঁচপ্রকার সম্বন্ধ নিত্যকাল থাকিতে পারে। হরিকীর্ত্তন বা অপ্রাকৃত শব্দের দ্বারা দিব্য মানবের সহিত মানবের সঙ্গ বা সম্বন্ধ ব্যতীত অন্যকোনরূপ জড়-সঙ্গ বা সম্বন্ধ হইলেই শান্তি ও নানাপ্রকার অমঙ্গলের উদয় হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর লীলাবর্ণনের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বর্ণন করেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত অলৌকিকতা আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর নিজস্ব কথা বা ব্যক্তিত্বের বর্ণন-বৈচিত্র্য দেখা যায়। আধ্যক্ষিক-অলৌকিকতার শেষ-লক্ষ্য নির্ব্বিশেষ; কিন্তু অপ্রাকৃত অলৌকিকতার মধ্যে যে অতি-মর্ত্ত্য-চমৎকারিতার কথা আছে, তাহা সেব্যের নিত্য সেবা-তেই অভিনিবিষ্ট করাইয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ণতর মহাবিষ্ণু বা নারায়ণের ৬০ গুণ; পূর্ণতর স্বয়ং-প্রকাশের ৬২ গুণ এবং পূর্ণতম স্বয়ং-রূপের ৬৩ গুণের তাৎপর্য্য বর্ণন করেন। '৬০' সংখ্যাকে 'পূর্ণের উপমান বলিবার কারণ শ্রীল প্রভুপাদ গণিতজ্যোতিষশাস্ত্রের যুক্তি-বিচার উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীপুরুষোত্তমে আসিবার পর শ্রীগদাধরাভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যদেব কএকদিবসযাবৎ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—আমরা গদাধরের আশ্রিত শ্রীনবদ্বীপসরোবরতীরে শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইতেন। অতএব টোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের তরফে "ভাগবত-আসন" বা "ভাগবত-মঠ" প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। তথায় অনুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলন হইবে।

৩রা এপ্রিল প্রাতে কাশীধাম হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী-কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ এবং কটক হইতে অধ্যাপক আচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তমে আচার্য্য-পদান্তিকে আগমন করেন। তাঁহারা পৌঁছিবামাত্র প্রভুপাদ বলেন—যাঁহারা শ্রীল গদাধরের প্রকাশ-মূর্ত্তি, তাঁহাদের এখানে সর্ব্বক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ-বর্গের অপ্রকটলীলা-বিস্তারের পর উৎকলের চিন্তাস্রোত দুইটি মহাপ্রবল হইয়া গিয়াছে। (১) একটি চিন্তা-স্রোত এই যে, বিষ্ণুভক্তির প্রচারের দ্বারা উৎকলের অসুবিধা হইয়াছে; আর একটি (২) কোন ঐশ্বর্য্যবিচার-পর অধ্যাপকপণ্ডিতকর্ত্তৃক শ্রীরাধারাণীর সেবামাধুর্য্যের সর্ব্বোত্তমতার সম্বন্ধে নিজ প্রবল অজ্ঞতা-প্রকাশ ও প্রচার। যেমন প্রবল ঝড়ের পর পুনরায় শান্তি হয়, তদ্রূপ উৎকলে আবার পরমা শান্তির উদয় হইবে, আবার শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রেম-প্লাবনে উৎকলদেশ প্লাবিত হইবে। "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" এই বাক্যানুসারে কেবল উৎকল প্রদেশে মাত্র নহে, সমস্ত পৃথিবীতে উৎকলের পুরুষোত্তমবাসের বিচার, লীলা-পুরুষোত্তমের সর্ব্বোত্তমা সেবা-মাধুরী যাহা শ্রীল রামানন্দ রায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা প্রচারিত হইবে।

মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারার্থ যেমন তাঁহার ভক্তগণ নীলাচলে প্রভুপাদপদ্মে আসিয়া মিলিত হইতেন, সেইরূপ মহাপ্রভুর নিজজনের আগমনেও বঙ্গ, আসাম, উৎকল, পশ্চিম, দক্ষিণ —সমস্ত স্থানের ভক্তগণ গৌরবাণী-শ্রবণার্থ শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে সমবেত হইতেছেন। ৩রা এপ্রিল প্রাতে মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীগৌরদাস কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ ব্যতীত মধ্যাহ্নকালে ভিরপতির সব্‌রেজিষ্ট্রার উপদেশক পাণ্ডুপাক শ্রীযুক্ত ওয়াই জগন্নাথম্ ভক্তিতিলক বি-এ মহাশয় আচার্য্য-পাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হইয়াছেন। ভক্তিতিলক মহোদয় উচ্চশিক্ষিত আদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি তেলেগু ভাষায় শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের অনুবাদ করিয়াছেন। এবং "শরণাগতি"র গীতি সমূহও তেলেগুপদ্যে অনুবাদ করিতেছেন। তিনি ইংরেজী ও তেলেগু সাহিত্যের একজন সুলেখক ও সুবক্তা। এতদ্ব্যতীত উৎকল, পশ্চিম ও গৌড়দেশের বিভিন্নস্থান হইতে বহুভক্ত সপ্তাহব্যাপী কীর্ত্তনোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আসিতেছেন। আর্ষাণ ভক্তবরেরও নীলাই শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আগমনের কথা আছে।

আশা করা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত তীর্থ ত্রিপতিতে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় গৌরপাদপীঠ অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হইবেন। উপদেষ্টক ভক্তিভিলক মহাশয়কে প্রভুপাদ এবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ত্রিমল্লত্রিপদী স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনাম প্রচারণ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১০০)

মহাপ্রভু চলি' আইলা ত্রিপতী-ত্রিমঠে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি' বেঙ্কটাদ্রো চলে॥
ত্রিপতি আসিয়া কৈল শ্রীরাম দরশন।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম স্তবন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৩৪-৩৫)

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপরিউক্ত অংশ পাঠ করিয়া ত্রিপতির তথ্যসমূহ কীর্ত্তন করেন।

কটক-প্রসঙ্গ

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

২৭শে মার্চ্চ—শেষরাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আহ্বানে পাটনা-গৌড়ীয় মঠ হইতে কলিকাতা-গৌড়ীয় মঠ হইয়া কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সেবার ফলেই একসময় প্রভুপাদের মনোহভীষ্টরূপ কটক-সচ্চিদানন্দমঠের প্রারম্ভিক প্রচার-কার্য্য হইয়াছিল। এবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু কটকে ভক্তিবিনোদ-বাণী প্রচার করিতেছেন। আচার্য্যবাণি শ্রবণের জন্য শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে প্রত্যহই বহু শ্রোতার আগমন হইতেছে।

২৮শে মার্চ্চ—প্রাতে কটকের স্বনামধন্য প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র প্রহররাজ মহাশয় শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন। শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে প্রহররাজ মহাশয়ের ভবনে একসময় শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক কএকদিন অবস্থান করিয়া কটকবাসীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সময় প্রহররাজ মহাশয়ের গৌর-নিজজনের সেবা করিবার অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রহররাজ মহাশয় উৎকলভাষায় 'ভাষাকোষ' নামক একটি বিরাট্ বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) প্রকাশ করিতেছেন। এজন্য সমগ্র উৎকলদেশ তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিল। তাঁহার সৌজন্য ও প্রভুপাদের ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐদিবস প্রাতঃকালে সচ্চিদানন্দমঠের সেবকগণের মধ্যে যথার্থ প্রভুপাদের একটি আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছিল। প্রহররাজ মহাশয় সেই সময় আচার্য্য-চরণান্তিকে উপবেশন করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

২৮শে মার্চ্চ-অপরাহ্নে বেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় (রেজিষ্ট্রার কো-অপারেটিভ সোসাইটী), শ্রীযুক্ত হরমোহন পট্টনায়ক (ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস মহাশয়ের পিতা, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনলাল সেন, শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু (বি-এ) প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং স্কুল ও কলেজের বহু ছাত্র শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে আসিয়া প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণ করেন। শ্রীযুক্ত হরমোহন পট্টনায়ক মহাশয়ের পূর্ব্বদিনের প্রশ্নের বিষয়েও শ্রীল প্রভুপাদ আরও অনেক কথা বলেন। শ্রীযুক্ত হরমোহন বাবু প্রভুপাদের মীমাংসায় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, তাঁহার প্রশ্নের ইহা অপেক্ষা সুষ্ঠু উত্তর আর কিছুই হইতে পারে না।

২৯শে মার্চ্চ দ্বিপ্রহরে শ্রীল প্রভুপাদ পুরী যাত্রা করেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, মহোপদেশক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম, আচার্য্য শ্রীযুক্ত পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন।

সিদ্ধবকুল-মঠ

গত ৪ঠা এপ্রিল অপরাহ্ণে পুরীর সিদ্ধবকুল-মঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত বনওয়ারী দাস গোস্বামী মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ৪টক-কুটীরে আসিয়া গৌড়ীয়সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতি আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীসিদ্ধবকুলের প্রাঙ্গণে অপরাহ্ণকালে কএকদিন শ্রীমদ্-ভাগবত-কথা আলোচনা করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করায় সিদ্ধবকুলের মহান্ত মহোদয় বিশেষ আনন্দিত হন। মহান্ত মহোদয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, শ্রীসিদ্ধবকুল শ্রীল নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের ভজন-স্থান, বিশেষতঃ শ্রীরূপপ্রভু এইস্থানে অবস্থান করিতেন।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

কাব্যপ্রকাশের এই শ্লোকটি মহাপ্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রেত ভাবকথা-সূচক একটি শ্লোক রচনা করিয়া, তাহা তালপত্রে লিখিয়া, সিদ্ধবকুলে যে তৃণ-কুটীরে থাকিতেন, সেই কুটীরের চালে ঐ পত্রটি গুঁজিয়া রাখেন। সেই শ্লোকটি এই—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাঽহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে।
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়-ভাব শ্রীরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীরূপকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিলেন—

"মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে।
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে?"

একমাত্র শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু ঐ শ্লোকের অর্থ জানিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ কথা-প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীরূপানুগত্য ব্যতীত, শ্রীনামাচার্য্যের আশ্রয় ব্যতীত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা আমরা লাভ করিতে পারি না।

মহান্ত মহোদয় বলেন,—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই সর্ব্বাগ্রে চৈতন্যধর্ম্মের মধ্যে সিদ্ধবকুলের কথা লিপিবদ্ধ করেন। ঠাকুরের "শ্রীহরিনামচিন্তামণি"-গ্রন্থেও সিদ্ধবকুলে বসিয়া নামাচার্য্যের হরিনাম-উপদেশ-প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—সিদ্ধবকুলে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সহিত যখন শ্রীরূপ অবস্থান করিতেন, তখন মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীরূপকে দর্শন দান করিয়া কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেন।—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১।৪৫-৪৯) শ্রীরূপ সিদ্ধবকুলে অবস্থান করিয়া বিদগ্ধমাধব-নাটক রচনা করেন। বিদগ্ধ-মাধবের "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিম্" শ্লোক দেখিয়াই মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হন। কৃষ্ণনামের মহিমা-সূচক এরূপ অপূর্ব্ব শ্লোক আর কোথায়ও নাই। অন্য একদিন মহাপ্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাদির সহিত সিদ্ধবকুলে শ্রীরূপের নিকট আগমন করেন এবং শ্রীরূপের "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" ও "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকের অপূর্ব্ব প্রশংসা করেন। শ্রীরামানন্দ রায়ের অনুরোধে শ্রীরূপ বিদগ্ধমাধবের মঙ্গলাচরণে ইষ্টদেবের বর্ণনসূচক শ্লোক মহাপ্রভুর অগ্রে পাঠ করেন—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ" ইত্যাদি। সিদ্ধবকুলে শ্রীনামাচার্য্যের শ্রীনামকীর্ত্তন-রূপ-সিন্ধু ও শ্রীরূপের অপ্রাকৃত কাব্যরসের উৎস শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণাভিষেক করিয়াছিল। শ্রীস্বরূপ-রামানন্দাদি আপ্ত ভক্তগণ তাহা আস্বাদন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

---

* আমিত আমিতে নীর আইলা মীলাচলে।
আমি উমানিলা বলিয়া-নামাভাসে।—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১।৮৫)

নবপ্রকাশিত গ্রন্থ-চতুষ্টয়

এ বৎসর গৌর-জন্মোৎসবকালে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে 'অর্চ্চন-পদ্ধতি', 'শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা প্রথম-খণ্ড' এবং 'ভারতবর্ষ' ও ভক্তিপথ নামক গ্রন্থত্রয় প্রকাশিত হইয়াছেন।

'সংক্ষিপ্তঅর্চ্চন-পদ্ধতি'-গ্রন্থটি মহোপদেশক অধ্যাপ আচার্য্য শ্রীপাদ বনের ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ,বি-এল মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থটি অর্চ্চনকারী ব্যক্তিগণের বিশেষ সাহায্য করিবে।

উক্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণে প্রকাশিত হওয়ায় তাহাতে কএকটি বিষয়ও সাধারণভাবেই লিখিত হইয়াছে, তাহা একান্ত শুদ্ধভক্তগণ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিবেন। যেমন "অর্চ্চন-পদ্ধতি"র ১৪শ পৃষ্ঠায় শ্রীচরণামৃত-গ্রহণের মন্ত্র—'অকালমৃত্যু-হরণং' ইত্যাদিকে গৌণমন্ত্র জানিতে হইবে। ঐ স্থানে শুদ্ধভক্তগণ "অর্চ্চন-তত্ত্বে" লিখিত নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিবেন—

"অশেষক্লেশনিঃশেষকারণং শুদ্ধভক্তিদম্।
কৃষ্ণপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥"

উক্ত গ্রন্থের ২৭শ হইতে ৪৮শ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শ্রীগুরু, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজার মন্ত্রসমূহ লিখিত হইয়াছে। গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র ও বীজ সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ্য নহে বলিয়া তথায় ঐরূপ প্রণবপুটিত মন্ত্রের উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত অর্চ্চনকারিগণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত বীজ-সম্পুটিত মন্ত্রে পূজা করিবেন অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যে মন্ত্র লাভ করিয়াছেন, সেই মন্ত্রদ্বারাই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা করিবেন।

'অর্চ্চন-পদ্ধতি'র ৪৮শ পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যে ভোগক্রম লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও দীক্ষিত ব্যক্তিগণের দুই প্রকার বিশেষ বিচার আছে। দীক্ষিত ব্যক্তির "গৌরগোবিন্দার্চ্চন" করিতে হইলে 'আগে গুরুপূজা' বিধেয়। কারণ শ্রীগুরুদেব গৌর-গোবিন্দ-পূজার অধিকার প্রদান না করিলে, আমরা নিজে নিজে পূজা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারি না। শ্রীগুরুদেবকে গৌর-পূজার ক্রম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গৌরাঙ্গপূজার পর রাধাগোবিন্দের পূজার কথা বলেন। কারণ শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু 'রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং" শ্লোকে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। রাধাগোবিন্দ-মিলিততনু যেরূপ রাধা ও গোবিন্দের পূজা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই স্বরূপ-রূপানুগ-গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন। অতএব রাধাগোবিন্দের পূজার পূর্ব্বেই শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিততনু গৌরের পূজা। আগে রাধাগোবিন্দের পূজা, পরে গৌরের পূজা এরূপ নহে। এজন্য গৌর-গোবিন্দার্চ্চন" বাক্যের প্রয়োগ। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠের শ্রীরাধিকাগিরিধর শ্রীরাধারমণদেবের নিম্নতাত্ত্বের মনের বিগ্রহ মাত্র নহেন"—শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের এই বাক্য হইতেও গৌড়ীয়গণের গৌরগোবিন্দার্চ্চনের স্বরূপ ধারণা জানিতে পারি। অর্চ্চনকার্য্যে সম্ভোগবাদ নাই, সেখানেও বিপ্রলম্ভের বিচার প্রবল বলিয়া বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরের অনুসরণেই শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা বিধেয়। রাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনুই ত' আমাদিগকে রাধাগোবিন্দের কথা জানাইয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ একই তত্ত্ব। শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ছোট বা বড় নহেন। অতএব আগে গুরুপূজা, গুরুর ভোগ, তৎপরে যুগলতত্ত্ব শ্রীগৌর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগ-দানই বিধি। শ্রীগুরুদেবকে যাহা নিবেদন করা যায়, যে নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া যায়, তাহা তিনি তাঁহার নিত্যারাধ্য শ্রীগৌরগোবিন্দকে প্রদান না করিয়া গ্রহণ করেন না। তবে যদি শ্রীগুরুদেব স্বয়ং ইচ্ছা ও অনুমতি প্রদান করেন, তবে তাঁহার আজ্ঞায় আমরা গৌরগোবিন্দের প্রসাদ তাঁহাকে প্রদান করিতে পারি, নতুবা আমাদের শ্রীগুরুদেবকে প্রসাদ (?) নিবেদনের সামর্থ্য নাই। শ্রীগৌরগোবিন্দ যে আমাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিবেন বা করিয়াছেন, তাহার কি তাম্রপ্রমাণ আমরা পাইয়াছি? শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র শ্রীগৌরগোবিন্দকে ভোজন করাইতে পারেন। এজন্য অনেকে শ্রীগুরুপূজা করিয়াই তাঁহার কৃপায় শ্রীগৌর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা ১ম খণ্ড—শ্রীমথুরা হইতে

[illegible] খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহাতে ৩২৩টি তুলাদান চিত্রের সংযোজিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত ইহাতে গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও বিষয়সূচী সংযোজিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া এই গ্রন্থের শোভা সংবর্দ্ধন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি নানা তথ্যে পরিপূর্ণ ও শ্রৌত উপদেশে পরিপ্লুত। সকলেরই এই [illegible] পাঠ করা উচিত।

'ভারতবর্ষ' ও ভক্তিপথ—ইহাতে বৈষ্ণবধর্মাশ্রম সম্বন্ধে কতকগুলি বিচারের কি এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণাশ্রম-বিষয়ক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তিরা আধুনিক সমাজকে ভ্রান্ত করিয়াছে, তাহার শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনা হইয়াছে। যথার্থ বৈষ্ণবধর্মাশ্রমের স্বরূপ ও তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

নববর্ষের শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা—প্রকাশিত হইয়াছে। পারমার্থিক ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ বৎসরের পঞ্জিকায় শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের বিরহোৎসবের তারিখ উদ্ধৃত হইয়াছে। পরিক্রমা-পীঠ পঞ্জীও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

উক্ত গ্রন্থত্রয়ের শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ সংখ্যার পর]

ওঁ শ্রীমদ্ভাপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীরানন্দগৌড়ীয়মঠস্য সেবনে কৃতিং।
সম্পাদিতা তথাস্থা শ্রীরামগোবিন্দ-সংজ্ঞকঃ।
আচার্য্যেশ্বর-ভক্তানাং বিদ্যাযোগং প্রবর্দ্ধকঃ।
বানপ্রস্থ-পদস্থায় বিনীতায় সুবুদ্ধয়ে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যোত্তমৈঃ প্রদীয়তে।
বিদ্যানন্দ ইতিখ্যাতমুপাধিভূষণং মুদা॥
মুনীষু-বসুগ্রহাব্দে-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভাপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিদ্যাবিনয়যুক্তায় সত্যানুরাগিণে সতে।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াবাচা ভক্তসেবাবিধায়িনে॥
ব্রজেশ্বরীপ্রণায়ায় বি-এলাহ্বয়ায়ুক্তায় চ।
শ্রীমতে বাগ্মিবর্য্যায় জনবান্ধায় ধীমতে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যোত্তমৈঃ প্রদীয়তে।
ভক্তিভাস্কর ইত্যেতদুপনামাস্য সাদরম্॥
মুনীষু-বসুগ্রহাব্দে-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভাপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমদ্বিষ্ণুপদস্য শ্রীনামপ্রেমপ্রচারতঃ।
উদ্ধৃতজনপ্রদেশেষু মহদ্ব্যস্তং তথাস্য যৎ॥
এম্-এ, বি-এল্ উপাধ্যায় লোকেন্দ্রনাথনামিনে।
সরকার পদস্থায় শ্রীযুক্তায় মহাত্মনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যোত্তমৈঃ প্রদীয়তে।
ভক্তিবারিধি ইত্যেষ উপাধিরস্য সাদরম্॥
মুনীষু-বসুগ্রহাব্দে-শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

তুহুরকুলরত্নায় কবিরাজবরায় চ।
শ্রীযুক্তায় গুণাঢ্যায় মধুসূদনশর্ম্মণে।
আত্মগ্রামনিবাসায় পরহিতব্রতায় চ।
পরমার্থিপ্রচারার্থং মুদ্রাযন্ত্রপ্রদায়িনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যোত্তমৈঃ প্রদীয়তে।
ভক্তিবিশারদ ইতোতদুপাধিভূষণং মুদা॥
মুনীন্দু-বসুভদ্রাংক-শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

জন্মৈশ্বর্য্যাদ্যতঃ শ্রীমদ্বিত্তোঽপি সুবুদ্ধিমান্।
বিষ্ণোরারাধনং মুখ্যং ন করোতি স দুর্ম্মতিঃ॥
গৌরনারায়ণস্য শ্রীসেবানামবিকাশনে।
অনন্যভূমিদানেন চিত্তৈকাগ্র্যং প্রকাশতে॥
নদীয়াবাসিবর্য্যায় চক্রবর্ত্তিপদায়িনে।
শ্রীযজ্ঞেশ্বরনাথায় ব্রহ্মণ্যায় গুণাত্মনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যোত্তমৈঃ প্রদীয়তে।
মহাত্মা ইতিবিখ্যাতমুপাধিভূষণং মুদা॥
মুনীন্দু-বসুভদ্রাংক-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

প্রভাপল্লবিতা যা সত্যা শিক্ষা প্রবর্ত্তিনী কৃতা।
তস্যা নানাবিধাং সেবামর্থবাগ্ভিঃ প্রকুর্ব্বতে॥
শ্রীযুক্ত কেদারনাথায় গৌরকায় মহাত্মনে।
গুরুভক্তায় বিনীতায় সাধুসেবারতায় চ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যোত্তমৈঃ প্রদীয়তে।
ভক্তিসুহৃদয় ইত্যেষ উপাধিঃ সজ্জনোচিতঃ॥
মুনীন্দু-বসুভদ্রাংক-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীরূপানুগবর্য্যায় প্রভাপল্লবশাখিনঃ।
তস্য সেবাপরায়ো যো নানাভাবৈর্ভবত্যুত॥
ভক্তজনপ্রধানায় রায়বাহাদুরায়িনে।
ঘোষ ইত্যাখ্যায়ায় ভক্তিবিনোদায় বৈ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যোত্তমৈঃ প্রদীয়তে।
ভক্তিচিত্ত ইতিখ্যাতমুপাধিভূষণং মুদা॥
মুনীন্দু-বসুভদ্রাংক-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পাটনীপুরদেশ্যো যো গৌড়ীয়মঠো বরঃ।
গৃহভূমি-প্রদানেন তৎসেবানিরতায় বৈ॥
বিপুলধনযুক্তায় সাধুসেবারতায় চ।
ডাক্তারিবৈদ্যোপসংজ্ঞায় শ্রীনিবাস-সুনামিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যোত্তমৈঃ প্রদীয়তে।
শ্রেষ্ঠার্য্য ইতি বিখ্যাত মুপাধি-ভূষণং মুদা॥
মুনীন্দুবসু-ভদ্রাংক-শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমাদিনে।
দুর্জ্ঞয়লিঙ্গ-বাধায় দাসাধিকারিণে সতে।
ধামপ্রচারিণীসভেৎসভৈরাত্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যেষ উপাধিরস্তু সাদরম্।
মুনীন্দু-বসুভদ্রাংশু-শাকে মায়াপুরোত্তমে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

খলজনবাহিনীবহুপেক্ষনাখ্যায়িনে।
গৃহ ইহোপসংস্থায় হরিসেবনকারিণে।
ধামপ্রচারিণীসভেৎসভৈরাত্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যেষ উপাধিরস্তু সাদরম্।
মুনীন্দু-বসুভদ্রাংশু-শাকে মায়াপুরোত্তমে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ললিতযৌবনাখ্যায় বসুবংশোদ্ভবায় চ।
সজ্জনায় বিদগ্ধায় হরিসেবাবিধায়িনে।
কীর্ত্যতে বন্ধবায় সাধুমার্গানুগামিনে।
বি-এল্ ইত্যুপনামে চ গৌরচন্দ্রানুরাগিণে।
ধামপ্রচারিণীসভেৎসভৈরাত্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যেষ উপাধিরস্তু সাদরম্।
মুনীন্দুবসুভদ্রাংশু-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

ওঁ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

অশেষগুণযুক্তায় সুধায়ায় হরয়ে।
রায়বাহাদুরাখ্যায় ডাক্তারপুরুষায় চ।
শ্রীযুতকুমারায় ভৌমিকায় বপুষিনে।
বলধানপ্রণীতায় পরোপকারিণে বরে।
ধামপ্রচারিণীসভেৎসভৈরাত্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যেষ উপাধিরস্তু সাদরম্।
মুনীন্দুবসুভদ্রাংশু-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পাটলীপুত্রদেশে যো হরিভক্তিপ্রচারণে।
করোতি বিপুলং যত্নমুদারধীর্মহামনাঃ।
শ্রীঅতেশ্বরমুকায় ভক্তিযোগং বিতন্বতে।
বন্দ্যোপাধ্যায় গোপালবিনোদপূর্ব্বনামিনে।
ধামপ্রচারিণীসভেৎসভৈরাত্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিবিবেক ইত্যেষ উপাধিরস্তু সাদরম্।
মুনীন্দুবসু-ভদ্রাংশু-শকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ভূভূরভূলচন্দ্রায় ভূস্বামিপ্রবরায় চ।
শ্রীমৎ প্রমথনাথায় সাম্রাজ ইতি সংজ্ঞিনে।
নারায়ণাদ্ভুতায় মুক্তাগাছানিবাসিনে।
পবিত্র কীর্ত্তিযুক্তায় বিনীতায় সুভাষিণে।
ধামপ্রচারিণীসভেৎসভৈরাত্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যেষ উপাধিরস্তু সাদরম্।

মুনীন্দুবসুশুভ্রাব্দে-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

যাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতি
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গুরুসেবৈকনিষ্ঠায় দাসাধিকারিণে সতে।
নবীনগোপালসংজ্ঞায় কুরুক্ষেত্রপ্রবাসিনে।
গৌরপ্রচারিণীসংসৎসভৈরেতৈঃ প্রণীয়তে।
ভক্তিস্বরূপ ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা।
মুনীন্দুবসুশুভ্রাব্দে-শাকে মায়াপুরোত্তমে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।

যাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সুকণ্ঠগায়কঃ শ্রীমান্ সভাগৌরনামকঃ।
ব্রহ্মচার্য্যাশ্রমসংজ্ঞো যো হরিসেবাপরায়ণঃ।
গৌরপ্রচারিণীসংসৎসভৈরেতৈঃ প্রণীয়তে।
ভক্তিস্বরূপ ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা।
মুনীন্দুবসুশুভ্রাব্দে-শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

যাঃ শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সংকীর্ত্তনাগ্রগণ্যায় বিনীতায় বিপশ্চিতে।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমশ্রীরাধাগোবিন্দনামিনে।
গৌরপ্রচারিণীসংসৎসভৈরেতৈঃ প্রণীয়তে।
রাগভক্তীতি খ্যাতমুপাধিভূষণং মুদা।
মুনীন্দুবসুশুভ্রাব্দে-শাকে পরমশোভনে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

যাঃ শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পণ্ডিত-শ্রীহরেশস্য শ্রীপাটগৃহবাসিনে।
কায়েন মনসা বাচা সেবানিষ্ঠা-প্রকাশিনে।
নবীনেঽপি মুরারৌ প্রচারোৎসাহশালিনে।
ব্রজবাসিপদাব্জশ্রীহরিকিশোরনামিনে।
গৌরপ্রচারিণীসংসৎসভৈরেতৈঃ প্রণীয়তে।
ভক্তিপ্রকট ইত্যেষ উপাধিরস্য সাদরম্।
দ্বীপেন্দুবসুশুভ্রাব্দেশকাব্দেঽস্মিন্ শুভালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

যাঃ শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যশোহরনিবাসায় বৈষ্ণবপ্রীতিকামিনে।
এম্-বি ইত্যুপাধ্যায় ভিষগ্বর-ধর্ম্মিণে।
যথার্থগৃহিতকায় সুগৃহিণীযুতায় চ।
শ্রীমদ্গোপালবিশ্বাসায় সুনামিনে।
গৌরপ্রচারিণীসংসৎসভৈরেতৈঃ প্রণীয়তে।
ভক্তিকেবল ইত্যাখ্যোপনামায় সাদরম্।
মুনীন্দুবসুশুভ্রাব্দে-শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

যাঃ শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমত্তারকনো দাসচৌধুরীত্যুপনামকঃ।
বাসিন্দাটীগ্রামীয়াসী তুর্ণমিশ্রবরঃ শুচিঃ॥
ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে-নির্ম্মাণ-সংবিধৌ।
উদারধীঃ সুবুদ্ধিদো মহানুকূলামাচরৎ॥
ধামপ্রচারিণীসভা-সংস্থৈতস্মৈ প্রণীয়তে।
ভক্তিকুতুক হৈতোষ উপাধিরিব সাদরম্॥
মুনীষুবসুচন্দ্রাব্দে-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

বাঃ শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গুরু-বৈষ্ণব-সেবায়াং মতির্যস্যাবিচলিতা।
নিত্যগোপালনাথা যো ঘোষ-বংশ-প্রদীপকঃ॥
ধামপ্রচারিণীসভাসংস্থৈতস্মৈ প্রণীয়তে।
ভক্ত্যলঙ্কার ইত্যাখ্যামুপাধিভূষণং মুদা॥
মুনীষু-গজ-সোমে তু শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

বাঃ শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাত্বত-স্মৃতি-বিধানে উপনয়ন-সংস্কার

শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে সাত্বতস্মৃতিবিধানানুসারে মহোপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তিমধুর মহোদয়ের পৌরোহিত্যে গত ২০শে ফাল্গুন, ৬ষ্ঠী মার্চ্চ (১৯০০) হাওড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস পাণিগ্রাহী মহোদয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র পাণিগ্রাহী ও গত ২২শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ শুক্রবার কটক রাভেন্‌শা কলেজের অধ্যাপক মহামহোপদেষ্টক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র সান্যালের উপনয়ন-সংস্কার যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

গত ২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ বুধবার উপদেষ্টক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীধামমায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে পঞ্চরাত্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত আচার্য্যবাদ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীভগবৎপ্রসাদ-নৈবেদ্য-দ্বারা তাঁহার পরলোকগতা জননীর শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বিদ্বদ্বর মহোদয় ১৪ই মার্চ্চ শ্রীধামে একটি উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃদেবী গত ১১ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ রবিবার রাত্র আনুমানিক ৪ ঘটিকার সময়োত্তর বেলার অন্তর্গত বিনোদনগরস্থ-পুরে শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

গত ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ শুক্রবার মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজবাস অধিকারী মহাশয় মহোপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তিমধুর মহোদয়ের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার পরলোকগতা জননীর শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

বিগত ১৩ই চৈত্র (১০৪২), ২৬শে মার্চ্চ (১৯০৬) বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত-নারায়ণগঞ্জ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ সরকার মহাশয় ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে একাদশাহে শ্রীভগবৎ-প্রসাদান্ন-দ্বারা তাঁহার পরলোকগতা জননীর শ্রাদ্ধ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বহু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ও সাধারণ সজ্জনকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৫৪শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের 'সাহিত্যিকতা'-শীর্ষক প্রবন্ধে ৫২২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে ১২শ-২০শ পংক্তিতে 'বিদ্যাসুন্দরের রসমঞ্জরী' স্থানে 'বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরী', ঐ ২৭শ পংক্তিতে 'শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের টীকায়' স্থানে "শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণের টীকাকার' এবং ৫২৩ পৃষ্ঠার প্রথমস্তম্ভে ৩০শ পংক্তিতে 'বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার' স্থানে বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার' এইরূপ হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীমদ্ বালকৃষ্ণ গোস্বামি-মহাশয়-সম্পাদিত হিন্দি 'প্রেমঃ' পত্রের ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সংখ্যার সচিত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুতত্ত্ব আমরা প্রাপ্ত হইলাম। সম্পাদক মহাশয়ের প্রচেষ্টায় পত্রটি ক্রমশঃই সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হইতেছে। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের "শ্রীমন্মহাপ্রভু" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উক্ত পত্রের ৬৪ পৃষ্ঠা হইতে ৬৭ পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে। সম্ভবতঃ উক্ত প্রবন্ধ বঙ্গভাষা হইতে হিন্দিতে অনূদিত হইয়াছে। ভাষান্তরিত করিতে গেলে অনেক সময়ই মূল লেখনীর মৌলিকতা ও সজীবতার লাঘব ঘটে। কোন কোন হিন্দি মাসিক পত্রের অনুকরণে পাঁচমিশালী প্রবন্ধ 'প্রেমঃ' পত্রে স্থান না পাইলেই 'প্রেমঃ' নামের সার্থকতা হইবে। আশা করি বিচক্ষণ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ইহা নিবেদন করা অসমীচীন হইবে না। 'প্রেমঃ' কোনও প্রকার প্রেমের প্রশ্রয় না দিয়া অকৈতব শুদ্ধভক্তির প্রচারক হউন্।

———

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা দুইটি বিভিন্ন বিষ্ণুপুর হইতে দুইখানা পত্র পাইয়াছি। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পদাঙ্কপূত প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর হইতে কতকজন সজ্জনব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র উদ্বোধনের জন্য পত্র লিখিয়াছেন আর ময়মনসিংহ জিলার বিষ্ণুপুর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অবৈধ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়াছেন।

বাঁকুড়া জেলার প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর হইতে শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র ধা, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী প্রমুখ সজ্জনগণ তাঁহাদের আবেদন-পত্রে জানাইয়াছেন—

"শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের লীলাভূমি বিষ্ণুপুরে আজ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে, অসংখ্য নাম ও ভেকধারী ব্যক্তি, ছদ্মবেশী কপট ভক্ত (?) ও ব্যবসায়ী গুরুগোস্বামী (?) ও ভাগবত-(?) পাঠক এবং ব্যবসায়ী কীর্ত্তনীয়ার আবির্ভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে কেলেঙ্কারী চলিতেছে। • • • ইহাতে অধিকাংশ লোকই অধুনাতন-প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে, সংকীর্ত্তনের নামে, বৈষ্ণব বাবাজীদের নামে নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। • • বহির্ম্মুখ লোকগণের ইহাতে কোন দোষ নাই, কারণ তাঁহারা চিরদিনই রজ্জুতে সর্পভ্রম করিয়া অন্যায় আচরিত বৈষ্ণবধর্ম্মের খোলসটাকে প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম মনে করিতেছেন। এই বহির্ম্মুখদিগকে প্রকৃতিস্থ করিতে কি ভাবতে কেহ নাই? • • • আসমুদ্র হিমাচলের মধ্যে একমাত্র গৌড়ীয়মঠ ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন প্রতিষ্ঠান নাই। • • তজ্জন্য আমাদের করযোড়ে নিবেদন • • যাহাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের পূত মন্দাকিনী-ধারা পুনরায় বিষ্ণুপুরে প্রবাহিত হয়।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্তরঙ্গ বিচারে যাঁহারা প্রবেশ করেন নাই, অথচ যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, সেরূপ সাধারণ জনগণও ধর্ম্মের গ্লানিতে কল্যাণকল্পতরুর সুশীতলছায়া হইতে বঞ্চিত হইয়া কিরূপ অশান্তি অনুভব করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের জন্যই আমরা তাঁহাদের কথা উদ্ধার করিলাম। মহাবদান্য-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার নিজজন যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র শুদ্ধ গৌরবাণী প্রচার করিতেছেন, তখন কোনও স্থানের কোন লোকই সেই করুণা হইতে বঞ্চিত হইবেন না। তবে মহাজনের করুণা-বরণ সেবোন্মুখতা ও সুকৃতির উপর নির্ভর করে। কতক বৎসর পূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও কিছুদিন পূর্ব্বে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভু বিষ্ণুপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

'বৈষ্ণবধর্ম্মের সকল কথাই আমরা জানি'—এইরূপ অভিমান বা 'পাকা বোইব' অভিমান প্রবল থাকিলে অনাবিল আত্মমঙ্গলকর সত্য গ্রহণ করা বড়ই দুষ্কর। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"পূর্ব্বোক্ত সংগৃহীত যাবতীয় ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মের মোহকে আমূল বিধ্বস্ত ও উৎপাটিত করিয়া না ফেলা পর্য্যন্ত কখনই অকৈতব নিরপেক্ষ সত্য গ্রহণ করা যায় না।

স্নানের প্রয়োজন হয় বা ভাল অভ্যাস থাকিলে, নূতন ভাল শিখিবার সময়েও পূর্ব্ব অভ্যাসেরই পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।"

ময়মনসিংহ জিলার বিষ্ণুপুরের প্রবন্ধকর্ত্তা ও তাঁহার পরিচিত "৯০ বৎসর বয়স্ক জ্ঞানী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কতকগুলি জ্ঞানী" লোক শ্রীহরিভক্তিবিলাসের (১৩শ বিঃ)

"বরং স্বমাতৃগমনং বরং গোমাংসভক্ষণম্।
বরং হত্যা সুরাপানং নৈকাদশ্যাঞ্চ ভোজনম্।"

বাক্য পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—"শাস্ত্রে এরূপ উক্তি থাকা সম্ভবপর নয়। মুনি ঋষিদের বাক্য এবং অভিমতই শাস্ত্র। * * যাহে পুঁথিপুস্তকের বাহে কথা ত' শাস্ত্রের উক্তি নহে। হিন্দু গুরুবৈষ্ণব কি একাদশীতে ভোজন হইতে নিজমাতৃগমন, গোমাংস-ভক্ষণাদি 'ভাল' করিতে পারেন?—অসম্ভব।"

তন্ত্র-লিখিত সুপ্রাচীন পুঁথিব্যতীত ঢাকার স্বধামগত স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্যামাচরণ তর্কচূড়ামণি ও কলিকাতার গুরুদাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত শ্রীহরিভক্তি-বিলাসেও ঐরূপ বাক্য মুদ্রিত আছে। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত প্রাচীন শাস্ত্রীয় বাক্য "কোন ৯০ বৎসরের জ্ঞানী বৃদ্ধ" আধুনিক শাস্ত্রীয় বাক্য বলিলেই কি তাহা বেদ-বাক্য হইবে? ৯০ বৎসর বয়স্ক কেহ যদি একাদশীতে পাপ ও অপরাধ ভোজন করেন, তাহা হইলেই কি তাঁহার আচারকে মুনিঋষিগণের কথিত সদাচার বলা যাইবে? শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণে স্বীয় অসমর্থতাই কি শাস্ত্রবাক্যের অপ্রামাণিকতা হইয়া দাঁড়াইবে? 'বরম্' শব্দের অর্থ অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বা ভাল। উক্ত সংশাস্ত্রীয় বাক্যের দ্বারা 'স্বমাতৃগমন' বা 'গোমাংসভক্ষণাদি' আদৌ সমর্থন করা হয় নাই। শাস্ত্র ইহাই বলিয়াছেন যে, ঐরূপ জঘন্যতম মহাপাতক হইতেও একাদশীতে ভোজন অধিকতর পাপ ও অপরাধজনক। সাধক-শাস্ত্র জাগতিক মহাপাপ ও মহাপুণ্য উভয় হইতেই 'ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ'কে অধিকতর আত্মঘাতকর বিচার করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তের জীবন স্বতঃই নিষ্পাপ ও পরমপবিত্র। পবিত্রতা ভগবদ্ভক্তের কিঙ্করীর ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে অপেক্ষা করেন। জাগতিক তথাকথিত মহাপুণ্যবান্ ব্যক্তিও যাহা তিনি শ্রীএকাদশীকে উপেক্ষা করিলে তাঁহার সেই আপেক্ষিক পুণ্য-পবিত্রতা-সত্ত্বেও তাঁহাকে অধঃপতিত হইতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভকর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥

গত চৈত্রমাসের 'বণিক' নামে এক সংবাদপত্রের লেখক "অন্নসৃষ্টি ও কর্ম্মসৃষ্টি" প্রবন্ধে যে কোন মানবদেহীই ভগবন্মক্ষিয় (?), যাহাই 'ভগবান্' (?) এবং মানবের দৈহিক ও মানসিক পরিচর্য্যাই ভগবানের সেবা বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন! এইরূপ ভোগ্য ভগবান্ (?) অধোক্ষজ-ভগবান্ নহে—'তাহা জীবের খানাবাড়ীর রাইবৎ'। বহির্ম্মুখ জীবের রুচি বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনকেই বর্ত্তমানের বহির্ম্মুখ মানবসমাজ ধর্ম্মের ধ্বজা পরাইয়া অধোক্ষজ-ভগবানের সেবাকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিতেছে।

প্রবন্ধলেখক পরমার্থরাজ্যে অনধিকার-চর্চ্চা ও স্বীয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা ও অর্ব্বাচীনতার পরিচয় প্রদান করিয়া মানব-রুচির কল্পিত ভগবানের ইটপাটকেলের মঠ-মন্দির আর অধোক্ষজ হরিকথার অনুশীলন-কেন্দ্র, ভাগবতগণের সঙ্ঘারাম মঠমন্দিরাদিকে এক পংক্তিতে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথক্ প্রবন্ধে ঐরূপ অনধিকার-চর্চ্চার ভ্রমগুলি যুক্তিমূলে প্রদর্শিত হইল। অপ্রাকৃত ভাগবতগণের বাণী কর্ণে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগমত্ততার প্রলাপ হইতে মানবসমাজ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

বাস্তব সত্যবাণীর অনুশীলন ও প্রচারের অনুকূল অঙ্গসমূহই পরমেশ্বরের প্রীতিদায়ক ও জীবের কল্যাণ-সাধক। শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির, শ্রবণ-সদন প্রভৃতিতে হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে হরির অনুশীলন হয়। হরিকথা-হীন হরি (?), হরিকথা-রহিত হরিজন (?), বাস্তবসত্যকথাবিহীন উপাসনা, মঠ-মন্দির-বিস্তার শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য নহে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে সকল কেন্দ্র বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে, হরিকথারূপী দেবতাই তথায় শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা উপাসিত হন।

আমরা জানিতে পারিলাম, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দির, নাটমন্দির, সেবকাবাস প্রভৃতির

কার্য্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। সাধুজনগণ জানেন, ঐ শ্রীমন্দিরের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন বালিয়াটীর স্বনামধন্য ভক্তিপ্রাণ জমিদার ভক্তিপ্রতাপ শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী, ভক্তিপ্রকাশ শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ও ভক্তিকুটুম্ব শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়। শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা ননীবালা রায় চৌধুরাণী মহাশয়ার সেবাবৃত্তিও প্রশংসনীয়া। উঁহাদের অর্থানুকূল্যে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম শাখামঠ বালিয়াটী শ্রীগয়াগৌরাঙ্গ মঠেরও একটি সুবৃহৎ ও সুরম্য শ্রীমন্দির ও সেবা প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা-শ্রীআগুগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির ও নাট্য-মন্দির পূর্ব্ববঙ্গের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ-কীর্ত্তি হইতেছে। উক্ত সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরের নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন বালিয়াটীর কীর্ত্তিশালী জমিদার শ্রেষ্ঠার্য্যা শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্যা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাধাকুণ্ডেশ্বরী রায় চৌধুরাণী মহাশয়া এবং সমগ্র মাধ্বগৌড়ীয়মঠ-মন্দিরের ভূখণ্ডের আনুকূল্য করিয়াছেন—শ্রেষ্ঠার্য্যা শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী মহোদয় এবং তাঁহার পুত্রত্রয় শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তি-বিক্রম ও শ্রীযুক্ত যোড়শীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিকুসুম মহোদয়গণ। উঁহাদের এই অক্ষয় কীর্ত্তি-গাথা অনন্তকাল সজ্জনসমাজে সমাদৃত হইতে থাকিবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঢাকার বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার ও মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন।

সিদ্ধবকুলমঠ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের শুদ্ধনাম-প্রচারস্থলী, শ্রীরূপের প্রেমপ্রাবনক্ষেত্র, সমগ্র শ্রীগৌড়ভক্তবৃন্দের পরাকৃপাতীর্থ। তথায় শুদ্ধভক্তির সেবক বা শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়েরই আসন থাকা উচিত। সেখানে মায়াবাদী ও কর্ত্তাভজাসম্প্রদায়ের চিত্রপটাদি দেখিলে শুদ্ধভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাহারা নামের নিত্যত্ব স্বীকার করে না, যাহারা নামে অর্থবাদ কল্পনা করে, যাহারা নামে নির্ব্বিশেষমত স্থাপনের জন্য আপাত-ভক্তির ছলনা ও মুদ্রাদি প্রদর্শন করে, যাহারা ভক্তি ও অভক্তির সমন্বয়-প্রয়াসী, আর যাহারা জীবকে পরমেশ্বর বা ভগবদবতার কল্পনা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি অবৈধ মুখভঙ্গী করিয়া পাষণ্ডতার আবাহন করে, তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য নামা-চার্য্যের স্থানের অবমাননা কোনও শ্রীচৈতন্যদাসানুদাসই সহ্য করিবেন না। ইহাতে আমরা সিদ্ধবকুল মঠের বিচক্ষণ মহান্তমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পুরী-প্রসঙ্গ

৩রা এপ্রিল রাত্রে জনৈক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসেন। প্রভুপাদ প্রায় একঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবতের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র" শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন,—"ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটি ভোগধর্ম্মআর মোক্ষকামনা—ত্যাগধর্ম্ম। এই বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা পিশাচীদ্বয়ের কবল হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্যই ভাগবতধর্ম্মের প্রকাশ। সমগ্র মানবজাতি ভোগ-ধর্ম্ম ও ত্যাগ-ধর্ম্মকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে। ভাগবত-ধর্ম্ম সমগ্র মানবজাতির ধর্ম্মের ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করিয়া বলিয়াছেন,—মুক্তিকামনার হস্ত হইতেও মুক্তি লাভ করিয়া অধোক্ষজ ভগবৎসেবাই জীবের স্বতঃসিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম। Integer অন্বেষণ হইতে integral part জীব যদি স্বতন্ত্র হইয়া নিজের সুবিধা বা স্বার্থ পোষণ করিতে চাহে, তাহারা অপর integral part-এর প্রতি অনাদর হয় এবং integer হইতে integral partএর স্বার্থ পৃথক্ করিতে যাওয়ায় মঙ্গলের বিপরীত অবস্থা লাভ করে। আর যাঁহারা Integerএর ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, তাঁহারা সমুদয় integral partsএর মঙ্গল বা তর্পণ বিধান করিয়া থাকেন।

মহামুনি ব্যাসদেব; ভাগবতধর্ম্মের অনুক্ষণ কীর্ত্তনকারী বলিয়াই মহামুনি। সাধারণ লোকে যাহাকে মৌনদশা মনে করে, সেই অবাঙ্মনসগোচরকে যাঁহারা রোধ করিয়াছেন,

তাঁহাদেরও গুরুদেব ভাগবত-কীর্ত্তনকারী মহাজন। গীতার "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ"-শ্লোকে যে মুনির সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তাহার অপেক্ষাও ভাগবত-ধর্ম-কীর্তনকারী শ্রেষ্ঠ বলিয়া 'মহামুনি'।

নির্ম্মৎসরের লক্ষণ এই যে, তিনি ভুক্তি ও মুক্তি-কামনা হইতে মুক্ত। তিনি হরিকথাকীর্ত্তনকারী বলিয়া সদ্যঃসদ্যঃই অজিত ভগবান্‌কে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারেন।

ধর্ম্মকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকার ধর্ম—যেপে নেওয়ার ধর্ম বা যাহাকে বলা যায় 'অন্যা নীয়তে ইতি মায়া' বা আধ্যক্ষিকতা, আর এক প্রকার ধর্ম—আরাধনার ধর্ম, 'অনন্যাধিত' বা অধোক্ষজ-সেবা-ধর্ম। যেপে নেওয়ার ধর্ম-দ্বারা কখনও ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ হইতে না। অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রতাদি যেপে নেওয়ার ধর্ম বা অভক্তি। (এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' ও 'যেন যৎ কর্ম ধর্মায়' শ্লোক ব্যাখ্যা করেন।)

অন্যান্য সকল ধর্ম্মেই ভোগ ও ত্যাগের philosophy, কিন্তু অধোক্ষজ-সেবার philosophy একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্মে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত-দর্শন অদ্বিতীয়।

ভোগজগতের একদিকে থাকুক জগতের যত অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানাদি চেষ্টাযুক্ত মনীষা আর একদিকে 'বিদ্যা ভাগবতাবধি'। কোন্ দিকের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহার Comparative study করিবার জন্য ভাগবত আহ্বান করিয়াছেন।

শুদ্ধ বিষ্ণুপাসনা একদিকে আর সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও শিব—এই চারি প্রকার উপাসনা বা বিষ্ণুকে (?) কর্ম্মফল-বাধ্য বিচারে বিষ্ণুপাসনার তুলনা আর একদিকে। কোন্ দিকে অকপট বাস্তব সত্য, মানবজাতি তাহা বিচার করুন। পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার উপাসনা বা পঞ্চোপাসনায় ভগবদ্-বস্তুকে বিশ্বের অন্তর্গত মনে করা হয়। উপাসক দ্রষ্টা, আর উপাস্য দৃশ্য,—তাহাদের এই বিচার। কিন্তু ভাগবত-দর্শনে উপাসক—দৃশ্য, ভোগ্য আর উপাস্য—দ্রষ্টা, ভোক্তা।

কোন electron বা molecule যাহাতে আমাদের course impede না করে, আমরা যাহাতে ঐ সকল transcend করিতে পারি, তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে শরণাগত হওয়া আবশ্যক। (এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ "সম্যাস্বনাশ্রিতপদঃ" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন।) আমাদের কাছে যে কোন জিনিষ আসুক, তাহার মধ্যে তাহার যোগসূত্র দেখিতে হইবে। কারণ, প্রত্যেক বস্তুই integral part, integerএর সহিত তাহার uniting tie অনুসন্ধান করাই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপদর্শন।

'সতাং প্রসঙ্গাৎ' শ্লোক জীবনে বেদবাক্যমান রাখিলে পরাৎপরতত্ত্বের সহিত কি যোগসূত্র আছে, তাহা দেখিবার মত দিব্যচক্ষু লাভ হয়।

(অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রঘুনাথের "বৈরাগ্যযুদ্ধ ভক্তিরসং প্রবক্তুঃ" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন।) আমি পশু-পক্ষ, মঙ্গল-গ্রহণে অনিচ্ছুক। আমাকে জোর করিয়া, পশু-চিকিৎসকের মত মুখ-ব্যাদান করাইয়া বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইতেছেন বলিয়া শ্রীগুরুদেব পরদুঃখ-দুঃখী। আমার কর্ণ ছিল; কিন্তু কর্ণের ব্যবহার জানিতাম না। কর্ণে শ্রেয়োধ্বনি শুনিয়া হরিণের ন্যায় বাণবিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতেছিলাম। পরদুঃখদুঃখী গুরুদেব সেই কর্ণ ফাঁক করিয়া, কর্ণবেধ করাইয়া তাহাতে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস ঢালিয়া দিলেন। শব্দ-শ্রবণ-দ্বারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অন্য ইন্দ্রিয়গুলি নিয়মিত না হয়, ততক্ষণ আমাদের বিপথে ধাবন অবশ্যম্ভাবী। জগন্নাথ দেখিতে আসিয়া কেহ 'পুঁইএর মাচা' দেখিয়া ফেলে, কেহ বা পদহীন, বড় বড় চক্ষুযুক্ত পুতুল দর্শন করে; কিন্তু তাহা জগন্নাথ-দর্শন নহে। আগে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কর্ণে শুনিতে হইবে।"

এই এপ্রিল প্রাতঃকালে উপদেশক পাঞ্চলৌকিক ওয়াই জগন্নাথম্ ভক্তিবিলাস বি-এ মহাশয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রাকৃত নামের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। অপ্রাকৃত নাম ও অপ্রাকৃত বিগ্রহ একই বস্তু। শ্রীনাম ও স্বরূপে কোন ভেদ নাই।

পাঞ্চলৌকিক ভক্তিবিলাস মহাশয় অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে কর্ণের বৈশিষ্ট্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভুপাদ বলেন, এ জগতে অতীন্দ্রিয় বস্তুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞান একমাত্র কর্ণের দ্বারাই সম্ভব, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব নহে। কর্ণের দ্বার বন্ধ করিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিলে কেবল পূর্ব্বভ্রান্ত বিচারই প্রবল থাকে ও আত্মম্ভরী

হইয়া যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হয়। তাহাতে অধিকতর অনর্থে ডুবিয়া যাইতে হয়

ভক্তিবিনোদ মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—আধ্যক্ষিকগণ কি কর্ণের ব্যবহার করেন না? প্রভুপাদ বলিলেন,—আধ্যক্ষিকগণেরও ধারণা নিয়মিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে যদি তাঁহারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুশীলন করেন—যদি তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণীতে কর্ণ নিয়োগ করেন। কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা-দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রমোদ্ঘর্ষ পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

তবে অপ্রাকৃত শব্দের বক্তাও অপ্রাকৃত হওয়া আবশ্যক। বক্তা চেতনময় বস্তু হওয়া আবশ্যক। 'টকি' বা ফনোগ্রাফের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আমরা উত্তর পাইব না। অপ্রাকৃত শব্দের বক্তা নিষ্কিঞ্চন, তিনি শ্রোতার যাবতীয় কিঞ্চনধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া তাহাকে নিষ্কিঞ্চন করিতে পারেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'যো বক্তি ন্যায়রহিতম্', 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য' 'অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং' প্রভৃতি শ্লোক কীর্ত্তন করেন।

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগতের পার্থক্য প্রদর্শন-মুখে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—কণ্টক জিনিষটা এখানে বিদ্ধ করে, কিন্তু গোলোকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে সমস্ত বস্তু পর্য্যবসিত হয় বলিয়া কণ্টকেও আনন্দ ও চমৎকারিতা বর্দ্ধন করে।

পাঞ্চরাত্রিক উপদেশক ওরাই জগন্নাথম্ ও মহা-মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় আচার্য্য-পদবাচ্যকে অবস্থান করায় শ্রীল প্রভুপাদ ৫ই এপ্রিল অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণকালেও শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রাকৃত শব্দ-শক্তি ও ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। সন্ধ্যার পর শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের নাটামন্দিরে বসিয়া শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত কএকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—"তৃণাদপি সুনীচেন" এই মহাবাক্য দ্বারা আমরা প্রপঞ্চের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন সমস্ত বিষয় হইতে পৃথক্ থাকিয়া হরিকীর্ত্তনকারিরূপে আমাদের নিত্যস্বরূপ ও নিত্যধর্ম্মের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারি। সন্ধ্যা-রাত্রিকের সময় উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ জয়ঘোষে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের আরাত্রিক দর্শন করেন। তৎপরে চটক-পুরীতে আগমন করিয়া,—

"আত্মারঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং নঃ॥"

—শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন,—"জগতে লোকের নানাপ্রকার রুচি ও অভিলাষের অনুযায়ী নানাপ্রকার ধর্ম্মের দোকান আছে। আমার কোন্ দোকান হইতে কতটুকু লাভবান্ হইতে পারিব, পরম লাভ কি?—এসকল কিছুই আমরা জানি না। আমাদের বিচার-পদ্ধতিও নানাভাবে ভ্রান্তপথে চালিত হইবার যোগ্য। আমরা 'ত' কামক্রোধের দাস, নিজের বিচারবুদ্ধি না দেইবার দ্বারা যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করিব, তাহাই ভ্রমপূর্ণ হইবে। বিপথে আমাকে কে উদ্ধার করিবেন?

এরূপ অবস্থায় পতিত মানবজাতির মঙ্গলের নিদান প্রদর্শনের জন্য শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু হুসেনসাহ বাদসাহের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ও বিষয়ীর লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অসৎসঙ্গ-ত্যাগের লীলা প্রকাশ করিয়া লোকশিক্ষক নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ সমগ্র মানবজাতির জন্য 'কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়' প্রভৃতি বাক্যে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের চরম কথা শ্রীচৈতন্য-দেবের শ্রীমুখে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মহাবদান্যতামহাবদান্যতামহাবদান্যতামহাবদান্যতামহাবদান্যতাপরোপদেশক তিনি যে কথা বলিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিলে মানব-জাতি বিপথে যাইতে পারে না। নতুবা মানবজাতির কল্পিত ধর্ম্মের দ্বারা তাহার কোনও দিনই নিত্য মঙ্গল লাভ হইবে না। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত সার আমরা এই 'আত্মারঃ প্রাহ' শ্লোকে পাই। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ "অনাদি করম-ফলে" এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিতে বলেন। শ্রীপরমহংস ব্রহ্মচারীজী "অনাদি করম-ফলে", "তোমারে ভুলিয়া অবিদ্যা-পীড়ায়" এই সঙ্গীতদ্বয় কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ

গৌরহরিপ্রভু "যশোদাদুলাল" ও শ্রীপাদ অবিষ্কারণ গৌরাঙ্গপ্রভু "বলরে নিতাই চৈতন্য বলে নাচ্‌রে আমার মন" ও "রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্" সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন।

৬ই এপ্রিল প্রত্যূষে শ্রীল প্রভুপাদ টোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে গমন করেন। শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশের দ্বারদেশে আসিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ লুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ করেন এবং প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া পুনরায় লুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত সেবক গোপীনাথের প্রসাদমালা আনিয়া শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক আচার্য্যের অভিনন্দন করেন।

যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নরেন্দ্রসরোবর-তীরে ভাগবত শ্রবণ করাইতেন, সেই শ্রীগদাধর পণ্ডিতের স্থানে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ ভাবগম্ভীরস্বরে কীর্ত্তন করেন—

বন্দ্যশ্চন্দ্র যতোঽবতীর্ণবততত্কার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতমভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥

চতুঃশ্লোকী ভাগবত—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

ভাগবতে মহাপ্রভুর স্তব—

যোগং সদা পরিভবন্নবকৈশোরং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
তাক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক শ্রীমদনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে "কল্যাণকল্পতরু" হইতে "গোপীনাথের বিজ্ঞপ্তি" বিষয়ক পদাবলী কীর্ত্তন করিতে বলিলে শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভু নিম্নলিখিত সঙ্গীত সমূহ কীর্ত্তন করেন—

(১)

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জ্জন, সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ॥

গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি॥

গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি, কর্ম্মে জড়মতি,
প'ড়েছি সংসার-ঘোরে॥

গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্ম্মল
স্বাধীন নহে এ কায়া॥

গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান॥

গোপীনাথ, তুমি ত সকলি পার।
দুর্জ্জনে তারিতে, তোমার শকতি,
কে আছে পাপীর আর॥

গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে,
লীলা কৈলে সুবিস্তার॥

গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
(বিনোদ)-সেবক থাকিল বসি॥

(২)

গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার আশা।
অবিদ্যা-বাসনা, আর নাহি সহে,
জনম-মরণ-ত্রাসা॥
গোপীনাথ, আমি ত কামের দাস।
বিষয়-বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে,
পাঁদিছে করম-ফাঁস॥
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি, দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে ফুরিবে তুমি॥
গোপীনাথ, আমি ত তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন ধন॥
গোপীনাথ, তুমি ত সকলি জান।
আপনার জনে, রাখিয়া এখন,
শ্রীচরণে দেহ স্থান॥
গোপীনাথ, এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজ-জনে,
না কর করুণা-লব॥
গোপীনাথ, আমি ত মূরখ অতি।
কিসে হয় ভাল, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি॥
গোপীনাথ, তুমি ত পতিতবর।
দুষ্টের মণ্ডল, তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব পর॥

(৩)

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি, আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই॥
গোপীনাথ, প'ড়েছি মায়ার ফেরে।
মান-দায়া-সুত ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে ঘেরে॥
গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ভোর॥
গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥
গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি।
প্রবল-ইন্দ্রিয়-বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি॥
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শাসিয়া, সৎ নিত পানে,
ঘুচাহ বিপদ ঘোর॥
গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষীকেশ হৃষীক দমিয়া
তারহ সংসৃতি-ঘোরে॥
গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি, বন্ধন ছেদিয়া
(বিনোদ)-সেবকে করহ দাস॥

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে ও তৎপরে প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ গত ৪ঠা এপ্রিল কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ জোগার্ফিন কোম্পানীর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ও ৫ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরকৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে প্রত্যহ ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ৭ই, ৮ই ও ৯ই এপ্রিল সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম তিনটি শ্লোকের যথাক্রমে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক বিচার প্রদর্শন করিয়া অভিনব-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৮ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে কলিকাতা বরাহ-নগর নিবাসী সস্ত্রীক মিঃ ডে, এম্ বত্ত বার-এ্যাট্-ল মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিয়া অনেক সিদ্ধান্ত-বাক্য

শ্রবণ করেন। সেই সকল প্রশ্নোত্তরে লোকশিক্ষার মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের অনেক প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে। ৮ই এপ্রিল প্রাতে পাটনা-হাইকোর্টের অবসর-প্রাপ্ত অনুবাদক (Translator) শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন সহায় মহাশয় মহাত্মবাজার পত্রিকায় শ্রীল প্রভুপাদের পুরীতে আগমন-সংবাদ দর্শনে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন করিয়া নির্ব্বিশেষবাদীর চুম্বক ও ভাগবতধর্ম্মযাজকের সংকল্পের মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রবণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্নপ্রকার জৈন ও বৌদ্ধমতবাদের বিশ্লেষণ ও মায়াবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীভাগবতগ্রন্থের অসমোর্দ্ধ বিচার করেন।

———

১০ই এপ্রিল শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আচার্য্য-পদাশ্রিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আসিয়া পৌঁছেন। ঐ দিন অপরাহ্ণে পুরীর ভাটিয়া ধর্ম্মশালা ও গোশালার ম্যানেজার ও কর্ম্মকর্ত্তৃবর্গ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণদর্শনার্থ চটকপুরীতে আগমন করেন। ইঁহারা উভয়েই গুজরাটের অধিবাসী। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তকবি নরসিং মেহ্‌তার নামোল্লেখ করিলেন। ইনি প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে কাব্য রচনা করিয়াছেন। গোশালার ম্যানেজারটি বলিলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন, নরসিং মেহ্‌তা মহাপ্রভুর সময়ে ছিলেন এবং জুনাগড়ে উভয়ের মিলন হইয়াছিল। কিন্তু গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের কোন প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ বিবরণ নাই।

ঐ দিবস (১০।৪।২৬) রাত্রে "গৌড়ীয়"-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ বসু বার-ল্যাট্-ল মহাশয়ের চক্রতীর্থস্থ ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত "নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়" প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেন।

———

১১ই এপ্রিল কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহনজী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আচার্য্যপাদপদ্মে উপস্থিত হন। শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভু পুরীতে কএকদিন প্রচার করিয়া জেপুর হইয়া শীঘ্রই শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ গমন করিবেন।

———

শ্রীগৌরপরিষদিত মহাতীর্থ ও শ্রীগৌরজন শ্রীসনাতন প্রভুর বিচরণক্ষেত্র রামকেলীতে গৌরপাদপীঠ-স্থাপনের ইচ্ছা শ্রীল প্রভুপাদ বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপাট রামকেলীতে পাদপীঠের জন্য একটি স্থানও কিছুদিন পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছে। তথায় অচিরেই শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মিত ও পাদপীঠ প্রকাশিত হইবার যত্ন হইতেছে।

———

গত ১২ই এপ্রিল শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত যমেশ্বর টোটার বিষয় বলিতে বলিতে রেবতীপতি মুখে যে কৃষ্ণোক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইয়াছিল, তাহা শ্রীগীতগোবিন্দের ৩য় সর্গ হইতে প্রবর্ত্তন করেন এবং শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুকে গুর্জ্জরী রাগিণীতে ঐস্থান গান করিতে বলেন। ঐ কীর্ত্তন শ্রবণকালে গৌরজনের অপ্রাকৃত ভাবাবেশ লক্ষিত হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৪৷৷ ঘটিকার সময় রায় বেরিলীর অধিবাসী আযোধ্যার রাজকুমার রণজয় সিংহ ও, বি, এস্, এম্-এস্-এ (এক্সিলিয়েটেড এম্পায়ার পার্লামেণ্টারী ম্যাগোসিয়েশন, ইণ্ডিয়া ব্রাঞ্চ, অযোধ্যা রাজ্য, জেলা সুলতানপুর, আউধ) মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনাভিলাষী হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন পূর্ব্বক যথোচিত সৌজন্য-সহকারে প্রভুপাদ-সমীপে হরিকথা শ্রবণ করেন। তিনি বলিলেন, তিনি আর্য্যসমাজের অন্তর্গত হইলেও শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিত্ব-দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। অদ্য রাত্রি থাকায় তাঁহাকে শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইতেছে। তিনি সময়ান্তরে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিবেন।

ঐদিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপুরুষোত্তমমঠে চটক-পুরীতে রাত্রি ৯ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। তদনন্তর শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় একঘণ্টাকাল "ইন্দ্রিয়-তর্পণবাহার পরিবর্ত্তে হৃষীকেশ-প্রীতিবাহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা, স্বরূপভোগকামনার পরহিংসার অবশ্যম্ভাবিত্ব, ভুক্তাশী ও ভুক্তাশী উভয়েরই সেবা-বিমুখতা, হৃষীকেশ-তর্পণকারীর মনোধর্ম্মাতীতপূর্ব্বই সেবার বিচার, তাহাতেই শ্রীচৈতন্যপ্রীতি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ মাধুর্য্যলীলাময়, হৃষীকেশজন হইয়াও জীব-কল্যাণ-বিধানার্থ আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া হৃষীকেশ-তর্পণ-শিক্ষাদান-লীলায় ঔদার্য্য-

লীলাময়, সেই শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টসংস্থাপনই শ্রীগুরুর সেবা-বৈশিষ্ট্য, শ্রীরূপানুগজনের আনুগত্যেই কাম ও প্রেমের পার্থক্যোপলব্ধিমূলে মহাপ্রভুর 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' আশীর্ব্বাদের মর্ম্মোপলব্ধি" প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে 'শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্টং', 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা', 'মতির্ন কৃষ্ণে', 'নিষ্কিঞ্চনস্য', 'কর্ম্মাবন্ধকাঃ কেচিৎ' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করেন।

ঐ দিবস (১২ই এপ্রিল) ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিসাধন গোস্বামী মহোদয় শ্রীগরুড় দাসাধিকারী ও শ্রীরমানাথ ব্রহ্মচারিপ্রমুখ মঠসেবকগণসহ শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে ওয়ার্ল্টেয়ারে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীরমানাথ ব্রহ্মচারীজীর ওয়ার্ল্টেয়ার হইতে কএকদিবস পরে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে যাইবার কথা আছে।

১৩ই এপ্রিল প্রাতে পুরী কালেক্টরীর শ্রীযুক্ত উৎকলনাথ পট্টনায়ক নামক জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া পুরীর ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়, তজ্জন্য নিবেদন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ উৎকল বাবুর সাধু প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ দিয়া যাহাতে মহাপ্রভুর বাণী সত্য সত্যই প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহাকেও যত্ন করিতে বলিলেন। পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে সমিতি হইয়া ভাগবতালোচনার জন্য যত্ন হইলে শ্রীপুরুষোত্তমমঠসেবকগণ তথায় গিয়া আনন্দের সহিত মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিবেন। পবিত্র উৎকল-প্রদেশের প্রত্যেক গ্রামেই ভাগবতালোচনার 'আখড়া-ঘর' আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন তত্তৎস্থানে ভাগবতের পরিবর্ত্তে শারীরিক কসরতাদির চর্চ্চা হইতেছে। ঐ অবস্থা হইতে জনসাধারণকে উদ্ধার করিতে হইবে। পবিত্র উৎকলের মাহাত্ম্য সকলকে দেখাইতে হইবে—মহাপ্রভুর বাণী ঘরে ঘরে প্রচার করিতে হইবে। ভগবদ্ভক্তিকে বাদ দিয়া যে শিক্ষা-পদ্ধতি বর্ত্তমানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে মৎসরধর্ম্মই নির্ম্মৎসরভাগবতধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে। মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া মুনকগণের নিরীশ্বর চিন্তাস্রোত সংশোধিত করিতে হইবে।

ভগবদ্দর্শন-সম্বন্ধে প্রভুপাদ বলেন—অক্ষজদর্শনে শ্রীজগন্নাথদেবের স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহাদের দিব্যদর্শন লাভ হয় নাই, তাঁহাদের নিকট ভগবান্ আত্ম-গোপন করেন। শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহ যে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট, শ্রীবিগ্রহ যে কথা বলিতে পারেন, তাহা নাস্তিক বিশ্বাস করিতে চাহে না; সাক্ষীগোপালের কথা তাহাদের নিকট অলীক বলিয়া প্রতীত হয়। শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট আত্মগোপন করিলেও প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচনের নিকট অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন না। 'অপাণিপাদো' শ্রুতি ভগবানের প্রাকৃত হস্তপদাদির কথাই নিরাস করিয়াছেন; 'জবনো গ্রহীতা' প্রভৃতি পদে তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বই প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের সেই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় প্রাণিনিচয়ের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। পুরী হইতে মাত্র ১৪ মাইল দূরে শ্রীজগন্নাথদেব বিমল, চতুর্ভুজ 'আলোয়ারনাথ'রূপে বিরাজ করিতেছেন। মহাপ্রভু ষড়্ভুজ বিগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেবের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক।

ঐ দিবস (১৩ই এপ্রিল) সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলিকাতা-বড় বাজারস্থ মাড়োয়ারী ধনপাতালের প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু ও রাত্রি ৯৷৷০ ঘটিকায় পুরী Lion's Gate Post officeএর পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ পট্টনায়ক মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনপ্রার্থী হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আসিয়াছিলেন।

রাত্রিতে শ্রীল প্রভুপাদ "অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি' বৃন্দাবনে যাই। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান।"—এই মহাজন-পদটি ব্যাখ্যা করেন।

১৪ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ-ক্রমে প্রত্যহ সঙ্কীর্ত্তনমুখে অভিন্ন-শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজ চটকপর্ব্বত পরিক্রমা হইতেছে।

সমালোচনা

গত চৈত্রমাসের 'বসিক' নামক এক সংবাদপত্রে জনৈক লেখক মানবদেহের সেবা না করিয়া ভগবানের মন্দিরাদি নির্ম্মাণকে অপরাধ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিনামূল্যে অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "মানবের সেবার ক্ষেত্র হিসাবেই মঠ-মন্দিরাদির যা কিছু মূল্য। মানব-সেবার মাধ্যম ছাড়া ইহার সাহিধ্যলাভের কোন সরলতর সোজা পথ নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষাই দিয়াছেন। ... পেট ভাঙ্গা, রোগক্লিষ্ট নিশ্চিহ্ন দেহই যার যারপর উপযুক্ত আধার। যেখানে মানুষ অনশনে ক্লিষ্ট, কাজের অভাবে অলস, সেখানে ভগবান্ কাজ ও কাজের বিনিময়ে অন্নরূপেই কেবল দেখা দিতে ভরসা পান।" লেখকের ঐ মত "To a people famishing and idle, the only acceptable form in which God can dare appear is work and promise of food as wages"—এই ইংরাজী বাক্যের প্রতিধ্বনি।

বর্ত্তমানে অনধিকার-চর্চ্চা এবং প্রচ্ছন্ন-আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিপাসা-মূলক বেদান্তবোধের প্রণোদিত বাক্যগুলিও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া বিকাইতেছে! বহির্ম্মুখতার সহিত মনুষ্যেতরের সকল বহির্ম্মুখজনই সমভাবে স্পন্দিত হয় বলিয়া বহির্ম্মুখ মানবসমাজকে ব্যাপকভাবে ঐরূপ চিন্তাস্রোত গ্রাস করিয়াছে। পাশ্চাত্যের প্রচ্ছন্ন সৌজন্যেই মতবাদ প্রাচ্যের স্বাদেশিকতা ও কর্ম্মবীরত্বের অবগুণ্ঠনে সঙ্কুচিত হইয়াছে।

মানবদেহকে ভগবানের সাক্ষাৎ মন্দির-বিচারে তথায় সন্তানকে ৬ষ্ঠ-কলা নৈবেদ্য দিয়া পোষণের চেষ্টাই কি ভগবৎসেবা বা পরার্থিতা, না তাহা হিংসা-দ্বেষে বহির্ম্মুখ মানবদেহ কামক্রোধাদিরিপু ও মৎসরতার আবাসস্থল, সেইরূপ দেহকে দেহাত্মবোধমূলে পোষণ-তোষণের যে মৌখিক বা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ, তাহাই কি আর্য্য ধর্ম্ম? 'আমার স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা,' আমার পাড়ীর বেয়ারা, আমার বাগানের মালী, আমার ভোগ্য, আমার বস্তু, আমার ইন্দ্রিয়-সুখের ইন্ধন, আমার 'বিশ্বম্ভরণার' ভগবান্ নহে—উহা সয়তান বা মায়া। সেইরূপ মায়াময় বিচারের মন্দিরকে, কামক্রোধাদিরিপুর উদ্দণ্ড নাট্য-শালাকে 'ভগবানের মন্দির' মনে করিবার যে বহির্ম্মুখতা পরার্থিতার বা পরোপকার-ধর্ম্মের নামে বাজারে চলিয়াছে, অধোক্ষজ-ভগবান্‌কে বোকা বানাইবার প্রচ্ছন্ন-চেষ্টার যে "কেন কক্তি মাখ তেল" নীতির প্রগতি যুগ-ধর্ম্মের ধ্বজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্ম তাহাকে প্রতিরোধ করিয়া বলিয়াছেন, শ্রুতি তাঁহার সহিত সমস্বরে গাহিয়াছেন—"সমস্ত বস্তুর দ্বারা অধোক্ষজ ভগবানেরই সেবা করিতে হইবে, সমস্ত বস্তু শ্রীচৈতন্যেরই সেবায় লাগিবে, অচৈতন্য-দেবগণের তাহা ভোগ করিবার অধিকার নাই। গীতা "স্তেন এব সঃ" (গী ৩।১২) বাক্য দ্বারা জানাইয়াছেন—একমাত্র কৃষ্ণের সেবার্থে, যজ্ঞ বা বিষ্ণুর উপকরণ-সম্ভারে যে-ব্যক্তি সমস্ত চেষ্টা, বৃত্তি ও বস্তু নিয়োজিত না করে, সে চোর। সমস্ত বস্তুর মূল মালিক অধোক্ষজ কৃষ্ণ, পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেব। প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণাভিমানিগণ কিংবা অচৈতন্য-দেবগণ যদি তাঁহাদের অক্ষজ ভোগ ও ত্যাগ-বৃত্তি বা অচৈতন্যবিচার পরিত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ কৃষ্ণের সহিত—মূলমালিকের সহিত অপ্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞানের দ্বারা যোগযুক্ত স্থাপন করিতে পারেন, তবেই তাঁহারা সেবক-সূত্রে ভগবৎপ্রসাদজ্ঞানে বিশ্বের বস্তুসমূহ গ্রহণ করিতে পারেন, নতুবা তাঁহাদের সংসৃতি ও বিনাশ অনিবার্য্য। "অজ্ঞানতঃ লোকস্য চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।"

এই সকল মঙ্গলময়ী কথা জগতের লোক আদৌ শুনে নাই, সুতরাং ঐরূপ বিচারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মানবজাতিকে ঐরূপ অকৈতব বাস্তবসত্যের কথা জানাইবার জন্য গৌড়ীয়মঠের সাধুগণ বনে বা নির্জ্জনকুটীরে বাস না করিয়া বড় বড় রাজধানীতে, বিলাতের বুকে, আবার তীর্থস্থানে অতীর্থস্থানে সর্ব্বত্রই শ্রীমঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইতেছেন। প্রকৃত পরার্থিতা বা পরোপকারের শ্রেষ্ঠ আসন, বিষয়ী ধনীর ধনের সার্থকতা একমাত্র হরিকথা—বাস্তবসত্যের কথা-প্রচারের আনুকূল্যের দ্বারাই হইতে পারে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন শাখামঠের মন্দিরাদি ভোগী বিষয়ীর ভোগ-বুদ্ধিমূলক ঠাকুর বাড়ীর ন্যায় নহে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির-সমূহে অচৈতন্যদেবের সেবা হয় না, অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী

—মঙ্গলময়ী ভাগবতী কথা কীর্ত্তনানুশীলনমুখে অধোক্ষজ শ্রীচৈতন্যের আরাধনা হয়, তথায় সমগ্র মানবজাতির আর্ত্তি ও ক্লেশের মূল অবিদ্যার ধ্বংস হয়।

গৌড়ীয়মঠের মন্দিরে প্রেগ, বসন্ত, কলেরা নিবারণের জন্য কীর্ত্তনের নামে নামাপরাধ হয় না, তথায় বদ্ধ জীবের কর্ণরসায়ন 'টকি', গ্রামোফন বা বায়স্কোপের 'বাইকাছুর কীর্ত্তনে'র মত অচৈতন্য-কীর্ত্তন হয় না, তথায় তাসপাশা, দাম, ব্রীজস, পশুবধ বা ভোগ্য জনকের ভোগ-স্থান খুলিয়া শ্রীবিগ্রহকে কাহারও ভোগের যন্ত্র করা হয় না, তথায় কোনপ্রকার অচৈতন্যমত বা আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, তথায় নির্জ্জনবাসের ছলনা নাই বা জীবভোগ্য আড়ম্বরেরও আবাহন নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দিরসমূহে অধোক্ষজ-শ্রীচৈতন্যের বাণী সমগ্র জগতের চিন্তাস্রোতকে নিয়মিত করিয়া জীবের মূলরোগের চিকিৎসা করেন, প্রত্যেক জীবের স্বভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য বল প্রদান করেন, কর্ণের মধ্য দিয়া আত্মার নিত্য খাদ্য প্রদান করেন, ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করিয়া নিত্যসিদ্ধ ভগবৎসেবার জন্যই দেহধারণের সার্থকতা জানাইয়া দেন, প্রত্যেক আর্ত্তকে আর্ত্তির মূলোৎপাটনের কৌশল শিক্ষা দেন। ইহাই অধিক পরার্থিতার কার্য্য, না কুক্কুর-শৃগাল-তুল্য মানব-দেহকে পশুচিত খাদ্যে পরিপুষ্ট করিয়া প্রচ্ছন্ন হিংসার কুটিসাধনে, না হয় তাহাকে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত করা অধিক পরোপকারের কার্য্য? কোন্‌টি হিংসা, আর কোন্‌টিই বা মানবজাতির প্রতি প্রকৃত বন্ধুত্বের কার্য্য?

'বণিক্'-লেখকের মতে "পেটভাতা, রোগমুক্ত, নিশ্চিন্ত দেহই ধ্যান-ধারণার উপযুক্ত আধার"। শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম ঐরূপ আধ্যাত্মিকতা বা ধ্যান-ধারণাকে আত্মহিংসা বলেন। ভাগবত বলেন,—

"তস্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

যে কোনও অবস্থায়ই জীব পতিত হউক না কেন, তাহাতেই ভগবৎকরুণা সমাকৃরূপে দর্শন করিয়া তাঁহা মস্তকে বরণপূর্ব্বক কায়, মন ও বাক্য ভগবানে নিয়োগই সাধনপথের ধ্রুবতারা। পাশ্চাত্যদেশে পেটভাতা লোক, রোগমুক্ত ও যথাকথিত নিশ্চিন্ত দেহের অভাব নাই অনেকেই বলিয়া থাকেন। 'বণিকে'র লেখক যে পরার্থিতার উপদেশ দিয়াছেন, সেরূপ পরার্থিতা পাশ্চাত্যদেশে বহুল প্রচারিত। আর্ত্ত মানবদেহগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে বহু প্রতিষ্ঠান আছে, আবার এক সেকেণ্ডের মধ্যে কত অধিক সংখ্যক মানবদেহকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করা যায়, কতভাবে মানবদেহকে নিষ্পেষিত করা যায়, তজ্জন্য কল কারখানা, গবেষণাগার, স্থলে ও জলে, পাতালে ও অন্তরীক্ষে নানা-প্রকার নূতন নূতন আয়োজন ও অনুশীলনেরও অভাব নাই—বরং উহা পরিমাণে আরও বেশী। জাগকে বলি দিবার জন্য তাহার আপাত পোষণ ও তোষণ, মৎস্যকে টোপ দেখাইয়া মৎস্যের উপকর্ত্তার সন্ধান গ্রহণ, মানব-জাতিকে চরমে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবার জন্য বা চিরমৃত্যুর হস্তে বলি দিবার জন্য মানবদেহের আপাত ভরণ-পোষণ এবং ঐরূপ প্রণালিত দেহাত্মবোধকে 'ভগবানের সেবা' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য-দেব, বা প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী সাধুত-আচার্য্যগণ 'পরম-হিংসা' ও 'কপটতা' বলিয়াই প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেখানে অধোক্ষজ-ভগবানের অপ্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ, ইন্দ্রিয়াদির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, সেরূপ প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতাই বলিয়া থাকে—মানবই পরমেশ্বর, মানবের মধ্য দিয়াই ভগবানের সেবা হয়, ত্রিচক্রতাই নারায়ণতা। ইহা জীবন্যাপি জীবন ঘাবাবাদ অপরাধ, অবৈদিক বৌদ্ধবাদ অপেক্ষাও অতিনিন্দিত ঘৃণ্যতম প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ—অহিংসা-সাধনের নামে হিংসা, পরোপকারের নামে জঘন্যতম অপকার। শ্রুতিশাস্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত কোথায়ও বলেন নাই যে, মানবের সেবাই পরমেশ্বরের সেবা। গীতায় কোথায়ও শ্রীকৃষ্ণের এরূপ কথা নাই যে, মানবসেবার মাধ্যমছাড়া তাঁহার সান্নিধ্য লাভের কোন সোজা পথ নাই। গীতার চরম উপদেশ—'সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার (শ্রীকৃষ্ণের) শরণ গ্রহণ কর।' অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে—অক্ষজ কৃষ্ণের নহে—শৃগাল-বাসুদেবের নহে। অসুর-কৃষ্ণের মতে—বিরোচনের মতে—দেহই ঈশ্বর—প্রচ্ছন্ন দেহাত্মবোধের কৃষ্টি-সাধনই কর্ম্মবীরত্ব ও ধর্ম্ম। মানবসেবাই (?) পরমেশ্বর-সেবা বলিয়া প্রচার না করিলে নিজের প্রচ্ছন্ন দেহাত্মবোধকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া

সমর্থন ও সংরক্ষণ করা যায় না। অন্তিমের প্রতিষ্ঠা-সংরক্ষণ অথচ দেহাত্মবোধকে ধর্ম বলিয়া সমর্থন করিবার জন্যই মূলে 'অধোক্ষজ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার ইন্দ্রিয়প্রীতি নাই',—এরূপ দুর্বিচারের উদয় হয়। মানবের বহির্মুখতা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-প্রীতিকে মানবের জন্যই একচেটিয়া করিতে চেষ্টে। বস্তুতঃ ভাগবত-মতের বিচারে যাবতীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ অধোক্ষজ-ইন্দ্রিয়েরই একচেটিয়া—জীবের নহে। বহির্মুখ জীবের 'শিবত্ব' নহে। শিবত্বে কেবল ভগবৎসেবাবৃত্তিই পরিলক্ষিত হয়। যেখানে শিবত্বে ভোগ বা ত্যাগবৃত্তি আরোপিত হয়, সেখানে পরিণামে শিবের রুদ্র-স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া জীবের নিত্য অস্তিত্বের ধ্বংস সাধন করে। জীবসেবার আপাত পুষ্টপোষকই চরমে জীবের নিত্যত্ব ধ্বংসের কারক হয়।

সে দিন (২৪শে আগষ্ট, ১৯৩৪) শ্রীগৌড়ীয়মঠের এক সাধারণ সভায় কুমার শ্রীযুক্ত বিরজাকুমার মিত্র মহাশয় তাঁহার এক অভিভাষণে কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন,—"পার্থিব দুর্গত বা আর্তের সাহায্য বা সেবা প্রত্যেক সংসারী ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরই করা কর্তব্য। ইতরপ্রাণিগণের মধ্যেও পরস্পর সহানুভূতির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা, কাক, বানর, কুকুর—এই সকল প্রাণীও তাহাদের জাতি-ভাইকে অপরের আক্রমণ হইতে প্রাণ দিয়াও রক্ষা করে—অথচ তাহাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, ভোগ-চেষ্টা ও ঈশ্বর-বিমুখতা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের যে পথ বিরাগযুক্ত ভক্তি, ভগবানের সেবা, যাহা প্রত্যুটিত চেতনের স্বাভাবিক ও নিত্যধর্ম, সেই ভগবদ্ভক্তির কথা জগতে কয়জন নিষ্কামভাবে প্রচার করিয়া থাকেন?

• • শ্রীগৌড়ীয়মঠ জীবজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচার করিয়া যে অভিনব ও অভিনব পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র জীবজগতের নিত্য উপকার হইবে। ইহাই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বৈশিষ্ট্য।"

অসৎকর্মে স্বাভাবিক রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আর্তমানবের সাহায্যাদি 'অপেক্ষাকৃত সৎকর্ম' করিয়া মঙ্গের ভান করুন। ক্রমশঃ সৎসঙ্গে পরম-সত্যকথা শুনিতে পাইলে তাঁহারা নিজের ও পরের আত্মমঙ্গলের জন্যই সচেষ্ট হইবেন। এজন্যই শাস্ত্রবক্তা-সমূহ তত্ত্বঅধিকারীকে অপরের দৈহিক উপকার সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু মানবকে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া কল্পিত ঈশ্বর বা বদ্ধজীবের সেবারূপ অপরাধের প্রশ্রয় কোন সাবতশাস্ত্রই প্রদান করেন নাই।

সমগ্র জীবজগতের আর্তির মূল নাশ, জীবের নিত্য বাস্তব ও নিত্য স্বাধীনতা যে, অধোক্ষজ ভগবৎসেবার আকারেই হয়, এবিষয়ে যাঁহারা বাস্তব খবর রাখেন না, তাঁহারাই মাংসচক্ষু হইয়া নিজের ন্যায় অপরমানবের মাংসে ধর্ম করেন, তাঁহারাই অধোক্ষজ-পরমেশ্বর-সেবা অপেক্ষাও মানবদেহের আর্তিমোচনকে শ্রেষ্ঠ বিচার করেন। তাঁহারা মঠ-মন্দিরকে নিরর্থক মনে করেন, মঠমন্দিরকে ডিনামাইট দ্বারা উড়াইয়া (?) দিতে চাহেন এবং তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ছাঁচে গড়া, তাঁহাদের বাগানের মালী বা ভোগ্য বিষয়কে 'ভগবান্' সাজাইয়া 'সেবা'র নামে তাহাকে ভোগ করিয়া থাকেন। তথাকথিত পরার্থিতা আত্মভোগকেই প্রসারিত করিয়া ভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা। এই সকল কথা ভাগবতজীবন লাভ না হইলে বুঝা যায় না।

যাঁহারা মহাভাগবতবরের কৃপায় ভাগবত-জীবন লাভ করেন, তাঁহারাই জানেন যে, প্রাকৃত জীবজগতের জন্য ভগবদ্বর্ত্মা পরমকরুণাময় অবতার। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনের দ্বারাই ভগবৎস্বরূপের প্রকৃষ্ট আরতি হয়। সেই হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনের সহজ প্রকাশের জন্যই শ্রেষ্ঠিগণের ধনরত্ন ব্যয়িত হইলে উহাদের একমাত্র সার্থকতা। এজন্য শাস্ত্রসম্মত কোটি ধাতব্যচিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠা, শতশত পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি ইষ্টাপূর্তকার্য্য অপেক্ষাও ভক্তিদেবীর অনুশীলনের স্থান, ভক্তগণের ভাগবতসভার স্থান—শ্রীমন্দির—নাট্যমন্দিরাদি-নির্মাণের শ্রেষ্ঠতা জানাইয়াছেন। কারণ পার্থিব হাসপাতালে বহির্মুখ রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিয়া শুষ্ক ও বাক্তভাবে সমাজের স্বাস্থ্যের প্রতি আক্রমণ করে। কিন্তু গৌড়ীয় হাসপাতালে স্বাস্থ্য লাভ করিলে জীব সমগ্রজীবজগতের নিত্যকল্যাণব্রত গ্রহণ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের বিভিন্নস্থানে আচার্যগণের প্রতিষ্ঠিত বহু বিষ্ণুমন্দির দৃষ্ট হয়। শ্রীমন্মহা-প্রভুর পরমগুরুর লীলাভিনয়কারী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী এবং

ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা ধনিব্যক্তিগণের দ্বারা ভগবন্মন্দিরাদি সেবার কার্য্যে নিয়োগ করাইয়াছিলেন—

মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি' নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি'॥
স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গন্ধ, রত্নের উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল, কেহ ত' প্রাচীর॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
দশসহস্র গাভী গোপালের হৈল॥
গৌড় হইতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী গোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন॥
সেই দুই শিষ্য করি' সেবা সমর্পিল।
রাজ-সেবা হয়,—পুরীর আনন্দ বাড়িল॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৪।৯৯—১০৪

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু—

নিজ শিষ্যে কাহ্ন' গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি' দিলা॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।১৩১

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বা শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু উভয়েই মহাভাগবত-শিরোমণিগণের গুরুপাদপদ্ম। কিন্তু লোক-কল্যাণের জন্য তাঁহারাও মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন শ্রীবিগ্রহসেবা প্রচার করিয়াছেন। সাম্বত-আচার্য্যগণ, অধিক কি অবৈষ্ণবমোহনাবতার আচার্য্য শঙ্করও ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সকল মঠ ও মন্দির বা হরিকীর্ত্তন-প্রতিষ্ঠান এখনও তাঁহাদের জীবোপচিকীর্ষার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতিবিজড়িত বা তাঁহাদের দ্বারা স্থাপিত একটিও দাতব্যচিকিৎসালয় বা তজ্জাতীয় প্রতিষ্ঠান খোঁজিতে পাওয়া যায় না। কারণ সমগ্র মানব-সমাজের শুভানুধ্যায়ী ও লোকশিক্ষক-সূত্রে সাম্বত-আচার্য্যগণ জানিতেন যে, ভাগবত-কথা-প্রচারের দ্বারা, ভগবৎসেবা-বিস্তারের দ্বারাই মানবজাতির বা জীবজগতের নিত্য মঙ্গল সম্ভব। অনিত্য দৈহিক ও মানসিক মঙ্গল যে কোন বিষয়, সংসারী বা সাধারণ পুণ্যকামিব্যক্তিগণই করেন ও করিবেন। চিরদিনই জগতে দুষ্কৃতিকারীই দুষ্টিক প্রবল। বাস্তিকযুগে সেই দুষ্টিক আন্তর্জাতিক হইয়া অধিকতর প্রবল ও ব্যাপক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব, তদনুগত পরমগুরুবর্গ গোস্বামী ও আচার্য্যবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবতকে ও ভাগবতানুগ কতিপয় গ্রন্থকে মানবজাতির নিত্য-মঙ্গলের নিদানরূপে প্রদান করিয়া গেলেন। তাঁহারা কোন হাসপাতাল বা পার্থিব সঙ্কটত্রাণ-সমিতি খুলিয়া যান নাই। গৌড়ীয়-চিকিৎসা-বিজ্ঞানাগারের মূলপুরুষ শ্রীল সনাতনগোস্বামীর তাঁহাদের সেই দয়াকে অধোক্ষজ-দয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের দয়া মল্ল উদর করায় না। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা আধুনিক পাশ্চাত্যভাবমুগ্ধ অনুপ্রাণিত লোকমান্য ব্যক্তিগণ যে দৈহিক ও মানসিক তাৎকালিক দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সমগ্র কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জগতের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই দয়াই মনের উদর করাইয়াছে বলিয়া তাঁহারাও কেহ কেহ সরলভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, মানুষকে ভগবান্ সাজাইয়া সেই কল্পিত ও ভোগ্য ভগবান্‌কে ভোগ করিতে চাহিলে আত্মহত্যাই তাহার দণ্ড-রূপে পাওয়া যায়। অধিক কি, ভগবান্ স্বয়ং যাচক হইয়া কোন পার্থিব প্রতিষ্ঠান বা দান তাঁহার সেবকদ্বারে দিতে চাহিলেও তাহা সেবাকারি গ্রহণ করে, সে ভগবানের ভৃত্য নহে, 'বণিক্'। অতএব সেবা-ভগবানের সহিত বণিগ্‌বৃত্তি পরিচালনা করা অর্থাৎ ভগবান্‌কে দিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষকামনা চরিতার্থ করিয়া লইবার চেষ্টা আত্মহিংসা মাত্র। সেরূপ বণিক্ হইবার পরামর্শদানও পরহিংসার চরমসীমা। নিজের পার্থিব সুখসুবিধার জন্য ভগবান্‌কে গোলাম করিবার চেষ্টা করিও না—মানবকে ভগবান্ সাজাইও না, আত্মসমর্পিত দেহ ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু সেখানে আত্মভোগ-চেষ্টার লেশমাত্রও নাই। তাই ভাগবতগণ দেহের উন্নতিকে বাদদিয়া হরিমন্দির অঙ্কিত করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা, সর্ব্ববস্তুর দ্বারা হরিকথার অনুশীলনমুখে হরিপ্রীতি সাধন করেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী পাটনা হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে উপনীত হইয়া শ্রীব্যাস-পূজার সাধারণ-মহোৎসবে যোগদান করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে তিনদিবস জ্যেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভক্তিবিনয় মহোদয়ের গৃহে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১লা মার্চ্চ স্বামীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠে নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ২রা মার্চ্চ কলিকাতা হইতে ৪টার ট্রেণে যাত্রা করিয়া শ্রীগোদ্রুমে পরিক্রমা-মহোৎসবে যোগদান করেন। অনন্তর শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের পরদিবস স্বামীজী শ্রীধাম হইতে পাটনা যাত্রা করেন এবং তথায় গৌড়ীয়মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক কিছুদিন প্রচারকার্য্য করিয়া গত ২৩শে মার্চ্চ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। ২৭শে মার্চ্চ রাত্রিতে মাদ্রাজ-মেলে স্বামীজী কটক যাত্রা করিয়া ২৮শে মার্চ্চ কটক-শ্রীভক্তিবিজ্ঞানমঠে শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিতে উপনীত হন। কটক ও পুরীতে কএকদিন প্রচার-কার্য্য করিয়া স্বামীজী গত ১২ই এপ্রিল ওয়াল্টিয়ার যাত্রা করিয়াছেন।

গত ২৩শে মার্চ্চ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে শ্রীযুক্ত যাদিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ রাওয়া প্রমুখ বহু ব্যক্তির নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ শ্রীবিষ্ণুপুরে যাহাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। গোস্বামীজীর নিকটেও তাঁহারা তদ্বিষয়ে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারের স্থায়ী ব্যবস্থা হইতে পারিবে। গোস্বামীজী ২৩শে মার্চ্চ পাত্রসায়র নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ভাদুরী, শ্রীযুক্ত হরিপদ ভাদুরী, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ কর, শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস প্রমুখ ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ প্রৌঢ়ী মহারাজ গত উত্থানের পর (৭ই নবেম্বর) শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে আগমন ও বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়া ডেহ্রি অন্ সোনে যাত্রা করেন এবং তথায় শ্রীপাদ মেধি মহারাজের সহিত মিলিত হন। তথা হইতে ৩রা ডিসেম্বর তাঁহারা আসানসোল যাত্রা করেন। তথায় কিছুদিন প্রচারকার্য্য করিয়া স্বামীজী প্রয়াগ যাত্রা করেন এবং তথায় শ্রীকপিলা-প্রদর্শনীর সেবাকার্য্য সমাপ্ত করিয়া গত ১৬ই ফাল্গুনী শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক তৎপরদিবস মেদিনীপুর যাত্রা করেন। তদবধি স্বামীজী মেদিনীপুরের নানাস্থানে প্রচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গত ১২ই ফেব্রুয়ারী উক্ত জেলার 'তিমল' গ্রামে (পোঃ গোবর্দ্ধনপুর) জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র হাই মহাশয়ের ভবনে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সম্পাদন করেন। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে সুদীর্ঘ চারিঘণ্টা কাল-ব্যাপী এক সভার অধিবেশন হয়। সভার কার্য্যসূচী এইরূপ—

১। গুরুপরম্পরা কীর্ত্তন—শ্রীজ্ঞানকীবল্লভ ব্রহ্মচারী। ২। "শ্রীগুরুচরণপদ্ম" কীর্ত্তন—শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী। ৩। সংস্কৃত 'প্রণতিপ্রসূনাঞ্জলি' পাঠ—শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ প্রৌঢ়ী মহারাজ। ৪। ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি (পদ্য) পাঠ—শ্রীসতীশ চন্দ্র হাই। ৫। "প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন" কীর্ত্তন —শ্রীহরিপদ। ৬। 'গুরুদেব কৃপা-বিন্দু দিয়া' (উড়িয়া) কীর্ত্তন—শ্রীবাঞ্ছাকল্প জগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী। ৭। 'আচার্য্য-পরিচয়' পাঠ—শ্রীপুলিনবিহারী দাসাধিকারী ও গোপাল দাস ব্রহ্মচারী। ৮। 'রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা' পাঠ—শ্রীগৌরপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী। ৯। 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ-চরিত' পাঠ—শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী। ১০। 'জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়' কীর্ত্তন—শ্রীজ্ঞানকীবল্লভ ব্রহ্মচারী। ১১। "পতিতের অকিঞ্চন" (পদ্য গীতি) কীর্ত্তন—শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী। ১২। 'শ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্য মহিমার কথা' বক্তৃতা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কুমুদ প্রৌঢ়ী মহারাজ। স্বামীজীর বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাসাধিকারী কীর্ত্তন করিলে সভাভঙ্গ হয়। তৎপর সমাগত সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অতঃপর মেদিনীপুরের নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া স্বামীজী ৭ই মার্চ্চ কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনরায় ঐ দিবসই গয়া-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌর-জয়োৎসব সম্পাদন করাইবার নিমিত্ত গয়াযাত্রা করেন। ৪ঠা মার্চ্চ হইতে ৯ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত গয়াক্ষেত্রে গৌরজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজী অতঃপর কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ১১ই মার্চ্চ পুনরায় মেদিনীপুর অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ যাত্রা করেন। ১২ই মার্চ্চ উক্ত জেলার নিপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত সাধুচরণ দাসাধিকারীর ভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহা-প্রভুর গয়াযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ করেন। ১৩ই মার্চ্চ উক্ত গ্রামের শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ কালী মহাশয়ের ভবনে স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মচারী শ্রীগোপালদাস ও শ্রীপুলিনবিহারী ভক্তিভূষণ মহাশয়দ্বয়ও কিছু বলেন। ১৪ই মার্চ্চ সুন্দরপুর-নিবাসী অধিবার শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত ভূঁইয়া ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভূঁইয়া মহাশয়দ্বয়ের আহ্বানে তাঁহাদের গৃহে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে মহাপ্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও ছাত্রগণকে কৃষ্ণভক্তি-শিক্ষাদান-লীলা পাঠ করেন। ১৫ই মার্চ্চ স্বামীজী কন্টাই সাব্‌ডিভিসনে গোকুলপুর গ্রামের ইউ-পি-স্কুল-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ধ্রুবচরিত্র ব্যাখ্যা করেন। ১৬ই মার্চ্চ সোমবারও স্বামীজী উক্ত প্রসঙ্গের অন্য অংশ কীর্ত্তনমুখে সহজিয়া গুরুত্রব-প্রচারকারী ও সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদিগের মতবাদ খণ্ডিত ও নিরস্ত করেন। ১৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবারও উক্ত স্কুল-প্রাঙ্গণে স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে মেদিনীপুরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শিক্ষা-প্রচার, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরবর্ত্তীকালে দেশের অবস্থা প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। ২০শে মার্চ্চ স্বামীজী অমর্দি-গৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা-সমূহ কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী অতঃপর সবং অঞ্চলে প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন।

গত ২১শে মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যায় স্বামীজী 'দহিরাজপুর' নিবাসী শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ দাস মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 'নলিতপুর' গ্রাম দিয়া শান্তিপুর অদ্বৈতভবনে গমন-লীলা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে প্রকৃত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিব্রুব তত্ত্ব তাপসের পার্থক্য আলোচনা করেন।

ত্রিপুরিবাসী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ দার্জ্জিলিং, শিলিগুড়ী, জলপাইগুড়ী সহর, বেরুবানগর, নাওডাঙ্গা টেপা হরিদত্তা, ডিমলা হাইস্কুল প্রভৃতি স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া গত ডিসেম্বরের শেষভাগে কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কিছুদিন মঠে অবস্থান করিয়া কেশবানুমাসের প্রথমে মেদিনীপুর জেলায় যাত্রা করেন এবং সাধুখা পোতা প্রভৃতি নানাস্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া গত ১লা মার্চ্চ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন এবং তৎপর দিবস শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপ যাত্রা করেন। শ্রীগৌরজয়োৎসবের পর ১২ই মার্চ্চ স্বামীজী গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গত ১৭ই মার্চ্চ মেদিনীপুর যাত্রা করেন এবং পাঁচকুড়া প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া ১৮ই মার্চ্চ সিমুলিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ হাইত বি-এল মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন, তথায় ১২শে হইতে ২২শে পর্য্যন্ত সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা করেন। শ্রীবাবর হাইত নামক অনেক ব্যক্তি "শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট লীলার পর তাঁহার দেহ কোথায় গেল ও কোন বিষয়ের সন্ন্যাসিগণের অন্ন-বস্ত্রাদি-ভোজন শাস্ত্রসম্মত কি না?" এই দুইটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যদেব যে স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার দেহ চিন্ময়, দেহ-দেহীতে কোন ভেদ নাই, অপ্রাকৃত কলে-বর যে অপ্রাকৃত জগতেই অবস্থিত হইয়া থাকেন এবং অনেধ্যাদি যে রাজসিক আহার (গীতা ১৭।১০), ভগবানে অনিবেদিত বস্তু মাত্রই যে অশ্রাদ্ধ, সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে সজ্ঞাত্রানুবর্ত্তনব্যতীত হরিজন-চেষ্টা যে কেবল উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে ইত্যাদি বিচার শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর স্বামীজী তাম্রলিপ্ত প্রদেশান্তর্গত জয়-কৃষ্ণপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে ২০শে মার্চ্চ 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান এবং ২৪শে ও ২৫শে মার্চ্চ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদোপাখ্যান পাঠ করেন। চতুর্থদিবস পণ্ডিত

শ্রীশ্যামাঘোষের 'মিঃ পল্ মহাশয় আমাদিগকে জাপনমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধিতা' স্বীকার পূর্ব্বক স্বামীজীর বক্তৃতার ইষ্ট প্রশংসা করিয়া কালিকাপুর গ্রামের মাসিক 'ধর্ম্মরক্ষিণী সভা'র সংরক্ষণ সম্বন্ধে স্বামীজীর নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থনা করেন। স্বামীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাই যে একমাত্র ধর্ম্মসংরক্ষক, তদ্বিষয়ে কিছু বলেন। শ্রীঅধরচন্দ্র পাল নামক জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন,—মৎস্যাদি অবতার কি ভগবানের নিজের ভাব, না জীবের ভাবে বিভাবিত হইয়া ভগবান্ ঐরূপ অবতার গ্রহণ করেন? তদুত্তরে স্বামীজী বলেন—"ভগবানের ভাব অনন্ত, তাহা নিত্য, গোলোকে নিত্যবিরাজিত; জীবের অবস্থানুযায়ী সেইভাব ইহজগতে প্রকটিত হন। অতঃপর স্বামীজী ২৭শে মার্চ্চ বোঁচকেড়িয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত কৃপাচরণ ভৌমিক মহাশয়ের গৃহে উপনীত হইয়া ঐ দিবস অপরাহ্নে 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। "বৈষ্ণবধর্ম্মই জীবমাত্রের নিত্য সনাতনধর্ম্ম, বৈষ্ণবগণের বিগ্রহপূজা পৌত্তলিকতা নহে, মুসলমানগণের পশ্চিমমুখে নমাজের উদ্দেশ্য, শুদ্ধ আত্মধর্ম্মে দেশ ও ভাষাগত পার্থক্য বা বিশেষ কোন ভেদ নাই" ইত্যাদি অনেক বিষয় আলোচিত হয়। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই তদ্বক্তৃতায় বিশেষ প্রীত হন। মুসলমানগণ গৌড়ীয়মঠের নিরপেক্ষ স্বাধীন সিদ্ধান্তের প্রচুর প্রশংসা করেন। ২৮শে মার্চ্চ স্বামীজী প্রহ্লাদোপাখ্যান পাঠ ও ২৯শে মার্চ্চ প্রাতঃ অষ্টসংঘ শ্রোতৃসমক্ষে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে পঞ্চোপাসনা ও মায়াবাদ সম্বন্ধে বহু কথা আলোচিত হয়। ৩০শে মার্চ্চ স্বামীজী গরুবোচেবেড়িয়া গ্রামে শ্রীযুত হারাধন জানা মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। তথায় পূর্ব্বদিবস হইতে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ (?) ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল। স্বামীজী উক্ত দিবস অপরাহ্নে প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতৃসমক্ষে 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" শ্লোকটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ৩১শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় স্বামীজী বোঁচকেড়িয়া গঞ্জে রাজা হরনারায়ণ রায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদোপাখ্যান পাঠ করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

গত ১৫ই এপ্রিল বুধবার দিবস হইতে মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রত্যহ প্রাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত ভবন-দর্শনে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ করিতেছেন।

বালিগঞ্জে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

গত ১৯শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ৩৪-১০ পদ্মপুকুর রোড, বালীগঞ্জস্থিত ভবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির-প্রাঙ্গণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি তৃতীয় অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হয়। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ডেভিড্ হেয়ার ট্রেণিং কলেজের প্রিন্সিপাল সব্রীক শ্রীযুক্ত পঞ্চাচরণ সরকার; সব্রীক ডাঃ সুধীরচন্দ্র রায় এম্-এ, পিএইচ্-ডি, বার-এ্যাট্-ল, সব্রীক জমিদার শ্রীযুক্ত হরনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতা ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ) প্রমুখ বহু বিদুষী মহিলা ও শিক্ষিত সজ্জনবৃন্দের নাম উল্লেখ-যোগ্য। সব্রীক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শক

গত ২৩শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের ধর্ম্মাধ্যাপক অধ্যাপক কাদার লোহাল্ প্যারিসের মিঃ অলিভিয়ার লাকম্বী (Mr. Olivier-Lacombe Agrege De Philosophie, 24, Rue pierre curie, Paris. ve) নামক জনৈক সভ্যাগ্রহসহিতবন্ধুর সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহাদের সহিত প্রায় ১১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কাদার লোহাল্ মহোদয় ইতঃপূর্ব্বে অনেকবারই শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ মহোদয় গত ১লা এপ্রিল, ১৯৩৬ 'কাশিমাবাজ' নামক জাহাজে লণ্ডন হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই বৈশাখ, ১৩৪৩, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৬ | ৩৫শ সংখ্যা।

অপরাধী

আধুনিক চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদের আখড়া হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি একটি অনধিকারচর্চ্চামূলক মূর্খতাব্যঞ্জক কটাক্ষপাত হইয়াছিল। তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মকে দোষারোপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মে যেমন পাপের "শুচিবাই" আছে, তেমন বৈষ্ণবধর্ম্মেও প্রতি পদবিক্ষেপে অপরাধের আতঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রত্যেক কথায় কথায় অপরাধের ভয়! ঠাকুরের সেবা করিতে যাইবে, পান হইতে চুণ খসিলেই সেখানেও অপরাধ—সেবাপরাধ, নামাপরাধ, ধামাপরাধ—কত কি অপরাধ!

চিজ্জড় সমন্বয়বাদীর ঐ উদারতার উক্তিতে যথেচ্ছাচারিতাই ধর্ম্ম বলিয়া সমাদৃত হইতেছে। অপরাধ ও পাপের বাস্তব অস্তিত্বকে অন্ততঃ মুখে ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া না দিলে যথেচ্ছাচারিতার ধর্ম্ম অবাধগতিতে চলিতে পারে না। যাহাদের মতে মুক্তি ও নিষ্ক্রিয়, সাধু ও অসাধু, সত্য ও মিথ্যা, বিষ্ঠা ও চন্দন উভয়ই এক, তাহাদের মুখে ঐরূপ বিচার কিছু অযৌক্তিক নহে। কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গোমাংস-ভক্ষণকে 'অধর্ম্ম' বলিয়া বিবেচনা করেন, আবার কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গোমাংস-ভক্ষণকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া থাকেন। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' করিতে গিয়া উভয়কেই সমান আসনে স্থাপন করেন, অর্থাৎ গো-খাদক ও তাহা হইতে নিবৃত্ত ব্যক্তিগণ উভয়েই তাঁহাদের মতে বিভিন্ন পথে ধর্ম্মই যাজন করিতেছেন, কাজেই তাঁহাদের বিচারে সে ক্ষেত্রে পাপ বলিয়াও কিছুই নাই। এই সকল চিন্তাস্রোত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় আধুনিক

নারী-প্রগতির দিনে কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'স্ত্রী-জাতি কোন একটি বিশেষ পুরুষে আবদ্ধ হইয়া না থাকিলে তাহার অধর্ম হইবে, এরূপ গোঁড়ামির ধর্ম আমরা স্বীকার করিব না,—ইহা সেকেলে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি-মাত্র। ধর্ম হইবে সার্বজনীন ও উদার, অর্থাৎ যথেচ্ছাচারিতা!'

পাশ্চাত্ত্য দেশের কোন কোন সাধারণ-প্রমদের ময়দানে বা পার্কে নারী-প্রগতির ঐরূপ উদার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্য-চক্ষু ঐরূপ পরপুরুষ ও পরস্ত্রীর প্রকাশ্য মিলনকে অধঃপতের চক্ষে দেখিলে সেখানকার উদার-হৃদয়ে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, উহা 'স্বর্গীয়প্রেম'।

যাহা হউক, ঐরূপ উদার ধার্মিকগণ পাপ ও অপরাধ, স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠ, এই উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারায় সাধারণ-ধর্মবিদ্বেষের ভাণ্ডারে সাধুতধর্মের শুদ্ধ সম্পুট সংরক্ষিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্মে কোন পাপের আবাহন নাই। পাপ ও পুণ্যের অতীত না হইলে বৈষ্ণব-ধর্মে স্থান পাওয়াই যায় না। ভগবদ্ভক্ত স্বভাবতঃই নিষ্পাপ ও পরমপবিত্র। পাপ ও পুণ্যের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ আছে, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব অপ্রাকৃত। স্বর্গ—প্রাকৃত ভোগময় নশ্বর স্থান, আর বৈকুণ্ঠ—অপ্রাকৃত হরিসেবার অবিনশ্বর ধাম। অপর-ধর্মের পাপবিচার ও শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্মের হরিসেবার প্রতিবন্ধক দূরীকরণাভিলাষে 'অপরাধ' বা অনর্থবিচার সম্পূর্ণ পৃথক্।

পাপ হইতে অপরাধ স্বতন্ত্র বস্তু, অপরাধ চিনিবার আদর্শধারণে অনর্থ বা বাধা; কাজেই সাধনাবস্থায় যাঁহারা অপরাধকে পাপের জোরে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতা ভুবনমোহিনী মায়ারাণীরই চেড়ী মাত্র। সম্ভোগবাদী বা কৃষ্ণাপরাধী মায়াবাদী বস্তুতঃ অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী হইয়াও আপনাকে "অপরাধী" ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু বিপ্রলম্ভভজনবিজ্ঞগণ সকল অপরাধ হইতে নিত্যসিদ্ধভাবে চিরবিমুক্ত হইয়াও বৈষ্ণব-স্তরে আপনাদিগকে "অপরাধী" জ্ঞান করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর "জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ" প্রভৃতি উক্তিই ইহার প্রমাণ।

আমার নিত্য অর্থ বা প্রয়োজন যে কৃষ্ণসেবাসুখতাৎপর্যরূপ ভগবৎপ্রেম, সেই প্রেমের পথে যে সকল অর্গল, ব্যবধিকা বা প্রতিবন্ধক আমি চেতনজীবসূত্রে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া নিজেই আনয়ন করিয়াছি, তাহাই আমার অপরাধ। আমি অপরাধী—চোরী ও ত্যাগী সাজিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি। অকপট সেবক হইতে পারিলে আর সেই অপরাধ বা প্রতিবন্ধক নাই।

কর্মমার্গের লোক নিত্য পঞ্চযজ্ঞ পাপ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি ভক্তিমার্গ-প্রবেশের ছলনা করায় পাঁচ প্রকার অপরাধ করিতেছি। কৃষ্ণের গরু, কৃষ্ণের ভোগের বাতাস, জল, ফল বা পরকৃত এগুলিকে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া মাতৃপথে আমি আমার নিজের ভোগের জন্য আটক করিয়াছি। কৃষ্ণের গরুর দুধ পান করিয়া—কৃষ্ণের ভোগ্য আকাশ, বাতাস, আলোক উপভোগ করিয়া আমি কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ জীবন নির্বাহে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছি, সুতরাং আমি কৃষ্ণের শাস্ত্ররসের সেবক গো-বেদাদির নিকট অপরাধী।

সকলেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্য দাস, দেবদেবীগণও স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্য ভৃত্য, কিন্তু আমি কৃষ্ণের সেবক-সম্প্রদায়কে নিজের বহির্মুখ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছি। ভগবানের গৃহের ভৃত্য আমার পদপ্রক্ষালনের জল যোগাইতেছে, আমি তাহাদিগের নিকট হইতে নানাভাবে পরিচর্যা আদায় করিতেছি, দেবদেবীগণকে দিয়া আমার বহির্মুখ সংসারের সুখ-সুবিধার নফরগিরি করাইয়া লইতেছি, সুতরাং আমি ভক্তক, পত্রক, চিত্রকাদির চরণে অপরাধী।

কতকগুলি লোককে আমার সখা বা বন্ধু সাজাইয়া লইয়াছি। প্রহ্লাদের আদর্শের অনুগতো বন্ধুগণকে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তন-সেবার সুযোগ দানের পরিবর্তে তাহাদিগের সহিত গ্রাম্য-রহস্যে দিন কাটাইতেছি। তাহারা আমার ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের ইন্ধন যোগাইতেছে, আমি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞ ভুলিয়া গিয়াছি, কাজেই আমি শ্রীদাম, সুদামাদির চরণে অপরাধী।

কোন মাতা বা পিতার সন্তানরূপে পৃথিবীতে আসিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আমার বহির্মুখ জীবন যাপনের উপযোগী অন্ন ও দ্রব্যাদি অনুক্ষণ দোহন করিতেছি, নিজে কৃষ্ণসেবায় সমর্পিতাত্মা হইতে পারি নাই বলিয়া তাঁহা-দিগকেও কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছি

নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তাঁহাদেরও অন্যাভিলাষকে শোষণ করিতেছি, সুতরাং আমি শ্রীযশোদা ও শ্রীনন্দের চরণে অপরাধী।

আমি গৃহস্থ সাজিবার ইচ্ছায় বৈধপত্নী গ্রহণ করিয়াছি, মনে করিতেছি যে, আমি যখন অবৈধ ইন্দ্রিয়-চালনায় রত নহি, তখন আমার কোন অসুবিধা নাই, আমি পুণ্যবান্; কিন্তু শ্রীবলদেবের কথা ভুলিয়া গিয়াছি,—হরিসেবায় অন্যমনস্ক ব্যক্তির নিকট বৈধপত্নীরূপিণী মায়া শুষ্কবাদি ছলে ধীরে ধীরে স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পুরুষাভিমানীর পাণ্ডিত্য সম্বর্ধন করায়; যেমন পথিক পথে তৃণাচ্ছাদিত কূপের অস্তিত্ব জানিতে না পারিয়া সুকোমল নবদূর্ব্বাদল-শোভিত কূপের উপর পদসঞ্চালনলালসায় চলিবার সময় অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে অন্ধকূপে পতিত হইয়া যায়, হরিসেবায় অন্যমনস্ক আমারও সেই অবস্থাই হইয়াছে। আমি বৈধপত্নীর পুণ্যময় সহবাস ও শুশ্রূষা গ্রহণ করিতে গিয়া একপত্নীব্রতধর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অপরাধী হইয়াছি। আমার পরোঢ়া ও অনূঢ়া ভগিনীগণের দর্শনে যখন আমার চিত্ত সম্ভোগরসের প্রাবল্যে উদ্বেলিত হয়, তখন আমি অদ্বিতীয়—গোপবধূ-লম্পট শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধ করিয়া বসি। ভুলিয়া যাই আমার স্বরূপ, ভুলিয়া যাই আমার নিত্যধর্ম্ম, আর ভুলিয়া যাই আমার নিত্য-সেব্য বস্তুর কথা। একচেটিয়া যাঁহার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণ—যিনি অপ্রাকৃত সম্ভোগরসের অদ্বিতীয় বিগ্রহ,' আমি তাঁহার সম্ভোগযজ্ঞের একটি ইন্ধন মাত্র, আমি ত' সম্ভোগী নহি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বীর্য্যবতী বাণী সেবোন্মুখচিত্তে ধারণ না করিলেই বলদেবের বলকে হারাইয়া ফেলি। তখন নানাভাবে অপরাধী হইয়া পড়ি, তখনই সেবাভিমানের পরিবর্ত্তে সেব্যাভিমান আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক জীব যখন আমাকে সেবা করিবার প্রয়োজন দেখায়, তখন যদি আমি তাঁহাদিগের সেই বৃত্তিকে শ্রীগোবিন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদিকা **শ্রীজাহ্নবীর কৃপাবৃত্তি**-রূপে দর্শন করিয়া তৎপ্রতি আমার নমস্কার বিধান না করি, অর্থাৎ আমাকে হরিকীর্ত্তনময়ী ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া সকলকে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের সহায়করূপে বরণ না করি, তাহা হইলে আমার অমঙ্গল ও পতন অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা আমার প্রতি সেবার প্রয়োজন দেখান, তাঁহারা বস্তুতঃ আমার ন্যায় পশুপ্রকৃতিকে কষাঘাত করিয়া—আমার চক্ষে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া আমার অনর্থগুলিকে দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা এই শিক্ষাই দিতেছেন,—"পঞ্চপ্রকারে কৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইও না, তুমি স্বরূপতঃ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য দাস, তোমার স্বরূপের সেবাব্রত গ্রহণ কর।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি অকপটে কবে নিবেদন করিতে পারিব?—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং ব্রূষে পুরুষোত্তম॥
তুণ্ডে ধৃতিতপাদানাং কৃমিভক্ষোবরেষ্বপি।
ত্বমি জাতাপরাধানাং স্বয়ি তে পতিতাত্মনাম্॥

পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

গত ১১ই এপ্রিল (১৯৩৬), অপরাহ্ণে রাণাঘাটনিবাসী অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী চটকপর্ব্বতে শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের কীর্ত্তিত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

"হরিস্মৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন হয়, আবার কীর্ত্তন হইলে স্মরণ হয়।

'আমরা অন্ধবিশ্বাস মধ্যে পড়িয়া আছি'—এই বিবেক অনেক সময় আমাদিগকে হরিকথায় রুচি উৎপন্ন করায়। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। যখন যখনই আমরা হরিকীর্ত্তন করি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হরিস্মৃতি আসে। স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হওয়ার নামই আত্মসমর্পণ। যখন আমরা বুঝিব—"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি, তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" অর্থাৎ সকল engagement হইতেও বিষ্ণুর সেবা best engagement, আর যাঁহারা বিষ্ণুকে সেবা করেন, তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা আরও শ্রেষ্ঠ

engagement, তখন আমাদের জীবন 'সমর্পিত জীবন' হইবে। জগতে বহু প্রকার লোকের সঙ্গ করিতেছি, অধোক্ষজ কৃষ্ণের service বাদ দিয়া যে public service প্রভৃতি তাহাতে অস্থায়ী ফল মাত্র পাওয়া যাইবে। ভগবান্ যদি অনুগ্রহ করেন, তবেই কেবল অনাবিল হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাধুর সঙ্গ ঘটে।

উৎক্রান্তি-কালের পরে আমাদের কি জীবন হইবে, তাহা আমাদের জানা উচিত। পরমেশ্বর বস্তু ও আমাদের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে, সেই gulfটিকে bridge-over করা দরকার, যাহাতে খানায় না পড়িয়া সেতুর উপর দিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারি।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় সমূহ আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ভগবানের সঙ্গে কিরূপে Associated হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করিতে হয়; আমরা কেহ চাকুরী করিতেছি, কেহ ব্যবসায় করিতেছি, কেহ অন্য কিছু করিতেছি, কিন্তু ইহা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরও সেই সকল বৃত্তিরই আমরা দাবী কাটিতে পারিব।

Public Service ত' আমরা জন্মজন্মান্তর করিয়াছি, পশুরাও তাহাদের স্বজাতির জন্য নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু মানুষ হইয়া কি আমরা higher promotion পাইব না? এখানে সব সাময়িক ও নশ্বর বস্তু, যাহা চিরদিন থাকে, তৎসম্বন্ধে কি আলোচনা করিলাম? এই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা এই যে, ইহাতে পরজীবন ও নিত্যজীবনের কথা আলোচনা করা যায়। এ জীবনে হরিকথা শুনা ও হরিকথা বলা এবং তাহাই হরিমুক্তি-লাভের একমাত্র উপায়। আমাদের এখানে আর কোন কাজ নাই, কেবল হরিকথা ছাড়া। পরীক্ষিৎ রাজা ত' সাতদিন সময় পাইয়াছিলেন, আমাদের সাতদিনেরও নিশ্চয়তা নাই। আমাদের প্রয়োজন শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন—খাওয়া খাওয়া চালাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা নহে।"

ঐদিবস রাত্রে "যোগাসন কুটীরে" উপবেশন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত উপদেশ-সমূহ কীর্ত্তন করেন :—

"কৃষ্ণ দয়াময়, তিনি পূর্ণবস্তু, তাঁহার দয়াও পূর্ণতা-প্রদানরূপ দয়া। পূর্ণবস্তু প্রদত্ত হইয়া যায় অপূর্ণের নিকট। তাহাতে অপূর্ণ পূর্ণকে অনায়াসে পাইতে পারেন। পূর্ণের নিকট না গেলে পূর্ণমঙ্গল-লাভ ঘটে না। অতএব যা সম্বিদানন্দ লাভ করিলে আমাদের আশা পূর্ণ হয় না।

'চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥'

শ্রীচৈতন্যদেব সকলকে দয়া করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা যাঁহারা তাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাও 'হরিনাম সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়' এই উপদেশই পাইয়াছেন। কোন সময় হরিনাম করিতে হইবে না, এরূপ নহে—'হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ'। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন। কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, কীর্ত্তন করিলে স্মরণ হয়, কীর্ত্তনকারী যখন হরিকীর্ত্তন করেন, তখন হরির কথা স্মরণে আসে।

ভগবান্ প্রচুর দয়াময় বলিয়া আমাদিগকে ভগবৎকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সুযোগ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫১)

জীবনে মরণে কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের অন্যকোন গতি বা কৃত্য নাই। যিনি কৃষ্ণের সমাক্ কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সকল আশা সেবারসে আপ্লুত হয়। যেমন দর্পণের উপর ধূলা পড়িলে আত্মদর্শনের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কৃত্যের দ্বারা আমাদের চিত্তদর্পণ নানা আবরণযুক্ত থাকে, তাই আমরা নিজ স্বরূপ দর্শন করিতে পারি না। আকর্ষকের কথা কীর্ত্তন করিলে তাঁহার অনুগ্রহবলে আমরা অতি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

(ভা ১১।৫।৩২)

সুমেধাগণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনকারী আর কুমেধাগণ অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্ম-বঞ্চনকারী। ভাগবতগণ সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন। তিনি কৃষ্ণ-ভিন্ন নহেন, আমার কৃষ্ণব্যতীত ও অন্য কিছু নহেন। চণ্ডীদাসের পদে শ্রীরাধার উক্তি শুনিতে পাই,—

'কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মম প্রাণ॥'

সুমেধোগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বার্ত্তাবহ, সুমেধোগণের মূল-পুরুষ গৌরসুন্দর।

নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

আমরা কৃষ্ণ কি জিনিষ তাহা জানি না, তাই কৃষ্ণ নিজসর্ব্বশক্তি কৃষ্ণনামে অর্পণ করিয়া শ্রীনামরূপে জগতে অবতীর্ণ। গৌরনামে শব্দ ও শব্দীর মধ্যে কিছু ভেদ আছে, কিন্তু কৃষ্ণ নামে শব্দ ও শব্দী অভেদ। নাম-গ্রহণে যোগ্যতার বিচার নাই, কিন্তু ঠাকুর-পূজায় যোগ্যতার বিচার আছে। যেমন দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, স্নান করিতে হইবে, ইত্যাদি। দেশগত বিচার, কালগত বিচার ও পাত্রগত বিচার হরিকীর্ত্তন-সম্বন্ধে নাই।

কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই বিধেয়। হরিকথা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন না করিয়া বাচালতার পক্ষপুষ্ট হইলে কালসর্পের করলে কবলিত হইতে হয়। হরিকীর্ত্তনে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলার নিদর্শন আছে, তাহা যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—

'মালাজপে শালা, কর জপে তাই।
যো আপ্‌না মন্ মন্ জপে উসকো বলিহারী যাই॥'

হরিকথা উচ্চারণ করিও না, মনে মনে জপ কর,—এই উপদেশ প্রদান করায় লোকে কেবল বাজে কথা বলিবে, কারণ বাজে কথা বলিবার জন্যই লোকে সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। মহাপ্রভু ইহা নিষেধ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর উক্তি 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ', 'নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্'। যিনি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তিনি দানবীর, তিনি পরহিংসা করেন না। যিনি মৌনী হইয়া থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করেন না, তাঁহার অব্যক্ত বাগ্‌বেগ নিজের ও পরের অমঙ্গল সাধন করে। তিনি মনে মনে বিষয় চিন্তা করেন; তিনি আত্মহিংসক ও পর-হিংসক। তাই মহাপ্রভুর উপদেশ—সর্ব্বদা কীর্ত্তন কর। যাঁহারা সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা যদি তোমার বন্ধু হন, তাহা হইলে তোমার ভুল কীর্ত্তন সংশোধন করিয়া দিবেন। আবার অকপটভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে চৈত্যগুরুও তোমার কীর্ত্তনে ভুল থাকিলে তাহা সংশোধিত করিবেন। কপটতা ও প্রতিষ্ঠাকামনা হৃদয়ে থাকিলে লোকে ভণ্ডাকথিত মৌনধর্ম্ম অবলম্বন করে। 'হৃদঃ পরমবার্দ্ধিকঃ'। কপটতা-দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা মৌনধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহারা অকস্মাৎ কোন পাপ করিয়া বসে। মৌনী ও ধ্যানী হইয়া নিজের স্বার্থ-পোষণের জন্য তাহারা অপরের দ্রোহ আচরণ করে। কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন না হইলে জগতে কুণ্ঠধর্ম্মই অধিকতর প্রবল হইবে। দেশ-কাল-পাত্রকে কৃষ্ণের অনুগ্রহপ্রসাদ প্রদান না করিয়া তাহাদের প্রতি যদি নির্দ্দয়তা করা হয়, তবে তদ্দ্বারা আত্মঘাতী হইতে হয়।

দুই প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন না,—(১) যাঁহারা মহামূর্খ—অর্থাৎ মায়াবাদী, অপরাধী, তথাকথিত ধ্যানী, তথাকথিত মৌনী প্রভৃতি; আর যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে, কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন না, অথচ মনে করিয়া থাকেন—'আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন করি'।

হরিকীর্ত্তন-ব্যতীত আর বাদবাকী সবই 'কিচিরমিচির' —শার্গালী উক্তি মাত্র। কৃষ্ণ-উক্তি ব্যতীত অন্য-উক্তি শ্রবণযন্ত্রে প্রবেশ করান' উচিত নহে। এজন্য শ্রবণ করিতে হইবে—'গৌরবিহিত শ্রবণ', তাহা হইলেই 'গৌর-বিহিত কীর্ত্তন' হইবে। মৌনী হইলে শ্রবণ ও স্মরণের দ্বারও রুদ্ধ হইয়া যায়। যাহারা হরিস্মরণকে হেলা করিয়া থাকে, তাহারাই নির্জ্জনতা-প্রধানী ও মৌনী হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

(ভাঃ ২।৮।৪)

'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনম্ তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্'—বহু-লোক মিলিয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠ বর্ত্তমানে কি করিতেছেন? বহু প্রচারক রকম রকম ভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ সুর-তালের সহিত, কেহ নৃত্য করিয়া, কেহ ছায়াচিত্রে বক্তৃতা দিয়া,

কেহ একাকী বসিয়া হরিকীর্ত্তন করিতেছেন। সুর-তাল-লয়-মান-যোগে লোকের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে উচ্চ-চীৎকারই যে নামকীর্ত্তন, তাহা নহে। বস্তুতঃ তাহা কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন নহে। 'কৃষ্ণ-নামকীর্ত্তন' বলিতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামের কীর্ত্তন, অপ্রাকৃত রূপের কীর্ত্তন, অপ্রাকৃত গুণের কীর্ত্তন, অপ্রাকৃত পরিকর-বৈশিষ্ট্যের ও অপ্রাকৃত লীলার কীর্ত্তন বুঝায়। আবার সুর-তাল-মান-লয় ত্যাগ করিলেই যে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইবে, তাহাও নহে। সুর-তাল-মান সমস্তই কৃষ্ণকীর্ত্তনের সেবক। কায়মনোবাক্যে হরিকীর্ত্তন বিধেয়। কায়িক কীর্ত্তন, বাচনিক কীর্ত্তন, মানসিক কীর্ত্তন যুগপৎ করিতে হইবে, মন যদি কৃষ্ণকীর্ত্তন না করে, অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না। নারদ কি করেন?—সংস্থিত্যে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। পঞ্চমুখে শিব কি করেন?—কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা কি করেন?—কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। ব্যাস, শুক, চতুঃসন প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। আমাদের গুরুবর্গ সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী, তাঁহারা কেহই তথাকথিত মৌনী নহেন। ভাগবত-ধর্ম্ম তথাকথিত মৌনী থাকার ধর্ম্ম নহে,—তাহা কীর্ত্তনের ধর্ম্ম—সঙ্কীর্ত্তনের ধর্ম্ম। শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, প্রবন্ধ লিখিতেছেন, সাময়িক পত্র প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই করিতেছেন। ডাকঘর খুলিয়া, ছাপাখানা স্থাপন করিয়া বহু মুদ্রণের দ্বারা দিয়া কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রচারণী দেখাইয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতেছেন। নিজের আদর্শ আচরণের দ্বারা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতেছেন। হরিকীর্ত্তন বাতাসে মিশিয়া না যায়, তজ্জন্য তাহা গ্রন্থে সংবদ্ধ হইতেছে, পরবর্ত্তিযুগের লোকেরাও এই কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিতে পাইবে। কিন্তু যে কেবল নির্জ্জন ধ্যান করে, মৌনী হইয়া থাকে, সে নিজের উপকারও খুব কম করিতে পারে এবং অপরের উপকার বর্ত্তমানেই করিতে পারে না, পরবর্ত্তী কালে ত' দূরের কথা!"

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে মহোপদেশক শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু 'যশোমতী-নন্দন'—এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই মন্দিরটি কেবল যে ঢাকা নগরীর গৌরব-স্তম্ভ হইবে, তাহা নহে; সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বদিক্ দিয়াই ইহা একটী আদর্শ বিষ্ণুমন্দিররূপে পরিগণিত হইবে। বর্ত্তমানযুগে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র সংরক্ষক ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কীর্ত্তিত অধিষ্ঠীয় শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী মস্তকে উড্ডীন করিয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে গৌড়ীয়নাথ ও গৌরাঙ্গনাথের শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হওয়ায় যুগবৃদ্ধি জনসাধারণও ভক্তানুখী সুকৃতি সকলের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রকাশিত শ্রীমন্দির বা ভক্তসঙ্ঘারামের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা কোন বিষয়ী বা তাহার ব্যক্তিগত ভোগ্য ঠাকুরবাড়ী বা বিষয়িসমাজের অথবা যাঁহারা আপাততঃ নির্ব্বিষয় সাজিয়া পরিণামে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবদ্বস্তুকে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ অপ্রাকৃত হস্তপদাদিরহিত প্রচ্ছন্ন ভোগ্য-সামগ্রী-বিশেষে পরিণত করিতে চাহেন সে জাতীয় লোকের কোন প্রতিষ্ঠান নহে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক মন্দির বা ভক্তসঙ্ঘারামে প্রকৃত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকারব্রত উদ্ঘাটিত হয়। জীবসেবার নামে বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি যে চিররিংসা অর্থাৎ বহির্ম্মুখের বহির্ম্মুখতার অনুকূল বস্তু যোগাইয়া জীবের নিত্য মঙ্গলকে চির আবৃত করিয়া দিবার যে চেষ্টা এবং সেরূপ কপটতাকেই জীব-সেবা বা পরার্থিতা বলিয়া যে প্রচার তথাকথিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী মতবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়া প্রত্যেক জীবের স্বরূপ উদ্বোধন, উন্মুখস্বরূপে অপ্রাকৃত ভগবানের নিত্য-সেবায় স্বাভাবিকী প্রগতি প্রদান, এবং তদ্দ্বারা সকল জীবের—সমগ্র বিশ্বের বাস্তব মঙ্গল বিধানই শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরোপকার-ব্রত। 'মঠ-মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, বহুজীবের

যদ্রুচির অনুকূলে তাহার বিকৃতপ্রায়ী করিয়া নিজস্বার্থে জীবসেবা কর' প্রভৃতি কপটতাময়ী টীকির জন্য উভাইয়া বহির্মুখ গণতন্ত্রিকার চিত্তরঞ্জক এক প্রচ্ছন্ন বিকৃত 'সোভিয়েট্' মতবাদ প্রাচ্য দেশেও বিষাক্ত গ্যাসের ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে। নিরপেক্ষ সত্য কথা বলিতে গেলে ঐ বিষাক্ত হইতে জনসমষ্টিকে বাঁচাইবার কোন প্রতিষ্ঠান নাই। বর্ষার বেঙাচির মত ভারতের বুকে অনেক তথাকথিত ধর্মপ্রতিষ্ঠানই নিত্যানূতন ভাবে গজাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহারা সকলেই সেই শৃগাল-বাসুদেব, অসুর-কৃষ্ণ, না হয় বিরোচন, না হয় দশানন, না হয় হিরণ্যকশিপু, না হয় হিরণ্যাক্ষের দেহাত্মবাদের ভোগ ও ত্যাগ-ময়ে দীক্ষিত। সকলেই এক সুরা ধরিয়া রহিয়াছে, যাহার যাহা রুচি, তাহাতে প্রশ্রয় দেওয়াই—দেহসর্ব্বস্ব মানবের শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য দেহের পূজা করাই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ! কিন্তু বিষ্ণুসর্ব্বস্ব বৈষ্ণবের ও তাঁহার আরাধ্য অপ্রাকৃত ভগবানের সেবা একমাত্র তাঁহার নামকীর্ত্তন-আরতির দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়,—ইহা জানাইবার প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়মঠ ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ত্রিতাপ উন্মূলনের মূল নিদানের আলোচনা এবং অকপট অন্যাভিলাষিতারহিত ও সর্ব্বপ্রকার আবরণশূন্য হরিসেবার কথা শুনিয়াছে আর কোথায়ও নাই। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির বা প্রতিষ্ঠানগুলি যতই বিস্তারিত

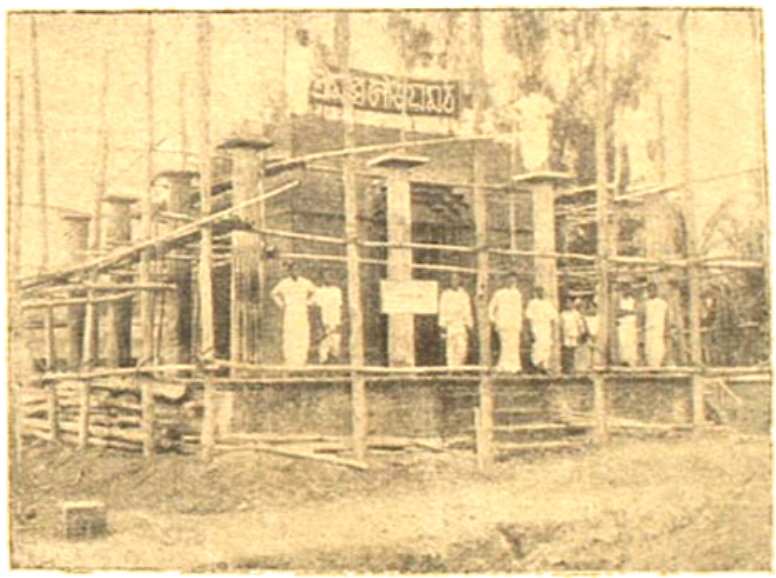

নির্ম্মীয়মাণাবস্থায় শ্রীমন্দিরের দৃশ্য

হয়, ততই সাধুগণের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার এবং অন্যাভিলাষী ও নানা আবরণে আবৃত বাসনাযুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রেয়ঃ কথায় কাহারও কোনই অসুবিধা হয় না, শ্রেয়ঃ আপাত তীব্র ও কটু মনে হইলেও পরিণামে পরম হিতকারক।

এই সকল কথা শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের কৃপায় যে সকল সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারাই কোটি কোটি দাতব্য-চিকিৎসালয়, শিশুমঙ্গল-সমিতি, অনাথ-আশ্রম, আতুর-ভবন প্রভৃতি নির্ম্মাণে অর্থব্যয় অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তনস্থলী-নির্ম্মাণে নিজ আত্মার সহিত সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিবার অকপট আকাঙ্ক্ষা ও আর্ত্তি সর্ব্বতোভাবে বরণীয় বলিয়া বিচার করিয়াছেন। জন্মমরণমালার কৃষ্টি-সাধন এবং ত্রিতাপকে ছয় কল্প নৈবেদ্য দিয়া আপাত সন্তুষ্ট করিবার প্রণালীতে যে সকল সামাজিক বা নৈতিক হিতসাধক প্রতিষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহারই সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া জন্মমরণমালার পরপারে এমন কি 'মোক্ষমপ্যুত্তাহৃৎ' যে ভগবদ্ভক্তির কথা প্রত্যেক জীবের—প্রত্যেক প্রাণীর—প্রত্যেক চেতনের স্বাভাবিক নিত্য স্বাস্থ্য, সেই স্বাস্থ্যের সন্ধেশ সঞ্চারার্থ কতিপয় সুকৃতিশালী ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নিয়ামকত্বে উপায়ন-হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠাগ্রী শ্রীযুক্ত ভক্তিরঞ্জন মহাশয় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির ও কীর্ত্তনস্থলী, শ্রীযুক্ত

মধ্যে মায়াপুর শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের নবচূড়া-বিশিষ্ট শ্রীমন্দির, শ্রীযুক্ত অধিষ্ঠাতৃত্ব ভক্তিবান্ধব মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠের 'অধিষ্ঠাতৃত্ব' নাটমন্দির, শ্রীযুক্ত পরিচালক সিলাই ধর্মপ্রাণ মহাশয় মাদ্রাজ নগরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'কৃষ্ণকীর্ত্তন-হল', কেদুয়াখিলস্থ মহাশয় তত্র শ্রীশ্রীবিক্রম দেও বর্ম্মা বাহাদুর ডি-লিট্, হরিজনাশ্রম মহোদয় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের মন্দির, প্রোঃ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় ভক্তি-বিনোদ মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীগৌরভক্তিসমিতির যজ্ঞের সন্নিকটস্থ উচ্চ মন্দির, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ অধিকারী ভক্তি-ভূষণ মহোদয় ভুবনেশ্বরে ত্রিস্তম্ভিগৌড়ীয় মঠের মন্দির, শ্রীযুক্তা বিনোদিনী দাসী কটক-সচ্চিদানন্দ মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি বাণীবিভূষণের পরমশ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস্, আই মহোদয়ের মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নিয়ামকত্বে লণ্ডননগরে সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পূর্ব্বঙ্গের রাজধানী ঢাকা-নগরীতে বালিয়াটীর স্বনামধন্য ধর্ম্মপ্রাণ রাজা জমিদার **শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীযুক্ত** রাইমোহন রায় চৌধুরী এবং তাঁহার স্বযোগ্যপুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিক্রম ও শ্রীযুক্ত ষোড়শীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিভূষণ ঢাকা নারিন্দা-পল্লীতে একটি বিষ্ণু তৈরী করিয়া দিয়াছেন। প্রোঃ মহোদয়ের পরমা ভক্তিমতী আদর্শ-সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাধাকুতেশ্বরী রায় চৌধুরাণী শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বিরাট্ নাটমন্দির বা সারস্বত-প্রবেশ-সদনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। আর শ্রীমন্দিরের আনুকূল্য করিয়াছেন—বালিয়াটীর ধর্ম্মকীর্ত্তি জমিদার শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তি-প্রতাপ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তি-প্রকাশ ও শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী ভক্তি-কুতুক মহাশয়; ইঁহারা সকল, ধন্যাতিধন্য। ইঁহাদের সৌভাগ্য দেবতাগণেরও ঈর্ষ্যার, কেননা ইঁহারা শ্রীচৈতন্যের নিজ-জনের সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের সমিধ্ আহরণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমগুহ্য লীলার অন্তিমরহস্যকারী প্রেমকল্পতরুর আদিস্কন্ধের শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্রপুরীপাদের প্রণম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই করিয়াছি—

মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি' নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি॥
বস্ত্র, রৌপ্য, বস্ত্র, পক্ক, শুষ্ক উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য, বাড়িল ভাণ্ডার॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল, কেহত' প্রাচীর॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৪।১৯৯-২০১)

আমার গুরুপাদপদ্মের অন্যতম শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর সম্বন্ধে দেখিতে পাই,—

'নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি ভূষণ করি' দিলা॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১০১)

আমরা 'মথুরার বড় বড় ধনী' ও তদানীন্তন শ্রেষ্ঠিকুল হইতেও যাঁহারা বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধহরিকথা প্রচারের মহত্তর-কল্পে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরাদিতে আনুকূল্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের অধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব, কেননা, তদানীন্তন শ্রেষ্ঠিসম্প্রদায় যে যুগে মন্দিরাদি-নির্ম্মাণের সেবা করিয়াছিলেন, সেই যুগে বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রকাশিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত এরূপ নাস্তিকতার বিষাক্ত বায়ু সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াছে যে, বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণে বা হরিকথা প্রচারে অর্থের অপব্যয় (!) করা অপেক্ষা বহির্ম্মুখ জনসাধারণের দেহের দুশ্চিকিৎস্য, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া বা কোন মহামারী-নিবারণাদি কার্য্যে অর্থ ব্যয় করা অধিক সমীচীন বলিয়া বিচার হইয়াছে।

সে দিন কোন একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের (?) সন্ন্যাসী কোন শ্রীমন্দিরে গমন (?) করিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে (?) দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন, 'অচেতন ঠাকুরের (?) গায়ের স্বর্ণালঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রের অন্নপ্রাশন প্রদান করা হউক, তাহা হইলেই নারায়ণের প্রকৃত সেবা হইবে।' সন্ন্যাসীকে আমরা দোষ দিতেছি না, কিন্তু তাঁহার অজ্ঞতাপূর্ণ সন্ন্যাসের ভিক্ষু অভিজ্ঞতাই সেখানে দোষী। সেই অজ্ঞতা জানিয়া রাখিয়াছে, 'ভগবদ্বস্তুর যখন আমাদের মত হাড়-মাংসের চক্ষু-

কর্ণ-নাসিকা-চক্ষুপর্যন্তি নাই, তখন তাঁহার অপ্রাকৃত চক্ষু, অপ্রাকৃত কর্ণ, অপ্রাকৃত হস্ত, অপ্রাকৃত পদও নাই। সন্ন্যাসী বা 'সন্ন্যাসের অন্ধতা' মুখে পরমেশ্বরকে 'সর্বজ্ঞ' অর্থাৎ সর্বজ্ঞেষ্ঠ বৃহদ্বস্তু বলিয়া তাঁহাকে আবার মানবের ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা মাপিয়া লইতে যাইতেছে! ইহাই অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়া। এই মায়াই ভোগী প্রত্যক্ষকে বহু-মানন করিয়াছে। প্রত্যক্ষবাদ হইতে বিমুক্তি লাভ করিতেছে,তত্তই 'মঠ-মন্দিরকে তালিয়ানা ও, খোল-করতাল-গুলিকে সঙ্কোপসাগরের জলে নিক্ষেপ কর', এই প্রচার 'সোভিয়েট' মতবাদ বিস্তৃত হইতেছে। শিক্ষা হইতে ধর্ম ও নীতিশিক্ষা হয়, আন্তর্জাতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রগতি হয়—এই যুক্তি দেখাইয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে অর্থের অপব্যয় সমর্থিত হইতেছে আর ভক্তিরাজ্যে অর্থ-ব্যয়, যাহার ফল তাঁহার দেহের নিয়োগকে অপব্যয় বলিয়া বিচারিত হইতেছে! এরূপ ব্যাপক ও আন্তর্জাতিক মনোহারী বাস্তিকতার প্লাবনের মধ্যে যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচারের প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণে সেবানুকূল্য করিতেছেন, তাঁহারা যে কত সৌভাগ্যবান্, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন তাহার কয়েকটি কথা মাত্র আমরা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

অষ্টৈশ্বর্যমদোদ্ধতং যঃ কুর্যাদ্বৈষ্ণবং গৃহম্।
ন তস্য ফলসম্পত্তির্বিঘ্নকোটয় এবহি।
অনেনৈবাধ্যবসেয়ং তু কৃতং গার্হস্থ্যবিস্তরাৎ।

(৮ঃ ভঃ বিঃ ২০।১৪)

পুরী-প্রসঙ্গ

১৩ই এপ্রিল—শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্যন্ত "গুরু কর্ণ ধৃক্ দুই মোরে প্রভাবিয়া লই' অবশেষে ফেলে সিন্ধু-জলে" এই পদটি ব্যাখ্যা করেন। সভায় প্রৌঢ়ার শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন-প্রার্থী হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমন করিলে প্রভুপাদ তাঁহার সহিত কুরুক্ষেত্র সমবেতকদের রথযাত্রা-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। রাত্রি ৯॥ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ "ভক্তিবৃদ্ধি বিরহেরা" শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'ইহা বক্ত হবে দীক্ষে', 'তথা ন তে মাধব', 'যস্যাত্মা বৈ হরাবেষ স্যাৎ', 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে,' 'যেষাং সন্তত্যুক্তানাং,' 'ঈশ্বরে তদধীনেষু', 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৪ ইএপ্রিল, ১লা বৈশাখ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসূন বোধায়ন মহারাজ ভবানীপুর হলারোডের জমিদার শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের পুরী চক্রতীর্থস্থ প্রবাস-গৃহে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৬ই এপ্রিল—প্রাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠাধিপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, উপদেশক শ্রীযুক্ত চিদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সহিত পুরীষ্টেশনে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, উপদেশক শ্রীযুক্ত চিদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সহিত পুরীষ্টেশনে পৌঁছিলে শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম, মহোপদেশক শ্রীপাদ. কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃৎ ও শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদ মহোদয়গণ মোটর-দল পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা শ্রীটোটা-পর্বতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও বন্দনান্তে 'আনন্দকুটী'তে গমন করেন। ইহাই আপাততঃ তাঁহাদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। সান্নিধ্য সমীক্ষণ তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দপ্রদ হইতেছে। তাঁহারা ইতঃপূর্বে শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তথা হইতে ১৩ই এপ্রিল কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া ১৫ই এপ্রিল সন্ধ্যায় শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করেন।

ঐদিবস (১৬ই এপ্রিল) প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ভিলাসাস্থিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর এই মর্মে একটি তার আসে যে, মেদিনীপুরের মাননীয় মহারাজ সাহিত্যসম্রাট্ উৎকল-বিক্রমাদিত্য শ্রীবিক্রমদেব বর্মণ ডি লিট্ হরিজনাশ্রম মহোদয় পুরী চটকপর্বতস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনে স্বীকৃত হইয়াছেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপুরুষোত্তমমঠ-সেবকগণ শ্রীটোটা-কুটীরে শ্রীল প্রভুপাদের নিম্বেপক্ষে মহাজন-পদাবলী

কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীপাদ অবিদ্যাহরণ সেবাবিগ্রহ মহোদয় "মহাপ্রভু নিতাই-চৈতন্য ব'লে নাচরে আমার মন" গীতিটি কীর্ত্তন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ভাষায় উহার ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পাপ ও অপরাধের পার্থক্যই বিশেষরূপে প্রদর্শিত হয়। সামাজিক নীতি-বিগর্হিত 'পাপ' ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবচরণে অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইলে 'অপরাধ' হইয়া থাকে। পাপ অপেক্ষা অপরাধ কোটিগুণ অধিক ভীষণ। পাপ প্রায়শ্চিত্তে বিনষ্ট হয়, কিন্তু অপরাধ তাহাতে যায় না। পতিতপাবন শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন নামেই কেবল অপরাধ দূরে পলায়ন করে। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ "শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অসমোর্দ্ধতা দয়া, শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের পরস্পর সম্বন্ধ, পঞ্চ মুখ্য অপ্রাকৃত রসে সেবা-প্রণালী, শ্রীনন্দযশোদা ও বসুদেবদেবকীর কৃষ্ণ-সেবা, প্রাকৃত জগতের পরস্পর সম্বন্ধ বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলন, শুদ্ধভক্ত ও ভক্তের পার্থক্য" প্রভৃতি বর্ণন করেন। অতঃপর মঠরক্ষক শ্রীসেবাস্বরূপ "আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ হীন দীন" গীতিটি কীর্ত্তন করিলে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় "কবে হবে বল সে দিন আমার" এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে প্রভুপাদ পুনরায় হরিকথা আরম্ভ করেন। তৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ "সেবা ও ভোগের বিচার, যথাধিকারের কার্য্য, গুরুজনের পরস্পর বিবাদ, রজস্তমোগুণের লক্ষণের উপর আধিপত্যস্থাপন-চেষ্টা, ভক্তের বিচার—প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে, ভক্তের বিশ্বকে পূর্ণসুখময়রূপে দর্শন, বিষ্ণুভক্তিই সর্ব্বতোভাবে বরণীয়, পঞ্চোপাসনার বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নির্গুণস্থ ভাগবত-গণের পরমধর্ম্ম প্রদর্শন, কামকামীর শক্তিপূজা ও ভক্তের ভাগবতী-পূজার পার্থক্য" প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করিয়া উপসংহারে "আর কেন মায়াজালে" গীতিটি ব্যাখ্যা করেন।

১৭ই এপ্রিল শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতে চটকপর্ব্বত পরিক্রমণান্তে শ্রীরাধা ও পরতত্ত্বের তত্ত্ব, মধ্যাহ্নে বৈকুণ্ঠ ও মায়িকজগতের পার্থক্য, অপরাহ্নে ন্যাপথিয়িসম্ ও ফিলান্থ্রপি' মতবাদ-নিরাস-মূলে 'মহাপ্রভু' ও প্রভু'-শব্দের তত্ত্ব এবং মহাপ্রভুর মহাবদান্যতা প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ "অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান্" পয়ারটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৯শে এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও রংপাঘাটের জমিদার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের নিকট 'অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ' প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা-দ্বারা প্রেতত্ব শোকপ্রশমনের উপায় কীর্ত্তন করেন। ঐদিবস সন্ধ্যার পর মঠে একটি মহোৎসবের আয়োজন হয়, বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। (এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ আগামী বারে প্রকাশ্য)।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভিজাগাপত্তনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার
জেপুর মহারাজের সৌজন্য

গত ১৭ই এপ্রিল ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনুরূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় ভিজাগাপত্তম্ সহরের পাব্লিক্ রিক্রিয়েশন্'এ অপরাহ্ণ ৪॥০ঘটিকায় আহূত এক মহতী সভায় স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীল এম্-আর-আরওয়াই বেঙ্কটপতি রাজুগারু বি-এ বি-এল লি-আই-ই (M. R. Ry. Venkatapathi Raju Garu B.A. B.L. C.I.E.) মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'ভগবৎপ্রেম' (Divine Love) সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনের সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ অতীব চিত্তাকর্ষণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা আরম্ভের পূর্ব্বে জেপুরের মাননীয় মহারাজ সাহিত্যসম্রাট্ উৎকল-বিক্রমাদিত্য শ্রীবিক্রমদেব বর্ম্মণ ভি-লিট্ হরিজনাশ্রম মহোদয় আন্তরিক উল্লাসের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বক্তৃদ্বয়ের পরিচয় প্রদান করিলে প্রথমে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ৪০ মিনিটকাল এবং তৎপর শ্রীপাদ তীর্থ

মহারাজ এক ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। উভয়ের বক্তৃতাই বিশেষ সারগর্ভ ও শ্রোতৃবৃন্দের মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পি, এল, নরসিংহ বি-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত বি, এস্ মল্লিকার্জ্জুন রাও বি-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত পি সীতারামাচার্য্য বি-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত ডি সীতারামমূর্ত্তি বি-এ, বি-এল প্রমুখ উচ্চ শিক্ষিত জনগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে বক্তৃতার বিষয় হ'ও বিল-যোগে প্রচার করায় পাঠাগারটি শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

জেপুরের মহারাজ বাহাদুর নানা সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত। বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বত্র প্রচার-প্রসার-বিষয়ে মহারাজের সদিচ্ছা, উৎসাহ ও আন্তরিক সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাজ ইতঃপূর্ব্বে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদের যথেষ্ট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি স্বয়ং শ্রীপুরুষোত্তমে শুভাগমন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠে চটকপর্ব্বতে শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাপনোৎসবে যোগদান করিবেন।

বিভিন্ন মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব

পুরী-গৌড়ীয়মঠে—গত ৮ই মার্চ্চ হইতে ১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত পুরী গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ৮ই মার্চ্চ শ্রীগৌর-আবির্ভাব-বাসরে নগরকীর্ত্তন এবং চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ পঠিত হয়। মঠগৃহ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যায় বিদ্যুতালোকমালায় ভূষিত মঠ-মন্দিরের দৃশ্য অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীমঠে একটি সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় বিপুল জনতাকে সম্বোধন করিয়া স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার দাস মহাশয় অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষায় সমবেত শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল-অবদান-বর্ণনমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও সর্ব্বোত্তমতা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। ললিতবাবু তাঁহার আত্মদৈন্য-প্রকাশ-মুখে বলিতে থাকেন—গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ধারণা করিতে না পারিয়া প্রথম-মুখে তৎসম্বন্ধে তাঁহার অন্যপ্রকার ধারণা থাকিলেও পরিশেষে মঠের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার প্রাথমিক-ধারণা-সমূহের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অব্যাহতভাবে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে অমলধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তদ্দ্বারা পুরীবাসী প্রত্যেকেই লাভবান্ হইতেছেন। গৌড়ীয়মঠের জনহিত-চেষ্টা অন্যান্য মিশন ও আশ্রমের ন্যায় মানবের প্রাকৃতদেহ ও মনের তর্পণ-চেষ্টায় আবদ্ধ নহে, উহা আত্মার নিত্যমঙ্গলকে লক্ষ্য করে।" শ্রীযুক্ত ললিত বাবুর বক্তৃতার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ ও মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় ১ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের তৃপ্তি বিধান করেন। মঠরক্ষক শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী রাজমহেন্দ্রী তথা শ্রীযুক্ত রূপলাল হালদার বি-এ প্রমুখ মঠ-সেবকগণের সেবা-চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। সমবেত প্রায় পাঁচশত ব্যক্তিকে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ ভগবৎপ্রসাদ-দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। তৎপরদিবসও অপরাহ্ণে প্রায় আটশত কাঙ্গালীকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই দিবস সন্ধ্যায় শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা কীর্ত্তন করেন। উৎসবোপলক্ষে স্থানীয় টাউন-স্কুলের ছাত্রবৃন্দের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। এই উৎসবের অধিকাংশ ব্যয়ভার শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টোপাধ্যায় বি-এ ভক্তিবিলাস মহোদয় বহন করিয়াছিলেন।

বোম্বে-গৌড়ীয়মঠে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতবিনোদ মহারাজের সেবাগ্রহে বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঠে দিবারাত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইয়াছিল। অপরাহ্ণে একটি মহতী সভার অধিবেশনে শ্রীপাদ বেদি মহারাজ শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্তব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রত্যেককেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার ঢাকা, বাণিয়াটি, আসাম, কলিকাতা, পাটনা, কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি ভারতীয় মঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা স্থানাভাবে তৎসমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে পারিলাম না।

শ্রীরামনবমী উৎসব

নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত চম্পকহট্ট (চাঁপাহাটি) শ্রীগৌরপার্ষদের মাঠ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও গত ১৮ই চৈত্র, ৩১শে মার্চ শ্রীরামনবমী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের বাসন্তী ষোলযাত্রা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১১ ঘটিকার সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ ষোলঘরকে আরোহণ করেন। মধ্যাহ্ন দ্বাদশ ঘটিকার পর শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণতীর্থ কাব্য-বিনোদ ন্যায়তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড হইতে শ্রীধাম অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলা, রাজরাজেশ্বর অভিষেক এবং ভক্তগণের শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অতঃপর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত ন্যায়তীর্থজীর মূলগায়কত্বে পুনরায় কীর্ত্তন হয় এবং কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ৮৷৷ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত পণ্ডিত ন্যায়তীর্থজী শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য দশম অধ্যায় হইতে মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ, শ্রীমুরারিগুপ্তকে দর্শন ও বরদানাদি এবং বিংশ অধ্যায় হইতে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব এবং শ্রীমুরারিগুপ্তের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-লীলা পাঠ করেন। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও বিদ্যানগর সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নৃসিংহানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রমুখ মায়াস্থিত স্থানীয় সেবকগণের সেবা-চেষ্টাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই দিবস শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাটেও শ্রীরামনবমী-তিথি-পূজা যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের আনুগত্যে নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। ভক্তগণ কীর্ত্তনমুখে নগর ভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রীপাটে উপস্থিত হইয়া শ্রীপাটস্থ শ্রীরামসীতার মন্দির-পরিক্রমণান্তে আসন গ্রহণ করিলে শ্রীভক্তের যথাযথভাবে ভোগ কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজ ও শ্রীপাদ বিশোধন মোহন ভক্তিবান্ধব মহোদয় দুইটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অনন্তর ভোগারাত্রিককীর্ত্তনান্তে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

তদনন্তর শ্রীগোড়ীয়মঠেও বিবিধ সম্ভার শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীহনুমদবতার মুরারিগুপ্তের প্রতি মহা-প্রভুর কৃপা, রামরূপে দর্শন-দান ও মুরারির বাস্তবর-প্রার্থনাদি এবং শ্রীভাগবত নবম স্কন্ধ ১০ম-১১শ অধ্যায় হইতে শ্রীরামচন্দ্রের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়। প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীমদ্ভাচার্য্য শ্রীহনুমদ্ভাষ্য-বায়ুর অবতার, আমরা ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়, সুতরাং শ্রীহনুমান্‌জী আমাদের গুরু, হনুমান্‌জীর রামসেবা-বৈশিষ্ট্য, রাবণের মায়া-সীতা হরণ, মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীসীতাহরণ-ব্যাপারে শ্রীরামসেবক বিশেষ সঙ্কেতনিবেদন, লঙ্কাবাসিনী ঋষিকন্যার শ্রীরামের সম্মুখে সেবা-প্রার্থনা ও তদুত্তরে শ্রীরামচন্দ্রোক্তি, রাবণের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত, 'শ্রীরামাদি মূর্ত্তিষু', 'তাক্ত্বা সুদুস্ত্যজ,' 'যদুপতেঃ ক গতা' প্রভৃতি শ্লোক, অধ্যাহ্নে শ্রীরামনবমীলীলা চিন্তা এবং অপরাহ্ণে উপবাস-বিধি প্রভৃতি আলোচিত হয়।

আলোকমালা

শ্রেষ্ঠাধি শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীধামের সেবায় যে প্রকার স্নেহময় প্রাণ সমর্পণ করিয়া নানাভাবে সেবার ঔজ্জ্বল্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ ও আদর্শ-স্থানীয়। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরু-মন্দির—"ভক্তিবিজয়-ভবন" এবং শ্রীযোগপীঠে অভ্রভেদী শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দির নির্ম্মাণ ও উহাতে বৈদ্যুতিক আলোক-দানের সৌভাগ্য বরণ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের যে কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন, তাহা ত্রিলোকে অত্যন্ত দুর্লভ ও অতুলনীয় অমূল্য সম্পদ্। গত গৌরজন্মোৎসব কালে শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে কদম্ব ও নিম্ব-বৃক্ষে বিচিত্র বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালা এমন সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল যে, তাহা প্রত্যেক দর্শক মাত্রেরই নয়নমন আকর্ষণ করিয়াছে। চিন্তামের জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয় আলোকিত করিয়াছেন, তাই বাহিরেও তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রস্ফুটিত করিয়া ধামবাসীর আনন্দ-সম্ভোহ বর্দ্ধন করিলেন।

শ্রীক্ষেত্রপাল শিব-মন্দির

শ্রীযোগপীঠের ঈশান কোণে শ্রীক্ষেত্রপাল বৃদ্ধ-শিবের একটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বৃদ্ধশিবের কৃপা ব্যতীত কাহারও চিন্তাম-দর্শনের সৌভাগ্য উদিত হয় না।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১২ই এপ্রিল রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-সুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার তমলুকস্থ প্রাচীন তাম্রেশ্বর শিবমন্দিরে কোন্টাইগুস্টেটের যুবরাজ চৌধুরী শ্রীযুত অপর্ণাকিঙ্কর পাল এম-এ, বি-এল, মহোদয়ের সভাপতিত্বে সনাতন-ধর্ম সম্বন্ধে প্রায় ৪ই ঘণ্টা কালব্যাপী একটি বক্তৃতা প্রদান করেন; বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ ব্যক্তি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার শ্রোতৃসংখ্যা প্রায় ২০০০ দুই সহস্রেরও অধিক হইয়াছিল; সভাপতির অভিভাষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সভাপতির অভিভাষণ

"সমবেত সুধীমণ্ডলি এবং প্রিয় দেশবাসিগণ! আজকার এই বিরাট্ সভায় আমার মত সম্পূর্ণ অযোগ্য এক ব্যক্তিকে সভাপতি মনোনীত ক'রে আমার প্রতি আপনাদের গভীর স্নেহের ও প্রীতিরই পরিচয় দিয়েছেন। স্নেহ মানুষকে অন্ধ ক'রে রাখে, সেই স্নেহের বশে আপনারা আমার সমস্ত অযোগ্যতা এবং অক্ষমতাকে উপেক্ষা ক'রে এই গুরুভার আমার উপর অর্পণ ক'রেছেন। আপনাদের স্নেহের এই নিদর্শনের অমর্যাদা ক'রবার ক্ষমতা আমার নাই। সেইজন্য আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব, সেইভাবে এই গুরুভার সম্পাদনের চেষ্টা ক'রবো।

আজ যে অনুগ্রহ আপনারা আমাকে দেখিয়েছেন, সেজন্য আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমার অন্তরের শ্রদ্ধা যে কিভাবে জানা'ব, তা'র ভাষা জানি না। এই সভায় সভাপতিত্ব করা আমার পক্ষে যে কতদূর স্পর্দ্ধার কথা, তা ভাবতেও সঙ্কুচিত হ'তে হয়। তবে একমাত্র ভরসা এই যে, আপনারা আমার নিকট হ'তে নূতন কিছু শুনবার প্রত্যাশা রাখেন না। যাঁর বাণী শুনবার আশায় আজ আপনারা এখানে উপস্থিত হ'য়েছেন, তাঁর এই অপূর্ব সারগর্ভ বক্তৃতার পর আমার কিছু বলবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ ধৃষ্টতা মাত্র।

পরম ভক্তিভাজন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ অশেষ শ্রম স্বীকার ক'রে এখানে এসে যে অপূর্ব জ্ঞানের কথা আজ আমাদিগকে শুনিয়ে গেলেন, সেজন্য আমি সমগ্র দেশবাসীর ও আমার নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যাঁরা এই সভার আয়োজন ক'রেছেন, তাঁরাও আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

গৌড়ীয়মঠের কথা নূতন ক'রে ব'লবার কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। আজ গৌড়ীয়মঠ নিজ মহিমায় স্বদেশ ও বিদেশ—সর্বত্রই খ্যাতি লাভ ক'রেছেন, আজ গৌড়ীয়মঠ যে ভাবে সমগ্র ভারতে ও পাশ্চাত্য প্রদেশে নামের মহিমা প্রচারে ব্যাপৃত আছেন, তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীরই গৌরব অনুভব করা উচিত।

এই কলিযুগে নাম-কীর্ত্তনই একমাত্র মুক্তির সোপান। গৌড়ীয়মঠ নামপ্রেম প্রচারে যেভাবে আত্মোৎসর্গ ক'রেছেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য। তাঁদের এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘজীবী হউন ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। আজকার সুবক্তা পরমভক্তিভাজন শ্রৌতী মহারাজ সনাতনধর্ম সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনালেন, সে সম্বন্ধে আর কিছু মাত্র ব'লবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে এই টুকুই ব'লতে পারি যে ধর্ম-প্রবণতা হিন্দুর চিরবৈশিষ্ট্য, সেই ধর্ম-প্রবণতা আজ পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণে আওতায় প'ড়ে মলিন হ'য়ে গেছে হিন্দু আজ তা'র চিরবৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে অনুপ্রাণিত হ'য়েছে, ইহা অপেক্ষা জাতির অধঃপতন আর কি আছে? ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশের শিক্ষিত সমাজ ধর্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করা লজ্জাজনক মনে ক'রে তদ্বিষয়ে একেবারে উদাসীন থাকায় আজ আমরা অধঃপতনের নিম্নস্তরে প'ড়ে গিয়েছি। ইতঃপূর্বে কোন সভায় এই অধঃপতনের কারণ বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছিলাম; তা'তে ব'লেছিলাম যে, হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র অহিংসা পরমোধর্মঃ—যে ধর্ম শত্রুকেও সর্বদা ক্ষমা করতে শিক্ষা দেয়, সেই হিন্দুর সন্তান আজ তার চিরন্তনী শিক্ষা দীক্ষা বিসর্জন দিয়ে হিংসার পথকেই শ্রেয়ঃপথ ব'লে গ্রহণ ক'রতে চ'লেছে। ইহা অপেক্ষা অধঃপতনের জলন্ত দৃষ্টান্ত আর অধিক কি হ'তে পারে? আজকাল আমরা যে শিক্ষা পাচ্ছি ও দিচ্ছি, সে যেন শিবহীন যজ্ঞের মত (ধর্মহীন শিক্ষা)। যে শিক্ষায় মানুষ ধর্ম ভুলে যায়, সে শিক্ষায় মূল্য কিছুই নাই। হিন্দু আজ তা'র ধর্ম ভুলেছে, তাই তা'র এই অবনতি। ধর্মের ভাব না জাগলে মানুষ 'মানুষ' হয় না। ধর্মহীন জাতি

সংসারে ইঁকেবাঁকে পারে না; কিন্তু আমার কথা—পূর্ব্বের সেই ভাব আজ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে। আজ শিক্ষিত সমাজ নিজের ভ্রম বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা বুঝ ছেন—ধর্ম্মই জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু আমাদের সেই মেরুদণ্ডই আজ ভগ্ন। সেই মেরুদণ্ড যতক্ষণ না পুনরায় সবল হ'চ্ছে, ততক্ষণ জাতির উন্নতির আশা কোথায়? হিন্দুর হৃদ আজ দুইখণ্ড; মনের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আর অনুভূত হয় না; কেবল ধর্ম্মের বহিরাবরণ রক্ষার জন্য আজ আমরা ব্যস্ত—আচার-বিচার নিয়েই মত্ত, তার অনেকের নাই। যতই প্রাণের অভাব অনুভূত হ'চ্ছে, ততই বিধি-নিষেধের ঘটা বাড়ছে। নিষ্প্রাণ ধর্ম্মকে কি বিধি-নিষেধের আড়ম্বরে রক্ষা ক'রতে পারা যাবে?

হিন্দু-সমাজ আজ যে কিরূপ বাস্তিচার-দুষ্ট, তাহা সমাজের প্রত্যেক হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই বিদিত আছেন। সমাজের সংস্কার আজ বড় কর্ত্তব্য, এতদুদ্দেশ্য প্রণালীতে সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ বরণীয়। কিন্তু সেই সংস্কার বিবেচনার সহিত ক'রতে হ'বে; নচেৎ অভীষ্ট ফল লাভ হবে না। ভিতরের গ্লানি দূর হওয়ার পরিবর্ত্তে নূতন মতেরই প্রচার হ'বে এবং নূতন সম্প্রদায়েরই সৃজন হবে, ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমরা ইতিহাসের প্রতিধান ক'রলে নিশ্চয়ই জানতে পারবো যে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ নিয়েই শিখ, জৈন, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের উৎপত্তি। আমাদের দেশে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই বেশী এবং বর্ত্তমান সমাজ এরূপ কঠিন গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছে যে, সংস্কারের অতি সামান্য প্রচেষ্টাও তাঁর নিকট গুরুতর ব'লে মনে হয়। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় শত চেষ্টাতেও বিধবাবিবাহ চালা'তে সক্ষম হ'ন নি। আর্য্য-সমাজের শুদ্ধি-আন্দোলনও সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয় নাই। সাধারণ লোকের মনে কোনও রূপ সহানুভূতি বা আশার বাণী-দ্বারা গভীর রেখাপাত ক'রতে না পারলে—প্রাণে এরূপ সাড়া তুলতে না পারলে অভীষ্ট ফল লাভ হ'বে না।

সনাতন ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব একদিন সরল ভাষায় ও সহজভাবে ভিখারীর বেশে আপামর সাধারণের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে প্রচার ক'রেছিলেন ও সাধারণের প্রাণে অপূর্ব্ব প্রেরণা জাগিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাবতাপে যবে প্রেমামৃত বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥

সেই নিষ্কাম মহাজনগণই যে সমাজ-সংস্কারের প্রকৃষ্ট পথ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই স্মৃতি নিয়ে আপনারা (শ্রীগৌড়ীয়মঠ) আজ যে এরূপ এক সুদূর পল্লীতে এসে সর্ব্বসাধারণের মনে ধর্ম্মভাবের প্রেরণা জাগা'তে উদ্যত হ'য়েছেন, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হ'তে পারে? ইহাই একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা।

যা'ক্ বহুক্ষণ আপনাদিগকে বিরক্ত ক'রলাম এবং অনেক অবান্তর কথাও ব'লে ফেলাম্। আশা করি তজ্জন্য আপনারা সকলেই আমাকে ক্ষমা ক'রবেন। আমার বৎসামান্য ক্ষুদ্র কথাগুলি আপনারা যেরূপ ধীরভাবে শ্রবণ ক'রেছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আজ আপনারা আমাকে ধর্ম্মসভায় আমন্ত্রণ ক'রে এবম্বিধ বক্তৃতা-শ্রবণের সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই সনাতন-ধর্ম্ম-রক্ষার ভার স্বয়ং-ভগবানের; যখনই গ্লানি উপস্থিত হবে তিনিই রক্ষা ক'রবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

তাই পরিশেষে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা, তিনি আমাদের এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করুন। এর সমস্ত গ্লানি দূর ক'রে মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় একে নির্ম্মল করুন।"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীঊর্জ্জ-ব্রতকালে মাথুরমণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কিতে অবস্থান-পূর্ব্বক গয়া হইয়া ১৪ই নবেম্বর কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং গত ২০শে নবেম্বর কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারার্থ বহির্গত হইয়া প্রথমে যশোহর জেলার আউড়িয়া গ্রামে, তথা হইতে ২৩শে নবেম্বর নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজে (প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র হৈত্র মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা, সভাপতি মহাশয়-কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য

বিষয়ের বিশেষ সভার), ২৪শে নবেম্বর পুনরায় আউড়িয়া গ্রামে, ২৫শে আলাইপুরে, ২৮শে বাটুয়ার, তথা হইতে ২রা ডিসেম্বর যাত্রা করিয়া রাজাপুর, বিনোদপুর প্রভৃতি হইয়া ৪ই ডিসেম্বর বাগুয়া নগরে গমন করেন। তথা হইতে ৮ই ডিসেম্বর শ্রীপুর, ১ই ডিসেম্বর রয়াটি, ১০ই ডিসেম্বর আলটপুর, তথা হইতে পুনরায় রয়াটি প্রভৃতি স্থানে প্রচার কার্য্য করিয়া স্বামীজী ১২ই ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মোহনচন্দ্রপুরে গমন করেন। ১৭ই ডিসেম্বর কোরফরীর গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে পাঠ কীর্ত্তন করিয়া স্বামীজী ১৮ই ডিসেম্বর বোয়ালমারী যাত্রা করেন। তথায় কএকদিবস প্রচারকার্য্য করিয়া ২৮শে ডিসেম্বর কাশারগ্রামে গমন করেন এবং ৩১শে ডিসেম্বর তথা হইতে যাত্রা করিয়া ১লা জানুয়ারী নবেরচাদ ঘাট দিয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জে উপস্থিত হন ও স্থানীয় অধিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ সিকদার মহাশয়ের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারী গোপালগঞ্জ সহরের করোনেশন হলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'দার্জ্জিলিঙ্গ ভাগবতধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন, বক্তৃতান্তে ছায়া-চিত্র প্রদর্শিত হয়। সহরের নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া স্বামীজী ৭ই জানুয়ারী তথা হইতে বরিশাল যাত্রা করেন এবং ৮ই জানুয়ারী বরিশাল রামসিদ্ধি গ্রামে শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ বসাধিকারী বি-এ মহোদয়ের গৃহে উপস্থিত হন। তথায় কএকদিন অবস্থানপূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করিয়া স্বামীজী ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান করেন এবং উৎসবান্তে ২রা ফেব্রুয়ারী ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া ৩রা ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরে এবং ৮ঠা ফেব্রুয়ারী তথা হইতে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত চৌমোহনী নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই স্থানে স্বামীজী শুনিতে পান, জনৈক ধূর্ত্ত ব্যক্তি নিজেকে গৌড়ীয়মঠের প্রেরিত ভাগবতধর্ম্মরাজের নামে পরিচিত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসী সজ্জনবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি শাখামঠ-স্থাপনের জন্য স্বামীজীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করেন।

স্বামীজী অতঃপর নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া ৭রা মার্চ্চ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ইতিমধ্যে আবার শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পর ১২ই মার্চ্চ তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চ কলিকাতা আলতলার শ্রীমন্দিরে পাঠ করিয়া ১৫ই মার্চ্চ খুলনা যাত্রা করেন। খুলনা জিলার খানার অন্তর্গত নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া স্বামীজী ১৭ই মার্চ্চ রামনগর ও সুন্দরপালির ভক্তবৃন্দের আগ্রহে রামনগর স্কুলগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৮ই মার্চ্চ উক্ত স্কুলপ্রাঙ্গণে এক মহতী সভায় বক্তৃতা করেন। স্বামীজী অতঃপর উক্ত জেলার শোয়ালী, ডাকুরিয়া-ঘর, বসতাটিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়াছেন।

চয়ন

["অমৃতবাজার পত্রিকা", ২৮শে চৈত্র শনিবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

LONDON HINDU TEMPLE

Maharaja of Hathua's Promise of Help

Chapra, Mar. 25

Swami Bon of Gaudiya Mission visited Chapra in order to see Maharaja Bahadur of Hathua in connection with building a Hindu Temple with an Ashram and a lecture hall in London. The Swami has got innumberable sympathisers in Great Britain, e.g.,His Grace the Archbishops of Canterbury and York, the Lord Bishop of London, and many ex-Governors of Indian Provinces, Lord Irwin, the late Viceroy. The Secretary of State for India is the President of the Gaudiya Mission Society in London.

The Swami saw the Maharaja Bahadur of Hathua, who is famous for such religious philan-

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ
চটক পর্ব্বত, পুরী
১লা চৈত্র, ১৩৪২ ; ১৪ই মার্চ্চ, ১৯৩৬

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন,

৭ই চৈত্র ১৩৪২ ।, ২০শে মার্চ্চ (১৯৩৬) রবিবাসরীয় হইতে আগামী ১৭ই আষাঢ়, ১লা জুলাই গৌর্ব্বাব্দীয় চাতুর্ম্মাস্যব্রত বিষ্ণু পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অনুগমনে ও পুরী-চটকপর্ব্বতস্থিত শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উদ্যোগে পবিত্র উৎকল-প্রদেশে শতাধিকব্যাপী শ্রীভক্তি-বিনোদবাণী-কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে উৎকলের গ্রামে গ্রামে দ্বারে দ্বারে শুদ্ধভক্তগণ গুরুপাদপদ্মের অনুগতো ভক্তিবিনোদ-বাণী প্রচার করিবেন। উৎকলপ্রদেশান্তর্গত কেপুরাধিপতি সাহিত্যসম্রাট্ উৎকলবিক্রমাদিত্য মহারাজ শ্রীবিক্রমদেব বর্ম্মা ডি, লিট্ মহোদয় শ্রীগৌরবাণীর অনুগমনে শ্রীরাধাগোবিন্দজীউদ্ভাবী মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীকৃত হওয়ায় প্রত্যেক গৌরভক্তেরই অশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

বদান্যবর্য্য স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ধনী, গুরু ও বৃদ্ধ প্রত্যেকে নিষ্কপটে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য ও ক্রিয়া-দ্বারা এই বিরাট্ শ্রীমন্মহাপ্রভু-মহোৎসবে আনুকূল্য বিধান বা সর্ব্বতোভাবে যোগদান করিলে মঠবাসিগণের পরমানন্দের বিষয় হয়। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীমল্লিকার্জ্জুন সান্যাল
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

উৎসব-পঞ্জী

১৮ই চৈত্র, ৩১শে মার্চ্চ শ্রীরামনবমী ; ২২শে চৈত্র, ৪ঠা এপ্রিল শ্রীবলদেবের স্নানযাত্রা ; ৪ঠা বৈশাখ, ১৭ এপ্রিল শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের অপ্রকট তিথি ; ১১ই বৈশাখ, ২৪শে এপ্রিল শ্রীগৌর ও শ্রীজগন্নাথের চন্দনযাত্রা ; ২২শে বৈশাখ, ৫ই মে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী ২৮শে বৈশাখ, ১১ই মে শ্রীল রায়রামানন্দের অপ্রকটোৎসব ; ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন বারুণী মহাবারুণী , ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ৪ই জুন শ্রীবলরামদেবের স্নানযাত্রা ; ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১০ই জুন শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব ; ৫ই আষাঢ়, ১৯শে জুন শুক্রবার শ্রীশ্রীল পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব ; ৭ই আষাঢ়, ২১শে জুন শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ; ১০ই আষাঢ়, ২৪শে জুন হেরাপঞ্চমী ; ১৫ই আষাঢ়, ২৯শে জুন শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা ; ১৬ই আষাঢ়, ৩০শে জুন শয়ন একাদশীর উপবাস ; ১৭ই আষাঢ়, ১লা জুলাই বামনদ্বাদশীতে চাতুর্ম্মাস্যব্রতারম্ভ।

এতদ্ব্যতীত শ্রীপুরুষোত্তমমঠে প্রত্যহ শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, অধিকপালাপ, নামকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী এবং শ্রীগৌরপার্ষদ-পাক্ষিকা-গিরিধারীজিউর অর্চ্চনাদি নিত্য ভক্ত্যানুষ্ঠানসমূহ পালন করিবেন।

☞ বৈবাহুরোধে ও উপবাস বিষয়ে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

১৪শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৯শে বৈশাখ, ১৩৪০, ২রা মে, ১৯৩৬ | ৫৮শ সংখ্যা

বাস্তব বস্তু

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—বাস্তব-বস্তুর বিজ্ঞানই পরমধর্ম, নতুবা বস্তু-বিষয়ের আলোচনায় নানা ভ্রম প্রবেশ করিবে। বাস্তব-বস্তুর দুইপ্রকার শক্তি—চিচ্ছক্তি ও মায়া। মায়া-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা বৈকুণ্ঠশক্তির পরিচয়-গ্রহণে অসমর্থ, তাঁহারা জড়নির্ব্বিশেষবাদকেই বাস্তববস্তু বলিয়া ভ্রম করেন। তাঁহাদের বেদ-বস্তু অবাস্তব-বস্তু মাত্র। বস্তুধর্ম্ম ও বস্তুর শক্তিধর্ম্মে যে ভেদ আছে, সেই ভেদের আলোচনার অভাবে চিচ্ছক্তির সহিত মায়াশক্তিকে অভেদ বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন। শক্তিকর্ত্তৃকই পরিমিতি হয়; শক্তিপরিণত ব্যাপার-সমূহই প্রমেয়। বস্তু প্রমিত হইবার অযোগ্য—এই প্রকার ধারণা অচিচ্ছক্তিপরিণতি-বিচারে জড়তারই অন্তর্গত। উহাতে চিচ্ছক্তি অবিমিশ্র-ভাবে ক্রিয়াবতী নহে।

খণ্ডিত পদার্থ খণ্ডজ্ঞানের আবাধ্য, কিন্তু অখণ্ডজ্ঞানে যে বস্তুবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহা চিচ্ছক্তিপরিণতি হইতে হইয়া থাকে,—এরূপ জড়প্রমেয়বাদীর বোধগম্য বিষয় নহে। তাঁহার অক্ষিজ্ঞতার জন্য উপস্থিত হওয়ায় অজ্ঞতা-ধর্ম্মবশে শক্তিবিজ্ঞানে তাঁহার নাস্তিক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এজন্যই মায়াবাদী ভগবজ্জ্ঞানস্বরূপ বস্তুর শক্তি-পরিণত বিবিধ প্রকাশভেদকে সমপর্য্যায়ে গণনা করেন। চিচ্ছক্তিপরিণাম ও অচিচ্ছক্তিপরিণামের মধ্যে অভেদ-বিচার স্থাপন করিতে গিয়া মায়াবাদী অবাস্তববস্তুর পরিচয়গুলিকে 'মিথ্যা' প্রভৃতি সংজ্ঞায় গণনা করেন।

শক্তিস্বরূপ ও বস্তুস্বরূপে বৈচিত্র্যদর্শনে সমর্থ হইলেই বিজ্ঞানসমন্বিত ভগবজ্জ্ঞান রহস্য ও অজ্ঞের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। নতুবা নিয়ন্ত ও বহিঃপ্রজ্ঞা উক্ত রহস্যভেদে

অথবা বিজ্ঞানবোধে স্বীয় দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করে। এই দুর্ব্বলতার ফলে জীব মৎসরধর্ম্মে অবস্থিত হয়।

মৎসরধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ নিজ নিজ বিক্রম প্রদর্শন করিয়া মৎসর-ব্যক্তির পুরাণ মাত্সর্য্যের লজ্জা প্রদর্শন করে। সেইকালে অবাস্তব বস্তুতে বিকারবাদ বা আত্মস্তরিতার মধ্যশ্রেণীর করিবার ইচ্ছা করে। তৎফলে স্বীয় বদ্ধাভিমান মুমুক্ষুতা-ধর্ম্মে কুপ্রকাশ করে এবং তদ্বিপরীত ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ভোগে আবৃত করায়। সেইকালে পরমধর্ম্ম তাঁহার নিকট দুর্জ্ঞেয় হয় বলিয়াই বিজ্ঞানসমন্বিত সম্বন্ধ জ্ঞানের পরিচয়-রহিত নির্ব্বিশিষ্ট বিচার তাঁহার চেতনধর্ম্মকে বিরাম লাভ করায়। তিনি তাপসতত্ত্ব হইতেই মনো-ধর্ম্মী হইয়া নানাপ্রকার কল্পনার জড়তায় আত্মবোধ-রহিত হইয়া পড়েন। আত্মবোধ-রাহিত্যই তাঁহাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম নিগড়দ্বয় উহাদের স্ব-স্ব শক্তিদ্বারা আবরণ করিয়া ফেলে। অবরধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার নিত্য পরমধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য আসিলেই তাহা চতুর্ব্বর্গাভিলাষকেই মুমুক্ষা ও মুমুক্ষু-বুদ্ধিতে স্থাপন করে।

বদ্ধজীবের জ্ঞাতৃত্বাভিমান জ্ঞেয়-সাপেক্ষ ও জ্ঞানাধীন। তজ্জন্যই তিনি মুমুক্ষাকে নৈসর্গিক বৃত্তি বলিয়া স্থির করেন। মুমুক্ষু আত্ম-পরিচয়ে ন্যূনাধিক বিস্মৃত হইলেই বুভুক্ষা আসিয়া তাঁহার স্বধর্ম্মের বিপর্য্যয় করায়।

জড়নির্ব্বিশেষবাদে বিজ্ঞানের অভাবে অনুঘাটিত-রহস্য-জড় নিরন্বয়ের কল্পনাই অস্তি-পুরুষোত্তমকে জড়চিন্তায় স্থাপন করে। তখন তিনি চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তির বৈশিষ্ট্যের অভাব আছে ঐরূপ ভ্রান্তধারণায় কবলিত হ'ন। তত্ত্ববস্তুশীলনের অভাবে প্রতিকূল অনুশীলনে গা ভাসাইয়া জড়স্রোতে স্বীয় জাড্যকেই নিত্যবিশেষভাবের চরম পরিণতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাদৃশ বিশ্বাস-ফল আত্মবিনাশ করে; সুতরাং তিনি তমোগুণের বশীভূত হইয়া মায়াধীন হইয়া পড়েন।

ভগবজ্জ্ঞানই বাস্তববস্তুবিজ্ঞান ও জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞেয় করিয়া শক্তিপরিণামগত জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকে। সেইকালে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ও ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ অচিৎ ও চিচ্ছক্তির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

চিচ্ছক্তির প্রাবল্যে ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধ-গুণত্রয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেই সচ্চিদানন্দময় জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হন। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তিত্রয়, ভগবৎপ্রকাশসমূহ ও তদ্বৈকাত্মতার বিচিত্রতা মুক্ত জ্ঞানের জ্ঞেয়-পদার্থরূপে বাস্তববস্তুবিজ্ঞান সাধনসহকারে সহিত জড়-নির্ব্বিশেষ বা প্রতিষ্ঠিকরণরূপ অধোমুখী বাচালতা জীবের ভক্তি-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারিণী হয়। চিচ্ছক্তিপরিণতিতে যে সচ্চিদানন্দ-শক্তিত্রয়ের বিকাশ আছে, তাহাতে অনিত্য গুণত্রয়ের দ্বারা স্বরূপ আবৃত হয়। অবিদ্যাপ্রভৃতি সেই কালে বিদ্বান্ কৃষ্ণদৈপায়নের রচিত সাত্বত-সংহিতার অনুশীলনে বাধা দেয়।

অনিত্য জগতের উপর অপরে প্রভুত্ব করিয়া মৎসরধর্ম্ম-গণকে বিদায় দেওয়া-রূপ অবস্থা সচ্চিদানন্দ বাস্তববস্তুর শক্তির প্রকাশত্রয়কে বাধা দিতে পারে না। গুণজাত জগতে অভিজ্ঞতার একগুণ অপর গুণত্রয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া অল্পকালের জন্যই বিক্রম প্রকাশ করে। বিক্রমের আদুর অল্পতা-নিবন্ধন অপরগুণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে গেলেই কালক্ষোভ্যধর্ম্মের অবরতা অনুভূত হয়। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তিত্রয়ের পূর্ণতাহেতু প্রকৃতির বিভাগত্রয়ের হেয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা অনর্থ উৎপাদন করায়।

অর্থের ত্রিবিধ প্রকাশ পরস্পর প্রতিযোগী নহে। কিন্তু গুণত্রয় প্রতিযোগিতা-ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকায় যমন, বিনাশ, আঘাত, নিধনন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির তাৎ-কালিকতা উৎপাদন করায়। সচ্চিদানন্দের প্রাকট্যে গুণত্রয়ের অন্তর্ভাব স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব গোপন করে। বাস্তববস্তু-বিজ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণ প্রজ্ঞতা জীবকে মুমুক্ষা ও মুমুক্ষা-ধর্ম্ম হইতে অবসর দেয়। এই জন্যই বৈষ্ণব-পরিষদ্ সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে পরমধর্ম্মবিষয়ের ধারণা অবিমিশ্র মুক্তপুরুষের প্রাপ্য বিষয় হয় না। নতুবা অপসৃতি আসিয়া বাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞানের দ্বার অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় জ্ঞেয়-পদার্থের স্থান অধিকার করে। বাস্তবদেহের স্মরণ-শূন্য অবস্থাই অপসৃতি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা জানিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে, দক্ষিণ কানেরা জেলার অন্তর্গত উডুপীনগরের পণ্ডিত অধ্যাপক বিঠ্ঠলাচার্য্য বৈষ্ণববেদান্তবিদ্যান্ বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় আজ প্রায় চারিমাস হইল স্বধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের আহ্বানে তিনি বাঙ্গালা ১৩৩৪ সালে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া দীর্ঘকাল শ্রীমঠের সারস্বত আসনে অবস্থানপূর্ব্বক 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন' এবং শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যের টীকার সহিত উপনিষদাদি ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অচিন্ত্যভেদাভেদবিচারের শ্রবণ ও প্রভুপাদের নির্দ্দেশে শ্রীমদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থসমূহ-প্রচারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবদর্শনের একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন এবং প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা ও কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। বাঙ্গালা ১৩৩৪ সালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় বিশেষ বিশেষ সভায় তিনি সংস্কৃতভাষায় কএকটি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সেই বৎসর আচার্য্যের অনুসরণে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় যোগদান করিয়া কোলদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দেবভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরমকারুণিক শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তিনি প্রভুপাদের অনুগমনে সমগ্র ভারতের তীর্থসমূহ দর্শন ও তথায় প্রভুপাদের বাণীপ্রচারের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তীর্থপর্য্যটনান্তে তিনি আচার্য্যের যে সুমহৎ-কৃপা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই 'শ্রীমদ্ভক্তী দিগ্বিজয়' নামক একখানি সংস্কৃতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থও মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যের চতুঃশতাব্দতম প্রকটবাসরে কর্ণাটদেশীয় সজ্জন-বৃন্দের পক্ষ হইতে কর্ণাটক ভাষায় 'অভিনন্দনসংকলন' নামক একটি অভিনন্দন রচনা করিয়া আচার্য্যচরণে যে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আচার্য্যের অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীগৌরকৃপাবশে শ্রীধাম-মায়াপুরের পরমবিদ্যাপীঠে কিছুকাল অবস্থানেরও তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি ৪৪৫ গৌরাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩৩৪) শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা হইতে 'বেদান্তবাচস্পতি' নাম প্রাপ্ত হন। তিনি "শ্রীমায়াপুর-বৈভব-প্রশস্তি" নামক একটি প্রাঞ্জল ও সুন্দর কবিতা সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া শ্রীগৌরকৃপাবশে শ্রীধাম-মায়াপুরের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ মাধ্ব-ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিগত কএক বৎসর যাবৎ তিনি উডুপীস্থ অধ্বমারগ্রমঠের বর্ত্তমান বার্ষিক মঠাধীশের অধ্যাপকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। আমরা বিশেষভাবে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি।

'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমান মাসের 'প্রবাসী'তে 'সাহিত্য ও পৌত্তলিকতা' শীর্ষক প্রসঙ্গে একটি ভাল কথা বলিয়াছেন,—

"সত্যের চেয়ে অধম 'পৌত্তলিকতা' ইন্দ্রিয়সুখের, বিলাসের, ধনমানের, প্রতিকৃতির ও পার্থিব শক্তির দাসত্ব।"

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অনেক প্রকার পৌত্তলিকতা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। 'প্রবাসী' সম্পাদকের কথিত পৌত্তলিকতার আংশিক পরিচয়ও তাহাতে বাদ পড়ে নাই,—আমেরিয়-সুখের 'পৌত্তলিকতা' বরাট্ পরাৎপর তত্ত্বকে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-রহিত করাইবার মায়া ও কুতর্ক বিস্তার করে এবং মায়ামুগ্ধজীবের জন্যই ইন্দ্রিয়গুলি নশ্বরত্ব সংরক্ষণ করিয়াছে, এই উল্টাবিচার করাইয়া থাকে। জড়বিলাসী বা জড়ত্যাগী উভয়েই পৌত্তলিক। জড়সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ উভয়ই পৌত্তলিকতা। একটি স্থূল আর একটি সূক্ষ্ম এইমাত্র ভেদ।

কোন একজন লেখক বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে "সঙ্ঘমত ও মানবযোগ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

'এক এক সম্প্রদায়ে দেবতার এক এক নাম, কোন সম্প্রদায়ভুক্তির নাম লইলেই সব সম্প্রদায় উঠে খুব হইয়া। ইহার প্রতীকার কি?'

এই প্রতিকারের এক উপায় প্রবন্ধ-লেখক 'কবির' ও 'দাদূ' প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মত হইতে এবং বাউলগণের বিচার হইতে আবিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন,—

"নাম করিতে গেলেই নামী আসেন। বাউলরা তাই স্বনামের উল্লেখ করিতে গিয়া নাম না লইয়া ব্যবহার করেন সর্ব্বনাম—যথা

"তিনি" বা "তুমি"। ইহা তো সর্ব্বত্রই এক। স্ত্রী যেমন প্রেমবশতঃই স্বামীর নাম না লইয়া শুধু "তুমি" "তিনি" দিয়াই কাজ সারেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভগবৎপ্রেমের গীতগুলিতে ভগবান্‌কে 'তুমি' 'তিনি' দিয়াই সম্বোধন করেন; তাই তাঁহার গানগুলি সকলের সকল সম্প্রদায়েরই ব্যবহারযোগ্য। বাউলগণও এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান। মা আবিলাল রবীন্দ্রনাথ বাউলদের এই পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছেন।

সহজিয়া (?) গ্রন্থে নাম ব্যবহার করিতে চাহেন নাই। "স্বামী", "প্রভু", "তুমি," "তিনি" প্রভৃতি দিয়া চালাইয়াছেন কাজ সারিতে। তাই বাউল বলেন,—

"কৃষ্ণকে বলহ কাজ কি তাঁর নাম লৈলে।" ৩, ৫১

—যাঁহা কৃষ্ণের সে তাঁহার কৃষ্ণের নাম মুখে আসেনা।

কবীর বলেন, আমার মাঝিরও তিনি ও জিহাজেই তিনি, তিনি আর হইতে একেবারে অন্তরে বাহিরে অতিত। নাম লইব কেমন করিয়া? নাম লইলেই মনে হইবে, তিনি বুঝি আমা হইতে ভিন্ন।

"কবীর কুত্ত ভউকৈ তিউ ঘরিআ মাহরু তিউ বাহরু।
উলটা নাম জপহু জগু কেরা আপি বুঝাবৈ সোই।" ১, ৯৮

অর্থাৎ তিনি কুত্ত ভবের মধ্যেই স্থাপিত, বাহিরে তিনিই। তাঁহার নাম লইতে নাই, পাছে ভেদের সংশয় জন্মে। স্বামীর নাম লইলে মনে হইতে পারে যে, তিনি বুঝি আমা হইতে ভিন্ন।"

৩ড় নিরাকারবাদী নির্ব্বিশেষবাদী ও নির্ব্বিশেষগন্ধযুক্ত নামগ্রহণবাদী ব্যক্তিগণ ভগবানের মুখ্য নাম উচ্চারণকে 'সাম্প্রদায়িকতা' মনে করিয়া কখনও প্রকৃতি-সম্বন্ধী গৌণ নাম, যথা:—'আত্মা', 'পরমাত্মা', 'চৈতন্য', 'ব্রহ্ম' 'জগদীশ', 'ঈশ্বর', বিধাতা, 'বিভু', 'ভূমা', 'বিশ্বরূপ', 'ব্যাপক' প্রভৃতি নাম, কখনও বা সর্ব্বনাম অর্থাৎ 'তিনি' বা 'তুমি' ব্যবহার করিতে রুচিবিশিষ্ট। কৃষ্ণ, রাম, গোবিন্দ, মাধব, গোপীনাথ এই সকল মুখ্যনাম নামী ভগবানের পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন; তাহা নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত অখিলচিদ্‌রস-বিগ্রহ চিন্তামণি-স্বরূপ। কিন্তু 'আত্মা', 'পরমাত্মা', 'সৃষ্টিকর্ত্তা', 'ঈশ্বর' প্রভৃতি গৌণনাম কোন না কোন একটি প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া মানব-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। তাহা আংশিক বিশেষণ স্বরূপ। কিন্তু কৃষ্ণ, রাম, মাধব, গোবিন্দ প্রভৃতি মুখ্য নাম স্বয়ং বিশেষ্য স্বরূপ, তাহা যুগপৎ পরাৎপরত্ব লীলা-পুরুষোত্তমত্ব, চিদ্-বিলাসবিগ্রহত্ব ও অখিল-রসামৃতত্বের প্রকাশক। যাঁহারা ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলার কোন সন্ধান পান নাই, তাঁহারাই প্রাকৃতবস্তুর নামের অনিত্যতা দেখিয়া উহার ভিক্ত অভিজ্ঞতা ও উহা হইতে অনুমান-বলে অতিমর্ত্ত্য অবিচিন্ত্যশক্তিমানের নিত্য নামে সন্দিহান হইয়া থাকেন। ভগবান্ তাঁহার নিজের যে নিত্যনাম, যে নিত্যরূপ, যে নিত্যস্বরূপ, যে নিত্যপরিকর, যে নিত্যলীলা প্রকাশ বা অবতরণ করাইয়াছেন, তাহাকে 'সাম্প্রদায়িক' মনে করিয়া মানব-সৃষ্ট ও প্রকৃতির পরিচয়ে পরিচিত গৌণনাম বা নামহীন 'তুমি' বা 'তিনি' শব্দকে সার্ব্বজনীন বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে পরমার্থ-সম্বন্ধে সার্ব্বজনীন অজ্ঞতা ও তাহার সংখ্যাধিক্য অসাম্প্রদায়িকতার পতাকা উড্ডীন করিয়া অল্প-সময়ের মধ্যে উদারমত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। যেখানে সত্য ও জ্ঞান বর্ত্তমান, সেখানেই আমরা নামীর নিজস্ব নামের পরিবর্ত্তে 'তুমি' বা 'তিনি' ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার মীমাংসা একদিন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব করিয়াছেন। একসময় কাশীতে কোন এক ব্রাহ্মণ মায়াবাদিগণের মুখে 'কৃষ্ণ' বা 'কৃষ্ণচৈতন্য' নামের পরিবর্ত্তে 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' প্রভৃতি আংশিক বিশেষণ সূচক গৌণনাম শুনিয়া তাঁহাদের মুখে কৃষ্ণনাম নির্গত না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

• • মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥
অতএব তা'র মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান॥
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপে বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম সব চিদানন্দ॥

(চৈঃ চঃ ম ১৭।১২৯-১৩৪)

নির্ব্বিশেষগন্ধযুক্ত বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের মুখে যদিও বা কখনও 'গোবিন্দ', 'মাধব' প্রভৃতি মুখ্যনামাক্ষর উচ্চারিত দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাঁহারা কৃষ্ণ-নামকে অন্যান্য প্রাকৃতিক বা জাগতিক শব্দবিশেষ বা

অনিত্যজ্ঞান মনে করায় প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণচৈতন্যরূপ-বিগ্রহ শুদ্ধনাম আত্মপ্রকাশ করেন না।

রাধুজী যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, একদিন নীলাচলে শ্রীবল্লভ ভট্টজী সেইরূপই এক যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—

"ঈশ্বর-'প্রকৃতি' 'পতি' করি' মানয়ে তোমারে।
পতিব্রতা হঞা পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণনাম লহ,—কোন্ ধর্ম্ম হয়?"
(চৈঃ চঃ অঃ ৭।৯৯-১০০)

তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—

"তুমি না জানহ 'ধর্ম্মাধর্ম্ম'।
স্বামী-আজ্ঞা পালে,—এই পতিব্রতা-ধর্ম্ম॥
পতির আজ্ঞা,—নিরন্তর তাঁর নাম লইতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে॥
অতএব নাম লয় নামের 'ফল' পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে 'প্রেম' উপজায়॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১০২-১০৪)

দাদুজী, কবীর কিংবা বাউল-সম্প্রদায় ইঁহারা সকলেই নির্ব্বিশেষবাদী, ইঁহারা সকলেই ন্যূনাধিক প্রকৃতির পরমপুরুষ প্রভুর সম্ভোগবাদের অশ্রৌত ধর্ম্মমত কল্পনা করিয়াছেন। যাঁহারা অকপটে বিপ্রলম্ভের সেবক অর্থাৎ যাঁহারা একমাত্র ভগবানেরই প্রীতি যাচ্ঞা করেন, তাঁহারা নামোচ্চারণ-মুখেই প্রেমাস্পদের অনুসন্ধান ও অনুশীলন করিয়া থাকেন। প্রেমভক্ত ব্রজগোপিকাগণ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াই তাঁহাদের কান্তের সেবা করিয়াছেন, 'তিনি' বা 'তুমি' এই সর্ব্বনাম উচ্চারণ করিয়া কাজ সারেন নাই। গোপীশিরোমণির ভাবে বিভাবিত শ্রীচৈতন্যদেব অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিবারই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

'গুরুগোঁসাঁই' প্রভৃতি নামধারী ও অভিনয়কারী ব্যক্তিগণের প্রতি যাঁহারা অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন এবং অতি সরলতার অনুহাত দেখাইয়া ধর্ম্মরাজ্যে বিপথগামী ও বিপন্ন হন, তাঁহাদের কপাল অতিমন্দ। নগ্ন ব্যক্তিকে 'গুরু', গো বা ইন্দ্রিয়ের দাসকে 'গোঁসাঁই', অনাচারী বা কদাচারীকে 'আচার্য্য', চোরকে 'সাধু' জ্ঞান করিলে কিরূপ ঠকিতে হয়, তাহা গত ২২শে এপ্রিল তারিখের ঢুমিল্লার এক সংবাদে প্রমাণিত হইয়াছে। ময়মনসিংহের বহু নমদাস নামক একব্যক্তি কিছুদিন পূর্ব্বে নিজেকে অদ্বৈতবংশের শ্রীঅনাথবন্ধু গোস্বামী এবং ত্রিপুরার মহারাজাধিরাজের গুরু বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কুমিল্লার তথাকথিত বৈষ্ণবসমাজপতি ব্যক্তিগণের মধ্যে অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইতো মধ্যে একটি অনাথা স্ত্রীলোকের অর্থের সন্ধান পাইয়া উক্ত কৃত্রিম গোস্বামিজী মৃতার বাড়ীর বারান্দায় আগুনা ফেলে এবং এক গভীর রাত্রিতে বাজার হলের বাঘের ছাল, লাঠী ও বৈষ্ণবোচিত মশাল কপালে জ্বালাইয়া শিবরেখে স্ত্রী-লোকটিকে গুপ্তধনের স্থান বলিয়া দিবার জন্য ভৈরবাণী জ্ঞাপন করে এবং অর্থের সন্ধান পাইয়া স্ত্রীলোকটির সমস্ত আত্মসাৎ করে। প্রকাশ, শ্রীবল্লভকুমার দাস এম্-এ, এই মিথ্যা পরিচয়ে ও প্রতারক বহু মিথ্যা মুলেফ পরিচয়ে একজন অবসর-প্রাপ্ত পেস্কার উক্ত গোস্বামিজী মাদারীর লীলা-সহচর ছিল। ইহারা নাকি গত ২২ বৎসর যাবৎ ফরিদপুর, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে ঐরূপ বকধার্ম্মিক-বেশে ঐরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইত। ঢাকা ডেমরাও থানার ময়লিবেহীতে অনুরূপ এক প্রবঞ্চনা-মামলায় উক্ত তিনজন আসামীর একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। পেস্কার মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় পার্থিব রাজার আইনের কবল হইতে রেহাই পাইয়াছে। উক্ত বহু মমদাস উপরিউক্ত স্ত্রীলোকটির সাতশত টাকা অপহরণ করায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ও ৪২০ ধারার অভিযুক্ত হইয়াছে। এই সকল দৃষ্টান্তও প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে শিক্ষার বিষয় হইবে না? সে দিন ঢাকা-সহরে কোন এক সুপরিচিত ভাগবত-কথক ও 'গুরুগোঁসাঁই' (?) নামে আত্মপরিচয়-প্রদানকারী ঐ জাতীয় যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও অনেকের শিক্ষা হয় নাই। অথচ এই সকল সত্যকথা প্রচার করিয়া লোককে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অকৃত্রিম বাস্তবসত্যানুসন্ধানে উপদেশ করেন বলিয়া 'গৌড়ীয়'কে অনেক সময় কলঙ্কের ডালি বরণ করিতে হয়। প্রকৃত চোর অনেক সময় এড়াইবার মতলবে প্রকৃত সাধুকেও 'চোর' বলিয়া দেখাইয়া থাকে। ইহাতে আবার কৃতীয় শ্রেণীর দুর্ভাগ্যব্যক্তিগণ জগতে সাধু-গুরু আচার্য্য একে-বারেই নাই মনে করেন। পরন্তু অন্ধবিশ্বাসী ও অন্ধ-অবিশ্বাসী উভয়েই বঞ্চিত।

বর্তমান মাসের 'ভারতবর্ষ'-পত্রে 'শ্রীগৌরাঙ্গ ও লীলাকীর্তন'-প্রবন্ধের লেখক লিখিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের সময়—

"প্রথমতঃ নামকীর্তনই 'কীর্তন' নামে অভিহিত হইত। লীলা-কীর্তন যাহা ছিল, তাহা ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভু নীলাচলে ও নবদ্বীপে আস্বাদন করিতেন।"

তাৎকালিক প্রামাণিকগ্রন্থসমূহ এই সত্যই প্রচার করেন। তাহা হইলে মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া সমস্তপ্রকার অধিকারিব্যক্তিগণের মধ্যে সাম্যের ও বিলাসের জন্য ভজনরাজ্যের শ্রেষ্ঠ অধিকারের উপযোগী লীলাকীর্তনসমূহের অভিনয় করা কি আমাদের অন্যায় নহে? কেবল অন্যায় মাত্র বলিলেই ইহা শেষ হয় না; ইহার দ্বারা পরম মঙ্গলের উপায় ও উপেয়কে আত্মপাতকর অমঙ্গলের বাহন করিয়া ফেলা হয়। শ্রীগৌরসুন্দর সর্বসাধারণকে লইয়া নাম-সঙ্কীর্তনই করিতেন এবং গৃহস্থগণকেও ঘরে বসিয়া করতালির সহিত সেই নাম-কীর্তনেরই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার নবদ্বীপলীলায় তিনি শ্রীবাসের খাওড়ী প্রভৃতি অনধিকারিব্যক্তিগণকে এবং পাষণ্ড-প্রকৃতির বহির্মুখব্যক্তিগণকে তাঁহার কীর্তনস্থলীতে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে দেন নাই। তিনি শ্রীস্বরূপ-রামরায় প্রমুখ বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিতই কৃষ্ণের সুখবর্দ্ধনের জন্য বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত-চিত্তে লীলাকীর্তনরস আস্বাদন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীনাম-মায়াপুর-যোগপীঠ

তারিখ—৩রা মাঘ, ১৩৪২

যঃ কৌমারহরঃ স্বকালনীলয়ৌবনধারকান্।

অংপ্রকাশাংশ্চ তদ্ভক্তাঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

আজ 'তদ্ভক্তাঃ'র কথা আমরা আলোচনা করিব। তদ্ভক্তাঃ—অন্তরঙ্গ-ভক্ত-নামে বিখ্যাত। ঈশভক্তগণ দুই শ্রেণীর। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভু—এঁরা ঈশতত্ত্ব। ঈশভক্তের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণচৈতন্যের ভক্ত এবং কেহ কেহ অদ্বৈত-নিত্যানন্দের ভক্ত। কৃষ্ণচৈতন্যের ভক্ত শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এইরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনা করিয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-

দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

'ঈশভক্ত' বলিতে ঈশাভক্ত ও ঈশভক্তকে বুঝায়। মধুর রতির ভক্ত, যথা—স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ঈশাভক্ত। ঈশাভক্তগণ মুক্ত ও অন্তরঙ্গ। রূপানুগগণই অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁহারা উন্নতোজ্জ্বলরসের অধিকারী। গৌরসুন্দর এই উন্নতোজ্জ্বলরস প্রদান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই 'বিদগ্ধমাধবে' শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।

তিনটি উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ ত্রিবিধ বাঞ্ছাপূরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শচীগর্ভসিন্ধুতে শ্রীগৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যথা—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-

স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-

ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ঈশ-শুদ্ধভক্ত। রূপ-সনাতনাদি ঈশ-অন্তরঙ্গভক্ত। অন্তরঙ্গভক্তই ঈশাভক্ত। ভগবানের শক্তি বিবিধ—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশগণ নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধভেদে বিবিধ। ভগবানের শক্তির বিভিন্নাংশ-বিচারে উন্নতোজ্জ্বলরস কেবল অন্তরঙ্গভক্তেই প্রযোজ্য। অন্তরঙ্গভক্তগণ শ্রীরূপের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্যের সেবক। তাঁহারা মধুর রসে গৌরকৃষ্ণের ভজন করেন। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসের সেবকগণ শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ভক্ত।

অন্তরঙ্গভক্তগণ ভগবানের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশের যোগ্য। শান্ত, দাস্যাদি রসের রসিকগণ বহিঃপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত। তজ্জাতীয় সেবকগণ যথা—দাস্যরসের ভক্তক, চিত্রক ইত্যাদি, সখ্যরসের শ্রীদাম-সুদামাদি, গৌরবদর্শে উদ্ধবাদিও কৃষ্ণলীলার পরমোন্নত রসবিচারে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে গতি-রহিত। তথায় তাঁহাদের প্রবেশ নাই। ইহা তটস্থ-বিচারের কথা। কিন্তু অপ্রাকৃতরাজ্যে প্রত্যেকের রসই সর্ব্বোত্তম ও পূর্ণ। গোলোকের বহিঃপ্রকোষ্ঠে আছাই প্রকার রস; বিশ্রম্ভসখ্যের অন্তরঙ্গ, বাৎসল্যের অন্তরঙ্গ ও মধুররসের অন্তরঙ্গ গোলোকের অন্তঃপ্রকোষ্ঠেই আছে।

ভোক্তৃবিচারে বদ্ধজীবের জানা দরকার যে, সে যখনই ভোক্তা অভিমান করিয়েছে, তখন সে ভগবৎ জগতে আবদ্ধ। অচেতন রাজ্যে মায়ার প্রভু হইতে যাইয়া উহার দাসত্বই তাহাকে বরণ করিতে হয়। চেতন রাজ্যের সহিত অচেতন রাজ্যের যে পার্থক্য, তাহা বিচার না করায় ভোক্তা-অভিমানী বদ্ধজীব প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়ে।

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়া-রাজ্যে পতিত হইয়াছে। পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মেই বন্ধন। জীব কর্ম্মফলে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি জাগতিক হিসাবে লোভনীয় পদ প্রাপ্ত হয়। এই সকলই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের দণ্ড। কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট ব্রহ্মার পদ অতি তুচ্ছ। পতিত জীব প্রথমে বিরিঞ্চি হইয়াছে। মায়ার ভোক্তা বা কর্ত্তা হইতে গিয়া অনেক জীব ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রজা-সৃষ্টির ভার প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা হইতে আথর্ব্বগণ। যথা মুণ্ডকোপনিষদে—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥"

ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদকে 'ত্রয়ী' বলে। ত্রেতার প্রারম্ভে ত্রয়ীর প্রাকট্য। যজুর্ব্বেদ দুই প্রকার—শুক্ল ও কৃষ্ণ। বেদের অনেকগুলি গৃহ্যবিভাগ আছে। যথা—কাত্যায়ন আশ্বলায়ন প্রভৃতি। পুরাকালে বিভিন্ন শাখাবলম্বী ব্রহ্মার পুত্রগণ ঋষিবর্গ বলিয়া পরিচিত ছিল। ত্রেতার প্রারম্ভে শুভকর্ম্মবিভাগের সৃষ্টি হয়।

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবগণ প্রথমে ব্রহ্মা হয়, তৎপরে মানুষ হয়। পুরুষাভিমানী ব্যক্তিমাত্র বংশবৃদ্ধির কামনা করে। তাহারা ব্রহ্মার অনুকরণ করিতে গিয়া বংশবৃদ্ধি ব্যাপারে রত হয়। জীব স্বরূপতঃ আত্মার স্ত্রী বা পুরুষ নহে। স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি দেহের পোষাক মাত্র। শ্বেতোপনিষদ্ বলেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

জীব দেহ নহে, জীব আত্মা। জীব জড় নহে, জীব চেতন। আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়। উহার সহিত কথা বলিতে পারে। আত্মাই আত্মাকে দর্শন করে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদি-ধ্যাসিতব্যঃ"—শ্রুতিঃ। বিবেকরহিত ব্যক্তিগণ অনাত্ম-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। সেবা-বৈমুখ্যের তারতম্যানুসারে তাহাদের মন ও দেহের পরিবর্ত্তন।

জীব যথার্থ সদ্গুরুর আনুগত্যে ভজন-রাজ্যে চরমো-ন্নতি লাভ করিতে পারে। হরি-সেবা-ফলে প্রাকৃত অভিমানরহিত হইলে জীবের গোলোক-প্রাপ্তি হয়। জীব কৃষ্ণের ভেদাংশ হইলেও জাগতিক খণ্ডিত ভেদাংশ নহে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

জীব নিষ্কপট সেবা-ফলে মুক্তগণের, এমন কি, নিত্য-মুক্তকুলের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না। জীবমাত্রই প্রথমে শুদ্ধ-ভক্ত হউন। আর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ আবরাজ্যে উন্নতি লাভ করুন। মন্ত্র ও রামানুজের বিচার—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তোষকারণম্॥

এই সকল কপটিতা ভক্তির কথা অতিক্রম করিয়া শুদ্ধ-ভক্তির কথা আলোচ্য। কামনাতাড়িত ব্যক্তি কৃষ্ণের প্রতি প্রথমে কর্ম্মার্পণ-যোগ শিক্ষা করে।

নয়ং পুষ্পাং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

কর্ম্মকাণ্ডিগণ মুখে বলেন—"এ সকল কৃষ্ণকেই অর্পণ করিলাম।" কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণে অর্পণ করা হয় না। ইহারা মনে করেন, "আমাদের বহুত অর্থ বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তি আছে, আমরা কৃষ্ণের জন্য কতই না করিলাম, আমাদের বৈষ্ণবতা বিধাতা হইয়া গিয়াছে", তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন। এইরূপ বৈষ্ণব-মহাজন কীর্ত্তন করিয়াছেন—

আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়-গামী।
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
'গুরু'-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদ-জল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি।
'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি' উচ্ছিষ্টাশি-দানে
হ'বে অভিমান তার।
তাই নিত্য তব খাকিয়া সর্ব্বথা
না লইব পূজা কা'র॥

নিজকে 'বৈষ্ণব' বুদ্ধি করিয়া লোক নরকগামী হয়। সখীভেকিগণ নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সম্প্রদায় বলিয়া নিজদিগকে জাহির করিলেও সহজিয়া মাত্র। বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীরে অনেক-গুলি ভেকধারী সেই বাবাজী মহারাজের অনুকরণ করিত। তাহারা বাবাজী মহারাজের উপদেশ না শুনিয়া আলস্য-পরায়ণ হইয়া লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিবার ছলনায় হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবারূপ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ-নাম গ্রহণের পূর্ব্বে সাধক-জীবের গুরুবৈষ্ণবসেবৈক-লক্ষ্য হওয়া দরকার।

যাহারা ঠাকুর-সেবার ছলনায় বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করে, তাহাদের ভজন নষ্ট হইয়া যায়। ঠাকুরের প্রসাদের নামে বিষয়ীর প্রদত্ত উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোগ করিলে জিহ্বা ও উদর-দাস্যটা উপস্থিত হয়। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম কোন বিষয়ীর ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শাসন-বাক্য,—

'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

মহাপ্রসাদে ভাল ভাত বুদ্ধি করিতে নাই। মহাপ্রসাদ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন,—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

স্মার্ত্ত ও আধ্যক্ষিকের বিচার কখনই গ্রাহ্য নহে। কিছু মন্ত্র আওড়াইয়া অচিৎ পদার্থকে কপটতা করিয়া পবিত্র বিচার করা, অচেতনকে চেতন কল্পনা করা, কাঠ-পাথরকে পূজা বুদ্ধি করা প্রভৃতি অচিৎএর কথা। খাব-দাব, বাঁচিয়া থাকিব, বাস-বাসের ও নাম-গ্রহণের ছলনা করিব—ইহা ধর্ম্ম-জগতের কথা নহে। ধর্ম্মের গ্লানে তত্ত্বাভি ঢালান উচিত নয়। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন তখনই ভগবান্ অথবা তাঁহার কোন নিজজন উহা দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। শ্রীগীতায় ভগবানের উক্তি—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

ধর্ম্ম-সংস্থাপন এবং উহার গ্লানি-দূরীকরণই অবতারের কার্য্য। গ্লানিটা কখনই ধর্ম্ম নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম রক্ত-মাংসের অনিত্যাপিণ্ড নহেন। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের পদাশ্রয় করিলে জীবের সকল তাপ দূরীভূত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার সেবকগণ নিত্য,—

নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥

আর—

নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
এ ভবে বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

বৈষ্ণব ও প্রসাদকে যিনি 'অন্য' মনে করেন, তাঁহাতে

খণ্ডিত বিচার করেন, তাঁহার বিচার তাঁহাকে প্রাকৃত-সহজিয়াধারায় প্রতিষ্ঠিত করাইবে। শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরাদি Archæological exploits নহে। শ্রীবিগ্রহ, নাম-মন্ত্র ও গুরুবৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধি ও জাতি-সামাজ-বিচার নারকীর কার্য্য।

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

চিন্ময়প্রতীতিযুক্ত ঠাকুর-সেবা ও অচিন্ময়প্রতীতিযুক্ত ঠাকুরসেবার তুলনা এক কথা নহে। যাহারা পয়সার বিনিময়ে ঠাকুর-সেবা ও ভাগবত পাঠ করে, তাহাদের ঠাকুর-সেবা হয় না। ভুক্তকগণের কখনও ঠাকুর-সেবা হয় না। ইতরার্থ ও পরমার্থ এক নহে। সেবা-বহির্ম্মুখ হইয়া জীব অসদুপাস্তির সংসার-দুঃখ ভোগ করে।

সংসারদুঃখমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥ (ভাঃ ১২।৪।৪০)

বহির্ম্মুখ জীব-মাত্রই ইহ জগতে আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ ক্লেশে সর্ব্বক্ষণ জর্জ্জরিত হইতেছে। এত ক্লেশ ভোগ করিয়াও জীব কিছুতেই আত্মমঙ্গলের সন্ধান করিবে না। জন্ম-মরণ-জরাব্যাধিময় এই সংসারে যে কি সুখ, তাহা ভুক্তভোগি-মাত্রই জানেন। কপটতা ও জড়াসক্তির কবল হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবার কথা দূরে থাকুক, বহিরঙ্গ সেবাও হয় না। 'অহং-মম'-ভাবযুক্ত আসুরকারিক ব্যক্তি নামাপরাধী। ভুক্তক্তি না হইলে নারায়ণের অর্চ্চনও হয় না। আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি পতি, আমি পত্নী, আমি স্বাধীন, আমি পরাধীন, আমি অমুকের পুত্র, আমি উচ্চ বর্ণের, অমুক নীচবর্ণের—এই সকল প্রাকৃত উপলব্ধি হইতে অবসর পাওয়া আবশ্যক। সচ্চরিত্র হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অনুসরণ না করিলে কনিষ্ঠাধি-কার পর্য্যন্তও পৌঁছান' যায় না। কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

অর্চ্চনমার্গীয় কনিষ্ঠত্ব—

"শঙ্খ-চক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিধারণাস্থানলক্ষণম্।
তদ্ভক্তেষ্বপি চৈবম্ভূতং বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥"

অর্চ্চনমার্গীয় মধ্যমত্ব—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

অর্চ্চকের পক্ষে তাপাদি পঞ্চ সংস্কার অবশ্য গ্রহণীয়। অসংস্কৃত ব্যক্তি কখনও অর্চ্চনের অধিকারী হইতে পারে না।

অর্চ্চনমার্গীয় মহাভাগবতত্ব—

"তাপাদিপঞ্চসংস্কারী সর্ব্বযাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থ-পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥"

ভাগবতমার্গীয় মহাভাগবতত্ব—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

"পরিবদন্তু জনো যথা তথা বা
মনু মুদয়ো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম॥"

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥"

যাহারা মিথ্যা কথা ও পাপাচরণ বজায় রাখিতে চায়, যাহারা গোপনে পরস্ত্রী সম্ভোগ করে, যাহারা ঠাকুরসেবার ছলনায় বিষয়ীর বিষয়-বিষ্ঠা সংগ্রহ করে, যাহারা সামান্য ethical principle পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারে না, শ্রীচৈতন্যের কৃপা-বায়ু তাহাদের জন্য চিরতরে 'মানা' হইয়া গিয়াছে। যাহারা হরিভজনেচ্ছু, তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ী এবং যোষিতের দর্শন অপেক্ষা বিষ ভক্ষণ করিয়া মরিয়া যাওয়া ভাল।

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত! হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

ভগবানের কৃপা এবং সেবকের নিকপট আর্ত্তি একত্র হইলে জীবের অনায়াসে ভবক্ষয় ও কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি হয়। যাহারা ভাল পোষাকপরিচ্ছদ পরা এবং ভাল ভাল দ্রব্য ভোজন করাকে প্রশ্রয় দেয়, তাহারা গুরু-ত্যাগ হইতে চিরতরে পতিত হয়।

জিহ্বার লালসে যেই ইতিউতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

এই মহাপ্রভুর বাড়ীতে যে-সকল লোক মহাপ্রভুর সেবায় কোনও প্রকার ছলনা করিয়াছে এবং গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা, অবজ্ঞা এবং উদ্বেগ প্রদান করিয়াছে, তাহাদের পতন হইয়াছে। তাহারা নরকে পতিত হইয়াছে। মহাপ্রভু সদ্যঃ সদ্যঃ বৈষ্ণবাপরাধীদিগের শাস্তি বিধান করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধারণ মানুষ নহেন। বৈষ্ণব বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। দুনিয়াদারীর লোকের সঙ্গে ও বিষ্ণুজন বৈষ্ণবের সঙ্গে এক রকম ব্যবহার করিলে চলিবে না। বৈষ্ণব নিয়া খেলা করা উচিত নহে। এঁরা সাংঘাতিক লোক।

হরিসেবকগণ মঠে বাস করেন। অবমতমস্তকে বাসন স্বীকার না করিলে তাঁহাকে শিষ্য বলা যাইবে না। মঠবাসীর আচার বিচার ছাড়িয়া দিলে কণ্ঠভোজী হইয়া পড়িতে হইবে। মঠ-বাস ও মঠসেবা ছাড়িয়া দিলে বহির্ম্মুখ-জীব কুমঠবাসী হয়।

জীব নিকপট হইলে যে-কোন আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করিতে পারেন। হরিভজন বাদ দিলেই জীব গৃহমেধী হয়। হরিভজন-পরায়ণের গৃহ বৈকুণ্ঠ-সদৃশ। তাই বৈষ্ণব-মহাজন কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"যেদিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু, সেবিয়া সদা,
সুখ না সীমা পায়॥"

বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। গুরুসেবা করিতে হইবে এবং কৃষ্ণের অর্চ্চন করিতে হইবে। কিন্তু কোন অবস্থায়ও তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। মঠের সেবা করিতে হইবে। মঠসেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। গৃহকে মঠ করিতে হইবে কিন্তু মঠকে গৃহে পরিণত করিতে হইবে না। সাবধান হইতে হইবে, যেন ভোগ্য-গৃহধর্ম্ম মঠের (?) মধ্যে আরোহণ না করে। পরের নিন্দায় নিজের লাভ নাই।

"অনিন্দক হই' যে-সকল কৃষ্ণ বোলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে'॥"

যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা কদাপি বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান করেন না।

"বৈষ্ণবের নিন্দা কর্ণ না পাড়বে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজে এই মাত্র জানে॥"

যাঁহারা অতি দুস্তর সংসার-সিন্ধুতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহাদের একমুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি নাই। তাঁহারা এমনি ফাঁপরে পড়িয়াছেন যে, শ্বাস ফেলিয়া আর শ্বাস লইতে পারেন না। ভগবানের লীলা-কথারসধারা নিরন্তর কর্ণপুটে পান করা ব্যতীত দুস্তর-সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য পন্থা নাই।

"নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ"

ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইলেই জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

"অহ্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানা-মনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥"

এখন আমাদের Uphill work করিতে হইতেছে। বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে মায়িক রাজ্যে আকর্ষণ করিতেছে। ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইলেই সেই ছিদ্র পাইয়া মায়াদেবী আমাদিগকে হরিসেবা হইতে ছুটি করাইবার যত্ন করিতেছে।

ব্রাহ্মণেতর বিচারের প্রাবল্যে লোক ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়। ক্ষাত্র-নীতি, বৈশ্যনীতি এবং শূদ্রনীতি সকলই ঋষিনীতির অধীন। প্রকৃত ব্রাহ্মণের বিচার গ্রহণীয়।

বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার উপরের অবস্থা। বর্ত্তমানে কলিকাল; তাই সর্ব্বত্র সাধু শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করাই যেন তথাকথিত ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে। লোক শূদ্র থাকিয়াই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ করিবে এবং নীচ ও অনার্য্যিক থাকিয়া উত্তমের আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম ব্যাখ্যা করিবে। যথা—

"পূজাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্।"

যথার্থ সাধু ও ভণ্ড এক নহে। নারদের সাজ নেওয়া আর যথার্থ নারদের অনুসরণ করা এক কথা নহে। পুতনাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাতৃত্বের দেখাইয়া স্তন্য পান করাইতে গিয়াছিল। কৃষ্ণ তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন।

যদিও বৈষ্ণব এবং বিষ্ণু ইহ জগতে অবতীর্ণ হইলে অল্প জনসাধারণের নিকট মানুষের ন্যায় প্রতিভাত হন, তথাপি তাঁহারা কদাপি মানুষ নহেন। বিষ্ণুর অবতার বামন দেবকে dwarf মনে করা উচিত নয়।

যাহারা শুষ্ক যুক্তি ও তর্কের মোহে আছন্ন, তাঁহারা বাস্তব সত্যের সন্ধান পান না। তর্কদ্বারা তার্কিকগণ পরস্পরকে পরাস্ত করিতে পারেন; কিন্তু জড়যুক্তি ও বেদকে পুনঃ পুনঃ পেষণ করিয়াও অধোক্ষজ বস্তুর কোনই সন্ধান পান না। ঘটপট-বিচারপরায়ণ-ব্যক্তিগণ এই জড়-জগতের চিন্তাস্রোতঃ অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহারা জড়াকাশজাত-শব্দের আলোচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করেন। জড়নৈয়ায়িকগণ মৃত্যুর পর শৃগাল হয়।

"আখিক্ষীকিষ্বীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ।"

"শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য"-প্রণেতা গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ খৃষ্টাব্দশতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি মহানৈয়ায়িক ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যের দ্বারা তিনি যথার্থ ভার স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি কুতার্কিক নৈয়ায়িকগণ নানাপ্রকার বাগ্-বৈখরীর দ্বারা বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ হইতে শুষ্ক-হরিভক্তিকে উৎসাদিত করিবার বহু করিয়াছেন। রঘুনন্দন সম্বন্ধে একটি প্রবাদ—"অভাগো গৌড়ীয়দেশে কাশতট্যাং রঘুনন্দনঃ"। 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র লেখক শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর পূর্ব্বজীবনে বৈয়ায়িক নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল শিঙ্গন মিশ্র। তিনি অদ্বৈতবাদের পথ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমবলে মদমত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইষ্টদেবের অনুধ্যান করিয়াছিলেন এই ভাবে—

"চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥"

মহাভারতে এবং পাশ্চাত্যেও কতকগুলি দার্শনিক জন্মিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক সায়ন মাধব ১৬ প্রকার দার্শনিক ধর্ম দেখাইয়াছিলেন। অনেকে কেবল ষড়্দর্শনের কথা মাত্র জানেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যাবতীয় দর্শনের মুণ্ডু মীমাংসা ও সমন্বয় সাধন করিয়া বেদান্ত-দর্শনের চরমকথা "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" মন্ত্রমুখের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। নিজ অন্তরঙ্গভক্ত শ্রীসনাতনের দ্বারা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" করাইয়া "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্যে শ্রুতির চরমকথা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

৩১া বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল—প্রাতে গোবর্দ্ধনাস্থিত শ্রীচটকপর্ব্বত-পরিক্রমণের পর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে কতিপয় ভক্ত পরিপ্রশ্ন করেন,—শ্রীরাম ও শ্রীপরশুরাম উভয়েই যদি অবতার হন, তাহা হইলে একই সময়ে তাঁহাদের প্রপঞ্চে অবস্থান কি প্রকারে সম্ভব? শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের শক্তি হরণ করিয়াছিলেন; এক অবতার অপর অবতারের শক্তি হরণই বা করিলেন কেন? শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলেন—এক দীপ থাকিলে কি অপর দীপ থাকিতে পারে না? আবার দুইটি দীপের একটি অপ্রকাশিত হইলেও অপরটি থাকিতে পারে।

পরশুরাম—শক্ত্যাবেশাবতার—জীবতত্ত্ব। দুর্দান্ত ক্ষত্রিয়-কুলের ধ্বংস-সাধনের জন্য তাঁহাতে বিষ্ণুর শক্তির আবেশ ছিল। তিনি যখন হৈহয় ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকেও ক্ষত্রিয়কুলে আবির্ভূত ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামে প্রবল শক্তি হরণ করিয়া লইলেন।

এই বিষয় শ্রীল প্রভুপাদ বেদান্ত ঘটিকার সময় জনৈক সেবককে এক পত্রমধ্যে লিখিয়াছেন—"Both the spiritual and material worlds have the common item of "Saman Dharma" though their morphological and ontological aspects are quite different. The former is meant for the Absolute and the latter is restricted to temporary non-Absolute purp ses." তাৎপর্য্য—বৈকুণ্ঠ-লোক ও মায়িকলোকের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে, তথাপি বহিঃপ্রজ্ঞা ও অন্তঃপ্রজ্ঞা-দর্শনে তাহাদের বৈচিত্র্য পরস্পর পৃথক্। বৈকুণ্ঠলোকের বৈচিত্র্যে অধোক্ষজের নিত্যসেবা, আর মায়িক জগৎ ক্ষণিক বস্তুত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ।

অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ কাশীশ-তত্ত্ব লর্ড আর্থার ডর্ক্স সুহৃৎকে ও যাহার জন্ কোরেথের নিকট হরিকথা-প্রসঙ্গে প্রথমতঃ "Apotheosis ও Philanthropy" মতবাদ বিনাশ করেন। তৎপরে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। মহাপ্রভুর মনোভিলাষানুসারে কার্য্য করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু নিত্য-নিরন্তর আনন্দ প্রদান করেন মহাপ্রভুকে। নিত্য আনন্দ তাঁহাতে আছে। নিত্যানন্দ প্রভু ভগবৎস্বরূপ—স্বয়ং-রূপ না হইলেও স্বয়ংপ্রকাশ। স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্ব স্বয়ং-রূপকে আনন্দ প্রদান করেন। তিনি কি করিয়া স্বয়ং-রূপকে প্রকাশ করেন?—তাঁহার লীলার সহায়তা করিয়া। অদ্বৈত প্রভুও বিষ্ণুতত্ত্ব। সৃষ্টির উপাদানকারণ অদ্বৈত প্রভু; উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণের মূল স্বয়ং-প্রকাশ নিত্যানন্দ প্রভু। নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর সেবা করেন—

"এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥"

মহাপ্রভুকে নিত্যানন্দ কল্পনা করিলে ভুল হইবে। নিত্যানন্দ প্রভু দণ্ডধারে মহাপ্রভুর সেবা করিয়া মহাপ্রভুর আনন্দ বিধান করেন।

মহাপ্রভুর প্রণামকালে শ্রীরূপ প্রভু বলিয়াছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। মহাবদান্য-লীলায় তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়া মহাপ্রভু মহাবদান্য। অন্যান্য শিক্ষকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাপ্রভু শিক্ষকগণেরও শিক্ষক বলিয়া মহাবদান্য। কৃষ্ণ সেবাতেই সন্তুষ্ট হন,—এই কথাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন। কৃষ্ণের সেবা বাদ দিলে সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা। মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ—"কৃষ্ণে মতিরস্তু"।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ "অহ্যাপৃতার্ত্তকরণাঃ", "সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং", "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং", "যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখাদিহ সংসরন্তি", 'একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তমিদমখিলং জগৎ॥", "যস্যাং বৈ শ্রূয়-মাণায়াং", "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি", "অন্যাভক্ত যতঃ", "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ", "কামাদীনাং কতি ন কতিধা" প্রভৃতি শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যা করেন।

অচিচ্ছক্তি-পরিণত জগৎ ও চিচ্ছক্তির বিলাসাগারের কার্য্যসমূহের সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় এক নহে; ইহ জগতে প্রত্যেকেই সেব্য হইয়া আনন্দ চায়, কিন্তু তাহার ফলে ত্রিতাপ ছুটিয়া যায়, পক্ষান্তরে পরজগতে আশ্রয়-জাতীয়গণ নিরন্তর সেবায় মত্ত, সেবাময়গণের সেবার আনুষঙ্গিকভাবে যে আনন্দ আসে, তাহা ইহজগতে কল্পনারও বিষয় হইতে পারে না; বাহ্যপ্রতীতির ভ্রমময়ত্ব, বাস্তব-দর্শন ও মায়িক-দর্শনে ভেদ, ইহজগতে স্বার্থের সন্ধানে পরস্পরের সহিত কলহ, কিন্তু পরজগতে সেব্য এক এবং তাঁহার আনন্দবিধানই সেবকগণের উদ্দেশ্য বলিয়া তথায় নিত্য-মৈত্রী, বাহ্য-বিচারে যাহা মিত্রতার অভাব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাও শত্রুতা নহে—পরম সেব্যের আনন্দবিধানের জন্য চাতুরী; 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'অনল্‌হক'-বিচারের অসুবিধা, পরজগতের লীলার বৈচিত্র্য; শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ আংশিক পূর্ণতা দান করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণতম পূর্ণতা দিয়াছেন;

শ্রীগৌরসুন্দরের বিরুদ্ধ, মহাপ্রভুর কৃপা মুহূর্তমাত্রে জানাইয়াছেন নিত্যানন্দ প্রভু; নিতাইর কৃপাতেই সংসার-বাসনা তুচ্ছ হয় এবং 'গৌরাঙ্গ' বলিতেই অশ্রু পুলকিত হয়; ঈশ্বরকে মানুষ-জ্ঞান এবং মানুষকে ঈশ্বর করিবার চেষ্টা উভয়ই নারকীয় বিচার; যাহা ভগবান্ নহে তাহাকে ভগবান্-জ্ঞান এবং ভগবত্তত্ত্বকে 'ভগবান্ নহ' বলা—বিবর্ত; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—তিনই এক অন্বয়জ্ঞানতত্ত্ব; অন্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের বিজ্ঞানাভাবেই অদ্বৈত-জ্ঞান আসিয়া পড়ে; জড়-নির্বিশেষ ও জড়-নির্বিশেষ—উভয়ই পরিত্যাজ্য; ভগবান্—চিন্নির্বিশেষ ও চিৎসবিশেষ, শ্রীমন্মহাপ্রভু মনুষ্যজাতিকে পরমমঙ্গলের পথ দেখাইয়া প্রথমেই নাম-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন; শ্রীনাম-ভজনের ফলে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাম তাঁহার রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার সেবার অধিকার দেন।

এই বৈশাখ, ১৮ই এপ্রিল—সন্ধ্যারাত্রিকের পর চটক-কুটীরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ "অতএব মাগোঁ ভাই বুদ্ধিমান্। নিতাইর কৃপাশক্তি করুন সন্ধান॥"—এই 'মহাজন' উপদেশটি বিবৃত করেন।

এত কার্য্য থাকিতেও আমরা কৃপাশক্তির সন্ধান কেন করিব? উত্তর—যেহেতু কৃপাশক্তি নিত্যতত্ত্ব, কৃষ্ণেতর-সেবন নিত্যতত্ত্ব নহেন। আমাদের প্রয়োজন-লাভের অভিধেয় কি, তাহার অনুসন্ধানে নিত্য-তত্ত্ব কৃপাশক্তি পাই।

জগতে যে সকল বিষয় আমরা জানি না, তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হই, কিন্তু পরমপ্রয়োজনীয় যে কৃষ্ণতত্ত্ব, তৎসম্বন্ধে আমরা উদাসীন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় আমরা এই পরম ও চরম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব পাই। নিতাইর পাদপদ্মই আশ্রয় করিতে হইবে, নিতাইর পাদপদ্মই সেবা করিতে হইবে।

"নিতাই-চরণ সত্য　　নিতাই-সেবক নিত্য
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
এ ভবসমুদ্র ছার　　নিতাই যোরে কর পার
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥"

আমার সেব্য কৃষ্ণ নিত্য, আমি নিত্য, আমার সেবা নিত্য। এখানে—এই মায়িক জগতে যাহাদের সেবা করা যায়, তাহারা থাকে না—মরিয়া যায়। যে সেবা করে, সেও মরিয়া যায়। সুতরাং ঐ সেবাও অনিত্য—সাময়িকী মাত্র। কারণ, মৃত্যুর পর আর তাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই। রাজমিস্ত্রী ঘর তৈয়ারী করিতেছে, ঘর তৈয়ারী হইলেই তাহার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। এইরূপ কথা পরজগতে নাই। তথাকার সেবা ক্ষণিকও নহে—শেষ হইবারও নহে।

কৃষ্ণ প্রেমময়, তিনি সকলকেই প্রীতির সহিত আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের সেবা পাইলে আনন্দিত হন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের নিরন্তর সুখৈষণার নামই সেবা। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখৈষণা-ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য্যই নাই। কৃষ্ণের নামের ভজনে ক্রমে রূপের, গুণের, পরিকরগণের ও লীলার সেবা পাওয়া যাইবে। শ্রীনাম-ভজনেই সর্ব্বসিদ্ধি। শ্রীনামের ভজন-ব্যতীত নামীর ভজন হয় না। ইহজগতে নানাপ্রকার শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তাহা অপসারিত করিয়া কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে।

বেতন পাইব বলিয়া বেতন গাছে ফল দিয়া থাকি। কৃষ্ণ-ভজনে ঐপ্রকার বিনিময় নাই। কৃষ্ণের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করি। মায়িক-জগতে কৃষ্ণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা শুনিয়াছি, কৃষ্ণ—নামময়, কৃষ্ণ—রূপময়, কৃষ্ণ—গুণময়, কৃষ্ণ—পরিকরময় ও কৃষ্ণ—লীলাময়, কিন্তু কৃষ্ণনামকে সাধারণ শব্দের সহিত সমান জ্ঞান করিতে হইবে না।

"অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীশালগ্রামের সহিত সামান্য শিলার তুলনা পশুকী শিলাকে পদের শিলার ন্যায় দেখা ভীষণ অপরাধ। শ্রীগুরুদেবের সচ্চিদানন্দ রূপকে অবিশ্বাস করি, যে-হেতু অনিত্য ভূমিকায় রহিয়াছি। ভগবদ্বিগ্রহকে প্রস্তর জ্ঞান আবার প্রস্তরকে ভগবদ্বুদ্ধি—উভয়ই পরিত্যাজ্য।

মহাভাগবতের দেহকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে নরকে যাইতে হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দেহকে চিন্ময় জানিতে পারিলে আমাদের চিন্ময় দেহ হইবে।

"যাহাকারে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁ'র চরণ ভজয়॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অ ৪।১৯৫-১৯৬)

অপ্রাকৃত-বাদ হইতে পারিলে আমাদের মঙ্গল হয়। প্রাকৃত-বাদ হইলে—প্রকৃতির সেবা করিলে অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিস্তার নাই।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ উপরিউক্ত বিষয়-সমূহ ইউরোপীয় ভক্তগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করেন।

৬ই বৈশাখ, ১৯শে এপ্রিল—পূর্ব্বাহ্নে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও রাজসাহীর জমিদার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের সাদর দর্শনে চটক-কুটীরে আসেন। শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ প্রভুপাদকে জানান যে, পাল চৌধুরী মহোদয় তাঁহার পালিতা কন্যার মৃত্যুতে প্রায় সর্ব্বকাল যাবৎ শোকে আচ্ছন্ন। তাহা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাঃ শোকমোহভয়াপহা॥"

(ভাঃ ১।৭।৬-৭)

অধোক্ষজে—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সমূহ-দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের অতীত বস্তু শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে অনর্থ বিনষ্ট হয়। অনর্থের প্রভাবেই শোক, মোহ ও ভয়ের উৎপত্তি। শ্রীবেদব্যাস ঐ সকল অনর্থে আক্রান্ত জনগণের মঙ্গলের জন্যই অনর্থ ত্যাগ পূর্ব্বক পরমার্থ গ্রহণের সুযোগ দিয়া শ্রীমদ্ভাগবত নামক সাত্বত-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পারমহংস্য সংহিতা-শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয়। সেই ভক্তির আভাসেই শোক, মোহ ও ভয় বিদূরিত হইয়া থাকে। মহাবদান্য মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ—"কৃষ্ণে মতিরস্তু"।

কৃষ্ণকে মাপিতে গেলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তিনি আমার প্রাকৃত জ্ঞানের অধীন নহেন যে, তাঁহাকে মাপিয়া লইব। He is unapproachable by our present senses. এই অধোক্ষজ কৃষ্ণেরই সেবা করিতে হইবে। কৃষ্ণকে মাপিতে গেলে বেড়ে পাওয়া যায় না। যশোদা মাতা রজ্জু দিয়া কৃষ্ণকে বাঁধিতে গিয়াছিলেন। সকল প্রকারের রজ্জুতেই ১০ আঙ্গুল কম পড়িল। শ্রীমদ্ভাগবত অধোক্ষজ ভগবানের সেবার কথাই বলিয়াছেন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

বিষ্ণুর কথা শ্রবণ করিতে হইবে, বিষ্ণু কি জিনিষ জানিতে হইবে। শ্রুত বিষয় কীর্ত্তন করিতে হইবে, কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে। নিরন্তর বিষ্ণুর অনুশীলন করিতে হইবে।

ভক্তি ও ভোগ এক জিনিষ নহে। আমরা যখন ভোগের দিকে যাই, তখন শোক, মোহ ও ভয় আসিয়া পড়ে। শোকেও আমরা ভগবানের করুণা দেখিতে পাই। অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হওয়ায় পরিণতি ভগবান্ জানাইয়া দেন। সুতরাং সতর্ক হইয়া ভগবানের ভজন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাহা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ভিতর পড়িতে পারি তাহা ভগবান্ নহেন। ভগবান্ পরম পুরুষ। সেই অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তি কি করিয়া হইবে?—ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ-প্রভাবে ভগবানের বাণী—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার (ভগবানের) মাহাত্ম্যপ্রকাশক যে-সকল শুদ্ধসত্ত্বময়-হর্ষের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে (ভগবানে) যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তির উদয় হইবে।

একরাত্রির কিছুতেই নিদ্রা হইত না। অনেক খাওয়া

নানা চিকিৎসক অনেক প্রকার ঔষধ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। অবশেষে তিনি একজন সাধুর নিকট প্রতিকার চাহিলেন। সাধু বলিলেন—ভাগবত-শ্রবণে সকল প্রকার অনর্থ যাইবে, তখন কোনও প্রকার ব্যাধি থাকিবে না। রাজা মনোযোগ পূর্ব্বক ভাগবত-শ্রবণে ইচ্ছুক হইলেন। ভাগবত শুনিতে বসিয়া তাঁহার রাজ্যের চিন্তিতা চরীভূত হইল; কিন্তু ভাগবতের বিষয় কিছুই অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট না হওয়ায় পাঠের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। পরদিন সাধুর মুখ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই প্রকার শ্রবণে বাস্তব মঙ্গল কিছুই হইবে না। কর্ণ ছিদ্র করিয়া শ্রবণ হয় না। শ্রবণ-প্রভাবে অনর্থাপগমের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়, তখন আর ভাগবত শুনিতে বসিয়া নিদ্রা আসে না। ভগবানের বীর্য্যবতী কথাই তাঁহার শ্রবণ-দ্বারা সেবার বিষয় হয়।

অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ আর্ত্তার্থ ভক্তবৃন্দের নিকট "মহাপ্রসাদে গোবিন্দে" শ্লোকটি ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়া মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন।

এই দিবস (১৯।৪।৩৪) সন্ধ্যার পর বিশেষ মহোৎসবের আয়োজন হয়। পুরীর সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টোকেট শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ মহান্তি, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গৌরহরি মহান্তি, রাজগুরু শ্রীযুক্ত সুধানারায়ণ পাণ্ডা, ব্যারিষ্টোকেট শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক, জগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ পাণ্ডা ও কৃষ্যধিকারী শ্রীযুক্ত হনুমান্ খুঁটিয়া, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট প্রায় দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ "দমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো জনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥"—এই শ্রুতিবচন এবং ভাগবতের "মহাপুরুষাভরণঃ" শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন এবং পরিশেষে ভজন-ক্রম-বর্ণনে "আদৌ শ্রদ্ধা" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত সকলকেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ও শ্রীশ্রীগৌড়ীয়নাথের মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। সজ্জনবর শ্রীযুক্ত উদয়নাথ মহান্তি মহোদয় উৎসবের ব্যবস্থার বহন করিয়াছেন।

৭ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল—শ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীরূপ-সনাতনের গৃহত্যাগ-লীলা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীসনাতনের 'কে আমি' প্রভৃতি পরিপ্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি ব্যাখ্যা করেন। (বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশ্য)।

৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল—বেলা ১টার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, শ্রীগুরুদেব দাসাধিকারী, শ্রীসনকাত দাস ও শ্রীঅদ্বৈত দাস অধিকারী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রচারার্থ গঞ্জাম জেলার প্রধান নগর বরহমপুর যাত্রা করিয়াছেন।

এই দিবস সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পদ্মরাম ভাপুরিয়া, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত লোকনাথ মিশ্র এম-এ, বি-এল, সুপ্রসিদ্ধ মার্চ্চেণ্ট ওয়েরাম গোয়েঙ্কার পুত্র ঈশ্বরপ্রসাদ গোয়েঙ্কা এবং সন্ধ্যার পরে পুরী মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত হরিচরণ মহান্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ 'প্রেয়ঃ' ও 'শ্রেয়ঃ'-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। (উহার মর্ম্ম আগামী বারে প্রকাশ্য)।

১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল—অদ্য সুসজ্জিত বিমানা-রোহণে শ্রীআলালনাথের শ্রীগৌড়ীয়নাথ শ্রীপুরুষোত্তমে শুভবিজয় করিয়া প্রায় সমবয়স্ক শ্রীসদাশিবের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতেও শ্রীগৌর-বিগ্রহ সেই বিমানে আরোহণ করিয়াই শ্রীআলালনাথে বিজয় করিতেছেন।

শ্রীপাদ দেবতীর্থস্বামী ব্রহ্মচারীজী ঐদিবস পুরী হইতে ওয়াল্টেয়ার ও কটক হইয়া যাজপুর-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইবার জন্য যাত্রা করেন।

১২ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল—শ্রীল প্রভুপাদ চটক-কুটীরে কএক মিনিট মাত্র হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট সময় কল্যাণকল্পতরুর ৮১ পৃষ্ঠা "ওরে মন বলি শুন তত্ত্ব-বিবরণ" হইতে ৫০ পৃষ্ঠা "অনুভবি'। মায়াভোগ তোমার পতন !!!" পর্য্যন্ত পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

জিওড়নৃসিংহক্ষেত্রে মহোৎসব

(বিশাখাপত্তন হইতে)

গত ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৬ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে—শ্রীশ্রীগুরুদেবের চতুর্থ-বার্ষিকাবির্ভাবে নিখিলতীর্থী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-বিভূতি ও শ্রীমদ্ পরমহংস ব্রাহ্মণাধিকারী প্রভৃতি কতিপয় মঠসেবক-সমভিব্যাহারে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে জিওড়-নৃসিংহক্ষেত্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সংপ্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠস্থানে উপস্থিত হইয়া সচন্দন-তুলসী ও পদ্মপুষ্পাদি-দ্বারা শ্রীপাদপদ্মযুগল পূজা করেন। তৎপরে বহুবিধ ফল ও মিষ্টান্ন ভোগ নিবেদন করা হয়। প্রচারকবৃন্দ শ্রীগুরু-বন্দনার পর খোল করতালাদি বাদ্য সহকারে পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র এবং 'যশোমতী-নন্দন ব্রজবর নাগর, গোকুল-রঞ্জন কান" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সমবেত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বেলোরের 'হক্ক'-পত্রিকার সম্পাদক ডি আরেনেলু গাক মহোদয় উৎসবের যাবতীয় ব্যবস্থার বহনের সৌভাগ্য বরণ করেন। তাঁহার সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়। শ্রীশ্রীজিওড়-নৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরের আমিন শ্রীযুক্ত কে নরসিংহ রাও পাকলপাল্লি মহোদয়ের সৌজন্য ও সেবা-কার্য্যে সহায়তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশাখাপত্তনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

বিশাখাপত্তন সহরের 'হিন্দু রিডিং রুম'এ শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় গত ১১ই এপ্রিল শুক্রবার 'ভগবৎপ্রেম' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিবরণ স্থানীয় 'স্বরাজ্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ২৪শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বি বেঙ্কটপতি রাজুগারু বি-এ, বি-এল, সি-আই-ই মহোদয়ের আগ্রহে ও উদ্যোগে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ বিশাখাপত্তন টাউনহলে ইষ্টগোষ্ঠিপ্রসঙ্গে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তদ্ধর্ম উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীযুক্ত বেঙ্কটপতিজীর নিকট তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। স্বামীজীও বহু সজ্জনের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তনের সুযোগ পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন—যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ করেন এবং কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া দেন তাঁহারা উভয়েই আমাদের বান্ধব।

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ২০শে এপ্রিল প্রাতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া ঐ দিবসই মধ্যাহ্নে দিল্লী যাত্রা করেন। গোস্বামী প্রভু ২৩শে এপ্রিল দিল্লীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব দুর্য্যাশ্রমী মহারাজের সহিত মিলিত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ Jeweller শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামসুন্দরজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কিছু হরিকথা উপদেশ করেন এবং ২৪শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত পণ্ডিতজীকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। গোস্বামীজী ২৫শে এপ্রিল বৃন্দাবন হইতে মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় পরিদর্শনে গমন করিয়া ২৬শে এপ্রিল স্থানীয় কএকব্যক্তির সহিত হরিকথা আলাপ করেন। অতঃপর ২৭শে এপ্রিল কাশী-শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক ২৮শে এপ্রিল তথা হইতে কলিকাতা যাত্রা করিয়া ২৯শে এপ্রিল শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হন।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৩৭শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে 'শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির'-শীর্ষক প্রবন্ধটি যে ঢাকা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বান্ধব-শাসন'-পত্রের (৫ই বৈশাখ, শনিবার সংখ্যা) স্তম্ভ হইতে চয়ন করা হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ২৮।৩।৩৬ তারিখের সংখ্যা হইতে লণ্ডনে হিন্দুমন্দির সম্বন্ধে যে সংবাদ চয়ন করা হইয়াছে, তাহার সেরূপ সংবাদ উক্ত পত্রিকার কোন সংবাদ-দাতাদ্বারা প্রদত্ত হইয়া থাকিবে। 'গৌড়ীয়ে'র সাংবাদিকগণ এবিষয়ের কোন খবর এখনও প্রাপ্ত হন নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৩০, ৯ই মে, ১৯২৩ | ৩৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আধুনিক সন্দেহবাদী তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কৃপাদৃষ্টি ভারতীয় পুরাণশাস্ত্রের উপর পতিত হইতেছে; সুতরাং অপ্রাকৃত পুরাণ প্রাকৃত নবীনগণের দ্বারা কৃতার্থ হইবেন, অনেকে এরূপ আশা পোষণ করেন। এতদিন ভারতীয় শিক্ষিতাভিমানিগণ পাশ্চাত্য আধাক্ষিকগণের মতবাদ হইতে শুধ গ্রহণ করিয়া পুরাণকে 'ঠাকুরমা' বা 'ঠাকুরদাদা'র কুলির খাঁওয়ানী গল্প বলিয়াই মনে করিতেন এবং আধুনিক সন্দেহবাদের প্রবর্ত্তক কোন কোন মনীষী সেই পাশ্চাত্যমতের ঘৃণা ঘুচিয়াছে ভাগবতাদি পুরাণ-শাস্ত্রকে 'আধুনিক' বলিয়া স্থাপন করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। 'তন্ত্রভাগবত', 'মন্ত্রভাগবত', 'হনুমন্নাট্য', 'রামনাভাস্ত্র', 'লঘুতোষিণী', 'বিদ্বৎকামধেনু', 'তত্ত্বদীপিকা' এবং শ্রীধর-স্বামীর 'ভাবার্থ-দীপিকা' প্রভৃতি বহু প্রাচীন টীকার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও এবং স্বয়ং কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা ও তৎপূর্ব্বে ব্যাসের দ্বারা হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা ইহা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি তর্ক-যুগের অধিনায়কগণ ঐ সকল পুরাণশাস্ত্রের প্রতি লোকের সংশয়-বুদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। অদ্বৈত-মতবাদের আচার্য্যকুলের যখন তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের নাম উল্লেখ করেন নাই প্রথম ব্রহ্মসূত্র, মহাভারতের অন্তর্গত গীতা এবং বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্য লিখিয়াছেন, আবার অন্যদিকে আধুনিক আধাক্ষিকতা-বাদের কোনও কোনও পুরোহিত যখন শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ পুরাণশাস্ত্রে তাঁহাদের মনের মত কথার সমর্থন না পাইয়া তৎপ্রতি লোকের সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছেন এবং

শ্রীমধ্বাচার্য্য বা শ্রীধরস্বামী কিংবা শ্রীচৈতন্যদেবের মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বা পূর্ব্বোক্ত লোকোত্তর মহাপুরুষগণের বাক্য হইতেও আধ্যাত্মিকতাই বড় মনে করিয়াছেন, তখন পুরাণ মুদিখোকান-ঘরের পাঠ্য পুস্তক বলিয়াই আধুনিক সভ্য-সম্প্রদায়ের নিকট বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু সেদিন কোন এক সাহিত্যিক এক সাহিত্য-সভায় বলিয়া ফেলিয়াছেন,—পুরাণে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো নামের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে যে 'দৃষদ্বতী' নদীর নাম আছে—যাহার পৌরাণিক নাম 'হৈরাবতী' বা আধুনিক 'রাবি', সেই নদীর প্রাচীন খাতের নিকট 'হরিযূপীয়া' নগর। আধুনিক কালের আবিষ্কৃত হরপ্পাও ঐ নদীরই তীরে। হরপ্পাই সংস্কৃতে 'হরিযূপীয়া' হইয়াছিল। মহাভারতাদি পুরাণে 'মহেত্থ' নগরের নাম পাওয়া যায়, ইহা 'লারকানা' নগরের দশ মাইল উত্তরে। লারকানা জেলাতেই আধুনিক আবিষ্কৃত 'মহেঞ্জোদাড়ো'। এই মহেত্থদেশে রাজা রহুগণ বাস করিতেন। এই রহুগণ রাজার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।

আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কল্পনা কল্পনা বা গবেষণা যাহাই হউক না কেন, সাম্প্রতপুরাণ-সমূহ চিরদিনই পুরাতন বা সনাতন বেদের অর্থের পরিপূরক বলিয়া পুরাণের 'পুরাণ' নাম হইয়াছে, ইহা শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন। তৎসঙ্গে ইহাও জানাইয়াছেন যে, অবেদ কখনও বেদের পরিপূরক করিতে পারে না।

আধুনিক সাহিত্যিকগণ মনে করিতে পারেন, 'মহেঞ্জোদাড়ো'র প্রাচীনতমকালের (?) ঘটনার উল্লেখ যখন পুরাণে পাওয়া যায়, তখন পুরাণ ঐসকল প্রাচীনতমকালের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী অর্থাৎ ততদূর প্রাচীনতম নহে। কিন্তু যদি আর একদিক্ হইতে নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায়, তাহাতে জানা যায় যে, সমস্ত প্রাচীনতমকালের ইতিহাস পুরাণাদিতে সন্নিবিষ্ট আছে; তাহারই সামান্য নির্দ্দেশ বৈদিক সংহিতাদিগ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পুরাণের আকর গ্রন্থসমূহ যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বৈদিকগ্রন্থের অনেকগুলি কালক্রমে তিরোহিত হইয়াছেন। শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ সংহিতা প্রকাশকালের বহু পূর্ব্বের কথা। সংহিতাকালের পরবর্ত্তীকালে লিখিত পুরাণাদিতে বৈদিককালের পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের আলোচনা করিয়াছে। সূত্রগ্রন্থাদি যেরূপ বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, সেইপ্রকার সূত্রগ্রন্থাদির পক্ষরাত্রাদি সাম্বতশাস্ত্ররূপে আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। ভাগবত, বৈষ্ণব, নৈষ্কর্ম্য, বৈখানস, পাঞ্চরাত্রিক প্রভৃতির বিচার-প্রণালী প্রাগ্-বৈদিকযুগে প্রবল ছিল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর পুঁথির মলাট, কীটদষ্ট পত্র, অক্ষর প্রভৃতির আকৃতি প্রকৃতি লইয়া সাধারণ সাহিত্যিক-মহলে বহুদিন যাবৎ যে গবেষণার নামে নানা-প্রকার অনধিকার-চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে। যে শ্রীচৈতন্য-দেব রায়রামানন্দ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুরূপ আদর্শ কৃষ্ণসেবা-সিন্ধুতে নিমজ্জন করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বা তাঁহার মর্ম্মী ভক্তগণ যথা—শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ প্রভৃতি অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগণ কিন্তু চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির পুঁথির প্রচ্ছদপট লইয়া মারামারি করেন নাই। শ্রীজগন্নাথে অপ্রাকৃত শ্রীশ্যামসুন্দর মুরলীবদন দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে জগন্নাথের মন্দিরের বহির্গাত্রের চিত্রসমূহ দেখিবার রুচি ও আগ্রহ অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগণের নাই। বিদ্যাপতির "তাতল সৈকতে" সঙ্গীতের "নিধুবনে রমণীরমণে গোঙাইনু, তোকো ভজিব কোন বেলা" জীবনের অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া দিয়া যাহাদের সম্ভোগবাদকে প্রশমিত করে, বরং কৃষ্ণের অনুকরণ করিবার স্পৃহা জাগাইয়া অধিকতর সম্ভোগবাদের কৌশলই শিক্ষা দেয়, তাহাদের 'বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাসে'র প্রচ্ছদপট লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে ব্যক্তিগত বা সমাজের কি মঙ্গল হইবে? বরং ঐ সকল তাহাদের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়াই প্রমাণিত হয়। যাহা হউক, সাংবাদিকগণ জানাইয়াছেন যে, নেপালরাজের পুস্তকাগারে বিদ্যাপতির সঙ্গীত-সম্বলিত একটি প্রকাণ্ড তালপাতার পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুঁথিখানি মৈথিলী অক্ষরে লিখিত, তবে উহার মলাট না থাকায়, পুঁথিখানিকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা বিদ্যাপতির সমসাময়িক অথবা বিদ্যাপতির তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই লিখিত। নেপালরাজের পুস্তক-তালিকায় এই

পৃথিবীকেই 'বিত্তাপতি-হিতম্' নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার বাহিক নম্বর ৭৫৮।

অন্ধ ব্যক্তিগণের জন্য লণ্ডন-সহরে ২২,২৫০ পাউণ্ড মূল্যের একটি পুস্তকাগার উন্মুক্ত হইবার সংবাদ রয়টারের লণ্ডনের সংবাদ-দাতা প্রদান করিয়াছেন। এই পুস্তকাগার ৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই পুস্তকাগারের সহিত দেশীয় ও বিদেশীয় অন্ধব্যক্তিগণের সম্বন্ধ আছে। এই পুস্তকাগারে ১, ৮৬০০০ পুস্তক অন্ধগণের উপযোগী করিয়া লিখিত ও রক্ষিত আছে। কএকজন স্ত্রী অন্ধ এই গ্রন্থাগারের প্রথম সূত্রপাত করেন।

বাহ্যচক্ষুহীন বা দৃষ্টিসম্পন্ন যিনি যাহাই থাকুন না কেন, শুনা যায়, পাশ্চাত্যদেশের প্রায় সকলেরই নাকি দুইটি বিশেষ চক্ষু উন্মীলিত আছে। একটি রাজনৈতিক চক্ষু আর একটি অর্থনৈতিক চক্ষু। শুনা যায়, হের্ হিট্‌লার যুদ্ধের পর তিনমাস কাল অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চক্ষু তখনও বেদীপাদমূলে ছিল এবং এখনও আছে। আবার ভারতবর্ষে উমাপতি-শিবের তিন চক্ষুর কথা শুনিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ দুইটি আধ্যক্ষিক চক্ষু ছাড়াও আর একটি দিব্য চক্ষু তাঁহার আছে। লীলাতত্ত্ব বিষয়ক জাগতিকরূপ-বর্ণনের উপযোগী চক্ষু দুইটিকে অন্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী রহিয়াছে। খ্রীগুরুদেবকে অজ্ঞানতিমিরান্ধ লোকের দিব্যদৃষ্টিদাতা বলিয়া নিত্য প্রণাম করা হয়। আমাদের পরম-গুরুদেব অজ্ঞানান্ধ-জীবকুলের দিব্যদৃষ্টি উৎপাদনের জন্য এক লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। কল্পবৈরাগিসম্প্রদায়ের বিচার—পরিদৃশ্যমান চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিলেই আমাদের রূপদর্শন-স্পৃহা বন্ধ হয় এবং রূপদর্শনলালসা বন্ধ হইলেই কামস্পৃহা রুদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী সেরূপ কৃত্রিমতার অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছে। অন্ধগণও প্রাকৃতরসদ্যোতক শব্দকে তাহাদের উপযোগী প্রতীকে পরিণত করিয়া তাহাদের প্রথমতর স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সম্ভোগের অভিজ্ঞান লাভ এবং উহার কৃষ্টি সাধন করিতে পারে। অতএব কেবল বাহেন্দ্রিয়ের কৃত্রিম নিগ্রহদ্বারা মন শান্ত হয় না। গ্রন্থপাঠ-স্পৃহাও বিলাসের উৎকণ্ঠা বিশেষ। নির্দ্দোষ আমোদের নামে ঐরূপ বিলাস বা সম্ভোগ মানবজাতিকে অজ্ঞাতসারে অধিকতর ভগবদ্বিমুখ করিয়া দেয়। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে", কিন্তু সাধুসঙ্গে সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা ঐরূপ বিলাস নহে, তাহা ভগবদ্বদেসা ও আত্মমঙ্গলের হেতু। যদি জগতের অজ্ঞানান্ধসম্প্রদায় তাঁহাদের পরিদৃশ্যমান চক্ষু থাকুক আর নাই থাকুক, প্রকৃত ভক্তভাগবত-সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবতানুগ গ্রন্থ শ্রবণ কীর্ত্তন করেন, তবেই তাঁহাদের মঙ্গল। প্রকৃত ভাগবতের মুখে ভাগবতীকথা শ্রবণ না করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িতে যাওয়াও একটা বিপজ্জনক ব্যাপার। তাহাতে আবার অতিজ্ঞানান্ধ হইয়া পড়িতে হয় এবং সে জাতীয় অন্ধসম্প্রদায় অধিকাংশস্থলেই চিকিৎস্য হইয়া পড়ে। মায়েদৃশ ব্যক্তির বাহ্য চক্ষু থাকা না থাকা উভয়ই সমান। কিন্তু যেমুহূর্ত্তে হইতে বাহ্যচক্ষু থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি নিজস্বরূপ ও পরস্বরূপ দর্শন করিয়া প্রকৃত সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন, তখন অসম্পূর্ণ খণ্ডজ্ঞানার্জ্জনের পিপাসা-রূপ বিলাস তাঁহাকে বড়িশে আবদ্ধ করিতে পারে না।

আধুনিক সমাজ-পুরোহিতগণের অভিমত এই যে, ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ (Socialism) দিন দিনই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই সাম্যবাদের প্রসারকে এক শ্রেণীর লোক খুবই আশঙ্কার চক্ষে দেখিতেছেন, আর এক শ্রেণীর লোক যাহাতে ভারতে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়, তজ্জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। পারমার্থিকগণের এই 'যেতে তন্ত্রান্তর-বিচারে'র কোনটির সহিতই সংস্রব নাই। কিন্তু উহার নিরপেক্ষ পরিদর্শকরূপে তাঁহারা পারমার্থিকজগতের শিক্ষা অনুধাবন করিতে পারেন। সাম্যবাদের মূলনীতিটি এই যে, সম্পত্তিতে বা ধন-দৌলতে কোন ব্যক্তিগত অধিকার থাকা উচিত নহে। দেশের সকল সম্পত্তিতেই জনসাধারণের সমান অধিকার থাকিবে। তাঁহারা বলেন,—সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার আছে বলিয়াই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার মোচন হয় না। ইহাকে অপরভাষায় 'সর্ব্বস্ববাদ' বা 'সাধারণস্ববাদ' বলা যায়। 'ক্যাপিটালিজম্' সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করে, সাম্যবাদ তাহার

বিরোধী। সাম্যবাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া শ্রেণীবোধ বা Class consciousness জাগ্রত করা।

এই সাম্যবাদ পাশ্চাত্যদেশে বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণের সময়ও এই সাম্যবাদের একপ্রকার রূপ প্রচারিত ছিল। বর্ত্তমান সাম্যবাদের গুরু কার্ল মার্কস্। ইংরেজী ১৯১৭ সালে রাশিয়ার মহাবিপ্লবের সময় হইতেই ইহা একটি বিশিষ্টরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। আধুনিক কালের অনেক মনীষীর মত এই যে,—উক্ত সাম্যবাদের প্রভাব ইউরোপে এখন নষ্টপ্রায় হইয়া পড়িতেছে এবং প্রাচ্যের চীন, পারস্য, আফ্‌গানিস্থান, জাপান, প্রভৃতি স্থানে ইহা প্রথমতঃ অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিলেও বর্ত্তমানে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার প্রভাব অধিকতর বিস্তারিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। যাহা হউক, ঐ সকল বিষয়ের ইতিবৃত্ত পার্থিব-সামাজিকগণ যে ভাবেই বিচার করুন, পারমার্থিকগণ কিন্তু পার্থিব সাম্যবাদ বা সাম্যসর্ব্বস্ববাদ এবং ধনকর্ম্মস্ববাদ কোনটিকেই সমাজের প্রকৃত মঙ্গলকর বলিয়া বিচার করিতে পারেন না। কেন না, একদিকে যেমন 'ক্যাপিটালিজম্' মূলমানবিক শ্রীপতি নারায়ণের ধনকে আত্মভোগের একচেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া আত্মসাৎ করিতে চাহে, অপরদিকে সাম্যসর্ব্বস্ববাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের নীতিও ভগবৎসেবার বা কৃষ্ণবলরাম-প্রচারের যাবতীয় উপকরণকে সমষ্টি-মানবের ভোগের উপকরণ বিচার করিয়া সমাজের আপাত উপকর্ত্তার সজ্ঞায়—সমাজ-দীনকে চাবী বিনাশের বড়িশ ভোজন করাইয়া থাকে ও প্রকৃত নাস্তিকতার শ্রীবৃদ্ধি (?) সাধন করে। ক্যাপিটালিজম্ ও কমিউনিজম্ এই উভয়ের মধ্যে কেবল ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভোগবাদের পার্থক্যমাত্র বিদ্যমান; বস্তুতঃ কোন মতবাদই পরাট্ পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়তোষণের একমাত্র তাৎপর্য্যপরত্ব স্বীকার করে না, বরং অনেক সময় ক্যাপিটালিজম্ ব্যষ্টিগত ভোগের মধ্যে যে অসুবিধা আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে; কিন্তু কমিউনিজমে তথাকথিত সাম্যবাদিতার বাতময় থাকায় তাহা এক অদ্বিতীয়ের অসমোর্দ্ধত্ব স্বীকার করে না। ফল, পরীক্ষিতাদির অসাধ্য ক্যাপিটালিজম্ যেরূপভাবে ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ও ভাগবতগণের সেবায় বিমুখ করাইতেছিল, তাহাতে তাঁহাদের প্রকাশের ও সমগ্র মানব বা প্রাণিসমাজের মূল অভাব ও দুঃখ মোচন করিয়াছিল। এক স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম-মহীরুহের পাদসেবার সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া সমগ্র সমাজ দুঃখ ও ক্লেশের হস্ত হইতে প্রকৃতভাবে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন এবং সর্ব্বোপরি বিশ্বে এক প্রেম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু তথাকথিত সাম্যবাদ ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে শত্রুতা ও বিদ্রোহ আচরণ করিতে গিয়া অনেক সময় তাহা যে বিষেষবহ্নির উদ্ভব করাইবে, তাহার ভোগ সমস্ত সমাজকেই ভুগিতে হইবে এবং বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময় তাহাই দেখা যাইতেছে। অবশ্য আজকাল Socialism ও Capitalismএর সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যিক আপোষ বা রফা করা হইতেছে কিন্তু উভয়মতবাদেরই অন্তঃপুরটি ভোগবাদের বারুদে পরিপূর্ণ।

সমাজতন্ত্রবাদেরই একজন মনুষ্যাভিব্যক্তি বলিয়াছেন, "The irrational names of husband and wife, parent and child will be heard no more" অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবাদের নৈতিক জগতে স্বামী-স্ত্রী, জনক জননী ও সন্তান এই সকল যুক্তিবিরুদ্ধ নামগুলি আর শুনা যাইবে না। সমন্বয়বাদের এই জাতীয় যুক্তি 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রভৃতির বিকৃত তাৎপর্য্য-বিধায়ক সর্ব্ব-একাকারকারী কেবলাদ্বৈতবাদ বা শাঙ্করই আধুনিক বিকৃত সংস্করণ তথাকথিত সমন্বয়সমন্বয়বাদের যুক্তিরই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কি? চিজ্জড়সমন্বয়বাদ প্রভৃতি সর্ব্ব-সমন্বয়বাদ বা সমাজতন্ত্রবাদেরই কি অজাতিনামযুক্ত অবৈধ সন্তান? কবি গৌড়পূর্ণানন্দ কেবলাদ্বৈতবাদের ভাবকে বলিয়াছেন,—

সকলমিদমহঞ্চ ব্রহ্মভূতং যদিস্যা-
দহহ খলু তদা তাদাত্ম্যসম্বন্ধভাজৌ।
তব ধন-সুত-দারা মামকীনাস্তদাস্যু-
র্মম চ তব তবেয়ুর্নাধরোত্তরি ভেদঃ॥

(তত্ত্বমুক্তাবলী ৮৫)

—যদি এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত এবং আমি 'ব্রহ্ম' হইলাম, তখন তোমাতে আর আমাতে সম্পূর্ণ ঐক্য হইল; সুতরাং এখন তোমার ধন, তোমার পুত্র, তোমার স্ত্রী, আমার

হউক এবং আমার ধন, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী তোমার হউক; যেহেতু আমাদের উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

যাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বাদের প্রতিবাদকারী, তাঁহারা তথাকথিত সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদে সমাজ-ধ্বংসকর কি গুপ্ত বিষ ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা নিহিত রহিয়াছে, তাহা এখনও বুঝিতে পারেন নাই। রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক মহাবিপ্লবের পর যেরূপ বর্ত্তমান কম্যুনিজমের বহুল প্রচার হইয়া তাহা একটি আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে, তদ্রূপ চিচ্ছড়সমন্বয়বাদও অসংখ্য মনোধর্ম্মের নানাপ্রকার মতবাদ, মতভেদ ও খোঁড়ামীর বিপ্লবের পর আন্তর্জ্জাতিক মীমাংসার মরীচিকা প্রদর্শন করিয়াছে। ধর্ম্মের খোঁজাখিল দেওয়া মীমাংসাকারীর লজ্জায় মনোধর্ম্মের রঙ্গক্ষেত্রে আগত এই আন্তর্জ্জাতিক সমন্বয়বাদী বা সমন্বয়বাদিসঙ্ঘ সমাজে কিরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার বীজাণু ওলওলাবে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে, তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া সমাজ তাহার অস্তিমশয্যায় ও কণ্ঠরোধকালে হয়ত বুঝিতে পারিবেন; কিন্তু সে সময় সমাজ-দেহে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন জীবনীশক্তিই থাকিবে না। সমন্বয়বাদীর গলাবাজির প্রচ্ছন্ন বলিয়া তাহা অসাম্প্রদায়িক গণসম্প্রদায় বা অসৎসম্প্রদায় মাত্র। ক্যাপিটালিজম্ বাড়িলে ব্যক্তিগত বিড়ালের বিবাহ, পুতুলের বিবাহ প্রভৃতির প্রসার হইবে, আর কম্যুনিজম্ বাড়িলে গণদেবতার বজ্রমুষ্টে সমাজের প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইবে। কেবলমাত্র শ্রীনৃসিংহদেবের সেবক প্রহ্লাদের আদর্শ অনুসরনে ঐ উভয়বাদের সুমীমাংসা হইতে পারে।

প্রকাশ যে, গত ২৮শে এপ্রেল এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ যুবক কালীঘাটের মহামায়ার মন্দির-প্রাঙ্গণ-সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে বসিয়া একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে মিনেকে বলি দিতে উদ্যত হইয়া নিজেই নিজের গলায় একটি ছুরী বসাইয়া দেন। বোধ হয়, ব্রাহ্মণ যুবকটি হিন্দুস্থানী বলিয়া জগজ্জননীর নিকট অপর প্রাণী হিংসা করিবার পরিবর্ত্তে নিজের প্রতিই হিংসা করিয়াছেন। এইরূপ আত্মহত্যা খুবই অবৈধ ও ক্লেশকর বলিয়া সকলেই বিচার করেন। কিন্তু যাঁহারা অধোক্ষজ বিষ্ণুর নিত্য-সেবাকেই স্বরূপের ধর্ম্ম বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারা বলেন, ত্রিতাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার কিংবা নির্ব্বাণলাভের যে সকল চেষ্টা দেখা যায়, তাহাও আত্মহত্যারই প্রকার-বিশেষ। রোগ ও রোগী উভয়কেই চিরশান্তির আকাশ-কুসুম দেখাইতে গিয়া আত্মহত্যার প্রণালী গ্রহণ করা হয়। 'প্রতিমাপূজা', 'ঈশ্বরদাসুজ্য', 'নির্ব্বাণ', 'লয়' প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা বৈধি আত্মহত্যা হইতেও অধিকতর ভয়ঙ্কর।

'যত মোর নব নব'। ভগবদ্ভক্ত নবনবানের সেবার্থ বিষয় স্বীকার করেন বলিয়া তিনিই কেবল অজ্ঞ বিষয়ীর চক্ষে বিষয়ী প্রতীয়মান হন, অথচ ভক্তের বিচারে কিন্তু ভগবৎসেবার উপকরণ বা ভক্তি-পরিত্যাগকে 'পরমার্থ' বলিয়া গৃহীত হয় না; কিন্তু যাঁহাদের বিচারে ব্যক্তিত্যাগই পরমার্থ, যাঁহারা 'মর্ত্যমনর্থং ভাবয় নিত্যম্' প্রভৃতি মন্ত্রের উপাসক ও অনুগামী, তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ও আচরণে পার্থক্য দৃষ্ট হইলে তাহা সমালোচনার বিষয় হয় না! যাহা হউক, সেরূপ সমালোচনা আমাদেরও উদ্দেশ্য নহে। সম্প্রদায়-গুরু আচার্য্যের সম্মান চিরকালই ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সাত্বত আচার্য্যগণ সন্ন্যাসীর আদর্শ প্রদর্শন করিলেও তাঁহারা যখন লোকাচার্য্যের কার্য্য করিতেন, তখন আচার্য্যাভিমানে হরিসেবার বহু বৈভব প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার সময় বহু-গ্রন্থ, শিষ্য ও পারিষদ্‌বর্গ, যান, বাহন ও নানাবিধ ঐশ্বর্য্যের সরঞ্জাম লইয়া বহির্গত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা ভক্তির প্রচারক বলিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তে কন্থাত্যাগের কোন কথা নাই। শুনা যাইতেছে, মধ্য দেশের মায়াবাদানুগ শঙ্করাচার্য্য মহাশয় রৌপ্যনির্ম্মিত শিবিকা, ৫টি হাতী, দুইটি উট, ২০টি ঘোড়া, ১২টি গাড়ী, ৬০টি ষাঁড়, ৩০টি গরুর গাড়ী, ১৫০ জন ভৃত্য এবং স্বর্ণনির্ম্মিত ও মণিমুক্তা-খচিত একটি 'কিরেতাম্' লইয়া আসাম দেশের বিভিন্ন জেলায় যাইতেছেন।

মেদিনীপুর জেলার একখানি অর্ব্বাচীন পত্রিকায় 'বৈষ্ণবাচার' সম্বন্ধে কএকটি অদ্ভুত মত প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ সেই স্বকপোলকল্পিত মত মহাজন ও

ভাগবতাপরাধের আশঙ্কা করিয়া প্রচারিত হইয়াছে! তাঁহাদের মত এই যে,—"গৃহস্থগণ (?) স্বীয় আশ্রমে (?) ঠাকুর পূজা ও প্রচারার্থ খুব 'আড়ম্বর' করিতে পারেন, কিন্তু নিষ্কিঞ্চন সংসারত্যাগী বৈষ্ণবাচার্য্য কোনপ্রকারে, এমন কি কৃষ্ণসেবার্থ মঠমন্দিরাদি ও ধর্ম্মপ্রচারাদির জন্য অর্থভিক্ষা বা কাহারও সঙ্গ করিতে পারিবেন না। আর গৃহস্থগণ বৈষ্ণ-স্ত্রী হইলেই তাহার সহিত যেরূপ 'ব্যবহার' (?) করিতে পারেন!"

ভাগবতধর্ম্ম গৃহস্থগণের (?) জন্য এতটা সুবিধা-জনক বৈষ্ণবাচারের (?) অনুমোদন করিয়া থাকিলে—এমন সুখের গৃহস্থালী ছাড়িয়া কেইবা ত্যাগী হইতে ইচ্ছা করিবেন? গৃহী ও ত্যাগী উভয়েরই কলনাতকালে তুল্য কদর্থ হইবে, কেবলমাত্র ত্যাগিসম্প্রদায় যাতায়াতী ও উদর পালিয়া যাইবার কঠোরতা সহ্য করিবার জন্য নিজের রুচি অনুযায়ী ঐ দুইটির পন্থা বাছিয়া লইয়াছেন, এই মাত্র প্রভেদ গৃহস্থগণের (?) জন্য ভাগবতধর্ম্ম এত 'সজা' আর সন্ন্যাসিগণের জন্য এত 'সাজা'র পাতি দিয়া থাকিলে কঠোরতার পথ কেহই লইবেন না। সুতরাং সকলের অনুযায়ী সংসার-বৃদ্ধিকারী সম্প্রদায়ই পৌরুষেয়-পরম্পরায় ভাগবতধর্ম্ম-পরিচালকের একচ্ছত্র পদে আসীন থাকিতে পারিবেন! আর ত্যাগি-সম্প্রদায় যখন মঠমন্দির করিতে পারিবেন না, ভিক্ষা করিতে পারিবেন না, তখন পুত্র-পৌত্রাদি-পরিবর্দ্ধনের দ্বারই 'মঠ' ও তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের শুভসম্প্রদই 'ভিক্ষা' শব্দে পরিগণিত হইবে!

শ্রীল বাসুদেব পুরীপাদের ন্যায় আদর্শ ও নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী ও ত্যাগীর লীলাভিনয়কারী মহাপুরুষ কয় জন হইয়াছেন ও আছেন জানি না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, তিনি 'মঠ' ও 'মন্দির' করিয়াছিলেন, মথুরার বহু বহু ধনীর দ্বারা শ্রীগোপালের সেবার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার 'বৈরাগী' 'গৌড়ীয়া' শিষ্যদ্বয়কেই সেই 'রাজসেবা' প্রদান করিয়াছিলেন, কোন গৃহস্থব্যক্তির হস্তে তাহা সমর্পণ করেন নাই। ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের লীলা প্রকাশ করিলেও নিজ ধনী শিষ্যকে বলিয়া শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার ও মঠ মন্দিরাদি করাইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদের বিষয়ীর সঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ হইয়াছিল কি? শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্যগণের যে সকল মঠ-মন্দির, শ্রীবিগ্রহসেবা সমগ্র ভারতের দক্ষিণ দেশে, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাদের কয়টি গৃহস্থগণের (?) প্রচারের ফলস্বরূপ? আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই একাকী আটটি মঠ ও রাজসেবা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কি সন্ন্যাসী ছিলেন না? তিনি কি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন নাই? গৃহস্থের ঠাকুরসেবা ও অধিকাংশ-স্থলেই তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য ও ধনিগৃহস্থের বিষয়পাঠ নিবারণের জন্য। তাহা সর্ব্বত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিতেই পরিণত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীজীব-প্রভৃতি আচার্য্যগোস্বামিগণ যে সেবা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হরিকথা বা হরিভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং সকল মানবজাতির মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি গৃহস্থ অভিমানে 'গৃহব্রত' এবং নানা অনর্থে পীড়িত, তাহাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহকেই ঠাকুর-সেবা ও হরিকথা-প্রচার বলিয়া চালাইবার চেষ্টা ভাগবত-ধর্ম্মানুমোদিত ধর্ম্ম ত' নহেই—উহা কলির বিড়ম্বনা। তাঁহারা কি প্রচার করিবেন? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্য্যের প্রচার-মাত্র করিতে পারেন। তাঁহাদের তথাকথিত বৈষ্ণবাচার ও প্রচার দেখিয়া অনর্থযুক্তব্যক্তি-গণ অধিকতর গৃহব্রতধর্ম্মেই আসক্ত হইয়া পড়িতে পারে। আর, কপটতার নানাবিধ কলুষিত অথচ অন্তরে নিষ্কিঞ্চন আচার্য্যগণের প্রতি অপরাধ গোপন করিয়া গৃহব্রতধর্ম্ম চালাইবার নিপুণতাকে 'বৈষ্ণবাচার' বলিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত গৃহস্থের পক্ষে পরিমিত বৈধস্ত্রীসঙ্গ অনুমোদন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্ত্রী-আসক্তি বা স্ত্রীভক্তিকে ভগবদ্ভক্তি বলেন নাই। কামবিমূঢ়ে প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে নিয়মিত করিয়া ক্রমে কোনও দিন হরিভজনে প্রণোদিত করিবার জন্য বৈধ ও পরিমিত স্ত্রীসঙ্গের ব্যবস্থা। সেই জাতীয় অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ আচার্য্য বা গুরু নহেন, তাঁহারা কোনও কোন ক্ষেত্রে অনর্থযুক্ত সাধক-পর্য্যন্ত বলিয়া দাবী করিতে পারেন। শ্রীশ্রীব্যাস, শ্রীশিবানন্দ সেন বা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অন্যান্য মহাভাগবত গৃহস্থভক্তগণের স্ত্রীসঙ্গাভিনয় ঐ জাতীয় নহে। তদ্দ্বারা কৃষ্ণের তোষণ হয়—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়। কাজেই

শ্রীবাস, শ্রীশিবানন্দ, শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদ মহাজনগণের অনুকরণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি মুখ ভেঙ্চাইবার জন্য কাম-ক্রোধাদির দাস অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ যদি আপনাদিগকে সেই জাতীয় গুরু আচার্য্য মনে করেন, তবে সেই অপরাধের আর সীমা নাই। শ্রীরায় রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীনিবাস আচার্য্য বা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গুরু (?) ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া গুরুব্রত হইব,—ইহা প্রকৃত ভক্তিবিনোদ-ভৃত্যের বিচার নহে, অভক্তিবিনোদের অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি রিপুর বিনোদনকারীর ভৃত্য-সম্প্রদায়েরই এইরূপ বিচার। শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহস্থাভিনয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন-বেষ-গ্রহণের যে আদর্শ দেখাইয়াছিলেন বা যড়্-গোস্বামী যে আচরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণময়ী সেবা করিতে কিন্তু আমরা কেহই প্রস্তুত নহি; কেন না, তাহা হইলে ভোগে বাধা পড়ে। গৃহস্থ থাকিবার নামে শ্রীবিগ্রহ-পূজার আড়ম্বরের দ্বারা আত্ম-ভোগ ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মানুমোদিত ধর্ম্ম নহে, তাহা পঞ্চোপাসক ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তেরই ভৃত্যগিরি, উহাতে গৃহব্রতধর্ম্মের প্রতি অতিনিবেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে 'গৌড়ীয়ে' অনেক আলোচনা হইয়াছে ও ভবিষ্যতে আরও আলোচনা হইবে বলিয়া আমরা আজ এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। ভাগবতধর্ম্ম তাৎপর্য্যে জানাইয়াছেন,—গৃহব্রত-সম্প্রদায় নিষ্কিঞ্চনগণের সেবার জন্য নহে বা ঘোষিৎসঙ্গক বংশ-পরম্পরায় আচার্য্যত্বও চলিতে পারে না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহা কিরূপ তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব। গুরু গোস্বামী, গৃহীর ঘট সম্বৃত্তি কথাগুলি 'মাটীর লোনার বাটী'র ন্যায় নিরর্থক।

আচার্য্যাভিমানে 'জীবে দয়া'র জন্য মঠাদি-স্থাপন, ব্যক্তিগত নির্জ্জন ভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকালয়ে বহু-বৈষ্ণব প্রকাশপূর্ব্বক হরিকথা-কীর্ত্তন, আর অনর্থযুক্ত ত্যাগী সাধক-বিশেষের কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঐসকল হইতে পৃথক্ থাকিবার আদর্শের মধ্যে যে কি পার্থক্য আছে, তাহা ভোগী বা ভক্তত্যাগিসম্প্রদায়ের বুদ্ধির অতীত। একটি মহামহাযজ্ঞময়তা, আর একটি কোনও রূপে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা। কিন্তু আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে তাহাতে পরজনেরও যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। যেখানে যুগকীর্ত্তনীয় আচার্য্যের হরিকথা-প্রচারের মোহারূপে যাবতীয় ব্যক্তি ও বস্তু বা বৈভব নিয়োজিত, তাহা সকলই কীর্ত্তনসম্ভার তাই আমরা "বৈষ্ণবাচারের" (?) লেখককে সুরুচিতে সজ্জন-তোষণীতে প্রকাশিত তাই সহজিয়া" ও "হইবেন তুমি কিসের বৈষ্ণব" প্রবন্ধ ও রীতিসমূহ পুনরায় পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি পাঠ করিবার সুপরামর্শ প্রদান করি।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

৭ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল—সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বাঙ্গালার নবাব হুসেন শা'র মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বাদশাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন। মহাপ্রভুর সহিত রামকেলীতে দেখা হইবার পর শ্রীরূপ রাজকার্য্য ছাড়িয়া দিয়া গৃহত্যাগ করিলেন এবং প্রয়াগে মহাপ্রভুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে বৃন্দাবন গেলেন। শ্রীরূপের পর শ্রীসনাতনও গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি রাজকার্য্যে উদাসীন হইয়া গৃহে বসিয়া ভাগবত আলোচনা করিতেন। নবাব বুঝিতে পারিলেন—ইনিও গৃহত্যাগ করিবেন। তাই উড়িষ্যা-যুদ্ধে আসিবার সময় শ্রীসনাতনকে সঙ্গে আনিতে চাহিলেন। শ্রীসনাতন স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন—'আমার দ্বারা আর রাজকার্য্য হইবে না। আমাকে বিদায় দিন।' নবাব অসন্তুষ্ট হইয়া সনাতনকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং উড়িষ্যা-বিজয়ে আসিলেন। সনাতন কৌশলে কারামুক্ত হইয়া কাশীতে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভুর নিকট তিনি সমগ্র জীবজগতের জন্য পরিতাপ করিলেন—

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি, কেমনে 'হিত' হয়॥

'সাধ্য', 'সাধন-তত্ত্ব' পুছিতে না জানি।
কৃপা করি, সব তত্ত্ব কহত' আপনি॥

এই দুইটি শ্লোকে জীবদিগের ত্রিতাপে জর্জরিত। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপ। আধ্যাত্মিক তাপ দুই প্রকার—অরাদিরোগজনিত শারীরিক, প্রিয়বাক্তির বিয়োগ-জনিত মানসিক। অন্যান্য প্রাণী হইতে তাপ, অন্য প্রাণী হইতে তাপ, স্বেদজ প্রাণী হইতে তাপ, উদ্ভিজ্জ প্রাণী হইতে তাপ—এই প্রকার আধিভৌতিক তাপ। আধিদৈবিক—দেবতাদের হইতে যে তাপ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রাদি দেবতা হইতে উৎপন্ন তাপ—বজ্র, বজ্রপতন ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার যক্ষ, পিশাচাদি অপদেবতা হইতে অন্তরজনক আগন্তুবিপদ্ তাপাদি হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল তাপ আসে, কি করিলেই বা তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কি উপায়ে হিত হয়, তাহা কিছুই জানি না। মহাপ্রভু যদি কৃপা জানান, তবেই জানিতে পারি। মহাপ্রভু উত্তরে বলিলেন—

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্য দাস'।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

"কে আমি?" এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন—তুমি জীব। জীব স্বরূপে নিত্যকাল বৈষ্ণব। যিনি ভগবানের সেবা করেন, তিনি বৈষ্ণব। ভগবানের সেবাই প্রত্যেক জীবের নিত্য ধর্ম্ম।

এখন আমরা মানুষের দেহ পাইয়াছি। পিতামাতা এই দেহ পালন করিয়াছেন, আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন ইত্যাদি। মৃত্যুর পর মনুষ্যদেহ নাও পাইতে পারি। কর্ম্মানুসারে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর—বিভিন্ন স্থলচর, খেচর ও জলচরদেহের যে কোনও জন্ম লাভ হইতে পারে। এখন যেমন আমরা প্রবাসে দুইচারি দিন বাস করি, সেই প্রকার দেহীধর্ম্মের এক এক জন্ম প্রবাসতুল্য। পাকস্থলী আছে, খাইতে হয়। পাকস্থান জন্য,—পাকস্থলী, অন্ন ইত্যাদি খাদ্য হজম করে এবং যাহা হজম না হয়, তাহা বাহির করিয়া দেয়। জড়জগতের এই সকল খাদ্যের সহিতও আমাদের প্রবাসতুল্যই কথিকসম্বন্ধ। যে কয়দিন ইহজগতে জীবন, সেই কয়দিন খাদ্যের প্রয়োজন। জীবন চলিয়া গেলে পাঞ্চভৌতিক দেহ পড়িয়া থাকে। কিন্তু তাহা আর খাদ্য গ্রহণ বা হজম করিতে পারে না। কৃষ্ণের সহিত আমাদের এই প্রকার অনিত্য সম্বন্ধ নহে।

ইহজগতে আমরা কিভাবে সেবা করি? চারি প্রকার সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া সেবার কার্য্য। পত্নী পতির, জনক-জননী সন্তানের, বন্ধু বন্ধুর এবং ভৃত্যসমূহ প্রভুর সেবা করিয়া থাকে। স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবেই ইহজগতে অনিত্য সম্বন্ধে কার্য্য। স্বরূপে এই সকল সম্বন্ধই কৃষ্ণের সহিত। কৃষ্ণ আমাদের নিত্যসেব্য, আমরা কৃষ্ণ নহি—কৃষ্ণের সেবক। 'কে আমি' প্রশ্নের উত্তর—তুমি কৃষ্ণের, তুমি তটস্থ। কৃষ্ণ প্রভু—নিত্যপ্রভু; আমরা তাঁহার eternal slaves—নিত্য কেনা গোলাম। তাঁহার সেবার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা—ত্রিতাপতপ্ত আমরা। তাঁহার সেবার বিরুদ্ধে অভিযান-জন্যই আমাদিগকে এই সাময়িক সম্বন্ধযুক্ত মায়িকজগতে আসিতে হইয়াছে।

কৃষ্ণের শক্তি তিন প্রকার—(১) অন্তরঙ্গা, (২) বহিরঙ্গা, (৩) তটস্থা। এস্থ বলিয়া একটি ব্যাপার আছে। ভগবানের বাহিরের শক্তি—External aspect of potency, অন্তরঙ্গা শক্তি—Internal potency which is now covered to us (অন্তরঙ্গা শক্তি এখন আমাদের নিকট আবৃত)। External manifestation is this world—এই জগৎ বাহিরের দিকের খোসা। ইহার ভিতরের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে অন্তর্যামী রূপে ভগবান্ আছেন।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
(শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)

সর্ব্বদা সংযুক্ত সখাভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অন্যজন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন।

জীব—অণুচিৎ, চিৎকণ। দেহের অগ্রভাগকে শতভাগ

করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার শত-সহস্রাংশ-সদৃশ স্বরূপই জীবের ক্ষুদ্র-স্বরূপ। জীব সংখ্যাতীত।

"কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥"

জীবের স্বরূপ—Smallest Quantity (বস্তু ক্ষুদ্র হইতে পারে)। আর ভগবান্—Infinity (সীমারহিত)। ভগবান্‌ও চেতন, জীবও স্বরূপতঃ চেতন। আমরা বদ্ধদশায় পড়িয়া চেতনের অপব্যবহার করিতেছি। ভগবান্ এক পদার্থ—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। দুইটা বস্তুটা—দুই লক্ষ দশ লক্ষ—দুই কোটি দশ কোটি নহেন—তিনি এক। আমরা ক্ষুদ্র বলিয়া বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা overpowered (অভিভূত) হই।

জীব তটস্থা শক্তি। তট—জল ও স্থলের মিলন-রেখা। রেখা—যাহার প্রস্থ নাই, দৈর্ঘ্য আছে। সুতরাং তটরেখা—জলও নহে, স্থলও নহে—উভয়ের মিলনস্থলী। তটে অবস্থিত ব্যক্তি জলেও যাইতে পারে, স্থলেও যাইতে পারে। অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে জীবের স্থান। তথা হইতে পরব্যোমে যাইতে পারে, আবার অবর ব্যোমে আসিতে পারে।

আমাদের স্বরূপের শক্তি এত ক্ষুদ্র যে, তাহা বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা অভিভূত।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"
(গীতা ৭।১৪)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—সন্ধাদি-গুণবিকারাত্মিকা আমার এক অলৌকিকী মায়া আছে। উহা দুর্জ্ঞেয় জীবের পক্ষে দুরতিক্রম্যা। যাঁহারা কেবলমাত্র আমাতে শরণাগত হন, তাঁহারাই মাত্র ঐ মায়াসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

বহিরঙ্গা শক্তিতে তিনটি গুণ—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ। রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে সংরক্ষণ ও তমোগুণে ধ্বংস। বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়ার পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহ লাভ পূর্ব্বক দেবীধামে জন্ম; শিশু, বালক, কিশোর, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ প্রভৃতির অবস্থা প্রাপ্তি, আবার মৃত্যু। বৈকুণ্ঠ জগতে অবস্থার বা হেয়তা নাই, তথায় নিত্যস্থল—নিত্যসেবা। তথায় সেবক সেবা-দ্বারা সেবাকে আরও সেব্য আবার তাহাতেই আনন্দ পায়। এখানে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হয়—না করিলে অসুস্থ হইয়া পড়ি; তথায় এই শ্রেণীর পরিত্যাগ বলিয়া কোন কথা নাই। সেখানে জরা মরণ নাই। সেখানে হানি-বৃদ্ধিতেও সুখের উদয়। এখানে পাথরও ক্ষয় হয়—লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে হইতে পারে, কিন্তু হয়ও। কিন্তু বৈকুণ্ঠে ক্ষয় বলিয়া কোন কথা নাই। সেখানে তৃণাদি সকলেই নিত্যধর্ম্মে বিরাজিত। এখানে পরিণাম-শীলতা;—একটি ফুল ফুটিল, আবার শুখাইয়া ঝরিয়া পড়িল। সেখানে (বৈকুণ্ঠে) তাহা নাই। নিত্য ফুল নিত্য সৌরভ দেয়। এখানে সকলই কালাধীন—সেখানে অখণ্ড কাল। এখানে অনিত্যই প্রধান ধর্ম্ম; বৈকুণ্ঠ নিত্যরাজ্য। এখানে অনিত্যের পরিণামশীলতা, সেখানে তাহা নাই।

বর্ত্তমানে আমরা অচেতন পদার্থ ভোগ করিতেছি। চেতনধর্ম্মের যে সকল কথা বলা যাইতেছে, তাহার সাদৃশ্য এখানে আছে। এই জড় জগৎ হইতে বৈকুণ্ঠ-লোকে যাওয়া যায় ভগবানের সেবা আরম্ভ করিলে। আর ভগবানের ন্যায় সেবা গ্রহণ করিতে হইলে এখানে আসক্ত থাকিয়া ত্রিতাপ ভোগ করিতে হয়।

জাগিয়া থাকিলে দৃশ্য জগতের সাক্ষাৎকার। এখন দৃশ্য পদার্থ রহিয়াছে। স্বপ্নে দৃশ্য পদার্থ নাই—অথচ দর্শন-প্রতীতি। স্বপ্নে দেখিতেছি—বাঘ আসিয়া আমাকে খাইতেছে, কিন্তু তথায় বাঘ নাই। নিদ্রাকালে স্বপ্নে, আর জাগ্রত অবস্থায় মনোরথে বিভিন্ন অলীক দর্শন। যখন ইতিহাস পড়ি, তখন মনে হয়, যেন চক্ষুর সম্মুখেই রাজন্যবর্গকে stageএ দেখা যায়। অথচ আমাদের পাঠের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। মনোরথ ও স্বপ্নে যাহাকে দেখিতে পাইতেছি, তাহার সম্মুখে থাকিবার দরকার নাই। দৃশ্য পদার্থ স্থূলভাবে আসিতেছে না, স্মৃতিতে কার্য্য চলিতেছে। এই স্মৃতিতে জড়তা আছে; কিন্তু অপ্রাকৃত স্মৃতি তাহা নহে।

"অহ্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
মুহ্যৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥" (ভাঃ ৩।৯।১০)

ভগবানের কথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। বৈকুণ্ঠ নাম নিরন্তর গ্রহণ করিতে হইবে। জড়ধারণায় কৃষ্ণানুভূতি ও অপ্রাকৃত কৃষ্ণানুভূতি এক নহে। জড় ধারণায় অধোক্ষজ কৃষ্ণানুভূতি নাই—জড়জগতে তৎস্থান অধিকার করিয়াছে বহিরঙ্গ মায়া।

চিজ্জগতে সচ্চিদানন্দ বর্ত্তমান। অচিজ্জগতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য। এই গুণত্রয়ের পরস্পরের সহিত সঙ্ঘর্ষ রহিয়াছে; কিন্তু পরালোকের সৎ, চিৎ ও আনন্দের মধ্যে harmony (মৈত্রী) বর্ত্তমান। নাস্তিকেরা অচেতনের সংযোগে চেতনের উপর আধিপত্য করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। নিত্য জগতে নিত্য বিলাস বিরাজিত, তাহা নাস্তিকের অক্ষজ-জ্ঞানের অন্তর্গত নহে। চিজ্জগতের গুণ ও অচিজ্জগতের গুণের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। নিত্যজগতের জ্ঞানসংসের ঠিক বিপরীত প্রতিফলন এই জগতে।

ভীঃ—স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণের ভেদাভেদপ্রকাশ। কৃষ্ণ—শক্তিমান্, জীব—তাঁহার তটস্থা শক্তি। কৃষ্ণ—সেব্য, জীব—সেবক; কৃষ্ণ—বিভুচিৎ, জীব—অণুচিৎ। জীবও স্বরূপতঃ চিৎ। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ"। মহা-ভাগবত হইলে সেবার সুদর্শনে সমজ্ঞতা আসে। তখনই অপ্রাকৃতানুভূতি পূর্ণরূপে হয়। বৈকুণ্ঠে নিত্যরূপ-বৈষ্ণব দর্শন। ইহ জগতে ত্রিগুণাদি বিকারযুক্ত। ইহ জগতে পর জগতের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু উভয়ে এক নহে।

গোপীরা কৃষ্ণের সেবা করেন। তাঁহারা ত্রিগুণাদি গোপন করিয়া রাখিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। শতকরা শত ভাগই (100%) কৃষ্ণের সেবা করেন। সচ্চিদানন্দের সেবা করিয়া তাঁহারা নিত্য-আনন্দে অবস্থিতা। আমরা কৃষ্ণকে গোপন করিয়া ত্রিগুণাদি স্বভোগে নিযুক্ত করি। আমরা সচ্চিদানন্দকে বঞ্চিত করিতে যাইয়া নিত্যানন্দ হইতে বঞ্চিত—ত্রিতাপগ্রস্ত। Theismএর পূর্ণতম বিকাশ কৃষ্ণ-সেবায়। বাইবেল প্রভৃতিতে যে Theismএর কথা আছে, তাহা অল্পপ্রকাশিত।

শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্নচটকপর্ব্বত দশকম্

[উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী]

(১)

যদ্দর্শনাৎ শ্রীমদঃ প্রমত্তবদ্
বভূব গোবর্দ্ধনশৈলসংস্থতেঃ।
চৈতন্যচন্দ্রোঽঙ্গিগতিং প্রতি ক্বচিৎ
তং তক্তরাজং চটকাদ্রিমাশ্রয়ে॥

(২)

স্বরূপগোবিন্দদামোদরাদিভিঃ
স্বভক্তবর্গৈরুত তাবনৈর্বৃতঃ।
রোমাঞ্চকম্পাশ্রুতনুঃ প্রহর্ষিত-
স্তং তক্তরাজং চটকাদ্রিমাশ্রয়ে॥

(৩)

কৃষ্ণো যমাহূয় করোতি গোধনং
সঞ্চারয়ন্ বেণুরবং মধুস্বরম্।
রাধা তদাকর্ণ্য সখীভিরাগতা
তং তক্তরাজং চটকাদ্রিমাশ্রয়ে॥

(৪)

যৎকন্দরঃ তামনয়চ্চ মাধবঃ
মৃদারমূর্ত্তিঃ রতিকেলিসিদ্ধয়ে।
পুষ্পাবচেয়ায় যতঃ সখীজনা-
স্তং তক্তরাজং চটকাদ্রিমাশ্রয়ে॥

(৫)

গোবর্দ্ধনাভিন্নতনুস্তথাপি যঃ
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপাংশুস্নপিতঃ সদোত্তমম্।
প্রহর্ষনার্থং নিজতাম্বোঽভবৎ
তং তক্তরাজং চটকাদ্রিমাশ্রয়ে॥

(৬)

যদস্যচূড়ানয়নপ্রসায়ৈ-
র্নীলাচলেন্দ্রঃ প্রিয়তাবনং পরম্।
ক্রীড়াস্থলী যেতি সদৈব পণ্ডিতি
তং তক্তরাজং চটকাদ্রিমাশ্রয়ে॥

সন্নিহিতশ্চিত্র সুরম্যমেছয়া
সমীপবর্ত্তী বিপুরং প্রপদ্যতি।
মনোজ্ঞবীচিধ্বনিভির্দ্বিজোত্তমং
তং তক্তরাজং চটকাদ্রিমাশ্রয়ে॥

যত্রাম্বুধেঃ শীকরকৃৎ সুশীতলঃ
সমীরণো বাতি সতাং মুদং বহন্।
নানালতাপুষ্পসুগন্ধবাসিত-
স্তং তক্তরাজং চটকাদ্রিমাশ্রয়ে॥

শুমালতালক্রমরাজিরাজিতং
সুজম্বপিকং শুকসারিরবং মুহুঃ।
ফুল্লপ্রসূনং মুনিদেবসেবিতং
তং তক্তরাজং চটকাদ্রিমাশ্রয়ে॥

(১০)

তীর্থোত্তমং পুণ্যতমং সনাতনং
মহদ্ভক্তিদং ধর্মকপাপনাশনম্॥
ত্রিতাপসন্তাপহরং পরার্থদং
তং তক্তরাজং চটকাদ্রিমাশ্রয়ে॥
আরোহণং তত্র ন যোষকায়ণঃ
তৎসেবকানাং কথিতং হি সাধুভিঃ।
শ্রীমাধবেন্দ্রস্য মতেনিধর্মনং
কৃতৈর্বিচিত্র্যা ব্রজধামবর্ত্তিনঃ॥
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীকৃতে
সাধুপ্রবেশে ভবনোত্তমে গিরেঃ।
রাধাবিনোদাহ্বয়তঃ সতীশ্বর-
গদাধরৌ নিত্যনবৌ বিরাজিতৌ॥
হে মাধবঃ! চেদ্ ভবসিন্ধুমিচ্ছথ
তর্ত্তুং পরানন্দরসং শ্রবাহথ।
ভক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ যদি প্রকাঙ্ক্ষথ
তমদ্রিরাজং সকৃদেব পশ্যত।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ সংখ্যার পর]

রাঘবের গুহা—মলধারকুণ্ডের খানিকটা উত্তরে বনের ভিতর 'রাঘবের গুহা' নামক একটি গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে শ্রীরাঘব গোস্বামী ভজন করিতেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে রাঘব পণ্ডিত তাঁহার এই ভজনস্থলী প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'ভক্তি-রত্নাকরে' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—

নিজ-বাসস্থানে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে।
এই মোর গুহা আমি রহিয়ে হেথাই।
দেখি' গোবর্দ্ধন-গোষ্ঠা মহাসুখ পাই॥
এই গোবর্দ্ধন-গুহা অতি মনোহর।
এথা রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে নিরন্তর॥

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

ব্রজবিলাসস্তবে দেখিতে পাওয়া যায়,—

যেষাং কালি চ মাধবো বিরহতে স্নিগ্ধৈর্বয়স্যোৎকরৈ-
স্তত্তাদ্যুদ্ভবপুঞ্জ চিত্রিততটৈঃ শৈলৈঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ।
খেলাভিঃ কিল পালনৈরপি পথাং ক্ষুত্রাপি নর্ম্মোৎসবৈঃ
শ্রীরাধা-সহিতো গুহাসু রমতে তান্ শৈলবর্য্যান্ ভজে॥

(ব্রজবিলাসস্তব ৬৫ সংখ্যা)

দাউজীর মন্দির—পুছরীর প্রায় এক মাইল উত্তরে গিরিরাজের উপরেই এই মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ, এই মন্দিরের নিম্নপ্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যভাগে একটি গভীর গর্ত্ত আছে।

সুরভিকুণ্ড—দাউজীর মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমভাগে

অবস্থিত। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দপদে অভিষিক্ত করিবার পর এই স্থানে হস্তিপৃষ্ঠে তাঁহার দুধ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন।

ঐরাবতকুণ্ড—সুরভিকুণ্ডের উত্তরদিকে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করিবার জন্য ঐরাবত এই স্থানে শুণ্ডদ্বারা আকাশগঙ্গার জল আনিয়াছিলেন। কুণ্ডের তীরে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসস্থলী কদম্বখণ্ডী বিরাজিত।

রুদ্রকুণ্ড—ঐরাবতকুণ্ডের উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই স্থানে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের স্তবন করিয়াছিলেন। রুদ্রকুণ্ডকে স্থানীয় ব্যক্তিগণ 'হরজিকা কুণ্ড' বলেন।

যতিপুরা বা গোপালপুরা—রুদ্রকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত। মাধবেন্দ্রপুরী যতির নামানুসারে ইহার নাম যতিপুর হইয়াছে। ইহার পূর্বনাম গোপালপুর ছিল। যে মন্দিরে যতিশিরোমণি মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহার দুইজন গৌড়ীয় শিষ্যের দ্বারা গোপালের পূজা করাইতেন, উচ্চ গোবর্দ্ধনের উপরে সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। যতিপুরায় গোবর্দ্ধনের উচ্চতা সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহার উপর দুইটি ক্ষুদ্র মন্দির সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরণমল (?) নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইলে তিনি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষের সকলের স্থানে বহু অর্থ-ব্যয়ে গোপালজীর মন্দির করাইয়া দেন। ঐ মন্দির দূর হইতে ক্ষুদ্র-মন্দিরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। একটি শয্যা-মন্দির ও আর একটি নিজ-মন্দির। শ্রীগোপালদেব শ্রীনাথ-দ্বারে যাইবার পূর্বেই পুরণমল ঐ মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব মন্দিরের চূড়া নষ্ট করিয়া দেন। ন্যূনাধিক একশত বৎসরের (?) পূর্বে শ্রীবল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের দ্বারকেশ মহারাজ যতিপুরার গোবর্দ্ধনের মন্দিরের উপরের চূড়া নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেই মন্দিরের চূড়াই নূতনভাবে দৃষ্ট হইতেছে স্থানীয় অধিবাসিগণ জানাইলেন,—যতিপুরা শ্রীনাথজীর সম্পত্তি এবং শ্রীনাথজীর গোবর্দ্ধনলাল মহারাজ শ্রীনাথজীর সেবকসূত্রে যতিপুরার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। যতিপুরায় যে গিরিরাজ অবস্থিত, তাঁহার নিম্নপ্রদেশে গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ পাণ্ডাগণ দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, নন্দ ও যশোমতী গিরিরাজের এই মুখারবিন্দেরই পূজা করিয়াছিলেন। তদনুসারে যাত্রিগণ এখানে ঘৃত, দুগ্ধ ও নানা উপচারে মুখারবিন্দের পূজা করিয়া থাকেন। এই মুখারবিন্দের বর্তমান 'বল্লভাচার্য্যের বৈঠক' নামে শ্রীবল্লভের গাদিসহ একটি গৃহ বিরাজিত। অন্নকূটের দিন গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দের বিশেষ পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব হয়। গো-পূজা ও গো-নৃত্যও হইয়া থাকে। গোকুল হইতে বল্লভ-সম্প্রদায়ের শ্রীবিগ্রহ গোকুলনাথজী এখানে আসেন। খুব উচ্চ নৈবেদ্যান্নের পর্বত প্রস্তুত হয় এবং গোবর্দ্ধন-পূজার পর ব্রজবাসিগণকে তাহা লুটাইয়া দেওয়া হয়।

যতিপুরা হইতে পাঠুলি বা ওনালকুণ্ডে যাইবার ভাল রাস্তা আছে, পুছরী হইতেও যতিপুরা যাইবার জন্য পাকা পথ আছে। পরিক্রমার যাত্রিগণের অনেকে গোবিন্দকুণ্ড হইতে পুছরী হইয়া রাধার ওড়ার পার্শ্ব দিয়া যতিপুর হইয়া তথায় গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ দর্শন-পূর্বক গোবর্দ্ধন পর্বতের উপরে দূর হইতে গোপালের প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর মন্দির দর্শন করিয়া মধ্যাহ্নকালে পাঠুলির শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৮ই অক্টোবর, বৈকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীযুক্ত বন মহারাজ, শ্রীসুদর্শন সনাতন প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীবটী ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মোটরে পাঠুলি হইতে ডিগ্ হইয়া কামান বা কাম্যবনে গমন করেন। পথে রেবতীকুণ্ড, বলভদ্রকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন হয়। সেইদিন ডিগে পূর্ব্ব হইতেই পরিক্রমা-সঙ্ঘের জন্য শিবির সংস্থাপিত হইতেছিল। ডিগ্ প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। এ স্থানে কএকটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হইয়াছে। এই স্থান ভরতপুর-রাজ্যের অন্তর্গত। অশ্বারোহী সৈন্যগণের অশ্ব রাখিবার প্রায় এক ফার্লং লম্বা আস্তাবলে অনেকের থাকিবার স্থান হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রাজার বাড়ীর নিকটে মাঠে অনেক তাঁবু পড়িয়াছিল। লম্বা ঘরগুলিকে ভাণ্ডারে পরিণত করা হইয়াছিল। ডিগের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কামান (কাম্যবনে) গমন করিয়াছিলেন। ডিগ্ হইতে কামান চৌদ্দ মাইল। রাস্তায় অনেক ময়ূর, মাঝে মাঝে স্বচ্ছন্দচারী হরিণ ও হরিণীসমূহ ব্রজের সহজ সম্পত্তির কথা ভক্তগণকে স্মরণ করাইয়া দিল। মুক্ত মাঠে গোধন-সমূহ নৃত্য করিতেছে, কোথাও ময়ূর পেখম ধরিয়াছে, কোথাও বা কেকা-

যবে নিষ্কিঞ্চন প্রান্তরকে মুখরিত করিয়া বিশ্ববন্ধুগণের নিকট হইতে প্রতিধ্বনিত লাভ করিতেছে, কোথাও বা শাখামৃগ শাখা হইতে শাখান্তরে লম্ফ প্রদান করিতেছে। এই সকল দর্শন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া কখনও বা শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর ব্রজবিলাস-স্তবের শ্লোকাবলী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক কীর্ত্তন করিলেন, কখনও বা তদানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তদানুগ ভাবাবলীর সঙ্গীতসমূহ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

কামাবনে কোন্ স্থান পরিক্রমাকারী ভক্ত ও সজ্জনগণের শিবির-সংস্থাপনের উপযোগী হইবে, তাহা দেখিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে-স্থানে বল্লভ-সম্প্রদায়ের পরিক্রমার তাঁবু পড়িয়াছিল, সে-স্থানে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ চুল্লী প্রস্তুত করায় স্থানটি অত্যন্ত অপরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। তথায় একটি কূপের জল অত্যন্ত দুর্গন্ধপূর্ণ, আর একটি কূপের জল লবণাক্ত ও তিক্ত। ডিগ্ হইতে কামানে যে পাকারাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার অপর পারে একটি কূয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার জলে অত্যন্ত লোনা। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য প্রভুপাদ 'মিঠাকূয়া' অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট হইতে সেই স্থানের সংবাদাদি সংগ্রহ করিলেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিমেমি মহারাজ শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিতে অবস্থানপূর্ব্বক উর্জ্জতে পালন করিয়া ২রা নবেম্বর (১৯৩৫) দিল্লীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-মহোৎসব সম্পাদনের জন্য আদিষ্ট হইয়া দিল্লী গমন করেন, তথা হইতে লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ ও কাশী হইয়া ২৮শে নবেম্বর ডেহ্রী অন সোনে উপস্থিত হন। এস্থানে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। তথা হইতে তাঁহারা ৬ই ডিসেম্বর জামসেদপুর যাত্রা করেন। ৮ই ডিসেম্বর স্বামীজী ৭টা আয়রন্-ওয়ার্কসের জেনারাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পার্শ্বস্থান অ্যাসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। অতঃপর বুধবাই জি টাউন, এফ্ টাউন, এল্ টাউন, সাক্চি ও রেলওয়ে কোয়ার্টারে প্রচার করিয়া স্বামীজী ২৬শে ডিসেম্বর কলিকাতা আগমনপূর্ব্বক পুনরায় ২৭শে ডিসেম্বর শ্রীলপ্রভুপাদের অনুগমনে পাটনা যাত্রা করেন। প্রভুপাদ দানাপুর-গৌড়ীয়মঠাদির পরিদর্শন-পূর্ব্বক স্বামীজীর সেবা-চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বামীজী ৩০।১২।৩৫ দানাপুরে রায়সাহেব পি সি বোস্ মহাশয়ের গৃহে, ১লা ও ২রা জানুয়ারী (১৯৩৬) পাটনায় বিহারমন্ত্রী-গৃহে, ৪ই জানুয়ারী বাহ্হি নামক স্থানে—এইরূপ নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া প্রয়াগ-শ্রীরূপশিক্ষা-প্রদর্শনীর সেবাকার্য্যে যোগদান করেন। অনন্তর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী স্বামীজী এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর যাত্রা করিয়া তথায় প্রয়াগ-প্রদর্শনীর দর্শকবৃন্দে আলোচিত সেঠ ফুলচাঁদজীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার-পূর্ব্বক নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন। এই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী আগরওয়ালা সম্প্রদায়ের বিদ্যুদ্বিহারে হিন্দীভাষায় ভাগবত ব্যাখ্যা, ৯।২।৩৬ জব্বলপুর বেঙ্গলীক্লাবে 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা, ৭।২।৩৬ জব্বলপুর টাউনহলে পণ্ডিত গঙ্গানাথ পাণ্ডের সভাপতিত্বে 'ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা, ৮।২।৩৬ স্থানীয় ক্যাণ্টনমেণ্ট সদর-বাজার কালীবাড়ীতে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা, ৯।২।৩৬ বেঙ্গলীক্লাবে রায় বাহাদুর হ্যাড্লোকেট্ এস্, কে বসু সি-আই-ই মহাশয়ের সভাপতিত্বে ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা, লাইব্রেরীতে ভাগবত পাঠ এবং টাউনহলে বক্তৃতাদি প্রধান-মুখে প্রচার-কার্য্য করিয়া ১৮ই ফেব্রুয়ারী নাগপুর সহরে গমনপূর্ব্বক ১১৭৬নং কমটি রোডে অবস্থান করেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী স্থানীয় 'ডেইলী নিউজ'-পত্রে স্বামীজীর প্রচারের বিষয় প্রকাশিত হয়। স্বামীজী নাগপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে ও বেঙ্গলীক্লাবে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করেন। 'ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ', 'হিতবাদী', 'মহারাষ্ট্র' প্রভৃতি সংবাদপত্রে আলেখ্য-সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ত্তা প্রকাশিত

হইয়াছে। স্বামীজী তখন হইতে নানাস্থানে প্রচার করিতে করিতে বোম্বে হইয়া করাচী এবং গত মার্চ্চ মাসে বোম্বে-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া সহরের নানাস্থানে ধারাবাহিক প্রচার করিতে থাকেন।

গত ১২ই এপ্রিল সহরের প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক ডাঃ কে, সি, ধর, এম্-এস্, এফ্-আর-সি-এস্, ডি-এস্-ও মহাশয়ের আমন্ত্রণে ভিলাপারলা নামক শহরতলীতে তাঁহার একটী বাগানবাটীতে স্বামীজী 'আত্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে কিছু বলিতেছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত ও উপনিষদাদি শাস্ত্রযুক্তি-সহ 'অয়ং ব্রহ্মাস্মি' সূত্রের মায়াবাদ-ব্যাখ্যার হেয়ত্ব অতীব হৃদয়গ্রাহি-ভাবে বুঝাইয়া দেন। তাহাতে ডাঃ ধর-প্রমুখ বিদ্বন্মণ্ডলী অত্যন্ত প্রীত হন। তদবধি ডাঃ ধর স্বামীজীর নিকট সপ্রশ্রদ্ধভাবে সহিতঃ শ্রবণ এবং মাদ্রাজের ও ব্রহ্মদেশের

বর্ত্তমান সম্প্রদায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারে সহায়তা করিতেছেন। মাদ্রোজের জেন্টস্ শিক্ষিতা কেনিলস্ মিলের স্বত্বাধিকারিণী মিসেস্ রামনাথান্ ইইয়া ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত রামনিবাস ইইয়ার সেবা-চেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

নিবাসস্থানী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রৌতী মহারাজ গত ২২শে মার্চ্চ মেদিনীপুর জেলার দরিয়াপুর গ্রামের কবিরাজ শ্রীযুত আদিত্যচরণ ঘাটতি মহাশয়ের ভবনে চায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ২৩শে মার্চ্চ উক্ত গ্রামনিবাসী ভক্ত শ্রীযুত কালাচাঁদ বেরা মহাশয়ের গৃহে চায়াচিত্রযোগে গুরুপরম্পরা, মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন। ২৪শে মার্চ্চ শ্রীযুত তারকনাথ ঘাস মহাশয়ের গৃহে চায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা করেন। তথা হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বালসোবিন্দপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে গত ২৫শে ও ২৬শে মার্চ্চ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও চায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ২৭শে ও ২৮শে মার্চ্চ মকরামপুর ও সাপুরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করেন। গত ৩০শে মার্চ্চ বালিসীতা নিবাসী ভক্ত শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র পাল মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন। গত ৩১শে মার্চ্চ শ্রীরামনবমী দিবস 'বড় দাইহা' গ্রামস্থ শ্রীযুত ভুবনমোহন দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শ্রীরামলীলার রহস্য-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা-দ্বারা অনেক নিগূঢ়সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করেন।

গত ২রা এপ্রিল হইতে ৪ঠা এপ্রিল পর্য্যন্ত শীতলা নিবাসী শ্রীযুত ভাগবত দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও ছায়াচিত্র-সাহায্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ৫ই এপ্রিল রৈনান নিবাসী প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ শ্রীযুত কৃষ্ণবিহারী আনা মহাশয়ের আশ্রয়ে তথীয় গ্রামে ছায়াচিত্রে গুরুপরম্পরা, মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই স্থানের কতিপয় প্রাকৃত-সহজিয়া ঔদ্ধত্যবশতঃ বহিষ্কৃত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বাবুর নিকট প্রচার করিয়া ছিল। কিন্তু সত্যের জয় চিরদিনই হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তাহাদের যাবতীয় কপটতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে এবং সারগ্রাহী ব্যক্তি-মাত্রেই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

রৈনান হইতে সরা, সিংপুর ও কলকাই গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া স্বামীজী শুক্লকালীতে ১০ই এপ্রিল গ্রামের বৃহৎ মেলায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে চিত্রকেতু-উপাখ্যান পাঠ করেন এবং ১২ই এপ্রিল প্রায় দুই সহস্র জনপূর্ণ একটি সভায় কোতাইকুড়ের জমিদার-পুত্র শ্রীযুত চৌধুরী অপর্ণাকিঙ্কর পাল এম-এ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে সনাতনধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণা বক্তৃতা প্রদান করেন।

তথা হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া স্বামীজী কেশিয়াড়ীতে শ্রীযুত শ্যামসুন্দর দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে গত ১৩শে এপ্রিল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে বিবিধ শাস্ত্রযুক্তি-মূলে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতঃপর স্বামীজী রোহিণী নামক স্থানে শ্রীযুক্ত নবযোগেন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে গমন করিয়া তথায় শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার করেন।

গত ২২শে এপ্রিল রোহিণীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ বড়জী মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত যে শ্রীহরিনাম," তাহা বিবিধ শাস্ত্র-যুক্তি-মূলে জানাইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীমথুরা-মণ্ডলে ঊর্জ্জব্রত-পালনান্তে পরা-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়া গত ১৫ই নবেম্বর পরা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক নানাস্থানে প্রচার কার্য্য করিয়া গত ২রা মার্চ্চ কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন এবং শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পর ১১ই মার্চ্চ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক ১৩ই ও ১৪ই হইতে ১৯শে মার্চ্চ প্রত্যহ সন্ধ্যার মঠে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া ২১শে মার্চ্চ মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচারার্থ যাত্রা করেন। তথায় তমলুক মহকুমাবর্ত্তী 'নাইকুতি' গ্রামে শ্রীযুক্ত দীতানাথ পতি মহোদয়ের গৃহে গমনপূর্ব্বক দিবসদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'নবযোগেন্দ্র'-উপাখ্যান পাঠ করেন। পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পঞ্চপাত্রী প্রমুখ কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি স্বামীজীর পাঠ-শ্রবণে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের তুয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর স্বামীজী মহারাজ তমলুক মহকুমাবর্ত্তী কল্যাণপুর প্রভৃতি গ্রামে প্রচারকার্য্য করিয়া ৩০শে মার্চ্চ সোমবার ভক্ত শ্রীবনমালী দাসের আগ্রহে শীতলপুর গ্রামে উপস্থিত হন। ১লা এপ্রিল স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর উৎসাহে একটি মহতী সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তিন শতেরও অধিক শ্রোতা হইয়াছিল। বিপিন বাবুর সত্যানুরাগ ও সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়। স্বামীজী ২রা এপ্রিল কোলাঘাটে শ্রীযুক্ত স্বরজিৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। ৮ই এপ্রিল তথা হইতে জোৎস্নাময় গ্রামে (পোঃ পলাশ-পাই) শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ থানাধিকারী মহাশয়ের গৃহে গমন করেন। তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক কএকদিন প্রচার-কার্য্য করিয়া স্বামীজী ১৩ই এপ্রিল ঐ গ্রামেরই সংলগ্ন মাড়তলা নামক স্থানে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের গৃহে গমন করেন। পূর্ণ বাবু ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কিশোরী বাবু সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া স্বামীজীকে তাঁহার গৃহে লইয়া যান। ১৫ই এপ্রিল পূর্ণ বাবুর উদ্যোগে মাড়তলা শিবমন্দিরের নাটামন্দিরে এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। স্থানীয় বহুলোক উক্ত সভায় স্বামীজীকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। নন্দনপুর এম্-ই স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহাশয় শ্রীযুক্ত রাঘবচরণ থানাধিকারী মহাশয় স্বামীজীর পরিচয় ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালি কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিলে স্বামীজী 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য'-সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী সপ্তাহকাল ঐস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ গত ২০শে চৈত্র, ২রা এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ মহনাগড়ের রাজা শ্রীযুত পূর্ণানন্দ বাহাদুর ও রাজা শ্রীযুক্ত হেরম্বানন্দ বাহাদুর মহাশয়গণের আগ্রহে তদীয় ভবনে সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে 'জীবতত্ত্ব' সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৩রা এপ্রিল অপরাহ্ণে স্বামীজী মহনাগড় বাজারে একটি মহতী সভায় 'শ্রীচৈতন্যের দান'-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে স্থানীয় দাতব্য-চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক, স্কুল সব্‌ইন্‌স্পেক্টর, পোষ্ট-মাষ্টার ও রাজবংশের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ৪ঠা এপ্রিল স্বামীজী রাজ-অন্তঃপুরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নারদ-বসুদেব-সংবাদ পাঠ করেন। ৬ই এপ্রিল অন্তঃপুর-মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে দাক্ষিণাত্য-উপাখ্যান পাঠ করেন। ৮ই এপ্রিল স্বামীজী চোরহাটক নিবাসী জমিদার শ্রীযুত নিত্যানন্দ বেরা ও অদ্বৈতচরণ বেরা মহাশয়গণের বাটীতে কএক দিবস অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন, তথা হইতে পরমানন্দপুর নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত সরলকুমার দাস মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার গৃহে ১১ই এপ্রিল শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং ১৩ই এপ্রিল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল স্বামীজী মেদিনীপুর জেলার নারঙ্গাঝোরা গ্রামে গমন করিয়া ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল অপরাহ্ণে স্থানীয় কালীমণ্ডপ-প্রাঙ্গণে "সনাতনধর্ম্ম"-সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৬ই এপ্রিল স্বামীজী রায়চক নিবাসী জমিদার শ্রীযুত প্রমথনাথ বেরা ও শ্রীযুত বসন্তকুমার বেরা মহাশয়গণের আহ্বানে তাঁহাদের শ্রীবিষ্ণুমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-উপাখ্যান পাঠ করেন। ১৭ই এপ্রিল স্বামীজী তাঁহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে একটি মহতী সভায় 'জীবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটি নীতিগর্ভ বক্তৃতা প্রদান

করেন। ১৮ই হইতে ২১শে এপ্রিল পর্য্যন্ত স্বামীজী প্রত্যহ শ্রীবিষ্ণুসর্কিট-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। ২২শে হইতে ২৬শে এপ্রিল 'ভবনত্রয় স্বামীজী বাঁশতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত সদাধর সাহেব মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আলালনাথে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ৮ঠা মে তারিখে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যা-রত্ন ভক্তিকুমুদ মহোদয় তারযোগে জানাইতেছেন—"শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিবস প্রাতঃ ৪৷৷ ঘটিকায় শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে যাত্রা করিয়া বেলা ৯ ঘটিকায় আলালনাথ-ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহের অধিবাসিবৃন্দ এক বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তনশোভাযাত্রা করিয়া সর্ব্বত্র পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে প্রভুপাদকে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। মঠ অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছে, দুইটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনাশায় মঠে অপরিমিত লোক-সমাগম হইতেছে। ৪ই মে তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ অহর্নিশ হরিকীর্ত্তন-মুখে ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী উপোষণ-বিধি-পালনের আদর্শ প্রচার করিয়া ৬ই মে বুধবার মহামহোৎসব সম্পাদন করাইবেন।"

পুরী-প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২২া মে প্রাতে 'আসৌ স্বর্ভা' শ্লোক সম্বন্ধে এবং অপরাহ্নে 'তস্যাদ্বিদ্বং' (ভাঃ ১০।১৩।২২) শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১লা ও ২রা মে বাত্রিতে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ সাধুনিবাসে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করিয়াছেন। ৩ঠা মে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দ-সহ আলালনাথ যাত্রা করেন। তথায় ঐ দিবস সন্ধ্যার পর হরিবিচার এবং ৪ই মে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুর লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ মহোদয় পাশ্চাত্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী-প্রচার-সেবার সহায়তা-কল্পে শ্রীগুরুবর্গের আদেশে বিগত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা হইতে লণ্ডন যাত্রা করেন। তিনি প্রথমে রেলপথে যাত্রা করিয়া ১০ই জানুয়ারী বোম্বে-গৌড়ীয়মঠে উপনীত হন, তথা হইতে ১১ই জানুয়ারী (১৯৩৪) বেলা ১২ ঘটিকার সময় ইটালিয়ান কোম্পানীর 'ভিক্টোরিয়া' নামক অর্ণবপোতে লণ্ডন যাত্রা করেন। ব্রহ্মচারীজী ২৪ বৎসর কাল লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক গত ২৩া এপ্রিল (১৯৩৮) বেলা ৪৷৷ ঘটিকার সময় জাপানী এন্-ওয়াই-কে লাইনের 'কাশিমারু' নামক পোতে ভিক্টোরিয়া এলবার্ট ডক্ হইতে যাত্রা করিয়া ২৭শে এপ্রিল সিংহল-দ্বীপস্থ 'কলম্বো' নামক পোর্টে অবতরণ করিয়া রেলপথে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর অতিক্রম করিয়া পুনরায় রেলপথে ২৯শে এপ্রিল বেলা ৮ ঘটিকার সময় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন; অতঃপর তথা হইতে রাত্রি ৮৷৷ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া কলিকাতা-মেলযোগে ৩০শে এপ্রিল খুর্দ্দা রেলওয়ে ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া তৎপর দিবস (১লা মে) শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হন। তথায় দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া ৪ঠা মে সন্ধ্যা ৭৷৷ ঘটিকার সময় পুরী-ষ্টেশন হইতে কলিকাতা-এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া পর দিবস (৫ঠা মে) বেলা ৮ ঘটিকার সময় নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

গৌড়ীয়

পাক্ষিক

১৬শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩; ১৬ই মে, ১৯৩৬ | ৪০শ সংখ্যা

আরাধ্যবস্তু কি 'ঘুষখোর'?

সংস্কৃত 'ঘুষ' ধাতু হইতে বেশও 'ঘুষ'-শব্দ নিষ্পন্ন। 'ঘুষ্'-ধাতুর এক অর্থ বধ করা, যাহা সত্য ও ন্যায়কে বধ করিয়া প্রতিবন্ধকতা নাশ করে, তাহাই 'ঘুষ'। অথবা 'ঘুষ্'-ধাতুর অপর অর্থ শব্দ করা। যাহা প্রতিকূল শব্দ করিতে দেয় না অর্থাৎ সত্যবক্তার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, তাহাই 'ঘুষ'। 'ঘুষ্'-ধাতুর অন্য এক অর্থ—প্রতিজ্ঞা করা, যাহার প্রভাবে বা প্রাপ্তিতে অপরের স্বার্থ-সাধনের প্রতিজ্ঞা করা হয়।

'ঘুষ' অনেক প্রকারের হইতে পারে,—অনেক প্রকারের হইলেও তাহা এই তিনটি প্রধান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়,—(১) কনক-ঘুষ, (২) কামিনী ঘুষ ও (৩) প্রতিষ্ঠা-ঘুষ। জগতের হরিবিমুখ জীবমাত্রই স্বভাবতঃ অসদ্বিষয়ে লোভী বলিয়া ঐ তিন প্রকার ঘুষের যে কোন একটিতে বা তিনটিতেই অতি সহজে লুব্ধ হইয়া পড়ে। হরিবিমুখ লোক যতই মুখে তাঁহার সাধুতা খ্যাপন করুন না কেন এবং যত বড় নীতিবিৎ ও নির্দোষ বলিয়া জগতে সুবিখ্যাত থাকুন না কেন, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তিনি ঐ তিনপ্রকার ঘুষের কোন না কোন একটির অন্ততঃ দাসত্ব করিয়া থাকেন। পশ্চিমদিকে সূর্য্যোদয় কদাপি সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু হরিবিমুখতা থাকা-কালে কেহ অন্তরে ও বাহিরে ঘুষখোর নহেন, একথা অসম্ভব। এক মহাভাগবত বৈষ্ণব ও তাঁহার অকপট অনুগ-সম্প্রদায় ব্যতীত সকলেই ন্যূনাধিক ঘুষখোর। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী, সেবক বা নিরীশ্বর নীতিবাদী—সকলেই ন্যূনাধিক ঘুষখোর।

অপস্বার্থ-দাসত্বের সর্ব্বতম কৌশল এই ঘুষ দেওয়ার প্রবৃত্তিকে দৈবীমায়া পরমেশ্বর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিবার জন্য

কাই আমাদিগকে পরামর্শ দিয়েছে। পরমেশ্বরের মুখ ও প্রাণ, পরমেশ্বরের সেবক-সন্ন্যাসীদের মুখ বন্ধ কর, তাহা হইলেই অতি সহজে অনায়াসে তোমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞ উদ্‌যাপন করিতে পারিবে। দেবতাদিগকে এই ঘুষ দেওয়ার প্রবৃত্তি মানবের চিত্তালোড়ে আদিমকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা 'ঘুষ কথা' নামে প্রচারিত হইয়াছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাকে ঘুষ দেওয়ার কথা বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা কোন না কোন আকারে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত আছে। শীতলা, ষষ্ঠী, শনি, রক্ষাকালী, এমন কি, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতিকে ঘুষ দিয়া ইহাদের নিকট হইতে অপকার্য মোচন করিবার প্রয়াস নানা আকারে বা প্রকারে বর্ধিষ্ণু মানবজাতি-মাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতি শিশুও তাহার জ্ঞানের অল্পত্বের ঘুষ দেওয়ার প্রবৃত্তি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইতেছে। পঞ্চদেবতা, যথা—সূর্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র ও বিষ্ণু (?)। ইঁহাদিগকে ঘুষ দেওয়ার প্রবৃত্তি হইতে এবং ইঁহাদের নিকট হইতে যথাক্রমে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও ব্রহ্মভক্তি লোভনের চেষ্টায় জগতে পঞ্চোপাসনা সৃষ্ট হইয়াছে। অনেকে বলেন, এই পঞ্চোপাসনার কথা বৈদিক সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আর আশ্চর্য কি? বৈদিক সাহিত্য মানবের নিসর্গের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার তৎসঙ্গে বেদের শিরোভাগ উপনিষদে ইহাও জানাইয়াছেন যে, ঐরূপ প্রেয়ঃপথ আত্যন্তিক শ্রেয়ের পথ নহে।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

(গীঃ ৭।২০-২৩)

কামানাত্মনঃ স্বর্গপরাংশ্চোদনালক্ষণক্রিয়াম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥
যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সম্প্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

(গীঃ ২।৪৩-৪৬)

ঘুষখোর দেবতা না হইলে বহির্মুখ মানব-জাতির তাঁহাকে আরাধ্য-বস্তু (?) বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে দেবতাকে সহজে বশীভূত করা যায়, তাঁহারই প্রতি আমাদের স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব বা রুচি হইয়া থাকে। ইষ্টদেবতার নির্বাচনে ঐ রুচি দেবতার ব্যক্তিত্বের প্রতি নহে, রুচি আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও তাহার সুলভতার তারতম্যের প্রতি। অধোক্ষজ-বিষ্ণু ঘুষখোর নহেন বলিয়া তৎপ্রতি অনেকেই বিরাগী। আবার অনেকে অধোক্ষজ-বিষ্ণুবস্তুকে অন্যান্য ঘুষখোর দেবতাগণের পর্যায়ভুক্ত টানিয়া আনিবার জন্য নানাপ্রকার যুক্তি-জাল বিস্তার করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহারা বলেন,—"বিষ্ণুর কেন অদ্বিতীয় আসন থাকিবে? বিষ্ণুও যেই, সূর্যও সেই, গণেশও সেই, মহামায়াও সেই, রুদ্রও সেই। এক বস্তুকেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছি এবং আমাদের রুচি অনুযায়ী ভগবানের (?) যে মূর্তি অর্থাৎ আমাদের কল্পিত ভগবানের (?) যে মূর্তি আমাদের নিকট যেরূপভাবে ঘুষ খাইয়া আমাদের অভিলাষ পূরণ করিতে পারেন, আমরা সেইরূপ ভাবেই তাঁহাকে ভজনা (?) করিয়া (ঘুষ দিয়া) আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লইব। এই ঘুষ দেওয়ার বিভিন্ন প্রণালী লইয়া মারামারি করা উচিত নহে, সকলই যখন মূলতঃ এক ঘুষ, তখন যিনি যে ভাবেই ঘুষ দিন না কেন, সবই সমান। বাহ্য আকার মাত্র ভেদ। আর সকল দেবতাই যখন 'ঘুষখোর', তখন সকলেই এক।" অধোক্ষজ-বিষ্ণু যে ঘুষখোর নহেন, কেবলমাত্র সকলের সর্বস্বহরণকারী, বলীর ছলনাকারী, ইহা যাহারা জানেন না, তাঁহারাই বিষ্ণুকে মানবের রুচির ছাঁচে সৃষ্ট বা কল্পিত দেবতার সঙ্গে সমান করিবার চেষ্টা করেন; এজন্য ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

'বিষ্ণো সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ'

যাহারা বিষ্ণুর শ্রীচরণে তুলসী (?) ঘুষ বা তাঁহাকে

বিষ্ণুর ঘুষ কিংবা তাঁহার নামাক্ষর গ্রহণ করিবার অভিনয় ঘুষ প্রদান করাকে অন্যায় (অপরাধ) বলিয়া শুনিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার কেহ কেহ, অন্ততঃ আমি, বিষ্ণুর প্রিয়তম সেবক বা বিষ্ণুর প্রিয় ভক্ত-সম্প্রদায়কে ঘুষ দেওয়া, বিষ্ণুকে ঘুষ দেওয়া অপেক্ষাও স্বার্থসিদ্ধির অধিকতর সহজপথ বলিয়া বাহিয়া লইয়াছি। অসদ্‌গুরু, ব্যবসায়ী গুরু (?) যে ঘুষ গ্রহণ করেন, ইহা ত' বুনাধিক সকলেই জানেন ; কিন্তু যে অধোক্ষজ বিষ্ণুর নিত্যতম সেবক কোন প্রকারে ঘুষ গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে যদি কোন কলে-কৌশলে একবার ঘুষের নেশা ধরাইতে পারা যায়(?), তাহা হইলে আমি সকলের উপর বাজী জিতিলাম মনে করি ; তাই তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য কখনও তাঁহার স্তুতিগান, কখনও কপট আনন্দ প্রকাশ, কখনও কপট 'কাকুতি', কখনও তাঁহার সম্মুখে আমার অমানুষী কার্য্য-ক্ষমতার প্রদর্শনী খোলেন, কখনও তাঁহার হরিকীর্ত্তন-প্রচারে সহায়তা করিবার ছলনায় দ্রব্যাদি ঘুষ প্রদান করিয়া থাকি। যখনই তিনি আমাদের প্রতি বিরূপ হইতে পারেন মনে করি, তখনই বা তাহার পূর্ব্বাহ্নেই কিছু কিছু ঘুষ দিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করি। অন্তরে অন্তরে বলি, "তোমাকে প্রভু, মুখ খুলিও না, আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা দিও না, আচ্ছা তোমাকে বিভিন্ন প্রকারের কিছু কিছু দ্রব্যাদি ঘুষ দিতেছি। তুমি অন্ততঃ মৌখিক প্রশংসা পাও, তাহা হইলে লোকের কাছে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণগুলি তোমা দ্বারাই সমর্থিত, ইহা প্রমাণ করিয়া দিতে পারিব। তুমি হরিকীর্ত্তন-যজ্ঞ, জীবের চরমকল্যাণ-সাধন-ব্রত আরম্ভ করিয়াছ, বেশ ; কিন্তু আমি অন্ততঃ সময় সময় তোমাকে ঘুষ দিয়া তোমার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিব, যেন তুমি অন্ততঃ আমাকে তোমার হরিসেবাময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞের ইন্ধনরূপে আহ্বান না কর, আমার রুচির পথেই আমাকে চলিতে দাও, আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই সমর্থন করিয়া যাও, অন্ততঃ ভাল না বল, মন্দ বলিও না, মুখ খুলিও না, হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিও না ; তুমি তোমার অন্তরে আমার প্রতি যাহাই পোষণ কর না কেন, আমার বিরাট্ ভাবক-সম্প্রদায় যেন বুঝিতে না পারে, তুমি আমার প্রতি বিরূপ, আমার রুচির নির্ব্বাচিত কার্য্য তোমার ইন্দ্রিয়তর্পণকর নহে তোমার অনুমোদিত নহে।" অন্ততঃ এইজন্য আমি অধোক্ষজবিষ্ণুর প্রিয়তম বস্তুকে ঘুষ দিতে উদ্যত হই।

এক প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রবন্ধে আচার্য্যের ও গৌড়ীয় মঠের খুব প্রশংসা করিতেন, প্রসাদের খুব মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেন স্তুতি-ঘুষ প্রদান করিয়া কিছু অপকার্য্য গোপন করাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অনতি-বিলম্বেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাঁহার ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন যোগাইতে না পারায় তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িলেন। এরূপ অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়।

অনেকবারই শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমার স্তোত্রের জন্য কৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে আহ্বান,—যাহা 'একবার হৃদয়ে বসে টাঁড়ায়ে বাজা ও বাঁশরী' প্রভৃতি সম্ভোগবাচীর রীতির মধ্যে প্রকাশিত, তাহা আমার কাম বা ভোগমাত্র, তাহা ভক্তি বা 'সেবা' নহে। আমার কার্য্যের জন্য তাঁহাকে আহ্বান, ইহা আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ, আর তাঁহার কার্য্যের জন্য তাঁহার আহ্বানে আমার অভিগমন বা অভিসার তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ। গোপীগণ কৃষ্ণের আহ্বানে, কৃষ্ণের কাম চরিতার্থ করিবার জন্য অভিসার করিয়া থাকেন,—ইহার নাম 'প্রেম ; আর আত্মার কাম কৃষ্ণকে দিয়া চরিতার্থ করাইবার জন্য যে তাঁহাকে আহ্বান ও তজ্জন্য ঘুষ-প্রদান,তাহাই আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগ।

আমি গুরুদেবের অপ্রাকৃত-কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময় আহ্বানে অভিগমন করিতে পারিতেছি না, এ দুঃখের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। কোথায় সেইজন্য দিবারাত্র তাঁহার কাছে আমার হৃদয়ের বেদনা জানাইব, আমার ইন্দ্রিয়কে শত-শত ধিক্কার দিয়া অকপটে ক্রন্দন করিব, গুরুদেবের হরিসেবাময় ইন্দ্রিয়তর্পণে ও আহ্বানে যাঁহারা সঙ্গদ্রোহ করিয়াছেন, সেই আদর্শ বরণ করিব, তাঁহার কার্য্যের জন্য যখন তিনি আমাকে আহ্বান করিবেন, তখন তোমার "নাচিতে নাচিতে তাঁহার কাছে যাইব", কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তিনি যেন তাঁহার কার্য্যের জন্য আমাকে আহ্বান না করেন, তিনি যেন তাঁহার সেই নিত্য আহ্বানের মুখ বন্ধ করিয়া রাখেন, আমার মঙ্গলের কথা কীর্ত্তন না করেন, তাই আমাকে চির-মুখবদ্ধ ও আবদ্ধ রাখিতেই প্রয়াস দেন, সেজন্য আমি নানা প্রকার ঘুষ আবিষ্কার করিয়াছি। কীর্ত্তনকারী গুরুদেবের কীর্ত্তনের মুখ বন্ধ করাই আমার

হইলে! কিরূপ কীর্ত্তন করিলে পাছে আমার চৈতন্য হয় সে ভয় নাই। আমি আমার কার্য্যের জন্য তাঁহাকে (?) আহ্বান করিতেছি! 'ছলকরণে হাসে কেঁদে বাড়াও বাসনা' মিথ্যাভক্ত-সম্প্রদায়ের এই কার্য্যের পথ অনুসরণ করিতেছি! আমার কার্য্যের জন্য তুমি এস, তোমাকে ঘুষ দিব!

কপটতা করিয়া, লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বা নিজের শুদ্ধ বিবেকের চক্ষে ধুলি দিয়া হয়ত' বলিতে পারি, "আমি ত তাঁহার কার্য্যের জন্যই সব করিতেছি। 'তুমি যে কাজ ভালবাসো, সেই কাজটি আমি তাঁহার হইয়া করিয়া দিতেছি, অতএব ইহা তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে কেন?' কিন্তু আমার এই কপট কুটবুদ্ধির মধ্যে যে মায়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমি ধরিতে পারিতেছি না। আমার প্রেয়ঃকে তাঁহার প্রেয়ঃ বলিয়া চালাইবার কপটতা কখনও তাঁহার (মায়াধীশের) প্রকৃত প্রেয়ঃ নহে। আমি অনর্থযুক্ত, অনর্থযুক্তের প্রেয়ঃ কৃষ্ণের প্রেয়ঃ বা আমার প্রেয়ঃ নহে। কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রেয়ঃ—কৃষ্ণেরই প্রেয়ঃ এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের প্রেয়ঃ। তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিয়া আমার প্রেয়ঃকে তাঁহার (গুরুদেব বা কৃষ্ণের) প্রেয়ঃ বলিলে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ত্যাগ করিতে হইবে। আমার যেটি ভাল লাগে, যাহাতে আমার ধনক, জনবল ও প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তি আছে, সেই কার্য্যটি পছন্দ করিয়া লইয়া তাহাকে কৃষ্ণের প্রেয়ঃ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা পরোপকারীর আদর্শ নহে। সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণকারী অহৈতুক ভগবদ্ভক্ত নিজের প্রেয়ঃকে কৃষ্ণের দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইতে চাহেন না। সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহারই অকপট মনোহভীষ্ট বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে নিজের আপাতসুখকর না হইলেও) সর্ব্বাত্ম-দ্বারা সেবা করিয়া থাকেন।

অনেক সময় আমরা শ্রীগুরুদেবের নিকট অনেক কিছুর জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া থাকি, কিন্তু সেইগুলি শ্রীগুরুদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্য, না আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্য্যের জন্য তাঁহার মৌখিক অনুমোদন লাভের স্পৃহা, ইহা বিশেষভাবে বিচার করিতে হইবে। আমি কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া বাড়ী যাইতে চাই, আমি শ্রীগুরুদেবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, বহির্মুখ সমাজের চাকুরী করিতে ইচ্ছা করি, আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তজ্জন্য শ্রীগুরুদেবের অনুমোদন প্রার্থনা করায় অর্থাৎ আমার পূর্ব্বনির্দ্ধারিত প্রবল-ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাকে তাঁহার অনুমতি(?)-দ্বারা সমর্থন বা সত্য করিয়া লইবার চেষ্টা এবং তজ্জন্য তাঁহাকে নানা-আকারেপ্রণ্য-প্রদান কি গুরুদেবের সেবা, না আত্মবঞ্চনা? এরূপ আত্মবঞ্চনা আর কতদিন চালাইব? আত্মবঞ্চনা করিয়া ত' জন্মজন্মান্তর কাটাইলাম, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য জন্মজন্মান্তরে বিভিন্ন মাতা, পিতা, পরিবার, পরিজন, দেবতা সকলকে ত' কত প্রকারেই ঘুষ দিয়াছি, যজ্ঞ-যজ্ঞ পাইয়াও যখন কর্ম্মকাণ্ডের বহির্মুখ জীবন যাপন করিয়াছি, তখনও ত' প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞ করিতে গিয়া দেবতাকে ঘুষ, ঋষিকে ঘুষ, পিতৃপিতামহ-গণকে ঘুষ, প্রাণিগণকে ঘুষ ও নরগণকে ঘুষ দিয়াছি! আধুনিক পরার্থী দাতব্য সমাজের সঙ্গে পরস্পর ঘুষের আদান-প্রদান কত প্রকারেই না করিয়াছি! প্রচ্ছন্ন ঘুষখোর আমার চরিত্র বোঝা লোকেরা ধরিতে পারেন নাই বটে, তাঁহারা আমাকে 'পরার্থী' বা 'পরোপকারী বলিয়া সম্মান করিয়াছেন, কিন্তু আমি বঞ্চিত হইয়াছি ও তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছি।

সাধারণের ধারণা যে, কেবল চোরাকারবারেই ঘুষ, কিন্তু অনেক সময় ক্ষতির পরিবর্ত্তে লাভজনক উপকরণও ঘুষরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেখানে কোন ছিদ্রযুক্ত দুর্বল পক্ষ অপর পক্ষের ছিদ্র প্রদর্শন করিতে উদ্যত হয়, সেখানে ছিদ্রযুক্ত প্রবলতর পক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ছিদ্রযুক্ত পক্ষকে 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিবা'র ভয় দেখাইয়া 'তুমতি চুপ্, হামতি চুপ্' নীতির ঘুষ প্রদান অর্থাৎ মৌনব্রত করিয়া দিতে পারে। পাশ্চিম-জগতে এজাতীয় ঘুষপ্রদান-প্রথা খুবই প্রচলিত রহিয়াছে, আবার যাঁহারা দর্শাভিনয়ের ছলনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই জাতীয় ঘুষ-প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্বলপক্ষকে ঘায়েল করিয়া অনেক সময় সত্যকথা আচ্ছাদন করা হয়।

'নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে'—এই সত্য নীতি বিপর্য্যয় করিবার জন্যই ঘুষ-প্রথার সৃষ্টি। শ্রৌতবাণীর কষ্টিপাথরে প্রত্যেক বিষয়ের নিরপেক্ষ সমালোচনা করাই যাঁহাদের স্বার্থ ও পর-শ্রেয়ঃসাধনের শিক্ষাগুরু, সেইরূপ সত্যান্বেষকদলের প্রতি ঘুষের প্রলোভন ও বিপদ্ সর্ব্বাপেক্ষা

বেশী। সাময়িক পত্রের দ্বারা 'ঘাটে বসটঃ হাঁড়ি ভাঙে' প্রভৃতি আর কিছুতেই নহে, এরূপ সাময়িক-পত্রকে স্বস্বপত্র করিবার জন্য নানাপ্রকার ঘুষ আবিষ্কৃত হয়। যাঁহাদের গুরুপাদপদ্মের নিরপেক্ষতার ঐকান্তিকতা আসে নাই, যাঁহারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'জীবিত অবিকল, তুয়া গুণ কলকল, পাই যেন সভের সমাজে'—এই বাণীকে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গভাবে সজ্জন-সমাজে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী অনর্গল হইয়া কীর্ত্তন না করেন, তাঁহারাও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ঘুষে কোন না কোন-ভাবে প্রলুব্ধ হইতে পারেন। এই বিষয়ে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র-বল। তাঁহার বাণী-বল ও আচার্য্যের আদর্শ-আচারানুসরণ-বল হইতে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হইলেই নানাপ্রকার ঘুষের প্রলোভন নিরপেক্ষ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অনুকীর্ত্তন হইতে জীবকে ভ্রষ্ট করিয়া থাকে।

তবে যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্ব্বতোভাবে নিয়ামক, সেখানে ঐরূপ ভয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে বাস্তব-সত্যকথা-প্রচারে উৎসাহিত করেন এবং সকল অসম্পূর্ণতাকে সংশোধিত ও সম্পূর্ণ করিয়া লন।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

'যেবে একজনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্যজনে নিন্দা করে, তার দায় সেই॥'

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৪।৯৬)

'যেবে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥'

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৩৯১)

শ্রীমদ্ গুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট ভৃত্য বৈষ্ণবগণের যাঁহার মধ্যে গুরুসেবা-বৃত্তি যতটুকু আছে, সেই বৃত্তিটুকুকে "শ্রীমতীর কৃপাবৃত্তি" জানিয়া তৎপ্রতি অকপট নমস্কার বিধান করিলে এবং নিজে অকপট-সেবা-চেষ্টায় বিভূষিত হইয়া সকলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী ও আদর্শ-আচরণের সেবায় নিজ চিত্ত স্থির রাখিলে কোন পক্ষবিশেষের ঘুষে প্রলুব্ধ হইয়া অন্যপক্ষের নিন্দা বা ছিদ্রানুসরণে সময় ব্যয় ও নিজের অমঙ্গলের চেষ্টা হয় না।

অপ্রাকৃত প্রেমদাতা মুকুন্দ বা মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ হইতে কেহ যদি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কামনা করেন বা প্রাপ্ত হন, তাহা দেখিয়া আমার যদি ঐরূপ অতিকিৎকর ফল-লাভের জন্য অসহিষ্ণুতা ও আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয় এবং সেই অন্যাভিলাষ-পূরণের জন্য মুকুন্দ বা মুকুন্দপ্রেষ্ঠকে ঘুষখোর-সম্প্রদায়ের জাতি-সমাজে দর্শনকৃতি, তাহা হইলে আমি অনেক চেষ্টা করিয়া হয়ত' ঐরূপ কিছু কাঞ্চনাদি লাভ করিতে পারি, কিন্তু অপ্রাকৃত প্রেম-মহানিধির সন্ধান হইতে অনেক দূরে পতিত হই। তাই আরাধ্যবস্তুকে ঘুষখোর মনে করিলে জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। মুকুন্দ ও মুকুন্দপ্রেষ্ঠ কখনও ঘুষখোর হন না, মায়াই সেখানে আবরণ-রূপে উপস্থিত হইয়া ঘুষের আদান-প্রদান করিয়া থাকে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত বহু-প্রচারিত 'বঙ্গবাসী' মাসিক পত্রিকার গত বৈশাখ মাসের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত 'শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান মায়াপুর নবদ্বীপ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ শ্রীমায়াপুরের মঠ, মন্দির ও বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থানের বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে শ্রীমায়াপুর-পরিদর্শন-কারী উক্ত প্রবন্ধলেখক; নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ আইবার আই, সি, এস্। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মিঃ রামচন্দ্র আইয়ার প্রভৃতি বাঙ্গলগণের এক চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয়ের বর্ণনানুসারে জানা যায়, তিনি ঐ সকল বিশিষ্ট ও সম্মানিত সঙ্গীর সহিত ১৯০৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীমায়াপুর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, —"বাঙ্গালীর নবজ্যোতি গৌরব প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভুর চারিশত পঞ্চাশ বার্ষিক জন্মোৎসবে তাঁহারই জন্মস্থানে যাইয়া যোগদান করার সৌভাগ্য পাইয়া বড় আমরা। গৌড়ীয়মঠের অধ্যক্ষরা এই উৎসব আয়োজন

ক'রয়া বাঙ্গালার গৌরব রক্ষা করিতেছেন। বাঙ্গালীর বিশেষ স্থান ক'রবার এক প্রধান সম্পদ্ ভক্তিতত্ত্ব, নাম-কীর্ত্তন-মহিমাতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব।"

প্রবন্ধ-লেখক-মহাশয় শ্রীমায়াপুরের ভৌগোলিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,—"ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অ্যাড্‌মিরাল্‌টীর ৫ম জন্ হ্যারিস্-কর্ত্তৃক অঙ্কিত ও ডাঃ সহকারের আদেশে জন্ জ্যান্ সীনের কর্ত্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রদ্বয়ের অনুলিপি দেখিলে বেশ বোঝা যায়, ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বতীরে জলঙ্গী নদীর পশ্চিমে ও ঐ নদীর মোহনার উত্তরে নবদ্বীপ সহর ও মায়াপুর অবস্থিত ছিল। এই চিত্র দুইটীর কথা Straynsham Master সাহেবের ১৭৬০ সালের ডায়েরীতে লেখা আছে। সুতরাং যদিও গঙ্গার গতি বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমানের অবস্থা ও নানাগ্রন্থের উল্লেখ ও প্রাচীন মানচিত্র দর্শনে ইহা সত্যভাবে নিরূপিত হয় যে, মায়াপুরে বর্ত্তমান যে স্থানে (যেখানে মঠ নির্ম্মাণ করেন) চৈতন্যমঠটী, বল্লালঢিবি, রামনপুকুর, চাঁদকাজীর সমাধি আছে, সবই প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত ছিল।"

প্রবন্ধলেখক আরও লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্মালোচনা, ভগবৎসাধনা, তীর্থ-যাত্রাদি কোন যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করে না, ইহা কেবল অনুভূতিদ্বারা সম্ভব হয়। কোন বাহ্য সত্তা বুদ্ধিদ্বারা ভগবৎশক্তি বা প্রেরণা কখন উপলব্ধি হয় না। এ প্রেরণা বহু জন্মের সাধনার ফলে বা ভগবানের অনুগ্রহে ও সদ্‌গুরু-কৃপায় পাওয়া যায়। এসম্পদ্ সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী, ইহা প্রাণের জিনিষ; হৃদয়ে না অনুভব করিলে বাহিরের কোন তাড়নায় তাহা উদয় হয় না।

তাই মায়াপুরের অস্তিত্ব কেবল ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক শাব্দিক বিচারের দ্বারা করিলে চলিবে না। অনুভূতি দিয়া ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ভক্ত ও ঈশ্বরমুখী-ব্যক্তি ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব ও প্রেমাস্বাদন কাহাকেও কখনও নাই, ইহা ভাগবতের প্রারম্ভ শ্লোকে ও গীতার শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের বহু বাণীতে বর্ণিত আছে।

বৃন্দাবনধামের পরিচয় সাড়ে চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে মানব-সাধারণের নিকট লুপ্তপ্রায় ছিল। সমৃদ্ধিশালী নগরী মুসলমানদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হওয়াতে এবং বৃন্দাবনের মন্দির ও দেবস্থানের ঐশ্বর্য্য মুসলমানদের দ্বারা ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হইবার পর বৃন্দাবন কয়েক শতাব্দী জন-সমাজের অগোচর হইয়া যায়। চৈতন্য-মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন-ভ্রমণে যান, তখন লীলা-চিহ্নসব লুপ্তপ্রায়। ... এই সব লীলাস্থান জন-সমাজে প্রচার করিবার জন্য রূপ ও সনাতন গোস্বামীদের আদেশ প্রদান করিয়া বর্ত্তমান বৃন্দাবন-ধাম প্রতিষ্ঠিত ও নানা লীলার প্রচলন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ভারতে এই এক অপূর্ব্ব দান।

সেই প্রকার আজ চল্লিশ বৎসর (তাহারও পূর্ব্বে) পূর্ব্বে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বজনপূজিত পরমসিদ্ধ জগন্নাথ বাবাজী ভাবাবেশে বর্ত্তমান মায়াপুরে নিম্বতরুর নিকটে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া যান। কতটা না তিনি এখানে কাঁদিয়াছেন, কতটা না তিনি এই ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সমাধি অবস্থায় কত প্রহর না তিনি কাটাইয়াছেন। এই মহাপুরুষের অনুপ্রেরণায় শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর বাবাজী ও শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যপ্রভুর নানা লীলার প্রকট ও প্রবর্ত্তন করিতে অকাতরে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রেরণায়ই শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহাশয় প্রভূত ক্লেশ, গঞ্জনা ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া গৌড়ীয়মঠ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-মাধ্বী-প্রপন্নে আজন্ম ব্রতী হইয়াছেন।

যদিও ভক্তের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম ও লীলা-স্থান সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত না হইতে পারে, তথাপি সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ-জন্য নানা তথ্য জানিয়া রাখা উচিত। সত্যের জয় চিরকাল।

ইহাও দেখা যায়, গঙ্গার গতি বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অনেক প্রাচীন স্থানে মন্দির, প্রাসাদ, সৌধ, জনপদ বহুবার গঙ্গার পরিবর্ত্তিত গতির উৎপাতে ধ্বংস হইয়াছে। তথাপি প্রাচীন নবদ্বীপের ও বহু প্রাচীন স্থানের নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান। নদীয়া Gazateer বর্ণিত বল্লালসেনের প্রাসাদ যাহা এখনও রামনপুকুর গ্রামে বল্লালঢিবি বলিয়া খ্যাত, তাহা বিরাজিত। ... ...।

চৈতন্যভাগবতের কীর্ত্তনের পথের বিবরণ ও ১৯১৭ সালের সেটেলমেণ্টের মানচিত্র মিলাইয়া পাঠ করিলে বল্লালঢিবির নিকটই কাজীর স্থান, খোলডাঙ্গাডাঙ্গা,

মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থানটীর প্রাচীন স্থান নির্দ্ধারণ হয়।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু আরও অনেক প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থানই শ্রীমায়াপুর। প্রবন্ধটী এখনও সমাপ্ত হয় নাই, ক্রমশঃ প্রকাশ্য। লেখক অপরের দ্বারা করা কোন কথা না লইয়া নিজে সাক্ষাদ্ভাবে স্থান পরিদর্শন এবং স্থানীয় অধিবাসিগণের সহিত আলাপ ও অনুসন্ধান করিয়া প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ রামপ্রসাদ আইয়ার ও নবদ্বীপ কেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ আইয়ার আই, সি, এস্ মহাশয়গণের ন্যায় বিশিষ্ট পরিদর্শকগণও শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর সঙ্গী ছিলেন।

অবৈধ অনধিকারচর্চ্চা ও অসত্যের নেপথ্যনাট্য

'কায়স্থ-পত্রিকা'র বৈশাখ সংখ্যায় "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান"—শীর্ষক যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নেপথ্যে সাম্প্রতিক ব্যবহার-জীবিকার অপস্বার্থবাদের স্বাভাবিক ঘুনাটা আছে বলিয়া ভাষা ও ভাবে প্রমাণিত হয়। ইহা কি গ্রাম্য অহিতবাদীর অসত্যের নেপথ্য-নাট্য? নতুবা, শাস্ত্রতঃ অবৈধ বাসাকী ও তাহার কল্পিত স্থানের জন্য এত দরদ ও কাঁদুনি কেন? 'ঘাবা ঠাকুর' এবং অন্নাদ্যাদি-চিকিৎসকের শিষ্য ও উত্তরাধিকারীর অনেক মাৎসর্য্যলীলাই ত' বহির্ম্মুখ জগৎ দেখিয়াছে। এবার 'অপসিদ্ধান্তী'গণের একজন নায়ককে আবার এই অসত্যের রঙ্গমঞ্চে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? গণমত-সংগ্রহ? অথবা 'অপসিদ্ধান্তী'বাদের স্তাবকসম্প্রদায়কে মিথ্যারাজ্যে পাতিত করাই উদ্দেশ্য? জগতে অহিত ও অসত্যের ইতিহাস স্থাপনই যাহাদের জন্মগত সাধনা, তাহাদের অভিমর্ত্তা ব্যক্তিদের প্রতি যে ব্যক্তিগত মাৎসর্য্য, তাহা কায়স্থ-পত্রিকার বিজ্ঞ সম্পাদক মনে হয়, খানিকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ-লেখক যে সকল কথায় অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছেন, তাহার মূলে যে ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও অপস্বার্থবুদ্ধি রহিয়াছে, তাহা উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় তাঁহার মন্তব্যে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—'বিশেষতঃ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়ের বর্ম্মালোচনা-দ্বারা বর্ম্মজগতে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের গৌরবের বিষয়।'

সমসাময়িক ধর্ম্ম-সাহিত্যে 'গৌড়ীয়ে'র প্রভাব

আধুনিক অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, পুস্তক, পুস্তিকা, এমন কি, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনাদিতেও "গৌড়ীয়" পত্রের ভাব ও ভাষার অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা গৌড়ীয়ের প্রচারের ব্যাপকতাই প্রমাণ করে এবং উহা কতকটা সমাজের মঙ্গল-প্রভাতের অরুণোদয় বলিয়া মনে হয়; তবে একশ্রেণীর অবৈধ অনুকরণকারী আছেন, যাঁহাদের "গৌড়ীয়ে"র ভাব ও ভাষা হজম হয় নাই, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের অপস্বার্থ-সিদ্ধি বা কোন না কোন অভিসন্ধি পোষণের জন্য "গৌড়ীয়ে"র নিজস্ব ও মৌলিক তথ্যসমূহ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন। ইহা কোন মতেই নীতিপূত ব্যাপার বা অনুসরণের পথ নহে।

অবৈধ আনুকরণিক চেষ্টা

গত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের "বসুমতী" মাসিক পত্রিকায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু নামক এক লেখক শ্রীবরাহাচার্য্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার বহু বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্য', 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি', 'গৌড়ীয়কণ্ঠহার' এবং ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের "গৌড়ীয়ে"র ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যায় 'শ্রীবিষ্ণুস্বামী'-নামক প্রবন্ধের হুবহু অনুকরণ; অথচ "বসুমতী"র উক্ত প্রবন্ধ-লেখক গৌড়ীয়মঠের যাবতীয় মৌলিকতথ্য হইতে যে উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা মুখেকরেও স্বীকার করেন নাই। পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এক সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমক্ষে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরিচিত ও সঙ্গলুব্ধ কোনও এক সত্যেন্দ্রনাথ বসু 'গৌড়ীয়' হইতে এই সকল আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানে গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অধিকাংশ মৌলিকত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন। বসুমতী পত্রিকার পূর্ব্বোক্ত লেখক উক্ত শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু কিনা, তাহা আমরা জানি না। তবে উক্ত প্রবন্ধে যে "গৌড়ীয়ে"র অবৈধ অনুকরণ আছে,

হইবার নিশ্চিত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় ঠাকুর হরিদাসের অবৈধ অনুকরণকারিগণ তাহাতঃ ঠাকুর হরিদাসের চরণে অপরাধ এবং অজিত'ত্বমূলে তাঁহার ব্যক্তিত্বকে হেয় করিবার চেষ্টা এক তৎসঙ্গে গৌরকৃষ্ণ-চরণে নিত্য অপরাধী মায়াবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও নানা-প্রকার অবৈধ-সম্প্রদায়কেও বল বাড়াইবার জন্য নিজদলে আহ্বান আধুনিক প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের একটি নৈমিত্তিকধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে

গ্রন্থ-গ্রন্থ-সমালোচনা

কলিকাতা-হাইকোর্ট হইতে প্রেরিত শ্রীযুক্ত নাথ মিত্র-প্রণীত ও প্রবাসী হইতে "ভক্তিপথে" নামক একখানি গ্রন্থ সমালোচনার্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতেও স্থানে স্থানে গৌড়ীয়ের ভাষা হুবহু উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু ঐ সকল 'গৌড়ীয়'-পত্র হইতে আহৃত বলিয়া কোথায়ও স্বীকার করা হয় নাই। আমরা উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নে একটি মাত্র স্থান উদ্ধার করিয়া ইহার প্রমাণ দিতেছি—

"জগতের গণতন্ত্রিকা পরাকৃপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অসু-সম্প্রদায়ের নানা ঘোনি ভ্রমণ-পূর্ব্বক অশেষ দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই পরদুঃখে দুঃখী বৈষ্ণব ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—

'জ্ঞান-কাণ্ড, কর্ম্ম-কাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

• • • কলির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসাধুগণ কৃষ্ণভক্তের ভাণ করিয়া তাঁহাদের পদবীকে পর্য্যন্ত হরণ করিতে সাহস করিয়াছে! রাবণের দুর্ব্বুদ্ধিরা ভোগ-পিপাসা যেমন স্বর্ণ, মণি ও পাতালের ভোগ্য সামগ্রীকে ভোগ করিয়াও তাহাতে বিরত না হইয়া অবশেষে নারায়ণের অভয়াশ্রিতা জগন্মাতাকে পর্য্যন্ত ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তেমনি বর্ত্তমানে অসুর-সদৃশ অভক্তগণ ভক্তিকে পর্য্যন্ত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা পাইতেছে। তৎফলে রাবণ যেরূপ আত্মবিনাশ লাভ করিয়াছিল, তাহারাও তদ্রূপ অভক্তি-পথাশ্রয়ী হইয়া আত্মবিনাশ লাভ করিতেছে। হায়! কত নিরীহ, সরল ব্যক্তি যে অভক্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর হাতে পড়িয়া অসহায় ছাগশিশুর ন্যায় মহামায়ার বলিরূপে উৎসর্গিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। আমরা ভেল্কি-অভিজ্ঞতার মনে করিলেও তাহারা আমাদের ভক্তিধন হরণ করিতে পারে না। কিন্তু অভক্তগণ যে চোর হইতেও ভয়ানক, যে-কেহ ইহার চিরন্তরে আমাকে ভক্তিধন হইতে বঞ্চিত করে। যখন যখনই ধর্ম্মের এরূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন তখনই ভগবান্ নিজে আসিয়া অথবা তাঁহার নিজ জনকে অবতাররূপে প্রেরণ করিয়া দুষ্কৃত-গণের বিনাশ ও আর্ত্তগণের উদ্ধার সাধন করেন। কলির আগমনে যখন সত্যধর্ম্মে এইরূপ গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, তখন গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রকৃত সাধু আদর্শরূপে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইলেন।

সাধু পাওয়া বড় ভাগ্যের জানিয়া।
সাধু-ভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥"

পুস্তকটিতে কতকগুলি অযাচিনীয় ভ্রমও প্রবেশ করিয়াছে,—যেমন ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিত 'ঠাকুর নরোত্তমের চৈতন্যচরিতামৃত'; তৎপর সিদ্ধান্তবিরোধ ত' অনেকই আছে। অতঃপরগুলি চাক্ষুষ্য যুক্তিও ইহাতে স্থান পাইয়াছে—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র শাস্ত্রাদি বিস্তৃত-কাঁপড়ের বাড়িবুঁড়ির ন্যায় ছিন্নভিন্ন অর্থাৎ তত্ত্বতঃ আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারদ্বারা ভারতের অস্পৃশ্যতা-রূপী পাণ্ডিত্যের বাক্যসমূহকে নির্ম্মূল ও ধ্বংস করিতে আদেশ ও ইঙ্গিত করেন।"

আনুকরণিক অপরাধ

সেদিন মেদিনীপুর জেলার একটি পত্রিকায়ও 'গৌড়ীয়ে'র ঐরূপ অনুকরণের সাক্ষ্য পাওয়া গেল, অথচ 'গৌড়ীয়ে'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূরে থাকুক, যাঁহার বস্তু আত্মসাৎ করা হইয়াছে, তাঁহারই অবৈধ ও অনধিকার সমালোচনা। উক্ত পত্রের ১৩৪২ সালের আশ্বিন মাসের (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা) সংখ্যায় প্রকাশিত "জয়ন্তী" প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ৪৬শে ডিসেম্বর তারিখের ১০ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে"র ৩১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "জয়ন্তী" প্রবন্ধের নকল। আচার্য্যের সুসিদ্ধান্ত-বাক্যের অনুকরণ করিয়া আবার অবৈধভাবে তৎপ্রতি আক্রমণের চেষ্টা সাংঘিকগণের চিত্তবৃত্তিরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রাচীন 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-পত্রিকায় 'শ্রীনামহট্ট'-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "শুদ্ধরূপে প্রচার করিতে গেলে, প্রথমে নামের শুদ্ধতা, দ্বিতীয় প্রচারকের শুদ্ধতা, তৃতীয় গ্রাহকদিগের শুদ্ধতার প্রয়োজন," কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই বিচার সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বিরোধী, অদ্বৈত-অনুকরণকারী, পাষণ্ড, প্রাকৃত-সহজিয়া এবং ভক্তিবিনোদ-সেবা শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরুদ্ধতার দুরাচর্য্যের অনেক নামের দ্বারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-স্থলে ছায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রদান হইয়াছে! আবার প্রাকৃত-সহজিয়াগণের অনুকরণে 'ঠাপত্র' বা 'বালসা ভোগ', 'ঘুনোট', 'নিশান্তলীলা' (?), 'রসানন্দ', 'কুঞ্জভঙ্গ' প্রভৃতি ব্যাপার অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে! ইহাই কি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুসরণ?

শ্রীধাম-মায়াপুর পরিক্রমাপীঠের নিজস্ব 'ভক্তিশাস্ত্রী', 'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য' এবং ভক্তিপদ উপাধিগুলির কেহ কেহ অদ্বৈত অনুকরণ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ ইহারাই এক সময় ভক্তিপদ নাম বা গৌরাঙ্গীবাদ গ্রহণ করাকে জড়প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করিতে ত্রুটী করে নাই! এখন সেই জড়প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিগণই গুরুগৌরাঙ্গের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার অনুকরণ করিয়া যখন ভোজন করিতেছে! কেহ কেহ আবার পৃথাল-বাসুদেবের ন্যায় ভক্তিবিনোদ-নামের চরণে অপরাধ করিয়া আনুকরণিক পাষণ্ড সাজিতেছে! এই অল্পদিনের মধ্যেই ঐরূপ অনেক পৃথালবাসুদেব বাহির হইয়া পড়িয়াছে!

ভাগবতধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম

গত বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় একটি জনসভার আয়োজন হইয়াছিল। বুদ্ধের প্রচারিত অহিংসা ও ত্যাগধর্ম যাঁহারা আচারে পালন করেন না, এরূপ ব্যক্তিগণও আজকাল বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ভাবক হইতেছেন! কলিকাতার এক সভায় অনেক মহিলা বক্তা বলিয়াছেন,—"হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। গীতা যেমন উপদেশ দিতেছে, কর্ম্মের মধ্য দিয়াই সাধনা, বৌদ্ধধর্ম্মও তাহাই, পরি-নির্ব্বাণের অর্থ হইতেছে, কর্ম্মে কর্ম্মে সাধনা-দ্বারা নিজকে বিলাইয়া দিয়া সমস্ত জগতের সহিত একাত্মভূত হওয়া।"

জড়-দেশাদ্যবোধ ব্যাপকতা লাভ করিয়া জড়-বিশ্বাদ্য-বোধে পর্য্যবসিত হয়। কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল—ক্লান্তি বা বৈরাগ্য। কর্ম্ম করিতে করিতে ক্লান্ত, ক্লান্ত মানব কর্ম্ম-বিরাগী হইয়া পড়িবেই পড়িবে,—তখনই বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম। কর্ম্মের ত্রিফলভোগ জীবকে চেতনের অস্তিত্ব বিলোপ করিবার জন্য প্রলোভিত করিয়া থাকে; বৌদ্ধগণের পরিনির্ব্বাণে চেতনের অস্তিত্ব থাকে না,—তাহাই অপর ভাষায় অচিন্ত্যাদ্বৈতবাদ। যাঁহারা 'পাষণ্ডহিন্দুমত' (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ) বা 'প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদকে' হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত শ্রুতির তাৎপর্য্যে অধিকার লাভ না করিয়া পরিনির্ব্বাণ বা জড়ের সহিত একাত্মভূত হইয়া যাওয়াকেই সাধনার চরমসীমা ও হিন্দুধর্ম্মের লক্ষ্য মনে করেন। বস্তুতঃ ভারতের সনাতনধর্ম্ম তাহা নহে। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধমতের নিন্দা করিয়া পুনরায় যে দ্বিতীয় প্রকার বৌদ্ধবাদ বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সনাতনধর্ম্ম বা প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম নহে। গীতায় যে কর্ম্মবাদের কথা আছে, তাহা অজ্ঞান কর্ম্মজিগণের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইবার জন্য (গীঃ ৩।২৬) কৌশল বিশেষ; বস্তুতঃ—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ (গীঃ ৩।৯)

'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ বিষ্ণু, অধোক্ষজ বিষ্ণুর জন্য কর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য যত কর্ম্ম, তৎসমুদয়ই কর্ম্মবন্ধনের হেতু; কর্ম্মবাদের ভিত্তি অস্তিত্বতা ও প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপেই বৌদ্ধমতবাদের উৎপত্তি। জড় দেশ, কাল ও পাত্রের দোষের যে অনিত্যতা ও নিরর্থকতা আছে, তাহার ভিত্তি অভিজ্ঞতা হইতেই রাজনন্দন শাক্যসিংহের বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু উহা জড়ভোগবাদের প্রতিক্রিয়া মাত্র। প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম এবং ভাগবত-ধর্ম্মকে যিনি মূর্ত্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীগীতগোবিন্দের লেখক শ্রীজয়দেব শ্রীবুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বিচার করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীবুদ্ধ জগতের ভোগবাদ ও তৎপ্রতিক্রিয়ার মূঢ়-সম্প্রদায়কে যে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাঁহার সেই বঞ্চনার

আদর্শ অনুসরণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষ্ণু-মূর্ত্তির অকৃত্রিম উপাসকগণ অধোক্ষজ-বিষ্ণুকর্ম্ম অর্থাৎ অধোক্ষজ-বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবার অনুশীলনময় আত্ম ও পরনিষ্ঠেতেই জীবন নিয়োজিত করেন। কর্ম্মের প্রতি বৈরাগ্যের ন্যায় সেই অধোক্ষজ-সেবার প্রতি কোনদিনই বৈরাগ্যের উদয় হয় না।

সকলের সুখ ও শান্তির জন্য জীবন ধারণ

কতকগুলি পূর্ব্বে বঙ্গগৌরব মাননীয় সুবিজ্ঞবর বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় কলিকাতার কোন সভায় সভাপতির অভিভাষণ প্রদান-কালে বলিয়াছিলেন—'প্রত্যহই প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রসমূহ আত্ম-স্বার্থসিদ্ধির বিজয়ঘোষণা বহিয়া আনিতেছে। জগতের বিভিন্ন জাতিসমূহ আজ শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইতেছে না—তাহার কারণ তাহারা ধর্ম্মের মূলনীতি সাময়িক ভাবে ভুলিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের মূলনীতি হইতেছে সকলের সুখ ও শান্তিবিধানের জন্য জীবনধারণ করা।"

কিন্তু, সকল সমস্যার একমাত্র সমস্যা যাহা বিজ্ঞজন মানবজাতির অধিকাংশই এখনও ধরিতে পারিতেছেন না যে, সকলের সুখ ও শান্তি-বিধান কিরূপে হইতে পারে? কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা বৈরাগ্য এই সকল কি প্রকৃত সুখ ও শান্তি দিতে পারে? দৈহিক সুখ কি সুখ আর মানসিক সুখও কি চিরস্থায়ী? একপ্রাণী আর এক প্রাণীকে কতক্ষণ দৈহিক ও মানসিক-সুখের দাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে? যেখানে স্বপরার্থসিদ্ধির বিজয়-দুন্দুভিনাদ, সেখানে নিঃস্বার্থপরতা বা পরার্থপরতার যৌক্তিকতা জীবনী-শক্তিহীন। অনেক সময় তাহা আত্ম-সন্তোষবাদের প্রচ্ছন্ন প্রতীক। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত জীবের তাপত্রয় উন্মূলনের একমাত্র পথ আবিষ্কার করিয়াছেন—"অধোক্ষজ-সেবার পথ', এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল পথই ন্যূনাধিক কপটতা-পূর্ণ এবং ঐ সকল পথের সুখ ও শান্তির প্রতিজ্ঞা আত্ম-স্বপরার্থ-সিদ্ধিরই ন্যূনাধিক প্রকারবিশেষ বলিয়া "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র" — শব্দে জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্-ভাগবত বলিয়াছেন,—সর্ব্বকল্মষবিনাশক শ্রবণমঙ্গল হরি-কথামৃত-প্রচারই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধান ও বাস্তবসুখশান্তির হেতু। সর্ব্বসুমঙ্গলময়ী হরিকথার অনুকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিগণই পরের নিত্য ও বাস্তব সুখ ও শান্তিবিধানের জন্য জীবন ধারণ করেন।

আবিসিনিয়ার পতনে পারমার্থিকের শিক্ষা

আবিসিনিয়ার সঙ্ঘ: পতন ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক সুখশান্তির বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণ করিয়াছে। আবিসিনিয়া দুই সহস্র বৎসর বা ততোঽধিক কালের প্রাচীন স্বাধীনতাকে (?) আর এক সম্প্রদায়ের সাময়িক বিজয়োল্লাসের পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য বলি দিতে বাধ্য হইয়াছে। এদিকে এক সম্প্রদায়ের জনসমষ্টির বা এক স্বাধীন (?) জাতির মৃত্যুঘোষণা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই আর একটি ভঙ্গ স্বাধীন (?) ও সভ্যজাতির মুখ হিংসার ক্রূর আনন্দে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! বিষাক্ত গ্যাস, তরলাগ্নি, নবীন যান্ত্রিকযুগের উন্নততর বিধ্বংসী শস্ত্রসমূহের প্রতিযোগিতা একদিকে যেমন বৃদ্ধি পাইতেছিল, আর একদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশ্ব-শান্তিস্থাপনের স্বপ্ন-যামিনীও প্রভাতোন্মুখ হইতেছিল। ইহাতে কেহ কেহ আবার সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর চটিয়া গিয়া বিশ্ব-শান্তির নূতনতর জড় কল-কৌশলের গবেষণা করিতেছেন। কিন্তু ঐ সকল উপায় যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, তাহার প্রমাণ কি? বরং বিশ্বাসঘাতকতাই ইহাদের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া পূর্ব্ব ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে। জড়ের স্বাধীনতা, জড়ের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত শান্তি, জড়ের রক্ষাকবচ—সকলই বিশ্বাসঘাতক এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই ধ্বংসোন্মুখ। এই সকল তাসের ঘর নির্ম্মাণের জন্য প্রকারই উন্নততর পরিকল্পনাই হউক না কেন, তাহা কোনদিনই বাস্তববিশ্বশান্তি প্রদান করিতে পারে না। যেখানে একমাত্র অধিষ্ঠান স্বরাটের অকপট স্বার্থানুসন্ধান ও সুখানুসন্ধান নাই, সেখানে বিশ্বশান্তির জন্য যাবতীয় প্রস্তাব, প্রতিজ্ঞা, গবেষণা ও চুক্তি যতই জড়ের সুদৃঢ়তার ভিত্তির উপর, যতই যৌক্তিক নিঃস্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার প্রতিজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা কখনই বাস্তব বিশ্বশান্তি প্রদান করিতে পারে না।

এদিকে যখন আবিসিনিয়ার সুখশান্তির দুর্গ অমানুষিক অত্যাচারে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল এবং সর্ব্বত্র লুটতরাজ ও গোলাগুলি চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই 'টাইম্‌স্'

পত্রের সংবাদ-দাতা মিঃ জর্জটিয়ার, 'ল জার্নাল'-পত্রের বিশেষ সংবাদ-দাত্রী মিস্ মার্গারেটারী। হারেমোকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত মধুযামিনী যাপন করিতেছিলেন। আবার সমুদে সহস্র সহস্র ব্যক্তির শোণিত-স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা থাকা সত্ত্বেও এবং মনস্তত্ত্বের বিশদরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দম্ভঃ দম্ভঃ প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা করিতে থাকিলেও আজিস্ আবার সেই সময়ক্ষেত্রেই লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া পরস্পর ধাপ্পা চালাইতেছিল। কে কোন্ অধিকতর মূল্যবান্ জিনিষটি নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য সংগ্রহ করিবেন, তজ্জন্য অনেকেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহারাই হয়ত একদিন আগন্তিক সভ্যতা-প্রচারের নায়ক ছিলেন বা হইবেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে মানব-বিধ্বংসী বিষাক্ত গ্যাস ও তরলাগ্নির গবেষণাগারের কার্য্যেও নিযুক্ত হইয়া পড়িবেন! 'হরটাকে'র সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন যে, স্পেনে ফ্যাসিষ্ট গণ (Fascists) সোসিয়েলিষ্টগণের (Socialists) অল্পবয়স্ক পুত্র-কন্যাগণকে বিষগর্ভ মিষ্টান্নের দ্বারা আহারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মঠ ও খৃষ্টান সন্ন্যাসিগণের পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহে আগুন লাগাইয়া দিয়াছেন, তৎফলে বহু মঠ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে! সভ্যতা বিশ্বশান্তি ও পরার্থিতার প্রতিজ্ঞা-পতাকা উড্ডীন করিয়া যে পাশ্চাত্য ভাবধর্ম্মে জগৎকে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে, বহুকের ভারতের অধিবাসী আমরাও সেই আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া তাহারই তাল-পাড়া-সত্যরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিতেছি এবং সেই ভাবাদর্শই আমাদের জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা, সর্ব্বোন্নতা, বিশ্বচিত্তচেষ্টা: প্রকৃতির ছাপ ও নামাবলী গায়ে দিয়া ভারতীয় মঞ্চের রঙ্গা-হতে আধুনিক সভ্যতার রঙ্গমঞ্চের উদীয়মান অভিনেতৃরূপে উপস্থিত হইয়াছে!

আলালনাথ-প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ৪ঠা মে ভোর ৮৫ ঘটিকায় শ্রীপাদ গোবিন্দবাস বাবাজী মহাশয় ও শ্রীপাদ যোগাসন মহারাজ-সহ পুরী-শ্রীসুবর্ণেশ্বরমঠ হইতে মোটর-যোগে বঙ্গোপসাগর-তীরে বিজয় করিলে তথা হইতে আলালনাথ-শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ও স্থানীয় সজ্জনগণ শ্রীআচার্য্যোপাদপদ্মকে ঘোল-বেহারার পাল্কীতে করিয়া উচ্চসংকীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীআলাল-নাথে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসেন। প্রভুপাদ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠে প্রায়: ৯ ঘটিকায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলা যে রাত্রি ১১৪টায় পুরী হইতে যাত্রা করিয়া ৪ঠা মে ভোর ৬টায় আলালনাথে পৌছান। শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর গুরু ও রাধাগোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ এই যে তারিখে ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু, শ্রীধর মহারাজ, ভক্তিসুধাকর প্রভু, পরমানন্দ প্রভু, অদ্বৈতানন্দ সেবাবিলাস, কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, জানকীবল্লভ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীবলদেব, শ্রীযুক্ত সুদর্শন, শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রচন্দ্র দাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দও উক্ত ৪ঠা মে তারিখে পুরী হইতে আলালনাথে উপস্থিত হন।

৪ঠা মে শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীর অধিবাস-বাসরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—প্রত্যেক স্থানের অণুপরমাণুতে যে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান আছে, সর্ব্বত্রই তিনি যে অন্তর্যামি-রূপে বিরাজিত, তাহা ভক্তগণের দিব্যদর্শনে নিত্যকাল প্রতিভাত। কিন্তু জড় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আসক্ত অভক্ত-সম্প্রদায়ের অবিদ্যাচক্ষুতে তাহা দর্শনের বিষয় হয় না, ভক্তের দর্শনকেও তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না; তাই ভক্ত-বাক্য-সত্যস্থাপী শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব স্ফটিক-স্তম্ভ-মধ্য হইতে তাঁহার আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তের সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শনের সত্যতা স্বয়ং প্রমাণিত করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তিবিঘ্নবিনাশন। তাঁহার অধোক্ষজ-ভক্তিবিঘ্নবিনাশনত্বের-কথা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মসংহিতার 'যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভদ্বন্দ্বে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ। বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।'—এই শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। গণেশ স্বীয় মস্তকের কুম্ভদ্বয়ের উপর

সঙ্গেই শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্ম ধারণ পূর্ব্বক তৎসমীপে সামান্য কিছু কণ্ডূয়ন লাভ করিয়াই ইহজগতে প্রাকৃতবিষ্ণু-বিনাশে সমর্থ হন।" শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে হরিকথার পূর্ব্বে ও পরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

এই যে শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব-বাসরে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের অনুগমনে ভক্তবৃন্দ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা হয়। প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ "শঙ্করাচার্য্য ও ভাগবতের বিচার; কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের ভাগবতের লক্ষণ; মহামন্ত্র নামে সর্ব্বসিদ্ধি হইলেও মন্ত্রগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা; 'অপরাধশূন্যে' প্রতিষ্ঠিতা শ্রীনামভজনের অপ্রাকৃত সবিশেষ-স্বরূপ প্রতিপাদক আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকারীর সঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারী ভক্তের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য" ইত্যাদি বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে ষষ্ঠতম সংখ্যা (১১শ বর্ষ) নবীন-প্রকাশ পাঠ করিতে করিতে 'সকর্ষন্ বিশ্বধিনামথ যোষিতাঞ্চ' এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে থাকেন,—"কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—এই ত্রিবিধের ভোগাশা যাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান, তিনিই যোষিৎসঙ্গী। বিষয়ী ও যোষিৎসঙ্গী একই কথা। বিষয়ী উক্ত ত্রিবিধ যোষিৎকে তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণের নিমিত্তরূপে গ্রহণ করিয়া ভগবৎসেবা-বিমুখ হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত কখনও উহাদিগকে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করেন না, উহা-দ্বারা ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। চিত্তবৃত্তিটি নিজের বা ভগবৎসেবাবিমুখের সুখ-চেষ্টায় নিযুক্ত না করিয়া ভগবান্ ও তদ্ভক্তের সুখসাধনে নিযুক্ত করিলেই চিদ্বৃত্তি প্রকাশিত হয়, সেবা হয়, ভক্ত হওয়া যায়; নতুবা অভক্ত হইতে হয়। সংসার-প্রবেশ দোষের হয় না, যদি তাহা কৃষ্ণসেবাগার থাকে। সংসারাসক্তি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। সংসারকে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণাগার জ্ঞান হইলে সেই ভক্তিপ্রতিকূল সংসার ত্যাগই ভক্তের বিচার। আচার্য্যবর্গের দার-পরিগ্রহ আর বদ্ধজীবের সংসার-ভোগ একতাৎপর্য্যপর কথা নহে। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত যে কোনও বর্ণে বা যে কোনও আশ্রমে অবস্থান করিলেও তিনি তত্তদ্ বর্ণ বা আশ্রমের অতীত হইয়া যান না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই তিনি হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন।"

ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-সহকারে শ্রীআলালনাথজীর শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। অতঃপর শ্রীমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ শ্রীধর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্নস্থান হইতে আলালনাথ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীনৃসিংহমহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় শ্রীআলালনাথজীর মন্দির-পরিক্রমা ও পার্শ্বদেবতা শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন হয়। ঐ যে বৃহস্পতিবার সাধারণ মহোৎসব। এই দিবস আলালনাথ ও তৎসন্নিহিত কএকগ্রামের সকল অধিবাসীকেই প্রায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় ও সহযোগে শ্রীআলালনাথের প্রাচীন শ্রীমন্দিরের সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে। পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরের প্রাচীরাদি ছিল না, এক্ষণে উহা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, দক্ষিণে সামান্য কিছু বাকী আছে। বর্ত্তমান সময়ে সিংহদ্বারের কার্য্য চলিতেছে। পুরীর সুপ্রসিদ্ধ এমার মঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস মহারাজ এই সিংহদ্বার-নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের তিনদিকে শ্রীবরাহ, শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীবামনদেব —এই পার্শ্বদেবতাত্রয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীগরুড়স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছেন, চত্বরও নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্রজগৌড়ীয়মঠের উৎসব সুসম্পন্ন করিয়া তথা হইতে গত ঐ যে বৃহস্পতিবার রাত্রি ১ ঘটিকায় শিবিকা-যোগে যাত্রা করিয়া রাত্রিশেষে ৪ ঘটিকায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু, শ্রীগোবিন্দ দাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীপাদ যোগাসন মহারাজ ও ভক্ত শ্রীবলদেব প্রভুপাদের অনুব্রজন্যা করেন। অন্যান্য সেবকগণ রাত্রি ১০টার সময় আলাল-নাথ হইতে যাত্রা করিয়া ভোর ৪ ঘটিকায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপনীত হন। পথিমধ্যে বৃষ্টির জন্য সকলকেই একটি স্থানে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

নূতন উড়িষ্যার গভর্ণর বাহাদুর ও শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি

গত ১২ই মে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় শ্রীপুরুষোত্তমে 'গৌড়ীয়'-সঙ্ঘপতি শ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় নূতন উড়িষ্যার মহামান্য গভর্ণর স্যর্ জন অষ্টিন্ হাবাক্ কে-সি-এস্-আই, আই-সি-এস্ (Sir John Austin Hubbock K. C. S. I., I. C. S. বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারত ও ভারতের বাহিরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কার্য্য, শ্রীল প্রভুপাদ অভিনবী ভাষনী ও শিক্ষা এবং প্রচার্য্য-বিষয়ের সংসার ধর্ম্ম প্রভৃতি আলোচনা করেন। গভর্ণর বাহাদুর গৌড়ীয় মঠের জগদ্ব্যাপী ভক্তি প্রচারকার্য্য ও সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম বিচার-বৈশিষ্ট্য-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

গোস্বামী মহোদয় গত ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-প্রদাতা

বদান্যবর জেপুরাধিপতি মাননীয় সাহিত্যসম্রাট্ উৎকল-বিক্রমাদিত্য
শ্রীবিক্রমদেব বর্ম্মণ কি-সি-ই, হরিজনাশ্রয়
মহারাজ বাহাদুর

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা-মহোৎসব

[১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ বুধবার শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বিষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজা উপলক্ষে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী প্রত্নবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুৎ সচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ, পি-এইচ-ডি মহোদয়ের সেবাচেষ্টায় লণ্ডনগৌড়ীয়মিশন-সোসাইটীর চেয়ারম্যান দি রাইট্ অনারেবল স্যর সাদিলাল সি, সি মহোদয়ের সভাপতিত্বে লণ্ডনে মহতীসভার অধিবেশন; তাঃ রাধের অপূর্ব্ব হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা; সভাপতির অভিভাষণে বক্তৃতার উচ্চপ্রশংসাসহ আচার্য্যপাদপদ্মে ভক্তিপূর্ণ অভিনন্দন-জ্ঞাপন; স্যর ক্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড, স্যর অতুল চাটার্জ্জী, প্রিন্সেস্ সোফিয়া দলিপ সিং, সর্দ্দার বাহাদুর ও সর্দ্দারণী মোহন সিং প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃসমাগম।

"অমৃতবাজার-পত্রিকার" গত ১লা মার্চ্চ, ১৯৩১ রবিবার-সংখ্যায় এবং 'গৌড়ীয়' বর্ত্তমানবর্ষ ৩০শ সংখ্যায় প্রকাশিত বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

———

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুষোত্তমমঠে শ্রীরায়রামানন্দের বিরহমহোৎসব

গত ১১ই মে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদপ্রবর শ্রীরায় রামানন্দের বিরহ-মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে শ্রীচটকপর্ব্বত পরিক্রমার পর সংকীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীল প্রভুপাদ গোদাবরীতটে শ্রীমন মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দমিলন-প্রসঙ্গ বর্ণন পূর্ব্বক সাধ্যনির্ণয়-সম্বন্ধে তাঁহাদের ইষ্টগোষ্ঠী-কীর্ত্তনমুখে "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্" শ্লোকটি

ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরূপপাদের "কর্ণিতাঃ পরিতঃ" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা-দ্বারা মহাপ্রভু ও রামানন্দ-সংবাদের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করেন। দুই ঘণ্টারও অধিককাল হরিকথা হইয়াছিল। অতঃপর কীর্ত্তনান্তে সমাগত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

গয়া-গৌড়ীয়মঠের স্থান-পরিবর্ত্তন

গত ১লা এপ্রিল, ১৯৩৬ শ্রীগয়া-গৌড়ীয়মঠ চার্চ্চরোড্ হিল্‌সাইড্ হইতে গয়া-সহরের মধ্যস্থলে রমণা রোড্‌এ স্থানান্তরিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে ঐ এপ্রিল তারিখে শ্রীমঠে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বেড়শতেরও অধিক বিহারী ও বাঙ্গালী ভদ্র-মহোদয় ও ভদ্রমহিলা মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। প্রত্যহ মঠে পাঠকীর্ত্তন-শ্রবণ ও শ্রীবিগ্রহ-দর্শনার্থ বহু ভক্তের সমাবেশ হইতেছে। প্রায়ই চায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী প্রাণবল্লভ মহোদয়ের প্রাণপণী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবাচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়া।

শ্রীমঠে গত ৪ই মে তারিখে শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা, ভোগারাত্রিক, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নৃসিংহস্তব পাঠ ও ব্যাখ্যা, দশাবতারস্তোত্র পাঠ ও কীর্ত্তন এবং মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন হইয়াছে। সন্ধ্যার পর পাঠকীর্ত্তনান্তে সমবেত শ্রোতৃ-বৃন্দকে নানাপ্রকার প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

রোহিণীতে— মেদিনীপুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ রোহিণী গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বড়জেনা ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বড়জেনা মহাশয়দ্বয় শ্রীচৈতন্যবাণীতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজের শ্রীমুখ হইতে কএকদিন যাবৎ শ্রীমদ্-ভাগবত শ্রবণ করেন। তাঁহারা সদাচারপরায়ণ উচ্চ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া বিবিধভাবে ভগবৎসেবার্থ যত্ন করিতেছেন। উৎকল-দেশীয় ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস মহাশয়ও কায়মনো-বাক্য-অর্থাদির দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে সহায়তা করিতেছেন।

৯ই এপ্রিল স্বামীজী রোহিণীবাজারে শ্রীযুক্ত হরমচন্দ্র ডঙ্গ মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-গমনকালে শ্রীরুক্মিণীদেবীর হৈন্য ও কাতর নিবেদন'-প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

গত ১২শে এপ্রিল হইতে ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত স্বামীজী রোহিণীগড়ের অধিবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বড়জেনা মহাশয়ের ভবনে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অজামিল-উপাখ্যান হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৪ এপ্রিল হইতে দিবসত্রয় স্বামীজী অধিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বড়জেনা মহাশয়ের ভবনে কপিল-উপাখ্যান হইতে জীবগতি এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনন্দপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে পাঠ, ব্যাখ্যা ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতা করেন। বিজয় বাবু সপরিবারে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

গত ২৩শে ও ২৪শে এপ্রিল ওলদা গ্রামে শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে গীতা ও শ্রীমদ্-ভাগবত ব্যাখ্যা এবং ১লা মে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বক্তৃতা হয়।

গত ২রা মে নারগোবিন্দপুরে ভক্ত শ্রীনন্দলচন্দ্র মান্না মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বিদুর-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ৩রা মে হলড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীসৃষ্টিধর মণ্ডল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে স্বামীজী তাঁহার ভবনে তিন দিবস যাবৎ গীতা, ভাগবত ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

যশোহর, খুলনা ও ২৪ পরগণায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৪০শে চৈত্র, ২রা এপ্রিল বৃহস্পতিবার যশোহর জেলার চৌরকান্দী নামক

যান হইতে কালিয়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে গমন করিয়া স্থানীয় হরিসভায় 'মনুষ্যজীবন ও পরমার্থ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তরা এপ্রিল শুক্রবারও উক্ত হরিসভায় স্বামীজী নববিধানাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান ও তৎপর কীর্ত্তনান্তে ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা প্রদর্শন করেন। ৪ঠা এপ্রিল কালিয়া হইতে যাত্রা করিয়া গৌরভূপুর কলেজে উপস্থিত হন। ৫ই এপ্রিল স্বামীজী উক্ত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও বর্ত্তমান দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে কলেজেই 'শ্রীমন মহাপ্রভুর দান' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৮শে চৈত্র ৮ই এপ্রিল স্বামীজী গৌরভূপুর কলেজ হইতে যাত্রা করিয়া গাজিরহাট নামক স্থানে গমন করেন এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস অধিকারী মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যায় 'মনুষ্যজীবনের চরমতত্ত্ব'-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা প্রদর্শন করেন। অতঃপর যশোহর ও খুলনার কতিপয় স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া স্বামীজী ১১ই এপ্রিল সিদ্ধিপাশাগ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু ও শ্রীযুক্ত হৈমলোকানাথ দত্ত মহোদয়ের গৃহে তিন দিবস অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ছায়াচিত্র-সাহায্যে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া তথা হইতে নাগাত ১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল যশোহর টাউনে উপস্থিত হন এবং জমিদার শ্রীযুক্ত গৌরহরি মজুমদার মহাশয়ের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন। ১৫ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত সুখময় বাবুর গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ১৬ই এপ্রিল স্থানীয় বাজারে 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা ও অন্যান্য স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া ১৭ই এপ্রিল যশোহর হইতে বেরাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত গৌরেন্দু দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে গমন পূর্ব্বক ঐ দিবস ও তৎপরদিবস হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২০শে এপ্রিল স্বামীজী শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর মজুমদার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অফ বাখরগঞ্জের সভাপতিত্বে যশোহর-টাউনহলে 'মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে মিঃ কে সি নাগ ডিষ্ট্রিক্ট জজ বাখরগঞ্জ, মিঃ জে কে বিশ্বাস, এস্-ডি-ও, মিঃ ডি কে ঘোষ ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার, শ্রীযুক্ত ওঙ্কারনাথ মজুমদার বি-এল্, শ্রীযুক্ত পরাক্রম মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় বি-এল্, শ্রীযুক্ত নন্দলাল মজুমদার ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র সাহা (কুথ মার্চ্চেন্ট), শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘাড়োয়ারী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ২১শে এপ্রিল স্বামীজী যশোহর সহর হইতে মণিরামপুর নামকস্থানে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক ২২শে এপ্রিল মণিরামপুর স্কুল-প্রাঙ্গণে মোহনপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২৩শে এপ্রিল স্বামীজী তথা হইতে কেশবপুর বাজারে উপস্থিত হন এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করিয়া দুই-দিবস শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। ২৪শে এপ্রিল নড়াইলের জমিদারপত্নীর জিমোবিনী কাছারীতে 'সনাতনধর্ম্ম'-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্রনাথ রায় ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর স্বামীজী লাউবাড়িয়া, বরণডালী ও লাউকান্দা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া ২৯শে এপ্রিল ২৪ পরগণা জেলার ইটিতা গ্রামে উপস্থিত হন এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করেন।

চয়ন

['অমৃতবাজার-পত্রিকা' মফঃস্বল-সংস্করণ, ১১ই মে, ১৯০৬ সংখ্যায় আলেখ্য-সহ প্রকাশিত]

SJ. R. M. ROY CHOWDHURI

DACCA ZEMINDAR'S GIFT TO GAUDIYA MATH

(From Our Own Correspondent)

DACCA, May 5.

Babu Rai Mohon Roy Chowdhury, the grand old Zemindar of Baliati, has made a donation of Rs. 10,000 for the purchase of the site of the Madhwa Gaudiya Math at Dacca. Babu Rai Mohon Roy Chowdhury is an ideal Zemindar and Banker. He has been systematic throughout even upto his present age of 83 years. His devoted and pious wife Srijukta Radhakundeshwari has paid all cost for construction of a very big Lecture Hall for the said Math which will accommodate about 3000 people for attending religious discourses there.

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩; ২৩শে মে, ১৯৩৬ | ৪১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কোন্ ধর্ম্মের মহাসভা ?

বোম্বাইতে নাকি ধর্ম্মের (?) একটি পার্লামেণ্ট (?) বসিয়াছিল। উহা কোন্ ধর্ম্ম ? 'দেহধর্ম্ম', 'মনোধর্ম্ম' না 'আত্মধর্ম্ম' ? উক্ত পার্লামেণ্টের (?) সভাপতির অভিভাষণের যে মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, উহা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মেরই একটি সভা বিশেষ। কারণ সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন,—"God had not given the monopoly of truth to any particular religion. The different religions were the different ways to approach one and the same God who after all was undefinable." অর্থাৎ কোন ধর্ম্মবিশেষকে ভগবান সত্যের একচেটিয়া অধিকার দেন নাই, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম একই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ। সেই পরমেশ্বর চরমে সংজ্ঞা বা অভিধান-রহিত।

উপরিউক্ত কথাগুলি সকল মনোধর্ম্মের দোকানেই শুনিতে শুনিতে সকলেরই কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহা কিছু নূতন নহে। কিন্তু পরমেশ্বরের স্বরূপ-নির্দ্দেশের মধ্যেই ("God after all was undefinable" এই বাক্যেই) সব গলদ ধরা পড়িয়া যায়। পরমেশ্বর সংজ্ঞারহিত বা নাম-রূপ-হীন, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিবার একচেটিয়া অধিকারই বা পরমেশ্বর কোন্ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-বিশেষকে দিয়াছেন ? যাঁহারা 'ধর্ম্মের দোকানি' পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা

করিতে গিয়া এক নূতন 'গৌড়ামির ধর্ম' ঐগতিক সুবিধা-বাদ-পোষণের জন্য সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাঁহারা বাস্তব সত্তা-বিজ্ঞানে পরাঙ্মুখ। ক্ষুদ্র মানব-মনীষা ত' দূরের কথা, মানবের আদি জনক ব্রহ্মাও পরমেশ্বরের স্বরূপ মাপিয়া ফেলিতে পারেন নাই, তিনিও বলিয়াছেন,—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

কৃষ্ণ ব্রহ্মার গর্ব চূর্ণ করিলে কৃষ্ণকে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, —হে দেব! তোমার চরণযুগলের কৃপাকণায় অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত অন্য কেহই দীর্ঘকাল বিচার করিয়াও জানিতে পারেন না।

মানব-মনীষা যদি পরম (শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্ম (বৃহৎ) বস্তুকে মাপিয়াই ফেলিল, 'নাম-রূপ-হীন' বলিয়া কল্পিত সংজ্ঞাবিশেষই প্রদান করিল, তাহা হইলে পরব্রহ্ম হইলেন,—ক্ষুদ্রের (জ্ঞানের) ক্ষুদ্র (পরিমিত) বস্তুটির একজন আসামী! পরমেশ্বর প্রাকৃত নাম ও প্রাকৃত-রূপহীন একথা নিত্য সত্য। কিন্তু 'তিনি অপ্রাকৃত নাম-রূপ-হীন বা অপ্রাকৃত সংজ্ঞা-হীন'—প্রাকৃত ব্যক্তিগণের এইরূপ (ঐগতিক অভিজ্ঞতা হইতে) অনুমানের তাম্র-শাসন কি আছে? অতএব যাঁহারা তথাকথিত সমন্বয়-বাদের পৃষ্ঠপোষক, তাঁহারা যে মূলে নির্বিশেষবাদী, ইহাই প্রমাণিত হয়। ইঁহারা নির্বিশেষবাদকেই একচেটিয়া সত্য বলিয়া স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যে সকল মনোধর্মের সহিত একটা মৌখিক আপোষ করিতে চাহেন। সকল মনোধর্মীর সকল কথায় সায় দিলে সকলেই 'খুসী' থাকে, তাহাতে ধরে সকলকেই পাওয়া যায় এবং সেইরূপ ধরকে 'সার্বজনীন (?) ধর্ম' বলিয়া গ্রহণ করা হয়। তাঁহারা কার্যতঃ মনে করেন, ঐরূপ এক সার্বজনীন (?) ধর্ম-বিশেষকেই ভগবান্ তাঁহাকে 'চরমে নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় করিবার একমাত্র সত্য' (?) একচেটিয়া অধিকার দিয়াছেন। ঐরূপ 'চরমে নির্বিশেষের জন্য' যে তাঁহাদের অসদ্ গৌড়ামি রহিয়াছে, ইহা চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। প্রেমধর্মের প্রচারক ভাগবতধর্ম ঐরূপ অসদ্ গৌড়ামির ধর্মকে একমাত্র বাস্তবসত্যধর্ম বা "নির্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম" বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে ধর্মাভিলাষী, অর্থাভিলাষী, কামাভিলাষী ও মোক্ষাভিলাষী মনোধর্মি-সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল মনোধর্ম বা যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া 'প্রেম নহে, তাহা 'হিংসা'। এক অদ্বিতীয় বাস্তব-সত্যে একনিষ্ঠা ও তৎপ্রতি বিশ্বের সকলের চেতনকে উন্মুখ করাই প্রকৃত প্রেমের পরিচয়।

ধর্ম কি মানুষের সৃষ্টি?

বর্তমান মাসের 'প্রবাসী' পত্রের 'আলোচনা'-স্তম্ভে কোন লেখক বলিতেছেন,—"ধর্ম মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ ধর্ম করিবার জন্য জন্মে না, পরন্তু মানুষকে মানুষ-নামে যোগ্য করিবার জন্যই ধর্মের প্রয়োজন। কাজেই প্রথমে মানুষ, পরে ধর্ম।"

উক্ত লেখক বা জনসাধারণ 'ধর্ম' শব্দে যাহা বুঝেন, তাহা হইতে পারমার্থিকগণের ধর্মের পরিচয় ও তাৎপর্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা পূর্বোদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন। পারমার্থিকগণ জানেন ও ভাগবত বলেন,—

ধর্মস্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥

(ভাঃ ৬।৩,১৯)

—সত্য-ধর্মটি সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীত; ভৃগু প্রভৃতি সত্ত্বগুণ-প্রধান ঋষিগণও ইহা নিশ্চিতরূপে জানেন না, দেবতাগণও জানেন না, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণ, কেহই জানেন না; বিদ্যাধর ও চারণপ্রভৃতির কথা আর কি বলিব?

ভাগবতধর্ম মানুষের সৃষ্টি নহে বা মানুষ সৃষ্টির পরে তাহার সৃষ্টি হয় নাই। আর অন্যান্য সকল ধর্ম ন্যূনাধিক সেরূপ হইতে পারে। এজন্য ভাগবতধর্মের সহিত অন্যান্য সকল ধর্মের একাকার হইতে পারে না। ভাগবত-ধর্ম আত্মার নিত্যা বৃত্তি। আত্মা মানব বা প্রাণি-সৃষ্টির পূর্বেও নিত্য বিরাজিত। সেই নিত্য আত্মার বৃত্তিও নিত্যা। কাজেই ভাগবতধর্ম আগে এবং তাহা হইতে চ্যুত হইলেই পরে মানুষ বা যে কোন প্রাণি-রূপে সৃষ্টি। সেই ভাগবতধর্ম প্রয়োজন নিত্যসিদ্ধ। তাহা প্রকট করিবার জন্য যে চেষ্টা, তাহাই সাধন। পশুস্বভাব মানুষকে 'মানুষ' নামে

যোগ্য করা সাধারণ নৈতিকধর্ম্মের কার্য্য, কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম উহার অনেক উর্দ্ধে; পরমমুক্ত পুরুষকে পরাৎপর পুরুষের সেবায় সম্পূর্ণ যোগ্যতাদানের জন্যই ভাগবতধর্ম্মের নিত্য প্রয়োজন। একথায় ভাগবতধর্ম্মে মানুষ বা প্রাণীর সুবিধাবাদ নাই, তাহাতে আছে অযোক্ষজ পরাৎপর পুরুষের যোগমূলা নিত্য সুধাবেষণ।

কলিকাতা-সাহিত্যসম্মেলন

কলিকাতায় যে সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছিল, সেই সম্মেলনের মূল সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য-সম্বন্ধে বলেন,—"এ সাহিত্যের মধ্যে কোন সত্য নাই, ইহা কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ। মানুষের মনে পাশ্চাত্যদেশে যে সাহিত্য সামাজিক, পারিবারিক ও যৌন-সম্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত, তাহা কেবল নগ্নরূপে যৌনতত্ত্বের নির্লজ্জ আলোচনা। এদেশের সাহিত্যিকগণ তাহার অনুকরণ করিতেছেন ও তরলমতি বালক বালিকাদের হাতে তুলিয়া দিতেছেন। এরূপ সাহিত্য নষ্ট হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও সর্ব্বনাশ হইবে।"

কিছুদিবস পূর্ব্বে আমরা 'সাহিত্যিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধে যে কথা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলাম, উক্ত অভিভাষণের তাৎপর্য্য তাহারই সংক্ষিপ্ত প্রতিধ্বনি কি?

ভোটপ্রথা ও মিঃ নটরাজন্

যে কথা আমরা বাস্তবসত্য-প্রচারের মূলমন্ত্ররূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শুনিয়া আসিতেছি এবং যাহা আধুনিক চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদিসম্প্রদায়ের মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবেশ করিতেছে না, সেইরূপ একটি প্রধান সত্যকথা কিছুদিন পূর্ব্বে "ইণ্ডিয়ান্ সোশ্যাল রিফর্ম্মার (Indian Social Reformer)-পত্রে: প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নটরাজনের মুখে শ্রীসরস্বতী অকস্মাৎ বাহির করিয়া দিয়াছেন। সেই কথাটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে জগতের সংখ্যাধিক্যের ভোটবাজির বলে যে ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা মানিয়া লওয়া হয় বা বহির্ম্মুখ সংখ্যাধিক্যের মনোধর্ম্মের 'যত মত, তত পথ' মতবাদ বা গোঁড়ামির ভোলদণ্ডে শুদ্ধ সনাতন আত্মধর্ম্মকে যেরূপভাবে পরিমাপ করা হয়, সেইরূপ অর্ব্বাচীনতা একেবারেই অচল হইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত নটরাজন্ লিখিয়াছেন :—

'The counting of heads without taking into account their contents is never a good method for deciding a question and it is the worst possible when applied in the sphere of religion,"—অর্থাৎ লোকের আত্মাত্মরীণ স্বরূপের বিচার নিকাশ না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের মাথা গণনামাত্রে কোন প্রশ্নের মীমাংসা করা কখনই একটি উত্তম প্রণালী নহে। বিশেষতঃ যখন এই প্রণালীটি ধর্ম্মরাজ্যে প্রয়োগ করা হয়, তখন উহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রণালী হইয়া দাঁড়ায়।

বর্ত্তমানে প্রায়ই যেখানে-সেখানে ধর্ম্মের মহাসভা (?) হইতেছে এবং সেই সভায় নেতৃত্ব করিতেছেন, জগতের নামকাদা বিষয়ী ভোগী বা প্রচ্ছন্নভোগি-সম্প্রদায়, আর জগতের যত বহির্ম্মুখ লোকের মাথা গণনা করিয়া ধর্ম্মের প্রশ্নের মীমাংসাও উপনীত হইবার আদর্শ প্রকাশিত হইতেছে! যদি নোবেল সাহেবের পুরস্কারে ভূষিত বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোটাভাহিনীর লোক, কিম্বা কোন রাষ্ট্রনায়ক বা পার্লিয়েণ্টারিয়ান সাহিত্যিক বা কর্ম্মি ধর্ম্মের কোন মীমাংসা প্রদান করেন, বা কোন লোকপ্রিয় মতবাদকে সমর্থন করেন, তাহাই হইবে ধর্ম্মের অবিসংবাদিত বাস্তব সত্য! আর তাঁহারা হুগোচিত মহাজন! কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সংখ্যাধিক্যের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতে পারেন না বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি অমল শাস্ত্রের বাণী সেই সংখ্যাধিক্যের ভোটবাজিতে "একঘরে" বলিয়া বিচারিত হইয়াছেন! বাস্তবসত্যকে তর্কণখের তোলদণ্ডে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে! "Vox populi is not Vox dei" but Vox-dei should be Voxpopuli" অর্থাৎ গণমত পরমেশ্বরের বাণী নহে, কিন্তু পরমেশ্বরের বাণী সজ্জনগণ-মত হওয়া উচিত, ইহাই শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যের বাণীতে নিরন্তর শ্রুত হয়। কিন্তু চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ ঠিক ইহার বিপরীত কথা বলিতেছেন,—'যত মত, তত পথ!' গণমত হইবে কি না ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ বা পরমেশ্বরের মত। যেখানে গণমতপ্রিয়তাই ধর্ম্ম, সেখানে পরমেশ্বরপ্রীতি নির্ব্বাসিত, আর যেখানে জগতের বিষয়ধুরন্ধরগণের সমর্থন,

বাস্তবসত্তানিষ্ঠারের কষ্টসাধ্য, সেখানেও অকৃত্রিমতা অন্তর্হিত।

প্রকৃত স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতা

সুবিখ্যাত ডাক্তার ও দেশনেতা এম্, এ, আনসারী মহোদয় গত ১৩ই মে মস্কোনগরী হইতে রোগি দেখিয়া ফিরিবার পথে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে চলন্ত ট্রেণে মধ্যরাত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার পত্নী বা আত্মীয়-স্বজন কেহই ছিলেন না, কেবল একজন চাকর ছিল। মৃত্যুকালে ডাক্তার সাহেব অতি মৃদুস্বরে বলিতেছিলেন যে, তিনি বাঁচিতে চাহেন কিন্তু তিনি মরিয়া যাইতেছেন (Dr. Ansari said in a low voice that he wanted to live but he was dying.—Associated Press)। ডাক্তার আনসারী স্বয়ং বিলাতে সুশিক্ষিত একজন প্রবীণ ও বিজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁহার পিতা, পিতামহ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সকলেই প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বিশেষ বিখ্যাত 'হাকিম'-(চিকিৎসক)-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও এবং স্বয়ং একজন সুবিখ্যাত ডাক্তার হইয়াও তাঁহাকে কোনপ্রকার চিকিৎসকের সাহায্য-ব্যতীত চলন্ত ট্রেণে দেহ ত্যাগ করিতে হইল! এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত নিত্য সংঘটিত হইতেছে। তথাপি আমরা আধ্যক্ষিকতার গর্ব্ব ও পার্থিব তথাকথিত স্বাধীনতা ও পরাধীনতার দ্বন্দ্ব লইয়া ব্যস্ত আছি! আমরা এতই মায়াধীন বা পরাধীন যে, নিজেকেই নিজে রক্ষা করিতে পারি না। এ জন্য শ্রীমদ্ভাগবত পার্থিব-ক্ষমতাকে বিষাদ-বাহিনী জানিয়া একমাত্র অনুক্ষণ ভগবদনুশীলনের জন্য আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা সর্ব্বদাই মৃত্যুর কবলে কবলিত হইয়া রহিয়াছি, সুতরাং আমাদের ভালো আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? একমাত্র হরিসেবায় নিযুক্ত হইলেই আমরা আত্মার স্বাস্থ্য ও নিত্য স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত সম্প্রদায় ও ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচারক মহাভাগগণ সেই প্রকার নিত্য-স্বাধীনতার কথা জগতে বিস্তার করেন বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা 'ভুরিদা' (প্রচুরদানকারী)। শ্রীহরির সেবানুশীলনই স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতা, কিন্তু মুক্তি-কামনার নামে হরিসেবা ত্যাগ করা আত্মার হনন-কার্য্য, তাহা স্বাস্থ্য-বিনাশ ও স্বাধীনতা-মহানিধির অধিক বিনোশ-সাধনের চেষ্টা।

"নদীয়ায় সমন্বয়পন্থা"

বর্ত্তমান মাসের (বৈশাখ—১৩৪৩) 'ভারতবর্ষ' পত্রে 'নদীয়া জেলার কএকজন সমন্বয়পন্থী সাধক'-শীর্ষক প্রবন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত 'আউলেচাঁদ', 'ঘোনীবাবা' প্রভৃতির সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লেখক তাঁহাদের প্রচারিত সমন্বয়-বাদের (?) সৌরভ উপলব্ধি করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন যে, "যখন ব্রাহ্ম-মতাবলম্বিগণের সহিত হিন্দু-সাধারণের মনোমালিন্য ও বিরোধের আবহাওয়ায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, তখন আউল, বাউল ও ফকির-দরবেশের কণ্ঠে পল্লীমায়ের অঙ্গনে অঙ্গনে সাম্যের ও সমন্বয়ের সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।" লেখক আরও বলিতে চাহেন যে, "রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রচারকগণ যে 'সমন্বয়বাদ-মূলক উদার মতবাদ' প্রচার করিয়া হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পৃষ্ঠ-পোষকরূপে আউলেচাঁদ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সমন্বয়বাদ (?) প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে লেখক শ্রীচৈতন্য-দেবের নামও জুড়িয়া দিয়াছেন!

এই তর্কযুগে ধর্ম্ম-জিনিষটি এমন একটি ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, উহার যেন আর কোন 'মা-বাপ' নাই। বারোয়ারী পাদপোলকের (ফুটবল) মত যে-কোন ব্যক্তিই যেন ধর্ম্মকে লইয়া খেলা করিতে পারেন। তবে ইহার মধ্যে একটি সৌভাগ্য যে, আত্মধর্ম্ম কিন্তু সর্ব্বদাই ঐ সকল অনধিকার-চর্চ্চকের নিকট আত্মগোপন করিয়া আত্মসংরক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটি বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয়, যিনি আত্মধর্ম্মের সেবা মূর্ত্তবিগ্রহ, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে মনো-ধর্ম্ম প্রচারকগণের পংক্তিতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা হয়।

কোন বেদধর্ম্মগত জাতীয়, দেশীয় বা রাষ্ট্রীয়-সাম্প্রদায়িকতার বিরোধ মীমাংসার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব একমাত্র অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করেন নাই; কাজেই নানকাদির রাজনীতিমিশ্রিত ধর্ম্মপ্রচারের সহিত বা রামানন্দ-কবীরাদির মূলে নির্ব্বিশেষবাদ বা পাঞ্চরিবাসী বিদ্যা ভক্তির কথার সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক-

প্রেমপ্রচারকে কোনমতেই এক আসন প্রদান করা যাইতে পারে না। আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রতি লোকের এত ঝোঁকের কারণ এই যে, তাহাতে ঐ সকল সুবিধাবাদ সুলভ হয়। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক বা প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা মানবের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় ও আরাধ্য-ধর্ম্মের দ্বারা মিটাইয়া লইবার জন্য অর্থাৎ ধর্ম্মকে ঐ সকল জাগতিকবস্তুর বিংঘট্টনায় করিবার জন্য সুবিধাবাদী বা অভ্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের মধ্যে সমন্বয়তত্ত্ববাদের একটা কলকৌশল সৃষ্টি হইয়াছে ও চিরদিনই আছে।

উক্ত প্রবন্ধলেখক যে সকল সমন্বয়পন্থিগণের নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের মতবাদ আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, তাঁহারা সকলেই চরমে নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও নিত্য ভক্তিকে (আত্মবৃত্তিকে) কেহই নিত্যরূপে স্বীকার করেন না। অতএব তথাকথিত সমন্বয়বাদ যে বিদ্যাভক্তির সহিত নির্ব্বিশেষবাদের সংযমে উৎপন্ন একটি অবৈধ পুত্র, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিদ্যাভক্তি বৈধিনী বা ব্যভিচারিণী, তাহা বিভিন্ন প্রকারের নির্ব্বিশেষবাদকেই বিভিন্ন সমন্বয় উপপত্তিরূপে বরণ করে; কিন্তু অব্যভিচারিণী অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি একমাত্র সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরাৎপর পুরুষ ব্যতীত আর দ্বিতীয় পুরুষের মুখ দর্শন করে না। বিদ্যাভক্তি তাহার উপপতিকে চরমে নপুংসক করিয়া দেয়; কিন্তু, পতিব্রতাশিরোমণি শুদ্ধা ভক্তির নিত্যকান্ত নিত্য অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্ হৃষীকেশ। শ্রীচৈতন্যদেব সেই অব্যভিচারিণী ভক্তিকে মূর্ত্ত করিয়া দেখাইবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

উক্ত প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রশংসিত সমন্বয়পন্থিগণের "অনেকের মধ্যেই পুঁথিগত জ্ঞান অতি সামান্য পরিমাণেই লক্ষিত হইত, সরল সহজ ধর্ম্মজ্ঞানই তাঁহাদের সাধনার বিষয় ছিল" বলিয়া জানাইয়া বুঝিবার সুযোগ দিয়াছেন যে, অকৃত্রিম শ্রৌতধর্ম্মের অনুগত না হইলে সাধারণ জ্ঞান (common sense) ও মনোধর্ম্মই সুবিধামূলক বারোয়ারী সমন্বয়-বাদের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

প্রবন্ধলেখকের প্রশংসিত সমন্বয়পন্থি-সাধকগণের গানে যে 'দেহতত্ত্ব', 'মানুষভজন,' 'সহজপ্রেম' প্রভৃতি বিষয়ক কথা পাওয়া যায়, তাহা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি। তাই এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সেই যুগের মহাত্মা তোতারাম অব্যভিচারিণী ভক্তির সাধকগণকে সাবধান হইতে বলিয়াছিলেন,—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাঁই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে, এই তের'র সঙ্গ নাহি করি॥"

কর্ত্তাভজা-সহজিয়াদি-মতও কি 'বৈষ্ণব-সাধন-ভজন'?

গত বৈশাখ মাসের (১৩১৩) 'মানিক বসুমতী' পত্রিকায় (৭-৯ পৃষ্ঠায়) কাহার ও সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে যে, তাঁহার "অবৈধ সাধন পরিত্যাগ করিয়া নানাভাবের বৈষ্ণবসাধন (?) আরম্ভ হইল। প্রথমে কর্ত্তাভজা-সাধন আরম্ভ হইল, তাহারপরে বাউল-সাধন। 'রাধাতন্ত্রের (?) মতে সাধন', 'যে মতে মল, মূত্র, রজঃ, বীজ প্রভৃতি লইয়া সাধন করিতে হয়।' সেই সব সাধনেও 'সিদ্ধ হইয়া ভগবান্ লাভ' করা যায়। আবার সখীভাবে সাধন করিতে গিয়া 'মূল্যবান্ শাড়ী, গহনা, কাঁচুলী, নানা রঙ্গের নানা গহনা, সুরঞ্জিত কেশের পরচুলা, চোখে কাজল, কপালে সিন্দুর-ফোঁটা, নাকে তিলক, কানে দুল, গলায় মলহার' প্রভৃতি দিয়া 'তাঁহাকে সাজান' হইত। এবং অপর পতিপত্নী যে শয়নকক্ষে শয়ন করিতেন, সেই কক্ষেই তিনি রাত্রে শয়ন করিতেন ও তাঁহার (পুরুষ) শরীরে স্ত্রীধর্ম্ম প্রকাশিত হইত। 'বৈষ্ণবসাধনার সময় সুন্দরী যুবতী দেখিলে মা' (?)র একটি রূপের উদ্দীপনা হইত।' আবার 'হঠাৎ তাঁহার ভিতর হইতে জীবাত্মা বাহিরে আসিয়া সকলকে নিজ অগ্নিশিখারূপে সে সকলের আস্বাদ গ্রহণ করিলেন,—বিষ্ঠামূত্র কিছুই বাদ গেল না। তিনি জানিলেন, সব এক—অভেদ। আমরা যে জড় ও চৈতন্যে ভেদ করি, তাহা আমাদের অজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভাব।"

কাহারও ব্যক্তিগত সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তবে বৈষ্ণব-সাধনার যে সকল কথা ঐ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের

কিংবা ভাগবতগ্রন্থের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রে কোথা যিনি ভক্তিবিজ্ঞানের মূল মহাজন, সেই শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রস গ্রন্থে, কিংবা ষড়্‌গোস্বামীর চরিত্রে বা গ্রন্থে কিংবা মহাপ্রভুর অনুগত কোন শ্রেষ্ঠ ভজনানন্দি-বৈষ্ণবে বা তাঁহাদের সুগুপ্ত ভজনরহস্যে বৈষ্ণবজগৎ বৈষ্ণব সাধন-ভজনের ঐরূপ প্রণালী বা রহস্য দেখিতে বা শুনিতে পান নাই। যিনি বৈষ্ণবসমাজে রসিককুলচূড়ামণি বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ঐরূপ বৈষ্ণবসাধনার প্রণালীর কথা বলেন নাই। মহাত্মা তোতারাম দাস ত' স্পষ্টভাবেই কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়কে 'ভ্রান্ত' বলিয়াছেন। কর্ত্তাভজা-আউল-বাউল-সহজিয়া-সখীভেকী-প্রভৃতি মতবাদ বৈষ্ণব সাধন-ভজন ত' নহেই, পরন্তু তাহা বৈষ্ণবধর্ম্মের 'বালাই', সকল শুদ্ধ বৈষ্ণবমহাজনের দ্বারাই একবাক্যে পরিত্যক্ত।

অপ্রাকৃত রসিককুলচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'গৌরগণ চন্দ্রিকা'র তদানীন্তন বিপথগামী সাহজিকরূপিক ব্যক্তিগণের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন,—

চৈতন্যদেবে ভগবীশ্বরকোন্ কে চিজ্জনাস্ বাক্যাচ যাদৃবন্তে।
স্বয়ংস্বরূপঃ পরিবোধয়ন্তো দুষ্কৃৎবেশং বাচরন্ বিমূঢ়াঃ॥
তেষাং কশ্চিদ্‌বিজবাসুদেবো গোপালদেবঃ সততাবজোঽহম্।
এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী মৃগ্যালসংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে॥
ইত্যাদার্থং কিতিনিবসতাং শ্রীল নারায়ণোঽহং
সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মুদ্ধি, চূড়াং নিধায়।
মন্দং মন্দং চরতি চ কথঞ্চন ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য-
শ্চূড়াধারী ক্ষিতি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে॥
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ সূত্রধারকঃ।
সেবকোঽসৌ পরিত্রাজকৈস্তত্রেতি বিজ্ঞতঃ॥
অতিভব্যাদরোৎপাতে পরিব্রাজান্ত বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সদাধর্ম্মো বিনশ্যতি॥
আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শাদ্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

শ্রীনরোত্তম, শ্রীরূপাদি শ্রীচৈতন্যপার্ষদ গোস্বামিবর্গ, তৎপরে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দাদি আচার্যবর্গের অপ্রকটের পর এবং তৎপরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণাদি বৈষ্ণবধর্ম্মের সংরক্ষকগণের শুদ্ধভক্তি-প্রচার অন্তর্হিত হইবার পর, বৈষ্ণবজগতের ঘোর অন্ধকার যুগ উপস্থিত হইয়াছিল। সেইসময়েই কর্ত্তাভজা-আউল-বাউল-নেড়া-দরবেশ-সহজিয়া-সখীভেকী প্রভৃতি বিপথগামী অপসাম্প্রদায়িক অপরাধ ও পাপদুষ্ট মতবাদ নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে আশ্রয় করিয়া 'বৈষ্ণবধর্ম্মের গুপ্ত সাধন-ভজন' নামে শ্রীমদ্ভাগবত ও গোস্বামি-শাস্ত্র-জ্ঞান-রহিত নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য ব্যক্তিগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তৎপূর্ব্বে আবির্ভূত তাঁহার নিত্যারাধ্য বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তদানীন্তন বৈষ্ণবজগতের সম্রাড্‌রূপে ঐ সকল অপধর্ম্মের কুৎসিত আচারকে যে সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবধর্ম্ম, এমন কি অসভ্য আচার অপেক্ষাও হীনাচার বলিয়া পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আত্মজীবনী ও তাঁহার লিখিত বিপুল সাহিত্য আলোচনা করিলেই জানা যায়। সেই সকল সহজিয়া-সাধনেও যদি ভগবান্ লাভ হয়, তাহা হইলে সেরূপ ভগবান্‌কে (?) আমরা কোটি-যোজন দূর হইতে দণ্ডবৎ করিতেছি। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিপথে চালিত, পতিত, কপট ভোগদাসের নরকভুক্তে নিমজ্জিত কতকগুলি দুঃসঙ্গের বহুজনের উপায়কে স্বাস্থ্য-লাভের উপায়-রূপে যদি মুখাক্ষেত্রেও প্রচারিত হয় এবং দুঃসঙ্গের সহিত আপোষেই যদি সমন্বয়বাদের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ অনন্তকোটি-যোজন দূরে থাকিবেন। পায়খানার দরজা দিয়া বিচারিত-অঙ্গে ঠাকুরঘরে প্রবেশের চেষ্টাকে ভক্তি ত' বলা যাইবেই না—উহাকে 'ভণ্ডামী' বা 'শুণ্ডামী' কি নামে অভিহিত করা যাইবে, সেই ভাষাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

জড় ও চেতন একই বস্তু—ইহাও অদ্ভুত আবিষ্কার, অথবা ইহাই মায়াবাদ। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পারমহংসী সংহিতা গ্রন্থে ঐরূপ কোন আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দের বাণীতেও এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয় নাই। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন—

মুহুঃ প্রযুক্তা নাক্ষেপ্তুরেবেয়ং রতির্নি হি।
বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা দুষ্টৈরপি বিমৃগ্যতে॥

যা কৈবল্যাদিমোক্ষাপ্তে স্তরত্বোঽপি ন দীয়তে।
সা ভুক্তিমুক্তিকামবাদ্ধুদ্ধাং ভক্তিমূর্ধ্বতাম্।
হৃদয়ে সত্ত্বমত্যোদ্যাং কথং তাদৃগবতী রতিঃ।
কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩।১৯,২০)

রতির লক্ষণ যদি মুমুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তিগণে বাহ্যতঃ দৃষ্টও হয়, তাহা হইলে তাহা রতিপদবাচ্য হইবে না। পরম মুক্তপুরুষগণ নিখিল কাম বিসর্জ্জন করিয়া যে রতির অনুসন্ধান করেন—যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অতিশয় গুপ্তভাবে সংরক্ষিত এবং যে রতি ভজনকারিগণকেও সহজ দেওয়া হয় না, সেই ভাগবতী রতি ভুক্তি ও মুক্তিকামহেতু বিশুদ্ধ ভক্তির অনধিকারী কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের হৃদয়ে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ঐ রতির কেবল বাহ্যচিহ্নমাত্র দেখিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই চমৎকৃত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞ জন উহাকে প্রতিবিম্বরত্যাভাস বলিয়া সহজেই ধরিতে পারেন।

অতএব 'অদৈত-সাধনা' করিবার পর ভক্তির সাধনের উদ্দেশ্য যদি বিষ্ণুস্মরণের "অদৈতবীথি"-শ্লোকের অনুসরণময় বিচারের ন্যায় না হইয়া তদ্বারে নির্ব্বিশেষ-বিচারে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহাকে অভক্তিসাধনই বলা যাইবে। কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি মতবাদে মূর্খমৎকারকারিণী মিশ্রাভক্তির দোহাই থাকিলেও নির্ব্বিশেষভাবই উহার চরম লক্ষ্য। "রাধা-তন্ত্রের মতে সাধন" প্রভৃতি কথাগুলি কোন শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজে বা শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব হইতেও যদি কেহ বা কাহারা বড় হইতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি বা তাঁহারা মায়া। "মদ, মুদ, রজঃ, বীজ প্রভৃতি লইয়া সাধন করিয়াও কেহ কেহ সিদ্ধ হইয়া ভগবান্ লাভ করেন এবং তাহা বৈষ্ণব-সাধন"—এরূপ সিদ্ধান্ত সাধ্যসাধনজ্ঞানরহিত শ্রদ্ধয়ভোগবাদেরই প্রলাপ। যাহা হউক, নির্ব্বিশেষবাদের বৈধবীতে মিশ্রাভক্তির সহিত চিজ্জড়সমন্বয়বাদ আলোচনা করায় আমরা অনেক মনোধর্ম্মের কথাই শুনিতে পাইব। তাল ঠুকি!!

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল—শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট 'প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে হরিকথা কীর্ত্তন করেন :—

বিচার দুই প্রকার—প্রেয়ঃপর ও শ্রেয়ঃপর। প্রেয়ের অনুসন্ধানই প্রয়োজনীয়। প্রেয়ঃ অতি সুলভ, কিন্তু শ্রেয়ঃ সহজলভ্য নহে। প্রেয়ে আত্মার প্রেয়ঃ আছে, কিন্তু বহির্ম্মুখ মানসিক প্রেয়ে আত্মার শ্রেয়ঃ নাই।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

অনেক জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য, কিন্তু পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীরব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, সে-পর্য্যন্ত ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয়ঃ বা চরমকল্যাণ লাভের জন্য যত্ন করিবেন। আহার-নিদ্রাদি বিষয় সকল জন্মেই পাওয়া যায়, কিন্তু পরমার্থ সকল জন্মে লভ্য নহে।

আমাদের যে কোন জন্ম হউক না কেন, বিষয় লাভ হইবেই। মনুষ্য-জন্ম না হইলেও উহা পাওয়া যাইবে।

মনুষ্যজন্মে শ্রেয়ের অনুসন্ধানই কর্ত্তব্য। শ্রেয়ের অনুসন্ধান পশুত্বেও করে। মনুষ্যজাতির বিশেষত্ব—আমরা কান দিয়া শুনিতে পারি এবং শ্রুত বিষয়ের আলোচনা করিতে পারি। পশুদের পরস্পর আলোচনার ক্ষমতা নাই। 'অর্থদ'—প্রয়োজন দান করে। যাহাতে শ্রেয়ঃ হয়, সেই বিষয় লাভ করিতে পারি মনুষ্যজন্মে। যাহাতে [illegible] আত্ম-মঙ্গল হয় তৎসম্বন্ধে চিন্তা না করিলে সাধারণ —

নিয়ন্তার প্রতিও তার বিচার হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের বিবেক আছে। দেবত্বলাভ হইলেও ভোগে উন্মত্ত হইয়া পড়িব—সদসদ্ বিচার লোপ পাইবে। এখানে প্রাকৃত সুখ-দুঃখ উভয়ই পাওয়া যায়, দেব-জন্মে কেবল প্রাকৃত সুখ। প্রাকৃত বলিয়া সেই সুখ নিত্যস্থায়ী নহে—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।"

মনুষ্যের কথা বলিবার ক্ষমতা আছে—শুনিবার কান আছে। এখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-লাভের চেষ্টা চলিতেছে। ইহ জগতে সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণের পরস্পর বিরুদ্ধমানা অবস্থা আছে। নিত্যজগতে সচ্চিদানন্দ-বিচার—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী পরস্পর বিরুদ্ধমানা নহেন—পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী। বিরুদ্ধমান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের পথে বাধা দিতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় রজঃ ও তমঃ সত্ত্বকে নিরন্তর আক্রমণ করিতেছে। প্রবাহ কোন বিষয়ে প্রবল হইলেই অপর দুই গুণের প্রবাহ তাহা প্রতিপদে বাধা দিয়া কমাইয়া দেয়। কিন্তু সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী একে অপরের প্রবাহ কমাইতে চেষ্টা করে না।

আত্মাঃ প্রাহ তথা হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ।

বৈদিক বিচারে ভগবান্ শ্রীহরি পরমতত্ত্ব। তাঁহার বিনাশ নাই—পরিবর্তনশীলতা নাই। তিনি সর্বশক্তিমান্। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে। শ্রীহরি—বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাকে বিবিধ শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহারা আমরা শক্তিবান্ হই।

শ্রীহরি রসসত্ত্ব—সর্বপ্রকার রসের সমুদ্র। দ্বাদশ রসে তাঁহার সেবা হয়। এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইলে সম্বন্ধটি রসাত্মক হয়—আনন্দের উদয় করায়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—পাঁচপ্রকার মুখ্যরস স্থায়িভাবে সেব্য ও সেবকের মধ্যে বিদ্যমান। হাস্য, অদ্ভুত ইত্যাদি গৌণরস। গোলোকে রসের উৎকর্ষ ও চমৎকারিত্ব, ইহ জগতে রসের অপকর্ষ রহিয়াছে।

মনুষ্যজীবনে অনেক কাজ পড়িয়া গিয়াছে। প্রভু দায়িত্বাহি কার্যের কর্তা বলিয়া নিজকে অভিমান করিতেছি—ভগবানের সেবা বঞ্চিত হইয়া অপরের সেবা গ্রহণ করিতেছি। বিভিন্ন বস্তুর প্রার্থী হইয়া বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করিতেছি। ধর্মের জন্য সূর্যের, অর্থের জন্য গণেশের, কামের জন্য শক্তির এবং মোক্ষের জন্য শিবের পূজা করিতেছি। ইহা বস্তুতঃ পূজা নহে—পূজাকে আমার প্রার্থনীয় বস্তু সরবরাহ করিবার সেবকই করিয়া ফেলিতেছি।

শুধু সেব্যের আনন্দ-বিধানের জন্যই সেবা। শ্রীহরি সকলের মূল (Fountain-head), তাঁহার সেবা করিলে সকলেরই সেবা হইয়া থাকে।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেমন বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র-পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, (মূল ব্যতীত পৃথক্‌ভাবে বিভিন্নস্থানে জল সেচন করিলে হয় না,) প্রাণে আহার্য প্রদান করিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, (কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্ পৃথক্-ভাবে অন্নলেপনদ্বারা তদ্রূপ হয় না,) সেইরূপ একমাত্র অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-পিতৃাদির পূজা হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য জগতে Altruism বা মনুষ্যের সেবার (?) কথা আছে, তাহাতে পশুর প্রতি ঔদাসীন্য। Altruist পশুমাংস গ্রহণ করিয়া পশুর প্রতি হিংসা করে। শ্রীহরির সেবায় সকল জগতের সকলেরই সেবা হইয়া থাকে। তাহাতে কাহারও প্রতি হিংসা নাই।

এই জগৎ—যেন নেওয়ার রাজ্য। আমরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের আলোচনা করিতেছি; মনোদ্বারা ধ্যান করিতেছি। এই ধ্যান খণ্ডিত বস্তুর ধ্যান। অভাব-পূরণের জন্য নানা যত্ন করিতেছি; কিন্তু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আধি, ব্যাধি, মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি না। কোনও প্রকার অসুবিধা না হউক, তজ্জন্য কত যত্ন করিতেছি; কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিতেছি না। শ্রীকৃষ্ণ রস-সমুদ্র—পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ জ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্ব-বিশিষ্ট।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥
(ব্রহ্মসংহিতা)

বাস্তব বস্তু যাহা, তাহা না জানিবার জন্য যত অসুবিধার উদয় হইয়াছে। এই অসুবিধার যাবতীয় ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। মনুষ্য-জন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি সাধুর নিকট শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তাহা হইলে ইন্দ্র জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়শী-বিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হইব না। তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিব।

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহির্ব্বর্থানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽীশতন্ত্রামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"
(ভাঃ ৭।৫।৩১)

ধনিতাদারাদিতে যাঁহারা ব্যস্ত আছেন, তাঁহারা অধোক্ষজের সেবা বুঝিতে পারেন না। অধোক্ষজের কথাই আলোচনা করা দরকার। কি করিয়া আলোচনা হইবে? সাধুসঙ্গ-প্রভাবে।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুসঙ্গের লক্ষ করা কর্ত্তব্য। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিদিগের সঙ্গক্রমে আমাদের অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। সাধুদিগের প্রকৃত সঙ্গফলে ভগবানের শক্তির উপলব্ধি হয়। সাধুসঙ্গের অভাবে জগতের শক্তিদ্বারা প্রতারিত হই।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

আমরা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিব, যদি শ্রীহরিতে প্রপন্ন হই। তদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

যেখে নেওয়া ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়-নিচয়ের জ্ঞেয় খণ্ডিত বস্তুর সন্ধান হইতে পারে, অধোক্ষজ যে পূর্ণ বস্তু—তাঁহার অনুসন্ধান হইবে না। তাঁহার সেবা লাভ করিতে হইলে তাঁহার সন্ধানদাতা—তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রথমেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হওয়া দরকার—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"।

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"
(মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১২)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বৈকুণ্ঠ নাম—অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম পাওয়া যায়। তাঁহার আশ্রয়েই সংসার-মুক্তি। ভগবানের নাম করিলে আর মাতৃকুক্ষিতে যাইতে হয় না—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।" একবার কথাটা শুনিয়া যদি বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ তদ্বিষয়ে শ্রবণ করিতে হইবে। শব্দ-ব্রহ্মের—শ্রুতির—বেদের আশ্রয় যিনি গ্রহণ করিলেন না, তাঁহার আবার সংসারে আসিতে হইবে—পুনরাবৃত্তি হইবে।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

বৈকুণ্ঠ-শব্দকে কুণ্ঠ-শব্দের সহিত এক করিতে হইবে না। কুণ্ঠজগতে শব্দ-শব্দীতে ভেদ, বৈকুণ্ঠ-শব্দ ও শব্দীতে ভেদ নাই। ইন্দ্র জগতের শব্দশাস্ত্রবিদের নিকট বৈকুণ্ঠ-শব্দের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ভগবান্‌কে যিনি দেখাইয়া দিতে পারেন—যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার নিকট ভগবানের সেবার কথা জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের সেবাগার ও সেবা-শিক্ষাগারই এই মঠ-মন্দির।

ভগবান্‌কে দেখিবার যোগ্য কে? কি দিয়া দেখিবেন?—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৮)

প্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত শুদ্ধভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণ-বিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ ভগবান্‌কে আমি ভজনা করি।

এই চক্ষু দিয়া দেখিলে পৃথিবীর জিনিষ দেখা হইবে

এই জগতের ব্যাপারে যদি মুগ্ধ হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আর ভগবান্‌কে জানিতে পারিলাম না।

আমরা একটুকু সময়ও নষ্ট করিব না। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণের আধার যে ভগবান্, তাঁহার বিষয় চিন্তা করিব—তাঁহার অনুশীলন করিব। তৎফলে Impediments (ভগবদ্-দর্শনের বাধা)-গুলি সরিয়া যাইবে।

মধ্যম-মার্গে অর্চ্চন-পদ্ধতি-দ্বারা ভগবানের সেবা হয়; যেমন শ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চন হইতেছে। বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর তিনি। তথায় (বৈকুণ্ঠে) ভগবৎপার্ষদগণ নিত্য অবস্থান করিতেছেন।

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"
(ভাঃ ১০।৩০।২৮)

ভগবানের যিনি কান্তা, তিনি ভগবান্‌কে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করিতেছেন। ব্রজদেবীর আনুগত্য শ্রীতিতে দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা-দ্বারাই আমাদের সব হইয়া যাইবে। যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিব, ভগবদ্বস্তু আমার প্রভু, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সুবিধা হইবে। এই জগতে আরাধনা করিবার কোন বস্তু নাই।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥"

ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তনেই বাস্তবিক মঙ্গল হইবে। ভগবান্‌কে ভুলিয়া অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মভাবে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে বিরিঞ্চিলোক-প্রভৃতি পর্য্যন্তও শুধু অমঙ্গলের কথা।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিদন্তিস্বরং পদ্মেবদুরুভয়মপি দুষ্কৃতম্॥"
(ভাঃ ১১।১৯।১৮)

লৌকিকদর্শনের অবিচার—কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ সেবা-ভূমিকাকে আবৃত করিয়া আছে; আমি কর্ত্তা, আমি ফল লাভ করিব,—এই অভিমানে চক্ষুর্দ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, নাসাদ্বারা ঘ্রাণ-গ্রহণ, জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদন, ত্বগ্‌দ্বারা স্পর্শ এবং মনের দ্বারা চিন্তা করি, এই সকলই সেবাভূমিকার আবরণ। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, কিম্বা বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদের প্রাপ্য উন্নত লোক বা ব্রহ্মাণ্ডের সকল লোকই প্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিচার প্রকৃতির বাহিরের বিচার। আমরা Hegelian transcendentalismএর কথা বলিতেছি না। আমাদের আলোচ্য অপ্রাকৃত-তত্ত্ব তাহা নহে। শ্রীমদ্ভাগবত যে বাস্তব সত্যের (Positivismএর) কথা বলিতেছেন, তাহাই অপ্রাকৃত, তাহাই আমাদের আলোচ্য। ইহ জগতের কথা হইতে অবসর হইলে ভগবানের কথা প্রয়োজনীয় হয়। আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, ভগবানের সেবা করিতে পারি, যদি অন্যের প্রভু হইবার উদ্দেশ্য না থাকে। গৌড়ীয়মঠের নিবেদন—

"যন্তে বিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

হে জগদ্বাসী সজ্জনবৃন্দ! আপনারা খানিকটা সময় আমাদিগকে প্রদান করুন, শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করুন।

আমরা dislocated (স্থানভ্রষ্ট) হইয়া পড়িয়াছি। জড় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াছি। আবার ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া নিত্যস্বরূপকে প্রকট করিতে হইবে।

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

অন্য দেবতারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি দেন; কিন্তু বিষ্ণু কাহাকেও কিছু দেন না—নিরন্তর সেবা গ্রহণ করেন। যাঁহারা বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু, তাঁহারা ভগবানের সেবা করিতে পারেন না। আমরা ভগবানের সেবা করিব। আমাদের সকল চেষ্টা যেন ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধক হয়।

আমরা চিরদিনই এই পৃথিবীতে থাকিতে পারিব না। যাঁহারা ভগবানের সেবা চাহেন, তাঁহারা জগতের কিছু

চাহেন না। তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন। জগতের মঙ্গলের জন্য—নিজের ভাবী মঙ্গলের জন্য নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবানের ভজন করাই কর্ত্তব্য।

আমরা ভাবি—মনুষ্যজাতির সেবার জন্য Corporate bodies হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" ইত্যাদি।

ভাগবতের বাণী প্রত্যেক ব্যক্তিরই আলোচ্য বিষয়। যাহাতে গৃহে গৃহে ভগবদনুশীলনাগার হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষে এই সকল বিষয়ের প্রচুর আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি।

———

৯ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল—অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বোধায়ন কুটীরের সম্মুখে আসন গ্রহণপূর্ব্বক "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য" শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন, যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা দুঃসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলেন না; তাঁহারা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গই করেন। সাধু—কৃপাময়, তিনি সাধু-উপদেশ-দ্বারা সরল-প্রকৃতির জিজ্ঞাসুগণের সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল ধারণা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ভক্তির প্রতিকূল-বাসনা-বন্ধন সাধুর কৃপায় ছিন্ন হইলে নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম-ব্যতীত আমরা অপর কিছু গ্রহণে আগ্রহ-বিশিষ্ট হইতে পারি না। কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানই যে প্রেম, ভাগবত-ধর্ম্মের আশ্রয়ে আমরা তাহা জানিতে পারি।

কুলীনগ্রামবাসীর প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—যাঁহার মুখে একবারমাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব। এই কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অনেকে আউল-বাউল-কর্ত্তাভজাদির নামাপরাধকে শুদ্ধভাবে নাম-গ্রহণের সহিত সমান মনে করেন; ইহাও একটি সাধারণ ভ্রম। মহাপ্রভু ভাগবতের বাণীই প্রচার করিয়াছেন। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য"-শ্লোকটি ভাগবতের। সুকণ্ঠ-কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন যে, চরিত্রহীন লোকের মুখে কখনও শ্রীনাম উচ্চারিত হন না। বৈষ্ণব-সেবা শিক্ষা-প্রদানের জন্যই তাঁহার মহাবদান্যলীলা। মহাপ্রভুর উপদেশ—

"অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

নামাপরাধকে শ্রীনামকীর্ত্তনের সহিত এক করিতে হইবে না। খাঁটি নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শ্রীনাম করিবার উপদেশ মহাপ্রভু দিয়াছেন। 'সাধুর নিন্দা' প্রথম নামাপরাধ। অসাধুকে সাধুর আসনে বসাইলে সাধুর অবমাননা হয়, ফলে নামাপরাধ হইয়া যায়। একবার যাঁহার মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হন, তাঁহার চরিত্র-হীনতা থাকিতে পারে না—শ্রীনাম, মন্ত্র ও ভাগবতকে পণ্য-দ্রব্যে পরিণত করিবার দুষ্প্রবৃত্তি তাঁহার হইতে পারে না—'আচার-বিচার-রহিত কুকর্ম্মাসক্ত অন্ত্যজনগণও গুরু হইবার যোগ্য'—এই প্রকার সংসারাসক্তির প্রবল মোহর তাঁহার হৃদয়ে থাকিতে পারে না—'কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত সকলেই সমান,'—এই প্রকার ধারণা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না—তিনি "অন্তঃ প্রাকোবহিঃশৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" হইতে পারেন না। নামের আভাসেই পাপ, পাপ-বীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তিনটির কোনওটি অন্তঃকরণে থাকিলে শুদ্ধনাম একবারও জিহ্বায় উচ্চারিত হন নাই জানিবে।

শ্রীনাম কি বস্তু জানিতে হইবে। শ্রীনামকে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে নাম হইবে না। কোন নাম-ব্যবসায়ী কোনও নিম্নশ্রেণীর পরিবারে গোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন। ঐ পরিবারের কোনও ব্যক্তির নাম ছিল 'গোবিন্দ'। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী ঐ নাম (?) কীর্ত্তন করিত না। খাণ্ডড়ী একদিন গোসাঞ্জিজীকে বলিল—'আপনি কি নাম দিয়াছেন, আমার বৌমা তাহা কীর্ত্তন করিতে পারিতেছে না, কারণ আমার বড় ছেলের নাম 'গোবিন্দ'। বৌমা 'বড়কা'র (ভাইয়ের) নাম কি প্রকারে লইবে?" তখন গোসাঞ্জিজী বলিলেন—"তোমরা নিতান্ত নির্ব্বোধ, বৌমা গোবিন্দস্থানে 'বড়কা' বলে না কেন?"

যেমন গুরু, তেমন চেলা। 'গোবিন্দ'কে যদি সাংসারিক পদার্থ-বিশেষ বা ইহলোকের ব্যক্তি-বিশেষ জ্ঞান করা হয়, তাহা হইলে কোটি জন্ম ঐরূপ নামাক্ষর উচ্চারণের অভিনয় করিলেই বা কি ফল হইবে? পিত্তবৃদ্ধি হইবে মাত্র। শ্রীনাম আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

নহেন। তিনি আভিধানিক অচেতন শব্দ নহেন। তিনি শব্দব্রহ্ম। আমি তাঁহাকে নিয়মিত (Regulate) করিতে পারি না। তিনি আমাকে নিয়মিত (Regulate) করিবেন।

"অসাধু-মুখে তাই নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম বস্তু নয়॥
বস্তু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ।
এ সব জানিবে তাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
যুক্তি-যুক্তি-সিদ্ধি-বাহা দূরে পরিহর॥"

(প্রেমবিবর্ত)

ভাগবতের নিকট ভাগবত শুনিতে হইবে। অভাগবত ভাগবত-পাঠের অনধিকারী। সে নিজেই ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, অপরকে আর কি বুঝাইবে? যদি বুঝিত তাহা হইলে নিজেই ভাগবত হইত—ভাগবতকে পণ্য-দ্রব্যে পরিণত করিতে সাহসী হইত না। কোনও ভাগবত-পাঠক অপরের বাটীতে যাইয়া ভাগবত পড়িতেন। একদিন তাঁহার স্ত্রী ঐ পাঠ শুনিতে যাইতে চাহিলেন। পাঠক মহাশয় অনুমতি দিলেন না। অনুমতি না পাইয়াও তাঁহার স্ত্রী সঙ্গে গেলেন। সেই দিন পাঠক মহাশয় শ্রোতৃগণকে যে সকল উপদেশ দিলেন, তাঁহার স্ত্রী সেই সকল শুনিয়া আসিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে পাঠক-মহাশয় নিজের ভোগে বাধা পড়িতেছে দেখিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—"পাঠের উপদেশ ত' অপরের জন্য। আমাদের জন্য তাহা নহে। এই সামান্য বুদ্ধিও তোমার হইল না?"

এই প্রকার বুদ্ধিমান পাঠকের নিকট পাঠ শুনিলে কি ফল হইবে? শ্রোতারা যখন দেখিতে পাইবে,—তাঁহার কার্য্যের সহিত কথার মিল নাই, তখন তাহারা স্বভাবতঃই মনে করিবে—ভাগবতের ব্যাখ্যা কথার কথা মাত্র। পাঠকহীন কথকও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। পাছে নিজের দুশ্চরিত্র ধরা পড়ে, এই ভয়ে সে যাহা বুঝে, তাহাও গোপন করিবে—নিজের কার্য্য বিনা বাধায় চলিতে পারে, এই ভাবেই কথা বলিবে। তাহার নিকট প্রকৃত সারবাণী কি পাওয়া যাইবে? নিরন্তর ভজনপরায়ণ সাধু-ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত আর কাহারও নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন না। অসাধুর নিকট ভাগবত শুনিতে হইবে না।

"অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

অবৈষ্ণবের মুখে যদি শুদ্ধনাম উচ্চারিত হইতেন, তাহা হইলে তাহার সঙ্গ-পরিত্যাগের ব্যবস্থা পাত্রে হইত না—তাহার নিকট শ্রবণেও বাধা থাকিত না।

৯ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল—শ্রীল প্রভুপাদ রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ৯.০০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

বরং বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া ভাল, তথাপি সংসারা-সক্ত হওয়া উচিত নহে। সংসারাসক্ত বিষয়ী ও যোষিতের দর্শনই সংসারাসক্তি। ঐ কার্য্যটি অসাধুর। বিষয়ীর ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করিলে অসৎসঙ্গই করা হয়। ঐ অসৎসঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যাঁহারা বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত উভয়েই অসাধু।

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণবাচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

রোগ নিরাময় করিতে হইলে ঔষধের সহিত সুপথ্যের দরকার। কুপথ্য গ্রহণ করিলে ঔষধের ক্রিয়া হয় না। অসৎসঙ্গ-কুপথ্য সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাজ্য।

কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।

কনক-কামিনী-ভোগস্পৃহাত্যাগ তবুও কঠিন নহে, যতটা প্রতিষ্ঠা-ভোগের বাসনা। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু প্রতিষ্ঠাশাকে ব্যাঘ্রী স্বপত্নীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—তিনটিই পরিত্যাজ্য। প্রতিষ্ঠা মনের ভিতর বাসা করিয়া রহিয়াছে। মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া হরিনাম করিতে হইবে। কপট হইতে হইবে না—কপট-তার সহিত আনুগত্যভাব দেখাইলে কোন সুবিধা হইবে না—তাহাতে প্রতিষ্ঠা আরও অধিকতরভাবে আক্রমণ করিবে। সত্য সত্যই তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে। 'কেশাগ্রশত-ভাগস্য' শ্লোকটি নিজের স্বরূপসম্বন্ধে জানিলে—নিরন্তর

কৃষ্ণসেবাই আমার কর্ত্তব্য, এই জ্ঞান হইলে ভক্তপ্রতিষ্ঠা পলায়ন করিবে ; কনক-কামিনী-ভোগের স্পৃহা থাকিবে না। অধোক্ষজ-সেবাবৃত্তিকায় অভক্ত-কাকের স্থান নাই। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মুখেই শুদ্ধনাম উচ্চারিত হন। শুদ্ধ-সত্ত্বেই শুদ্ধনামের স্ফূর্ত্তি। নামাপরাধে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি নাই। অপরাধ-মুক্ত হইয়া নিরন্তর নাম করিতে হইবে। বদ্ধ অবস্থায় নির্জ্জনবাসের ছলনায় মনে মনে যে বাজিকার উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাতে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" সকলেরই কীর্ত্তন করিতে হইবে। মহাপ্রভুর আদেশ—

যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীনাম-কীর্ত্তন-কালে যেন অন্যবধানতা না আসে, আসিলে নাম না হইয়া নামাপরাধ হইয়া যাইবে। সঙ্কীর্ত্তন করিলে সকলের মঙ্গল হয়।

শৃণতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥

(ভাঃ ১।২।১৭)

যাঁহার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন—পরমপাবন, সাধুদিগের হিতকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাম-গুণ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অন্তর্যামী চৈত্য-গুরু-রূপে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে কামাদি বাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।

শৃণতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি ভগবানের স্বমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।

যদি শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করা হয়, তাঁহার নিকট শ্রীনাম শ্রবণ করিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে অপস্মৃতি বিদূরিত হয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণের স্মৃতি হইয়া থাকে। কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ হয়। বহুশাস্ত্র নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় কৃত্রিম-লীলা-স্মরণে লোক অনুবিধায় পড়ে—ব্যভিচারী হইয়া যায়। কৃষ্ণভজনে কৃত্রিমতার স্থান নাই। সরলান্তঃকরণে নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে।

আমার গাত্তব দেহ আছে—এই স্মৃতি যদি না জাগে, তাহা হইলে অপস্মৃতিই থাকিয়া গেল।

"দিগ্ জন্ম নক্রিয়াবিদ্যাং দিগ্ ব্রতং দিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
দিক্কুলং দিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিদুষা যে ঋষোক্ষজে॥"

(ভাঃ ১০।২৩।৩৯)

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জনগণের শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিকরূপ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্, তাঁহাদের বিদ্যা, ব্রত, ও বহুজ্ঞতায় ধিক্, তাঁহাদের উচ্চকুল ও ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্।

অধোক্ষজ—যিনি কর্ম্মীর বা জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়-গোচর নহেন। সেই ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ-বস্তুই হৃষীকেশ। হৃষীকসমূহদ্বারা তাঁহারই সেবা করিতে হইবে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাফলে চিদানন্দস্বরূপ পাওয়া যায়। সাত্ত্বত-দেহের—চিদ্দেহের চিদিন্দ্রিয়-নিচয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইয়া থাকে। অধোক্ষজ-সেবাহীন মানব পশুতুল্য।

সর্ব্বদাই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহার সঙ্গফলেই বাস্তবদেহের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

গুরু বহুশুও নহেন, মুহূর্হুও নহেন। ভোগীর গুরুচেষ্টা—'ভগবান্‌কে বঞ্চিত করিয়া আমি ভোগ করিব'। ত্যাগী—'মায়াবাদী হইয়া মুক্ত হইব,' এই বিচার করে। 'আমি ভগবান্ হইয়া ভগবান্‌কে ঠকাইব,' ইহাই ত্যাগীর চেষ্টা।

বস্তুর শক্তিরাহিত্য—ব্রহ্মসাযুজ্য। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান-দ্বারা নির্ব্বিশেষগতি-লাভই ব্রহ্ম সাযুজ্য-প্রার্থীর চেষ্টা। সবিশেষ ঈশ্বরের ধ্যানদ্বারা কৈবল্য-লাভ অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যাইবার চেষ্টা ঈশ্বর-সাযুজ্যের চেষ্টা। মায়াবাদীর ব্রহ্মসাযুজ্য ও পাতঞ্জলের ঈশ্বরসাযুজ্য উভয়ই ধিক্কৃত।

"ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥"

ভক্তিব্যতীত কোনও প্রকারের মুক্তি হইতে পারে না। "জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ" কার্য্যকরী হয়, যখন জ্ঞান ভক্তির আশ্রিতভাবে থাকে। ভগবদ্ভক্তির উদয়ে 'মুক্তি' আপনিই উদিতা হয়।

কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে
কহোমুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে।

জানী আত্মস্থক দশা পাইয়ে করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।

সহজিয়া, বাউল-গোসাঞি প্রভৃতি ভেকী—দুর্ভোগী। মাথে তিলক, গলায় মালা, আবার ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম চালানো,—এই তাহাদের কার্য্য। তাহাদের অপেক্ষা বরং যাহারা ধর্ম্মের কাচ কাছে না, এই প্রকার পাপীরা ভাল। নরকেও তাহাদের স্থান হইবে না। তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন হইতে হইবে। "নির্জ্জন" বলিতে সাধুসঙ্গের ত্যাগ নহে। "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।" সাধুর সঙ্গে সর্ব্বদাই বাস করিতে হইবে, তাঁহার নিকট শ্রবণকীর্ত্তন শুনিতে হইবে। মহাপ্রভু Band of Missionaries বা কীর্ত্তনকারী তৈয়ার করিয়াছেন।

পূর্ব্বে ধ্যানের কথা ছিল। কিন্তু হরিভক্তিবিলাস বলেন—শুষ্কস্মরণমায়াস মতো বরম্।

অন্যাপৃহাশূন্যতরা নিশি নিঃসরান্যা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাত্তদর্থরচনা গদয়োঽপি কেবা
মুহ্যৎপ্রপঞ্চবিমুখা ইহ সাধয়ন্তি॥

(ভাঃ পাঃ১০)

ভগবানের কথা যাহারা শ্রবণ করিল না, কীর্ত্তন করিল না, হরদম বন্ধ করিয়া নাক টিপিয়া দুই চারি হাত উপরে উঠিবার বৃথা কসরতে মত্ত থাকিল, তাহারা হরিসেবা হইতে বঞ্চিত থাকিল। নির্জ্জন-ভজনের চেষ্টায় পদে পদে অসুবিধা। হরিকথা কীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিতে পাইবে। সুতরাং কীর্ত্তনে আত্মমঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্ত্তনে নিজেরও শ্রবণ হইয়া থাকে। সুতরাং কীর্ত্তনে ত্রিবিধভাবে হরিসেবা হইয়া থাকে—কীর্ত্তনে হরিসেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা, অপরকে শ্রবণের সুযোগদানে হরিসেবা। তদ্ব্যতীত কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং স্মরণের হরিসেবাও ঐ সঙ্গে হয়।

নয় প্রকার ভক্ত্যঙ্গমধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-যোগে হরিসেবা করিতে হইবে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ," চুপ করিয়া হরদম বন্ধ করিয়া থাকিলে হরিভজনের ছলনায় বিষয়-চিন্তাই হইয়া থাকে। তাহাতে প্রতিষ্ঠাশাও বড় কম নয়। "অপরে বড় বৈষ্ণব বলিবে"—এই প্রতিষ্ঠাশা অনেক নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসীকে গ্রাস করিয়া বসে। সব সময়েই কীর্ত্তন চাই। অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যজন করিতে হইলেও কীর্ত্তন-সহযোগেই করিতে হইবে—যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা তথা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসাহায্যেনৈব" (ক্রমসন্দর্ভ)। কীর্ত্তন-দ্বারা নিজের ও অপরের মঙ্গল না করিলে অসদ্বৃত্তি আসিয়া যাইবে।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মহাবদান্য। মহাবদান্য হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে তাঁহার সেবকসূত্রে তাঁহার আদেশানুসারে নিরন্তর তাঁহার বাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদের বদান্য হওয়া উচিত।

প্রথমে সাধনভক্তি, তৎপরে ভাবভক্তি, অবশেষে প্রেমভক্তি। সাধনভক্তিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গের ফলে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে রুচি ও আসক্তির উদয় হয়। কৃষ্ণসেবায় ঐ আসক্তি ক্রমশঃ "ভাবে" পরিণত হয়। প্রেমে ভাবের পর্য্যবসান। ভাবের অঙ্কুরের লক্ষণ—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ কাল বৃথা না যায়—এইরূপ বুদ্ধি, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা অর্থাৎ প্রচুরমানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণনাম-গানে রুচি, কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণ-বসতিস্থলে প্রীতি—ভাবাঙ্কুর জন্মিলে এই সকল অনুভাব সাধকের স্বভাবে লক্ষিত হয়।

ক্ষান্তি—ক্ষমা—বড় জগতের যে-সকল বস্তু-প্রাপ্তির লোভ আছে, তাহা হইতে নিবৃত্তি পাওয়া—নিষ্কিঞ্চন হওয়া। নিজের সম্বন্ধে নিন্দাদি সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা কিছুতেই সহ্য করিতে হইবে না। বিষ্ণু-বৈষ্ণবে বিদ্বেষকারী অসুরাসুর প্রভৃতিকে কৃষ্ণ

বধ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করিতে হইবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে বৈষ্ণবনিন্দাশ্রবণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণত্যাগ বিধেয়। তাহাতেও অসমর্থ হইলে—জীবনের প্রতি বিশেষ মমতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ।

অসাধু কে কে?—মায়াবাদী ও স্ত্রীসঙ্গী। শ্রীগৌর-সুন্দরের মহাবদান্যলীলায় এই সকল অসাধুও নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ক্রিয়াময়ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ বতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবাত্র আসীজ্জনঃ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করিলেন, তখন আর কেহই পাষণ্ড থাকিতে পারিল না। পাষণ্ডী কে?—যে ভগবান্‌কে ভুলিয়া স্ত্রীপুত্রাদির কথা লইয়াই মত্ত—'সকল বিশ্ব ধ্বংস হউক, নিজের স্ত্রীপুত্র সুখে থাকুক', এই বিচার যাহার। কীর্ত্তন ছাড়িয়া তথাকথিত যোগাভ্যাস প্রভৃতিও পাষণ্ডতা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন পরা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলেন, তখন প্রাকৃত-বিষয়-রস-মগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদবিসম্বাদ, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ুনিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ, তপস্বিগণ তপস্যা, জ্ঞানমার্গীয় সন্ন্যাসিগণ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন ভক্তিরস-ব্যতীত আর কোন রস জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

নিরন্তর শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীহরি—সচ্চিদানন্দবস্তু।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

(শ্রীব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হইবে এবং প্রতিবাণী অজ গুরুমুখ নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে—অন্যস্থানের নিকট নহে।

গুরুর নিকট শ্রবণ করিতে হইবে—পাষণ্ডের নিকট নহে। অতএবকে গুরু (?) করিলে তাহাকে বর্জ্জন করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে।

যো বক্তি ভাগবতিকমন্যায়েন শৃণোতি বঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।১০১)

যিনি ভাগবতাচার্য্যবেষে অন্যায় অর্থাৎ ভাগবত-বিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি শিষ্যরূপে অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে পতন করেন।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)

ভোগবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকরহিত মূঢ় এবং গুরুভক্তি-ব্যতীত ইতর-পন্থানুগামী ব্যক্তি কখনও গুরু হইতে পারে না। তাহাকে গুরুপদে বরণ করিলেও তাহাকে পরিত্যাগই বিধি।

পাষণ্ডেরা নামাপরাধ করে—নাম করে না।

অসাধুসঙ্গে তাই নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভাগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

"যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি যায় পাতা॥
তাঁতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥"

আমি পাকা বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণবকে চিনিতে পারি, এইপ্রকার অহঙ্কার যখন হয়, তখন তখন হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি ভজনের অন্তরায়—

• • যদি (ভক্তি)-লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীব-হিংসন।
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥

সেবকগণ গৌড়ীয় উপশাখা বাড়ি' যায়।
তত্র হৈতে মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥

প্রথমেই উপশাখার কহয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বালিয়াটি-শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম শাখা বালিয়াটী-শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠের নব নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা-প্রকাশের জন্য শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত গদাই-গৌরাঙ্গমঠে কৃপাপূর্ব্বক শুভ পদার্পণ করিবেন। এতদুপলক্ষে আগামী রবিবার জ্যৈষ্ঠ, ৭ই জুন, রবিবার হইতে রবিবার জ্যৈষ্ঠ, ১৪ই জুন, শুক্রবার পর্য্যন্ত হরিসংকীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা ও মহোৎসবাদি উক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে।

রায় বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্দানা

বেরিলী ২৪।৫।০৬

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শিষ্য রায় বাহাদুর মদন গোপাল সার্দ্দানা (Superintending Engineer, Irrigation Department, Bareilly) মহোদয় গত ৮ই এপ্রিল তারিখে ইঁহার সিপ লাইনের 'প্রেসিডেন্ট হুভার' (President Hoover) নামক জাহাজে পৃথিবী-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি গত ২৩শে এপ্রিল জাপানে পৌঁছিয়াছেন। ৯ই মে তারিখে তাঁহার আমেরিকার হোনোলুলু (Honolulu) নামক বন্দরে উপস্থিত হইবার কথা। এই স্থানে তাঁহার পুত্র আছেন। তথা হইতে তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ইউরোপে যাইবেন। লণ্ডনে যাইয়া তিনি লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ দর্শন করিবেন।

কভুরে—গত ৪ঠা মে (১৯০৬) অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কভুরের বোর্ড হাইস্কুলে এম্-আর্-এ-এস্ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার পাক্কলুপ্পার এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে "পাশ্চাত্যে মহাপ্রভুর বাণী" ("The Message of Lord Chaitanya in the West")-শীর্ষক ইংরাজীভাষায় দুইঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামীজী সর্ব্বপ্রথমে ভক্তরের স্থানমাহাত্ম্য ও শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার পাশ্চাত্যে শ্রীগৌরবাণীকীর্ত্তনের অভিজ্ঞতা ও সাফল্য বর্ণন করেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণলীলা-প্রকাশ-কালে গোদাবরীতটে রায় রামানন্দসহ মিলন ও সাধ্যসার আলোচনা, প্রভুপাদের সেই স্থানে মঠ-প্রকাশ-লীলা, শ্রীনাম-নামীর অভিন্নত্ব ও বৈশিষ্ট্য, গুরুতত্ত্ব, গুরুপাদাশ্রয়, অদ্বয়জ্ঞান ও অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের পার্থক্য, খৃষ্টান-ধর্ম্মের একগুরুবাদের অসম্পূর্ণতা, জীব, জীবের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা করেন; স্বামীজীর বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত গোপীনাথম্ বি-এ উকীল মহাশয় গীতার 'দৈবী হ্যেষা' শ্লোকোদ্দেশে "আমার কবল হইতে পরিত্রাণ-লাভের উপায় কি?", শ্রীযুত এন্ বেঙ্কট রাও বি-এ উকীল মহাশয় "খৃষ্টগণ যেরূপ Anthropomorphise করেন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের অবতারগণ কি তদ্রূপ?" এবং শ্রীযুক্ত ই, ভি শেষাবতারম্ উকীল মহাশয় "'ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায়' ও 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'—এই শ্লোকদ্বয়ে 'ধর্ম্ম' শব্দের সংজ্ঞিতার্থ কি?"—এতদ্-বিষয়ে প্রশ্ন করিলে স্বামীজী শাস্ত্রযুক্তিমূলে ঐ প্রশ্নত্রয়ের উত্তর প্রদান করেন।

পুণায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ বোম্বাইএর বিভিন্নস্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে পুণায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। স্বামীজী গত ৬ই মে পুণায় 'অগ্নিহোত্র' মন্দিরে এক মহতী সভায় "মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতার বিষয় স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত হওয়ায় শ্রোতার সংখ্যা অধিক হইয়াছিল।

পুণায় ১২ই মে (১৯০৬) তারিখের "সকাল" নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক-পত্রে ১০ই মে তারিখের "গৌড়ীয়মঠাচার্য্য প্রচার—চৈতন্যভক্তানাং চৈতন্যাচার্য্য সভাকার্য্যজ্ঞা লণ্ডনাত নাবিলী" শীর্ষক এক সংবাদে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যসহ শ্রীমদ্ গভস্তিনেমি মহারাজের কএকদিবস পূর্ব্বে অগ্নি-হোত্র মন্দিরে 'ভক্তভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা তথা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বিভিন্ন মঠ ও মঠাচার্য্যবর্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রচার্য্যবিষয় ও প্রচার-প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ-বশতঃ উক্ত পত্রে প্রকাশিত প্রভুপাদের আলেখ্যের নিম্নে প্রভুপাদের পরিচয় প্রদত্ত হইবার পরিবর্ত্তে "স্বামী ভক্তিবিলাস"—এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৪৯, শনিবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩, ৩০শে মে, ১৯৭৬ | ৪২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী

আগামী ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন সোমবার অষ্টতাদ্বাদশীর অন্তর্গত 'ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী'র উপবাস। একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া তৎপরদিন দ্বাদশীও সম্পূর্ণা হইবে এবং ত্রয়োদশীতে দ্বাদশী কিঞ্চিৎ থাকিবে, এইরূপ হইলেই তাহার নাম হয় "ব্যঞ্জুলী"। এই দ্বাদশী শ্রীহরির অত্যন্ত প্রীতিকরী; শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই 'ব্যঞ্জুলী' মহাদ্বাদশীতে একাদশীতে আহার করিয়াও দ্বাদশীব্রত করিতে হইবে। তবে ব্যঞ্জুলী-ব্রতে দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করা শাস্ত্রাদেশ। ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে নাই। এসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ত্রয়োদশ বিলাসের ১৩৩ সংখ্যায় শাস্ত্রবিচার দ্রষ্টব্য। আগামী ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাসের পরদিবস অর্থাৎ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ২রা জুন মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৮-৪৪ মিনিট পর্য্যন্ত দ্বাদশী আছে; অতএব ৮-৪৪ মিনিটের মধ্যে মহাদ্বাদশীর পারণ করিতে হইবে।

স্নানযাত্রা

আগামী ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ৫ই জুন পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। 'গৌড়ীয়' পত্রের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গৌড়ীয়াচার্য্যের মনোহভীষ্টানুসারে এবৎসর গত ১৭ই চৈত্র, ৩০শে মার্চ্চ কৃষ্ণদ্বাদশী তিথি হইতে "উৎকলে সর্ব্বত্রব্যাপী ভক্তিবিনোদবাণী-কীর্ত্তনোৎসব" আরম্ভ হইয়াছে। স্নান-যাত্রার পরে শ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবন উৎসবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত প্রায় একপক্ষ কাল "অনবসর-কালে" অর্থাৎ এই সময়

পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির বন্ধ থাকে। এই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত আলালনাথে (উৎকলের সৌড়া) গমন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই পদাঙ্কপূতক্ষেত্রে আলোয়ারনাথের শ্রীমন্দিরের সন্নিকট স্থানেই শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠরূপে শ্রীভক্তগৌড়ীয়মঠ সংস্থাপিত। স্নান-যাত্রার পর হইতে তথায় উৎসব আরম্ভ হয় এবং মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার অনুসরণে গৌরজনের অনুগামী ভক্তগণ তথায় কীর্ত্তনোৎসব করিয়া থাকেন।

পণ্ডিত শ্রীগদাধর ও শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথি

আগামী ৪ই আষাঢ়, ১৯শে জুন, শুক্রবার শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও শ্রীগদাধর-মিত্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহমহোৎসব। এতদুপলক্ষে প্রতি বৎসরই শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ও শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপে ভক্তিবিনোদবাণী-কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এবৎসর শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ত' উৎসব হইবেই, শ্রীল প্রভুপাদের এ সময়ে গৌড়দেশে থাকিবার কথা, সুতরাং গৌড়মণ্ডলেও তাঁহার বাণীতে শ্রদ্ধাবিশালী ব্যক্তিগণ শ্রীভক্তিবিনোদ-বাক্যামৃতধারায় স্নাত হইতে পারিবেন।

'বালিয়াটি'তে গৌড়ীয়াচার্য্যের শুভবিজয়-সম্ভাবনা

গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্যের অনুকম্পিত বালিয়াটীর স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় জানাইতেছেন যে, আগামী ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ৭ই জুন রবিবার হইতে ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২ই জুন শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে হরিসঙ্কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা ও মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে। এই উৎসবের বিশেষ উপলক্ষ এই যে, গৌড়ীয়বৈকুণ্ঠ-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ বালিয়াটি-শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-প্রকাশের জন্য **২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ৯ই জুন মঙ্গলবার কৃপাপূর্ব্বক সপার্ষদে বালিয়াটিতে শুভপদার্পণ করিবেন।** তথায় বালিয়াটির সজ্জন-সাধারণ আচার্য্যকে অভ্যর্থনা ও অভি-[illegible] প্রদান করিবেন। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১০ই [illegible] আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপ্রকাশ করিবেন এবং সেইদিন কীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১১ই জুন বৃহস্পতিবার নগর-সংকীর্ত্তন, সাধারণ সভা ও বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, হইতে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তিনদিবস বালিয়াটি গ্রাম গৌরজনের বাণীতে ও তদনুগ বহু সুপণ্ডিত, সুবক্তা ও সুগায়কবৃন্দের হরিকথাকীর্ত্তনরোলে বালিয়াটি গ্রাম মুখরিত ও বন্যাতিষিক্ত হইবে।

ঢাকায় গৌড়ীয়াচার্য্যের পদার্পণের তারিখ

ঢাকা হইতে প্রকাশ যে, **শ্রীল প্রভুপাদ** বালিয়াটি গ্রামে শুভবিজয় করিবার পথে আগামী ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, **৭ই জুন** রবিবার কলিকাতা-মেলে **ঢাকানগরীতে শুভাগমন** ও অবস্থান করিবেন। প্রভুপাদ ঢাকার পুরাণপল্টনে সজ্জনবর **শ্রীযুক্ত** সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিবেন,—এইরূপ কথা আছে। পূর্ব্ববঙ্গবাসীর পক্ষে আচার্য্যের শুভদা-বাণী ও সর্ব্বাত্মমঙ্গলময় উপদেশ শ্রবণ করিবার এক সুদুর্লভ শুভক্ষণ উপস্থিত। শ্রীল প্রভুপাদ ২৪শে ও ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ঢাকায় অবস্থান করিবেন, ২৬শে হইতে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তিন দিন বালিয়াটিতে উপস্থিত থাকিবেন। বালিয়াটি হইতে ফিরিবার মুখে পুনরায় ঢাকায় কএকদিন অবস্থান করিবার কথা আছে।

"যাজপুর হইতে অলারপুর"

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠের 'দৈনিক নবীন প্রকাশে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভের "যাজপুর হইতে অলারপুর" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের (পুরী) প্রচেষ্টায় ও প্রাথমিক অর্থ-সাহায্যে পুরী জেলা-বোর্ড শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত-স্থান আলালনাথে যাইবার একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন পদব্রজে ও গো-যানে সহজেই তথায় যাওয়া যায়, কিন্তু রাস্তাটি অধিকাংশস্থলেই বালুকাপূর্ণ বলিয়া এখনও অশ্ব যান যাইবার সুব্যবস্থা হয় নাই। "অলারপুর" পুরী জেলার ব্রহ্মগিরি সাবকে থানা ও ডাকঘরের অন্তর্গত এবং পুরীসহর হইতে প্রায় সাতক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। [illegible] তীর্থ-দর্শনে বা ভ্রমণার্থ আগমন করেন,

তাঁহারা যাজপুর হইতে পুরী পর্য্যন্ত পথে যাজপুরে শ্রীবরাহদেব, ভুবনেশ্বরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও ভুবনেশ্বর শিব, সত্যবাদীতে শ্রীসাক্ষিগোপাল এবং নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সমসাময়িক পার্ষদ-ভক্তগণ এবং বর্ত্তমানকালে তদনুগত সেবক-সম্প্রদায় যাজপুর হইতে আলালনাথ পর্য্যন্ত ভজনের তারতম্যানুসারে ভজনীয় বস্তুর ক্রমবিকাশ দর্শন করিতে করিতে আলালনাথ পর্য্যন্ত গমন করিতেন ও করিয়া থাকেন। শ্রীমুকুন্দমাধব-মঠের প্রচারফলে শ্রীগৌর-পার্ষদগণ তীর্থ আলালনাথে এখন বহু তীর্থযাত্রী ও বিশিষ্ট জনসাধারণ গমন করিতেছেন। অতএব "নূতন উড়িষ্যা"র যেন সর্ব্বদিক্ দিয়াই উন্নতি হইতেছে, তখন এই সুপ্রাচীন তীর্থস্থান আলালনাথ পর্য্যন্ত পাকাপথ যাত্রা হইলে উড়িষ্যার সম্পদ্ বৃদ্ধি এবং জনসাধারণ ও তীর্থযাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা হইবে। আমরা আশা করি, পুরী জেলাবোর্ড এ বিষয়ই অনতিবিলম্বে তাঁহাদের বিবেচনাধীন করিয়া পুরী হইতে আলালনাথ পর্য্যন্ত একটি পাকারাস্তা নির্ম্মাণে যত্নবান্ হইবেন। তাহা হইলে যাজপুর হইতে আলালনাথ পর্য্যন্ত সমস্ত দর্শনীয় বস্তুই সকলের পক্ষে দর্শনের সুগম হইবে।

———

পৃথিবীপর্য্যটন-ব্যপদেশে গুরুমহিমা-প্রচার

গৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগত রায়বাহাদুর শ্রীমান্ মনমোহন সর্ব্বানা (সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, ইরিগেশন্ ডিপার্টমেণ্ট, বেরিলি) মহোদয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রচারার্থ গত ৮ই এপ্রিল তলায় সীমারসিপ্ লাইনের "প্রেসিডেণ্ট হুবার" নামক জাহাজে পৃথিবী পর্য্যটনে নির্গত হইয়াছেন। তিনি গত ২০শে এপ্রিল জাপানে পৌঁছিয়াছিলেন। ঐ যে তারিখে তিনি আমেরিকার 'হোনোলুলু' বন্দরে পৌঁছিয়া তথা হইতে তাঁহার পুত্র-সমভিব্যাহারে মুহোপে গমন করিবেন এবং সেখানে শ্রীগৌড়ীয় মঠ পরিদর্শন করিবেন।

———

নরবলি

কটক হইতে এসোসিয়েটেড্ প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ঝারণী গ্রামের একব্যক্তি দুইটি বালককে পাখী-ধরার কথা বলিয়া বনের ভিতর লইয়া যায় এবং বনের মধ্যে এক নির্জ্জন স্থানে সেই দুইটি দশবৎসর বয়স্ক হিন্দু ও মুসলমান বালককে চণ্ডীদেবীর নিকট বলি দেয়। ঐ ব্যক্তি বোলানগিরির বেওয়ান ও মাহরা জঙ্গ্ নাম্ন যাহাদের শিবদাসাবতরণের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে এবং প্রকাশ যে সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কালীঘাটে যে এক হিন্দুস্থানী যুবক মহামায়ার নিকট আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাও আমরা সংবাদপত্রের মারফত জানিতে পারিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় (৪র্থ স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায়) এক সময় ভরতকে কতকগুলি তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তি তদ্রকালীর পূজায় বলি দিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ভরত ছিলেন ভগবদ্ভক্ত ও হিংসাদ্বেষ-বিরহিত মহাত্মা। কাজেই তদ্রকালী তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের পূজার প্রণালীকে আদর না করিয়া নিজ তামসী প্রকৃতি সহচরীগণের সহিত পাশিষ্ঠস্বভাব ব্যক্তিগণের হস্তস্থিত খড়্গের দ্বারা উহাদিগকেই ছেদন করিয়াছিলেন। ভদ্র-কালী সেই তামসিকপ্রকৃতি ব্যক্তির খোপিতপান-মদ হইয়া নিজ সহচরীগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গান ও নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ঐ দস্যুগণের ছিন্নমস্তকগুলি লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিয়াছিলেন। এখনও কুরুক্ষেত্রে সেই ভদ্রকালীদেবীর স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যে কোন প্রণালী গ্রহণ করিলেই ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করা যায়, পাষাণের দ্বারা নিজের ও অন্যের ধর্ম্মনাশ করা যায়, যাঁহারা এইরূপ কল্পনা করেন, তাঁহারা বাস্তব সত্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া। ভগবদ্ভক্ত "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ" প্রদান করেন না। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণপুরাণোক্ত এক ভক্ত ব্যাধের প্রসঙ্গ হইতে জানিতে পারি যে, ভক্তরাজ নারদের কৃপায় ব্যাধ তৌর্য্যত্রিকের জন্য প্রাণি-হিংসাবৃত্তিটি পর্য্যন্ত অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ (বাক্যবচন)

হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত নয়, কেননা, যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের ক্লেশদ হয় না।

———

শ্রীচৈতন্যদেব ও রাজ-যোগ

ভগবদ্ভক্ত 'অতিমানব' বলিয়া তিনি 'লোকদেখান' কৃষ্ণসাধা তপস্যাদ্বারা আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত হন না, ভগবদ্ভক্ত একমাত্র কৃষ্ণপ্রীতি-ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ বা সাধনের জন্য জীবন ধারণ করেন না। ইউনাইটেড্ প্রেসের একটি সংবাদে প্রকাশ যে,—বাঁকুড়া জেলার কোন এক হিন্দুমহিলা তাঁহার বিবাহের পর হইতে বহু বৎসর যাবৎ কেবলমাত্র তুলসীপত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন এই কথা বাঁকুড়ার একটি সাধারণ সভায় কোন এক যোগী সন্ন্যাসী প্রচার করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত মহিলার "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বেশ দখল আছে এবং তিনি প্রাণায়াম ও যোগবলেই কেবলমাত্র তুলসীপত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।" উক্ত যোগীরা "আমেরিকার আর একটি স্ত্রীলোককে ১২ বৎসর না খাইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন।"

উক্ত মহিলা-সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, তবে এই কথাটি নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে যে, কাহারও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অধিকার থাকিলে তাঁহার প্রাণায়াম ও অষ্টাঙ্গযোগের মহিমা বিশেষ মূল্যবান্ মনে হয় না। অধিক কি, তাহা ভক্তি বা হরিসেবার একান্ত বিরুদ্ধ বলিয়াই শ্রীচৈতন্যশিক্ষার স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অধিকার আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই, শ্রীচৈতন্যদেবের এই স্পষ্ট বাক্যগুলি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন,—

"ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
ভক্যে কৃষ্ণ বশ হয়—ভক্যে তাঁরে ভজি।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৯০।১০৬)

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।১৪।২০

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৭)

'তপস্বী' প্রভৃতি যত দেহধর্ম্মী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।২১০)

শ্রীমদ্ভাগবতে—৪।২১।৩১

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।২১১)

কৃষ্ণপাদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃত গঙ্গা-নদীর ন্যায় যাঁহার পাদ-সেবা-রুচি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইয়া (বিষয়ী) তপস্বীদিগের অশেষ-জন্মলব্ধ বুদ্ধিমল সদ্যঃ নাশ করে।

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৬৮,২৬৯)

পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র-মতে কৈবল্য অবস্থায় ঈশ্বর-সাযুজ্য আর মায়াবাদী নির্ব্বিশেষজ্ঞানিগণের মতে জীবের চরম-ফল ব্রহ্মসাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব যোগীর লভ্য ঈশ্বর-সাযুজ্যকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধিক্কার দিয়াছেন।

অসৎসাম্প্রদায়িকতা বা পরদুঃখকাতরতা ?

গত ৩রা চৈত্র 'দৈনিক বসুমতী'র শ্রীবলাই শর্ম্মা নামক জনৈক প্রবন্ধলেখক শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রতি কৌশলে কটাক্ষ করিয়াছেন। বাঙ্গালার আদি কবি ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বঙ্গদেশে এক বিরাট্ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পূজ্য পাত্র মনে করিয়া "দৈনিক বসুমতী"র উক্ত লেখক, বহুলোকের অপ্রীতিভাজন হইতে হইবে—এই আশঙ্কায়ই কি বৈষ্ণব মহাকবিকে পরোক্ষভাবে আক্রমণ করিয়াছেন? কিন্তু লেখকের ছদ্মপরিচয় তাঁহার ভাষার প্রচ্ছদপট ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীল বৃন্দাবন রাঢ়দেশে মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনার আধিক্য দেখিয়া উত্তরকালে খেদ করিয়াছিলেন এবং সাম্প্রদায়িকতাবুদ্ধিতে ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন; বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরিবর্ত্তে শাক্তধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখিয়া তাঁহার হৃদয় হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়াছিল, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা নিজেদের চিত্তবৃত্তি অপরের আক্রমণের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে একটি সার্ব্বজনীন ভ্রান্তধারণা এই যে, তথাকথিত

হিন্দুধর্মের শৈব, শাক্ত, গাণপত্যাদি এক একটি শাখার ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম বা ভাগবতধর্মও একটি শাখা বিশেষ। এই ধারণা তাঁহারাই করিয়া থাকেন, যাঁহারা বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বসীমানার সম্মুখে আদৌ অভিগমন করেন নাই। বৈষ্ণবধর্ম হিন্দুধর্মের শাখাবিশেষ বা শৈব-শাক্তাদি-ধর্মের প্রতিযোগী অন্যতর ধর্মবিশেষ নহে। বৈষ্ণবধর্ম বা ভাগবত-ধর্ম নির্মৎসর সাধুগণের আত্মার ধর্ম। তাহা প্রত্যেক নির্মল চেতনের নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম বা বৃত্তি। তথাকথিত হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সকল বহু মনোধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিলাষ, না হয়, বিভাড়াকৃতকে উপলক্ষ করিয়া সৃষ্ট। ভাগবতধর্ম প্রোজ্ঝিত-কৈতবধর্ম, তাহা প্রাণিমাত্রের একমাত্র ধর্ম—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥ (ভা ১।২।৬)

জীব স্বরূপের নিত্য আত্মা বা স্বভাব হইতে বিচ্যুত হওয়াই ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের অনুসন্ধান-মূলক কৈতবযুক্ত ধর্মের জন্ম করে, শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়ো ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, নির্মল আত্মার ধর্ম-যাজন পরিত্যাগ করিয়া দেহ ও মনোধর্মে আসক্ত হয় এবং তাহাকেই 'স্বকর্ম' মনে করে ও তদ্দ্বারা আত্মহিংসা ও পরহিংসা করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়াই পরদুঃখদুঃখী শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন অতিশয় দুঃখে বলিয়াছেন,—

"ধর্ম কর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু-ধন॥
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে॥
যেবা সব বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।
তা' সবার মুখেও নাহিক হরিধ্বনি॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২য় অঃ)

এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি অকপট পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণব-মুখের পরদুঃখকাতরতার কথাও জানাইয়াছেন,—

"এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি' ভক্ত-সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমনে এজীব সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব জগত সংসার॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
যতেক পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২য় অঃ)

"বঙ্গবাসী"র পূর্বোক্ত লেখক লিখিয়াছেন,—"চৈতন্য-চরিতামৃতকার বৈষ্ণবতার কীর্তনাগত্য প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন :—

'মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।'
'দেবতা জানেন সবে যক্ষ বিষহরি।'

উক্ত লেখক অনেক সময়ই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের সম্বন্ধে অনেক প্রকার অনধিকারচর্চা করিয়া থাকেন এবং শ্রীচৈতন্যের ধর্ম-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার পক্ষে তিনি একজন প্রামাণিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি হেন অভিব্যক্তিও সময় সময় তাঁহার লেখনীতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা তাঁহাকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে নহে, কেবল-মাত্র সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, উপরি-উক্ত উক্তিগুলি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের নহে, উহা বঙ্গদেশের আদি মহাকবি শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের। তবে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারও লোক-কল্যাণের জন্য তথাকথিত হিন্দুধর্মকে 'আত্মধর্ম' বলিয়া বিচার করেন নাই। তিনি পাঁচমিশালি হিন্দুধর্মকে 'সত্য ধর্ম' বলেন নাই। পাঁচমিশালি হিন্দু-সম্প্রদায়ের অন্তরের চিত্তবৃত্তি কি, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের ভাষায়ই প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন হিন্দুসম্প্রদায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে কাজীর নিকট যে অভিযোগ গিয়া-ছিল, তৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার জানাইয়াছেন,—

* * *

হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল।
আসি' কহে,—হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥

মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে বৃত্তা, গীত, বাদ্য,—যোগ্য আচরণ।
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পাণ্ডিত।
পদ্মা হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত।
• • •
হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন।

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২০৫-২০৬, ২১২-২১৩)

"কাজীর নিকট হিন্দুর পরম জিজ্ঞাস্য," করাকে হিন্দুগণ অন্যায় বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু নিমাই পণ্ডিত পাঁচমেশালী হিন্দুদলের ন্যায় মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি-পূজায় বৃত্যগীত করিবার পরিবর্ত্তে উচ্চৈঃস্বরে 'মহামন্ত্র' অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করেন বলিয়া ঐরূপ ব্যবহার হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ ও 'বিপরীত' এই অভিযোগ করায় 'পাষণ্ডী' হিন্দুগণ নিমাইকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন! এরূপ চিত্তবৃত্তি বর্ত্তমানে নানা আকারে তথাকথিত হিন্দুসমাজেও পরিলক্ষিত হয়।

বিশ্বশান্তির প্রকৃত উপায় ও স্বরূপ

ইউনাইটেড্ প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বোম্বাই-ধর্ম্মসম্মেলনে (?) ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ্ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন, "ধর্ম্ম-ব্যতীত জগতের সমস্যার সমাধান অসম্ভব।" "ধর্ম্মকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া জগতে শান্তিতে বাস করা অসম্ভব"—এই বাক্যটিকে কেন্দ্র করিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতা করেন।

"গৌড়ীয়" যে কথা মহাবাক্যের ন্যায় অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন, যাহা হয় ত' অনেকের নিকট 'এক-ঘেয়ে' কথা বলিয়া মনে হয়, সেই কথারই আংশিক ও বিকৃত প্রতিধ্বনি পার্থিব মর্য্যাদাযুক্ত ব্যক্তিদের বক্তৃতামধ্যে হইতে শ্রবণ করিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারি। 'ধর্ম্ম ব্যতীত জগতের সমস্যা ও বিষম-শান্তি অসম্ভব'—একথা শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার সুদীর্ঘকাল প্রচারের পর জগতের কোন কোন বিষয়ী, প্রতিষ্ঠাশালী ও সাধারণ ব্যক্তিগণ সাময়িকভাবেও বুঝিতে পারিতেছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত। যাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্ম জগতের সমস্যার সমাধানে সমর্থ হয় নাই, কাজেই জগতের সমস্যা সমাধান করিতে হইলে ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেওয়া প্রয়োজন, তাঁহাদের এই স্পষ্ট নাস্তিকতাবাদ ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের পার্থিব মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কতক অনেকটা নিস্তেজ হইবে। তবে ধর্ম্মকে জাগতিক সুবিধাবাদের সাধন করিবার যে একটা চেষ্টা মানবজাতির বহির্ম্মুখতার মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে এবং যাহা অসূর্য্যম্পশ্যা কামিনীর মত প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের অন্তঃপুরমধ্যে অধিকার করিয়া ও মনোমোহন-বেষে বিভূষিত হইয়া যথেচ্ছবিলাস করিতেছে, সেই প্রচ্ছন্ননাস্তিকতার মোহপর্দ্দা হইতে একমাত্র ভগবানের নিজ জন ব্যতীত অপর কেহই মানবজাতিকে উদ্ধার করিতে পারে না।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ 'সত্যধর্ম্মে'র স্বরূপ নির্ণয়ে বলেন, "সত্যধর্ম্ম অবশ্যই বিশ্বমৈত্রী স্থাপন করিবে, সত্যধর্ম্মের লক্ষ্য হইল, যাহাতে সকলে জীবনের সঙ্কটগুলিকে অতিক্রম করিতে পারে, যাহাতে সকলে সুখের সন্ধান পায়, সকলে যাহাতে জ্ঞানের অধিকারী হয়, সর্ব্বত্র সকলে যাহাতে আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে।" অর্থাৎ ধর্ম্ম হইল সকলের সুখ ও সুবিধার সাধন-স্বরূপ! বিশ্বমৈত্রী মানবের ভুক্তি-শান্তিতে বাস করিবার কৌশল-বিশেষ। ধর্ম্মের এইরূপ স্বরূপ হইলে পরমেশ্বরের প্রয়োজনীয়তা কিরূপে বা কোনভাবে স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয়; অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিকট হইতে মানবের দৈহিক বা মানসিক সুখ, শান্তি বা আনন্দ মোহন করিবার একটা উপায় হয় বলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনায় স্বীকার করা যায়। আর 'চরমে সেই ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ' ইহাও ধর্ম্মের একটা প্রতিজ্ঞা বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। এইরূপ ধর্ম্মের সহিত কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। ভাগবতধর্ম্ম ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সুখ-সুবিধা বা আনন্দকে গণনা না করিয়া নিত্য ইন্দ্রিয়বান্ পরাট্ পুরুষোত্তমের সুখ ও আনন্দের অনুসন্ধান করেন। মূল বস্তুর তর্পণে তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত বস্তুই, সমগ্র বিশ্বই পরিতৃপ্ত হয়, কাজেই ঐরূপ বিশ্বশান্তিই বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং ঐরূপ ধর্ম্মই প্রকৃত চেতনের ধর্ম্ম, নতুবা বিভিন্ন সম্প্রদায় যথা—মানব-সম্প্রদায়, পশু-সম্প্রদায়,

পঞ্চিসম্প্রদায়, বৃক্ষ-সম্প্রদায় যদি বাহ্য ও নশ্বরপরভাবে সাম্প্রদায়িক দেশ-কাল-পাত্রগত সুখ ও শান্তি অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে প্রাণিজগতের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু একমাত্র এক অদ্বিতীয় নিত্য ভোক্তার নিত্য ভোগ-তত্ত্বে ঐ সকল সম্প্রদায় তাঁহার সুখানুসন্ধান করিলে বিশ্ব-শান্তি আনুষঙ্গিকভাবেই ধরেতাক্ হইয়া থাকে। বিশ্ব-মৈত্রীর নামে বিশ্বের ছলনা করিবার মোহ ও তদভাবে যে আত্মভোগ-স্পৃহা দুর্জ্ঞাপিত রহিয়াছে, তাহা আমরা অনেকেই বুঝিতে পারি না। 'মৈত্রীর ক্ষেত্র কি হইবে? কি সম্বন্ধ লইয়া মিত্রতা হইবে?'—এই প্রশ্নের প্রকৃতোত্তরাংশই প্রকৃত ধর্ম্মের কার্য্য। পরমেশ্বরের সেবার সম্বন্ধে 'মৈত্রী' না হইলে বিশ্বের বিশ্বরূপের সঙ্গে অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে সামগ্রিক মৈত্রীতে চরমে সঙ্ঘর্ষ ও বিঘ্ন উত্থিত হইবেই হইবে। এইজন্য ভাগবতধর্ম্ম বলেন, পরমেশ্বরে প্রেম, পরমেশ্বরের একান্ত অধীন ব্যক্তিগণের সহিত মৈত্রী, পরমেশ্বরের তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রতি পরমেশ্বরের কথা কীর্ত্তন করিয়া দয়া এবং বিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষারূপ ব্যবহারই ধর্ম্মজীবন-যাপনকারীর নিত্য কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের প্রচ্ছন্ন বাহনরূপে কেহ কেহ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তি গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেরূপ ধর্ম্ম পার্থিব-ধর্ম্মেরই প্রতীক-বিশেষ। ভক্ত প্রহ্লাদ বলেন,—প্রকাশ্য দরবারে দ্রৌপদীকে যখন লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার আত্ম-মর্য্যাদা নষ্ট হওয়ায় তিনি আর জীবন ধারণ করিবেন না; ভারতজননীরও আজ সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

ভারতের প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা একমাত্র আত্মধর্ম্ম, সেই আত্মধর্ম্ম হইতে ভারতকে বিচ্যুত করিয়া অর্থাৎ ভারতকে 'পারমার্থিক ভারত'রূপে না জানিয়া অর্থনৈতিক, রাজ-নৈতিক বা সমাজনৈতিক ভারতরূপে দেখিলেই নানা-প্রকার অমর্য্যাদা, লাঞ্ছনা ও সঙ্ঘর্ষ-দ্বারা ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিলোপ সাধন করিতে হইবে। যাঁহারা পঞ্চায়েতি ধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' মনে করেন, এবং অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের সঙ্গে ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বের মীমাংসা বা 'রফাদফা' করিতে চাহেন, যাঁহারা একান্ত পারমার্থিক মহাজনের পথানুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে পার্থিব অভিজ্ঞতাবাদীর ভ্রম-প্রমাদাদিপূর্ণ মতবাদের অনুসরণ করেন, তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে পারমার্থিক ভারতের প্রগতির পরিপন্থী।

———

ধনবিজ্ঞান ও ঋণবিজ্ঞান

যিনি বঙ্গদেশে একসময় যোগসূত্রকরূপে অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালার জনসাধারণের নিকট 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র রীতি বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"পাপ পুণ্যময় দেহ, সকল অনিত্য এই,
ধনজন সব মিছা ধন
মরিলে যাইবে কোথা, তাহাতে না পাও ব্যথা,
তবু কাঁদ কর দয়া মন
রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।"

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রে ধনাঢ্যতম কর্ণধার স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রবৃত্ত জগৎ কি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন জানি না। কিন্তু আমরা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বাণী ও জগতের শত-শত প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হইতে এই শিক্ষাই লাভ করিতেছি যে, জগতে ধর্ম্মের বিচারই স্বপ্ন ও কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়। যিনি দরিদ্রের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, নৈশপে পিতাকে হারাইয়া কেবলমাত্র অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বনের মূলধন লইয়া বর্ত্তমান বণিক্-সভ্যতার প্রতিযোগিতার যুগেও বিপুল খ্যাতি, পারদর্শিতা ও অর্থ অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন, সেইরূপ কর্ণধারকেও—তাঁহার অতিপরিশ্রমলব্ধ, অধিক কি রক্তবিন্দুসম অর্থকে এই জগতে রাখিয়াই চলিয়া যাইতে হয়। শুনিয়াছি, স্যর রাজেন্দ্রনাথ এতদূর সময়-নিষ্ঠ ও সময়সেবক ছিলেন যে, তিনি "Time is money" অর্থাৎ সময়ই অর্থ এই বাক্যটিকে মহাবাক্যরূপে জানিতেন। পার্থিব বৈত্তজগৎ ও অর্থনীতির ইহাই মহাবাক্য সন্দেহ নাই। অপ্রাকৃত বৈত্তজগতেও ইহাই মূলমন্ত্র। অপ্রাকৃত বৈত্তজগদ্ভুক্তিবাদি সঙ্ঘের অন্তর্গত সম্প্রদায় মনঃকল্পনের সেবারূপ পরমার্থ-ধন লাভের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তকে 'পরমার্থ' জ্ঞান করেন, ইহাই তাঁহাদের

"অব্যর্থকালত্ব", প্রাকৃত ধনবৈজ্ঞানিকগণ আপনাদিগকে এরূপ মনুষ্যবৎ কল্পনা করিয়া বাষ্টি ও সমষ্টিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের জন্য প্রতি-মুহূর্ত্তে অর্থ দেবা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনামের অনুকরণে টাকার অষ্টোত্তর-শতনাম প্রকাশিত হইয়াছে। আবার "টাকা ধর্ম্মঃ, টাকা কর্ম্মঃ, টাকা হি পরমন্তপঃ" এইরূপ রহস্যমূলক 'টাকাভাক্ত'ও দুনিয়ার বাজারে বহুল প্রচারিত হইতেছে। 'অন্তরাসরের প্রাক্তো বিদ্যার্থক চিন্তয়েৎ'। 'প্রাক্ত' শব্দের ব্যাখ্যা নাকি আচার্য্য শঙ্কর করিয়াছেন,—'প্রকৃষ্টরূপেণ জ্ঞঃ'। যাহা হউক, অর্থ পাই না বলিয়া বা অর্থপ্রাপ্তির দুঃখ-অভিজ্ঞতা হইতে অর্থের প্রতি চটিয়া গেলেও কিছু হইবে না। **অর্থকে অনর্থের সেবায় না লাগাইয়া অর্থকে যিনি পরমার্থের সেবায় নিযুক্ত করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানবান্**—তাঁহারই সম্যক্-জ্ঞান হইয়াছে। তাঁহার সহিত কোন্ নিত্যবস্তুর নিত্য সম্বন্ধ, সেই অপ্রাকৃত ধন-বিজ্ঞানে তিনি বিজ্ঞ হইয়াছেন। বৈষ্ণব মহাজনগণের কথা—

"তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন॥"

"তোমার জনক তোমের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

কৃষ্ণের সংসার অর্থাৎ যেখানে প্রত্যেক জীবের নিত্য-প্রভু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন—কৃষ্ণের চেতনময়ী বাণী কৃষ্ণের সুখের জন্য প্রচারিত হইয়া সমগ্র জগৎকে পরমধনে ধনী করে, সেইরূপ সংসারের সেবার উদ্দেশ্যেই ধনোপার্জ্জন, ধনরক্ষণ, ধনব্যয়—সকলই পরমার্থ। শ্রীচৈতন্যদেব গাহিয়াছেন,—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

যে পর্য্যন্ত না আমরা প্রেমধনে ধনী হইব, সে পর্য্যন্ত আমরা পার্থিব অর্থে যতই ধনী হইনা কেন, আমরা দরিদ্র—আমরা কৃপণ, তাই যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে শুনিতে বলিয়াছেন—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।"—(বৃহদারণ্যক ৩৮।১০)

শ্রীমদ্ভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় সার্ব্বভৌম সম্রাট্ যে বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও শুনিতে পাওয়া যায়,—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥

(ভাঃ ১।১৯।৪৪)

—উহাদের রাত্রিকাল নিদ্রাতে এবং দিবাকাল ব্যর্থ-ক্রিয়াতে যায় হয় এবং দিবাভাগ অর্থচেষ্টা ও তদ্দ্বারা কুটুম্ব-ভরণ-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া যায়।

অর্থ-অর্জ্জন-স্পৃহা, কুটুম্ব-ভরণ-পালন-স্পৃহা ও এই সকল বিষয়ে প্রবৃত্তি বহির্ম্মুখ প্রাণিমাত্রেরই নৈসর্গিকী। যে বিষয়ে স্বভাবতঃই আমাদিগের প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহাতে আমাদিগকে অধিকতর প্রবৃদ্ধ করিয়া লাভ কি? এই প্রবৃত্তির পথ, এই কর্ম্মের পথ পরিহার ক'রে ত' জন্ম-জন্মান্তর কর্ম্মের নাগরদোলায় আরোহণ করিয়া মস্তিষ্ক-ঘূর্ণন ও বমন-ব্যাধিতে ভুগিতেছে। ঐ ব্যাধি বরণ করিয়া লইবার জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিলে তাহা কি বালসুলভ চপলতা হইবে না? এই ভবের মেলায় বয়স্কবুদ্ধিবালকগণেরই আবার কর্ম্মের নাগরদোলায় চড়িবার সাধ হয় এবং অপরকে তাহাতে উৎসাহ দান করিবার প্রবৃত্তি হয়। জগতের কর্ম্মবীরগণ নিজের **ভোগের জন্য** (প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট) সমস্ত কার্য্য করেন এবং তাহার কিয়দংশ **পরের ভোগের** (প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট) জন্য বিতরণ করিয়া সমজাতীয় ব্যক্তিগণের সমাজে 'পরার্থী' নামে ভূষিত হন, কিন্তু সেবাদানে নিজের জন্য ও পরের জন্য ঐ উপকারের (?) পরমাণু ও স্বার্থশূন্যতা কতটুকু? এই প্রশ্ন মানবের জাতি না হয় ভাল করিয়া বিচার না-ই করিল, কিন্তু বুদ্ধিমান্ মানব-সমাজ কি তাহা বিচার করিবেন না? এখানে মনে পড়ে শ্রেষ্ঠ্যাচার্য্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ভদ্রসুন্দর মহাশয়ের কথা। তিনি পারমার্থিক বৈভবনীতি বা ধনবিজ্ঞানের রহস্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। নিঃস্ব, নিঃসহায় হইয়াও কেবলমাত্র স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তজীবের আরাধ্য, সর্ব্ববিশ্বের আরাধ্য এক অদ্বিতীয় বস্তুর নাম-প্রচারের আনুকূল্যে বিতরণ করিয়া

নিজের ও বিশ্বের যে [illegible] করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অধ্যবসায় ও আবদ্ধনকে সার্থকতা-মণ্ডিত করিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান যুগের বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহাকেই বলা যাইবে প্রকৃত ধন-বিজ্ঞান, যাহা হরি-প্রেম-ধনের বৈভব করে, তদ্ব্যতীত সকলই ধনবিজ্ঞান বা অজ্ঞান।

পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল—অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার বাণাঘাটের অধিবাস অধিবেশনপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণেচ্ছু হইয়া শ্রীচটকপর্ব্বতস্থ পুরুষোত্তমমঠে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তৎকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৪ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীজগন্নাথদেব—পুরুষোত্তম বস্তু—স্বরূপতঃ সম্বজ্ঞান-তত্ত্ব মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকটই তাঁহার সেই স্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আশ্রয়-বিগ্রহের ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীজগন্নাথকে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শনের আদর্শ প্রকট করিয়াই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত হইয়াছিলেন। প্রাকৃত-দর্শন ও অপ্রাকৃত-দর্শনে সম্পূর্ণ-ভেদ বর্ত্তমান। প্রাকৃত-দর্শনে শ্রীজগন্নাথকে হস্ত-পদ-হীন প্রাকৃত বস্তু-বিশেষ বিচারে অপরাধেরই আবাহন হইয়া থাকে। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥" প্রাকৃতভাবনাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-সেবা-ভূমিকা-প্রাপ্ত ভক্তের নিকট শ্রীজগন্নাথদেব হস্তপদহীন নহেন; তিনি সাকার ব্রজেন্দ্র-নন্দন—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ এবং বলরাম—স্বয়ংরূপের স্বয়ং-প্রকাশ-বিগ্রহ বলদেব প্রভু।

নির্ব্বিশেষ-বিচারে আকার আছে বলা হইলেও চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নাই—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ কার্য্যকরী নহে—চক্ষুঃ দেখিতে পায় না, কর্ণ শুনিতে পায় না, নাসিকা ঘ্রাণ লইতে পারে না, জিহ্বা রস আস্বাদন করিতে পারে না, ত্বক্ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্ম-বস্তু অতি বৃহৎ। তাঁহাতে ভগবানের ন্যায় অধিষ্ঠান নাই। শ্রীজগন্নাথ চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার প্রসাদ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার উদ্দেশে কীর্ত্তন করিতে পারিতেছি, তাঁহার কথা কহিতেছি। জগতের লোক তাঁহার কাছে যাইয়া বলিতেছে—"প্রভো, আমার পাপ বিনাশ কর, আমার অভাব পূরণ কর।"

যখন কোন অধিষ্ঠানের দ্বারা আমরা পুরুষোত্তম-বিচার করিতে পারি না, তখনই শ্রীপুরুষোত্তম বৃহদ্গোচর হইতেছেন না বলিয়া নির্ব্বিশেষ-বিচার প্রবল হয়। জড়ের এই প্রকার অধিষ্ঠান নাই। অধিষ্ঠান থাকে না—সেই জিনিষের সহিত এক হইয়া যান, কিন্তু জগন্নাথ তাদৃশ নহেন। 'ব্রহ্ম'-প্রতীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তু আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইতেছেন। তিনিও দেখেন। তাঁহার অখণ্ড চক্ষুঃ—বৃহৎ চক্ষুঃ। সর্ব্ববস্তুর দ্রষ্টা তিনি।

ব্রহ্মের কি প্রকার চক্ষুঃ, পদ, হস্ত আছে? বেদশাস্ত্রে দেখিতে পাই—তাঁহার হস্ত নাই, অথচ সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন, পা নাই অথচ বেগে চলিতে পারেন, চক্ষুঃ নাই অথচ দেখিতে পান, কর্ণ নাই অথচ শুনিতে পান, তিনি সকলের বেত্তা—তাঁহার বেত্তা কেহই নাই।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"
(শ্বেঃ উঃ ৩য় অঃ ১৯)

জ্ঞেয়-পদার্থ সবই তিনি দেখেন। তিনি দ্রষ্টা, আমরা দৃশ্য—আমরা তাঁহার দ্রষ্টা নহি। তিনি মহৎ পুরুষ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, ইহা এক প্রকার ভাব, আর আমি দ্রষ্টৃসূত্রে (?) জগন্নাথ-দর্শন করিতেছি, তাঁহার পদ দেখিতে পাইতেছি না, তাঁহার হস্ত অপ্রসারিত, অন্যান্য অবয়ব সব ঢাকা রহিয়াছে, এইভাবে দেখিলে তাঁহাকে অন্য দ্রব্যের সমান মনে করিব, ভাবিব—জগন্নাথ নিরুকাষ্ঠ-নির্ম্মিত (?) আমাদের দৃশ্য-পদার্থ মাত্র। মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্যামসুন্দর বংশীবদন দর্শন

করিয়াছেন—গোপীরা যেরূপভাবে দেখেন। শ্রীজগন্নাথদেব মহাপ্রভুকে আহ্বান করিতেছেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। তিনি আকর্ষণ করিতেছেন, ইনি আকৃষ্ট হইতেছেন। কিন্তু আমাদের ন্যায় ব্যক্তি দেখিতেছে—দারুমূর্ত্তি। তাই আমরা কল্পনা করিতে ব্যস্ত হই যে, ইনি মন্ত্রাত্মক দেবতা, মন্ত্রের দ্বারা এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা অন্যান্য পুতুল অপেক্ষা ইঁহার বিশেষত্ব হইয়াছে। কতকগুলি লোক তাঁহাকে 'মন্ত্রপূত' করিয়াছে। আমরা ভোগী। তাই শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিতেছি—খণ্ডিত পদার্থ—ব্যাপক নহেন—অল্প স্থানে তাঁহার অধিষ্ঠান—তিনি আকাশের মত ব্যাপক নহেন। আমাদের এই ভোগ-দর্শন বাধা দিতেছে তাঁহার পূর্ণ-দর্শনে। আমাদের অবস্থা যদি উন্নত হয়, তাহা হইলে আর তাঁহাতে কাষ্ঠদর্শন হইবে না। মহাপ্রভু যেমন শ্যামসুন্দর মুরলীবদন দর্শন করিতেছেন, তদ্রূপদর্শী হইবে। মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে একটু দূর হইতে—গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। যাঁহারা নিকটে যাইয়া দেখিতেছেন, তাঁহারা কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন—একটা কাঠের পুতুল। তাঁহারা যে-প্রকার দেখিতে চাহিতেছেন, শ্রীজগন্নাথও সেই প্রকারই তাঁহাদিগকে দেখাইতেছেন। মানস-দর্শনেও ঐপ্রকারই দেখিতেছি; তিনি—পূর্ণব্রহ্ম, মূর্ত্তি—পূর্ণব্রহ্ম। এই সকল প্রাকৃত-দর্শন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে আমাদের দিব্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলে 'দীক্ষা' গ্রহণ করিতে হইবে। দিব্যজ্ঞানের উদয় না হইলে আমাদের যেরূপ প্রাকৃত চক্ষু, সেইরূপ প্রাকৃত দর্শনই হইয়া থাকে। আমরা দর্শনকারী অভিমানে বৃক্ষ-পদার্থ আমাদের ভোগ্য হইয়া পড়ে। শ্রীজগন্নাথদেবকেও (?) বিশ্বের অন্য পদার্থের ন্যায় ভোগ্যপদার্থরূপেই দেখি। এই বিচার ছাড়িয়া সেবোন্মুখ-দর্শনেই প্রকৃত দর্শন হয়। তিনি প্রভু—ভোক্তা, আর আমি দাস ও তাঁহার ভোগ্য—এসবই ভক্তি-দর্শনের বিচার।

অনিত্য শরীরে যে চক্ষুঃ আছে, তদ্দ্বারা যে দর্শনাভিমান হয়, তাহা ভোগের অনুকূল-দর্শন। মৃণ্ময়পদার্থে ভোগ্যবুদ্ধে আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। এই আনন্দদাতাও বেশীদিন থাকে না, আনন্দের ভোক্তৃঅভিমানী আমিও বেশীদিন থাকি না। দিব্যজ্ঞানের অভাবে ঐরূপ দর্শনের দুর্গতি ঘটে। আমি নিজের চেষ্টায় জানিয়া লইব, দেখিয়া লইব—ইত্যাদিই দুর্বুদ্ধি। এই প্রকার দুর্বুদ্ধি কাটে কি প্রকারে? দিব্য-জ্ঞানের উদয়ে। তক্করাজ প্রহ্লাদ তাঁহার দিব্যদর্শনে যাহা দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাই পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছেন যে, যাহারা শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবিষয়-সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি যে শ্রীবিষ্ণু, তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেপ্রকার অন্য অন্ধকর্ত্তৃক চালিত হইয়া শেষে উভয়েই গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, তদ্রূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া
যে বহির্ত্রয়ানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩১)

আমাদের একটা স্থূলশরীর হইয়াছে। জড়ের দ্বারা গঠিত ব্যাপারে আমাদের দর্শনবৃত্তি আসিয়াছে। অর্চ্চাকে সেবা করা যায়। যে সেবা করে, সে যদি এই জড় হাত দিয়া সেবা করিতে যায়, তাহা হইলে সেই সেবা স্থায়ী নহে। সেখানে চেতন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। অচেতন হাত চেতনের কি সেবা করিবে? অচেতন-উপায়-জ্ঞানে খাওয়াইতে যাইতেছি ইহা ত' সেবা নহে।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"
(শ্বেতাশ্বতর ৪।৬)

তিনি নিজে না খাইয়া অপর লোককে খাওয়ান। তিনি ধাতা। তাঁহার নিকট সেবকসূত্রে খাওয়াই আমা-দের কর্ত্তব্য। ভগবানের যখন বৈভবাবতার হইয়াছিল, তখন আমি জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই। কৃপাময় আমাকে কৃপা করিবার জন্য অন্তর্যামিসূত্রে অর্চ্চাবতাররূপে আমার নিকট আসিয়াছেন, যাহাতে আমি সর্ব্বক্ষণই ভগবানের সেবা করিতে পারি। হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই অধোক্ষজের সর্ব্বক্ষণ নিশ্ছিদ্র সেবা সম্ভব।

যে পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তের পূজা করি না, কেবল লৌকিক-

শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চাবতারের পূজার ফল হয় কটি, সে সম্বন্ধে প্রাকৃত বিচার কাটে নাই, জানিতে হইবে।

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

শত শত জন্ম অর্চ্চন করিলে প্রাকৃত বুদ্ধির অবসান হয় এবং শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায়।

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥
প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামশুভাগমঃ॥"

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস)

শ্রীহরিকীর্ত্তনকারীর অন্য সাধন নাই। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন যদি হয়, তাহা হইলে তৎপ্রভাবে স্মরণ হইবে। সর্ব্বতোভাবে সেই বস্তুর সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ আছে। ধ্যানের দ্বারা যে অনুভূতি আসে, তাহা গৌণ। যাহা শ্রবণ করি নাই, তদ্বিষয়ে মনগড়া যে কীর্ত্তন, তাহা প্রাকৃত। যাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তাহার অনুকীর্ত্তন করিলেই অপ্রাকৃত স্মরণ আসিবে। বাস্তব দেহের স্মরণশূন্যতা বাস্তবদেহ-প্রাপ্তির বাধা।

গাছ-পালা, পশু-পক্ষী ইত্যাদি দর্শন করিতেছি। চেতনপদার্থ আবৃত হওয়ায় অচেতনের স্থূল ও সূক্ষ্ম দিকটাই আমাদের দর্শনের বিষয় হইতেছে। Abstract ও Concrete জড়দ্বারা ঢাকা পড়িয়াছে। জড় আমাদিগকে ঢাকিয়াছে। বাস্তব-দেহের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

এতন্মীনবণীনস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তথাশ্রয়া॥

(ভাঃ ১১।১৩।৫৮)

প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণে বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈপ্সিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া-সম্বিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

অপ্রাকৃত জগতে দেহ-দেহী ভেদ নাই। দেহ-দেহীতে ভেদ হইলেই অসুবিধা। ভিতরের জিনিষটা কি? কেহ বলিতেছেন, সূক্ষ্ম শরীর। শরীরী কে? কেহ বলিতেছেন —পরমেশ্বর তাহার মালিক। আমার দেহের মালিক কে? তাঁহার আমি, না তিনিই আমি? বিবর্ত্তবাদীদের বিচারে আমিই তিনি। বাউলেরা এইরূপ অবিবেচনার রাস্তায় চলিয়াছে। 'আমি ভগবানের সেবক'—এই বিচার না হইলে ঐরূপ পতন হয়। কেহ বলিতেছে—আমি কৃষ্ণ, কেহ বলিতেছে—আমি কার্ষ্ণ। স্থূল শরীরটাকে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সাজাইতেছে। এইরূপ বিচারকারীকে শ্রীমদ্ভাগবত 'গোখর'-সংজ্ঞা দিয়াছেন।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

ত্রিধাতুক—বাত, পিত্ত ও কফ এই শরীরকে বলিবার মধ্যে আছে। ধাতুটা কিছু পক্ক নহে। এই বাতপিত্ত-কফাত্মক শরীরকে 'আমি' বুদ্ধি গোখরের কার্য্য। ইহাকে স্থূল-সূক্ষ্মের অন্তর্ভুক্তপদার্থের অনুসন্ধান হইল না। বৈষ্ণবের অনুকরণ—অভক্তি। বৈষ্ণবপাদপদ্মের অনুসরণে ভক্তির উদয়—যাহাদ্বারা অন্তর্ভুক্তপদার্থের সন্ধান হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

১লা বৈশাখ ১২৩৯ এপ্রিল—শ্রীল প্রভুপাদ অপরাহ্নে শ্রীযোগাসনকুটীর-সম্মুখে আসনগ্রহণ পূর্ব্বক 'ওঁ অসৎসঙ্গত্যাগ', "অসাধুসঙ্গে তাই" 'অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং' ইত্যাদি মহাজনগীতি ব্যাখ্যামুখে সৎ-বিচার কাম ও প্রেম, নামাপরাধ ও নামের পার্থক্য, ছোট হরিদাস-বর্জ্জনলীলায় মহাপ্রভুর শিক্ষা—'যার মুখে শুনি একবার কৃষ্ণনাম', তিনি বৈষ্ণব, তাদৃশ শুদ্ধ নামাশ্রিত কনিষ্ঠ বৈষ্ণবও মহাপ্রভুর বর্জ্জনীয় নহেন, সদ্গুরু ও গুরুদ্রুবের পার্থক্য, কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্ত সমপর্য্যায়ের নহেন, ভাগবতের পাঠক বা শ্রোতার যোগ্যতা কি ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করেন। রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত আবার হরিকথা হয়। প্রভুপাদ "সম্বর্ণনং বিষয়িণাম্" শ্লোক হইতে কথা

আরম্ভ করিয়া সাধুসঙ্গ স্বীকারপূর্ব্বক বৈষ্ণবসদাচার গ্রহণ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির ভোগাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন ও 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বিচার গ্রহণ, কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি, শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ, সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির বৈশিষ্ট্য, সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে পঞ্চতত্ত্বপাদপদ্মে আত্মোৎসর্গের প্রয়োজনীয়তা, ভজনপথের অন্তরায় কি ইত্যাদি প্রসঙ্গে বহু কথা কীর্ত্তন করেন।

ঐদিবস (২৯।৪।৩৬) সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ বোধায়ন মহাশয় কলিকাতার প্রসিদ্ধ মার্চ্চেণ্ট্‌স মল্‌লিরাম রামকৃষ্ণার বাদুরো মহোদয়গণের পরীক্ষিতভবনে ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা প্রদর্শন ও হিন্দীভাষায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৩শে এপ্রিল শ্রীল প্রভুপাদ বাগবাজারের জমিদার স্থানীয় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের বিষয় বর্ণনমুখে অজ্ঞানবিলেপ ও নির্ব্বিশেষবাদ নিরসন পূর্ব্বক অধোক্ষজ ভগবত্তত্ত্ব এবং তদুপলব্ধির উপায়, শ্রীনামসংকীর্ত্তনের একাধারে সাধ্য ও সাধনত্ব, অর্চ্চাবতার প্রভৃতি ভজনরাজ্যের অবশ্যজ্ঞাতব্য বহু বিষয় বর্ণন করেন।

১১ই বৈশাখ, ২৪শে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়া—এই দিবস হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দর ও সদ্ভক্তিবিরোধপ্রয়োজনাধিদেবতার চন্দনযাত্রা আরম্ভ। শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনের চন্দনযাত্রা উৎসব প্রতিবর্ষেই এইদিবস হইতে মাসাধিককাল (জ্যৈষ্ঠ-মাসের শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত) অনুষ্ঠিত হয়। মদনমোহন দেব বিমান-যোগে নরেন্দ্র সরোবরে শুভ বিজয় করেন। পথিমধ্যে কএকস্থানে তাঁহার ভোগ হয়। নরেন্দ্রসরোবরের মধ্যস্থিত মন্দিরে চন্দনাদি-লেপযোগে তাঁহার স্নান ও নৌকাবিহার হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত মধুররসের আশ্রয়বিগ্রহগণই নৃত্য-কীর্ত্তন-দ্বারা তাঁহার আনন্দ বিধান করেন। অতঃপর তাঁহার পুনর্যাত্রা ভোগ হয়। রাত্রিতে শ্রীমদনমোহন নরেন্দ্র-সরোবর হইতে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহাপ্রভুর চরণাশ্রিতগণও তৎকালে গৌড়ীয়ভক্তবৃন্দের মহাপ্রভুর 'নরেন্দ্রে জলকেলি', 'শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠী ও জগন্নাথগোষ্ঠীর মিলন ও মহাসংকীর্ত্তন-লীলা-স্মরণে প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়েন।

ঐ দিবস (২৪শে এপ্রিল) শ্রীল প্রভুপাদ চন্দনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীগোপীনাথমন্দিরে নিমন্ত্রিত ও অভ্যর্থিত হইয়া প্রায় ৫০ মূর্ত্তি সেবকসহ শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে সংকীর্ত্তন-সমভিব্যাহারে তথায় শুভবিজয় করেন। পূজারী মহোদয় সসম্ভ্রমে ও সাদরে শ্রীগোপীনাথের প্রসাদী মালিকা ও মলয়জ-চন্দন-দ্বারা আচার্য্যবর্য্যকে অভিনন্দিত করেন। প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর, অপ্রাকৃত শ্রীনাম ও শ্রীরাধাগোপীনাথের মাহাত্ম্যসূচক পদাবলী কীর্ত্তন করেন। পূজারী মহোদয়ের শ্রীগোপীনাথ-প্রেষ্ঠ আচার্য্যবর্য্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, সৌজন্য ও সমাদর-প্রদর্শন ভক্তভক্তসমাজে বিশেষ আদরণীয়।

১৩ই বৈশাখ, ২৬শে এপ্রিল—প্রভুপাদ রাত্রিতে মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য বর্ণন-প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর রচিত শ্লোকাবলী শিক্ষাষ্টক, শ্রীরূপের উপদেশামৃত প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেন।

১৪ই বৈশাখ, ২৭শে এপ্রিল—প্রাতে শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতপরিক্রমণান্তে শ্রীল প্রভুপাদ চটককুটীরে উপবিষ্ট হইয়া তরুমূল-সমীপে দৈনন্দিন কালবিভাগের কথা-প্রসঙ্গে জীবনের অপরাহ্ণ সমাগত বিচারে সকলেরই চরিতবান্ হইবার কথা বলিতে থাকেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'যন্নামধেয়ং', 'যৎপাদপঙ্কজ', 'জানে ধন্য', 'জীবন-সমাপ্তি-কালে', 'তথন ভাবিব' ইত্যাদি শ্লোক ও মহাজনপদাবলী আলোচিত হয়। সমুদ্রতরঙ্গের নৃত্য প্রদর্শন করিয়া প্রভুপাদ জীবগণের বাস্তিক ওপতরঙ্গে নৃত্যের বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণকৃপাকৃষ্ট হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তরঙ্গে নৃত্যকারি ভক্তবৃন্দের আনুগত্যে নৃত্য—ত্রিগুণের যানত্ব না করিয়া ভগবানের স্বরূপশক্তিত্রয়ের আনুগত্যই যে এই জীবনের অপরাহ্ণে একমাত্র প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রভুপাদ "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'প্রতিমপরে,' 'আরাধনা-নাথ', 'ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নহে মোর প্রীত,' পঞ্চনীতি, দ্বারকেশ, মথুরেশ ও গোকুলেশ কৃষ্ণের লীলা-বৈশিষ্ট্য, মুখ্য পঞ্চরসের সেবা-বৈশিষ্ট্য এবং পারকীয় ও স্বকীয় বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অমল প্রমাণত্ব কীর্ত্তন-মুখে "নিগমকল্পতরোঃ", "আয়ুঃ প্রায়"

প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া কৃষ্ণ, নাম ও অর্চ্চাবতারকে মাপিয়া লইবার বিচার বর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেবকগণের বিচার বরণ করিবার উপদেশ দেন।

১৪ই বৈশাখ, ২৮শে এপ্রিল—সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার কথার মর্ম্ম এইরূপ :—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও উদ্বেগরহিত কার্য্য করেন না। অন্যাভিলাষী, নাস্তিক, কর্ম্মী, যোগী, জ্ঞানী প্রভৃতি সকলেরই উদ্বেগ ন্যূনাধিক স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবিচার-সংশ্লিষ্ট, তাই তাঁহাদের বিচারের সহিত ভগবদ্ভক্তের বিচারে সম্পূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। ভক্তের উদ্দেশ্য—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ, তাঁহার সকল কাজের ফলই ভোগ করিবেন ভগবান্। তিনি (ভগবান) প্রাকৃতদর্শনের অতীত, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়-বিশিষ্ট। ভক্ত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-দ্বারা ভগবান্‌কে ভোগ করিবার বিচারের পরিবর্ত্তে তাঁহার (ভক্তের) সেবায় নিত্য স্বরূপটি ভগবানের কৃষ্ণসম্বন্ধ হউক, ভগবান্‌কে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইবার বিচারের পরিবর্ত্তে ভগবান্‌ই তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হউন, আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহার প্রীতি-বিধানে নিযুক্ত হউক, ইহাই ভক্তের বিচার। ভক্ত ভোগ ও ত্যাগবিচার-পরিত্যক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবানুকূল্যের বিচার-বিশিষ্ট, তিনি অনুকূল ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার-পরায়ণ। 'আমি সর্ব্বদাই ভগবদ্ভোগ্য'—এই বিচার বিস্মৃত হইয়া ভোক্তার আসন গ্রহণ করিতে গেলেই জীবের সর্ব্বনাশ। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ 'যা স্পর্শা,' 'সন্ধানে বুঝে,' 'যদা পশ্যঃ', 'ন তে বিদুঃ', 'নৈষাং মতিঃ', 'মতির্ন কৃষ্ণে', 'ইক্ষুবত্ত তাসি কাঠ চর্ব্বিলি', 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত', 'জানে যে পরমগুহ্য,' 'ঈশাবাস্যং' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। গৃহব্রত না হইয়া কৃষ্ণব্রতগণের সঙ্গ করিতে হইবে। গৃহব্রতগণের নিকট জগন্নাথ তাঁহার পাদপদ্ম ঢাকিয়া রাখেন।

প্রভুপাদ বাংলাভাষায় অনভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের জন্য ঐ-সকল কথার মর্ম্ম ইংরাজী ভাষায়ও কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস (২৮শে এপ্রিল) শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচটকপর্ব্বতে নবনির্ম্মিত 'সাধু-নিবাসে' কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের কার্য্যের পার্থক্য বর্ণন প্রসঙ্গে প্রায় দুইঘণ্টা হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদের এই হরিকথা কীর্ত্তন মুখে সাধুনিবাসের প্রবেশোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

১৬ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রিল—শ্রীল প্রভুপাদ 'সতাং প্রসঙ্গাৎ', 'স্বয়ম্ভূঃ নারদঃ' (ভাঃ ১।৬।৩৮), 'তত্তো দুঃসঙ্গম্', 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ', 'অর্চ্চো বিষ্ণৌ,' ''নতাই-পদ কমল', 'তত্তরে তত্তরে আমার মন', 'বৈষ্ণবে ওদ্রাত্রয়-জ্ঞান', 'ভিং ভদ্রং' (ভাঃ ১।২।১৮), 'আনের হৃদয় মন,' 'বহুপদেঃ ক গতা', 'মদ্ভাবমুদ্ধিঃ', 'বৈষ্ণবী ক্রিয়া' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য কীর্ত্তন-মুখে "অধোক্ষজ-বস্তু কেবল ভক্তিতে অন্বয়িত, কৃষ্ণের শক্তিত্রয় বিচার। ভিক্ষুকের আশ্রয়েই অচিৎসম্পর্কের বিনাশ, দুঃসঙ্গবর্জ্জনপূর্ব্বক সাধুসঙ্গের ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা, ব্যভীত সচ্চিদানন্দানুভূতির অভাবে সৌত্তলিকতারই প্রাবল্য, শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব-কৃপায় চিদ্বল লাভ, তৎফলে অংশাসক্তির অপগম, পাষণ্ড মন ও শুষ্কমনের বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্, মনোধর্ম্মোত্থ তদ্ভাবভক্তিবিচার ভ্রমাত্মক, প্রাপঞ্চিক দর্শনে শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভাবে প্রাকৃতবুদ্ধি, 'শ্রীগোবিন্দের মন্দির আওরঙ্গজেবের অত্যাচার-প্রপীড়িত'—এই ধারণা নিতান্ত দুষ্টজনোচিতা, মায়াবাদী ও গৃহব্রত উভয়েই দুঃসঙ্গ, নিত্য-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, সাধুসঙ্গে শ্রেয়োবিচার শ্রেয়ের সহিত মিলিত হয়, তখনই কৃতকার্য্য, সাধুর নিকট নির্ব্বাধিক আঘাত লাভ ব্যতীত জীবের শ্রেয়োবিচার যায় না, সাধুসঙ্গে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয়, শ্রদ্ধা—সাধন, রতি—ভাব ও ভক্তি—প্রেমভক্তি" প্রভৃতি অনেক কথা আলোচনা করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ চটকপর্ব্বতে অবস্থান পরিবর্ত্তন-শীল বস্তুর অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে বাস্তববস্তুর সন্ধানই একমাত্র প্রয়োজনীয়—এবিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'অহমেবাসমেবাগ্রে', 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং', 'মনানাব-ধনিঃ' প্রভৃতি শ্লোক-বিচারমুখে অসম্যক্ ও সম্যক্ দর্শনের পার্থক্য, পন্থানীতি, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের গম্যস্থল নারায়ণভাব-পূর্ণ, 'যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি' তাঁহার বিষয় শ্রৌতপথে অনুসন্ধের প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ শ্রীধর মহারাজ সাধুনিবাসে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহা-প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণলীলার পর শ্রীপুরুষোত্তম-বিজয় প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১৭ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রিল—সন্ধ্যার পর শ্রীপুরুষোত্তম মঠে এক বহতী সভায় শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দুইঘণ্টা কাল 'আরাধনানাং সর্বেষাং' এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন। এতৎ প্রসঙ্গে আরাধ্যবিচারে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের অতীত অধোক্ষজতত্ত্বের পরতত্ত্ব আলোচিত হয়। তদীয়ের আরাধনা ব্যতীত সেই তত্ত্ববস্তুবিজ্ঞান সুদুরপরাহত।

অতঃপর প্রভুপাদ কতকক্ষণ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে হরিকথা কীর্তন করিয়া (গৌড়ীয় ৩৯শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ৪ঠা মে আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন এবং তথায় শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব সম্পাদন করিয়া পরদিবস হইতে পুরী মোটরযোগে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যাবর্তন করেন (পূর্বে প্রকাশিত গৌড়ীয় ৪০শ সংখ্যায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য)

৬ই মে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ গোবিন্দ দাস বাবাজী মহাশয় কিছুক্ষণ কীর্তন করিলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতির মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ-শিক্ষা প্রায় একঘণ্টাকাল পাঠ করেন। অতঃপর ব্রহ্মগিরি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাঃ যদুনাথ সাহু, ব্রহ্মগিরির পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুত বলভদ্র ষড়ঙ্গী প্রমুখ সজ্জন প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া আসিলে প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট হৃষীক-দ্বারা কি প্রকারে হৃষীকেশের সেবা হয়, তাহা কীর্তন-প্রসঙ্গে "তন্মাদ্বিদ্বং ভগবতোবয়সংস্বরূপম্" এই ভাগবতীয় শ্লোকটি ব্যাখ্যা-মুখে ভগবান ও জগতের স্বরূপ, পরস্পর সম্বন্ধ, মায়িকগুণাকৃষ্ট জনগণ জগন্নাথদেবের দাবী করিয়াও কি করিয়া তৎকৃপা ও সেবা-লাভে বঞ্চিত, অপ্রাকৃত সেবা-ভূমিকায় যুক্ত মহাপুরুষগণ কি প্রকার নিরন্তর সচ্চিদানন্দবস্তুর সেবা-সংরত, বহির্মুখ অবস্থা হইতে সেবোন্মুখ হইবার উপায় কি, সেবা-ব্যতীত কি প্রকারে আত্মহত্যা সাধিত হয় ইত্যাদি কীর্তন করেন। ঐ প্রসঙ্গে 'লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং' শ্লোকটিও ব্যাখ্যাত হয়।

২৪শে বৈশাখ, ৭ই মে—পুরীর শাসন ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মিশ্র মহাশয় তাঁহার পত্নী জনৈক ত্রিপাঠী-সহ শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভের জন্য শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করেন। তাঁহাদের উভয়ের বয়ঃক্রম ৬০ বৎসরের অধিক হইবে। তাঁহারা বিদায়গ্রহণের সময় শ্রীআচার্যপাদপদ্মের 'কৃপাদপি সুনীচ' ভাবের পুনঃ পুনঃ প্রশংসন-সহকারে আচার্যের গুণকীর্তন করিতে করিতে প্রস্থান করেন।

২৫শে বৈশাখ, ৮ই মে—সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার দর্শনপ্রার্থী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্য-বাণীর সহিত ইতরবাণীর পার্থক্য কীর্তনপ্রসঙ্গে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের বিষয়ে বলেন,—শ্রবণ—সম্বন্ধ, কীর্তন—অভিধেয় ও স্মরণ—প্রয়োজন। শ্রবণ-ব্যতীত সম্বন্ধের উদয় হয় না, সম্বন্ধ স্থির না হইলে অভিধেয় ও অভিধেয় স্থির না হইলে প্রয়োজন-বিচার পুষ্ট হয় না। সদ্গুরু-মুখে শ্রীচৈতন্যবাণী অনুক্ষণ শ্রবণ করিয়া তাহা অপরের নিকট কীর্তন করিতে হইবে। এই কীর্তনই অভিধেয়, কীর্তনে নিজের শ্রবণও হইয়া থাকে আবার কীর্তন-প্রভাবেই স্মরণ হয়। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পথের পার্থক্য, সারগ্রাহী ও তারগ্রাহীর কার্যের পার্থক্য এবং 'নাহং মন্যে সুবেদেতি', "ঘিগ্ওস্ত নস্ত্রিবৃৎ", 'পৃচ্ছতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং', 'তস্মৈস্বর্ণাক্রতপ্রীতিঃ', 'মহ্যাপৃতার্থকরণাঃ' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর প্রভুপাদের নির্দেশক্রমে "হৃষীকেশ তুমি কিসের বৈষ্ণব"—এই পীতিটি কীর্তিত হয়।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের 'সাধু-নিবাসে' শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

২৬শে বৈশাখ, ৯ই মে—শ্রীল প্রভুপাদ চটকপুটীরে অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপা'-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্তন করেন। উহার তাৎপর্য এইরূপ—

"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেব একই বস্তু—কেবল মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যলীলা-মাত্র বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণ ভগবান, কিন্তু অযোগ্যপাত্রে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশিত নহে। সেই কৃষ্ণকে উপলব্ধি করাইবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণেরই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা। এইজন্য তিনি পরমদয়ালু। মানুষ যাহাতে প্রেয়ঃসহী হইয়া অনর্থ-বরণের পরিবর্তে প্রেয়ঃপন্থা অনুসরণে জীবন সার্থক করে, তজ্জন্য স্বয়ং কৃষ্ণেরই জগদ্গুরু আচার্য্যলীলাভিনয়—"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।" এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ কঠোপনিষদ্ উক্ত প্রেয়ঃ ও প্রেয়ো বিচারের পার্থক্য কীর্তন করিয়া 'মহ্যাপৃতার্থকরণাঃ', 'যথা তরোর্মূল-

বিবেচনেন', 'আরাধানানাং সর্ব্বেষাং', 'অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং' 'পৃথগঃ স্বকথাঃ', 'ন তে বিদুঃ', 'প্রায়েণ বেদ', 'ত্যক্তান্য-ভাব', 'প্রাপঞ্চিকতয়া', 'আত্মিকো ন্যূনতাত্যক্ত', 'ঐশ্বর্য্য-শ্রুত শ্রীভিঃ', 'নূনং নারায়ণস্তোষ্যঃ' প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেন এবং উপসংহারে "অমল হরিনাম" সম্বন্ধে বহু উপদেশ করেন।

২৭শে বৈশাখ, ১০ই মে—প্রাতে ময়মনসিংহ জেলার তালন্দ নামক গ্রামের জমিদার ও ময়মনসিংহ বারের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় এম্-এ বি-এল্ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করেন। প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট শ্রীজগন্নাথদেব ও প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহোদয় তাঁহার বন্ধু চুঁচুড়া-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট অডিটার শ্রীযুক্ত রাধেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়সহ শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসেন। প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট 'পৃথগঃ প্রত্যয় নিত্যং' ও 'অহ্যাপৃতার্ত্ত-করণাঃ'—এই ভাগবতীয় শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ঐদিবস রাত্রিতে শ্রীল প্রভুপাদ "যা'র যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর-তম"—এই পয়ারটি ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর কিছুক্ষণ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর পুনরায় প্রভুপাদ জীবে যোগ্য ভূমিকা জগৎ ও ভগবদ্ভোগ্য ভূমিকা বৈকুণ্ঠের পার্থক্য কীর্ত্তন-মুখে শ্রীব্যাসের বিষণ্ণতা, শ্রীনারদের উপদেশ-ক্রমে ভক্তিযোগ-সমাধি, শ্রীমদ্ভাগবত-রচনা, ভাগবত-শ্রবণের ফল, অভক্তি ও ভক্তিযোগের পার্থক্য, গ্রাম্যকথা না শুনিবে', 'অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ', 'বিপ্রজন্ম', 'আরাধিতো যদি,' 'নেহ যৎকর্ম,' 'আভ্রহ্মভো যৎকপয়ঃ' প্রভৃতি পয়ার ও শ্লোক বিচার করেন।

শ্রীপাদ যোগাশ্রম মহারাজ গত ১০ই মে রবিবার কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার রাজা মন্মথকুমার মল্লিক মহোদয়ের পুরোহিত নিবাসে তাঁহাচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

২৮শে বৈশাখ, ১১ই মে—অদ্য শ্রীপুরুষোত্তমমঠে কীর্ত্তনমুখে শ্রীরাধামাধবানন্দ-বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রাধামাধবানন্দ-মিলন-প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন।

১২ই মে—সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের মহিমা ও প্রচারের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া ইংরাজী-ভাষায় "গুরুদেব! কৃপাসিন্ধু দিয়া"—এই কীর্ত্তনটি ও 'তৃণাদপি সুনীচেন', 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি', 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য', 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি', 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে' প্রভৃতি শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা এবং যুগধর্ম্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তুলনামূলক বিচার-মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন।

৩০শে বৈশাখ, ১৩ই মে বুধবার—প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ মহাস্নান যাত্রা করেন। অপরাহ্ণে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্-এ, এল্-এল্-এল্ মহোদয় তাঁহার পুরোহিত ভবন হইতে প্রভুপাদের দর্শন-প্রার্থী হইয়া পুরী চটকপর্ব্বতস্থিত শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-সম্বন্ধে হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে 'স্বয়ংরূপঃ সুব্রহ্মঃ সাক্ষাৎ', 'তস্মাদিদং জগৎ', 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্', 'যাতীতা ভাবনাবর্ত্ম', 'আত্মা বা অরে,' 'অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা', 'যা ওষধী,' 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে,' 'লোকো-লাষ্টি-লাভপা. 'অহ্যাপৃতার্ত্তকরণাঃ', 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োঃ', 'অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথা-মৃতম্,' 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ,' 'কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ', 'যদ্ধে নিধায় তৃণকম্' প্রভৃতি শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যা করেন। ভুবনেশ্বর, জগন্নাথ, আলোয়ার নাথ, গৌড়ীয়ানাথ ও গোপীনাথ-তত্ত্ব-সম্বন্ধেও শ্রীল প্রভুপাদ অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

৩১শে বৈশাখ, ১৪ই মে—শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বাহ্ণে মঠ-সেবকগণের নিকট দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগের অবসর-প্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত তারকনাথ বসু মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া আসিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ১লা বৈশাখ, ১৪ই মে—সন্ধ্যার পরে পুরীজেলার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, পি শর্মা আই-সি-এস্ মহোদয় তাঁহার জনৈক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুসহ শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করিয়াছিলেন। "ভগবান্ সাকার কি নিরাকার? শ্রীবিগ্রহপূজার পদ্ধতি কেন হইল" প্রভৃতি কতকটি পরিপ্রশ্ন তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থাপিত করিলে শ্রীল প্রভুপাদ ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি', 'অনাদিরাদির্', 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য', 'নন্দ। হুর্নভোঽয়ং' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া এবং পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই অর্থপঞ্চক বিষয়রূপে বর্ণন করিয়া ঐ সকল পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। প্রশ্নোত্তর ইংরাজী ভাষায় হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত এবং বিবিধ সদ্গুণান্বিত বিশেষ সজ্জন। তিনি হরিকথা-শ্রবণের পর পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকেন,—"আজ ৪ মাসকাল পুরীতে আসিয়াছি, কিন্তু এখানে একজনও মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই। এই মহাত্মাই (অপ্রাকৃত প্রভুকে দেখাইয়া) আজ আমাকে গুরু মহারাজের সন্ধান দিয়া সত্যসত্যই বন্ধুর কার্য্য করিলেন। ইঁহারই সৌজন্যে আজ গুরুমহারাজের মুখে অপূর্ব্ব ভগবৎপ্রসঙ্গ-শ্রবণের সৌভাগ্যশালী হইলাম।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনে কর্পোরেশন স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকবর্গ

গত ১৪ই মে শুক্রবার রাত্রি ১০৪ ঘটিকায় কলিকাতা কালীঘাট অঞ্চলের 'ধর্ম্মদাস ষ্ট্রীট্ মডেল স্কুল' নামক কর্পোরেশনের অধীন একটি অবৈতনিক উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক প্রায় ১০০ জন শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন ও তৎস্থানসমূহের মাহাত্ম্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে তাঁহারা শ্রীধামের সমুদয় তীর্থস্থান দর্শন ও তত্তৎস্থান-যাত্রায় অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠে অবিস্থাহরণ নাট্যমন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীমায়াপুরের প্রত্যেক স্থানমাহাত্ম্য এবং 'আরাধ্যো ভগবান্', 'নন্দ। দুরুক্তম্', 'কৃষ্ণে যত্নোঽস্তেতো', 'ত্বয়েনাঁষ হৃষীকেশ' প্রভৃতি শ্লোক উদ্গান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য ও মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীচৈতন্যমঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং উক্ত মডেলস্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ-সহ শ্রীচৈতন্যমঠের একটি ফটো লওয়া হয়।

ব্রহ্মচারী অধীরচন্দ্র

গত ১১ই বৈশাখ, ২৪শে মে সোমবার অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠের অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত অধীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে কৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মচারীজী বয়সে বালক হইলেও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-চেষ্টায় প্রবীণের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিনয়নম্র শান্ত সরল মধুর-স্বভাব, মঠসেবকোচিত বিবিধসদ্গুণ, সেবাকার্য্যে ক্ষিপ্রতা ও স্বাভাবিক অনুরাগ প্রভৃতি স্মরণে মঠসেবকগণ সকলেই আজ তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছেন। কীর্ত্তন, মৃদঙ্গবাদন ও কলাবিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। শ্রীক্ষেত্রে সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপস্থিতিকালে তাঁহার অমৃতময় ও কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিতে করিতে দেহরক্ষা তাঁহার অপূর্ব্ব ভাগ্যবত্তার নিদর্শন। তিনি আমাদিগকে জীবনের অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া হরিজনে আত্মনিয়োগ করিবার যে আদর্শ শিক্ষা দিয়া গেলেন, তাহা আমাদের সকলের বিচার্য্য হউক, ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০, ৬ই জুন, ১৯৩৩ | ৩৩শ সংখ্যা

ভক্তিবিনোদ-ধারা ও আশ্রয়

অব্যভিচারিণী সত্যকথা বলিবার ও শুনিবার লোক খুঁজিতে দুর্লভ হইতেও দুর্লভ। বর্ত্তমান যুগকে কলি-যুগ বা তর্কের যুগ বলিলেও কথাটি সম্পূর্ণ হয় না, ইহা আন্তর্জাতিক কুতর্ক ও বিবাদের যুগ। প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগীয় ভারত, কিংবা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভারত বা তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের সময়ের ভারতে বিবাদ ও তর্ক এরূপ আন্তর্জাতিক ব্যাপকতা ও কপটতার আবরণে সমাচ্ছন্ন হয় নাই, যতটা হইয়াছে এ যুগে। এই আন্তর্জাতিক তর্কের 'নালীঘা'কে সমাজ-শরীরে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার প্রচ্ছদপটে একটা আপাত সমন্বয়ের রং লেপনের চেষ্টা হইয়াছে—'নালীঘা' কিন্তু বাড়িয়াই যাইতেছে, ক্রমশঃ পাচনে আরম্ভ করিয়াছে, সমাজ-শরীরকে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যচিত্তার বক্ষে তুলিয়া নিতেছে, অথচ আপাতসুবিধা-বাদ সংরক্ষণের জন্য একটা 'ছোড়া তাড়া যেওয়া' 'চুপ্‌ রাহ্‌ভি চুপ্‌'—নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে।

এইরূপ যুগে ভক্তিবিনোদ-ধারা অটুটভাবে অনুসরণের পথ সহস্রকণ্টকে কণ্টকাকীর্ণ। ভাস্কর বিনোদন করিতে হইলে অভক্তির কোন কথার সহিতই যোজনাদি ভেদ

চলে না। আর অভক্তির বিনোদন করিতে হইলে সমস্ত কথার সহিত 'সার' দেওয়া চলে এবং বিশিষ্টকল্প বিদ্যাভক্তি ও অনর্থকে 'ভক্তি' ও 'পরমার্থ' বলিয়া চালান যায়। যে মূল অনুতর্কসিদ্ধ হইতে ভক্তিবিনোদ-ধারার খাত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার গোড়ার কথাই এই—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯

স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম হইতে ইন্দ্রিয়-তর্পণ বাঞ্ছাত অন্যাভিলাষ, ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া (?) যাওয়ার জ্ঞান, সকাম কর্ম্ম বা শ্রৌতবিধি পূর্ব ইন্দ্রিয়-বৃত্তি রহিত নিষ্কাম-কর্ম্মের ছলনা, অষ্টাঙ্গযোগ-সিদ্ধি বা কৈবল্য-কামনার যোগ, ব্রত বা তপস্যা—সমস্তই 'অভক্তি'। এই সকল অভক্তির বিনোদন বা আক্ষেপ্রিয়-তর্পণ হইতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্মুক্ত হইয়া অনুকূলকৃষ্ণের অনুশীলনই 'ভক্তির বিনোদন'।

'অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন'—ইহাই ভক্তিবিনোদ-ধারার মূল প্রবাহ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের বিনোদন-কার্য্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষা, সেই শ্রীরাধার বিনোদনকারী শ্রীহরিই অনুকূল-কৃষ্ণ। ইনি কংসের মারণার কৃষ্ণ, পূতনার কৃষ্ণ, অঘাসুর-বকাসুরের কৃষ্ণ, ঘাতিকবিপ্রলম্বের কৃষ্ণ, প্রলম্বের কৃষ্ণ বা মোহিত ব্রহ্মার কৃষ্ণ নহেন। অধিক কি, ইনি চন্দ্রাবলী-শৈব্যাদির-কৃষ্ণও নহেন—ইঁহাদের কৃষ্ণ—প্রতিকূল কৃষ্ণ; আর শ্রীরাধা ও তাঁহার নিজস্বগণ শ্রীললিতাদি, শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীতুলসীমঞ্জরী প্রভৃতির কৃষ্ণ—অনুকূল-কৃষ্ণ।

ভক্তিবিনোদধারার আকরস্থান শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম স্বয়ং শ্রীহরি বৃষভানুনন্দিনীর ভাব ও কান্তিতে বিভাবিত হইয়া অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনকেই রূপ দিয়াছেন। সেই রূপই স্বরূপ ও রূপে, রূপানুগ শ্রীজীব ও রঘুনাথে, তদনুগ কৃষ্ণদাস কবিরাজে, ঠাকুর নরোত্তমে, চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথে, বিদ্যাভূষণ বলদেবে, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম জগন্নাথে ও ভক্তি-বিনোদে বিমোহিত হইয়া গৌরকিশোরসরস্বতীতে রূপোৎসর্জন করিয়াছে। কেবল ইহা আমাদের মৌখিক উক্তি নহে, ইঁহাদের বাণীই তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ করিবে।

শ্রীরূপের 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং'—শ্লোকে শ্রীচৈতন্য-দেবের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শ্রীল শ্রীজীব প্রভুর ভক্তিসন্দর্ভে সেই সিদ্ধান্তই শ্রীমদ্ভাগবতের অনন্য প্রমাণ অবলম্বনে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু স্তবাবলীর 'মনঃশিক্ষা'য় জীবকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়—

অসদ্বার্ত্তা-বেত্তা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনলনীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্মরতমনিশৌ ত্বং ভজ মনঃ॥

হে মন! তুমি যাবতীয় অসৎকথারূপ বেতাকে পরিত্যাগ কর, কেননা, তাহা মনোমোহন বেষের দ্বারা লোককে ভুলাইয়া বুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্বকে অপহরণ করিয়া থাকে। মুক্তি-স্বরূপা ব্যাঘ্রীর কথাও শ্রবণ করিও না; যেহেতু, উহা সমস্ত আত্মাকে গ্রাস করিয়া থাকে, আর ঐশ্বর্য্যবিচারময় শ্রীনারায়ণভক্তিও ঐশ্বর্য্যধাম বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়, তাহাও পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রজে রাধাকৃষ্ণের ভজন কর। যেহেতু, শ্রীরাধাগোবিন্দ আত্মার নিত্যসিদ্ধ সম্পদ্ প্রেমমণি প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীরূপানুগ-ধারায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন—

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা, ছাড়ি' 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই 'শুদ্ধভক্তি', ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৮, ১৬৯)

সেই ধারায় ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম গাহিয়াছেন—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ', ছাড় অন্য ইতরাগ,
কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেম-কথা-রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে।
যোগি-ন্যাসি-কর্ম্মি-জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক-ধ্যানী,
ইহ-লোক দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী॥

ঐসকল বাস্তবসত্য যাহা প্রেমঘনমণির কষ্টিপাথর তাহা বর্ত্তমানযুগে রূপানুগ-ধারায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লেখনী ও বাণীর মধ্যে—যুগপৎ আচারে ও প্রচারে প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা—

"জ্ঞানকাণ্ডী ও কর্ম্মকাণ্ডী আপনাদিগকে পারমার্থিক বলিয়া অভিমান করেন, বস্তুতঃ তাঁহারা ঐহিক ও নৈমিত্তিক। তাঁহাদের যত প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চা, সমস্তই নৈমিত্তিক।"—(চৈতন্যধর্ম্ম ৪র্থ অঃ ৭০পৃঃ)

আজকাল একান্ত সত্য কথা বলিলেই বহির্ম্মুখ-গণগজ্জলিকা সেরূপ অকপট সত্যকীর্ত্তনকারীকে 'গোঁড়া বা একঘেয়ে' বলিয়া আখ্যা প্রদান করে; কিন্তু সজ্জনগণ চিরকালই সেইরূপ অকপট সত্যকথা-কীর্ত্তনকারীকে 'বদান্য', 'ভূয়িষ্ঠ' ও 'পরোপকারক' বলিয়াই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতিকে অসৎসঙ্গ বলিয়াছেন, আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদকে অসুরমোহন মতবাদ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তিনি দাক্ষিণাত্যে হরিকথা-প্রচারকালে কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের মতবাদ নিরাস করিয়া সকলকে শুদ্ধবৈষ্ণব করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁহার 'গোঁড়া', 'একঘেয়ে' ও 'হিংসক' না বলিয়া সজ্জনগণ 'যথার্থবাদী' ও 'প্রেমাবতার' বলিয়াই পূজা করিয়াছেন।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ-রূপাদি আচার্য্যগণ প্রেমময়ী শুদ্ধভক্তির যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই পাঠ করিয়া থাকেন সত্য, তাহার দু'চারিটি কথা কণ্ঠস্থও করিয়া থাকেন; কিন্তু কার্য্যকালে যুগপৎ আচারে ও প্রচারে, মনে ও মুখে, সর্ব্বতোভাবে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন ও একনিষ্ঠ হইয়া জীবনে প্রতিফলিত করিবার আদর্শ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়—খুব কম কেন, আদৌ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাহার কারণ, সেই সকল কথা যে ধারায় মধ্য দিয়া অনুক্ষণ শ্রবণ করিলে হৃদয়ঙ্গমে অনুক্ষণ পীড়িত অনাদিবহির্ম্মুখ জীব গণগজ্জলিকার বিপরীত স্রোতঃ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অসীম হৃদয়-বল লাভ করিতে পারে, সেই বল কেবল নিজের চেষ্টায় বা জগতের অধিকাংশ ব্যক্তির আচরণকে আদর্শ ও নজীর করিলে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সমস্ত-লোক যে বিপরীত প্রবাহে গজ্জলিকার ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে, সেই প্রবল স্রোতঃ হইতে কাহাকেও রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে অন্য এমন এক প্রবলতম প্রবাহে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, যাহা কেবল সংখ্যাধিক্যের বলে 'সত্য' নির্ণয় করে না। সেইরূপ যারা জগতে ও যুগে অনেকগুলি প্রবাহিত হয় না।

শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং' শ্লোকটি অসংখ্য তিলক-ফোঁটাধারী ব্যক্তিগণের কয়জন আচারে ও প্রচারে প্রতিপালন করিতে সংসাহসী হইয়াছেন? 'মহাপ্রভুর ভক্ত' বলিয়া অনেকেই ত' আমরা দাবী করি ও দোহাই দিই, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, ব্রতিগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া না চলিলে আমাদের পৃথিবীতে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠে, ইহা তথাকথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেকে বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন—"ইহাদের বল পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রবলতা ও ব্যাপকতা লাভ করায় উহাদের সঙ্গে 'যৌথিক সাধ' না দিলে চলে না; কিন্তু অন্তরে আমরা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকি।" যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগের ঐ কথাই আবার পরে 'যৌথিক' বলিয়া প্রমাণিত হয়। তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতিগণের সহিত এরূপ আন্তরিক সঙ্গ করিয়া থাকেন যে, যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ শুদ্ধশিক্ষার ও আচার প্রচারিত ও কার্য্যে প্রতিপালিত হয়, তখন তাঁহারাই কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীদের দলে মিশিয়া শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণকে নানা প্রকারে বাধা প্রদান করিবার সুযোগ সংগ্রহ করেন। গৌড়ীয়মঠের এই একষষ্টিবৎসরব্যাপী প্রচারের ইতিহাসের মধ্যে ইহার যথেষ্ট সাক্ষ্য রহিয়াছে। অনেক সময় যাঁহারা আপনাদিগকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বলিয়া দোহাই দেন, তাঁহারাও গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-প্রচারের অন্তরায় দেখিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বীর সুবৃহৎ দলগুলিকে (কারণ, পৃথিবীর সকলেই ঐসকল শ্রেণীভুক্ত) শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণের প্রতি 'লিলাইয়া' দিয়া থাকেন।

এক সময় স্বনামপ্রসিদ্ধ ● ● ঘোষ মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বলিয়াছিলেন যে, 'অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি,

অভিজাতী, পাঁচকড়িবাবু, চুড়াধারী, গোপীভাড়ি সকলের হালমজের 'ঘরে এখন না ঢেকিয়া তাহাদিগকে একবার গৌরাঙ্গের ? নামাকে চুরান' বলুক, তাহার দ্বারায় ঠিক্ ঠিকবে, আর যাহারা চলিয়া যায় চলিয়া যাইবে।" ঠিক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিলেন—'ছুইলে হইতে পুন্ন গোবর ছাল।' ঐরূপ ব্যক্তি যদি তাহাদের ঐরূপ সংপ্রবৃত্তি ভ্রমক্রমে পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর গোয়ালে প্রবেশ করে, তাহা হইলেই তাহাদের ও সমাজের মঙ্গল হইবে, নতুবা মহাপ্রভুর গোহাই দিয়া তাহারা জগতে ভয়ানক অমঙ্গল আনয়ন করিবে। সাধারণ অজ্ঞলোক তাবে—(যেমন বর্ত্তমানে অনেকে করিতেছেন)—যে, "নানাপ্রকার অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ব্যভিচার, কপটতা দুরভিসন্ধি মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ।"

এখানেই ভক্তিবিনোদ-ধারার সহিত অন্যান্য ধারার বিচার-ভেদ হইয়াছে। ভক্তিবিনোদ-ধারা কোন প্রকার অশুদ্ধতা ও কপটতার সহিত আপোষ করিতে প্রস্তুত নহেন, সমগ্র জগতও যদি সেই কপটতাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করে, ভক্তিবিনোদ-ধারা আদর্শকে কিছুতেই বিকৃত করিতে বা খর্ব্ব করিতে প্রস্তুত নহেন। ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা বা সমষ্টিগত দুর্ব্বলতাকে সমর্থন করিতে গিয়া আদর্শকে ছোট করিলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সেই দুর্ব্বলতা কোন দিনই বিদূরিত হ'ইবেই না, পরন্তু কেবল বাড়িয়াই যাইবে। ভক্তিবিনোদ-ধারায় প্রবেশ করিয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষ যদি অসমর্থ-বশতঃ তাহা হইতে পতিত বা ভ্রষ্ট হয় তাহা হইলেও তাহারই সেই ব্যক্তিগত পতিতাকে সমর্থন করিয়া ভক্তিবিনোদ-ধারার মূল আদর্শের উচ্চতম শৃঙ্গকে কাটিয়া ছাঁটিয়া দিলে কাহারও কোনপ্রকার মঙ্গল হইবে না। ইহাই ভক্তিবিনোদ-ধারার যেমন একটি বিশেষ কথা, আবার ইহাও সত্য যে—ভক্তিবিনোদ ধারার শুদ্ধ আচার-প্রচার অনুসরণ করিয়া যিনি যতটুকু চলিলেন এবং চলিবার পর যদি অসাবধানে প্রতিষ্ঠা-বশতঃ কাহারও কিঞ্চিৎ পদস্খলনও হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বে তিনি যে পথটুকু চলিয়াছেন, তাহা শুদ্ধভাবে চলার ফলে পূর্ব্বের কার্য্যটি ব্যর্থ হইল না বা তিনি চিরবিপথগামী অজ্ঞাতিনাশীর ন্যায় মঙ্গলের পথ হইতে একেবারে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহাও নহে। কারণ তিনি পূর্ব্বে যে পথটুকু হাঁটিয়াছেন, তাহা সুপথেই হাঁটিয়াছেন, বিপথে হাঁটিয়া পণ্ডশ্রম করেন নাই।

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

(ভাঃ ১।৫।১৭)

—নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রম-পালন পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে পরে অপক্কাবস্থায়ও যদি ভজন হইতে কোনপ্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু হয় তথাপি কর্ম্মে অনধিকার-হেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। যেহেতু, যে কোন অবস্থায় এমন কি নীচ-যোনিতেও যাউন না কেন; সেই ভক্তিরশ্মিকের কখনও কোন অমঙ্গল হয় কি ? অর্থাৎ সেবা-বাহ্য থাকায় তাঁহার কোনও অমঙ্গল হয় না, পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিমূল স্বধর্ম্ম-পালনের দ্বারা কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয় ?

'ভক্তিবিনোদ-ধারার উচ্চতম আদর্শ পরিপালন করিতে সমর্থ হইব না, সুতরাং তাহাতে প্রবেশ করিব না' অনেকে এরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধ-লেখকই এক সময় ভক্তিবিনোদ-ধারার উচ্চতম আদর্শের কথা শ্রবণ করিয়া সেই আদর্শ পরিপালনে সমর্থ হইবেন না, এইরূপ আশঙ্কান্বিত হইয়া তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলে তিনি ভক্তিবিনোদ-ধারার একমাত্র সংরক্ষক আচার্য্যের নিকট হইতে ভাগবতের উপরিউক্ত প্রমাণ শ্রবণ করিয়া সমস্ত সন্দেহমুক্ত হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ অনেক সময় প্রস্তাব করেন,—যদি গৌড়ীয় মঠ অন্ততঃ কয়টি বাহ্যবিষয়ে একটুকু শিথিলতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে জগতের বহুলোক গৌড়ীয়মঠের শিষ্য হইতে প্রস্তুত আছেন। উহার যে তালিকা তাঁহারা দিয়াছেন, তাহা এই—১। তামাকাদি ছোট ছোট মাদক-দ্রব্য-সেবনে অনুমতি, ২। মৎস্য-মাংস-পরিত্যাগ-বিষয়ে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা না করা, ৩। অজাতিনাশী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বিপ্রভৃতিকে অন্ততঃ মুখে 'সাধু' বলিয়া স্বীকার করা, ৪। কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের বিচার পরিত্যাগের জন্য বাধ্যতামূলক আদেশ না দেওয়া, ৫। বৈষ্ণবর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিচার অবলম্বন না করা, ৬। ঘাউল,

বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি তেরটী সম্প্রদায়ও মহাপ্রভুকে মানেন,—ইহা স্বীকার করা, ৭। অর্থের বিনিময়ে ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, ভিক্ষাদানাদি কার্য্যও 'ভক্তিমার্গ'—ইহা স্বীকার করা, ৮। সকল সম্প্রদায়ের সহিতই মিলিয়া মিশিয়া চলিয়া নিজেদের বিচার কেবল নিজেদের মনে মনে রাখা, ৯। ঐসকল সম্প্রদায় বা ব্যক্তির মতবাদ বা মনোধর্ম্মের শাস্ত্রযুক্তিমূলক সমালোচনা ('নিন্দা'!) না করা, ১০। শ্রীরূপানুগ বিচারই প্রেমলাভের একমাত্র পথ ও রূপানুগ জনগণই একমাত্র প্রেম ভক্তি-সংরক্ষক—এরূপ স্পর্দ্ধা(?) প্রকাশ না করা ইত্যাদি।

তাঁহারা এমনও বলেন, গৌড়ীয়মঠ তাঁহাদের নিজস্ব ঐসকল কথা বিসর্জ্জন করিলে গৌড়ীয়মঠে সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক লোক আসিয়া যাইবে। কারণ, গৌড়ীয় মঠ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ত্যাগী ও নিষ্কলঙ্কচরিত্র ভক্তিপ্রাণ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খলায় সুপরিচালিত অকৃত্রিম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। যাঁহারা এই প্রস্তাব করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ গৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা না করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুবিধাবাদের কাল্পনিক সৌধের মধ্যেই প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন 'শিষ্য' হওয়া অর্থ—বাস্তবসত্যের শাসন-যোগ্যতা বরণ করা; বাস্তবসত্যকে নিয়ন্ত্রিত করা নহে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাঙ্গালা ১৩০৬ সালে 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার ১১শ খণ্ড ৩য় সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন—**'কেবল সংসারী লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে ক্রমশঃ অনর্থের উদয় হইবে, তাহাদের মতে মত দিয়া নিরবচ্ছিন্ন মায়াবাদ-ভেউতে ভাসিতে থাকিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গভক্তি প্রচার করিবার জন্য সেই সকল সংসারী লোকদিগের নির্দ্দোষ সহায়তা গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষার বিকৃতভাব স্বীকার করা অতীব অন্যায়।'**

ভক্তিবিনোদ-বাণীতে যে কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত ভক্তিবিনোদধারার সংরক্ষিত হইবে। গৌড়ীয়মঠাচার্য্য সেই কথাই সিংহ-হুঙ্কারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন, ইহার মধ্যে কোন আলোষ নাই। যদি কেহ ভক্তিবিনোদ-ধারার পরিচয় দিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ও বাস্তবসত্যে একনিষ্ঠার পরিবর্ত্তে লোকপ্রিয়তা ও তাহার আনুষঙ্গিক-তর্পণকেই বড় মনে করেন, তাহা হইলে সকল ব্যক্তি বা মত ভক্তিবিনোদধারা হইতে এর উৎসৃষ্ট হইয়াছে। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রাকৃত কামপ্রেমের বিবর্ত্তন দেখিয়াই তাহাতে মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদ্রূপ স্বরূপ-রঘুনাথ-ভক্তি-সিদ্ধান্তে অকপট একনিষ্ঠা দেখিলেই সেখানে নিঃসন্দেহে ভক্তিবিনোদ-ধারার সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা যায়।

"কিন্তু তোমার প্রেম নাহি মোর মনে।
মাধবেন্দ্রপুরীর 'সম্বন্ধ' ধর কেনে॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার 'সম্বন্ধ'।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১১২-১১৩)

'গৌড়ীয়'পত্রের প্রথমবর্ষে একটী বিচার-আলোচনা বসিয়াছিল, তাহাতে মানবসাধারণ গৌড়ীয়দের বিরুদ্ধে যে নালিশ করিয়া থাকেন, তাহার আদর্শ লিখিত হইয়াছিল। মানবসাধারণের নালিশের কারণ—গৌড়ীয়-গণ মানব হইয়া মানবসাধারণের কায়-মনোবাক্যের সহিত গৌড়ীয়ের কায়-মনোবাক্যের কোন যাপন করেন, তাহার কৈফিয়ৎ তলব নালিশ। তাহাতে বিভিন্ন বিচারপতির নিম্নলিখিত আসন গ্রহণ করেন (শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণানুসারে) স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও যমরাজ—এই দ্বাদশজন মহাজনবর্গ।

মানবসাধারণ একমত হইয়া সমস্বরে কণ্ঠে জনস্বার্থ ধরিয়া চীৎকার করিতে করিতে চতুর্দ্দিক ভুবন কাঁপাইয়া করিয়া ফেলিলেও বাস্তবসত্যের একনিষ্ঠ উপাসকগণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার ও শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের বা অনুকীর্ত্তন করিয়া বলিবেন—শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র শাস্ত্র প্রমাণ, তাহাই একমাত্র "যথার্থ বিচারক", শ্রীচৈতন্যদেবই মহাজনবর্গের শিরোমণি। সেই পাদপদ্ম হইতে প্রবাহিত **রূপানুগ ভক্তিধারাই অযোক্ষজ কৃষ্ণপ্রেমা-লাভের একমাত্র ধারা—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—অন্য পথ নাই—নাই—নাই।** আবার আচার্য্যের বাণীর অনুকীর্ত্তন করিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া তাঁহারা

গান করিবেন—"তত্রাদরো নঃ পরঃ"—একমাত্র কৃপানুগ—ভক্তিবিনোদ-ধারাতেই আমাদের আদর, অন্যত্র আমাদের আদর নাই—আদর নাই—আদর নাই আবার শ্রীচৈতন্যদেবের মুখোদ্গীর্ণ নাম-কীর্তন অনুকীর্তন করিয়া বলিবেন—"নাম্ন্যেব নাম্ন্যেব নাম্ন্যেব গতিরন্যথা"—কৃপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারার আচরণ ও প্রচারের অপরাধ-শূন্য নামভজনের পথ-ই অন্য গতি নাই—অন্য গতি নাই—অন্য গতি নাই আবার শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী অনুকীর্তন করিয়া বলিবেন—"পরিবদতু জনো যথা তথা বা"—সমগ্র জগৎ যাহা ইচ্ছা তাহা বলে বলুক, আমরা একমাত্র কৃপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারাই অবাধ-চারিণী নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিব। আমরা জানি, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুই প্রেমভক্তি-প্রদানের একচেটিয়া মালিক, আমরা জানি, ভাগবতধর্মই একমাত্র আত্মধর্ম 'প্রোজ্ঝিত কৈতবধর্মঃ'—আর সব দেহধর্ম ও মনোধর্ম, তাহা ন্যূনাধিক কোন না কোনপ্রকার কপটতা-পূর্ণ আমরা ভক্তিবিনোদবাণীতে—ভক্তিবিনোদ-ধারাতে একমাত্র একচেটিয়া সত্য বলিয়া জানিয়াছি যে, শ্রীরূপানুগ-বিহিত সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ই—সদ্ধর্ম-সম্প্রদায় আর তৎসঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবিনোদ-বাণীতে ইহাও শুনিয়াছি যে—'অতঃপরের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটি মাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্মসম্প্রদায়ের পর্য্যবসান লাভ করিবে।' —('শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা', নবম পরিচ্ছেদ) এই একমাত্র সত্য, এই একমাত্র মত, এই একমাত্র পথ, এই একমাত্র ধর্ম, এই একমাত্র সম্প্রদায়, এই একমাত্র গতি, এই একমাত্র মতি, এই একমাত্র পতি, এই একমাত্র রতিই, আমাদের—বিশ্ববাসি-জীবের নিশ্চল আত্মার উপাস্য হইলে সমগ্র জগতের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে কেবল তাঁহার ঐ অমন্দোদয়-দয়ার বাণী, যাহা শ্রীচৈতন্যবাণী হইতে আমরা অনুক্ষণ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইতেছি, তাহাই আমাদের একমাত্র স্মরণ-পূরণ, জপ-তপঃ। আমরা সেই কৃপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারাকে যেন অনুক্ষণ আশ্রয় করিয়া মানব-সাধারণের অনর্থপূর্ণ চীৎকার উপেক্ষা করিয়া রূপানুগবর শ্রীরঘুনাথের অনুসরণে বলিতে পারি—

'আদরান্নঃ দৃষ্টেরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীবিনোদপদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাৎ জন্মজন্মনি।'

সাময়িক প্রসঙ্গ

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ ও ভাগবত-প্রদর্শনী

আগামী ৪ঠা আষাঢ়, ১৯শে জুন শুক্রবার অমাবস্যা তিথিতে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামী ও বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তিস্রোত-পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-উৎসব। ইহা 'গৌড়ীয়'পাঠকগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন, ঐ দিবস একটি আংশিক সূর্য্যগ্রহণও হইবে। কুরুক্ষেত্র-প্রদেশে সূর্য্যগ্রহণ হইলে বিশেষ লোক-সমট্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা ইহার সাক্ষ্য পাই। সাধারণ কর্ম্মকাণ্ডিসম্প্রদায় কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মকুণ্ডে সূর্য্যগ্রহণের স্নানের জন্য অতি পূর্ব্বকালেও গমন করিতেন। কৃষ্ণভজন-কারী ব্যক্তিগণ সেই উপলক্ষে কৃষ্ণসেবার বিশেষ সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৮২।১০)। তাঁহারা আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়াও কৃষ্ণসেবায় উন্মাদিনী, সেই বিরহ-বিধুরা ব্রজগোপীগণ সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার একটি বিশেষ সুযোগ করিয়া লইয়াছিলেন। 'কৃষ্ণের সেবা করিতে যাইতেছি'—ইহা বলিলে সাধারণ অজ্ঞানকর্ম্মসন্ধি-সম্প্রদায় কিছুতেই নিজ আত্মীয়-স্বজনকে তাহা করিতে দিবে না, কিন্তু সূর্য্যগ্রহণে স্নান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার ধর্ম্ম-যাজনে তাঁহাদের আপত্তি থাকিবে না বিচার করিয়া বিরহ-বিধুরা গোপীগণ তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনকে বঞ্চনাপূর্ব্বক সূর্য্যগ্রহণে স্নান করিবার ছলে কৃষ্ণ-সেবার মূল উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চকে গমন করিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সেইভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব কুরুক্ষেত্রে গমন ও তথায়

খানেশ্বরী জগন্নাথের ভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা গৌড়ীয়াচার্য্য গত বাঙ্গালা ১৩০৪ সালে কার্ত্তিক মাসে ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া সাধারণকে প্রদর্শন ও গৌরবিগ্রহ প্রকট করিয়া প্রায় আট লক্ষ লোককে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম প্রবণ ও সঙ্কীর্ত্তন এবং শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের সুযোগ দান করিয়াছিলেন। আগামী সূর্য্যগ্রহণের সময় আচার্য্যের আদেশানুসারে পুণ্যকাঙ্ক্ষিব্যক্তিগণের নিত্যমঙ্গল এবং একান্ত ভজনানুরাগি-গণের উপকারের জন্য একটি ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া তথায় নিম্নলিখিত দৃশ্যসমূহ প্রদর্শন ও তদ্বোধক ভাষায় সর্ব্বসাধারণে ঐ সকল লীলার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা হইবে,—

১। কুরুপাণ্ডবগণের মধ্যস্থলে রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ করিতেছেন। ২। দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে ভীম গদাঘাতে দুর্য্যোধনের বক্ষিণ উরু ভঙ্গ করিতেছেন। ৩। কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় ভীষ্মদেব; অর্জ্জুন বাণদ্বারা পর্দ্দা প্রকট করিয়া ভীষ্মদেবকে পয়ঃপান করাইতেছেন। ৪। কৃষ্ণবলরাম ও গোপীগণের গোষ্ঠবিহার। ৫। শ্রীরাধাগোবিন্দ ও গোপীগণের নিকুঞ্জ-বিহার; ৬। কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতাগণ।

লণ্ডনে অধোক্ষজ-বিষ্ণুর মন্দির

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকসূত্রে লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণের উদ্যোগে যে সকল চেষ্টা করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে অমৃতবাজারপত্রিকার সংবাদ-দাতা উক্ত পত্রের ১৯শে মে (১৯০৮) তারিখের সংখ্যায় তাঁহার বিচার ও ধারণানুসারে একটি সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,—

There was some apprehension in the minds of the supporters of this scheme whether the Church of England which is opposed to idolatry will countenance the installation of the image of Vishnu in the heart of London. But happily the times have changed and Swami Bon's proposal has received the assent of the Church. His Grace the Archbishop of Canterbury has expressed in writing his "interest in the proposal to build a Hindu Temple in London." And he "desires to do anything in his power to draw his country and India closer together." His Grace the Archbishop of York is ready to give his name as a sympathiser with the project of the Swami Bon. The Right Reverend the Lord Bishop of London has expressed in writing his interest in the building of a Hindu temple in London.

The Right Hon'ble the Marquess of Zetland has expressed his worm sympathy for the project of a Temple and Hall for the Hindus in London. He observes that this project would prove to be a great convenience to members of the Hindu Community visiting this country (England). He feels sure that Swami Bon will meet with cordial support from leading members of the Hindu Community.

এখানে বলা আবশ্যক যে, সমাধির ভাগবতদর্শনাভিলাষিগণ গৌড়ীয়িক নহেন। লণ্ডনে যে মন্দির নির্ম্মিত হইবে, তাহাতে অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন বে তথায় অধোক্ষজ-সেবাই প্রচারিত হইবে—প্রস্তাব উপাসনার নহে।

রূপকবাদ নির্ব্বিশেষমতেরই গুপ্তচর

Theosophistগণের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ও রূপকব্যাখ্যার দ্বারা দেখিয়া আধ্যাত্মবাদিগণ মনে করেন, যে অধোক্ষজ ভগবল্লীলার দুর্নীতির (?) জন্য আধুনিক কালে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রবেশ করা হইয়াছে। সেদিন 'The Theosophist' পত্রে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 'Bengal Vaishnavism' সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহাতেও আধ্যাত্মবাদি-গণের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক হইতে পারে।

Now, in the Krishna and Radha legend, which these saints and seers of Bengal have woven into the greatest spiritual allegory in the world—the allegory of the union of the human soul with the Divine—Radha is the ideal Lover and Krishna is the Beloved, and the "lovely dalliance of their private conference in the secret garden of the soul", named Brindabana. * * * Now, in

this allegory, why is Radha represented as a woman, rather than as a man? Because in the words of F. W. Newan, "if thy soul is to go on to higher spiritual blessedness, it must become woman—yes, however manly you may be among men".

ভাগবতধর্ম্ম কিন্তু ঐরূপ রূপক, ঐতিহাসিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বা কল্পের ক্রমিক বা আধ্যাত্মিক লীলার কীর্ত্তনকারী নহেন। ঐতিহাসিক ও রূপক কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ প্রাকৃত ধারণার কৃষ্ণ, তাহা অপ্রাকৃত বস্তুটি লীলা-পুরুষের কোন কৃষ্ণ নহেন। রূপকতা বহির্ম্মুখ মানবের দুষ্টর্ক-সুতার একটি সাময়িক সান্ত্বনা, তাহা বহির্ম্মুখতার ক্ষণিক তৃপ্তি'দায়ক'মাত্র, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেব ও উপনিষৎসম্প্রদায়ের কৃষ্ণ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্, অপ্রাকৃত রসবিগ্রহ। রূপকতা নির্ব্বিশেষবাদেরই একটি অভিপ্রচ্ছন্ন সংস্করণ।

প্রত্যেক মতই কি পথ ?

চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'পত্রে 'প্রবাসী'-সম্পাদক 'যত মত তত পথ' ('As many faiths, so many paths'.) —এই মতবাদের যে পাশ্চাত্য প্রশস্তি উদ্ধার করিয়াছেন, যদি ইহা দলবিশেষকে সন্তুষ্ট না করিবার উদ্দেশ্যে মন ও মুখ এক করিয়াই সমর্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিকতা-মতের যে নিন্দা করিয়াছেন, সেই নিন্দিত মতও চরমসিদ্ধান্তের একটি পথ হইয়া দাঁড়ায়। উক্ত মতবাদ স্বীকার করিলে রাজা রামমোহন প্রমুখ মতবাদকে ভ্রান্ত বলিতে হয়। এখন কোন্‌টি সত্য? অনাদিবন্ধু কেশব বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিয়া কতকটা নানা মতের জাহাজুরা সংস্করণরূপে 'নববিধান'-মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সমসাময়িক পত্রে "গৌড়ীয়ে"র বিচারের প্রতিধ্বনি

'আর্য্যগৌরব' পত্রের গত চৈত্র ১৩৪২ ও বৈশাখ ১৩৪৩ যুগ্ম সংখ্যার দুইটি বিভিন্ন প্রবন্ধে দুইজন বিভিন্ন লেখক 'যত মত তত পথ' সম্বন্ধে 'গৌড়ীয়ে'র কতিপয় বিচারের প্রতিধ্বনি করিয়া যে কতকগুলি কথা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"সত্যানুরূপ মতই সত্য পথ হইতে পারে। অসত্য মতও জগতে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়, সেই গুলিকে দূর করিবেই মহাপুরুষেরা সংগ্রাম করেন। বিদ্যার সহিত তাঁহারা কখনও আপোষ করিতে পারেন নাকি অঘাটে কুঘাটে নামিলে কৃষ্ণ দূর না হইয়া নানারূপ অনর্থ ঘটিতে পারে। মত হইলেই পথ হইতে পারে না।

* * *

সত্যের শুধু মহিমা প্রচার করিলেই সত্য প্রচারিত হয় না, অসত্যের বিরুদ্ধে শতমুখে তাহার অপকারিতা প্রচার করিতে হয়। বুদ্ধদেব পশুহিংসা, সূত্র-নিষ্পীড়ন ও জাতিভেদ যাযাবরীকে শত মুখে নিন্দা করিয়াছেন, খৃষ্টপুষ্ট ইহুদিগণকে ভুজঙ্গ ও সর্পের বংশধর বলিয়া গালি দিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ, জৈন ও বিপক্ষ দলকে গর্দ্দভ বলিয়া গালি দিয়াছেন, শ্রীগৌরভক্তেরা "পাষণ্ড বেদান্তীর শিরে পদাঘাত" বলিয়া ব্রহ্মবাদীকে গালি দিয়াছেন। বৈষ্ণব-ভক্ত প্রার্থনার সঙ্গে গাহিয়া থাকেন যে দেশে নিতাই নাই, সে দেশে না যাবরে। নিতাই-বিমুখের মুখে ভুলে দেব ছাইরে।" * * বিবেকানন্দও লিখিয়াছিলেন—"দুষ্ট পুরুত-গুলোকে এমন জোর ধাক্কা লাগাও, তারা যেন ঘুরপাক খেতে খেতে ভারত-মহাসাগরের জলে গিয়ে পড়ে।" "রেখে দে তোর পূজা অর্চ্চনা, ভাসিয়ে দে তোর শঙ্খ ঘণ্টা সাগরের জলে।" † * মার্টিন লুথার বলিয়াছেন, 'ভগবান্ আমাকে শত শত জিহ্বা দিলে তবে আমি পোপদের অনাচারের কাহিনী কথঞ্চিৎ বলিতে পারিতাম।" * * কিন্তু একটি মহান সিদ্ধান্তের প্রচার হইতেছে—"যত মত তত পথ, যে কোনও ঘাটের জল খাইলেই তৃষ্ণা যাইবে।" ইহাপেক্ষা ভ্রমাত্মক ও অনিষ্টকর মত জগতে আর একটিও প্রচারিত হয় নাই। * * * নিজের ধর্ম্মমতকে যিনি যুক্তি-তর্ক-দ্বারা স্থাপন করিতে পারেন না, তাঁহারাই আজকাল বলিয়া থাকেন—"যত মত তত পথ।" সত্যই কি জগতের প্রত্যেকটি মতই সত্য ও গ্রহণীয়?

সত্যই কি যে কোন ঘাটের জল পান করিলেই চলে? তবে নূতন নূতন মঠ, মন্দির, আশ্রম খুলিয়া ঘাটের

† এই সকল মত পরিবাদার্থে হইলেও প্রত্যেক মতই যে পথ নহে, তাহা সমন্বয়বাদিগণের বাক্য-প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের জন্য উদ্ধৃত হইল।

সংখ্যা বৃদ্ধি করা কেন? কেন তবে অন্যের অন্নাট ঘুষাট হইতে লোককে ভাঙ্গিয়া নিজের ঘুষাটে জল পান করাইবার চেষ্টা করা? তবে আর কেন পাশ্চাত্যের ঘাট হইতে প্রোতের ঘাটে লোক জমাইবার এত প্রয়াস? বৃহস্পতি নামক এক ঋষি প্রচার করিয়াছিলেন "যাবজ্জীবেৎ সুখী জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অর্থাৎ যাবজ্জীবন সুখে-ভোজন ও যোড়শী যুবতীর সমাগমই স্বর্গ। ভারতে এ মতেরও খুবই প্রসার ছিল। তান্ত্রিকেরা প্রচার করিয়াছিলেন— পীত্বা পীত্বা পুনঃপীত্বা যাবৎ পতন্তি ভূতলে। পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" অর্থাৎ মদ্য পান করিতে করিতে পড়িয়া যাও, উঠিয়া পুনরায় পান কর, এইরূপ করিলে আর পুনর্জন্ম হইবে না। "মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্বযোনিষু" ● ● ● "মাতরমপি ন ত্যজেৎ" অর্থাৎ মাতৃযোনি ত্যাগ করিয়া অন্য যোনিতে বিহার করিবে, তারপর বলা হইয়াছে, মাতাকেও ত্যাগ করিবে না। ইহা অপেক্ষা নরকের কাহিনী আর কি হইতে পারে? ইহাও একটি ● ● ● সম্প্রদায়ের মত! সমাজে এখনও 'কিশোরী ভজন', 'সত্যসাধন', 'মজরী উপাসনা', 'গুরুপ্রণালী-প্রথা', 'বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা' স্থানে স্থানে অবাধে চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে আদালতে মোকদ্দমা পর্য্যন্তও আসে। মোহান্তদের কুমারী-পূজা ও গোঁসাই রাজাদের সেবাদাসীর আমদানী এখনও 'ধর্ম্মমতের নামেই চলিতেছে। ইহাও কি এক একটি পথ? জগতে এই সিদ্ধান্তই নরকের সৃষ্টি করিতেছে। যাহারা সুবিধাবাদী, এই সিদ্ধান্তে তাহাদের যথেষ্টই লাভ আছে, মিথ্যার সঙ্গে আপোষ "তুমি গাঁজা খাও, তোমার মত ভাল, আর আমি মদ খাই, আমার মতও ভাল" এই মতবাদ প্রচার করিলে সংখ্যায় বলিষ্ঠ হওয়া যায় বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের পরীক্ষা-সাগরে উত্তীর্ণ হওয়া দুষ্কর। যে স্থানের সত্যই হউক, সত্য—সত্যই। অসত্য যে স্থানেরই হউক, অসত্য—অসত্যই। ●●●

সংস্কারকেরা (আমরা বলিব, ধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপকেরা) চিরদিনই সমাজের দুষ্ট ব্রণকে অস্ত্রোপচার করিয়া তবে সমাজকে রক্ষা করেন। অস্ত্রোপচারের ভয়ে ও আতঙ্কে রোগী শিহরিয়া উঠে। অস্ত্রোপচারের সময় রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করে। মাতাপিতা যেন নির্ম্মমের মত পুত্রের এই যন্ত্রণা দর্শন করেন, মাতাপিতা যদি এই বিতীষিকায় ভীত হইয়া রোগীকে অস্ত্রোপচার করিতে না দেন, তবে তাহারা রাক্ষস ও রাক্ষসী। রোগী হয়ত মনে করে—মাতাপিতা নিষ্ঠুর পাষাণ হৃদয়, কিন্তু সন্তানকে বাঁচাইবার জন্যই তাঁহারা সন্তানকে এই সাময়িক কষ্ট দিতে বাধ্য হন, ইহাতে তাঁহাদের স্নেহ ও বাৎসল্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যখন (ধর্ম্মসংস্থাপকগণ) দুর্নীতিপরায়ণ সমাজের বুকের উপর দাঁড়াইয়া সত্য ঘোষণা করেন, তখন অসত্যের কামাটবাঁধ পুঁজ ক্রমে অপসারিত হইতে থাকে। সত্যের বাণী সমাজের নিকট তখন বজ্রপাতের মতই মনে হয়।"

অজ্ঞের নিকট সকলই অদ্ভুত!

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ২১শে মে (১৯৩৬) তারিখের দৈনিক আনন্দবাজারপত্রিকায় ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় তাঁহার প্রেরিত পত্রে যাহাকে "অদ্ভুত ধর্ম্ম-প্রচার" বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, তাহা সত্যই তাঁহার মুখ দিয়া ঠিকই বলাইয়াছেন ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচার সত্য সত্যই অদ্ভুত, অপূর্ব্ব ও বিপ্লবী। এই জন্য ভাগবতের গোড়ায়ই বলা হইয়াছে—"অজ্ঞানতঃ লোকস্য বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্" (ভাঃ ১।৭।৬)। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম ও সজ্জনগণের বাক্য 'অনধিগম্য' অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা প্রচার হয় নাই,—এইরূপ আখ্যা লাভ করিয়াছে; তবে এইরূপ 'অদ্ভুত' ও 'অনধিগম্য' ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারে যাঁহারা 'অতিষ্ঠ' হইয়া উঠেন, তাঁহারা 'নিজেরাই নিজের স্বরূপটি জানাইয়া দেন। সূর্য্যদর্শনে কেহ আনন্দিত, আবার উলূকজাতীয় এক প্রকার জন্তু 'অতিষ্ঠ' হইয়া উঠে।

শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার গোড়াতেই বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

(ভাঃ ১।১।২)

যাঁহারা শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত উপরিউক্ত শ্লোকের সহজ ও সরল অর্থ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ এবং অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের কপটতা, এমন কি মোক্ষাভিসন্ধিরূপ

প্রবঞ্চনাকে ভুসদ্ধ বলিয়া পরিহার করা হইয়াছে। মনুষ্যজীবের একমাত্র আত্মধর্ম এবং নিঃসংশয় সাধুগণের পরমধর্মই ভাগবতধর্ম। সেই ধর্মই ভাগবতের উন্মূলনকারী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভেও উক্ত হইয়াছে,—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৯০, ৯২, ৯৪)

ভাগবত-ধর্মের অনুগত গৌড়ীয়মঠের কোন প্রচারক ইহা প্রচার না করিয়া আধুনিক রুচির অনুযায়ী লোকের 'মনোযোগের' কথা বলিয়া ভীরুহিংসা করিবেন, ডাক্তার বাবু ভাগবত-ধর্মপ্রচারকের নিকট হইতে এরূপ আশা করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত—যাহা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি লোকোত্তর আচার্যগণের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে, সেই অমল প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত যদি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-কামী যাবতীয় ধর্ম-সম্প্রদায়কে মোহকর কপটাচারী বলিয়া থাকেন, তজ্জন্য যদি গৌড়ীয়মঠের প্রচারক নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত অজাতিভাব-কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি ধর্মমতকে কেবল কৈতবযুক্ত মত বলিয়া উক্তিমাত্র করেন নাই, তাহা যুক্তিমূলেও প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের অজামিল-সংবাদে যমরাজ নির্ভীককণ্ঠে বলিয়াছেন, তাঁহার কথিত যাবতীয় মহাজন ও তদনুগত সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেহ বাস্তবসত্যধর্মের কথা জানেন না। যাবতীয় সকলেই দেহ ও মনোধর্মের প্রচার করিয়া দেশের ও সমাজের সর্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে।

'সর্বধর্ম-সমন্বয়' কথাটি যদি বাস্তবিকই অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে কেবলমাত্র গণমত ও 'নামজাদা' লোকের দোহাই দিয়া বাস্তবসত্য-প্রবণে পশ্চাৎপদ হইব, এরূপ যুক্তি ও বিচার সত্যানুসন্ধিৎসুর নহে। 'সেবা' বা 'প্রেমা' শব্দ শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তিপর; কিন্তু যত জীবে কাহা প্রকৃত হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার জানিতে হইলে ডাক্তার বাবু বিরাট গৌড়ীয় সাহিত্য আলোচনা করিতে পারেন। দৈহিক সেবা করিতে করিতে অতিষ্ঠ হইয়া আবার তাহার প্রতি গুলি চালাইবার প্রবৃত্তিও মানবের উদিত হয়। পরার্থিতা-প্রিয় আধুনিক সভ্যজাতিগণের মধ্যে এক একটি আন্তর্জাতিক মহাসমর ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবে। প্রকৃত ভাব-সমাধি আর "hysterical fits" এর পার্থক্য শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর দ্বারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর কষ্টিপাথরে প্রচার করিয়াছেন। ডাক্তার বাবু গৌড়ীয়পত্রের গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের সংখ্যার ৬৩৭—৬৩৯ পৃষ্ঠা আলোচনা করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।

আধুনিক সাম্যবাদের যুগে 'ব্যক্তিচারী' সংজ্ঞাটাই 'সুনাম' ও উদারতার প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজনগণের বিচারে সত্যের প্রতি একনিষ্ঠাই একমাত্র সুনাম। শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে জানা যায় যে, যাঁহার অব্যভিচারিণী কৃষ্ণভক্তি আছে, তাঁহারই সর্বাপেক্ষা অধিক সুনাম। পতিব্রতারই সুনাম, সর্বলোকরঞ্জনকারিণী বারবিলাসিনীর নহে।

কিশোরগঞ্জের স্থানীয় কথা আমরা কলিকাতায় বসিয়া সকল জানিতে পারি না, তাই স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী সজ্জন ব্যক্তিগণ "আনন্দবাজার পত্রিকায়" ও "গৌড়ীয়ে" প্রকৃত ঘটনার যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। ময়মনসিংহ হইতে আরও যে সকল প্রতিবাদ আমরা পাইয়াছি, তাহাও সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়", 'দৈনিক নবীন প্রকাশ' প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। হোমিওডাক্তারবাবুর 'ঘনগড়া' বা 'গণমতে'র প্রত্যেক যুক্তির অসারতা গৌড়ীয়পত্রে পূর্বেও অনেক প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তাহা নিভীক ও নিরপেক্ষভাবে প্রদর্শিত হইবে।

প্রতিবাদ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসী আমরা নিম্নলিখিত "প্রতিবাদ-পত্র"টি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছি। এই পত্রটি আপনাদের সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রেও কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিলে আনন্দবাজারের প্রেরিত পত্রের সম্পূর্ণ অমূলক ও অভিসন্ধিমূলক অভিযোগগুলির প্রকৃত স্বরূপ ও যথার্থ ঘটনা পারমার্থিক পাঠকগণের গোচরীভূত হইবে। নিম্নে প্রতিবাদ-পত্রটি লিখিত হইল।

মাননীয়,

শ্রীযুক্ত আনন্দ-বাজার-পত্রিকা-সম্পাদক-মহাশয়-বরাবরেষু—

মহাশয়, আনন্দ-বাজার-পত্রিকার গত ১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের ৮ঃস্বল-সংস্করণে কিশোরগঞ্জের জনৈক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নাবণ্যকুমার রায় মহাশয় গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমৎসিদ্ধস্বরূপ বিদ্যাবারিধি ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের প্রচারে যে-সকল কথা আরোপ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিক্ হইতে আমাদের তাহাতে কতকগুলি বক্তব্য আছে।

স্থানীয় ও তৎসংলগ্ন স্থানের অধিবাসি-সূত্রে আমরা জানাইতেছি যে, গত দুইবৎসর কাল যাবৎ আমরা উক্ত প্রচারক মহাশয়ের বক্তৃতা, পাঠ ও আলাপ-আলোচনা শ্রবণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমরা কোন দিনই তাঁহাকে কাহারও সম্বন্ধে শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে নিন্দা করিতে শ্রবণ করি নাই। নাবণ্যবাবুও দীর্ঘ দুইবৎসর কালের মধ্যে উক্ত প্রচারক মহাশয়ের সম্বন্ধে ঐপ্রকার কোন কথাই উপস্থিত করেন নাই।

জনসাধারণের পক্ষ হইতে কালীবাড়ী-কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র কর (উকীল), শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (উকীল), শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় (উকীল) ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র পাল (ডাক্তার) মহাশয়গণ স্থানীয় কালীবাড়ী ধর্ম্মসভাগৃহে ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩রা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তিন দিবসব্যাপী বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের বক্তৃতার আয়োজন করেন। প্রথম দিন "মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য"-সম্বন্ধে বক্তৃতার পর হইতেই নাবণ্যবাবু হঠাৎ কি জানি কি এক অজ্ঞাত কারণে দ্বিতীয় দিবস বক্তৃতায় বাধা-প্রদানে উদ্যোগী হন। নাবণ্যবাবু যে-সকল মতবাদ সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তিমূলে বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের বক্তৃতায় খণ্ডিত ও ম্লান হইয়া পড়ায়ই কি তিনি ঐ সকল অমূলক কথা প্রচার করিয়া বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লোকমত সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের মুখে শাস্ত্রীয় সৎসিদ্ধান্ত ব্যতীত ব্যক্তিগত নাম ধরিয়া কোন প্রকার অন্যায় সমালোচনা বা নিন্দা শ্রবণ করেন নাই, ইহা সকলেই একবাক্যে জানাইলে উক্ত ডাক্তার বাবুর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। বিশেষতঃ সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ ক'রয়াও জানিতে পারেন যে, তিনি কাহারও সম্বন্ধে কখনও কোন প্রকার ব্যক্তিগত সমালোচনা করেন নাই, শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কটূক্তি করাত' দূরের কথা। তবে সৎসিদ্ধান্ত-প্রচারের ফলে যে সকল অনর্থের বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল, কোন কোন লোক স্বেচ্ছায় সেই সকল কথাকে নিজের ঘাড়ে টানিয়া লইয়া যদি উহাকে "ব্যক্তিগত নিন্দা" বলিয়া কল্পনা করেন এবং এক বুঝিতে আর এক বুঝেন, তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন। ২রা জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় কালী-বাড়ীতে "ভাগবতধর্ম্ম" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহাতেও বিদ্যাবারিধি মহাশয় শত শত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে বলিয়াছিলেন যে, শ্রৌতসিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রযুক্তির অভাব ও দুর্ব্বলতা থাকিলেই শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ ব্যক্তিগত নিন্দা করিবার আবশ্যক হয়। যেখানে তিনি সৎশাস্ত্র ও মহাজন-সিদ্ধান্তের দ্বারা অসৎসিদ্ধান্ত নিরাস করিতে পারেন, সেখানে নিশ্চয়ই তাঁহার ব্যক্তিগত নিন্দা করিবার প্রয়োজন হয় নাই ও কোনদিন হইবে না।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে, ঐদিন সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া উক্ত ডাক্তার বাবু বক্তৃতায় বাধা দিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিলে সর্ব্বসাধারণই ডাক্তার বাবুর ঐরূপ চেষ্টার তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের "ভক্তগণ" কেহই কোন প্রকারে উহাতে যোগদান করেন নাই। ডাক্তার বাবুর চেষ্টা বিফল

হইয়া পড়ায় তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া সংবাদ-পত্রের মারফৎ অযৌক্তিক ও অতিরঞ্জিত কতকগুলি বিকৃত কথা প্রচার করিতে প্রলোভিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কিছু লোকের ঘরে বা আশ্রমে বসিয়া স্বারক্ষত করিয়া ঐই চারিজন লোকের নিকট তাঁহার বক্তৃতা বলেন নাই। যেখানে শত শত শ্রোতা সাক্ষী রহিয়াছেন, সেখানে ডাক্তার বাবুর দ্বারা বিশেষ সম্মানিত প্রতিষ্ঠানের একজন পণ্ডিত প্রচারকের নামে ঐপ্রকার অযৌক্তিক উক্তি আরোপ করিবার মূলে কি অভিসন্ধি নিহিত রহিয়াছে; তিনিই তাহা জানেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যদি 'বিখ্যাত' ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত নিন্দাই করিবেন, আর তাঁহার প্রচারে স্থানীয় অধিবাসিগণ যদি 'অতিষ্ঠ' হইয়াই উঠেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতার দিন লাহণাবাবুর দ্বারা বক্তৃতার বিঘ্নোৎপাদনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ এবং ঐদিন অধিকতর শ্রোতার সমাবেশ ও একাগ্রচিত্তে তিন ঘণ্টা ব্যাপী নিস্তব্ধভাবে বক্তৃতা-শ্রবণে সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যাইত না। তৃতীয় দিবসে লোক-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ঐ তিনদিন বক্তৃতার পরেও আরও বারদিন কিশোরগঞ্জের জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারে দ্বারে আহূত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়া ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

বক্তৃতার দ্বিতীয় দিন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সভামধ্যে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে শ্রৌতসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিলেন, যদি তাহা কোনরূপ 'সদ্যুক্তিহীন', 'অসার' বা সৎশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া কেহ প্রতিবাদ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি এই সভায়ই তাহা করিতে পারেন, অথবা যে কোন ব্যক্তির গৃহে, যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে তাঁহাকে আহ্বান করিতে পারেন। তজ্জন্য তাঁহাকে কিশোরগঞ্জে যতদিন থাকিবার প্রয়োজন হয়, ততদিন তিনি থাকিতে প্রস্তুত আছেন। এই কথা সভার শত শত শ্রোতৃসমক্ষেই হইয়াছিল, গুপ্তগৃহে হয় নাই; অথচ ডাক্তার বাবু লিখিয়াছেন, 'আমরা প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ও তাঁহার ভক্তবর্গ আমাদিগকে সে সুযোগ দেন নাই।' সভার সব সাধারণও কি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের 'ভক্তবর্গ'? যদি তাঁহারা সকলেই তাঁহার ভক্তবর্গই হন, তাহা হইলেও প্রমাণিত হয়, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় নিশ্চয়ই সনাতনধর্ম্মের অপ্রীতিকর কোন কথা বলেন নাই। যদি সৎশাস্ত্রকে মধ্যস্থ রাখিয়া এখনও ডাক্তার বাবু প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, মনে হয়, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাহাতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হইবেন না, কারণ আমরা গত দুইবৎসর যাবৎ তাঁহার শাস্ত্রযুক্তি ও নিরপেক্ষ সত্যের সুদৃঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।

ডাক্তার বাবু লিখিয়াছেন, "বিষ্ঠা ও চন্দন কোন দিনই সমান হইতে পারে না" এই কথাটি তাঁহার মতে "অদ্ভুত" কথা, তাহা হইলে তিনি কি মনে করেন, বিষ্ঠা ও চন্দন এক? তবে কেন তিনি নিজমুখে (?) 'চন্দন' বা 'বন্দন' বলিয়া গ্রহণ করেন নাই? বরং সত্যের অপলাপ করিয়া উহার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ডাক্তার বাবু বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উক্তির 'টীকা-টিপ্পনী করিতে অনিচ্ছুক', কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় "তাঁহার ধৃতমত চন্দন আর সর্ব্বধর্ম্মমত বিষ্ঠাতুল্য" বলিয়াছেন, ইহা কি তাঁহার টীকা-টিপ্পনী নহে? আর যদি সত্যই বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাহা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে সভায় শত শত ব্যক্তি কি ঐকথা নীরবেই সহ্য করিলেন; কেবল ডাক্তার বাবুই একা 'অতিষ্ঠ' হইয়া উঠিলেন? কাগজের মারফত দূর হইতে যাহা তাহা লিখিয়া একজন দিনকেও রাত্রি করা যায় দেখিয়া প্রতারকদলী আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় 'বিখ্যাত' ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া ডাক্তার বাবু জানাইয়াছেন, তাহা কি তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন? তিনি কিশোরগঞ্জের সকলের নিকট একথা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি ঐ সকল কথা স্বকর্ণে শুনেন নাই, অথচ তাঁহার প্রেরিত পত্রে তিনি তাহা কৌশলে গোপন করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার বাবু তাঁহার পত্রে জানাইয়াছেন, 'বিশ্ববিখ্যাত' কোন ব্যক্তি তাঁহার বিবেচনায়" ইত্যাদি। এই স্থানে "তাঁহার" শব্দ কাহার সহিত অন্বয় হইবে? আর এই "বিবেচনা" কি অন্তর্যামি-সূত্রে ডাক্তার বাবুরই বিবেচনা? অপরে কি বলিয়াছেন, তাহা সাক্ষাদ্ভাবে তিনি না জানিয়া বা না শুনিয়া কি করিয়া অপরের অন্তরের ভাব 'বিবেচনা'

করেন ? কেহ হয়ত' কাহাকেও হাইকোর্টের উকীল হিসাবে চিনিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কি সম্মানের লাঘব হইল ? এই কথাও তিনি স্বকর্ণে না শুনিয়া "টীকা-টিপ্পনী"র আশ্রয়েই লোককে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কোন ব্যক্তিগত নাম ধরিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে কখনও আমরা কাহারও সম্বন্ধে "অসুর" শব্দ প্রয়োগ করিতে এপর্য্যন্ত শুনি নাই। তবে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যখন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারক, তখন তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের কথা অবশ্যই প্রচার করিয়া বলিবেন—

কৃষ্ণ নাহি মানে, তা'তে "দৈত্য" করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তাহে "দৈত্য" করি জানি॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তা'রে "অসুরে" গণন॥

—(চৈঃ চঃ আঃ ৮।৯

আর একটি কথা ডাক্তার বাবুর নিকট বোধ হয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক্ হইতে "অদ্ভুত" মনে হইয়া থাকিবে। "অসুর প্রকৃতির লোকই মাছ খায়" এইরূপ উক্তিও ডাক্তার বাবু অপরের মুখ হইতে ধর্ম্ম-প্রচারকের বিরুদ্ধে শুনিয়াছেন, এ বিষয়ে অধিক না বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের দুইটি প্রধান স্মৃতিশাস্ত্র "গীতা" (১৬শ অধ্যায়) ও "মনু-সংহিতা" (৫।১২) কি বলিয়াছেন, তাহাই ডাক্তার বাবুকে আমরা আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে, "সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়", "জীব-সেবা" প্রভৃতি বিষয়ের শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনাকে ভয় করিবার দুর্ব্বলতাই বা আমরা কেন দেখাব করিব? আর যদি শাস্ত্রযুক্তিমূলে তাহার সমালোচনা হয়, তাহা হইলে উহাকে "নিন্দা" বলিবার যুক্তিহীন গোঁড়ামিই বা আমরা কেন দেখাইতে যাইব? অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় শাস্ত্রযুক্তি-মূলক সমালোচনার সত্য আরও উজ্জ্বলরূপ ধারণ করিবে। সুতরাং কেহ "বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ", "কোন মতবাদ পৃথিবীব্যাপী সকলের সমাদৃত" এইরূপ যুক্তিহীন গোঁড়ামি না দেখাইয়া সত্যকে সৎশাস্ত্র ও সদ্যুক্তির কষ্টি-পাথরে পরখ করিয়া লইব, ইহা কি অধিক উদারতা নহে?

"জীব-সেবা" বলিতে যদি জীবের দেহ ও মনের পরিচর্য্যাই উদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহার পরমায়ু কতক্ষণ? দেহ ও মন কি ভঙ্গুরবস্তু নহে? চিকিৎসা শাস্ত্রও উহাকে "চেতন" বলে নাই 'সেবা'-কথাটি শাস্ত্রে 'ভক্তি' বা 'ভজন' এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তবে আধুনিক নবীন সাহিত্যে তাহার অন্যরূপ নৈমিত্তিক অর্থ হইতেছে। শাস্ত্র ও যুক্তি-মূলে যদি ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণের দৈহিক ও মানসিক পরিচর্য্যা 'extended selfishness' বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে সেইযুক্তি শুনিতেই বা আমরা ভীত ও পশ্চাৎপদ হইব কেন? উদারতার যুগে, সকল বন্ধনের প্রতি বিদ্রূপ ঘোষণার যুগে, এরূপ প্রচ্ছন্ন গোঁড়ামিই বা আমাদের থাকিবে কেন?

"বড় বড় নামজাদা মহাপুরুষগণ Signboard দেওয়া বড় বড় bank", কিন্তু যদি যুক্তিবলে সেইগুলিও প্রমাণিতই হন, তাহা হইলে বিপ্লবের যুগে এরূপ আপাতবিপ্লবী কথা শুনিয়া আমাদের প্রকৃত সত্য আলোচনায় পশ্চাৎপদ হইবারই বা কি যুক্তি আছে? বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়ের ১৯শ ও ২০শ শ্লোক হইতে সপ্রমাণে দেখাইয়াছেন যে, জৈমিনী, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু প্রভৃতির ন্যায় নামজাদা মহাপুরুষগণও শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে ভাগবতধর্ম্মে অনভিজ্ঞ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। শাস্ত্র ও যুক্তিমূলে ঐ সিদ্ধান্তের সমালোচনা যদি প্রসারতা আনে করে, তাহাতে বাধা দিয়া যুক্তিহীন গোঁড়ামিপূর্ণ 'গোপ্-মানা-নীতিকে আদর করিবারই বা কি যুক্তি আছে?

বিশ্ববিখ্যাত বেদান্তভাষ্যকার, সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার, বহুলোকমান্য আচার্য্য শঙ্করের মতবাদকেও যখন শ্রীচৈতন্যদেব "বেদবিরুদ্ধ ও কাল্পনিক মত," এমন কি "বৌদ্ধমত হইতেও অধিকতর নাস্তিকবাদ" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৮) বলিয়া প্রচার ও প্রমাণ করিয়াছেন, তখন কোন "বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির মতবাদ" বলিয়া শাস্ত্র ও যুক্তিমূলে উহার সমালোচনা হইবে না এবং গণমতের বল প্রয়োগ করিয়া সেইরূপ সমালোচনাকারীর কণ্ঠরোধ করিতে হইবে —এরূপ গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বর্ত্তমানযুগে টিকিবে কেন? আমরা সত্যের অনুসন্ধিৎসু, সত্যের গ্রাহক, সুতরাং শাস্ত্র ও যুক্তিমূলে সত্যের অনুসন্ধান করিব। এখন আর "নামজাদা" বা "সর্ব্বলোকমান্য" কিংবা "জগদ্বিখ্যাত" প্রকৃতির দোহাই দিয়া সদ্যুক্তিকে আবরণ করিবার দিন

নাই। যাহা হউক, গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ভক্তবৃন্দ বিনম্রভাবে এ-সকল তথ্য অকপট আলোচনা করিবেন, যা তাঁহাদের পৃথিবীব্যাপী আন্দোলনের মধ্যে তাঁহারা প্রচার করিবেন, কিন্তু আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে, কিশোরগঞ্জে যে ঘটনা ঘটে নাই, সেইরূপ অমূলক বিষয়কে ভিত্তি করিয়া কেবল গণমতকে ত্রাস করিবার চেষ্টা কোনক্রমেই প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে আমরা সমর্থন করিতে পারি না। সেই সূত্রেই আমরা আমাদের এই প্রতিবাদ দেশবিখ্যাত আনন্দবাজার-পত্রিকায় পাঠাইলাম। ইতি বিনীত—

(স্বাঃ)—ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়; শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী (মোক্তার), শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীহরিহর বসাক; শ্রীরাইমোহন বসাক, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বণিক; শ্রীখগেন্দ্র নারায়ণ রায়; শ্রীমণিমচন্দ্র সরকার, শ্রীসারদানাথ দাস; শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীকৈলাস চন্দ্র পাল (হেড্ পণ্ডিত); শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী; ডাঃ শ্রীবৃন্দাবনরঞ্জন পাল, শ্রীশ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী (কবিরাজ); শ্রীবিজেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ডাক্তার), শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বসু। শ্রীপ্রমাচাঁদ নাথ (উকীল), ডাঃ শ্রীশশীকুমার বণিক; শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে কটক যাত্রা করিয়া ২৬শে মার্চ্চ প্রাতে কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে উপস্থিত হন এবং তথায় দিবসত্রয় অবস্থান পূর্ব্বক ২৯শে মার্চ্চ তথা হইতে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শুভবিজয় করেন। তদবধি মাসত্রয় অতিক্রান্তে পুরীস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান পূর্ব্বক মঠাশ্রিত ভক্ত ও আগন্তুক সজ্জনবৃন্দকে হরিকথামৃতপানের সুযোগ ও সৌভাগ্য প্রদান করিয়া গত ৩১শে মে অপরাহ্ণ প্রায় ৭ ঘটিকায় কলিকাতা যাত্রা করেন এবং গত ১লা জুন প্রাতঃ প্রায় ৭ ঘটিকায় নির্ব্বিঘ্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। প্রভুপাদের সঙ্গে আসিয়াছেন—মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও হেড্ আর্টিষ্ট শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ প্রভৃতি সেবকগণ।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পুরুষানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম, উকীল শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ বসু, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরদাস কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমান্ হরিচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীমান্ উপাসকচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ নটবর আচার্য্য প্রমুখ বহু ভক্ত পুরী ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করেন।

পথিমধ্যে ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবজেশ্বর দাসাধিকারী এবং কটক ষ্টেশনে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

হাওড়া ষ্টেশনে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্ত-বাচস্পতি, শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দকিশোর দাসাধিকারী, শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীপাদ অনঙ্গমোহনানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত ব্রজদাস গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত আশুবিহারীলাল কপুর এম্-এ, শ্রীযুক্ত গৌরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় ও নিতাইদাস রায় (মোটর-সহ), শ্রীপাদ গৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীপাদ

নিত্যগোপাল দাসাধিকারী ভক্তালঙ্কার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বেরা ও শ্রীযুক্ত কমলগোপাল দে প্রমুখ ভক্তবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

মঠের আবহেদে বালিগাটীর ভক্ত জমিদারবর্গ এবং মঠবাসী ও মঠাশ্রিত বহু সেবক কীর্ত্তনধ্বনি ও দণ্ডবন্নতিস্তুতি-মুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুভবিজয়কে অভিনন্দিত করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অদ্য চাকা-মেলে বালিগাটী-শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-প্রকাশার্থ শুভবিজয় করিতেছেন। পরিষদ্‌বর্গ চাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে একদিন অবস্থান করিয়া ৯ই জুন বালিগাটী শুভ-পদার্পণ করিবেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গত ৩০শে মে প্রাতে পুরী-শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের অনুকম্পিত শিষ্য উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী রাগরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় 'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজনোদ্দেশে' শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীল ভক্তি-গোস্বামিপাদের সংস্কার-পদ্ধতির বিধানানুযায়ী বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসবেষ আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হইয়াছে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ। 'যাযাবর' অষ্টোত্তর শতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর অন্যতম। যিনি কায়মনোবাক্যে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে শুদ্ধ-ভক্তিবিচারে সমৃদ্ধ হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আজ্ঞামালা শিরে ধারণ পূর্ব্বক লোকহিতার্থে তাহা প্রচারার্থ সর্ব্বদা ভ্রমণকারী পরিব্রাজক, তিনিই 'যাযাবর' নামক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু। মায়াবাদী একদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ নিজেরা 'নারায়ণ' হইবার দুর্ব্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিকে নিজেন্দ্রিয় তর্পণে নিযুক্ত করিয়া অহংগ্রহোপাসকরূপে জনসঙ্গিত্বের পরিবর্ত্তে কপটতাজালের আবাহনকারী, পরন্তু বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার্থ তাঁহার কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিয়া 'পরাত্মনিষ্ঠা' বাস্তব বেষাশ্রয়ে 'মুকুন্দ-সেবন-ব্রত' নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আত্মহিতের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ পরোপকার-ব্রতে ব্রতী হন এবং জগতের যাবতীয়মঙ্গলোপকরণরূপে শ্রীভগবান ও ভগবৎপ্রেষ্ঠবর্গের সুখ বিধান করেন। এইরূপ ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিবর্শনে যিনি নমস্কারাদি-দ্বারা তাঁহার পূজাবিধানে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহার আত্মকল্যাণের পথ চিরকণ্টকিত হইয়া নরকাভিমুখে ক্রতগতিধাবন লাভ হয়। এই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের কোন কালাকাল বিচার নাই; "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ যে দিনেই এই বহির্ম্মুখ সংসারের প্রতি কাহারও বৈরাগ্য আসিবে, সেই দিনেই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন, ইহাই শ্রুতি-বিচার।

শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের প্রাপঞ্চিক কালগণনানুসারে বয়ঃক্রম অল্প হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-প্রভাবে তদ্মুখ-নিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্তে তিনি পরম গভীরতা লাভ করিয়া-ছেন। তাঁহার সুকণ্ঠ, বিনয়নম্র-স্নিগ্ধ-সরল-ব্যবহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসেবায় অদম্য উৎসাহ, অমানিত্ব অবস্থিত্যাদি সদ্‌গুণ সর্ব্বতোভাবে শাসনীয় ও আদর্শস্থানীয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে আমেরিকান মহিলাদ্বয়

গত ১৩ই মে (১৯৩৬) অপরাহ্নে পাইনারি সেন্ট্ জোসেফ্‌স কন্‌ভেন্ট হইতে সিস্টার এঞ্জেলবার্ট ও সিস্টার এম্ ক্রেসেন্স (Sister Engelbert & Sister M. Crescenz) নাম্নী দুইজন আমেরিকান মহিলা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে আগমন করেন। তাঁহাদিগকে মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচারবিষয়ের সংক্ষিপ্তসার বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

শ্রীধাম মায়াপুরে বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দ

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৩), ১৯শে মে (১৯৩৬) মঙ্গলবার অপরাহ্নে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার দাস গুপ্ত এম্-বি-ই; মহকুমাসিংহের ভিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের কৃতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার এবং এক্সাইজ ও সল্ট্ বিভাগের ডেপুটী কমিশনার রায় বাহাদুর তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহোদয়দ্বয় শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের যাবতীয় দ্রষ্টব্য, বরাহচিপি, চাঁদ-কাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শন ও তত্তৎস্থানের ইতিহাস শ্রবণ করান। তাঁহারা উক্ত স্থানাদি দর্শনান্তে শ্রীচৈতন্যমঠে

প্রধানতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল উডুলোমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীমায়াপুর মঠের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের হেড্‌ মাষ্টার ডাঃ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এস্‌ ও শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠ-সেবকগণ তাঁহাদিগের নিকট হরিনাম কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পথে তাঁহারা শ্রীযোগপীঠের মন্দির, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট ও বোর্ডিং প্রভৃতি দর্শন করিয়া যান। শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহারাজ এই সময় শ্রীধামে উপস্থিত ছিলেন।

মেদিনীপুরে প্রচার—গত ১১ই মে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌরী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার বোর্ডিংস্থ গৃহে শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়ের ভবনে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাল্য রাধাভাব-সহ মিলন ও তাঁহার মুখে ভগবৎকথা-শ্রবণের অভিনয় পাঠ ও শ্রৌতসিদ্ধান্ত সমূহ কীর্ত্তন করেন।

গত ১৩ই মে নদীয়াপুরে শ্রীযুত কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে সুদামা বিপ্রের উপাখ্যান আধ্যাত্মিক পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভক্তের ভগবদ্বশীকারিত্ব এবং ভগবানের ভক্তবশ্যত্ব-সম্বন্ধে নানাপ্রকার শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করেন।

গত ১৬ই মে খড়্গপুরের নিকট গোপালীনামক স্থানে শ্রীযুত শ্রীপতিনাথ কর মহাশয়ের ভবনে শ্রীমহাপ্রভুর একাদশশত হইতে উদ্ধবের প্রশ্নানুসারে "বহু শ্রেয়ের মধ্যে শ্রেয়ঃ-সার কি" বিষয় আলোচনা করেন। এই দিবস তথায় অনেক যোগী নামধারী উপস্থিত ছিলেন। শুদ্ধ-ভক্তির কথা আলোচনা হইতে দেখিয়া তিনি পরদিবস প্রাতেই তথা হইতে প্রস্থান করেন (যদিও গৃহস্বামী তাঁহাকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন) প্রকৃত মঙ্গলের কথা বিশেষভাবে বিচারিত হইলেও পাপে মলিনচিত্ত ব্যক্তির কর্ণে তাহা প্রবেশ করে না।

গত ১৭ই মে উক্ত স্থানে গীতার ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কথা বিভিন্ন শাস্ত্র-যুক্তিমূলে খণ্ডন করা হয়।

চয়ন

['অমৃতবাজার পত্রিকা ১৪ই মে শুক্রবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

GAUDIYA MISSION

PANDIT EXPLAINS ITS SIGNIFICANCE TO GOVERNOR'

PURI, May 12.

Pandit A. C. Banerjee, Secretary, Shree Viswa Vaishnava Raj Sabha, had the honour of an interview this morning with His Excellency Sir John Austin Hubbock, K. C. S. I., I. C. S, Governor of Orissa and in the course of his conversation with him he mentioned the activities of the Gaudiya Mission in India and abroad with a short sketch of the life and precepts of His Divine Grace paramahamsa Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, President of Shree Viswa Vaishnava Raj Sabha. He further added: "The Mission is out and out religious and its principle is purely based on Divine Love which is the final object of spiritual existence of all human beings. Religion in its true sense of faith in the Absolute and practice thereof up to its consummation cannot be the birthright of a few selected classes of people. It is open to all classes of people irrespective of their caste, creed, sex, age or social status. It also believes in the personality of Godhead.

"Out of the three thoughts Karma, Jnana and Bhakti, devotion is of surpassing excellence, as in both the process of the elevationists and salvationists we being very busy for attainment of pleasures for ourselves, deprive the Absolute of having our services for him. Hence they should be rejected owing to the paradox on that the impulse towards pleasure, if too much prevalent, defeats its own aim".

His Excellency admitted that love can have no place unless we accept God as an eternal spiritual blissful personality and was further delighted to know the various devotional activities of the Mission.

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫০শে বৈশাখ, ১৩৪০; ১২ই জুলাই, ১৯৩৩ | ৪৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বালিয়াটী গদাই-গৌরাঙ্গমঠ

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বালিয়াটী গ্রাম। শুনা যায়, এই গ্রামে এককালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনা হইয়াছে। এই গ্রামের অধিবাসি-গণের অধিকাংশই বংশ-পরম্পরায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রামের অধিবাসিগণ বিশেষ ধনাঢ্য-মানী এবং বংশ-পারম্পর্য্য-বিশ্বাসানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন; কিন্তু প্রকৃত আচারবান্ বৈষ্ণবাচার্য্য ও প্রামাণিক প্রচারের অভাবে মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের সন্ধান হইতে তাঁহারাও বিচ্যুত হইয়াছিলেন। বঙ্গের সর্ব্বত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ যে অন্তঃসারহীন অবস্থা হইয়াছে, বঙ্গের সমৃদ্ধ পল্লী বালিয়াটীও সেই অবস্থাই বরণ করিয়া লইয়াছিল। ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী অনাচারী তথাকথিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ যাঁহারা অর্থের লোভে ধনকুবের শিষ্যগণকে (?) সদাচারের উপদেশ দিতে ভীত ও কুণ্ঠিত থাকিয়া নিজ-নিজ অপ-স্বার্থ পূরণের চেষ্টাই করিতেন। বঙ্গের অন্যান্য গ্রাম ও নগরের ন্যায় উক্ত গ্রামেও গতানুগতিক মতে হরিসভা প্রভৃতির অসদ্ভাব ছিল না, কিন্তু সকল বিচার হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা দেখাইয়া উক্ত গ্রামের সজ্জন অধিবাসিগণ ১৩৩০ সালের ফাল্গুনমাসে তথায় এক 'হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য যে, এই সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবার্ত্তা ভারতের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে বিঘোষিত হইতেছিল। এই গ্রামের ধনাঢ্যবর্গ ধর্ম্মপ্রাণ

ভক্তিসহায়ের মধ্যে কতিপয় অতি সুকৃতিশালী মহাত্মা-সন্মিলনের ফলে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভুবনপাবনী বাণী প্রবিষ্ট হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, 'হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা' যদি অকৃত্রিম হরিভক্তি প্রদান না করিয়া জড়ভক্তি (?) বা মায়িকভক্তি (?) প্রদান করেন, তাহা হইলে 'হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা'র "সাইন বোর্ড" নাম লোককে কেবল বঞ্চিত ও বিপথগামী করিবে। তাঁহাদেরই একান্ত প্রার্থনায় বাঙ্গালা ১৩৩২ সালে প্রকৃত হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা সম্প্রকাশের জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধভক্তগণের আগরতলা স্থায় একটি শুদ্ধভক্তি-প্রচার-প্রতিষ্ঠান উদ্ভূত হয়। ১৩৩৩ সালে উক্ত গ্রামের পরম সুকৃতিশালী স্বনাম-ধন্য ধর্মপ্রাণ জমিদার শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী ও তদনুজ মধুনা পরলোকগত রেবতীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের একান্ত আগ্রহে সেই স্থানে শ্রীগৌরাই-গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের সেবা-প্রকাশের জন্য গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নেতৃত্বে ১৩৩৩ সালের ৩রা কার্ত্তিক শ্রীগৌরাই-গৌরাঙ্গ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত হন এবং তাহা শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠরূপে "শ্রীগৌরাই-গৌরাঙ্গমঠ" নামে অভিহিত হন। বাঙ্গালা ১৩৩৫ সালে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টিগণের হস্তে উক্ত মঠ ও তাহার সম্পূর্ণ সেবাভার নির্ব্বিঘ্নে সমর্পিত হয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ মহোদয় ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা ননীবালা রায় চৌধুরাণী শ্রীশ্রীগৌরাই-গৌরাঙ্গের সেবার অধিকতর ঔজ্জ্বল্য বিধানের জন্য একটি নূতন সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও তথায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-প্রকাশের জন্য গৌড়জন প্রিয় ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভক্তিপ্রকাশ জমিদারবর্গের একান্ত প্রার্থনায় গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বালিয়াটীতে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ মহোদয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ঐ নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের করকমলে নির্ব্বিঘ্নে সমর্পণ করিয়াছেন। 'গৌড়ীয়'-পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, বালিয়াটীর বদান্য জমিদার শ্রেষ্ঠাগ্র্য শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের জমির অর্থানুকূল্য এবং তাঁহার পরমা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাধাকুণ্ডেশ্বরী রায় চৌধুরাণী তথায় এক বিরাট্ হরিকথা-কীর্ত্তনস্থলী নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠাগ্র্য মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন, শ্রীযুক্ত ষোড়শীমোহন, শ্রীযুক্ত মুকুন্দমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় পিতৃদেবের মনোহভীষ্টের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। ভক্তিপ্রকাশ মহোদয় ও পরলোকগত পরমভাগবত রেবতীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ত্রয় ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের অন্যতমা শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের অর্থানুকূল্য করিয়াছেন। বালিয়াটীর সজ্জনবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদকে একটি 'অভিনন্দনপত্র' প্রদান করিয়া আচার্য্যচরণে তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতে শুদ্ধভক্তিস্রোত

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের (১৩৩৩) 'উদ্বোধন' নামক একখানি মাসিক পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমান-বিহারী মজুমদার এম্-এ, পি, আর, এস্, "শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনার তিনটি ধারা" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যাঁহারা ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। রাজা রামমোহন রায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে শিক্ষিত সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। খৃষ্টান মিশনারীরা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দুর্নীতির ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন" এবং আধুনিক যুগেও অনেক 'সুপণ্ডিত' (?) এবং 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি' (?) চৈতন্যদেব ও তাঁহার বড় ভাই বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণের সম্বন্ধে নানারূপ কটাক্ষ করিয়াছেন। বিমানবাবু আরও বলিতে চাহেন যে, "শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালার 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' হওয়ায় রাজা রামমোহন বৈষ্ণব-বিরোধী হইলেও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে চৈতন্যের প্রভাব পড়িতে দেরী হয় নাই। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম ভজন-প্রণালীর

মধ্যেও শ্রীচৈতন্যের সেবা-করতালের আবাহনী হইয়াছিল এবং কেশবচন্দ্র যীশু ও বুদ্ধের সহিত শ্রীচৈতন্যের নাম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কাহারও কাহারও 'ভক্তিবাদ' প্রচারের ফলেও শ্রীচৈতন্যের প্রতি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের শ্রদ্ধাভক্তি জন্মিয়াছিল। বিমান বাবু বলিয়াছেন,—ইহাদের পরে শিশির বাবু ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রবল অনুরাগের সহিত প্রচারকার্য্য চালাইলেন। ফলে শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবের আখড়া ও গোস্বামীর মন্দির হইতে আসিয়া কলিকাতার প্রাসাদোপম অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন।" রাজা রামমোহন রায় বা খৃষ্টান মিশনারিগণ বা বিমান বাবুর অন্যান্য 'সুপণ্ডিত' ও 'শ্রেষ্ঠ' ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রকৃত ধর্ম্মের স্বরূপ না জানিয়া অচৈতন্যবাদ-মূলক যে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্মকে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম মনে করিয়া উহাকে হেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ করা বিমান বাবুর ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য।

'শ্রীচৈতন্যবিদ্বেষীরা' যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহা উদ্ধার মাত্র করিলে লোকের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল হইবে না। ভক্তি কোন 'বাদ'-বিশেষ নহে। 'ভক্তি'কে 'বাদ' বা 'মতবাদ'-শ্রেণীর অন্তর্গত করিলে তাহার বিবাদিপক্ষ বা তাহার সমকক্ষ অন্যান্য মতবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। বস্তুতঃ ভক্তি নিরপেক্ষ, তাহার সমান বা তাহা হইতে বড় কিছুই নাই—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যের কথা। বিমান বাবু 'ভক্তিবাদ' প্রচারকারী যে সকল লোকের নাম করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিকে 'বাদ' মনে করিয়াই পাঁচমিশালী বিদ্ধভক্তি বা মিশ্রভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। অদ্বৈত প্রভুর বংশধর মহোদয় যোগমিশ্রিত 'বিদ্ধভক্তিবাদ', কেশববাবু প্রকৃতিবাদ-বিচারপর পাঁচমিশালী' বিদ্ধবাদ এবং অন্যান্য কতকজন 'কর্ত্তাভজা'-বাদ, 'সখীভেকী'বাদ ও 'সহজিয়া'বাদ প্রভৃতিকে বৈষ্ণব-সাধন-ভজন মনে করিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ-বিচার-পর সর্ব্বসমন্বয় ব্রহ্মবাদ ও অন্যাভিলাষময়ী অভক্তিকেই 'ভক্তি'-আখ্যারূপে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঐ সকল 'অন্যাভিলাষ'-'কর্ম্ম'-'জ্ঞান'-'যোগ'-বিদ্ধা ও পাঁচমিশালী চিজ্জড়সমন্বয়কারিণী বিদ্ধাভক্তির প্রচার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া উনবিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত ঐকান্তিকী শুদ্ধভক্তি পুনঃ প্রচার করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তির স্রোত পুনঃ-প্রবাহিত করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৩৮ সালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবার প্রায় ২০।২৫ বৎসর পরে পরমোৎসাহী শিশির বাবু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচার-কার্য্যের প্রতি যাবতীয় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিশির বাবুর ভাষার সরল ও স্বচ্ছন্দগতি তাঁহার অমিয়-নিমাইচরিতকে সাধারণ লোকের নিকট চিরপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছে, যদিও তত্ত্বজ্ঞ আনুদর্শী নিরপেক্ষ বিচারকগণ তাহাতে অনেক তত্ত্ব-বিরোধ, ভাব-বিরোধ ও বিচার-বিরোধ লক্ষ্য করেন। সমসাময়িক কোন জীবনচরিত-লেখক লিখিয়াছেন,—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত 'ভাগবতসিদ্ধি'—যাহা বাঙ্গালা ১২৭৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া শিশির বাবুর বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি সর্ব্বপ্রথমে আগ্রহ হয়, ইহা শিশির বাবু মুক্তকণ্ঠে বলিতেন। "খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে ধর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই ও মালাতিলকাদি সদাচার-গ্রহণের একান্ত আবশ্যকতা নাই"—শিশির বাবুর এই সকল বিচার ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বীকার করিতেন না এবং তজ্জন্য 'কল্যাণকল্পতরু'তে একটি গানও রচনা করিয়াছিলেন। অজ্ঞাতিনাম, মায়াবাদ, শিওনস্কির রূপকবাদ বা আধ্যাত্মিকবাদ প্রভৃতি মিশ্রিত বিদ্ধভক্তি বা মহামায়ী প্রভৃতি জাগতিক অসুবিধা নিবারণের জন্য সঙ্কীর্ত্তনের দল গঠন প্রভৃতিকে হরিভক্তির কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পত্নী থাকা-কালে শিশির বাবু ঠাকুরের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেন এবং হরিভক্তি ও মহাপ্রভুসম্বন্ধে অনেক কথা তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে জানিয়াছিলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শিশির বাবু পূজ্যবুদ্ধি করিতেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শিশিরবাবুকে অনুজের ন্যায় আদর করিতেন। শিশিরবাবু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীনামের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়া হরিনামের মালায় মহামন্ত্র জপ করিতে থাকেন; কিন্তু তিনি মালার ঝুলি ব্যবহার বা কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করেন

নাই যে সময় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "সজ্জন-তোষণী" পত্রিকার প্রচার বন্ধ ছিল, সেই সময় শিশিরবাবুর "বিষ্ণু-প্রিয়া" পত্রিকার প্রকাশ হইয়াছিল। শিশিরবাবুর প্রার্থনায় কিছুদিন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় "বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা"র যুগ্ম-সম্পাদক হন। শিশির বাবু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা কলিকাতার "ওরিয়েন্টাল সেমিনারি", "মেট্রিকলেজ", "হার থিয়েটার" প্রভৃতি সাধারণ স্থানে একটি পাঁচালি সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করাইয়াছিলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শিশিরবাবু একটি প্রস্তাব করেন যে, "বৈষ্ণবগণ যাহাতে একস্থানে অবস্থান করিতে পারেন, তজ্জন্য কলিকাতায় একটি সৌধ নির্মাণ করা হউক।"

সমসাময়িক চরিত্রলেখকের উক্ত বিবরণ-মধ্যে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা-প্রচারের একটি নিভীক নির্ভুল ইতিহাস পাইয়া থাকি। ইহা ভক্তিবিনোদঠাকুরের প্রচারের ফলে শিশিরকুমারের ন্যায় ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত তদানীন্তন যুবকও শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ রাইচরণ—যিনি পরে 'ভক্তদাস বাবাজী' নামে খ্যাত হন, তিনিও ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অগ্রণী পুরাবৃত্তিতে ঠাকুরের নিকট বৈষ্ণবধর্মের কথা শ্রবণ করিতে আসিতেন। তবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নির্ভুল ভাবে একমাত্র রূপানুগ শুদ্ধভক্তিধারা-অবলম্বনে ভক্তিকথা জগতে প্রচার করায় তাঁহার স্বতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্ধভক্তি-পথের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ ও স্বয়ং নিজের আদর্শের মধ্যে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত করিয়া শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনঃ প্রবাহিত করেন। 'ভগবান্' গ্রন্থপ্রণেতা ও 'ভগবদ্ভক্তি' পত্রিকার সম্পাদক রায়চন্দ্র দত্ত এম্, সি, এস্ মহাশয় তাঁহার শুরুদেবের কথাও মতবাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচার আরম্ভ করিবার পরবর্ত্তিকালে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার ১১১ হইতে ১১৩ পৃষ্ঠায় রায়চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শুরুদেবের মতবাদের সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে তিনি রায়চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শুরুদেবের উপদেশ-কথিত সর্ব্বসমন্বয়বাদ যে প্রকৃত ভাগবতধর্ম্মের বা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছে, ইহা প্রদর্শন করেন। অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত-সমাজকে যদি কেহ প্রকৃত শ্রীচৈতন্যদেবের কথা দান করিয়া থাকেন এবং পাঁচমিশালী বিদ্ধভক্তির কথা না বলিয়া শুদ্ধভক্তির কথা পূর্ণ আচারের সহিত প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেখানে নিরপেক্ষভাবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকেই মূল পুরুষ বলিয়া নির্ণয় করিতে হয়। বিমানবাবুর ন্যায় শিক্ষিত এবং বিশেষ অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞজন ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে এই সকল ইতিহাস অনুসন্ধান করুন —ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

"তেত্রিশকোটি মানবের তেত্রিশকোটি দেবতা"?

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৫৩) তারিখের দৈনিক বসুমতীতে "বাঁকুড়া-রায়" প্রবন্ধে শ্রীবলাই শর্ম্মা লিখিয়াছেন,—"হিন্দুর সিদ্ধান্ত—দেবতা ও দেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। উত্তর কালে এই মতেরই পোষকতাস্বরূপে মহাপুরুষের মুখে উক্ত হইয়াছে—'যত মত তত পথ'। দেব দেবী তেত্রিশকোটি কেন, মনুষ্যসংখ্যা, এমন কি, জীবসংখ্যার পরিমাণ অনুসারেই দেবদেবীর সংখ্যা নিরূপিত হয়।"

যে সময় ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা তেত্রিশকোটি ছিল, বোধ হয়, সেই সময়ই প্রত্যেকের রুচির ছাঁচে তেত্রিশকোটি দেবতা গঠিত হইয়া'ছল। ইংরাজী ১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮ পঁয়ত্রিশকোটি আটাশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার সাতশত আটাত্তর; কিন্তু ইহারা সকলেই হিন্দু নহে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ২০,৯১,৯৫,০০০ তেইশ কোটি একানব্বই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার। হিন্দুনামে পরিচয়-প্রদানকারীও এমন অনেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও লোক আছেন—যাঁহারা দেবদেবী আদৌ স্বীকার করেন না। আর্য্য-সমাজী বা ব্রাহ্ম-সমাজের ব্যক্তিগণ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহারা ঐসকল দেবদেবী মানেন না। তবে তাঁহারাও তাঁহাদের স্বাধীন রুচি-অনুযায়ী যে সকল জড়াকারের রূপ কল্পনা করিতে বাধ্য হন, তাহাও এক প্রকার দেবদেবী বটে।

* বাঙ্গালা ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদকতায় এই পারমার্থিক মাসিক পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়।

পূর্ব্বোক্ত দেবতের কথানুসারে মনুষ্য-সংখ্যার, এমন কি, জীব-সংখ্যার পরিমাণানুসারে যদি প্রত্যেকের জন্য এক একটি দেবতা সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই সকল দেবতার গতি কি? দেবতা কি জীবের সৃষ্ট বস্তু? আরাধ্যবস্তু কি আরাধকের সৃষ্ট? কিন্তু সনাতন শাস্ত্র ত' সর্ব্বত্রই বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরই চরাচর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রত্যেকেই যদি তাহার নিজের ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তা বা জনক হয়, তাহা হইলে সেইরূপ দেবতা বা ঈশ্বর কি চেতন, না জড়পদার্থ? ঈশ্বরাধীন পরমেশ্বর কি মায়াবশ জীবের রুচির কারখানার প্রস্তুত দ্রব্যবিশেষ? অচলজীবের কথা ছাড়িয়াই দিই, কেবল মনুষ্যের সংখ্যানুসারে যদি দেবদেবীর সংখ্যা নিরূপিত হয়, তাহা হইলে এখন মনুষ্যও ত' পৃথিবীতে আছে—যে বা যাহারা অগম্যা গমন করে, চাকাতি করে, পরদ্রব্য হরণ করে, মদ্য-মাংসাদি ভক্ষণ করে, গোপনে ব্যভিচার করে, তাহাদের মতও যে এক একটি পথ হইয়া দাঁড়ায়! এবং সেই পথেও তাহারা তাহাদের মতানুযায়ী অগম্যাগমনে ভক্তিপ্রদায়িনী, মদ্যভাণ্ড নিবেদনকারিণী বা মদ্য-মাংস-মৈথুনাদিতে প্রীতিদায়িনী দেবতার পূজা করিয়া পরমনিষ্ঠাবান্ নিষ্কপট সাধুর পূর্ব্বেই পৌঁছিতে পারে! পশুর পশুত্বের রুচির দেবতা যদি 'পরমেশ্বর' ও পশুত্বরূপ রুচিটি যদি একটি মত বা পথ হয়, তাহা হইলে শাংকরী, ভাগবী, গাণপতী প্রভৃতি পরমেশ্বর-প্রাপ্তির এক একটি মত বা পথ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গীতার (৭।২৩) "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্" বাক্যেরই বা সার্থকতা কি থাকে?

মনুষ্য-সংখ্যা ও জীব-সংখ্যার পরিমাণানুসারে তাহাদের রুচির ছাঁচে গড়া দেবতা ঐ সকল বদ্ধমানব, বদ্ধপশু, বদ্ধপক্ষী, বদ্ধসরীসৃপ বা বদ্ধজীবজগতের ভোগের যোগানদার ধাত্রাদিবিশেষ। সুবিধাবাদী ব্যক্তিগণ ঐরূপ প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দেবতা কল্পনা করিয়া দেবতার নিকট হইতে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-মোক্ষের এক একটি পথ করিয়া লইয়াছে এবং মোক্ষণ-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐসকল দেবতাকে নিজগাপোলে পাঠাইয়া বা তর্পণ করিয়া, হত্যা করিয়া, কিংবা সাগরে বিসর্জ্জন দিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ একাকার করিবার এক মতলব আঁটিয়াছে। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব, কিংবা গৌড়ীয়-আচার্য্যগণ কেহই এইরূপ "যত মত তত পথ"-রূপ লোকবঞ্চনাকারী মতকে কোনরূপে স্বীকার করেন নাই।

"যত মত তত পথ"—এই মত প্রচারেরই বা আবশ্যকতা কি? আর ইহার প্রচারকারীই বা অভিনব কি প্রচার করিয়া জগতের উপকার করিলেন? পশু পশুর দেবতা ও পশুর মত লইয়া থাকুক, চোর চোরের দেবতা ও চোরের মত লইয়া থাকুক, সাধু সাধুর দেবতা ও সাধুর মত লইয়া থাকুক,—সকলের দেবতাই এক, আর এই সকল মতে ও সকল পথে চলিয়া সকলেই এক জায়গায় যাইবে!! এই কথা প্রচার না করিলেও ত' যে যাহার মত লইয়া থাকিত ও সেই মতই লাভ করিত। মহাপুরুষেরা জগতে আসেন জীবকে বিপথ ও কুপথ হইতে উদ্ধার করিয়া সৎপথ জানাইয়া দিতে, কিন্তু বিপথ ও কুপথও পথ-মত এবং সেই পথে গেলেও প্রকৃত গন্তব্যস্থানে যাওয়া যায়, পশ্চিম-দিকে ক্রমাগত চলিতে থাকিলেও পশ্চিমরা পূর্ব্বদিকেই অগ্রসর হওয়া যায়—এরূপ মত কোন 'মহাপুরুষের' মত বলিয়া এযাবৎ শাস্ত্রে বা আদর্শে পাওয়া যায় নাই, তবে এইমত সুবিধাবাদী জগতের অর্থাৎ যাহারা প্রকৃত পরমেশ্বরের সন্ধান না করিয়া "তুমি খাও খাও, তুমিও ভাল, আমি মদ খাই, আমিও ভাল; কারণ তোমার খাও খাওয়া খারাপ—এই সত্য কথা বলিলে তুমি আমার মদ খাওয়ার প্রতিবাদ করিবে; অতএব উভয়ের মধ্যে একটা রফাদফা করিয়া আমাদের সুবিধা সংগ্রহ করিয়া লই"—এইরূপ চিত্ত-বৃত্তিরই পরিচায়ক।

ভাগবতধর্ম্ম বলেন—সকল মহাপুরুষের শিরোমণি শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—সকল দেবতা, সকল মানব, সকল পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, লতা—এক কথায় সকল-জীব-জগতের একমাত্র আরাধ্য ভগবান্ বিষ্ণু। তিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জগতের অন্তর্যামিরূপে, পরমেশ্বররূপে, বৈভবরূপে, অর্চ্চারূপে ও ধ্যেয়রূপে বর্ত্তমান। তিনি কাহারও কল্পিত বা সৃষ্টবস্তু নহেন। তাঁহার নিজস্ব নিত্যস্বরূপ আছে, সেই নিজস্ব স্বরূপকে তিনি জীবের [illegible]ভাবের তারতম্যানুসারে প্রকাশ করিয়া থাকেন মাত্রিকের কল্পিত দেবতা (বা ভোগ্য ধাত্রাদিবিশেষ), পশুর রুচির কল্পিত দেবতা, আর নিষ্কপট সাধুর সেবোন্মুখী আত্মবৃত্তিতে স্ব-প্রকাশিত দেবতা কখনই একবস্তু হইতে পারে না। জীবের

করিত হয়—অভ্রান্ত ; আর পূর্বতন চেতন যখন আপনাকে প্রকাশিত করেন, তখন তাঁহার সেই স্বপ্রকাশিত স্বরূপ পূর্বতন চেতনস্বরূপ। সেই স্বরূপের সেবায় অগ্রসর হইলেই প্রত্যেক জীবের নিত্যমঙ্গল সম্ভব।

অনেকেই মনে করেন,—"যত মত তত পথ"—এই মত-সাম্যের ধর্ম-জগতে যে পরস্পর উক্তাবক্তি, বাদানুবাদ ও সংঘর্ষ ছিল, তাহার সমাধান হইয়াছে ও ভবিষ্যতে আরও হইবে। অসৎ গোঁড়ামী বা ধর্মোন্মত্ততা দ্বারা পরস্পর বাদ-বিসম্বাদ, মারামারি, কাটাকাটি দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সত্যকে বলি দিয়া আপাতিক সংঘর্ষ সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করিবার যে আকাশকুসুম রচিত হয়, সমগ্র মানবজাতিকে বাস্তিকতার যূপকাষ্ঠে তুলিয়া দেওয়া হয় এবং অসত্যার্থ-পরতা হইতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কদাগ্রহাত্মিকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা আমরা সকলেই আপাত-সমন্বয়ের মোহে পতিত হইয়া দেখিতে পাই না। বর্তমান যুগে সমন্বয়বাদের বহুল প্রচারসত্ত্বেও আত্মম্ভরিতা ও প্রাদেশিকতা সমর্থনের ছলে কিরূপ কদাগ্রহাত্মিকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ; অধিক কি, দুএকবৎসর পূর্বে সংবাদপত্রের বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সমন্বয়বাদিগণের মূল আখড়াতেই পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হইয়া আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। সমন্বয়বাদের "যত মত তত পথ" তাঁহাদেরই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীন মতকে সমর্থন করিতে পারে নাই। জগতে ভিন্ন ভিন্ন অপস্বার্থ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। একমাত্র এক অদ্বিতীয় বস্তুর অদ্বিতীয় সেবায় সকলে একমত না হইলে, তাহাতে বহু মত বা ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ থাকিলেই বাদ-বিসম্বাদ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবে। রাজনীতিকুশল আকবর "দীন-ই-ইলাহী" নামক এক ধর্ম প্রবর্তন করিয়া হিন্দু, জৈন, পার্শিক, মুসলমান ও খৃষ্টধর্মের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; উহার মূলে কেবল রাজনৈতিক সুবিধাবাদ-সঙ্কল্পের উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। চরমে নির্বিশেষবাদেই যাঁহারা শেষকথা বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা যুগে যুগে এইরূপ তথাকথিত সমন্বয়ের নামে বাস্তব-সত্যধর্মকে আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রচার কিছু নূতন নহে।

ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২১শে চৈত্র (১৩৪০), ৪ঠা জুন ১৯৩৪) গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ২৭ জন ভক্তের সহিত কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে বালিয়াটী যাইবার পথে নারায়ণগঞ্জ হইয়া ঢাকায় অবতরণ করেন। নারায়ণগঞ্জের অধিবাসী ও সজ্জনবৃন্দ গৌড়ীয়াচার্যকে সম্বর্দ্ধনা করেন। নারায়ণগঞ্জের বিখ্যাত-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার এম্-এল্-সি গোরালন্দ-ষ্টীমারে আচার্যের অভ্যর্থনে সচন্দন-পুষ্পমালিকা প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জের কতিপয় সজ্জন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিও আচার্যকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। ষ্টীমার-'ঘেট' হইতে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ পর্য্যন্ত তোরণ, আম্র-পল্লব ও নারিকেল-শোভিত পূর্ণকুম্ভ, কদলীবৃক্ষ, বিচিত্রবর্ণের পতাকারাজি-দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। প্রত্যেক তোরণের ললাটদেশে 'গৌড়ীয়াচার্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাগমনে'—এইরূপ কথা অঙ্কিত ছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা-মেলে অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকার সময় ঢাকা ষ্টেশনে পৌঁছিলে উৎকণ্ঠিত ঢাকাবাসি-সজ্জনবৃন্দ আচার্যকে স্ব-স্ব ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলির সহিত অভ্যর্থনা ও পূজা করিয়াছিলেন। ঢাকা-ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ সঙ্কীর্তনসঙ্ঘ, পুষ্পমালিকা ও বিবিধ উপায়ন-হস্তে অপেক্ষা-কারী সজ্জনবৃন্দের অপূর্ব শোভায় শোভিত এবং সমবেত জনসাধারণের কীর্তন ও জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল।

নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা-ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন-সমূহেও ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দ আচার্য-চরণ-দর্শন-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং বিভিন্ন উপায়নের সহিত পূজা করিয়াছিলেন।

ঢাকা-ষ্টেশনে ঢাকা-মেল উপস্থিত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ আচার্য-পাদপদ্মে উপস্থিত

হইয়া প্রণত হন। শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় পুষ্পমালিকা-দ্বারা আচার্য্য-সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সমবেত সজ্জনবৃন্দ প্রভুপাদের ট্রেণ এতপভাবে ঘিরিয়া দাঁড়ান যে তাহাতে এক বিপুল জনতার সৃষ্টি করে। পরে শ্রীল প্রভুপাদ গাড়ী হইতে প্লাট্‌ফরমে অবতরণ করিলে একে একে বহু সজ্জনব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান করিয়া শ্রীচরণ বন্দনা করিতে থাকেন। প্রভুপাদের গলদেশস্থ পুষ্পমালিকা স্তূপাকারে শিরোদেশ পর্য্যন্ত শোভা পাইতেছিল। ঢাকা-মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস গৌড়ীয়াচার্য্যকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁহার মোটরযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই যানে আরোহণ করিয়া বিরাট্ নগরকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও উৎকণ্ঠিত জনতার সঙ্গে ও মধ্যে শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ মহাশয়ের পুরাণাপল্টনস্থিত ভবনে শুভবিজয় করেন: এখানে বলা আবশ্যক যে, গত বৎসর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি-স্থাপনকালে শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকায় শুভবিজয় করিলে সুপতিবাবুর আগ্রহাতিশয্যে তাঁহারই ভবনে শ্রীল প্রভুপাদ অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই হরিকথা-জাহ্নবীর বন্যায় একবার স্নান লাভ করিয়া সজ্জনবর সুপতিবাবু যে অভিমর্ত্ত্য পবিত্রতা ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পুনর্বার প্রাপ্তির লোভেই এবারও শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহার ভবনে অবস্থানের জন্য পুনঃ পুনঃ সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত আর্ত্তিপূর্ণ প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র আচার্য্যবর্য্য সুপতিবাবুর ভবনেই অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতে সম্মত হন। ঢাকার সমস্ত সজ্জন, শিক্ষিত ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে প্রভুপাদের বাণী-শ্রবণের জন্য আহ্বান করিয়া সুপতিবাবু এক নিমন্ত্রণ-পত্র বিতরণ করিয়াছেন। আচার্য্যের আগমনোপলক্ষে সুপতিবাবু তাঁহার ভবনকে নানাবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যে ও সুসজ্জায় সজ্জিত করিয়াছেন।

সুপণ্ডিত ভক্ত, সজ্জন ও সাধারণ লোক আচার্য্যকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য ঢাকা-ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, নিম্নে মাত্র কএকটি নাম প্রদত্ত হইল—

অবসরপ্রাপ্ত সব্‌জজ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী; জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বসু এম্-এ; শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্; ময়মনসিংহে আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্-এ, বি-এল্; জমিদার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী বারদীর জমিদার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র নাগ; ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বসু; ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রকুমার গুহ, সহকারী পাবলিক্ প্রসিকিউটার শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্; মনোমোহন থিয়েটরের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন দে ভক্তিভূষণ; ঢাকা-প্রকাশের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে কৃতিকোবিদ; শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বণিক (মার্চ্চেণ্ট); শ্রীযুক্ত বিনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেন প্রভৃতি।

সমার্থ শ্রীল প্রভুপাদ অপরাহ্ণ ৫। ঘটিকায় শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তথায়ও একটি তোরণ রচিত হইয়াছিল।

রাত্রে শ্রীল প্রভুপাদ সমবেত ঢাকাবাসি-সজ্জনবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদের আদেশে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'গুরুদেব মম নিবেদন শুন'—এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন; পরে প্রভুপাদ 'বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন' —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীটি অবলম্বন করিয়া সম্বন্ধতত্ত্বাত্মক 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা করেন। পূর্ণতত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহা কি কি প্রকারে বোধযুক্ত হয়, তাহা বিবৃত করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানের বিচার কীর্ত্তন করেন। সত্যবস্তুই পরমবস্তু, সেই পরমবস্তু —"নিত্যানুশীলন-তত্ত্ব"। "Theory of Adjustment"এর দ্বারাই পূর্ণদর্শন সম্ভব। যাঁহারা অধোক্ষজ জগন্নাথ বা বিষ্ণুশক্তির অনুসন্ধান না করিয়া জগতের ও বিশ্বের অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তাঁহারাই সর্ব্বসমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন। জগতে ভোগ ও ত্যাগ—এই দুই প্রকার মতবাদ আছে। এই উভয়কে নিয়মিত করিতে হইবে ভাগবতের সিদ্ধান্ত বা শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র-দ্বারা।

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমৎ বাসুদেব প্রভু 'কেবল ভুমা জগত বিচিত্র'—এই পদটি কীর্ত্তন করেন।

'আমরা কেন বিষ্ণু-উপাসনা করিব না?'—'কেন বিশ্ববাসীর হাড়মাংসের উপাসনা করিব না'—'কেন জগৎ ভোগ বা জগৎ ত্যাগ করিব না', তদ্বিষয় শ্রীল প্রভুপাদ বহু যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা বুঝাইয়া দেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ 'ঘটে ঘটে ঈশ্বর আছেন'—এই উক্তির মধ্যে 'ঘট' 'ঈশ্বরত্ব' নহে, 'আম'টা 'চিঠি' নহে, 'শিশি' 'ঔষধ' নহে, 'জগৎ' 'জগন্নাথ' নহে, ইহা যুক্তিমূলে বর্ণন করেন। আধুনিক-কালে ভাগবতের পরিভাষার অবৈধ অনুকরণে যেই 'ভক্তগণ', 'হরিজন', 'হরিদ্রনারায়ণ' প্রভৃতি শব্দ ও উহাদের তাৎপর্য্য কিরূপ ভাগবতসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, তাহাও প্রসঙ্গক্রমে বিচার হইয়াছিল।

রাত্রে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন গোস্বামী এম্-এল্-সি, শ্রীযুক্ত কেশবকুমার বসু, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর নাগ, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বসু, শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র ঘোষ (অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর অব্ পুলিশ), রায় সাহেব তারানাথ রায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল (অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর অব্ পুলিশ), শ্রীশ্রীশচন্দ্র পাল (অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রমোহন ঘোষ, জমিদার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ, জমিদার শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন গুহ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার গুহ, শ্রীযুক্ত সীতানাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ৮ই জুন প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীনামতত্ত্ব', 'পাঁচের অনুসঙ্গ', 'মহান্তগুরু গ্রহণ', 'যেষাং স এব ভগবান্' এই ভাগবতীয় শ্লোকটি এবং 'তাতলসৈকতে বারিবিন্দু সম' বিদ্যাপতির এই পদটির বিশদ ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিসুধাকর মহোদয় ঐ পদটি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ঐ দিবস (৮।৬।৩৮) অপরাহ্ণ ৩৯ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ ৩নং কাপুড়িয়া লেনস্থিত বিদ্যালয়ে শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভু-প্রমুখ প্রায় ৩০ জন ভক্তসমভিব্যাহারে শুভবিজয় করেন। প্রভুপাদ আসন গ্রহণ করিলে উক্ত গৃহস্থিত ভক্তগণ বিবিধ মাঙ্গলিক উপকরণ-দ্বারা আচার্য্য-পাদপদ্ম বন্দন ও অর্চ্চন করিয়া তাঁহাদের স্বরচিত 'ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি' নামক পত্রটি-দ্বারা প্রভুপাদের পাদপদ্মকে অভিনন্দিত করেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ঐ পত্রটি (স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য) পাঠ করিয়া প্রভুপাদের চরণে অর্পণ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু "যশোমতী-নন্দন ব্রজবরনাগর" এবং শ্রীপাদ ষড়ভুজ প্রভু "ধরাদি নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচরে আমার মন" এই ঔচিত্য কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে সমবেত ভক্তগণ বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীযুক্ত সুপতি বাবুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যার পর সুপতিবাবু তাঁহার গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে একটি সভার আয়োজন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সভায় বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সুপতি বাবু তাঁহার গৃহের বহির্ভাটী, গৃহ-দ্বার ও সভাস্থল বিচিত্র-বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত করিয়া আচার্য্যপাদপদ্ম-বিজয়-জন্য তাঁহার হৃদয়ের যে আনন্দোৎসব বাহিরেও ব্যক্ত করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে ভক্তগণ-হৃদয়ে স্বতঃই "যে দিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়"—এই মহাজনবাক্যের তাৎপর্য্য অনুক্ষণ স্ফুরিত হইতেছিল।

আগামী ৫ই আষাঢ়, ১৯শে জুন (১৯৩৬), শুক্রবার পুরী-শ্রীপুরুষোত্তমমঠে এবং মল্লীয়া-গোস্তমঘ শ্রীশ্যামসুন্দরজীউতে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইবে। সজ্জন সাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক অকৃপকৃপানুগবর পরমহংস পরিব্রাজক
চিদ্‌বিলাস আচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁবিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে
শুভবিজয়োপলক্ষে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

পরমারাধ্য পতিতপাবন প্রভুপাদ !

উৎকলে শতাহব্যাপী হরিকীর্ত্তন-ব্রতোৎসব, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, গদাধর ও ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসবের প্রাক্কালে আপনার প্রভুর ও তদনুসরণে আপনার কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র হইতে এই গণ্ডগ্রামে আপনার শুভপদার্পণ সত্য সত্যই আজ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আমরা আপনার অহৈতুকী পতিতপাবনী কৃপারই অভূতপূর্ব্ব সাক্ষ্য পাইয়াছি।

হে গৌরজন ! যে গদাধর প্রভু ক্ষেত্রসন্ন্যাসরূপ ধাম-বাসের প্রতিজ্ঞা, এমন কি, গোপীনাথ-সেবাব্রত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া বলিয়াছিলেন,—

* * * "যাঁহা তুমি, সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥"

আজ কি সেই গদাধরের অভিন্ন-বিগ্রহরূপে 'গদাই-গৌরাঙ্গে'র বাণী ভক্তগণসঙ্গে কীর্ত্তনরূপ রাধা-পরিচর্য্যার আদর্শ-প্রদর্শনমুখে "রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা। কৃষ্ণ-ভজন তব অকারণ গেলা॥" —এই শিক্ষা মর্ম্মিভক্তগণকে অনুভব করাইবার জন্যই এক ভঙ্গী আবিষ্কার করিয়াছেন ?

হে কৃপানুপলব্ধ ! গদাধর পণ্ডিতের টোটা গোপীনাথের মণ্ডলের মধ্যে, গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকগিরির সন্নিকটস্থ রাধাকুণ্ডতটে গদাধর ও গদাধর-মিত্রবর ভক্তিবিনোদের সমীপে গোপীনাথ-গীতি গান করিয়া এস্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা-প্রকাশচ্ছলে গদাইগৌরাঙ্গের সমীপে গোপীনাথ-গীতি গান করিবার উদ্দেশ্যেই কি আপনার শুভাগমন ? অথবা সর্ব্বত্রই যিনি নিজেশ্বরীর কুণ্ড অবতারণ করিয়া হরিকীর্ত্তন-মুখে তাহাতে অবগাহন ও ভক্তভাবের উদ্দীপন লাভ করেন, তাঁহাতে আর ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

হে আচার্য্যবর্য্য ! একদিন গদাধরের কৃপায় শ্রীবল্লভভট্টের ন্যায় অম্নৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর গর্ব্বে গর্ব্বিত ব্যক্তিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—

"কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা তার নহে প্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি,—এইত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৭।১১,১২)

এস্থানেও আপনার প্রকাশিত সদাইগৌরাঙ্গের সেবার কৃপায় শ্রীমন্ত ব্যক্তিগণ যে পৃথিবীব্যাপী আপনার গৌর কৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তনের আদর্শ দেখিয়া আপনাকে "গৌরশক্তি" বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তাহাই এখানকার মঙ্গলের কথা।

হে গৌরবাণি! গৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তন-রাস-মণ্ডল শ্রীবাস-অঙ্গনে ও গৌড়ের সর্ব্বপ্রথম পারমার্থিক কেন্দ্রমঠ চন্দ্রশেখর-ভবনে, মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে এবং নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের গঠিত সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ে যিনি নটরাজ, সেই পণ্ডিত বক্রেশ্বরের আবির্ভাব-তিথিতে আপনি আপনার হৃদয়দেবতা রাধাগোবিন্দকে প্রকাশ করিবার মধ্যেই বা কি ভুবনমঙ্গল প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তাহা আপনিই জানেন। বক্রেশ্বরের প্রশিষ্য ধ্যান-চন্দ্রের পদ্ধতিতে যে অর্চ্চনবিধি লিপিবদ্ধ আছে, তাহা একদিকে যেরূপ বিষয়াসক্ত সংসারিগণের পক্ষে পরমমঙ্গল-সাধক, আবার শত শত জন্মে সমর্চ্চনের পর সঙ্কীর্ত্তন-পিতৃদেবের উল্লাসবর্দ্ধক অপ্রাকৃত শব্দকীর্ত্তনে যে স্বাভাবিকী রতি নটরাজ বক্রেশ্বরের আনুগত্যে লাভ হয়, সেই ত্রিভুবন-মঙ্গলময় সঙ্কীর্ত্তন-সম্পদ্‌বিতরণের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় আপনি বালিয়াটীতে শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘারাম ও হরিকথা-কীর্ত্তন-স্থলী মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন।

হে গৌরশক্তি! আপনার আজ্ঞা-পতাকা শিরে ধারণ করিয়া, "তৃণাদপি সুনীচ" ও "তরুর ন্যায় সহিষ্ণু" হইয়া যেন গুরু-গৌরাঙ্গের ভাগবতধর্ম্মবাণী নিষ্কপটে ও নিরপেক্ষ-নির্ভীক-কণ্ঠে অনুক্ষণ গান করিতে পারি, আমাদিগকে আজ সেই আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করুন। আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণতির সহিত এই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ করুন।

বালিয়াটী, ঢাকা
২৬শে বৈশাখ, ১৫৪০ সাল

আপনার শ্রীচরণসেবানুগগণের কৃপাভিলাষী
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-গৌরাঙ্গমনোহর সেবকবৃন্দ

বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়াচার্য্য

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বালিয়াটীতে শুভাগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন-পত্র

পরিব্রাজকাচার্য্যবর! আপনার শুভাগমনে আজ এই প্রদেশের ইতিহাসে একটি অপ্রত্যাশিত নূতন অধ্যায় রচিত হইল। সুদূর পুরুষোত্তম-তীর্থ হইতে এসময়ে এস্থানে আপনার শুভপদার্পণ আপনার অহৈতুকী মহাবদান্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শুনিয়াছিলাম,—

> মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তা'র ঘর॥
> প্রেম-প্রচারণ, আর পাষণ্ড-দলন। দুই কার্য্যে অবতীর্ণ করেন ভগবান॥

দেহ-মেহাসক্ত, বিষয়াসক্ত, সংসারিগণকে ভবকূপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য—কুসিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া নির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের অমৃতধারা আপামরে বিতরণের জন্য আপনার আগমনে আজ

এখানে এক অভূতপূর্ব্ব সুদুর্লভ মহেন্দ্রক্ষণের আবির্ভাব হইয়াছে। আপনার শ্রীচরণ-স্পর্শে এই স্থান আজ মহাতীর্থে পরিণত হইল।

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর! আপনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া গতানুগতিক ধর্ম্মের ধারণায় এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। আপনার প্রচারে ভাগবতধর্ম্মের নিম্নলিখিত কএকটি বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিতে পাইয়া আমাদের প্রাকৃত গণমতের অভিজ্ঞতাবাদে এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্ম-পুনঃসংস্থাপক! আপনি দুন্দুভিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন,—ভাগবতধর্ম্ম দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে প্রাণিমাত্রের একমাত্র নিত্য পরমধর্ম্ম। ভাগবতধর্ম্ম মানুষের বা কোন প্রাণীর বহির্ম্মুখী রুচি হইতে সৃষ্ট ধর্ম্মমত নহে, তাহা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে প্রকটিত এবং তাঁহারই নিত্য অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের তর্পণকারী। আপনি আরও জানাইয়াছেন—গণমত বা সংখ্যাধিক্যের মতামত পরমেশ্বরের বাণী নহে, লোকপ্রিয়তা—সত্যপ্রিয়তা নহে, প্রেয়ঃ—শ্রেয়ঃ নহে। পরমেশ্বরের নিজস্ব স্বরূপ কোন মনুষ্য, দেবতা বা অন্য কোন প্রাণীর কল্পিত নহে। পরমেশ্বরের স্বরূপ স্বয়ং পরমেশ্বরের দ্বারাই সৎশাস্ত্রে কথিত, নিষ্কপট সাধুজনের সেবাময় চিত্তে প্রকাশিত ও পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ। আপনি জানাইয়াছেন,—সমস্ত ভোগ একমাত্র পরমেশ্বরেরই একচেটিয়া। 'সেবা', 'ভক্তি' বা 'প্রেম' একমাত্র পরমেশ্বরের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। জীব পরমেশ্বর নহে। অনর্থমোচন বা আত্মার স্বাস্থ্যলাভই মুক্তি। এই মুক্তির পরই বৈষ্ণবতা প্রকাশিত হয়। বাহ্যবেশ বা ক্রিয়ামুদ্রামাত্র বৈষ্ণবতা নহে। আত্মার সেবাবৃত্তির প্রকাশের তারতম্যে বৈষ্ণবতার তারতম্য। ভোগ-স্পৃহা ও ত্যাগ-স্পৃহা উভয়ই অভক্তি। সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত উপকরণ যথাযথভাবে পরমেশ্বরের—হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করিবার জন্য নিখিল চেষ্টাই ভক্তি। প্রত্যেক জীবের নিকট অকপট হরিকথার অনুকীর্ত্তনই আশু ও পরমমঙ্গল-বিধানরূপ 'জীবে দয়া'। তাহা একাধারে পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থপরতা ও স্বার্থপরতা। অনাদিকাল হইতে বিরাট্ জনসমষ্টি পরমেশ্বরের সেবা ভুলিয়া যে-সকল নৈমিত্তিক বেষ, আবেশ, ক্লেশ ও অভিনিবেশ বরণ করিয়াছে, তাহাদিগের সেই অনাদিকালের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতে হইলে অপ্রাকৃত শব্দ বা হরিকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়। চিরনিদ্রিত ব্যক্তিগণের অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও অনুভব রুদ্ধ ও বিকৃত। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দব্রহ্মের উপাসনাই নিত্যজাগরণ ও স্বাস্থ্যলাভের পরম উপায়। পরমেশ্বরের সেবায় উদ্বুদ্ধ হওয়াই শ্রেষ্ঠ ও নিত্যস্বাধীনতা বা স্বরাজলাভ। বহির্ম্মুখ জীবের দেহ বা মনের সুখ-শান্তি-বিধান নৈতিকধর্ম্ম মাত্র, তাহা অনেক স্থলে মন্দ ফল উদয় করায়। পশু-পক্ষীর মধ্যেও পরস্পর সামাজিক, প্রাদেশিক ও জাতীয় সহানুভূতি লক্ষিত হয়; কিন্তু সমস্ত প্রাণিজগতে, এমন কি, দেবতাগণেও যাহা দুর্ল্লভ, মহাজনানুগমনে সেই আত্মবৃত্তি হরিভক্তির অনুশীলনই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য। জগতে সেইরূপ অব্যভিচারিণী হরিভক্তিকথার প্রবল ও ব্যাপক দুর্ভিক্ষ। কি সভ্য, কি অসভ্য, কি ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ, কি অসমৃদ্ধ—সর্ব্বত্রই এই হরিকথার দুর্ভিক্ষ করালবদন ব্যাদান করিয়া জীবসমষ্টিকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। এই পৃথিবীব্যাপী হরিকথা-দুর্ভিক্ষের দিনে যাঁহারা অনাবিল হরিকথামৃত বিতরণ করেন, তাঁহারাই মানবজাতির আন্তর্জাতিক মূল-সঙ্কটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্রাণকারী।

গোস্বামিবর্য্য! পরদুঃখদুঃখী আপনাতে সেই মহাবদান্যতা প্রকৃষ্টরূপেই দৃষ্ট হয়। হরিকথার

দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত, বহ্নিরূপী ত্রিতাপে জর্জ্জরিত, নানা কুমতের বিষাক্ত বাষ্পে নিরুদ্ধশ্বাস, সর্ব্বতোভাবে দায়াধীন আমাদিগকে আপনি আজ পরমসত্যের বাণী শ্রবণ করাইয়া নবজীবন দান করুন—অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্য সঞ্চার করুন। উপসংহারে আমরা আপনাকে আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

বালিয়াটি-গ্রামবাসী সজ্জনবৃন্দের পক্ষে—

শ্রীরাইমোহন রায় চৌধুরী	শ্রীকালীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্রজগোপাল সাহা
শ্রীনিবারণ চন্দ্র সরকার	শ্রীমুরলীমোহন রায় চৌধুরী	শ্রীবলরাম চক্রবর্ত্তী
শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী	শ্রীজানকীনাথ রায় চৌধুরী	ডাঃ শ্রীরাইমোহন অধিকারী
শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	শ্রীকাদিনীমোহন রায় চৌধুরী
শ্রীরসিকলাল রায় চৌধুরী	শ্রীহরিবল্লভনাথ রায় চৌধুরী	শ্রীকামিনীকুমার শর্ম্মা চৌধুরী
শ্রীহরলাল রায় চৌধুরী	শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী	শ্রীমোহিনীমোহন রায় চৌধুরী
শ্রীঅভিরাম রায় চৌধুরী	শ্রীশ্যামপ্রসন্ন রায় চৌধুরী	—২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত-শ্রী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

সপার্ষদে বালিয়াটী শুভাগমনে

আত্মনিবেদন

পরম-করুণাময়, দীনহীন-জনাশ্রয়,
তুমি দেব! গৌর-নিজ-জন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিজশক্তি, গৌরবাণী-কৃপামূর্ত্তি,
ভগবাক্যে তব আগমন॥

"পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রাম
সর্ব্বত্র প্রচার হ'বে মোর নাম",
—করিতে সফল এই গৌর-কাম
বিবিধ উপায় করিলে সৃজন॥

তুমি নিত্য-প্রভু সেবা শ্রীহরির,
তাঁর মত মনে সাজি' ভোগধীর,
হেরিয়া জনের দীনা দুর্গতির
বিতরিলে কৃপা অপূর্ব্ব তখন॥

হরিত-করণী হে আচার্য্যবর!
তোমা হেন নাহি করুণাসাগর,
কোথায় শ্রীক্ষেত্র, কোথা এ নগর,
আসিলে সুদূরে সঙ্গে নিজগণ॥

পতিত তোমার পদরেণু-কণা,
অতীব এ'দেশ তীর্থেতে গণনা,
(আজ) হৃদয়ে হৃদয়ে সেবার প্রেরণা
বিতরিছ প্রভো নব-জাগরণ॥

অনিত্য দেহেতে বিষয়-সেবায়,
বিষয়ের মাঝে আছি মত্ততায়,
হেন জনে দেব! তুমি ত' কৃপায়
শ্রীকৃষ্ণসেবায় কৈলে আকর্ষণ॥

গোলোকের নিধি শ্রীহরির নাম
শ্রীবিগ্রহসেবা মনোভিরাম,
করিয়া প্রকট, হে কৃপানিধান!
সেবা-অধিকার করিলে অর্পণ॥

হে মোদের নিত্য আরাধ্য দেবতা!
গাহিতে তোমার করুণা-বারতা,
মুখরসনা তাহা না পায় ক্ষমতা,
আমরা তো সবে দীনহীন জন।

(তব) অমল-উদয়া ধরার অবধি,
কৃপা-তরঙ্গেতে শোভে নিরবধি,
যা'র এক কণার না পাই অবধি,
কিরূপে করিব লহরী গণন ?

তুলনারহিত যে দয়ার বলে,
করিলে উদ্ধার এ দাসকলে,
সেই দয়াগুণে শ্রীপদকমলে
নিয়ত সেবায় কর নিয়োজন ॥

সেবকাধম—

শ্রীমনোমোহন রায় চৌধুরী

পালিয়াটী,
৬ষ্ঠে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

"সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম।
প্রাপ্তস্ত কল্যাণগুণার্ণবস্ত
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

পতিতপাবন, আচার্য্য-তপন,
অপার তোমার পাবনলীলা।
(আজ) ভুবনবন্দ্য, শ্রীপদদ্বন্দ্ব,
কৃপায় হেথায় প্রকাশি' দিলা ॥
অসাধনে বিধি, মিলাইল নিধি,
দুর্ল্লভ রতন সুলভ আজ।
(কোটি) ইন্দু সুশীতল, চরণ-কমল,
উদিত দীনের কুটীর-মাঝ ॥

চৈতন্য !
মোদের মতন, বিমুখ-জীবন,
চৌদ্দ ভুবনে একটি নহে।
এমন কুজনে, টানিছ চরণে,
এহেন করুণা কোথায় রহে !
(শুধু) পতিত তারিতে, এই অবনীতে,
আসিয়াছ তুমি হে কৃপাময়।
তোমার তুলনা, নাহি তোমা বিনা,
জয় জয় তব লীলার জয় ॥
আনন্দ, আনন্দ, চেতনানন্দ,
(আজ) মহিমায় তব ধরণী ভোর।
চিন্তামণি ধন ! (হেথা) করি পদার্পণ,
দিলে প্রসারিয়া করুণাডোর ॥

নিত্য জীবনের, আরাধ্য দেবতা,
করুণা-আকর হে দীননাথ !
(তব) রাজীব-চরণ, না ভুলি কখন,
করগো সদয় দৃষ্টিপাত ॥

তুচ্ছ সুখ দুঃখ, তুচ্ছ করিয়া
(তব) বাণীর সেবায় অর্পিয়া কাণ,
সুমধুর সুরে, মানসের পুরে,
গাহিতে তোমার কৃপার গান।
চাই ভিক্ষা এই, ওহে কৃপাময় !
আমরা কাঙ্গাল ক্ষুদ্র অতি।
প্রসন্ন হইয়া, কৃপা বরষিয়া,
রাতুল চরণে লহ গো নতি ॥

"যস্ত প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্তাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্ত যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

ভবদীয় শ্রীচরণ-কৃপা-ভিখারী

২৭নং কাপড়িয়া-পট্টী,
নগর, ঢাকা,
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

দীনাতিদীনাধমজন

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকা-যাত্রা

গত ৬ই জুন রাত্রি ৮টা ৩৫ মিঃ ঢাকা-মেলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ঢাকা যাত্রা করেন। তাঁহাকে অনুব্রজন করিয়াছেন—মহামহোপদেশক আচার্যপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশি-কান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর-এম্-এ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেতক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, উপদেশক আচার্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকঙ্কর, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভক্তিবান্ধব বি-এল, শ্রীপাদ পাঁচুগোপাল ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হরপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কীর্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ হৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, ঢাকার ভক্ত হেড্ আর্থিট জর্জ সুলতন, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, অবসরপ্রাপ্ত ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ ভক্তালঙ্কার, শ্রীমৎ কৃষ্ণকর্ণামৃত দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন দাসাধিকারী, জ্যেষ্ঠার্থ শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীমান্ প্রণবনাথ রায়, শ্রীমান্ নিতাইদাস রায় ও শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ এবং বরাবর শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন ও শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক মহোদয় প্রমুখ সেবকবৃন্দ। মঠবাসী ও মঠাশ্রিত বহুসেবক এবং শ্রীযুক্ত বাড়িনীমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ববঙ্গবিজয়কে অভি-নন্দিত করিবার জন্য বিমানবন্দর ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে শ্রীল প্রভুপাদ

বালিয়াটি, ১১-৬-৬৬

[তারযোগে প্রেরিত]

গতকল্য (৯ই জুন, ১৯৬৬) প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রায় একশত ভক্ত সমভিব্যাহারে ঢাকা হইতে মোটরযোগে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বালিয়াটির ঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তি সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রা সজ্জিত করিয়া বিবিধ বাদ্যিক বাদ্যধ্বনিসহ শ্রীআচার্যপাদপদ্মের শুভাগমন-প্রতীক্ষায় সমুৎকণ্ঠিত-চিত্তে নদীতীরে দণ্ডায়মান ছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ যথাসময়ে সপার্ষদে তীরে অবতীর্ণ হইলে চতুর্দ্দিকে আনন্দের সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। প্রভুপাদের কণ্ঠদেশ অগণিত সচন্দনগন্ধপুষ্পমালো বিভূষিত হইল। নদীতীরে একটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মিত এবং তথা হইতে শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ পর্য্যন্ত সমস্ত পথ শ্বেত ও অরুণবর্ণ বস্ত্রে বিমণ্ডিত করা হইয়াছিল। মঠপ্রাঙ্গণে শ্রীআচার্যপাদপদ্মের সম্বর্ধনার নিমিত্ত একে সুদৃশ্য সুবৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের সভামণ্ডপে শুভ-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বালিয়াটি-শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠসেবকবৃন্দ এবং স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে সুন্দর রৌপ্যাধারে সংরক্ষিত অভিনন্দনপত্রসমূহ আচার্যপাদপদ্মে অর্পিত হইলে প্রভুপাদ তদুত্তরে দৈন্যাভিনয়ে অতীব হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তাঁহার প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। ১০ই ও ১১ই মে দিবসদ্বয়ও ঐরূপ সাধারণ সভার অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১২ই জুন শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে ঢাকা সহরে প্রত্যাবর্তন এবং তথা হইতে ১৩ই জুন কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিবেন, এইরূপ কার্য্যতালিকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুরে—গত ১৮ই ও ১৯শে মে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার 'বালিচক'-নামক স্থানে লক্ষ্মীনারায়ণ রাইস্ মিলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২০শে মে প্রাতে বালিচক হাইস্কুলে "ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্বামীজী প্রহ্লাদ, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির বিচার ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার কথা বিশেষ সরলভাবে বুঝাইয়া দেন। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ-ব্যতীত স্কুলের সেক্রেটারী শ্রীযুত যতীশচন্দ্র ঘোষ, সার্কেল অফিসার (মেদিনীপুর) শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বিনোদলাল বসু, শ্রীযুত হরিপদ অধিকারী ম্যানেজার 'লক্ষ্মী রাইস মিল' এবং ষ্টাফিসারী কর ম্যানেজার ও প্রোপ্রাইটার 'শঙ্করাইস্ মিল'— প্রমুখ সজ্জনগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজী গত ২৪শে মে রবিবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নরজা-গ্রামে ছায়াচিত্র-যোগে গৌরলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

গত ২৫শে মে সোমবার হইতে ২৮শে মে পর্য্যন্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচরণ দাস মহাশয়ের বাটীতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ২৯শে মে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল।

স্বামীজী গত ৩০শে ও ৩১শে মে তিলকপুর নামক গ্রামে পরলোকগত ভগবান্ দে বক্সী মহাশয়ের কাছারী-বাড়ীতে ভাগবত-পাঠ ও 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ১লা জুন সোমবার খড়্গপুর রওনা হন এবং তথায় দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া গত ৪ঠা জুন শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হন।

বৌবাজারে—গত ২১শে মে ১২।১ ঠাকুরদাস পালিতের লেনে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস মহাশয়ের গৃহে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীশান্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ইন্দ্রের কৃপাবৃষ্টিরূপ, পরিমধ্যে শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশে তাঁহাকে সসম্মানে পরিত্যাগ এবং কৃপাবৃষ্টি শ্রীনারদপাদাশ্রয় ইত্যাদি বিষয় পাঠ হয়। পাঠের প্রারম্ভে ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা, ভক্তিযোগের মনসি, অন্তকালে চ, যং যং বাপি ইত্যাদি শ্লোক এবং উশীনরেশের নৃপতির আখ্যান কীর্ত্তনমুখে শ্লোকাবিবর্জ্জনপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণের কথা এবং প্রসঙ্গক্রমে 'কেন' ও কঠোপনিষদ্ভক্ত ভগবদ্ভক্তি ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক অনেক কথা আলোচিত হইয়াছিল।

২৪ পরগণায়—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ইটিওা, মুকুন্দ-কাটী প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ৪ঠা মে সোমবার উক্ত জেলার গোপালপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। ৫ই মে মঙ্গলবার স্বামীজী স্থানীয় সজ্জন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অশ্রৌতপন্থার সহিত শ্রৌত-পন্থার পার্থক্য বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে জনৈক ভক্ত একটি উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত শ্রীবিনোদমাধব ব্রহ্মচারী বঙ্গভাষায় ও শ্রীযুক্ত অনিলকুমার সাহা ইংরাজী ভাষায় দুইটি অভিনন্দন পাঠ করেন। ৬ই মে বুধবার উক্ত শশীবাবুর গৃহে স্বামীজী অন্বয়জ্ঞান ও চিদ্বিলাস বিষয়ে আর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ৭ই হইতে ৯ই মে দিবসত্রয় উক্ত গৃহেই স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন; ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাও হইয়াছিল। ১০ই মে স্বামীজী উক্ত গোপালপুর হইতে মুড়া নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া তথায় সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ১১ই মে স্বামীজী আটুরিয়া-গ্রামে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে সন্ধ্যায় ভাগবতধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ১২ই মে শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। আটুরিয়া হইতে স্বামীজী মেহদওা নামক গ্রামে প্রচার করিয়া ১৩ই মে বৃহস্পতিবার বসিরহাট টাউনে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত হীরালাল সাহা মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যায় হরিকথা বলেন। তৎপরদিবসও উক্ত হীরালাল বাবুর বাসায় স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পরে বেড়াচাঁপা, বেগলা ও গোনাটিকরী প্রভৃতি স্থানে

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া স্বামীজী ১৮ই মে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন পূর্বক কয়েকদিবস মঠে অবস্থান করেন। স্বামীজী ১৯শে ও ২০শে মে শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ২১শে রবিবারে ধরিত্রীর প্রচার এবং ২২শে টালী বেনেপাড়ার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ আঢ্য মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্য ১।১৯২-২০৪) পাঠ করিয়া ২৩শে মে সন্ধ্যায় পাবনা জেলার অন্তর্গত হাটুরিয়া জগন্নাথপুর নামকস্থানে প্রচার-কার্য্যার্থ যাত্রা করেন।

পাবনায়—২৪শে ও ২৫শে মে স্বামীজী পাবনা বেড়াবন্দরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বনমালী মহেন্দ্র দুর্গার দাস মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে দৈন্যাত্মক-শিক্ষা পাঠ করেন। উক্ত গৃহের প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্রী শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীনলিনাক্ষমূর্ত্তি দাসাধিকারী মহাশয়ের সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়া। ২৬শে মে স্বামীজী টালীর ঐ ঐ রমানাথ দাস মহাশয়ের গৃহে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধরিত্রী কীর্ত্তন করেন। ২৭শে মে স্বামীজী স্থানীয় গোপীনাথ দত্ত মহাশয়ের কাছারী গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদ, নিত্য ও অনিত্য সংসার, দিব্য ও কবিরাজান, চিৎ ও অচিদ্বিলাস, জড় ও পরমাহিত্য এবং শক্তি ও শক্তিমান্ ইহাদের পরস্পরের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়। ২৮শে মে শুক্রবার তথা হইতে রওনা হইয়া স্বামীজী হাটুরিয়া জগন্নাথপুর গ্রামে ডাঃ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন এবং ঐ দিবস সন্ধ্যায় স্থানীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সাহা এম্-এস্সি মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অমৃতময়ী উপাখ্যান পাঠ করেন। ২৯শে শনিবার শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র পাল মহাশয়ের ভবনে আহূত এক ধর্ম্মসভায় স্বামীজী বৈষ্ণবধর্ম্মই যে জীব-মাত্রের নিত্য ধর্ম্ম, তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৩০শে স্বামীজী উক্ত গ্রামস্থিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন এবং মহাজনের পথ বা শ্রৌত পথ ও অশ্রৌতপথ, পূজ্য, পূজক এবং পূজার ক্রমে পরস্পর সম্বন্ধ, সাধু এবং অসাধু কাহাকে বলে—ইহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

বালেশ্বরে—শ্রীবর্ত্তিষ্ণুমী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ এবং গৌড়ীয়-সভাপতি মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রাণী, ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিপ্রাণী প্রমুখ কতিপয় মঠ-সেবক সহ ভিন্নাহারে গত ৩০শে মে পুরী হইতে যাত্রা করিয়া তৎপরদিবস বালেশ্বরে উপস্থিত হন এবং তত্রত্য রাজ-বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করেন। রায় বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহারা দিবস-চতুষ্টয় বালেশ্বরে অবস্থানপূর্ব্বক উক্ত রাজবাটীতে এবং স্থানীয় সজ্জনগণের গৃহে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী কীর্ত্তন করেন। তাহাতে বালেশ্বরের সজ্জন এবং বাস্তবসত্যের বাণী বিশেষভাবে প্রচারিত হয়, কুমার বাহাদুর বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ও বিবিধ সদ্-গুণসম্পন্ন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রতি তাঁহার প্রচুর শ্রদ্ধা আছে। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের নিকট শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের কৃপাপূর্ব্বক তথায় ভজনে শুভবিজয়ের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগোপলক্ষে সৎসিক্তা-প্রদর্শনী

আগামী ১৮ই জুন (১৯৩৬) সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মহ্রদে স্নান করিবার জন্য অগণিত যাত্রী সমবেত হইবেন। এই সময়ে কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়-মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু স্নানার্থিগণের নিত্যকল্যাণ-কামনায় ভক্তগণের হৃদয়ানন্দবর্দ্ধক শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীমদ্ ভাগবতপাঠের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তসম্বলিত একটি অপূর্ব্ব-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন। সজ্জন-সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

১৪শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৬ই আষাঢ়, ১৩৪৩ ; ২০শে জুন, ১৯৩৬ { ৪৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইহাই কি সম্পাদকতা বা নিরপেক্ষতা ?

যমুনাসিংহ কিশোরগঞ্জের জেলিও ডাক্তার শ্রীযুক্ত লাবণ্যকুমার রায়ের দৈনিক আনন্দবাজার-পত্রিকায় প্রেরিত পত্রের প্রতিবাদে ৪টি ২'টির প্রতিবাদ উক্ত পত্রিকায় প্রেরিত হইয়াছিল। একটি কিশোরগঞ্জ কালী-বাড়ী-কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রতিবাদ-পত্র, দ্বিতীয়টি ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ ২০ জন প্রত্যক্ষদর্শী সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ, তৃতীয়টি 'আর্য্য-গৌরব'-সম্পাদক কিশোরগঞ্জ-নিবাসী মোক্তার শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিবাদ এবং চতুর্থটি জঙ্গলবাড়ীর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতিবাদ। কিশোরগঞ্জের সংবাদ দাতৃগণ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা সকলে প্রতিবাদ-পত্র রেজিষ্টার্ড বুক পোষ্টে Acknowledgement receipt-এর সহিত উক্ত পত্রিকায় পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু গত ৪৮শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারের অকস্মাৎ-সংস্করণ 'আনন্দ-বাজার-পত্রিকা'র সম্পাদক পত্র-প্রেরকগণের প্রতি লিখিয়াছেন,—"গৌড়ীয়মঠের প্রচারক সম্বন্ধে ডাক্তার লাবণ্যকুমার রায় মহাশয়ের পত্রের প্রতিবাদে আপনারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে ডাঃ রায়ের মূল মন্তব্যের কোন প্রতিবাদ নাই। গৌড়ীয়মঠের ধর্ম্মমতের আলোচনা এক্ষেত্রে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বিধায় প্রকাশিত হইল না।"

আনন্দবাজার-পত্রিকা'র প্রতিবাদ-পত্রগুলি প্রকাশ

করিয়া ঐসকল প্রতিবাদে ডাঃ শ্রাবণ্যরায়ের মূল মন্তব্যের প্রতিবাদ হইয়াছে কিনা সাধারণ পাঠকগণকে তাহা বিচার করিবার নিরপেক্ষ সুযোগ দিলে সম্পাদকের নিরপেক্ষতা প্রমাণিত হইত। চারিটি বিভিন্ন প্রতিবাদ-পত্রের একটিও আদৌ প্রকাশ না করিয়া "মূল মন্তব্যের প্রতিবাদ হয় নাই" বলার মধ্যে আনন্দবাজারের সম্পাদকের কি অভিসন্ধি আছে, নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ তাহা বিচার করুন। শ্রাবণ্যরায় সম্পূর্ণ অসত্য কল্পিত কথা প্রচার করিয়াছেন, ইহা হাতে কলমে প্রমাণিত হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায়ই কি দল-বিশেষের মুখপত্ররূপে আনন্দবাজার-পত্রিকা একটি প্রতিবাদও প্রকাশ করিবার সৎসাহস প্রদর্শন করিতে পারেন নাই? আর উক্ত পত্রিকা-সম্পাদক 'শ্রাবণ্যরায়ের মূল মন্তব্য' বলিতে কি বুঝিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদগুলিকে ধামা চাপা দিলে সাধারণ পাঠকগণকে কি কৈবল বঞ্চনা করা হইবে না? কিশোরগঞ্জের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে এতগুলি লোক কি কেহই হোমিও ডাঃ শ্রাবণ্যের "মূল মন্তব্য" বুঝিতে পারেন নাই? অন্ততঃ সেই সকল "অজ্ঞ সাধারণকে" নিরপেক্ষভাবে 'শিক্ষা' করিবার জন্য আনন্দবাজার-পত্রিকার 'মূল মন্তব্য'টি প্রকাশ করা উচিত ছিল। হোমিও ডাঃ মহাশয় কিছু অভ্রান্ত মহাজন নহেন যে, তাঁহার ভ্রান্তি ও কল্পনা মানবজাতির কেহই বুঝিতে পারেন নাই! প্রায় পত্রিকার মধ্যে অনেক আজগুবি কল্পনা ও অনেক অসত্য সংবাদ ছাপার রূপে প্রকাশিত হইয়া সাধারণ লোককে ভ্রান্ত পথে চালিত করে। হোমিও ডাক্তারের প্রতিবাদ-পত্রগুলির একটিও প্রকাশিত না করিয়া, আনন্দবাজার-পত্রিকা নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণকে সেই সত্যেই উপনীত হইবার সুযোগ দিয়াছেন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে উহারও সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, আনন্দবাজার-পত্রিকা একটি দলবিশেষের মতবাদের গোঁড়ামি-প্রচারক ও অবৈধভাবে সমর্থক কাগজ-বিশেষ; তাহা নিরপেক্ষ সত্যের প্রচারক হওয়া দূরে থাকুক, অন্ততঃ সাধারণে নিরপেক্ষ সত্য উপলব্ধি করিবার সহায়ক কাগজ পর্য্যন্তও নহে। আনন্দবাজার-সম্পাদকের টিপ্পনীতে কিশোরগঞ্জবাসী জনসাধারণের প্রেরিত প্রতিবাদের মধ্যে গৌড়ীয়মঠের ধর্ম্মমতের আলোচনা অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া যে উক্তি আছে, তাহা কতটা সত্য অথবা পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট, তাহা সাধারণকে বুঝিবার সুযোগ দিবার জন্য আমরা নিম্নে কিশোরগঞ্জ-কালীবাড়ী-কমিটীর সেক্রেটারী মহাশয়ের আনন্দবাজার-পত্রিকায় প্রেরিত প্রতিবাদ-পত্রটি (যাহা আনন্দবাজার 'গৌড়ীয়মঠের প্রসঙ্গ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন) নিম্নে প্রকাশ করিলাম। নিরপেক্ষ পাঠকগণ বুঝিবেন, হোমিও চিকিৎসক শ্রাবণ্যরায়ের পত্রিকায় কতটা গোলোকবাদের সমর্থন, আর নিম্নলিখিত প্রতিবাদেই বা গৌড়ীয়মঠের ধর্ম্মের (?) কতটা আলোচনা আছে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত আনন্দবাজার-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ভক্তিরঞ্জন মহোপদেশক সিদ্ধান্তরত্ন বিদ্যাবারিধি ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় বিগত ১২।৩ মৌষ তারিখে স্থানীয় কালীবাড়ীতে বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের বক্তৃতা-সম্বন্ধে পত্রিকায় সমালোচনা দেখিলাম এবং অল্প সময়ের কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে কোনও দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ বা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাবাজি সম্বন্ধে কোনও অবজ্ঞা-সূচক কথা বলেন নাই। পক্ষান্তরে আমার সহিত সাক্ষাৎকারকালে তিনি তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন; তবে তিনি প্রকাশ্যে, অনুষ্ঠিতিতে এই মত প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদের বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তিগণের প্রচারিত মতের সহিত গৌড়ীয়মঠের প্রচারিত মতের (ভাগবতধর্ম্ম-সিদ্ধান্তের) বিশেষ অনৈক্য আছে এবং বিচারে তিনি তাহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

অধিক তিনি তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনও অবজ্ঞাসূচক কথা বলিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রকাশ সভায় এবং আমার নিকট "এইরূপ কথা" বলেন নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং যদি কেহ এইরূপ কথা প্রচার করিয়া থাকে, তবে তাঁহার নিকট তাহা উপস্থিত করিতেও অনুরোধ করিয়াছেন।

একদিন সভাভঙ্গের পর শাস্ত্রীমহাশয়সহ বাড়ী, বাকুয়ার [শ্রেষ্ঠ] ডাক্তার শ্রাবণ্য বাবুর সহিত কোনও বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হয়, তখন তিনি শ্রাবণ্য বাবুর বাড়ীতে যাইয়া যা যে কোনও গৃহে মিলিত হইয়া তাঁহাদের অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন, এইরূপ বলিয়াছিলেন; পরে শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন যে, শ্রাবণ্যবাবু তাঁহাকে এই সুযোগ দেন নাই। ইতি

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়
সেক্রেটারী কালীবাড়ী-কমিটী
কিশোরগঞ্জ

মনোধর্ম্মের সহিত ভাগবতধর্ম্মের 'মিট্‌মাট্' নাই

২০শে জ্যৈষ্ঠ আনন্দবাজার-পত্রিকায় (কলিকাতা-সংস্করণ) কিশোরগঞ্জের সংবাদের মধ্যে পত্রিকার সংবাদ-দাতা যে টিপ্পনীটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ অভিসন্ধি-মূলক। অথবা উহা হোমিও-চিকিৎসক নাবণ্যবাবুই বলুক লোকের দেখা? "আনন্দবাজারের" নিজস্ব সংবাদ-দাতাই কি সেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়? নতুবা তিনি "অনেকের প্রাণেই বিক্ষোভের সঞ্চার হয়, পরে এই ব্যাপারটি মিটিয়া গিয়াছে" এই টিপ্পনী ও বুজরুকিয়ানা কিরূপে করিলেন? কিশোরগঞ্জের শত শত প্রত্যক্ষদর্শী জনসাধারণ এবং বহু সম্ভ্রান্ত লোক যে কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই প্রতিবাদ ছাপাইলে ডাক্তারের অপচেষ্টা ও অসত্য-প্রচার ধরা পড়িয়া যায় জানিয়া স্বয়ংভূক্ত নিজস্ব সংবাদদাতার ইঙ্গিতেই কি আনন্দবাজার-পত্রিকা কিশোর-গঞ্জের সেই সকল প্রতিবাদ-পত্রগুলি ছাপাইবার সৎসাহস দেখাইতে পারেন নাই? গৌড়ীয়মঠের প্রচারক চিরদিনই নাবণ্যবাবুর কথিত বা আনন্দবাজার-পত্রিকার নিজস্ব-সংবাদদাতার বহুনিন্দিত প্রলাপের অযৌক্তিকতা এবং অপ্রামাণ্যতা সহজ সরল যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ-দ্বারা নির্ভীক-কণ্ঠে দেখাইতে প্রস্তুত আছেন। অশাস্ত্রীয় অযৌক্তিক ও কল্পিত নবীন মতের সহিত নিত্য সনাতন ভাগবতধর্ম্মের কোনদিনই 'মিটমাট' বা 'আপোষ' নাই। তথাকথিত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের অবৈধ আপোষ-চেষ্টা ভাগবতধর্ম্মে নাই।

লণ্ডনে ধর্ম্মসভা

আগামী ২রা জুলাই অপরাহ্ণে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী ভক্টর সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ, পিএইচ্-ডি (লণ্ডন) প্রত্নবিদ্যাবিশারদ বার্কিংহামশেলেন্-হোটেল হলে স্যার অমূল্যচন্দ্র চ্যাটার্জ্জীর সভাপতিত্বে "An historical outline of devotional thoughts of India" সম্বন্ধে একটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। এই সভায় Congress of World-faith's এ যোগদানের জন্য নানাদেশ হইতে আগত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিবেন। তদ্ব্যতীত এই সভায় ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও ইংলণ্ডের বিশেষ বিশেষ মনীষী আহূত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, কৃতী ভক্টর দাসের শ্রৌত বক্তৃতা বিদগ্ধশ্রোতীর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিতে সমর্থ হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌড়ীয়মঠের জার্ম্মাণ পণ্ডিত

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লিটন হলে' 'ঢাকারেলে'র ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে অধ্যাপক ভক্টর কে, সি, ঘোষ মহাশয়ের সভা-পতিত্বে গত ১৩ই জুন শনিবার এবং ঢাকা-বার-লাইব্রেরীর সেক্রেটারী ও মোক্তার-এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী তথা রায় বাহাদুর শ্রীযুত মনোমোহন নিয়োগী ও সহকারী পাব্‌লিক প্রসিকিউটার শ্রীযুত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণের উদ্যোগে ঢাকা-বার-লাইব্রেরী-হলে গত ১৪ই জুন রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত জার্ম্মাণ মনীষী হের্‌আর্থ ই-ওর্জ হুল্‌ৎজে মহাশয়ের যে দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই গুরুগাদপদ্মের শক্তি-সঞ্চার-ব্যতীত সম্ভবপর নহে। উক্ত জার্ম্মাণ পণ্ডিত গণবাদ ও সংখ্যাধিক্যের মহিমায় প্রভাবান্ দেশ হইতেই আসিয়াছেন; কিন্তু তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 'গণমত পরমেশ্বরের মত নহে', পরমসত্যবস্তু দেহ ও মনের ধর্ম্ম নহে, সুতরাং মানুষের রুচির প্রতুলনে মানব বা অতিমানবের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, তাহা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের দ্বারা প্রকটিত, প্রাণিমাত্রের শ্রেয়ঃপ্রদানকারী সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। গুরুবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ হইতে আসিয়া উক্ত জার্ম্মাণ পণ্ডিত মহাশয় পৃথিবীর সমস্ত গুরু-সম্প্রদায়কে জানাইয়াছেন যে, রাজ-নৈতিক বা অর্থনৈতিক কিম্বা অন্য কোন প্রকার জড় বা অজড় নৈতিক ব্যাপারের উন্নতি-দ্বারা ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। রজোগুণের ধর্ম্মের দ্বারাও ভারতের কল্যাণ সম্ভবপর নহে, একমাত্র ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারের দ্বারাই সমগ্র জগতের বাস্তব নিত্য কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। তথা-কথিত পরার্থিতা কেবল নিজের ভোগচেষ্টাকে ব্যাপ্ত করি-বার একটি প্রচ্ছন্ন কৌশল মাত্র। "যত মত তত পথ" কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গণমনোমোহিনী নাস্তিকতা।

শ্রীচৈতন্যের অবৈধ অনুকরণে 'য়্যাপথিয়সিস্'

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের (১৩৪৩) মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকার ১৯৭ পৃষ্ঠায় কাহারও সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, "তিনি পুরীতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করেন নাই;

নীলাচল, বিশেষ করিয়া, শ্রীচৈতন্যের লীলাক্ষেত্র। (তিনি) নিজেই শ্রীচৈতন্য ছিলেন, সেই কারণে সেই সব উদ্দীপনের জন্য ভাবের আধিক্যে তাঁহার দেহত্যাগের অভিনয় সম্ভাবনা। এই সব ভাবিয়া তাঁহার আর পুরী-দর্শন হইল না।"

অসাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িকতা বা তদপেক্ষা অধঃতন ঔদ্ধত্য ও apotheosis (মনুষ্যে ঈশ্বরত্বারোপ-বাদ) ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? যাহা শ্রীচৈতন্যদেব বা কোন পরমেশ্বরের অবতার বা কোন মহাজনের চরিত্রে ও আচারে-প্রচারে দৃষ্ট হয় নাই, সেই সকল অশাস্ত্রীয় মতবাদের দর্পোদ্ধতা বর্তমান সংখ্যাধিক্যকে "যত মত তত পথ"এর কৌশলজালে আবদ্ধ করিয়া দুনিয়ার বাজারে প্রচারিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি মুখ ভ্যাঙ্চাইবার জন্য অপরাধপূর্ণ বিকৃত মস্তিষ্কসমূহ পরবর্তিকালে কত প্রকারই না হইবে মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছে! শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ প্রেমোন্মাদক। কিন্তু তিনি কি কৃষ্ণলীলাস্থলী মাথুরমণ্ডলে কৃষ্ণের "উদ্দীপনের জন্য ভাবের আধিক্যে দেহত্যাগ হয়" এই ভাবনার ব্রজমণ্ডলে যান নাই? অথবা শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ কি শ্রীচৈতন্যের "উদ্দীপনার জন্য ভাবের আধিক্যে দেহত্যাগ হয়" এই ভয়ে নীলাচলে গমন করেন না? ভগবান্ ও ভক্ত কাহারও চরিত্রে এই-রূপ অদ্ভুত আদর্শ এ পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নাই। শাস্ত্র-প্রমাণ নাই, যুক্তি নাই, মহাজনগণের আদর্শের কোন অনুগমন নাই, এরূপ ঘুঁইকোড় মতবাদ কলিকালে সংখ্যাধিক্যের নিকট যে প্রচারিত ও বহুমানিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কর্ত্তাভজা, নবীরেকী, সহজিয়া প্রভৃতি অবৈষ্ণব উপধর্ম্মগুলির ঘৃণ্য আচার-বিচারকে যে মতবাদ বৈষ্ণব-সাধনভজন বলিয়া মনে করিয়া 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' মতবাদ রচনা করিতে চাহে, ভাগবতধর্ম্ম-যাজিগণ সেরূপ অযৌক্তিক মতবাদের প্রশংসা করিতে পারেন না। সকল ধর্ম্মকে সমান বলিতে না পারিলে মানবে পরমেশ্বরতা আরোপরূপ অদ্বৈত মতটিকেও একটি ধর্ম্মমত বা সত্য বলিয়া চালান যায় না। অদ্বৈতমতের প্রতিবাদকারীর মুখ বন্ধ করিবার একটি কূটনীতি "যত মত তত পথ" এ নিহিত রহিয়াছে।

বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিবাসরে লীলা-কীর্ত্তন

কৃষ্ণলীলাকীর্ত্তন মুক্তপুরুষগণের ব্যক্তিগত ভজনের উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই মুক্ত পুরুষগণের দ্বারা কীর্ত্তিত ও শ্রুত হইয়া থাকে। ভোগী বিষয়িগণ বা অন্যাভিলাষের ব্যক্তিগণ ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে যে কৃষ্ণলীলাগান ভোগ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধপূর্ণ ভোগবাদ মাত্র। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একটা অন্ধকার-যুগ গিয়াছে, যে সময়ে অশিক্ষিত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে লীলাকীর্ত্তনের নামে অর্থ ও ইন্দ্রিয়াসক্তির রসদ সংগৃহীত হইত। তৎপরে আর একটা যুগ গিয়াছে (এখনও যাহার ক্ষীণজীবী অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়) যে যুগে লীলাকীর্ত্তন-ব্যবসায়ী স্ত্রী-পুরুষগণ সাধারণ আসরে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান-পূর্ব্বক অর্থ ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিত। কিন্তু এখন আর একটি নূতন যুগ উপস্থিত হইয়াছে বা হইতেছে, যে যুগে উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা-গণ অশিক্ষিতগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রকারকে বরণ করিয়া লইয়াছেন! তাহা অর্থের বিনিময়ে লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ না করিলেও কীর্ত্তনলব্ধ রচনা করিয়া সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত-গণের মধ্যে ধর্ম্মনীতিবিদ্যার কৃত্রিমসাধনের নামে ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রচার করিতেছেন। শ্রাদ্ধবাসরে, বিবাহোৎসবে, ফ্ল্যাটহাউসে, ইন্দ্রিয়ারামী ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সংগ্রহই ইহাদের মূল উদ্দেশ্য—ভগবদ্ভজন উদ্দেশ্য নহে। ইঁহারা প্রেয়ঃপন্থী, শ্রেয়ঃপন্থী নহেন। ঠাকুর মহাশয়ের "আপন ভজন-কথা না কহিব যথা তথা" এই বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত সুর-তান-মান-লয় ভাঁজিয়া যে লোকরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভক্তি।

শ্রীচৈতন্যে প্রাদেশিকতার অচেতনতা নাই

গত ১০ই জুন (১৯৩৬) তারিখের "অমৃতবাজার-পত্রিকা"র সপ্তম-পৃষ্ঠায় প্রকাশ যে, কলিকাতার উৎকল-সমাজ-হলে কটকের শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ দাস শ্রীচৈতন্য-দেবের চরিত্র-সম্বন্ধে আলোচনায় শ্রীচৈতন্যদেব 'ওড়িয়া' ছিলেন—ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহার সমর্থনে উক্ত দাস মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিত হইতে কি কি প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ নাই। শ্রীচৈতন্যদেব 'ওড়িয়া' 'বাঙ্গালী' বা খ্রীষ্ট-দেশবাসী অথবা ভারতবাসী কোনটিই নহেন। হুসেনসাহ বা মৌলানা বিয়াজুদ্দিন চাঁদকাজি শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা-লাভের পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের প্রজা-বিশেষ, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় তাঁহাদের এই ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। বাস্তবসত্যান্বিষ্ট ব্যক্তিগণ উৎকলবাসি-রামানন্দরায় বা বাঙ্গালী-শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈত কিংবা হুসেন সাহের কর্ম্মচারী রূপের দাস ও সাকর মল্লিকের আবৃত দর্শনের পূজক নহেন। শ্রীচৈতন্যদেব লোকশিক্ষার্থ তাঁহার স্ব-রচিত 'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ' শ্লোকে সেবকলীলাভিনয়কারীর পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যকে অধোক্ষজ ভগবদ্বস্তুরূপেই দর্শন করেন। ঐতিহাসিক অক্ষজ-দর্শনে শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ-দর্শন আবৃত, তবে শ্রীমায়াপুরাধীশ শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গদেশে গোলোকস্থ গৌর-পার্ষদ অবতরণ করাইয়া সেই প্রপঞ্চাতীত ভূমিকারই সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—মাটিয়া বঙ্গদেশে বা উৎকলে অবতীর্ণ হন নাই।

"যত মত তত পথ" মতের অযৌক্তিকতা

গত ২০শে চৈত্র তারিখের 'গৌড়ীয়ে'র সাময়িক-প্রসঙ্গে' প্রবাসী-সম্পাদকের সমর্থিত 'যত মত তত পথ' যে তাঁহাদেরই মতের প্রতিবাদ হইয়া পড়ে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের নির্দ্দিষ্ট পৌত্তলিকতা-মতও ভগবৎপ্রাপ্তির একটি উপায় রূপে পরিগণিত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। আষাঢ় (১৩৪৩) মাসের 'প্রবাসী'র 'আলোচনা' শীর্ষক স্তম্ভে সেই কথাটী আলোচনা হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও (আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে) শ্রীভূমানন্দ কটিকতন্থ মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ এবং 'প্রবাসী'-সম্পাদকের মন্তব্য কার্য্যতঃ আমাদের উক্তিরই যাথার্থ্য প্রমাণ করিতেছে অর্থাৎ 'যত মত তত পথ' স্বীকার করিলে পৌত্তলিকতা-মত ও তাহার প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মমত—উভয়কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 'হাঁ' ও 'না', সত্য ও মিথ্যা—উভয়ই যুগপৎ সত্য হইতে পারে না। এজন্য পূর্ব্বোক্ত লেখকগণ বলিয়াছেন যে 'যত মত তত পথ' মতবাদের প্রচারক প্রথমে পৌত্তলিক থাকিলেও শেষ অবস্থায় নিরাকার-বাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরাও বলিয়াছি যে চরমে নির্ব্বিশেষবাদের আশ্রয় না করিলে অর্থাৎ অধোক্ষজ হৃষীকেশের অপ্রাকৃত হৃষীক বা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিনাশ (?) করিবার চেষ্টা করিয়া নাস্তিকতার চরম শিখরে আরোহণ না করিলে 'যত মত তত পথ' মতবাদের সাময়িক অস্তিত্ব-টুকুও রক্ষা করা যায় না। তাই উক্ত লেখকগণের একজন ব্রাহ্মসঙ্গীতের নিম্নলিখিত মায়াবাদবিরোধক পদটি উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন যে, প্রভু 'কৃপা' ও 'অনন্ত' হইয়াও 'কাকে দিবা, কাকে মারা, কাকে সুহৃৎ সখা হন। প্রেমে গ'লে, যে যা' বলে তাতেই তিনি প্রীত হন'। "যত মত তত পথ" ঐ ব্রাহ্মসঙ্গীতের মূলমন্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

গৌড়ীয়ের পূর্ব্বোক্ত সংখ্যায় জিজ্ঞাস্য ছিল প্রবাসী-সম্পাদক 'যত মত তত পথ' মতবাদকে কি মতবিশেষের সন্তোষ বিধান অথবা সত্যানুরাগবশতঃ সমর্থন করিয়াছেন? তাহারও উত্তর আষাঢ় মাসের "আলোচনা"র সম্পাদকীয় মন্তব্যে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সম্পাদক লিখিয়াছেন,—'তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হইতে পারে, ইহাতে অনেক কথা থাকায় • • • (যত মত তত পথ প্রবর্ত্তকের) সত্য বাণিকীর মধ্যে তাহা বাহির নহে-বলিয়া আমরা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে ইহা ছাপি নাই। • • তর্ক-বিতর্ক যথা-সম্ভব পরিহার করিয়া আনুষাঙ্গিক এক-চতুর্থাংশ মুদ্রিত হইল'। 'যত মত তত পথ' মত পৌত্তলিকতার বা অপরাধপূর্ণ মায়াবাদেরই আপাত সর্ব্বচিত্তরঞ্জনকারী নূতন।

গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে মিঃ ব্রাউন

গত ১৫ই জুন (১৯৩৬) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় উদ্ধৃত মিঃ ব্রাউন (Mr. F. Yeats Brown) লিখিত "India Revisited" প্রবন্ধে তাঁহার কলিকাতা পরি-দর্শনের কাহিনী-বর্ণন-প্রসঙ্গে গৌড়ীয়মঠের একটি অসম্পূর্ণ বাক্য পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে—

I went to Gaudiya Math whose Swamis have built themselves a temple in the busiest part of Calcutta and are planning to build another in London; they publish a monthly magazine in English "The Harmonist" explaining the Vaishnava view point. • • Sir Jagadish, of course, is world famous but these good priests of the • • Gaudiya Math are also looking beyond their parish pumps."

বালিয়াটিতে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৩), ৬ই জুন (১৯২৬) মঙ্গলবার প্রাতঃ ৬॥ ঘটিকায় চাকা টেলিগ্রাফ-অফিসের সন্নিকটস্থ ঘাট হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগমনে প্রায় একশত বৈষ্ণব, ভক্ত ও সজ্জন পতাকাদি-সুশোভিত 'যমুনা' নামে হরিসংকীর্তন ও গুরুগৌরাঙ্গজয়ধ্বনির সহিত বুড়িগঙ্গা নদী দিয়া বালিয়াটী অভিমুখে যাত্রা করেন। বুড়িগঙ্গা নদীর ধারে প্রভুপাদের দর্শন-লাভের জন্য জনতার সমাবেশ হয়। গুরু-বৈষ্ণব-বহনকারী 'যমুনা' নামে এক অদ্ভুতপূর্ব জলালোক-শোভার অবতারণা হইয়াছিল। পূর্বক প্রকোষ্ঠে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের চরিত্রকথা এবং 'ভাগবতার্ক মরীচিমালা' হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষ বিশেষ শ্লোক কীর্তন ও আস্বাদন করিতেছিলেন। এদিকে ভক্তগণের মধ্যে কেহ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণামশ্লোক উচ্চারণ, কেহ বা হরিবোল-কীর্তন কেহ বা ইষ্টগোষ্ঠী, কেহ বা তুলসীমালিকার গ্রন্থন করিতেছিলেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিভিন্ন রাগিণীতে ভক্তি-বিনোদ-বিরচিতগীতসমূহ কীর্তন করিতেছিলেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ইষ্টগোষ্ঠীর মধ্যে নানাপ্রকার মনোধর্ম্মের মতবাদসমূহ নিরাস করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ হরিকথা কীর্তন করিয়া অনেক শুষ্ক মতবাদ নিরাস করিতেছিলেন। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ বৃন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্নপ্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ভক্তগণের সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলেন। 'যমুনা' বুড়িগঙ্গা অতিক্রম করিয়া খালপথ দিয়া ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়া বেলা প্রায় ১১টার সময় ফুলবাড়িয়া নামকস্থানে উপস্থিত হইলে ভক্তগণ তথায় স্নান ও মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়াসমাপন করেন। অপরাহ্ণ প্রায় ৩॥ ঘটিকার সময় লঞ্চ 'গাজিখালি' নদী দিয়া সাটুরিয়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। গুরুবৈষ্ণব-বহনকারী লঞ্চের পতাকা দর্শন করিয়া সাটুরিয়াস্থ সমুপস্থিত অভ্যর্থনাকারী ভক্তবৃন্দ আচার্য্যের সম্মানসূচক তোপধ্বনি করিতে থাকেন। বালিয়াটি হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজের নেতৃত্বে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ মহোদয় ও অন্যান্য ভক্ত সজ্জনগণ সকলে পুষ্পমালিকা দ্বারা আচার্য্য পূজা করেন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পরে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ভক্তগণ বালিয়াটী শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের ঘাটে উপস্থিত হইলে আচার্য্য-সম্মানসূচক বহু তোপধ্বনি ও জয়ধ্বনি হইতে থাকে। আরতি-সম্বর্দ্ধনার জন্য নদীতট হইতে শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত নানাবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য ও বিভিন্ন বর্ণের পট্টবস্ত্র ও পতাকা-প্রভৃতি সুশোভিত কতকটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমস্ত পথ পট্টবস্ত্রদ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ 'যমুনা' হইতে গুরুগৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনির মধ্যে অবতরণ করিলে পণ্ডিত শ্রীযুৎ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নেতৃত্বে শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভক্তিবিক্রম, শ্রীযুক্ত যোড়শীমোহন ভক্তি-ভূষণ ও শ্রীযুক্ত সত্যমোহন ভক্তিকুতুক প্রমুখ কুমাধিকারী-বর্গ সহস্র সহস্র ব্যক্তির সহিত সজ্জন পুষ্পমালিকা প্রভৃতি পূজোপকরণের দ্বারা আচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করেন। রৌপ্য-নির্ম্মিত পতাকা-দণ্ডে উড্ডীয়মান বিভিন্নবর্ণের পতাকা ও রৌপ্য-নির্ম্মিত ছত্র আচার্য্যের মস্তকোপরি ধারণ এবং চতুর্দ্দিকে সংস্থাপন করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভা-যাত্রার সহিত আচার্য্যের অনুব্রজ্যা করিতে করিতে সকলে আচার্য্যকে অভ্যর্থনা করেন। গদাই-গৌরাঙ্গমঠের প্রাঙ্গণে একটি সুদৃশ্য সভামণ্ডপ ও তদভ্যন্তরে আচার্য্যের একটি আসনপীঠ রচিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ বালিয়াটির কুমাধিকারিবর্গ ও সজ্জনবৃন্দের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া সেই আসনে সমাসীন হইলে বালিয়াটীর সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে বালিয়াটী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র সরকার বি-এ, বি-টি মহাশয় একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া সুশোভন স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত আধারে (Casket) তাহা আচার্য্যকরকমলে অর্পণ করেন। তৎপরে বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের পক্ষ হইতে শ্রীযুৎ সিদ্ধস্বরূপ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় 'ভক্তিসুধাঞ্জলিটি এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ মহাশয় "আত্মনিবেদন" কবিতাটি পাঠ করেন। ঐ সকল অভিনন্দনপত্রাদি গত সপ্তাহের

"গৌড়ীয়ে" প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ অভিনন্দনের প্রত্যুত্তররূপে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

প্রভুপাদের অভিভাষণ

সমবেত সজ্জন মণ্ডলি এবং বালিগঞ্জ-গ্রামের কৃষ্ণানুশীলনকারিবর্গ! আপনারা এই দীনহীন অকিঞ্চনকে যে সকল ভাষায় অভিবাদন প্রদান কর্‌লেন, আমি তা'র পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অবশ্য ভগবদ্ভক্তের উদ্দেশে এই সকল ভাষাই প্রযোজ্য; কিন্তু আমি ভগবদ্ভক্তি হ'তে সুদূরে অবস্থিত ব'লে ইহা আমার প্রাপ্য নয়—আমার গুরুদেবের প্রাপ্য। আমি শ্রীগুরুদেবের ভৃত্যসূত্রে সেই প্রসাদ শিরে ধারণ ক'র্‌লাম।

আপনারা অধোক্ষজ দেবের সেবা-প্রবৃত্তি প্রদর্শন ক'রেছেন। কেহ প্রত্যক্ষবাদাবলম্বনে, কেহ বা পরোক্ষবাদাবলম্বনে সেবার ছলনা প্রদর্শন করেন; আবার কেহ কেহ অপরোক্ষবাদাবলম্বনে সেবায় একান্ত শৈথিল্য প্রদর্শন ক'রে থাকেন। কিন্তু এই জগতে যাহা একান্ত দুষ্প্রাপ্য, সেই অধোক্ষজ-সেবা-বিগ্রহের সেবায় আপনারা যে বৃত্তি প্রদর্শন ক'রেছেন, তাহা পরম মঙ্গলের বিষয়। ইহাতে আপনাদের মঙ্গল ত' হ'বেই, আপনাদের সেবাবৃত্তির সংস্পর্শে যাঁরা আস্‌বেন, তাঁদেরও মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। আপনাদের অধোক্ষজসেবাবৃত্তির উচ্চ জয়গান সর্ব্বত্রই ধ্বনিত হ'বে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—যাঁ'রা অধোক্ষজে ভক্তি বা সেবা ক'রে থাকেন, তাঁদের অনর্থ ব'লে আর কিছু থাকে না। তাঁ'রাই প্রকৃত অর্থবান্ ও পরম মুক্তপুরুষ। আমরা শাস্ত্র হ'তে শুনি,—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।

সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, তা' অপেক্ষাও বিষ্ণুভক্তের আরাধনা অতিশয়তর শ্রেষ্ঠ।

আপনারা বিষ্ণুভক্তের সম্মান প্রচুর পরিমাণে দিবার শক্তি লাভ ক'রেছেন, তা' প্রত্যক্ষ কর্‌বার জন্য আপনাদের গ্রামে বহু ভগবদ্ভক্ত এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। ভগবান্ আপনাদের হৃদয়ে যে আকর্ষণী শক্তি দিয়েছেন, তা'র ফলেই আপনারা এতগুলি শুদ্ধভক্তকে আবাহন কর্‌বার শক্তি লাভ ক'রেছেন। যা'তে শুদ্ধা ভক্তি জগতে বিপুলভাবে প্রচারিত হয়, আর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদের পরিবর্ত্তে জগতে অধোক্ষজসেবাবৃত্তি স্থান প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে আপনাদের উৎসাহ পরিলক্ষিত হ'লে আপনারা মহাবদান্য গৌরসুন্দরের অন্বেষণের-দয়া সত্যসত্যই বিতরণ ক'র্‌বেন। তা'তে মানবজাতি পরম লাভবান্ হ'বে। জগৎ ধ্বংস হওয়ার পরও যে ধরার আলোচনা হ'বে, সেই দয়া বিতরণের আনুকূল্য ক'রে আপনারা যথার্থই মহাবদান্যের সেবা ক'র্‌বেন।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

শ্রীচৈতন্যের করুণা আপনাদের হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত। আপনারা অধোক্ষজসেবার কথা বল্‌বার জন্য বলদেবের শক্তি লাভ ক'রেছেন। যেখানে বলদেবের কথা নেই, বলদেবের নিত্য আনুগত্য নেই, সেখানে রসহীন নির্ব্বিশেষবাদের তরঙ্গ প্রবাহিত। আপনাদের অধোক্ষজসেবায় প্রবৃত্তি বাস্তবিকই চিত্তহরণীয় বিষয়। তবে আমার ন্যায় সেবাবিমুখ অযোগ্য ব্যক্তির সংস্পর্শে এই সেবাবৃত্তি কিরূপ উজ্জ্বলতা ও উদ্দীপনা লাভ ক'র্‌বে, তা জানি না। কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্ম ও গুরুবর্গ সর্ব্বতোভাবে গরীয়ান্। আপনারা বৈষ্ণব-বৃত্তি-সম্পন্ন, ক্ষমাই বৈষ্ণবের নিত্যগুণ, অতএব আপনারা আমার অযোগ্যতাকে ক্ষমাও ক'র্‌তে পারেন। আপনারা নিজেরা পরম সম্মানিত হ'য়েও অসম্মানিত ব্যক্তিগণকে সম্মান দেন। আপনাদের দৈন্য, বিষ্ণুভক্তজনোচিত ভাষা ভবিষ্যৎকালের জন্যও আমাদের স্মরণীয় হ'বে। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহ যাঁদের হৃদয়-সিংহাসনে উপলব্ধির বিষয় হ'য়েছে, জগতে তাঁদের জয়-ঘোষণা প্রচুর পরিমাণে হ'লেই জগৎ হ'তে মৎসরতা-ধর্ম্ম অপসারিত হ'তে পারে। আমার ভাষার দৌর্ব্বল্য ও অসম্পূর্ণতা যেন আপনাদের মহিমাবর্দ্ধনে পশ্চাৎপদ না হয়। অযোগ্যকে যাচমান বৈষ্ণবের মহিমারই পরিচায়ক,—ইহাই বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিশেষ কথা। আমরা আজ যেখানে উপনীত হ'য়েছি, সেখান শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র ও ভক্তগণ-সেবিত ভূমি। সেজন্য আজ এখানে এসে আমাদিগকে বিশেষ পবিত্র জ্ঞান ক'র্‌ছি। এরূপ ভজনীয় ভূমিকায় আগমনের সুযোগ লাভ ক'রে আমরা

বিশেষ পরিচয় দিবার এবং বৈষ্ণবোচিত দৈন্য নিবন্ধন ও সুযোগ দেয়নি। আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমার নাই, ষোলা বাক্তিগণ আপনাদের মহিমা কীর্ত্তন ক'রতে পারবেন।

অতঃপর গৌড়ীয়-সভাপতি শ্রীযুক্ত কিসোরীমোহন গোস্বামীজী একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় 'অতিথির একং বলে ধন্যবাদের পরংপরম্' ও 'তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা' শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যামুখে সম্রান্তের প্রত্যাগমিত্রের শুভপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণকে তাঁহারা আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের অন্তিমে অবতরণ করাইয়াছেন, গ্রামকে ধাম ও তীর্থে পরিণত করিয়াছেন, এবং তোমা গৃহদর্শনের পরিবর্ত্তে হরিসেবা-নিকেতন গোলোক দর্শন করিবার সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাদুবাদ প্রদান করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা ও শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের জন্য বালিয়াটিগ্রামে যেসব সহস্র সহস্র ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নে মাত্র কয়েকটী নাম প্রকাশিত হইল,—

মালিকগঞ্জের সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার মিঃ এন্ এম্ ঐয়াবহম্, আই-সি-এস্; শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত ব্রজলাল রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী বি-এ; শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত কামিনী-মোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত সরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হিরণ্ময়নাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরলাল রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্-এ, শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ কুশারী; বি-এ, ম্যানেজার; শ্রীযুক্ত হরলাল বসু ষ্টীমার, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র বসিক্ বি-এস্‌সি, এম্-বি, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ এম্-এন্-এল্, শ্রীযুক্ত রাইমোহন অধিকারী, শ্রীযুক্ত নাটকুমার সাহা এম্-এন্-এল্; শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সাহা; শ্রীযুক্ত 'নবাবপুত্র সরকার বি-এ-বি-টি, হেডমাষ্টার; ডাঃ শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র কর্ম্মকার; ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজগোবিন্দ সোদ্দার, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সোদ্দার; ডাঃ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষপ্রভৃতি; ডাঃ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহা বি-এ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী বি-এ; শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বি-এ; শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার; শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দাসগুপ্ত; শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন রায় চৌধুরী; বার-য়্যাট্-ল; শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিনয়-কৃষ্ণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি।

রবিবার জ্যৈষ্ঠ, ১০ই জুন, বুধবার প্রাতে মালিকগঞ্জের সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার মিঃ এন্, এন্ ঐয়াবহম্ আই, সি, এস্, শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বার-য়্যাট্-ল প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিলে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ 'নিত্যানুষঙ্গোপতন্ত্র' পরমেশ্বরের স্বরূপ বিচার করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

"মায়িকের দিকের খোঁজা সবসময়েই জীবকে টানিতেছে। "We are to serve the Lord of the universe" and not to get service from the universe" কিন্তু মানুষমাত্রের প্রকৃতি ঠিক উল্টা, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। কোথায় মানুষের সমগ্রচেষ্টা ভগবানের দিকে যা'বে, তা' না হ'য়ে অন্যদিকে যাচ্ছে। মানুষ এত ঈশ্বরের সেবা-বিরোধী হ'য়েছে যে, কি ক'রে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ হ'বে সেজন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যেদিন বোধ হবে, এ জগৎটা একটা টোপ বা বঁড়শী, সেদিন নিজে এই টোপ গিলবার বা অপরকে গিলাবার জন্য চেষ্টা থাকবে না, পরমেশ্বরের সেবাই একমাত্র কাম্য হ'বে। এক শ্রেণীর লোক ব'লছেন—'আমার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে লোকের নিকট গৌণরূপে রেখিয়ে বা প্রচ্ছন্নভাবে রেখে অপর লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা ভোগ হ'ক—এইরূপ ইচ্ছাই পরার্থিতা, কিন্তু অপরকে টোপ গিলিয়েই বা কি লাভ হবে? পরমার্থিকগণ ব'লছেন—একমাত্র অধোক্ষজ পরাৎপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হ'ক। এই দুইটি ভিন্ন বিচার

নিয়েই আস্তিকসম্প্রদায় ও তথাকথিত পরার্থী প্রচ্ছন্ন নাস্তিকসম্প্রদায়ের মধ্যে 'Tug of war' চ'লছে।

আমাদের কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা ক'রতে হ'বে। বিশ্বের ভোগ বা ত্যাগের জন্য একপয়সাও দেওয়া হ'বে না। বিশ্ব কেবল আমাকে অমঙ্গলের কার্য্যে অধিকতর প্রেরণা দিয়ে আমাকে মরণের পথ দেখিয়ে দিবে। যে পয়সা আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা অন্য কাহারও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ক'রবে, তাহা বিশ্বাসঘাতক। জগতের তথাকথিত charity ব'লে জিনিষটা ও একগুলি কথাই সৃষ্টি ক'রে দেয়।

শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশ

গত ২৭শে বৈশাখ (১৩৩৩), ১০ই জুন (১৯২৬) বুধবার শ্রীল ভক্তিবেদান্ত পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে বেলা ১১৷৷ ঘটিকায় গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা বালিয়াটি-শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহ-প্রকাশ ও মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশের পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ গদাই-গৌরাঙ্গমঠের পূর্ব্বতন মন্দিরে উপবেশন করিয়া শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—আমাদের যখন চক্ষু আছে, তখন ভগবান্ কি বস্তু, আমাদের দেখ্‌বার ও একটা ইচ্ছা হয়; কিন্তু সেই বস্তুর দর্শন কি প্রকারে সম্ভব হ'তে পারে? তিনি যে অধোক্ষজ অর্থাৎ প্রাকৃত-মাত্রের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু। পরতত্ত্ব-দর্শন, কিংবা ব্রাহ্মতত্ত্ব-দর্শন কিংবা বৈভবতত্ত্ব-দর্শন বর্ত্তমানে আমাদের অধিকারের অন্তর্গত নহে; অন্তর্যামিতত্ত্ব-দর্শন সামান্যভাবে সম্ভব হ'লেও তা' নানা বিঘ্নগ্রস্ত। পরতত্ত্ব, ব্রাহ্মতত্ত্ব, বৈভবতত্ত্ব ও অন্তর্যামিতত্ত্ব চক্ষুর্দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে ব'লেছেন,—

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

ভগবানের স্বরূপটি কি, তাঁর কি-রূপ, তাঁর কি গুণ, কি লীলা, এ'সকলের বিজ্ঞান তাঁর অনুগ্রহ না হ'লে জানা যায় না। আমরা তাঁর দর্শন লাভ ক'রে তাঁর যে সেবা ক'রব, তাঁর রূপের অভিব্যক্তি না হ'লে সেই সেবা করা যায় না। তাঁর অভিব্যক্তি কি জীবের ভোগ্য? তাঁকে ঈক্ষণ করবার পূর্ব্বে তাঁর কথা শ্রবণের দরকার। যে চক্ষুর অন্য কোন কৃত্য নেই ভগবানের সেবা ছাড়া, সেই চক্ষুর্দ্বারাই ভগবানের দর্শন হ'বে। পরতত্ত্ব, ব্রাহ্ম, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই পাঁচ প্রকার ভগবৎপ্রকাশের মধ্যে বর্ত্তমানে আমাদের অর্চ্চা-দর্শনে অধিকার ও অর্চ্চন-যোগ্যতা হ'তে পারে। আমরা দর্শন ক'রে তাঁর সেবা ক'রতে পারি; কিন্তু সেই দৃশ্য পদার্থ জড় নহেন—তিনি অপ্রাকৃত ও পরতত্ত্ববস্তু। জড় হ'লে তিনি আমাদেরই সেবা ক'রবেন। আমরা কাঠ, পাথরের পূজা ক'রব না—জড়-জগতের ভোগ্যবস্তুর অনুসন্ধান ক'রব না, আমাদের নিত্য-নিয়ামক আরাধ্য বস্তুরই সেবা ক'রব।

যাঁরা বলেন,—ভগবান্‌কে যে ভাবেই ডাকি না কেন, তিনি দেখা দিবেন, তাঁরা জানেন না যে, ভগবান্ আমাদের বাগানের মালি বা চাকর নন। চাকর ব'লে ডাক্‌লেও তিনি আস্‌বেন—এটা অভক্তির কথা। যিনি হরিকথা শ্রবণ ক'রে তারপরে তাঁর দর্শন করেন, তাঁরই প্রকৃত দর্শন হয়। হরিকথা না শুনে' যদি তাঁকে দর্শন করার চেষ্টা হয়, তা'হ'লে ভোগ্য দর্শন হ'য়ে যায়। আমি যদি আমাকে কাঠুরিয়ার ব'লে জ্ঞান ক'রে তাঁর দর্শন চাই, তা'হ'লে ভোগ্যবস্তু দর্শন হ'য়ে যা'বে।

অপ্রাকৃত বস্তুকে আমি প্রাকৃত চক্ষের দ্বারা দর্শন ক'রতে পারি না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী আমার চক্ষের প্রাকৃত আবরণ অপসারিত ক'রে দিব্যচক্ষু দান ক'রলে সেই সেবোন্মুখ চক্ষে—শ্রুতির দ্বারা নিয়মিত নেত্রে আমার শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের যোগ্যতা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

বক্ত্রাম্বুধিঃ কুপথে ত্রিপাদুকে যথীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

—(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

কৃমিজাত পদার্থকে পূজা ক'রতে হ'বে না। অর্চ্চা ভগবানের proxyরূপে এখানে এসে উপস্থিত হন। আমরা কাঠ-পাথরের নিকট মস্তক অবনত করি না। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমাদের এই চক্ষের চামি ঘুরীভূত ক'রে দিলে সেই দিব্য চক্ষে আমরা অর্চ্চাবতার দর্শন ক'রতে পারি।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ভগবানের অন্যান্য প্রকাশ-সমূহ আমরা ইচ্ছা ক'রলেই দর্শন ক'রতে পারি না; কিন্তু তাঁর সময়-মত উপস্থিত হ'লে প্রত্যহই অর্চ্চাবতারকে দর্শন ক'রতে পারি—তাঁর অবশেষ গ্রহণ ক'রে জীবন ধারণ ক'রতে পারি—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁর সেবা ক'রতে পারি। আমরা প্রেতলোক বা অলৌকিক হ'তে চাই না। আমরা অধোক্ষজের সেবক হ'তে চাই।

শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চাবতার সম্বন্ধে এই সকল উপদেশ কীর্ত্তন করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ও শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ এবং আচার্য্য শ্রীপাদ বটুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব-হোম সম্পন্ন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ হরপ্রিয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ্যোত্তম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীবিগ্রহের মূলারতিসেবা ও অর্চ্চনা ক'রিয়াছিলেন।

গত ৪ঠা, ১০ই জুন বুধবার অপরাহ্ণে বালিয়াটীর জমিদার মহামহিম হেরম্বমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনের দ্বিতলস্থ অলিন্দে উপবেশন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বালিয়াটীর বহু সজ্জন ও ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং" ও শ্রীগোবিন্দের "যদি হরি-স্মরণে সরসং মনঃ"—এই শ্লোক দুইটি অবলম্বনে অনেক কথা বলেন এবং 'প্রত্যক্ষবাদ', 'পরোক্ষবাদ', 'অপরোক্ষবাদ' ও 'অধোক্ষজ'-সিদ্ধান্তের কথা বিবৃত করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—"গৌড়ীয়মঠের প্রচার হ'চ্ছে 'ঋষি'র উপরে। 'ঋষি' কেহ ভাগবতধর্ম্মযাজী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সত্যধর্ম্মাশ্রয়ী বলা হ'বে। 'সত্যধর্ম্ম-সমন্বয়' কথাটি সত্যধর্ম্মের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দেবার একটা ষড়যন্ত্র। বাস্তবিক harmony একমাত্র ভাগবতধর্ম্মের দ্বারাই হ'তে পারে। ভোগ বা ভোগের প্রতিক্রিয়া আসক্ত হ'লে altruist হ'য়ে যাওয়াই highest ambition হয়। Altruistic propaganda ক'রতে গিয়ে কেবল ভারবাহী হ'তে হ'বে।

শ্রীমদ্ভাগবত প'ড়লে গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝতে পারা যা'বে। নতুবা গীতার গান ক'রেও কানে ঢুক্‌বে না। জগতের লোকের হরিভক্তের সম্বন্ধে ধারণা এই যে, সাধু বা হরিভক্তগণ কেবল নানা কৃচ্ছ্রতার কথাই দেখা'বে আর আমরা খাব-দাব, থাক্‌ব। হরিভক্তগণ জগৎ চ'লে যাবে সব বিষয়ের ভার আমাদিগের উপর রেখে, যেন আমরা নিষ্কণ্টকে যথেচ্ছ ভোগ ক'রতে পারি। আমরা তমোগুণ ও রজোগুণকে প্রবল ক'রে সত্ত্বগুণকে ধ্বংস ক'র্‌ব, এরই নাম নাকি যুগধর্ম্ম! কিন্তু গৌড়ীয়মঠের ধর্ম্ম হ'য়েছে—মানুষের যতপ্রকার নির্ব্বুদ্ধিতার মনোধর্ম্ম যতপ্রকার হ'তে পারে বা হ'বে, সেগুলিকে যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে নিষ্টীককণ্ঠে এই ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করা।

"পৃথিবীতে যত মত ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"

তথাকথিত পণ্ডিত ব'লবেন—"হরিভক্তগণ বেতগাছে জল না দিয়ে তুলসীগাছে কেন জল দিচ্ছেন? তা'তে সময়, শক্তি ও জলের অপব্যবহার হ'চ্ছে। বহির্ম্মুখ জীবের সেবা অর্থাৎ তাহাদের ভোগ্যসামগ্রী যুগিয়ে না দিয়ে কেন ভগবানের সেবা ক'রতে যাচ্ছেন?" তথাকথিত সমন্বয়বাদী ব'লবেন—"বেতগাছে জল দেওয়াও যা', তুলসীগাছে জল দেওয়াও তা', প্রণালীমাত্র ভেদ, উভয়েরই ফল এক; জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিও যা', পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবাও তা'; জীবকে পরমেশ্বর কল্পনা ক'রে নিলেই হ'ল।" এই সকল তথাকথিত ধর্ম্মের সহিত গৌড়ীয়মঠের কোন প্রতিযোগিতা নাই, কেবল জগতের লোক কেন ডাকাতের হাতে প'ড়বে, তা'রা কেন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতার হাতে প'ড়বে, এজন্যই গৌড়ীয়মঠের দুঃখ। তাহাকে challenge করবার ক্ষমতা মানুষের নাই। মানুষের বহির্ম্মুখ কারাজীবনে যতপ্রকার অসুবিধা হ'চ্ছে, মানবজাতি সে সব ছেড়ে দিক।

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমি মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তাঁর জন্ম অধঃপাতে যায়॥

এই লাইনের অনুসরণে কয়েক লোক বর্ত্তমানকালে মূর্খতা ও অতিচারবোধে ছুট হ'য়ে প'ড়েছে। অন্তদেশের কোন ভাষা এত বড় কথা ব'লতে পারে নাই। পূর্ব্ববঙ্গেই বেতিলাগ্রামে ঠাকুর মহাশয়ের যাঁরা কৃত্যানুকৃত্য ব'লে অভিমান ক'রতেন, তাঁ'রা একথায় মিশনারিপ্রচার বন্ধ ক'রলেন কেন? এই সত্য কথা ব'ললেও অনেকে ব'লবে—"আমাদের ছটি মানুষে ব'লেছে।"

• • • •

যিনি ভগবদনুশীলন করেন, তিনি জগতের কোন বস্তুর ধার ধারেন না। তিনি বিদ্বান্, ধনী, নামকাদা লোক—কা'রও ইন্দ্রিয় তর্পণ করেন না, তিনি কেবল সত্যকথা বলেন।

চাটানি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥

(ভাঃ ২।৩।২১)

ভগবদ্ভক্তের কোন কার্য্যই জাগতিক স্বার্থের উদ্দেশ্যে নয়। মানবজাতিকে আপাত উদ্বেগ দিয়েও যদি ভগবদ্ভজনের জন্য তা'দের প্রাণ, বুদ্ধি, অর্থ প্রদান করান' যেতে পারে, তা'তেও তা'দের মঙ্গল।

ঐ দিবস গৌরগদাধর-মন্দিরে প্রাতঃকাল সভামণ্ডপে গৌড়ীয়-সম্পাদক 'সত্যনিষ্ঠা ও হরিসেবা' এবং 'যত মত তত পথ' ও 'ভাগবত-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত বক্তৃতা প্রদান করেন।

• • •

গত ২৮শে বৈশাখ, ১১ই মে প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের কত স্থানে 'অধোক্ষজ' শব্দ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া—

"ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বত্ত্রিগুণেন ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥"

—ভাঃ ১০।২৩।৩৯

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপম্
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥"

—ভাঃ ১০।১৪।২৪

—এই শ্লোকদ্বয়ের বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

হরিনাম কেবল যে চুপ ক'রেই ক'রতে হ'বে, তা' নয়, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম ক'রলে একাধারে আমার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এবং অপরের শ্রবণ, কীর্ত্তনের সুযোগ হ'বে। কেবল নির্জ্জনে ব'সে হরিনাম ক'রব, তা' নয়, প্রবল জনতার মধ্যেও হরিনাম ক'রব। হরিসেবার জন্য কথা ব'লতে ব'লতেও হরিনাম ক'রতে কিছু আপত্তি নাই, কারণ হরিনাম ও হরিসেবার কথা একই বস্তু; কিন্তু হরি-কথার ছলনায় বিষয়কথা ব'লেই অসুবিধা হ'বে।

• • • •

সাধারণ ধারণায় জগতের নাথ—'জগন্নাথ,' আর মুক্তপুরুষগণের নাথ—'আলোয়ার নাথ'। 'আলবন্দর' শব্দে ভগবৎপার্ষদ বুঝায়, আর নিত্যসিদ্ধ পরমমুক্তপুরুষের নাথ—'গোপীনাথ'।

• • • •

লোকের নাম ন'ষে না ব'ললেও বহির্ম্মুখতার চামড়া এত মোটা যে কিছুতেই তা'দের গায় লাগে না। আবার নাম-ধ'রে প্রতিবাদ ক'রতে গেলেও তা'দের বল এতবড় যে, তা'রা সকলে মিলে মা'রতে আসবে। যখনই গৌড়ীয়ের propagandaর বিরুদ্ধে কোন অসত্য কথা কেহ ব'লবে, তখনই নিষ্ঠা সহকারে শরণাগত হ'লে তিনি সে-সকল কথাকে ছেদন ক'রে দিবেন। যদি আমরা মনে করি—'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হ'য়ে ঐরূপ সত্যকথা ব'ললে কেহ ভিক্ষা দিবে না, সেরূপ পাষণ্ডগণের নিকট হ'তে যেন আমরা ভিক্ষা না চাই। যাঁ'রা কিছুতেই সত্যকথা নিবে না, সেরূপ পাষণ্ডগণের কি সাধ্য আছে যে, তা'রা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য প্রদান ক'রতে পারে? আর আমরাই বা কৃষ্ণের প্রকৃত উচ্ছিষ্ট না হ'লে তা' গ্রহণ ক'রতে যা'ব কেন? আমরা কি এই সকল শ্লোক ভুলে গেছি?

অস্মীমহি বয়ং যিকামাআবাসো বসীমহি।
শত্রবঃ সন্তু নঃ পৃষ্টে কুক্কুরাদি কিমীশ্বরৈঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ দ ৪।৭৬)

কৃষ্ণের চাষার ঐশ্বর্য্য দেখে, রামানন্দ রায়ের পেশন্ দেখে যদি তাঁদের হরিভক্তি বুঝতে ভুল হ'য়ে যায়, তা'হ'লে আর হরিভজন হ'ল না। "কিমুক্রাষ্টিক-ওয়ালা লোক না দেখলে 'সাধু' ব'লব না"—এ বিচার সম্পূর্ণ ভুল।

• • • •

শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের যে কথা বলবার বাকী ছিল, তা' চৈতন্যচরিতামৃতকার ব'লেছেন। ঠাকুর নরোত্তম চরিতামৃতের অবশিষ্ট কথা পূরণ ক'রেছেন। আবার তৎপরে চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, বলদেব বিদ্যাভূষণ ঠাকুর নরোত্তমের বাকী কথা ব'লেছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অবশিষ্ট কথা জানিয়েছেন। ভক্তিবিনোদধারা প্রদত্ত হ'লেই আমাদের সব সুবিধা হ'য়ে যাবে।

• • •

জড়-নামক একজন যোষিৎ, ঐশ্বর্য্যনামক আর একজন যোষিৎ, পাণ্ডিত্যনামক তৃতীয় প্রকার যোষিৎ ও সৌন্দর্য্য-নামক চতুর্থ প্রকার যোষিৎ আছে। এই সকল যোষিৎকে গোপীজনবল্লভের সেবায় নিযুক্ত না ক'রলে এদের কবলে প'ড়ে যেতে হ'বে। কৃষ্ণ যদি তাঁকে দয়া করেন তবেই হরিসেবা করা যায়। নতুবা মানুষের চৌদ্দপুরুষের সাধ্য নাই যে, এত ধারায় কাটিয়ে হরিসেবা ক'রতে পারে। হরিসেবা তামাসার কথা নয়।

• • • •

Altruism বা ethical principle আত্মধর্ম্মের উপর প্রাধান্য লাভ ক'রবে—তা' নয়। আমরা ব'লছি না যে, ঐগুলি থাকবে না। কিন্তু ঐগুলিই শেষ সীমা নয়। দিল্লীর টিকেট কিনে বর্দ্ধমানে নেমে থাকলে দিল্লী যাওয়া হ'ল না।

• • • •

উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত প্রভৃতিকে ডিঙিয়ে ভাগবত পড়া হয় না। Infant class এর পাঠ্য প'ড়ে, প্রবেশিকার পাঠ্য প'ড়ে Intermediate এর পাঠ্য প'ড়ে, Graduate-course শেষ ক'রে পরে Post graduate study ক'রতে হয়। 'অমরের' 'বিদ্যাপতি' পড়বার আগে 'গোবিন্দরাজ' প'ড়তে হ'বে।

• • • •

ভগবদ্ভক্তির কোন কথা প্রকাশ ক'রবে না—সাধারণ কাগজওয়ালারা। গ্রাম্য কাগজওয়ালারা যে জগতের কত অনিষ্ট ক'রছে তা' বলা যায় না। বাঙ্গলাদেশ বিপথ হ'য়ে গেল নানা রাগে কথায়। যে বাঙ্গলাদেশের কথা ছিল—"যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্। মধুর-কোমল-কান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্"। সেখানে জগন্নাথ বা গোপীনাথের দর্শনের পরিবর্ত্তে জগদ্দর্শন ও যোষিদ্দর্শনে নানা অসুবিধা আরম্ভ হ'ল। ছোট হ'য়ে পড়ার সময়ের গান আরম্ভ হ'ল, কুকুর বেড়ালের বিয়ে দেওয়া হ'তে থাকল। এখানে কতকগুলি লোক বিষাধিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, সেখানে সেইরূপ বিষাধিতের সংখ্যাও কম হ'য়ে গেল। শ্রীচৈতন্য-দেব ব'ললেন—জগতের যত চিকিৎসা আছে—ফেলে দাও। Social service একটা জিনিষ, আর Absolute-কে service প্রদান আর একটা জিনিষ। লোকের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির কিছু সুবিধা ক'রে দেওয়াই কি মনুষ্যের চরম কর্ত্তব্য? তার প্রতিক্রিয়া রূপে কি whitzer gun ও বিষাক্ত gas তৈয়ারী হয় নাই? Altruistic method এ Ethiopia যায়া প'ড়ে গেল। এ জগতের যত কিছু, তা' প্রণামমুখে দেখ্‌তে ভাল হ'তে পারে, কিন্তু সেবাটা নৈরাশ্য। "মাধব হাম পরিণাম নিরাশা"। শতকরা নিরানব্বই জন লোক impersonalist হ'য়ে যাচ্ছে। মানুষের brain টা কি এতই effeminate হ'য়ে যাচ্ছে যে, তা'রা রজঃ ও তমোগুণের overwhelming influence দ্বারা অভিভূত হ'য়ে যাচ্ছে? আমরা তথাকথিত পরার্থিতাকে বহুমানন ক'রতে পারি না। মানুষের খোসার উপকার ক'রে মানুষের কি স্থায়ী উপকারটা হ'বে? সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ জিনিষটা কি—তা' কি একবার জেনেও রাখ্‌ব না? সকলের উচু ক্লাশটা কি—অন্ততঃ তা' জেনে রাখা যাক্—তত উঁচুতে যদিও প্রমোশন নাইই পাই। Virtue, piety প্রভৃতি গ্রীক Philosophy র the end হ'তে পারে; কিন্তু ভারতীয় দর্শনের শেষ কথা তা' নয়। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামনা অপেক্ষা অনেক বড় কথা শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন।

• • •

যে মুসলমান স্থপতি (ওস্তাগর) বালিয়াটীতে সৌর-গদাধরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি গ্রীক প্রত্নপালের সম্মুখে উপনীত হইয়া অভিবাদন ও আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে গ্রীক প্রত্নপাল তাহাকে বলিলেন —"তোমার মন্দির ক'রেছ—বেশ ভাল কাজ ক'রেছ। অনেক লোক এই মন্দির দর্শন ক'রে তোমার বাহা

হ'তে পারবে। ভোগী বিলাসীর প্রাসাদ বা অট্টালিকার ন্যায় খোদার মন্দির নহে। এখানে খোদার ব্যাপারগণ খোদার কথা আলোচনা করেন। হাসপাতাল বা কোন স্থূলগৃহ কিম্বা কোন উচ্চ লোহ আমাদের অনিত্য দেহ ও মনের সেবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু ভগবানের মন্দিরে আত্মার নিত্য মঙ্গলের অনুশীলন হয়।"

প্রত্যুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—জ্ঞের পদার্থ বিষ্ণু নহে,—বিষ্ণুনাম। সেই বিষ্ণুনামকে কৃষ্ণ ব'লতে তাহাই impersonal হ'য়ে যায়। আর ভগবান্ বলিলে বিষ্ণুকে জানা হয়। সেই বিষ্ণু 'নিত্যানন্দবোধতত্ত্ব।'

• • •

Social service should be directed to devotees only. বহুজীবসম্প্রদায়ের উদ্দেশে Social service ক'রে লাখকে ছয় কলা দিয়ে পুষতে হবে। মানুষের উপকার ক'রতে হ'বে, কিন্তু মানুষের খোসার উপকারের জন্য সময় নষ্ট ক'রতে হ'বে না। ভারতবর্ষে প্রথমে Christian Missionaryরা এসে খুব altruism দেখিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা এই দেশে আধিপত্য বিস্তার ক'রে ব'সলেন, তখন তাঁদের সম্বন্ধে এদেশের লোকেরাই আবার অন্যরকম বিচার ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন।

• • •

শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ নামক জনৈক যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন—"Social serviceকে পরমেশ্বর-সেবার সহিত সমান মনে করিয়া নিলেই ত' সব মিটিয়া যায়।" তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—এ জগতে যাকে service প্রদান করা হ'চ্ছে সে হ'চ্ছে non-absolute. Non-absoluteকে Absolute বলা যেতে পারে না। Absolute কোন অভাবগ্রস্ত হ'য়ে সেবা গ্রহণ করেন না। Non-absoluteগণের অভাব মোচনের জন্যই কৃপাপূর্ব্বক সেবা গ্রহণ ক'রতে পারেন। এ জগতে যাকে সেবা ক'রতে যাচ্ছি, সে যদি কুকুর, কাছিম, বানর বা নর হয়, তা' হ'লে সে অভাবগ্রস্ত হ'য়ে যে সকল সেবা গ্রহণ করে, তাহা কেবল তা'র ভোগের পরিতৃপ্তি মাত্র। বহুজীবের ভোগের যোগানদারী ও ভগবৎসেবা সম্পূর্ণ পৃথক্। কুকুর, কাছিম বানর বা বানরের খোসার সেবামাত্র আমরা ক'রছি। তা'রা আংশিক ও সাময়িক সেবা গ্রহণ ক'রতে পারে। একজনের ইন্দ্রিয়ের তর্পণ ক'রলে তা'তে অন্যলোকের তৃপ্তি হয় না। তাহাতে তেত্রিশ কোটি দেবতার একজনের পূজা ক'রলে অপর দেবতার পূজা বা খ্রীষ্ট দেশের দেবতার পূজা হয় না। কিন্তু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সকল জীবের প্রভু বিষ্ণুর উপাসনা ক'রলে সকল দেবতার ও সকল প্রাণীর তৃপ্তি বিধান করা হয়।

পূর্ব্বোক্ত যুবকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি যদি প্রাণিদিগকে embodiment of Absolute মনে ক'রে নিই, তা'হলেই ত' Absoluteএর পূজা হ'ল।

প্রভুপাদ—আপনার মনে করাটাও ত কল্পনামাত্র। আপনি যদি একটা হিংস্র বাঘকে আপনার হিতকারী ব'লে আলিঙ্গন করেন, তার ফল আপনিই পাবেন—ঠ'কবেন আপনি। আমরা যে ভগবান্-শব্দ ব্যবহার করি, সেটা ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। যাঁরা অক্ষজ বস্তুকে ভগবান্ মনে করেন, তাঁদের শেষ কথা নির্ব্বিশেষ-বাদ। মানুষকে ভগবান্ মনে করার ন্যায় পৌত্তলিকতা আর নাই। ভগবানে অভাব ও ত্রুটিত্ব প্রভৃতি কল্পনা করা, মানুষকে ভগবান্, অপূর্ণকে পূর্ণ মনে করা যেমন যুক্তি-বিরুদ্ধ, তেমনই অশাস্ত্রীয়।

• •

বালিয়াটীর প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—জীব ত' নিত্য কৃষ্ণদাস। তবে কৃষ্ণের কথা জীবের মনে হয় কেন?

প্রভুপাদ—আমরা কৃষ্ণদাস বটে; কিন্তু অচেতন কৃষ্ণদাস নহি। চেতনের ধর্ম্মই স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের চিন্তাস্রোত হ'চ্ছে—"জীবকে ভগবান্ সৃষ্টি ক'রেছেন।" কিন্তু মহাপ্রভুর বিচার সেরূপ নয়। তটস্থা শক্তি হ'তে জীবের প্রকাশ হ'য়েছে। জলও নয়, স্থলও নয়—এরূপ অবস্থানই তট। এই তটে কেহ থাকতে পারে না। হয় জলে, না হয় স্থলে তাঁকে পতিত হ'তে হ'বে। সেরূপ অবস্থান হ'তে জীবের উৎপত্তি। সেবাবিমুখতা ও সেবোন্মুখতা উভয়ই জীবের ধর্ম্ম, সেরূপ ধর্ম্ম তটস্থশক্তিতেই আছে। অতএব জীব স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস হইলেও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে তা'তে কৃষ্ণবিস্মৃতি দৃষ্ট হয়।

• •

১৮শে বৈশাখ, ১১ই জুন বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে শ্রীনবদ্বীপ-গৌড়মণ্ডলের প্রাচীনতম সভামণ্ডপে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে যথাক্রমে গৌড়ীয়-সম্পাদক, গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সুহৃৎ এবং আর্যাবর্ত্ত ধর্ম্ম প্রচারক মহাশয় পরার্থিতা, 'অপ্রাকৃত-বিচার ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতা বিশেষ ও আবেগপূর্ণ হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীল 'মুক্তাশ্চিত্তেঽ' 'নাম শ্রেষ্ঠং মনুষ্যপি' ইত্যাদি কয়েকটি শাস্ত্রিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন বক্তৃতার মুদ্রিত পরে প্রকাশিত হইবে।

প্রভুপাদের বক্তৃতার পর বারহীর প্রবীণ জমিদার এবং কাল মহাশয় বালিয়াটীর ভূম্যধিকারি-মণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং গয়াটী-নবনির্ম্মিত মন্দিরের আনুকূল্য প্রদানকারী যোগেন্দ্র রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের ... তৎপরে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সাহা নামক ... বিশেষ আবেগভরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যের ... করেন।

... অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে জমিদারগণের ... ম্যানেজার শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ কুণ্ডাপ্রী বি-এ মহোদয় বলেন যে, এই মহতী সভায় বালিয়াটীর সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বালিয়াটীবাসিগণের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। প্রভুপাদের ন্যায় অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের আগমনে বালিয়াটী তীর্থে পরিণত হইয়াছে। রথযাত্রা, দোলোৎসব প্রভৃতি ব্যাপারে লোকের যেরূপ সাগ্রহজনীন আনন্দ উপস্থিত হয়, শ্রীল প্রভুপাদের আগমনে তিনদিবস কাল বালিয়াটীতে সেরূপ আনন্দোৎসব সকলেই অনুভব করিয়াছেন। প্রভুপাদের নিকট বালিয়াটীবাসীর আবেদন এই যে, তিনি যেন পুনরায় এইস্থানে শুভাগমন করিয়া এই-রূপ আনন্দস্রোত পুনঃপ্রবাহিত করেন।

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর "যশোমতীনন্দন ব্রজবরনাগর" ইত্যাদি সঙ্গীতটি কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

২৯শে আষাঢ় ১২ই জুন শুক্রবার প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার সময় সপার্ষদ গৌড়ীয়াচার্য্যবর বালিয়াটী হইতে ঢাকাভি-মুখে যাত্রা করেন। যাত্রাকালে বালিয়াটীবাসী সজ্জনবৃন্দ আচার্য্যকে ভক্তিশ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থ নদীতটে সমবেত হইয়া-ছিলেন। সপার্ষদ প্রভুপাদ "যমুনা"কে আরোহণ করিলে একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। বালিয়াটীবাসী সজ্জনবৃন্দ ও ভক্তগণকে বিরহসাগরে ভাসাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের লঞ্চখানি ধীরে ধীরে বালিয়াটী পরিত্যাগ করে এবং অপরাহ্ণ তিনটার সময় ঢাকাতে আসিয়া উপনীত হয়। প্রভুপাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অপরাহ্ণে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পুণতিবাবুর ভবনে উপস্থিত হন। সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় শ্লোক "নিগমকল্প-তরোর্গলিতং ফলং" ইত্যাদি অবলম্বনে প্রয়োজনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। প্রভুপাদের অভিভাষণের পর মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরীতে প্রভুপাদের হরিকথা

১৮শে বৈশাখ, ১১ই মে — প্রাতে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত আলোয়ার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত শচীনাথ চৌধুরী মহোদয় সস্ত্রীক শ্রীপুরুষোত্তমধামে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট 'জগন্নাথ-দর্শন' সম্বন্ধে হরি-কথা-শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করেন। উহার মর্ম্ম এই যে— "মানব-মনীষার বিচারগতি Transcendental Abstract পর্য্যন্ত, Transcendental concreteএর বিচার তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত। জগতের Concrete বিচার মানবভোগ্য বিচার। তদুপরি জগতে Subject (দ্রষ্টা)—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার; Object (দৃশ্য)—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—Solid, liquid, gas, motion ও spaceএর

সহিত associate করিবার জন্য মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। জীব-প্রকৃতি মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-যোগে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশকে ভোগ্য বিচার করে। জীবের বদ্ধাবস্থাতেই এইরূপ ভোক্তৃ-অভিমান উপস্থিত হয়। উৎক্রান্তদশায় এই সকল designative পদার্থ সরাইয়া দেওয়া যায়।" এই সকল কথার পর প্রভুপাদ "অচিন্ত্যভেদ ও চিন্ত্যাভেদবাদ, পুরুষোত্তম ও চতুর্ব্যূহতত্ত্ব; প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এবং অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত বিচার-বৈশিষ্ট্য; ভুবনেশ্বরে শ্রীলিঙ্গ ও অনন্তবাসুদেব তত্ত্ব, নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তমতত্ত্ব জগন্নাথ ও আলালনাথে শ্রীযোগেশ্বর নাথ—চতুর্ভুজ জনার্দ্দন-বিষ্ণু-দর্শনের রহস্য" প্রভৃতি বিষয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" (গীঃ ৪।৩৪।২) শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে—শ্রীপুরুষোত্তম মঠ-সেবকগণ শ্রীচটকপর্ব্বত পরিক্রমা করিয়া চটক কুটীরের দক্ষিণ অলিন্দে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে উপবিষ্ট হইলে শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন সেবাকার্য্য-সম্বন্ধে উপদেশদানপ্রসঙ্গে বলিতে থাকেন—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কৃষ্ণনগরে কাঁঠালিপোতার বাসায় থাকাকালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট একটি বড়ই মূল্যবান্ কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"সেদিক্ থেকে—মুক্তভূমিকা থেকে—কৃষ্ণের দিক্ থেকে দেখ, সব ঠিক আছে; কৃষ্ণবদ্ধ ও জড়মুক্ত অবস্থা হ'তে দেখ্‌লে কোন অসুবিধা নাই—সব ঠিক আছে। আর এদিক্ থেকে—বদ্ধ ভূমিকা থেকে—মেপে নেওয়া অবস্থা হ'তে দেখ্‌লে দেখ্‌বে—সব উল্টো-পাল্টা।" 'ওদিক্ থেকে দেখা' অর্থে তর্ক-পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রোতপন্থা হইতে অবিকৃত অবস্থায় অবতীর্ণ শ্রৌতবাণীর আনুগত্যে দেখা; দার্শনিকগণের ভাষায় ইহাকে 'অবরোহ-পন্থায় বা Deductive processএ দেখা' বলা হয়। আর 'এদিক্ থেকে দেখা' অর্থে—আরোহ পন্থা বা Inductive processএ দেখা; ইহার পরিণাম—Philanthropy বা Apotheosisএ পৌঁছান' অর্থাৎ প্রাকৃত ভূমিকায়ই আবদ্ধ থাকা।

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য-সমীপে ভাওয়াল সন্ন্যাসী

গত ৩০শে বৈশাখ, ১৩ই জুন শনিবার বাগবাজার অধিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কান্ত নাগ মহাশয়ের আগ্রহে প্রসিদ্ধ ভাওয়াল-সন্ন্যাসী বা ভাওয়ালের মধ্যম কুমার বেলা ১০টার সময় গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও বিকুপার শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমীপে আচার্য্য-সম্মান প্রদর্শনের জন্য আগমন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু সন্ন্যাসীকে সাদর আলাপ করিয়াছিলেন।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

ঐ দিবস (১৩ইজুন) অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের ছাত্রবৃন্দের ইউনিয়নের পক্ষ হইতে আহূত একটি বিশেষ সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের পারমার্থাশ্রিত অর্থাৎ মনীষী ও পণ্ডিত মিঃ হোর্ আর্ষ্ট্, অর্থ্ড্ সুন্দরের "Why I became a Vaishnava" 'কেন আমি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি', এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লিটন হলে অধ্যাপক কে, দি, ঘোষ ডি, এস্ সি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি হৃদয়গ্রাহিণী সুললিতভাষী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু-সম' বিদ্যাপতির এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভাগৃহ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীদ্বারা পরিপূরিত হইয়াছিল। উচ্চ-শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত নরনারীর সমাবেশে বক্তৃতাটি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। অধ্যাপক ডক্টর বক্তার পরিচয় প্রদান করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য এম্-এ বক্তার বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করেন।

ঢাকা-বারলাইব্রেরীতে বক্তৃতা

ঐ ১৩ই জুন রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় ঢাকা বারলাইব্রেরী হলে এক বিরাট্ জনসভা হইয়াছে। সেই সভায় শ্রীবিশ্বৈকবন্ধুত্ব-সভার প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী Apostolic Mission ও আর্য্যান পণ্ডিতবর হের্ ব্রুস্ট জর্জ্জ শুল্টজে (Herr Brust Georg Schultze) মহাশয় "What Gaudiya Math Stands for" (গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় কি ?) এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত প্রমথচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ শ্রীযুক্ত অবনীপ্রসাদ বিশ্বাসী বি, এ মহাশয়ের সমর্থনে বারলাইব্রেরীর

যাবী সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়ের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির আহ্বানক্রমে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অবধূতস্বরূপের ব্রহ্মচারী বি. এ মহোদয় প্রথমতঃই "হেরের দুয়া কথন বিফল" এই সঙ্গীতটি গান করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের সভায় বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত স্বামিপাদকে অভিভাষণ প্রদানের জন্য আহ্বান করিলে স্বামীজী প্রায় ১ ঘণ্টাকাল শুদ্ধভক্তি ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক বক্তৃতা করেন। অতঃপর ডাক্তার মজুমদার মহাশয় সংক্ষিপ্ত ঘণ্টাকাল বাংলাভাষায় বক্তৃতা করিয়া অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রোতৃবর্গ উৎকর্ণ হইয়া এই দুইটি অভিভাষণ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

অভিভাষণান্তে সভাপতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অবসরপ্রাপ্ত ডেঃ কালেক্টর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় বক্তৃতাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ ও ধন্যবাদ প্রদানের পর শ্রীযুক্ত জ্ঞান বাবু সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে রাত্রি ৯টার পর সভা ভঙ্গ হইল।

হলদুর লোক পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং বহু বিশিষ্ট ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনার সাফল্যের জন্য শ্রীযুক্ত জ্ঞান বাবুর উৎসাহ ও চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সভায় উপস্থিত কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

রায় বাহাদুর এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ বি-এল্; ঐ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বি-এল্; ঐ এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ চৌধুরী বি-এল্; ঐ এগ-সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্-এ, বি-এল্; ঐ চাঁদা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু; অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন বিশ্বাস; অবসরপ্রাপ্ত ডিঃ এবং সেসন্ জজ মিঃ নলিনীনাথ দাসগুপ্ত; অবসরপ্রাপ্ত ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ; অবসরপ্রাপ্ত ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ বিশ্বাস; চাঁদা আদায়কারক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ; অ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন মেডিক্যাল অফিসার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী; অধিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নাথ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর বিশ্বাস এম্-এ, বি-এল্; শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ; শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বিদ্যাভূষণ বি-এ; শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারিন্; শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সরকার; শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি-এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন ঘোষ এম্-এ, বি-এল্; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ নাথ বি-এল্ ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ১৩ই জুন (১৯৩৬) প্রাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পুরুলিয়া হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আসিয়াছেন—মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিবিলাসী বিদ্যাভূষণ ভারতীমহারাজ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর গোভিল মহারাজ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবাবু ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকবৃন্দ। শ্রীগৌড়ীয়ত্ব-সেবকগণ বিমানঘর ষ্টেসনে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ঘরে লইয়া আসেন।

১৪ই জুন রবিবার প্রাতঃ বাক্-লাইব্রেরী হলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর শ্রীধর মহারাজ ও হেরম্ব আর্য্যই, এম্এ মহোদয়ের বক্তৃতার প্রারম্ভে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অবধূতস্বরূপের বিদ্যাভূষণ প্রভুকে কীর্ত্তন করিতে হওয়ায় তাঁহাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের আসনের একদিকে চাকার অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ১৪ই জুন শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ হরকুমার ব্রহ্মচারী মহোদয় ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃষ্ণিয়ার প্রভু ও হেরম্ব আর্য্যই এম্এ মহোদয় কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৬ই প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ দুই দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক গত ১৮শে জুন শুক্রবার শ্রীপাদ নবদ্বীপ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব-সম্পাদনার্থ গত ১৭ই জুন বুধবার শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিয়াছেন।

নির্য্যাণ

গত ১৭ই জুন বুধবার রাত্রি ১-৩০ ঘটিকায় নবম শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্যের ৩৭বার্ষিক সেবক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগবাজার মহোদয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের যোগপীঠস্থ স্বীয় অভিষ্ট করিতে করিতে কেশরোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সেবকার্য্যে কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাটনা-গৌড়ীয়মঠের ষষ্ঠবার্ষিক-সেবোপলক্ষে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাতে প্রভাবে এরূপ অপূর্ব্ব কৃচিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, পাটনার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাঁহার সেই সেবাবৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার সরলতাপূর্ণ মধুরালাপে সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

১৪শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৩ ; ২৭শে জুন, ১৯৩৬ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভক্তিবিনোদ-বিরহ-উৎসব—গোদ্রুমে ও পুরীতে

বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের মূল পুরুষ নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বাবিংশতিতম বিরহতিথি গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও আনুগত্যে গোদ্রুমস্থ স্বানন্দসুরধুনীকুঞ্জে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। অপরাধী ও মৎসর ব্যক্তি ব্যতীত আশ্রমস্থ সকলেই ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে যোগদান করিয়াছিলেন। এমন কি, সেই দিন গোদ্রুমধাম-পরিক্রমা-কালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমসাময়িক জনৈক প্রাচীন সজ্জন মুদলমান স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের সম্মুখে নগর-সংকীর্ত্তনের মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রণত হইয়া ঠাকুরের নামহট্টের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। "হরিনামবর্দ্ধন ও ভক্তিবিনোদধারায় পরমাগতি" সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ একটি অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাও স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। মহামহোপদেশক পণ্ডিতরাজ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, মহোপদেশক শ্রীমৎ প্রমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার এবং উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ-প্রমুখ ভক্তগণের মূল গায়কত্বে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও নগর-সংকীর্ত্তনের পরে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'-অর্চ্চার সম্মুখে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরবাদ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী-বিরচিত 'ভক্তিবিনোদপ্রভুবরাষ্টকম্' স্তোত্র এবং দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের ভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংখ্যা

হইতে অদ্যাবধি প্রত্যহ পাঠ ও কীর্ত্তন এবং বিপুল মহামহোৎসব-মুখে "ভূমেধ্যাতিথি" শব্দিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিরহ-তিথিকে এবার 'ব্রতে থাকার তিথি' বলিয়া তাঁহার বাণীর মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীগোদ্রুমের রাগ ঠাকুরের প্রিয় ভজনস্থলী শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের চটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমায়াপুরস্থিত মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থলের গোদ্রুমে ও গোবর্দ্ধনাদির চটকগিরির সন্নিহিত প্রদেশস্থ অন্তর্দ্বীপে এবং বার্ষভানবীশ্বরূপ শ্রীগদাধরের চৌটা-সংলগ্ন স্থানে গদাধরের বিরহতিথির সহিত সখীর লাডকারিণী ভক্তিবিনোদ-বিরহতিথি শ্রীরাধাভাবদীপ্তিত দাস প্রভুর গোদ্রুমে ও পুরুষোত্তমে যুগপৎ উদ্‌যাপিত পুরুষোত্তমমঠ হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন,—

"সহরাই মঠ-প্রাঙ্গণ নোকসমূহে প্লাবিত এবং পুষ্পমালা-পত্রাকোদি-দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। শ্রীমন্দির এবং 'সাধুনিবাসে'ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীমূর্ত্তি এবং তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধাবলী বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ ও সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। সাধু-নিবাসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবকান্ত বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ এবং মহামহোপদেশক পণ্ডিতদ্বয় শ্রীপাদ নন্দুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ সুবক্তৃগণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবৃন্দে সাধুনিবাস পরিপূরিত হইয়াছিল। স্থানাভাবে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাধুনিবাসের বহির্দ্দেশে অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। সমবেত শত শত ভদ্র-মহিলা, ভদ্রমহোদয় ও দরিদ্র ব্যক্তি-গণকে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে এবং তৎপরদিবসও শ্রীশুদ্ধিচামন্দির-মার্জ্জনোৎসব-সমাপ্তির পর সন্ধ্যায় শ্রীমঠে ঐরূপ অন্যান্য প্রচারকগণের বক্তৃতা, কীর্ত্তন ও পঞ্চশতাধিক ব্যক্তিকে পূর্ব্ববৎ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।"

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠেও বিশেষ সমারোহে মহা-মহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিবিলাসী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নেতৃত্বে ভক্তিবিনোদ-বিরহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সন্ধ্যায় শ্রীমঠের সারস্বতস্রবণসদনে উচ্চাসনে সংরক্ষিত, সুরঞ্জিত বস্ত্র, তড়িদালোক ও পুষ্পমাল্যাদি আভরণ-বিমণ্ডিত শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্যমূর্ত্তির সম্মুখে একটি সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে ব্রহ্মচারী শ্রীপতিতপাবন ভক্তিরত্ন কীর্ত্তন করিলে সুকণ্ঠগায়ক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় 'শ্রীভক্তিবিনোদ-দশকম্' স্তোত্রটি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ অদ্বয়জ্ঞানানন্দ ভাগবতভূষণ, শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল এবং শ্রীপাদ বদনমোহন ভাগবতাধিকারী বি-এ মহোদয়ত্রয় যথা-ক্রমে শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অনন্তর শ্রীমদ্ গৌরপ্রপন্ন ব্রহ্মচারী 'যে আনিল প্রেমধন'—এই মহাজন-গীতিটি কীর্ত্তন করিলে সভাভঙ্গ হয়। সমস্ত-রাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শত শত পুরুষ ও ভদ্রমহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। ভক্তবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত মহাশয় উৎসবের যাবতীয় পুষ্প সরবরাহ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল কৃপাশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। শ্রীমান্ ঘনশ্যাম ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্যমূর্ত্তির পুষ্পালঙ্কার-নৈপুণ্য শতসহস্র মুখে প্রশংসিত হইয়াছিল।

ঢাকা হইতেও নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে ভক্তিবিনোদবিরহ-উৎসব বক্তৃতা, পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ শিবদয়িতব্রহ্ম-বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি, এ প্রমুখ বক্তৃগণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠে ভাগবত-প্রদর্শনী

গত ২০শে জুন তারিখের 'Statesman' পত্রিকার আলেখ্য-পৃষ্ঠায় কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্র-

ব্যাস-গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনীর "ভীমসেন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উদ্ধরণ"-দৃশ্যের চিত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যে-সকল প্রসঙ্গ আছে, তাহা হইতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কুরুক্ষেত্রের প্রসঙ্গের বৈশিষ্ট্য একমাত্র রূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই উপলব্ধি করিতে পারেন। মহাভারত বা গীতার কুরুক্ষেত্রের শিক্ষা হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের "কুরুক্ষেত্রের রমণগণকে বিরহবিধুরা গোপী-গণের সহিত কৃষ্ণের মিলন-লীলা'র মধ্যে যে প্রেমময়ী শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে (যাহা শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে প্রদর্শন করিয়াছেন), তাহা অনেক উচ্চস্তরে স্থাপিত। সাধারণ কর্ম্মজ্ঞানিযোগি-সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ঐ উচ্চতম আদর্শ বুঝিতে পারেন না বলিয়া এবৎসর ব্যাসগৌড়ীয়মঠে প্রাথমিকগণের জন্য মহাভারতের শিক্ষাই বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এবৎসর মাত্র তিন লক্ষ লোক কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান-সম্বন্ধে "বঙ্গলক্ষ্মী"

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার গত চৈত্র (১৩৪০) মাসের সংখ্যায় ৩৯৫-৩৯৮ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিত 'শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান—মায়াপুর নবদ্বীপ' শীর্ষক প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীগৌর-জন্মতিথির শ্রীমন্দির, শ্রীবাস-অঙ্গনের মন্দির, অদ্বৈত-ভবন, চন্দ্রশেখর-ভবন শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের সমাধি-মন্দির, শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতির বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীমুরারিগুপ্তের পাটে শ্রীরাম-সীতার মন্দিরের একটি আলেখ্যও উক্ত প্রবন্ধে সংযোজিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে বহু তথ্যাদি-দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শ্রীধাম মায়াপুরই গৌরজন্মস্থলী। চৈত্র সংখ্যার অবশিষ্টাংশ প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন—"ভাগীরথী সর্ব্বগ্রাসী চরমা, বহু জনাকীর্ণ পল্লী গর্ভসাৎ করিয়াছেন; কিন্তু গৌরজন্মস্থান ঠিকই আছে। ইহা কল্পনা বা অনুমান নহে, প্রত্যক্ষ সত্য। সেন রাজাদের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ কোনদিনই গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই, চারিশত বর্ষের কাজির সমাধি গঙ্গা বা কোন নদীর গর্ভে কখনও যায় নাই। যদিও প্রাচীন অনেক গ্রাম রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহাদের সীমা ও নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানীয় নিদর্শন-সমূহ আজও সত্যের অপলাপ ও বঞ্চনা করে নাই। মায়াপুর গ্রামের ভূমি-পরিলক্ষণে দেখা যায়—ইহার মৃত্তিকা এঁটেল, কোন ভরাটী স্থান নহে। অতএব ইহা প্রাচীন ভূমি। বৃটেন্ বৃটনিয়াল কাগজে এইস্থানকে 'মায়াপুর' বলিয়া উল্লেখ আছে। যোগপীঠের নূতন মন্দিরের ভিত্তি-খননকালে ১৩৪১ সালের ৩০শে চৈত্র মৃত্তিকার গর্ভ হইতে চতুর্ভুজ অধোক্ষজ-বিষ্ণুবিগ্রহ প্রকটিত হইয়াছেন প্রকাশ, শ্রীচৈতন্যদেবের পৈতৃক ভিটার এই মূর্ত্তি বিরাজিত ছিল, ভিত্তিখননেই প্রকাশ হইয়াছে।"

'চাঁদকাজির সমাধি' সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন—"চাঁদ-কাজির বাদশ পুরুষ এই সমাধির নিকট বাস করিতেছেন, কাজির সমাধিতে নিত্যপূজা নিয়মিতরূপে পূজা অর্চ্চনা আজ চারিশত বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। সমাধি-প্রাঙ্গণে উচ্চ সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে।" তৎপরে লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ সংশোধিত হওয়া আবশ্যক,—

"১৩১৯ সালে বর্ত্তমান কাজির বংশধরগণের পিতা গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের ভিটা ও সমাধি-প্রাঙ্গণ বিক্রয় করিয়া সমস্ত স্বত্ব প্রদান করিয়াছেন।"

উক্ত প্রবন্ধে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি মহারাজের পরিচয় সংশিক্ষার্থ-সম্মত হয় নাই শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ 'সাধক' নহেন; তিনি নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। একমাত্র পরমার্থের পূর্ণতম অনুশীলন ব্যতীত তাঁহার চরিত্রে আর কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। তিনি ভাগবত-পরমহংসগণের শিরোমণি রূপে তাঁহার অচিন্ত্য পূর্ণ-ভগবৎসেবাময় চরিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে বা বিদ্ধ শাক্ত-সম্প্রদায়ে 'সাধক' কথাটি বড়ই আদরের, যেমন 'সাধক রামপ্রসাদ', 'সাধক কমলাকান্ত' প্রভৃতি। কিন্তু যে-সকল ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষ নিখিল জীবকে মায়ার ভবন হইতে উদ্ধার করিয়া অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করেন, যাঁহাদের আদর্শচরিত্র জীবের সাধন-রাজ্যের আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ এবং যাঁহাদের চরিত্র ভাগবতী শিক্ষার মূর্ত্তবিগ্রহ, সেই সকল মহা-

পুরুষই নিত্যসিদ্ধ ভগবজ্জন। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-মহারাজ সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ। শ্রীল গৌরকিশোর গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগত ছিলেন এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অনুগত। এই তথ্যগুলি না জানায় লেখক প্রবন্ধে ঐরূপ ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও চরণদাস বাবাজী

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের গৌড়ীয়ে "ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুদ্ধভক্তি-স্রোত" শীর্ষক প্রবন্ধে চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, শিশিরবাবু যেরূপ ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে ঈশ্বরের ন্যায় পূজা বৃদ্ধি করিতেন, চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সেরূপ ব্যবহার ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অনুগত ছিলেন। টাঙ্গাইলের কৃতপূর্ব্ব মোক্তার শ্রীগৌরহরি দাস শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের অনুগতাভিমানী ছিলেন। শ্রীচরণদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীগৌরহরি দাস মহাশয়ের শিক্ষা গুরুজ্ঞান করিতেন ও সেই সূত্রে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা" অর্থাৎ গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা বলিয়া জানিতেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের মনোহভীষ্ট শুদ্ধভক্তি-ব্যতীত অন্য কোন কথার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তিনি বিষয়কি বা সখীভেকীমতবাদকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিয়া আদর করিতে পারেন নাই।

বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থান

গত ৭০শে জুন (১৯৩৬) তারিখের 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'য় উক্ত পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা মাননীয় স্যর এন্ এন্ সরকার মহাশয়ের শিমলায় Y. M. C. A Hallএ শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে বক্তৃতার বিবরণে প্রকাশ করিয়াছেন যে, "বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থান ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহা 'অমৃতবাজার-পত্রিকা' এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণেই হইয়াছিল।" ঐ উক্তি কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারা সমর্থিত হইবে না। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মূলতঃ সাধারণ রাজনৈতিক বা রাজনৈতিক আলোচনাই করিয়াছে; বরং শিশির বাবুর 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকা বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কিছু প্রচার করিয়াছে। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকা প্রকাশের প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-দেবের শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য, কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সজ্জন-তোষণী প্রকাশিত হইবার প্রায় দশবৎসর পরে শিশির বাবুর প্রার্থনায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হইয়া ঐ পত্রিকাদ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইংরাজী ১৮৮১ সালে স্বনামধন্য স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ সরকার মহাশয়ের দ্বারা 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা' প্রকাশ করাইয়াছিলেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'উদ্বোধন' পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ, পি-আর-এস্ মহাশয়ের প্রবন্ধের সমালোচনা-প্রসঙ্গে দ্বারা ৩০শে জ্যৈষ্ঠ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে শিমলায় বক্তৃতার ঐতিহাসিক ভ্রম বিদূরিত হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইংরাজী, সংস্কৃত, উর্দ্দু ও বঙ্গভাষায় বহু গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা, বক্তৃতা, আলোচনা এবং নিজের একান্ত হরিভজনময় আদর্শ চরিত্রের দ্বারা বঙ্গদেশে তথা সমগ্র ভারতে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার প্রচারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার আচার ও প্রচার ভিন্ন ছিল না। তিনি নিজে অসৎসঙ্গের দোষ হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের মৌখিক প্রচার বা অন্য অভিসন্ধিকে আদর করেন নাই। তাঁহার লেখনী ও আদর্শে শ্রীচৈতন্য-দেব ও তাঁহার একান্ত অনুগত গোস্বামিগণের সুসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অপাপ্তস সিদ্ধান্ত-রাজিকে তিনি যে ভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বৈষ্ণবজীবন-যাপন-ব্যতীত অন্যাভিলাষে প্রকৃত থাকিয়া অপরের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। তাই বর্ত্তমান কালে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, মায়াবাদ, বিষয়কি, কর্ত্তাভজা, সখিভেকী, তথা-কথিত সমন্বয়বাদ ও বিশ্বশান্তিবাদ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-বিরোধি-মতবাদের সমর্থক জাগতিক নামধারী ব্যক্তিগণকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-

ধর্মের পুনঃসংস্থাপক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে ঐতিহাসিক সংমোহও অপনাপ হইতেছে; বৈষ্ণবধর্মের প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব তা' সর্ব্বতোভাবেই আবৃত হইয়া পড়িতেছে। যে ব্রাহ্মসমাজ বৈষ্ণবধর্মের বিচারের বিরোধী, তাহা কিরূপে বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক হইয়াছিল, বুঝা যায় না। কেশব বাবু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমসাময়িক ছিলেন বটে এবং তিনি বৈষ্ণবধর্মের কথাও ঠাকুরের নিকট হইতে সময় সময় শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি অব্যভিচারিণী শুদ্ধভক্তি এবং পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত নিত্য ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের একটি আংশিক স্বরূপকে তিনি বহুমানন করিতেন বটে, কিন্তু তাহাও অন্যান্য মতের সহিত বিচারে গ্রহণযোগ্য একটি মত-রূপেই তাঁহার বিবেচনাধীন ছিল। অধোক্ষজ কৃষ্ণের ও কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃতত্ব, গোপীপ্রেমের অতিমর্ত্যত্ব ও অসমোর্দ্ধত্ব তিনি কতটা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বিচার না করিয়া কেশব বাবুকে বৈষ্ণবধর্মের পুনরুত্থানকারিগণের অন্যতম বলা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ মাত্র।

শিমলায় বক্তৃতায় শ্রীচৈতন্যদেবকে 'Religious Reformer'—ধর্ম-সংস্কারকমাত্র বলা হইয়াছে, ইহাও একটি সাধারণ ঐতিহাসিক ভ্রম। শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম-সংস্কারক নহেন, তিনি সনাতনধর্ম-পুনঃসংস্থাপক আচার্য্যগণের অধিদেব ও সম্পূর্ণতা-বিধানকারী যুগপুরুষ।

"বসুমতীর লেখক ও যত মত তত পথ"

গত ৬ই আষাঢ় (১৩৩৩) তারিখের দৈনিক "বসুমতী" পত্রিকায় "গীতায় গান্ধী-ভাষ্য" শীর্ষক সমালোচনা-প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় যদি ভারতবর্ষ-পত্রের কোন প্রবন্ধে এক সময় 'যতমত তত পথ' মতবাদ সমর্থন করিয়া বলিয়া থাকেন যে, যে কোন মত অনুসরণ করিলেই একই গন্তব্য পথে উপনীত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার উক্ত সমালোচনা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। রাজা রামমোহন রায় যে ধর্ম-মত প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বা যে পথে চলিয়াছেন, তাহাও একটি মত বা পথ বটে এবং কিছুদিন পূর্ব্বে 'যত মত তত পথ' মতবাদ-প্রচারকারি-সম্প্রদায় রাজা রামমোহন রায়ের সম্প্রদায় হইতে প্রশংসাপত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের বিচার এই যে, রাজা রামমোহন রায় একজন বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম-প্রবর্ত্তক, তাঁহার মত অনুসরণ করিয়া চলিলেও একটা গন্তব্যপথে পৌঁছান যায়; কিন্তু দৈনিক বসুমতীর উক্ত সংখ্যায় বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—

"রাজা রামমোহন রায় মত পথ প্রবর্ত্তন করিয়েছেন, বলা উপলক্ষ্য দেখা করিতেন, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিরলবাব। তাঁহার মত যে আচরণ যান বলাদি প্রকৃতির মতের বিরুদ্ধে।"

প্রসঙ্গক্রমে বসন্ত বাবু আরও লিখিয়াছেন—

"গান্ধীজী নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি সত্য লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন (making experiments with truth); অথচ তিনি হিমালয়ের ন্যায় বৃহৎ ভুল করেন (Himalayan mistake). ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, এখনও তিনি সত্য দর্শন করেন নাই। এক্ষেত্রে তাঁহাকে 'অনুভব-প্রাপ্তমুক্ত' বলা যায় না।"

এখন বসন্তবাবুর নিকট জিজ্ঞাস্য, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ঐ সকল মতও ভগবৎপ্রাপ্তির এক একটি পথ কি? যদি তিনি 'হাঁ' বলেন, তাহা হইলে তাঁহার উক্ত সমালোচনা-প্রবন্ধ লেখা বৃথা। আর যদি তিনি 'না' বলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে 'যত মত তত পথ' এই মত অর্থাৎ তথাকথিত 'সর্ব্বধর্ম-সমন্বয়'-মতবাদ পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহাতে কি তিনি প্রস্তুত আছেন? এখানে বসুমতীর শ্রীযুক্ত বলাই শর্ম্মা ও আনন্দবাজারের হোপিকপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়ই বা কি বলেন? 'সর্ব্বধর্ম-সমন্বয়' মতবাদের সমর্থক 'বসুমতী' পত্রিকা ও বসন্তবাবু বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম ও দেশনেতৃবৃন্দের মতের নিন্দা করেন কেন? তাঁহাদের মত অনুসরণ করিলে কি ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না? ঐরূপ নামজাদা ব্যক্তিগণের মতের নিন্দা করিয়া কি 'যত মত তত পথ' মতবাদকে মূলকাটে আঘাত করান' হয় নাই? কেন, বসন্তবাবু কি জানেন না যে, 'পায়খানার দরজা দিয়াও ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করা যায়'!! এখনও কি লোকের ভুল ভাঙ্গিবে না? যাঁহারা 'যত মত, তত পথ' প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা যে, যেভাবে বলিয়াছেন, সেই ভাবেই ভেদন করিতেছেন! বুদ্ধিমান্ মানবজাতি কি এখনও ইহা বুঝিবে না?

পরমেশ্বর দুঃখকষ্ট দেন কেন?

শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর নিকট বম্বেতে কোন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, "পরমেশ্বর যদি জীবের সৃষ্টি

করে ও পিতা হন, তাহা হইলে আমরা কেন তাঁহার উপস্থিতি অথবা অস্তিত্ব প্রতিমুহূর্তে অনুভব করিতে পারি ? যদি পরমেশ্বর তাঁহার উপস্থিতি আমাদিগকে অনুভব করাইতে নাই পারেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের নিত্যই পরমেশ্বরও নহেন।" উক্ত প্রশ্নকর্ত্তার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল—"যদি পরমেশ্বর বিশ্বের পিতা হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সন্তানদিগের উপর—বিপদ্-আপদ্ প্রেরণ করেন কেন ? বিহার ও কোয়েটার ভূমিকম্প, নির্দ্দোষ আফ্রিকানিগ্রো দুর্দ্দশা, ভারতের স্বাধীনতার জন্য স্বয়ং গান্ধীজীর আততায়ীর গুলীতে মৃত্যু প্রভৃতি পরমেশ্বরের দ্বারা কেন সংঘটিত হইল ? যদি সত্যসত্যই পরমেশ্বর থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই মহাত্মাগান্ধীকে জীবনদানের জন্য গান্ধীজীর নিজস্ব প্রার্থনা পূরণ করিতেন। এজন্যই বর্ত্তমান কালের বুদ্ধিমান্ কাল্পনিক পরমেশ্বরের পরিবর্ত্তে প্রকৃত জীবন্ত পরমেশ্বরকে চাহেন।" উক্তপ্রার্থী যাহাতে এরূপ উত্তর চাহেন যে, যাহাতে চির রহস্যময় সমস্যা অধিকতর পহেলিকার দ্বারা আবৃত না হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধীজী বলেন যে—"তিনি জীবন্ত পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন

কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের কথিত বহু বস্তুতে তাঁহার যেরূপ জীবন্ত বিশ্বাস আছে, তদ্রূপ জীবন্ত পরমেশ্বরেও তাঁহার জীবন্ত বিশ্বাস আছে। বৈজ্ঞানিকগণের কথিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিলে যেরূপ বিজ্ঞানের রহস্য উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ ঋষি ও মহাজনগণের কথিত পথের অনুসরন করিলেও ভগবদুপলব্ধি হয়। প্রকৃত কথা এই যে, আমরা ভগবদুপলব্ধির পথটি অনুসরণ করিতে চাহি না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্ত ফল একত্রিত করিলেও পরমেশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাসের সহিত তুলনা হয় না। যাহারা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা মেহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ঐরূপ বিশ্বাস মানব-সমাজের উন্নতির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ঐরূপ ব্যক্তিগণের নিকট পরমেশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর যুক্তিও নিরর্থক। পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ কি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের কুসংস্কারের পরম্পরা ? ঋষি ও আচার্য্যগণের স্পষ্টবাক্য কি সকলই পরিত্যাজ্য ? শ্রীচৈতন্য-প্রমুখ মহাপুরুষগণের প্রত্যক্ষদর্শনের কথার কি কোনই মূল্য নাই ? পরমেশ্বরে বিশ্বাস এমন এক বৃত্তির ভূমিকায় অবস্থিত, যাহা যুক্তিকে অতিক্রম করে। আমি মনে করি, ভগবানের পূর্ণ উপলব্ধি এই জীবনে অসম্ভব। আমরা তাঁহাকে সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিতে অসমর্থ হইব, কেন না, তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত। যদি আমরা ইন্দ্রিয়ের কবল হইতে আত্মাদিগকে প্রত্যাহৃত করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অনুভব করিতে পারি।

পরমেশ্বর কেন আমাদিগকে দুঃখ ও কষ্ট প্রদান করেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে আমি অসমর্থ। আমি ইহা বলি, যাহাকে আমরা দুঃখ কষ্ট ও পরমেশ্বরের অন্যায় বলিয়া ভুল করি, তাহা বস্তুত প্রকৃত-প্রস্তাবে অন্যরূপ। যদি আমরা বিশ্বের সমস্ত রহস্যই উদ্ঘাটন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা পরমেশ্বরেরই সমান হইতাম। সাগরের প্রত্যেক বিন্দু সাগরের গৌরবের অংশীদার হইলেও বিন্দু কিছু সমুদ্র নহে।"

গান্ধীজীর 'হরিজন' পত্রে লিখিত উত্তরের কিয়দংশ উপরে উদ্ধৃত হইল। এখানে তিনি একটি কথা খুবই ভাল বলিয়াছেন, যাহা আধুনিক ব্যক্তিগণ অন্ততঃ মুখে স্বীকার করিতেও নারাজ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"If we could solve all the mysteries of the universe, we would be co-equals with God. Every drop of the ocean shares its glory but is not the ocean." আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা ধার্ম্মিক যুগের ধারণা এই যে, পরমেশ্বরের বিন্দুমাত্রাংশ জীব পরমেশ্বরকে জানিয়া লইতে পারে। 'সিন্ধু ও বিন্দুতে কোন ভেদ নাই'—ইহাও একশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক কাল্পনিক মত। গান্ধীজী পরমেশ্বরের প্রেরিত দুঃখ ও কষ্টের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে অসমর্থ বলিয়া সরলভাবে জানাইয়াছেন; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ইহার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—এজগতের সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভগবদ্‌বিস্মৃত জীবের কায়া-বরণের ভোগ মাত্র। সুখ ও দুঃখ, পুণ্য ও পাপ—উভয়বিধ ভোগ-বৃত্তিতে অভিনিবিষ্ট না হইয়া সর্ব্বাবস্থায় আমাদের নিত্য ও নির্ম্মল স্বাধীনতা-রত্নের সদ্ব্যবহাররূপ অধোক্ষজ-ভগবৎসেবাই জীবের একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। সুখ ও দুঃখ উভয়ই আত্মকৃত বিপাক ও তন্মধ্যে

ভগবানের কৃপা দর্শন করিয়া কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরে নমস্কার বিধান পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিলেই পরমেশ্বরের উপলব্ধি সহজ হয়।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

পরমেশ্বর কৃতপ্রেত-জাতীয় কোন বস্তু কিংবা জড়পদার্থ নহেন যে, তাঁহাকে আমরা স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করিয়া লইতে পারিব। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে তিনি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হন। আমরা ভোগোন্মুখ ও ত্যাগোন্মুখ বলিয়া অধোক্ষজ ও নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না।

দেহসর্ব্বস্ববাদ ও তৎপ্রতিযোগিমতবাদীর মৌখিক ঈশ্বরবিশ্বাস প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা

দেহ-সর্ব্বস্ববাদিগণ মনে করেন,—পরমেশ্বর তাঁহাদের ভোগের যোগানদার না হইলেই তাঁহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্বকে নাকচ করিয়া দিতে পারেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামি-সম্প্রদায়ে যে পরমেশ্বরের মৌখিক অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহাতেও ঐরূপ নাস্তিকতাই প্রচ্ছন্ন আছে। পরমেশ্বর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির যোগানদার অর্থাৎ মানবের বা জীবের ভোগের ইন্ধন-প্রদানকারিরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। পরমেশ্বর আত্মঘাতকামী বহির্ম্মুখ-জীবের আপাত-প্রিয় বস্তুগুলি প্রদান করিয়া জীবের প্রতি হিংসা বিধান করেন না, তিনি পরম দয়াময়। মানব নিজকর্ম্ম-ফলে যে সকল সুখ ও দুঃখভোগ বরণ করিয়া লইতেছে, সেইগুলির ব্যর্থতা প্রদর্শন করিয়া পরমেশ্বর জীবকে নিত্য কল্যাণের পথে আকর্ষণ করিতেছেন। কোরেটা ও বিহারের ন্যায় শত শত ভূমিকম্প, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ও অধীনতা—উভয়ের ব্যর্থতা অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসের মধ্যে প্রকাশিত করিয়া এই জগৎ যে আমাদের নিত্য বাস-ভূমিকা নহে, পরমেশ্বর আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। আত্মার নির্ম্মল বৃত্তি-বিকাশে ভগবৎসেবাই নিত্য স্বাধীনতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। যাহারা অধোক্ষজ পরমেশ্বরের অনুশীলনের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত স্বদেশ, স্বাধীনতা বা ভোগ ও ত্যাগের চেষ্টা লইয়া ব্যস্ত, তাহারা যে অন্তরে ভোগ-ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং উহা যে মানবজাতির উন্নতির পরিপন্থী, একথাও আমরা শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর মুক্তি হইতেই প্রদর্শন করিতেছি। কিন্তু অমুক বা যাবতীয় জীব আমাদের এমনই দুর্ভিক্ষ্য যে, আমরা দুই একটি ভাল কথা বলিয়াও মায়ার বিক্রমে পতিত হইয়া কার্য্যকালে পরমেশ্বরের অনুশীলন ভুলিয়া যাই এবং জগতের ভোগ ও ত্যাগের অনুশীলন লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি। আমরা অনেক সময় অধোক্ষজ-পরমেশ্বরের অনুশীলনের পরিবর্ত্তে প্রকৃত ঈশ্বর ও অনীশ্বরের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হই।

অক্ষজ ঈশ্বর পরমেশ্বর নহে

এক শ্রেণীর ব্যক্তি দরিদ্রকে 'নারায়ণ' কল্পনা করিয়া পরমেশ্বরের চরণে অপরাধ করিতেছেন, অনীশ্বরকে পরমেশ্বর সাজাইতেছেন; আর এক শ্রেণীর চিন্তাস্রোতে কর্ম্মবিপাকে পতিত নীচ ও দরিদ্র ব্যক্তিগণকে হরি বা নারায়ণের ন্যূন সাজাইয়া উৎস্বরূপ হরিজন বা ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধের সুযোগ দেওয়া হইতেছে। ভগবান্ ও ভক্তের চরণে এইরূপ অপরাধময়ী চিত্তবৃত্তি আমাদিগকে সংসারে পাতিত করিয়া সুখ-দুঃখভোগের আসামী করিয়া থাকে এবং অনেক সময় সুখ ও দুঃখকে লঘু করিবার কৃচ্ছ্রতা ও তপস্যার মধ্য দিয়া নির্ব্বিশেষবাদী করিয়া দেয়। তখন আমাদিগকে এই সত্য কথাটি স্মরণ করিয়া দেয় যে, জীব কখনই পরমেশ্বরের সহিত সমান নহে। বিন্দুত্ব কখনও সিন্ধুত্ব লাভ করে না। বিন্দুসমূহ সিন্ধুর বিভিন্ন অংশ বটে; কিন্তু বিন্দুই সিন্ধু নহে। আবার বিন্দু যখন কোন আবরণে আবৃত থাকে, তখনও বিন্দু উহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। অতএব আবৃত বিন্দুকে 'হরি' ও 'হরিজন'—কোনটিই বলা যায় না। সকলেই স্বরূপতঃ হরিজন; কেবল বিরূপ-গ্রস্ত নীচ ও দরিদ্রমাত্র নহে। কাষ্ঠে দাহিকাশক্তি অনুস্যূত আছে, উহা প্রকাশিত হইলেই উহাকে অগ্নি বলা যাইবে। কিন্তু অগ্নির অপ্রকাশ-কালে কাষ্ঠকে অগ্নি বলা হয় না।

দরিদ্রকে 'নারায়ণ', চরকাকে 'পরমেশ্বর' বা 'সুদর্শন-চক্র', কর্ণফুলবাসী নীচ বা উচ্চ জাতিকে 'হরিজন' প্রভৃতি বলিবার চেষ্টাই অক্ষজ ঈশ্বরে বিশ্বাসরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। ঐ সকল বস্তু আমাদের কোন না কোন প্রকার ভোগের ইন্ধন প্রদান করে বলিয়া আমরা উহাদিগকে ঈশ্বর (?) বলিয়া বরণ করি। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত অক্ষজ ও অধোক্ষজ ঈশ্বরের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অক্ষজ ঈশ্বর মায়িক বা মায়ানির্ম্মিত, তাহাকে আমরা মাপিয়া লইতে পারি, তাহা আমাদের দেহ ও মনের বিষয়ীভূত; আর অধোক্ষজ পরমেশ্বরকে মাপিয়া লওয়া যায় না, তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্য ইন্দ্রিয়ের তর্পণ করিতে হয় এবং তাহাই জীবের নিত্যস্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই পরমেশ্বর বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয় তর্পণ করেন না, ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

গত ৫ই আষাঢ়, ১৯শে জুন শুক্রবার নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বাবিংশতিতম বিরহ-মহামহোৎসব তাঁহার প্রিয় ভজনস্থলী শ্রীগোদ্রুমস্থ শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ ৩রা আষাঢ়, ১৭ই জুন বুধবার গোদ্রুমের উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠ হইতে কৃষ্ণনগর শ্রীকুলিয়াটীরে আসিয়া অবস্থান করেন এবং তৎপরদিবস (১৮ই জুন) উৎসবের সমস্ত আয়োজনের প্রেরণা প্রদান করিবার জন্য আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জে উপস্থিত হন; পথে সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রভুপাদ কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যার পর 'গৌড়ীয়' সম্পাদক, শ্রীযুক্ত আশুবিহারীলাল কপুর এম্-এ ভক্তিললাট ও শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিলয় কলিকাতা হইতে শ্রীকুলিয়াটীরে উপস্থিত হন। ৪ই আষাঢ় শুক্রবার প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগমনে নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দ মোটরযানযোগে আনন্দসুখদকুঞ্জে উপনীত হন:—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যা-লোক, শ্রীযুক্ত আশুবিহারী কপুর এম্-এ ভক্তিললাট, মহাত্মা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমৎ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিলয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এবং শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর সহিত শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠস্থ এবং শ্রীধামবাসী বহু ভক্ত, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ গোদ্রুমে উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবের অধিবাস-বাসরে শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ কাব্য-পুরাণ-স্মৃতীর্থ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন, অতঃপর মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শ্রীচৈতন্যভাগবতের মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করেন। ৫ই আষাঢ় উষঃকাল হইতেই কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রাতঃ প্রায় ৬॥ ঘটিকায় দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ ভক্তিবিনোদ-সংখ্যা পাঠ করেন। অতঃপর পুনরায় কীর্ত্তন হইতে থাকে। এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীকুঞ্জে শুভবিজয় করিলে পণ্ডিতজী শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "হে আমির প্রেম-ধন করুণা প্রচুর। যেন প্রভু খোঁজা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥" এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শুদ্ধভক্ত-চরণরেণু'—এই সঙ্গীতদ্বয় কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ গোদ্রুমের ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-সমাধিমন্দিরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া তৎপরে শ্রীগৌর-গদাধরের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে ভক্তগণ তদনুগমন করেন। শ্রীল

প্রভুপাদ সমাধিমন্দিরের নবনির্দ্মিত অলিন্দে আসন পরিগ্রহ করেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই মোর সম্পদ"—এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন। তৎপরে (বেলা ৯ ঘটিকার সময়) শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে "নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ"—এই পদটি কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীজী মূল গায়কের সমাধিমন্দির পরিক্রমা করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গোদ্রুমবাসী সঙ্গী স্বনামধন্য শ্রীপাদ রাধারমণ দাস বাবাজীর সমাধিমন্দির দর্শন এবং তৎপরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকাশিত মূর্ত্তিকুঞ্জ দর্শন, বন্দন ও পরিক্রমা করিয়া পুনরায় স্বানন্দসুখদকুঞ্জে উপস্থিত হন।

শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মিঃ সুহৃৎসে লিখিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার মর্ম্মটি পরিবর্দ্ধন করিতেছিলেন এবং ঐ প্রবন্ধের শেষাংশ পাঠ করিয়া শুনাইতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

শ্লোকটি পাওয়া যায়—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তা' জান্‌বার ইচ্ছা হ'বে যাঁ'র, তাঁ'র সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হ'চ্ছে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেমন বলেছেন—'চৈতন্যবিমুখ নিজজনে জানি পর।' দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সাধুর সঙ্গ ক'রতে হ'বে। সাধুর সঙ্গ না ক'রলে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ হ'তে পারে না। নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসিগণ মুখে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রেছেন, ব'লে থাকেন; কিন্তু সাধুর সঙ্গ না করায় মনে মনে তাঁদের দুঃসঙ্গই হ'তে থাকে।

এবার প্রাকৃত সহজিয়াগণ বিশেষ যোগদান করেন নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন। যত dear & near ones—সকলেরই সঙ্গ ছেড়ে দিতে হ'বে যদি তাঁরা চৈতন্যবিমুখ হন। চৈতন্য-বিমুখ কিনা, তা' জান্‌বার উপায় প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসরতা কা'র কতটুকু আছে, তাই দেখে। প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসর ব্যক্তি চৈতন্য-বিমুখ। আর চৈতন্যভক্তের মনোহভীষ্টসূত্রে আনুকূল্যকারিব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় উন্মুখ। প্রাকৃত সহজিয়াগণ চৈতন্য-ভক্তের দ্বেষ ক'রে চৈতন্যের প্রতি উন্মুখ মনে ক'রে থাকেন। এরূপ লোক যতই আত্মীয় ব'লে পরিচিত থাকুক না কেন, তা'দের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে। তা'রা সব কৃষি-জাতীয়; আমার পুষ্টিকর খাদ্যরূপে যা' কিছু গ্রহণ করা যাবে, তাতে আমলকীর পুষ্ট না হ'য়ে কৃমির শরীর পুষ্ট হ'বে। এজন্য চৈতন্যবিমুখ স্বজনাখ্য দস্যুসঙ্গের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে।

সুহৃৎসে সাহেব তথাকথিত পরার্থী কর্ম্মিগণের ভ্রম প্রদর্শন ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন—একটা লোক জলে ডুবে যাচ্ছে, Altruistic চিন্তাস্রোত হ'চ্ছে, সেই drowning manএর জুতা ও জামাকে বাঁচান'। পাশ্চাত্য-দেশীয় ধর্ম্মেও মানুষের খোসার উপকার করাটাই বড় কথা। মানুষের উপকার কথা মানে অনেকেই বোঝেন মানুষের খোসার উপকার করা। জীবাত্মার উপর যে দেহ ও মনরূপ সূক্ষ্মসূক্ষ্ম দুইটি আবরণ আছে, মানবজাতি সেই দু'টা আবরণ বা খোসার ক্ষণস্থায়ী ও বিশ্বাসঘাতক উপকারকেই উপকার মনে ক'রে থাকেন। এজন্য সুহৃৎসে সাহেব ব'লেছেন—মানুষটা ডুবে যায় যাক্—মানুষের আত্মবৃত্তি অধঃপতিত হয় হ'ক, মানুষের দেহ ও মনের রোগের যোগানদারী ক'রে তা'র জুতো ও জামাটাকে বাঁচান'ই জগতের তথাকথিত পরার্থিসম্প্রদায় মানুষের উপকার ব'লে মনে ক'রেছেন।

যাঁরা নিত্য কৃষ্ণ-কথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁরাই সৎ বা সাধু, আর যাঁরা ভগবদ্ভোগের অনিত্য কথা নিয়ে বা কৃষ্ণের ঐন্দ্রিয়কতর্পণ বা বিলাসের কথা বাদ দিয়ে নির্ব্বিশেষ বিচারের কথা নিয়েই দিন কাটান, তাঁরাই হ'লেন অসৎ বা অসাধু। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের (১০।১৪।২২) এই সুন্দর শ্লোকটি উদ্ধার ক'রেছেন—

তস্মাদ্বিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥

[এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী,

জ্ঞানমূলক ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অনন্তশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে; তথাপি ইহা সত্যের স্থান প্রতীতি হইতেছে]

কর্পূরাং পরিণামিতাদ্বাবিরিক্তাদম্বরম্।
বিপচ্চিত্রবয়ঃ পত্রেষ্বদ্বৈমপি দৃষ্টবৎ।

কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যায় কর্মকাণ্ড। বিশ্বকে ভগবান্ এরূপ ক্ষমতা দেন নাই যে, বিশ্ব চিরকাল থাকবে। কিন্তু বিশ্বের বৃত্তিগুলি ধ্বংস করবার ক্ষমতা Impersonalistদের নাই। বিশ্ব—সৎ, কিন্তু—অনিত্য। বিশ্বের অস্তিত্ব আছে। ইহার অস্তিত্বের যে বৃত্তি আছে, তাহা নির্ব্বিশেষবাদিগণ ধ্বংস ক'রতে পারে না।

আমরা যেরূপভাবে বিশ্ব দর্শন ক'রছি, সেটাই হ'চ্ছে অনুচিতার কথা। আমরা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ক'রবো—এই ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যে বিশ্বদর্শন, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করুক, এই বিচার হ'তেই সংসারের উৎপত্তি। This is a befooling agency—মানবের বিবর্ত্ত হ'চ্ছে এই বিশ্ব দেখে। আবার যদি আমাদের স্বরূপাবস্থা লাভ হয়, তা' হ'লে "বন দেখি' ভ্রম হয় ওই বৃন্দাবন।" বন যেন আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের বন নহে—অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বন। বননীয় বা ভজনীয় যাহা অপ্রাকৃত পরমুপাদেয় ও তৎপুষ্টিকারক সত্ত্ব গৌণরসের আধার, সেই যাবৎ অপ্রাকৃত রসাধার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী বনের উপলব্ধি হয়। অভিধেয়-বিচারে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি, তাহারই পীঠ-স্বরূপ নবদ্বীপ আর অধিরূঢ়মহাভাবদুষ্টি কৃষ্ণের ভোগ্য যাবদ্রসের পীঠ বৃন্দাবন। অধোক্ষজদেব শ্রীযোগমায়াপুরপীঠে অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষচতুষ্টয় তাঁহার চারিটি অঙ্গের দ্বারা ছেদন ক'রে থাকেন।

* * *

জগতের কর্ম্মবীরত্বের পরিণাম নৈরাশ্য-জনক। এজন্যই বিদ্যাপতি গেয়েছেন—'মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।' যিনি ব'লছেন,—তিনি আপনার শুভাশুভাধারী, তিনিই আপনার সমস্ত নাশ ক'রবেন। জগৎটার কেবল দুঃখের উপর স্কন্ধ, তা'র উপর স্কন্ধ।

শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম' এই গানটি কীর্ত্তন করেন।

যাহা হইতে উদ্ভূত যে বিশ্ব, যে ভগবন্। তাহা তোমাতেই অবস্থিত। জগৎ তোমা ছাড়া নহে, কিন্তু তুমি জগৎ নহ। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার সেবক। ভোগ্য পদার্থ যদি সেবাবস্তুতে দর্শন হয়, তবে তাহাই গোলোক-দর্শন। যেমন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব'লেছেন—"যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" জগৎ আমার ভোগ্য, আমি ভোগী—ইহাই জগদ্দর্শন। কিন্তু ইহা ভগবানের অবস্থান-ক্ষেত্র—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

যখন আমরা বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধতন পরম গোলোকে প্রবেশ ক'রতে পারব, তখনই গীতার "ভক্ত্যা মামভি-জানাতি ... বিশতে তদনন্তরম্" শ্লোক বলার সার্থকতা হ'বে। এই বিশ্বে নিত্যতা, চেতনতা ও অবিমিশ্র আনন্দের অভাব আছে, কিন্তু তুমি নিত্যকাল অবস্থিত নিত্যপূর্ণচেতন ও পূর্ণানন্দ-স্বরূপ। তোমার আনন্দের প্রাপ্তি যদি ঘটে, তবে আমার আনন্দের প্রাপ্তি হ'বে না কেন? আমি কি তোমা ছাড়া? জগৎ ভোগ ক'রতে গিয়ে আমি কষ্ট পাব; কিন্তু গোলোক ভোগ ক'রতে গিয়ে তোমার কষ্ট হ'বে না। জগৎ দর্শন ক'রতে গিয়েই কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও অন্যাভিলাষ। আমাদের কেবল কার্য্য হ'চ্ছে দুঃসঙ্গটা ছেড়ে দেওয়া ও অকৃত্রিম সাধুতে পরিনিষ্ঠিত হওয়া। বিশ্ব-দর্শনে ভুল হ'ল কেন? তা'র কারণ হ'চ্ছে, সেখানে মেপে নেওয়ার কার্য্য আছে—'ধীয়তে অনয়া ইতি মায়া', আর গোলোকে 'অনয়ারাধিতঃ'। ভক্তিবিনোদ-অনুগত্য হ'চ্ছে 'অনয়ারাধিতঃ', আর অভক্তিবিনোদানুগত্যের কার্য্য হচ্ছে 'অনয়া ধীয়তে'। যখন গুরুপাদপদ্মকে পরাবর পণ্ডিত ব'লে জ্ঞান হবে, তখনই ব্রজে যা'বার যাত্রা হ'ল। আর যখন মনে হ'ল তিনি তা' নন, তখনই মুস্কিল। আজ শ্রীগদাধর ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট তিথি। আজ ব্রজে যাওয়ার তিথি।

বাস্তবিক সুধী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—মহাজনের অনুগমন ও অনুসরণ। আর নিজেরা মেপে নেবো—এই

* *

শ্রীমাধব পণ্ডিতের কৃপায় পণ্ডিত শ্রীবল্লভ ভট্ট কিছু কিশোর গোপালের উপাসনার কথা শুনেছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তাঁর অনুগতাভিমানী লোকেরা বালগোপালের উপাসকের চিত্তবৃত্তি ও বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন।

* * *

ভারতব্যাপী প্রচার আরম্ভ ক'রে দিন। কা'কে রাম ব'লে, কা'কে সীতা বলে, কা'কে কৃষ্ণ বলে, কা'কে ভক্তি বলে, কা'কে প্রেম বলে—জগতের লোক এ সকল কথা কিছুই জানে না। তারা যা' জেনে রেখেছে সব ভুল। এজন্য একদিন ঠাকুর মহাশয় গেয়েছিলেন—

জ্ঞান কর্ম্ম নাহি লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ॥

বাংলার লোক এখনও শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় ক'রতে পারছে না। নানা মনোধর্ম্মের কথায় ঘর ভ'রে গ'য়েছে। চেতনের কথা পরিত্যাগ ক'রে চিজ্জড়সমন্বয়বাদের প্রলাপ ক'রছে।

* *

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকটকালও ২২ বৎসর হ'য়ে গেল। এই ২২ বৎসরকালের কার্য্য সমালোচনা করা যা'ক। ২২ বৎসর কে কতটা হরিসেবায় অগ্রসর হ'য়েছেন, তার একটা হিসাব নিকাশ হওয়া দরকার। এ বৎসর বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার কার্য্যটা বিশেষভাবে আরম্ভ করা আবশ্যক। বিশ্বের সকল লোককে একতোভাবে বৈষ্ণব করা প্রয়োজন। মিঃ মুসুরদে একটা কথা বুঝতে পেরেছেন যে, বৈষ্ণব 'হওয়া' বা 'করা' যায় না। বিশ্বের সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, সেই স্বরূপ উপলব্ধি ক'রতে হ'বে। এই স্বরূপোপলব্ধির বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাই বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার কার্য্য। এজগতের লোক কেবল মাপ্‌ছে। কেবল জাতীয়তা, প্রাদেশিকতা অনৎসাম্প্রদায়িকতা। এই মাপা-কাজটা ঘুচিয়ে দিয়ে কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্ব, বিগতবিশ্ব, বর্ত্তমানবিশ্ব ও ভাবি বিশ্ব—সকলের মঙ্গল ক'রতে হ'বে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা-প্রচারের দ্বারা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর পদরা নিয়ে পরিভ্রমণ ক'রতে হ'বে। দরকার হ'লে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকটাও ঘুরতে হ'বে। নির্জ্জন ভজনের নাম ক'রে নিজের ও পরের হিংসা-কার্য্য বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা দরকার। প্রত্যেক মানুষের দরজায় একবার ক'রে আঘাত করা দরকার। তাঁরা যদি নিষ্কপটভাবে জিজ্ঞাসা করেন, কি ক'রে প্রকৃত হরিজন হয়, তখন তাঁদের ব'লতে হ'বে —একমাত্র ভক্তিবিনোদধারায় গুরুবৈষ্ণবের কথা অবস্থিত আছে। এই ভক্তিবিনোদধারাকে শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনের মধ্যে নিত্যকাল সঞ্জীবিত রাখ্‌তে হ'বে সত্তা-কথা কীর্ত্তন বন্ধ হ'লে আমরা ভক্তিবিনোদধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাব।

মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর মহাপ্রসাদ-বিতরণকার্য্য আরম্ভ হয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত শত শত ব্যক্তিকে প্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীল প্রভুপাদ প্রসাদ বিতরণের সুব্যবস্থা করিয়া কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযোগপীঠের শত শত তড়িদালোকোদ্ভাসিত শ্রীমন্দিরের শোভা সন্দর্শনার্থ শ্রীপাদ পার্থসারথি ধামাধিকারী মহাশয়ের ভবনের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ভক্তগণ-পরিবৃত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এমন সময়ে কলিকাতা হইতে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাকাকোবিদ মহাশয় তাঁর বেঙ্গলীর হ্যাড্‌কোয়ার্টার বাবু বিশ্বম্ভর দয়াল ও সুলতানপুরের সবর্ডিনেট প্রীচার বাবু রাজকুমার বি-এ, এল-এল-বি মহোদয়দ্বয়-সহ শ্রীল প্রভুপাদের চরণান্তিকে উপস্থিত হন। উক্ত ভদ্র-লোকদ্বয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন-লাভার্থী হইয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহোদয়ের সহিত তাঁহাদের আলাপ হয়। তিনি তাঁহাদিগকে প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ শ্রীধামে প্রেরণ করেন। প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট 'বৎসরাধিকজন-পলাশ-বিলাস-ভক্তা।' এই ভাগবতীয় শ্লোকালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীভগবৎসম্প্রদায়পদ্মে পরমাপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদের কথা প্রায় ঘণ্টাত্রয়েই হইয়াছিল। প্রভুপাদের কথিত বিষয়টি সহজ বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন্য

প্রভুপাদ নেমি মহারাজকে আদেশ করিলে স্বামীজী হিন্দী-ভাষায় প্রায় একঘণ্টাকাল উহা কীর্ত্তন করেন। আগরতলায় পঁহুঁছিয়া প্রভাতে শ্রীধামের বিভিন্ন স্থান দর্শন ও তত্তস্থানাদ্যা শ্রবণ পূর্ব্বক মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীজীর সহিত কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৩শে জুন অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ পাটনায় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বৈরুপাল্লীজীর নিকট হিন্দীভাষায় ভগবদ্ভজনের কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত আইনবিহারীলাল কপূর এম্‌-এ প্রমুখ সেবকবৃন্দও তৎস্থানে উপস্থিত ছিলেন।

গত ২১শে জুন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাদিবস একদিকে যেমন শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেব অভিন্ন-কুরুক্ষেত্র-সমরপঙ্গক শ্রীনীলাচল শ্রীমন্দির হইতে অভিন্ন-শ্রীবৃন্দাবন শ্রীসুন্দরাচল গুণ্ডিচা-ভবনে রথারোহণে শুভবিজয় করিতেছিলেন, অপরদিকে তেমন শ্রীগৌরধাম-মায়াপুর-যোগপীঠ শ্রীগৌরজন্মাঙ্গনে শ্রীল প্রভুপাদ কেন্দ্রপাল বৃন্দাবনের নবমন্দির-প্রবেশোৎসব সম্পাদন করাইতেছিলেন।

শ্রীযোগপীঠের ঈশানকোণে শ্রীকেন্দ্রপালের নবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, যোগপীঠের রক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিপাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশরণ ও সেবায়ী সেবক শ্রীপাদ মদনমনোহর ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ সংকীর্ত্তন-মুখে বৃন্দাদেবীকে নবমন্দিরে বিজয় করাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বেলা ২ ঘটিকায় শুভমুহূর্ত্তে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করিয়া "বৃন্দাবনাবনীশ্বরে জয় সোম সোদরৌলে মদনন-মনাতন-নারদেড়া। গোপেশ্বর এবিলাসিনি নাস্থিপদে শ্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিকপায়িকাং মেঽ" বলিয়া প্রণামের আদর্শ প্রকট করিলে ভক্তগণ তদানুগত্যে প্রণাম করেন। অতঃপর শ্রীমৎ প্রণবানন্দ প্রভুবিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মূলগায়কত্বে ভক্তবৃন্দ মহামন্ত্র-সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর "বৃন্দাদেবি কেন্দ্রপাল ঈশান সদন। ভিক্ষাং আমায় দেহি ঈশান উদয়ন" এবং "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর" প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ তত্ত্বাবসরে সারগর্ভ হোম-কার্য্য সমাধা করেন।

মহামহোপদেশক সাতাশাধিক গ্রন্থ, গৌড়ীয়-সম্পাদক, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ ও শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ঐ দিবস (২১শে জুন) অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন করেন।

২২শে জুন প্রাতে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সমস্ত বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পাদন করিয়া প্রাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছান এবং সেইদিনই শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে গমন করেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রভুবরাষ্টকম্*

[উপদেশক-পণ্ডিত-শ্রীপাদ-গৌরদাস ব্রহ্মচারিকাব্যব্যাকরণতীর্থ- ভক্তিশাস্ত্রিবিরচিতম্]

(১)

শ্রীগৌরধামঃ বরতাং বরিষ্ঠঃ ধামাদমর্দ্দিং ভবপারবর্ত্তিনম্।
ধর্ম্মার্থিনং ভক্তিবিনোদবীরং বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্।

(২)

আচার্য্যবর্য্যং পরহংসচূড়ামণিং কৃষ্ণলীলৈক্যং পরমার্থিনাথম্।
ভবাব্ধিনাবং সততং স্মরামি বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্।

(৩)

বেদাদরজ্ঞং পতিতোদ্ধারং সংসারতারং কৃপয়াবিরতম্।
গীতৈকবন্ধুং ধৃতিপ্রদাত্রিং বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্।

(৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপৈকবিত্তং তত্ত্বাবলীলাস্মরণপ্রচিত্তম্।
আচার্য্যবর্য্যং গুরুরাজচিত্তং বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্।

(৫)

শ্রীনামসংকীর্ত্তনভক্তিদাতা শ্রীরাধিকোদ্ভাবনসাধিমন্ত্রম্।
প্রেমপ্রদাতারং নিত্যানন্দং বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্।

(৬)

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীত্যুৎসেন দূর্তঃ গুরুদাসসিন্ধুঃ।
অমাতি সর্ব্বত্র হরিপ্রভাবং নমামি তং ভক্তিবিনোদদেবম্।

(৭)

মহাজনোঃ প্রেমদা প্রভুতং তদ্ভাব-প্রকটাদিহ প্রণীতম্।
কৃপামৃতং ভাগবতানুরাগং নমামি তং ভক্তিবিনোদদেবম্।

(৮)

শ্রীগৌরধাম ব্রজধাম চৈতং ভাষা বিভেদে নিয়তাতকর্ত্তাম্।
শ্রীগৌরপ্রেমে কৃতকৃত্যহে গুরুত্যঃ নমামি তং ভক্তিবিনোদদেবম্।

যে কৃষ্ণপাদাব্জ প্রমত্তভৃঙ্গ। যে পারমহংস্যবিদ্। যুবসঙ্গজ্ঞ।
জগদ্গুরো। ভক্তিবিনোদদেব। প্রণীত বন্দে যতি তৈ নতেন।
পঠন্তি যে ভক্তিবিনোদস্তবোঃ পঠেন্ ন চৈতেষি ভাবিকাবিরোঃ।
ভবেত প্রেমাদুধিরৌ মহান্ত ব্রজাধিপঃ প্রাপ্য সদা ন সংশয়।

* শ্রীগৌরধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসবে কীর্ত্তিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বাবিংশতিতম বিরহতিথি-পূজায় "কৃপা-যাচ্ঞা"

(তোমা) ভকতি-বিনোদ শ্রীগৌর-পার্ষদ
বৈকুণ্ঠ-আগত পুরুষ মহান্
কৃষ্ণ-প্রেম দিতে এসেছিলে মর্ত্যে
মানবের সাথে অকৃপা-বিধান।

(যবে) ধর্ম-বিপ্লবের অমানিশাঘোরে
ধ্বস্ত মানব বাঞ্ছিচার ভরে,
অন্তর্যামী প্রভুর প্রবর বিদেশে
জীবের দুঃখেতে করিয়া দুখন।

(তখন) গৌড়-নগরের উষর সিকতে
উদিলে আচার্য মঙ্গল-উষাতে,
গৌর-মনোহভীষ্ট স্থাপিয়া বিশ্বেতে
(জীবের) অজ্ঞানান্ধতায় করিলে মোচন।
প্রেম-প্রাবাজন-বিগ্রহ তুমি গো
মহান্ পুরুষ প্রেম মূলাশ্রয়
শত গ্রন্থে, পত্রে, করিলে বিস্তৃত,
বাণীই সাধ্যসার, বাণীই সাধন।
শুদ্ধনাম আর নাম-অপরাধ
বিশ্লেষিত আছে তব গ্রন্থ-মাঝ,
দেখি ভগীভূত সজ্জন-সমাজ
কোটি কণ্ঠে করে তব গুণ গান।
সহজ-সরল-অমৃত-বর্ষিণী
তাব-ভাষাভরা তোমার লেখনী,
প্রতি পদে ছত্রে সিদ্ধান্ত-সমধি
গাঢ়-বিন্যু ভরি' র'য়েছে তখন।
শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা, সজ্জন-তোষণী,
শিক্ষামৃত, হরিনাম-চিন্তামণি,
শ্রীনবদ্বীপভূমি শ্রীকৃষ্ণভাবিনী,
বৈষধর্মে জীবের স্বরূপ-সন্ধান।
মহাপ্রভুর শিক্ষা, গীতাবলী-গান,
ভাগবতার্ক, প্রেম-প্রদীপ আখ্যান,
অমৃতপ্রবাহে বিশ্বকে প্লাবিল,
অপার আনন্দ তব ভূমি দান।
শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভা আর
গৌড়-ব্রহ্মণ্ডী-সমেত তোমার
উদ্ধব শীরবে গায় মহাপুরু
(তব) অপার্থিব কীর্তি ভরে বিশ্বজন।
আপেক্ষিক ধর্ম পরিত্যক্ত হয়,
নিরপেক্ষ হ'য়ে বৈষ্ণবতে রয়,
পাত্রিত্রয়-সার কৃষ্ণৈকসেবন
(তুমি) দেখ-দেশবাসী দিয়েছ সন্ধান।
তব স্নেহ-ধারে সিঞ্চিত ধরা,
ভূলোকে গোলোকমিলনী ত্বরা,
বিতরি শ্রীনাম-সুধার সুধায়
তব-তাপ-জ্বালা করে নির্বাপণ।

(তুমি) কালাতীত নিত্য চিন্মিলনে তব
বন্ধুজীব-সঙ্গে আমরা বিভাস্ত,
কেমনে বর্ণিব ও বিরহ-ব্যথ
(মোর) ঐ আছা পঙ্গুর পর্বত-লঙ্ঘন।
নাহি ভক্তি-বল, নাহি জ্ঞান-বল
ক' জানি ভকতি, মোরা দুর্বল,
তব পদ-রেণু, তব পদ-জল
(হোক) সাধন-সম্বল ভুবন-পাবন।
কে বুঝিবে তোমার গভীর ভাব,
শ্রীরাধার কৃষ্ণে যত অনুরাগ,
কোটি কোটি জন্মে ক'রো দাসত্বে
তব পদমুখে এই নিবেদন।
ভকতিবিনোদ কৃষ্ণ-বিনোদিনে
এসেছে প্রপঞ্চে শ্রীরাধা-রূপিনে
সাথ বিহরসি। ঐ পদ-প্রান্তে
অনুকূল-কৃষ্ণ-ভজন-বিজ্ঞান।

(আজ) যজ্ঞে ও তাহাতে পাশুপত-করে
(তব) পূজারী পূজিছে যোগ্য উপচারে,
সেবক-সম্মিলনী এই মেদিনীপুরে
(ও) পদপূজা-ভরে যাচে কৃপাকণ।

শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সম্মিলনীর
দীনাতিদীন সেবকবৃন্দ।
(মেদিনীপুর)

বিবিধ প্রসঙ্গ

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

গত ১৩ই জুনের বক্তৃতায় আর্যাপণ্ডিত প্রথমে বৈষ্ণবতত্ত্বে আলোচনা করেন যে, তাঁহার মাতৃভাষা ইংরাজী না হওয়ায় শ্রোতৃবর্গ যেন তাঁহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করেন। বক্তা বলেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ হয়ত একজন ভারতীয় হিন্দু হইতেছেন—এইরূপ মনে করিয়া তিনি তাঁহার কিমাকার জীব, তাহা দর্শন বা তাঁহার পরিবর্তিত মুখোসটি খুলিবার কথা শ্রবণের কৌতূহল-পরবশ হইয়া এখানে আগমন করিয়া থাকিবেন। যাঁহারা এই মনোভাব পোষণ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝিবেন। তিনি কোন ভারতীয় ধর্ম বা ভারতীয় আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির প্রচারক কিংবা হিন্দু হন নাই। তিনি নিত্য যে বস্তু, তাঁহার নিত্যস্বরূপের যে বৃত্তি, সেই নিত্যসিদ্ধ বৃত্তিতে তাঁহার গুরুদেবের কৃপায় উদ্বুদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র, প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব বা কৃষ্ণদাসই প্রত্যেক জীবের স্বরূপ। বৈষ্ণবদাস ব্যতীত নিজেকে অন্যরূপ উপলব্ধি কাহারও নিত্য অবস্থান নহে এবং বৈষ্ণবধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মই নিত্যধর্ম নহে।

উক্ত আর্য পণ্ডিত আরও বলিয়াছিলেন, যদি বৈষ্ণবধর্ম অন্যান্য ধর্মমত বা জগতের সকল ধর্মমতেরই ন্যায় একটি মতবাদ-বিশেষই হইবে, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বংশধর্ম বা কোন ধর্মবিশেষে আবদ্ধ থাকিয়া তাহাই দৃঢ়ভাবে আচরণ করিতেও ত' পারিতেন। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, মানুষ তাহার ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে যে কোন একটি ধর্ম গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিয়া একই গন্তব্য পথে গমন করে, কিন্তু তিনি ঐরূপ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত মানবরুচির সৃষ্ট কোন ধর্মমতবাদকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পৃথিবীর সকল ধর্মমত আলোচনা করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য দেশের বহু শ্রেষ্ঠ ধর্মযাজকের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করিয়া জানিয়াছেন যে, পৃথিবীর সকল ধর্মমতই কোন না কোন মানবের সৃষ্ট—হইতে পারেন তাঁহারা অনেকে অতিমানব, মহামানব বা শক্তিসম্পন্ন মানব, কিন্তু তিনি বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপে ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তাহা সাক্ষাৎ পূর্ণভগবান্ পরমেশ্বরের দ্বারা প্রকটিত, তাহা নিত্য ও সনাতন ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম বৌদ্ধগণের পরিকল্পিত, খৃষ্টধর্ম খৃষ্ট হইতে প্রবর্তিত, মুসলমানধর্ম পয়গম্বর মহম্মদ হইতে প্রকাশিত, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম অতিমর্ত্য পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়জ্ঞান পরমেশ্বরের দ্বারা প্রকটিত। তাহা মানব বা প্রাণি-জগতের রুচির ধার ধারে না। তাহা প্রত্যেক চেতনের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম। তিনি সেই ধর্মই গুরুপাদপদ্মের কৃপায় বরণ করিয়াছেন।

তিনি যখন বিভিন্ন ধর্মের দার্শনিকতত্ত্বের গবেষণা ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন হইতে প্রকাশের সাক্তালের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক একখানি গ্রন্থের সহিত তিনি পরিচিত হন। অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় তিনি ঐ গ্রন্থখানিরও প্রচ্ছদপট দেখিয়াছিলেন, বরং অন্যান্য গ্রন্থ তাঁহার নিকট অনেকটা সুবোধ্যই ছিল, কিন্তু ঐ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য বলিয়াই তাঁহার নিকট বোধ হইল। তবে ঐ গ্রন্থের একটি কথা তাঁহার গ্রন্থপাঠের আলোকস্তম্ভ হইয়াছিল। সেই কথাটি এই—শ্রীগুরুপাদপদ্মে অহৈতুকভাবে শরণাগতব্যক্তির নিকটেই এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইবে। মনে মনে বা কল্পনায় শরণাগত হইলে হইবে না, বাস্তব গুরুপাদপদ্মের নিকট বাস্তবভাবে শরণাগত হইতে হইবে। শ্রীমৎ স্বামী বন যখন লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশনের প্রচারকল্পে বার্লিনে গমন করেন, তখন অন্যান্য ভারতীয় সন্ন্যাসী—যাঁহারা মনঃকল্পিত ও লোকরুচির ধর্মমত এবং অধিকাংশস্থলে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার ছাঁচে ঢালা ভারতীয় মনোধর্মকে ব্যক্ত করিয়া সংবাদপত্রের অতিরঞ্জিত খ্যাতি লাভ করিতে আসেন, সেইরূপ বহুলের দ্বিতীয় সন্ন্যাসী মনে করিয়া মিঃ সুলৎসে শ্রীমৎ স্বামী বনের কথাকেও পূর্বে তত্তটা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু অধ্যাপক সাক্তালের গ্রন্থের যে দুইটি কথা তাঁহার ধারণায় বিস্ময় আনয়ন করিয়াছিল এবং তাঁহার একচ্ছত্র মৌলিকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিল, তাহা এই—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রবর্তিত ভাগবতধর্ম বা বৈষ্ণবধর্ম মানুষ বা দেবতার সৃষ্টধর্ম নহে, তাহা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের প্রণীত ধর্ম বা প্রত্যেক চেতনের আত্মোন্নতির নিত্য স্বভাব।'

আর একটি কথা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ মৌলিক বোধ হইয়াছিল যে,—'পরমেশ্বরের নাম তাঁহার বাস্তব ব্যক্তিত্বের সহিত অভিন্ন হেতু পরমেশ্বর বলিতে একমাত্র কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণ ঐতিহাসিক, গণক বা আধ্যাত্মিক নায়ক নহেন, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ, অনাদি, আদি, অনন্তমূর্ত্তি, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, সর্ব্বাকর্ষক, পরাষ্টলীলা-পুরুষোত্তম বস্তু।

তিনি কি জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথার উত্তরে তিনি বৈষ্ণব-কবির ভাষায় এইটুকু বলিতে চাহেন যে,—'কি জানি কি বলে তোমার পায়েতে হইনু শরণাগত।' যে অচিন্ত্যশক্তি তাঁহাকে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, সেই ভগবচ্ছক্তিই মহান্ গুরুরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতেছেন। তিনি বৈষ্ণব হইয়াছেন বলিয়া ধৃষ্টতা করিতে চাহেন না, তিনি তাঁহার গুরুপাদপদ্মের দাসানুদাসগণের দাস হওয়াই তাঁহার নিত্যধর্ম্ম—এইটুকু গুরুদেবের বাণীতে শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইতেছেন। তিনি হিন্দু হন নাই বা তথাকথিত বৈষ্ণবগণের আনুষ্ঠানিক আচার-ব্যবহারও গ্রহণ করিয়া কোন অদ্ভুত জীব-বিশেষে পরিণত হন নাই, কিন্তু তাঁহার গুরুপাদপদ্মের বাণীকে যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ বৈষ্ণবের দাসানুদাস যেন তিনি হইতে পারেন, এইটুকুই তিনি চাহেন। তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, এই চিন্তাস্রোত হইতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হইলে তিনি তাঁহাকে আর বৈষ্ণবদাস বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন না। ভারতের অধিবাসিগণ আর্য্য অর্থাৎ তাঁহারা সম্মানিত ও গৌরবান্বিত; কিন্তু তাঁহাদের এই গৌরব একমাত্র বাস্তবপরমার্থের বাস্তব অনুশীলনের দ্বারাই সংরক্ষিত হইতে পারে। তিনি তরুণ-সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, তাঁহারা ভারতের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কীণজীবী উন্নতিদ্বারা ভারতের প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতে পারিবেন না, বরং পাশ্চাত্যের আনুকরণিক অনুবাদের চেষ্টা করিতে গিয়া দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের পথেই চালনা করিবেন, ইহা পাশ্চাত্যদেশের অধিবাসি-বৃন্দের আমরা অন্যান্য দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আচার্য্যপাদ পরিশেষে আরও বলেন—গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা আমার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যপ্রকার অনিত্য ও তাৎকালিক ধর্ম্মের অনুমোদন করে না। 'সকল ধর্ম্মই সমান' এই কথাটিকে বিশ্লেষণ করিয়া নিষ্কপট ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, তাহা কোন ধর্ম্মই স্বীকার করে না।

বক্তা আরও বলেন যে, 'আমাকেই মনে করিতে পারেন—তিনি সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনদেশের লোক হইয়া কেন পরাধীন জাতির মধ্যে আবির্ভূত কোন আচার্য্যের পাদপদ্মে চিরদাসত্ব লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? ইহা কি একটি মেয়েলি মনোভাব বা কাপুরুষোচিত আচরণ নহে? তিনি তদুত্তরে বলিতে চাহেন যে, তিনি কোন ধর্ম্ম বা পরাধীন জাতির অন্তর্গত কোন মনুষ্যবিশেষকে গুরু করেন নাই। গৌড়ীয়-আচার্য্য, গৌড়ীয়মঠ ও তাঁহার বাণী অতিমর্ত্য বস্তু, তাহা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। সেই পূর্ণ-স্বাধীনের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে পারিলে তিনি বাস্তবিকই নিত্য স্বাধীন হইতে পারিবেন। জড়ের স্বাধীনতা ভ্রান্ত মানবজাতির চক্ষে যতই মুগ্ধকর হউক, তাহা নিকৃষ্ট অধীনতা মাত্র। তিনি সেই জড়ের অধীনতার নাগপাশ হইতে যেন মুক্ত হইয়া সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিত্যদাসত্বরূপ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারেন, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন।

গৌড়ীয়মঠের আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, তিনি জগতের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে 'ধর্ম্ম'কে "কেন কড়ি মাখ তেল" নীতির ন্যায়াধিক প্রতিধ্বনি করিতেই শুনিয়াছেন; তাহা কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও স্পষ্ট। ধর্ম্ম জিনিষটা যেন পরজগতে শান্তিভোগের একটা জীবন-বীমা। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঐরূপ বণিগ্‌বৃত্তিকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলেন না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনা গৌড়ীয়মঠের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে নাই। নিজের সুখ-শান্তির কথাও গৌড়ীয়মঠের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা নহে। একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণের প্রীতি-অনুসন্ধানই প্রত্যেক চেতনের নিত্য স্বভাব। সেই সার্ব্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্মের দ্বারেই গৌড়ীয়মঠের কৃপায় আমি অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি।

অধ্যাপক ভট্টর ঘোষ

ভাষ্যান্ত পণ্ডিত মহোদয়ের বক্তৃতা আরম্ভের পূর্বে অধ্যাপক ভট্টর ডে, পি, ঘোষ সকলের নিকট বক্তার পরিচয় প্রদান করেন এবং বলেন—বর্ত্তমানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গগনের মধ্য দিয়া কাশীতে যেরূপ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোকের পরিচয়ই অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য সভাপতির ইঙ্গিতানুসারে চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে গৌড়ীয়মঠের বক্তৃতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন যে, 'বক্তা বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার ইংরাজী ভাষায় যে ফ্রেঞ্চ-বিদ্যুতির সম্ভাবনার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা-শ্রবণান্তে আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে, তিনি ভাষার দিক্ দিয়াও যে কোন শ্রেষ্ঠ ইংরাজী বক্তা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন, কিন্তু ভাষার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া বক্তা তাঁহার যুক্তিপূর্ণ ও উদ্দীপক বক্তৃতার মধ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তৎপ্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। বক্তার বক্তৃতাটি তাঁহার সম্পূর্ণ অকপট বিশ্বাসের অভিব্যক্তি অন্যান্য দেশে বা অন্যান্য সম্প্রদায়ে কেন তাঁহারা অন্তর্দ্ধান প্রদান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বক্তৃতার বিষয় নির্ব্বাচিত হয়, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বক্তাকে এইরূপ বিষয় নির্ব্বাচন করিতে বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু আজ এইরূপ এক বিষয় লইয়া আপনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিকই বিশেষ মৌলিকতা ও সত্যানুরাগ করিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্যে প্রচারের দিক্ দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মই সর্ব্বস্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতীয় অন্য কোন ধর্ম্মই বর্ত্তমানযুগে প্রচারকার্য্যকে এতটা বিপুলভাবে গ্রহণ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবধর্ম্মে অহিংসা ও তিতিক্ষা এখনও প্রবাদের ন্যায় প্রচারিত রহিয়াছে। বক্তা আমাদিগকে তাঁহার উপলব্ধ সত্যে উপনীত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমরাও সেইরূপ ভগবান ও গৌরাঙ্গের প্রার্থনা করি, যেন আমাদের দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাঁহার উপলব্ধ সত্যে আকৃষ্ট হইতে পারি। বক্তার বাগ্মিতা ও উদ্দীপ্তবাণী বাস্তবিকই সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

মেদিনীপুর জেলার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সাধুস্বামীর সেবকগণ সহরবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণিমবিহারী ঘোষ মহাশয়ের ভবনে শুভাগমন পূর্ব্বক ৺ বিজয়ার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসবোপলক্ষে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় একটী সুবৃহৎ সোঙ্কীর্ত্তন-সমভিব্যাহারে সিংহাসনোপরি ঠাকুরের ও বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য-আচার্য্যের সুসজ্জিত আলেখ্যদ্বয়কে অগ্রণী করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে নগর পরিভ্রমণ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীবিগ্রহগণ হোসেন শাহীর ঈমামিং-প্রাঙ্গণে একটী সুবৃহতী সভায় অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস অধিকারী ভক্তিসাগর মহাশয় সন্মিলনীর পক্ষ হইতে "কৃপাবাঞ্ছা" শীর্ষক বিরহ গীতিটী কীর্ত্তন এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণিমবিহারী দাস অধিকারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠাসেবক শ্রীমান্ রাধারমণ ব্রহ্মচারী বাগচুমুর ঠাকুরের অভিধর্ত্তা চরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ

গত ৪৪শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৬৮৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রথম পংক্তিতে "উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে" স্থলে "উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে" এবং ৬৯৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ২২-২৩শ পংক্তিতে "১০ই ও ১১ই মে" স্থলে "১০ই ও ১১ই জুন" হইবে।

গত ৪৫শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৬৯৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্রের "তবে তাঁহার নিকট তাহা উপস্থিত করিতেও অনুরোধ"-স্থলে "তবে তাঁহার নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিতেও অনুরোধ" হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ২৩শে জুন (১৯০৬) শ্রীধাম মায়াপুর হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে শ্রীবানভদ্রঘাটস্থ ও শ্রীমুজবুটীর পরিদর্শনপূর্ব্বক বেলা ৩ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় এবং পুনরায় ২৬শে জুন শুক্রবার সপার্ষদে দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন।

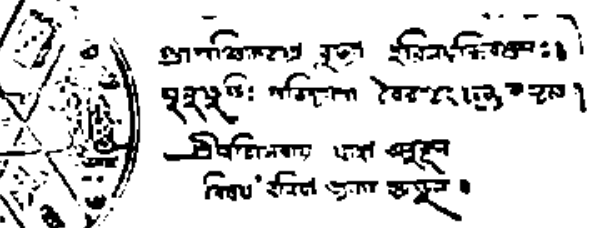

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২০শে আষাঢ়, ১৩৪০, ৯ই জুলাই, ১৯৩৩ | ৪৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌরজন্মস্থান ও 'বৃহদ্‌বঙ্গ'

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট্, মহাশয় সম্প্রতি 'বৃহদ্‌বঙ্গ' নামক যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৬২৮ পৃষ্ঠায় তিনি বলিতেছেন,—

"জগন্নাথ মিশ্র বল্লাল রাজার রাজধানীর নিকট বাস করিয়াছিলেন—ইহা তখন নবদ্বীপের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছিল এবং এই স্থানটি সম্ভবতঃ সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। মুসলমানেরা এইস্থান অধিকার করার পর এই স্থানের নাম দিয়াছিল "বেকাপুর", তাহা অনেক মুসলমান এখানে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জন্মস্থানটিকে মুসলমানী নামে অভিহিত করিয়া ভক্তচিত্তবিনোদেরা যথাযথই দুঃখ বোধ করিতেন। সুতরাং মুখার্জির দাস, মুখারি গুপ্ত প্রভৃতি আধুনিক লেখকেরা পল্লীর নাম উদ্ধার না করিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে শুধু 'নবদ্বীপ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী লেখকেরা (তাহারা অভিজ্ঞানের প্রতিবাদ করিয়া বাহারি চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য) ... বিদ্রূপাবাসের করিয়া উহাকে "মায়াপুর" নাম দিয়াছেন।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিদ্রূপ উহাকে 'মায়াপুর' নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছে। নবদ্বীপে দ্বিতীয় মায়াপুর নাই। সেখানে বহু পতাব্দী পূর্ব্ব হইতে রামচন্দ্রের পূজা হইত এবং রামের যথোৎসব অনুষ্ঠিত হইত, সেখানে বাল্লালার কোন প্রতাপশালী ব্যক্তি রামচন্দ্রের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিকই করিয়াছিলেন, কেননা ঐ স্থানটি রামের লীলার একটি প্রাচীন তীর্থ ছিল। সেই মন্দির এখন বর্ত্তমানে, কিন্তু সেই রামচন্দ্রের মন্দিরের কখনই চৈতন্যের চৈতন্যমন্দির হইতে পারে না, এবং সে স্থানের নামও মায়াপুর নহে। জোর করিয়া কেহ কেহ নিজেরা উহার নাম 'মায়াপুর' দিয়াছেন।"

ডক্টর দীনেশ বাবু উপযুক্ত প্রমাণমূলে বল্লাল রাজার

নিকটস্থ স্থানকেই শ্রীক্ষেত্রস্থান 'মায়াপুর' বলিয়া বিচার করিয়াছেন; তবে তিনি মাধুনিক অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির (যাঁহারা 'মাহিনের মাই' রামচন্দ্রপুরকে "জোর করিয়া 'মায়াপুর' নাম দিয়াছেন") কল্পিত দলিলপত্রাদির কথা না বলিয়া 'বর্ত্তিত নবদ্বীপের পল্লীবিশেষ অহিন্দুগণের দ্বারা 'মেক্রাপুর' নামে পরিচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। বস্তুতঃ 'মায়াপুর' নামটিই নদীয়া জেলার অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের উচ্চারণের স্বাভাবিক রীতি অনুসারে 'মেয়াপুর' শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া'ছল, যেমন এখনও নদীয়া জেলার প্রত্যেক অশিক্ষিত ব্যক্তি, এমন কি চলিত ভাষায় কথোপকথনকালে শিক্ষিত ব্যক্তিগণও 'কাঁথা'কে 'ক্যাঁথা', 'ডাকা'কে 'ডেকা', 'টাকা'কে 'টেকা' বলিয়া থাকেন, ইহা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। জেলায় 'টাকা' যদি 'টেকা' হয়, 'ডাকা' যদি 'ডেকা' হয়, তাহা হইলে 'মায়া' 'মেয়া' না হইবার কারণ নাই। 'মায়া'কে 'মিক্রা' বা 'মেক্রা' অর্থাৎ 'মায়াপুর'কে 'মিক্রাপুর' বা 'মেক্রাপুর' করিবার চেষ্টা মাত্র ৩।৪ বৎসর পূর্ব্ব অহিন্দু ভাবাপন্ন, দুশ্চরিত্র ও মৎসর দলাদলিযুক্ত ব্যক্তি আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, যদি ঐ স্থানটিকে অহিন্দুগণের 'পুর' বা স্থান বলিয়া কোনরূপে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভাবপ্রবণ হিন্দু-সম্প্রদায় অন্ধ কোন প্রকৃত তথ্য ও যুক্তির দিকে না তাকাইয়া সহজেই এই স্থানের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়িবেন এবং যাঁহারা বহু তথ্য ও বহুজনগণের নির্দ্দেশমত ঐ স্থানকে তাঁহাদের নিত্যারাধ্য শ্রেষ্ঠ-তীর্থ বলিয়া বিচার করেন, তাঁহাদের প্রাণেও আঘাত লাগিবে। ঐরূপ হিংসা, দ্বিষেষ ও মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়াই যাঁহারা 'জোর করিয়া' নিজেরা 'রামচন্দ্রপুর'কে 'মায়াপুর' নাম দিয়াছেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের অন্যোপায় ব্যক্তিগণই 'মায়া'কে 'মিক্রা' বলিয়া চালাইবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। বস্তুতঃ কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রাচীন দলিলপত্র বা কোন কাগজে ঐরূপ নিদর্শন নাই।

'কায়স্থ পত্রিকা'য় শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে কাল্পনিক কথা

গত বৈশাখ মাসের 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় শ্রীযুক্ত রাধেশ নাথ ঘোষ মহাশয়ের নামে লিখিত একটি প্রবন্ধে প্রকাশ যে, "যে দলিলে ভক্তিবিনোদ মহাশয় রজনীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের নিকট জমি বন্দোবস্ত করেন, সেই দলিলে 'মিক্রাপুর' নামই আছে, 'মায়াপুর' নাম নাই।"

বস্তুতঃ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর আদৌ কোন রজনীকান্ত মৈত্রের নিকট হইতেই শ্রীমায়াপুরের জমির বন্দোবস্ত করেন নাই এবং ঐ জমির কোন দলিলে আদৌ 'মিক্রাপুর' শব্দটি নাই। অধুনা শ্রীধাম-বিদ্বেষী ব্যক্তিগণ 'উড়ো কথা' লইয়া কত যে গল্প সৃষ্টি করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। উহা কি অবৈধ জেরধারী বা তাহার বাবাঠাকুরের সন্ধান উকীল মহাশয়ের খুলির গল্প? যাঁহাদের ঘরে দলিল দস্তাবেজ আছে, তাঁহাদিগের নিকট প্রকৃত তথ্য না জানিয়া অন্তরঙ্গের লোক হইয়া রাধেশবাবু কিরূপে গল্পের মুখে কাল খাইতে গেলেন এবং সেইরূপ কিংবিহীন কথা নিজের নাম দিয়াই বা প্রকাশ করিতে কিরূপে সাহসী হইলেন?

কোন কোন অহিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত স্বনামখ্যাত ব্যক্তিও মায়াপুরকে 'এ' দ্বারা বিকৃত করেন না

শ্রীমায়াপুরকে অহিন্দুগণও যে 'মিক্রাপুর' বলেন না, তাহা মুসলমান-সম্প্রদায়ের সুসাহিত্যিক ও সুকবি শান্তিপুর-নিবাসী মুন্সী রহুল হক্ সাহেব ভক্তর দীনেশবাবুকে যে বিবরণটি দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। শ্রীযুক্ত হক্ সাহেব 'মেয়াপুর' বা 'মায়াপুর'—এইরূপই তাঁহার বর্ণনার মধ্যে প্রায় ৫।৬ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও 'মিক্রাপুর' বা 'মেক্রাপুর' এইরূপ ভ্রমাত্মক ও কল্পিত উচ্চারণ করেন নাই। নিম্নে তাঁহার বিবরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"অদ্যও মেয়াপুর গ্রামের মধ্য একটি প্রাচীন জল-প্রবাহের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ০ ০ যে স্থলে বর্ত্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠ পল্লী, যাহা নবদ্বীপ হইতে অনেক দূরে। উহা তখন 'জুহিয়া' নামে পরিচিত ছিল। মেয়াপুর (মায়াপুর) এবং তৎসংলগ্ন পল্লীই প্রাচীন নবদ্বীপের শেষ চিহ্ন। এই ভূমিতেই রাজা বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদ ছিল। সেই রাজপ্রাসাদ হইতেই বল্লালসেন তাঁর বন্ধুবিদ্যার বিলক্ষণ আস্ফালনে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং এই ভূমিতেই চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের এই উক্তি যে সর্ব্বাংশে সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কেন না, এখনও এই ভূমিতে রাজা বল্লালসেনের স্মৃতির পরিচায়ক বল্লালঢিবি এবং রাজপ্রাসাদ

গঙ্গাবক্ষবাস হইলেও "বরাল ডিহি" নামে একটি উচ্চ ভূখণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। ০ ০ মেজপুরই চৈতন্যদেবের জন্মভিটা ও বাসভূমি। যে আঙ্গীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটে, তাঁহারও তখন আর পর্য্যন্ত মেজপুরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে মোরাসাহেবের আঙ্গীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে।"

স্থানীয় অনুসন্ধানকারি-ব্যক্তিগণের অযাচিত সাক্ষ্য

শ্রীহট্টের প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় স্বয়ং শ্রীমায়াপুরে গমনপূর্ব্বক স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রাচীন অধিবাসিগণের নিকট সমস্ত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া ১৩০১ বঙ্গাব্দে (ইং১৮৯৪) (সজ্জনতোষণী পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যার ২১৬পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন :—

"সরকারী জরীপ, কাগিয়াপের হাতে পূর্ব্বকালের অতি প্রাচীন যে দলিলাদি আছে, তাহাতে ঐস্থানকে 'মায়াপুর' বলিয়া স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। আমরা তাহিয়ংগীর কোন মহাশয়কে জিজ্ঞাসাক্রমে তাহা অবগত হইয়াছি।"

নবদ্বীপ-নগর-নিবাসী (অধুনা মৃত) কালিচন্দ্র রায় ১২৯১ সালের ২১ শে আশ্বিন তারিখে সমাপ্ত 'নবদ্বীপ-মহিমা' নামক একটি পুস্তকেও 'মিশ্রাপুর' বা 'মেশ্রাপুর' উচ্চারণ করেন নাই। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন —

"আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল, বল্লালদীঘির নিম্ন দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল (নবদ্বীপমহিমা ১১পৃঃ)। গঙ্গার পূর্ব্বপারে অন্তর্দ্বীপ 'মায়াপুর' বা 'মেয়াপুর'। তাহাইতাহা ইহার অন্তর্গত। এইখানে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।—(নবদ্বীপ-মহিমা ৩পৃঃ)

১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "বৈষ্ণবাচার-দর্পণে" নবদ্বীপ নগর নিবাসী স্বর্গগত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে 'ঐ' বিনা উচ্চারণ করেন নাই।

বঙ্গাব্দ ১২৯২ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত, নবদ্বীপ ও বহু স্থানের বারভৌম মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষর-সম্বলিত-তাম্র-পত্রিকাযুক্ত "কায়স্থকৌস্তুভ" নামক গ্রন্থের প্রামাণিক বিবরণে এইরূপ লিখিত আছে—

"এই (সেনবংশীয়) রাজা বর্ত্তমান ঈশোদ্যান রাজধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী মায়াতঃ এই সময় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক হইয়াছিল, এই জন্য ইহার এক নাম 'মায়াপুর'। 'মায়াপুরং সর্ব্বসিদ্ধিদায়কং' ইতি উদ্ধারাদি তন্ত্র।" (—কায়স্থকৌস্তুভ ৯৮ পৃষ্ঠা)

"নবদ্বীপ গঙ্গাদেবীর কৃপায় রাজধানী ও এক সময় বিদ্যার নিকেতন হইয়া একদা মায়াপুর নামে অভিহিত হইয়াছিল।"—(কায়স্থকৌস্তুভ ১২০ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় ও রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় সকলেই সুপ্রাচীন 'নিবর্ত্তন-নকুচ' দেখিয়া বল্লাল দীঘির সন্নিকটস্থ স্থানকে শ্রীগৌরজন্মস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহই আধুনিক অভিনবত্বভক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় "মায়া"কে "মিশ্রা"য় বিকৃত করেন নাই। রাজর্ষি শ্রীযুক্ত পরিক্ষিৎ রায়ের ন্যায় প্রাচ্য দেবাস্তরূপ এম-এ সংকলিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থের 'পরিচয় মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"আজও বল্লাল ঢিবি ও বল্লালদীঘি মায়াপুরে অতীত সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছে। ০ ০ মায়াপুর—নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকস্থ বল্লালদীঘি বাহারই পরিচিত। ০ ০ মহাপ্রভু জন্মগ্রহণের মায়াপুর বা প্রাচীন নবদ্বীপে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। বলিতে কি, মায়াপুর-সংলগ্ন প্রাচীন স্থানই আদি নবদ্বীপ।"

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে "ভক্তিরত্নাকর"-লেখক শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'মায়াপুর' শব্দটির বিকৃতির কথা জানাইয়াছেন—

"ক্রমে কলি বৃদ্ধ, হৈল নামের ব্যভ্যয়।
তথাপি যে সব নাম অন্যথা না হয়।
তথাকার লোক কথোপ্রায় দুষ্ট হৈল।
তথা গ্রাম-নাম লোকে অন্যথাই কৈল।"

—ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ

"যত মত তত পথ" মতবাদ অযৌক্তিক, অশ্রৌত বা অবৈদিক কেন ?

গত ১৩৩২ সালের ফাল্গুন মাসের "উদ্বোধন" নামক পত্রে (৮২-৮৩ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় "যত মত তত পথ" মতবাদ অবৈদিক মতবাদেরই প্রতিধ্বনি,—এই খাঁটি কথাটি পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপন করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার যে চেষ্টা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বপক্ষ ত' খণ্ডিত হয়ই নাই, পরন্তু পূর্ব্বপক্ষই উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রবাবু তাঁহার পূর্ব্বপক্ষে বলিয়াছেন,—

---

* আষাঢ়বর্ষ ১৩৩১ মাঘ সংখ্যায় ব্রহ্ম শ্রীযুক্তপ্রসাদ ভক্তিসুধাকর-লিখিত "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের পরিচয়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

"ধর্ম—বৈধকর্ম। বৈধকর্ম বা শাস্ত্রবিহিত ধর্ম কখনও ধর্ম-সাধনতা হইতে পারে না। এইজন্য বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টীয়, পারসী ও মুসলমান প্রভৃতি সাম্প্রদায়ীক ধর্ম যথার্থ ধর্মপদবাচ্য হইতে পারে না। তাহারা নীতিবিশেষ বা সামাজ-ধর্মপদবাচ্য হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ-ধর্মপদবাচ্য হইতে পারে না। * * অতএব 'যত মত তত পথ' এ বৈধিক বাক্যের সহিত অবৈধিক ধর্মের বিরোধ অপনোদন করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার মতই প্রমাণিত করিতে অবৈধিক মত—ইহাই বলিতে হইবে।"

এখন রাজেন্দ্রবাবু ঐ পুস্তকের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন—

"যত মত তত পথ" ঠিক "পরমেশ্বর পর্যন্ত নহে, কিন্তু পরমেশ্বরলাভে পৌঁছিবার কিছুদূর পর্যন্ত। পরমেশ্বরলাভের কিছু পূর্ব্বেই সকল পথ মিলিয়া একমাত্র জ্ঞানপথেই পরিণত হইয়াছে। * * ঘাটে যাইবার জন্য একই জ্ঞানপথ এবং সেই জ্ঞানপথে উপনীত হইবার পূর্ব্বে 'কর্ম্ম, 'ভক্তি' প্রভৃতি, অথবা 'বৌদ্ধ', 'জৈন' প্রভৃতি নানা ধর্ম্মই নানা পথ বলিলে কোন অসঙ্গতি হয় না।"

সুবুদ্ধি পাঠকগণ এখানেই "যত মত তত পথ" মতবাদের কপটতা প্রচ্ছন্ন অবৈধ বৌদ্ধামি ধরিতে পারিবেন। একদিকে ইঁহারা মুখে বলিতেছেন,—সব মতই পথ, কিন্তু কার্য্যতঃ যে কপটতাটি ইঁহাদের হৃদয়ে লুক্কায়িত ছিল, (অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ মতই একমাত্র মত বা পথ), সেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধামিই কাঁটাকাপে 'পায়ে ঘাঁর মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইঁহারা মুখে যতই বলুন না কেন, 'বৌদ্ধ', 'জৈন' 'খৃষ্টীয়' ও 'মুসলমান' ধর্ম পথ-বিশেষ, কার্য্যতঃ ইঁহারা নিজেদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধামিকেই বড় করিয়া অন্তরে স্থান দিয়াছেন। অন্য মতকে 'পথ' বলা কেবল লোকরঞ্জন ও 'তুমুক্তি চুপ, হামুক্তি চুপ' নীতি পরিপোষণের একটি কৌশল মাত্র। ইঁহারা বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি 'সাধারণ ধর্ম্ম'র সহিত ভক্তিকে তুলনা করিয়াছেন, যাহা 'ইহা পথরূপী পথ নহে', তাহা ভগবানের সাক্ষাৎ সম্মুখে যাইতে পারে না, 'তাহা দ্বাররূপী পথ' বলিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির দূরে অবস্থান করে। ঐ সকল কটকল্পিত যুক্তিদ্বারা "যত মত তত পথ" কথাটি যে কিরূপ অযৌক্তিক ও অবৈধিক, তাহাই প্রমাণিত হয়। "যত মত তত পথ ঠিক গন্তব্যস্থল পর্য্যন্ত নহে, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার কিছু-দূর পর্য্যন্ত। সেষে জ্ঞানপথ"—ইহাই শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রবাবু শ্রীধর স্বামীর দোহাই দিয়া বলিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় পরস্থানে বলিয়াছেন,—'কশ্চ, 'যোগ' ও 'জ্ঞানপথ' সাক্ষাৎ পথ নহে একমাত্র সাক্ষাৎ পথ।

"ইতরানি তুদ্দেশে তাবদেব পন্থানো বর্ত্তন্তে নিরূপায়ে ইতি। পরমেশ্বরে তেষাং—প্রবর্ত্তকানাং উপদিষ্টানাং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপিতো ইতি * * এবং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়কাঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তম্। জ্ঞানকাণ্ডবিষয়কেভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ * * * অনেন জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতম্।"—(শ্রীধর টীঃ ১১।১৯)

তাৎপর্য্য—পরমসুন্দর ভাগবতে পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। পরমত্বের কারণ এই যে, ইহাতে ফলাভিসন্ধি-লক্ষণ কপটতা প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্র-শব্দের দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত হইয়াছে, সেই পরমধর্ম্ম কেবল ঈশ্বরারাধনা-লক্ষণময়। এইরূপে কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইল। জ্ঞানকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্র-সমূহ অপেক্ষাও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে।

পুনরায় স্বামিপাদ বলিতেছেন—

কেবলাজ্ঞানবিষয়কেভ্যশ্চাহ কিং চেতি। পাঃ পাঃ ভক্ত-সাধনের ঈশ্বরো হরি কিং বা সক্ষ এবাবশ্যতে বিরাজিতে। বা-শব্দঃ কটাক্ষে। কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব, অত্র তু শ্রদ্ধাসুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভিরেব তৎক্ষণাদেবাবরুদ্ধ-ধাতে মনু ইবের তরি কিমিতি সর্ব্বে ন মুমুক্ষবঃ? অথাহ কৃতিভিরিতি। অকৃতেষ্বা তু পাপেষিব। যোৎপন্নত ইত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—অন্যান্য শাস্ত্র ও তৎকথিত সাধনসমূহের দ্বারাই বা কি হৃদয়ে ঈশ্বরকে সহজে ধারণা করা যায়? এই কথায় বহুদেবতা-পূজা-প্রতিপাদক শাস্ত্র অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে। 'বা'-শব্দ কটাক্ষে। তৎসমূহের দ্বারা বহু বিলম্বে অতিসামান্য কোন প্রকারে ঈশ্বরের ধারণা হয়; কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণেচ্ছুগণ তৎক্ষণাৎই ঈশ্বরকে ধারণা করেন। তাহা হইলে সকলেই কেন ইহা শ্রবণ করেন না? উত্তরে এই যে, ভাগবত-শ্রবণেচ্ছা বহু পুণ্য অর্থাৎ সুকৃতি বিনা উৎপন্ন হয় না। এই জন্য 'কৃতী' শব্দের প্রয়োগ।

শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

কিং জ্ঞানশ্রবণে ভক্তিং বিনা জ্ঞানস্য নৈব নির্ধো-নিত্যাহ হেয়ংস্কৃতিমিতি। হেয়ানাত্মধর্ম্মপরপর্যন্তধর্ম্মাণাং স্মৃতিঃ

সমাঃ বক্তাঃ সমাঃ ইব বিরোধাম্; তা যে সব ভক্তিমত তাকু। হেয়মাঃ মার্গকুমাহিতিবা, হেয়াঃ হেমনঃ হেন এবংবিধাতে। অথঃ সাবঃ—যথা অন্তর্গমাপং ধান্যং পরিত্যজ্য অন্তঃকণ-হীনাম্ তুলধান্যাভাবাংস্থানেব অবস্থিতি তেষাং ন কিঞ্চিৎফলম্ এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবল-বোধায় প্রযতন্তে তেষামপীতি। ইহার ভাবঃ মানুষে-তার সমাজার প্রযাবহি। ••• ইহলোকে পূর্বং যোগিনোঽপি সর্বে যোগৈর্ভক্তিবিহীনা পশ্চাৎ স্বদর্শিতয়াঃ স্বদর্শিতা • ... কথাপনীতয়া কথয়া তৎসঙ্গিনঃ প্রাপিতয়া ইত্যেব বিদুষা আত্মনঃ জ্ঞাত্বা অন্তঃ স্বয়েনৈব তে পরাং গতিং প্রাপ্তাঃ।" (শ্রীধর—ভাঃ ১০।১৪৩, ৪, ৫)

এতৎ সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত-মানিনঃ" ও "তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ" (ভাঃ ১০।২।৩২,৩৩) শ্লোকের শ্রীধর-টীকা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, শ্রীধরস্বামী "কেবল জ্ঞানপথ" ইহা সিদ্ধান্ত করা দূরে থাকুক, নিরপেক্ষ ও সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়-উপেয়-স্বরূপা ভক্তি-ব্যতীত নির্বিশেষ-জ্ঞান আত্মঘাতক বলিয়াই জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী.....শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ" (গীঃ ৬।৪৬,৪৭), "ব্রহ্মণোঽহমিতস্য-ব্রহ্মণোহ্যমৃতস্যাব্যয়স্যচ" (গীঃ ১৪।২৭) এবং গীতার "সর্বগুহ্যতম" (গীঃ ১৮।৬৪) উপদেশ—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" ও "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" (গীঃ ১৮।৬৫,৬৬) প্রভৃতি মূল শ্লোকগুলি শ্রীধরের টীকার সহিত আলোচনা করিলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবুর কথিত "কেবল জ্ঞানপথ, ইহা শ্রীধরস্বামী বলিয়া গিয়াছেন"—এইরূপ কাল্পনিক মতবাদের অসারতা প্রমাণিত হয়। মহাজনশিরোমণি স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-দেব নির্বিশেষ-জ্ঞানবাদিগণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিকপ্রায় বৌদ্ধকে অধিক॥
কারণে 'নিস্তার নাহি' হয় কৈল বাদ।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৯)

বৌদ্ধগণ যে বিবেকী স্পষ্ট নাস্তিক, কিন্তু নির্বিশেষ-বাদী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠত্বের প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক তথাকথিত সদ্বুদ্ধিবাদী "যত মত তত পথ" মুখে স্বীকার করিয়া—সকলের মতেই আপাততঃ "হাঁ জী, হাঁ জী" করিয়া "কেবল জ্ঞান-পথই পথ" বলায়, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—গীতার চরমে যে শরণাগতিরূপা ভক্তিপথকেই একমাত্র পথ বলা হইয়াছে, তাহা লঙ্ঘন করায় ত্রিশঙ্কুসমন্বয়-বাদ অশাস্ত্রীয়, অবৈদিক মত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আচার্য শঙ্করের দোষ দেন নাই; কিন্তু তিনি (শঙ্কর) যে অসুর মোহন করিবার জন্য ভগবদ্বেষেরূপ প্রতি ও বেদান্তের প্রকৃত অর্থ গোপন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাহার সন্ধান দিয়াছেন।—(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৮০-১৮২)

কোন স্বাধীনব্যক্তিই সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত হইতে পণ্ডিত রাজেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্তকে অধিকতর সমীচীন ও শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যদেবের আচার্য শঙ্করকে মায়ামোহনাবতার বলিয়াছেন দেখিয়া আচার্য শঙ্করের ভুবনমোহিনী প্রতিভার মুগ্ধ কেহ কেহ যদি শ্রীচৈতন্য বা তাঁহার বাণীর অনভিজ্ঞ আচার-প্রচার-কারি ব্যক্তিগণের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নির্মৎসর ভক্তিধর্মের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া নির্বিশেষ জ্ঞানমার্গের আলোচনা করিতে করিতে—

"জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণি ন জন্মেহ প্রজায়তে"

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

(পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ সংখ্যার পর)

[১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তমধামে উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন,—]

সংসার-ভোগের জন্য যে ঈশ্বরের কল্পনা, তাহাতে আধ্যক্ষিকতাই ঈশ্বরসেবা বলিয়া মনে হয়। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ প্রভৃতিতে 'আমার' বুদ্ধি এবং এই বুদ্ধিতে জল-কাদা-মাটি প্রভৃতি সংগ্রহের চেষ্টা মৎসরতা। জলবুদ্ধিতে তীর্থবুদ্ধি কপটতামাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৪।১৩) ঐরূপ বুদ্ধিকে গর্দভ-সুলভ বুদ্ধি বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন।

কড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোর জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতমভিপদ্যতে॥

যাহার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বহির্মুখ হইলে জীব জড়াতীত—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মন বলিয়া বিচার করে এবং তাদৃশ বিপরীতকে অভিমান-জাত কর্তৃত্বাদির মূলে সংসার-বাসন লাভ করে। সংসারে আসক্তি জীবকে বাধ্য করিয়া থাকে।

বুদ্ধি যদি জড় জগতের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়, 'আমি প্রভু'—যদি এই বুদ্ধি হয়, তাহা হইলেই অভক্ত হইয়া গেলাম। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা নিরন্তর শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বাস্তব নিত্য ধাম, নিত্য দেহ, নিত্য অপ্রাকৃত-সেবার কথা বলিয়াছেন, নিত্য ধামের বৈচিত্র্যময় অবস্থা—নিত্যসেবোর বিলাসের কথা বর্ণন করিয়াছেন।

ভোগোন্মুখচিত্তে জগন্নাথ দর্শন—কাষ্ঠদর্শন। কাষ্ঠদর্শন হইলেই মহাপ্রভু হইয়া গেল। বৈষ্ণব-অবজ্ঞার বিচারে আমাদের মনে হইবে, যদি ভগবানের পিতামাতা থাকে, তাহা হইলে তিনি সাধারণ ব্যক্তি মাত্র। তাহাতে বৈষ্ণবাবজ্ঞাকে সাধারণ সূকর জ্ঞান হইবে। কিন্তু সম্বন্ধের বিষ্ণুকে অন্য দেবতা কিংবা মানুষের সঙ্গে সমপর্য্যায়ে গণনা করিলে আমরা নরকে যাইব।

এই জড় বিশ্ব, জড়বিদ্যা, জড়ের অনুসন্ধানের জন্য জ্ঞান-প্রবৃত্তি—মাপিয়া লইবার বিকৃতা। মাটিয়া বুদ্ধি (materialistic idea) হইলে কৃষ্ণপূজা বা ব্যুৎপন্নও হইয়া যায়। কৃষ্ণপূজা অসুবিধা উৎপন্ন করিয়াছে। নায়ক পূজার নায়ক আমার অপেক্ষা একটু বড়। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ঐ শ্রেণীর নায়ক মনে করিলে চলিবে না। ভগবানে জড়তা আছে বলিয়া লইয়া তাঁহাতে কতটা পরিমাণ জড়, তাহার অনুসন্ধানার্থ প্রধাবিত হইলে নরকের দিকেই গতি হইল মাত্র। এই সকল ভক্তির প্রতিকূলা চেষ্টা। ভগবানে জড়ত্ব থাকিতে পারে না। মাপিয়া লইবার বুদ্ধিকে বহির্মুখ বুদ্ধির মধ্যে injection করে, তাহার ফলেই অভক্তির দিকে চিত্তবৃত্তি চলিয়া যায় এবং মনে হয়—আমি প্রভু, ভগবান্ আমার আয়ত্তাধীন—যাহা চাইব, তাহাই আমাকে আনিয়া দিবেন। যদি ভগবানের কৃপা কাহারো প্রতি হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বুঝিতে পারে, মাপিয়া লইবার অবস্থার পতন কি সর্বনাশকর। জড়-জগতের সাময়িক ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে পালাক্রমে ভোগের অভিনয়। কোন ব্যক্তি যাহাকে খাইতেছে, সেই পশু আবার তাহাকে খাইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মৃত্যুর সময় খাদকের চিন্তা করিতে করিতে সেই পশু হইয়া যাইবে খাদক, আর খাদক হইয়া যাইবে পশু। এই ভাবে প্রভু ভৃত্য হইয়া যাইবে, আবার ভৃত্য প্রভু হইয়া যাইবে; পুরুষ স্ত্রী হইয়া যাইবে, স্ত্রী পুরুষ হইয়া যাইবে; রাজা প্রজা হইয়া যাইবে, প্রজা রাজা হইবে। যাহারা হরিভজন করে না, তাহাদের ঐ গতি — ঐরূপ ঘূর্ণন — একবার উত্তমর্ণ, একবার অধমর্ণ। যখন জ্ঞান থাকে না, তখন বুঝিতে পারি না—হয় ত' বাবার কোলেই প্রস্রাব করিলাম, নাখি মারিলাম; জ্ঞান হইলে আর তাহা পারি না। তখন বাবাকে সম্ভ্রম-জ্ঞানে—পূজ্যজ্ঞানেই দেখি। সম্ভ্রম-জ্ঞানের উপরে—দিব্য-দৃষ্টি লাভ হইলে বিষ্ণুকে আর কাঠ-পাথর জ্ঞান হয় না, সেবা সচ্চিদানন্দ বস্তুরূপেই দেখি। তখন তাঁহার প্রতি প্রাকৃত-বুদ্ধি আরোপ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছি, তজ্জন্য অনুশোচনা আসে।

ভগবদ্ভক্ত তেল বাবু, ঘাস প্রভৃতি কিছুই ভোগ করেন না, সকল দ্রব্যদ্বারা তিনি ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। তাঁহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রহণও ভগবৎসেবার জন্য। ভগবৎসেবাব্যতীত তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সুতরাং তাঁহার কোন কার্য্যই জড় বা মানসিক নহে। পক্ষান্তরে অভক্ত সর্ব্বদাই ভোগের জন্য প্রধাবিত হয় এবং ভগবান্‌কে প্রকৃতিজাত বিবেচনা করে। তাহার বিবেচনায় ভগবান্ বড়জোর—সত্ত্বগুণের দেবতা-বিশেষ। বিশুদ্ধ-সত্ত্বের কথা কিছুমাত্র তাহার বোধগম্য হয় না।

বিষ্ণুবস্তু আমাদের নিকট পাঁচ প্রকারে উপস্থিত হন—পরতত্ত্ব, ব্যূহতত্ত্ব, বৈভবতত্ত্ব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা। শ্রীজগন্নাথদেব অর্চ্চা। তিনি কৃপা করিয়া পুজকের নিকট আসিয়াছেন। আমরা যদি সেবক হইয়া তাঁহার সেবা করি, তাহা হইলে সব ঠিক। আর যদি সেবার ভাণ দেখাইয়া জগন্নাথের নিকট হইতে কিছু আদায় করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে বণিগ্‌বৃত্তি হইল মাত্র। যে সকল

যাহারা ভগবানের নিকট কিছু চায়, তাহারা তাহারা বস্তুতঃ-পক্ষে ভগবান্‌কে চাকর করিতে চেষ্টা করে; তাহার ফলে অভক্তি প্রবল হয়। অভক্ত হওয়ার ফলেই আমাদের এই ত্রিতাপের মর্ত্যলোকে আসা হইয়াছে; ইহার ফলে আমরা বাস্তবদেহের স্মৃতি হারাইয়া ফেলিয়াছি। 'আমি কে?' তাহা জানিতে পারিলে সুবিধা হয়। তাহা না জানা পর্য্যন্ত মনে হইবে—আমি হাড়-মাংসের থলিয়া এবং শ্রীজগন্নাথদেব কাঠের ঠাকুর।

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥
(ভাঃ ১।৭।২৩)

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে ভগবন্ কৃষ্ণ! তুমিই সর্ব্বকারণ-কারণ, তুমিই প্রকৃতির অতীত পুরুষ। তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অতএব—নির্লিপ্ত বা অধিকারী। তুমি স্বরূপশক্তি-প্রভাবে বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে দূরে রাখিয়া কেবল স্বরূপে অবস্থান কর।

ভগবানের দুইটি শক্তি—(১) চিচ্ছক্তি, যাহার কার্য্যে মাপিয়া লইবার ধর্ম্ম নাই—কেবল আরাধনা বা সেবাধর্ম্ম বিদ্যমান, (২) অচিচ্ছক্তি—চিচ্ছক্তির হেয় বিকৃত প্রতিফলন, যাহার দ্বারা ত্রিগুণতাড়িত বিশ্বের উৎপত্তি। অচিচ্ছক্তির কবলে পতিত হওয়া—অনিত্য ধর্ম্মের আশ্রয় করা আর 'ছুঁটো হাঁড়িতে জল রাখা', একই কথা। তাহার ফলে মানব অহঙ্কারী হয়। অহঙ্কারীকে ভগবান্ দেখা দেন না। তিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে প্রকাশিত থাকিয়াও যাহার সেবোন্মুখতা হয় নাই, তাহার নিকট স্বীয় স্বরূপ গোপন করিয়া রাখেন। অহঙ্কারী দেহাবিষ্টতাবশতঃ ভগবান্‌কে পাণ্ডার বেহারা করিতে চাহে। ভগবানের নিকট নিজের সুখের জন্য কিছু প্রার্থনা করা অভক্তির—অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু হইতে পারেন না। সেবোন্মুখ অবস্থায় তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যিনি বলেন—আমি বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছি, তাঁহার নরক-গমন হইয়াছে মাত্র। বৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে।

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিমে
অভিমান হউ দূর॥
'আমি ত' বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
'শুষ্ক'-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি' উচ্ছিষ্টাদি-দানে
হ'বে অভিমান তার।
তাই সিদ্ধ তব থাকিয়া সঙ্গেতে
না লইব পূজা কা'র॥
অমানী মানদ হইলে কাহারে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥
(কল্যাণকল্পতরু)

বৈষ্ণবের পাদপদ্মে ঐরূপ প্রার্থনা হইলে—নিজকে বৈষ্ণবের ভৃত্য জ্ঞান হইলে বৈষ্ণবের কৃপায় নিজস্বরূপ-পরিচয় পাওয়া যাইবে—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥
(পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোক)

ব্রজজনঃ কলমিদং মধুকৈটভারে
র্যৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্-ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥
(মুকুন্দমালাস্তোত্র)

বৈষ্ণবের সেবা এবং 'ঘরে বসি বিষ্ণুর সেবার' এক চেষ্টা হয়, তাহা হইলে ধার্ষ্টিকতাই প্রকাশ পায়—

অজ্ঞাতয়া চ যোগিন্দ্র তবারাধনাঙ্কয়েত্ত যঃ।
স স তাদৃগতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং ধার্ষ্টিকঃ স্মৃতঃ॥

মানবগণ কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ধার্ষ্টিক হয়; ধার্ষ্টিক হইলে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় বোধ্য মনে করে না; তাহাতে তাহাদের বন্ধদশার ঘানি ঘুরায় আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়।

বৈকুণ্ঠ-কথা শ্রবণ—ভগবৎসেবা। নির্জ্জনে মানসিক চিন্তাস্রোত লইয়া থাকায় 'প্রভু' হইবার দুর্ব্বুদ্ধি প্রবল হয়। ভগবৎপ্রসঙ্গ বৈষ্ণবের নিকট শুনিতে হইবে, অবৈষ্ণবের নিকট নহে।

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

অসৎ লোকের নিকট হরিকথা শুনিতে গেলে অসতের প্রভাবে অসৎ হইয়া যাওয়া হইবে। যিনি বিষ্ণুর কীর্ত্তন করেন, তাঁহার হৃদয়ে কখনও পাপ আসিতে পারে না। অনর্থ-নিবৃত্তি হয় নাই, অথচ কৃষ্ণনাম করিতে করিতে চক্ষু দিয়া জল ফেলিতেছে—ইহা কপটতার দৃষ্টান্ত মাত্র। গিল্টির দোকানে সোনার গহনা পাওয়া যায় না। বিষের সহিত মিশ্রিত দুগ্ধ পুষ্টিকর নহে। নামাপরাধের প্রতি দিতে থাকিলে পরম প্রয়োজন লাভে বিঘ্ন ঘটিবে। অপরাধ হইতে সর্ব্বদা দূরত্ব থাকিতে হইবে।

কীর্ত্তন করিতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট যে শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়াছি, তাহার পুনরাবৃত্তি। যখন কীর্ত্তন শুনিব বা করিব, তখন চিন্তার বিষয় হইবে—"আমরা কি? আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা কি করিতেছি? নিজের ভোগের জন্য যে অর্থ, নারীর, লোক প্রভৃতির সেবা করিতেছি, তাহাই কি আমাদের কৃত্য? ভোগ করিতে যাইয়া উহাদের কৃত্য হইয়া পড়িতেছি কি না? সেই কৃত্য-দিগিতে আমাদের অধঃপতন হইতেছে কি না? শাস্ত্র আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছেন? আমরা কি শ্রবণ করিতেছি—কি কীর্ত্তন করিতেছি, আর কার্য্যতঃ কি করিতেছি?" যদি কীর্ত্তন অর্থোপার্জ্জনের জন্য—উদর-পূর্ত্তির জন্য হয়, তাহা হইলে আর সুবিধা হইল না। সরলান্তঃকরণে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করিলে, এবং শ্রবণ ও কীর্ত্তনই ভগবৎসেবা, ইহা জানিলে ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত রাখিবে—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥"

বিষ্ণুর কথা শুদ্ধভাবে কীর্ত্তন করিলে বিশ্বের আর কোনও কথা আমাদের স্মরণের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইবে না। যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদির কথায়, পুঁথি-পত্রাদির বাগ্‌বিতণ্ডায় বা প্রাণায়াম-কার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহারা হরিভজন করিতে পারিলেন না—হরিকীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য আর তাঁহাদের হইল না। প্রাকৃত গুণোর্ম্মি-চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া আমরা এখন ভগবদ্ভজনের সময় পাইতেছি না; কিন্তু স্বরূপের অভিজ্ঞান হইলে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজনের চেষ্টা হইবে—তখন অন্যকার্য্যের সময় থাকিবে না। তখন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্ত ক্ষুব্ধ হইবে না। হরিসেবা-ব্যতীত ক্ষণ-কালও অন্যকার্য্যে নষ্ট করিতে প্রাণ কাঁদিয়া যাইবে—হরিসেবা-ব্যতীত বিন্দুমাত্র কালেরও ক্ষেপণ হইবে না, কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী বিরক্তির উদয় হইবে, নিজ-উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও মানশূন্য অবস্থা হইবে, হৃদয় স্বভাবতই ভগবৎ-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে দৃঢ় আশা পোষণ করিবে, অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য সমুৎকণ্ঠা হইবে, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রুচি থাকিবে, ভগবদ্গুণ-বর্ণনে আসক্তি ও ভগবদ্বসতিস্থলে অবস্থানে প্রীতি হইবে।

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে॥"
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অনর্থনিবৃত্তি হইলে এই সব লক্ষণই প্রকাশিত হইবে, স্বরূপের বৃত্তি প্রকাশিত হইবে। অভক্তের স্বরূপ আবৃত থাকায় তাহারা জগতের কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। (ক্রমশঃ)

পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

২রা জৈষ্ঠ, ১৩৪৮ মে ৩—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভাগবত-বিধানানুসারে শ্রীনাম-ভজনের প্রতি বিশেষ নির্দ্দেশ প্রদান করিতেন; নিজেও সর্ব্বদা নাম গ্রহণ করিতেন এবং অপরকেও নাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন। কেহ কেহ নামভজনকে গুরু ব্যাপার বলিলে ঠাকুর-মহাশয় বলিতেন—শ্রীনাম সচ্চিদানন্দ বস্তু, তাঁহার ভজন কখনও গুরু-ব্যাপার হইতে পারে না। যাঁহারা নামাপরাধে আক্রান্ত—নামের কৃপা পান নাই, তাঁহাদের নিকটই নামভজন গুরু বলিয়া বিচার হইয়া থাকে। শ্রীনাম-ভজনে 'বিজন-ভজন' ও 'বিশ্রম্ভ-ভজন' উভয়ই আছে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিকথা-কীর্ত্তনকালে 'কৃষ্ণের প্রতি অত্যাসক্তি,' 'মেটেবুদ্ধি' প্রভৃতি শব্দাবলী প্রায়ই ব্যবহার করিতেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-সংসারে অত্যাসক্তি বদ্ধ ভূমিকার চরম অবস্থা, আর 'কৃষ্ণে অত্যাসক্তি' অর্থাৎ বহির্ম্মুখ জগতের বা স্বকপোলকল্পিত জনগণের কথায় বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত না করিয়া কৃষ্ণসেবায় গাঢ়তম অনুরাগ ভজনের চরমাবস্থা। অইধা অপরা প্রকৃতির বিচারের অন্তর্গত থাকিয়া মাপিয়া লইবার বুদ্ধিকেই তিনি 'মেটে বুদ্ধি' সংজ্ঞা দিয়াছিলেন।

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥"

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকত্রয় প্রায়ই ব্যাখ্যা করিতেন এবং "দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্" কথাটির প্রতি বিশেষ জোর দিতেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যার পরে শ্রীল প্রভুপাদ 'ভক্তিলতা' সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তি—লতা; লতা বৃক্ষকে তাহার আশ্রয়রূপে বরণ করে। ভক্তিলতা যে বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা ত্রিগুণের ক্রীড়াভূমি ব্রহ্মাণ্ড, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বিরজা বা নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানিগণগম্য ব্রহ্মলোক নহে। ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ত ঊর্দ্ধ এবং সপ্ত অধোলোক। অন্যাভিলাষী কর্ম্মিগণের গন্তব্য-স্থান নিম্নলোক এবং পুণ্যকর্ম্মী ও তপস্বিগণের স্থান ঊর্দ্ধলোকে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনের কুত্রাপি ভক্তির আশ্রয়-স্থল নাই। ভক্তিলতা এই সকল ভেদ করিয়া পরব্যোমে যায়। সেখানেও দার্ষ্টান্তিকরূপে গৌরব-বিচারে শ্রীনারায়ণ সেবিত হইলেও তদ্বারাগময়ী ভক্তিলতা তথা হইতেও বর্দ্ধিত হইয়া পরব্যোমের ঊর্দ্ধতম লোক গোলোক-বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষের সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় পাইয়া থাকেন এবং শুদ্ধ বিশ্রম্ভ-বিচারে রসরাজ-মহাভাব কৃষ্ণের সেবা করিয়া ধন্য হন।

শ্রীগুরু-কৃপা ও শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা পৃথক্ নহে। গুরুদেব কৃষ্ণভজন-ব্যতীত কার্য্যান্তর-রহিত। আর কৃষ্ণও তাঁহার শ্রেষ্ঠজনের সেবা-ব্যতীত আর কাহারও সেবা স্বীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেব-কর্ত্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। যাঁহাকে নিত্য সেবা করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন। ব্রহ্মাণ্ডবাসীর নিত্য অস্তিত্বের অভাব-হেতু তিনি নিত্য সেবা গ্রহণে যোগ্য হইতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী স্ত্রীপুরুষবিশেষ নহেন। তিনি পতিত জীবগণের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন। কৃষ্ণের প্রসাদে তাঁহা দ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। বীজ পাইয়া উত্তম ক্ষেত্রে বপন করিতে হইবে, জল সেচন করিতে হইবে, তবেই লতার উদ্গম ও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের ফলে হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত হয়। তাহাতে ভক্তিলতা-বীজ উপ্ত হইলে নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জলধারা হৃদয়ক্ষেত্র সিক্ত করিবার ফলে লতার বৃদ্ধি সাধিত হইবে। লতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন হইতে থাকিবে। আমরা ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ দাগাছা এবং বৈষ্ণবাপরাধ-মত্তহস্তী হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-রত হইলে লতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অচিরেই কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিবে।

* গত ৪৫শ সংখ্যার ৭১১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ৪র্থ অনুচ্ছেদে প্রকাশিত সংবাদের অবশিষ্টাংশ।

১৩ই বৈশাখ, ১৭ই মে—অদ্য রবিবাসর দিবস প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দর্শন, অপ্রাকৃত-সহজ-দর্শন-জাত প্রেম ও প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ভাবকেলির মধ্যে পার্থক্য, 'শ্রৌতিক' বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভার্থ প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের অপ্রাকৃত প্রেমিকের প্রেমচেষ্টার অনুকরণে কপটতা-ক্রমে ঘিও-ব্যাঙান'র ও কপটাক্রপাতাদির সহিত প্রাকৃত-প্রেমিকের অহৈতুকি বিকারের পার্থক্য, শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য, অপ্রাকৃত কবিগণের কাব্যালোচনার অধিকারীর লক্ষণ, ভক্তচরিত্র স্বরূপ, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের লীলার বৈশিষ্ট্য ও নিত্যত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ" "আনন্দসাদ্রমূর্ত্তি", "নিখিলশ্রুতিমৌলি", "আয়ন্তো নিরবধি", "অকাতিকারিতাসুরূ", "অত্যাহারো প্রয়াসশ্চ", "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র", "অদ্বৈতবক্ত্র-মুদ্বোদ্গীর্ণং", "হরৈষণা-জ্বরপ্রীতিঃ", "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে বলেন—ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, কপক কৃষ্ণ বা ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণতাড়িত কোন ব্যক্তি-বিশেষের পুত্র স্বয়ংরূপ অধোক্ষজতত্ত্ব কৃষ্ণ নহেন, নিত্যতত্ত্ব ষোলআনার শ্রীকৃষ্ণ 'বিষয়' হইলেই সব সুবিধা, নতুবা তদ্বিরুদ্ধ বস্তু 'বিষয়' বলিয়া গৃহীত হইলেই সর্ব্বনাশ।

ঐ দিবস সন্ধ্যার পরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীহরিবাসরের মাহাত্ম্য ও পালন-বিধি, শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য, ভক্তসঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে নিখিলকাল-যাপনাদি বিষয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা-কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। যে মাসে দুইটি অমাবস্যা পড়ে, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের বিচারে তাহা মলমাস। সেই মাসে তাঁহারা যাবতীয় শুভকার্য্য হইতে বিরত থাকিলেও ভক্তগণ সেই মাসকে পুরুষোত্তম মাস বা পুরুষোত্তম-প্রিয়মাস-বিচারে ভগবদ্ভজনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাল বলিয়া গণনা করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, মহোপদেশক অধ্যা-পক আচার্য্য শ্রীপাদ বটুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হরপ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ প্রচারকগণ ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ ব্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় মহোদয়ের পুরীস্থিত প্রবাসালয়ে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। "নিরাকার ব্রহ্মের স্থলে শ্রীমূর্ত্তিপূজা-প্রবর্ত্তনের হেতু কি?"—মহিমবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু অকাট্য শাস্ত্রযুক্তির সহিত অধিষ্ঠান বস্তু সাকার কি নিরাকার, নিরাকারবাদের অযৌক্তিকতা, তাহাতে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা, বাস্তবসত্যের জ্ঞানলাভের উপায়, প্রকৃত পরমার্থের স্বরূপ, শ্রীবিগ্রহপূজা ও পৌত্তলিকগণের কল্পিত মূর্ত্তিপূজার পার্থক্য, শ্রীগুরু-শিক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় সমূহ বর্ণন করেন।

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীচটকপর্ব্বত পরিক্রমণান্তে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-দর্শনে গিয়াছিলেন। রাত্রিতে উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় 'সাধুনিবাসে' শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ নগেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় আসানসোল হইতে গত ১৭ই মে সপরিবারে যাত্রা করিয়া কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইয়া গত ১৯শে মে অপরাহ্ণে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন।

৬ই বৈশাখ, ২০শে মে—প্রাতঃকালে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দ শ্রীচটকপর্ব্বত-পরিক্রমণান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের সমাধি পরিক্রমা করেন। এই দিবস পাটনার ব্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ সপুত্রক পুরী-এক্সপ্রেসে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উৎসবে যোগদান করেন। তিনি কএক দিবস শ্রীল প্রভুপাদের চরণান্তিকে অবস্থানপূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিয়া গত ২৬শে মে পুরী হইতে পাটনা যাত্রা করেন এবং ২৭শে মে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া ঐ দিবসই আবার পাটনা যাত্রা করেন।

ঐদিবস (২০মে) অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও তাঁহার তনৈক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর নিকট "আদৌ শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে অর্দ্ধঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ঐদিবস সন্ধ্যার পরে পুরীর সম্ভ্রান্ত পাণ্ডা শ্রীযুক্ত বদুমান খুঁটিয়া, ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত আলোয়া গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনপ্রার্থী হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করেন। খুঁটিয়া মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কএকটি পরিপ্রশ্ন করিলে প্রভুপাদ তদুত্তরে বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিষ্ণুর সেবা সম্বন্ধে ঐক্য এবং বিভিন্ন-মতগত সেবার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন-মুখে প্রায় চারিঘণ্টা-কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

বাৎসল্য ও মধুর-রস-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ যথাক্রমে "প্রতিমন্বন্তরে সৃষ্টিস্থিতয়ে ভাংশুবংশো ভগবান্ হরিঃ। অবতীর্য্য নমো যদ্বে হতারিত্বে পরং ব্রজন্" ও "অন্যেত্বদীয়পদপঙ্কজকেশরাণাং স্বর্গাপবর্গনিরয়েষ্বপি তুল্যতীকাঃ। যে ত্বেক নাথি যদি তে পদপল্লবস্য দাসীকৃতা ন খলু তেষু বয়ং ন নান্যে"-শ্লোক-দ্বয়ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২১শে মে—ফরিদপুরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেত্রনাথ ঘোষ এম্-এ মহোদয়ের বিদুষী কন্যা শ্রীযুক্তা শান্তি-সুধা ঘোষ এম্-এ মহোদয়া তাঁহার ভ্রাতা রিপণ কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্-এ মহোদয়ের বিদুষী স্ত্রী-সমভিব্যাহারে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভার্থ আসেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার কএকদিবস পূর্ব্বেও শ্রীযুক্তা শান্তিসুধা তাঁহার জননীসহ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনে আসিয়াছিলেন।

প্রাতে নেপ্ট্রাল প্রতিষ্ঠানের সুপ্রসিদ্ধ মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত মধুসূদন মল্লিক মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া আসিলে প্রভুপাদ তাঁহার নিকট প্রায় দেড়ঘণ্টা হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে পুরীর ডি এস্ পি শ্রীযুক্ত শুভ-প্রসাদ রায় ও কলিকাতার মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বাসুরিয়া মহোদয়দ্বয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনপ্রার্থী হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আসিলে প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট প্রায় দেড়ঘণ্টা হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ২২শে মে—প্রাতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দ সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীচটকগিরি পরিক্রমা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির পরিক্রমা করেন। শুদ্ধ-ভজন-সম্বন্ধে কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ অর্জ্জো বিদ্ধো, ত্রেয়ঃ সৃষ্টি, আহুশ্চ তে নলিননাভ, আসাময়ো চরণরেণুজুষাম্ প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করেন এবং অপরাহ্ণ ৩ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্ত নরসিংহাচার্য্য শ্লোক ব্যাখ্যা এবং ভগবানের মুখ্য ও গৌণ নাম সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ২৩শে মে—শ্রীপুরুষোত্তমমঠ-সেবকগণ শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ, শ্রীগম্ভীরা, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজন-স্থলী শ্রীসিদ্ধবকুল ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করেন।

অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া থানার প্রচারার্থে কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ২৪শে মে—মধ্যাহ্নে রেঙ্গুনরাজের দেওয়ান রায় নিবারণ মহাপ্তি এম্-এ বাহাদুর ওয়াল্টেয়ারের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার্ ভোকেট শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ নরসিংহ পাত্রলুপাত্র-সহ শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভার্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আসেন। গৌড়ীয়-সম্রাজপতি মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু ইতঃপূর্ব্বে ওয়াল্টেয়ারে এবং কএক দিবস পূর্ব্বে পুরীতে দেওয়ান বাহাদুরের সহিত হরিকথা আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি দেওয়ান বাহাদুরকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী এবং আশ্রম-ভক্ত ডেপুটী আর্কাট্ মূর্ত্তি মুখোপাধ্যায় মহোদয়গণের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। ব্যাঙ্কার্ ভোকেট মহোদয়ও ইতঃপূর্ব্বে ওয়াল্টেয়ারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাহাতে চিজ্জড়-সমন্বয়প্রচারী বঙ্গের কাল্পনিক-মতবাদ-প্রচার-কার্য্য হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-প্রচার-কার্য্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া তিনি যে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট জ্ঞাপন করেন। উভয়েই বিশেষ সজ্জন ও বিবিধ সদ্গুণমণ্ডিত। দেওয়ান বাহাদুর রেঙ্গুন-মহারাজের শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন সম্প্রতি শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন সম্ভব হইল না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

ঐদিবস প্রাতে শ্রীপাদ আচার্য্যপ্রবর ভাগবতরত্ন

শ্রীপাদ নিত্যগোপাল ভক্তিবিকাশ মহোদয় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ কলিকাতা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপস্থিত হন। ইতোমধ্যে গঞ্জাম জেলার ব্রহ্মপুরস্থিত হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অনন্তরাম পট্টনায়ক প্রমুখ গঞ্জামের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিও শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উৎসবে যোগদান করেন। আচার্যত্রিক প্রভু ২৮শে মে রাত্রে কলিকাতা যাত্রা করেন।

ঐদিবস (২৬শে মে) সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগীতারাম ও শ্রীরাধাগোবিন্দ উপাসনার রস-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হরিকথা কীর্তন করেন। শ্রীগুরু-সেবার মুখ্য-রস-পঞ্চকের পূর্ণতম প্রকাশ; পরন্তু শ্রীনাম-সেবার সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে নিরবচ্ছিন্ন সেবার প্রকাশ নাই; নৈষ্ঠিকজনে সেবাকে নামের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছে।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ২৭শে মে পাইকপাড়ায় মহেন্দ্রসিংহের রাজভোগে শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায়, মজিলপুর জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দত্ত প্রমুখ সজ্জনগণের নিকট প্রায় দুই ঘণ্টা হরিকথা কীর্তন করিয়াছিলেন। চিরশুদ্ধাধী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ এই স্থানে সন্ধ্যার পরে গত ২৩শে ও ২৪শে মে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ সর্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত মহোদয় (পরে শ্রীপাদ ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজ) গত ২২শে মে সন্ধ্যার পরে এস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কএক দিবস প্রত্যহ ক্লাসের পরে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ২৪শে মে—সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি সম্বন্ধে হরিকথা কীর্তন করিয়া "অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ" শ্লোকটি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। এই দিবস মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু রাত্রিতে সকলকে কাশিকা, মিষ্টান্ন, অমৃতরসাবলি প্রভৃতি বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশক্রমে মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দসহ প্রত্যহ প্রাতে পুরীতে নগর-সঙ্কীর্তন করিতে থাকেন। গত ২৫শে মে সঙ্কীর্তন-মণ্ডলী শ্রীচটক-গিরি ও শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে কীর্তন করেন। একতন্ত্র ও মহানন্দ কীর্তনসহ শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইয়া 'বলগণ্ডী' উদ্যান পর্য্যন্ত গমন করেন। তথা হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তথায় কিছুকাল কীর্তন ও দণ্ডবন্নতি করিয়া তাঁহারা বোড ও ফ্লাগষ্টাফ্ রোড দিয়া সমুদ্রের তীরে তীরে কীর্তন করিতে করিতে স্বর্গদ্বারে ভক্তিকুটীরে উপস্থিত হন। এইস্থানে দণ্ডবন্নতিপূর্বক সঙ্কীর্তন-সহ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-ক্ষেত্রে গমন করিয়া সমাধি-পরিক্রমণান্তে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যা-বর্তন করেন এবং চটকপুটীরে শ্রীল প্রভুপাদসহ প্রণত হইয়া সঙ্কীর্তন করিতে থাকেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ২৭শে মে—প্রাতে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি অতিরিক্ত বৃষ্টির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে প্রভুপাদ 'তপতহপ্ত-তপাং' শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—"ভগবান্ অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করেন। যিনি প্রকৃত ভগবৎসেবক, তিনি কোন অবস্থাতেই বিচলিত না হইয়া সর্বাবস্থাতেই কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন; কাকুত ভোগ অথবা ত্যাগপর চিন্তাস্রোত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি মুক্ত ভূমিকায় অবস্থিত।" প্রসঙ্গক্রমে প্রভুপাদ "যং ব্রহ্মবরুণেন্দ্র" (ভাঃ ১০।৩।১) শ্লোকটিও ব্যাখ্যা করেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ২৮শে মে—অপরাহ্ণ ৩-৩০টা হইতে ৫-০০টা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীচটক কুটীরে হরিকথা কীর্তন করেন। প্রথমতঃ কর্ম ও ভক্তি, জগৎ ও জগন্নাথ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, খৃষ্ট ও বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া তৎপরে শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের শুদ্ধদ্বৈত-মত-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে 'আত্মাবাদ শতদূষণী' গ্রন্থের "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে" শ্লোকটি ব্যাখ্যা দ্বারা মায়াবাদ-মত খণ্ডন-মুখে "অনন্যা মায়তে ইতি মায়া"—এই সকল বাক্য-দ্বারা মায়ার স্বরূপ বিচার করেন। মায়া যাঁহার বেশ বিকৃত প্রতিফলন, তিনিই মায়া। "অনন্যা মায়াতে ইতি মায়া।" কৃষ্ণোন্মুখপূর্তিরূপ আরাধনাই শ্রীমায়ার

একমাত্র কার্য্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ঐদিবস সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ পাথরঘাটাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষার সার-সারমর্ম্ম পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সাধু-নিবাসে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত রত্নকুণ্ডা হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যব্রাম বর্ম্মা ও সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিদ্যা সিংহ পট্টনায়ক গত ২৬শে ও ২৭শে মে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন।

১৫ই জৈষ্ঠ, ২৯শে মে—ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল মহকুমান্তর্গত অলোয়া গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় সস্ত্রীক ও পুত্র ওকালতিমায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার দাস (গ্রাম তেঘরিয়া পোঃ কোরহাটী, ঢাকা; ইনি মায়াপুর গিয়াছিলেন) শ্রীনামাশ্রয় করিয়াছেন। উভয়েই বিশেষ সজ্জন ও ধর্ম্মপ্রাণ।

ঐদিবস শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগোপীনাথ-দর্শনে গমন করেন, শ্রীগোপীনাথ-মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু মহাশয় এবং ভক্তকণ্ঠ চরণরেণু, শ্রীভগবতী দাস, গোপীনাথ ধর্ম্ম নিবেদন তব প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদে

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১ই আষাঢ়, ২৩শে জুন (১৯৩৬) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশি-কান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, মহামহোপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ-সহ যাত্রা করিয়া শ্রীগোদ্রুম-স্থানস্থসুরধুনী ও ইক্ষুনগর-শ্রীবৃক্ষতটীস্থ হইয়া বেলা ৩ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ঐদিবসই (২৩শে জুন) সন্ধ্যার ট্রেণে কটক যাত্রা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিজয়ভবনের দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে মঠবাসী ও গৃহব্রতিভক্তবৃন্দ-সমীপে গত ২১শে জুন রবিবার সন্ধ্যার পর সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির কথা এবং ২২শে জুন সন্ধ্যার পর শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

দ্বিদলস্থ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ২৩শে জুন রাত্রি ৮-৪০ মিনিটের (লোকাল) দার্জ্জিলিং মেলে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন। মহামহোপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজ, মহামহোপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুমুদ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান্ প্রণবনাথ রায় প্রমুখ সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অনুব্রজন করিয়াছেন। শ্রীপাদ পাঁচুগোপাল ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদ ও হেড্ আর্ট্ ষ্টুডেণ্ট্ ইতঃপূর্ব্বেই (গত ২০শে জুন) কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন। দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠালয়ে এবার শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ আইবরিবাসী কপূর ভক্তিলতাই এম্-এ ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামকোটি পাণ্ডে বৈদ্যশাস্ত্রী ২২শে জুন রাত্রে শ্রীধাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐদিবস শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ও ভক্তিলতাই মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজের সভাপতিত্বে অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪॥টা পর্য্যন্ত 'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে দুইটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ভক্তিলতাই মহাশয়ের বক্তৃতা ইংরাজীতে হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত ২০শে জুন শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা প্রত্যা-

করিয়া পরদিবস রাত্রে বোম্বে-মেলে বোম্বে যাত্রা করেন। স্বামীজী বোম্বে-প্রেসিডেন্সী হইতে ডেকান-অন্তর্গত পুনা ও দাদাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারপূর্বক গত ১৫ই জুন কলিকাতা আগমন করিয়া ১৭ই জুন শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীধাম যাত্রা করেন। স্বামীজী গত ১৮ই জুন শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদইন্‌স্টিটিউটে বেলা ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর অধ্যয়ন অধ্যাপন ও বিশ্বপরিচিতির-লীলা, সাধু-সঙ্গ, প্রভুতত্ত্ববিদ্যা, শ্রীধাম-তত্ত্ব, শ্রীমায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের দার্জ্জিলিং বিজয়

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

দার্জ্জিলিং, ২৮।৬।৩৬

গত ২৭শে জুন (১৯৫৬), বেলা ১১শ ঘটিকায় পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়-শুভবিজয় করিয়াছেন। পথিমধ্যে গোড়াদহ ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু বাবুর লোক উপস্থিত থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে বন্দনা করেন। রংলীবাড়ী ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহাশয় প্রায় ৩৪ জন ভক্ত-সহ পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম পূজা ও বন্দনাদি করেন। গোস্বামী মহাশয় ও অপর দুই জন ভক্ত শিলিগুড়ী পর্য্যন্ত প্রভুপাদের অনুব্রজন করিয়াছিলেন। শিলিগুড়ীতে দার্জ্জিলিংএর Town Postal Inspector শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রভুপাদ শিলিগুড়ীতে উপস্থিত হইলে পূর্ণবাবু সানন্দে আচার্য্য-পাদপদ্ম পূজার সৌভাগ্য বরণ করেন। তথা হইতে ৩খানি মোটরযোগে করিয়া সমস্ত জিনিষপত্র-সহ সপার্ষদ প্রভুপাদ দার্জ্জিলিং অগস্ত্যাকিনার শুভবিজয় করেন।

ঐদিবস অপরাহ্ণে ঢাকার মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস মহাশয়ের জননী ও পুত্র শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা উপদেশ করেন। সাধারণ জগতের ধারণায় মোক্ষ কি, ভোগ ও মোক্ষ একইপ্রকার বস্তু, একটিতে স্থূলভাবে ও অপরটিতে সূক্ষ্মভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণেরই বিচার অনুস্যূত, ঐ প্রকার মোক্ষ হইতেও মোক্ষ পাওয়া অত্যাবশ্যক ইত্যাদি বিষয়ে কথা হয়।

'স্বাস্থ্য-নিবাস'

গত ৪ঠা জুন, ২১শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৬৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুবিগ্রহ অগ্রণী করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি-মধ্যে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের "স্বাস্থ্য-নিবাস"এর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। উহার তিনটি কক্ষ হইয়াছে। প্রত্যেক কক্ষেই উচ্চাসনে উপবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ্য-বিগ্রহ পরিক্রমণ-মুখে ভক্তগণ উচ্চ-সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বাস্থ্য-নিবাসের অভিমুখে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ, মঠোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ২১শে জুন প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে এই 'স্বাস্থ্যনিবাস' পরিদর্শন করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র-সমাগতপূত ধূলি, কুরুক্ষেত্র-পাবনসর-ধৌত জল, কুরুক্ষেত্রের শ্রীঅঙ্গ-স্পৃষ্ট বায়ু, কুরুক্ষেত্রমুখারিতত্রিবলয়ধূত হরিনাম-মহৌষধ কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণাবশেষ মহা-মহাপ্রসাদ-পথ্যই আত্মার প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভের একমাত্র উপায়। কৃষ্ণপ্রিয়জনাধ্যুষিত অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন-স্থানই প্রকৃত স্বাস্থ্যনিবাস, তদ্ব্যতীত জগতের যাবতীয় স্থানের জল বায়ু প্রভৃতি আত্মার স্বাস্থ্য-লাভের সম্পূর্ণ প্রতিকূল—আত্ম-বিনাশক অসংখ্য দূষিত বীজাণু পরিপূর্ণ। সমস্ত রোগের মূল অবিদ্যা বা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা; কৃষ্ণোন্মুখতাই স্বাস্থ্যোন্নতি।

সাম্বত-শ্রাদ্ধ

গত ১২ই জুন শুক্রবার মধ্যাহ্নে স্বধামগত শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের পরলোকগত পুত্র শ্রীমান্ সুকুলকৃষ্ণ মিত্রের শ্রাদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠের জনৈক সেবকের পৌরোহিত্যে সাম্বত বিধানে তদীয় ভ্রাতা শ্রীমান্ প্রভুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয়মঠে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান্ সুকুল গত ১লা জুন প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় নৈনীতাল পাহাড়ের উপর স্বধামনিবাসে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রতি তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা ছিল।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বাণী-প্রচার

স্বামী বন

গত ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীবাসপূজার পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত শ্রবণ ও আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা হইয়া প্রচারে বহির্গত হন।

ময়ূরভঞ্জে—ময়ূরভঞ্জে স্বামীজি দেওয়ান কে, সি, নিয়োগী মহোদয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১২ ঘটিকায় স্বামী বন ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের মহারাজ মহারাজ শ্রীল প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারের কথা কীর্ত্তন করেন।

পরদিবস ষ্টেটের দেওয়ানজীর শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র মহোদয়ের আলয়ে এক সভায় গৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সূত্রে শ্রীমদ্ বন মহারাজকে পাশ্চাত্যদেশে গৌরবাণী প্রচারের জন্য অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়।

কটকে—কটকে প্রচার-কার্য্যে কটক ডিভিসনের কমিশনর মিঃ ই, এন্, হোর্ণেল এবং কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, সি, ওয়ার্ড স্বামীজীকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী-প্রচারার্থ বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করেন। শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যের বাণী কীর্ত্তনের জন্য স্বামী বন কটকে কণিকার রাজা সাহেব ও যুবরাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এতদ্ব্যতীত স্বামীজী প্রফেসার কে, সি, সিংহ, এম-এ (অনার্স), মিঃ এন্, এন্, গাঙ্গুলি, কমিশনার দর্পণ ষ্টেট্ প্রভৃতির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ফলে ফেব্রুয়ারী স্বামীজী "রামচন্দ্র-ভবন হলে" "বিষ্ণু-দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পুরীতে—পুরীতে পৌঁছিয়াই তিনি শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-কর্ত্তৃক লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-স্থাপনের কথা পুরীর মহান্ত মহারাজগণকে জানাইবার জন্য স্বামী বন এমার মঠের মহান্ত, রাধাকান্ত মঠের মহান্ত, দক্ষিণপার্শ্ব, উত্তরপার্শ্ব ও রাঘব-দাস মঠের মহান্ত মহোদয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারা সকলেই বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটোৎসব উপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার জন্য স্বামীজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-প্রদেশে থাকিয়া দীর্ঘ তিন বৎসরকাল পরে সকল গুরু-ভ্রাতৃগণের সঙ্গ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পরম নির্বৃতি লাভ করেন।

পাটনায়—১৪ই মার্চ্চ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে রওনা হইয়া শ্রীল তীর্থ মহারাজের সহিত বন মহারাজ ঐ দিবসই কলিকাতা হইয়া বিহারের রাজধানী পাটনায় প্রচারার্থ বহির্গত হন।

পাটনাতে থাকাকালে স্বামীজী মহারাজ বহু প্রধানান্য ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, সোয়াডি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী-প্রচারে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করেন।

তাঁর পরম ভক্ত মিঃ, মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ বিশেষ আন্তরিকতার সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

১৪ই মার্চ্চ স্বামীজী পাটনা হাইকোর্টের চিফ্ জজ স্যার কোর্টনী টেরেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। স্যার কোর্টনী একজন মহাসদাশয় ব্যক্তি। তিনি গৃহে ভারতীয় পোষাকেই অধিকাংশ সময়ে থাকেন এবং ভারতীয় সকল শ্রেণীর লোকের সহিত অবাধে মেলা-মেশা করেন। তিনি স্বামীজির নিকট বহুক্ষণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন এবং পুনরায় ২৮শে মার্চ্চ স্বামীজীকে নিজ-ভবনে আহ্বান করিয়া বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। লণ্ডনে যাহাতে বিষ্ণুমন্দির সত্বর স্থাপিত হয়, তজ্জন্য তাঁর কোর্টনী বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১৬ই মার্চ্চ স্বামী বন গর্দ্দানিবাগ ঠাকুর বাড়ীতে "বিষ্ণুধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

লাট-ভবনে—১৭ই মার্চ্চ স্বামী বন বিহারের গভর্ণর His Excellency Sir James David Sifton, K. C. S. I., K. C. I. E., I. C. S. মহোদয়ের সহিত গভর্ণমেণ্ট হাউসে সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালী, পূর্ব্বাচার্য্যগণ হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রচারের বৈশিষ্ট্য এবং লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠ-স্থাপনের উদ্দেশ্য কীর্ত্তন করিলে লাট সাহেব বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন।

পরদিবস স্বামীজি মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহের সহিত দেখা

করিলে [illegible] স্বামী
শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের
পত্র লিখিয়াছেন

স্বামীজী ঐ দিবস মিঃ এম্, পি, ক্লার্ক, আই, সি, এস্, সেক্রেটারী (শাসন বিভাগ) Major P. T. Clarke, Private Secretary to the Governor প্রভৃতির সহিত দেখা করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ছাপরাতে—২১শে মার্চ্চ স্বামীজি প্রচারার্থ ছাপরা যাত্রা করেন। ষ্টেশনে পৌঁছিলে হাতোয়া মহারাজের ম্যানেজার মিঃ বি, এন, দত্ত; মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিমলরঞ্জন মিত্র; ছাপরার গভর্ণমেণ্ট য়্যাড্‌ভোকেট, ব্যারিষ্টার-এট্‌-ল' মিঃ চন্দ্রদেব নারায়ণজি প্রভৃতি ১০।১২জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সূত্রে স্বামীজিকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করেন।

হাতোয়ার মহারাজ—২২শে মার্চ্চ স্বামীজি হাতোয়ার মহারাজ শ্রীযুক্ত গুরু মহাদেবেশ্বরম্ প্রসাদ সাহি বাহাদুরের সহিত তাঁহার প্রাসাদে দেখা করেন। স্বামীজি যখন বিলাত হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারানুরাগী জার্ম্মাণ-ভক্তদ্বয় ক'লকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় মহারাজ বাহাদুর লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক মহাশয়কে হাওড়া ষ্টেশনে প্রথম অভ্যর্থনা করেন—উল্লেখ করিয়া মহারাজ বাহাদুর বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্যে প্রচার-সম্বন্ধে মহারাজ বাহাদুর বিভিন্ন প্রশ্ন করিয়া নানা বিষয়ে অবগতি লাভ করেন। মহারাজের ম্যানেজার Sir Douglas L. Stewart এর সহিত স্বামীজি বহু বিষয়ের আলোচনা করেন।

ছাপরা টাউন হলে—২৩শে মার্চ্চ স্থানীয় টাউন হলে এক বিপুল জনতার সম্মুখে স্বামীজি মহারাজ "Mission of life in the light of Sanatan Dharma" সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর গভর্ণমেণ্ট য়্যাড্‌ভোকেট ও গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহোদয়দ্বয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিশেষ প্রশংসা-মুখে স্বামীজির নিকট ছাপরাবাসীর পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং যাহাতে সত্বর নগরে বিষ্ণু-মন্দির স্থাপিত হয়, তজ্জন্য সনির্ব্বন্ধে প্রার্থনা জানান।

পুনঃ পাটনাতে—কৃতপুণ্য কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সহিত তন মহারাজ গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালী সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ডোমরাও মহারাজ-গৃহে—৩রা এপ্রিল স্বামীজি ডোমরাও রওনা হন এবং ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে মহারাজ বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী জ্যোতিষ বাবু বিশ্ববিখ্যাত-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সূত্রে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করেন। অপরাহ্ণে মহারাজ বাহাদুর বিশেষ আগ্রহ-সহকারে তন মহারাজের নিকট গৌড়ীয়মঠের পাশ্চাত্যে প্রচার-সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করেন এবং নগরে বিষ্ণু-মন্দির ও আশ্রমের কথা শুনিয়া সবিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

আরাতে—ঐ দিবস সন্ধ্যায় ডোমরাও হইতে আরা রওনা হন। পরদিবস জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, আর, উইলিয়ম্, আই, সি, এস্; দি সিনিয়র ডেপুটী কলেক্টর, গভর্ণমেণ্ট য়্যাড্‌ভোকেট এবং আরও কএক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত হরিকথা আলোচনা করিয়া রাত্রির গাড়ীতে কাশীধাম রওনা হন। Mr. William একজন সদাশয় ইংরেজ যুবক এবং হিন্দু-দর্শনে বিশেষ অনুরাগবিশিষ্ট।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধাশুদ্ধ-প্রমাদ

"গৌড়ীয়" ১৪শ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার ৭১৮ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ১৪শ পংক্তিতে 'পরমেশ্বরের' স্থানে 'সাগরের' হইবে। ঐ সংখ্যার ৭২৪ পৃষ্ঠায় 'শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুবরাষ্টকম্' স্তোত্রের ৭ম শ্লোকে 'ভক্তাম' শব্দের পর 'হাইফেন' চিহ্ন উঠিয়া গিয়া Space এবং উহার সর্ব্বশেষ শ্লোকে 'সংশয়ঃ' স্থানে 'সংশয়ঃ' হইবে।

কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব গত ১০ই আষাঢ়, ২৪শে জুন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অদ্য (৬ঠা জুলাই) শনিবার হইতে পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্যব্রতারম্ভ।

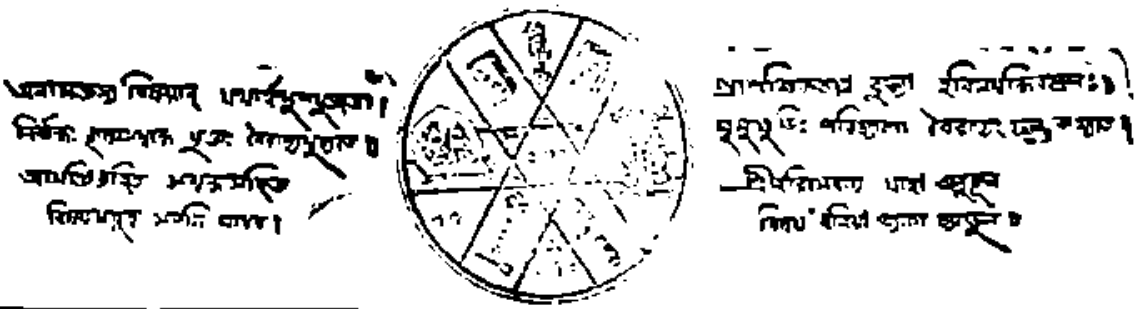

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৪৩, শনিবার, ২৭শে আষাঢ়, ১৩৪০; ১১ই জুলাই, ১৯৩৩ | ৪৮শ সংখ্যা

বর্জ্জন ও বরণ

পরমার্থরাজ্যে প্রবেশের প্রথম-মুখেই 'বর্জ্জন' ও 'বরণ' —এই দুইটি বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার-রূপে আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। হরিসেবানুকূল বিষয়-ব্যতীত ইতর বিষয় বা ইতর জনের বর্জ্জন ও একমাত্র হরিসেবা-জনের উদ্দেশেই যাবতীয় প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জনের চেষ্টা পারমার্থিক জীবনের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্ব-প্রধান কৃত্য। অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ-বরণের মূল উদ্দেশও তাহাই। কিন্তু এই 'বর্জ্জন ও বরণ' ব্যাপারটি অনেক সময়েই প্রাথমিক সাধককে বিপথে চালিত করিতে পারে।

মায়িক আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ-বর্জ্জন-ব্যাপারটি অনেক সময় লোক দেখান' হইয়া পড়ে অর্থাৎ অন্তরে তাহাদের প্রতি আসক্তি থাকিলেও 'ভক্ত-সমাজ মনে কি করিবেন' —এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে তাঁহাদের সঙ্গ করিতে আমরা বিরত হই। পূর্ব্বের কোন আত্মীয়-স্বজন, এমন কি, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে 'বৈষ্ণবগণ কটাক্ষ করিবেন' মনে করিয়া অন্তরে তাঁহাদের সঙ্গ-সুখ চাহিলেও 'তাঁহাদের সঙ্গ আমরা আদৌ চাহি না'—বাহ্যে এই অভিনয় দেখাইয়া থাকি। অনেক সময় শুদ্ধভক্তাশ্রিত আত্মীয় স্বজন মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন জানিলেও পাছে তাঁহাদের প্রতি একান্ত প্রয়োজনীয় যত্ন দেখাইলে লোকে কিছু মনে করেন—এই ভাবিয়া তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় সেবা করিতে আমরা লোক-দেখান'-ভাবে বিরত হইয়া থাকি। কেহ কেহ অন্য উদ্দেশের বশবর্ত্তী হইয়া আন্তরিকভাবেও

তাঁহাদের সঙ্গ বর্জন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ঐ উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ প্রকৃত আসক্তি রাখিয়া বর্জন বা বরণ, ত্যাগ বা গ্রহণ—উভয়ই স্বাভাবিক হরিসেবার প্রতিকূল।

যাঁহার প্রকৃত আত্মবৃত্তির উদয় হইয়াছে অথবা যিনি হরিসেবার প্রকৃত মর্মটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি ঐ প্রকার ত্যাগ বা গ্রহণ কোনটি লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়েন না। তিনি প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়কে কি প্রকারে মূল আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করা হইতে পারে, অন্যথা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বিধান করা যাইতে পারে, তাহারই সুকৌশল ও অবকাশ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা কিংবা আত্মীয়-স্বজন যাঁহাকে যখন সেবা করিতে আসেন, তখন তাঁহার প্রতি তাঁহাদের ঐরূপ সেবাবৃত্তি দেখিয়া তিনি ইহাই বিচার করেন যে, এই সেবাবৃত্তি মূল আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহে নিযুক্ত করিবার উপদেশ-প্রদানার্থই ইঁহারা আমার প্রতি এরূপ সেবার অভিনয় দেখাইতেছেন। বস্তুতঃ আমি যখন সেবা নহি—নিত্য সেবক তত্ত্ব মাত্র, তখন ইঁহাদের সেবাকে নিত্য সেবা-বিগ্রহগণের চরণে নিযুক্ত করিবার কৌশলই শিক্ষা করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ও স্বাভাবিক। কেবলমাত্র ইঁহাদিগকে বর্জন অথবা স্বয়ং ভোক্তা সাজিয়া ইঁহাদের সেবা বরণ করিলে ব্যক্তিগত-ভাবে আমার বা ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কোনই মঙ্গল হইবে না। কৃষ্ণকে সেবাবঞ্চিত করাই যদি বর্জন বা বরণের, ত্যাগ বা গ্রহণের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা নির্বিশেষ-বিচারপর ধর্মের বা নাস্তিকতারই প্রকারান্তর হইয়া যায়। তাই প্রকৃত সেবকের নিকট যখন অন্য কেহ সেবা করিতে উপস্থিত হন, তখন তিনি বিশ্ব দর্শন করেন, প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভীত হন না—অর্থাৎ যিনি একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য, তাঁহার সেবার কথাই জগতের প্রত্যেক বিষয় ও ব্যাপার তাঁহার (সেবকের) হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়।

ত্যাগ ও গ্রহণ—কোন বস্তুই আমাদের স্বরূপের ধর্ম নহে। কাজেই আপাত ত্যাগ দেখাইয়া ভোগীর নিকট ত্যাগী প্রকাশ করা বা বাহবা অর্জন করা যেরূপ ভক্তি-বিরোধী, আমার নিজের ভোগের জন্য কিছু গ্রহণ করা বা আত্মসাৎ তেমনই প্রতিকূল।

[illegible] রহিয়া থাকেন, যদিও উহাই [illegible]

বিষয় নহে, তথাপি মায়িক বস্তু গ্রহণ অপেক্ষা ত্যাগই ভাল। ইঁহারা ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকে অপেক্ষাকৃত পরমার্থ-সাধক বলিয়া বিচার করেন। কিন্তু ভক্তিলতা যেমন ভোগক্ষেত্রে উদিত হন না, তেমনি ত্যাগ-কুসুমিকায়ও তাঁহার অঙ্কুর উদ্গম হয় না। ত্যাগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি যদি ভক্তিলতার উদ্গম-ক্ষেত্র হয়, তাহা হইলে ভক্তি বা সেবা অপেক্ষাকৃত দুর্বৃত্তি হইয়া পড়ে। তাঁহাকে আর অহৈতুকী আত্মবৃত্তি বলা যায় না। কাজেই ভোগ বা ত্যাগ—কোনটিই সেবা-বৃত্তির জনক নহে।

নবীন সাধকের চিত্তবৃত্তিতে প্রথম মুখে যে ত্যাগের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহার ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের পূর্বাবস্থা এবং ভক্তরাজ্যের ঠিক অভিজ্ঞতা-প্রসূত ব্যাপার অর্থাৎ অভক্ত থাকাকালে ত্যাগ ও গ্রহণ এই উভয় বিষয়ে আমাদের রুচি থাকে; কিন্তু আত্মবৃত্তি বিকশিত হইলে সমস্ত বিষয়কে হরিসেবানুকূল করিবার চিত্তবৃত্তির উদ্রেক হয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতকে আমরা বদ্ধাবস্থায় নিজেদের সেবায় লাগাইয়াছি। ইহা-দিগকে বর্জন বা ভোক্তবুদ্ধিতে বরণ করিবার চেষ্টা—অভক্তের চেষ্টা। ইহাদিগকে 'প্রপঞ্চ' মনে করিয়া যে ত্যাগ বা গ্রহণ, তাহা উভয়ই অভক্তি; কিন্তু অধোক্ষজ-কৃষ্ণের ক্ষিতি, অধোক্ষজ-কৃষ্ণের অপ্, অধোক্ষজ-কৃষ্ণের তেজ, অধোক্ষজ-কৃষ্ণের মরুৎ ও অধোক্ষজ-কৃষ্ণের ব্যোম-দর্শনের পিপাসা ও কৌশলই ভক্তের চিত্তবৃত্তি।

ভক্ত পূর্ব আত্মীয়-স্বজনই হউন বা দ্বেষের সম্পর্করহিত অনাত্মীয়ই হউন—উভয়ের নিকটই হরিকথা কীর্তন করিয়া মূল আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের সেবা করেন। 'ইনি আমার মায়িক আত্মীয়, সুতরাং ইনি মায়িক অনাত্মীয় নহেন, অতএব ইহার সঙ্গ বর্জনীয়'—এই বিচারে যে ত্যাগ বা গ্রহণ, তাহার মূলে প্রচ্ছন্ন আসক্তির পরিচয় আছে। প্রকৃত সেবকের সেরূপ আত্মীয় বা অনাত্মীয় দর্শন নাই। তিনি একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সম্বন্ধে সকল বস্তু দর্শন করিয়া সকল বস্তুকে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য অনুক্ষণ একমাত্র হরিকীর্তনের সাহায্য গ্রহণ করেন। অকৃত্রিম হরিকীর্তন না থাকিলে স্থূল বহির্মুখ-

আগন্তুক তথাকথিত আত্মীয়ই হউন আর তথাকথিত অনাত্মীয়ই হউন, যদি অনাবিল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর হরিকথাব্যতীত অন্য কোন প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রসঙ্গের মধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত আত্মীয় বা অনাত্মীয়ের সঙ্গ করিতে যাই, তাহা হইলে আমার দুঃসঙ্গ হইয়া যাইবেই যাইবে। হরিকথা বর্জ্জন করিয়া কোন বস্তু গ্রহণ বা ত্যাগের দ্বারা কখনও আত্মমঙ্গল সম্ভব নহে। এইরূপ ভগবদ্ভক্তগণ হরিকথার মধ্য দিয়াই সমস্ত বস্তুর সহিত সম্পর্ক রাখার ভোগ ও ত্যাগের কোনপ্রকার দুঃসঙ্গ তাঁহাদের কেশস্পর্শও করিতে পারে না।

এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা স্থূল যোষিৎসঙ্গের বর্জ্জন লইয়া অত্যধিক সংবেদনা করেন। ফলতঃ তাহাতে তাঁহাদের স্ত্রী-সঙ্গেরই ধ্যান হইয়া পড়ে। আমরা কএকজন অন্তাভিলাষী নবীন প্রচারক-সম্প্রদায় সন্নিহিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, তাঁহারা যখনই কোন ধর্ম্মের কথা প্রচার আরম্ভ করিতেন, তখনই এরূপ কুৎসিত ভাষায় স্থূল-স্ত্রী-সঙ্গের নিন্দা করিতেন যে, অনেক সময় সভ্যসমাজের পক্ষে তাহা শ্রবণ করা অরুচিকর হইয়া পড়িত। উক্ত বক্তার মধ্যে একজন সর্ব্বদাই বলিতেন, 'নারি মারিয়া স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে কিছুতেই মঙ্গল হইবে না।' কিন্তু কিছুদিন পরেই ঐ বক্তা ও তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হই একজন নবীন তথাকথিত প্রচারক (?) বৈষ ও কটোধ স্ত্রীসঙ্গে স্থূল ভাবে এতদূর আসক্ত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহারা শুষ্কত্যাগপথের সঙ্গ করিবার অভিনয়কেও বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন। তখন অনেকেই বুঝিতে পারিলেন যে, যাঁহারা ঐরূপ স্থূল স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জনে বক্তৃতাবাগীশ হইয়াছিলেন, তাঁহারা অন্তরে অন্তরে স্ত্রীসঙ্গলাভেরই প্রগাঢ় ধ্যান করিতেছিলেন। লোকের নিকট কিছু সাময়িক প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য অর্থাৎ অত্যধিক যোষিৎসঙ্গাসক্ত ব্যক্তিগণের নিকট বাহবাটী অর্জ্জনের জন্য তাঁহারা ঐরূপ স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জনের মৌখিক উপদেশ প্রচার করিতেছিলেন। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তের ঐরূপ বৃথা ত্যাগ বা গ্রহণের বিচার লইয়া সময় নষ্ট করেন না। হরিসেবাই তাঁহার নিত্যধ্যেয় বস্তু। ত্যাগ বা গ্রহণ মোক্ষ বিষয় নহে। যদি লোকদেখান' স্ত্রীসঙ্গ-বর্জ্জন বা কৃত্রিমভাবে স্ত্রীসঙ্গ-ত্যাগাদি হরিভক্তির অনুকূল হইত, তাহা হইলে আধুনিকযুগে পাশ্চাত্যদেশে নানা আকারে পরিবর্দ্ধিত ম্যাল্থুসের মতবাদই ভক্তির সহায় হইয়া দাঁড়াইত। ভক্তিবিনোদ-সাহিত্যে ঐরূপ কৃত্রিম ত্যাগ বা গ্রহণের কোন উপদেশ নাই। অপ্রাকৃত হরিসেবাময় সহজ ভক্তজীবনই কল্যাণলাভের উপায়। যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিবিনোদ-সাহিত্যের সহিত ইহার সম্পূর্ণ একতাৎপর্য্যপরতঃ দেখিতে পাইবেন। আর যাঁহারা ভক্তিবিনোদবাণীর বুঝিতে ভুল করেন, তাঁহারা 'প্রভুপাদের উপদেশকে অতি কঠোর বৈরাগ্য বা শুষ্ক ত্যাগের উপদেশ আর ভক্তিবিনোদ-সাহিত্যের উপদেশকে যুক্তবৈরাগ্যের নামে বিষয়ভোগের উপদেশ' মনে করিয়া নিশ্চয়ই বিপথে চালিত হইবেন। বস্তুতঃ ভক্তিবিনোদবাণীতে বিষয়কে কৃত্রিমভাবে বর্জ্জন বা বরণের কোন কথা নাই। আমার স্বাভাবিকী বুদ্ধি যে অধোক্ষজ-সেবা অর্থাৎ অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন, তাহার কথাই আমরা শ্রীল প্রভুপাদ ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের উপদেশ ও আদর্শে পাই।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ সংখ্যার পর)

[১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন,—]

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।

ভক্তি—লতা, লতা গাছে জড়ায়। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমন কোন জিনিষ নাই, যাহাতে লতা জড়াইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুতঃপক্ষে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ নহে। এখানে সকলেই সেবা হইতে চায়—তাহাই অহৈকবতা। সেব্য ও সেবকের সহিত যোগসূত্রই সেবা বা ভক্তি। অহৈকবতার মধ্যে ভক্তি আশ্রয় পায় না। অহৈকব

বিষ্ণুর সেবা করে। অন্যাভিলাষিতায় থাকবে, কৃষ্ণেতর বস্তুর কামনা করিয়া দিন কাটাইবে এবং ঐগুলিকেই ব্রহ্মবস্তু বলিয়া অভিমান করিবে—ইহা যেন অভক্ত-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিতে হইলে অপ্রাকৃত কাম-দেবের যে কামনা, তাহার অনুকরণে কাজ করিতে হইবে। কৃষ্ণ কাহারও পাওনার বেয়াদব নহেন। কাহাকেও তিনি বাঁচাইয়া রাখেন না। ঐ সকল কাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপরই দেওয়া হইয়াছে। 'আমি কর্ত্তা হইয়া শ্রবণ করিব, দর্শন করিব, কীর্ত্তন করিব, স্মরণ করিব ও তপস্যা করিব' প্রভৃতি কর্ম্মীর বিচার—অভক্তের বিচার। যখন নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল কর্ম্মের যাবতীয় চেষ্টা ভগবানের সেবার প্রতি নিযুক্ত হয়, তখনই সুবিধা হইবে।

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

আমরা ধর্ম্মকামী হইয়া সূর্য্যের, অর্থকামী হইয়া গণেশের, কামকামী হইয়া শক্তির এবং মোক্ষকামী হইয়া রুদ্রের উপাসনা করি। ঐ সকল দেবতা আমাদের কামনার যোগান দিবেন; সুতরাং তাঁহাদের সেবার নামে আমাদিগকেই সেবা করিবার চেষ্টা হইতেছে। ভক্তির নামে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিবার এই যে চেষ্টা, তাহা অভক্তি। ভগবান্ কাহারও সেবা করেন না, তিনি সেবা—সকলেরই সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন—পূর্ণমাত্রায় সেবা-গ্রহণে একমাত্র তাঁহারই অধিকার। সকলেই কৃষ্ণের গোলাম।

কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে (সর্ব্ব) নাশ॥

অভক্তি পরিত্যাগের একমাত্র উপায়—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে বৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণুর কথা শ্রবণ। তাহা হইলেই সংসারের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয় ও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে রুচি হইবে। সঙ্কীর্ত্তনের ফল—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন মলিনচিত্ত-জীবের হৃদয়দর্পণ মার্জ্জিত করেন, ভবারণ্যের মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করেন এবং জীবের শ্রেয়ঃ-কুমুদের শুভ্র-বিকাশক কল্যাণ-কিরণ বিতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ ও জীবের অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবানন্দবর্দ্ধনকারী। তিনি পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদন করেন। সেই সর্ব্বোৎকর্ষ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন।

কৃষ্ণের আনুগত্যকারিগণই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন সুষ্ঠুভাবে করিতে সমর্থ। কার্ম্মিগণ স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে নিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত; খাতরসে—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতি, দাস্যরসে—চিত্রক-পত্রকাদি, সখ্যরসে—শ্রীদাম-সুদামাদি, বাৎসল্যরসে—নন্দ-যশোদা প্রভৃতি এবং মধুর রসে—ব্রজের গোপীগণ। তাঁহাদের সকলের ঐ আনুগত্য করিতে হইবে। আমি কার্ম্ম হইয়া গিয়াছি—এই বিচার অবৈষ্ণবতা।

তামাক-খোর রাস্তায় যাইতে যাইতে যখন কোনও ব্যক্তিকে হুঁকাটানিতে দেখে, তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে বসিয়া যায়। শত প্রয়োজনীয় কার্য্য নষ্ট হউক, তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই—হুঁকায় একটি টান দিয়া যাইতেই হইবে। যে-ব্যক্তি তামাক খাইতেছে, সে জাতিতে যাহাই হউক, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহার পালা হুঁকায় লাগিয়া আছে, তৎপ্রতিও দৃষ্টি নাই—হুঁকায় একটি টান দেওয়া চাই। যাঁহার নিজের জাতি-রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা, তিনি কল্কিটা চাহেন। তামাক-সেবনকারী হুঁকা মুছিতে যাইয়া হাতে যে লালা লাগান, সেই হাতেই কল্কিটা দিবেন, তাহাতে কোনও দোষ নাই। ইহা সংসারাসক্তিরই একটি চিত্র। সংসারের ব্যক্তিমাত্রই ভোগ-তামাকের নেশায় ঐ প্রকার আসক্ত। নিত্যকল্যাণের পথ যে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, আত্মবৃত্তিতে যে ক্রমশঃই সংসারাসক্তির আবর্জ্জনা ঘন হইয়া পড়িতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই। এমনই ভ্রান্ত আমরা! 'গীতার সংসার' করিতে গিয়া যে কি অবস্থায় পড়িতেছি, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। সকলেই কর্ম্মঠ। কেন কর্ম্ম করিতেছি, কর্ম্মের পরিণাম কি, আবার কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেই বা লাভ কি, তৎপ্রতি চিন্তা করিবার অবসর আমাদের নাই! শরীর-পোষণের জন্যই কি এত চেষ্টা? নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত বলেন—

তথাপি কিং পথি ন সন্তি দিনন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
কৃত্বা তথাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদভক্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥

—অহো! পথে কি ভেঁড়া কাপড় পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষগুলি কি ভিক্ষা দেয় না? নদী প্রভৃতি কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? তাহা সকল কি রুদ্ধ হইয়াছে? ঈশ্বর কি শরণাগতকে পালন করেন না? পণ্ডিতগণ কেন ধনদুর্মদান্ধগণের ভজন করেন?

'ভাগবতের ঐ শ্লোক থাকিতেও ভগবানের সেবকগণ কেন বাহ্যলোকের তোষামদ করেন? কেন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যান?' উত্তর—শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ-ক্রমে সকলেরই কল্যাণ সাধন করিতে; তাঁহারা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তিটি পাইয়াছেন, তাহা সকলকেই বিতরণ করিয়া দিবার জন্য—সকলকে কৃষ্ণ-সেবা-মহোৎসবে আহ্বান করিবার জন্য। তাঁহারা আক্ষেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কোথায়ও বিচরণ করেন না। যদি কেহ তাহা করেন, তিনি ভগবানের সেবক নহেন। ভাগবত-গণের করুণার তুলনা হয় না।

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তা'র ঘর॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯)

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥
(ভাঃ ১০।৮।৪৪)

সকল ব্যক্তির সঞ্চিত সকল সম্পত্তিই ভগবানের। শ্রীভগবানের সেবায় জন্য ঐ সকল সম্পত্তি ভগবৎ-সেবক-গণেরই ত' প্রাপ্য।

"অস্মীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ॥"

যে সকল লোক বড় হইয়া পড়িয়াছে, পণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট তাহাদের করুণালাভের জন্য যাইব না, ভিক্ষা করিয়া খাইব। যাঁহারা ভগবানের কথা শুনিবেন, সেই সকল ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র হইলেও তাঁহাদের নিকটই যাইব। রাস্তায় শুইয়া থাকিব, তথাপি বিষয়ীর ঘরে যাইব না। ভিক্ষা করিবার সময় যদি লোকে গালাগালি দেয়, সেই গালাগালি খাইয়া আসিব, তথাপি ধনদুর্ম্মদদিগের সঙ্গ করিব না। যাঁহারা বলেন—"আমরা নিষ্কিঞ্চন, আমরা কাহাকেও শিষ্য করি না, আমরা নির্জ্জনে আপন মনে ভজন করি", তাঁহারা মহাপ্রভুর কোনও সেবকের শিষ্যত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মহাপ্রভুর—"যাঁরে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"—এই উপদেশ লঙ্ঘন করিতেছেন না কি? 'নির্জ্জন-ভজনানন্দী'র প্রতিষ্ঠাশা তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে কি লুক্কায়িত নাই? নিজকে নিজে কাঁকি দিয়ে ত' আত্মবঞ্চনা করা হইল বটে, নামটা কি হরিজন? দুঃখের বিষয়, আজকাল ব্রজ-মণ্ডলের মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বনকারী বাবাজীর সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন বিষয়ী বা ধনবান্ মাসে মাসে টাকা দিবে, সেই টাকা দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া নির্জ্জন-ভজনের নামে আলস্যের ও বাভিচারের প্রশ্রয় দিলে উহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখের কথা কি হইতে পারে? শ্রীরূপ-সনাতন কখনও কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তবাদ বা মায়াবাদ শিক্ষা দেন নাই। বৈষ্ণবের ভৃত্য হইবার শুদ্ধ অভিমান হইল না। বৈষ্ণব-দর্শনের যোগ্যতা হইল না। কোলদ্বীপের (সহর নবদ্বীপের) চড়ায় একজন সিদ্ধ-মহাত্মা আছেন। সাধারণ লোক তাঁহাকে চিনিতে পারে না। তাঁহার ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই হয় ত' তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া বসিবে—"বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" ঐ মহাপুরুষ কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখেন না, কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না; তাঁহার নাম শ্রীবংশীদাস বাবাজী। তিনি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের কৃপা-পাত্র। বাবাজী মহারাজ গর্ব্বী-জীব নহেন। তাঁহাকেও সাধারণ জনগণ চিনিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহার মাহাত্ম্য আপনিই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। একদিন পুলিশ সাহেব দর্শনের অনুমতি চাহিয়া লোক পাঠাইলেন। লোকটির বহু অনুনয়-বিনয়সত্ত্বে তিনি দর্শনের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না। বৈষ্ণব-সমীপে বলিলেন—"আমি দরিদ্র লোক—ভিখারী, আমার নিকট তাঁহার কি দরকার থাকিতে পারে?" উপস্থিত জনগণ কহিলেন,—পুলিশ

সাধের রাখব ; কিন্তু বাবাজী মহারাজ কিছুতেই দর্শন দিতে স্বীকৃত হইলেন না।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ বাবাজী মহারাজের স্বাভাবিক বৈরাগ্যের কথা, অনাসক্ত ত্যাগের আদর্শ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় ভজনের তন্ময়তার কথা, 'চীরাণি কিং পথি ন সন্তি' শ্লোকের মূর্ত্তিমান্ আদর্শরূপে ভজনশিক্ষার বিষয় প্রভৃতি বর্ণন করিয়া বলেন—আমরা বাবাজী মহারাজের আদর্শ অনুসরণ করিলে আমাদের জীবন ধন্য হইবে। তিনি শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীবানজহুদহুরে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন। ভাগবতের নিকটই ভাগবত শ্রবণ করিতে হইবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা ও বাবাজী মহারাজের কৃপা প্রসঙ্গে যদি আমরা অগ্রসর হই, তাহা হইলে মহাপ্রভুর কৃপা অকৃত্রিমভাবে পাইব ; নতুবা এইখানে মহাপ্রভুর নামের দোহাই দিয়া গোস্বামিত্রয় ও ভজনানন্দিত্রয় সম্প্রদায়ে যে প্রকারে জনসাধারণকে বঞ্চিত করিতেছেন, তাহা হইতে সতর্ক থাকিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিবার আর সম্ভাবনা নাই। দেবীধামের সকল জন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, একমাত্র এই জন্মেই ভাগবত-ভজন-দ্বারা ভবসমুদ্র -জগৎসমূহ হইতে উদ্ধার পাইবার (Transcend করিবার) সুবর্ণ সুযোগ লাভ হইয়াছে। অন্য জন্মে তাহার সম্ভাবনা নাই। পশ্বাদি জন্মে বিবেকের অভাব এবং দেবজন্মাদিতে ভোগের প্রাচুর্য্য আমাদিগকে বিপথে আবদ্ধ করিয়া রাখে। মনুষ্যজন্মটি চিরদিন থাকিবে না, কখন শেষ হইবে, কেহ বলিতে পারে না। পরীক্ষিৎ মহারাজ সাত দিনের নোটিশ পাইয়াছিলেন। আমরা এক মুহূর্ত্তের নোটিশও না পাইতে পারি। বহু লক্ষ জন্মের পর মনুষ্যজন্ম—ভগবানের কথা শুনিবার মত জন্ম পাইয়াছি। মনুষ্যগণের মধ্যেও ভোগ, ত্যাগ, সাত্ত্বতাদি প্রভৃতি পশু-প্রকৃতির লোক আছে, যাহারা পশুবৎ জীবন-যাপনই ভালবাসে। কিন্তু ভগবানের বিশেষ করুণায় আমরা বহুভাগ্যে সত্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সত্যতার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে—ভগবানের ভজনের দ্বারা, ভগবানের ভজন না করিলে আমরা অসত্যগণের নিকটই। সাধুর নিকট নিরন্তর শ্রীহরিপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে হইবে, নতুবা সত্যতার কোনও মূল্য নাই। ভোগের বা ত্যাগের দুর্গন্ধময় যদি সত্যতাকে দুর্গন্ধপূর্ণ করিয়া রাখি, তাহা হইলে মনুষ্যজীবনের সদ্ব্যবহার হইল না। শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে উপদেশ করিতেছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

পুনরায় বলিতেছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

এই নৃদেহটি ভজনের মূল বলিয়া আদ্য। ইহা দুর্লভ হইলেও আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এখন আমাদের নিকট সুলভ, কারণ আমরা ইহা পাইয়াছি। ভব-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র পটুতর নৌকা এই মনুষ্যদেহ। শ্রীগুরুপাদপদ্মই ইহার কর্ণধার। এই কর্ণধারের সুকৌশলে দৈব-কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকা-খানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী ; যিনি নিরন্তর—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা হরিভজন করেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম। এই শুদ্ধভক্তির আচার্য্যই দেহ-তরীর উপযুক্ত কাণ্ডারী। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অজ্ঞ যাত্রিকে যদি কর্ণধার-পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে নৌকা ভব-সাগরেই ডুবিয়া থাকিবে, উদ্ধারের আর উপায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্," "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" প্রভৃতি শ্লোক ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মনুষ্যজাতি যখন শোক, মোহ ও ভয় হইতে নিষ্কৃতি চাহে, তখন তাহাদের পক্ষে অধোক্ষজ-শ্রীহরিকে অহৈতুকী ভক্তি করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহার আর alternative (পন্থান্তর) নাই।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥

বস্তাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
তক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥
(ভাঃ ১।৭।৬-৭)

জীবাত্মার চেতনের ধর্ম্ম যখন আবরণ-মুক্ত হয়, তখন তাহার সেবা ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়া যায়। যাহাতে ভগবানের আনন্দ হয়, ঠিক সেই ভাবেই তিনি কার্য্য করিয়া থাকেন।

আত্মার নিত্যা বৃত্তি জাগ্রত করিয়া ভগবানের সেবা-লাভের জন্য নিরন্তর যত্ন করিতে হইবে। কিন্তু পথে চোরাবালিকে (Treacherous soil৪) পা বসিয়া না যায়, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, যোগকাণ্ড, পঞ্চোপাসনা-প্রণালী প্রভৃতির চিন্তা-স্রোত চোরাবালিরূপে সর্ব্বনাশ করিতে পারে। তজ্জন্য সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃষ্ণ কি, কৃষ্ণ-সেবা কি, কৃষ্ণ-প্রেম কি প্রভৃতি বিষয় শ্রবণ করিতে হইবে। অকালপক্ক নির্জ্জনভজনানভিজ্ঞব্যক্তির রসের ভজনের নামে ঘৃণায় মগ্ন থাকায় যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে সতর্ক হইতে হইবে। 'তত্ত্ববিবেক' বা শ্রীসচ্চিদানন্দাদ্বয়তত্ত্বের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। বুদ্ধিমান্ যাঁহারা, তাঁহারা ক্ষীর ভক্ষণ করেন—কাঁজি ভোজন করেন না। অপ্রাকৃত সহজ-ধর্ম্মে বা শুদ্ধভক্তিতে 'কৃষ্ণ-প্রেমা'-ক্ষীর লাভ হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে প্রাকৃত-সহজিয়া-বৃত্তিতে জড়-তামুকতার পঙ্ক লাভ হয় মাত্র।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণচন্দ্রের আলোকের নিকট অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতির আলোক বিন্দুমাত্রও স্থান পায় না। সূর্য্য প্রভৃতি তাঁহার নিকট হইতেই রশ্মি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি সম্বন্ধে শ্রুতি (কঠ ২।২।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেতাশ্বতর ৬।১৪) বলিতেছেন,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবালাভের জন্যই করপর হইতে হইবে। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, সেই ব্যক্তির তিনি ব্যতীত আর কোনও সম্পত্তি থাকে না—"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" কৃপাময় তিনি, এই হরণ-কার্য্যে দক্ষ বলিয়াই শ্রীহরি। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত বা শ্রীর গর্ব্বে গর্ব্বিত থাকিলে আর তাঁহার কৃপা পাওয়া যাইবে না, সব ত্রিতাপের ভূমিকাতেই অবস্থান হইবে।

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভির্যেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥
(ভাঃ ১০।৮০।৮)

প্রেয়ঃ-পন্থায় চালিত হইলে শ্রেয়ঃপন্থা ভাল লাগে না। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রেয়ঃপন্থা শ্রবণপূর্ব্বক মৃত্যুকাল-পর্য্যন্ত ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণ সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হইলে স্বরূপ-সিদ্ধির অবস্থা। তৎপরে ভগবদ্বিচ্ছায় বস্তু-সিদ্ধি। স্বরূপসিদ্ধি হইতে শুদ্ধভাবে ভজন হইতে থাকে। বস্তু-সিদ্ধিতে নিত্যলীলায় প্রবেশপূর্ব্বক ভজন। যে কোনও মুহূর্ত্তে যেন এই জীবন পাত হইতে পারে, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও বলেন না যে, বৃদ্ধকালে ভজন করিব—এখন গৃহসুখ ভোগ করিয়া লই।

একটি কথা আছে যে, "পরের সোনা দিওনা কাণে। প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্‌কা টানে।" জগতের সমস্ত জিনিষই ভগবানের। তাহাতে লোভ করিলেই অসুবিধায় পতিত হইবে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥
(ঈশোপনিষৎ)

ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবানের করুণা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। রোগাদিতে আক্রান্ত হইলেও তাঁহারা ভগবানের করুণা-ব্যতীত আর কিছু দেখেন না। ঐ অবস্থায়ও তাঁহাদের রোগ-নির্ম্মুক্তির জন্য প্রার্থনা নাই; ঐ অবস্থায়ও তাঁহারা সেবাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কোন অবস্থাতেই তাঁহারা সেবা-ব্যতীত থাকিতে পারেন না।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদাগপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

হরিকথায় দৃষ্টিরাহিত্যবশতঃই জগতে অসুবিধার উদয় হইয়াছে। যাহারা ভগবানের কথা শ্রবণে বিমুখ, তাহারাই

সংসারে আসক্ত ও আবদ্ধ থাকে। তাহারা মনোরথে বিচরণ করিয়া ঊর্দ্ধদেবের মধ্যে পড়িয়া থাকে।

অন্যাপুত্রার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি হেথা
মূঢ়ংপ্রপন্নবিমুখা ইহ সাধবস্তি। (ভাঃ ৩।৯।১০)

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেবহুতি-সংবাদে অবস্থিত জীবের যে ক্লেশের কথা বর্ণিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করিয়া বলেন,—এই সকল দুর্দশা লক্ষ্য করিয়া সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। জন্মমরণ-মালার অবস্থানে নিজের দুঃখ-দুর্গতি-লাভ, অপরকেও যন্ত্রণা-প্রদান। কর্ম্মমার্গে বিচারপক্ষে তাহা হইতে নিষ্কৃতি নাই। কর্ম্মমার্গের ফলে—"হিংসিতে প্রতিহিংসনম্"। Altruism বা নিষ্কপট পরোপকার-বৃত্তিতে হিংসার কবল হইতে নিষ্কৃতি নাই। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম আশ্রয়েই পরম মঙ্গল। বৈষ্ণবগণের কৃপায়ই আমরা ভগবানের ভজন পাই—

"গুরুবৈষ্ণব চরণেতে ভজন অনুকূল"

আলোচনা

গত ১৩ই আষাঢ়ের (৪৬তম সংখ্যা) "গৌড়ীয়ে"র সাময়িক প্রসঙ্গের "বসুমতীর লেখক ও যত মত তত পথ"-শীর্ষক স্তম্ভে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ 'ভারতবর্ষ' পত্রের কোন প্রবন্ধে "যত মত তত পথ" মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন—এইরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে, সেখানে 'ভারতবর্ষ' স্থানে 'মাসিক বসুমতী' হইবে। গত ১৩৫০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মাসিক বসুমতীর ১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠায় 'হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটী বিশেষত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত লেখক বলিয়াছেন,—"একটা কোন বিশেষমত বা পথ অবলম্বন না করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, এই ভুল ধারণা হিন্দুর চিত্তে স্থান পায় না। অপরধর্ম্ম স্বাবলম্বী ও নিজধর্ম্মমত অনুসারে ভজনা করিলে ঈশ্বর লাভ করিতে পারে। একমাত্র হিন্দুধর্ম্মেই • • • মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মমতানুসারে সাধনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্মই সত্য। কারণ, তিনি প্রত্যেক সাধনান্তেই ঈশ্বর লাভ (?) করিতে সমর্থ (?) হইয়াছেন। • • কোন ধর্ম্মই মিথ্যা নহে, সকল ধর্ম্মই সত্য।"

এখানেই বসন্ত বাবুর নিকট জিজ্ঞাস্য ছিল, তিনি 'মাসিক বসুমতী'তে সকল মতকেই সত্য বলিয়াছেন; কিন্তু 'দৈনিক বসুমতী'র গত ৬ই আষাঢ় (১৩৫০) তারিখের সংখ্যায় 'গীতায় গান্ধীজীর'-শীর্ষক প্রবন্ধে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবী-বিখ্যাত ও বহুলোক-পূজিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-মত-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের মত বা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কিরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণিত ও তদ্দ্বারা ঈশ্বর-লাভ সম্ভব হয় তাহা বুঝা যায় না। কারণ, উক্ত লেখক কেবল যে "রাজা রামমোহন রায় মদ্য পান করিতেন, যবনী উপপত্নী সেবা করিতেন, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান"—ইহা বলিয়া রাজার ব্যক্তিগত চরিত্রকে দূষিত করিয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু "তাঁহার মতবাদ ব্যাস-বাল্মীকি প্রভৃতির মতের বিরুদ্ধে"—এই কথাও স্পষ্ট ভাবে বলিয়া রাজা রামমোহনের মত সনাতনধর্ম্ম-মত-বিরোধী, ইহাও বলিয়া ফেলিয়াছেন। উক্ত লেখকের নিকট জিজ্ঞাস্য—সনাতন-ধর্ম্মমত-বিরোধী বা বৈদিকমত-বিরোধী, কিংবা ব্যাস-বাল্মিকির বিরোধী বা কোন অনাচারী লোকের প্রবর্ত্তিত মত অনুসরণ করিয়াও কি একই অদ্বয় পরমেশ্বরকে লাভ করা যায়? 'হিন্দুধর্ম্ম-মতানুসারে যাহা 'নিষিদ্ধ মাংস' বলিয়া বিবেচিত, অন্যধর্ম্মমতানুসারে তাহাই আবার 'ধর্ম্মসিদ্ধ' বলিয়া গৃহীত। আবার কেহ কেহ বলেন, 'খাওয়া দাওয়ার সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, এজন্য 'যত মত তত পথ'-মতবাদী আধুনিক সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মৎস্য-মাংসাদি-ভোজন 'হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে' বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে কিন্তু 'মৎস্য-মাংসাদি-ভোজনের সহিত

ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই', ইহা স্বীকৃত হয় না, বেদও কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। স্মৃতিশাস্ত্র মনুসংহিতা 'অহন্যহঃ সর্ব্বভূতান্যঘ্যাস্বংস্কার্ বিধর্ম্মতঃ' (মনুসংহিতা ৫।৩৫) এবং শ্রীভাগবত—"পশূন্ ব্রহ্মাদয়ঃ সিদ্ধাঃ প্রেতা ভূতাদয়ো নিশি। ন চ তান্ হিনস্ত্যন্যো নান্যোন্যস্য যথা নিশি" (ভাঃ ১১।৫।১৪) * প্রভৃতি বাক্যে 'অহন্যহনি জীবানাং জীবনের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই' বলেন না। যাঁহারা এই মতের বিরোধী তাঁহারা যে মহাজন ও সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী, ইহা স্পষ্ট। যদি বাস্তবিকই মনু, বৈদিক মত বা সনাতনধর্ম্মমতের বিরোধিপক্ষ গ্রহণ করিয়া—সনাতনধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ আচার প্রতিপালন করিয়াও পরমেশ্বর লাভ হয়, তাহা হইলে হিন্দু বা বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেই বা ক্ষতি কি? তিনি বৈদিক আচারের কঠোরতার মর্ম্ম না গিয়া, যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া কেবল মস্তকমুণ্ডিবেষের আর্কা পার যাইয়া সেই মতের সমাধি অনুসরণেই ত' পরমেশ্বর লাভ করিতে পারেন? ইহাতে অনেকে সনাতনধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার নবীন বা কল্পিত ধর্ম্মমত গ্রহণ করিবারও যুক্তি পাইতে পারিবে। সকল মতেই যখন পরমেশ্বর লাভ হয় অথচ ঐ সকল মতে আচারবিচারাদির কঠোরতার কোন বাধা বাধকতা বা 'কুসংস্কার' (?) মানিয়া লইতে হয় না, তখন একমাত্র বৈদিক সনাতনধর্ম্মের এত কঠোরতা-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কি? সনাতন বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগকারিগণ এই আপত্তি সহজেই প্রদান করিয়া বলিতে পারেন যে, 'ভগবান্ লাভই মুখ্য প্রয়োজন, কোন ধর্ম্মবিশেষের ছাপ গায় গ্রহণ করা মুখ্য প্রয়োজন নহে।' কিন্তু সেদিন গৌড়ীয়মঠাশ্রিত আপেক্ষ মনীষী মিঃ সুন্দরম্ ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কেন তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন?'—এই বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে—"সকল ধর্ম্মমত স্বীকার করিলে যদি পরমেশ্বর লাভ হইত, তবে তিনি তাঁহার স্বদেশীয় পরিত্যাগ না করিয়া তথা স্বদেশীয় ধর্ম্মমতের ধর্ম্মমন্দিরে স্থান করিয়া উপাসনায় মগ্ন থাকিতে ত' পারিতেন? কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম যে আত্মীয় নহে, তাহা পরমেশ্বর-লাভের সহায় বা পথের পরিচয় নহে। তাহা প্রত্যেক জীবের নিত্যন আত্মার স্বাভাবিকী নিত্যা বৃত্তি।"

মাসিক বসুমতীর উক্ত সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় আরও লিখিয়াছিলেন—"আমার ধর্ম্মমতই সত্য, অন্যান্যমত সকলই মিথ্যা, ইহাতে অন্যান্যধর্ম্মাবলম্বীর সহিত কলহ করিবার প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দেয়।" এই কথাটি পড়িতে খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়; কিন্তু এখানে বিচার্য্য এই যে—'আমরা সত্য চাহিব, না সত্যকে বাদ দিয়াও লোকের সহিত সদ্ভাব অটুট আপোষ করিয়া বিনা উদ্বেগে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে চাহিব?' যদি লোকের ধারা বহুমানিত হইয়া বা কোন উদ্বেগগ্রস্ত না হইয়া সুখেস্বচ্ছন্দে জগতে বাস করা অর্থাৎ জগদ্ভোগই আমাদের একমাত্র কাম্য হয়, তাহা হইলে 'যাস্তবসত্যানুসন্ধান' কথাটি কেবল মৌখিক ও গৌণ হইয়া পড়িবে। প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে হইলে, অপর দশ দূরে থাকুক, অনেক সময় নিজের পরম প্রেষ্ঠ আত্মীয়স্বজন, এমন কি, সাময়িক পূর্ব্বসংস্কারের সংস্কৃত মস্তিষ্কের উপস্থিত ও পরমপূজ্য সাম্প্রদায়িক শিক্ষকের হিতাকাঙ্ক্ষিপূর্ণ মত অনুসরণ করিবেও ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে, ইহা প্রত্যহ বিচার করিতে পারেন নাই বা হিতাকাঙ্ক্ষিপূর্ণ 'অসত্য' বলিলে পিতার সহিত কলহের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে,—এরূপ বিচার করিয়া তিনি কপিলপুর মতবাদের প্রতিবাদ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই, বরং 'অতিস্তুতে পরতঃ স্বতো বা' লোকে জানাইয়াছেন যে, হিতাকাঙ্ক্ষিপূর্ণ মত অনুসরণ করিলে কাহারও কোনদিন মঙ্গল হইবে না। আচার্য্য ঈশানুজ, শ্রীবল্লভ, মৈত্রেয়ক সকলেই "লোকে অসত্যের সহিত কলহপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, এজন্য 'কুমতি চুপ, সুমতি চুপ' মত অবলম্বনে অপর ধর্ম্মমতের প্রতিবাদ না করাই ভাল"—এইরূপ আলস্য ও ভাড়াপূর্ণ মুখল অবৈধ বিচার বা সত্যবিমুখতা প্রদর্শন করেন নাই, আচার্য্য শঙ্করও অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈনমতাদির প্রতিবাদ করিয়াছেন, আচার্য্য রামানুজ ও মধ্ব পরমাচার্য্যের প্রচণ্ড

---

* অনুবাদ—মৎস্যভোজী মৎস্যাদভোজী; (যেহেতু মৎস্য গুরু, পুনরাদি ব্যবহার প্রাণিবধেই ভোজন হয়, সুতরাং এই মৎস্য-ভোজনে সর্ব্বপাপেই যুক্ত হয়) অতএব মৎস্য-ভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। পর্ব্বদিনে অবশ্যই যে-সকল লোক পশুহিংসাকে হেয় জ্ঞান করে, সেই সকল সত্য পরকালে তাহাদিগের হেয়কারীদিগেরও ত্যজ্য হইয়া থাকে।

বৌদ্ধমত এবং শাঙ্করমতের খণ্ডন করিয়াছেন সেখানকার শ্রীচৈতন্যদেব কাশীস্থ সন্ন্যাসিগণকে, বৌদ্ধমতকে, মুক্তিমতকে, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিচ্ছাকাশি মতকে স্বরূপপ্রাপ্তির বিরোধিমত বলিয়া স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন, সেজন্য শ্রীচৈতন্যদেবের কোথাও "প্রেমাবতার"এর পরিবর্তে 'জ্ঞানের অবতার' খ্যাতি হন নাই। অসত্যের নিরপেক্ষ প্রতিবাদ-পূর্ব্বক সত্যের প্রতিষ্ঠাই প্রেমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর 'ফুর্ত্তি চুন, খায়তি চুণ' নীতি—আপাতমনোহারিণী প্রচ্ছন্ন-হিংসা।

"সাধুগুরুর আর প্রেম-প্রচারণ।
(এই) দুই কার্য্যে অবতীর্ণ কৈলা শ্রীশচীনন্দন।"

—ইহাই প্রেমিকবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর প্রেমের ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি উক্তি।

দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদ

নৃপেন্দ্রনারায়ণ হলে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা

ও

গৌড়ীয়মঠাশ্রিত জার্ম্মেণমনীষীর প্রাণোন্মাদিনী বক্তৃতা

মাননীয় স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ মহোদয়ের সভাপতিত্ব

ভক্তিবেদান্ত শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-গোস্বামী প্রভুপাদ আমাদের পরম সেবাময়ী কার্য্যকর্ত্রীগণের কর্ম্মপ্রাঙ্গণে ও ধামপ্রাঙ্গণে তাঁহার ভক্তবৃন্দ রক্ষণ করিয়া নিত্যধামে প্রধানের জন্য বরং তথায় উপস্থিত থাকিয়া নিজ-অনুগত প্রচারকবৃন্দের দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী বিতরণ করিতেছেন। তদনুসারে গত ১লা জুলাই বুধবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রৌতী মহারাজ দার্জ্জিলিং নৃপেন্দ্রনারায়ণ সিনু পাবলিক হলে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীচৈতন্য-লীলা ও শিক্ষা সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আরম্ভে মহাপ্রভুপ্রেরিত শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু "শুনহ হরিদাস চৈতন্য আইলা নদীয়া" গীতটি কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃগণকে শ্রীচৈতন্যকথা-শ্রবণে আকৃষ্ট করেন। সেদিন প্রায় সকলস্তরীয় শিক্ষিত, ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলার সমাগম হইয়াছিল।

তৎপরদিবস ২রা জুলাই শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত আশ্রিত ভক্ত শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ-দাস ব্রহ্মচারীজী (পণ্ডিতবর ডক্টর আর্থার ডব্লিউ হুলসে মহাশয়) উপরিউক্ত হলে ইংরেজীভাষায় "The message of Sree Krishna Chaitanya" সম্বন্ধে একঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। বঙ্গদেশীয় লোকাল ও সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিবর মি অনারেবল রায় বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কেটি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তুলসে মহাশয় খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সর্ব্বোৎকর্ষ প্রদর্শন করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম পরে প্রকাশিত হইবে।

সভাপতি রায় বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় মহোদয় বক্তৃতা শ্রবণান্তে বিশেষ প্রীত হইয়া ইংরেজী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম মহাশয় "জয় জয় দয়াল নিতাই চৈতন্য" গীতটি উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় প্রায় পনর মিনিট কাল একটি প্রারম্ভিক বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। নিম্নে কতিপয় নাম উল্লিখিত হইল,—

মি অনারেবল স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কেটি ; শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট দার্জ্জিলিং ; মিঃ ডি, কে, বসু পোষ্টমাষ্টার ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার ; শ্রীনরেন্দ্রনাথ গুপ্ত কিউরেটর, বোটানিক গার্ডেন ; শ্রীযুক্ত প্রমথ কুমার গুহ ; ডাঃ কে, পি, এম্ রায় এস, এম, এস্ ; ডাঃ শিশিরকুমার পাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এল, জে, স্যানিটোরিয়ম্ ; শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বর্দ্ধমান রাজষ্টেট ; শ্রীযুক্ত যতিলাল ঘোষাল ; শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী ; রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন চট্টোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্ট-প্লীডার ; মিঃ এস্ নারায়ণ এম্, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বসুমল্লিক অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটীমাষ্টার ; শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল ; শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মৈত্র এম্-এ, বি-এল ; শ্রীবিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ; শ্রীযুক্ত মোহন ঘোষ একাউণ্টেণ্ট, দার্জ্জিলিং মিউনিসিপালিটী ; শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন ; শ্রীপূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার রেজিষ্ট্রার অব্ পোষ্ট অফিস ; শ্রীএককড়ি কর প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ। ইঁহারা প্রায় সকলেই উভয় দিবসই উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির অভিভাষণ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

স্বামীজী, শ্রোতৃবৃন্দ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ, আমি সর্ব্বপ্রথমেই অদ্যকার এই সভায় উদ্যোক্তা শ্রীগৌড়ীয় মঠের কর্ত্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং তাঁহারা যে আমাকে এই মহতী সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন, ইহাতে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

অদ্যকার বক্তৃতা বেশ্ আগাই, তর্ক সুলম্বিত। আমার মনে হয়, ইনি ম্যাক্সমুলারের সমকক্ষ মনীষী। যেহেতু ইনি সমস্ত ধর্ম্মের তুলনামূলক বিচারে পারঙ্গত এবং ধর্ম্মবিষয় লইয়া বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছেন। ইনি আজ আমাদিগকে যে সকল মূল্যবান্ কথা শুনাইলেন, তাহাতে আমরা নিশ্চয়ই কতক পরিমাণে লাভবান্ হইয়াছি। বিষয়টি সাধারণের পক্ষে খুব উচ্চ ও কঠিন বলিয়া অনেকে হয় ত' সকল কথা বুঝিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে যে সকল কথা আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমাদের মত জ্ঞানবিশিষ্ট লোকের পক্ষে অতীব দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার। অবশ্য একমাত্র ভারতবর্ষই সমস্ত ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল এবং এখানে প্রাচীন ঋষি-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আজও অন্যান্য সকল দেশের লোকের নিকট ইহার পরম উৎকর্ষের ঘোষণা করিতেছে।

বক্তা যে জীবাত্মার স্বরূপের কথা বলিলেন, তাহা আমরা অনুবিদ্ধর অবগত আছি। আমার বিচারে আত্মা পরমাত্মারই অংশমাত্র। বক্তা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈকুণ্ঠধর্ম্ম ও যীশুর প্রচারিত ধর্ম্মের তুলনামূলক বিচারে জানাইলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অনেক ভাল ও বড় কথা আছে।

যাহা হউক, ভারতবাসী হিন্দু আমরা, বিশেষভাবে বঙ্গবাসী আমরা, আজ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যকথা-প্রচারের ফলে যথেষ্ট উপকৃত হইতেছি, সন্দেহ নাই। আমার শুভ ইচ্ছা এই যে, আর্য্যগণ (বিদেশীয়) তক্ক যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সকলের আদর্শ হউক এবং তাঁরা আরও বিশেষ-ভাবে এই সকল কথা প্রচার করিতে থাকুন। এজন্য আমি বক্তাকে অভিবাদন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র-কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল মহাশয় সভাপতি, শ্রোতৃমণ্ডলী ও বিশেষভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে এইরূপ ধর্ম্ম-কথা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গতকল্য ৭ই জুলাই (১৯২৬) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরলাল মহাশয়ের প্রচার-কার্য্যে আচার্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবসমাজে **শ্রীসজ্জনানন্দ-দাস ব্রহ্মচারী** নামে খ্যাত করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজী ভারতবর্ষে আসিয়া পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা না পাইলেও সজ্জনা করিবার আলোচনার আনন্দে মত্ত আছেন, সুতরাং তাঁহার নাম সজ্জনানন্দ হওয়াই সমীচীন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

পাবনা ও ময়মনসিংহে—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-[illegible] মহারাজ পাবনা জেলার চাটুরিয়া বলরাম প্রচার-কার্য্য শেষ করিয়া গত ১৭ই বৈশাখ, ৩১শে [illegible] বাহিরবাড় হইতে রওনা হইয়া নৌকাযোগে ১লা জুন বাহুরীমোহাদপুর যাইয়া উক্ত জেলার দাশারাহপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত [illegible] মাদবস্তিাব-সালন-মাত্রাত্মা কীর্ত্তন করেন। গত ২রা জুন উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত ত্রিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজী "শ্রীগৌরহরির উদারতা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩রা জুন স্বামীজী সাহাজাদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত লালচন্দ্র পাল মহাশয়ের গৃহে "শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই একমাত্র বাস্তব সত্য" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সাহাজাদপুর-প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীযুক্ত সুখদচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রভৃতি সজ্জনগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। সাহাজাদপুরের প্রচার-কার্য্য শেষ করিয়া স্বামীজী ৪র্থ জুন শুক্রবার তথা হইতে রওনা হইয়া ৬ই জুন ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীশ্রীজগদ্গৌরাঙ্গমঠে উপস্থিত হন। তথায় নবমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সেবা-প্রকাশার্থ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ৯ই জুন হইতে তিরোভাব তত্ত্ববিংশ উপলক্ষে বিবিধ সেবা-কার্য্য করিয়া স্বামীজী ১৩ই জুন বালিয়াটী হইতে পাকুটিয়া গ্রামে গমন করেন এবং স্থানীয় হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ১৪ই জুন উক্ত পাকুটিয়া হাইস্কুলে স্বামীজী ছায়াচিত্র-যোগে গৌরলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ১৫ই জুন দীঘলিয়া গ্রামে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে নারদ ও ব্যাধ-সংবাদ পাঠ করেন। ১৬ইজুন তথা হইতে রওনা হইয়া ১৭ই জুন স্বামীজী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পুরাণ গোড়াবাড়ী নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত গদাধর দত্ত মহাশয়ের গৃহে দুই দিবসকাল "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" হইতে শ্রীনামতত্ত্বশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২১শে জুন উক্ত গ্রাম হইতে রওনা হইয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত আজমতাবাদ নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে কতকগুলি প্রস্তাব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২২শে ও ২৩শে জুন সন্ধ্যায় স্বামীজী বেতিল হাটযোগ গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে এবং ২৪শে ও ২৫শে জুন উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২৬শে জুন স্বামীজী আজমতাবাদ গ্রাম হইতে রওনা হইয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত ঘোরশাল গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সাহা মহাশয়ের গৃহে দুই দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা এবং ৩০শে জুন ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর শিক্ষাবিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১লা জুলাই বুধবার স্বামীজী ঘোরশাল হইতে বেলটৈল নামক গ্রামে গমন করেন এবং তথায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহা বি-এ, বি, এল, এল্ এম্, এস মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং ৩রা জুলাই পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

মেদিনীপুরে—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ মেদিনীপুর জেলার বড়িশা গ্রাম-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর দাস মহাশয়ের গৃহে ৫ই এপ্রিল 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ৬ষ্ঠে এপ্রিল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদোপাখ্যান পাঠ করেন। ২৮শে এপ্রিল স্বামীজী লক্ষ্মীপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রীরজনীকান্ত মণ্ডল মহাশয়ের গৃহে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩০শে এপ্রিল, ১লা ও ২রা মে স্বামীজী মূলাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল মাইতি মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৩রা মে স্বামীজী চাঁচড়াড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ মিশ্র নামক মহাশয়ের গৃহে 'মনুষ্যজীবনে হরি-ভজনের আবশ্যকতা' বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৪র্থা মে সন্ধ্যায় স্বামীজী কলিকাতা বালিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী ৫।১ তিলজলা রোডস্থিত "দি ষ্টেডেল ব্রাদার্স প্রোপ্রাইটার ও অভিবাদ শ্রীযুক্ত প্রমথেশ ব্যানার্জ্জি মহাশয়ের

পাণকুড়া ষ্টেশনের নিকটবর্তী বহুদূরব্যাপী বাড়ন্তিত ধানক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ পাঠ করেন এবং ৫ই মে একটি মহতী সভায় 'জীবের স্বাধীনতা নাই' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ৬ই মে সন্ধ্যায় পাণকুড়া বাজারের পার্শ্ববর্ত্তি তিনকড়ির গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মাইতি মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ৭ই মে সন্ধ্যায় স্বামীজী পি-ডব্লিউ-ডি'র পাণকুড়া সার্কেলের এস্-ডি-ও মিঃ ডি, এন্ দত্ত ইঞ্জিনীয়ার মহোদয়ের বাংলোতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-উপাখ্যান পাঠ এবং 'মানব জাতির কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে মহাজনোপদেশ কীর্ত্তন করেন। ৮ই ও ৯ই মে সন্ধ্যায় স্বামীজী মেদিনীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মাইতি মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ১০ই ও ১১ই মে স্বামীজী নবদ্বীপবাসী নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পণ্ডা ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ পণ্ডা মহাশয়দ্বয়ের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ নাট্যমন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক দুইদিবস অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরে ১২ই মে স্বামীজী রামরাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া দুই দিবস শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। ১৩ই মে স্বামীজী তথা হইতে কেশিয়াড়ী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ভারা মহাশয়ের গৃহে গমন করিয়া একটি নামসঙ্কীর্ত্তন রাত্রি যাপন করেন এবং সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় ভারত-শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ সময়ে ভারা মহাশয়ের পিতৃদেবের বার্ষিক শ্রাদ্ধ ছিল। তথায় ১৪ই মে পর্য্যন্ত নামপ্রচার করিয়া স্বামীজী ১৫ই মে তথা হইতে লক্ষিপুর গ্রামে গমন এবং উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ধারা মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'জীবতত্ত্ব' ব্যাখ্যা করেন। ১৬ই মে স্বামীজী তমলুক গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার কুণ্ডু মহাশয়ের গৃহে রাত্রিতে 'মানব-জীবনে হরি-ভজনের আবশ্যকতা' বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৭ই মে স্বামীজী কেশিয়াড়ী হইয়া ১৮ই মে শ্রীজগন্নাথ-বলদেব মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পাদনার্থ 'চকশিয়ায়' উপস্থিত হন।

কলিকাতায়—গত ২৩শে জুন বুধবার সন্ধ্যায় কলিকাতা-ভালতলায় ৮১এ: ওর্ণাচরণ ভট্টার-রোড্‌স্থ ভবনে এবং তার পরদিন বৃহস্পতিবার কলিকাতা ৭২নং হ্যারিসন-রোড্‌স্থিত ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের জনৈক প্রচারকারী যথাক্রমে শ্রীক্রমচরিত ও শ্রীঅম্বরীষ-মহারাজ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পুরীতে—২রা ও ৩রা জুন সন্ধ্যায় শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে চাতুর্ম্মাস্যযোগে বক্তৃতা করেন। উভয় দিবসই বক্তৃতার আরম্ভে শ্রীপাদ ব্যাখ্যার মহাজনের কীর্ত্তন হইয়াছিল।

৪ঠা জুন চাকা-নগরী হইতে ৭।৮ জন এবং বহুদূরস্থ-প্রবাসী কতিপয় ভক্ত সহ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উৎসবে যোগদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভক্তিবিচারে ব্যাখ্যার মহারাজ চাতুর্ম্মাস্য-যোগে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গাশ্রিত হইতে অন্যতম ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক মহোদয় তাঁহার জনৈক উচ্চশিক্ষিত আত্মীয়-সহ গত ৮ই জুন শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উৎসবে যোগদান করেন।

৯ই জুন সন্ধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ নবকান্ত বিদ্যাবিনোদ ব্যাখ্যাতীর্থ বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সার্ব্বভৌমের উদ্ধার-লীলা পাঠ-প্রসঙ্গে ব্যাখ্যার ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের তুলনা এবং বেদান্তের প্রকৃতার্থ নির্দ্দেশমুখে প্রতিশ্রুতিপুরাণাদি-সহ শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশের বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতা প্রদর্শন করেন এই দিবস কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ও কবিরা কবিতা-সমিতি ম্যানেজার প্রমুখ কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রোতা ছিলেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২৪শে জুন পূর্ব্বাহ্নে অস্মদীয় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ ও পূর্ব্বাহ্ণে হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র সাহা বি-এ, বি-টি এবং অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাস ও মনোরঞ্জন আশ্রমবাসী নামক দুইজন সংকীর্ত্তনী ভক্তবৃন্দের কলিকাতা-বৌবাজারস্থ মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন। মাদ্রাজাধীন ত্রিপুপুরে শ্রীযুত মাধাপুর দর্শনেও গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলমুখে শ্রীমঠের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

———

কটক-শ্রীলক্ষ্মিয়ানন্দমঠে বার্ষিক মহোৎসব

গত ১০ই আষাঢ়, ২৪শে জুন (১৯৩৬) বুধবার হইতে কটক-শ্রীলক্ষ্মিয়ানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর ঘোষাচল মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ পুরী হইতে গত ২৪শে জুন কটকে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই তথায় আছেন। প্রত্যহই পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে হরিসংকীর্ত্তন, সহরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। প্রাতে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সনাতনশিক্ষা' ও সন্ধ্যায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। আগামী ২৮শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই রবিবার সাধারণ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

———

শ্রীধাম মাধাপুর-যোগপীঠ

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, গত ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনীপূর্ণিমায় শ্রীধাম মাধাপুর যোগপীঠের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-শ্রীবিগ্রহ প্রাচীন শ্রীমন্দির হইতে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিনয় মহোদয়ের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নির্ম্মিত নবমন্দিরে শুভবিজয় করেন। তৎকালে স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পরমশ্রীমান মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর মহাসমারোহের সহিত সপারিষদে উক্ত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীমন্দিরের কার্য্য তখন সম্পূর্ণ সমাধা না হওয়ায় মহোৎসবের পর শ্রীবিগ্রহ পুনরায় প্রাচীন মন্দিরে বিজয় করেন। বর্ত্তমানে শ্রীমন্দিরের কার্য্য এতদূর সোষ্ঠবসহকারে সম্পন্ন হওয়ায় গত ১৫ই আষাঢ়, ২৯শে জুন সোমবার শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা-দিবসে অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহ সংকীর্ত্তন-মধ্যে নবমন্দিরে পুনর্যাত্রা করিয়াছেন।

———

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

গত ২৯শে মাঘ (১৪৪২), ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৬) শ্রীমায়াপুরস্থ গঙ্গার পরপারে শ্রীল ভক্তিপাদ শ্রীধাম মাধাপুরে শ্রীযোগপীঠের সন্নিকটে যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট বা অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহার অভীষ্টানুসারে সম্প্রতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ উহার Curator (কার্য্যাধ্যক্ষ) নিযুক্ত হইয়া গত ১৪ই আষাঢ়, ২৮শে জুন (১৯৩৬) সোমবার শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা-দিবস অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর জয়গান-মুখে তথাকার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহার সহকারী হইয়াছেন—শ্রীমৎ পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী। শ্রীচৈতন্য-মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু মহাশয় ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ তৎকালে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২২শে জুন অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মাধাপুরস্থ অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগারে শুভবিজয় করিয়া শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজকে উহার কার্য্যনির্ব্বাহ-সম্পর্কে অনেক উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বর্ত্তমানে তাঁহার উপরই উহার কার্য্যভার ন্যস্ত করেন।

———

শ্রীপুরুষোত্তমমঠের শুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও রথযাত্রা-মহোৎসব

গত ২১শে জুন রথযাত্রার দিবস প্রত্যূষের পূর্ব্বে পুরী-শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তন-

শোভাযাত্রা বাহির করিয়া সংকীর্তন-মুখে শ্রীটটকপর্বতে, শ্রীগোপীনাথমন্দির-পরিক্রমণান্তে যমেশ্বর-টোটার পার্শ্বের প্রশস্ত পথ দিয়া শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে সমগ্র মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে নর্তন কীর্তন করেন। বেলা ১০ঘটিকার মধ্যেই পাণ্ডুবিজয় হয়, রথত্রয়ের গুণ্ডিচা-মন্দিরে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়াছিল। তথায় বিজয়াদির পর শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার রথাবতরণ ও সিংহাসনারোহণাদিতে প্রায় সমস্ত রাত্রি লাগিয়াছিল। শ্রীপুরুষোত্তমমঠের কীর্তন সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

১০ই জুন রথযাত্রার পূর্ব্বদিবস প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্রীপুরুষোত্তমমঠসেবকগণ সংকীর্তন-সহ টটকপর্বতে, টোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দির, শ্রীজগন্নাথমন্দির প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া গুণ্ডিচামন্দিরের পার্শ্বস্থিত বটমূলতলে উপস্থিত হন; তথায় কিছুক্ষণ কীর্তন করিবার পর শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজের গুণ্ডিচামার্জ্জন, শ্রীজগন্নাথাদি বিগ্রহত্রয় ও রথের তত্ত্বাদি বিষয়ে বক্তৃতা হয়। তৎপর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচামার্জ্জন-তত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ কীর্তন আরম্ভ করেন। অতঃপর কীর্তনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলার অনুসরণ করিয়া ত্রিদণ্ডিপ্রমুখ সেবকবৃন্দ শ্রীনৃসিংহপ্রতিমার পশ্চাৎ ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে স্নানাদি করিয়া বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কুরুক্ষেত্রে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

[তারের সংবাদ]

থানেশ্বর, ২৩।৬।৩৬

কুরুক্ষেত্র-শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনী ও মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র সুধোপাগ্রামেলার চীফ্ এক্সিকিউটিভ্ অফিসার মিঃ শ্রীনারেন, কেলা অফিসার মিঃ বাসীরাম, প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারী এবং ভারতের বিভিন্নস্থানের লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী গৌড়ীয়-মঠের প্রদর্শনীতে কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীতে বিভিন্ন আদর্শ-সাহায্যে প্রদর্শিত গীতা ও ভাগবতের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ ১০ই জুন (১৯৩৬) তারিখে দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্রমেলাস্থানে আসিয়া প্রদর্শনী উদ্বোধনপূর্ব্বক ১২ই জুন সন্ধ্যায় নগর-গৌড়ীয়মঠের কার্য্যালয়সহ দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ প্রদর্শনী ও উৎসবাদি-সম্পর্কিত কার্য্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য দিল্লী হইতে ৯ই জুন (১৯৩৬) তারিখে কুরুক্ষেত্রে আগমন করেন এবং ১৯শে জুন তারিখে হেডিংটনসহ 'সংশিক্ষা-প্রদর্শনী ও গৌড়ীয়মঠ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ষ্টেট্‌সম্যান পত্রের ফটোগ্রাফারগণ ও নানার সিনেমা কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ প্রদর্শনীর ফটো ও ফিল্ম্ গ্রহণ করিয়াছেন। সমুদয় মেলাক্ষেত্রের মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীই অধিকতর সুশোভন বিদ্যালয় ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শ্রীপাদ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও ত্রিদণ্ডিগোস্বামি-দাসাধিকারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ প্রদর্শনীটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গতই কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীসুবর্ণবিহারী গৌরহরির নবমন্দির-প্রবেশোৎসব

বিগত ১১ই বৈশাখ (১৩৪৩), ২৪শে মে (১৯৩৬) সোমবার গৌরপঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ গত্বর ঐকান্তিকী সেবা-চেষ্টায় সংকীর্তন-মুখে শ্রীশ্রীসুবর্ণবিহারী গৌরহরি ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহের নবমন্দির-প্রবেশোৎসব সুসম্পন্ন হয়। পূর্ব্বাহ্ণ হইতেই পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণবেদতীর্থ প্রমুখ সেবকবৃন্দ কীর্তন করিতেছিলেন; বেলা ১১ ঘটিকার মহা-সংকীর্তন ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি-মুখে শ্রীবিগ্রহের নবমন্দিরে বিজয় হয়। অতঃপর বৈষ্ণব-রোম সম্পন্ন হইলে শ্রীপাদ সুকবিবিনোদ ভক্তিমধুর রোগারাত্রিক কীর্তন করেন। কীর্তনান্তে উপস্থিত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরলোকে

গত ১১ই চৈত্র, ১৩৪৩, ২৫শে মার্চ মঙ্গলবার ১০টা, [illegible] ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ও কলিকাতা-নিবাসী স্বধামধন্য পরমভাগবত শ্রীযুক্ত পরমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌরকরুণা-কটাক্ষবৈভব মহাশয়ের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী তাঁহার পতির পরলোকগমনের ১০ মাস পরে ৬৬ বৎসর বয়সে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। [illegible] নিত্য লীলা সম্বরণে বিষ্ণুধাম। আমরা ঘনশ্যামা প্রমুখ ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি শ্যামসুন্দর-শ্রীরাধা-গোড়ীয়মঠে একটি নলকূপ দান করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গোপীনাথজিউর প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং মঠের সেবাকার্য্যে নানাভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

ক্রাইষ্টকলিজ্-প্রসঙ্গ

[illegible] ৩১ জুলাই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ ইংলণ্ডের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বর্ম্মণের মহাশয়ের গৃহে শ্রীমহাপ্রভুর ইষ্টগোষ্ঠী-চরিত্র পাঠ এবং গত ৭ই ও ৮ই জুলাই স্থানীয় বুদ্ধিজীবীগণের [illegible] সহিত ধর্ম্মবিষয়ক হরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৭ই জুলাই অপরাহ্ণে ঐ গৃহে শ্রীহরি কীর্ত্তন ও হরিকথা-প্রসঙ্গে হইয়া ক্রাইষ্টকলিজের অধ্যক্ষগণ প্রমুখ বহু ব্যক্তি আগমন করেন। ঐ গৃহস্থ তাঁহাদিগের নিকট জাগতিক বিশ্লেষণ ও পরমার্থের বিশ্লেষণ, 3rd dimension ও 4th dimension, materialistic ideology, গুরু তত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার, কলিযুগ অবতীর্ণ ব্যক্তির সম্বন্ধে ধারণা, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারা বাস্তব সত্যের প্রচার, ঐ সম্বোধন ঠাকুরের প্রেমধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধারণা, অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সম্প্রদায়ের দ্বারা ঐরূপ ধারণা ও বিশ্লেষণ প্রভৃতি, বাংলাদেশের তথাকথিত শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণের ভক্তিবিরোধ চেষ্টা, কেবেডি প্রভৃতির বিচার, ঐরূপ চরমবিচার ও বিভাদুষণ মহাশয়ের বিচার যথাশ্রুত-পন্থায় ইহা ও তাহার সমসাময়িক প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল,—

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এল, শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় কোল মার্চেন্ট, শ্রীবিশ্বনিবিহারী চক্রবর্ত্তী সিটিমিশনারিজীর কর্ম্মচারী, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঐ ফোর্ড ফ্রাক, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ একাউন্টেন্ট ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল পর্ব্বতেন্ট ব্রাঞ্চার।

ঐ গৃহস্থ কএকদিন যাবৎ ফোন-উপনিষদের বিভিন্ন ভাষ্য, টীকা ও গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি আনা-নবছে উপদেশ এবং স্বয়ং নিজ হস্তে তাহার নানাপ্রকার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা—উপনিষদ্‌গুলির সম্বন্ধে যাবতীয় ধারণা যাহাতে লোকের চিত্ত হইতে অপসারিত হইয়া ইহা যে একমাত্র শ্রীগুরুদেবেই ভগবান অবতরিত, তাহা জানাইয়া দেওয়া

চয়ন

৭ই ও ৮ই মে (১৯৩৬) তারিখের "ইংলিশম্যান" পত্রে "পুরীতে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর" শীর্ষক দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র (১২শে মে, ১৯৩৬ মঙ্গলবার সংখ্যায় প্রকাশিত) "Hindu Temple in London: Sympathy Assured: Swami Bon's Interest in noble cause"-শীর্ষক সংবাদে লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-সম্পর্কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির আন্তরিক সহানুভূতি-প্রকাশের কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরীহইতে প্রকাশিত 'সকাল'-পত্রের ৮ই মে, ১৯৩৬ সংখ্যায়, 'জ্ঞানপ্রকাশ'-পত্রের ৮ই ও ৯ই মে সংখ্যাদ্বয়ে এবং 'কেশরী'-পত্রের ১২শে মে তারিখের সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আলেখ্যসহ তদ্ভিন্ন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস জনার্দ্দনেন্দ্রি মহারাজের আচার্য্যের বাণী-প্রচারবার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছে।

১লা জুন (১৯৩৬) মঙ্গলবারের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় পত্রিকার নিজস্বসংবাদদাতার 'নিউদিল্লী হইতে প্রেরিত ৩১শে মে তারিখে প্রেরিত "Vishnu Temple in London: Activities of Gaudiya Mission" এবং "Solar Eclipse Fair, Kurukshetra" শীর্ষক দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ

গত ৬৯তম (১৪শ বর্ষ) সংখ্যা 'গৌড়ীয়' পত্রের ৭৪২ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে "শ্রীল প্রভুপাদের বার্ষিকীবিবরণ"-শীর্ষক সংবাদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় পংক্তিতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায় মহাশয়ের 'জননী'-স্থলে 'স্ত্রী' পাঠ হইবে

দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

২৮শে জুন (১৯৩৮)—এইদিন রাত্রে শ্রীল প্রভুপাদ দার্জ্জিলিংএর Executive Engineer অফিসের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীযুত মাখনলাল ঘোষ এবং দার্জ্জিলিং টাউন-পোষ্ট-অফিসসমূহের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার মহাশয়দ্বয়ের নিকট প্রায় এক ঘণ্টাকাল "বহুজন্মের সুকৃতিফল, মঠের অর্থ ও কার্য্য, চিন্মাত্রবাদ, অচিন্মাত্রবাদ, কেবল-অদ্বৈতবাদ" প্রভৃতি বিচার-প্রবর্ত্তনমূলে শুদ্ধভক্তির বিষয় কীর্ত্তন করেন। তাহার সারমর্ম্ম এই,—

"আমরা কেবল এই জন্মের মাত্র-কএকটি দিনের জন্যই দেহ লইয়া ব্যস্ত; কিন্তু এই জীবনটার পরে কি আছে, আমাদের নিত্য জীবনের কি কথা, তদ্বিষয়ে একটুও চিন্তা করি না। সাধারণ মনুষ্যজাতির অন্তশ্চিন্তাস্রোত যত প্রকার মতের আলোচনা করে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সবই ছল-ধর্ম্ম।

"জগতের যত মত 'ধর্ম্ম' নামে চলে।
ভাগবত কহে, সব পরিপূর্ণ ছলে॥"

আমরা অগ্রসর হইতেছি কিম্বা আরও পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছি, তাহার একটা তুলনামূলক বিচার হওয়া প্রয়োজন। মনোধর্ম্মী সকলেরই গতি সত্যের বিপরীত দিকে। শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তবসত্যের পথে অগ্রসর হইবার কথাই শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা বস্তুতত্ত্বে চলিতে চাহেন, তাঁহারা নিজেরাই ভ্রষ্ট হইয়া যাইবেন, তাঁহাদিগকে সেই ভ্রান্তির পথ হইতে উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষ মরিবার পূর্ব্বে দু'টা ভাল কথা জানিয়া যাবুক। ব্রহ্মসূত্র, শ্রৌতসূত্র, গৌতমের কলহুঁচোর বিচার, ভারতের সহস্র সহস্র মতবাদ—সকলেরই চরম মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে, যদি শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাপাত্রগণের কৃপাকটাক্ষ লাভের বিন্দুমাত্র সৌভাগ্যও মানুষের হয়। তাহা হইলেই মানুষ দেখিবার চক্ষু পাইবে।

অদূরদর্শী লোক আয়ুষ্কালের নাবিষ্যুক্ত খাদ্য খাইয়াই দিন কাটাইতেছে। তাহারা মনে করিতেছে, উহা ছাড়া আর কিছু বস্তু নাই। কেহ কেহ বলিতেছে, জগতে থাকার প্রয়োজন নাই, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দিলেই শান্তি; যেমন শাক্যসিংহের বিচার (অচিন্মাত্রবাদ)। চিন্মাত্রবাদের কথা শঙ্কর বলিয়াছেন। কেবল-চেতন ছাড়া আর যাহা কিছু, সব মিথ্যা। আবার কেবল-অচেতনবাদীর দল altruistic idea লইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা আপত্তিক জ্ঞান-সংগ্রহে ব্যস্ত। চিন্তাস্রোতটা চেতনেরই হওয়া প্রয়োজন। "Anthropomorphism, Zoomorphism, Phytomorphism প্রভৃতি ideaগুলিই ঘুরিয়া বেড়াইব—ভাগ্যে হয় কি করিয়া খাইব কি করিয়া বিচার করিয়া দেখিব",—এই সকল চিন্তাতেই মানুষ ব্যস্ত। অচেতন বিশ্ব হইতে যে সকল idea আসিতেছে, চৈতন্যদেবের কৃপা না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ ঐ সকলের অন্তর উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

সকল শব্দই বিষ্ণুকে উদ্দেশ করে। সকল চিন্তাস্রোতই বিষ্ণুপর হওয়া উচিত। ভাগবত-শাস্ত্র না পড়িলে ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ হইবে না।

বিশ্ব বহু বস্তুর সমাহার। ঘোড়া, আম, নক্ষত্র, দেবতা, মনুষ্য—এই সকলের মধ্যে যে বিচিত্রতা বিদ্যমান, তাহার সহিত Absolute এর কি সম্বন্ধ? চৈতন্যদেব বলেন—"সকলেরই কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ।"

একটা বিকৃত শক্তি মানুষকে deludeকরিতেছে। ভগবানের কথা আলোচনা করিলে আর উহার কোপায় পড়িতে হইবে না। বিশ্বকে ভগবৎসেবক দেখিলে আর কোন দুঃখ থাকিবে না। কৃষ্ণানুশীলনের অভাবে জীবের অমঙ্গল হইতেছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী সনাতন-ধর্ম্মের মালিক। তিনি মহাপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—

"কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কৈছে হিত হয়॥"

জগতের আপ্‌ডম্ বাপ্‌ডম্ ব্যাপারে ব্যস্ত না থাকিয়া মানুষ সোজাসুজি এই কথাটা জানুক। কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগীতায় যাহা বলিয়াছেন, মহাপ্রভু এক কথায় সেই বিষয়টি বলিয়া দিয়াছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥" মানিয়া লওয়া ধর্ম্মটাই যত অসুবিধা করিতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন—"জীব, তুমি অনাদি-বহির্ম্মুখ, অন্তর্ম্মুখ ধর্ম্ম তোমাতে নিত্য; আমাকে দেবা

করিতে পারিতে, তাহা না করিয়া আমারই সেবা চাহিতেছ। Absolute হইতে উদ্ভূত হইয়াও স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করিতে গিয়া 'মায়িয়া লওয়া' বশ পাইয়াছ। তুমি নিজে নিজে প্রভু সাজিতে চাহিতেছ, কিন্তু জানিও তুমি সেবক।"

আমরা যদি তাঁহার সেবা না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেবা চাই, তাঁহাকে আমাদের খানাবাড়ীর রাইস্ত করিতে চাই, তবে আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ। ঐরূপ চিন্তাস্রোতে আমাদের কোন দিনই মঙ্গল হইবে না।"

২৯শে জুন—শ্রীল প্রভুপাদ দার্জিলিং পোষ্ট-অফিসের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রায় সেবকশর্ম্মা মহাশয়ের নিকট 'নিগুর্ণ' শব্দ ব্যাখ্যা করেন। 'নির্গুণ' বলিতে Impersonal School যেরূপ কথা বলিতে বলিয়াছেন, প্রকৃত অর্থ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিচিত্রতারহিত বস্তু হরি নহেন, তিনি অনন্ত বিচিত্রতাপূর্ণ। তেজনের বিচিত্রতা বা বিলাস আছে। জড়ের বিচিত্রতা তাঁহাতে নাই বলিয়া যে তিনি চিদ্বৈচিত্র্যরহিত হইবেন, একথা বলা নিতান্ত মূর্খতা। যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা ত' সবই পরিবর্ত্তনশীল। Everything is shifting here; কিন্তু বৈকুণ্ঠবস্তু সেরূপ নহেন। এখানকার বিচিত্রতায় জড়তা আছে। রাম, হরি, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিষ্ণুবাচক শব্দসকলের designative, আর প্রাকৃত শব্দের designative সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার।

হরি সকলের প্রভু, আর সকলেই তাঁহার সেবক। হরিকথা শ্রবণ করাও তাঁহার সেবা। যে সকল কথা জগতের ব্যবহারের জন্য, তাহার নাম 'হরিকথা' নহে। হরিকথা-কীর্ত্তনকারী গুরু, আর শ্রবণকারী শিষ্য। হরিকথা শুনিবে কে?—শুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি। শ্রবণকারী submissive হইবে। যাহারা শুনিতে বিধা বোধ করিবে, তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলে তাহাদের কিছু মঙ্গল হইবে না। শুনিতে কৌতূহল হওয়া দরকার। শ্রবণকারী inquisitive হওয়া দরকার। বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন হইলে অন্য চিন্তাস্রোত আসিবে।

'শ্রবণং', 'কীর্ত্তনং', 'বিষ্ণোঃ স্মরণং' তিনপ্রকার কার্য্য আছে। হরি ব্যতীত যে জিনিষ (বিষ), তাহার কথা ত অনেকই শুনা হইতেছে, বাল্যকাল থেকেই শুনিয়া আসা হইতেছে। হরিকথা বিষের জিনিষ। হরি, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দগুলি একমাত্র ভগবানেই প্রযোজ্য—জাগতিক কোন বস্তুতেই উহা প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা যদি অতি সৌভাগ্যবান্ হই, তবেই শুদ্ধহরিকথার অনুসন্ধান করিব। তাহা হইলেই আমরা better way pass করিব। যে দিন ভগবৎকথা আলোচনার সুযোগ না হয়, সেই দিনই দুর্দ্দিন; মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে।

৩০শে জুন—অপরাহ্ণে দার্জ্জিলিংএর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শেঠ পরশুরামজী তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীর সহিত অমায়িকতার আগমনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শেঠজীর নিকট ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তির পার্থক্য, কৃষ্ণ-ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব এবং "ভক্তিস্তয়ি স্থিরতরা", "আশ্লিষ্য বা পাদরতাম্পিনষ্টু মাম্", "নিখিলশ্রুতি-মৌলিরত্নমালা", "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা-মুখে বহু কথা হিন্দিভাষায় কীর্ত্তন করেন।

শেঠজী নানাপ্রকারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা করিয়াছেন এবং গৌড়ীয়মঠের ভক্তগণের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাবান্।

৫ই জুলাই, রবিবার—অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দার্জ্জিলিংএর শ্রীগোপেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্, শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় Coal Merchant, শ্রীবিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মচারী, শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বসু ঐ ষ্টেডক্লার্ক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ একাউন্ট্যাণ্ট্, ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল গভর্ণমেণ্ট প্লীডার প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ হরিকথা শ্রবণ করেন। (৪৮শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' ৭৮০পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

১২ই জুলাই, রবিবার—দার্জ্জিলিংএর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র সেন মহোদয় সপরিবারে মঠে আগমনপূর্ব্বক পুষ্পমালা-দ্বারা আচার্য্যপাদপদ্ম সম্বর্দ্ধিত করিলে প্রভুপাদ তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার, ভাগবতের অপমোর্দ্ধ্ব, পরোক্ষ, অপরোক্ষ ও অধোক্ষজ-বিচার, মায়াবাদীর কল্পিত ধারণা, শ্রীমূর্ত্তির বিচার, অধিরোহ ও অবরোহ পন্থা এবং

"কর্ষিতাঃ পরিতো ধরেঃ" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীমতী বার্ষভানবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রায় একঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

১৩ই জুলাই—মহারাজ কুচবিহার-ষ্টেটের Vice-President, State Council Mr. J. D. Tyson C.B.E., I.C.S. (Ex. Private Secy. to the Governor of Bengal & Presidency Magistrate Cal.) মহোদয় অপরাহ্ণ তিনটায় আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কিছুক্ষণ ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন। তাঁহার সহিত ঐ ষ্টেটের সুপার-ভাইজার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে কিছু ভগবৎপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

১৪ই জুলাই বুধবার—অপরাহ্ণে দার্জ্জিলিংএর সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এম্-এ, বি-এল্ ও শ্রীসরোজনাথ সেন গুপ্ত বি-এল মহাশয়গণ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শনার্থ আগমন করেন। তাঁহারা যথারীতি আচার্য্য বন্দনা করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট কিছুক্ষণ যাবৎ "অক্ষজবাদীর অনুকৃতি" প্রবন্ধ নদীয়া-প্রকাশ হইতে পাঠ করিয়া তৎপ্রসঙ্গে বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন।

এই দিবস সন্ধ্যায় স্থানীয় Reverend Canon C.G. Pearson শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন করিয়া প্রায় ১ঘণ্টাকাল নানাপ্রকার পরিপ্রশ্ন-মুখে হরিকথা শ্রবণ করেন।

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

গত ৩রা শ্রাবণ, ১৯শে জুলাই (১৩৩৬) রবিবার বেলা ১০॥ ঘটিকার মধ্যে দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের প্রাকট্য লীলা করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের আবেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ শ্রীধর মহারাজ গোস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ, শ্রীপাদ গান্ধীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যকোবিদ, শ্রীমান্ প্রমথনাথ রায় প্রমুখ সেবকবৃন্দ সিংহাসনাদির কারুকার্য্য ও মূদায় এবং শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন সম্পাদন করেন।

বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সমাগত বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এবং জনসাধারণকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছিল।

স্বাধীন-ত্রিপুরা-ষ্টেটের যুবরাজ গোস্বামী ও মহারাজ-কুমারী; তাঁহাদের পরিচারিণী ইংরাজ-মহিলা সিস্টার বেকার; কর্ণেল ও, সি, পুলে, ত্রিপুরা মহারাজের Chief of Personal Staff; ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনশ্বর সেনগুপ্ত; বাবু আত্মারাম ও ত্রিপুরা-ষ্টেটের অপরাপর কতিপয় কর্ম্মচারী; কুচবিহার ষ্টেটের সুপারভাইজার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখার্জি; শ্রীযুক্ত জানকী বাবু, ঐ ষ্টেটের Vice President এর Office Supdt. এবং কাউন্সিলের কতিপয় মেম্বার; ডিবে-টিয়ান সর্দ্দার বাহাদুর S. W. Ladenlaw, Retd. Supdt. of Police; বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী a/c Planters Club; Dy. Magistrate বিনোদচন্দ্র সেন; ডাঃ এস, কে, পাল; শেঠ পরশুরামজী এবং দার্জ্জিলিংবাসী ও প্রবাসী প্রায় সমুদয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

মধ্যাহ্নকালে সকলের মহাপ্রসাদ-সম্মান-সময়ে শ্রীপ্রভুপাদ অনর্গল প্রসাদ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ভগবৎকৃপায় আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল—যদিও তৎপূর্ব্বদিবস পর্য্যন্ত তিনদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়াছে এবং উৎসবের পরদিবসও প্রাতঃকাল হইতে আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ এই দিবস মধ্যাহ্ন ও রাত্রে বহুক্ষণ যাবৎ সমাগত ব্যক্তিগণকে হরিকথা শ্রবণ করান। Col. Pulley ও Ladenlaw সাহেব মনোযোগের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন।

[লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে নিম্নলিখিত নিমন্ত্রণ-পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়, অপার্কুলার রিলা, বার্ক্সিলিং, ৮।৭।৩৬

সবিনয় নিবেদন পূর্ব্বক নিবেদনমেতৎ—

আগামী ৩রা শ্রাবণ ১৮ই জুলাই ১৯ ইংরাজী রবিবার প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় বঙ্গদেশের বিদ্যাবত্তালীন রাজধানী বার্ক্সিলিং নগরে রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত প্রদেশে 'অপার্কুলার রিলা' নং ৩ক রাস্তাস্থ সম্প্রতি ক্রয়করা-প্রাপ্ত ভূমিতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শুভবিজয়োৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌরকিশোর-গিরি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাখা-স্বরূপ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-জীউ-শ্রীবিগ্রহ-সেবা-প্রকাশ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক-মহোৎসব সম্পাদিত হইবে। মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভবিজয়োৎসব-প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে শুভাগমন পূর্ব্বক যোগদান করিলে শ্রীবিগ্রহগণের-সেবার সৌভাগ্য আমাদের বিশেষ চিরস্মরণীয় থাকিবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায় মহামহোপদেশক ভক্তিসাঙ্খ্য ভক্তিশাস্ত্রী (সোয়ামী)
শ্রীমিলিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল মহামহোপদেশক ভক্তিবারিধি ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীকৃষ্ণবিহারী অধিকারী (মহামহোপদেশক বিদ্যাভূষণ আচার্য্যপ্রবর)
—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকত্রয়।]

লণ্ডনে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব-উপলক্ষে

ব্যাকিংহাম-প্যালেস্ রোডে ডাঃ দাসের বক্তৃতা

গত ৯ই জুলাই বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে লণ্ডন-ব্যাকিংহাম প্যালেস্ রোডের রবেন্স্ হোটেলে গৌড়ীয়মঠ-মিশনের একটি অভ্যর্থনা-সমিতি আহূত হয়। মাননীয় স্যর অতুল চ্যাটার্জী ঐ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের সেক্রেটারী ডাক্তার সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ পিএইচ-ডি প্রত্নবিদ্যাবিশারদ মহোদয় ঐ সভায় বেদ, বেদান্ত, গীতা ও পাঞ্চরাত্রিক বিধান-মতে সমাজ প্রাথমিক তপঃসমুদ্ভবিধান হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তির বিচার কিভাবে ক্রমপর্য্যায়ে বিকশিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটি শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বিশেষভাবে সমাদৃত ও উচ্চপ্রশংসিত হইয়াছিল। লর্ড প্যামিংটন মহোদয় বক্তাকে বক্তার কথিত বিষয়-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নাম-কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

Lord Lamington, Sir Atul & Lady Chatterjee, Sir Miles & Lady Irving, Sir Ganen & Lady Roy & their two daughters, Sir Abdul & Lady Qadir, Sir Edward Maclagan (absent), Herr Helmann, Dr. H. N. Randle (Librarian, India Office Library), Dr. C. A. Rylands (Prof. of Sanskrit), Mr. Hy. S. L. Polak (absent), Mr. M. M. L. Polak, Mrs. Josephine Ransom (General Secy Theosophical Society in England), Mrs. N. Langdom Thomas, Miss Ashworth (Bar-at-law) and her friend, Lady Chatterjee's friend, Miss Stella Mead, Miss Laredo & her sister, Prof. R. K. Sorabji, Mr. S. Kamaluddin Ahmad, Mr. F. H. Brown (Secy. East India Association), Mr. F. J. P. Richter (Secy. India Society), Dr. K. M. Pardhy (absent), Dr. Hingorani, Mrs. Lalita Mukerji, Dr. & Mrs. D. N. Dutt, Mr. Kumar Tusher Ray, Mr. U. N. Sur, Mr. Banerji, Mr. S. Kabadi, Mr. Thakurdas Fahtechand and his friend, Miss Anderson (cousin of Lord Carmichael), Miss Celia Bowtell, Mr. Ralph Woolfstein, Mr. Arthur Jackman (Secy. World Congress of Faiths), Mrs. Coote (Congress of Faiths), Rabbi Dr. Mattuck (absent), Dr. Mehta, The Saudi Arabian Minister (absent), Sir Albion Banerjee, Mr. & Mrs. R. S. Nehru (absent), Dr. L. D. Joshi (absent) and a few others.

ডাঃ সচ্চিদানন্দ দাস-সম্বন্ধে স্যর অতুল

ভারতীয় সিভিলসার্ভিসে বঙ্গের উচ্চতম পদ ভূতপূর্ব্ব হাইকমিশনার স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাই-সি-এস্ বর্ত্তমানে বিলাতের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য। পাঠকগণ অবগত আছেন, তিনি ৯ই জুলাইএর রবেন্স্ হোটেলে যে সভা হইয়াছিল, তাহার সভাপতি ছিলেন।

ঐ সভায় লণ্ডনস্থ গৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী প্রত্নবিদ্যাবিশারদ এম্-এ (ক্যাল্), পিএইচ্-ডি (লণ্ডন) মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তদুপলক্ষে তাঁহার পরিচয়-প্রদান-সময়ে মাননীয় সভাপতি মহোদয় বলিয়াছেন যে, আমাদিগের আবাহনকারী ডাঃ সচ্চিদানন্দ দাসের পরিচয় আমার নিকট হইতে আর আপনারা কি শুনিবেন ? ইনি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের একজন পারঙ্গমী মনীষী। পাশ্চাত্ত্য-দর্শনেও তাঁহার প্রচুর পরিমাণে অধিকার এবং বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানে তাঁহার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে। ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাসে এবং ধর্ম্মবিষয়ের দার্শনিক আলোচনায় তাঁহার যে গভীর প্রবেশ আছে, তাহা আপনারা তাঁহার বাক্য হইতেই অবগত হইবেন। ভক্তির মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া গবেষণাকারী মনীষিগণের মধ্যে নানাপ্রকার আলোচনা দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, ভক্তি খ্রীষ্টধর্ম্ম বা ইস্লাম-ধর্ম্ম হইতে স্থূল লাভ করিয়াছে, উহা ভারতবাসী আর্য্য হিন্দুগণের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তিগণের মতে ভক্তি হিন্দুগণেরই সম্পত্তি। ভক্তির উৎপত্তি ও প্রসার খ্রীষ্টের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই কি-প্রকারে হইয়াছিল, তাহা ডাঃ দাস প্রমাণ-সহকারে আমাদের নিকট ব্যক্ত করিবেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, তাঁহার বক্তৃতা সর্ব্বতোভাবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ (learned) হইবে।

বক্তৃতান্তে তিনি বক্তার প্রশংসা করিয়া অনেক কথা বলেন।

তার মাইল্স্ আরভিন্, শঙ্করাচার্য্যের কথিত ও আবৃত "ব্রহ্মাহমস্মি" প্রভৃতি মায়াবাদীর শ্রুতিব্যাখ্যা বৈষ্ণব-দর্শনের বিচারে কিরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে বলেন। অদ্বৈতবাদের বিচার ভক্তির প্রতিকূল প্রভৃতি বিষয় ডাঃ দাসের নিকট প্রশ্নে তিনি সমধিক আনন্দ প্রকাশ করেন। সভাপতি মহাশয় গ্রাম-প্রসাদে কালীভক্তিবিষয়ক গীতি এবং শিবভক্তি প্রভৃতি কেন ভক্তিপদবাচ্য নহে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে বলেন। তদুত্তরে ডাঃ দাস যে-সকল বিষয় বলিয়াছেন এবং ভক্তির নির্ম্মলতা বিষয়ে যে-সকল বিভিন্ন প্রকাশসমূহ আছে, তাহা শ্রবণে Dr. Betty Heimann অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন। বক্তৃতান্তে সভা-ভঙ্গের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া শ্রোতৃবর্গের পক্ষ হইতে সন্তোষ-তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল শ্রীযুত কামরুদ্দিন আহাম্মদ সাহেব আই-ই-এস্ সাহেব সম্প্রতি লণ্ডন সহরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অমায়িকতা ও সৌজন্য তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি একবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীধাম-পুরে আগমন করিয়া নিজ মহত্ত্বের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয়মঠের সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি প্রখ্যাতনামা সামসুল উলেমা সাহেব লণ্ডনস্থ গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে ডাঃ দাসের সহিত আলাপ করিবার মানসে গিয়াছিলেন। ডাঃ দাসের উক্ত বক্তৃতাস্থলে তিনি উপস্থিত থাকিয়া প্রচুর পরিমাণে তাঁহার মহত্ত্ব ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের বার্ষিক অপ্রকটোৎসবের বাসরেও লণ্ডনে উক্ত বিদ্বৎসভা হইয়াছিল। ডাঃ দাস তাঁহার প্রবন্ধ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন বলিয়া প্রবন্ধপাঠের পর সেই সভায় প্রচার করেন।

বিভিন্ন মতবাদ আলোচনার জন্য যে বিশ্বসঙ্ঘ চারিটী বক্তৃতার ডাঃ দাসকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেখানে ওঁরা ফুলাই তাহার প্রথম অধিবেশনে ডাঃ দাস উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিভিন্নসম্প্রদায়ের পাঁচশিষালী কথার যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে বারআনা চেয়ার বিক্রীতভাবে পতিত ছিল।

স্বধামে ঢাকার ইঞ্জিনীয়ার অশ্বিনী বাবু

"গৌড়ীয়ে"র ১৩শ বর্ষের ৫০তম সংখ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ ঢাকা-শ্রীরাধাগৌড়ীয় মঠের একজন আদর্শ মঠ-সেবক ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুৎ সজ্জনসুহৃৎ প্রভুর নির্য্যাণ-সংবাদ আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। আবার ১৪শ বর্ষের শেষে ঢাকা-শ্রীরাধাগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের পরিকল্পনায় পরমোৎসাহী এক সজ্জন ব্যক্তির ইহলোক-পরিত্যাগের সংবাদ আমাদের নিকট উপস্থিত হওয়ায় আমরা পরমমঙ্গলময় ভগবানের স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রতিই

নমস্কার বিধান করিতেছি। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার অশ্বিনীকুমার দাস, বি-ই গত ২৪শে আষাঢ় (১৩৪৩), ৮ই জুলাই (১৯৩৬) বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ১২ ঘটিকার সময় কলিকাতা ৪৪।৪ কে, সেক্সপীয়র সরণীস্থ তাঁহার আত্মীয়ের ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৮ই মে, তিনি ঢাকা হইতে দার্জিলিংএ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গমন করেন এবং দার্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যালয়ে (অবস্থান ভিলায়) কিছুকাল অবস্থান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ দার্জিলিংএ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গমন করিবেন অবগত হইয়া অশ্বিনী বাবু দার্জিলিং-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় হইতে "জোতিউ হোটেলে" স্থান পরিবর্ত্তন করেন।

শ্রীভগবান্ ও শুদ্ধহরিকথা-কীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সংসঙ্গলাভ এবং শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রধান-কেন্দ্র শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবায় অশ্বিনী বাবুর বিশেষ উৎসাহের পরিচয় ও সেবা-সুকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া গৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ৩০শে জুন শয়ন-একাদশী-তিথিতে সপার্ষদে "জোতিউ হোটেলে" কৃপাপূর্ব্বক শুভপদার্পণ করিয়া অশ্বিনী বাবুকে দর্শন দান করেন। মহাপুরুষবর্য্যের বাণী-শ্রবণ ও পাদপদ্ম-দর্শন অশ্বিনী বাবুর অন্তিমকালের একটি অপ্রত্যাশিত নিত্য-মঙ্গলের পরিচায়ক। পৃথিবীতে জাত-ব্যক্তি-মাত্রকেই মরিতে হয়, কিন্তু অন্তকালে বিষ্ণুজনগণের বাণী-শ্রবণ ও দর্শন-লাভ যাহার-তাহার ভাগ্যে ঘটে না। কপালে যাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজটীকা আছে, তাঁহারাই অন্তিমকালে এইরূপ জগদ্গুরুর বাণী-শ্রবণ ও শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনের সুযোগ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। অশ্বিনী বাবুর এই সৌভাগ্যটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মহনীয় ও সকল সৌভাগ্যের মুকুটমণি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার বাস্তবসত্য-প্রচারের প্রতি অশ্বিনী বাবুর গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরী ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর বিজয়কেতন উড্ডীন হউক, ইহা তিনি আন্তরিকভাবে ইচ্ছা করিতেন। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইলে অশ্বিনী বাবুর ভক্তিমতী একমাত্র শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সংস্রব ঘনিষ্ঠভাবে রাখিতে পারিলে গুরুতর অসুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া অশ্বিনী বাবুকে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্য প্রকারান্তরে উপদেশ প্রদান করেন; তদুত্তরে অশ্বিনী বাবু বলেন,—শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের বাণীতে যে পরমসত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতাবশতঃ তিনি সর্ব্বতোভাবে জীবনে পালন করিতে না পারিলেও যে ব্যক্তি সেই পরম-সত্যের প্রতি অন্তরেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদান করিবেন, তিনি যত শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়ই হউন না কেন, তাঁহাকে তিনি চিরতরে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। তদবধি সেই উপদেষ্টা অশ্বিনী বাবুকে আর বিরক্ত করেন নাই।

যে বৎসর (১৯২১, অক্টোবর) ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রকাশিত হন, সেই বৎসরই অর্থাৎ ইংরাজী ১৯২১ সালের এপ্রিলমাসে অশ্বিনী বাবু ঢাকা-মিউনিসিপ্যালিটীর ইঞ্জিনীয়ারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঢাকায় আগমন করেন। সেই সময় ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রমী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট তিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বাণীর সহিত পরিচিত হন। তখন ঢাকা ঠাটারী-বাজার পল্লীতে তাঁহার বাসা ছিল। তৎপরে ওয়ারীতে তিনি বাসা পরিবর্ত্তন করেন। সেই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত হন এবং কিছুকালের মধ্যেই মঠবাসী ও মঠসেবক ব্রহ্মচারী হইয়া "শ্রীগ্রামসেবক ব্রহ্মচারী" নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মচারী গ্রামসেবক তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতা ও একনিষ্ঠতা দ্বারা মঠের সেবা করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সর্ব্বতোভাবে মঠাশ্রয় করায় সাধারণ ভোগী বিষয়িগণের ন্যায় অশ্বিনীবাবু মঠের প্রতি হতাদর না হইয়া অধিকতর অনুরাগীই হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী গ্রামসেবকও কিছুকাল পূর্ব্বে স্বধামে গমন করিয়াছেন।

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের একটি স্থায়ী স্থান হউক, ইহা ইঞ্জিনীয়ার অশ্বিনীবাবুর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। মঠ-সেবকগণ ঐরূপ স্থানের জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত না থাকিলেও যেন গুরুগৌরাঙ্গের প্রেরণাক্রমেই অশ্বিনীবাবুর পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় ও অন্যান্য আগ্রহাতিশয্যে মঠসেবকগণ শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের স্থায়ী স্থান বা মন্দিরাদি নির্ম্মাণের জন্য

উদ্যোগী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর যে জমিটি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নিকট বিক্রীত হইয়াছে, সেই জমিটি মঠের প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া অন্য কোন লৌকিক সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হউক, কোন অভিসন্ধিবশতঃ এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সহকর্ম্মী প্রধান কর্ম্মচারিগণের অন্যতম কোন ব্যক্তি ইঞ্জিনীয়ার বাবুকে লিখিতভাবে ১০০টি প্রশ্ন করেন। সুবিচক্ষণ অশ্বিনীবাবু প্রত্যেকটি প্রশ্নকে সুযুক্তিমূলে খণ্ডন করিয়া যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রতিপক্ষ নীরব ও নিস্তেজঃ হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ জমিটি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের নিকট বিক্রয় করাই মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ সমীচীন প্রস্তাবরূপে গ্রহণ করেন। কতকগুলি বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে অশ্বিনীবাবু আমাদিগকে পরে জানাইয়াছিলেন যে,—ঐ সকল প্রশ্নের কিরূপভাবে সমাধান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলে রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিতে পান যে, আচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু তাঁহার মস্তকে শুভবরিষণা প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার কোন ভয় নাই, সমস্ত অসুবিধা ভগবৎকৃপায় বিদূরিত হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যকর্ত্তৃক শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি-সংস্থাপনকালেও অশ্বিনীবাবুর উৎসাহ ও উদ্যম আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছিল। আচার্য্যকর্ত্তৃক ভিত্তিসংস্থাপনের জন্য তিনি তাঁহার বাস্তুবিদ্যা-কৌশল ও নিপুণতা-দ্বারা একটি নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুবৃহৎ ভিত্তিপ্রস্তর উত্তোলন ও নিক্ষেপণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের জমির বিপরীত দিকে অবস্থিত অশ্বিনী বাবুর ভবনে অপ্রত্যাশিতভাবে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকার প্রসিদ্ধ "লোহার পোল" যখন তাঁহার অধ্যক্ষতায় পুনর্নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন একটি লোহার শিকল ছিন্ন হইয়া তাঁহাকে এরূপ আহত করে যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের তদানীন্তন প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের শুভেচ্ছায় তিনি সংজ্ঞালাভ করেন এবং শয্যাশায়ী থাকিয়াই বহু পরিশ্রম-সহকারে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের মন্দির ও নাটমন্দিরাদির একটি সমগ্র পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তিনি প্রায়ই তাঁহার গৃহে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও অন্যান্য প্রচারকগণের পাঠ শ্রবণ করিতেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বক্তৃতায় শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ২৪শে জুলাই প্রাতে সপার্ষদে দার্জ্জিলিং হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিটে বক্তৃতায় শুভবিজয় করিয়াছেন। বক্তৃতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে ষ্টেসন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া হস্তী, সুসজ্জিত যান, ঐকতান বাদ্য, পতাকা, জোপ-ধ্বনি প্রভৃতি সমন্বিত এক বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে প্রথমে হিন্দুধর্ম্ম-সভা-গৃহে আনয়ন করেন। তথায় বক্তৃতার সজ্জন-সাধারণের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা-সমিতি এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ও বাদলার জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ সরকার মহোদয় তাঁহাকে রৌপ্যাধারে সংরক্ষিত দুইটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। প্রভুপাদ তদুত্তরে প্রত্যভিভাষণ মুখে ভগবৎসেবা-বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ উপদেশ দেন। অতঃপর তাঁহাকে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র বাবুর গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় একদিন (২৫শে জুলাই) অপেক্ষা করিয়া তিনি আগামী কল্য (২৬শে জুলাই) আসামমেলে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন।

সেবা-কীর্ত্তি

ঢাকানিবাসী পেন্সনপ্রাপ্ত সবজজ রায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী বাহাদুর এবং তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুনীতিপ্রভা দেবী শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রৌতবাণীতে আকৃষ্ট হইয়া আচার্য্যচরণে অনুরাগবিশিষ্ট আচার্য্যের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে দৈনন্দিন পাঠ ও সাপ্তাহিক বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে যোগদান এবং পারমার্থিক "গৌড়ীয়"-পত্রের আলোচনা তাঁহাদের কৃত্য হইয়াছে। সংসারে

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাস করিয়াও সম্ভ্রান্ত ধনীবান্ রায় বাহাদুরের সরলতা, দীনতা এবং শ্রোতৃবাণীতে আকৃষ্টি বিশেষ প্রশংসনীয়। সম্প্রতি ইঁহারা উদ্যোগে ঢাকা-শ্রীরাধাগৌড়ীয়মঠে নূতন শ্রীমন্দিরের শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীর একটি বৃহৎ ও কারুকার্য্যখচিত অতি সুন্দর সিংহাসন নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফল—হরিসেবায় আত্মনিয়োগ। আমরা ইঁহাদের সেবাবৃত্তি-দর্শনে পরমানন্দিত হইয়া পরমকারুণিক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে ইঁহাদের সেবাবৃত্তির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিতেছি।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বাণী-প্রচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর)

কাশীতে—স্বামীজী (বন মহারাজ) ৫ই এপ্রিল প্রাতে ঢাকা-শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়া বেনারস্ ডিভিসনের কমিশনার মিঃ পাল্লালালের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিঃ পাল্লালাল পূর্ব্ব বহুবৎসর যাবৎই গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে বিভিন্ন প্রকারে আনুকূল্য করিয়া আসিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন তিনি লণ্ডনে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ও তিনি সস্ত্রীক লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে গিয়া ভক্তিসহকারে মহা-প্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দিরের সম্বন্ধে উল্লেখ করিলে মিঃ পাল্লালাল তৎক্ষণাৎই কাশীর মাননীয় মহারাজ বাহাদুরকে বন মহারাজের আগমনের বার্ত্তা টেলিফোনে জ্ঞাপন করান।

কাশী-নরেশ-গৃহে—৫ই এপ্রিল অপরাহ্ণে স্বামীজী বেনারসের মান্যবর মহারাজ বাহাদুরের রামনগরস্থ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া মহারাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ পাশ্চাত্য দেশের আচার-ব্যবহার, বিষ্ণুধর্ম্মের প্রচার-প্রকারের বহুবিধ অনুসন্ধিৎসাপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বিশেষ আগ্রহভরে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বন মহারাজের সহিত আলাপ করেন। মহারাজ বাহাদুরের সঙ্গে ছিলেন তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও একাউন্টেন্ট্ জেনারল্।

লণ্ডনে সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুমন্দির যে গৌড়ীয়মঠের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে মহারাজ বাহাদুরের বিশেষ সহানুভূতি ও উৎসাহ আছে। পরদিবস পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্যজী এবং বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত কমিশনার মহোদয়ের সহিতও স্বামীজী পাশ্চাত্যে বিষ্ণুধর্ম্ম-প্রচার-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মালব্যজী তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বেনারসে থাকাকালে স্বামীজী মহারাজ প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

প্রয়াগে—১লা এপ্রিল প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীপাদ বন মহারাজ স্থানীয় খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার-এট্-ল মিঃ গিরিধারীলাল আগরওয়ালার সহিত লণ্ডনে মন্দির-স্থাপন-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরদিবস প্রয়াগ হইতে স্বামীজী মহারাজ দিল্লী যাত্রা করেন।

দিল্লীতে—৯ই এপ্রিল শ্রীপাদ বন মহারাজ ত্রিবাঙ্কুরের মহামান্য মহারাজ বাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ডাঃ পিল্লাই মহোদয়ের সহিত দেখা করেন। ঐ দিবস স্বামীজী মহা-রাজ ভারতসরকারের রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারী Sir Bertrend Glancy, K. C. I. E., C. S. I. মহোদয়ের সহিত প্রস্তাবিত লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উক্ত কার্য্যে Sir Bertrendএর বিশেষ সহানুভূতি আছে প্রকাশ করেন এবং তিনি আশা করেন যে, এই মহৎকার্য্যে ভারতের হিন্দুরাজন্যবর্গ সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন।

পরদিবস স্বামীজী মান্যবর রাধাকৃষ্ণ আয়ার এবং যুদ্ধের মান্যবর মহারাজা রঘুনন্দনপ্রসাদ সিং মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৌড়ীয়মঠের কথা বলেন।

১১ই এপ্রিল বরদা রোডে বেনারস মহারাজের চিফ্ সেক্রেটারী ও প্রাইভেট সেক্রেটারী মহোদয়দ্বয়ের সহিত স্বামীজীর দ্বারকথা আলোচনা হয়।

ভাবনগর মহারাজ ও স্যার প্রভাশঙ্কর—১৩ই এপ্রিল প্রাতঃকালে ভাবনগর-প্রাসাদে ভাবনগর মহারাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতে ও পাশ্চাত্যে গৌড়ীয়মঠের প্রচারবার্ত্তা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। তৎপর মহারাজ বাহাদুরের দেওয়ান শ্রীযুক্ত স্যার প্রভাশঙ্কর পাট্টানি স্বামী বনের সহিত পাশ্চাত্যে বিষ্ণুধর্ম্মের প্রচার এবং লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের মন্দির-স্থাপনের পরিকল্পনা কি প্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে প্রায় দুইঘণ্টাকাল বিশদভাবে আলোচনা করেন। স্যার প্রভাশঙ্করের ধর্ম্মানুরাগ প্রশংসনীয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪০, ২৭শে জুলাই, ১৯৩৩ | ৪৯শ—৫০তম

দ্বিতীয় বর্ষ-সপ্তকের প্রবন্ধ-সূচী

৪৯শ ও ৫০তম এই যুগ্মসংখ্যায় গৌড়ীয়ের চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হইল। "গৌড়ীয়"র সপ্তমবর্ষের শেষে প্রথম সাত-বৎসরের প্রবন্ধ-সমূহ অবয় ও ব্যতিরেক বিচারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া একটি সুবৃহৎ সূচী প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সেই সূচীতে প্রথম সাতবৎসরের প্রবন্ধাবলীর একটি বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। ঐ সূচীটি যে কত মূল্যবান্ ও নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহা গৌড়ীয়ের ঐকান্তিক পাঠক ব্যতীত অপরে সহজে ধারণা করিতে না পারিলেও ঐ সূচীটি যে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ইতিহাস এবং পৃথিবীর ধর্ম-সম্প্রদায়ের বহুমূল্য তথ্যরাজি অনুসন্ধান ও আলোচনার দর্পণ-স্বরূপ, ইহা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ও করিতে পারিবেন।

সাধারণ পাঠকগণের নিকট 'সূচী' বা 'সূচিকা' প্রভৃতি অনেক সময় অপ্রয়োজনীয়াংশ, এমন কি অপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু ঐকান্তিক পাঠক সূচিকা ও সূচীর দ্বারা বিরাট বিপুলকায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ অতি সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন। যাঁহারা গ্রন্থ, নিবন্ধ বা মৌলিক প্রবন্ধাদি রচনা করেন এবং যাঁহাদের প্রকৃত গবেষণা-দ্বারা তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হয়, তাঁহারা সূচীর কতটা প্রয়োজনীয়তা আছে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারেন।

আচার্য্যের আদেশক্রমে আমরা "গৌড়ীয়"র সপ্তম-বর্ষের শেষে গৌড়ীয়ের প্রথম বর্ষসপ্তকের সূচী পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিয়াছিলাম। "গৌড়ীয়"র চতুর্দ্দশবর্ষের শেষে আবার আচার্য্যেরই অভিলাষানুসারে "গৌড়ীয়ে"র দ্বিতীয় বর্ষসপ্তকের একটি বিস্তৃত সূচী প্রকাশ করিলাম।

এই সূচী-নির্ম্মাণ-কার্য্যে যে কিরূপ পরিশ্রম, ধৈর্য্য, সময় ও বহু একনিষ্ঠ সাধকগণের সম্মিলিত-সেবার আবশ্যকতা আছে, তাহা একার্য্য যাঁহারা হাতে-কলমে না করিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সূচী কিরূপ পরিশ্রমের ফল এবং সমগ্র সাহিত্য-জগতের প্রতি গৌড়ীয় মঠের একটি বিশেষ অবদান, তাহাও এই কার্য্যের মধ্যে যাঁহারা প্রবিষ্ট, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ প্রৌঢ় মহারাজ, স্বধাম-গত পণ্ডিত কলিবৈরী বেদান্তভূষণ, মন্ত্রোপদেষ্টৃ শ্রীযুৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী গ্রন্থবিদ্যালঙ্কার ও আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের সমবেত ও ঐকান্তিকী গুরুসেবাময়ী চেষ্টায় গৌড়ীয়ের প্রথম বর্ষ-সপ্তকের সূচী প্রস্তুত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষসপ্তকের সূচী ঐকান্তিক গুরুসেবানিষ্ঠ আদর্শচরিত্র আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রায় একবৎসর কালব্যাপী সেবার ফলে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমদ্গৌড়ীয় মঠের অনেকজন পণ্ডিত ব্রহ্মচারী ও সেবক বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। অতএব গৌড়ীয়ের বর্ত্তমান যুগ্ম সংখ্যার প্রবন্ধের পরিবর্ত্তে অধিকাংশই সূচী প্রকাশিত দেখিয়া কেহ মনে না করেন যে, "গৌড়ীয়ে"র স্তম্ভ অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে। কোন বুদ্ধিমান্ পাঠকই এরূপ মনে করিতে পারেন না, তাহা আমরা জানি।

প্রথম সাতবৎসরের সূচী অপেক্ষা দ্বিতীয় সাতবৎসরের সূচী অধিকতর দীর্ঘ হইয়াছে এবং কতিপয় অধিক বিষয়-বিভাগও ইহাতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ৪৯শ ও ৫০তম—এই যুগ্ম সংখ্যায় অন্যান্য প্রবন্ধাদির সহিত নির্ঘিঘ্নে চারি কর্ম্মার অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠায় ও কলমে মুদ্রিত করিয়াও এই সূচী শেষ করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত "বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি"গ্রন্থের ৪র্থ সংখ্যায় 'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকার চব্বিশ বৎসরের প্রবন্ধ-সূচী প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তিকালে ইংরাজী সজ্জনতোষণী বা Harmonist পত্রের বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সূচী, 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে'র এগার বৎসরের সূচী, হিন্দি 'ভাগবত' পত্র, উৎকল-ভাষায় প্রচারিত 'পরমার্থী', আসামী ভাষায় প্রকাশিত "কীর্ত্তন" পত্রের প্রবন্ধাবলীর সূচীও "মঞ্জুষা-সমাহৃতি"তে এক-কালে স্থান পাইবে। "সজ্জনতোষণী"র সূচীটি যে সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও আচার্য্যগণের চরিত্রের কত প্রামাণিক ও বহুমূল্য উপকরণ, তাহা "জয়শ্রী" ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র আলোচনা-কালে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি। "নিবেদন" পত্রের পারমার্থিক অংশের সূচীটি বৈষ্ণবমঞ্জুষার প্রকাশিত থাকিলে আচার্য্য-চরিত্রের অনেক উপকরণ সংগ্রহের পক্ষে সুযোগ হইত। ভবিষ্যতে যাঁহারা বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের আকর ইতিহাস ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ রূপানুগ সম্প্রদায়ের এবং শুদ্ধভক্তিবিনোদধারার ইতিহাস অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারা 'সজ্জনতোষণী' 'The Harmonist', 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ', 'পরমার্থী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সূচীর মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

গৌড়ীয় দ্বিতীয়বর্ষ-সপ্তকের সূচী নিম্নলিখিত-ক্রমে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে :—

১। বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন, ২। বিভিন্ন বিষয়ের সূচী, ৩। চয়ন, ৪। প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভের সূচী, ৫। প্রাপ্ত-পত্রের সূচী, ৬। শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র, ৭। সমালোচনার সূচী, ৮। সাময়িক-প্রসঙ্গ ও বিবিধ প্রসঙ্গ, ৯। শ্রীল প্রভুপাদ-সম্বন্ধীয়, ১০। বৈষ্ণব-জীবনী, ১১। বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ, ১২। শ্রীব্যাসপূজা, ১৩। স্থান-সূচী ও ১৪। গৌড়ীয়ের চিত্র-সূচী।

অতঃপর স্বতন্ত্রভাবে গৌড়ীয় ১৪শ বর্ষ উত্তরার্দ্ধের (২৬শ-৫০তম সংখ্যা) প্রবন্ধ-সূচী এবং সমগ্র ১৪শ বর্ষের (১ম-৫০তম সংখ্যা) চিত্র-সূচী প্রদত্ত হইতেছে।

গৌড়ীয় দ্বিতীয় বর্ষ-সপ্তকের প্রবন্ধ-সূচী

[অষ্টম বর্ষ হইতে চতুর্দশবর্ষ গৌড়ীয়ের বিভিন্ন বিষয়-বিভাগ-ক্রমে প্রবন্ধ-সূচী ;
প্রবন্ধের নাম, বর্ষ, সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক যথাক্রমে সন্নিবিষ্ট]

বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন

অদ্বৈত মতবাদ খণ্ডন

প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র ৯।১৪।২৬১
প্রতিবাদ ৯।২০।৩৪৫,২১।৩৬৯,২২।৩৮৭
প্রচার-সাফল্য ৯।২১।৩৬১
প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে ৯।২১।৩৬৬
বাণীপূজা ৯।২৪।৪২৯,২৫।৪৪৬
শ্রীসন্দি-সঙ্ঘ ১০।১২।১৮৪
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ১১।১৭।২৬১
'রূপ-সনাতনের জাতি' (?) ১১।২৮।৪০৭, ১৩।২।৩
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ১১।৩৭।৪১৭
জাতি-বিচার ১১।৪০।৬২৪
পরমেশ্বর-কৃষ্ণ ও অনুগতকৃষ্ণ ১৪।২।১৭
সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয় ১২।১০।১৪৫, ১২।১৮৭, ১৪।২০৯, ১৭।২৪৯, ১৮।২৭৪
নিঃস্ব নারায়ণের (?) জন্মকথা ! ১২।১৩। ১২৩, ১৬।২৬৬
ভোগবাদ ও ভক্তি ১৩।৪৪।৬৮৯
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৩।৪১।৬৫৩, ৪৪। ৬৮১, ৪৫।৬৯৭, ৪৬।৭১৩, ৪৭।৭১৯

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ খণ্ডন

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ ৮।৪৫।৭০৫
শ্রীসন্দি-সঙ্ঘ ১০।১২।১৮৪
শ্রীপ্রেরকের প্রতি ১১।১৬।৪৪৩
রূপ-সনাতনের জাতি (?) ১১।২৮।৪০৭, ১৩।২।৩
শ্রীগৌর-পরিচয় ১১।৩১।৪৮১
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ১১।৩৭।৪১৭
মনোধাবনা ১১।৩৭।৪৮০
সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয় ১২।১০।১৪৫, ১২।১৮৭, ১৪।২০৯, ১৭।২৪৯, ১৮।২৭৪
অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্যদেব ১৩।৭।১০৪, ৯।১০৭, ১০।১৪৭
শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীধরস্বামী, বিষ্ণুপুরী, রায় রামানন্দ—সকলেই মায়াবাদী !!! ১৩।১৪।২১৫, ১৪।৪০২
অষ্টোত্তরযোগ-স্নান ও হরিসেবা ১৩।২৮। ৪১৫
'তারতম্য' ও ভক্তিপথ ১৪।১৯।২৮৯

কর্ম্মবাদ খণ্ডন

অগ্নিষ্বাত্তার জন্মরহস্য ৯।২২।৩৮৪
কবুতুচোর বিচার ১০।৩৪।৪২৯
পদ্মোপাসনা ১১।৩৭।৪৮০
অষ্টোত্তরযোগ-স্নান ও হরিসেবা ১৩।২৮। ৪১৫

ভক্তদ্রোহ-বাদ খণ্ডন

বিষ্ণুধর্ম্ম ও প্রভুধর্ম্ম ১০।৪৯।৭৬৫
সদ্গুরু ১১।২১।৩২৫

গৌরনাগরী মতবাদ খণ্ডন

গৌর-নাগরীর কুনাট্য ১০।৮।১২৮
নকলমহাজন-বিরচিত গৌরনাগরী মত ১০। ১০।১৪৩
প্রাপ্তপত্র ১০।১১।১৬৯

গৌড়ীয়বিরোধি-মতবাদ খণ্ডন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি ? ১১।১০, ২।২২, ৫।৪৬, ৪।৫৯, ৮।১২৪, ৯।১৪৩, ১৩।২০৯, ১৮।২৬৮, ১৯।৩০৫, ২০।৩১৮
বৈষ্ণব-কোষ

গৌরবিরোধি-মতবাদ-খণ্ডন

প্রতিবাদ ৯।২০।৩৪৫, ২১।৩৬৯ ; ১১। ৩৫।৫২০ ৩৬।৬৩০, ৩৭।৪৮৬
প্রচার-সাফল্য ৯।২১।৩৬১
প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে ৯।২১।৩৬৬
মহাপ্রভুকে মানি কি ? ১১।৪১।৬৪৮
শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীধরস্বামী, বিষ্ণুপুরী, রায় রামানন্দ—সকলেই মায়াবাদী !!! ১৩।১৪।২১৫, ১৪।৪০২
শ্রীচৈতন্য কি বৈয়াকরণ ও ভাবুকমাত্র ? ১৩।২২।৩৪৩, ২৭।৪১৭
শ্রীচৈতন্য ও তদনুগের একই প্রচার ১৩। ৩১।৪৭৮

চিজ্জড়সমন্বয়বাদ খণ্ডন

সাম্যবাদ ও সেবাবিচার ৯।৩।৪৯
গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ধর্ম্মোন্মত্ততা ৯।২৯।৪৯২
শ্রীগৌর-পরিচয় ১১।৩১।৪৮১
বাকোবাক্য ১১।৪৪।৬৯১
সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয় ১২।১০।১৪৫, ১২।১৮৭, ১৪।২০৯, ১৭।২৪৯, ১৮।২৭৪
অপরাধী ১৪।৩৭।৪৬৯
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৪।৪১।৬৩৩, ৪৪। ৬৮১, ৪৫।৬৯৭, ৪৬।৭১৩, ৪৭।৭২৯
আলোচনা ১৪।৪৮।৭৪২

কর্ম্মব্যবসায়বাদ খণ্ডন

প্রাচীনকুলিঙ্গার ধারভেট ৮।৩১।৪৮৪

নিত্যধর্ম্মবিরোধি-মতবাদ খণ্ডন

সাম্যবাদ ও সেবা-বিচার ৯।৩।৪৯

বিষয়াকার = অবরস্ত ৯।২২।৫৮৪
ব্রহ্মজ্ঞান ৯।২৩।৩৯৫
ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ১০।৩৪।৪২৯
চৈতন্যদেব ও বিশ্বমিলন ১১।৩২।৫০৭
জ্ঞানাসনা ১১।৩৭।৫৮০
রামায় মার্কুইস্ অব্ লোরিয়ান্ ও ইলাহাবাদ প্রশ্ন ও তদুত্তর ১১।৪৯।৭৬৯
ঝুলন পার্বণোৎসব ১২।২।১২৯
তত্ত্বাধিকরণ ও সমন্বয় ১২।১০।১৪৫, ১২।১৮১, ১৬।২০৯, ১৭।২৪৯, ১৮।২৭৪
তত্ত্বের পরম বর্ত্ম ১২।২৮।৪১১,৫৪।৫১৭,৪৪।৬৮০,৪৪।৭০১
তাত্ত্বিক ১২।৪১।৬২৯
তিনি জাতীয় অবঃপতনের হেতু ? ১৩।৪।৪৪
তীর্থযাত্রোপলক্ষ্যে ও হরিসেবা ১৩।২৮।৪২৪
ত্রিদণ্ডবাদ ও ভক্তি ১৩।৪৪।৬৮৯
ত্রিদিক প্রসঙ্গ ১৪।৪১।৬০০,৪৪।৬৮১, ৪৫।৬৯৭,৪৬।৭১৩,৫৭।৭২৯

নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন

দাবাদ ও সেবাবিচার ৯।৩৫৯
গৌরপরিচয় ১১।৩১।৫৮১
জ্ঞানাসনা ১১।৩৭।৫৮০
জ্ঞোবত্তা ১১।৪৪।৬৯১
দ্বিদিক প্রসঙ্গ ১৪।৪৭।৭১৯

পঞ্চরাত্রবিরোধিমতবাদ খণ্ডন

প্রাভব-প্রস্ত ১০।৪৯।৭৭৯

প্রাকৃতসহজিয়াবাদ খণ্ডন

প্রীয় কৃষ্ণপ্রেম ৮।৩৮।৫৭০
প্রীয়া কি প্রতিযোগী ? ৯।১৩।২৩৮
প্রীয়ের প্রসঙ্গ-পরিশিষ্ট ১০।১৭।২৬০
প্রাকৃত-প্রস্ত ১১।১৪।৭
প্রেরকের প্রতি ১১।১৬।২৫৩
প্রাচীনতার ছলনায় প্রাকৃত সাংস্কৃতিকতা ১১।২৯।৫০৯
প্রাকৃত সহজিয়া-মত নিরাস ('গৌড়ীয়-শাসন' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত) ১১।২৮।৪৪৭
প্রতিবাদ ১১।৩৪।৫৪০, ৩৬।৫৩, ৩৭।৫৮৬
পত্রোপাসনা ১১।৩৭।৫৮০
প্রাকৃত সহজিয়াবাদ ও বৈষ্ণব-সাহিত্য ১১।৩৯।৬১২
প্রাকৃতসহজিয়া ও শুদ্ধবৈষ্ণব ১২।৩৬।৪৪৯

বহির্ম্মুখ সামাজিকবাদ খণ্ডন

'দুঃখী' বা 'সুখী' ১১।২।১৭
প্রীহট্টিজন ১১।১৬।২৪৫
জাতি-বিচার ১১।৪০।৬২৫
মহাপ্রভুকে মানি কি ? ১১।৪১।৬৪৮
বীরপূজার ধর্ম্মকথা ১২।৩৮৭
বাস্তব রাষ্ট্রতন্ত্র ও শ্রীচৈতন্যদেব ১২।৯।১৩২, ১০।১৪৮
সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয় ১২।১০।১৪৫, ১২।১৮৭,১৪।২০৯,১৭।২৪৯,১৮।২৭৪
মঠ-মন্দিরাদির প্রয়োজন ১২।৪১।৬৯০
যদু কি জাতীয় অবঃপতনের হেতু ? ১৩।৪।৪৪
অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্যদেব ১৩।৭।১০৪, ৯।১৩৭, ১০।১৪৭
শ্রীচৈতন্য কি বৈয়াকরণ ও তার্কিকমাত্র ? ১৩।২১।৩৪৩,২৭।৪১৭
ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধ ১৩।৪৪।৬৯৭
ভক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম ১৩।৪৯।৭৭৬

বৈষ্ণববিরোধি-মতবাদ খণ্ডন

মিতা জাতিকে বলে ? ৮।৩৮।৫৫৯
মূতর্কনিরোধক প্রাকার ৮।৩৯।৫৮৪, ৪৪।৭১০
প্রতিবাদ ৮।৪৬।৭২২, ৪৭।৭৬৫, ৪৮।৭৫৬, ৪৯।৭৭১, ৫০।৭৮৪ ; ৯।১৮৩ ৩২৫, ১৯।৩৩২, ২১।৩৬৯, ২২।৩৮৭
বিশ্বতত্ত্বত্ত্ব-প্রসঙ্গে ৯।২।৩০
প্রচার-সাফল্য ৯।২১।৩৬১
প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে ৯।২১।৩৬৬
প্রশ্নোত্তর-প্রস্ত ৯।২৪।৪১৫
নারকী (পদ্য) ৯।৩৯।৬৪৭
পত্রপ্রেরকের প্রতি ১০।১১।১৭০ ; ১১।১৩।২৫৩
বিষ্ণুবংশ ও শ্রুবংশ ১০।৪৯।৭৬৫
ব্রজের সরলতা ও স্বাভাবিক সদাচার ১১।২৪।২১০
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ১১।৩৭।২৬১
রূপ-সনাতনের জাতি (?) ১১।২৮।৪৩৭, ১৩।২।২০
শ্রীগৌর-পরিচয় ১১।৩১।৫৮১
প্রাকৃত-সহজিয়া-মত ও বৈষ্ণব-সাহিত্য ১১।৩৯।৬১২
জাতি-বিচার ১১।৪০।৬২৫
আচার্য্য শ্রীরামানুজের দীক্ষা ও সন্ন্যাস-কথা ১২।৪২।৬৪৫
শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীধরস্বামী, বিষ্ণুপুরী, রায় রামানন্দ—সকলেই মায়াবাদী !!! ১৩।১৪।২১৫, ১৪।৫৩
'শ্রী' ও 'ঃ' ১৩।৩৫।৪৪২
ভোগবাদ ও ভক্তি ১৩।৪৪।৬৮৯
একটি অপরিচিত পত্রের উত্তর ১৩।৪৮। ৭৬০, ৪৯।৭৭২
এত ধরর কেন ? ১৪।১২।১৮৩
অধীক্ষিতের গমন কোথায় ? ১৪।১২।১৮৬
'ভারতবর্ষ' ও ভক্তিপথ ১৪।১৯।২৮৯
অপরাধী ১৪।৩৭।৪৬৯

ভজনবিরোধি-মতবাদ খণ্ডন

বিষয়ীর কৃষ্ণপ্রেম ৮।৩৮।৫৬০

কুতর্ক-রোধক প্রাকার ৮।৩৭।৪৮৪, ৪৫।৭১১ ; ৯।৪।৮৫

পত্রপ্রেরকগণের পত্র ও প্রশ্নের উত্তর ৮।৩৮।৬০১

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও গৃহব্রতধর্ম্ম ৮।৪০।৬২৬

হরিসন্ধি-দণ্ড ১০।১৯।১৮৪

হৃষেষেতিবিত্তে শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর পুনরাবৃত্তি (গল্প) ১০।৪৯।৭৭৮

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি ? ১১।১০, ৯।২২, ৩৪৬, ৪।৫৯, ৮।১২৪, ৯।১৪৩, ১৩।২০৯, ১৮।২৮৮, ১৯।৩০৪, ২০।৩১৮

গয়-পীড়ন ১১।৭।১০৪

গঙ্গাপ্রভুর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা ? ১২।৩।৩৩

প্রশ্নোত্তর-গুচ্ছ ১২।৩৯।৬০৩

সকল ত্যাগ করিয়াও কী ত্যাগ করা যায় না ? ১৩।৬৮৭

বেণু ও বপু ১৩।১৯।২৮৯

গৃহী ও ত্যাগী ১৩।২০।৩০৫

প্রাদেশিকতা ও হরিসেবা ১৩।২৩।৩৫৩

পরিপ্রশ্ন বনাম কৌতূহল-নিবৃত্তি ১৩।২৪।৩৬৯

সেবার ঘড়িয়ান ১৩।২৬।৩৯০

'কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে' ১৩।২৭।৪০৯

আলেখ্য ১৩।৪১।৬০৮, ৪২।৬৬৫

ভক্তিবিনোদ-দর্শন ১৩।৪৩।৬৯৭

কৃপা কি বস্তু ? ১৩।৪৮।৭৪৫

ভক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম ১৩।৪৯।৭৬৬

মৃত্যুকালে হরিনাম-গ্রহণ ১৪।১।৩

মৃৎস্বার্থ ও মঠস্বার্থ ১৪।১।৭

বিষ্ণু ও উপশ্রুতিবিদ্যা ১৪।১৫।২০৪

সংসার ও ভক্তি ১৪।১৯।২৪৯, ২১।৩২১

'ভারতবর্ষ' ও ভক্তিপথ ১৪।১৯।২৮৯

ভাগবতবিরোধি-মত খণ্ডন

সত্তা-লক্ষণ ৯।২৩।৩৯৪

প্রতিবাদ ২।১৪।৪২০

পুরোপাসনা ১১।৩৭।৪৮০

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয় ১২।১০।১৪৫, ১২।১৮৭, ১৪।২০৯, ১৭।৪২৯, ১৮।৪৭৪

সাময়িক প্রসঙ্গ ১৪।৪১।৬৩০, ৪৪।৬৮১, ৪৫।৬৯৭, ৪৬।৭১০, ৪৭।৭২৯

মনোধর্ম্ম-মত খণ্ডন

কুতর্কনিরোধক প্রাকার ৮।৩৭।৪৮৪, ৪৫।৭১১ ; ৯।৪।৮৫

বিশ্বতত্ত্ব-প্রসঙ্গে ৯।২।৩০

প্রতিবাদ-প্রতিবিধের প্রতিবাদ ৯।১৩।২৪৩

প্রতিবাদ ৯।২০।৩৫৫ ; ১১।৭।৫৫০, ৩৬।৫৬৩, ৩৭।৪৮৬

গ্রাম্যবার্ত্তাহরের ধর্ম্মোন্মত্ততা ৯।২৯ ৪৩২

বালক-ভাব ১০।৩৪।৪২৪

প্রশ্নোত্তর-গুচ্ছ ১১।৭।৪৭

স্বপ্নদর্শন ১১।২৮।৪৪৫

শ্রীগৌর-পরিচয় ১১।৩১।৪৮১

প্রাকৃতসহজিয়ামত ও বৈষ্ণব-সাহিত্য ১১।৩৯।৬১২

প্রচার ও ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে বিবর্ত্ত ১১।৪৮।৭৪৩

বীরপূজার ধর্ম্মকথা ১২।৬।৮৭

বাস্তব রাষ্ট্রতন্ত্র ও শ্রীচৈতন্যদেব ১২।৯।১৩২, ১০।১৪৮

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয় ১২।১০।১৫৫, ১২।১৮৭, ১৪।২০৯, ১৭।২৫৯, ১৮।২৭৯

মানবের পরমধর্ম্ম ১৪।২৮।৬২১, ৩৪।৫১৭, ৪৪।৬৮৩, ৪৫।৭০১

একান্তিতা ১২।৪১।৬২৯

আচার্য্য রামানুজের দীক্ষা ও সন্ন্যাস-কথা ১২।৪২।৬৪৪

মঠ-মন্দিরাদির প্রয়াস ১২।৪৫।৬৯০

ধর্ম্ম কি ভাষার অধঃপতনের হেতু ? ১৩।৪।৫৪

সকল ত্যাগ করিয়াও কী ত্যাগ করা যায় না ? ১৩।৬৮৭

অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্যদেব ১৩।৭।১০৩, ৯।১০৭, ১০।১৪৭

শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীধর স্বামী, বিষ্ণুপুরী, রায় রামানন্দ—সকলেই মায়াবাদী !!! ১৩।১৪।২১৫, ১৫।২০২

শ্রীচৈতন্য কি বৈয়াকরণ ও তার্কমাত্র ? ১৩।২২।৩৪৩, ২৭।৪১৭

শ্রীচৈতন্য ও তদনুগের একই প্রচার ১৩।৩১।৪৭৮

'শ্রী' ও 'চ' ১৩।৩৫।৪৪২

ভক্তিবিনোদ-বন্দনা ১৩।৪৪।৬৯৭

একটি অপরিচিত পত্রের উত্তর ১৩।৪৮।৭৩৮, ৪৯।৭৭২

ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম ১৩।৪৯।৭৬৬

সাময়িক প্রসঙ্গ ১৩।৪১।৬৩৩, ৪৪।৬৮১, ৪৫।৬৯৭, ৪৬।৭১৩, ৪৭।৭২৯

শাক্তের মতবাদ খণ্ডন

বাণীপূজা ৯।২৫।৪২৯, ২৭।৪৫৬

গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব ও তৎপরী ১১।৯।১৩২

বঙ্গের শারদোৎসব ১২।৯।১২৯

জোষবাদ ও ভক্তি ১৩।৪৪।৬৮৯

শাস্ত্রবিরোধি-মতবাদ খণ্ডন

আশ্রমের বেষ ৮।৪২।৬৫৭

প্রতিবাদ ৮।৫৬।৭২২, ৪৭।৭৩৮, ৪৮।৭৫৬, ৪৯।৭৬১, ৫০।৭৮৪ ; ৯।১৮।৩২৪, ১৯।৩৩২, ২০।৩৪৮, ২১।৩৬৯ ; ১১।৩৪ ৪২০, ৩৬।৫৬৩, ৩৭।৪৮৭

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয় ১১।১০।১৬৫, ১২।১৮৭,১৪।২০৯,১৭।২৪৯,১৮।২৭৪
নিত্য নারায়ণের (?) জন্মকথা ১২।১৩। ১৯০, ১৩।২৪৬
শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরী, রায় রামানন্দ — সকলেই মায়াবাদী !!! ১০।১৪।২১৪,১৫।২০২
শ্রীচৈতন্য ও তদনুগের একই প্রচার ১৩।৩১।৪১৮
একটি অপরিচিত পত্রের উত্তর ১৩।৪৮। ৭৮০, ৪৯।৭৭২
'ভারতবর্ষ' ও ভক্তিপথ ১৪।১৯।২৮৯
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৪।৪১।৬৩০, ৪৪।৬৮১, ৪৫।৬৯৭,৪৬।৭১০,৪৭।৭২৯

শাস্ত্র-ব্যবসায়-মতবাদ-খণ্ডন

প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব ১০।৪৮।১৫৩

শ্রীমায়াপুর-বিরোধবাদ খণ্ডন

ভক্তিবাদ ৯।২৪।৪২০
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৪।৪৭।৭২৯

সদাচারবিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন

জাতকুলতা ১১।২।২০

বিভিন্ন বিষয়ের সূচী

অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ

শ্রোত্র-তত্ত্ব ৯।২৪।৪১৪
নহের বিরুদ্ধব মত-সম্প্রদায় ৪১,৬৪১, ৪৬।৭২৫, ৪৯।৭৭৯
কৃষ্ণবহির্মুখ ও শুদ্ধবৈষ্ণব ১২ ০৬।৪৪৯

আচার্য্য ও বৈষ্ণব-চরিত্র

ীগৌরহরি ও শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ৯। ২।৪০
াপ্রয়াণে শ্রীল ভগবন্ধু ৯।১৬।১৮১
ল ভক্তিবিনোদ প্রকট-বাসরে দীনের অর্ঘ্য (পদ্য) ১০।৯।১৩৯
ক্তিরঞ্জন শ্রীল ভগবন্ধু ১০,১৮।২৭৩
া-মহিমা ১১।৪।৬৪
ধাম-মায়াপুরে পরমহংসদেবের সমাধি ১১।৪।৭২
ক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি ১১।১৭।২৬৪
ক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব ১১।৪৪।৭০৯
ানী অতিথি ১২।১।৭

বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'বিরহ'-তত্ত্ব

১২।২।২৪, ৩।৩৮, ৯।১৪০, ১২।১৮১, ১৪।২১৫, ১৭।২৬২, ১৮।২৭৯

শ্রীল ভগবন্ধুর তৃতীয় বার্ষিকী স্মৃতি ১২। ১৫।২২৭
একাকিত্ব ১২।৪১।৬২৯
আচার্য্য শ্রীরামানুজের দীক্ষা ও সন্ন্যাস-কথা ১২।৪২।৬৪৮
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও বিরহস্মৃতি ১২।৪৭। ৭২৫
শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট বাসর ১৩।১।২২৪
শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের চতুর্থ বার্ষিকী বিরহস্মৃতি (পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতি-সভার পুনরাবৃত্তি) ১৩।১৮।২৭৫
ভক্তিবিনোদ-বাণী ও আশ্রয় ১৪।৪৩।৬৬৫
শ্রীভক্তিবিনোদপ্রভুবরাষ্টকম্ ১৪।৪৬।৭২৪
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বাবিংশতিতম বিরহতিথি পূজায় "কৃপা-বাঞ্ছা" ১৪।৪৬।৭২৫

ঐতিহ্য

শ্রীগৌরাঙ্গ ৯।৩২।৪০৬
শুকরক্ষেত্র ১০।২।২১
শ্রীপরমানন্দপুরীর রূপ ১০।৪।৫৭
বাঙ্গালার ভক্তিস্রোত ১২।১১।১৬১
বেদ ও ভগবদ্ভক্তি ১২।১২।১৭৭
নিত্য নারায়ণের (?) জন্মকথা। ১২।১৩। ১৯০, ১৩।২৪৬
'শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ' ১২।৩৯। ৬০৫
দাতাসন মঠ ১৩।৩।৩৬
শেষশায়ী ১৩।১২।১৮২
মথুরায় শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর গোপাল-দর্শন স্থান ১৩।১৪।২২৮
চন্দ্রসরোবর, পরাসৌলী, গৌরীতীর্থ ও সৈহগ্রাম ১৩।১৬।২৪৪
গয়াক্ষেত্র ১৩।৩৮।৪৯০
কুরেরা ১৪।১৪।৫১৮

গুরুতত্ত্ব

জগদ্গুরু ১০।২১।৩০১

সদ্‌গুরু ১১।২১।৭২৪
আচার্য্য-পরিচয় ১১।২৯।৪৪১
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গাবির্ভাব ১২।৭১।৪৬৯
আচার্য্যের অবদান ১২।৪৪।৭৭৭
আচার্য্যের কৃপানুগ পতিত-বিস্মৃত কৃপা-বৈশিষ্ট্য-কুসুম-স্তবক ১৩।২৯।৪৪২
গৌরজনের ভুবনমঙ্গল কৃপা ১৩।৭২।৫০৪

গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য

বর্ষ-প্রবেশ ৮।১।১
গৌড়ীয়-গৌরব ৮।১।৪, ২।২২
গৌড়ীয়-সাহিত্য ৮।৩।৪২,৪।৪৭,৫।৭২, ৭।১০০, ৮।১২৪, ৯।১৪৩
গৌড়ীয়-দর্শন ৮।৯।১০৮,১০।১৪৮,১১।১৭৫
কুম্ভমেলায় গৌড়ীয়মঠ ৮।২৪।৩৭৬
অষ্টমবর্ষের পুনরাবৃত্তি ৮।৫০।৭৮১
নব বর্ষ ৯।১।১
গৌড়ীয়ের চিত্র-সূচী (১ম—৮ম বর্ষ) ৯।১।২৩
ঐ (৯ম—১৪শ বর্ষ) ১৪।৫০।০
বিশ্ব-দরবারে গৌড়ীয়মঠ ৯।২।২৫
হিংসা ও নিন্দা ৯।৬।১২৯
শ্রীগৌড়ীয়মঠের দান ৯।১০।১৮৮
প্রচার-সাফল্য ৯।২১।৩৬১
বর্ষাদ্ধিশেষে বিজ্ঞপ্তি ৯।২৪।৪২৫
গৌড়ীয় (পদ্য) ৯।৩১।৫১৫
বৈষ্ণবধর্ম্ম-নামে প্রচলিত মতসমূহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের পার্থক্য কোথায়? ৯।৩৩।৫৫৫
বর্ষ-নিবেদন ৯।৫০।৮১৯
নববর্ষে মঙ্গলাচরণ ১০।১।১
নববর্ষের গৌড়ীয়-আরতি (পদ্য) ১০।১।২
গৌড়ীয়-মহিমা ১০।১।৩
গণমত ও সৎশিক্ষা ১০।৮।১২৪
প্রধ্বনী-প্রসঙ্গ ১০।৯।১৪২,১০।১৪৯
দেশ-সেবায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ ১০।৯।১৪৪
ভক্ত ও বিদ্বেষ নষ্টকথা ১০।১০।১৯৭
শ্রীগৌরাবির্ভাব, প্রকট-পূর্ণিমা ও নব বর্ষ ১০।৩২।৪৯৩
প্রশস্তি (পদ্য) ১০।৪৬।৭২৯
পূর্ণদশম ১০।৫০।৭৮১
একাদশ-প্রারম্ভিকা ১১।১।১
শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি? ১১।১৩,৪।২২,৩।৪৬,৪।৫৯, ৮।১২৪, ৯।১৪০, ১৩।২০৯, ১৮।২৮৮, ১৯।০০৫, ২০।৩১৮
"নববর্ষ আরতি" (পদ্য) ১১।২।৩০
বৈষ্ণব-কোষ ১১।৪।৪৪
গৌড়ীয়ের পারমার্থোৎসব ও তৎপত্তী ১১।৯।১০২
কীর্ত্তনে অমানী-মানদ ১১।১৮।১৭৭
গৌড়ীয়ের মাধুকরী ১১।২১।২৩৬
মাধুকর ভৈক্ষ্য ১১।২৩।৩৫৭
গৌড়ীয়-সমাজ ১১।৩৫।৫৪৮
তফাৎ কোথায়? ১১।৩৯।৬১৬
প্রচার-সেবা ও নিজভজন-ছলনা ১১।৪৩।৭২১
বিশ্ব-দরবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার ১১।৪৭।৭৩৭
প্রচার ও ব্যক্তিগত সাধকজীবনে বিবর্ত্ত ১১।৪৮।৭৪৩
মহামান্য মার্কুইস অব্ লোথিয়ান্ ও ডেট্‌ল্যাণ্ডের প্রশ্ন ও তদুত্তর ১১।৪৯।৭৬৯
বর্ষশেষে পুনরাবৃত্তি ১১।৫০।৭৮৫
শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ ১২।১।১
আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা ১২।১।৪
প্রভা-মালা (পদ্য) ১২।১।৬
'মঠ কোথায়'? ১২।২।১৯
প্রচারের বিভিন্ন বাধন ১২।৮।১১৩
বর্ষাদ্ধিশেষে ১২।২৪।৩৮৫
বর্ষের উত্তরার্দ্ধি-প্রবেশ ১২।২৬।৩৮৯
সাময়িক প্রসঙ্গ ১২।৩৭।৫০১
আচার্য্যের অবদান ১২।৪৪।৬১৭
মঠ-মন্দিরাদির প্রয়োজন ১২।৪৫।৬৪৩
মঠবাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার ১২।৪৬।৭০৯
দ্বাদশ বর্ষের পুনরাবৃত্তি ১২।৫০।৭৭৩
সারস্বত প্রবেশদ্বার ১৩।১।১০০
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য ১৩।১৯।২৯০, ২০।৩১২,২১।৩২৪
সেবার পাথেয় ১৩।২৪।৩৬৫
গৌড়ীয়ের গৌর-জন্মোৎসব ১৩।৩২।৫০১
ত্রয়োদশবর্ষের পুনরাবৃত্তি ১৩।৫০।৭৮২
গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে ডক্টরেট ১৩।৫০।৭৮৫
নববর্ষ ১৪।১।১
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-চরিত্র ১৪।২০।৩০৬
চতুর্দ্দশবর্ষারম্ভের পুনরাবৃত্তি ১৪।২৯।৩৮৪

গৌর-তত্ত্বাদি-বিষয়ক

শ্রীচৈতন্যের দান ১।১৯।২৯৫
শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান ৮।৩০।৪৬১
শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও গৃহব্রতধর্ম্ম ৮।৩০।৪২৬
প্রয়োজন-তত্ত্ব ৯।১।১২
শ্রীগৌরাবির্ভাব ৯।২৮।৪৭৩
বিশ্বমঙ্গলাবতারী শ্রীচৈতন্য ৯।২৯।৪৮৩
শ্রীগৌরাবির্ভাব, প্রকট-পূর্ণিমা ও নব বর্ষ ১০।৩২।৪৯০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ১০।৩৩।৫১৩
শ্রীচৈতন্যচরিত্র ১০।৪৪।৭০৬
শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-লীলা ১১।১০।১৫৬
শ্রীচৈতন্যের প্রেম ১১।১১।১৬৫, ১২।১৮৫, ১৪।২২১, ১৮।২৮৫, ২০।৩২২, ২১।৩৩৭, ২২।৩৫৪, ২৬।৪১৪
শ্রীগৌর-পরিচয় ১১।৩১।৪৮১
শ্রীচৈতন্যদেব ও বিশ্ববিজয় ১১।৩২।৫০৭
গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম ১১।৩৪।৫৪০

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য ১২।৪।৪৯
বাস্তব বাষ্টতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যদেব ১২।৯, ১০২, ১০।১৪৮
শ্রীকাহ্নন-পৌর্ণমাসী ১২।২৯।৪৩৭
শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্, শ্রীব্রহ্মসূত্র ও শ্রীচৈতন্যদেব ১২।২৯।৪৪০
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গাবির্ভাব ১২।৩১।-৬১
অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্যদেব ৯।১৩৭, ১০।১৪৭
শ্রীচৈতন্য কি বৈয়াকরণ ও ভাষ্যকার ? ১৩,২২।৩৪৩, ২৭।৫১৭
শ্রীচৈতন্য ও তদনুগের একই প্রচার ১৩।৩।১৮
গৌড়ীয়ের গৌর-জন্মোৎসব
শ্রীচৈতন্যের বাণী
শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা
শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব

আত্মরক্ষা পাঠ ৮।৩৯।৬১১
প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব ১০।৩৭।৪৭৯
জীবের নিত্যত্বের পরমাণু ১১।২৪।৩৮৯

তত্ত্বরূপ-বৈভব

শ্রীধাম মায়াপুর কোথায় ? ৮।৪।৫৩
"শ্বেতদ্বীপ নাম নবদ্বীপ গ্রাম বেদে প্রকাশিব পাছে" ৮।২১।৩২১
শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ দর্শন করুন ! দর্শন করুন !! দর্শন করুন !!! ৮।২৬। ৪১০
চয়ন ৮।৩৪।৫৩৩
শ্রীধাম-মায়াপুর ৯।৩৮,৪২২
সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের মধুরা ১০।১৩।১৯৫
শ্রীমথুরামণ্ডলে কার্ত্তিক-ব্রত ১১।৮।১১৩
শ্রীধাম-নবদ্বীপ ও শ্রীধাম-পরিক্রমা ১১। ২৮।৪৩৩
শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য (পদ্য) ১১।৩১।৪৯৫
গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম ১১।৩৪। ৫৩০

তীর্থ

শ্রীবৃন্দাবন ৮।৩৭।৫৭৩, ৩৮।৪৯৪, ৪১। ৬৪৩, ৪৪।৬৯৪
২।৪৮।৮০২
১৩।৩৮।৫৯০

ধাম-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

পরিক্রমার নিমন্ত্রণপত্র ৮।২৭।৪২৮
[illegible] প্রসঙ্গ ৮।৩১।৪৭৯, ৯।৩০।১০৫
শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশন-বিবরণী ৮।৩২।৪৯৩ ; ৯।৩০।৪৯১, ৩১।৫১৮ ; ১০।৩৩।৫১৮, ৩৪।৫৩১ ; ১১।৩৩।৫১৩, ৩৪।৫৩৩ ; ১২।৩০।৫৫৩, ৩২।৪৮৫, ৩৩।৫০৩, ৩৪।৫২৩, ৩৮।৫৪৫, ৩৬।৫৫৩ ; ১৩।৩৩।৫১৯-৫৩৫ , ১৪।৩২।৬৮৯
চয়ন ৮,৩৪।৫৩৩
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার বিজ্ঞাপন ৯।২৬।৪২৪
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার আহ্বান (পদ্য) ৯।৭।৪৬১
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ৯।৩০।৫০৫
শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ১০।১১।১৬১ ; ১১।৭। ১১১, ১৩।১৯৭, ১৪।২১৬, ১৬।২৪৮, ১৯।৩০২ ; ১৩।১০।১৪৫ ; ১৪।২৪।৩৭৭, ২৭।৪১১, ৩৯।৬১১
বাদশবন-ভ্রমণ বা চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ১০।১২।১৭৭
ব্রজপরিক্রমার আহ্বান (পদ্য) ১০।১৩।১৯৩
ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার অধিকারী কে ? ১০।১৪।২০৯
বাদশবন ১০।১৪।২১০, ১৮।২৮৬, ১৯।২৮৯, ২১।৩০৪, ২২।৩৫০, ২৩।৩৬৫, ২৪।৩৯০ ২৬।৩০৬, ২৮।৪৪০,৩৬।৪৭১,৩৭।৪৮৫ ১১৯।১৩৪
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার তারিখ ১০। ১৮।২৪৭
ব্রজে চল ১১।৭।১১৯
পরিক্রমা—আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম ১১। ৯।১৪৯
পরিক্রমা-প্রসঙ্গ ১১।১০।১৫৬, ১২।১৮১ ; ১২।২৯।৪৪৭, ৪০।৬২৪
বাদশবন ও চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১১।১০।১৪৫
চৌরাশিক্রোশ পরিক্রমার প্রাত্যহিক পথ অতিক্রমণের আনুমানিক সংক্ষিপ্ত তালিকা ১১।১০।১৫৪
পরিক্রমাকারিগণের কএকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় ১১।১০।১৫৫
শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাদশবন ভ্রমণলীলা ১১।১০।১৫৬
চৌরাশিক্রোশ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ১১।১১।১৭৪
পরিক্রমা-সম্বন্ধে টেলিগ্রাম ও তাহার অনুবাদ ১১।১১।১৭৮
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সেবকগণের পালনীয় নিয়মাবলী ১১।১৩।২০১
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী ১১।১৩।২০২
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা সম্বন্ধে তারের সংবাদের অনুবাদ ১১।১৩।২০৫, ১৪।২২৮, ১৫।৪৪১
ব্রজের সরলতা ও স্বাভাবিক সদাচার ১১।১৪।২১৩
পরিক্রমা-প্রসঙ্গে ১১।১৫।২৩৬ ; ১২।২৯।৪৪৭
পরিক্রমা-প্রসঙ্গ-পরিশিষ্ট ১১।১৬।২৫৬
নবদ্বীপ-পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র ১১।২৪।৩৮৭

শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শ্রীধাম-পরিক্রমা ১১। ৫৮।৪৩৩
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ ১২। ২৭।৪১৩
শ্রীধামে আহ্বান ১২।২৭।৪১৩
পরিক্রমা-পঞ্জী ১২।২৭।৪১৩
শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ১২।২৮।৪৩৬
পরিক্রমা-আরম্ভ (শ্রীনবদ্বীপধাম) ১২। ২৯।৪৫০
পরিক্রমার আহ্বান ১৩।০০।৪৬২
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ১৩।০৩।৫১০
শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভা ১৩।১১।১৭৩
শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা ১৩।২৯।৪৫৯, ১৪।০০।৪৫৭
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৪।০৩।৪০৮

নামতত্ত্ব

প্রশ্নোত্তর-ছলে ৮।৪৮।৭৬২
নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ ১০।৯।১০২
বাক্যোবাক্য ১১।৪০।৬৭৯

পরলোকগত মহাত্মগণের নাম

অকিঞ্চন দাসাধিকারী, ৪ই বৈশাখ, ১৩৪০ ১১।৩৬।৫৭৬
অনন্ত বিষ্ণু ঠেঙ্গাচার্য্য ১৪।০৮।৫০৭
অবীর ব্রহ্মচারী ; ২৪শে মে, ১৯৩৮ ১৪।৪২।৬৬৪
অমলচরণারবিন্দ দাসাধিকারী ; ২৪শে চৈত্র, ১৩৩৮ ৮।০৪।৫০৪
অশ্বিনীকুমার দাস ; ২৪শে আষাঢ়, ১৩৪০ ১৪।৪০।০০০
আশুতোষ (ভক্ত) ; ২৮শে বৈশাখ, ১৩০৮ ৯।৪৩।৭২২
ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ ; ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ ১০।২০।০১৭
উপেন্দ্রনাথ শিকদার (ভক্ত) ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ ১২।৪৩।৬৭৪
একেন্দ্রনাথ ঘোষ ; ১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৪ ১৩।১৪।২৪০
কমলাকান্ত (ভক্ত) ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৪১ ১৩।১৭।২৭২
কলিবৈরী বেদান্তভূষণ ; ১৮ই শ্রাবণ, ১৩০৭ ৯।১।২২
কিশোরীমোহন দাস অধিকারী ; ২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৮ ৯।৩৯।৮১৭
কৃষ্ণবিহারী জ্যোতির্ভূষণ ; ২৮শে আশ্বিন, ১৩০৮ ১১।১১।১৮০
কৃষ্ণকান্তি দাস বাবাজী ; ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩১৭ ৯।১৪।২৮০
কে, ভি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ১০।৩৭।৫৮৫
চৈতন্যচাতুরী দাসাধিকারী ; ১৩ই আষাঢ়, ১৩৪১ ১২।৪৭।৭০৯
জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ; ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ ৯।১৫।২১৯
জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী ; ২৭শে আগষ্ট, ১৯৩৫ ১৪।১৩।২০৮
ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী ; ১৫ই পৌষ, ১৩০৭ ৯।২১।৩৭৬
দীনেশ (ভক্ত) ; ১৬ই ভাদ্র, ১৩৪০ ১২।৮।১৬
দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ; ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪২ ১৪।৩।৪৮
নটবর মুখোপাধ্যায় ; ১৯শে আশ্বিন, ১৩০৭ ৯।১১।২১৫
নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ; ১২ই চৈত্র, ১৩৪০ ১২।৩০।৫১৬
নবীনচন্দ্র বরণগই , ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ১৪।২৯।৪৫৬
প্রমথনাথ নন্দী ; ১২ই মার্চ্চ, ১৯৩৪ ১২।৩২।৪২৮
বলরামকুমার ভেকধারী ; ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ১২।১৯।৩০৪
বাবুলাল (ভক্ত) ; ১৮ই বৈশাখ, ১৩৪১ ১২।৩৯।৬০৪
বাসুদেব রামানুজ দাস ; ৩রা মাঘ, ১৩৪০ ১২।২৪।৩৬৪
বিহারিদাস ব্রজবাসী ; ২৪শে বৈশাখ, ১৩৪২ ১৩।৪৩।৬৮৪
বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ ; ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৩৯ ১১।১১।১৪
বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য ; ৩রা ফাল্গুন, ১৩৪১ ; ১৩।০২।৫০৭
ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ; ৬ই মাঘ, ১৩৪২ ১৪।২৫।৩৮১
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (মহারাজ) ; ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮ ৮।১৪।২২২
যতীন্দ্রনাথ পাল ; ১৭ই আশ্বিন, ১৩৪১ ১৩।১০।১৭০
যোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী ; ২১শে চৈত্র, ১৩৩৭ ৯।৩৪।৫৭৮
রঘুনন্দন প্রসাদ সিং ; ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ ১০।২০।৩২০
রাজেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ; ৮ই আশ্বিন, ১৩৪১ ১৩।১০।১৮০
রাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ; ২৭শে চৈত্র, ১৩৩৮ ৮।৩৪।৫০৩
রাসবিহারী দাস ; ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ ১৩।১৭।২৭২
শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪২ ১৪।১।১৫
শ্রী সহধর্ম্মিণী , ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৫৪০ ১৫।৪৮।৭৮০
শঙ্কর গোস্বামী ১২।৩৪।৫০২
শিবানন্দ ব্রহ্মচারী ; ১০ই জুন, ১৯৩৬ ১৪।৪৫।৭১২
শ্যামসুন্দর দাস ; ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ১২।২০।৩১১
শ্যামাদাস বাচস্পতি ; ১৮ই আষাঢ়,১৩৪১ ১২।৪৭।৭৩৯

সত্যব্রতস্বরূপ ব্রহ্মচারী ; ৭ই শ্রাবণ, ১৩৫২ ১৩।৪০।৭৮৭
সন্তবাস ১৪ই নবেম্বর, ১৯৩৫ ১৪।১৪।২৩৯
সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ৮।৩৯।৬২০
হরিদাস দাস (অধ্যাপক) ; ২০শে বৈশাখ, ১১।৩২।৬১৪
১৭ই চৈত্র, ১৩৫০ ১২।৩৪।৫৩২

পারমার্থিক উপাধি-পরীক্ষা-বিষয়ক

'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষা ৮।৩১।৪৮৭
'ভক্তিশাস্ত্রী' ও 'সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য'-পরীক্ষা (বিজ্ঞাপন) ৯।২।৪৪
'সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য' উপাধি-পরীক্ষার নিয়মাবলী ৯।৩।৫৬
'ভক্তিশাস্ত্রী' প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্য-গ্রন্থাবলী ৯।৩।৫৭
'সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য' পরীক্ষার পাঠ্য-গ্রন্থাবলী ৯।৩।৫৭
শ্রীগৌড়ীয়মঠে 'ভক্তিশাস্ত্রী'-প্রবেশিকা পরীক্ষা ৯।৯।১৭৪

পারমার্থিক উপাধি-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ৮।৩১।৪৮৮, ৯।৩৯।৪৩৮, ১০।৩৩।৫১৬, ১২।৪৩।৬৭৬, ১৩।৩৪।৫৪০
'সম্প্রদায়-বৈভব' উপাধি-পরীক্ষার তিন বৎসরের প্রশ্নের আদর্শ ৯।৩।৫৮
'সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য' পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ৯।২।৪৩৭, ১০।৩৩।৫১৭, ১১।৩৪।৫৫২
'সিদ্ধান্তরত্ন'-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ১১।৩৪।৫৪৩
শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিব্রাজকাচার্য্যপীঠের 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ১৩।৩৪।৫৪০

পারমার্থিক উপাধি-পরীক্ষার ফল

শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিব্রাজকাচার্য্যপীঠে 'ভক্তিশাস্ত্রী'-প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল ৮।৩৩।৫২২, ১০।৩২।৫০৮, ১৪।৩২।৪৯০
সম্প্রদায়-বৈভব-পরীক্ষার ফল ৯।৪২।৭০৩, ১১।৩০।৪৮০, ১২।২৯।৪৫২
পরিব্রাজকাচার্য্যপীঠের ছাত্রগণের কৃতিত্ব ৯।৪৪।৭৩৮, ১০।৪২।৬৬৮, ১৪।৩২।৪৯০
'ভক্তিশাস্ত্রী' প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল ১০।২৯।৪৫৫; ১২।২৯।৫৫২, ৩৪।৫৩২
'সিদ্ধান্তরত্ন' পরীক্ষার ফল ১২।২৭।৪২০

পারমার্থিক-পত্র

ত্রিদণ্ডি পারমার্থিক পত্র 'ভাগবত' ১০।১৪।২২৩

পারমার্থিক প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

সাময়িক প্রসঙ্গ ৮।১৫।১২৪, ২০।৩০৫, ২২।৩৩৭, ২৬।৩৯৮, ৩১।৪৭৭, ৪২।৬৫৭; ৯।১৪।২৬৩, ১৫।২৬৫ ; ১০।৪।৬৯, ৩৩।৫০৯ ; ১১।২৭।৪১৭ ; ১২।৭।৯৭
প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ ৮।১৬।২৪১, ১৮।২৭৩, ২৭।৪১৩ ; ১০।৫।১১৭, ৯।১৪২, ১০।১৪২; ১১।৫০।৩১৭
শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী ৮।১৬।২৪৩
শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী (দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত) ৮।১৭।২৬৯
প্রদর্শনীতে আহ্বান ৮।২১।৩২৩, ১০।৩।৪১
শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী-সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও সভ্যবৃন্দ ৮।২১।৩২৬
ওঁ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধের শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনোপলক্ষে অভিনন্দন ৮।২৬।৪০৭
ওঁ প্রভুপাদচন্দ্রের প্রদত্ত অভিভাষণের সারাংশ ৮।২৬।৪০৮
প্রেস (ডব্লু পি, এস, রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের সংবাদ) ৮।২৭।৪২৭
চয়ন ৮।৩৪।৪৩৩
প্রস্তাবিত প্রদর্শনী-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ ৮।৪৪।৬৬৮
শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ ৯।১৪।২৪২,১৭।৩০০, ২০।৩৫৩, ৩৩।৪৩০, ৩৪।৪৭৪, ৩৫।৪৯৩, ৩৬।৫০৩, ৩৮।৩১৯,৪০,৬৭০, ৪১।৬৮৯, ৪২।৭০৪, ৪৩।৭২০, ৪৫।৭৫০, ৪৬।৭৬৯,৪৭।৮০২
পারমার্থিক-প্রদর্শনী ৯।১৪।২৪৭
নায়কের কেলেঙ্কারী ৯।১৪।২৫৮
প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র ৯।১৪।২৬১
প্রদর্শনীর প্রতিধ্বনি ৯।১৭।২৯৭, ১০।১০।১৫৬
শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ('গৌড়ীয়' ১০ম খণ্ড, ৪র্থ-৭ম সংখ্যা;—৬৪ পৃঃ-১১২ পৃঃ)
সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ১০।৮।১১০
প্রদর্শনীর প্রসঙ্গ-পরিশিষ্ট ১০।১৭।২৬০
পারমার্থিক প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ১১।২০।৩০৯
শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক ঢাকায় 'সংশিক্ষা-প্রদর্শনী' উদ্ঘোচন ১১।২২।৩৪৮
ঢাকায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনী (বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে উদ্ধৃত) ১১।২৪।৩৫০, ২৪।৩৯৫
সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষামালা (ঢাকা, ১৯৩৩ জানুয়ারী মাসে প্রকটিত) ১১।২৪।৩৭০
ঢাকা-প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ ১১।২৬।৪০১
কুরুক্ষেত্রে গৌড়ীয়-প্রদর্শনী ১২।৩৫৪
বিবিধ প্রসঙ্গ ১২।১০।১৫৪, ১২।১৮২, ১৩।২০০, ১৪।২১৮,১৬।২৪৪, ১৭।২৬৭, ১৮।২৮২, ১৯।২৯৩, ২২।৩৪২

পাটনায় শ্রীভাগবত-প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন ১২।১৪।২২৩
পাটনায় পারমার্থিক-প্রদর্শনী ১২।১৩।২৪১
পাটনায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন ১২।১৬।২৪৩
পাটনায় পারমার্থিক-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে "সার্চ-লাইট" ১২।১৬।২৪৪
ভ্রম-সংশোধন ১২।১৯।৩০৪
পাটনা-পারমার্থিক-প্রদর্শনী—মুখ-পরিচয় ও শিক্ষা-প্রদর্শনী ১২।২০।৩০৫, ২১।৩২২
কাশীতে পারমার্থিক-প্রদর্শনীর উদ্ঘোচন (টেলিফোন-বার্ত্তা) ১২।২০।৩১৯
কাশীধামে পারমার্থিক-প্রদর্শনী ১২।২১।৩২৫, ২২।৩৩৯
কাশী পারমার্থিক-প্রদর্শনীর উদ্বোধন ১২।২১।৩৩০
কাশী সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে হিন্দী "আজ" ১২।২১।৩৩২
কাশী-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সভায় ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর ইংরাজীতে বক্তৃতার মর্ম্ম ১২।২২।৩৪১
কাশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সভায় সভাপতি মিঃ পাত্তালালের অভিভাষণ ১২।২২।৩৪৩
A Theistic Exhibition at Benares ('লীডার' ২২।১২।৩৩ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত) ১২।২২।৩৪৫
কাশী-সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-দর্শনে বিভিন্ন দর্শকের অভিমত ১২।২৩।৩৫৯
চন্দন ১২।২৬।৩৭৯, ১৩।২৪।৩৮৪
প্রয়াগে পারমার্থিক-প্রদর্শনী ১৩।২৩।৩৬৩
বিবিধ প্রসঙ্গ ১৩।২৩।৩৭৬, ২৪।৩৮২
কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগোপলক্ষে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী ১৪।৪৪।৬১৬
কুরুক্ষেত্রে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী (তারের সংবাদ) ১৪।৪৮।৭৫৯

প্রচারকগণের অভিনন্দন

বিদায়-অভিনন্দন (য়ুরোপযাত্রী প্রচারক-গণকে) ১১।৩২।৪১৯
য়ুরোপযাত্রী প্রচারকগণের বিদায়-অভি-নন্দন সভা ১১।৩৪।৪২৯
শ্রীপাদ প্রাণবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ মহোদয়ের লণ্ডন-গমনোপলক্ষে অভি-নন্দন ১২।২৩।৩৮৪
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের লণ্ডন হইতে শ্রীল প্রভুপাদসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন ১৩।১২।১৮০
মথুরায় গৌরবাসিগণের লণ্ডন-প্রত্যাগত শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের প্রতি মথুরায় বিপুল-সম্বর্দ্ধনা ১৩।১৩।২০৪
হাওড়া-ষ্টেশনে শ্রীপাদ বন মহারাজের অভ্যর্থনা ১৪।৭।১০৫
সম্বর্দ্ধনা-সভা (বন মহারাজের) ১৪।৭।১০৯
স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর প্রাসাদে স্বামী বন ১৪।১১।১৭৪

প্রচারকগণের অভিভাষণ

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের প্রত্যভিভাষণ ১৩।৩০।৬২৯

প্রচারকার্য্যে সজ্জনগণের সহানুভূতি

মহারাজ স্বাধীন নেপাল ভূপতির প্রধান মন্ত্রী নেপাল মহারাজের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের সাক্ষাৎকার ১০।২৪।৩৭৮
নিজস্ব সংবাদদাতার তার (মাদ্রাজ গবর্ণর-বাহাদুর-কর্ত্তৃক মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের বক্তৃতাহলের ভিত্তি-স্থাপন) ১০।২৫।৩৯৪

প্রচার-প্রতিষ্ঠান

শ্রীল ঘরেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট ১৪।৭।৭৭৮
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতি ১০।১৭।২৬২
নিজস্ব সংবাদদাতার তার (মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের বক্তৃতাহলের ভিত্তিস্থাপন) ১০।২৪।৩৯৪
মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরের ভিত্তিফলক-সংস্থাপন ১০।২৮।৪০০
অন্ধ্র প্রদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা ১০।৪৭।৭৪৮
শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ ১০।৫৩।৭৭২
শ্রীশ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ (হরিদ্বার) ১১।১৪।২৪৪
শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ ১১।১৩।২৫৩
বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় ১১।৪০।৩০৫
বোম্বাই নগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ১১।৪১।৩৫২
পাটনায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ ১২।২১।৩৩২
পাটনা-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ের স্থান-পরিবর্ত্তন ১২।২২।৩৩৮
শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা ১২।৩০।৪৬৮
ভক্তভোগে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা ১২।৩৩।৪১৩, ৩৪।৪২৮
সাস্তানন মঠ ১৩।৩।৩৬
শ্রীশ্রীযাদব-গৌড়ীয়মঠ ১৩।১৬।২৪৯
শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি ১৩।১৭।২৫৭
শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের ভূমি ১৩।২৭।৪২৫
শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নবমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন ১৩।৩৫।৫৫৭
ভাক্তির সমাধি (এটর্ণির পত্র) ১৪।৪।৭৭
কটক-শ্রীনন্দিরানন্দমঠের ভবন-সম্বন্ধে ভিত্তি-স্থাপন ১৪।৮।১২৭
শ্রীরঙ্গানন্দ-সুখকুঞ্জ ১৪।১১।১৭৭

'অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার' ও 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ' ১৪।২৯।৪৪১
'অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার' ১৪।৩০।৫০৫
ঐ—কার্য্যালয় ১৪।৪৮।৭৪৮
শিষ্যবৃন্দ-মঠ ১৪।৩৫।৫৪৩
শ্রীরাধাগোড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির ১৪।৩৭।৫৭৪

বিরহপ্রকাশ

৺প্রয়াগে শ্রীল ভগবন্ধু ৯।১৬।২১
৺প্রয়াগ-প্রয়াগে (শ্রীভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন—পদ্য) ৯।১৬।২২৪
শ্রীভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের নিত্যধাম-প্রয়াগে বিরহ-বেদন (পদ্য) ৯।১৭।৩১২
৺শ্রীগুরুদেবের অর্ঘ্য (শ্রীভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন—পদ্য) ৯।১৮।৩২৪
গুরু-বিরহে (শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী—পদ্য) ৯।২২।৩৯১
প্রয়াগ প্রয়াগে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসাধিকারী ৯।৪৯।৮১৭
শ্রীল ভক্তিরঞ্জন ভগবন্ধু—বিরহস্মৃতি-সভা (শ্রীল প্রভুপাদ ও সভাপতি বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ) ১০।১৮।২৮০
প্রয়াগপ্রয়াগে শ্রীল হরিনারায়ণ ভক্তিভূষণ ১০।২০।৩১৭
বিরহোৎসব (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) ১০।৪৪।৬৯১; ১১।৪৪।৭০৯
শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি ১১।১৭।২৬৪
ঢাকানগর টাউনহলে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-স্মৃতি সভা ১১।৪৭।৭১৩
শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি (ভক্তিরঞ্জন শ্রীভগবন্ধু—পদ্য) ১২।১৫।২২৪
শ্রীল ভগবন্ধুর তৃতীয় বার্ষিকী স্মৃতি ১২।১৪।২২৭
ভক্তিরঞ্জন-প্রশস্তিঃ (সংস্কৃত) ১২।১৪।২৩৯
শ্রীভগবন্ধু-সম্বন্ধে ডাক্তার এম, এন, মুখার্জ্জী ও সম্ভোষের রাজাবাহাদুর ১২।১৪।২৪০
শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতিসভা (অধ্যাপক ডাঃ নিয়োগী ও সভাপতি স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কেটি মহোদয়ের বক্তৃতা) ১২।১৬।২৪৯
শ্রীল 'ভগবন্ধু'-ভক্তিরঞ্জন-মহোদয়স্য চতুর্থ-বার্ষিক-তিরোভাব-উৎসব-বাসরে প্রস্তাজলিঃ (সংস্কৃত) ১৩।১৮।২৭৩
শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের চতুর্থ বার্ষিকী বিরহস্মৃতি (পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতি-সভার পুনরাবৃত্তি) ১৩।১৮।২৭৫
স্মৃতি-তর্পণ (পদ্য) ১৩।১৮।২৮৭
শ্রীল ভক্তিরঞ্জন বিরহস্মৃতি সভায় সভাপতির প্রদত্ত অভিভাষণ (ইংরাজী) ১৩।২০।৩১৪
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বিরহ-সভা (শ্রীপাদ সত্যব্রত শুভদ্ প্রভুর বিরহে) ১৪।৩৩৮
শ্রেষ্ঠ্যার্থ শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের পঞ্চম-বার্ষিকী স্মৃতিসভা ১৪।২০।৩০৫, ২১।৩৪৫

বৈষ্ণব-তত্ত্ব

নাম-মহিমা ১১।৫।৬৫
শ্রীহরিজন ১১।১৬।২৪৫
পাষণ্ডবৈষ্ণব ও পূর্ণবৈষ্ণব ১১।২৫।৩৩২

বৈষ্ণব-স্মৃতি-বিধানে বিবাহ

ময়মনসিংহ-নিবাসী শ্রীপাদ উদ্ধব দাসাধিকারী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার ১৩।৪৫।৭১৭

বৈষ্ণবাচার

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ ৮।৩১।৪৮৯; ৯।৮।১৬৭, ৯।১৭, ৪৯।৮১০; ১২।৩৫।৪৪৮; ১৩।১৩।২৪৫; ১৪।১৩।৬৭৯
বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ বা পাঞ্চরাত্র-শ্রাদ্ধ ৮।১।১৬, ৩৯।৩২০, ৪০।৬৩৬, ৪৫।৭০০, ৪৯।৭৮০; ৯।১৪।২৬৪, ১৪।২৮০, ১৭।৩১১; ১০।২।৩২, ১৪।২৪০, ১৯।৩০৪; ১১।৪।৮০, ৮।১২৮, ১২।১৯৬, ২৩।৩৭২; ১২।৪০।৬২৭-৬২৮; ১৩।১৪।২৪০, ১৭।২৭২, ২৩।৩৬৮, ২৬।৪০৭, ২৮।৪৪০; ১৪।২।৩১, ২৬।৪০৮, ৩৪।৪৪২
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ ৯।৩১।৬৪৩, ৪০।৬৬৮, ৪১।৬৮২; ১৩।৪১।৬৪৭
স্মৃতি-সমাচার ১০।১।১২, ৩।৩৯
তান্ত্রিকতা ১১।২।২০
মথুরামণ্ডলে কার্ত্তিক-ব্রত ১১।৮।১১৩; ১৩।১২।১৬৪
ব্রজের সরলতা ও স্বাভাবিক সদাচার ১১।১৪।২১৩
স্মৃতি-সন্দেশ ১২।৩।৩৬
প্রপত্তি ও বৃত্তি ১২।৭।১০১
মথুরায় দামোদর-ব্রত ১৩।১১।১৬৫
বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানে বিবাহ ১৩।৪৫।৭১৭

বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য

নাম-মহিমা ১১।৫।৬৫
শ্রীধাম-মায়াপুরে পরমগুরুদেবের সমাধি ১১।৫।৭২
শ্রীহরিজন ১১।১৬।২৪৫
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ১১।৩৭।৪৭৭
নন্দোৎসব ১৪।৪।৬১, ৬৮৮

ব্রত

স্মৃতি-সমাচার ১০।১।১২, ৩।৩৯
রাধাষ্টমী ১০।৮।১২৮; ১৩।৭।১৭, ৯।১২৯, ১৭।২৬০; ১৪।৯।১৩৫
তান্ত্রিকতা ১১।২।২০
সাময়িক প্রসঙ্গ ১১।৪।৭৯
মথুরামণ্ডলে কার্ত্তিকব্রত ১১।৮।১১৩, ১৩।১২।১৬৪

প্রচার-প্রসঙ্গ ১২।৪২।৬৬০
বঙ্গরায় পামোদর-ব্রত ১৩।১১।১৬৪
জন্মাষ্টমী ১৪।৪।৫৬
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৪।৮।১২১
শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিক ব্রত ১৪।৯।১৪৩
বিবিধ প্রসঙ্গ ১৪।১২।১৮৯,২৭।৪২২

ভক্তি-অনুকূল মত

দেবা-সৌরভ (জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের) ৮।৩।৪৭
সেবক ও কর্ম্মীর বুদ্ধিভেদ ৮।৯।১০৪
বৈরাগ্য ৮।১৩।১৯৩
আত্মার নিত্যধর্ম্ম (শব্দ বিচার) ৮।১৩।২০১
অভক্তিমার্গ ৮।১৩।২০৬
আত্মার নিত্যধর্ম্ম (প্রয়োজন ও অভিধেয় বিচার) ৮।১৪।২১৪,১৫।২০৬
জীবন ও পরমার্থ ৮।২১।৩২১
প্রয়াগ-প্রসঙ্গ ৮।২৩।৩৫১
শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী ৮।২৭।৪১০
বিশুদ্ধভজন ৮।২৭।৪১৮
শিক্ষক ও শিক্ষিত ৮।৩৪।৫২৫
ঈশোপনিষদের কথাসার ৮।৩৫।৫৪৯
পিতা কাহাকে বলে ? ৮।৩৬।৫৫৯
চিন্তামুক্তমাঞ্জলি ৮।৩৮।৫৮৯
পত্র-প্রেরকগণের পত্র ও প্রশ্নের উত্তর ৮।৩৮।৬০১
শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও গৃহব্রতধর্ম্ম ৮।৪০।৬২৬
আশ্রমের বেদ ৮।৪২।৬৪৭
শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথি ৮।৪৪।৬৯৩
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ ৮।৪৫।৭০৫ ; ৯।৮।১৬৪, ৩২।৪৩০,৪১।৬৮৪,৪২।৬৯৮,৪৩।৭৫৮ ; ১০।৩।৩৬, ২৪।৩৮৭, ২৯।৪৪৫, ৩১।৪০৯, ৪১।৬৪৬, ৪৩।৭২২
ভক্তিবাধক প্রসঙ্গ ৮।৪৫।৭১৩
সত্যানুসন্ধিৎসা ও ছিদ্রান্বেষণানুসন্ধিৎসা ৮।৪৭।৭৩৩
মঠপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ ৮।৪৮।৭৪৯
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ ৮।৪৮।৭৬২
আত্মার বাক্যেই দেহমনের বাক্য ৯।১২
সেবাতত্ত্ব ও সেবাগতি ৯।২।৩৭
নামাবাধ ও সেবাবিচার ৯।৩।৪৯
সঙ্গত্যাগ ৯।৪।৭৭
শ্রীভক্তিমার্গ ৯।৬।১২৫
ধরণীর ডাক (পদ্য) ৯।৮।১৪৫
দেশভ্রমণ ও আচার্য্যানুগমন ৯।৮।১৪৬
শান্তি (পদ্য) ৯।৯।১৭৭
প্রতিষ্ঠাশা ৯।১০।১৯২
পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনী ৯।১১।২০১
সভাপতির অভিভাষণ ৯।১১।২০৬
কলিকথন (পদ্য) ৯।১২।২২৩
শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনীর বিবরণ ৯।১৪।২৪৯, ১৭।৩০০,২০।৩৫৬
ভূলোক ও গোলোক (পদ্য) ৯।১৪।২৭১
ভগবদ্ভক্তির কৃষ্ণানুশীলন ৯।১৯।৩২৯
আচার্য্যানুশীলন ৯।২৮।৪৬৭,৩১।৫৪৭, ৩৯।৫৯৫,৩৮।৬৩৬, ৪৪।৭২৩, ৪৯।৭৪২, ৪৮।৭৮৯
কৃপা-যাচ্ঞা (পদ্য) ৯।৩৯।৪৮১
গুরু-নির্ব্বাচন ৯।৩৩।৫৫৪
শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ ৯।৩৩।৫৩০, ৩৪।৫৭৪, ৩৫।৫৯৩,৩৬।৬০৩, ৪৮।৬৩৯, ৪০।৬৭০, ৪১।৬৯৯,৪২।৭০৪, ৪৩।৭২০, ৪৪।৭৫০, ৬৩।৭৬৯,৪৭।৭৮২
আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ ৯।৩৫।৮৫৫,৩৬।৬০০,৩৭।৬১৭
গোখর (পদ্য) ৯।৩৫।৫৮৯
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ ৯।৩৭।৬২১ ; ১২।৫।৮৮
আলোক (পদ্য) ৯।৪১।৬৮০
আদর্শ ৯।৪২।৬৯১
শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহতিথি-প্রসঙ্গে ৯।৪৩।৭১৩
সৎপ্রসঙ্গ ।৪৮।৭৮৭
গুরুসেবা ১০।৩।৩৫
শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিষ্ট প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (গৌড়ীয় ১০ম খণ্ডের ৪র্থ—৭ম সংখ্যা, ৬৪পৃঃ—১১২ পৃঃ)
সংশিষ্টপ্রদর্শনীর বিশেষত্ব ১০।৮।১১৫
মাংসমৃৎ ও বেদমৃৎ ১০।১০।১৪৪
অন্ত ও বিশ্রব্ধ নখভক্ষণ ১০।১৩।১৯৭
দর্শন ও শ্রবণ ১০।১৫।২২৫
শ্রবণ করিলে কেন ? ১০।১৬।২৪১
ভগবতী ১০।২০।৩১৫
আমি ভজন করিনা কেন ? ২১।৩২৯
আমার কর্ম্মফল ১০।২৩।৩৫৯
বৈষ্ণবসম্বন্ধ ১০।২৩।৩৬০
পতনের দ্বিচ্ছিদ্র পথ ১০।২৮।৪০১
স্বরূপ ও বিকার ১০।২৯।৪৪৩
বদ্ধজীবনে বিপ্রলম্ভ ১০।৩৮।৪৯৯
সদালাপ ১০।৩৯।৬১২
সাধুদর্শন ১০।৪৩।৬৭৬
পত্রপ্রেরকগণের প্রতি ১০।৪৪।৬৯৪
অর্জ্জন ১০।৪৫।৭০১
সময়ের মূল্য ১০।৪৫।৭১০
কাশীতে গৌড়-প্রসঙ্গ ১০।৪৬।৭৩০
ঠকিয়াছি কি ঠিকিয়াছি ? ১০।৪৭।৭৩৯
বিষ্ণুবংশ ও প্রভুবংশ ১০।৪৯।৭৬৫
ফুলেশ্বতিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর পুনরাবৃত্তি ১০।৪৯।৭৭৯
অর্জ্জন-প্রসঙ্গ ১০।৫০।৭৮৯
শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি ? ১১।১।৩, ২।২৭, ৩।৪৬ ৪।৪৯, ৮।১২৪, ৯।১৪৩, ১৩।২০৯ ১৭।২৮৮, ১৯।৩০৭, ২০।৩১৯

'দুঃখী' না 'সুখী'? ১১।২।১৭
নক্ষ-মহিমা ১১।৪।৬৪
'পরের জন্য' বক্তৃতার কতকটি কথা ১১।৬।৮১
পারমার্থিক পরিভাষা-পরিচয় ১১।৬।৮৪
পুঃ-পঠন ১১।৭।১০৪
প্রদক্ষিণ-মণ্ডলে কার্ত্তিকব্রত ১১।৭।১১৩
ফাল্গুনী—আমাদের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম ১১।৯।১৪৯
বিপক্ষগোস্বামিপ্রভুর উপদেশামৃত (শ্রীল প্রভুপাদকর্ত্তৃক অনূদিত) ১১।১০।১৬৪
বৈষ্ণবের প্রেম ১১।১১।১৬৫, ১২।১৮৫, ১৪।২, ১৮।২৮৫, ২০।৩২২, ২১।৩৩৭, ২২।৩৫৪, ২৯।৪।২৪
ব্রহ্মচর্য্য ১১।১৩।২১৫
ব্রাহ্মণে অমানী-মানদ ১১।১৮।২৭৭
ভ্রমের-তত্ত্ব ১১।১৮।২৮১
মাড়াপ্রের মাধুকরী ১১।১৯।২৯৬
মন্ত্রবর্ষ ১১।২৩।৩০০, ২১।৩৩২
মাধিষ্য (altruism) ১১।২৭।৩১৭
যুধিষ্ঠির-বৈভব ১১।২৩।৩৫৭
যবনের ভক্তিভাব ১১।২৩।৩৬১
যোগাচার্য্যের বাণী ১১।২৭।৪২৩
রূপদর্শন ১১।২৮।৪৪৪
শ্রীগৌর-পরিচয় ১১।২১।৬৮১
শ্রীগৌরনাম, গৌরধাম গৌরকাম ১১।৩১।৪৪০
শ্রীবাদ ১১।৩৫।১৪০, ৩৮।৪৬০, ৩৭।৪৮৬
সকলকিঞ্চন মোক্ষ-কাম-ত্যাগাদহা ১১।৩৮।৪৯৩
সেবাকথা ১১।৪৩।৬৭৯
সেবার-সেবা ও নিজজন-স্তুতি ১১।৪৬।৭২১
সেবকে মতিরস্তু' ১১।৪৭।৭৪৬
স্বেচ্ছাসাহিত্যে বিরহতত্ত্ব ১২।২।২৪, ৫।৩৮, ৯।১৪০, ১২।১৮১, ১৪।২১৫, ১৭।৪৬২, ১৮।২৭৯
শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য ১২।৪।৪৯
যষ্টি ও গোষ্ঠিগত ভজন ১২।৬।৮১
প্রপত্তি ও বৃত্তি ১২।৭।১০১
প্রচারের বিস্তার বাধন ১২।৯।১১৩
বাস্তব সাইটের ও শ্রীচৈতন্যদেব ১২।৯।১৩৫, ১৩।১৪৮
সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয় ১২।১৩।১৪৫, ১২।১৮৭, ১৪।২০৯, ১৭।২৫৯, ১৮।২৭৪
বেদ ও ভগবদ্ভক্তি ১২।১২।১৭৭
"দান" নহে—"যাগ" ১২।১৪।২৩৪
দানের অধিকারী কে? ১২।১৮।২৭৩
আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা ১২।১৯।২৮৯
দীক্ষা ও দীক্ষিতের কর্ত্তব্য ১২।২২।৩৩৭
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কৃষ্ণারাধনেই পরমোপায় ১২।২৩।৩৫৩
কল্পনা ১২।২৪।৩৮১, ২৬।৪০৩, ২৭।৪১৭
ভক্তের সুখ ও দুঃখ ১২।২৬।৪০০
মানবের পরম ধর্ম্ম ১২।২৮।৪২১, ৩৪।৫১৭ ৪৪।৬৮৩, ৪৫।৭০১
শ্রীমায়াপুরে ধর্ম্মমিলন ১২।৩০।৪৬৭
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গাবির্ভাব ১২।৩১।৪৬৯
প্রেম ১২।৩৬।৪৯০
সন্তোষ ১২।৩৭।৪৯৫
প্রেমঃকথা ১২।৩৭।৪৭৬
"আবৃত্তিঃসর্ব্বশাস্ত্রেষু" ১২।৩৯।৫০৭
একান্তিতা ১২।৪১।৫২৯
আচার্য্য শ্রীরামানুজের দীক্ষা ও সন্ন্যাস-কথা ১২।৪২।৬০৫
মঠ-মন্দিরাদির প্রয়াস ১২।৪৫।৬২৩
প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব ১২।৪৫।৬২৯
মঠবাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচার ১২।৪৬।৭০২
হেরাপঞ্চমী ১২।৪৯।৭৪৯
স্বপ্নের-মঙ্গল ১৩।১।১
সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ১৩।২।১৭
বৈকুণ্ঠ ও জড়জাত জগৎ ১৩।৫।৩৫
"বৈষ্ণবে অজাতরতি জ্ঞান" ১৩।৫।৬৭
শ্রীগুরুজন্ম-বিনা জীবের জীবন বৃথা ১৩।৫।৬৭
সকল ত্যাগ করিয়াও কী ত্যাগ করা যায় না? ১৩।৬।৮৭
পরিবর্ত্ত-শ্রবণ-মনন ১৩।৭।১০০
অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্যদেব ১৩।৭।১০৪, ৯।১৩৭, ১০।১৪৭
যথার্থ ও যথেচ্ছবাদ ১৩।১১।১৬১
শ্রীমধুরায় দামোদর-ব্রত ১৩।১১।১৬৪
সেবা ও শস্য ১৩।১১।১৬৯
সেবাধারী ১৩।১২।১৮২
শ্রীমধুরায় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ ও কার্ত্তিক-ব্রত ১৩।১২।১৮৪
অষ্টকাল-লীলা ১৩।১৩।১৯৩
শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীধরস্বামী, বিষ্ণুপুরী, রায় রামানন্দ—সকলেই মায়াবাদী !!! ১৩।১৪।২১৫, ১৫।২০২
বেণু ও বপু ১৩।১৯।২৮৯
ঊর্জ্জব্রতকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীউপদেশামৃত-ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য ১৩।২৩।৩০৪, ২১।৩৩৪
গৃহী ও ত্যাগী ১৩।২০।৩০৫
শুভেচ্ছা ও বাস্তবসেবা ১৩।২১।৩৪১
প্রাদেশিকতা ও হরিসেবা ১৩।২৩।৩৫৩
পরিগ্রহ বনাম কৌতূহল-নিবৃত্তি ১৩।২৪।৩৬১
সেবার পাথেয় ১৩।২৪।৩৮৪
সেবার বর্ত্তিমান ১৩।২৬।৩৯০
'কাম গায়ি' কৃষ্ণ তুষে, গায় কৃষ্ণ-রসে' ১৩।২৭।৪০৯
অর্দ্ধোদয়-যোগ-স্নান ও হরিসেবা ১৩।২৮।৪২৫
'শ্রী' ও 'ঙ' ১৩।৩৫।৪৪২
রসত্ত্ব দুর্বিলী ১৩।৩৮।৪০০
আলেখ্য ১৩।৪১।৪৩৮ ৪২।৬৬৫
প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব ১৩।৪১।৪৪৭

অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত ১৩।৪২।১৫৪
শ্রীচৈতন্যের বাণী ১৩।৪৪।৬১৬
ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধ ১৩।৪৪।৬২৭
শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা ১৩।৪৭।৭১৮
কএকটি প্রশ্নের উত্তর ১৩।৪৭।৭২২
পরলোক ১৩।৪৯।৭৫০ ; ১৪।২।২০
কৃপা কি বস্তু ? ১৩।৪৮।৭৫৪
ভক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম ১৩।৪৯।৭৬৬
মুক্তাকাশে হরিনাম গ্রহণ ১৪।১।৪
গৃহস্থার্থ ও মঠস্বার্থ ১৪।১।৭
সিদ্ধদেহ ১৪।১৩।২০১
শ্রীগৌড়ীয়মঠে ১৪।১৫।২৩০
বিষ্ণু ও উপজীবিকা ১৪।১৫।২৩৫
সংসার ও ভক্তি ১৪।১৬।২৪৯, ২১।৩২১
'ভারতবর্ষ' ও ভক্তিপথ ১৪।১৯।২৮৯
গর্ভস্থজীবের হরিস্তুতি ১৪।২৪।৩৬৯
শ্রীপত্রিকা-পঞ্চক ১৫।২৪।৩৭১
'বড় আমি' ও 'ভাল আমি' ১৪।২৬।৩৯৩
ভক্তভাব ১৪।২৮।৪০০
'কোহম্' ? ১৪।৩১।৪৭৮
অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার' ১৪।৩৩।৪০৫
চিকপর্বত ১৪।৩৪।৪৩৭
অপরাধী ১৪।৩৭।৪৬৯
ভাবের বস্তু ১৪।৩৮।৪৮৫
শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্নচটকপর্ব্বত-দশকম্ ১৪। ৩৯।৬১০
মায়াদাস বস্তু কি 'দুরখোর' ? ১৪।৪০।৬১৭
ভক্তিবিনোদ-ধারা ও আশ্রয় ১৪।৪৩।৬৬৪
অর্জ্জন ও বরুণ ১৪।৪৮।৭৪৫

ভক্তিগ্রন্থ-প্রবন্ধ-পত্রাদি

ঈশোপনিষৎ ৮।২৭।৪৭২, ২৯।৪৪৯, ৩০।৪৭১, ৩৫।৪৪৯
ঈশোপনিষদের শব্দসূচী ৮।৩৪।৪৪৯
ঈশোপনিষদের শ্লোকসূচী ৮।৩৪।৪৫১
উজ্জ্বলনীলমণি ১২।৪০।৬১৩, ৪১।৬৩৪
কীর্ত্তন (আসামী ভাষায়) ১১।১৯১
গীতাবলী ৮।৪৪।৬৮৭
গেডানকেন উবার ডেন্ হিন্দুইস্‌মাস (Gedanken uberden Hinduismus) ১৩।৩৫।৪৪৬
চিত্রে নবদ্বীপ ৮।২৪।৩৭১, ৩৩।৪২৩
চৈতন্যদেব ১১।৩৪।৪৪৬
চৈতন্যভাগবত ৮।৭।১০১
চৈতন্যমঙ্গল ৮।৭।১০৩, ৩৪।৪৩৯ ; ১২।৩৭।৪৬৭
চৈতন্যলীলামৃতসারঃ ১৩।৩৫।৪৪৬
চৈতন্যশিক্ষামৃত ৮।২৪।৩৭১, ৩২।৪০৮
চৈতন্যশিক্ষামৃত (ইংরাজী অনুবাদ) ১২।২০।৩১৫, ২৪।৩৬৯
চৈতন্যশিক্ষামৃত (তেলেগুভাষায়) ১৩। ২৩।৩৬০
জৈবধর্ম্ম (ইংরাজী ভাষায়) ১৩।২৩।৩৬২
তত্ত্ববিবেক বা শ্রীমচ্ছিক্ষানুভূতিঃ ৮।৩৪।৪০৫, ৩৫।৪১২, ৩৬।৪৬১
তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৮।২২। ৩৫১, ২৩।৩৬৫, ২৪।৩৭৯, ২৫।৩৯০
তত্ত্বসূত্র ৮।১৭।২৪৭
দশমূল-নির্য্যাস ৮।১৯।৩০১, ৪০।৩১৭
নবদ্বীপ-পত্রিকা ১১।২।৩০ ; ১৩।৩৪।৪৪৫
নবপর্য্যায়ের হায়মণিষ্ট, বা সজ্জনতোষণী ১৩।৭।১০৭
নব-প্রকাশিত গ্রন্থ-চতুষ্টয় ('সংক্ষিপ্ত অর্চ্চন-পদ্ধতি', 'শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ১ম খণ্ড,' 'ভারতবর্ষ' ও ভক্তিপথ, নববর্ষের 'শ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা') ১৪। ৩৫।৪৪৭-৪৪৮
নববর্ষের পারমার্থিক সাহিত্য (নববর্ষের দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, শ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা, শ্রীচৈতন্য-উপনিষৎ, কৃষ্ণ- ১২।৩০।৪৭৪-৪৮৭ ; ১২।৩৮।৪৮১
পদবিজ্ঞাপীঠ-পত্রী ১০।৪২।৬৪৬
পরমার্থী ১০।৪২।৬৪৩
প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৯।২৯।৪৩৫
প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী (তৃতীয় খণ্ড) ১০।২।২৬
প্রেমবিবর্ত্ত ৮।৪৪।৬৮৭
বৈষ্ণব-কোষ ১১।৪।৫৪
ব্রহ্মসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ ১১।৩৯৫
ব্রহ্মসংহিতা (ইংরাজী) ১০।৪২।৬৪৬
ভক্তমাল ৮।৭।১০৫
ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি ১০।১১।১৬৮
ভক্তিরত্নাকর ৮।৭।১০৪
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১২।৩৭।৪২৯, ৪৮।৭৩৮, ৪৯।৭৬৩
ভক্তিসন্দর্ভ ১০।৪২।৬৫৬
মাই ফার্ষ্ট ইয়ার ইন ইংলাণ্ড (My first year in England) ১৩।১।১৪
রঘুনাথ দাস গোস্বামী ৮।২৪।৩৭১, ৩৪।৪৪০
রসিকমঙ্গল ৮।৭।১০৪
রায় রামানন্দ ১০।৪৭।৭৪৬
শরণাগতি (তামিল) ১০।২।২৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ইংরাজী) ১০।৪২।৬৫৫ ; ১১।৩২।৪১০
শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১২।৪৩।৬৬১
শ্রীচৈতন্যভাগবত ১০।৪২।৬৫৬; ১১।২।২৯
শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় টীকা ও নিবন্ধ গ্রন্থ ১৪।৩১।৪৮৭
সরস্বতী-জয়শ্রী ১২।২২।৩১২, ৩৩।৪১১ ; ১৩।৫।৮২
সাংখ্য বাণী ৮।৩০।৪৬৭
সাধক-কণ্ঠমালা ৮।৩৫।৪২৪
সাধক-কণ্ঠমালা (২য় সংস্করণ) ১০।২৩।৬৬০
সিদ্ধান্ত-দর্পণম্ ৮।২১।৩৩২, ২৪।৩৫০

ভগবত্তত্ত্ব ও লীলাদি

প্রশ্নোত্তর-রত্ন ১।১৫৫, ৭।১৪৭, ৬৯।৮১৬ ৪০ ৮২৪ ; ১১।৩।৫০

প্রশ্নোত্তর-পরিশিষ্ট ১০।৩।৮৩

রাধাগোবিন্দ-উপাসনার গায়ত্রী ১৪।৮৩

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ববাসরে (গল্প) ১২১।৪২৭

শ্রেষ্ঠ কি পন্থা ? ১।৩৮।৫০৭, ৩৭।৬১১, ৩৮।৬১৭, ৩৯।৬৪৮

কলাবতার (গল্প) ১।৩৮।৬০৫

বরুণাবতার (গল্প) ১।৩৮।৬০৫

শ্রীমন্ত্রাগবত-প্রকাশ-সমাপ্তি ১৪।২০।৩১৪

ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচার

কলিকাতা চেৎলা বাজারপুর রোড ৮৮।১২৮

কাশীধামী (করিমপুর) ৮।১০।১৬০

কাশীধামে ৮।১২।১৯১

সাময়িক প্রসঙ্গ ৮।১৪।২২০, ৩৫।৩৪১, ৫২।৬৫৩, ৪৩।৬৬১, ৫৫।৭০১ ; ১।২৪। ৪০৯, ৩০।৫০১, ৩৫।৫৭৯ ; ১০।১।১৩, ৩২।৫০২, ৩৪।৫৫০, ৩৮।৬০০, ৪০। ৬৩৪, ৪৪।৬৮৫, ৪৯।৭১৪ ; ১১।১। ১১, ৭।২৭, ১৯।২৯০, ৩৬।৫৭২ ; ১২। ৩৮।৫৯৪-৫৯৬ ; ১৩।১৩।১৯৮

নৈমিষারণ্য, লক্ষ্ণৌ, করৌণা ৮।১৪।২২৪

ভবরাজপুর (বীরভূম) ও হেতমপুর ৮। ২৯।৪৬০

মেদিনীপুরে গৌড়ীয়মঠ ৮।৩১।৪৯২

বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভা ৮।৩৪।৫৪০

চিৎপুলিয়া, প্রয়াগ, দিল্লী, চন্দননগর হাবড়া, আলাম, মেদিনীপুর ৮।৩৫।৫৫৬

খুলনা, নরঘাট, হরিষালি, আশনতলিয়া, নন্দীগ্রাম, কলিকাতা ৮।৩৯।৬১৯

বল্লবাহিরদিঘা, মির্জ্জাপুর, এলাহাবাদ, নূতন দিল্লী, বুলন্দসহর, চব্বিশপরগণা, হাওড়া, আলাম ৮।৪০।৬০৬

কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, খুলনাপুর, বসন্তপাড় ৮।৪৫।৭১৬

অষ্টবর্ষের প্রচার-পত্রী ৯।১।৪৭

বাঁচিতে প্রচার ৯।৪।১৬

পশ্চিম গোদাবরীতে প্রচার ৯।৬।১০৬

দাক্ষিণাত্যে প্রচার ৯।২৭।৪৬৩

চব্বিশপরগণার রমানাথপুর, কলিকাতা চেৎলা ১০।২।৪৪৬

পাবনা, মেদিনীপুর ১০।৩।৪৬২

হুগলী জেলার রাজবলহাট ১০।৪।৪৭৬

প্রচার-বার্ত্তা ১০।৪।৪৯০ ; ১২।২।২৯, ৩।৯৫

দার্জ্জিলিং ১০।৫।৬১০

পরবর্ত্তী বিবরণ ১০।৭।৬৫০

দার্জ্জিলিং-শৈলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ১০।৭।১৪ ; ১৪।৪৮।৭৯০

চর্ম্মরলিঙে গজপতি শ্রীল ভক্তিদয়িত ১০।৪২।৬৯৬

দিঘলা, হাওড়া ১০।১।১৬

মাদ্রাজ, পুরী (তারের সংবাদ) ১০।৪৮।৮০১

অমৃতসর, খুলনা ১০।২।৩২

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-পত্রী ১০।৩।৪৪, ৪।৮০, ১১।১৭০

বালেশ্বর জিলা ১০।৩।৪৮

মহাসাড় বড়নাট বাগান্দরের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রবণ ১০।১৪।২৩৪

ভক্তিরাজ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ১০।১৪।২৩৯

দিল্লীতে শুদ্ধভক্তি-প্রচার ১০।১৭।২৭১

নিউদিল্লী, ঢাকা, বিহার ১০।২১।৩০৬

মেদিনীপুর, কিশোরগঞ্জ, ত্রিপুরা ১০। ২৭।৪২৪

কলিকাতা, চব্বিশপরগণা ১০।৪২।৬৬৮

মেদিনীপুর, পুরুষোত্তম ১০।৪৩।৬৮০

কলিকাতা ১০।৪৪।৭০০

মেদিনীপুর, হাওড়া ১০।৪৬।৭০২

বিহার-উড়িষ্যার গভর্ণর ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ ১১।২৪।৩৮৬

ভবিষ্যদ্বাণী সফল ১১।৩১।৪৩২

বোম্বাই-নগরীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ১১।৪৮।৬০৫

মেদিনীপুর, পাবনা, বর্দ্ধমান ১১।৩৮।৬০৭

ভাগবত-তত্ত্ব

ভাগবত-সাহিত্য ও শ্রীরাধিকা ৮।৪।৬১

ভাগবত-সাহিত্যে শ্রীরাধা-প্রমুখা গোপী-গণের নাম স্পষ্ট নাই কেন ? ৮।৪।৬২

বীরভূম ১১।৩৯।৬২৪
মুম্বাই-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় ১১।৪০।৬৩৫
বোম্বে, ফরিদপুর, সেরেস্তাদার ১১।৪০।৬৩৬
চব্বিশপরগণা, বোম্বাই, আনন্দপুর ১১।৪২।৬৬৬
যশোহর, বোম্বাই ১১।৪৩।৬৮৮
বীরভূম, মুন্সেফ, চব্বিশপরগণা ১১।৪৪।৭১৭
বিষয়রসরাজে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার ১১।৪৭।৭৩১
যশোহরপুর, রাণীগঞ্জ ১১।৪৭।৭৪০
ঢাকা ১১।৪৮।৭৯৯
মধুসূদন, ঢাকা, চব্বিশপরগণা, বর্দ্ধমান ১২।৪।৭৮
বিবিধ প্রসঙ্গ ১২।৮।১১৭, ৯।১৩২, ১৩।২০০, ১৩।২৫৪, ১৩।২৬৭, ১৯।২৯৩, ৪৪।৩৭৫. ২৭।৪১৮, ৩৫।৫১১, ৩৭।৫৭৫, ৪৮।৭৪৩ ১৩।২১।৩৩৫, ২৪।৩৯২, ৩১।৪৮৮, ৩৫।৫০৩, ৪৬।৭২৭ ; ১৪।২০।৩১৯
সাময়িক ও বিবিধ প্রসঙ্গ ১২।১১।১৬৫, ৩৮।৯৯-৫২৬, ৫০।৬১।৬২৮ ; ১৩।১৩।১২৮
বোম্বাই, মুন্সেফ, মতিহারী ও কটক ১২।১৬।২২০
ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমদ্ভাগবতগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা ১২।১৯।২৯২
অষ্টকোর্ডমিশনের পাদ্রীবরের শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা-শ্রবণ ১২।২০।৩৫৭
রাজাক-গৌড়ীয়মঠে জেপুরের মহারাজ ১২।২৩।৩৮৫
শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিপুরাধীশ ১২।২৪।৩৭০
'দি সিন্ধ্ অবজারভার' (করাচীর সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা) ১২।২৬।৪০৪
গৌড়ীয়মঠের প্রচার-সম্বন্ধে বিভিন্ন সাময়িক পত্র ১২।২৭।৪২০
'দক্ষুদেব শিকারপুর, মেদিনীপুর সুন্দরপুর ১২।২৮।৪৩৪
কাশী ও দিল্লী ১২ ৩৭।৪৮০
প্রচার-বার্ত্তার বিবিধ প্রসঙ্গ ১২।৩৮।৪৮৭-৪৯৪
চন্দন ১০।১৭।১৬৪, ২৪।৩৭৯ ; ১২।৩৯।৬১২, ৪২।৬৫৬, ৪৮।৭৪৫. ৪৯।৭৬২ ; ১৩।২১০, ৪।৬২, ২০।৩২০
বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, যশোহর ১২।৪২।৬৫৯
এলাহাবাদ, ওরঙ্গপুর, আগ্রা, কলিকাতা ১২।৪৩।৬৭৫
চাঁদপুর, মুন্সীগঞ্জ, জামুকী, নাটুরিয়া, আসাম, গয়া, সংযুক্ত-প্রদেশ, পুঁটিয়া ১২।৪৪।৬৯০
বীরভূম, আসাম, ঝিনুলিয়া, পাকুটিয়া, পাবনা, মাদ্রাজ ১২।৪৫ ৭০৬
পুণা, পাবনা, কাশী, বিজনোর ১২।৪৬ ৭২২, ৪৭।৭৪০
চিকলিয়া, যশোহর, পাবনা, মধুসূদন, ঢাকা, জোলাপুর ১২।৪৯।৭৭০
কুমিল্লা, কলিকাতা ১২।৫০।৭৯২
চাকদহ, পাটনা, দাক্ষিণাত্য ১৩।১।১৬
মানভূম, পাটনা, বৃন্দাবন, কটক ১৩।১।২০
পাবনা টাঙ্গাইল, ঢাকা, বীরভূম, জোলাপুর, মাদ্রাজ, আগ্রা, দিল্লী, মথুরা, লাকনাম, নরসিংহপুর ১৩।১।৯৭
আউন্ধ ও শোলাপুর ১৩।৪।১৩৭
ঢাকা, আসাম, পুরী, নৈমিষারণ্য, কাশপুর, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, কাশী কটক ১৩।৪।১৮
চট্টগ্রাম, ওরঙ্গপুর-রাজা ১৩।১৫।২৪০
চট্টগ্রাম, গড়মাত, হাওড়া ১৩।১৯।২৫৬
ওরঙ্গপুর রাজা, আচনেড়া, চট্টগ্রাম, হাওড়া ও মায়রা-রাজ্য ১৩।১৯,২৬৫
নিউদিল্লী, রাজপুতনা, ঝিরিরপুর ১৩।১৯।৩০০
ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজহলে বক্তৃতা ১৩।২১।৩৩০
রেঙ্গুন, কটক, মহমনসিংহ, ত্রিপুরা, নৈমিষারণ্য, বেরিলি, গজভুক্ত আরা, পাটনা, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র, লাহোর ১৩।২৩।৩৬৩
রেঙ্গুন, গয়া, এলাহাবাদ, পুরুষোত্তম, কেন্দুবিল্ব, মেদিনীপুর, পাটনা, ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া, পরিব্রাজপুর, গোয়ালিয়র, ফতেগড়, কয়ারাবাদ ১৩।২৬।৪০১
গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠেকের ব্রহ্মদেশের সপ্তর্ষি বাহাদুরের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন (রেঙ্গুন 'ডেইলীনিউজ' হইতে উদ্ধৃত) ১৩।২৮।৪৩৮
ব্রহ্মদেশ, মেদিনীপুর, চাঁদপুর, কয়ারাবাদ ১৩।২৮।৪৩৯
শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ১৩।৩১।৪৪০
রেঙ্গুন, ঢাকা, গয়া ১৩।৪০।৭৩১, ৪১।৬৫২
পাবনা, মধ্যপ্রদেশ, জোলাঘাট, খুলনা, দিল্লী, পাটনা ১৩।৪৩।৬৮৫
ব্রহ্মদেশ, ঢাকা, উত্তরবঙ্গ, গয়া ১৩।৪৪।৭০০
শিমলা, যুক্তপ্রদেশ, পাটনা, সম্বলপুর, ব্রহ্মদেশ, আসাম, বোম্বাই, পাবনা, বক্তৃতা ১৩।৪৬।৭৩১
পাস্তালয়, রাজসাহী, গয়া, আসাম, দিল্লী, কুড়িগ্রাম, বক্তৃতা ১৩।৪৮।৭৬৫, ৪৯।৭৮১
বরাহনগর, বোম্বাই, কুড়িগ্রাম, ধুবড়ী, পুরী, কটক, পাটনা, রেঙ্গুন, মধুরভঞ্জ, দিল্লী ১৪।১।১৪, ২।৩১
ব্রহ্মদেশ, কক্সবাজার, পাটনা, শিলিগুড়ি, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওরঙ্গপুর-রাজা ও মায়রা ১৪।১৭।২৬৮
বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর ; মেদিনীপুরের 'ঝিকল' গ্রাম ও বিভিন্ন স্থান

দার্জ্জিলিং, শিলিগুড়ী, জলপাইগুড়ি, দেওয়ানগঞ্জ, নাওডাঙ্গা, তৈপা, পাঁচকুড়া, শিমুলিয়া ১৪।৩৯।৫৩৬
মেদিনীপুরের ভদ্রকালী গ্রাম ১৪।৩৭।৫৮১
জয়দেবপুর, দানাপুর, পাটনা, বাক্সর, কলকাপুর, নাগপুর, বোম্বে সহর; মেদিনীপুর জেলার সরিষাদপুর গ্রাম, মালাগোবিন্দ পুর, মকরাম পুর, সাপুর, বালিসীতা গ্রাম, বড়সাহড়া, শীতলা, বৈনান, সরং, শিবপুর, কলমাই, ভদ্রকালী, কেশিয়াড়ী, রোহিণী; নাইকুণ্ডি গ্রাম, কল্যাণপুর, শীতলপুর, কোলাঘাট, জ্যোৎস্নলাম গ্রাম, মাড়গ্রাম মহনাগড়, চোয়াচক, পরমানন্দপুর, নাইসা দীঘী, চায়চক ১৪।৩৯।৬১৩
তন উড়িষ্যার প্রবর্ত্তক বাহাদুর ও শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি ১৪।৪০।৬২৯
রদিনীপুরের রোহিণী গ্রাম, যশোহর, খুলনা ও চব্বিশপরগণা ১৪।৪০।৬৩১
রদিনীপুর, কলিকাতার যোবাজার, চব্বিশপরগণা, বাদেশ্বর ১৪।৪৪।৬২৫
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বাণী প্রচার (মথুরামণ্ডল, কটক, পুরী, শ্রীবাসপুর, পাটনা, বিহারের লাটবদন, ছাপরা, হাতোয়া ডোমরাও, আড়া, কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী, প্রভৃতি স্থানে শ্রীপাদ বন-মহারাজের প্রচার-সংবাদ) ১৪।৪৭।৭৪৩, ৪৯।৭৬০ ৯
াবনা, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, কলিকাতা ও পুরী ১৪।৪৮।৭৫৩-৭৫৭
র্জ্জিলিং (মিঃ সুন্দরলে ও শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা) ১৪।৪৮।৭৪৪

ভ্রম-সংশোধন

প্রবাধ-সংশোধন ৮।২৩।৩৬৮
ভ্রম-সংশোধন ৮।৩২।৫০৮, ৪৩।৬৮৪, ৪৪।৭১৬, ৫৮।৭৫৪; ৯।২৭।৪৬৬, ৩২।৫৪৬, ৪২।৭০৬, ৫০।৮২৬; ১০।১৬।২৫৬; ১১।৪৩।৭০৫; ১২।১০।১৬০, ১৭।২৭২, ১৯।৩০৪, ৪২।৬৮০, ৪৪।৬৯২; ১৩।১।২৬, ১৬।২৫৬, ২৪।৩৮৪, ২৮।৪৪০, ৪৪।৭০১; ১৪।২২।৩৪২, ২৫।৩৮৮, ৩১।৫৮৮, ৩৪।৫৫২, ৩৮।৬০০
মুদ্রাঙ্কণ-প্রমাদ ১০।৩।৫৮, ১৯।৩০৪, ৩২।৫০৪, ৩৯।৫৩০; ১১।১৭।২৭৬; ১৩।২।৩১, ১৯।৩০৪; ১৪।৪।৬৪, ৪৩।৭২৮, ৪৭.৭৪৪, ৫৮।৭৬০

মহোৎসব-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব (বিজ্ঞাপন) ৮।১।১৬
সাম্বৎসরিক সম্মেলন ৮।২।১৭, ৭।৯৭
মহোৎসব (বিজ্ঞাপন) ৮।৩।৪৮
উৎসব-প্রসঙ্গ ৮।৪।৭৯; ১২।৩৪।৫২৮
সাম্বৎসরিক-প্রসঙ্গ ৮।১০।১৪৪, ১৪।২৫, ২০।৩০৪, ২৬,৩২৮,৩১।৪৭৭, ৩৯।৪৪৭, ৪০।৫২১; ১০।৩৩।৪০৯, ৪৯।৭৭৪; ১১।৪।৭৬, ৮।১১৮; ১২।৪৭।৭৩৮; ১৩।২।১৯; ১৭।৪৬।৭১৩
প্রচার-প্রসঙ্গ ৮।১২।১৯৫
শ্রীবাসগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব ৮।১৭।২৭১
শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসব ৮।৩১।৪৮৫
চন্দন ৮।৩৪।৫৩৩; ৯।৩২।৪৪৫; ১০।১৬।৫৫২, ১৩।৪৯০
নিয়ম-পত্র (শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক উৎসব) ৮।৩৬।৪৭২
ভক্তিবিনোদ-বিরহ-উৎসব ৮।৪৫।৭১৬, ১০।৪৪।৬৯১, ১১।৪৫।৭০৯, ১৪।৪৬।৭২০
বিভিন্নমঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব ৮।৪৭।৭৪৬, ৯।৪৬।৭০৬,১০।৪৮।৭৪৩, ১১।৪৬।৭২৯, ৪৭।৭৪৯, ৪৮।৭৬৩
শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভাগবত-মহামহোৎসব ৯।১।১০
নিয়ম-পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব) ৯।১।১৪; ১০।২।৩১, ৪৮।৭৬৩, ১১।৪৭।৭৪১
আহ্বান-পত্র (নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়মঠে প্রবেশোৎসব) ৯।২।৪২
শ্রীগৌড়ীয়মঠে বলদেব-উৎসব ৯।৩।৬০
বিভিন্নমঠে জন্মাষ্টমী-মহোৎসব ৯।৪।৬৪
কটক শ্রীদক্ষিণানন্দ মঠে জন্মাষ্টমী-মহোৎসব ৯।৪।১২০
শ্রীশ্রীরাধা-আবির্ভাবোৎসব ৯।৪।১২০
ভক্তিবিনোদ-প্রকটোৎসব ৯।৬।১৩৬
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশ-মহামহোৎসব ৯।৯।১৭৭
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব, শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট ৯।১১।২০৬
শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-সম্বন্ধে সাধারণ সাম্বৎসরিক পত্র ৯।১১।২১৮; ১১।৫।২৪০
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-উপলক্ষে সাম্বৎসরিক-পত্রসমূহ ৯।১২।২২-২০২, ১৩।২৩৮
উৎসব-পূর্ণাহুতি ও পুনরাবৃত্তি ৯।১৩।৩১৩
নিয়ম-পত্র (শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-মহোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৯।২৩।৪২৪, ১০।২৩।৩৬৭, ১১।২৪।৩৮৭, ১২।২৩।৩৬৭
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহামহোৎসব ৯।২৯।৪৯৬
ময়মনসিংহে মহোৎসব ৯।২৯।৪৯৮
শ্রীরাধাকেলী-সংবাদ (উৎসবে যোগদান-প্রার্থনা) ৯।৩৩।৭২২
শ্রীল মহেশপণ্ডিতের শ্রীপাট(প্রবেশোৎসব) ৯।৪৭।৭৭৮
মহোৎসবের আগমনী-গীতি (পদ্য)১০।৩।৪০
যাত্রাপুর গৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রকটোৎসব ১০।১০।১৬০

নিমন্ত্রণ পত্র (শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব) ১০।১১।১৭৮, ১১।১।১০৮
প্রয়াগ-মহোৎসব ১০।১৪।২৪
প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব ১০।১৪।২০০
বিল্লী-গৌড়ীয়মঠে উৎসব ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১০।১৫।২৪০
বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব ১০।১৬।২৪৮, ১১।১৩।২০৮
ভীমাজ-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব-সমাপ্তি ১০।১৭।২৬০
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের বিরহোৎসব) ১০।১৭।২৭০
কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীউর্জ্জব্রত ও শ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসব ১০।১৯।২৭১
বল্লী গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসব ১০।.৮।২৮৮
কিষহ শ্রীল মহেশপণ্ডিতের শ্রীপাটে বার্ষিক-মহামহোৎসব ১১।২২।৫৪৯ ; ১১।২১।৩০৬
শ্রীমন্নগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বাণি-মন্দির-ভিত্তি-সংস্থাপন-মহোৎসব ১০।২৩।৪০০
শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মোৎসব ১০।২৮।৪৪২
শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহা-মহোৎসব ১০।২৯।৪৫৬ ; ১১।০।৪৭৯ ; ১২।২৭।৪০৬
বরিশ মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ১০।৩২।৪৯৮
বরিশ মঠে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব ১১।১৪।২২৬, ১৪।২৪৩
শ্রীভক্তিরঞ্জন বিরহোৎসব ১১।১৭।২৬০
শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের উৎসব (শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা) ১১।১৮।২৮৪
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মোৎসব ১১।২৬।৪১২
পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক-উৎসব ১১।৪৪।৭০৩
কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক-উৎসব ১১।৪৬।৭০৮, ৪৮।৭৯৪
ত্রিবক্তিগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব ১১।৪৭।৭৪০
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব ১২।১।১১
উৎসব-প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব) ১২।৩।৪১
শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসব ১২।৪।৬৫
বঙ্গের নানাস্থানোৎসব ১২।৯।১২৯
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব মহোৎসব ১২।১৩।২০৪
শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র ১২।১৩।২০৭
বিভিন্ন মঠে শ্রীশ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসব ১২।১৪।২২১
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব) ১২।১৮।২৮৩
আচার্য্যের বপুঃপুষ্টি আবির্ভাবোৎসব ১২।২১।৩২১
শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব ১২।২১।৩৩০ ; ১৩।১২।১৯২
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব) ১২।২১।৩৩৮
কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব ১২।২২।৩৪৬, ২৪।৩৮৯
নিমন্ত্রণ-পত্র (সনাতন-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব) ১২।২৩।৩৬৩
কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব-উপলক্ষে বিরাট্ সভা ১২।২৪।৩৮৩
নবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ১২।২৭।৩৯০, ২৭।৪১২ ; ১৪।২৪।৩২১, ৩০।৪৭০
কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব-উপলক্ষে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীসরস্বতীপূজা'-সম্বন্ধে বক্তৃতা ১২।২৬।৩৯৮
বিবিধ প্রসঙ্গ ১২।১৩।২০০, ১৭।২৬৭, ১৮।২৮২, ১৯।২৩৩, ২০।৩১৪, ২২।৩৫২, ২৩।৩৬৬, ২৪।৩৭২, ২৬।৪০২, ২৭।৪১৮, ৪০।৬২১, ৪৩।৬৭৩, ৪৮।৭২৩, ৪৯।৭৭৮; ১৩।২।২৬, ৫।৮৪, ৪।৬৩, ৫।৭৭, ৬।৯৩, ৭।১০৯, ১৮।২৫৪, ১৭।২৬৭, ২৩।৩৬৬, ৩১।৪৮৮ ৪৭।৭৫৪, ৪৮।৭৬৩, ৪৯।৭৮০ ; ১৪।১৯।২০৫, ১৬।২৫৫, ২৩।৩৬৮, ২৬।৩৮৪, ৩৮।৪০০, ৪০।৪৩৩, ৪৬।৭২৮
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব) ১৩।২।৩২ ; ১৪।১।১৬
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ ১৩।৮।১২২, ৯।১৪১, ১০।১৫৬, ১৭।২৬৯
শ্রীগৌড়ীয়মঠে 'বরাট্' অন্নকূট-মহামহোৎসব ১৩।১৪।২২৪
শ্রীশ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ ১৩।১৩।২৪৯
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল জগবন্ধুর চতুর্থবার্ষিক স্মৃতি-মহোৎসব ১৩।১৯।২৯৭
শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব ১৩।২৬।৪০৬
শ্রীভগবন্নবমন্দির-প্রবেশোৎসব (শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির) ১৩।৩২।৪৯৪
পরিক্রমা, নবমন্দির-প্রবেশোৎসব ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব ১৩।৩৩।৪১০
শ্রীগৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তনোৎসব ১৪।২।১৭

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক অধিবেশন মহোৎসবের প্রচার-সংবাদ ১৪।১।৪৯
মহোৎসব ১৪।৪।৬১, ১৮৮
শ্রীব্যাসপূজার নিমন্ত্রণ-পত্র ১৪।২৩।৪০৭
শ্রীশ্রীবিজয়বৈজয়ন্তী-মন্দিরে নিমন্ত্রণ-পত্র (নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও গৌরাবির্ভাবস্থলের জন্মোৎসব) ১৪।২৩।৪০৭
শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ১৪।২৩।৪৪৩
নিমন্ত্রণ-পত্র (পুরী চটকপর্বতস্থিত পুরুষোত্তমমঠে সপ্তাহব্যাপী উৎসব) ১৪।৩৭।৪৮৯
লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব (ফটো) ১৪।৩০।৩১০
টক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বার্ষিক মহোৎসব ১৪।৪৮।৭৪৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের অভিষেকার্চ্চন ও রথযাত্রা-মহোৎসব ১৪।৪৮।৭৪৮
শ্রীশ্রীবর্ষীয়সী গোরহরির নবমন্দির-প্রবেশ-মহোৎসব ১৪।৫৮,৭৪৯
শুভ শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব ১৪।৬৯।৭৯০ ন

য়ুরোপে প্রচার

য়োপে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের বিরাট্ আয়োজন ১১।২৮।৪৪৮
বিজয়বাণী সকল ১১।৩১।৪৯২
নিমন্ত্রণ-পত্র (বিদেশযাত্রী প্রচারকগণকে অভিনন্দন-প্রদানার্থ অধিবেশনে আহ্বান) ১১।৩১।৪৯৪
ক্তিবার্ত্তা (য়ুরোপযাত্রী প্রচারকগণের লণ্ডন-যাত্রা) ১১।৩৮।৫১২
চার-প্রসঙ্গ ১১।৩৮।৩০৭
ণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচার কার্য্যালয় (তারের সংবাদ) ১১।৪১।৬২৩
ধর্ম্মোপদেষ্টিমণ্ডলে শ্রীচৈতন্যবাণী লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসঙ্গ ('ইয়র্কশায়ার হেরল্ড' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত) ১১।৭।৬৩৩
লণ্ডন ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা ১১।৭।৬৭০
য়ুরোপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের বৈশিষ্ট্য ১১।৪২।৬৬৪
লণ্ডনে তার ১১।৪২।৬৬৯, ৭৭।৭০৩
লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার প্রসঙ্গ (বিদ্যানন্দাকে প্রাপ্ত) ১১।৫২।৬৬৬, ৫৩।৬৮৫, ৭৭।৭০৪, ৪৯।৭৩২, ৭৮।৭৯৩, ৭৯।৭৮৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠই ভারতের প্রকৃত হিতকারী ('ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র নিউসসংবাদ-দাতৃগণ-প্রেরিত সংবাদ) ১১।৮২।৬৬৮
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী ১১।৪৩।৬৮৪
শিক্ষদরবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার ১১।৪৭।৭০৭
চরণ ও সমালোচনা ১১।৪৭।৭৪৩
ইলণ্ডের প্রচার-বার্ত্তা ('ষ্ট্যাণ্ডার্ড' হইতে উদ্ধৃত) ১১।৪৭।৭৪২, ৪৮।৭৬৩
মহারাজ মার্কুইস্ অব্ লোথিয়ান ও লেডি ল্যাণ্ডের প্রশ্ন ও তদুত্তর ১১।৭৯।৭৬২
মাননীয় লর্ড লেট্ল্যাণ্ডের পত্র ১১।৪৯।৭৮৪
লণ্ডনে রাজপ্রাসাদে ভারত-সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর সহিত শ্রীপাদ বন মহারাজের সাক্ষাৎকার ১১।৫০।৭৯৩
লণ্ডনে প্রচারবার্ত্তা ১১।৫০।৭৯৪, ১২।৯।১৪১, ৩৭।৪৭১
লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ ১২।২।২৬ ৪।৩২, ৬।৯০, ১১।২৯০, ২৭।৪১৬, ৪৬।৭২৪; ১৩।২।৩০, ৫।৭৮, ৪৭।৭৪৮; ১৪।৯।৩০
লণ্ডনের পত্রাবলী ১২।৮।১২৪
চরণ ১২।৮।১২৪, ১১।৭২, ২৪।৩৭৯, ৩৯।৩১২, ৪২।৩৫৬; ১৩।৪।৬২, ৮।৯৬, ৮।১২৮, ১১।১১৫, ১৭।২৭২, ২০।৩২০, ২৭।৩৬৮ ১৪।১।১৩, ১২।১৯১, ১৪।২২৩, ১৪।২৩০, ১৮।২৮৮
সংবাদ-পত্রে য়ুরোপের প্রচার-কথা ১২।৯।১৩৬
অক্সফোর্ডে 'নামতত্ত্ব'-সম্বন্ধে বক্তৃতা ১২।১০।১৬০
য়ুরোপের প্রচার-বার্ত্তা ১২।১০।১৫২, ১১।১৭০, ২০।৩১৭-৩১৯, ২১।৩৩৪
সাময়িক ও বিবিধ প্রসঙ্গ ১১।৩৭।৭৪৮; ১২।১১।১৬৮, ২১।৩৩৪, ৩৭।৪৭৫, ৪৪।৬৮৭; ১৩।১১।১৭১, ১৪।২৩, ২৪।৩৯২, ৪৪।৬৯১, ৬৪।৭২৭, ৬৮।৭৬১; ১৪।২।২৭, ১৩।১০৫, ১৬।২৪৫, ১৭।২৬৯
শ্রীপাদ বন মহারাজ ১৪।১৭।২৭০
লণ্ডন-সমাচার ১২।১৮।২৮৩
জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার ১২।২০।৩১৭, ১৩।৮।১২৮, ১৯।৩০১
জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সাফল্য ১২।২২।৩৪৬
বার্লিনের ডাঃ ওয়েগার্টের পত্র ১২।২৩।৩৬২
শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ লণ্ডন-যাত্রা ১২।২৩।৩৬৩
লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ১২।২৮।৩৯০
জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রতিধ্বনি ১২।২৯।৩৯৪
কলিন্স্ সম্বন্ধের ডাঃ এইচ্, জি, গ্রাসেল্যাপের পত্র ১২।২৯।৩৯৪
বার্লিনের হের্ আর্ণষ্ট্ হুল্ৎসের পত্র ১২।২৯।৩৯৫

লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে লর্ড কেট্ ল্যাণ্ডের 'পারমার্থিক ভারত' সম্বন্ধে উক্তি ১২।২৯।৪৩৫

পাশ্চাত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-মহিলার সর্ব্বস্ব সমর্পণেচ্ছা ১২।৩৯।৪৪৭

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের হরিকথা প্রচার ১২।৩৬।৪৪৮

জার্ম্মাণ-মনীষীর মঠবাস এবং শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে হরিনাম-গ্রহণ ১২।৩৯।৪৬৩

সম্ভ্রান্ত জার্ম্মাণ-মনীষীর তিনখানি পত্র ১২।৪৩।৪৭১

জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বামী বন (লণ্ডন 'টাইম্‌স' পত্র হইতে উদ্ধৃত) ১৩।১৪।১২৩

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক স্বামী বনের জার্ম্মাণ-বিশ্ববিদ্যালয়ে হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা (ব্যাড্‌ভাল হইতে উদ্ধৃত) ১৩।১৪।১৩৯

জার্ম্মাণী হইতে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর নিকট লিখিত বন মহারাজের পত্র ১৩।১৪।১৩৯

বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা ('আনন্দবাজার' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত) ১৩।১৭।১৭২

শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে আকৃষ্ট পাশ্চাত্য-মনীষিগণ ১৩।২৪।৩৮০

জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও তত্রত্য বিদ্বৎসম্প্রদায়ের শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে আগ্রহ ('অমৃতবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত) ১৩।২৭।৪২২

জার্ম্মাণ-দার্শনিকের পত্র ১৩।৩৭।৪৭৭

ব্রহ্মদেশ ভারতসচিব লর্ড কেট্‌ল্যাণ্ডের দুইখানি পত্র ১৩।৪৭।৪৪১

লণ্ডন ক্যাক্সটনহলে শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা (ব্যাড্‌ভাল হইতে উদ্ধৃত) ১৪। ১।১৩

হেয়্ আর্থ্ ই জর্ড্ সুহৃৎসের দ্বিতীয় পত্র ১৪।১৫।২০৮

লণ্ডনে শ্রীভক্তিবিনোদ বিরহোৎসবোপলক্ষে ডাঃ হাসের বক্তৃতা এবং ডাঃ হাস-সম্বন্ধে তার অমূল ১৪।৪৯।৭৭০ প

রাধাচরিত্র

শ্রীরাধাষ্টমী ১৩।৭।৯১, ৯।১২৯, ১৭। ১৬০ ; ১৪।৯ ১৬৫

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাষ্টকম্ ১৪।১৩।১৯৯

লৌকিক উদাহরণ ও আলোচনা

ভীম-বুদ্ধির সংবাদ ৯।৫।৭১

ভবরোগীর হাসপাতাল ৯।১৪।২৭২

বঙ্গ-প্রতিভার ও জনমত ১০।৮।১২৫

পীঠ ও পট ১০।৮।১৯৭

বালভ-ভাব ১০।১৪।৪২৫

পরার্থিতা (Altruism) ১১।২০।৩১৪

কৃষ্ণকর্ণ ১২।২৪।৩৮১, ২৬।৪০৩, ২৭।৪১৭

রজস্তমস্বিনী ১৩।৩৮।৪০০

শক্তিতত্ত্ব

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব (পদ্য) ৯।২৯। ৪১৪

শক্তিতত্ত্ব ১০।৪৮।৭৪৭

প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব ১১।১২ ১৯১

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সহানুভূতি

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরিদর্শনে মন্তব্য (পুরীর ভূতপূর্ব্ব জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়) ৯।৪৭।৭৮৬

পরবিদ্যাপীঠ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরিদর্শনে কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষের অভিমত ১০।৪৫।৩৯১

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' পরিদর্শনে মন্তব্য ১০।২৯।৪৫৮

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে পারি-তোষিক-বিতরণী সভা ১০।৩৭।৫৬৯

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরিদর্শনে স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের মন্তব্য ১০।৪৫।৭১৯

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরিদর্শনে এন্‌ সি চ্যাটার্জ্জি বার-এ্যাট্‌-ল মহাশয়ের মন্তব্য ১২।১৫।২২২

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের দ্বিতীয়-বার্ষিকী পুরস্কার-বিতরণী সভার বিবরণ ১২।৩৩।৪১৯

শ্রীধাম মায়াপুরের অনুকূল মত

সাময়িক-প্রসঙ্গ ৮।৪২।৬৫৩

শ্রীমায়াপুরে কএকদিন ৯।৫।১১১

শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান ৯।২৩।৪০০

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুজাত চয় নাই ৯।২৩। ৪০২

শ্রীধাম মায়াপুরে বঙ্গের ভূমিলাট-বাহাদুর ৯।২৮।৪৭৯

শ্রীধাম মায়াপুরে বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ১০।২০।৩১৮

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ ১২।৩৯। ৬০৫

শ্রীধাম-মায়াপুরে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর ১০।২৪।৩৭২

শ্রীধামমায়াপুর-দর্শনে সম্রাট্ জর্জ্জ বি, এল মিত্র ১৩।৩১।৪৯৩, ৩৭।৫৮৪

ডাঃ দীনেশ সেনের পত্র ১৩।৩৪।৩৩৫

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে উৎসব ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১০।১৫।২৪০

শ্রীবৃন্দগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও ভাবী মন্দির-ভিত্তি-সংস্থাপন-মহোৎসব ১০।২৩।৪০৫

ত্রিপুরাগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব ১১।৪৭।১৪০
শ্রীলগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোপাল-সপ্ততীর্থদেব প্রতিষ্ঠোৎসব ১২।৪৩।১৭৩
১২।৪৭।১৩৮
পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব ১৩।১৪৪
ভুবনেশ্বর-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধামাধব-শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৩।২৬।৪০৭
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র ভবনে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৩।৩১।৪৯০
নাথদ্বার (রাজপুতনা) শ্রীগঙ্গামাগৌড়ীয়মঠে "শ্রীবিনোদ-বিহার"-শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৩।৩৮।৫২৮
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৩।৪৮।৭৬৩
মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৪।
১৫।২৩৯
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৪।
১৪।৫৩৯
হরিদ্বার-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৪।৩৫।৫০২
খড়দহ শ্রীগৌর-গৌড়ীয়মঠে ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৪।৩৯।৫১০
শ্রীকৃষ্ণপুর-গৌড়ীয়মঠে ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৪।৩৩।৫১০
শ্রীনবদ্বীপগৌরাঙ্গমঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশ ১৪।৪৫।৭০৫
শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ (শ্রীমন্দিরের কার্য্য-সমাপ্তি, শ্রীবিগ্রহের পুনর্বিজয়) ১৪।৬৮।৭৫৮
বাঙ্গিলিং-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৪।৪৯।৭৬০ খ
ঐ নিবন্ধন পত্র ১৪।৪৯।৭৬০ ঘ

সজ্জনগণের অভিনন্দন

জগদ্বন্ধু-প্রশস্তি (পদ্য) ৯।১৭।২৯৬
ভক্ত-প্রশস্তিঃ ৯।২৫।৪৩৪
মন্মথনাথ-মুখোপাধ্যায়-মহোদয়ের শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রমিদম্ ১০।১০।৩১৯
অভিনন্দন (ডাঃ স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়) ৮। ৬।৪০৮-৪০৮
বিষয়সমরবিজয়ী-পরশ্রী-স্বাধীন-ত্রিপুরেশ্বর শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর মহা মহোদয়ায় প্রদত্তমভিনন্দন-পত্রমিদম্ ১২।২৪।
৩৭১, ১৩।২৪।৫৩৮
স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মাণিক্য বাহাদুরের শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমনোপলক্ষে অভিনন্দন-পত্র ১৩।২৪।৪৩৬
বর্দ্ধমান মহারাজের কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠে আগমনোপলক্ষে অভিনন্দন-পত্র ১৩।৩৪।৪৪১
শ্রীপাদ বনমহারাজের লণ্ডন হইতে ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনে কলিকাতা-নগরবাসীর সাদর-সম্বর্দ্ধনা ১৪।৮।১৪৮
শ্রীপাদ বন মহারাজের সম্বর্দ্ধনা ১৪।১০।১১৬

সজ্জনগণের অভিভাষণ

স্যর প্রফুল্লচন্দ্রের প্রদত্ত অভিভাষণের সারাংশ ৮।২৬।৪০৮
সভাপতির অভিভাষণ (স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ১০।৬।৯২
শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে (গবর্ণর বাহাদুরের অভিভাষণ) ১১।১৬।২৫১
সভাপতির অভিভাষণ (সভাবের রাজা স্যর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী) ১১।১৭।২৭৪
মহারাজ মাণিক্য-বাহাদুরের অভিভাষণ ১২।২৪।৩৭৩
সভাপতি (ত্রিপুরাধিপতি) মহারাজের অভিভাষণ ১৩।৩।৪১৩ ;১৩।২১।৩২৮
মহারাজাধিরাজ (বর্দ্ধমানাধিপতি) বাহাদুরের অভিভাষণ ১৩।৩৪।৪৫২
শ্রীগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা (কাশিমবাজার-মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অভিভাষণ) ১৪।৪।৬২
শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা (কুমার শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সিংহ মহোদয়ের অভি-ভাষণ) ১৪।৫।৭৪
প্রচার-প্রসঙ্গ (কোচবিহারষ্টেটের যুবরাজ চৌধুরী অপর্ণাচরিকর পাল এম্-এ, বি-এল মহোদয়ের অভিভাষণ) ১৪। ৩৭।৪৮১
সভাপতির অভিভাষণ (স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কেটি, দার্জ্জিলিং) ১৪। ৪৮।৭৪৫

সজ্জনগণের সেবানুকূল্য

মহারাজ মহারাজের আদর্শ-সেবা ৮।৭।১১০
পরমহংসমঠে আনুকূল্য ৮।১৭।২৭১
সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্ততি ৮।৩৯।৭৭৯
আলালনাথ-সাম্রাজ্যে দান ৮।৪৯।৭৮০
ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সেবা ৯।২৯।৪৬৮
ভক্তিকুমুদ মহোদয়ের সেবা ৯।২৯।৪৯০
রাজর্ষির চরিতা ৯।৪৭।৭৮৪
শ্রীগৌরপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় আনুকূল্য ৯। ৫২।৮১৮
ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ১০।১৩।২০৭
প্রভুপাদ ও মহারাজ-গৌড়ীয়মঠের নাট্য-মন্দির-নির্ম্মাতা ১০।৩৯।৫১৫
নবীভূত ভক্তিবিজয় ১১।৩২।৫০৪
যুরোপের প্রচারে আনুকূল্য ১১।৪২।৬৬৫
আদর্শসেবা (বালিয়াটীর জমিদারগণ-কর্ত্তৃক) ১৩।২৩।ক্রোড়পত্র
পূর্ব্ববঙ্গে অপূর্ব্ব ও আদর্শ-সেবা-প্রচেষ্টা (বালিয়াটীর জমিদারগণের) ১৩।৩১। ক্রোড়পত্র
স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের বদান্যতা ১৪।১১।১৭৯

মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের আদর্শ-সেবা ১৪।২৭।৪৫০
সেবাকীর্ত্তি (সম্রীক রায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী বাহাদুরের) ১৫।৫৯।৭৬০ ছ

হরিভজনের বৈশিষ্ট্য

সাধক ও অসাধক ৮।২০।৩০৯
পরমার্থের স্বরূপ ৮।২২।৩৪২
প্রয়াগ-প্রসঙ্গ ৮।২৩।৩৫৭
শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও পৃথুব্রতধর্ম্ম ৮।৩০।৩২৬
রাধাগোবিন্দ-উপাসনার পারম্ভিমা ৯।৪।৮০
আড়াইল গ্রাম ৯।৫।১০০
সংশিক্ষার্থীর বিবেচ্য ১০।৮।১১৫
'ছনো' না 'সুখী' ? ১১।২।১৭
শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃত (প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক অনূদিত) ১১।১০।১৬৪
শ্রীচৈতন্যের প্রেম ১১।১১।১৭৫, ১২।১৮৫, ১৪।২২১, ১৮।২৮৫, ২০।৩২২, ২১।৩৩৭, ২২।৩৪৪, ২৬।৪১৫
বৈষ্ণবধর্ম্ম ১১।১৯।৩০০, ২১।৩৩২
শ্রীচৈতন্যদেব ও বিশ্বমিলন ১১।৩২।৫০৭
পঞ্চোপাসনা ১১।৩৭।৫৮০
বাক্যোবাক্য ১১।৪৪।৬৯১
মহাপাত্র মাস্টার্স অব্ লোরিয়ান্ ও ফেট্ল্যাণ্ডের প্রশ্ন ও তদুত্তর ১১।৫১।৭৬২
বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব ১২।১।২৪, ৩।৫৮, ৯।১৪৩, ১২।১৮১, ১৪।২১৫, ১৭।২৬২, ১৮।২৭৯
বাস্তব-রাষ্ট্রতন্ত্র ও শ্রীচৈতন্যদেব ১২।৯।১৩২, ১০।১৪৮
সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয় ১২।১০।১৪৫, ১২।১৮৭, ১৪।২০৯, ১৭।২৪৯, ১৮।২৭৫
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কৃষ্ণারাধনই পরমোপায় ১২।২৩।৩৫৩
ভূকম্পন ১২।২৪।৩৮১
মানবের পরমধর্ম্ম ১২।২৮।৩৯১, ৫৪।৫১৭, ৪৪।৬৮৩, ৪৫।৭০১
আনুষ্ঠিয়নকৃতপদেশাৎ ১২।৩১।৪৩৭
ঔপাধিকতা ১২।৪১।৪৬২
অর্দ্ধোদয়যোগ-স্নান ও হরিসেবা ১৩।২৮।৪২৫
পরলোক (১, ২) ১৩।৪৮।৭৪০ ; ১৪।২।২০
মৃত্যুকালে হরিনাম-শ্রবণ ১৪।১।৪
'ভারতবর্ষ' ও তদ্ভিন্নপদ ১৪।১৯।২৮২

চয়ন-সূচী

শ্রীমায়াপুর-প্রদর্শনী ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব-সম্বন্ধে 'সময়'-সম্পাদকের 'সময়' পত্রে লিখিত অভিমত ; শ্রীধাম মায়াপুর ও প্রদর্শনী-সম্বন্ধে 'সঞ্জীবনী'তে কবিরপুর 'পাশা'র সতীশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'নবদ্বীপে স্বামী-পূর্ণিমা'-শীর্ষক প্রবন্ধের অভিমত ; শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব সম্বন্ধে 'দৈনিক বসুমতী'র মন্তব্য ; শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা ৮।৩৪।৫০৩ 'দৈনিক বসুমতী'তে মায়াপুরের মহোৎসব এবং 'হিন্দু' পত্রে মাদ্রাজে গৌর-জন্মোৎসব সম্বন্ধে প্রকাশিত বিবরণ ৯।৩২।৪৪৫
গৌড়ীয়মঠের অনুকূল সম্বন্ধে ইংরাজী দৈনিক 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' ও ইংরাজী দৈনিক 'লিবার্টি' ; গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব ও প্রদর্শনী সম্বন্ধে দৈনিক 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ১০।১৯।২৫২-২৫৮
'The India Daily Telegraph' পত্রে প্রভুপাদের আলেখ্য সহিত লক্ষ্ণৌতে প্রচার বার্ত্তা ; বড়লাট বাহাদুরের শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ সম্বন্ধে—দৈনিক 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড', দৈনিক 'বঙ্গবাসী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্র—দিল্লী-সংস্করণ ও মাদ্রাজ 'হিন্দু' পত্র 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রে শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠের মহোৎসব-সংবাদ ; নিউ দিল্লীতে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক-গণের বক্তৃতা-বিষয়ে—'হিন্দুস্থান টাইম্‌স্' পত্র ১০।১৭।২৬৪-২৭০
মাদ্রাজে প্রভুপাদের হরিকথা প্রচার সম্বন্ধে স্থানীয় কএকটি সংবাদপত্রের অভিমত ১০।২৪।৩৭৯-৩৮৪
'ওপিন্' ও 'হিন্দু' পত্রদ্বয়ে মাদ্রাজ-গভর্ণর-কর্ত্তৃক মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ভিত্তি-স্থাপন, গভর্ণরবাহাদুরের বক্তৃতা, প্রভুপাদকে মাদ্রাজ সহরের কর্পোরেশন কর্ত্তৃক অভিনন্দন ও প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ ১০।২৭।৪২০
'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' হইতে উদ্ধৃত 'রয়টারে'র সংবাদ ১১।৪৪।৭০২
সমালোচনা-সহ "Evening Standard" পত্র হইতে লণ্ডনের প্রচার সম্বন্ধে উদ্ধৃত "Advance" পত্রের বিবরণ ১১।৪৭।৭৪০
বঙ্গবাসী'—"লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের স্বামী বন") ১২।৮।১২৪
'আনন্দবাজার' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত বৃটিশ ধর্ম্মযাজক-গণের বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা ১২।১১।১৭২

'বোম্বে ক্রনিক্‌ল্'—"Gaudiya Math Preacher in Berlin," 'অমৃতবাজার পত্রিকা'—"Gaudiya Math Missionary, Interesting Lectures in Germany"; 'লীডার'—"Theistic Exhibition Opening Ceremony at Benares, Mr. Pannalal's Speech"; 'পাইওনীয়ার'—"Theistic Exhibition at Benares, Maharaja's Visit"—প্রদর্শনী-দর্শনে কাশী নরেশ) ১২।২৪।৩৭৯

'দি ফরওয়ার্ড' ও 'দি হ্যাড্‌ডাল্ড'—শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিপুরাধীশ ১২।২৮।৪০৬

'দি সিক্ হিন্দু', এডিনবরা ১—হায়দ্রাবাদে গৌড়ীয় মঠের প্রচারবার্ত্তা; 'দি ইণ্ডিয়ান্ নেশন'—বন মহারাজের নিকট জন্মোৎসবের পত্র; 'দি লীডার'—লণ্ডনে 'গৌড়ীয় মিশন-সোসাইটী'; 'আনন্দবাজার পত্রিকা'—লণ্ডনে গৌড়ীয় মিশন, ডর্ড কেটলাণ্ডের সভাপতিত্বে উদ্বোধন-সভা; 'অমৃতবাজার পত্রিকা'—'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত ইংরাজ-মহিলার পত্র ও 'হ্যাড্‌ডাল্ড' হইতে উদ্ধৃত বিষয় ১২।৩১।৬১২

'ফরওয়ার্ড'—Sree Chaitanya's Birth Place, Mr, Chanda's Lecture at Gaudiya Math; 'আনন্দবাজার পত্রিকা'—শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান, রমা-প্রসাদ চন্দের বক্তৃতা ১২।৩০।৬১৮

"Burmingham Sunday Mercury"—লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালীর বিবরণ; "The Daily Express"—লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের বিবরণ; "Star"—তীর্থ মহারাজ ও বন মহারাজের চিত্র ও বিবরণ; 'The Madras Mail"—লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-সেবক ও মঠের পৃষ্ঠপোষকগণের চিত্র ও বিবরণ; "Daily Sketch"—বনমহারাজের আলেখ্য ও পরিচয়; "Daily Mirror," "Nottingham Journal," "Yorkshire Observer," "Western Mail"—প্রভৃতি পত্রে প্রচারকবৃন্দের আলেখ্য ও সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য, বিবিধ-প্রসঙ্গ—ইংরাজীতে ও ভারতীয় ভাষায় গীতার অনুবাদ, একুশটি বক্তৃতা মুদ্রণের আয়োজন; "ফরওয়ার্ড"—বোগনীঠে নবমন্দির এবং অপ্রাকৃত প্রভুর দিল্লীতে বক্তৃতা, "হ্যাড্‌ডাল্ড"—সিমলায় বক্তৃতার সহিত অপ্রাকৃত প্রভুর সাক্ষাৎকার ১২।৩২।৬৫৬

"অমৃতবাজার পত্রিকা" এবং "হ্যাড্‌ডাল্ড" পত্র—শ্রীধামপুরে মন্দির নির্ম্মাণে ভক্তিবিজয় প্রভুর দান ১২।৪৯।৭২৪

"আনন্দবাজার পত্রিকা"—মায়াপুরে প্রস্তাবিত মন্দির-নির্ম্মাণ, "হাইবন্ধু"—"বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ মন্দির শ্রীধাম-মায়াপুর যে বনেগা", "জ্ঞানপ্রকাশ"—"চৈতন্য-সম্প্রদায়ের প্রচারক"; "সকাল"—প্রভুপাদের চাতুর্ম্মাস্যের আলেখ্যসহ প্রচার-বিবরণ ও গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারকার্য্য ১২।৫৮।৭৪৫

"অমৃতবাজার পত্রিকা"—বোম্বে গবর্ণর বাহাদুরের গৌড়ীয়মঠের প্রতি সহানুভূতি-জ্ঞাপন ১২।৫৯।৭৬২

"বোম্বে ক্রনিক্যাল" ও "সকাল"—গিরি মহারাজ ও নেমি মহারাজের আলেখ্য-সহ পুণায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারবার্ত্তা ও গিরি মহারাজের বোম্বাই গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎকার "জ্ঞান-প্রকাশ"—প্রভুপাদ, গিরি মহারাজ ও নেমি মহারাজের আলেখ্যসহ প্রচার-বিবরণ এবং গিরিমহারাজের বোম্বাই গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎকার ১৩।১।৩০

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব—"ষ্টেট্‌সম্যান", "রয়টার"-প্রদত্ত সংবাদ; "মাই কার্ড টুয়ার ইন্ ইংলণ্ড" গ্রন্থ সম্বন্ধে মাদ্রাজের দৈনিক "হিন্দু"; গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব—"অমৃতবাজার পত্রিকা"; কোলাপুর, জব্‌লী ও আউন্ধ রেডে প্রচার—"বোম্বে ক্রনিক্‌ল্") ১৩।১।৬২

"ইণ্ডিয়ান্ নেশন"—পাটনা-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব, ১৩।৫।৮০

"ফরওয়ার্ড"—ডক্টর সাহিবলাল, লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের চেয়ারম্যান্ ১৩।৬।৯৬

"অমৃতবাজার পত্রিকা"—জার্ম্মাণীতে গৌড়ীয় মঠের প্রচার ১৩।৮।১২৮

"বোম্বে ক্রনিক্‌ল্"—তীর্থ মহারাজের বোম্বে শুভাগমন-বার্ত্তা ১৩।১০।১৮০

'সানডে টাইম্‌স্'—হার হিটলার ও এম্‌ কাইজারের বন মহারাজকে জার্ম্মাণে আমন্ত্রণ, 'হ্যাড্‌ডাল্ড' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত ১৩।১১।১৭৫

'আনন্দবাজার পত্রিকা'—কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বন মহারাজের বক্তৃতা ১৩।১৭।২৭২

'পাঞ্চজন্য'—চট্টগ্রামের জেনারেল ও সিভি মহারাজ ১৩।২০।৩২০

'অমৃতবাজার পত্রিকা'—বঙ্গের গভর্ণর-বাহাদুরের শ্রীমায়াপুর দর্শন ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে তাঁহার উৎসাহ ১৩।২৩।৩৬৮

'হেরাল্ড্', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'ষ্ট্যাড্ডার্ড', 'দৈনিক বসুমতী' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'—বঙ্গের গভর্ণরবাহাদুরের শ্রীমায়াপুরাগমন-সংবাদ ও আলোক-চিত্র; 'ফরওয়ার্ড' পত্রে প্রকাশিত ষ্ট্যাড্ডোকেট জে. কে, সেনের "The Message of Lord Chaitanya - Bengal's New Movement in the west" প্রবন্ধোল্লেখ; 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২০।১।৩৪)—যোগপীঠের নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দিরের আলোকচিত্র ও মন্তব্য, 'আনন্দবাজার-পত্রিকা' (১১।১।৩৪)—'মঠ নির্ম্মাণের জন্য দান—চাকার অধিবাসীর ঔদার্য্যতা' শীর্ষক সংবাদ ১৩।২৪।৩৭৯

'ষ্ট্যাড্ডার্ড'—"Sri Mahaprabhu's Temple at Mayapur opened by H. H. Maharaja of Tripura : A brilliant function", 'হেরাল্ড্' (২১।৩।৩৪)—"Vaishnava Temple at Mayapur opened by Maharaja"; "অমৃতবাজার পত্রিকা" (১৪।৩।৩৪)—"Chaitanya Mahaprabhu : Birth-day Celebration at Mayapur" এবং "Nabadwipdham Parikrama" ঐ (১৬।৩।৩৪) —"New Temple at Mayapur to be opened by Maharaja Manikya Bahadur of Tripura"; 'হেরাল্ড্' ২২।৩।৩৪ ;—"New Vaishnava Temple" শীর্ষক আলোকচিত্রদ্বয়, 'ষ্টেট্‌সম্যান'—"125 feet high Temple opened at Mayapur"; 'ষ্ট্যাড্ডার্ড' (৩১।৩।৩৪) —"The Gaudiya Math : Reception to Burdwan"; 'আনন্দবাজার'—"গৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ", "ষ্ট্যাড্ডার্ড" (১২।৪।৩৪)—চাকা-বাঙ্গগৌড়ীয় মঠের ভিত্তি-স্থাপন, "অমৃতবাজার-পত্রিকা" (১৭।৪।৩৪)—"Installation Ceremony Gagannath Gaudiya Math In Mymensingh"; "আনন্দবাজার পত্রিকা"—"ময়মনসিংহে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব" ১৩।৩৯।৪৭৮-৪৮৩

'অমৃতবাজার পত্রিকা'—"Gaudiya Math Branch established at Gaya" ১৩।৩৭।৪৮৯

'অমৃতবাজার পত্রিকা'—"Gaudiya Math Branch opened at Gaya" ১৩।৩৮।৫০৪

'ষ্ট্যাড্ডার্ড ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' গয়ায় আনন্দ-ভবনে প্রভুপাদের বক্তৃতা; 'আনন্দবাজার পত্রিকা' —"গয়াধামে গৌড়ীয়মঠের শাখামঠ-প্রতিষ্ঠা," গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের বেঙ্গুন যাত্রা; 'দৈনিক বসুমতী' —"ব্রহ্ম-ভূমিনীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ", 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'—'Mayapur School' ১৩।৪০।৫৩৬

'অমৃতবাজার পত্রিকা'— Gaudiya Math : Jubilee thanksgiving and prayer services" ১৩।৪১।৫৪২

'ষ্ট্যাড্ডার্ড'—লণ্ডন ক্যাক্সটন্ হলে বন মহারাজের বক্তৃতা ১৪।১।১৩

'অমৃতবাজার পত্রিকা'—"Hindu home in London : Maharaja of Tippera's Donation" "ষ্ট্যাড্ডার্ড"—"Tripura Ruler's gift : First Hindu Temple in London" ১৪।১২।১১১

'ফরওয়ার্ড' ও 'ষ্ট্যাড্ডার্ড'—"London Gaudiya Mission : Nepalese Minister's interest in Gaudiya Mission," লণ্ডনে বন মহারাজের 'প্রকৃত চিন্মুদর্শ' সম্বন্ধে বক্তৃতা; 'ষ্ট্যাড্ডার্ড', 'ফরওয়ার্ড', 'দৈনিকবসুমতী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'হেরাল্ড্‌স্যান,' 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'দি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ ঐণ্ড্ নিউ ইণ্ডিয়া', 'দি ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া', 'দি বোম্বে সেণ্টিনেল' প্রভৃতি পত্রে বন মহারাজের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ও সম্বর্দ্ধনা-লাভ; 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'ষ্ট্যাড্ডার্ড' —বাগী বনের দার্জ্জিলিং গমন, তথায় অভ্যর্থনা-লাভ, বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর-সহ সাক্ষাৎকার ও দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠের উদ্বোধনাদি; 'কেশরী',

'অমৃতবাজার', 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড', 'বেঙ্গলী কল', 'টাইম্‌স অব্‌ ইণ্ডিয়া', 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার', 'হিন্দু', 'লীডার' প্রভৃতি পত্রে যন মহারাজের মুলুকে-সহ ত্রিপুরা-রাজ্যে গমন; 'অমৃতবাজার' ও 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড'—স্বামীজীর লণ্ডন-ক্যাক্সটনহলে বক্তৃতা; 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'—'লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটি'র 'চেয়ার-ম্যান' রূপে সাধিলাল ও 'ভাইস্‌ চেয়ারম্যান' রূপে এডওয়ার্ড ডেনিসন বলের সংবাদ; সেবাশ্রীতে প্রভুপাদ ১৪।১৩।২২৩

'অমৃতবাজার পত্রিকা'—"Chand Kazi's Samadhi: Muslems not to hold meeting: Restraint order issued" "ষ্টেট্‌সম্যান্‌"—"Gaudiya Mission: Project for Hindu Temple in London." ১৪।১৫।২৪০

'অমৃতবাজার পত্রিকা'— Temple of Vishnu to be built in London; Tipperah Maharaj's gift" "ষ্টেট্‌সম্যান্‌"—"Hindu Temple in London: Gaudiya Mission", "প্রবাসী"—লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ ১৪।১৮।২৮৮

'লীডার'—"Theistic Exhibition at Magh Mela"; 'দি টাইম্‌স অব্‌ ইণ্ডিয়া' ও 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড'—গৌড়ীয়মঠের লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-স্থাপন-চেষ্টা ১৪।২৪।৩৮৪

'লীডার'—"Theistic Exhibition: A Magh Mela Attraction"; 'ষ্টেট্‌সম্যান'—"Dr. S. : Interesting Thesis to be published" ১৪।২৪।৩৯১

'অমৃতবাজার পত্রিকা'—"London Hindu Temple —Maharaja of Hathua's promise of help" ১৪।৩৭।৪৮৩

'অমৃতবাজার পত্রিকা' মফঃস্বল-সংস্করণ—Sj R. M. Roy Chowdhury, Dacca Zeminder's gift to Gaudiya Math. ১৪।৪০।৪৩২

'অমৃতবাজার পত্রিকা'—Gaudiya Mission—Pandit explains its significance to Governor ১৪।৪৩।৪৮০

'উৎকল-দীপিকা' পত্রে প্রকাশিত "পুরীতে শ্রীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর" শীর্ষক দুইটি সংবাদ; 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৯শে মে ১৯৩৬ সংখ্যায় (?) প্রকাশিত)—লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-সম্পর্কে গৌড়ীয়মঠের কার্যে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ; 'প্রকাশ', 'জ্ঞানপ্রকাশ' এবং 'কেশরী' পত্রে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যসহ শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত মহারাজের প্রচারবার্তা এবং 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'র (২রা জুন ১৯৩৬ সংখ্যায়) প্রকাশিত "Vishnu Temple in London: Activities of Gaudiya Mission" এবং "Solar Eclipse Fair, Kurukshetra" শীর্ষক দুইটি সংবাদের কথা জ্ঞাপন ১৪।৪০।৭৬০

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভের সূচী

নামাভাসের অর্থ কি? শরীর রক্ষার জন্য মৎস্য ও আমিষ ব্যবহার ভক্তি-প্রতিকূল কি না? অবৈষ্ণব-স্থাপিত শ্রীমূর্তিপূজা ও সেবায় কি ফল হয়? ৮।০৮।৬০১-৬০৩

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে কি ভেদ আছে? স্মার্তসম্মত ভক্তিশ্রুতির হানিকর কি না? ৮।৪৫।৭০৫

চাতুর্মাস্য-ব্রতের নিয়ম কি? 'যেন তেন প্রকারেণ' ভগবানের নাম-গ্রহণে শ্রেয়োলাভ হইলে "যেই নাম, সেই কৃষ্ণ, তত নিষ্ঠা করি"—এই কথার সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? ৮।৩৮।৭৬২

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের রথ-যাত্রা ও স্নানযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠেয় কি? ৯।১।১২

শৈলী বা কাষ্ঠময়ী বিষ্ণু-প্রতিমার বৈগুণ্য লক্ষিত হইলে সেই প্রতিমা সংস্কৃত হইয়া পুনরায় পূর্বপীঠে পূজিত হইতে পারেন কি? ৯।১৪৫, ৩৮০

গ্রন্থ-পত্রিকা (সদ্ধর্মাভিবেশ-প্রয়োজনক্রমে শুদ্ধিপূত সহাধিক পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক গ্রন্থ) ১।৭।১৩৭

'সত্যনারায়ণ' কে? বর্ত্তমানে প্রচলিত সত্য-নারায়ণের পূজা শাস্ত্র-সম্মত কি? 'রাধাকৃষ্ণ' বা 'লক্ষ্মী-নারায়ণ' নাম উচ্চারণ না করিয়া 'কৃষ্ণরাধা' বা 'নারায়ণ-লক্ষ্মী' বলিলে শাস্ত্রযুক্তিমতে অপরাধ হয় কি? শ্রীরাধাকে 'জগন্মাতা' বলিয়া সম্বোধন করা যায় কি? ১।৭।১৪৭

উপদেশামৃতোক্ত "অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ" শ্লোকোক্তগত 'নিয়মাগ্রহ' কথাটির তাৎপর্য্য কি? ১।৮।১৬৪

ঠাকুর মহাশয়ের বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিত সঙ্গীত-পণ্ডিত জগন্নাথ দাস কি অভিধাড়ী জগন্নাথ? আর বলরাম দাস কি অভিধাড়ী জগন্নাথ দাসের নাম-গুরু? ১।২৩।৪১৫

কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থে বিজয়াদশমী দিবস শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের আবির্ভাবতিথির কথা লিখিত আছে? সদাচারী বৈষ্ণব-গৃহস্থের বৈধিক সন্ধ্যা না করিলে চলিবে কি? ধর্ম্মগ্রন্থ চামড়ায় বাঁধাইয়া পূজা করা যায় কি? ১।৩৯।৫৩৮-৫৩৯

সত্যযুগের তারকব্রহ্ম নামে কৃষ্ণের নামোল্লেখ নাই কেন? ভীমার্জ্জুনের মৃগয়া ও ব্রাহ্মণবেশী কৃষ্ণের কর্ণের নিকট তাঁহার পুত্রের মাংস প্রার্থনা প্রভৃতি ঘটনা হইতে পূর্ব্বযুগে বৈষ্ণবের গৃহেও মাংসের প্রচলন ছিল প্রমাণিত হয়; তবে কি কলিকালের বৈষ্ণবদিগের জন্যই মৎস্য-মাংস নিষিদ্ধ? ১।৩৭।৬২১

"বৈষ্ণবগণ দশমীবিদ্ধা একাদশীতে আহার করিয়া দ্বাদশীতে বৃথা উপবাস করেন"—স্মার্ত্তগণের এইরূপ উক্তির শাস্ত্রীয় সমাধান কি? স্মার্তগণ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারেই দশমীবিদ্ধা একাদশীব্রত পালন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাতে স্মার্তগণের আচরণ কিরূপে দোষাবহ হইতে পারে? ১।৩৯।৬৫৩

শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্ম-তিথিতে উপবাস-বিধি শাস্ত্রে আছে কি? বৈষ্ণবগণ শিবপূজা করিবেন কি? "বিষ্ণুপূজা অপেক্ষা বৈষ্ণবপূজা শ্রেষ্ঠ"—এই বাক্যানুসারে বৈষ্ণব-প্রবর শিবের উপাসকগণের অধিক মাহাত্ম্য ঘোষিত হইবে না কেন? ১।৪০।৬৬৮, ৪১।৬৮২

লীলা-স্মরণ ও শ্রীনামাশ্রয় উভয়ই একসঙ্গে কিরূপে সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে? জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, সুতরাং সকলেই হরিজন করে, 'প্রেমবিবর্ত্তে'ও লিখিত আছে, —"গৌর-বৈরী যত-গোষ্ঠী এইমাত্র জান। সকলে গৌরাঙ্গ-বাদে—এই কথাটি মান॥" তাহা হইলে "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার"—এইরূপ বিধি কেন হইল? ১।৪১।৬৮৪

গুরুদেবের ন্যায় স্ত্রীলোকও কোন ক্ষেত্রে বা মঠে অবস্থান পূর্ব্বক হরিভজন করিতে পারেন কি? কোন উদাসীন বা শুদ্ধবৈষ্ণব একল শুদ্ধা বৈষ্ণবীর সঙ্গ লাভ করিতে পারেন কি? গৃহস্থবৈষ্ণবের পক্ষে অবৈষ্ণব মাতা-পিতার হস্তে আহার করা উচিত কি? চরিত্র-নির্ব্বিচারে বর্ত্তমান আখড়াধারী বৈষ্ণব-নামধারিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান' বা দক্ষিণাদি প্রদান-দ্বারা কি বৈষ্ণবসেবা হয়? যবন বা চণ্ডালকুলোদ্ভূত কোন শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পুত্র ভক্তির সহিত কোন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত কন্যা বা পুত্রের বিবাহাদি কার্য্য হইতে পারে কি? এরূপ আচরণের দ্বারা বৈষ্ণবের জাতিকুল বর্জ্জন না করার আদর্শ প্রকাশিত হয় কি? ১।৪১।৬৯৮

মহাপ্রভু 'হিন্দু', না 'বৈষ্ণব' ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন? বৈষ্ণবধর্ম্ম কি একেশ্বরবাদী? শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তিপূজা কি বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত? হরেকৃষ্ণ-নাম-জপকারিগণের পক্ষে দ্বিসন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপ নিষিদ্ধ কি? চিত্র স্থির করিবার জন্য কি প্রণামান্তে আবশ্যকতা আছে? ৺ মহাশয় মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন কি? ইঁহার প্রচার-প্রণালী কি গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালীর ন্যায়? ১।৪৩।৭৫৮

"পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥"—এরূপ হইলে শ্রীকৃষ্ণ কিয়ৎকালের জন্য ব্রজে পরকীয় লীলা করায় গোলোকে এই লীলার অভাবহেতু উহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে? ১।৪৩।৮১৩

শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ায় সমস্ত অন্যান্য ধামের অবতার-গণ তৎসঙ্গে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাদের সেই সেই লোকের লীলার নিত্যত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? ১।৫০।৮২৪

শ্রীগুরুদেবের চক্ষুপাদুকা দ্বারাদীক্ষা পুষ্প-চন্দনাদি-দ্বারা পূজা, শ্রীগুরুদেবের পাদুকা বিষ্ণুর সিংহাসনে রক্ষণ এবং অন্যের নিকট শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ করা যায় কি? ১।৩।৩৮

বিগ্রহ-পূজার পরিবর্ত্তে শ্রীশিবের লিঙ্গ-পূজা হয় কেন?

শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেবের মধ্যবর্তী স্থানে শ্রীসুভদ্রার অবস্থান কেন? অসময় বাল্য ও অদীক্ষিত বালকের পক্ষে একাদশীর উপবাস বিধি কি? নিজে একাদশী দিবসে উপবাসী থাকিয়া আত্মীয়-স্বজন ও অতিথিগণকে অন্ন ভোজন করিতে দিলে অপরাধ হয় কি? ১০।২৫।৩৮৭

ভক্তিহীন ব্যক্তির নিবেদিত কোন বস্তু ভগবান্ যখন গ্রহণ করেন না, এমতাবস্থায় (ভক্ত না চিনিলে) কোন ব্যক্তির নিবেদিত বস্তু মহাপ্রসাদ হইল কি না, কি প্রকারে বুঝিব? স্ত্রীলোক সেবায়েতগণ সেবা-পূজা করিতে পারেন কি? ১০।২৭।৩৮

বাহিরের মালাতিলকের প্রধান ও প্রকৃত তাৎপর্য্যের মধ্যে পার্থক্য কি রূপ? মহাবিষ্ণু যে জগৎসৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ, তদ্দ্বারা যে উহাদের কারণ নহে, ইহার প্রমাণ কি? প্রণবের অর্থ কি? ব্রহ্মগায়ত্রী এবং কামবীজ ও কাম-গায়ত্রীর মধ্যে কি পার্থক্য? শ্রীগুরুগায়ত্রী ও গৌর-গায়ত্রীর বিশেষ অবস্থানের বৈশিষ্ট্য কি? শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী ও শ্রীকামগায়ত্রীর সঙ্গেই বা উহাদের কি ভেদ? পৃথক্ পৃথক্ গায়ত্রী জপ করিবার আবশ্যকতা কি? মন্ত্রমাত্র ও গায়ত্রীর মধ্যে কি পার্থক্য? বেদের যে-কোন একটি গ্রহণ করিলে প্রয়োজন সাধ্য হয় না কি? দ্বিজনামে সমর্পসিদ্ধি হইলে মন্ত্র-দীক্ষার আবশ্যকতা কি? স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদের মর্ম্ম কি? ১০।২৯।৪৫৫

বৈষ্ণব-দর্শনে জীবের স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু গীতার "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং" শ্লোকে ঈশ্বরের প্রেরণায় জীব যন্ত্রারূঢ় বস্তুর ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হয়, জীবের কোন স্বতন্ত্রতা নাই বলা হইয়াছে; এই উভয় সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য কি? ১০।৩৭।৫৭৯

মদ্য-ব্যবসায়ী কোন পোষাকির অযোধ্যুক্ত উচ্ছিষ্ট তদীয় বিধবা শিষ্যাগণ ভোজন করিয়াছে, এখন তাহারা কিরূপে বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে? ঐরূপ খোঁয়াইর একাদশীতে অযোধ্যুক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া শিষ্যদিগকে নিজ উচ্ছিষ্ট প্রদান করিলে তাহারা যদি উহা গ্রহণ না করে, তবে তাহাতে অপরাধ হইবে কি? স্পিরিট, স্পিরিট-সংশ্লিষ্ট গ্লাস এবং কেরোসিনের ষ্টোভে বৈষ্ণবেরা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া (শ্রীভগবান্‌কে দিয়া) ভোজন করিতে পারেন কি? মূলদ বা চর্ম্মযুক্ত 'জোল', বনক ও বস্তুরী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরে রাখা যায় কি? ১০।৩১।৬০৯

"শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ" স্থলে "শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ" শব্দের কোন্ সমাস? কোন মন্ত্রকে তরিনাম উচ্চারণ করাইলে মৃত্যুর পরে ঐ মন্ত্রীর বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে কি? ১০।৪১।৬৪৬-৬৪৮

পত্রপ্রেরকগণের প্রতি (যশোহরের প্রহ্লাদচন্দ্র মহান্ত ও সিং সৌলমারীর (রঙ্গপুর) ধরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ম্মার প্রেরিত প্রশ্নের উত্তর) ১০।৪৪।৬৯৪

তুলসী চয়ন করিলে অপরাধ হইবে কি? সকল তিথিতে, রবিবারে, অমাবস্যায়, পূর্ণিমায় তুলসী-চয়ন নিষিদ্ধ কি? দর্ভি-জল বা ঘাসেরিয়া নিবারণের জন্য তুলসীর বন সেবন বা তুলসী বৃক্ষ রোপণ অপরাধের কার্য্য কি? তুলসীকে বিল্ব করিয়া ভগবানের জন্য মালাগাথা বা তুলসী-কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া অন্ন পাক করা যায় কি? শ্বেতবর্ণ তুলসী রুক্ষসেবার প্রযুক্ত হইতে পারে কি? রোগারোগ্য, শক্র-নিধন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে নারায়ণে তুলসী প্রদান কি অপরাধ-জনক? পর্য্যুষিত তুলসী বিষ্ণুপূজায় ব্যবহৃত হইতে পারে কি? তুলসী কি শাপগ্রস্তা হইয়া বৃক্ষযোনি লাভ করিয়াছেন ও কৃষ্ণবাদির অবজ্ঞার পাত্রী হইয়াছেন? তুলসীর দ্বারা গুরুপূজা, শিবপূজা প্রভৃতি হয় কি? পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীমতী রাধারাণীর চরণে তুলসী-প্রদান করা যায় কি? ১০।৪৬।৭২২

বৃত্তি লইয়া দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্যভোজন, দেব-সেবার প্রদত্ত সম্পত্তি-দ্বারা নিজ-জীবিকানির্ব্বাহ, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন প্রভৃতি কার্য্য বর্ত্তমানকালে কাহাকর্ত্তীর্থ, স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অধ্যাপকমণ্ডলী সকলেই করিয়া থাকেন; ইঁহারা সকলেই কি দেবল বা অব্রাহ্মণ? চিরকাল-প্রচলিত কুলপুরোহিতগণ কি অব্রাহ্মণ? ১০।৪৮।৭৫৯

"কৃতে প্রত্যক্ষমার্গঃ স্যাৎ" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যে দেখা যায়, কলিযুগে তন্ত্রোক্ত সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি হইবে না; ইহার সমাধান কি? ১০।৪৯।৭৭৯

শয়ন-একাদশী, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান-একাদশী নাম-সমূহের কারণ কি? উক্ত একাদশীত্রয়ে ভগবানের শয়নাবস্থায় তাঁহার সেবা-পূজা করিলে কোন অপরাধ হয় কি? ১১।৩।৮০

চুরি, ডাকাতি, কপটতা প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তি লইয়াও মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করিলে মঙ্গল লাভ হয় কি? মহাপ্রভু বা নিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার-অপহারক ব্যক্তিগণও ভাগ্যবান্ এবং ভক্ত নহেন কি? ১১।৩৮।৭

শ্রীদুর্গাদেবী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমতে কি তত্ত্ব? তিনি কি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন? স্বতন্ত্রভাবে দুর্গাপূজা করা কি বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য? গোস্বামি-সন্তানগণের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয় কেন? ১১।১২।১২১

পত্র-প্রেরকের প্রতি (যশোহর-বনগ্রামবাসী বনমালী দাস বাবাজী প্রাণগোপাল গোস্বামীর বাটীতে উত্তর পাঠাইবার জন্য গৌড়ীয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর) ১১।১৬।২৩

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত "প্রভুর যেই আজ্ঞা হয়...না যায় লিখন"—এই পয়ারাংশের অন্তর্গত 'বিরোধ' ও 'অনুরোধে'র তাৎপর্য্যার্থ কি? 'সহজ'-শব্দের রূঢ়ি ও যৌগিক অর্থ কি প্রকার হইবে? চণ্ডীদাসের পদাবলীর অন্তর্গত 'সহজ'-শব্দ কি কোন মূর্ত্ত-কল্পিত? মহাপ্রভু ঐ সকল গান শুনিতেন কি? 'সহজিয়া'-শব্দের অর্থ কি? উহার প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ কি প্রকার হইবে? উহা আভিধানিক শব্দ কি? 'সহজিয়া'-শব্দটি কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে? 'গৌড়ীয়'-পত্রে ১০ম খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায় লিখিত "শিবের শ্রীগুরুদেব গোস্বামী প্রভু হরি-রস-মদিরা-পানে মত্ত হইয়া সেই স্থানে কৃপাপূর্ব্বক উপনীত হইলেন"—এই বাক্যে হরি-রস-পানের সহিত মদিরাপানের তুলনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই প্রকার তুলনা গোস্বামী ও বৈষ্ণব-প্রকৃতিগণের অশ্রীতিকর ও ঘৃণাস্পদ; ইহা কি অন্যার্থে যোজিত হইয়াছে? ১১।১৮।২৮১-২৮৪

বাকোবাক্য ("ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন" ভগবান্‌কে যে কোন নামে ডাকিলেই সেই ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছে কি?) ১১।৩১।৩৭৯

বাকোবাক্য (ব্রহ্মই শিব ও তাঁহার মনোমোহিনী শক্তিই দুর্গা বা কালী। ব্রহ্ম শক্তিযুক্ত না হইলে স্পন্দন করিতেও সমর্থ নহেন। এই জন্যই কি বৈষ্ণবেরা শ্রীরাধা-বিরহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন না? শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু কিম্বা শিব, ব্রহ্ম বা কালী নানারূপ নানা নামে একই বস্তু। যাহা-উপনিষৎ চৈতন্যকে ঈশ্বর-পদবাচ্য এবং তখনই তাঁহার বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, শিব ইত্যাদি নাম; পরন্তু ঈশ্বর 'উপাধি কল্পিত অবস্তু' ভিন্ন কিছুই নহেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি এই মত সমর্থন করেন? না করিলে এবিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি কি?) ১১।৩৪।৩৯১

মুক্তির পাঁচ প্রকার বিভিন্ন সংজ্ঞা কেন? ঐ সকল মুক্তির অধিকারীর অবস্থান-সম্বন্ধে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় কেন? স্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তির সহিত উক্ত মুক্তি-পঞ্চকের পার্থক্য আছে কি? সাযুজ্যাদি কি প্রকারে লব্ধ হয়? বৈকুণ্ঠ বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত মুক্তের কৃত্য কি? "কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত"—এই বাক্যানুসারে মুক্ত জীব-মাত্রেই কৃষ্ণভক্ত নহেন সিদ্ধান্ত হইলে ঐ অবস্থায় তাঁহাদের কৃত্য কি? মুক্ত হইয়াও কৃষ্ণভক্ত না করিলে গোলোক-বাস হয় না, গোলোকবাস না হইলে স্বরূপাবস্থান ও সম্ভবপর নহে; যাঁহার স্বরূপাবস্থান হয় নাই, তাঁহার মুক্তি কিরূপে সিদ্ধ হয়? মুক্ত ও বদ্ধজীবে পার্থক্য কি? ১২।৪।৬৮

নগরের প্রচার-প্রসঙ্গ (খৃষ্টধর্ম্ম হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভেদ কোথায়?) ১২।১৯।২৯০

শ্রীবাসগোপাল-বিগ্রহের পার্শ্বে শ্রীরাধারাণীকে রাখিয়া পূজা করিলে রসাভাসদোষ হয় কি? ১২।৩৯।৩০০

মহাপ্রসাদের দেহে কোনপ্রকার ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশিত হয় কি? ১২।৪৪।৩৯৯

হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র বেদে সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মপ্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি? ১৩।৪।৯১

পরমেশ্বরের স্বরূপ ও ধাম কি? পরমেশ্বরের স্থান-প্রাপ্তির বাধা কি প্রকার? জ্ঞান ও ভক্তি কি বস্তু? ভক্তি কি প্রকারে পাওয়া যায়? শ্রবণ, পাঠ, পূজা ও ধ্যানের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান? ১৩।২১।৩২৯, ২২।৩৫০, ২৩।৩৫৭

কর্ম্ম, প্রারব্ধ, কৃপা ও ভগবান্—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাখনচুরি, বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতি কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন? ১৩।২৮।৪৩১-৩২

শ্রীরাধাচরণ গোস্বামীর 'শ্রাদ্ধ ও একাদশী'-বিচার-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ও উত্তর:—হঃ ভঃ বিঃ ১২।২৯ শ্লোকের বিচার কি? একাদশীতে শ্রাদ্ধ হয় কি? শ্রাদ্ধের নিষেধ-প্রকরণে বেদে আছে কি? ঘৃতোৎসর্গাদি শ্রাদ্ধ বৈষ্ণবগণের পক্ষে

কি? পারমার্থিক পত্রে নানা জাতীয় বিজ্ঞাপন ও সংবাদ কেন? শিষ্য হওয়ার উদ্দেশ্য কি? মালিকার হরিনাম-গ্রহণকালে তর্জ্জনী বাহিরে থাকে কেন?

প্রাপ্তপত্রের সূচী

L. Griffin, Asst. Private Secretary of the Viceroy, (Capture and deportation of monkeys from Brindaban) ৮।৩।৩১

Mr. Paterson, Major, Private Secretary (Capture and deportation of monkeys from Brindaban) ৮।৩।৩৪

হরিদাস গাঙ্গারী শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রবর্ণনীতে সহানুভূতি-জ্ঞাপন) ৮।২৫।৫৮৯

হরিপদ গোস্বামী (রামকৃষ্ণ-তীর্থ-সংস্কার) ৮।৫১।৬৫২

এইচ্ ডব্লিউ, বি, মোরেনো (শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রবর্ণনী সম্বন্ধে অভিমত) ৮।৪২।৬৫৫

কৃপানাথ ঘোষ, ফরিদপুর (প্রবন্ধের মীমাংসা প্রার্থনা) ৮।৪৫।৭০৫

মহানন্দ ভট্টাচার্য্য (প্রবন্ধের মীমাংসা প্রার্থনা) ৮।৫৫।৭১৩

অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখকের মতের প্রতিবাদ) ৮।৪৬।৭৪২

অজিত কুমার দে, বহুলাডাঙ্গা, যশোহর ও শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত, হাওড়া (প্রবন্ধের মীমাংসা প্রার্থনা) ৮।৪৮।৭৬২

গুরুদাস ভাণ্ডারী, হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম (প্রবন্ধের মীমাংসা প্রার্থনা) ৯।১।১২

হরিমোহন সরকার, বরিশাল (প্রবন্ধের মীমাংসা প্রার্থনা) ৯।২।৪৫

নগেন্দ্রনাথ দাস, ভুলাগার, ফরিদপুর (প্রবন্ধের মীমাংসা প্রার্থনা) ৯।৭।৯৭

অরুণ দত্ত, বুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর (প্রবন্ধের মীমাংসা প্রার্থনা) ৯।৮।১৪৪

শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, বি-এল, উকিল, জজ-কোর্ট, যশোহর ('নায়কে' প্রকাশিত 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠের কেলেঙ্কারী' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ) ৯।১৪।২৮০

ব্রহ্মদাস গোস্বামী, নিবেদিতা লেন কলিকাতা ('নায়কে' প্রকাশিত 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠের কেলেঙ্কারী'-শীর্ষক-প্রবন্ধের প্রতিবাদ) ৯।১৪।২৮১

নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বেলেঘাটা, কলিকাতা (গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রবর্ণনী-দর্শনে মন্তব্য) ৯।১৪।২৬২

শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, ২১।২।এ জগন্নাথ সুর লেন, কলিকাতা (গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রবর্ণনী-দর্শনে মন্তব্য) ৯।১৪।২৬৩

শ্যামলাল গোস্বামী ('দৈনিক বসুমতী'তে নিবন্ধলেখক শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'মর্কট-বৈরাগ্যতা' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ) ৯।১৮।৩৯৪

যতীন্দ্রনাথ রায়, কটক, ('অতিবাড়ী, জগন্নাথ দাস' সম্বন্ধে প্রশ্ন) ৯।৩।৪১৪

বৈকুণ্ঠনাথ বেদান্ত বাচস্পতি, রাইপুর, বাঁকুড়া (প্রবর্ণনী-সম্বন্ধে অভিমত) ৯।২৪।৪১৯

৪৪জন সজ্জন-স্বাক্ষরিত (সত্য ও ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারের বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতিবাদ) ৯।২৪।৪২০

হেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরিদপুর ('গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ধর্ম্মোন্মত্ততা'-শীর্ষক প্রবন্ধ) ৯।২৯।৪৯২

টি, ডি, টাইসন গভর্ণমেণ্ট হাউস, কলিকাতা, (শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে লিখিত পত্র) ৯।৩১।৫০০

মহারাজ রাজেন্দ্র রাজরাজ সি, পি, কৃষ্ণ-মূর্ত্তিরাও অবর্ণন (প্রবন্ধের মীমাংসা-প্রার্থনা) ৯।৩২।৫০৫

হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা, রংপুর (প্রবন্ধের মীমাংসা-প্রার্থনা) ৯।৩২।৫০৯

শরৎচন্দ্র ঘোষ, শিবপুর, হাওড়া (প্রবন্ধের মীমাংসা-প্রার্থনা) ৯।৩৭।৬২

হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৩১।৮৫৩
হৃষীকেশচন্দ্র সোম (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৪০।৬৬৮
হটকৃষ্ণ দাস, কলিকাতা (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৪১।৬৮৪
হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা, রঙ্গপুর ও বিজয়চন্দ্র ভৌমিক, ত্রিপুরা (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৪২।৭১৮
হৃষীকেশী গোস্বামী, রাধাকেলী সম্ভার-সমিতি (উৎসবে দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীকে পাইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন) ১।৪৩।৭৪২
শ্রী ঃ ও ৺, 'অমৃতাভবন', চক্রতীর্থ, পুরী (জনৈক গোস্বামী কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর গম্ভীরা-লীলা-ব্যাখ্যার প্রতিবাদ) ১।৪৪।৭৩১
হরদীশচন্দ্র মিত্র, কাঁচড়াপাড়া (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৪৬।৭৫৮
রায় বাহাদুর মনোমোহন রায় (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ সম্বন্ধে মন্তব্য) ১।৪৭।৭৮৬
হতোদ্রনাথ গোস্বামী (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৪৯।৮১৬
হরকৃষ্ণ দত্ত (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৫০।৮২৪
হরেন্দ্রকুমার বর্ম্মন্‌ (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৫৩।৩৫
রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন (গৌড়ীয় মঠের নবশিক্ষা-প্রবর্ত্তনী-দর্শনে মন্তব্য-প্রকাশ) ১।৫৮।১২৩
রাসবিহারী পাল, ষাটীরচর, নবদ্বীপ (গৌড়ীয় নাগরীগণের দুরভিসন্ধি-উদ্ঘাটন) ১।১১।১৬৯
হরেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।২৫।৩৮৭
গোপালচন্দ্র দাস (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা ১।২৭।৪১৮
হৈলোক্য, পশ্চিম গোয়ারী হইতে প্রেরিত প্রভুপাদের অভিনন্দন-সংবাদ ১।২৭।৪১৯
হারাণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।২৯।৪৪৫
পি, সি, মুখার্জ্জী ও কে, পি, সিংহরায়, ইন্‌স্পেক্টর অব্‌ স্কুলস্‌ (ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ পরিদর্শনে মন্তব্য) ১।৩১।৪৫৮
যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৩৭।৫৭৯
বরদাকান্ত ভক্তিবিশারদ, নবদ্বীপ (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৩৯।৬০৯
রজনীকান্ত দেবশর্ম্মা (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৪১।৬৪৬
রাখালচন্দ্র দাস (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৪১।৬৪৭
দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ দর্শনে মন্তব্য) ১।৪৪।৭১৪
শ্যামসুন্দর দেবশর্ম্মা (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৪৬।৭২২
শরচ্চন্দ্র (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৪৮।৭৫১
শরদিন্দু দাসগুপ্ত (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১।৪৯।৭৭৯
হরিপদ ঘর, বেতমপুর (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১১।৩।৪০
শরৎবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১১।৪।৫৭
গৌড়ীয়মঠের অনৈক ভক্ত্য (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১১।১২।১৯১
গোপীনাথ পাঠক, নবদ্বীপ-ভক্তিশাস্ত্রালয় (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা)১১।১৮।২৮১
গোপালকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা, বরিশাল (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১১।১৮।২৮৩
যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্‌-এ, বি-এল, অধ্যাপক (শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃতের বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ) ১১।৩৫।৪৪৯
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, লণ্ডন (শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পত্র) ১১।৩৯।৬১১
গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা ১১।৪৩।৬৭৯
যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, সংস্কৃতাধ্যাপক, ময়মনসিংহ ('ছোট হরিদাস' শীর্ষক প্রতিবাদ প্রবন্ধ-সম্বন্ধে অভিমত) ১১।৪৩।৬৮৩
শরদিন্দু নারায়ণ রায় (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১১।৪৪।৬৯১
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, লণ্ডনগৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় (মঠতীর্থগণের নিকট নিবেদন) ১১।৪৬।৭০৬
যাদুঁইস্‌ অব্‌ কেট্‌ল্যাণ্ড, লণ্ডন (বন মহারাজের বক্তৃতার বিবরণ-প্রাপ্তিতে অভিমত) ১১।৪৯।৭৮৪
তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, হেড্‌ মাষ্টার, হরিঘাট হাইস্কুল (পরমহংসমঠ সম্বন্ধে অভিমত) ১১।৫০।৭৯২
এলেন্‌ সি ভন চ্যাপলেন, লণ্ডন বন মহারাজের প্রচারে আর্কবিশপ মহোদয়ের প্রীতিসম্ভাষণজ্ঞাপন ও আর্কবিশপের ফটো (প্রেরণ) ১২।৪।২৬
হাই কমিশনার ফর ইণ্ডিয়া (ভারতসম্রাট্‌ ও সম্রাজ্ঞীর সহিত বন মহারাজের সাক্ষাতের অনুমতি-সংবাদ জ্ঞাপন) ১২।২।২৭
মিঃ আর, ডিন্‌সডেল ইকার, লণ্ডন (বন মহারাজের বক্তৃতা-শ্রবণে প্রীতি-সম্ভাষণ জ্ঞাপন) ১২।৪।৬৪
শ্রী....., কলিকাতা (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১২।৫।৬৬

লণ্ডনের পত্রাবলীর মধ্যে আইরিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী W. Cleary শ্রীবিশ্বৈকধর্ম্ম-সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট, ভারতগভর্ণমেণ্টের সহকারী সচিব আর, এ, ষ্টাট্‌লার; লণ্ডনের 'Times' পত্রের সম্পাদক এবং বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর তথা এসে সোসাইটী অফ্‌ সেণ্ট জন-প্রণীত শ্রীল ও মহানুভবতা-জ্ঞাপন) ১২।৮।১২৪-১২৩
ঃ আর্ণল্ড্‌ রুহুল্‌, পাশ্চাত্য শ্রীমন্দির-সাহায্যের প্রার্থনা। ১২।১১।১৯০
ঃ এম, ওয়েগার্ট বার্লিন (গ্রন্থ-প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ ও প্রচারকার্য্যে সহানুভূতি) ১২।৮।৩৬৮
ঃ ইটেল্‌ ডি, প্রাফেসার্স, কনিগ্‌স্‌বার্গ, জার্ম্মাণী (গ্রন্থ প্রাপ্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্রচারকার্য্যে সহানুভূতি-প্রকাশ) ১২।৮।১৯৫
হুল্‌ আর্ণল্ড্‌, মুলহেম, বার্লিন উইলমার্সডর্ফ সহরের মহারাজের মঙ্গলার্থে ও গ্রন্থপ্রচারে আশীর্ব্বাদ-পত্রের জন্য ব্যাকুলতা-প্রদর্শন ১২।১৩।৩৯৬
হেল্‌ আর্ণল্ড্‌, মুলহেম, বার্লিন (গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণে আগ্রহ) ১২।৩১, ৪০৫ ; ১৩।৩৯১, ১৩।২০৮
০ ০ ০ (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১৪। ৩৯।৮০৩
সম্রাট্‌ ফার্ডিনাণ্ড-ফিলীপের তিনখানি পত্র ১২।৪।৮৭১
গোপীনাথ গোস্বামী ও যোগীন্দ্রনাথ বেদান্তশাস্ত্রী, পাথরঘড়া গোবিন্দ-চট্টোপাধ্যায়, মানবাজার, মানভূম ('পঞ্চতত্ত্বে পঞ্চতত্ত্ব' বা 'দাস গদাধর-তত্ত্ব' গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রার্থনা) ১১।৪৪।৮৭৯
রামপ্রসন্ন মজুমদার, বিষ্ণুপুর (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১২।৪৫।৯৯৯
বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল বেদান্তরত্ন পণ্ডিত, বাঁকুড়া (শ্রীল পণ্ডিত গদাধর ও ইন্দ্রাণী সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বন্ধে সমালোচনা" পাঠে অভিমত) ১২।৪৮।১০৩
যতীন্দ্রনাথ পাকড়াশী, মেদিনীপুর (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১৩।৪।৬১
ডাঃ এম্‌, উইগার্ড, বার্লিন (বন মহারাজের সফলতায় মুগ্ধ হইয়া গ্রন্থপ্রাপ্তির নিকট কৃপা-প্রার্থনা) ১৩।৩৭।৫৭৭
সুপণ্ডিতরঞ্জন দাস, পুরাণ-পল্টন, ঢাকা, (বৈজয়ন্তে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রার্থনা) ১৩।৩০।৫৩৭
হেমচন্দ্র সরকার, সাঁওতাল পরগণা (প্রচারকার্য্যে সহানুভূতিপ্রকাশ) ১৩। ৭০।৮২৯
সারদাচরণ গোস্বামী, উষ্ণী, ময়মনসিংহ (গ্রন্থের মীমাংসা-প্রার্থনা) ১৩।৪১।৩৪৭
শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের পত্র ১৩।৪।৭১১
বীরভূমে জনৈক ভক্তের কতিপয় প্রশ্ন ১৩।৩০।৭২২
মহামান্য ভারত-সচিব লর্ড হেট্‌স্‌বারির দুইখানি পত্র ১৩।৪৭।৭৪১

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র

[নাম ও উপাধি]

৪৪৭ গৌরাব্দ—(১) ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অধিপতি মহারাজ প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর—'ধর্ম্মসিন্ধু', (২) দিনাজপুরের রাজসাহেব কুমার শচীন্দ্র নারায়ণ রায় এম্‌-এ প্রাজ—'রাজর্ষি', (৩) কল্যাণকল্পতরু ব্রহ্মচারী—'ভক্তিরত্ন', (৪) অঘোরনাথ হালদারিকারী—'ভক্তিকোবিদ', (৫) রাজেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য—'বিদ্যার্ণব', (৬) নবীনকৃষ্ণ হালদারিকারী—'বিদ্যানন্দ', (৭) বিনোদবিহারী হালদারিকারী—'ভক্তিবান্ধব', (৮) বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ভক্তিভূষণ, (৯) ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র—'ভক্তিভূষণ', (১০) কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী—'ভক্তিকুসুম', (১১) অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বেদান্তবাচস্পতি' ৮।৩২।৫০২-৫০৪

৪৪৫ গৌরাব্দ—(১) কুমার শচীন্দ্রনারায়ণ রায় এম্‌-এ প্রাজ—'বেদান্তভূষণ', (২) মহামান্য রাজশ্রী রাজমান্য পি, এন, মজুমদারনারায়ণ আয়ার বি-এ, বি-এল অবর্ণল—'গৌরাজ্ঞি বেণু', (৩) বিনোদমোহন সে—'ভক্তি-ভূষণ', (৪) জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—'ভক্ত্যাশ্রম', (৫) মণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য—'কলাকোবিদ' ১৩১।১২৭-৫২৮

৪৪৬ গৌরাব্দ—(১) নরহরি ব্রহ্মচারী—'সেবা-বিগ্রহ', (২) বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী—'ভক্তিরত্ন', (৩) মহানন্দ ব্রহ্মচারী—'ভক্তালোক', (৪) রাসবিহারী ব্রহ্মচারী—'ভক্তিজ্যোতিঃ', (৫) ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী—'ভক্তিবিবেক', (৬) জগদ্বন্ধুনারায়ণ হালদারিকারী—'ভক্তিবান্ধব', (৭) নিত্যানন্দ

ব্রজবাসী—'সেবাকোবিদ', (৮) জগদানন্দ ব্রজবাসী—'ভক্তিবিলাস', (৯) ভগবানদাস ব্রজবাসী—'ভক্তিব্রত', (১০) যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—'ভক্তিরত্ন', (১১) ধরেন্দ্র দাসাধিকারী—'ভক্তিবল্লভ', (১২) উর্ণমহি দাসাধিকারী—'ভক্তিবিশারদ', (১৩) পুলিনবিহারী দাসাধিকারী—'ভক্তিভূষণ', (১৪) কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী—'ভক্তিভূষণ', (১৫) গণেশচন্দ্র সেন—'ভক্তিভূষণ', (১৬) কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী—'ভক্তিভূষণ', (১৭) রাসবিহারী দাস—'ভক্তিভূষণ', (১৮) শ্রীনিবাস পাণিগ্রাহী—'ভক্তিকেতন', (১৯) কানাইলাল মিত্র—'ভক্তিরঞ্জন', (২০) পরিকল্প পিলাই—'ধর্মপ্রাণ', (২১) জয়পুরাধিপতি বিজয়দেব বর্ম্ম যাযাবর—'হরিনামাশ্রয়' ১০।৩৫।৫৪৮-৫৫৩

৪৪৭ গৌরাব্দ—(১) কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন—'মহামহোপদেশক', (২) অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ—'মহামহোপদেশক', (৩) নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য—'মহামহোপদেশক', (৪) সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ—'মহামহোপদেশক', (৫) অপ্রাকৃত ভক্তিরত্ন গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী—'মহোপদেশক', (৬) নন্দন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য—'মহোপদেশক', (৭) নিত্যানন্দ দাসাধিকারী সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী—'মহোপদেশক', (৮) জগদীশ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী—'উপদেশক', (৯) নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী—'উপদেশক', (১০) প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রেমবিদ্যালঙ্কার—'উপদেশক', (১১) অতীন্দ্রনাথ বেদান্তবাচস্পতি—'উপদেশক', (১২) ভক্তবৎসল দাসাধিকারী—'ভক্তিগৌরব', (১৩) জগদ্গোপাল দাসাধিকারী—'ভক্তিদণ্ডাচ' (১৪) গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'ভক্তিমণ্ডল', (১৫) রাধা-গোবিন্দদাস অধিকারী—'ভক্তিনিধি', (১৬) রমানাথ গোস্বামী—'ভক্তিপ্রভাব', (১৭) নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী—'ভক্তিবিবৃতি', (১৮) নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী—'ভক্তিভূষণ', (১৯) রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী—'ভক্তিপতাকা', (২০) যদুবিহারী ব্রজবাসী—'ভক্তিভূষিত', (২১) নিমাইদাস অধিকারী—'ভক্তিলোচন', (২২) বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী—'ভক্তি-ভূষণ', (২৩) দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী—'ভক্তিনিষ্ঠ', (২৪) দুলুমগোপাল ব্রজবাসী—'ভক্তিমধুর', (২৫) যাদবচন্দ্র ব্রহ্মচারী—'ভক্তিভূষণ', (২৬) বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'ভক্তিকেতন', (২৭) রাধাবল্লভ ব্রজবাসী—'ভক্তিলাভ', (২৮) দীনেশচন্দ্র সে—'ভক্তিবোধ', (২৯) ভক্ত দেবপ্রসাদ দলাধিকারী—'ব্রহ্মবর্চ্চস', (৩০) রাসবিহারী লাল ধারকা-প্রসাদ—'ভক্তিভূষণ', (৩১) ঠাকুরদাসের টিকম্ সিংজী—'ভক্তিপ্রধান', (৩২) M. R. Ry. সি, কে, মধুসূদন রাও—'ভক্তিবার্ত্তজ্ঞ', (৩৩) সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার—'ভক্তিকেশব', (৩৪) আউধবিহারীলাল কপূর—'ভক্তিললাট', (৩৫) রাধাবিহারী ভাদ্রাপদ রায়—'ভক্তিবিভূষণ', (৩৬) কামিনীমোহন রায় চৌধুরী—'ভক্তিপ্রতাপ', (৩৭) মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী—'ভক্তিবিক্রম', (৩৮) কামিনী-কুমার শর্ম্মা চৌধুরী—'ভক্তিকৌমুদ', (৩৯) শ্রীনিবাস দাস—'ভক্তিযোগ', (৪০) M. R. Ry ওয়াই জগন্নাথম্—'ভক্তিতিলক', (৪১) নিখিলনাথ মৌলিক ভক্তিশাস্ত্রী—'ভক্তিসূরি' ১১।৩০।৪২১-৪২৮, ৩৪।৫৩৪-৫৩৬

৪৪৮ গৌরাব্দ—(১) স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর বিশ্বব-সম্বর-বিজয়ী পরমশ্রীল শ্রীবীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য-বাহাদুর—'ধর্ম্মধুরন্ধর', (২) এটর্ণি ব্রজেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল্, এম্-এল্-সি (কলিকাতা)—'ন্যায়নিধি', (৩) হরিচরণ বসু এম্-এ, বি-এল (ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, নদীয়া) —'ন্যায়সিন্ধু', (৪) মাননীয় রাজর্ষি রাজগুরুর শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ প্রাক্ত বেদান্তভূষণ—'ভুবনমঙ্গল', (৫) অপ্রাকৃত ভক্তিরত্ন গোস্বামী—'মহামহোপদেশক', (৬) হরপ্রীব ব্রহ্মচারী—'মহোপদেশক', (৭) নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী—'মহোপ-দেশক', (৮) প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী—'মহোপদেশক', (৯) পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ—'উপদেশক', (১০) বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন—'উপদেশক', (১১) কিশোরীমোহন দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব—'উপদেশক', (১২) অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগণাকর—'উপদেশক', (১৩) অনাদিকল্প ব্রহ্মচারী—'উপদেশক', (১৪) পণ্ডিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ (পুরী)—'বিদ্যার্ণব', (১৫) সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ (লণ্ডন)—'প্রত্নবিদ্যাবিশারদ', (১৬) প্যারী-মোহন ব্রহ্মচারী—'কাব্যকোবিদ', (১৭) মধুসূদন দাস-অধিকারী বি-এ (জয়পুর)—'ভক্তিবিলাস', (১৮) কৃষ্ণ-প্রসন্ন দাসাধিকারী (পাটনা)—'ভক্তিগৌরব', (১৯) সুদর্শন সনাতন দাসাধিকারী (কটক)—'ভক্তিবৈভব', (২০) শ্রীনিবাস দাসাধিকারী (হাওড়া)—'ভক্তিপ্রভূন',

(২১) শ্রীবৈষ্ণবাচরণ দাসাধিকারী কাশী)—'ভক্তিভূষণ', (২২) প্রেমপ্রাণ্ডির দাসাধিকারী (ধানবাদ)—'ভক্তিভূষণ', (২৩) বৈষ্ণবাগোপিক ব্রহ্মচারী (শ্রীচৈতন্যমঠ)—'সেবার্ণব', (২৪) শুকবিলাস দাসাধিকারী—'ভক্তিমযুখ', (২৫) ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী—'ভাক্তমৈরেয়', (২৬) শিবানন্দ ব্রহ্মচারী (কাশী)—'রাগভূষণ', (২৭) জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী (পাটনা)—'সেবাসুহৃৎ', (২৮) নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী (কলিকাতা)—'ভক্তিরত্নানন্দ', (২৯) অনন্তদেব দাসাধিকারী (বল্লালদীঘী)—'ভক্তিবিনুং', (৩০) সতীশচন্দ্র বসু (মুরারিপুকুর, কলিকাতা)—'ভক্তিবিশারদ', (৩১) সতীশচন্দ্র বসু (পোষ্টমাষ্টার, রঙ্গপুর)—'ভক্তিভূষণ', (৩২) প্যারীমোহন দাসাধিকারী (ঢাকা)—'ভক্তিভূষণ' ১২।০৪।৪৯১, ৩৪।৪৪২, ৩১।৪৪৯

৪৪৯ গৌরাব্দ—(১) কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব—'মহোপদেশক', (২) মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিনোদ—'মহোপদেশক', (৩) কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ—'উপদেশক', (৪) ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবৈরেয়—'উপদেশক', (৫) শুকবিলাস ভক্তিমযুখ—'উপদেশক', (৬) রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ—'উপদেশক', (৭) সর্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী—'উপদেশক', (৮) অপ্রমেয় দাসাধিকারী—'উপদেশক', (৯) কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—'উপদেশক', (১০) নিত্যইদাস ব্রহ্মচারী—'উপদেশক', (১১) মহান্ত গদাধর রামানুজদাসজী—'পদ্মনিধি', (১২) রায়বাহাদুর সর্দাররাজ বহুদুর সিংহাজী বাহাদুর—'ভক্তিমার্তণ্ড', (১৩) রায়বাহাদুর মদনগোপাল গর্দানা—'ভক্তিভূষণ', (১৪) সতীশচরণ রায় ভক্তিবিজয়—'শ্রেষ্ঠার্য', (১৫) রাইমোহন রায় চৌধুরী—'শ্রেষ্ঠার্য', (১৬) মনোমোহন রায় চৌধুরী—'ভক্তিপ্রকাশ', (১৭) ষোড়শীমোহন রায় চৌধুরী—'ভক্তিভূষণ', (১৮) বদ্রনাথ গুপ্ত কবিরাজ—'ভিষক্‌চূড়ামণি', (১৯) গোষ্ঠবিহারী দাস—'ভক্তিবিকাশ', (২০) অদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী—'সেবাবিলাস', (২১) সর্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী—'রাগরত্ন', (২২) গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী—'সেবারত্ন', (২৩) হরিপদ দাসাধিকারী—'ভক্তিবিবুধ', (২৪) কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী—'ভক্তিমণ্ডপ', (২৫) ব্রজকিশোর ব্রহ্মচারী—'ভক্তিকুমুদ', (২৬) নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী—'ভক্তিকমল', (২৭) নিবেদনাথ রায়গুপ্ত—'বিদ্যারত্ন', (২৮) হীরেন্দ্রচন্দ্র দে ভক্তিবোধ—'ভক্তিবোধিন' ১৩।০৪।৪৩০, ৩৯।৩১২-৩১৭

৪৪৯-৭০ গৌরাব্দ—(১) শুকবিলাস ভক্তিমযুখ—'মহোপদেশক', (২) কৃষ্ণকান্তি ভক্তিভূষণ—'মহোপদেশক', (৩) সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী—'বিদ্যাবাচীশ', (৪) রাধাগোবিন্দ-দাস কাব্যপুরাণতীর্থ—'রাগতীর্থ', (৫) নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—'ধর্মাত্মা', (৬) ক্ষেত্রপাল ঘোষ—'ভক্তিহৃদয়', (৭) রামরতন ঘোষ—'ভক্তিতীর্থ', (৮) কবিরাজ মধুসূদন শর্ম্মা—'ভক্তিবিলাসব', (৯) শেঠ শ্রীনিবাস ডালমিয়া—'শ্রেষ্ঠার্য', (১০) গৌরীপ্রসন্নাথ সরকার—'ভক্তিবারিধি', (১১) ব্রজেশ্বরী প্রসাদ—'ভক্তিভাস্কর', (১২) পূর্ণচন্দ্র বর্ণকার—'ভক্তিমযুখ', (১৩) সলিলমোহন বসু—'ভক্তিভূষণ', (১৪) উপেন্দ্রনাথ ঘোষ—'ভক্তিভূষণ', (১৫) ভূরিভূৎ ব্রহ্মচারী—'ভক্তিসৌধ', (১৬) প্রমথনাথ সান্যাল—'ভক্তিভূষণ', (১৭) বিনোদবিহারী ভক্তিবান্ধব—'বিদ্যাবিনোদব', (১৮) বিনোদগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—'ভক্তিবিবেক', (১৯) অনন্তরাম ব্রহ্মচারী—'ভক্তিদাস', (২০) কবিভূষণ ব্রহ্মচারী—'ভক্তিজীবন', (২১) নরসিংহ ব্রহ্মচারী—'ভক্তিকাঞ্চন', (২২) অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী—'ভক্তিকঙ্কণ', (২৩) হরিচরণ ব্রহ্মচারী—'ভক্তিকিরণ', (২৪) নিতাই দাস ব্রহ্মচারী—'রাগালঙ্কার', (২৫) ভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী—'ভক্তিবিকাশ', (২৬) রাধারমণ ব্রহ্মচারী—'রাগকুমুদ', (২৭) নবকিশোর অধিকারী—'কৃতিহেশিক', (২৮) প্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী—'কৃতিকোবিদ', (২৯) শ্রীরামদাস অধিকারী—'কৃতিকুশল', (৩০) হরিপদ ব্রহ্মচারী—'ভক্তিমযুখ', (৩১) রামদাস ব্রহ্মচারী—'ভক্তিযোগি', (৩২) গদাধর অধিকারী—'ভক্তিসুহৃৎ', (৩৩) অধমদমন ব্রহ্মচারী—'ভক্তিসর্ব্বস্ব', (৩৪) মনীগোপাল অধিকারী—'ভক্তিস্মরণ', (৩৫) নিত্যগোপাল ঘোষ—'ভক্তালঙ্কার', (৩৬) সত্যবিগ্রহ ব্রহ্মচারী—'রাগসুহৃৎ', (৩৭) শ্রীগৌরাঙ্গপ্রহ ব্রহ্মচারী—'ভক্তিবিজ্ঞান', (৩৮) রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী—'বিজ্ঞানন্দ', (৩৯) হরিকিশোর ব্রজবাসী—'ভক্তিপ্রকট', (৪০) সত্যমোহন রায় চৌধুরী—'ভক্তিভূষুক', (৪১) ডাঃ নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস—'ভক্তিকেবল', (৪২) রায় বাহাদুর ডাঃ বসন্তকুমার মৌলিক—'ভক্তিভূষণ' ১৪।০৭।৪৯১, ৩৩।৪১৫-৪১৮, ৩৪।৪৪৮-৪৫২

* এই বৎসর শ্রীগৌরপূর্ণিমা-দিবস শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার অধিবেশন হওয়ায় ৪৪৯ গৌরাব্দ বলা হইয়াছে।

সমালোচনার সূচী

সাময়িক-সংকেত ('মুক্তিমল্লিকার গন্ধসৌরভ', 'গৌড়ীয়-গৌরব' ও 'গৌড়ীয়সাহিত্য'-সম্বন্ধে সমালোচনা) ৮।৭।৯৭

সাময়িক-সংকেত ('ভারতবর্ষ' পত্রে উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্-এ লিখিত 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান', বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ লিখিত 'চৈতন্যদেবের তিরোভাব' এবং সারদানাথ চক্রবর্তী লিখিত 'বাসুদেব সার্বভৌম'-শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা) ৮৮।১১৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থের সমালোচনা) ৮।১৫।২২৭

সাময়িক প্রসঙ্গ ('তত্ত্বসূত্র' গ্রন্থের সমালোচনা) ৮।১৭।২৪৭

সাময়িক প্রসঙ্গ (সদানন্দবাবাজীর গীতা-সমালোচনাকারীর প্রতিসমালোচনা) ৮।১৯।২৮৯

পত্রিকা-সমালোচনা ('ধীরকৃষি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মন্তব্য ও সংবাদ'-শীর্ষক স্তম্ভে কুলদাপ্রসাদ মল্লিক লিখিত 'জীবে দয়া'-সম্বন্ধে) ৮।২০।৩১১

সাময়িক প্রসঙ্গ (কটকের ভাগবতকুমার মিশ্র কর্তৃক 'উৎকল দীপিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ) ৮।২৯।৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ ('রঘুনাথ দাস গোস্বামী', 'চিত্রে নবদ্বীপ' ও 'চৈতন্যশিক্ষামৃত' গ্রন্থের সমালোচনা) ৮।২৪।৩৭১

প্রাচীন কুলিয়ার ঘারভেট ৮।৩১।৪৮৪

গ্রন্থ-সমালোচনা ('চিত্রে নবদ্বীপ', 'সাধক কণ্ঠমালা') ৮।৩৩।৫২৩

"শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" ৮।৩৪।৫৩৯

গ্রন্থ-সমালোচনা ('শিবাজী' পত্রে 'চিত্রে নবদ্বীপ' সম্বন্ধে) ৮।৩৮।৬০৩

সাময়িক প্রসঙ্গ ('রামচন্দ্রপুর'কে 'মায়াপুর' বলাইবার চেষ্টার প্রতিবাদ) ৮।৩৯।৬০৮

সাময়িক সংবাদ। 'প্রেমবিবর্ত' ও 'গীতাবলী' গ্রন্থের সমালোচনা) ৮।৪৪।৬৮৭

প্রতিবাদ ('উদ্বোধন' পত্রে 'শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়'-শীর্ষক প্রস্তাব-লেখকের মতের বিরুদ্ধে) ৮।৪৬।৭২২

৪৭।৭৫৮, ৫৮।৭৫৮, ৪৯।৭৬১, ৫০।৭৮৪

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা ('ঈশোপনিষৎ', 'ভারতের সাধনা', 'সাধন-পদ্ধতি') ৯।১।৪৩

প্রবন্ধ-সমালোচনা ('শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি', 'বিদ্যার দাম্ভ', 'ভাবব্যঞ্জনা') ৯।৩।৯১

সাময়িক সমালোচনা (সমসাময়িক ভারতের অধিরাজ-নীতির সহিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাসের সহিষ্ণুতা-নীতির সাম্যবিচারে প্রভুপাদের সমালোচনা) ৯।৪।৯৭

পুস্তক-সমালোচনা ('অভিরাম গোস্বামী') ৯।৪।১১৫

সাময়িক প্রসঙ্গ ('নিত্যধাম' পুস্তক, গৌড়ীয়মঠ হইতে ১২৪টী প্রশ্নের উত্তর-প্রদানকারিগণের মত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের প্রচার-সম্বন্ধে 'অবতার'-পত্রে প্রকাশিত মন্তব্যের সমালোচনা) ৯।৬।২৪০

প্রতিবাদ-প্রতিবিধের প্রতিবাদ ('বাংলার বাণী'তে প্রকাশিত মনীন্দ্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রের পাদটীকায় 'বাংলার বাণী' সম্পাদকের লিখিত মন্তব্য-সম্বন্ধে) ৯।৬।২৪৩

নায়কের কৈফিয়ৎ ('নায়ক'পত্রে প্রবর্ধনীয় ধর্মকগণের প্রতি গৌড়ীয়মঠসেবকগণের উৎপীড়নরূপ মিথ্যারটনার সমালোচনা) ৯।১৩।২৫৮

সাময়িক প্রসঙ্গ (প্রবর্ধনীতে গ্লানিধর্মকারিগণের সম্বন্ধে সমালোচনা) ৯।১৫।২৬৭-২৭০

সাময়িক প্রসঙ্গ। কুলিয়া-নবদ্বীপের ভেট আদায় ও অন্যান্য উৎপাত, সদানন্দ বাবুর কার্য্য-বিবরণ, ভগবদ্ভক্তিরঞ্জন সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে লিখিত বিবরণ, 'দৈনিক বসুমতী'তে 'শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম' সম্বন্ধে প্রকাশিত মন্তব্য এবং শ্যামলাল গোস্বামী কর্তৃক 'তত্ত্বসূত্র' পত্রে লিখিত "সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ" শীর্ষক প্রতিবাদের সমালোচনা) ৯।১৮।৩১৮-৩২৪

প্রতিবাদ ('বসুমতী'-পত্রিকায় [illegible] লিখিত 'অর্কটবৈষ্ণবতা'-শীর্ষক প্রবন্ধ-সম্বন্ধে) ৯।১৮।৩২৫, ১৯।৩৩২

প্রতিবাদ ('বসুমতী' পত্রিকায় বলাইচন্দ্র ও অম্বিকাচরণ শর্ম্মার লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে) ৯।২০।৩৪৫

প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে ('দৈনিকবসুমতী'পত্রিকায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয়-লিখিত প্রতিবাদের বিরুদ্ধে 'বসুমতী'র সম্পাদক-লিখিত টিপ্পনী সম্বন্ধে) ৯।১।৩৭৬

প্রতিবাদ ('দৈনিক বসুমতী'তে বনাই শর্ম্মার লিখিত 'শব্দের ব্যবসায়' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রেরিত) ৯।২।৩৬৯

সাময়িক সমালোচনা (দৈনিক'ষ্যাড্ভান্স'পত্রে শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য-লিখিত—"Renaissance of Vaishnavism—Mission of Thakur Bhaktivinode" শীর্ষক প্রবন্ধ, 'ভারতবর্ষ' পত্রে লিখিত 'জগদ্গুরু ভক্তিবিনোদের আত্মা পরলোকে 'বিলীন হইয়াছেন'—বাক্যটি এবং 'ভারত-শাসন' পত্রে প্রকাশিত 'গৌরকৃষ্ণ পন্থাগর্ভগত হয় নাই'—শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা) ৯।২।৩৭৩

প্রতিবাদ ('দৈনিক বসুমতী'তে বনাই শর্ম্মার লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে ভূপীমোহন বেদশর্ম্মা মুখোপাধ্যায়-প্রেরিত) ৯।২।৩৮৭

শ্রীগৌরকৃষ্ণ পন্থাগর্ভগত হয় নাই ('ভারত-শাসন' পত্র হইতে উদ্ধৃত ; নবদ্বীপ ধামের শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান-সম্বন্ধে অভিসন্ধিমূলক উক্তি-সমূহের সমালোচনা) ৯।৩।৪০২

প্রতিবাদ ('ভারত'-পত্রে সত্য ও ভাগবতধর্ম্মের প্রচারের বিরুদ্ধে জনৈক বণিক্ যুবকের লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে ৪৫ জন ব্রাহ্মণ-স্বাক্ষরিত) ৯।২৯।৪২০

প্রবন্ধ-সমালোচনা ('দৈনিকবসুমতী' প্রকাশে 'শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ'-শীর্ষক প্রবন্ধের) ৯।৩২।৪৪৩

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা ('ভাগবতরত্ন প্রহ্লাদ', 'শ্রীধামে ভক্তিযোগ', 'ভজনরহস্য' ও 'দেবতে রত্ন' নামক গ্রন্থ-চতুষ্টয় ও 'কল্যাণ'-সম্পাদকের পত্র সম্বন্ধে) ৯।২২।৪৩৪

প্রচারবার্ত্তা ('সাময়িক সংবাদ' সমালোচনা—ঢাকার কোন 'রায়বাহাদুর'-খেতাবযুক্ত ব্যক্তির অনধিকার-চর্চ্চা এবং 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীরঞ্জন সেন এম্-এ লিখিত 'তুকারাম ও শ্রীচৈতন্য' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে) ৯।৩৪।৪৯১

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা ('সাম্বতদর্পণ বা সংক্রিয়া-সার পদ্ধতি', মহাপ্রভুশিক্ষা ও জীবনী সম্বন্ধে 'বিশ্ব'-পত্রে প্রকাশিত বিবরণ) ৯।৩৪।৫২৪

প্রাপ্তপত্র ও সমালোচনা ('সম্মিলনী'-পত্রিকায় প্রকাশিত গোস্বামী প্রণীত মহাপ্রভুর বিশেষপূর্ণ পুস্তকের সমালোচনা) ৯।৩৬।৫০৫

সমালোচনা (রাধহরি ভট্টাচার্য্য-রচিত 'বাংলা শ্রীকৃষ্ণ'-নামক পুস্তিকা) ৯।৪০।৫৬১

সমালোচনা (গৌড়ীয়মঠ হইতে জনসাধারণকে প্রদত্ত ১২৫টি প্রশ্ন ও তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রশ্ন-গুলির উত্তর সম্বন্ধে) ৯।৪১।৫৮১

প্রেরিত পত্র (কোন ভাড়াটিয়া-পাঠকের গৃহচিত্তরঞ্জনকারিণী বাগ্‌বৈখরী সম্বন্ধে ঃ মহাশয়ের প্রেরিত প্রতিবাদ-পত্র) ৯।৪৭।৭৩১

সমালোচনা ('শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়'-শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে) ৯।৭৪।৭৪৫, ৪৮।৭৯৬

প্রাপ্ত নিবেদনের উত্তর (জনৈক ব্যক্তি-প্রেরিত 'কাঙ্গালের নিবেদন'-শীর্ষক সমালোচনার) ১০।১।১০

সাময়িকী (কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীচরিতামৃতের রাস'-শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা) ১০।৩।৩৪

গ্রন্থ-সমালোচনা ('আমার বৈষ্ণব-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন') ১০।৮।৩৭

সাময়িকী ('মডার্ণ রিভিউ' পত্রে মণীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ-কর্ত্তৃক সমালোচিত "The Post-Chaitanya-Sahajia cult of Bengal" পুস্তকের সমালোচনা) ১০।৪।৪১

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা ('কল্যাণ' পত্রের 'শ্রীকৃষ্ণাঙ্ক' নামক বার্ষিক সংস্করণ) ১০।৯।১৪৪

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা ('ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি'-গ্রন্থ) ১০।১১।১৬৬

তিনি সাময়িক পত্র—'ভাগবত' ১০।১৩।২২৩

নবপ্রকাশিত গ্রন্থ ('রায় রামানন্দ') ১০।১৭।২৪৬

গ্রন্থ-সমালোচনা ('শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা') ১১।৪।৫৯

গ্রন্থ ও পত্র-সমালোচনা ('শ্রীব্রহ্মসংহিতা'র ইংরাজী অনুবাদ ও 'কীর্ত্তন'পত্র) ১১।৬।৯৫

সাময়িকী (তিনটি সংবাদপত্রে যথাক্রমে শ্রীগৌরসুন্দরের

চরিত্র, অতীন্দ্রিয় চেষ্টা এবং শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় ভক্তগণের সম্বন্ধে লিখিত মন্তব্যের সমালোচনা) ১১।
১৫।৯৩১-২৩৬

সাময়িকী (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত গীতার সমালোচনা) ১১।১৯।২৯৬

সাময়িকী (কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকের 'সত্য এবং কপটতা কাহারও একচেটিয়া বস্তু নহে'—বাক্যের সমালোচনা) ১১।২৭।৪৪৮

ছোট হরিদাস (শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীচরিতামৃতের বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ) ১১।০৪।৪৪৯

প্রতিবাদ ('পঞ্চামৃত' পত্রে প্রকাশিত ঢাকার সংশিক্ষা-সমর্পনীর সমালোচনা সম্বন্ধে) ১১।১২।৪৪০, ৩৬।৫৬৩, ৩৭।৫৮৬

ভ্রমন ও সমালোচনা ('Evening Standard' পত্র হইতে লণ্ডনের প্রচার-সম্বন্ধে উক্ত 'ষ্যাণ্ডার্ড' পত্রের বিবরণ সম্বন্ধে) ১১।৪৭।৭৪০

সাময়িক প্রসঙ্গ ('ডেলি এক্সপ্রেসে' লণ্ডনের প্রচার সম্বন্ধে প্রকাশিত সংবাদের 'হরবাণী'তে প্রকাশিত অনুবাদ-সম্বন্ধে সমালোচনা) ১১।৪৭।৭৪৮

সাহিত্য-সমালোচনা (মিঃ ক্লেবারের Literary History of India' গ্রন্থে 'Life and Precepts of Maha-prabhu' গ্রন্থের কথা, 'India House Library'তে 'নারদপঞ্চরাত্র' ও 'ব্রহ্মতর্ক', 'বসুমতী'পত্রিকায়শ্রীবিষ্ণু-স্বামী সম্বন্ধে সম্প্রতিবসুর গৌড়ীয়ানুকরণ এবং 'উদয়ন' পত্রে 'চণ্ডীদাস' সম্বন্ধে ভ্রান্তিপূর্ণ উক্তির সম্বন্ধে) ১২।৩৪০

সাময়িক প্রসঙ্গ (বরোদার মহারাজার সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-চেষ্টা এবং 'হরবাণী'তে প্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ ও জাতিভেদ' সম্বন্ধে সমালোচনা) ১২।৭।৯৯-১০১

সাহিত্য সমালোচনা ('বিশ্বভারতী'র ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ দীনেশবাবুর 'চৈতন্যদেব' প্রবন্ধ সমালোচনা) ১২।১০।১৯৮

গ্রন্থ-প্রাপ্তি ও সমালোচনা ('বিশ্বকোষ' দ্বিতীয় সংস্করণ ১ম সংখ্যা) ১২।১৯।২৯২

শ্রীল পণ্ডিত গদাধর ও শ্রীল দাস গদাধর ১২।৪৪।৬৭৯, ৪৫।৬৯৬

সাময়িক প্রসঙ্গ (এসোসিয়েটেড্ ও ইউনাইটেড্ প্রেসের কএকটি সংবাদের সমালোচনা) ১২।৪৯।৭১৮-৭৪৯

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা ('My first year in England' গ্রন্থ ও 'শ্রীশ্রীরাধামাধবের মুক্তোচুরি'-শীর্ষক বিজ্ঞাপন বিষয়ে ১৩।১।১৪

সাহিত্য-সংবাদ ('চণ্ডীদাস', 'ভক্তিচিন্তামণি' ও 'চৈতন্য-বিলাস' পুস্তকত্রয় এবং 'প্রবাসী'-পত্রে খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ লিখিত শ্রীরূপগোস্বামিকৃত সহ মীরাবাঈএর বিষয়ক সম্বন্ধে সমালোচনা) ১৩।৩।৩৯

সাময়িক প্রসঙ্গ ('ভারতবর্ষ' পত্রে রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত 'শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের ভিত্তিস্থান' শীর্ষক প্রবন্ধ-সমালোচনা) ১৩।৪।৫০-৫২

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা (নূতন গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত বক্তৃতা-সম্বলিত পুস্তক) ১৩।৪।৮০

সাহিত্য-সংবাদ ('বসুমতী'তে প্রকাশিত 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'—শীর্ষক প্রবন্ধে 'বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অভিমতের সমালোচনা ১৩।৭।৭২

সাময়িক প্রসঙ্গ ('অমৃতবাজার পত্রিকা'র জন্মাষ্টমী সংখ্যায় যতীন্দ্রকুমার ঘোষ ভক্তিবান্ধব লিখিত "Janmastami, The Birth day" শীর্ষক প্রবন্ধ-সমালোচনা) ১৩।৬।৮৭

সাময়িক প্রসঙ্গ 'উদয়নে' প্রকাশিত রায় বাহাদুর খগেন্দ্র নাথ মিত্র লিখিত 'বাংলার প্রেমধর্ম্ম'-শীর্ষক প্রবন্ধ এবং 'ভারতবর্ষে' রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত 'শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের ভিত্তিস্থান'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের অভিমত ও তনৈক ব্যক্তির 'চিত্রে নবদ্বীপ'-গ্রন্থ সম্বন্ধে কএকটি যুক্তির সমালোচনা) ১৩।১০।১৯৯-২০২

সাময়িক প্রসঙ্গ (প্রাণগোপাল গোস্বামী তর্কতীর্থের কোন বিষয়সম্পত্তি-ঘটিত মোকদ্দমার ওকালতনামার লাটিফায়েড কপির সমালোচনা) ১৪।১৫।২০৮

নবপ্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থ ('সাধককণ্ঠমালা', তেলেগু ভাষায় অনূদিত 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত 'বৈষ্ণবধর্ম্ম') ১৩।২৩।৩৬০

নবপ্রকাশিত পারমার্থিক সাহিত্য ('বৈদিক মহাত্মপ্রকাশ' —গৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা, নববর্ষের সচিত্র বার্ষিক

'নবদ্বীপ-পত্রিকা', 'শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার:', 'শ্রীচৈতন্য-দেব', Gedanken uberden Hinduismus')
১৩।৩১।৫৪৫

সাময়িক প্রসঙ্গ ('অমৃতবাজার পত্রিকা'য় গোস্বামিগ্রন্থের অপ্রকাশিত গ্রন্থ, বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহাসিক প্রাচীনতা এবং কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে আলোচনা; ঢাকার কোন সংবাদপত্রে রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত প্রবন্ধ সমালোচনার প্রয়াস এবং মহম্মদসিংহের জনৈক ব্যক্তির প্রচারপত্রে প্রশ্নসহ-প্রধানবিষয়ে সমালোচনা)
১৪।৩।৩৫-৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ ('চিত্রবাণী' পত্রিকায় 'নবদ্বীপ' শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা) ১৪।৮।১২৭

সাময়িক প্রসঙ্গ ('ভারতবর্ষ' পত্রে প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্যদেব ও কাস্টিজেম' এবং 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণ সাধনা ও শিক্ষাগুরু' প্রবন্ধদ্বয়ের সমালোচনা ও 'প্রবাসী'-সম্পাদকের মন মহারাজ সম্বন্ধে অভিযোগের প্রতিবাদ) ১৪।৯।১৩৭

সমালোচনা (চারুচন্দ্র শ্রীমানীর 'শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ-ভ্রমণ' গ্রন্থ সম্বন্ধে) ১৪।১২।১৮৪

নবপ্রকাশিত গ্রন্থ-চতুষ্টয় ('সংক্ষিপ্ত অর্চ্চন-পদ্ধতি' 'শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ১ম খণ্ড', 'ভারতবর্ষ' ও ভক্তিপথ', নববর্ষের 'শ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা')
১৫।৩৫।৫৪১

সাময়িক প্রসঙ্গ (বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকেন্দ্র স্থাপনোদ্দেশ্যে তথাকার সজ্জনগণের প্রেরিত আবেদন-পত্রের মর্ম্ম এবং 'বণিক্' পত্রে প্রকাশিত 'অন্নসৃষ্টি ও কর্ম্মসৃষ্টি" প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ১৪।৩৬।৫৫৭

সমালোচনা ('বণিক্' পত্রে প্রকাশিত "অন্নসৃষ্টি ও কর্ম্ম-সৃষ্টি" শীর্ষক প্রবন্ধের) ১৪।৩৬।৫৬২

সাময়িক প্রসঙ্গ ('প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত 'সাহিত্য ও পৌরুষিকতা', 'সজ্ঞবদ্ধ ও মানবযোগ' এবং 'ভারত-বর্ষে' প্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ ও লীলাকীর্ত্তন'-শীর্ষক প্রবন্ধত্রয়ের সমালোচনা) ১৪।৩৮।৫৮৭

সাময়িক প্রসঙ্গ (অন্ধ ব্যক্তিগণের জন্য নগুন সহরে পুস্তকাগার উন্মুক্ত, ভারতের সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ এবং মেদিনীপুর জেলার কোন প্রাদা সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'বৈষ্ণবাচার'-সম্বন্ধে সমালোচনা)
১৪।৩৯।৬০৩-৬০৭

সাময়িক প্রসঙ্গ (বোম্বাইএ ধর্ম্মের পার্লামেন্টে (?) সভাপতির অভিভাষণ, 'প্রবাসী' পত্রের 'আলোচনা'-স্তম্ভে কোন লেখকের লিখিত বিষয়, 'ভারতবর্ষ' পত্রে 'নদীয়া জেলার কএকজন সম্বন্ধস্থ লেখক'—শীর্ষক প্রবন্ধে এবং 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় কাহারও সম্বন্ধে আউলেচাঁদ বৌদীবাবা প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত মন্তব্যের সমালোচনা) ১৪।৪১।৬৩৩-৬৩৯

সাময়িক প্রসঙ্গ ('দৈনিক বসুমতী' পত্রে বলাইশর্ম্মা কর্ত্তৃক শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে কটাক্ষপাতের সমালোচনা)
১৪।৪২।৬৫২-৬৫৪

সাময়িক প্রসঙ্গ ('অমৃতবাজার পত্রিকা'য় সংবাদ-ব্যাপার বিচার ও ধারণাকুমারে লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, 'The Theosophist' পত্রে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'Bengal Vaishna-vism' সম্বন্ধে লিখিত মত, 'প্রবাসী' পত্রে 'প্রবাসী'-সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'যত মত তত পথ'—এই মতবাদের পাশ্চাত্য প্রশস্তি এবং 'আনন্দবাজার-পত্রিকা'য় ডাঃ লাবণ্যকুমার রায়ের "অদ্ভুত ধর্ম্মপ্রচার" উক্তির সমালোচনা) ১৪।৪৩।৬৭৫

প্রতিবাদ (ডাঃ লাবণ্যকুমার রায় কর্ত্তৃক "আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপ বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের প্রচারে আরোপিত মতের বিরুদ্ধে কিশোর-গঞ্জ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি স্থানের অধিবাসিগণের প্রেরিত)
১৪।৪৩।৬৭৩

সাময়িক প্রসঙ্গ ('উনবিংশ শতাব্দীতে শুদ্ধভক্তিস্রোত'—"উদ্বোধন" পত্রে অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ, পি, আর, এস্ লিখিত "শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনার তিনটি ধারা" শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা ; "ত্রৈত্রিংশকোটি মানুষের ত্রৈত্রিংশকোটি দেবতা"—'দৈনিক বসুমতী'তে 'বাঁকুড়া-রায়" প্রবন্ধে বলাই শর্ম্মা-লিখিত মতের সমালোচনা) ১৪।৪৪।৬৮২-৬৮৬

সাময়িক প্রসঙ্গ ('ইহাই কি সম্পাদকতা বা নিরপেক্ষতা?'—ডাঃ লাবণ্যকুমার রায়ের 'দৈনিক আনন্দবাজার-

পত্রিকা'র প্রেরিত পত্রের প্রতিবাদে প্রেরিত বিভিন্ন চারিটি প্রতিবাদ 'আনন্দবাজার-পত্রিকা'র প্রকাশ না করা সম্বন্ধে সমালোচনা, "মনোধর্ম্মের সহিত ভাগবত-ধর্ম্মের 'মিটমাট্' নাই"—'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কিশোরগঞ্জের সংবাদের মধ্যে পত্রিকার সংবাদে-দাতার প্রকাশিত টিপ্পনীর সমালোচনা, "শ্রীচৈতন্যের অবৈধ অনুকরণে ন্যাশনিয়লিস্"—মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় তাহারও সম্বন্ধে প্রকাশিত দুইটিকোড় মতবাদের সমালোচনা; শ্রীচৈতন্যে প্রাদেশিকতার অন্তর্ভেদতা নাই"—কটকের সূর্য্যনারায়ণ দাস কর্ত্তৃক আলোচিত 'শ্রীচৈতন্যদেব ওড়িয়া ছিলেন',—এই মতের সমালোচনা) ১৪।৪৭।৬২৭-৭০১

সাময়িক প্রসঙ্গ ("বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থান"—'অমৃতবাজার-পত্রিকা'র প্রকাশিত স্যর এম্ এন্ সরকার-মহাশয়ের শিরনামায় Y. M. C. A. Hall-এ শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে বক্তৃতার বিবরণ, দৈনিক 'বসুমতী' পত্রিকায় "শ্রীতার গান্ধী-ভাষ্য"-শীর্ষক সমালোচনা-প্রবন্ধ-লেখক ও 'ভারতবর্ষ' পত্রের কোন প্রবন্ধে 'যত মত তত পথ'-মতবাদ-সমর্থক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত এবং গান্ধীজীর নিকট কোনও এক ব্যক্তির প্রশ্ন ও গান্ধীজীর তদুত্তর সম্বন্ধে সমালোচনা) ১৪।৪৬।৭১৬-৭১৭

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীগৌর-জন্মস্থান ও 'বৃহদ্ভক্তি'—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-কৃত 'বৃহদ্ভক্তি' পুস্তকে শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে প্রকাশিত অভিমত এবং "যত মত তত পথ মতবাদ অযৌক্তিক, অশ্রৌত বা অবৈদিক কেন?"—'উদ্বোধন' পত্রে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের "যত মত তত পথ" মতবাদের খণ্ডন-চেষ্টা-সম্বন্ধে সমালোচনা) ১৪।৪৭।৭২৯

আলোচনা (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় লিখিত "হিন্দুধর্ম্মের কএকটি বিশেষত্ব" এবং 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় লিখিত "গীতার গান্ধীভাষ্য" শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা) ১৪।৪৮।৭৫২

সাময়িক ও বিবিধ প্রসঙ্গ

সাময়িক সন্দেশ (গৌড়ীয়মঠের উৎসব, এলবার্টহলের অভিভাষণ ও চতুর্থ অভিভাষণ, বৃন্দাবনের বানর-নির্ব্বাসন, প্রোত্বৃন্দের অভিযোগ, পুরীর উত্তরপার্শ্বের মহান্ত মহারাজ, মহানগরীতে মহানগর সঙ্কীর্ত্তন) ৮।২।১৭

সাময়িক সন্দেশ (নিখিল বিশ্ব-বৈষ্ণব-সম্মেলন, শ্রীবৃন্দাবনের বানর-নির্ব্বাসন, বড়লাট বাহাদুরের ন্যাসিষ্টাণ্ট্ প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর বাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পত্রের নকল) ৮।৩।৩৩

সাময়িক সন্দেশ (উৎসব-বিবরণ, নব প্রকাশিত গ্রন্থত্রয়—'যুক্তিমল্লিকার গুণসৌরভ', 'গৌড়ীয়-গৌরব' ও 'গৌড়ীয়-সাহিত্য') ৮।৭।৯৭

সাময়িক সন্দেশ (অশ্রৌত সাহিত্যিকগণের অধিকার, বাসুদেব-সার্ব্বভৌম) ৮।৮।১১৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়ের পঞ্চদশোৎসব) ৮।১০।১৪৫

সাময়িক প্রসঙ্গ (প্রভুপাদের কানাইর নাটশালা ও বন্ধারে গৌরপাদপীঠার্চ্চা স্থাপন; বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার এবং বন মহারাজের লক্ষ্ণৌতে 'ভক্তিতত্ত্ব ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা) ৮।১৪।২২০

সাময়িক প্রসঙ্গ (গৌরকিশোর-বিরহোৎসব; বাগ্‌বাজার-গৌড়ীয়মঠ; বৃন্দাবন-উৎসব; 'ব্রহ্মসংহিতা'র নব-সংস্করণ; হরিভক্তিকল্পলতিকা; অধোক্ষজ গ্রন্থ; শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ; রামকেলি-সংস্কার; শ্রীমায়াপুরে ভক্তিবিজয়-ভবন; শ্রীমায়াপুরে তড়িদালোক, ঈশোদ্যান, স্বামী ভাস্কর ও নবদ্বীপ-প্রদর্শনী) ৮।১৫।২২৫

সাময়িক প্রসঙ্গ (তত্ত্বসূত্র, বিশ্বপ্রসঙ্গ, বিশ্বশান্তির বাস্তব মীমাংসা, আরোহ ও অবরোহবাদের পার্থক্য, নিমসারের সংবাদ, নিমসার পরমহংস মঠে শ্রীমন্দির) ৮।১৭।২৫৭

সাময়িক প্রসঙ্গ (সনাতনধর্ম্মাচারের গীতা-সমালোচনাকারীর প্রতি-সমালোচনা) ৮।১৯।২৮৯

সাময়িক প্রসঙ্গ শ্রীমায়াপুর প্রদর্শনী, মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য, প্রদর্শনীর মানচিত্র ও বর্ণ, দ্রব্যসম্ভার ও গ্রন্থাদি-সংগ্রহ, কুম্ভমেলা, বালিঘাটীর সংবাদ, শিল্পীমঠের উৎসব, 'ব্রহ্মসংহিতা', 'ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী') ৮।২০।৩০৫

সাময়িক প্রসঙ্গ (ভারতের বিভিন্ন ব্যক্তিগণের শ্রীমায়াপুর প্রদর্শনীতে সহানুভূতি, প্রদর্শনী-কার্য্যের বিবরণ, কুম্ভমেলার বৃত্তান্ত, কটকের ভাগবত কুমার মিশ্র কর্ত্তৃক 'উৎকল-দীপিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ) ৮।২১।০০৭

সাময়িক সংবাদ (ডাঃ হর প্রসাদ শাস্ত্রীর সহিত 'গৌড়ীয়' সম্পাদক এবং প্রফুল্লচন্দ্রের 'প্রদর্শনী' ও 'বৈষ্ণবধর্ম্ম'-সম্বন্ধে কথোপকথন, রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সহিত গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের 'প্রদর্শনী' ও গৌড়ীয়মঠের আচার প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা, রাজগঞ্জ-নিবাসী সারদা প্রসাদ পাল ও চারুচন্দ্রপালের শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে নাট্যমঞ্চ নির্ম্মাণের আনুকূল্য, ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের সেবা) ৮।২৩।৩৫৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (ঋতুরঙ্গক্ষেত্র, শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ, কুম্ভমেলা ও জয়পুরের সংবাদ, শ্রীরাধাকৃণ্ড, 'শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী', 'চিত্রে নবদ্বীপ', 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত', মন্দারের সংবাদ) ৮।২৪।৩৬৯

সাময়িকী (বর্ষারম্ভের, কুম্ভমেলায় শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, প্রদর্শনীর সংবাদ, সাধারণের সহানুভূতি, শ্রীহরিদাস গোস্বামীর পত্র, বালিঘাটীর জমিদার-বর্গ, বরিশালের সংবাদ) ৮।২৫।৩৮৫

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীমায়াপুর প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন, প্রফেসার আর, নিকসন্, শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুর, প্রদর্শনীতে নদীয়ার এস, পি ও নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট; প্রদর্শনীতে সহানুভূতি; কুম্ভমেলায় শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ; শ্রীনিত্যানন্দ-অন্নোৎসব) ৮।২৬।৩৯৮

সাময়িক প্রসঙ্গ (প্রদর্শনীর পূর্ণতা, মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মহামহোৎসব, নিখিলে উৎসব-সমাপ্তি, কোকীপ-পরিক্রমা, শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশন, মঠের সম্প্রদায়ের অবৈধ চেষ্টা, অসত্যের আশ্রয়, নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের ধারণা, নূতন বৎসর, 'কলিকতা' বর্ষ নহে) ৮।৩১।৪৭৭

সাময়িক প্রসঙ্গ (তাম্রলিপ্তে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গ, প্রয়াগ-প্রসঙ্গ, 'ভক্তিপাত্রী'-স্বীকার উপযোগিতা, বরিশালে তীর্থ মহারাজ, মেদিনীপুরে মহাপ্রভুর কথা, "বাংলার বাণী"তে সুরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কর্ত্তৃক মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণকে অবৈধ আক্রমণের প্রতিবাদ, রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র ধর্ম্মশালা) ৮।৩৪।৫৪১

সাময়িক প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ, গোঁসাই-ডুগীপুরে প্রচার, ভাগবত-জনানন্দমঠে মহোৎসব, মেদিনীপুরে প্রচার) ৮।৩৬।৫৫৭

সাময়িক প্রসঙ্গ (ব্যাবহারিক সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ, পারমার্থিক বার্ত্তাবহের কর্ত্তব্য, অদ্বিতীয় অদ্বৈত অদ্বিতীয় অস্ত্র, নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা, বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তনের বিরতি নাই, শ্রীপুরুষোত্তমে কীর্ত্তন-প্রচার, মাধবব্রত বর্জ্জন, 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে'র টেলিগ্রামের ঠিকানা—'শ্রীধাম', অবৈধ চেষ্টার ব্যর্থতা, নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটীর কোন ব্যক্তির রামচন্দ্রপুরকে 'রামাপুর' বলাইবার চেষ্টার প্রতিবাদ, গৌড়ীয়মঠে ঝিঃ নেপার, আলালনাথ-মন্দির সংস্কার, মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন, পুরুষোত্তমে চন্দনযাত্রা, নব-নির্ম্মীয়মাণ গৌড়ীয়মঠ) ৮।৩৯।৬০৫

সাময়িক প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠের মহোৎসবে আহ্বান, গৌর-কুণ্ডের সোপান-নির্ম্মাণ, রাজপুরে গৌরপাদপীঠ, সিংহাচলে গৌরপাদপীঠ-স্থাপনে ও আলালনাথমন্দির-সংস্কারে আনুকূল্য, পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ, মাধবব্রত-দীপে মলকূপ, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ, গৌড়ীয়মঠে আমেরিকান্ পর্য্যটক, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকাশ-সংবাদ, শ্রীচৈতন্যভাগবত নব সংস্করণ) ৮।৪০।৬২১

সাময়িক প্রসঙ্গ (ঋতুভোগে গৌরপাদপীঠ, রাজকেলি-সংবাদ, শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজপুরে গৌরপাদপীঠ) ৮।৪১।৬৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ (বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মেলন ও পারমার্থিক প্রদর্শনী, শ্রীলোকনাথ-আবির্ভাব-তিথি-প্রাকট্য, শ্রীমায়াপুর-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে ডাঃ মোরেনো, পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ, ছাতানাই গ্রামে বিরাট সভা, পাদপীঠপঙ্কজ-

প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য ; শ্রীগুরুযোদ্যমমঠে আনুকূল্য, হাবড়ায় প্রচার) ৮।৪১।৬৪৩

সাময়িক প্রসঙ্গ ('নবদ্বীপপ্রকাশে' সাপ্তাহিক সংবাদ-প্রচারের তাৎপর্য্য, শ্রীমায়াপুরে ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের রাস্তা, আলালনাথের পথ-সংস্কার-কার্য্য, ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের নির্য্যাণ-কার্য্য, আলালনাথ মন্দির-সংস্কার-কার্য্যে দান, শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা-উৎসব, অনবসরকালে আলালনাথে, পুরীর নীলিমা-কুটীরে শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা, নদ্যাইল সব্-ডিভিসনে তীর্থ মহারাজের প্রচার) ৮।৪১।৬৬৯

সাময়িক সংবাদ ('শ্রীধাম মায়াপুর দ্বারা সব্-পোষ্ট্-অফিস, অনবসরে আলালনাথ-যাত্রা ; নৈষ্কিঞ্চন্য-সংবাদ ; অদ্বৈত সাম্প্রদায়িকতা ; 'প্রেমবিবর্ত্ত' ও 'সীতাবলী' ; গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের নিকট মনীগোপাল ঘোষালের এম্, এ (অক্সফোর্ড) বি, ডি ; দুর্গাদাস বসু ; অধ্যাপক ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত, ডি, এস্-সি, পি, আর, এস ; ক্ষেত্রপাল সাহা এম্-এ এবং কবিরাজ ধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের হরিকথা শ্রবণ ; নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়মঠে পারমার্থিক-প্রদর্শনী) ৮।৪৪।৬৮৯

সাময়িক-প্রসঙ্গ (গুরুযোদ্যমে প্রভুপাদ, তাঁহার সংবাদ, মুরৌরীতে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক, গভর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত-পরীক্ষার ফল, নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়মঠে জোড়হাটের টেক্‌নিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ) ৮।৪৫।৭০১

সাময়িক প্রসঙ্গ (গুরুযোদ্যম-মঠে প্রভুপাদ ; রাজর্ষি ৺পরমিন্দুনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক 'আচার ও আচার্য্য'-নামক গ্রন্থের পুনঃ-প্রকাশের প্রস্তাব, শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলো, ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ ; বেটপুর গ্রামের পট্টনায়কবংশের রায় রামানন্দের বংশধর বলিয়া পরিচয় ; বিভিন্নমঠে ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব ; সপার্ষদ প্রভুপাদের হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, ভজনস্থান, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনকুটী এবং গম্ভীরা-দর্শন ও শুদ্ধিতা-মার্জ্জন ; পুরীর উত্তরপার্শ্ব-মঠে প্রভুপাদের অভিনন্দন ; কুলধানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্রাদ্ধ-মহোৎসব-দিবস-নির্দ্ধারণ-জন্য অচলানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রভুপাদের সমীপে আগমন) ৮।৪৬।৭১৭

সঙ্কীর্ত্তন-সন্দেশ ('গ্যাড্‌ভান্স' পত্রের লেখক শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রভুপাদের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত বর্ণন, নক্ষত্রচন্দ্র পাল চৌধুরী ও মুন্সেফ পরমেন্দু-নারায়ণ রায়ের প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ, জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের গুণগাথা কীর্ত্তন, প্রচার-সংবাদ, নক্ষত্রচন্দ্র পাল চৌধুরীর সেবা-চেষ্টা) ৯।১।১৪৯

সাময়িকী (বিজয়ার সম্ভাষণ ; বিজয়োৎসবে প্রভুপাদের স্থান ; 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' ও ইংরাজী দৈনিকের বিশিষ্ট সংখ্যা ; 'শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তনের চৌদ্দ যাদন' ; 'শ্রীচৈতন্যের যাদন' কীর্ত্তনীয়া ? 'ষড়ঘোল', 'কীর্ত্তন মুরজ' ও 'বাঘীহাট' ; চলচ্চিত্রে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ; সারস্বত নাট্যমন্দির ; শ্রীগৌড়ীয়মঠে যতীন্দ্রনাথ বসু ; 'ভক্তিপাণী' প্রবেশিকা ও 'সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য'-উপাধি পরীক্ষা ; শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব ; পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনী ; রাধাগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ) ৯।২।১৬৯

সাময়িক প্রসঙ্গ (পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনীর সাফল্য, 'নিতাদাস'-নামক ভ্রান্তিপূর্ণ পুস্তক ; গৌড়ীয়মঠ হইতে ১২৫টি প্রশ্নের উত্তর-প্রদানকারিগণের মত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার-সম্বন্ধে সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার' পত্রে প্রকাশিত মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, জনৈক সংবাদ-দাতা-প্রেরিত পুরীর শ্রীমন্দিরের সেবা-বিশৃঙ্খলতার বিবরণ, অমৃতবাজার প্রচারিত ধর্ম্ম ও পঞ্চোপাসনা-সম্বন্ধে কিরণ বাবুর সহিত প্রভুপাদের কথোপকথন) ৯।৩।১৪৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (প্রদর্শনীর সম্বন্ধে দর্শকগণ, মার্ক্সিজমের প্রবন্ধ, হিংসকের প্রতি উপদেশ) ৯।৪।১৬৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণের প্রদর্শনী দর্শন এবং প্রভুপাদ ও গৌড়ীয়মঠের অন্যান্য প্রচারকবর্গের সহিত হরিকথা-আলোচনা, প্রদর্শনী-সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখিত বিবরণ, প্রদর্শনীতে প্রদর্শনকারিগণের সম্বন্ধে সমালোচনা) ৯।৫।১৮৩

সাময়িক প্রসঙ্গ ('দৈনিক ন্যাড্‌ভান্সে' নবদ্বীপের নিজস্ব সংবাদ-দাতার প্রেরিত পত্রের মর্ম্ম, কুলিয়া-নবদ্বীপের ভেট আদায় ও অন্যান্য উৎপাতের সমালোচনা, সদানন্দ বাবুর কার্য্য-বিবরণ, জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন-

সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখিত বিবরণের সমালোচনা, ভক্তিরঞ্জন-ভবনে বৈষ্ণব-বিরোধী কুচক্রক কর্তৃক বক্তৃতার বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গে জগবন্ধুর সহিত কুমার সরদিন্দু বাবুর কথোপকথন, জগবন্ধুর প্রয়াণ-সম্বন্ধে বহুতর ভক্তের মন্তব্য, জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ও গৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত গৌড়ীয়-মঠসেবকগণের কথোপকথন, 'দৈনিক বসুমতী'তে জনৈক লেখকের শ্রীচৈতন্যের ধর্ম-সম্বন্ধে প্রকাশিত মন্তব্যের সমালোচনা, শ্যামলাল গোস্বামী কর্তৃক 'ভারতমিত্র' পত্রে লিখিত 'সাধুবে দুর্জনোক্তেঃ'-শীর্ষক প্রতিবাদ-প্রবন্ধ) ৯।১৮।৩১৮

সাময়িক সমালোচনা ('দৈনিক ষ্টার্‌ডার্ড' পত্রে শ্যামা-প্রসাদ ভট্টাচার্য্য লিখিত—"Renaissance of Vaisnavism—Mission of Thakur Bhakti-vinode"-শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা, আশুতোষ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ, প্রভুপাদ-কর্তৃক জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের দেহাবশেষ-স্থাপন, সপার্ষদ প্রভুপাদের দাক্ষিণাত্যে যাত্রা ও গৌরপাদপীঠ-স্থাপন, 'ভারতবর্ষ' পত্রে লিখিত "জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের আত্মা শ্রীক্ষেত্রে বিলীন হইয়াছেন"—বাক্যটির এবং 'স্বাধীন-মানব' পত্রে লিখিত "গৌড়দেশ পদ্মাগর্ভগত হয় নাই"-শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা) ৯।২১।৩৭৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের বিবরণ ; সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য ও নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ ভদ্রলোকগণের সঙ্গে প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ ; মাদ্রাজে হরিকথা-প্রচার ; কিশোরীমোহন গুপ্ত ও রাধেলাল গোস্বামীর গৌড়ীয়মঠে আগমন-বৃত্তান্ত ; আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনের অধিবেশন-বিবরণ) ৯।২৪।৪০৯

সাময়িক প্রসঙ্গ (নবদ্বীপধাম পরিক্রমা , শ্রীগৌরজন্ম-অধিবাসোৎসব ; শ্রীগৌরজন্মোৎসব প্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বসু, মিঃ টি দি রায়, অনাদিরঞ্জন বসু ও সতীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির মায়াপুর আগমন-বৃত্তান্ত ; শ্রীচৈতন্যমঠে তুলসীমঞ্চ-প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য-পরীক্ষার বিবরণ ; 'বঙ্গবাসী'তে 'শ্রীচৈতন্য' ; ভক্তিবিনোদ-ভবন-প্রবেশোৎসব , শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অধি-বেশন ; গৌরাব্দীকাদ নাম প্রাপ্তি ; পঞ্চক-প্রাপ্তি ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ ; শ্রীঅদ্বৈত-মন্দির ; অদ্বৈতপ্রসাদ-লহরী ; হংসক্ষেত্র ; পাবনা জেলার বালো-বেড়া, মোহনপুর হইতে একদল সঙ্কীর্তনকারীর পদব্রজে মায়াপুর আগমন ; ভাগবতজনানন্দমঠের বার্ষিক উৎসব ; মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে দান ; মরীশাসে গৌড়ীয়-মঠের প্রচার) ৯৩০।৪০৪

সাময়িক প্রসঙ্গ (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌, শ্রীঅদ্বৈত-মন্দির ও তোরণ, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, নিত্যাইকুণ্ড, ভক্তের গৃহ-প্রবেশে প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্তন, মাদ্রাজে প্রচার, পুরীর সংবাদ, শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর, পুরীরাজের দেওয়ান, ভুবনেশ্বরের সংবাদ) ৯।৩৪।৪৭৯

সাময়িক প্রসঙ্গ (প্রভুপাদের দার্জ্জিলিং-বিজয়, ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ সম্বন্ধে লোহ্যান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মন্তব্য, আলালনাথের পার্শ্বদেবতা, আলালনাথের যাত্রা, শ্রীআলালনাথ-মন্দির সংস্কার) ৯।৩৯।৫৫৪

সাময়িক প্রসঙ্গ (দার্জ্জিলিং শৈলে প্রভুপাদ, মাদ্রাজ-সংবাদ, শ্রীআলালনাথ-প্রসঙ্গ) ৯।৪০।৬১২

সাময়িক প্রসঙ্গ (গুমেংস্থিথি-পাদন, তাতের সংবাদ, শ্রীব্যাস-বিরহোৎসব, শ্রীআলালনাথ-প্রসঙ্গ) ৯।৪৪।৭০৬

সাময়িক প্রসঙ্গ (প্রভুপাদ-কর্তৃক পুরুষোত্তমমঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন, প্রভুপাদের কটক-বিজয়, কাঠজুড়ি নদীতীরস্থ বিজলপুরে ও মহিলানন্দমঠে প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্তন এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে ভক্তগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-প্রসঙ্গ-বর্ণনমুখে অনেক তথ্য কীর্তন, মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের জর্জ্জটাউনে নগর-সঙ্কীর্তন সম্বন্ধে 'হিন্দু' পত্রে প্রকাশিত বিবরণ, সচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক উৎসব, গিরি মহারাজের শিবরায় হরিকথা-প্রচার এবং মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠান-নির্ম্মাণকল্পে তদ্বর সদাশিব আয়ারের পুত্র মহোদয়ের এক বিঘা ভূমি-দান-সম্বন্ধে তড়িদ্বার্ত্তা) ১০।১১।৩৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের নিকট অধ্যাপক ডাঃ কালীদাস নাগ, শশিমপুরের জমিদারের দেওয়ান মহাপ্রতাপ প্রসাদ বাবু, শ্রীহট্ট জিলার দীনেশচন্দ্র দাস, জোড়াসাঁকোর জমিদার নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বরিশালের

রায়সাহেব অক্ষয়কুমার গুপ্ত প্রমুখ সজ্জনগণের হরিকথা শ্রবণ ; ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদের প্রচার বিবরণ ; মাদ্রাজ-প্রবাসী ই, পরিকলু পিল্লাই মহোদয়ের সেবোৎসাহিতা ; মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের ভূমি মিঃ রামচন্দ্রন্ আই, সি, এস কর্ত্তৃক পরস্ত ভূমির অধিকার-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে তড়িদ্-বার্ত্তাসমূহ , পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্বন্ধীয় সার্টিফিকেট" দর্শনে মন্তব্য) ১০।২।২৭

সাময়িকী (একাদশী-পালন-সম্বন্ধে বিচার ; কোন মাসিক পত্রিকায় জনৈক সাহিত্যিক কর্ত্তৃক লিখিত "শ্রীচরিতামৃতের রাস"-শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা ; সচ্চিদানন্দমঠের মহোৎসব-বিবরণ ; প্রচার-বার্ত্তা ; কাশী-প্রবাসী গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রভুপাদের নিকট হরিকথা-শ্রবণ ; ভবপুরগড়-ষ্টেটের রাজা বিশ্বম্ভরসুন্দর সিংহদেব ও তদীয় মহারাণীর হরিকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা ও সেবোৎসাহিতা) ১০।৯।৩৩

সাময়িকী (কুলনবাজার-প্রসঙ্গ, গৌড়ীয়মঠের সাময়িক-প্রদর্শনীর বিবরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-পরিদর্শনকালে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও অধ্যাপক হরিদাস বাবুর সহিত গ্রন্থাগার-রক্ষকের বৈষ্ণব-সাহিত্য ও গ্রন্থ-সম্বন্ধে আলোচনা ; "মডার্ণ রিভিউ" নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় মণীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ কর্ত্তৃক সমালোচিত The Post-Chaitanya Sahajia Cult of Bengal" নামক পুস্তকের সমালোচনা ; সুধাময়ত রায়ারমণ ঘোষ বি-এ মহাশয়ের ঢাকাস্থিত ভবনের গ্রন্থাগার-বিবরণ ; ঢাকা-গভর্ণমেণ্ট বাড়ুঘরের কিউরেটার অধ্যাপকের সহিত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের কথোপকথন এবং ঢাকা-মিউজিয়াম্-পরিদর্শনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের মন্তব্য) ১০।৪।৪৩

সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্কেত (বিভিন্ন স্থানের প্রচার-বিবরণ ; নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, দামোদর মধুমদার, মিঃ বি কে বসু, শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, নক্ষত্রচন্দ্র পাল চৌধুরী, নরসীলাল সরকার, বিপিন বিহারী মিত্র এবং প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ভদ্রলোকের নিকট প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন ; নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও কুলনবাজার বিবরণ) ১০।৯।১৩৪

সাময়িক প্রসঙ্গ (প্রভুপাদের দাক্ষিণাত্য হইতে কলিকাতা হইয়া মায়াপুরে গমন ও হরিকথা-কীর্ত্তন, প্রচার-বৃত্তান্ত, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-মহোৎসব-বিবরণ) ১০।৩।৫০২

সাময়িকী (শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব, শ্রীধামে ছত্রগ্রহণ ও শ্রীগৌরাঙ্গনের হরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্বৈতভবনের শ্রীমন্দিরের "ভক্তি-সংস্থাপন", "প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড" ও "প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ডে"র বিবরণ, 'ভক্তিপান্থী' ও 'সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য' পত্রীকা, বঙ্গের বাহিরে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব, 'অমৃতবাজার' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনীর বিবরণ) ১০।৩৩।৫০৯

সাময়িক প্রসঙ্গ (মায়াপুরে প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন, নিউদিল্লী গৌড়ীয়মঠে গৌর-জন্মোৎসব, প্রচার-বৃত্তান্ত) ১০।৩৫।৫৫৩

সাময়িক সঙ্কেত (মায়াপুরে প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ, ইলোর-নগরের প্রচার-বিবরণ, আমলাযোড়া নগরাশ্রম-মঠের বার্ষিক-উৎসব, মায়াপুর-মহোৎসব ও মায়াপুর-হুলোরঘাট-রোড্) ১০।৩৯।৫৫৭

সাময়িক প্রসঙ্গ (প্রভুপাদের সুপরিচালনে একাদশমঠের বার্ষিক মহোৎসব সম্পাদন, গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন, প্রচার-প্রসঙ্গ) ১০।৩৮।৬০৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীধাম-মায়াপুরে শুর দেবপ্রসাদ, বালিয়াটী শ্রীপদাইগৌরাঙ্গমঠের বার্ষিক মহোৎসব, প্রচার-বৃত্তান্ত, শ্রীমায়াপুরে প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন) ১০।৪০।৬০৪

সাময়িক প্রসঙ্গ ('পরমার্থী' পত্রের বিবরণ, শ্রীল গৌর-কিশোর-সমাধিক্ষেত্রে প্রভুপাদ, ব্রহ্মদেশে প্রভুপাদ, ইংরাজীতে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ও 'ব্রহ্মসংহিতা', 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনমন্থন', 'ভক্তিসঙ্কর্ষ', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'পরা-বিদ্যাপীঠ-পত্রী', তড়িদ্বার্ত্তা) ১০।৪২।৬৪৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (ব্রহ্মদেশে প্রভুপাদ ও তীর্থ মহারাজের হরিকথা-প্রসঙ্গ গোদাবরী-স্নান ও গোপদ তীর্থের বিবরণ, রাজব্রাহ্মণ সেবগিরি রাও এবং মাদ্রাজ ব্রাহ্মণ আচার্য্যকুল নারায়ণ রাও মহাশয়দ্বয়ের নিকট প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন) ১০।৪৪।৬৮৫

সাময়িক প্রসঙ্গ (প্রচার-মুখপত্র, কটক সচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব-বিবরণ, বিভিন্ন মঠে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের বিরহোৎসব) ১০।৪৯।৭৭৪

সাময়িক প্রসঙ্গ (ঋষিপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের শ্রীবৈষ্ণবের সাথে, কটক সচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব-বিবরণ, প্রচার-সংবাদ, কটক সচ্চিদানন্দ-মঠের বার্ষিক মহোৎসব-উপলক্ষে প্রভুপাদের বক্তৃতার সারাংশ) ১১।১।১১

সাময়িক প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠের উৎসব, মূলমঠরাজ ও বলদেব-আবির্ভাব ; প্রভুপাদ ও তাঁর সঙ্গীবিকারী ; গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক, গৌড়ীয়-সম্পাদক ও তাঁর সঙ্গী-দিকারী ; এলবার্টহলে বক্তৃতা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব, নগর-সঙ্কীর্তন, গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের বক্তৃতা) ১১।৫।৭৬

সাময়িক প্রসঙ্গ (সারস্বত নাট্যমন্দিরে প্রভুপাদের অভিভাষণ, প্রভুপাদের উপদেশ, গৌড়ীয়মঠে নবীনাব মাজিষ্ট্রেট্, ও ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, মহাযন্ত্রের পাঠক্রম ও বেদে নামের অনিষ্টান, যুক্তপ্রদেশের গভর্ণরবাহাদুর ও সিরি মহারাজ, আচার্য্য মন্দিরে প্রতি মারোয়াড়ি-সম্প্রদায়ের অবৈধভাবে আক্রমণ) ১১।৭।৯৭

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীশ্রীরাধাবির্ভাবোৎসব, প্রভুপাদের বক্তৃতা, সাধারণ মহোৎসব, মায়াপুর-চৈতন্যমঠে পরম-গুরুদেবের সমাধি) ১১।৮।১১৮

সাময়িকী (প্রভুপাদ কর্তৃক হরিদ্বার-শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-মঠের ভিত্তি-স্থাপন, শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব, যুক্তপ্রদেশের গভর্ণরবাহাদুর-কর্তৃক প্রয়াগ-গৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা-গৃহের ভিত্তি-সংস্থাপন, জগবন্ধু ভাস্করজনের বিরহোৎসব, ঢাকায় 'আচার্য্য-সন্তান'-নামধারী কোন কথকের গুরুতর গর্হিত আচরণের ইঙ্গিত-প্রদান, দুইটি প্রাচ্য সংবাদ-পত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্র ও অতীন্দ্রিয় চেষ্টা-সম্বন্ধে লিখিত বিবরণসমূহের সমালোচনা ; গণগঙ্গলিকার 'রাসমনোভাব', 'অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন', 'দেশাত্মবোধ' প্রভৃতি কথা-প্রসঙ্গে কোন সংবাদপত্রের পাষণ্ডীকার টিপ্পনীতে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে লিখিত মন্তব্যের সমালোচনা) ১১।১৫।১২৯

সাময়িকী (প্রভুপাদের নিকট বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয়ের কৃপাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের প্রতিকূল মতবাদ-বিষয়ক একটি প্রশ্ন ও তদুত্তরের প্রত্যুত্তর ; প্রভুপাদ-কর্তৃক ডাঃ সুধীন্দ্রকুমার দাস এম্-এ, পিএইচ্-ডি (লণ্ডন), বিষ্ণুপদ ব্যাকরণতীর্থ বেদান্তভূষণ বেদান্ত-শাস্ত্রী ও জনৈক নিরাকারী ভক্তের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও প্রভুপাদের ঢাকায় শুভবিজয়, ঢাকায় মাধবগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের আবির্ভাবস্থানসমূহের বর্ণন ; ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ ; শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের স্থান পরিবর্ত্তন ; শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত গীতার সমালোচনা) ১১।১৯।২৯৩

সাময়িকী (ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর বিবরণ ; প্রভুপাদের ঢাকা-গমন ; কোন সাধারণ সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের "সহজ এবং কপটতা কাহারও একচেটিয়া বস্তু নহে"—এই বাক্যের সমালোচনা ; ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভ্রম-ধারণা প্রদর্শন, ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ভগবানের মোহিনীরূপ-দর্শনে রুদ্রের তৎপশ্চাৎ ধাবন, যুবোগিগণের ভগবান্ নির্বৈকল্প ও অন্যান্য কএকটি আদর্শ-দর্শনে বহির্মুখ লোকের ধারণা ও উহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য ; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শ্রীচৈতন্যবাণীর আবির্ভাব-তিথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ১১।২৭।৪১৭

সাময়িক প্রসঙ্গ (প্রভুপাদ ও নরসিংহ কলেজের অধ্যাপক-বৃন্দ, হুলোরঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর গমনের প্রব্যবস্থা, শ্রীমায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর এবং বিভিন্ন মঠে শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-মহোৎসব, মায়াচিত্রে গৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শন, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ ও শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে নলকূপ-স্থাপনের ব্যবস্থা) ১১।২৮।৪৪০

সাময়িক প্রসঙ্গ (বোম্বাই নগরীতে সপার্ষদ প্রভুপাদের হরিকথা-প্রচার, য়ুরোপবাসি-প্রচারকগণকে অভ্যর্থনি-প্রদানার্থ মায়াপুর ও কুচবিহাররাজ্যে বিরাট্ সভা, বৃন্দাবনপুরে প্রচার) ১১।৩৬।৫৭২

সাময়িক প্রসঙ্গ 'ডেলি এক্সপ্রেসে' লণ্ডনের প্রচার-সম্বন্ধে প্রকাশিত সংবাদ, 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত অনুবাদ সম্বন্ধে সমালোচনা) ১১।৪।৭৭৮

সাময়িক প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব ; লণ্ডন হইতে প্রেরিত তীর্থ মহারাজের পত্রের মর্ম ; বন মহারাজের ভারতপরিক্রমা ও ব্যাঙ্কক যাত্রার সংবাদ ; লণ্ডনে ব্যাসপূজা ; তীর্থ মহারাজের জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ-রচনা ; ২৪।৮।৩৩ তারিখের রহস্য—বরদার গাইকোয়াড়ের বিশ্বধর্মসম্মিলনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য চিকাগো গমন, তৎপ্রসঙ্গে সমস্বয়ের সমালোচনা ; 'সঞ্জয়ী'তে প্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ ও জাতিভেদ' সম্বন্ধে সমালোচনা ; কুরুক্ষেত্রে প্রদর্শনী ; প্রয়াগে প্রদর্শনীর প্রস্তাব)

১২।৭।১৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (কুরুক্ষেত্রে সূর্যোপরাগ ও ভাগবত-প্রদর্শনী; শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-ভবন 'সুরধুনী' ও 'লীলা' ; শ্রীমায়াপুর, গোদ্রুম-দ্বীপ, ঋতুদ্বীপ ও মধ্যক্ষেত্র শ্রীএকায়নমঠে প্রভুপাদ ; শ্রীধাম-মায়াপুরে—ই, বি, রেলওয়ের প্রধান কর্মচারিবৃন্দ, নবদ্বীপের চেয়ারম্যান ও নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ভক্তিবিনোদ-ইন্সটিটিউটের অধিবেশন ; শ্রীল গৌরকিশোর-সমাধি-মন্দির ; গোবিন্দ-দাস বাবাজীর বেষ-গ্রহণ ; বিভিন্ন স্থানের প্রচার-বার্তা ; ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে 'শ্রীরাধাতত্ত্ব', 'কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণ', 'বর্তমানযুগে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের দান', 'অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্যদেব' এবং নারায়ণগঞ্জ রামকানাইর আখড়ায় 'মানবের পরমধর্ম'-সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা) ১২।৮।১১৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠে অন্নকূট মহোৎসব ; ঢাকায় প্রচার ; গৌড়ীয়মঠে বেঙ্গল বিদ্যারীলালজী, এমার মঠের মহান্ত ও ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ; পাটনায় প্রচার ও প্রস্তাবিত পারমার্থিক-প্রদর্শনী ; ভেলেণ্ড ভাষায় "শ্রীমাধবতত্ত্বম্" ; পণ্ডিত অনন্ত আচার্য ; কলিকাতায় সনাতনধর্ম (?)-সভা ; শ্রীমায়াপুরে অধ্যাপক বসু ; শ্রীনাথদ্বারের সম্পত্তি ও মহান্ত (?) ; প্রচার-প্রসঙ্গ)

১২।৯।১৩৯

বিবিধ প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠে আমেরিকার পর্যটকবৃন্দ ও ধ্যানপন্থা-সম্বন্ধে প্রভুপাদের সহিত আলোচনা ; গৌড়ীয়মঠে মাঃ উঃ কামাধুদ্দিন এবং "পুনর্জন্মবাদ ও চিত্রবিলাস-বৈচিত্র্য" আলোচনা, শ্রীধামে মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্য ; গৌড়ীয়মঠে প্রেমকুমার চট্টোপাধ্যায় —শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচার-সম্বন্ধে প্রভুপাদের বাণী ও উপদেশ ; পাটনায় প্রদর্শনীর ভূমি-সংগ্রহ ও প্রদর্শনীর আয়োজন ; প্রচার-প্রসঙ্গ) ১২।১০ ১৫৪

সাময়িক ও বিবিধ প্রসঙ্গ (অক্সফোর্ডে 'শ্রীনামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতার পার্শ্বকথা ; পাশ্চাত্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হরিনাম-গ্রহণ ; 'অরণ্যবার্তা', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'ব্যাঙ্কক্যাল' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মুরোপের প্রচার-কথা ; 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রকাশিত "অন্নকূট-উৎসবের ব্যয় বাবদ নিমন্ত্রণ" ; গৌড়ীয়মঠে গোবর্দ্ধন-পূজা ; মালদহের স্বামীর মহান্তের পত্র ; রায় বাহাদুর রাজকিশোর, রামদেও চৌখানি ও জয়দয়াল কানোরিয়া প্রভৃতির গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন ও প্রভুপাদ-সমীপে হরিকথা-শ্রবণ ; 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠে নিয়ম-সেবা ; কুরুর ভাষায় চতুর্বেদের অনুবাদ ; ভারতীয় প্রচার-বার্তা)

১২।১১।১৬৫

বিবিধ প্রসঙ্গ (বিভিন্ন মঠে অন্নকূট-মহোৎসব, পাটলীপুত্রে বিরাট ভাগবত-প্রদর্শনী, গৌড়ীয়মঠে শ্রীল বাবাজী মহারাজের 'বিরহোৎসবে আহ্বান) ১২।১২।১৮৯

বিবিধ প্রসঙ্গ (মহাপ্রভুর কৃষ্ণদেবতা ঘটিত-বর্ষিনী !! ; 'শ্রী'হীন করিবার চেষ্টায় সাহিত্য-পদ্ধতি ; আধুনিক সাহিত্যে 'সার্বজনীন'-শব্দের অপব্যবহার ; তথাকথিত পরার্থপরতা ও বিশ্বপ্রেমের নীতি ; প্রচার-প্রসঙ্গ ; শ্রীধামে সপরিবারে ব্যারিষ্টার এন, সি, চ্যাটার্জ্জী ; বিভিন্ন মঠে অন্নকূট-মহোৎসব ; পাটনায় ভাগবত-প্রদর্শনী ; গৌড়ীয়মঠে মাঃ জাপার কোরাজ ও রেঙ্গারেণ্ড মাইকেল লেণ্ড্রস) ১২।১৩।২০০

বিবিধ প্রসঙ্গ (পাটনায় ভাগবত-প্রদর্শনী ও প্রভুপাদ ; অমরেন্দ্রনাথ দাস, চারুচন্দ্র কোঙারিয়া, নীরদচন্দ্র রায়, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, অতুলচন্দ্র সোম, পি আর দাস, নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ, মিঃ শিবপ্রিয় চ্যাটার্জ্জী, অন্নদাভরণ ঘোষ, বিশ্বম্ভর দে প্রভৃতি বহু ভদ্রলোকের প্রভুপাদের

নিকট চরিতকথা গৌড়ীয়মঠে কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় ও তাঁহার কয়েক বন্ধুর সহিত 'সমন্বয়' সম্বন্ধে আলোচনা ; 'ভক্তত্ব' ও 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' সম্বন্ধে গৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা ১২।৫।২১৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (পাটনা-পারমার্থিক-প্রদর্শনী, বিভিন্ন মঠে শ্রীগোবিন্দবিগ্রহোৎসব ; বিভিন্ন স্থানে প্রচার, মধুপুর রায়বাড়ীতে বিচার-সভা) ১২।১৯।২৪৬

প্রসঙ্গ (শ্রীধাম-মায়াপুর, তেতিয়া ও রামকেলিতে শ্রীরূপপাদ ; শ্রীএকায়নমঠে মহোৎসব ; চাকদহ শ্রীপাটে ভারতী মহারাজ, পাটনা-পারমার্থিক-প্রদর্শনী-দর্শনে ওয়ার কোর্টস চেয়ারম্যান, স্যর যদুনাথ সরকার ; প্রদর্শনী সম্বন্ধে অভিমত—Mr. F. R. Blair ও R. Phenon ; বোম্বাই ব্রাডলফ্ কলে শ্রীধর মহারাজ ; দিল্লী গৌড়ীয়মঠে বিনোদপুরের মহারাজ জগদীশ নাথ ; প্রচার-সংবাদ) ১২।১৭।২৬৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠে ও সরভোগ-গৌড়ীয়-মঠে মহোৎসব ; প্রচার-প্রসঙ্গ ; কাশীতে পারমার্থিক প্রদর্শনী ; পাটনা-পারমার্থিক-প্রদর্শনী-দর্শকের মন্তব্য —Mrs Middleton ; P. V. Taraporevala ও S. A. Patel) ১২।১৮।২৮২

বিবিধ প্রসঙ্গ (কাশী পারমার্থিক-প্রদর্শনী ; শ্রীপাট চাকদহে মহোৎসব ; কলিকাতায় ডাঃ চক্রবর্তীর বাটীতে ভাগবত পাঠ ; বিভিন্নস্থানে প্রচার ; প্রফেসর অমোলাখ দাস গুপ্ত প্রভৃতির মায়াপুর দর্শন)

১২।১৯।২৯০

বিবিধ প্রসঙ্গ ('শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে'র ইংরেজী অনুবাদ ; মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক-মহোৎসব-সমাপ্তি)

১২।২০।৩১৫

বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রভুপাদের যাত্রা-সংবাদ ; লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠ-কার্য্যালয়ের স্থানপরিবর্ত্তন ; য়ুরোপে গৌড়ীয়-মঠের প্রচার-বার্ত্তা ; করাচীতে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ; চাকায় মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের প্রচার) ১২।২১।৩৩৪

বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রভুপাদের যাত্রা-সংবাদ ; 'সরস্বতী-জয়শ্রী' ; কাশী সংশিক্ষা-প্রদর্শনী ; জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব) ১২।২২।৩৫২

বিবিধ প্রসঙ্গ (সরস্বতী জয়শ্রী ; জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব সমাপ্তি ; পরলোকগত লালা রামচন্দ্র বরুণ, মারাঠী) ১২।২৩।৩৬৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (মহামহোৎসব ; 'যোষে ক্রণিকল্' পত্রে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা ; জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব ; ওটক নরসিংহপুরে ও শ্রীপুরুষোত্তমে পুরী মহারাজ ; বিভিন্ন স্থানে প্রচার ; গৌড়ীয়মঠে বিষ্ণুঘরের রাজ-ভাতা) ১২।২৪।৩৭৫

বিবিধ প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব, শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব ও শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব মহোৎসব ; শিকারপুরে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ; লণ্ডন-যাত্রা-পথে মহাসমুদ্র-বক্ষে রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভু)

১২।২৫।৪০২

সাময়িকী (কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে ও লণ্ডনে ব্যাসপূজা ; শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ; শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ ও ঘোষণা) ১২।২৭।৪০৫

বিবিধ প্রসঙ্গ (বিভিন্নমঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ; পরমার্থ-প্রচারে ত্রিপুরার মহারাজের দান ; রাসবিহারী প্রভুর লণ্ডনে উপস্থিতি ; পাটনা গৌড়ীয়মঠ ; চন্দ্রগ্রহণ ; গৌড়ীয়মঠে ছত্তরপুরের কুমার বাহাদুর ; ভাটীয়ার প্রচার) ১২।২৭।৪১৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (ভক্তিবিজয়ের সেবা-বৈভবশ্রী ; শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে নিমন্ত্রহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন ; শ্রীল গৌরকিশোর-সমাধি-মন্দির ; শ্রীমুরারিগুপ্ত-ভবন ; বঙ্গীদেবী পঙ্কজ ; শ্রীভক্তিবিলাস সমাধি-মন্দির ; লণ্ডনের প্রচার-সংবাদ—লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট ব্যক্তি, ইষ্টবোর্ণে বন মহারাজ ; অদ্বৈতপরিষদ ; ভক্তি-বিনোদ-ইন্‌স্টিটিউটের পুরস্কার-বিতরণী-সভা ; প্রভু-পাদের হরিকথা) ১২।৩২।৪৯৯

সাময়িক প্রসঙ্গ ('গৌড়ীয়ে'র 'সাময়িক-প্রসঙ্গে'র বৈশিষ্ট্য) ১২।৩৩।৫০১

বিবিধ প্রসঙ্গ ('সরস্বতী-জয়শ্রী', শ্রীধামে শুক্ল গৃহস্থগণের ভবন, শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব, বিভিন্ন স্থানে প্রচার) ১২।৩৩।৫১১

বিবিধ প্রসঙ্গ (পুরুষোত্তমে প্রভুপাদ, মাধ্বগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা, বন মহারাজের পরবর্তী বক্তৃতা, লণ্ডন-গৌড়ীয়-

মিশন-সোসাইটী, বিভিন্ন স্থানে প্রচার, নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা) ১২।৩৭।৫৭৫

প্রচারবার্ত্তার বিবিধ প্রসঙ্গ (বিভিন্ন স্থানে প্রচার ; বিভিন্ন মঠে ব্যাসপূজা) ১২।৩৮।৫৮৭-৫৯৬

সাময়িক প্রসঙ্গ (নবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-সাহিত্য ; 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ'-সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ চন্দের বক্তৃতার আহ্বান ; সংবাদ-সংগ্রহ—এ, বি, পত্রিকা ও 'আনন্দ বাজারে' চন্দের বক্তৃতা ঘোষণা ; ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ ; পরিষৎপীঠ ; যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৌড়ীয়মঠে ছায়াচিত্র যন্ত্র-প্রদান ; কাশীতে ভক্তিদারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা ; প্রচার-সংবাদ ; বগোহর উত্‌না নিবাসী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সেবা-সঙ্কল্প) ১২।৩৮।৫৯৪-৫৯৬

বিবিধ প্রসঙ্গ (বিভিন্ন মঠে—শ্রীবদ্ধাচার্য্যের তিরোভাব-উৎসব ; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব ; শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহোৎসব ; বরাহ-দ্বাদশী ; দৈনিক আজ পত্রিকা ; পরিক্রমা-প্রসঙ্গ ; গৌড়ীয়মঠে—মিঃ দীক্ষিত, কমিশনার সাহেব, আমেরিকার পর্য্যটক ও অধ্যাপক জোন্স্‌ ; শ্রীধাম-দর্শনে নদীয়ার অস্থায়ী এস্‌, পি ও পাকুড়িয়ার জমিদার-পুত্র ; প্রচার-প্রসঙ্গ ; শ্রাদ্ধিত প্রভৃতি) ১২।৪০।৬২১-৬২৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (কলগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোপাল-প্রকটোৎসব ; গদাইগৌরাঙ্গমঠে বার্ষিক মহোৎসব ; ধামে ভক্ত উপেন্দ্র) ১২।৪৩।৬৭৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (আলালনাথে মন্দির-সংস্কার ; প্রভুপাদের শ্রীআলালনাথ-মন্দিরে দারুণ আলোড়নের, ব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠে যদুগোস্বামীর ও অষ্টপ্রধানা গোপীসহ শ্রীগোপী-গোপীনাথের অর্চ্চামূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব এবং ব্রহ্ম-গিরিকে 'গোবর্দ্ধন'-স্বরূপ, ঘটযুক্তকে 'বংশীবট', কুণ্ডকে 'রাধাকুণ্ড' ও চটকপর্ব্বতকে অভিন্ন 'গোবর্দ্ধন' বলিয়া জ্ঞাপন ; চটক পর্ব্বতে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির-নির্ম্মাণ-সঙ্কল্প ; ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে বেট্‌ল্যাণ্ড্‌ বর্ণপদক প্রভৃতি, "Times of India" পত্রে নবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠের প্রচার বিবরণ ; Illustrated Weekly of India" পত্রে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের আলেখ্য ও পরিচয় ; পুরীতে প্রভুপাদের চরিতকথা-কীর্ত্তন) ১২।৪৪।৬৮৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে অভিষেচন বহু ও গৌরসুন্দর দাসাধিকারীর সেবা-চেষ্টা ; শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠে উকিল রাধানাথ প্রধানাচার্য্যের আগমন, শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের বার্ষিক মহোৎসব-সমাপ্তি ও উক্ত মঠে নামরূপ) ১২।৪৫।৬৮১

সাময়িক প্রসঙ্গ (আলালনাথে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব ; দারুণ আন্দোলনের জীবন-চরিত ; "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব" গ্রন্থের পুনঃ-প্রকাশ ; শ্রীগোপালজীমঠে বার্ষিক মহোৎসব ; সোণাই পর্ব্বতের রাজাত্ব ও সিবি মহারাজ ; শ্রীচৈতন্যচাতুরীর স্বধামপ্রাপ্তি ; পরলোকে শ্যামলাল বাড়ৈপতি) ১২।৪৭।৭০৮

সাময়িকী (পুরুষোত্তমমঠ ও অন্যান্যস্থানে ভক্তিবিনোদ-বিরহ-উৎসব ; গৌরানুগত জনগণের শ্রীজগন্নাথ দর্শন ; পুরীতে সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয়ের সহিত প্রভুপাদের চরিতকথা-প্রসঙ্গ এবং বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষালের পত্র স্থানান্তরে প্রকাশ-সূচনা ; ডাঃ ঘোষেদো ও শ্যামলাল কবিরাজের স্বধাম-গমন-সংবাদ ও তাঁহাদের পরিচয়) ১২।৪৮।৭৪১

বিবিধ প্রসঙ্গ (বিভিন্নমঠে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসব ; শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তির আবির্ভাব ; বর্দ্ধমানে প্রচার ১২।৪৮।৭৪৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা, ষটকমঠের উৎসব আরম্ভ ও নবদ্বীপে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ; মিঃ কুঞ্জলালের পুরীতে হরিনাম গ্রহণ ; বাঙ্গো-সিয়েটেড্‌ ও ইউনাইটেড্‌ প্রেসের কএকটি সংবাদের সমালোচনা) ১২।৪৯।৭৫৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীধামে শ্রীবিষ্ণুর কার্য্য ; পরমগুরুদেবের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব পুরীর সংবাদ—শুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও রথাগ্রে নর্ত্তনাদি) ১২।৫০।৭৭০

সাময়িক প্রসঙ্গ ('গৌড়ীয়ে'র দ্বিতীয়যুগ বা নববর্ষ ; গৌড়ীয়ের কার্য্য ; মহাজনের বাক্যের তাৎপর্য্য, ভক্তি-সঞ্জীবনী, মঠাদর্শন-প্রতিষ্ঠা ও প্রচার প্রভৃতি কি গৃহত্যাগীর কর্ত্তব্য নহে ? হরিসেবার অর্থ ও ভোগের অর্থ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচার ও উপদেশ,

পুরাণে ইতিহাস-তত্ত্ব ; 'অলৌকিকতা' কাহাকে বলে ? ডিট্‌সাহের একাধিপত্তিত্ব অধ্যাপক তত্ত্ববিভূতি বিদ্যাভূষণ ও ভাস্তিভেদ) ১৩।১।৪

সাময়িক প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব, তিরুপতি ও রেঙ্গুনেশ্বর, খৃষ্টগ্রীষ্টের প্রতি আক্রমণ ও লর্ড বিশপ, স্যর তেজবাহাদুর সপ্রুর যুক্তি) ১৩।২।১৯

বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রভুপাদের আলেখ্যদর্শনে ডাঃ দানিয়েল্ হুর্লং ; নূতন-গৌড়ীয়মঠে ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব ; কটক-সচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব ও নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-সংযোজনোৎসব ; পরমগুরুদেবের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব ; শ্রীধাম-দর্শনে নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ; গৌড়ীয়মঠ-দর্শনে নদীয়ার জেলা জজ্ ; গৌড়ীয়মঠে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব-মহোৎসব) ১৩।২।২৬

সাময়িকী (শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলবাত্রা, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-লীলার পার্থক্য) ১৩।৩।৪১

প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীধাম-মায়াপুর, পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব) ১৩।৩।৪৪

সাময়িক প্রসঙ্গ ("ধামর্ষিণী"-পত্র নবপর্য্যায়ের পাক্ষিকপত্ররূপে প্রকাশ ; "সরস্বতী-জয়শ্রী" ও "ধামর্ষি আন্দোলন" গ্রন্থদ্বয়ের বিবরণ ; "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ"—জন্মাষ্টমী-সংখ্যা ; "ভারতবর্ষ" পত্রে প্রকাশিত রমাপ্রসাদ চন্দ-লিখিত "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান"-নামক প্রবন্ধের সমালোচনা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নামে অপসাম্প্রদায়িকতা ; কলিকাতার সাংস্কৃতিকদলের কলকারেন্স ; ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর শ্রীধামমায়াপুরে "ব্রডগেজ" রেল লাইন তুলিবার প্রস্তাব) ১৩।৪।৪৯

বিবিধ প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ ; শ্রীবাস-অঙ্গনের নাট্যমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন) ১৩।৫।৬৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ ; বিভিন্নমঠে হিন্দোলযাত্রা-মহোৎসব) ১৩।৫।৭৬

সাময়িক প্রসঙ্গ ("দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ"—জন্মাষ্টমী-সংখ্যা ; "সরস্বতী-জয়শ্রী" ; ব্যক্তিস্ব-বিদ্রোহী গণতন্ত্রের সরীসৃপে নির্বিশেষ-বাদের বীজাণু ; বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন-সমস্যা ; 'দৈনিক অমৃতবাজার-পত্রিকা'র জন্মাষ্টমী-সংখ্যায় যতীন্দ্র কুমার ঘোষ-লিখিত "Janmasthami ; The Birthday"—শীর্ষক প্রবন্ধ-সম্বন্ধে অভিমত) ১৩।৬।৮১

বিবিধ প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ) ১৩।৬।৯৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ ; গৌড়ীয়মঠে নেমি মহারাজের "সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা উপলক্ষে সভার বিবরণ ; প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম) ১৩।৭।১০১

সাময়িক প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব-উপলক্ষে সভার অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সভাপতি দ্বারকানাথ মিত্র এম্-এ, ডি-এল মহাশয়ের নিকট প্রভুপাদের কীর্ত্তিত ভাগবত-বাণীর সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য) ১৩।৮।১১৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ, নূতন গৌড়ীয়মঠ হইতে তীর্থ মহারাজের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন) ১৩।৯।১৪৪

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠ ; রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারীর সেবাগ্রহণ ; কলিকাতার যতীন্দ্রনাথ পাল ও ঢাকা নৌরঙ্গের জমিদার রাজেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরীর পরলোকগমন) ১৩।১০।১৪৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (মথুরার ভার, প্রভুপাদের মথুরা-যাত্রা ; সখীচরণ ভক্তিবিনয় মহোদয়ের গৃহে শ্রীশ্রীগিরিধারী শ্রীবিগ্রহের সেবা-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে মহোৎসবের অনুষ্ঠান, শাঁখারীটোলার ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের গৃহে এবং শেঠ কিষণচাঁদ ও প্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন ; জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার বন মহারাজের প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহের তালিকা ; সাউদার্ণ ইণ্ডিয়া ব্রাহ্মসমাজে শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা) ১৩।১১।১৭১

সাময়িক প্রসঙ্গ ('বিজয়া দশমী' তিথির নামের কারণ ও উক্ত তিথিতে আলিঙ্গন সম্ভাষণাদির পারমার্থিক তাৎপর্য্য ; মথুরায় প্রভুপাদের শুভবিজয় ও হরিকথা-প্রসঙ্গ ; কার্ত্তিকব্রত-উপলক্ষে মথুরার সকলকে আহ্বান ; শ্রীরাধাকুণ্ডে একটি স্থায়ী সেবাস্থান-গ্রহণ ; তীর্থ মহারাজের মথুরায় আগমন-বার্ত্তা) ১৩।১২।১৭৭

সাময়িকপ্রসঙ্গ (প্রভুপাদের আনুগত্যে মথুরায় দামোদর-ব্রত পালন ; তীর্থ মহারাজের প্রত্যাবির্ভাবের কএকটি কথা ;

সত্যাচরণ শুদ্ধ মহাপদের সত্যাগ্রহাশ্রমের পরিচয়; 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত রায়বাহাদুর যগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত "বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং 'ভারতবর্ষে' রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ-লিখিত 'শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্মৃতি-রোমন্থ'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের অভিনব ও অনৈক ব্যক্তির 'চিত্রে নবদ্বীপ' প্রবন্ধ-সম্বন্ধে কএকটি যুক্তির সমালোচনা; তীর্থ মহারাজ-কর্ত্তৃক ভক্তিগ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ; মাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসব-বিবরণ ও বিভিন্ন স্থানের প্রচার-প্রসঙ্গ; গৌড়ীয়মঠে বিষয়-সেবার অনুক্রমণিকা) ১৩।১৩।১২৮

সাময়িক প্রসঙ্গ (বার্লিন হইতে প্রেরিত Cablegram; নিয়মসেবাব্রত-উদ্‌যাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য; ঢাকা সহর ও পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন-স্থানে ব্যবসায়ী কথক ও পাঠক শ্রেণীর শাস্ত্র-বিগর্হিত আচরণ নবদ্বীপনিবাসী প্রাণগোপাল গোস্বামী তর্কতীর্থের কোন বিষয়-সম্পত্তি-ঘটিত মোকদ্দমায় জনৈকবন্ধীর সার্টিফাইড্ কাপির কিয়দংশ—এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনা) ১৩।১৫।১৩৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠে ভক্তিরঞ্জন ভগবদ্ধুর স্মৃতিসভা ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব; ঢাকা-কমলাপুর মঠের বার্ষিক মহোৎসব) ১৩।১৬।২৫৪

বিবিধ প্রসঙ্গ (মোটরযোগে মথুরা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে, মথুরার গঙ্গাভবনে ও শ্রীরাধাকুণ্ডে উৎসব) ১৩।১৭।২৬৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ; গৌড়ীয়মঠ; গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের ব্রহ্মদেশ যাত্রা) ১৩।১৯।৩০২

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ; গৌড়ীয়মঠ; শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের শ্রীমন্দির; কাশীধামে ভক্তিমতী মহিলার ভগবৎসেবায় গৃহ-দান; বিশিষ্ট ভাষাবিদ্-মনীষীর শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে আগ্রহ; ভাগবত-ভবনানন্দমঠ; খলাসে রায়সাহেব যাদিনাথ পিরাই) ১৩।২০।৩১৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ; উৎকলে প্রচার; বিভিন্ন সংবাদ পত্রে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা) ১৩।২১।৩৩৫

বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রভুপাদ-সমীপে রাজর্ষি শরদিন্দুনারায়ণ; মায়াপুরে প্রভুপাদ; যোগপীঠের শ্রীমন্দির; মায়াপুরের সংযোজনা; মায়াপুরের প্রস্তাবিত রেলপথ) ১৩।২২।৩৫৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ; শ্রীচৈতন্যমঠ; কটুর বাঙ্গানন্দ-গৌড়ীয়মঠ; বঙ্গদেশ চরিতাবলীর গৌড়ীয়মঠের প্রচারকত্বের বক্তৃতা, মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে বার্ষিক মহোৎসব) ১৩।২৩।৩৬৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রভুপাদ ও ত্রিদণ্ডিপাদগণের অবস্থান-পরিচয়) ১৩।২৪।৩৮৪

বিবিধ প্রসঙ্গ (গোয়ালিয়রে তীর্থমহারাজ ও কাশীপাটে বন মহারাজের প্রচার; প্রভুপাদের অবস্থিতি) ১৩।২৫।৩৯৫

বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীমায়াপুরে ভক্তিকুসুম-প্রসূন গৃহের ও নিত্যানন্দ-বর্ম্মশালার ভিত্তি-স্থাপন; ভাগবত ১১শ স্কন্ধের মুদ্রণ-সমাপ্তি; শ্রীমদাইগোরাঙ্গ-মঠে শ্রীশ্রীরাধামাধব-শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা; নিমোয়াপুর-দর্শনে ব্যারিষ্টার সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী; সাধত-প্রাপ্ত) ১৩।২৬।৪০৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ ও পুরী মহারাজ) ১৩।২৭।৪২৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (যুক্তরাজ্যে প্রভুপাদ; চট্টগ্রামে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ মঠ ও শ্রীব্যাসপূজা; জেকোস্লোভেকিয়ার প্রফেসর বাউয়ারের পত্র; গৌড়ীয়মঠে ডিঃ কে এন্ দীক্ষিত; শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব ও শ্রীঅদ্বৈত-আবির্ভাব মহোৎসব; নৈমিষারণ্য পরমহংস-মঠে কূপ-প্রতিষ্ঠা; ঢাকা-মাধ্বগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা) ১৩।২৮।৪৩৪

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীমায়াপুরে প্র পাদ শ্রীযোগপীঠে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব; পরিক্রমা-পথী, শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীমায়াপুরের সেবায় 'ভক্তিবিজয়'; শ্রীযোগপীঠে বৈদ্যুতিক-আলোক; শ্রীমায়াপুরে টেলিফোন; শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবল-সদন; নিউ-দিল্লীতে প্রচার—ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর ভাইসরয়ের সহিত সাক্ষাৎকার ও ভগবৎকথা আলাপ; নিউ দিল্লীর 'নেশনাল-কল'-পত্রে প্রকাশিত উক্ত সংবাদের উদ্ধৃতাংশ; দিল্লী গৌড়ীয়মঠে তীর্থ মহারাজ ও এপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা; বল্লভ-সম্প্রদায়ের

মোহানী-হাউসের দালানে ; মহমনসিংহের নীলেশ্বর মাহিড়ী ; মিঃ এফ, ই, জোন্স্ প্রভৃতি সহ দিল্লীতে তীর্থ মহারাজ ও অপ্রাকৃত প্রভুর আলাপ ; দিল্লী চাঁদনীচৌক হলে তীর্থ মহারাজ ও অপ্রাকৃত প্রভুর ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা—"অমৃতবাজার পত্রিকা" হইতে উক্ত বক্তৃতার সংবাদ উদ্ধৃত ; গোয়ালিয়রে প্রচার) ১৩।৩১।৪৮৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীকৃষ্ণের লোল-লীলা ও মহাপ্রভুর প্রকট-লীলা ; গৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমানের মহারাজ ; প্রচার-সংবাদ) ১৩।৩২।৫০৬

বিবিধ প্রসঙ্গ (শেলুলী ও কলাবাগান প্রভৃতিতে প্রভুপাদ, ঢাকা-মাধবগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি-স্থাপন, গৌড়ীয়মঠে বন্ধুমানাধিষ্ঠিতি) ১৩।৩৪।৫৪১

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব, 'গিরি-মহারাজের রথযাত্রা) ১৩।৩৮।৬০৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ, নয়া-গৌড়ীয়মঠের প্রচার) ১৩।৩৯।৬২০

বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রভুপাদের দার্জ্জিলিং-যাত্রা ; প্রচার-বার্ত্তা ; মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের মন্দির নির্ম্মাণ-বার্ত্তা ; শ্রীমায়াপুর-শ্রীগৌরকুঞ্জের সংস্কারারম্ভ ; চট্টগ্রামে ভজন কুটির বিস্তার ; শ্রীমায়াপুর ধর্ম্মার্থ কৃষ্ণনগর-চার্জের বিলপ, বিলপের সেক্রেটারী, কৃষ্ণনগর ম্যাজিস্-ট্রেট্ এবং ডেপুটী মিঃ এন্, এস্, সেন ; মুরারিগুপ্ত-ভবনে নগরকীর্ত্তন) ১৩।৪২।৬৬৮

সাময়িক প্রসঙ্গ (মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড ও লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন ; লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের আচার্য্যসম্মান ও সৌজন্য ; বনমহারাজের লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন ; মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দির ; রাজসম্মান ; ভারতসচিবের প্রতি তার ও পত্রপ্রেরণ ; গ্রন্থবিক্রয়-বিভাগের সম্বর্দ্ধ পেশ ; 'জীবে দয়া', চরিত্রামৃতের গোপাল চাপাল ; প্রভুপাদ-সমীপে রাজর্ষি পরমিষ্ণু-নারায়ণ ; বেতিয়তে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ; 'ভাগবত পীঠ' ; প্রভুপাদ-সমীপে সেবকবৃন্দ ও ভক্ত উড্‌ডেড্ ; দার্জ্জিলিঙে গৌরকুঞ্জ ; পুরুষোত্তম মঠে উৎসব ; শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা) ১৩।৪৪।৬৯১

বিবিধ প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ ; দার্জ্জিলিঙে কুঞ্জবিহারের মহারাজী সমীপে প্রতিকথা ; শ্রীগৌড়ীয় মঠে কুঞ্জবিহারের মহারাজী ; শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে কলাণী মহিলা ম্যাজিস্ট্রেসি পোর্টাল্ ; শ্রীমায়াপুরে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দ ; শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে নগরকীর্ত্তন ; শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে নগরকীর্ত্তন-দান ; শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠে বার্ষিক-মহোৎসব ; পুরীতে প্রচার) ১৩।৪৬।৭২১

বিবিধ প্রসঙ্গ (বোম্বে গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ ; শ্রীমদ্ভাগবত ষোলশতকের মুদ্রণ সমাপ্তি ; চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ ; শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসব ; কলাণী-মহিলা-সমীপে প্রভুপাদের প্রতিকথার সংক্ষিপ্ত সার ; বন মহারাজের ক্যাম্বুচিন্ হলে বক্তৃতা ; বালিগঞ্জ গৌড়ীয় সোসাইটী ; শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব) ১৩।৪৭।৭৪৪

বিবিধ প্রসঙ্গ (বোম্বাই গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব ; পুরুষোত্তম-মঠ-সেবক-গণের ভক্তিচর্চা-বার্ত্তন ও রথাগ্রে কীর্ত্তন ; বালিগঞ্জী-মঠে রথযাত্রা ও শ্রীস্বরূপগোস্বামীর বিরহ-তিথি-পূজা-মহোৎসব ; লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটীর নূতন জাইন্ প্রেসিডেন্ট—স্যার ফ্রেডারিক্ সাইক্স্, উক্ত সোসাইটীর আগামী ও বার্ষিক অধিবেশন) ১৩।৪৮।৭৬৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব ; ভক্ত দেবপ্রসাদের অন্তর্ধান ; কটক সচ্চিদানন্দমঠের ও কৃষ্ণচৈতন্য জিহ্বতি গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক-মহোৎসব) ১৩।৪৯।৭৮০

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের প্রতিকথা ; লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন সোসাইটীর চেয়ারম্যান জন সাভিলাল পি-সি) ১৪।১।১১

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীমায়াপুর, কৃষ্ণনগর ও রথযাত্রে প্রভুপাদ ; একায়ন মঠের বার্ষিক মহোৎসব ; লণ্ডনের প্রচার-বার্ত্তা ; লণ্ডন মুদ্রণ প্রভুর সাদর-আহ্বান) ১৪।২।২৭

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব ; উৎসব-কালে প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা ; শ্রীমদ্ভাগবতের মুদ্রণ-সমাপ্তি ; দৈনিক নগরী-প্রকাশের বিশেষ সংখ্যা ; বেতিয়-যোগে ধর্ম্মযাত্রী, নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী ও

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিচার-বিষয়ক বক্তৃতা ; 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'য় প্রকাশিত গোস্বামিগণের অপ্রকাশিতগ্রন্থ, বৈষ্ণবধর্ম্মের ঐতিহাসিক প্রাচীনতা এবং কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু-সম্বন্ধে আলোচনা ; ঢাকার কোন কাগজে রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরের প্রবন্ধ-সমালোচনার ব্যর্থ প্রয়াস ; বিবিধ-সংবাদ ; ভক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের হিপ্‌নাটিজ্‌মের বেওয়ান-সাহেবের নিকট প্রেরিত পত্র) ১৪।৩।৩৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা, রেডিও যোগে হরিকথা প্রচার ; বন মহারাজের আর্ত্তনাদ শিরুবরদর বোধে অবতরণ ; হেমন্ত সম্মেলনের পত্র ; লণ্ডন-প্রসঙ্গ ; 'দি লণ্ডন গৌড়ীয়মিশন-সোসাইটী'র দ্বিতীয় বার্ষিকী কার্য্যবিবরণী পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত সার ; প্রভুপাদের আকস্মিক মাথুরমণ্ডলে কায়িকব্রত-পালন-সংবাদ) ১৪।৬।৩০

সাময়িক প্রসঙ্গ (বাবাজী মহারাজ, ই, জন্, কোম্বেরের প্রভুপাদের নিকট হরিকথা-শ্রবণ ; প্রভুপাদের ভক্ত-বিঘ্ন-বিনাশন-লীলা ; 'বিরাগ ও ভক্তি'-সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা এবং সভাপতি কুমার বিমলাকুমার মিত্র মহাশয়ের কয়েকটি সুন্দর কথা ; 'হিতবাদী'-পত্রিকায় প্রকাশিত 'নবদ্বীপ'-শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা ; ঘটক সচ্চিদানন্দমঠের শ্রবণ-সদনের ভিত্তি-স্থাপন ; শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে ঊর্জ্জব্রত-পালন ও প্রভুপাদের ভাগবত-কথামৃত-বিতরণ) ১৪।৮।১২৪

সাময়িক প্রসঙ্গ ('ভারতবর্ষ'-পত্রে প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ' এবং 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণ —সাধনা ও শিক্ষাগুরু' প্রবন্ধদ্বয়ের সমালোচনা ও 'প্রবাসী'-সম্পাদকের বন মহারাজ সম্বন্ধে অভিমতের প্রতিবাদ) ১৪।৯।১৩৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীধামপুরে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ ; বেঙ্গল হইতে গিরি মহারাজের কলিকাতা আগমন) ১৪।৯।১৪০

সাময়িক প্রসঙ্গ (বিদ্বদ্রাজ ও বিদ্বদ্বরাজ ; গৌড়ীয়ের শারদোৎসবের বিচার-বৈশিষ্ট্য) ১৪।১০।১৫১

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীধামপুরের সংবাদ—শ্রীরজমানন্দসুন্দরকুল ও শ্রীকৃষ্ণবিহারীমঠে উৎসব ; বহুলাষ্টমীতিথিতে সপার্ষদ প্রভুপাদের কৃষ্ণযাত্রালীলা ; বরাহনগরের জনৈক বিচারভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাপ্তি-নিরসন ; শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠে উদ্ধৃত প্রভুবিদ্যাবিশারদ সচ্চিদানন্দ দাস-লিখিত সমবর্ত্তের সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-বিবরণ) ১৪।১২।১৬৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীধামপুরের সংবাদ শেষযাত্রীতে শ্রীগৌরবিহারীমঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন ; সাধুত-প্রাপ্ত ; দিল্লী মঠের উৎসব ; শ্রীব্রজমানন্দসুন্দরকুলের তাৎসেবা প্রকাশ ও অন্নকূট-মহোৎসব ; গৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব ; লণ্ডন-বার্ত্তা—লর্ড হার্ডিঞ্জ সেক্রেটারীর পত্র ; ডক্টর ফিলিপ্‌ সাহেবের গৃহে 'হিন্দুধর্ম্মন'-বিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের লণ্ডন-ষষ্ঠ-দর্শনে আগমন ; ডক্টর হিউপ্‌ র‍্যাক্‌কারসনের সহিত আলাপাদি, শ্রীধামপুরে বিশিষ্ট দর্শক ও যোগদ্যম-ষষ্ঠে বিরহোৎসব) ১৪।১৩।২০৫

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীরাধাকুণ্ডের সংবাদ ; প্রভুপাদের ব্রজের বিভিন্নস্থানে গমন ও হরিকথা-কীর্ত্তন ; শ্রীকৃষ্ণবিহারী-মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ; শ্রীব্রজমানন্দসুন্দরকুলে বাবাজী মহারাজের অন্নকূট-উৎসব ; নবদ্বীপগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ; রাসোৎসব-উপলক্ষে গৌড়ীয়মঠে প্রদর্শনী, পরলোকে সন্তবাস) ১৪।১৫।২৩৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রভুপাদের হরিকথা, শ্রীকৃষ্ণবিহারীমঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা শ্রীব্রজমানন্দ-সুন্দরকুলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তাৎসেবা ও পুষ্প-সমাধি-প্রতিষ্ঠা ; দিল্লীমঠে মহোৎসব ; নবদ্বীপমঠে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ; ভারতপুর ষ্টেট্‌ ও বিভিন্নস্থানে প্রচার ; গৌড়ীয়-মঠে পঞ্চম-গুরুদেবের অপ্রকটোৎসব ; লণ্ডনে ডক্টর ফিলিপ্‌ সাহেবের গৃহে স্বামী বনের 'হিন্দুধর্ম্মন'-বিষয়ক বক্তৃতা) ১৪।১৬।২৫৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে ডাঃ সচ্চিদানন্দ দাসের 'ডক্টরেট' উপাধি-প্রাপ্তি-সংবাদ ; মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু দক্ষজনত্রয় ; লক্ষ্ণৌ "বেঙ্গলি ক্লাব ও বৃহৎ সমিতি"র প্রাঙ্গণে ভক্তিবান্ধব মহোদয়ের ছায়া-চিত্র যোগে বক্তৃতা ; গৌড়ীয়মঠে পুণা গভর্ণমেণ্ট এগ্রিকাল্‌চারাল কলেজের অধ্যাপক দিল্লী গৌড়ীয়মঠে কে, এন্, দীক্ষিত ; শ্রীধামপুরে পরমহংস

বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথিপূজা ; ষোড়শবিগ্রহী মঠে বার্ষিক উৎসব ; লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠের কার্য্য সম্বন্ধে "ডেলি মেল্", "ইভিনিং ষ্টাণ্ডার্ড," 'ডাইজেষ্ট' ইত্যাদি ; 'টাইমস্' পত্রে লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির ও লর্ড কেট্‌ল্যাণ্ডের বক্তৃতা ; 'মহানাটক বীণা' গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ ; শ্রীমায়াপুরে ভাগবত-শিক্ষণ ; বহুবিহারী ব্রজবাসীর বেদাশ্রম ; সাম্বত-শ্রাদ্ধ ; গৌড়ীয়মঠে ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতিসভা) ১৪।১৭।২৬১

বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রভুপাদের ওটকামণ্ড যাত্রা ; খুলনায় প্রচার ; যোগেশ ব্রহ্মচারী ; পশ্চাবলেশ্বর সিংহ ; ব্রহ্মদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ বামোর অ্যাসিষ্টাণ্ট্ পণ্ডিত তিরুমলাই শর্ম্মা, ক্ষিতীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি সজ্জনগণের নিকট প্রভুপাদের হরিকথা ; ডাঃ দাসের 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস'-প্রবন্ধের লণ্ডনে মুদ্রণারম্ভ ; নৈমিষারণ্যে পরমহংসমঠসেবায় রায় বাহাদুর জে, এন্, ঘোষ) ১৪।১৮।২৮২

বিবিধ প্রসঙ্গ (পাটনা গৌড়ীয়মঠের স্থান পরিবর্ত্তন ; প্রয়াগে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী ; কটক, পুরী ও গৌড়ীয়-মঠে প্রভুপাদ) ১৪।১৯।৩০৪

বিবিধ প্রসঙ্গ (ভরতপুর ষ্টেট, কোশীকলাপ প্রভৃতি স্থানে প্রচার ; ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর কলিকাতায় কমিশনার বাহাদুর সহ সাক্ষাৎ ; মায়াপুরে প্রভুপাদ ; লণ্ডন হইতে বন মহারাজের প্রত্যাবর্ত্তন) ১৪।২০।৩১৯

বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রভুপাদের-হরিকথা ; শ্রীমায়াপুর-দর্শনে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার বাহাদুর ; পাটনা-গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ, বন মহারাজের ভারতাগমন) ১৪।২১।৩৫২

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীমায়াপুরে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের হরিকথা ; পাটনা ও এলাহাবাদে প্রভুপাদ ; প্রয়াগে সংশিক্ষা- প্রদর্শনী, প্রচার-বার্ত্তা) ১৪।২২।৩৪৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রয়াগে প্রভুপাদ ; প্রয়াগ-প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন ; মিসেস্ নোরা ষ্টরেল-সমীপে প্রভুপাদের হরিকথা ; লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণে অভিজাত-সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ; চাকদহ-শ্রীপাটে বার্ষিক মহোৎসব ; 'গৌড়ীয়মঠ' ও 'ভোতাত্রিমঠে'র বিচার-বৈশিষ্ট্য) ১৪।২৩।৩৬৬

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীনবদ্বীপ-গৌড়ীয়-মঠে প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটনোপলক্ষে হিন্দী ভাষায় প্রভুপাদের অভিভাষণ ; 'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থকে নিউইয়র্কের রামকৃষ্ণ্যান ইন্‌ষ্টিটিউটের অভিমত ; শ্রীমায়াপুরে প্রভুপাদ ; শ্রীজগন্নাথপুরী গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব) ১৪।২৪।৩৮২

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীব্যাসপূজা ; শ্রীমায়াপুরে প্রভুপাদের হরিকথা ; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব ; 'পরমার্থী' পত্রের নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্র ; গৌড়ীয়মঠের নগর-সংকীর্ত্তন) ১৪।২৬।৪০৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীমায়াপুরে প্রভুপাদের হরিকথা ; ভৈমী একাদশী, বরাহদ্বাদশী ও নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী ; ভারতের বিশিষ্ট সজ্জনগণের সহিত বন মহারাজের সাক্ষাৎকার ও হরিকথা-আলোচনা) ১৪।২৭।৪২২

বিবিধ প্রসঙ্গ (নরভোগ-গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ—শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ; শ্রীধাম-মায়াপুরে টি, আর, রামচন্দ্রন্ ও নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এন্, এম্, আইয়ার, এম্-এ, আই, সি, এস্ ; নবগৃহ-প্রবেশ ; রেঙ্গুনে গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়) ১৪।৩১।৫০২

বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রভুপাদের নিকট গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের হরিকথা-শ্রবণ ; বালচন্দ্র শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রভুপাদের স্তুতি ; প্রভুপাদের কটক-যাত্রা ; লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌর-আবির্ভাব-মহোৎসব) ১৪।৩৩।৫১৯

বিবিধ প্রসঙ্গ (সাম্বত-স্মৃতি-বিধানে উপনয়ন-সংস্কার ; সাম্বত-শ্রাদ্ধ) ১৪।৩৪।৫৫২

সাময়িক প্রসঙ্গ ('প্রেমা' পত্রে প্রকাশিত প্রভুপাদ-লিখিত 'শ্রীমদ্ভাগবত'-শীর্ষক প্রবন্ধ ; বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকেন্দ্র স্থাপনোদ্দেশে তথাকার সজ্জনগণের প্রেরিত আবেদন-পত্রের মর্ম্ম ও এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনা ; হরিভক্তিবিলাসের "বরং স্বধাভুজমনং" শ্লোকের তাৎপর্য্য ; 'বণিক্' পত্রে প্রকাশিত "অন্তর্দৃষ্টি ও কর্ম্মদৃষ্টি" প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ; কালিয়াটীর অধিবাসগণের বাগবাজার গৌড়ীয়-মঠের শ্রীমন্দির-মাটীমন্দিরাদি-নির্ম্মাণ-বিষয়ে সেবাহ-কূল্য ; সিন্ধবকুলমঠে মায়াবাদী ও কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের চিত্রপটাদি) ১৪।৩৬।৫৫৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (বালিগঞ্জে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ; গৌড়ীয়-মঠে অধ্যাপক কানাই জোহার্দ্দ ও প্যারিসের মিঃ অলিভিয়ার দ্যাকরী) ১৪।৩৬।৫৬৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (জিজ্ঞাসাপত্তনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার—জেপুর-মহারাজের সৌজন্য, বিভিন্ন মঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব, শ্রীরামনবমী উৎসব, শ্রীধাম-মায়াপুরে আলোকমালা ; যোগপীঠে শ্রীকেদারনাথ শিব-মন্দির) ১৪।৩৭।৫৭৮

সাময়িক প্রসঙ্গ (পরলোকগত পণ্ডিত অনন্তরাম বিদ্যাচার্য্য; 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত 'সাহিত্য ও গৌরলিপিতত্ত্ব' এবং 'সত্যমত ও মানবযোগ' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ের সমালোচনা ; বরাহনগরের বস্তুরত্নদাসের (অনাথবন্ধু গোস্বামী) চমৎকার ও ভাগবত ; 'ভারতবর্ষ' পত্রে প্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ ও লীলাকীর্ত্তন' প্রবন্ধের সমালোচনা) ১৪।৩৮।৫৮৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (শিবগঞ্জসিংহক্ষেত্রে মহোৎসব, বিশাখা-পত্তনে গৌড়ীয়মঠের প্রচার) ১৪।৩৮।৬০০

সাময়িক প্রসঙ্গ (ভারতীয় পুরাণশাস্ত্র ও আধুনিক সাহিত্যিকগণ ; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে অনধিকার-চর্চ্চা, অন্ধ-ব্যক্তিগণের জন্য লণ্ডনসহরে পুস্তকাগার উদ্ঘাটন এবং ভারতের সমাজ-তন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ-সম্বন্ধে সমালোচনা ; কালীঘাটের মহামায়ার মন্দিরে ব্রাহ্মণযুবকের আত্মহত্যা ; মন্ত্রদেশবাসী মায়াবাদানুগ শঙ্করাচার্য্য ; মেদিনীপুর জেলার কোন ব্রাহ্মণসংবাদপত্রে 'বৈষ্ণবাচার্য্য' সম্বন্ধে প্রকাশিত মতের সমালোচনা) ১৪।৩৯।৬০১

বিবিধ প্রসঙ্গ (আলালনাথে প্রভুপাদ পুরী-প্রসঙ্গ, ভক্তি-জ্যোতিঃ প্রভুর লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন) ১৪।৩৯।৬১৬

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান—'বঙ্গলক্ষ্মী'-পত্রিকায় জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-লিখিত "শ্রীচৈতন্য-দেবের জন্মস্থান মায়াপুর নবদ্বীপ" শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা ; অবৈধ অনধিকার-চর্চ্চা ও অসত্যের নেপথ্য-নাট্য—'কায়স্থ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের জন্মস্থান"-শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা ; সম-সাময়িক ধর্ম্মসাহিত্যে 'গৌড়ীয়ে'র প্রভাব, সত্যেন্দ্র-নাথ বসু কর্ত্তৃক গৌড়ীয়মঠের আশ্রিত মৌলিক তথ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রীবলভাচার্য্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সম্বন্ধে 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিবার অবৈধ আনুকরণিক চেষ্টা ; কুলিয়া-নবদ্বীপ হইতে প্রেরিত "ভক্তির পথে" নামক প্রাপ্ত গ্রন্থ সমালোচন' আনুকরণিক অপরাধ ; ভাগবতধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম, সকলের সুখ ও শান্তির জন্য জীবনধারণ ; আবিসিনিয়ার পতনে পারমার্থিকের শিক্ষা) ১৪।৪০।৬২১

বিবিধ প্রসঙ্গ (পুরুষোত্তম-মঠে শ্রীরাধা রাধানন্দের বিরহ-মহোৎসব, পুরী-গৌড়ীয়মঠের স্থান-পরিবর্ত্তন) ১৪।৪০।৬৩০

সাময়িক প্রসঙ্গ (কোন্ মতের মহামতা ? ধর্ম্ম কি মানুষের সৃষ্টি ? কলিকাতা-সাহিত্যসম্মেলন, ভোট-প্রথা ও মিঃ মটরাজন্, প্রকৃত স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা, "নরীয়ার সরল-পন্থা", কর্ত্তাভজা-সহজিয়াদি-মতও কি 'বৈষ্ণব-সাধন-ভজন' ?) ১৪।৪১।৬৩৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (বালিগঞ্জ-শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে মহোৎসব ; রায়বাহাদুর মদনগোপাল সাধনা, প্রচার-বার্ত্তা) ১৪।৪১।৬৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ (বাঙ্গলী মহাবাহেশী, মানযাত্রা, পণ্ডিত শ্রীমাধব ও শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথি, বালিগঞ্জিতে গৌড়ীয়াচার্য্যের শুভবিজয়-সম্ভাবনা, ঢাকায় গৌড়ীয়া-চার্য্যের পদার্পণের তারিখ, 'রাজপুর হইতে অলাহপুর', পৃথিবী-পর্য্যটন-ব্যপদেশে গুরু-মহিমা-প্রচার, নরবলি, শ্রীচৈতন্যদেব ও রাজযোগ, অসৎসাম্প্রদায়িকতা বা পরমুখাপেক্ষিতা ?—'দৈনিক বসুমতী'তে বলাই সর্ব্বা কর্ত্তৃক ঠাকুর বৃন্দাবনদাসকে কটাক্ষপাতের সমালোচনা, বিশ্বশান্তির প্রকৃত উপায় ও স্বরূপ, ধ্বনিবিজ্ঞান ও রূপবিজ্ঞান) ১৪।৪২।৬৪৯

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে কর্পোরেশন স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকবর্গ) ১৪।৪২।৬৬৩

সাময়িক প্রসঙ্গ (কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ ও ভাগবত-প্রদর্শনী, লণ্ডনে অধোক্ষজ বিষ্ণু-মন্দির, রূপকবাদ নির্ব্বিশেষ-মতেরই গুপ্তচর, প্রত্যেক মতই কি পথ ? 'আর্য্য-গৌরব' পত্রে 'গৌড়ীয়ে'র বিচারের প্রতিধ্বনি, অজ্ঞের

বিরুদ্ধে সকলে অযুত—'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ডাঃ শরৎকুমার রায়ের 'সত্যপ্রচার' টীকির সমালোচনা।) ১৪।৩৩।৬৭০

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীমৎ সচ্চেতনানন্দ ব্রহ্মচারীর 'এবণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ, গৌড়ীয়-মঠ-দর্শনে কাশ্মীর-মহিলাগণ, শ্রীধাম-মায়াপুরে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ—কলিকাতা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীসন্তোষকুমার বসুগুপ্ত এম্-বি-ই, ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর ইন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং একসাইজ ও সল্ট্ বিভাগের ডেপুটী কমিশনার রায়বাহাদুর তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মেদিনীপুরে প্রচার) ১৪।৩০।৬৭৮

সাময়িক প্রসঙ্গ (বালিঘাটি-নবদ্বীপগৌরাঙ্গমঠ ; ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুদ্ধভক্তিস্রোত—'উদ্বোধন'-পত্রে অধ্যাপক বিহারিবিহারী মজুমদার এম্-এ, পি, আর, এস্ লিখিত "শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনার তিনটি ধারা"-শীর্ষক প্রবন্ধ-সমালোচনা ; "ত্রয়ত্রিংশকোটি মানবের ত্রয়ত্রিংশকোটি দেবতা"—দৈনিক বসুমতীতে "বাঙ্কুড়া-রায়" প্রবন্ধে বলাইশর্ম্মা-লিখিত মতের সমালোচনা) ১৪।৪৭।৮৮১

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকা-যাত্রা, বালিঘাটি-শ্রীগৌরাঙ্গমঠে শ্রীল প্রভুপাদ) ১৪।৪৪।৯২৪

সাময়িক প্রসঙ্গ (ইহাই কি সম্পাদকতা বা নিরপেক্ষতা ? —ডাঃ শরৎকুমার রায়ের 'দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রেরিত পত্রের প্রতিবাদে প্রেরিত বিভিন্ন চারিটি প্রতিবাদ আনন্দবাজার-পত্রিকায় প্রকাশ না করা সম্বন্ধে সমালোচনা ; মনোধর্ম্মের সহিত ভাগবত-ধর্ম্মের মিষ্টমাট নাই—'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কিশোর-পত্রের সংবাদের মতো পত্রিকার সম্পাদকতায় প্রকাশিত টীকনীর সমালোচনা ; কলুনে ধর্ম্মসভা ; ঢাকা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গৌড়ীয়মঠের আর্য্যান-পণ্ডিত ; শ্রীচৈতন্যের অদ্বৈত অনুকরণে 'ন্যাপথিরিসিস্'—মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় কাশ্মীরও সম্বন্ধে প্রকাশিত ডুঁইকোঁড় মতবাদের সমালোচনা ; বিবাহশ্রাদ্ধাদিবাসরে লীলা-কীর্ত্তন ; শ্রীচৈতন্যে প্রাদেশিকতার অন্বেষণতা নাই—কটকের সূর্য্যনারায়ণ দাস কর্ত্তৃক আলোচিত 'শ্রীচৈতন্যদেব ও'ড়ন্ত। ছিলেন'—এই মতের সমালোচনা ; 'যত মত তত পথ' মতের অযৌক্তিকতা ; গৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে মিঃ ব্রাউন) ১৪।৪৪।৯৯১

বিবিধ প্রসঙ্গ (পুরীতে প্রভুপাদের চরিতকথা, গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য-সমীপে তাওয়াল-সন্ন্যাসী, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে মিঃ হেয় আর্থার্ ডর্ক মুল্যবেসের বক্তৃতা, ঢাকা গার লাইব্রেরীতে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও মুল্যবেসের বক্তৃতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর নির্য্যাণ-সংবাদ) ১৬।৪৫।৭১০

সাময়িক প্রসঙ্গ (ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব—গোদ্রুমে ও পুরীতে, কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠে ভাগবত-প্রদর্শনী, শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান-সম্বন্ধে "বঙ্গলক্ষ্মী", ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও চরণদাস বাবাজী, বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থান—'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত ভার এন্ এন্ সরকারের শিমলায় শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে বক্তৃতার সমালোচনা, বসুমতীর লেখক ও 'যত মত তত পথ'—'বসুমতী' পত্রিকায় 'শ্রীতার গান্ধীভাষ্য' শীর্ষক সমালোচনা-প্রবন্ধ-লেখক ও 'ভারতবর্ষ' পত্রের কোন প্রবন্ধে "যত মত তত পথ" মতবাদ-সমর্থক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতের সমালোচনা, পরমেশ্বর দুঃখ কষ্ট দেন কেন ? দেহ-সর্ব্বস্ববাদ ও তৎপ্রতিযোগি-মত-বাদীর যৌক্তিক ঈশ্বরবিশ্বাস প্রভৃতির নাস্তিকতা, অকপট ঈশ্বর পরমেশ্বর নহে) ১৬।৬৭।৭১৫

বিবিধ প্রসঙ্গ (ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্য্যান-পণ্ডিত মিঃ মুল্যবেসের বক্তৃতা, অধ্যাপক ভট্টর ঘোষ, অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য, ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব) ১৪।৪৬।৭২৬

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীগৌর-জন্মস্থান ও 'বৃহদ্বন'—রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-কৃত 'বৃহদ্বন' পুস্তকে শ্রীমায়াপুরসম্বন্ধে প্রকাশিত অভিমত-সম্বন্ধে সমালোচনা ; 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে কাল্পনিক কথা ; কোন কোন অধিস্থ-সম্প্রদায়কৃত স্বনামধন্য ব্যক্তিও মায়াপুরকে 'ঞ' দ্বারা বিকৃত করেন না ; স্থানীয় অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণের অযাচিত সাক্ষ্য—'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী ; 'নবদ্বীপ-মহিমা' নামক পুস্তকে পরলোকগত কাঞ্জিলাল রায়, 'বৈষ্ণবাচার দর্পণে' স্বনামধন্য নবদ্বীপ চন্দ্র

বিচারক, 'কাব্য কৌস্তুভ' গ্রন্থে আমুলের রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র এবং 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থের 'পরিচয়' লেখা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের 'শ্রীমায়াপুর' সম্বন্ধে প্রকাশিত অভিমত ; "যত মত তত পথ" মতবাদ অযৌক্তিক, অশ্রৌত বা অবৈধিক কেন ?—'উদ্বোধন' পত্রে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের "যত মত তত পথ" মতবাদের খণ্ডন-চেষ্টা-সম্বন্ধে সমালোচনা) ১৪।৪৭।৭২৯

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ— ২৩শে জুন শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে ভক্তবৃন্দসহ স্থানমনুখরকূল ও শ্রীমুজকুটীর হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় ও ২৫শে জুন দার্জ্জিলিং-যাত্রা ; শ্রীল প্রভুপাদের দার্জ্জিলিং বিজয় ; "ছায়া-বিবাদ ; সাধক-শ্রেষ্ঠ) ১৪।৪৭।৭৪১

বিবিধ প্রসঙ্গ (নামসংকীর্ত্তন—কার্শিয়ংবন্ধী মিঃ সুলৎসের "শ্রীমৎ মহানন্দদাস ব্রহ্মচারী" আখ্যালাভ) ১৪।৫৮।৭৪৪

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বার্ষিক মহোৎসব, শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠ, অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার, শ্রীসুরভোদ্যান-মঠের ভক্তিচামাঞ্জন ও রথযাত্রা-মহোৎসব, কুরুক্ষেত্রে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী, শ্রীশ্রীযুগলবিহারী গৌরহরির নবদ্বীপ-প্রবেশোৎসব, মধ্যাহ্নগত পরমভক্ত চট্টোপাধ্যায় গৌরকারুণ্যকটাক্ষ-বৈভব মহাশয়ের নবদ্বীপধামে পরলোক-প্রাপ্তি) ১৪।৪৮।৭৪৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (বক্তৃতায় শ্রীল প্রভুপাদ, সেবাকৌর্ত্তি—সম্পাদক সাধুবন্ধু মনোমোহন নিয়োগী মহাশয়ের ঢাকা-মঠের নবম বর্ষের সিংহাসন-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার স্বয়ংস্বীকার ১৪।৪৯।৭৭০-৭৮

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক চতুর্দ্দশোৎসব, গৌড়ীয়প্রচারকগণের প্রতি নিবেদন, বিশেষ দ্রষ্টব্য) ১৪।৫৩-৫০ । ক্রোড়পত্র

প্রভুপাদ-সম্বন্ধীয়

প্রভুপাদের কথোপকথন

প্রভুপাদ ও অধ্যাপক সাহার্ ৮।১।১২৯, ১০।১৪৮, ১১।১৯৫, ১৪।২০৯, ১৭।২৬১

প্রভুপাদ ও মিঃ ই. এইচ্, নেলার এম্, পি, এস ৮।৩২।৭০৮

প্রভুপাদ ও পূর্ণ বাবু ১০।২।১৭

প্রভুপাদ ও মিস্ মুখার্জ্জী ১০।৮।১১৮

প্রভুপাদ ও মঃ মঃ গণনাথ সেন ১০।১৯। ১৮৯

প্রভুপাদ ও বিচারপতি চেট্টিয়ার ১০।২৪। ৩৬৯

প্রভুপাদ ও অনারেব্‌ল্ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ১০।৩৭।৪৭৩, ৩৮।৪৮২

প্রভুপাদ ও মঃ মঃ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১০।৩৯।৬০৫, ৪০।৬৫১, ৪১।৬৫৭

প্রভুপাদ ও অধ্যাপক কে পকেপাদমম্ ১০।৪২।৬৬১, ৪৪।৬৯৪, ৪৬।৭২৫ ; ১১।৬৪২

প্রভুপাদ ও মিঃ এফ, টি ইজিমীয়ার ১১। ৪৫।৭০৫

প্রভুপাদ ও সামছুল উলেমা কামারুদ্দিন আহম্মদ ১২।১০।১৪৫

প্রভুপাদ ও অধ্যাপক ফণিভূষণ আধিকারী ১২।১৫.৫৩৬

প্রভুপাদ ও বিবিধা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১২।৪৯।৭৬৭-৭৭০

প্রভুপাদের জীবনীর উপকরণ

সুরভোদ্যানে প্রভুপাদ ৮।৫।৬৭, ৮।১১৯, ১০।১৪৪ ; ১৪।৩৫।৪৪১

উৎসব-প্রসঙ্গ ৮।৫।৭১

বঙ্গীয় প্রভুপাদ ৮।৬।৮৪

সাময়িক সংবাদ ৮।৭।৮৭ ; ১০।৩৬।৪৪৭

শ্রীআমলাযোড়া প্রসঙ্গাশ্রম ৮।৯।১৪২

আমলাযোড়া-প্রসঙ্গাশ্রমে প্রভুপাদ ৮।১১। ১৭১, ১৯।২৯১

পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ (কানাই নাট-শালায়) ৮।১২।১৭৭

সাময়িক প্রসঙ্গ ৮।১৪।২২০, ১৫।২২৫, ২৬।৩৯৮, ৩১।৪৭৭, ৩৬।৫৪৭, ৪০। ৬২৪-৬২৫, ৪৪।৬৮৭, ৪৫।৭০১, ৪৬। ৭১৭ ; ৯।৯।১৭৪, ১৩।১৪২, ১৫।২৬৫, ২৪।৪১০, ৩০।৫০৫, ৩৫।৫৮১, ৩৯।৬৫৫, ৪০।৬৭২ ; ১০।১।১৩, ২।২৭, ৩।৩৩, ৩৬।৫০, ৫৫।৫৫৩, ৬৯।৬৫০, ৪০। ৬৩৪, ৪২।৬৫৩, ৪৪।৬৮৫ ; ১১।১।১১, ৭।২৭, ৮।১১৮, ১৫।২২৯, ১৯।২৯৩, ২৮।৪৪০, ৩৬।৪৭২ ; ১২।৪৪।৬৮৭ ; ১৫।৮।১১৩, ১০।১১৮, ১২।১৭৭, ১৩। ১৯৮ ; ১৪।৩।৩১, ৬।৯০, ৮।১২৪, ৪৪। ৬৬১

প্রচার-প্রসঙ্গ ৮।১৩।২২৪ ; ৯।১।১৯, ৩২। ৫৪১ ; ১১।৪০।৬৩৮ ; ১৩।১৭।২৬৫, ১৯।৩০০

লক্ষ্ণৌতে প্রভুপাদের কথিকথা ৮।১৫।২৪০, ১৭।২৭২ ('ইণ্ডিয়ান ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রে প্রকাশিত

রাজমহলে প্রভুপাদ ৮।১৭।২৬৮

পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ (মধ্যরাত্রি মুখে, তাপলপুরে, মধ্যাহ্নে) ৮।১৮ ২৭৭, ৩৪।৫২১, ৪৩।৬৯৮

শ্রীধাম-মায়াপুর ৯।৩১।১৮৭
শ্রীধর-স্বামী-প্রভৃতি ৮।৩১।৪৮২; ২।৮।১৮৭, ১।১।৭৮, ৪১।৮১০ ১২।৩৫।৫৪৮; ১৩।১৮।২৫৫ ; ১৪।৪৩।৬৭৩
শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভার অধিবেশন-বিবরণী ৮।৩২।৪৯০ ; ৯।৩০।৪১৯ ; ১০।৩৩।৪১৮ ; ১১।৩১।৫১৩ ; ১২।৩০।৪৪৩ ; ১৩।৩৩।৫১৯ ; ১৪।৩২।৪৮৯
নাম-ভজনরহস্যে প্রভুপাদ ৮।৩৩।৫১৩
নীলাচলের তীরে ৮।৩১।৯১২
নীলাচলে ৮।৪১।৬৩৯
নৃত্যোপে প্রভুপাদ ৮।৪২।৬৫৯
নৈমিষারণ্যে শ্রীল প্রভুপাদ ৮।৪৬।৭২৭
ন বর্ষের প্রচার-পঞ্জী ৯।১।১৬
নিখিল সমালোচনা ৯।৫।২৭, ২১।৩৭৩
নিত্যের গ্রাম ৯।৫।১০০
পথে-প্রান্তে শ্রীল প্রভুপাদ ৯।৫।১০৮, ৭।১৪১, ৭।১৪৪, ৮।১৬০
পুণার সংকীর্তন ৯।৫।১১৮
পুরীর সংবাদ ৯।৭।১৫৯
পুরীর্তন-সংকেত ৯।৭।১৪৯
শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রবেশ-মহামহোৎসব ৯।৯।১৭৭
পুণাধের প্রচার-পঞ্জী ৯।১০।১৮৬, ১২।২২৪ ; ১০।৩৪৪, ৪।৮০, ১১।১৭৩
পিপাসো পাদপীঠ-সদৃশ প্রতিষ্ঠান ও গৌড়মনোহভীষ্ট সংস্থাপন ৯।২০।৪০৩
প্রাণবল্লভপতি মহাশয়ের পত্র ৯।২৪।৫১৯
প্রোথ্যাত্মকীর্তন ৯।২৮।৫৬৭, ৩৩।৫৫৭, ৩৬।৫৯৫, ৫৮।৬০৬, ৪৪।৭২৩, ৪৫।৭৪২, ৪৮।৭৮৯
প্রচার-বার্তা ৯।৩৫।৫৯০
প্রিন্সিপ্স শৈলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ৯।৪০।৬৭২, ৫১।৬৭৫, ৫৫।৭৩৯, ৪৭।৭৫৩
প্রেমকেলি সংবাদ (উৎসবে যোগদান-প্রার্থনা) ৯।৫৩।৭২২
শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের পাট ৯।৫৭।৭৭৮
ভাবের সংবাদ ৯।৬৮।৮০১
শ্রীপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ (বাঙ্গলুর) ১০।২।২৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ১০।৮।১১৯
শ্রীগৌড়ীয়মঠে ডাঃ সেন ১০।৮।১২২
শ্রীগৌড়ীয়মঠে কার্যালয়-পর্যটক ১০।৮।১৫৪
সংকীর্তন-সংকেত ১০।৯।১০৪
কীর্তন-প্রসঙ্গ ১০।১৩।১৯৯
আচার্যানুগমনে (শ্রীকাশীধামে) ১০।১৩।২০৩
আচার্যানুগমনে (প্রয়াগ শ্রীনবগৌড়ীয়-মঠের মহামহোৎসব) ১০।১৫।২৩০
আচার্যানুগমনে (লক্ষ্ণৌ) ১০।১৭।২৪৭
চরন ১০।১৭।২৬৪
দিল্লীতে শুদ্ধভক্তি-প্রচার ১০।১৭।২৭১
শ্রীল ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু-বিরহস্মৃতিসভা ১০।১৮।২৮৫
শুকরতল-পথে শ্রীল প্রভুপাদ ১০।১৮।২৮৮
শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীল প্রভুপাদ ১০।১৯।২৯৩
পল্লীকিৎ-পারায়ণ-পীঠের পথে প্রভুপাদ (নৈমিষারণ্য লক্ষপাবতী-দেহলী-মজাকরনগর) ১০।২০।৩০৫
শ্রীধাম মায়াপুরে বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ১০।২০।৩১৮
চরন (ব্রহ্মদেশে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রচার) ১০।২৪।৩৭৯
শ্রীমন্দ্রগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও ভাবিমন্দির-ভিত্তি-সংস্থাপন-মহোৎসব ১০।২৬।৪০৩
মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরের ভিত্তি-খনক-সংস্থাপন ১০।২৮।৪৩৩
পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ (চিকাকোল, পুরুষোত্তম) ১০।৩১।৩১৯
পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ (সিংহাচলম্) ১০।৪০।৩৩২, ৪১।৩৪১
উত্তরাখণ্ড-শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ ১০।৪৩।৩৬৩
পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ (মধুমঙ্গিরি ১০।৪৪।৩৬০
তড়িদ্বার্তা (মহীশূরাধিপতির প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ) ১০।৪৫।৩৬৫
মহীশূরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ১০।৪৭।৩৬৩ ১১।৩।৪
পরিক্রমা-প্রসঙ্গ ১১।১২।১৮৮
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-সম্বন্ধে তারের সংবাদের অনুবাদ ১১।১৩।২০৫, ১৪।২২৮, ৯৫।২৪৫
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ১১।১৪।২১৬ ১৬।২৪৮, ১৯।৩০১, ৩৮।৪১৭, ৪০।৪৩৮, ৪২।৪৬৯, ৪৩।৪৭৬, ৪৪।৪৯৯ ৪৪।৫১৯ ; ১২।১।১৪, ৩।৪৪, ৫।৭৯ ৭।১১১, ৮।১৪৪, ১০।১৪৮, ১১।১৭০ ১৪।২২৩, ১৮।২৮৬, ১৯।২৯৫
শ্রীব্রজগৌড়ীয়মঠে ১১।১৩।২৫৫
ঢাকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ১১।২১।৩২৯ ২২।৪১, ৪৩।৬৩ ; ১৩।৩৫।৪৪৬ ৫৯।৬০৬,
শ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক ঢাকায় 'শিক্ষা-প্রদর্শনী' উদ্বোধন ১১।২১।৩৪৮
ঢাকা-প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ ১১।২৬।৪০১
ভাবের সংবাদ ১১।৩৪।৪৩৩
মুম্বাই-গৌড়ীয়মঠ-কার্যালয় ১১।৪০।৬৩৫
বোম্বাই-নগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ১১।৪১।৬৪১
বোম্বাই নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদ ১১।৪২।৬৪৩
বোম্বাইতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ১১।৫৮।৭৬১
কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব ১১।৫৮।৭৬৪
উৎসব-প্রসঙ্গ ১২।৩৪১

কুরুক্ষেত্রে গৌড়ীয়-প্রদর্শনী ১২।৩।৪৭
শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা ১২।৫।৭৬
প্রচার-বার্ত্তা ১২।৬।৯৫
বিবিধ-প্রসঙ্গ ১২।৮।১১৭, ৯।১০৯, ১০।১৫৪, ১৪।২১৮, ২১।৩৩৪, ৩২।৪১৯; ১৩।২২৬, ৩।৪৪, ৬।৯০, ৭।১০৯, ১১।১৭১ ১২।৩০২, ২০।৩১৭, ২২।৩৩৭, ২৭।৪০৬, ৩১।৪৮৮, ৩৪।৫৪১, ৪৭।৭২৭, ৪৭।৭৪৫, ৪৮।৭৮০; ১৪।১১১, ১২।১৮৮, ১৩।২০৫, ১৪।২৩৮, ১৬।২৪৪, ১৭।২৬৯, ১৮।২৮১, ১৯।৩০৪, ২১।৩৩২, ২২।৩৪৭, ২৭।৩৮৩ ৩২।৪০২; ১৪।৪৭।৭১০
পাটনায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন ১২।১৩।১৪৩
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ১২।১৭।২৬৪
লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ ১২।১৯।২১০
শ্রীধাম-মায়াপুরে ১২।৫০।৪৫৮
শ্রীল প্রভুপাদের চাঁচুড়া-পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে শুভবিজয় ১১।৩১।৪৭৩-৪৮৫
ছত্রভোগে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব ১২।২৪।৫২৮
পুরীর দিনপঞ্জী-সংক্ষেপ ১২।৪১।৬০২, ৪২।৬৫১, ৪৩।৬৬৬, ৪৮।৭৪৩, ৪৯।৭৬৭
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ১২।৪২।৬৫৫
আচার্য্যের অবদান ১২।৪৪।৬৭৭
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ ১৩।৮১৩, ৭।১০৯, ৮।১২২, ৯।১৪১, ১০।১৫৮
মথুরায় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ ও কার্ত্তিকব্রত ১৩।১২।১৮৪
শ্রীমথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ ১৩।১৪।২০৯, ১৩।২৪১
মথুরায় শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর গোপাল-দর্শন-স্থান ১৩।১৪।২২৮
শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি ১৩।১৭।২৫৭
শ্রীধাম-মায়াপুরে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ১৩।২৭।৩১২
শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস ১৩।৩০। ৪৬৫, ৪৭১
পরিক্রমা, নবদ্বীপ-প্রবেশোৎসব ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব ১৩।৩৪।৫১০
রেমুণী ও ক্ষীরচোরায় শ্রীল প্রভুপাদ ১৩।৩৫।৫৪৭
পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ ১৩।৩৬।৫৬৯, ৩৮।৫৯০
ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৩।৩৭।৫৮৩
গয়াধামে শ্রীল প্রভুপাদ ১৩।৩৭।৫৮৫, ৪২।৬৫৭
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ১৩।৩৮।৬০৫
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে "সিদ্ধান্ত-বৈভবী" ১৩।৩৯।৬১৮
গয়ায় শ্রীল প্রভুপাদ ১৩।৪২।৬৪৭
ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ১৩।৪০। ৬২২
দার্জ্জিলিং-শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ ১৩,৪৩। ৬৭০; ১৪।৪৮।৭২৪
দার্জ্জিলিংএ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ১৩।৪৩।৬৭৭
দার্জ্জিলিংএ হরিকথা-প্রসঙ্গ ১৩।৪৪।৬৮১, ৪৭।৭৪২; ১৪।৪৮।৭৮০
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক চতুর্দ্দশরূপ-মহোৎসবের প্রাক্তারিক সংবাদ ১৩।৩।৪৬
দুর্জ্জিলিঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ১৪।৭।১০৩, ৮।১১৯
সম্বর্দ্ধনা-সভা ১৪।৭।১০৯
সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের মথুরা-যাত্রা ১৪।১০।১৬৫
শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ ১৪।১১।১৭৫, ২২।৩৩৭, ২৩।৩৫৩
দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের উপদেশ ১৪।১১।১৮০, ১৪।২০৩, ১৬।২৪৮, ১৭।২৬৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠে ১৪।১৪।২৩০
শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের পঞ্চম বার্ষিকী তিথিপূজা ১৪।২১।৩৫৮
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ১৪।২৫।৩৫৮, ২৪।৩৭৪
প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী ১৪।২৩।৩৬৩
শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ ১৪।২৬।৩৯৫
শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ১৪।২৯।৪৪৩-৪৫৭
কলিকাতায় ভক্তিবিজয়-ভবনে প্রভুপাদ ১৪।৩৩।৫০৭
কটক-প্রসঙ্গ ১৪।৩৫।৫৪৫
শিবরামপুর-মঠ ১৪।৩৫।৫৪৬
পুরী-প্রসঙ্গ ১৪।৩৬।৫৫৫, ৩৭।৫৭৭
শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ ১৪.৩৮।৫৯৫, ৩৯।৬০৭, ৪১। ৬৩২, ৪২।৬৫১-৬৬৫, ৪৭।৭৩৭, ৪৮। ৭৪৭
আলালনাথ-প্রসঙ্গ ১৪।৪০।৬২৭
বালিয়াটিতে শ্রীল প্রভুপাদ ১৪।৪৪।৭০৫
ভক্তিবিনোদবিরহোৎসব ১৪।৪৬।৭২০
দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ ১৪।৪৯-৫০।৭৪৯
দার্জ্জিলিং-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৪।৪৯-৫০।৭৬০
শিলঙে শ্রীল প্রভুপাদ ১৪।৪৯-৫০।৭৬০

প্রভুপাদের পত্রাবলী

বস্ত্র-ব্যবসায়ের প্রতিবাদ ৮।২২।৩৪৫
প্রাকৃত নীতি ও কৃষ্ণ-প্রীতি ৮।২২ ৩৪৫-৩৪৯
৩। শাশ্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য ৯।৩।৫৮১

অনর্থযুক্ত ব্যক্তির স্বরূপবর্ণন ও প্রকৃত ভজন ১০।৩৪।৪৩২
শারীরিক ও মানসিক তাপে ভক্তের কর্ত্তব্য ১০।৩৭।৪৮৪
৬। জীবের গৃহব্রতবুদ্ধি ও আচার্য্যের উপদেশ ১০।৪০।৪৫৬
পত্রের শিরোদেশে ৺৺ বা নমস্কার লেখাই বিধেয়—বৈষ্ণবসেবা, জীবে-দয়া ও নাম-ভজনের মূলগত কর্ত্তব্য ১১।৩।৪৫
'কীর্ত্তন'-পত্র প্রকাশে আচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ ১১।৬।৯৪
১—১১। নিরন্তর হরিজনোপদেশ—চাতুর্মাস্যব্রতপালনবিধি, শ্রীগৌর-কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ ও শ্রীনাম-গ্রহণোপদেশ ১১।২৩।৩৭১
১২—১৩। শ্রীনামগ্রহণে রুচি হয় কি প্রকারে ? — চিৎকণত্ববোধ-সংস্কার ও লীলাস্মরণ ১১।২৭।৪০২
১৪—১৫। সাত্বত-শ্রাদ্ধবিধি—শ্রীবিগ্রহ-পূজা ও শ্রীবিগ্রহের স্বরূপ ১১।৩৪। ৫৬০
১৬—১৮। সদ্‌গৃহস্থের কর্ত্তব্য—সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত নামকীর্ত্তন—দীক্ষিত-কে অর্চ্চন ও ভজনোপদেশ ১২।৩৬। ৫৫২-৫৫৬
বিষ্ণবকোপাদনা ও শুদ্ধভক্তি ১২। ৫৫।৭০৮
গৃহী ও মঠবাসীর অর্থের ব্যবহার ১৪।১৭।২৬৭
শ্রীরূপানুগের চিত্তবৃত্তি ১৪।১৮। ২৮২
১২—২০। শ্রীগৌড়-কৃষ্ণতত্ত্ব ও ভজনো-পদেশ—দীক্ষিতকে অর্চ্চন ও ভজনো-পদেশ ১৪।২২।৩৪১
১৪—২৬। সংসারমুক্তির উপায়—অপ-রাধীর দুর্গতি ও সাধুর স্বভাব—কৃষ্ণনামগ্রহণোপদেশ ১৪।২২।৩৪২
২৭—৩০। সাধুসঙ্গে নামগ্রহণ—দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও ভক্তের কৃপা— ভগবৎ-পরীক্ষা—হরিকীর্ত্তনই মূল ১৪।২২।৩৪৩
৩১—৩৪। নামগ্রহণোপদেশ—পরচর্চ্চা পরিত্যাজ্য—সাধুসঙ্গে গৌরপদাঙ্কিত ভূমিতে বিচরণ—দুঃসঙ্গ কি কি ? ১৪।২২।৩৪৪
৩৫—৩৮। কৃষ্ণানুশীলন—কর্ম্মমিশ্রা বলাদ কেবলাভক্তি ১৪।২২।৩৪৫
৩৭—৪০। গৃহস্থমাত্রেরই অর্চ্চনে আদর ও অর্চ্চানুশীলনের আবশ্যকতা—বহির্ম্মুখের প্রথম উপেক্ষণীয়—স্বধ-র্ম্মিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরি-ত্যাজ্য। — ভক্তের আনন্দাশ্রুতে অভক্তের বিরক্তি ১৪।২২।৩৪৬-৩৪৭

প্রভুপাদের প্রতি অভিনন্দন

পুরুষোত্তমে প্রভুপাদ ৮।৪।৬৭, ৫৫।৭০১
আহলাবোড়া-প্রশ্রমে প্রভুপাদ ৮। ১১।১৭১
পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ (কানাই-নাটশালায়) ৮।১২।১৭৭
শ্রীব্যাসপূজাবাসরে প্রশস্তিপত্র (সংস্কৃত) ৮।২৮।৪৩৩
প্রশস্তিপত্রের অনুবাদ ৮।২৮।৪৩৪
ভক্তিকুসুমাঞ্জলিঃ (সংস্কৃত) ৮।২৮।৪৩৫
অভিনন্দন-পত্রম্ (সংস্কৃত) ৮।২৮।৪৩৬
অভিনন্দনপত্রের বঙ্গানুবাদ ৮।২৮।৪৩৭
দুর্ব্বাদল (পদ্য) ৮।২৮।৪৩৭
প্রশস্তিপ্রসূনাঞ্জলিঃ (পদ্য) ৮।২৮।৪৩৮
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (পদ্য) ৮।২৮।৪৪২
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (উৎকল ভাষায়) ৮। ২৮।৪৪৩
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (পদ্য) ৮।২৮।৪৪৪
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি ভাষায়)
৮।২৯।৪৪৫
শ্রীব্যাসপূর্ণোপচার (সংস্কৃত) ৮।২৯।৪৪৭
ঐ বঙ্গানুবাদ ৮।২৯।৪৪৮
প্রভুপাদের আচার-প্রচারের সংক্ষিপ্ত আবৃত্তি ৮।২৯।৪৫০
প্রশস্তিঃ ৯।৪।৯৬
প্রয়াগধামে শ্রীল প্রভুপাদ ৯।৭।১০৮
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ৯।২৬।৪৪০
বিবেক-কুসুমাঞ্জলি ৯।২৬।৪৪২
প্রসাদ-প্রার্থনা ৯।২২।৪৪৩
প্রশস্তি-প্রসূন ৯।২৬।৪৪৫
ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি (পদ্য) ৯।২৬।৪৪৬
দরিদ্রের দাবি (পদ্য) ৯।২৬।৪৪৭
ভক্তিকুসুমাঞ্জলিরিয়ম্ (সংস্কৃত) ৯।২৬।৪৪৯
ভক্ত্যর্ঘ্য (আসামী ভাষায় লিখিত) ৯।২৬। ৪৫০
ব্যাসপূজা ৯।২৭।৪৫১, ২৮।৪৮২
Advent Anniversary of Srila Prabhupad ৯।২৭।৪৫২
The fifty-seventh Advent Anniversary ৯।২৭।৪৫৪
মাদ্রাজে প্রভুপাদ ১০।২৩।৩৫৬
অভিনন্দন-পত্র (মাদ্রাজ গোপালপুরম্ হইতে প্রদত্ত) ১০।২৩।৩৫৬
বঙ্গদেশে প্রভুপাদের হরিকথা প্রচার ১০।২৪।৩৭৯
প্রাপ্ত-পত্র (অভিনন্দন-সংবাদ) ১০।২৭। ৪১২
চয়ন ১০।২৭।৪২০
মাদ্রাজ-সহরের কর্পোরেশন-কর্ত্তৃক অভি-নন্দন ১০।২৭।৪২০
অভিনন্দন-পত্র (মন্ত্রদেশের ইলোর নগর হইতে প্রদত্ত) ১০।২৯।৪৪০
শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অর্ঘ্য ১০।৩০।৪৬০

আরাধন-প্রীতি-কুসুমাঞ্জলি (পদ্য) ১০।৩০। ৪৬১
ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি (পদ্য) ১০।৩০।৪৭২
শ্রীশ্রীআচার্য্য-আরতি ১০।৩০।৪৭৭
ভক্তার্ঘ্য ১০।৩০।৪৮৫
প্রশ্নাঞ্জলি ১০।৩০।৪৮৭
ভক্তিপ্রীতি-কুসুমাঞ্জলি ১০।৩০।৪৯৮
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি ১০।৩০।৫০১ ; ১৪।৪৪।৭২৩
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি (আশামৌতাবাদ) ১০।৩০। ৫১০
প্রণিপাত-পুষ্পাঞ্জলি ১০।৩০।৫১০, ৩১।৪৭৪
দীনের অর্ঘ্য ১০।৩১।৪৩২
আন্ধ্রদেশবাসীর পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন ১০।৩৯।৪৬০
অভিনন্দন-পত্র (মুন্সীগঞ্জের জনসাধারণের পক্ষ হইতে) ১১।২১।৩৩১
আচার্য্য-পরিচয় ১১।২৯।৪৪১
দীনের অঞ্জলি (পদ্য) ১১।২৯।৪৭০
ভক্তার্ঘ্য ১১।৩০।৪৭২
শ্রীল প্রভুপাদের চাঁচুড়ী-পুরুলিয়া-গ্রামে শুভবিজয় ১২।৩১।৪৭৩
চাঁচুড়ী-পুরুলিয়া-গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত অভিনন্দন ১২।৩১।৪৭৪
অভিনন্দন (হরতোগ-গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত) ১২।৩৫।৫৩৯
গুরুদেব-স্তোত্রম্ ১৩।২১।৩০৪
আচার্য্যের কৃপানুগ ভক্তজন-বিরহজন-কৃপা-বৈশিষ্ট্য-কুসুমস্তবক ১৩।২৯।৪৪২
শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি ১৩।৩০।৪৭৫
শ্রীব্যাসপূজার পুষ্পাঞ্জলি ১৩।৩২।৪৯৭, ৫০০ ও ৫০৯
মেদুলীতে ও কলাবরায় শ্রীল প্রভুপাদ ১৩।৩৫।৫৪৭-৫৫০
ঢাকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ১৩।৩৫।৫৫৬
মেদুলী-গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন ১৩।৩৬।৫৫৮
শ্রদ্ধাঞ্জলি (কলাবরা গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে প্রদত্ত) ১৩।৩৭।৫৫৯
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি (কলাবরা উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত ১৩।৩৯।৫৬০
অভিনন্দন (ঢাকা নগরীতে শুভাগমনোপলক্ষে) ১৩।৩৯।৫৬১-৫৬৩
ভক্তার্ঘ্য (যাদবপৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ-প্রদত্ত) ১৩।৩৯।৫৬৩
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে) ১৩।৩৯।৫৬৫
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি (জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ-প্রদত্ত) ১৩।৩৯।৫৬৬
শুভস্বাগত (ময়মনসিংহের স্থানীয় ভক্তগণ-প্রদত্ত) ১৩।৩৯।৫৬৭
অভিনন্দন-পত্র (ময়মনসিংহের জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত) ১৩।৩৯।৫৬৮
পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ ১৩।৩৯।৫৬৯
নারায়ণগঞ্জে সম্বর্দ্ধনা ১৩।৩৭।৫৭৪
ময়মনসিংহে শ্রীল প্রভুপাদ ১৩।৩৮।৫৯৭
সরভোগ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৪।৩২।৫০২
শ্রীল প্রভুপাদের আসাম-সরভোগে শুভবিজয়োপলক্ষে স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র ১১।৩৩।৫১১
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি (বালিঘাটি-শ্রীগৌরাঙ্গ-গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের শুভবিজয়োপলক্ষে) ১৪।৪৪।৬৮৯
অভিনন্দন-পত্র (বালিঘাটিতে প্রভুপাদের শুভাগমনোপলক্ষে) ১৪।৪৪।৬৯০
আত্মনিবেদন (প্রভুপাদের বালিঘাটি-শুভাগমনে) ১৪।৪৪।৬৯২
বালিঘাটিতে শ্রীল প্রভুপাদ ১৪।৪৫।৭০২

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(১) বৃন্দাবনের যানচ-নির্ব্বাসন ৮।২।১৮ (স্থান— কলিকাতা এলবার্টহল, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৩৬)
(২) শ্রীপুরুষোত্তমে হরিকথার অভাব কেন? ৮৮।১১৯ (স্থান — শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩৬)
(৩) গৌড়ীয়-ধর্ম্ম ৮।৩।১৩৮, ১০। ১৪৮, ১১।১৭৫, ৪১।৬৪৯, ৪২।৬৬৬, ৪৫।৬৬১, ৪৪।৬৯৭, ৪৯।৭৭৬ ; ১১। ৪০।৬৩০, ৬৮।৭৪৭ ; ১২।৬৯২, ৭।১০৮ (স্থান — কলিকাতা এলবার্টহল, ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৬)
(৪) শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন-প্রসঙ্গ ৮।১৩।১৪৬ (স্থান — পুরুষোত্তম — শ্রীজগন্নাথ-ভক্তির-প্রাঙ্গণ, ৫ই বৈশাখ, ১৩৩৬)
(৫) হনুমানের লঙ্কা-দাহনের কারণ ৮।১১।১৭২, ১৪।২২১ (স্থান — আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রম, ১২ই আশ্বিন, ১৩৩৬)
(৬) গৌরলীলা-কাহিনী ৮।১২।১৮০ (স্থান—কানাইনাটশালা — ২৭শে আশ্বিন, ১৩৩৬)
(৭) আরোহ ও অবরোহবাদ ৮।১৭।২৫৯
(৮) শ্রীচৈতন্যদেব-তত্ত্ব ৮।১৭।২৬৫ (স্থান—রাজমহল, ২৭শে আশ্বিন, ১৩৩৬
(৯) কর্ম্মী ও ভক্তের বিচার, শ্রীগৌর-কিশোর-চরিত্র ও শ্রীমধুসূদন-প্রসঙ্গ ৮।১৮।২৮১-২৮৮ (স্থান—মধুবনের শ্রীমধুসূদন-মন্দির প্রাঙ্গণ, ২৯শে আশ্বিন ১৩৩৬
(১০) শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রশস্তিজ্ঞাপন ৮।২৯।৪৪ (স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ৩রা ফাল্গুন ১৩৩৬

প্রকৃত ভক্তবাৎসল্য ও প্রাকৃত সহজিয়াগণের চরিত্র ৮।৩৩।১১৮
(স্থান — শ্রীযোগাদ্যাক্ষেত্র, ৭ই চৈত্র, ১৩৩৬)
(১১) শ্রীনামপ্রচারিণীসভার শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ ৮।৩৩।১০৯
শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরিত্র-প্রসঙ্গ ৮।৩৩।১১৪
(স্থান—চাঁদপাড়াট, শ্রীগৌরপার্ষদগণের সংস্থা, ১ই চৈত্র, ১৩৩৬)
১৪) তথাকথিত বোষ্টম ও শুদ্ধবৈষ্ণবের পার্থক্য ৮।৩৩।১৪৭
স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৮ই বৈশাখ, ১৩৩৭)
শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্য ৮।৩৪।৬১৪
(স্থান — শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের সীমা, ১০ই চৈত্র, ১৩৩৬)
১৬) শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৮।৪১।৬৪০
(স্থান — বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৫ই চৈত্র, ১৩৩৭)
প্রস্তাবিত-প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ ৮।৪৪। ৬৬৮
(স্থান — বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৩১শে চৈত্র, ১৩৩৬)
১৮) ভগবদুপাসনারাজ্যের তারতম্য-বিচার ৮।৩৪।৭৫৫
(স্থান—কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৭)
১) অহিংসনীতি ৯।৫।১৮
(স্থান—অবসর প্রাপ্ত সেসন জজ্ বাবু মনোমোহন সান্যাল মহাশয়ের এলাহাবাদের জর্জটাউন এবং কোর্ট-রোডস্থ ভবন, ৬ই ভাদ্র, ১৩৩৭)
২) স্বকীয় ও পারকীয়বাদ, মনো-নিগ্রহের উপায় ও ত্যাগ ৯। ৫।১৩২-১১০
(স্থান—শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্যাল মহাশয়ের এলাহাবাদের কোর্টরোডস্থ ভবন, ৪ই ভাদ্র, ১৩৩৭)
(২১) ভগবানের পাদপদ্ম-প্রাপ্তির উপায়, ভোগ-ত্যাগ ও ভক্তি ৯।৬।১২২-১২৪
(স্থান—ঐ, ৯ই ভাদ্র, ১৩৩৭)
(২২) প্রচার-কৌশল, সহজে ভগবান্‌কে প্রাপ্তির উপায় ৯।৭।১৪৪-১৪৬
(স্থান—ঐ, ১০ই ভাদ্র, ১৩৩৭)
(২৩) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র-প্রসঙ্গ ৯।৭।১৪৯-১৫০
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৩০শে ভাদ্র, ১৩৩৭)
(২৪) "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের ব্যাখ্যা ৯।৮।১৬০-১৬২
(স্থান—শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় মহাশয়ের এলাহাবাদের ভবন, ১১ই ভাদ্র, ১৩৩৭)
(২৫) 'প্রয়াগ'-শব্দের ব্যাখ্যা, 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ (স্থান—ঐ) ৯।৮।১৬৩
(২৬) শ্রীগৌরসুন্দরের ধাম ৯।১০।১৮৫-১৮৮
(স্থান — শ্রীগৌড়ীয়মঠের নারায়ণ-নাট্যমন্দির, ২১শে আশ্বিন, ১৩৩৭)
(২৭) যন্ত্র ও মহাযন্ত্র, পরমার্থ, ব্রহ্মাণ্ড-সন্ধান ৯।১১।২০৩-২০৮
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৭)
(২৮) পারমার্থিক সম্মিলনীতে প্রভুপাদের দ্বিতীয় দিনের অভিভাষণের চুম্বক [১-২] ৯।১২।৪১১, ১৯।৩৪১
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৭)
(২৯) শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-মহোৎসব ৯।১৩।২৩৩, ১৫।১৭৩
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৭)
(৩০) পারমার্থিক সম্মিলনীতে প্রভুপাদের তৃতীয় দিবসের অভিভাষণ ৯।২২।৩৭৭
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩৭)
(৩১) অভিনন্দন প্রদানের প্রত্যুত্তর ৯।২৭।৪৪৪
(স্থান — শ্রীধাম-মায়াপুর, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১)
(৩২) শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রস্তাবিতাষণ ৯।২৮।৪৭৪
(স্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, ২৪শে মাঘ, ১৩৩৭)
(৩৩) শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ৯।৩০।৪০৬
(স্থান — শ্রীধাম-মায়াপুর, ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৭)
(৩৪) শ্রীনামপ্রচারিণী সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ ৯।৩২।৪৩১
(স্থান — শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠ, ২১শে ফাল্গুন, ১৩৩৭)
(৩৫) পারমার্থিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ৯।৩৪। ৪৭৪-৪৭৩
(স্থান — শ্রীধাম-মায়াপুর ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা, ২০শে চৈত্র, ১৩৩৭)
(৩৬) পারমার্থিক গৃহস্থের গৃহ-প্রবেশ ৯।৩৪।৪৮১-৪৮৩
(স্থান — কলিকাতা, নিত্যগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ভবন, ২৭শে চৈত্র, ১৩৩৭)
(৩৭) পারমার্থিক সম্মিলনীতে প্রভুপাদের চতুর্থ দিবসের অভিভাষণের চুম্বক [১-২] ৯।৩৩।৬৪৩, ৪৩।১৩
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩৭)

(৩৮) শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতা ৯।৪০।৬৫৯
(স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ২৫শে মাঘ, ১৩৩৭)

(৩৯) শ্রীহরিনাম কি? ২।৪০।৬৭২
(স্থান—দার্জিলিং-শৈল, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

(৪০) বিশ্ব-সৃষ্টি-তত্ত্ব ৯।৪১।৬৭৬
(স্থান—দার্জিলিং-শৈল, ২১শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

(৪১) চরিকথা-প্রসঙ্গ—প্রত্যেক জীবের অবস্থান ও বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া ৯।৪৩।৭০৭-৭১২
(স্থান—দার্জিলিং শৈল—লাউইস্ জুবিলি স্যানিটেরিয়াম্, ২২শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

(৪২) হরিকথা-প্রসঙ্গ ৯।৪৪।৭৩৯, ৪৩। ৭৪৫
(স্থান—দার্জিলিং শৈল — লাউইস্ জুবিলি স্যানিটেরিয়াম, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

(৪৩) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ৯।৪৯।৭৭১
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১লা আষাঢ়, ১৩৩৮)

(৪৪) শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট-প্রবেশোৎসব ৯।৪৯।৮১১
(স্থান—শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট চাকদহ, ১৩ই আষাঢ়, ১৩৩৮)

(৪৫) শ্রীজগন্নাথ-দর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "সর্ববেদান্তসারং" শ্লোকের ব্যাখ্যা ১০।১।১৩-১৪
(স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ১০ই শ্রাবণ ১৩৩৮)

৪৬) বক্তৃতা কর্ণফল ১০।৮।১১৮-১১৯
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১২শে ভাদ্র, ১৩৩৮)

(৪৭) শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা ১০।১১।১১৩
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ২৪। আশ্বিন, ১৩৩৮)

(৪৮) শ্রীশ্রীবলদেব-প্রকটোৎসবোপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা ১০।১৪।২১৯
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১১ই ভাদ্র, ১৩৩৮)

(৪৯) শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর বিরহস্মৃতি ১০।১৮।২৮০
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮)

(৫০) শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত ১০।২০।৩১১
(স্থান — মজঃফরনগর, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৩১)

অভিনন্দনের প্রত্যভিভাষণ ১০। ২৩।৩৪৭
(স্থান—গোপালপুরম্, মাদ্রাজ, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৩২)

(৫১) জ্ঞান-লাভের চেষ্টা ১০।২৪।৫৮৫
(স্থান — অগস্ত্য তিলা, দার্জিলিং, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

(৫৩) মহাপ্রভুর আগমনের বিশেষ কারণ কি? ১০।২৬।৩৯৫
(স্থান — দার্জিলিং, অগস্ত্যতিলা, ৪।শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

(৫৪) শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ১০।২৭।৪১১-৪১৬, ২৮।৪২৭-৪৩২
(স্থান — মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৩২)

(৫৫) অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর ১০।২৭।৪২৪
(স্থান—মাদ্রাজের সিটি কর্পোরেশন 'রিপণ বিল্ডিং', ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৩২)

অভিনন্দনের প্রত্যভিভাষণ ১০। ৪৯।৪৪১
(স্থান — মাদ্রাজের ইলোরনগর, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩২)

(৫৭) ব্যাসপূজোপলক্ষে প্রভুপাদের অভি-ভাষণ (মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত) ১০। ৩১।৪৮৪
(স্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৮)

(৫৮) শ্রীধর্মপ্রচারিণী সভায় প্রভুপাদের অভিভাষণ ১০।৩৩।৪২০
(স্থান— শ্রীধাম-মায়াপুর, ৮ই চৈত্র, ১৩৩৮)

(৫৯) শ্রীধর্মপ্রচারিণী সভায় প্রভুপাদের অভিভাষণ ১০।৩৫।৪৪১
(স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ১০ই চৈত্র, ১৩৩৮)

'ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষি-জনে'-বাক্যের ব্যাখ্যা ১০।৩৬।৪৫৭
(স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ১০ই এপ্রিল, ১৯৩২)

(৬১) ইলোরস্থিত 'ভাগবত প্রার্থনা-সমাজ' হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে অভিভাষণ ১০।৩৯।৫০২
(স্থান — ইলোর, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২)

(৬২) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের পারিভোষিকবিতরণী সভায় অভি-ভাষণ ১০।৩৯।৬১৫
(স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ৩রা এপ্রিল ১৯৩২)

(৬৩) হরিভজন ১০।৪১।৬৪৮
(স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ১৩ই মার্চ, ১৯৩২)

(৬৪) পারমার্থিক সম্মিলনীতে প্রভুপাদের

১চুর্থ বিবসের অভিভাষণ (অভিধেয়-প্রসঙ্গে) ১০।৪২।৬৪৭ ৪৩।৬৮০
(স্থান—গৌড়ীয়মঠ, ১১ই কার্ত্তিক, ১৩৩৭)

৪) শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম ১১।৪।৭৬-৭৭
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১৬ই আগষ্ট, ১৯৩২)

৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ১১।৬।৮৭
(স্থান—মহীশূর, ১২শে জুন, ১৯৩২)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার, Absolute relative শব্দের ব্যাখ্যা ১১।৭।৯৮-১০১
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩২)

১) শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ-ক্রম ও বেদে নামের অধিষ্ঠান ১১।৭।১০১
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৬ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩২)

১) জীবের একান্ত কর্ত্তব্য কি ? ১১।১৩।১০৫
(স্থান—পুরী, শ্রীরাধানন্দগৌড়ীয়-মঠ, ৪ঠা জুলাই, ১৯৩২)

১) "শ্রীমদ্ভাগবতে, ফলকেলি যে যে স্থানে" এই পদের ব্যাখ্যা ১১।১৪।২১৮, ১৬।২৪৮, ১৯।৩০২
(স্থান—চ্যাম্পিয়ার পার্কের নিকটবর্ত্তী "বলদেববিলাস"-ভবন, ৮ই অক্টোবর, ১৯৩২)

তারকব্রহ্মনামের তাৎপর্য্য ও শুদ্ধনাম-কীর্ত্তন ১১।২২।৩৪২
(স্থান—চাকা, টীকাটুলী, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩২)

২) প্রদর্শকের অভিভাষণ ১১।২৩।৩৬১
(স্থান—চাকা পুরাণপল্টনের মাঠ, ২২শে পৌষ, ১৩৩৯)

(৭৩) আচার্য্যের বাণী—"যেষাং স এষ"—এই ভাগবতীয় শ্লোক ব্যাখ্যা ১১।২৭।৪২৩
(স্থান—চাকা, প্রদর্শনী-কার্য্যালয়, ১৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩২)

(৭৪) শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ ১১।৩০।৪৭৪
(স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৯)

(৭৫) আমার কথা ১১।৩১।৪০৫
(স্থান—গৌড়ীয়মঠ, ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৩)

(৭৬) নবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ ১১।৩৬।৪৬১
(স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৩৯)

(৭৭) নবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে প্রভুপাদের অভিভাষণ ১১।৩৯।৪৩৯, ৪১।৪৪১
(স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩৯)

(৭৮) প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ ১১।৪২।৬৫৭-৬৬০
(স্থান—বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠ, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪০)

(৭৯) চরিত্তজন-বিষয়ে উপদেশ ১১।৪৩।৬৭৩
টীকাটুলি, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩২)

(৮০) নির্ব্বিশেষ-মত ও শুদ্ধভক্তি ১১।৪৪।৬৮৯
(স্থান—বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ, ৩১শে বৈশাখ, ১৩৪০)

(৮১) সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বালোচনা ১১।৪৫।৭১৪
(স্থান—কৃষ্ণনগর টাউনহল, ৮ই আষাঢ়, ১৩৪০)

(৮২) শুদ্ধভক্তি ১১।৪৯।৭৭৪, ৫০।৭৮৮
(স্থান—কৃষ্ণনগর টাউনহল, ২৯। আষাঢ়, ১৩৪০)

(৮৩) শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য ১২।৪।৪৯
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪০)

(৮৪) অস্পৃশ্যতা-আন্দোলন ১২।১০।১৫৬
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৮ই নভেম্বর, ১৯৩৩)

(৮৫) শারীরিক ক্লেশে ভগবদনুশীলন কি সম্ভব ? ১২।১১।১৬৮
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৩)

(৮৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে নিয়মসেবা ১২।১১।১৬৯
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৩)

(৮৭) গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সখীস্থলীতে যান কি ? ১২।১৪।২২৩
(স্থান—শ্রীরাধা-ললিতাকুণ্ডের নিকট, ২৯শে আশ্বিন, ১৩৩৯)

(৮৮) সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন ১২।১৪।২২৪, ১৮।২৮৬-২৮৮, ১৯।২৯৫-২৯৬
(স্থান—শ্রীরাধা-ললিতাকুণ্ডের তট, ২২শে আশ্বিন, ১৩৩৯)

(৮৯) জীবের নিত্যমঙ্গল লাভের উপায় ১২।১৩।৪৬৩
(স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ১৭ই ফাল্গুন ১৩৪০)

(৯০) অভিনন্দনের প্রত্যভিভাষণ ১২।১৩।৪৭৬
(স্থান—চাকুড়ী পুকুলিয়া, ৪২শে ফাল্গুন, ১৩৪০)

(৯১) শ্রীধামপ্রচারিণীসভায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ ১২।১৪।৫২৬
(স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪০)

(৯৫) অভিনন্দনের প্রত্যাভিভাষণ ১২।৩১।৪০
(স্থান—রঙ্গভোগ, ১৯শে চৈত্র ১৩৪০)
(৯৬) আলালনাথ ১২।৪১।৬৪৩, ৪২।৬৫১
(স্থান—শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, ১৮ই মে, ১৯৩৪)
(৯৪) শ্রবণ-কীর্ত্তন, শ্রীগুরুপদেশ ১২।৪২।৬৫৫
(স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৩৪)
(৯৪) নামতত্ত্ব ১২।৪৮।৭৪৩
(স্থান—শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, ২৯শে মে, ১৯৩৪)
(৯৯) ভাগবত-আলোচনা ১২।৪৮।৭৪৬
(স্থান—শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, ১লা জুন, ১৯৩৪)
(৯৭) ভাগবত-ধর্ম্ম ১৩।৭।১১১
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ২২শে ভাদ্র, ১৩৪১)
(৯৮) ভাগবতের বিচার ১৩।৮।১১৪-১১৬
(স্থান—কলিকাতা খিয়েটার রোডস্থ ৪১ নং ভবন, ২২শে ভাদ্র, ১৩৪১)
(৯৯) শ্রীরাধার সেবা-পরাকাষ্ঠা ১৩।৮।১১৬-১১৮
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৩০শে ভাদ্র, ১৩৪১)
১০০) কার্ত্তিকব্রতবিধি ও মথুরাবাসের বৈশিষ্ট্য ১৩।১২।১৮৬-১৯১
(স্থান—মথুরা ভ্যাম্‌পিয়ার পার্কের অন্তর্গত 'গঙ্গাভবন', ২৬শে আশ্বিন, ১৩৪১)
১০১) মাধ্যাহ্নিক-লীলায় স্বধাপূজার বৈশিষ্ট্য ১৩।১৩।২৪১
(স্থান—মথুরা ভ্যাম্‌পিয়ার পার্কের অন্তর্গত গঙ্গাভবন, ২১শে অক্টোবর, ১৯৩৪)
(১০২) সংসার পরিত্যাগ ও অষ্টকাল লীলাস্মরণ, একাদশীর উপবাস-বিধি ১৩।২২।৩৩৭-৩৩৯
(স্থান—কলিকাতা খিয়েটার রোড, ১৩ই পৌষ, ১৩৪১)
(১০৩) শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে প্রভুপাদের বক্তৃতা ১৩।৩০।৪৬৮
(স্থান—শ্রীপুরুষোত্তমমঠ, চটক পর্ব্বত, ১১ই ফাল্গুন, ১৩৪১)
(১০৪) শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে প্রভুপাদের অভিভাষণ ১৩।৩০।৪৭২-৪৭৫
(স্থান—শ্রীপুরুষোত্তমমঠ, চটক পর্ব্বত, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৪১)
(১০৫) শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার প্রভুপাদের অভিভাষণ ১৩।৩৪।৫৩১; ১৪।৩২।৪৯০
(স্থান—শ্রীধামমায়াপুর-যোগপীঠের শ্রীমন্দির, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪১)
(১০৬) আত্মমঙ্গলোপদেশ ১৩.৩৪।৫৫৪
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, ১৭ই চৈত্র, ১৩৪১)
(১০৭) অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে প্রত্যভিভাষণ ১৩।৩৬।৫৭২
(স্থান—ঢাকা, নারিন্দা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের ভূমির সংলগ্ন স্থান—২৪শে চৈত্র, ১৩৪১ পূর্ব্বাহ্ণ)
(১০৮) অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে বক্তৃতা ১৩।৩৭।৫৭৪
(স্থান—নারায়ণ-গঞ্জ 'বাণীভবন', ২৫শে চৈত্র, ১৩৪১ অপরাহ্ণ)
(১০৯) নীতি ও ভগবদ্ভক্তি ১৩।৪০।৬২২-৬২৯
(ঢাকা পুরাণপল্টন—শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ মহাশয়ের ভবন, ২৬শে চৈত্র, ১৩৪১)
(১১০) অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে অভিভাষণ ১৩৪১।৬৪২
(স্থান—ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠের প্রাঙ্গণ, ২৯শে চৈত্র, ১৩৪১)
প্রকৃত শান্তিলাভের উপদেশ ১৩।৪৩।৬৭২
(স্থান—দার্জ্জিলিং 'আরমাডেল্' ভবন, ১লা জুন, ১৯৩৪)
(১১২) শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা ১৪।৩৪২, ৪।৪৯, ৪।৬৪, ৭০, ৭।৮১, ৭।৯৭, ৮।১১০, ৯।১২৯, ১০।১৪৫, ১২।১৭৭, ১৩।১৯৩, ১৪।২০১, ১৪।২২৪, ১৬।২৪১, ১৭।২৫৭, ১৮।২৭৩
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ১৪।১।৩৫ হইতে ১৭।১।৩৫ পর্য্যন্ত)
(১১৩) আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের বৈকুণ্ঠতত্ত্ব সম্বন্ধে মতামত ১৪।৭।১৩৩
(স্থান—দার্জ্জিলিং 'আরমাডেল'-ভবন, ৯ই জুন ১৯৩৪)
ভগবদনুশীলন-বিষয়ে উপদেশ ১৪।১১।১৭০
(স্থান—দিল্লী-গৌড়ীয়মঠ, ২৪। অক্টোবর, ১৯৩৪)
শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ ১৪।২১।৩২৩
(স্থান—গৌড়ীয়মঠ, ৭ই পৌষ, ১৩৪২)
(১১৬) শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ-সমাপ্তি-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তির তাৎপর্য্য ১৪।২০।৩১৭
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫)
(১১৭) "বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ব্যাখ্যা ১৪।২০।৩১৮
(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫
(১১৮) শ্রুতির ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণ ১৪।২২।৩৩৮

(স্থান—শ্রীরাধাকুণ্ড, ২ই অক্টোবর ১৩৩৪, পূর্বাহ্ণ

১১১) শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা ১৪।২৩।৫৫৩

(স্থান—শ্রীরাধাকুণ্ড, ২ই অক্টোবর, ১৯৩৪, অপরাহ্ণ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা ১৪।২৩।৩৪৬

(স্থান—শ্রীরাধাকুণ্ড ২ই অক্টোবর, ১৯৩৪, সন্ধ্যার পর)

১১) শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার ১৪।২৩।৩৫৮

(স্থান—কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৫)

১২) শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটনোপলক্ষে অভিভাষণ ১৪।২৩।৩৬৪

(স্থান—শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ, প্রয়াগ, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৬)

মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য ১৪।২৪।৩৭৪

(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, ৫ই আগষ্ট, ১৯৩৫)

১৪) প্রতি-ব্যাখ্যা ১৪।২৬।৩৯৪

(স্থান—শ্রীরাধাকুণ্ড—১০ই অক্টোবর, ১৯৩৫, প্রাতঃ)

১৫) শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তভাগবত ১৪। ২৬।৩৯৮

(স্থান—শ্রীরাধাকুণ্ড—১০ই অক্টোবর, ১৯৩৫, অপরাহ্ণ)

১৬) শ্রীব্যাসপূজা ১৪।২৯।৪৪৪

(স্থান—শ্রীব্যাসভজন, শ্রীমায়াপুর, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬)

২৭) শ্রীস্বরূপ-কৃপানুগতা ও সাধুসঙ্গ-মহিমা ১৪।২৯।৪৪৪

(স্থান—শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬)

'প্রেয়ঃ' ও 'শ্রেয়ঃ' বিচার ১৪।২৯।৪৪৬

(স্থান—শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬)

(১২৯) শ্রীব্যাসপূজায় সাধারণ সভায় প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ ১৪।২৯।৪৫৪

(স্থান — শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬)

(১৩০) পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ ১৪।৩৭।৫৭১

(স্থান — শ্রীপুরুষোত্তমমঠ, ১১ই এপ্রিল , ১৯৩৬)

(১৩১) শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ১৪। ৩৮।৫৯০

(স্থান—শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ, ৩রা মাঘ, ১৩৪২)

(১৩২) প্রভুপাদের অভিভাষণ (অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে) ১৪.৪৫।৭০২

(স্থান—শ্রীগৌরাঙ্গমঠ, বালিঘাটি, ২ই জুন, ১৯৩৬)

(১৩৩) শ্রীবিগ্রহপ্রকাশের আবশ্যকতা ১৪।৪৫।৭০৫

(স্থান—শ্রীগৌরাঙ্গমঠ, বালিঘাটি, ১০ই জুন, ১৯৩৬)

(১৩৪) শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ ১৪।৪৫।৭০৬-৭০৯

(স্থান—বালিঘাটির জমিদার স্বর্গীয় রেবতীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনের বিতলস্থ মন্দির, ১১ই জুন, ১৯৩৬)

(১৩৫) প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ ১৪। ৪৫।৭১০-৭১১

(স্থান—শ্রীগুরুযোগেশ্বর-মঠ—১১ই ও ১৩ই মে, ১৯৩৬)

(১৩৬) প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ ১৪। ৪৬।৭২১-৭২৩

(স্থান—গোদ্রুম শ্রীবামনস্থন্দরকুঞ্জ, ১৯শে জুন, ১৯৩৬)

প্রভুপাদের অলিখিত প্রবন্ধাবলী

পরমার্থের স্বরূপ	৮।২২।৩৪২
শ্রীগৌরাঙ্গ	৯।৩২।৪৩৬
নিত্য-ভাস্কর	১০।৯।১২৯
অজ্ঞ ও বিজ্ঞের নর্ম্মকথা	১০।১৩।১৩৭
কনকুঁচোর বিচার	১০।৩৪।৫২৯
একাদশ-প্রারম্ভিকা	১১।১।১
আমার কথা	১১।৩২।৫০৫
ভক্তভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা	১১।৩৮।৫৩৮
"কৃষ্ণে মতিরস্তু"	১১।৪৭।৭৪৬
শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ	১২।১।১
স্ব-পর-মঙ্গল	১৩।১।১
সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ	১৩।২।১৭
বৈকুণ্ঠ ও তদ্দাস্যত জগৎ	১৩।৪।৬৫
শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	১৩।১০।১৪৫
নব বর্ষ	১৪।১।১
'বড় আমি' ও 'ভাল আমি'	১৪।২৬।৩৯৩
তর্পণ	১৪।২৭।৪০৯
বাস্তব বস্তু	১৪।৩৮।৪৮৫

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসবের

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিফোন নং ৪১১৪ (বড়বাজার)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
১৬এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১০ হৃষীকেশ, ২৮শে শ্রাবণ (১৩৪৩)
১৩ই আগষ্ট (১৯৩৬)

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৩১শে ভাদ্র ১৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার হইতে ১৪ই আশ্বিন ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য পঞ্চাহিক কালব্যাপী শ্রীভগবান ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। পর পৃষ্ঠায় মহোৎসব-পঞ্জী সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল (এম, এ)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ

উৎসব-পঞ্জী

সোমবার	৫ই আশ্বিন	সেপ্টেম্বর	শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতা-দেবীর আবির্ভাব।
বুধবার	৭ই	২৩শে	শ্রীললিতা-সপ্তমী।
বৃহস্পতিবার	৮ই	২৪শে	শ্রীরাধাষ্টমী।
রবিবার	১১ই	২৭শে	শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রবণা বিদ্ধা শৃঙ্খলা দ্বাদশী-ব্রত ও উপবাস।
মঙ্গলবার			শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব (সাধারণ মহামহোৎসব)
			শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অভিধান।
বুধবার			শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব (সমাপ্তি)

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

উষঃকালে	মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়কীর্ত্তন।
প্রাতে	দ্বাদশাধ্যায়িশ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।
পূর্ব্বাহ্নে	নগরকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে	ভোগারাত্রিক।
অপরাহ্নে	হরিকথালোচনা ও সদাচার-শিক্ষা
সন্ধ্যায়	সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা।
প্রদোষে	কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।

☞ দৈবানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

জীবনচরিত

অষ্ট কবিরাজ ও ছয় চক্রবর্ত্তী ১৩।৬৮৩
কৃষ্ণদাস ৯।৪২।৮০৩
কৃষ্ণদাস রাজপুত ১০।১।৫
খড়দাহিয়া বেটা ১১।৩।৩৩
গদাধাতা ৮।৪।৪৯
গুরু-সেবক কুরেশ ১০।৪।৫৩
জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ৮।৩১।৪৯০ ; ৯।২।৪০, ১৩।২৮১, ১৯।৩২৯ ; ১০।১৮।২৭৩ ; ১২।১৪।২২৫-২৩৯ ; ১৩।১৮।২৭৩-২৮৮
জগন্নাথ দাস (অতিবাড়ী) ৮।১১।১৩১, ১২।১৮৫
জগন্নাথদাস (কাঠকাটা) ৮।২০।৩১৫
জয়গোপাল ৮।১।১৪
বড়ু ঠাকুর ১১।৪।৭৩
নারায়ণী ১৩।৩।৩৩
নিব-ভাস্কর ১০।৯।১২১
পণ্ডিত গদাধর ও শ্রীল দাস গদাধর ১২।৪৪।১৭৯, ৪৫।৬২৬
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ৯।০।৪, ২।৩৪
বৈদ্যনাথ ডঙ্গ ১২।৭।৮৪, ৭।১০৫
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৮।৬।৮১, ৯০, ৭।৯৮ ; ৯।৪৭.৭৮৫ ; ১০।১০।১৪৯, ১৪।২১৫, ১৯।৩০০, ২২।৩৪১, ৩৮।৪৯৫, ৪১।৬৪০ ; ১৪।১৭।২১৮
মুরিবাহন ১০।৪৮।৭৪৯
রসিকানন্দ দেব ৮।২।২০, ৪।৮৫, ৮।১১৬, ৯।১৩৭, ১২।২৩৩, ১৯।২৪৩, ২২।৩৪৬, ৪৪।৩৭২, ৩৩।৫১৯, ৩৯।৬১৬, ৪৩।৬১৭, ৪৫।৭০৬, ৪৬।৭৩০ ; ৯।৩৬৩, ৪।৯০, ৫।১১৬, ৬।১৩১, ১০।১৯৪
রামচন্দ্র কবিরাজ ১১।৪।৪৯
রামচন্দ্র খান ১০।৩৭।৪৮২
রামচন্দ্র পুরী ১০।২৮।৪৩৬, ৩২।৫০৫, ৩৫।৫৪৫
১৭।৪২।৭৪৫

বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ

জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন
শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারীর পিতা ১০।২।৩২
শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারীর মাতা ১০।১৫।২৪০
শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারীর মাতা ও শ্রীহরি-নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ১০।১৯।১০৪
শ্রীভবভঞ্জিন্ দাসাধিকারীর পিতা ১০।২৪।৩৮৪
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারীর মাতা ১১।৫।৮০
শ্রীসত্যবিপ্রিয় ব্রহ্মচারীর মাতা ১১।৮।১২৮
শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারীর পিতা ১১।১২।১২৭
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্তের সহধর্ম্মিণী ১২।১২।১৯৮
শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা ও শ্রীযশোদালাল দাসাধিকারীর মাতা ১১।২৫।৩৭৫
যোগেন্দ্র দাসাধিকারী ১১। ৪৩।৪৮৮
শ্রীকৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারীর মাতা ১২।৪০।৬২৭
শ্রীশশীকুমার চক্রবর্ত্তীর মাতা ১২।৪০।৬২৭
শ্রীঅমূল্যচরণ সাধুখাঁর পিতা কালীচরণ সাধুখাঁ ১২।৪০।৬২৮
শ্রীকানাইলাল মাইতির অনুজ পুলিন বিহারী মাইতি ১২।৪০।৬২৮
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষের পিতা হরিনাথ ঘোষ ১২।৪০।৬২৮
রাজেন্দ্রমোহন পালচৌধুরী ১৩।১৫।২৪০
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মহাপাত্রের মাতা ১৩।১৭।২৭২
শ্রীরাধাবল্লভনন্দন দাসাধিকারীর পিতা ১৩।১৭।২৭৯

শ্রীকানাইলাল ভক্তিশাস্ত্রীর মাতা

সেবিপ্রসন্ন দাসাধিকারীর মাতা ১৩২৩।১৩৮

শ্রীভক্তিসৌধস্থ ভক্তিবৈভবের ভক্তিশাস্ত্রীর মাতা ১৩।২১।৯০৭

শ্রীমধুসূদন গাঙ্গুলীর পিতা ১৪।১৭।২৭২

শ্রীহরিবিনোদন দাসাধিকারীর মাতা ১৪।২৩।৪০৮

সুদর্শন মিশ্র ১৪।২৩।১০৮

শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্নের মাতা, শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারীর মাতা ও যামিনীভূষণ সরকারের মাতা ১৪।৩১।৫৪২

শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা ৮।২৮।৪১৯

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে প্রপত্তিপত্র ৮।২৮।৪০৩

প্রপত্তিপত্রের অনুবাদ ৮।২৮।৪০৪

ভক্তিকুসুমাঞ্জলিঃ (সংস্কৃত) ৮।২৮।৪০৫

ভক্তিকুসুমাঞ্জলির অনুবাদ ৮।২৮।৪০৫

প্রতিজনপত্রম্ (সংস্কৃত) ৮।২৮।৪০৮

প্রতিজনপত্রের অনুবাদ ৮।২৮।৪০৭

প্রার্থনা (পদ্য) ৮।২৮।৪০৭

প্রপত্তিপ্রসূনাঞ্জলি ৮।২৮।৪০৮

ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি (পদ্য) ৮।২৮।৪৪২

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (ইংরেজী ভাষায়) ৮।২৮।৪৪১

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (পদ্য) ৮।২৮।৪৪৪

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (আসামী ভাষায়) ৮।২৯।৪৫৫

শ্রীব্যাসপূজোপচার (সংস্কৃত) ৮।২৯।৪৫৭

ঐ বঙ্গানুবাদ ৮।২৯।৪৫৮

প্রভুপাদের আচার-প্রচারের সংক্ষিপ্ত আবৃত্তি ৮।২৯।৪৫৩

শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-বৃন্দের প্রণাম-প্রার্থনা ৯।২৬।৪৪০

প্রণতি-প্রসূন ৯।২৬।৪৪৪

ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি (পদ্য) ৯।২৬।৪৪৬

বিপ্রের দাবি (পদ্য) ৯।২৬।৪৪৭

ভক্তিকুসুমাঞ্জলিরয়ম্ (সংস্কৃত) ৯।২৬।৪৪৯

ভক্তার্ঘ্য (আসামী ভাষায় লিখিত) ৯।২৬।৪৫০

৯।২৭।৪৫১,২৮।৪৮২ ;

১০।৩০।৪৫৯ ; ১২।২৪।৩৮২

Advent Anniversary of Srila Prabhupad ৯।২৭।৪৫২

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ১০।১৯।৪৫৬

শ্রীব্যাসপূজার অর্ঘ্য ১০।৩০।৪৬০

আবাহন-গীতি-কুসুমাঞ্জলি (পদ্য) ১০।৩০।৪৬১

ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি (পদ্য) ১০।৩০।৪৬২

শ্রীশ্রীআচার্য্য-আরতি ১০।৩০।৪৬৪

ভক্তার্ঘ্য ১০।৩০।৪৬৫

প্রণামাঞ্জলি ১০।৩০।৪৬৭

ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি ১০।৩০।৪৬৯

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি ১০।৩০।৪৭৩

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি (আসামী ভাষা) ১০।৩০।৪৭০

প্রণিপাত-পুষ্পাঞ্জলি ১০।৩০।৪৭০,৩১।৪৭৫

দীনের অর্ঘ্য ১০।৩১।৪৯২

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ১০।৩২।৪৯৮

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাস-পূজা ১১।২৯।৪৪৯

আচার্য্য-পরিচয় ১১।২৯।৪৫১

দীনের অঞ্জলি (পদ্য) ১১।৩০।৪৭০

ভক্তার্ঘ্য ১১।৩০।৪৭২

আচার্য্যের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-উৎসব ১২।২১।৩২১

নবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ১২।২৮।৩৯০-৩৯৪, ২৭।৪১২, ১৪।২৪। ৩৯১, ৩০।৪৭০

সাময়িকী ১২।২৭।৪৪৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ১২।২৭।৪০৬

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজা-উপলক্ষে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা ১২।২৭।৪০৮

বিবিধ প্রসঙ্গ ১২।২৭।৪১৮, ১৩।২৮।৪৩৩

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বক্তৃতা ১২।২৮।৪২৬

লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের শততম আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে লর্ড কেট্‌লাণ্ডের পারমার্থিক ভারত-সম্বন্ধে উক্তি ১২।২৯।৪৪৫

প্রচারবার্ত্তায় বিবিধ প্রসঙ্গ ১২।৩৮।৪২১০ ৫২৪

শ্রীপুরুষোত্তমে মহোৎসব ১৩।২৬।৪০৮

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীব্যাস-পূজায় আহ্বান ১৩।২৮।৪৩৩

আচার্য্যের কৃপানুগ স্বজন-বিজন-কৃপা-বৈশিষ্ট্য-কুসুম-স্তবক ১৩।২৯।৪৪২

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসবের প্রথম দিবস ১৩।৩০।৪৬৫

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস ১৩।৩১।৪৭১

শ্রীব্যাসপূজায় অঞ্জলি　১৩।৭০ ৪৭৫
ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি　১৩।৭২।৪৯৭
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি　১৩।৭২।৫০০
শ্রীব্যাসপূজার পুষ্পাঞ্জলি　১৩।৭২।৫০৯
নওন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব　১৪।২৫।৩৯১
শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজার গৌড়ীয় ভাষ্য　১৪।২৭।৪১৩
শ্রীব্যাসপূজার প্রণতি-প্রার্থনা　১৪।২৭।৪১৫
শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে তদীয় গৌর-রাধা-নিত্যানন্দের বৈশিষ্ট্য শ্রীচরণার্চন　১৪।২৮।৪২৪
শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব　১৪।২৯।৪৪৩
শ্রীব্যাসপূজার অভিনন্দন-পত্রাবলী　১৪।৩০।৪৬৩
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামিপ্রভুচরণানাং দ্বিষষ্টিবর্ষপূর্ত্যাবির্ভাব-বাসরে আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রম-মঠে প্রণতিজ্ঞাপনম্　১৪।৩০।
শ্রীব্যাসপূজাবাসরে প্রণতার্তি-প্রসূনাঞ্জলিঃ　১৪।৩০।
শ্রীব্যাসপূজায় আশ্রম-সেবকবর্গের প্রসূনাঞ্জলি　১৪।৩০।
শ্রীব্যাসপূজার সাধারণ সভায় বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত টেলি　১৪।৩০

স্থান-সূচী

আড়াইলগ্রাম　৯।৫।১০০
আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম　৮।৯।১৪২
কুরুক্ষেত্র　১৪।১৪।২১৬
গয়াক্ষেত্র　১৩।৩৮।৪৯০
গৌরকুণ্ড　৮।৩৯।৬১২
চটক-পর্ব্বত　১৪।৩৫।৪৩৭
চন্দ্রসরোবর, পয়াগৌনি, গৌরীতীর্থ ও পৈঠগ্রাম　১৩।১৯।২৪৪
তিরুপতি ও বেঙ্কটেশ্বর　১৩।২।১১
বাদশবন　১০।১৪।২১০, ১১।২৮৬, ১৯।২৮৯, ২১।৩৩৪, ২২।৩৫০, ২৩।৩৬৪, ২৫।৩৯৩, ২৬।৪১৬, ৩৭।৫৭১, ৩৭।৫৮৫ ; ১১।১৯।১৩৫
বাদশবন ও চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল　১১।১৩।১৪৫
পরমানন্দপুরীর কূপ　১০।৪।৫৭
প্রয়াগ-প্রসঙ্গ　৮।২৩।৩৫৭
ব্রজধানন্দ-সুখদকুঞ্জ　১৪।১১।১৭১
ব্রহ্মকুণ্ড　৮।৩৭।৪৭০, ৩৮।৪৯৪, ৪১।
　　৪৫।
মথুরা　১০।১৩।
মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট　৯।৪৭।
মায়াপুর　৮।৪৫, ১৪।৪৩০, ৩১।
শুকরতাল　১০।২।২১, ১৯।
শূকরক্ষেত্র　৮।২৩।
শেষশায়ী　১৩।১।
সাতাদনবট　১৩।

গৌড়ীয়ের চিত্র-সূচী

১ম—১৫শ বর্ষ *

বিষয়　বর্ষ-সংখ্যা-পৃষ্ঠাঙ্ক
১। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অগ্রে রথারূঢ় শ্রীগৌরকিশোর-নবদ্বীপ ; রথাগ্রে দণ্ডায়মান শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ৯।৯।১৭৮; ১১।১৫।৯৩৩
২। বৈনাতেয় শ্রীল জগবন্ধু ও কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভু ৯।৯।১৮৩ ; ১২।১৫।২৩১ ; ১৩।১৮।২৮৪
৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীসারস্বত-নাট্যমন্দিরে শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান-বৃক্ষের দ্বিগ্‌দর্শন-চিত্র ৯।১১।২১০ ; ১০।১৩।২৪৯
সাম্বত-সম্প্রদায়-তরুবরের মূল প্রবর্ত্তক ও মূল আচার্য্যবর্গ ৯।১৪।২৫১
৫। শ্রীধর ও মহাপ্রভু ৯।১৪।২৪২
৬। সার্ব্বভৌম-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেবের ভোজন-দর্শনে

* ১ম হইতে ৮ম বর্ষের চিত্রসূচী ৯ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় (২৩শে শ্রাবণ, ১৩৬১) ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিষয় বর্ষ-সংখ্যা পত্রাঙ্ক

অম্বোধের উল্লাস ; অম্বোধে বিসূচিকা-ব্যাধি ও সারস্বতৌধ-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর কৃপা ১।১৪।২৫৪

দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-পাঠকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের অকৃত্রিম ভাব-দর্শনে দেবানন্দ পণ্ডিতের ঈর্ষাভরে বিদ্বদ্গণকর্তৃক শ্রীবাসকে বহিষ্করণ ১।১৪। ২২৫, ৩।৩৪।৮১

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী ১।১৪।২৭৩, ৪৩।১১৫ ; ১১।৪।৭৩ ; ১২।৮।১২০ ১৩।৫।২২৫, ২৯।প্রজ্ঞদপটের অন্তান্তর পৃষ্ঠা

গোস্বামী শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ১।১৫।২৭৯, ; ১০।১৮।২৭৭ ; ১২।১৪।২২৭ ; ১৩।১৮।২৭৫ ; ১৪।২০।৩১৪

মহাপ্রস্থানে ভগবন্ধু ১।১৬।২৮৪

শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন-দিবসে ভগবন্ধু ১।১৬। ২৮৬ ; ১২।১৪।২৫০

শ্রীমন্দির-নির্মাণ-কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণে তৎপর ভগবন্ধু ১।১৬।২৮৭

ভগবন্ধুর নির্য্যাণের পর তৎসহধর্ম্মিণীর ১।১৬।২৮৯

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূমিদানের প্রাক্কালে শ্রীমঠরক্ষকের সম্মুখে ভগবন্ধু ১।১৮।২৯১

শ্মশানে শ্রীল ভগবন্ধু ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ১।১৮।২৯২

শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বারে শ্রীগুরুবৈষ্ণববেষ্টিত প্রণাম-রত ভগবন্ধু ১।১৮।২৯৩

"ঠেঙ্গা লইয়া উঠিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবারে" ১।১৭।৩০১

বেট আলালকারী মন্দির-সেবায়েতের বেট-প্রদানে অসমর্থা, দরিদ্রা, বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে গলাধাক্কা দিয়া বহিষ্করণ ১।১৭।৩০২

আগড়া বা অক্ষক্রীড়ার স্থানের দৃশ্য ১।১৭।৩০৪

বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌরসুন্দরকে বাগর সাজাইয়া সম্ভোগবাদিসম্প্রদায়ের গৌর-ভোগের চেষ্টা প্রদর্শন ১।১৭।৩০৫

২১। খঞ্জ-খঞ্জাদি ভেদন করিয়া প্রাকৃত পুরুষ-দেহকে 'সখী' সাজাইতেছে ১।১৭।৩০৭

বিষয় বর্ষ-সংখ্যা-পত্রাঙ্ক

২২। গোপাল ভাড়াটিয়া পাঠকের কাম-ক্রোধাদিযুক্ত জীবের নিকট হাস্যাস্পদ (!) ব্যাখ্যা ১।২০।৩৫৭

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১।২৯।৪৩১, ৪৩।১১৫ ; ১০।১৩।২০৬, ৩০।৪৭১; ১১।২৯।৪৮০ ; ১২।১৪। ক্রোড়পত্র ; ১৩।১৮।প্রজ্ঞদপটের অন্তান্তর পৃ, ২২।ক্রোড়পত্র ; ১৪।১১, ২০।৩০৯

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিজয় মহোদয় ১।২৯।৪৮৮ ; ১১।৩২।৫০৪ ; ১৩।৩৫।৫২৪

শ্রীযুক্ত বিহারীমোহন দে ভক্তিভূষণ ১।২৯।৪৯০

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্র ভক্তিভূষণ ১।৩০।৫১১ ; ১০। ২০।৩১৭

শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে এম্-এ, বি-এল্, অবসর-প্রাপ্ত সবজজ ১।৩০।৫১২

গতানুগতিক বর্ণাশ্রমের বন্ধন (আদর্শ) ১।৩৮।৬৫০

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিলাস, না বাস্তব ? (আদর্শ) ১।৩৮। ৬৫২

৩০। মুখে কৃপা-প্রার্থনা, অন্তরে কৃপা-গ্রহণে অনিচ্ছার আদর্শ ১।৪০।৬৭১

৩১। শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মূরত—শ্রিদণ্ডী ১।৪১।৬৯০

৩২। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১।৪৩।৭১৫; ১১।৪৫।৭০৯ ; ১২।১৪।৭৩০, ৪৭।৭২৫ ; ১৩।২৯।প্রজ্ঞদ-পটের অন্তান্তর, ৪৪।৬২৭ ; ১৪।৪৩।৬৬৫

৩৩। নজর ভুলিতেই ভুল হইয়াছে ১।৪৩।৭২১

৩৪। শ্রীল পরমানন্দ পুরীর ভুল ; শ্রীচৈতন্যমঠের জনৈক ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ভুল হইতে জল উত্তোলন করিতেছেন ১০।৪।৫৯

৩৫। প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের ভূমি-প্রদাতা পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সেন ১০।১৩।২০০

৩৬। শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলী শ্রীপ্রয়াগধামে সপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১০।১৩।২০১

৩৭। শ্রীনৈমিষারণ্যে 'চক্রতীর্থ'স্থিত যেখানে ব্রহ্মার মনোময় চক্রের নেমি বিশীর্ণ হইয়াছিল ১০।১৯।২৩৫

৩৮। ওকরতলে পাদপীঠের শ্রীমন্দির, তদুপরি সুপ্রাচীন নিম্ব ও অশ্বত্থবৃক্ষদ্বয় ১০।২১।২৩৫

বিষয় বর্ষ-সংখ্যা-পত্রাঙ্ক

৩৯। শ্রীগুরুদেব-পাদপীঠের সম্মুখে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিতেছেন ১০।২১।৩২৬

কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও নিম্নে উপবিষ্ট মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের মাটামন্দির-নির্ম্মাণ-ব্যয়-বহনকারী এম, আর, আয়, ওয়াট, টি, পনিরুল্ সিন্নাই ১০।৩৩।৫১৫

৪১। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ১১।৩২।৪৯৮

৪২। শ্রীবিলাসজ অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ ১১।৩২। ৫০৩

৪৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিজয়-বিগ্রহ ১২।১।১৫

৪৪। শ্রীমথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে (যোগপীঠে) মথুরার অধিদেব—শ্রীকেশব ১২।২।১৮

৪৫। শ্রীরাধানন্দিতাকূলের তীরে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় শিবির-শ্রেণী ও শ্রীমদ্ বন মহারাজ-পরিচালিত স্বেচ্ছা-সেবক-মণ্ডলী ১২।৩।৪৭

৪৬। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ১২।৩।৪১

৪৭। শ্রীরাধা-ললিতা-কুণ্ডের তীরে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় শিবির-শ্রেণীর পার্শ্বে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন ১২।৭।১১২

৪৮। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠস্থ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীমন্দির ১২।১৭। ক্রোড়পত্র

৪৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদানন্দজীউর শ্রীমন্দির ১১।১৫।২৩৬ ; ১০।১৮।২৭৬ ; ১৪।২০।৩০৭

৫০। মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে কেন্দ্রের মহারাজ ও মঠ-সেবকগণ ১২।২৩।৩৬৫

৫১। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ ১২।৩১।৪৭৬

৫২। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর চাঁদুড়ী-পুষ্করিণীস্থ নব-নির্ম্মিত ভবনের সম্মুখের দৃশ্য ১২।৩১।৪৭৮

৫৩। হেন্ রার্থ্রি, সুপ্রসেন্-পালিন (তৎকালে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠবাসী) ১২।৩৩।৫৬৪

বিষয় বর্ষ-সংখ্যা-পত্রাঙ্ক

৫৪। শ্রীগৌর-জন্মস্থলীতে আবির্ভূত 'অধোক্ষজ'-বিষ্ণু-বিগ্রহ (আবির্ভাবকাল—৩০শে বৈশাখ, ১৩৪১ ; ইং ১৩ই মে, ১৯৩৪) ১৩।১।৯

৫৫। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (চাতুর্ম্মাস্য-কালে) ১৩।১৮। ক্রোড়পত্র

শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কামিনী-মোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ ও শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী—(বালিগঞ্জস্থ কুমারিকাশ্রিমের) ১৩।২৩। ক্রোড়পত্র

৫৭। পুরীধামে শ্রীরথযাত্রা ১৩।২৯। ক্রোড়পত্র

৫৮। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব-গৃহ (পুরী) ১৩।২৯। ক্রোড়পত্র ও প্রচ্ছদপট

ওঁবিষ্ণুপাদাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতী ১৩।২৯। প্রচ্ছদ-পটাভ্যন্তর

৫৯। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ১৩।২৯। প্রচ্ছদপটাভ্যন্তর

৬১। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিক্রম, শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ষোড়শীমোহন রায় চৌধুরী ১৩।৩১। ক্রোড়পত্র

৬২। শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী ১৩।৩১। ক্রোড়পত্র

৬৩। বিশ্ব-সমরবিজয়ী পরমশ্রী স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর 'ধর্ম্ম-ধুরন্ধর' শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য-বাহাদুর শ্রীগৌরজন্মস্থানে নবমন্দির-প্রবেশোৎসব-সভায় সভাপতি) ১৩।৩২। ক্রোড়পত্র

৬৪। শ্রীধামমায়াপুর গৌরজন্মস্থিতীয় নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ১৩।৩৩।৫১৩

৬৫। শ্রীধামমায়াপুর-আগমন-কালে গঙ্গা ও জলঙ্গী সঙ্গমে (হলারঘাটে) শ্রীমদ্ মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভ্যর্থনার দৃশ্য ১৩।৩৩।৫১৪

৬৬। শ্রীজগন্নাথবিগ্রহের নবমন্দির-প্রবেশোৎসব-সভায় শ্রীল প্রভুপাদ ও স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি ১৩।৩৩।৫১৫

৬৭। শ্রীচৈতন্যমঠস্থ শ্রীভক্তিবিনয়ভবনের তোরণে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বঙ্গের গভর্ণর স্যর জন্ এণ্ডারসন্ সি-সি, ষি-সি-আই-ই মহোদয়কে অভ্যর্থনা করিতেছেন ১৩।৩৪।৫৩৯

বিষয় বর্ষ-সংখ্যা-পত্রাঙ্ক

৬৮। শ্রীনামনামাপ্রভুর শ্রীযোগপীঠে (মহাপ্রভুর জন্ম-ভিটায়) সদলবলে উপবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ ভক্তিসুহৃৎ ভারতী মহারাজ ও শ্রীল প্রভুপাদ ১৩।৩৪।৫৩

৬৯। শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রত্যাবর্তনসময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্পাদক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় পরমপূজ্যপাদ ভারতী মহারাজকে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" দেখাইতেছেন ১৩।৩৪।৫৪

চাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দির সন্নিকটস্থ সভামণ্ডপের বেদীর উপরে মধ্যস্থলে শ্রীল প্রভুপাদ; প্রভুপাদের সম্মুখে দক্ষিণে চাকার ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ্ মিঃ ই, বি, এইচ বেকার, আই-সি-এস্; তৎপরে চাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ জে, আর, গ্লোভার আই-সি-এস্। প্রভুপাদের সম্মুখে চাকাবাসিগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র-সম্বলিত রৌপ্যাধার ১৩।৫৩।৬১

৭১। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দির নিকটবর্ত্তী স্থানে নির্ম্মিত সভামণ্ডপের তোরণদ্বারে সংকীর্ত্তনের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদ ১৩।৫৩।৬১২

৭২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং মহামান্য লাট্ ইস্ অফ্ ক্যাট্‌ল্যাণ্ড ১৩।৪৪।৬৩৫

ডাঃ সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ ১৩।৫০।৭৮৬

সওন-ক্যাম্ব্রিজ হলে শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা ১৪।১। অতিরিক্ত পত্র

৭৪। পরলোকে পরমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌরকারুণ্যকটাক্ষ-বৈভব ১৪।১।১৫

৭৫। শ্রীনাম সম্বন্ধসূত্রং প্রভু (চাতুর্ম্মাস্যকালে) ১৪। ৩।৩৯

বর্ষ-সংখ্যা-পত্রাঙ্ক

হেয় জর্জ্জ আর্থার হলস্‌ওয়ে ও হেয় বারণ এইচ্, ই, ভন্ কোয়েথ ১৪।৩।৯০

৭৮। বিষয়নগরবিজয়ী পরশ্রী স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর 'ধর্ম্ম-মুরুদ্ধর' তত্ত্ব শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য-বাহাদুর ১৪।১১।১৭৯

৭৯। পরলোকগত ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম-জর্জ্জ ১৪।২৪। অতিরিক্ত-পত্র

৮০। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, জমিদার, কৃষ্ণনগর, চৌধুরীপাড়া (নদীয়া) ১৪।২৭।৪২১

। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মাণাবস্থায় শ্রীমন্দিরের দৃশ্য ১৪।৩১।৪৭৫

৮২। বদান্যবর জেপুরাধিপতি মাননীয় সাহিত্যসম্রাট্ উৎকল বিক্রমাদিত্য শ্রীবিক্রমদেব বর্ম্মণ ডি-লিট্ হরিমনাস্থ মহারাজ-বাহাদুর—মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের মন্দির-প্রদাতা ১৪।৪০।৬২৯

৮৩। প্রভুপাদের দ্বিষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি-পূজা-উপলক্ষে সওন-গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী মহোদয়ের সেবাচেষ্টায় সওন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর চেয়ারম্যান স্যর লাদিলাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে সওনে মহতী সভার অধি-বেশন, স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড, স্যর অতুল চ্যাটার্জ্জী, প্রিন্সেস্ লোকিয়াদলিপ সিং, সর্দ্দার বাহাদুর ও সর্দ্দারণী যোগেন সিং প্রমুখ বহু শ্রোতৃ-সমাগম ১৪। ৪০।৬৩০

[দ্বিতীয়-বর্ষসপ্তকের সূচী সমাপ্ত]